আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-কৃষি-শিল্প-অর্থ-নীতি বিষয়ক

বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষের বিষয়-সূচী

৬ই মে ১৯৪০—২৮শে এপ্রিল—১৯৪১

সম্পাদক

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—অফিস—

১২২নং বোবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ফোন—বড়বাজার ৬৩৮২

—বিষয়-সূচী—

(প্র) প্রবন্ধ (সা) সাময়িক প্রসঙ্গ

বিষয় — পৃষ্ঠা

ব্যবসা বাণিজ্য

কৃষি ও কৃষি ঋণ

যানবাহন

পণ্য মূল্য

সমবায়

শ্রমিক আন্দোলন

অর্থনীতি ও মুদ্রানীতি

রাজনীতি

পাট ও পাটশিল্প

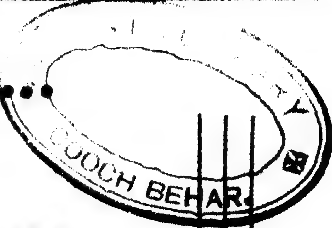
জনস্বাস্থ্য

বিবিধ

বেকার সমস্যা

কোম্পানী প্রসঙ্গ





আমাদের বিস্কুট গুলি

মুখরোচক, মচ্‌মচে, পূর্ণমাত্রায় পুষ্টিকর ও সহজেই হজম হয়। ইহা টাট্‌কা উঁচুদরের আধুনিক বিস্কুট হিসাবে সমাদৃত। সুদৃশ্য আধারে সুন্দরভাবে প্যাক্ করা থাকে বলিয়া ইহা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর।

জে, বি, এনার্জি ফুড বিস্কুটগুলি আরও বেশী মুখরোচক, বেশী পুষ্টিকর। শিশু ও রোগীদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

...সুন্দ , সবল ও সুস্থ

শিশুই

সক মায়ের কাম্য...

এনা র্জি ফুড্ বিস্কুট

শিশুর নি
দেহ ানে
দ্বিতীয়



জে, বি ্যাঙ্গারাম এণ্ড কোং

সুক্কুর, সিন্ধু • কলি অফিস-পি২৪, মিশন রো একস্‌টেনসন

আমাদের মিষ্টি খাবারগুলি

পরিশ্রুত স্বদেশী চিনি হইতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে ও স্বাস্থ্যপ্রদ উপাদানে আধুনিক বাষ্পচালিত যন্ত্রে প্রস্তুত হয়। প্রত্যেকটি, মিষ্টি স্বচ্ছ, মুখরোচক ও হজমী কারক। ইহাতে শতকরা ৪০ ভাগ গ্লুকোজ থাকায় ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও শক্তি প্রদানকারী। প্রস্তুত-কালে ইহাতে নির্দ্দোষ ভেষজ রঙ ব্যবহার করা হয়। চমৎকার সুগন্ধিসারব্যবহার হয় বলিয়া তাজাফলের গন্ধে এগুলি ভরপুর।

জে, বি, ঙ্গারাম এণ্ড কোং

প্রস্তুত াদি সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

ঃ ক্যাল—৪৫৬৪

সিটী ল্‌স ডিপোঃ

৩ হুমা কোর্ট, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট,
 লিকাতা।

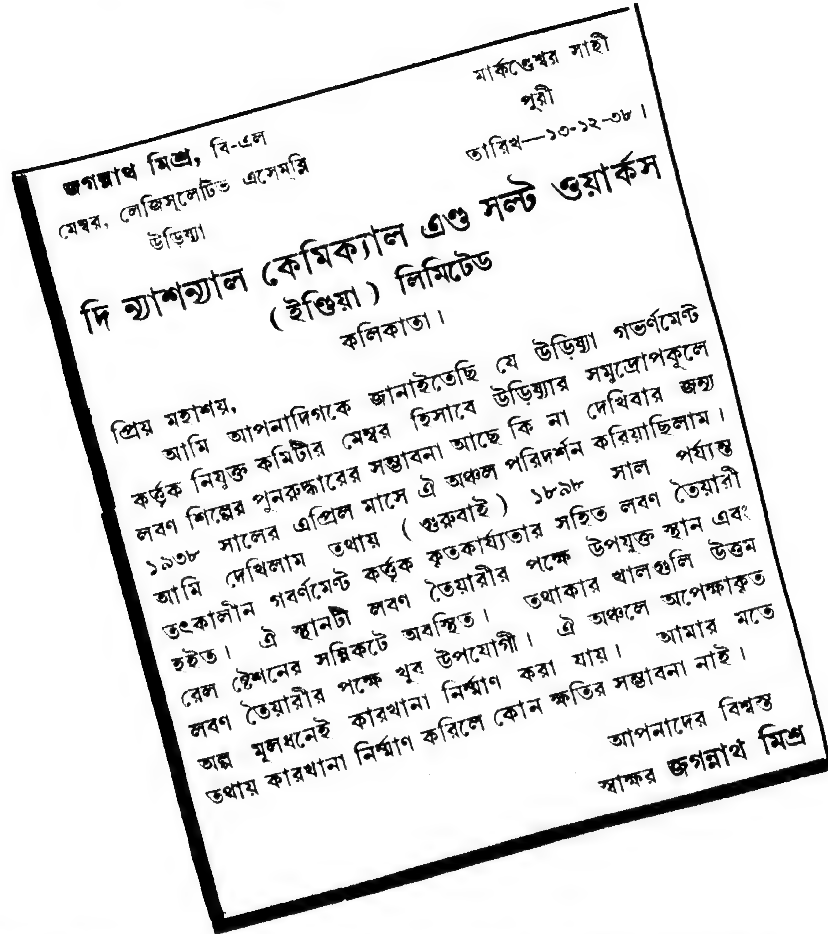
বিজ্ঞাপন-সূচী

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমালোচনা পৃষ্ঠা
রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ	৬১	১৫৩
রাজবৈদ্য ঔষধালয় (ত্রিপুরা) লিঃ	৬৪	...
রিয়াল ইণ্ডিয়ান প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ	৭৪	১৫৬
রুদ্র ফিসারিজ লিঃ	৬০	১৪৯
লক্ষ্মী ঘি	১৩৬	...
লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৪	১৫০
শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	২৬	১৪৬
লিলি বিস্কুট কোং	৪র্থ কভার	১৪২
সাউথ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ	৬৭	১৫৪
সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৮	...
সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৩	১৪৬
সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ	২৭	...
সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ	৬৩	১৩৭
সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ	৯২	১৫১
সেণ্ট্রাল কালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ	২০	১৪৮
সুবল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ	৯৬	...
সুন্দরবন ব্যাঙ্ক লিঃ	১১৬	১৫৪
সুরমাভ্যালী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	৫৮	১৫১
সুষমা তৈল	সূচী	
ষ্টাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৬	...
ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিস্কুট কোং লিঃ	৭৮	১৫৩
হাওড়া মোটর কোং লিঃ	২	১৪০
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ	২৪	১৩৭
হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিঃ	৬৪	...
হিন্দুদের রাজ্যশাসন প্রণালী	২০	...
হোটেল রয়েল	৪৫	...
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ	৯	১৪৫

দি ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৮ নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, কলিকাতা

কারখানা ঃ—১ নং গুরুবাই (চিল্কা), - - - ২ নং নৌপদা (মাদ্রাজ)



মার্কণ্ডেশ্বর সাহী
পুরী
তারিখ—১৩-১২-৩৮।

জগন্নাথ মিশ্র, বি-এল
মেম্বর, লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লি
উড়িষ্যা

দি ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস
(ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
কলিকাতা।

প্রিয় মহাশয়,

আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটীর মেম্বর হিসাবে উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূলে লবণ শিল্পের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা আছে কি না দেখিবার জন্য ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম তথায় (গুরুবাই) ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কৃতকার্য্যতার সহিত লবণ তৈয়ারী হইত। ঐ স্থানটী লবণ তৈয়ারীর পক্ষে উপযুক্ত স্থান এবং রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত। তথাকার খালগুলি উত্তম লবণ তৈয়ারীর পক্ষে খুব উপযোগী। ঐ অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধনেই কারখানা নির্ম্মাণ করা যায়। আমার মতে তথায় কারখানা নির্ম্মাণ করিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

আপনাদের বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর জগন্নাথ মিশ্র

প্রতি বৎসর ১,৫০,০০০ মণ লবণ প্রস্তুত করিয়া ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়াছে।

বর্ত্তমান কারখানা ৬৯০·৩৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত

ইহাদের প্রস্তুত লবণ কাষ্টমের দালালগণ বিশেষ সমাদরের সহিত বাজারে চালাইতেছেন।



সল্ট বেডের দৃশ্য

১৯৪০ সালের হিসাবের উপর ইহারা অংশীদারগণকে লাভজনক ডিভিডেণ্ড বিতরণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার লবণ-শিল্পের কার্য্যকারিতা ও তাহার ভবিষ্যৎ সফলতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত মিঃ সি, এচ, পিট, এম, এস, সি, এম, সি'র মতে পুরাতন গুরুবাই কারখানা বিশেষ ভাবে উপযুক্ত। তাঁহার মতে প্রতি বৎসরে এই কারখানা হইতে অন্ততঃ ৪৬,০০০৲ টাকা লাভ হইবে। এই কোম্পানী গুরুবাই কারখানার কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে চালু করিয়াছেন। কলিকাতা, বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার বহু প্রতিষ্ঠাবান লবণ ব্যবসায়ী এই কোম্পানী হইতে বহুল পরিমাণে লবণ লইতেছেন। লবণের Quality ভাল এবং বাজারে সমাদৃত হইয়াছে। দেশীয় লবণ-শিল্পের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ভদ্রমহোদয়গণকে সর্ব্বাগ্রে এই কোম্পানীর বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ৫ই মে, সোমবার ১৯৪১ | ১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

শ্রীভগবানের অনুগ্রহে "আর্থিক জগৎ" চতুর্থবর্ষে পদার্পণ করিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গলাদেশে ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিচারবুদ্ধিসম্মত জনমত গঠন করার ব্রত লইয়া আমরা "আর্থিক জগৎ" প্রকাশ করি, সেই সময়ে একথা ভাবিতে পারি নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদিগকে এক বিশ্বব্যাপী মহাসংগ্রামের অনিশ্চিত অবস্থা সম্মুখে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। এই মহাযুদ্ধের ফলে সমগ্র জগতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের উপরও উহার সুদূর-প্রসারী প্রভাব পতিত হইয়াছে। যুদ্ধের অপরিহার্য্য পরিণতি হিসাবে এদেশে ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা অধিকতর ব্যয়বহুল হইয়াছে এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পী-সমাজ এক অনিশ্চিত আশঙ্কা সম্মুখে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। দেশব্যাপী এই আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার ফলে "আর্থিক জগৎ"ও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। কিন্তু উহা সত্ত্বেও গত বৎসর আমরা আমাদের সাধ্যমত দেশবাসীকে সেবা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, বর্ত্তমানের এই দুর্দ্দিন চিরস্থায়ী হইবে না। এই বিশ্বাস লইয়াই আমরা নূতন বৎসরে নব উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক-বর্গকে আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গত তিন বৎসর কাল ধরিয়া উঁহারা যে ভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন এবং উৎসাহ দিতেছেন, তাহা না পাইলে "আর্থিক জগতের" ন্যায় একখানা ব্যয়বহুল সাপ্তাহিক পরিচালনা করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। দেশের ব্যবসায়ী সমাজ যখন যুদ্ধের ফলে নানাদিক দিয়া অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন সেই সময়েও তাঁহারা "আর্থিক জগত"কে বিস্মৃত হন নাই। অনশন, অর্দ্ধাশন ও বেকার-সমস্যা পীড়িত এই বাঙ্গালী জাতিকে ব্যবসা ও শিল্পাভিমুখী করিতে হইলে "আর্থিক জগতের" ন্যায় একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে—এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই তাঁহারা লাভ-ক্ষতি বিচার না করিয়া "আর্থিক জগত"কে মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছেন। উঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। "আর্থিক জগতের" উপর উঁহারা যে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছেন আমরা যেন তাহার উপযুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর তাঁহাদের অধিকতর সেবা করিতে পারি—উহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

আমরা একথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, ইংরাজী ভাষায় 'ইকনমিষ্ট', 'ষ্টেটিষ্ট', 'ক্যাপিটাল' প্রভৃতি যে সমস্ত অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার তুলনায় "আর্থিক জগৎ" কিছুই নহে। এই সমস্ত সংবাদপত্র দেশের অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে স্বয়ং তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিয়া তাহা নিয়মিতভাবে দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া থাকে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে কল্যাণজনক পথে পরিচালিত করে এবং কোথায় কি ধরণের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে কার্য্যকরী ইঙ্গিত দিয়া থাকে। দেশের ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়ী, শিল্পপরিচালক, আমদানী ও রপ্তানিকারক, দাদনকারী প্রভৃতি সকলেই এই সমস্ত সংবাদপত্রের মতামতের উপর অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং এই সমস্ত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সতত আগ্রহান্বিত। দেশের রাজশক্তিও এই সমস্ত সংবাদপত্র হইতে প্রেরণা লাভ করেন এবং উঁহাদিগকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই কারণেই 'ইকনমিষ্ট', 'ষ্টেটিষ্ট' প্রভৃতি সংবাদপত্র আজ কেবল স্বদেশের অধিবাসীদের নহে, সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গলা ভাষায় এই ধরণের একখানা অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক সৃষ্ট হওয়ার মত অনুকূল অবস্থা কিছুই নাই। দেশের রাজশক্তি ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারের জন্য একেবারেই আগ্রহান্বিত নহেন। ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের অধিকাংশই এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম চালাইয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন যে, তাঁহাদের পক্ষে এই ধরণের একখানা সংবাদপত্রের জন্য অধিক অর্থব্যয় করা সাধ্যায়ত্ত নহে। যাঁহারা সমর্থ—তাঁহারা গতানুগতিক ধারায় ব্যবসা পরিচালনা করিতেছেন। একখানা অর্থনৈতিক সংবাদপত্রকে উপযুক্তরূপ মর্য্যাদা দিতে উঁহারা অসমর্থ। বাঙ্গলা দেশে যাহারা ব্যবসায় ও শিল্পক্ষেত্রে বড় হইয়াছেন "আর্থিক জগৎ" আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনেকেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই বলিয়াই দুঃখের সহিত আমরা একথা বলিতেছি।

যাহা হউক কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আদর্শের প্রতি আমাদের স্থির ও অবিচলিত লক্ষ্য রহিয়াছে—সাধনা ও অধ্যবসায়ই আমাদের সম্বল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে যে, আমরা যদি আমাদের মহান ব্রতের কিয়দংশও উদযাপন করিতে পারি তাহা হইলে আজ না হউক দু'দিন পরে আমরা অবশ্যই দেশের সর্ব্বশ্রেণীর ব্যবসায়ী ও শিল্পীর সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে পারিব। এই বিশ্বাসই আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণা দিতেছে এবং এই বিশ্বাস লইয়াই আমরা আমাদের নূতন বৎসরে বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেণীর ব্যবসায়ীকে অভিবাদন জানাইতেছি।

গত বৎসরে দেশের আর্থিক অবস্থা

ইউরোপের মহাযুদ্ধ বর্ত্তমানে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এক বৎসর পূর্ব্বে তাহা কেহ কল্পনা করিতেও সমর্থ হন নাই। মহা-বলশালী ফ্রান্স জার্ম্মাণীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে এবং ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস প্রভৃতি এতগুলি দেশ জার্ম্মানীর পদানত হইবে একথা তখন কেহ ভাবিতেও পারেন নাই। অসীম শক্তিশালী বৃটীশ নৌবহরের চক্ষু এড়াইয়া জার্ম্মাণী উত্তর আফ্রিকায় সৈন্য সমবেত করতঃ মিশরের দ্বারে আঘাত করিতে পারিবে উহাও তখন চিন্তার অগম্য ছিল। কিন্তু অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তঃ এরূপ অনেক ব্যাপার ঘটিবে যাহা এখন আমরা ভাবিতেও পারিতেছি না।

যুদ্ধের এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি ভারতবর্ষে শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন সৌহার্দ্দ্যবন্ধন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় মহাসভা এইমাত্র দাবী করিয়াছিলেন য, বড়লাটের শাসন পরিষদকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিকট দায়ী করা হউক এবং উহার বিনিময়ে জাতীয় মহাসভা বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটীশ জাতির জয়লাভের জন্য আন্তরিক-ভাবে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজশক্তি এই সামান্য দাবীও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। রাজশক্তি ও জাতীয় মহাসভার মধ্যে বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুসলীম লীগ ভারতবর্ষকে হিন্দুভারত ও মুসলমান-ভারতে দ্বিধা বিভক্ত করিবার জন্য যে অনিষ্টকর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, বৃটীশ গবর্ণমেন্টের মুখপাত্রগণ তাহাতে পাকে প্রকারে ইন্ধন জোগাইতেছেন। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, দেশের শ্রদ্ধাভাজন জননায়কগণ কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছেন এবং নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে। উহার শেষ পরিণতি কোথায় তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারেন।

ভারতীয় অর্থনীতি গত এক বৎসর কাল ধরিয়া এই ধরণের একটা আন্তর্জ্জাতিক, জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কটের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। বলাই বাহুল্য যে, এরূপ একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কোন দেশই অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। ভারতবর্ষ শিল্পের ব্যাপারে এখনও একপ্রকার কিছুই অগ্রসর হয় নাই। দেশে যে সমস্ত শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা দেশের অভ্যন্তরের প্রয়োজন কোনওরূপে মিটাইতে সমর্থ হইতেছে। ভারতবাসী বর্ত্তমানে বিদেশে কাঁচামাল বিক্রয় করিয়াই কিছু কিছু অর্থ আহরণ করিতে সমর্থ হইতেছে। এইজন্য ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যকে ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার প্রধান মাপকাঠি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। গত বৎসরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের পূর্ণ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে ১৯৪০ সালের এপ্রিল হইতে বর্ত্তমান বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ১১ মাসের হিসাবে দেখা যায় যে, পূর্ব্ব বৎসরের ১১ মাসের তুলনায় বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ ৮ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ ৯ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি ভারতবর্ষ হইতে কেবল কাঁচামালের রপ্তানির হিসাব বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় গত বৎসরে উহার রপ্তানি ১৮ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। উহার সহজ অর্থ এই যে, গত বৎসরে দেশের কৃষক সমাজ বিদেশ হইতে ১৮ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা কম পাইয়াছে। উহার মধ্যে পাটচাষী ৯ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা, তুলাচাষী ৫ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা, বীজশস্যের রপ্তানিকারকগণ ৪৭ লক্ষ টাকা এবং চামড়া বিক্রেতাগণ ৮০ লক্ষ টাকা কম পাইয়াছে। গত বৎসরের ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উহা একটী অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতীয় জনসাধারণের এই আর্থিক ক্ষতির ফলে উহারা যে পর্য্যাপ্তরূপ আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তাহার প্রমাণ চাউলের আমদানী হ্রাস। গত বৎসর ১১ মাসে বিদেশ হইতে ভারতে চাউলের আমদানী ৬ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। অথচ গত বৎসর দেশে চাউলের উৎপাদন যে প্রকার কম হইয়াছে তাহাতে বিদেশ হইতে গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বেশী পরিমাণ চাউল আমদানী হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। মোটের উপর বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব দ্বারা গত বৎসরে দেশবাসীর আর্থিক অবনতিই প্রমাণিত হয়।

পণ্যমূল্য

কিন্তু ভারতবর্ষে বহির্ব্বাণিজ্যের মারফতে প্রতি বৎসর যত টাকা মূল্যের মালপত্রের আদান-প্রদান হয় তাহার তুলনায় দেশের

অভ্যন্তরে অনেক বেশীগুণ মূল্যের মালপত্র পরস্পরের মধ্যে বিকি-কিনি হইয়া থাকে। যদিও বহির্ব্বাণিজ্যের মারফতে বিদেশ হইতে অর্থাগম দেশের সমষ্টিগত সমৃদ্ধির দ্যোতক এবং অন্তর্ব্বাণিজ্যের দ্বারা দেশের এক শ্রেণীর লোকের হস্তস্থিত অর্থ অন্য শ্রেণীর লোকের হাতে স্থানান্তর হয় মাত্র, তথাপি দেশের কোটী কোটী অধিবাসীর ভাগ্যচক্র দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যের উপরই নির্ভরশীল। আর পণ্যদ্রব্যের মূল্যের উপরই উহাদের সুখদুঃখ নির্ভর করে। পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িলে দেশের চাকুরীজীবী, মজুর প্রভৃতি সীমাবদ্ধ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়া উহাদের কষ্ট হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু উহার ফলে দেশের কোটী কোটী কৃষক তাহার উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইয়া থাকে এবং দেশের অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিগণও পরোক্ষভাবে উহাদের লাভের সুফল ভোগ করিয়া থাকে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে গত বৎসরে দেশের জনসাধারণের সমূহ ক্ষতিই হইয়াছে বলা যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের সমষ্টিগতভাবে যে মূল্য ছিল ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তাহা শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উহার পর হইতে মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে এবং গত মে মাসে উহা মাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ের তুলনায় শতকরা ১৭ ভাগ উঁচু ছিল। তৎপর মূল্য আরও হ্রাস পাইতে থাকে এবং জুলাই মাসে পণ্যমূল্যের পরিমাণ দাঁড়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ের তুলনায় শতকরা ১৪ ভাগ বেশী। অবশ্য উহার পর হইতে পুনরায় পণ্যদ্রব্যের মূল্য কিছু কিছু করিয়া চড়িতেছে এবং গত মার্চ্চ মাসে পণ্যমূল্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ের তুলনায় শতকরা ২৩ ভাগ বেশী। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সর্ব্বশ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িলেও যে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্যের উপর দেশের কোটী কোটী ব্যক্তির স্বার্থ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে, সেই সমস্ত পণ্যের মূল্য কিছুই চড়িতেছে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাট ও তুলার মূল্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ে পাটের যে মূল্য ছিল, গত ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাহা প্রায় আড়াইগুণ বৃদ্ধি পায়। উহার পর হইতে পাটের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে কমিতে থাকে। বর্ত্তমানে পাটের যে মূল্য রহিয়াছে তাহা যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ের তুলনাতেও কম। তুলার মূল্য যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ের তুলনায় গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রায় দ্বিগুণ চড়িয়া গিয়াছিল। উহার পর হইতে মূল্য কমিতে থাকে এবং গত ফেব্রুয়ারী মাসে তুলার মূল্য যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ের মূল্যের সমান দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে এই মূল্য কিছু চড়িয়াছে বটে—কিন্তু তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। বিবিধ প্রকার শস্য, ডাল, তৈলবীজ, চামড়া ইত্যাদি কৃষিজাত পণ্যের মূল্যেও অনুরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। উহার ফলে গত বৎসরে দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার যে বহুল অবনতি ঘটিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ট্যাক্সভার

কিন্তু বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস এবং পণ্যমূল্যের অবনতির জন্য গত বৎসরে দেশবাসীর আয়ই কেবল হ্রাস পায় নাই—সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর উপর অত্যধিক ট্যাক্স বসাইয়া এই আয়ের পরিমাণ আরও সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এই পর্য্যন্ত ভারত সরকার দেশবাসীর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৯ প্রকার ট্যাক্স বসাইয়াছেন এবং এ জন্য দেশবাসীকে বৎসরে নূতনভাবে প্রায় ২৭ কোটী টাকার ট্যাক্সভার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে। গত বৎসর আরম্ভ হইবার সময় হইতে সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য দেশে ব্যবহৃত চিনি ও পেট্রলের উপর আমদানী ও উৎপাদন শুল্ক বর্দ্ধিত করা হয়। উহার পরেই একটী আইন পাশ করিয়া দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অতিরিক্ত লাভের অর্দ্ধেকাংশ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর সেপ্টেম্বর মাসে একটী অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করিয়া আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের পরিমাণ টাকায় চার আনা করিয়া বর্দ্ধিত করা হয় এবং চিঠির মূল্য ও ডাক মাশুল বৃদ্ধি করা হয়। এই ভাবে গত বৎসরে দেশবাসীর উপর প্রায় ১৬৷৷০ কোটী টাকার নূতন ট্যাক্সভার পতিত হইয়াছে। এই

ট্যাক্সের বোঝা বহন করিবার জন্য দেশের জনসাধারণকে যে জীবন-যাত্রার আদর্শ পূর্ব্বের তুলনায়ও খর্ব্ব করিতে হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইভাবে ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে দেশের শিল্প প্রচেষ্টাও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শিল্প

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে দেশে বহুবিধ নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজশক্তির বিরূপ মনোভাব, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের উপর অত্যধিক ট্যাক্স এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি আমদানীতে বিধিনিষেধের ফলে দেশে আশানুরূপভাবে শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতেছে না। প্রচলিত শিল্পসমূহও উহাদের কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমানে ইংলণ্ড হইতে ভারতের বাজারে কাপড় ও সূতার আমদানী অনেক হ্রাস পাইয়াছে এবং মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি স্থানে ভারতীয় বস্ত্র ও সূতার রপ্তানির পক্ষে চূড়ান্তরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। উহা সত্ত্বেও ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ একপ্রকার কিছুই বাড়িতেছে না। গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ৩০৯ কোটী ৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সেইস্থলে ১৯৪০ সালের উক্ত ৯ মাসে ৩১৭ কোটী ৬০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের প্রথম ৯ মাসে ভারতীয় চটকলগুলিতে যে পরিমাণ থলে, চট ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৯৪০ সালের ৯ মাসে তাহার পরিমাণ ৫১ হাজার টন কমিয়া ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে। ইস্পাত ও লৌহের উৎপাদন সম্বন্ধে গত আগষ্ট মাসের পর হইতে আর কোন বিবরণই প্রকাশ করা হইতেছে না। এজন্য গত বৎসর লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদনের পরিমাণে কিরূপ ইতরবিশেষ হইয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। গত বৎসর জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ৯ মাসে ভারতীয় খনি হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ সামান্য কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু কয়লার মূল্য দিন দিন পড়িয়া যাইতেছে। গত বৎসর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে চায়ের রপ্তানিও গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে। মোটের উপর উৎপাদনের দিক হইতে গত বৎসর দেশের প্রচলিত শিল্পগুলির মধ্যে অধিকাংশ শিল্পই কোনও প্রকার উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হয় নাই। অথচ এই যুদ্ধের সুযোগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিত্য নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতেছে এবং প্রচলিত শিল্পগুলি অভূতপূর্ব্বভাবে উন্নতি লাভ করিতেছে।

কৃষি

গত বৎসরে গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ভারতীয় কৃষিজাত দ্রব্যের অধিকাংশেরই উৎপাদন বাড়িয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে চাউলের উৎপাদন শতকরা ৬ ভাগ, গমের উৎপাদন শতকরা ৮ ভাগ, ইক্ষুর উৎপাদন শতকরা ২৩ ভাগ, তুলার উৎপাদন শতকরা ১৬ ভাগ, পাটের উৎপাদন শতকরা ২৯ ভাগ, তিসির উৎপাদন শতকরা ৬ ভাগ, সরিষার ও রাইয়ের উৎপাদন শতকরা ১৯ ভাগ এবং তিলের উৎপাদন শতকরা ২ ভাগ বেশী হইয়াছিল। কিন্তু উপরেই বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি অনেক হ্রাস পাইয়াছে এবং উহার মূল্যও অনেক কমিয়া গিয়াছে। ফলে অধিক উৎপাদন সত্ত্বেও কৃষিজাত পণ্যের মারফতে দেশের কৃষক সমাজ উহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই।

বাংলার অবস্থা

গত বৎসরে ভারতবর্ষের সমষ্টিগত আর্থিক অবস্থার উহাই মোটামুটি ইতিহাস। কিন্তু গত বৎসরে বাঙ্গলা দেশের অবস্থা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়ও অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে। বাঙ্গলায় প্রধানতঃ পাটের মারফতেই বাহির হইতে অর্থাগম হইয়া থাকে। গত পূর্ব্ব বৎসরে বাঙ্গলায় ৪ কোটী মণের মত পাট উৎপন্ন হইয়াছিল এবং বাঙ্গলার কৃষক এই পাট বিক্রয় করিয়া গড়পড়তায় ৮ টাকা করিয়া মোটমাট ৩২ কোটী টাকা পাইয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর ৫ কোটী মণ পাট উৎপন্ন হইলেও এই পর্য্যন্ত কৃষক ৩ কোটী মণের বেশী পাট বিক্রয় করিতে পারে নাই এবং এজন্য প্রতি মণে ৪ টাকার অধিক মূল্য পায় নাই। কাজেই গত বৎসর পাটের দরুণ কৃষকের আয় ৩২ কোটী টাকা হইতে কমিয়া ১২ কোটী টাকায় পরিণত হইয়াছে। গত বৎসর সরিষা, তুলা, কাঁচাচামড়া প্রভৃতি পণ্যের মূল্য হ্রাস হেতুও কৃষকের হাতে কম পরিমাণ অর্থাগম হইয়াছে। ইহার উপর আর এক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে যে, গত বৎসর গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বাঙ্গলায় অনেক কম পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হওয়াতে এবং ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে দেশে চাউলের মূল্য অনেক চড়িয়া গিয়াছে। এদিকে যুদ্ধ ও সরকারী ট্যাক্সের ফলে দেশবাসীকে গত বৎসর জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য লবণ, কেরোসিন প্রভৃতি জিনিষও অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইয়াছে। যেখানে আয়ের পরিমাণ ২০।২৫ কোটী টাকা কমিয়াছে, সেখানে চাউল, লবণ, কেরোসিন ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হেতু ব্যয়ের পরিমাণ ৫।৬ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই উভয়বিধ অবস্থার দরুণ গত বৎসর বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থা যে অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক সামরিক ও আধা-সামরিক বিভাগে চাকুরী পাইয়াছে এবং ঐ সব অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহও সমর সরবরাহ বিভাগে কোটী কোটী টাকার মালপত্র বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। উহার ফলে ঐ সব অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থার অবনতি অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার অধিবাসিগণ এই সব সুযোগ তেমনভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে গত বৎসর বাঙ্গলার অধিবাসীদের একটা চূড়ান্তরূপ দুর্ব্বৎসর গিয়াছে বলা যায়। অদূর ভবিষ্যতে যে এই অবস্থার উন্নতি ঘটিবে তাহারও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

বাঙ্গালীর ব্যবসা কোন্ পথে ?

[শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জ্জি, এম-এল-এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ]

বাংলা দেশে গত ১০।১৫ বৎসর হইতে অন্নসংস্থান সমস্যা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ক্রমশঃ দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। বিগত যুদ্ধের সময় পাটের দাম খুব চড়া থাকায় কৃষক সম্প্রদায়ের হাতে যথেষ্ট টাকার আমদানী হয়—আর তাহার ফলে অন্যান্য বিভাগে সেই স্বাচ্ছল্য প্রতিফলিত হইয়াছিল। কতকটা আমাদের নিজেদের দোষে ও কতকটা বৈদেশিক শাসকের ঔদাসীন্যের ফলে উদ্বৃত্ত অর্থদ্বারা আমরা বিশেষ কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ করি নাই। ফলে দেশের আয় পূর্ব্বের ন্যায় কৃষি-বৃত্তির উপর নির্ভর রহিল।

১৯২৯ সালের পর পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কটের ফলে কৃষি-নির্ভর জাতির আর্থিক অবস্থা শিল্প-নির্ভর জাতির অপেক্ষা বহুল পরিমাণে বৎসরের পর বৎসর হীন হইয়া পড়িতে লাগিল। বিশেষ করিয়া ভারতের কাঁচামালের রপ্তানী অনেক পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় ও বিদেশী তৈয়ারী জিনিস প্রায় পূর্ব্ব পরিমাণে আমদানী হওয়ায়, আমাদের অবস্থা ভয়াবহ হইয়া উঠিল। বাংলা দেশ বিশেষ করিয়া শিল্পের দিকে শুধু বিদেশীর মুখাপেক্ষী নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিল্পের উপরও নির্ভরশীল। ফলে এখানে অন্ন-সমস্যা অন্য প্রদেশ অপেক্ষা আরও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। এই যুদ্ধে অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, কাঁচামালের রপ্তানী ভালই হইবে। মিত্র-শক্তি যথেষ্ট মূল্যে ক্রয় করিবে ও আমরা হয়তো পূর্ব্বের ন্যায় কিছু টাকা পাইয়া যাইব; গত যুদ্ধের মত ভুল না করিয়া সেই অর্থ সাহায্যে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিব।

কিন্তু এবারে যুদ্ধের গতি ও ধারা পূর্ব্বেকার যুদ্ধের মত নয়। গত যুদ্ধে ইংরাজ নৌশক্তি জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রকার কাঁচামাল আমদানী blockade করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। এবার প্রায় উল্টা হইয়াছে। ইংরাজের বহির্ব্বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, যুদ্ধে যে প্রকার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার হইতেছে, তাহারও যথেষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ পূর্ব্ব হইতে হয় নাই—অথচ এ সকল নির্ম্মাণোপযোগী ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে ভারতে না থাকায় ও যুদ্ধের সুচনা হইতে ভ্রান্ত রাজনীতি অনুসরণের ফলে তাহার চেষ্টা না করায়, আমেরিকা হইতে ইহাদের আমদানী করিতে হইতেছে। ফলে ভারতের যে সুবিধার সম্ভাবনা ছিল, তাহা আজ আর নাই। ইহার উপর আমরা যে সকল সাধারণ বিদেশী মালের আমদানী করিতেছি তাহা প্রায়ই আমেরিকা হইতে; কাজেই দামও বেশী পড়িতেছে। এ অবস্থায় আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আরও খারাপ।

ভবিষ্যতের এই সমস্যা বাংলার দিক হইতে সমাধান করিতে হইলে সুচিন্তিতভাবে সর্ব্ববিষয়ে দৃষ্টি সংরক্ষণ করিয়া গঠনমূলক কার্য্যক্রম প্রস্তুত করিতে হইবে। অসহিষ্ণু হইয়া পরিকল্পনাহীন 'যা হোক একটা কিছু' করিলেই হইবে না। বৃত্তিহীন অসংখ্য লোকের বৃত্তি সংস্থান করিতে হইলে বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু বৃহৎ শিল্প করিব বলিলেই করা যায় না, তাহার জন্য বাহু যোজনা করা আবশ্যক। দেশের সাধারণ মনোবৃত্তি সেইদিকে প্রথমে পরিচালনা করিতে হইবে।

জাতির মেরুদণ্ড মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বিলাসী, ধনী বা জনসাধারণ জাতির গতি ফিরাইতে পারে না। যদি সত্যসত্যই আমরা কিছু করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের লক্ষ্য হইবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তাহারা আবার প্রায়ই চাকুরীজীবী। সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য তাহারা পরিশ্রম করে এবং এই শ্রমের বিনিময়ে মাপা মূল্য গ্রহণ করিয়া নিজেরা সন্তুষ্ট হয়। চারিদিকে সীমার পাঁচিল গাথিয়া তাহাদের অনন্তপ্রসারী মনকে সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করে। ফলে আসে জড়তা ও কর্ম্মে উদ্দীপনার অভাব।

কেহ যেন মনে করেন না যে, ভবিষ্যতের কল্পনা করা হইতেছে—যেখানে চাকুরী থাকিবে না। চাকুরী চিরকালই থাকিবে; তবে এখন যেমন এই শ্রেণীতে জাতির মধ্যে সেরা যে সব লোক চলিয়া যায় তাহারা যাইবে না। তাহারা গড়িয়া তুলিবে প্রতিষ্ঠান—পরিচালক হিসাবে, আর তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সাধারণ লোক চাকুরী করিবে। আজ আমাদের দেশের এই দলের লোক আশাহীন হইয়া নিজদিগকে সাধারণ লোকের মত চাকুরীতে আত্মনিয়োগ করিতেছে। এই অবস্থার সর্ব্বপ্রথম পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

ইহারা যখন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিবে তখন ইহাদের কর্ম্মশক্তি চাকুরীর স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিবে। সর্ব্বদা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে থাকিলে বুদ্ধির উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি হয়, সাহসও বাড়িয়া যায়—পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ফলে বিশ্বাসও বাড়ে, চিন্তাধারার আমূল পরিবর্ত্তন হয়।

বিশ্বাসের উপরই ব্যবসায় মূলতঃ নির্ভর করে ; ব্যবসায়ে মূলধন আবশ্যক—কিন্তু তাহারচেয়ে বেশী দরকারী বিশ্বাস, সাহস, সহযোগিতা। চাকুরীজীবীর পক্ষে উদ্বৃত্ত পরহস্তে নিয়োগ করিবার সাহস প্রায়ই হয় না। ব্যবসায়ীকে সর্ব্বদাই তাহা করিতে হয় বলিয়া ইহা প্রায় স্বভাবের অঙ্গ হইয়া যায়। ইহাদের হাতে যখন অর্থ সঞ্চয় হইবে তখন আশা করা যায় সে টাকা সহজেই অন্য ব্যবসায়ে নিয়োগ করিবার চেষ্টা হইবে।

মধ্যবিধ আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা মূলধন প্রয়োজন। আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায় অ-ব্যবসায়ী হওয়ায় তাঁহারা মূলধন যোগাড় দিতে অগ্রসর হন না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় চাকুরীজীবী, তাঁহাদের আয়ও সীমাবদ্ধ; তবু যে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত আছে সাহসের অভাবে তাঁহারা তাহাও বাহির করিতে চাহেন না। ফলে কোন কোম্পানী গঠিত করিলে তাহার মূলধন যোগাড় করিতে করিতে ৩।৪ বৎসর লাগিয়া যায়। তাহার উপর এই সংগ্রহের চেষ্টায় বহু অর্থ ব্যয় হয়। অংশীদারেরা যখন দেখেন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল বাহির হইল না তখন তাঁহারাও ক্রমশঃ আস্থাহীন হইয়া পড়েন ও শেয়ার বিক্রয় বন্ধ হইয়া যায়। ঋণ করিয়া ২।১ বৎসর চালাইবার পর উপযুক্ত অর্থাভাবে কারবারের ক্রমশঃ অবস্থা খারাপ হইয়া উঠিয়া যায়। এইপ্রকার কয়েকটি কোম্পানী উঠিয়া গেলে সাধারণের মধ্যে সাহস চলিয়া যায় ও তাহাদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে সাহায্যের আশা দুরাশায় পরিণত হয়।

আমাদের দেশে যৌথ কারবার অবশ্য কেবল মাত্র এই কারণেই নষ্ট হয় না। উপযুক্ত পরিচালকের অভাব, সততার অভাব, পরিকল্পনার অভাব, দেশবাসীর সহায়তার অভাবও বহু পরিমাণে দায়ী—অবশ্য আমাদের এই দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। আশার বিষয়, চাকুরী দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় আজকাল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশে ব্যবসায়ী আজও সামাজিক মর্য্যাদা পায় নাই। আমরা এখনও মেয়ের বিবাহে ব্যবসায়ী পাত্র অপেক্ষা চাকুরে পাত্রকে বেশী পছন্দ করিয়া থাকি। যেদিন আমরা ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বরং উন্নত সত্যই মনে করিব তখনই ভাল ভাল লোকে এই বৃত্তি অবলম্বন করিবে।

বাংলা দেশে আমরা দেখিতে পাই অসংখ্য অন্য প্রদেশাগত ব্যবসায়ী নানাপ্রকার পরিবেশক (Distributary) ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। বিক্রয় বিভাগ আমাদের হাতে না থাকায় আমরা স্বয়ং কাবু হইয়া আছি, অথচ পণ্য আমরা তৈয়ারী করিতে পারি—বিক্রয় আমাদেরই মধ্যে হইবে। বাংলার কাপড়ের কল এই কারণেই তেমন জোর করিতে পাইতেছে না। তাই প্রথম অবস্থায় আমাদের এই পরিবেশক ব্যবসায় ক্ষেত্র প্রথমে দখল করিতে হইবে। ইহাতে বেশী মূলধন আবশ্যক হইবে না। পরিশ্রম, সততা ও কর্ম্মনিপুণতা থাকিলেই দশ বৎসরের মধ্যে আমরা গ্রামে ও সহরের লুপ্ত বাণিজ্য দখল করিতে পারিব। ইহা হইতে অর্থাগমও প্রচুর হইবে।

এই পথেই বাংলার মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী প্রথমে পাট কেনা-বেচা সুরু করে—বাজার দখল করে ও ক্রমশঃ পাট মিলের ইংরাজ ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতা সুরু করিয়াছে। আমাদেরও এই পথেই চলিতে হইবে

ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার সুদ

[কে এন দালাল, নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার]

ব্যাঙ্কসমূহ উহাদের নিকট আমানতী টাকার জন্য যে সুদ প্রদান করিয়া থাকে, তাহা ব্যাঙ্কের স্বার্থের পক্ষে একটী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ উহার উপরই ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ নির্ভর করে। ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণের নিকট হইতে আমানত হিসাবে টাকা ধার করিয়া তাহা ব্যবসায়ীদের মধ্যে দাদন করিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক এই প্রকার দাদনে আমানতকারীদিগকে প্রদত্ত সুদের তুলনায় যে অধিক সুদ পাইয়া থাকে তাহাই ব্যাঙ্কের লাভ। যদি কোন ব্যাঙ্ক উচ্চ হারে সুদ দিয়া টাকা আমানত রাখিয়া প্রচলিত হারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সুদে টাকা দাদন করে, তাহা হইলে উহার লাভের পরিমাণ সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য। সাধারণতঃ ব্যাঙ্কসমূহকে উহাদের দাদনী টাকার উপর অর্জ্জিত সুদের হার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। কারণ এই হার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আর কোন ব্যাঙ্ক ইচ্ছামত এই প্রতিযোগিতা এড়াইতে সক্ষম নহে। কিন্তু ব্যাঙ্ক উহার আমানতকারীদিগকে কি হারে সুদ দিবে তাহা নিজেই স্থির করিতে পারে। কি প্রকার সুদ প্রদানের সর্ত্তে আমানত গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিবার মালিক ব্যাঙ্ক স্বয়ং। কাজেই আমানতের সুদের পরিমাণ স্থিরীকরণে উহা স্বাধীন—কিন্তু দাদনের সুদ আদায়ের ব্যাপারে উহা বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। এক কথায় ভালরূপ দাদনের ক্ষেত্রে ছোট বড় সমস্ত ব্যাঙ্ক প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে এবং যে ব্যাঙ্ক যত কম সুদে টাকা দাদন করিতে প্রস্তুত সে-ই এই শ্রেণীর দাদনে অর্থ বিনিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং যে সমস্ত ব্যাঙ্ক কম সুদে টাকা আমানত গ্রহণ করে সেই সমস্ত ব্যাঙ্কই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দাদনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফলকাম হয়। এই সব ব্যাঙ্কই উহাদের ব্যবসায়ে সব চেয়ে অধিক পরিমাণ লাভ করিয়া থাকে। কাজেই এক একটা ব্যাঙ্কের আমানতে প্রদত্ত সুদের দ্বারাই উহার লাভের পরিমাণ নির্ণীত হয়।

এই ব্যাপারে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহের তুলনায় প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাজ করিতে বাধ্য হইতেছে। কেননা বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত কম সুদে আমানত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই অবস্থার ফলে বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহ ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের তুলনায় উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর দাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই সব দাদন নিরাপদ, অথচ লাভজনক। সুতরাং ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা যদি বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে আমানতের জন্য দেয় বর্ত্তমান সুদের হার কমাইতে হইবে। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, আমানতের জন্য অধিক হারে সুদ প্রদান করিলে জনসাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে। চেম্বারলেন কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের সেক্রেটারী এই বিষয়টী সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, উক্ত

ব্যাঙ্ক এক বৎসরের জন্য আমানতী টাকার উপর সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হইতে ৪ টাকায় বর্দ্ধিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে এত অধিক অর্থ আমানত হইতে থাকে যে, সেজন্য ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ বিব্রত হইয়া পড়েন এবং উহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া কালবিলম্ব-ব্যতিরেকে সুদের হার পুনরায় ৩ টাকায় পরিণত করিতে হয়। ব্যাঙ্কসমূহ অর্থ দাদন করিয়া যদি অধিকতর হারে সুদ অর্জ্জন করিতে না পারে, তাহা হইলে অধিকতর হারে আমানত গ্রহণ করিয়া উহাদের কোন লাভই নাই। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যাঙ্কসমূহের লাভের পরিমাণ যদি বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে আমানতী টাকার উপর দেয় সুদের হার কমাইতেই হইবে।

গত ১৯২৪ হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত যখন টাকার সুদের হার খুব চড়া ছিল সেই সময়ে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া উহাতে চলতি ও স্থায়ী হিসাবে আমানতী সমস্ত টাকার উপর গড়পড়তায় শতকরা বার্ষিক ৩॥ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজে প্রাপ্ত সুদের তুলনাতেও কম হারে সুদ প্রদান করিত এবং ঐ সময়ে স্থায়ী আমানতের উপর উক্ত ব্যাঙ্ক কোম্পানীর কাগজে প্রাপ্ত সুদের তুলনায় শতকরা বার্ষিক ·৭ হইতে ১ টাকা মাত্র উচ্চহারে সুদ দিত। কিন্তু ১৯২৯ সালের পরে উক্ত ব্যাঙ্ক স্থায়ী আমানতের উপর কোম্পানীর কাগজে প্রাপ্ত সুদের তুলনাতেও কম হারে সুদ প্রদান করিতে থাকে। ১৯২৩ সালের পূর্ব্বেও উহাদের দেয় সুদের হার এইরূপ ছিল। এলাহাবাদ ও পাঞ্জাব ব্যাঙ্ক উহাদের আমানতের উপর গড়পড়তায় শতকরা বার্ষিক ৩॥ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের তুলনাতে সামান্য কিছু বেশী সুদ প্রদান করিয়া থাকে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রদত্ত গড়পড়তা সুদের হার শতকরা ১॥ টাকার কাছাকাছি মাত্র।

স্থায়ী ও চলতি আমানতের পরিমাণ বিবেচনা না করিলে গড়পড়তায় প্রদত্ত সুদের হারের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যাইবে না। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে স্থায়ী ও চলতি আমানতের পরিমাণে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের মোট আমানতী টাকার শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ স্থায়ী আমানত। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এই শ্রেণীর আমানতের পরিমাণ মোট আমানতের ৫০ হইতে ৫৫ ভাগ। কোন ব্যাঙ্কে যদি স্থায়ী আমানতের পরিমাণ বেশী হয় তাহা হইলে উহার লাভের পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়, কেননা স্থায়ী আমানতের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক হারে সুদ দিতে হয়। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহেও চলতি আমানতের তুলনায় স্থায়ী আমানতের পরিমাণ বেশী। সুতরাং ব্যাঙ্কসমূহ যাহাতে অধিকতর হারে লাভ করিতে পারে তজ্জন্য উহাদিগকে চলতি আমানতে ও সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আমানতে ন্যস্ত অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আমানতে ন্যস্ত অর্থ স্থায়ী আমানতে ন্যস্ত অর্থেরই অনুরূপ—তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আমানতে অপেক্ষাকৃত কম হারে সুদ দিতে হয়। এই ভাবে আমানতী অর্থ ব্যাঙ্ক অধিকতর লাভজনকভাবে দাদন করিতে পারে এবং এই দাদনের টাকাও পুনঃ পুনঃ ব্যাঙ্কের হাতে ফিরিয়া আসে।

আমানতী টাকার উপর দেয় সুদের হারে তারতম্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে অনিষ্টকর প্রতিযোগিতার ফলে আমানতী টাকার সুদের হারে যে তারতম্য ঘটে, তাহা এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের একটা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। ক্ষতিকর সুদে আমানত গ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ক্ষতিজনক ভাবে টাকা দাদন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড, ফ্রান্সের ব্যাঙ্কসমূহের সিণ্ডিকেট, জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক সমিতি এবং ইংলণ্ডের বৃহদাকার ৫টী ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি-সভা সময় সময় আমানতকারিগণকে কি হারে সুদ দেওয়া হইবে তৎসম্বন্ধে একটা বুঝাপড়া করিয়া নেয় এবং প্রত্যেক সমিতির অন্তর্ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি উহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যদি আমানতী টাকার উপর দেয় সুদ সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তিত হয়—যাহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহ টাকা দাদন করিয়া ন্যায্য মত লাভ করিতে সমর্থ হইবে এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে উহার রদবদল করিয়া প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ইচ্ছামত সকল শ্রেণীর আমানত-কারীদের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা হইলে উহা দ্বারা ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অশেষ উপকার সাধিত হইবে। এই সম্পর্কে ভারতবর্ষকে যদি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে আরও ভাল কথা। ফ্রান্সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ককে উহাদের ব্যবসানীতি অনুযায়ী একটি সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ সুদে টাকা আমানত রাখিবার অধিকার দেওয়া রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে লাভজনক পন্থায় অর্থ দাদন করার পথ অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের পরে যখন ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের পুনর্গঠন আরম্ভ হইবে সেই সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা নবযুগ আসার সম্ভাবনা আছে। ঐ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে এবং গৃহনির্ম্মাণোপ-যোগী সাজ সরঞ্জামের খুব চাহিদা হইবে। ব্যাঙ্কসমূহ যদি এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কম সুদে টাকা ধার দিবার জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে এবং এ জন্য উহাদিগকে কম সুদে টাকা আমানত গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন ব্যাঙ্ক যদি আমানতের উপর দেয় সুদের হার শতকরা বার্ষিক এক টাকাও কমাইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এক কোটী টাকা আমানতের উপর উহার এক লক্ষ টাকা লাভ হইয়া থাকে। উহা একটা সহজ ব্যাপার নহে।

শিল্প-ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

[মিঃ কে, কে, সেন—ম্যানেজিং ডিরেক্টর, চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোং লিমিটেড]

"মানুষ ঠেকিয়া শিখে।" বাঙ্গালী বিষম ঠেকায় পড়িয়াছে। জাতীয় দুর্গতি ও আর্থিক অবনতির চরম সীমায় আসিয়া বাঙ্গালী এক্ষণে নিরুপায়। ইহার ফলে বাঙ্গালী শিখিতেছে—"শিল্প বাণিজ্য ব্যতীত বাঁচিবার কোন উপায় নাই।" কর্ম্ম উপলক্ষ্যে আমি বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। বিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার শিক্ষিত সমাজ ব্যবসা বাণিজ্যকে হেয় চক্ষে দেখিতেন; শিল্প প্রচেষ্টার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না, কোনও বিশ্বাসও ছিল না। অধুনা এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে শিল্পী ও ব্যবসায়িগণের সহিত মিলামিশা করাও ইচ্ছা করিতেন না, তাঁহাদের অনেকেই আজকাল সাদরে আহ্বান করিয়া আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। অন্ধকার জাতির জীবনে চারিদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে—সরকারী অফিসে কেরাণীগিরির দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, বিদেশ যাত্রায় সুফল লাভের আশা নাই, অন্য কোনওদিকে জীবিকার্জ্জনের পন্থা দেখা যাইতেছে না—এই অবস্থায় অগত্যা শিল্প ব্যবসার দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি ফিরিয়া আসিতেছে। তাই এবিষয়ে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, আলোচনা ও পরামর্শ চলিতেছে এবং কর্ম্মধারার পরিকল্পনাও হইতেছে। জাতির পক্ষে ইহা অতি শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। মনে হয় বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ গগনে আবার আশার আলো ফুটিয়া উঠিতেছে!

পৃথিবীর কোনও জাতি শিল্প বাণিজ্য ব্যতিরেকে সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই, ইহা ইতিহাসের কথা ও বাস্তব জগতের মহান সত্য। কেবলমাত্র কৃষি বা চাকুরীতে বা অন্যবিধ পেশায় কোনও জাতি সত্যিকার জাতি বলিয়া জগতের কাছে পরিচয় দিতে পারে না। যে দেশের লোক শুধু চাষ-বাস কৃষি ও চাকুরীকেই সম্বল করিয়া নিজের ভরণ পোষণ করিয়া থাকে, দেখা গিয়াছে তাহারা অতিদরিদ্র। দেশে কৃষি ও শিল্প বাণিজ্য কোনও চলিত যানের সম্মুখের ও পশ্চাতের চাকা বিশেষ—একটির অভাবে অপরটি চলিতে পারে না।

যাহা হউক, দেশে এই যে বিপ্লবের লক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলাই বাঙ্গালীর পক্ষে এখন প্রধান সমস্যা। ২৫০ বৎসরের ভুল ভাঙ্গিয়াছে। এক্ষণে কি করিয়া পৃথিবীর বুকে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকিয়া বাঙ্গালী সাফল্যের সহিত শিল্প ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে তাহাই ভাবিবার বিষয়। গত বত্রিশ বৎসর যাবত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে লিপ্ত থাকিয়া এবং তৎপর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, শিল্প সংগঠন ও পরিচালনার নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিচালকের সম্পূর্ণ আয়ত্ত থাকা উচিত:—

(১) উচ্চশিক্ষা—ইহা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর ছাপ নহে। যে শিক্ষায় শিল্প ব্যবসা সম্পর্কীয় এবং তাহার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক, যান্ত্রিক, এমন কি আন্তর্জ্জাতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীর তথ্য আহরণ করা যায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উত্থান পতন এবং পরিচালনের ইতিহাস গঠন ও পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি

যতদূর সম্ভব চলতি দুনিয়ার সহিত পরিচিত থাকা যায়—এই প্রকার কার্য্যকরী শিক্ষা শিল্প ব্যবসা পরিচালকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই জ্ঞানভাণ্ডার অফুরন্ত। যিনি যতই সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি ততই লাভবান এবং সিদ্ধিপথে তত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবেন।

(১) চরিত্রবত্তা—ব্যবসা পরিচালককে সর্ব্বপ্রকারে চরিত্রবান হইতে হইবে। ব্যবসায়ের কর্ম্মনিষ্ঠার সহিত সততার ঘনিষ্ঠ সংযোগ চাই। কথাটা আরও খুলিয়া বলা দরকার, পরিচালকের হাতে সময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আসে এবং দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হইলে অনেক টাকা লোক চক্ষুর অন্তরালে আত্মসাৎ করা যায়। কিন্তু শিল্প ব্যবসায়ীকে মনে রাখিতে হইবে এইরূপ প্রবৃত্তির ন্যায় দুষ্কর্ম্ম আর জগতে নাই। মানসিক ভিত্তি ব্যবসায়ীর এইরূপ হওয়া উচিত যে, কোটি কোটি টাকা অসৎ উপায়ে পাওয়ার সুযোগ হইলেও কখনও মন যেন তৎ-সম্পর্কে বিচলিত না হয়। আরও একটি বিশেষ কথা এই যে, প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই মাল কেনাবেচার জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সংস্রবে আসিতে হয়। সর্ব্বদা ইহাদের সহিত স্পষ্টভাবে ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে কাজ কারবার করিতে হইবে, কারণ ইহাই ন্যায়, ইহার অন্যথায় অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

(৩) ব্যক্তিত্ব (Personality)—ব্যবসায়ীকে স্পষ্ট বক্তা অথচ মিষ্টভাষী হইতে হইবে। তাঁহার ব্যবহার হইবে অমায়িক, স্বভাব হইবে অতি বিনম্র, অথচ তাঁহার ব্যবসার নিষ্ঠা হইবে কঠোর ও চিরন্তন প্রসাবকম্মী। তাঁহার লিখিবার ও বলিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, নিজে যে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন তাহার সর্ব্বপ্রকার প্রকাশভঙ্গীর যাবতীয় কৌশল তাঁহার অবগত থাকিতে হইবে। সমব্যবসায়ে লিপ্ত প্রতিযোগী যেন তাঁহার ব্যক্তিত্বে, অমায়িক ব্যবহারে ও চরিত্রবত্তায় মুগ্ধ হন। তাহা হইলে একাধিক ব্যবসায়ীর মধ্যে সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কল্যাণের ভিত্তি দৃঢ় হইয়া উঠিবে।

(৪) হিসাবপত্রের জ্ঞান—পরিচালক হিসাবপত্রে অভিজ্ঞ হওয়া একান্ত প্রয়োজন; তিনি একজন সুদক্ষ একাউণ্টেণ্ট হইলেই ভাল। ইহাতে তাঁহার তত্ত্বাবধানে কোম্পানীর যাবতীয় হিসাবপত্র সঠিক ভাবে রক্ষিত হইবে। লিমিটেড কোম্পানী হইলে সমস্ত ব্যালেন্স-সীট, রেভেনিউ একাউণ্ট ইত্যাদি পরিচালকের চক্ষের উপর ভাসিয়া থাকা দরকার।

(৫) টেকনিক্যাল জ্ঞান—শিল্পপরিচালক নিজ শিল্প সম্পর্কিত সকলপ্রকার টেকনিক্যাল জ্ঞান অর্থাৎ মেকানিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারি, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল প্রভৃতি যে সমুদয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত টেকনিক যেই যেই শিল্পে প্রয়োজন তাহাতে যথাসম্ভব ব্যুৎপত্তি থাকা বিশেষ প্রয়োজন, যাহাতে পরিচালক তাঁহার অধীনস্থ ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্পীকর্ম্মিগণের কার্য্যকলাপ দক্ষতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। শিল্প পরিচালনার পক্ষে এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

(৬) পরিচালকের ব্যাঙ্কিং এবং আইনজ্ঞান থাকাও প্রয়োজন।

(৭) পরিচালকের সকল বিষয়ে দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকা দরকার।

উপরোক্ত গুণাবলী আয়ত্তাধীন করা কঠিন ব্যাপার নহে, শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতি অনুরাগ, একাগ্রতা ও অনুধাবন পরিচালককে সাধনা বা তপস্যায় পরিণত করিতে হইবে। ইহাই ব্যবসাজগতে সাফল্য-অর্জ্জনের অন্যতম উপায়।

বাংলাদেশের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শিল্প-ব্যবসা নৈপুণ্যে বাঙ্গালীর যোগ্যতা ধীরে ধীরে প্রমাণিত হইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কলকারখানার পক্ষে বাংলা অতি উপযুক্ত স্থান; সেই জন্যই এই প্রদেশে শ্রেষ্ঠ মিল কলকারখানার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। পরিতাপের বিষয়, ইহার প্রায় সকলগুলিই অবাঙ্গালীর আয়ত্তাধীন—কেরাণীর কার্য্যেই বাঙ্গালী বেশীর ভাগ নিযুক্ত। কেরাণীজীবী বাঙ্গালাকে শিল্পী বাঙ্গালী, পরিচালক বাঙ্গালী হইতে হইবে—ইহাই আগামী কয়েক বৎসরে আমাদের পণ হউক। বাঙ্গালীর বুদ্ধি, বাঙ্গালীর শিক্ষা, বাঙ্গালীর মেধা ভাবলোক ছাড়িয়া কঠোর কর্ম্ম-জগতে এবং নৈপুণ্যসাপেক্ষ বহুবিধ বৃহৎ শিল্প প্রসারে প্রযুক্ত হইয়া আর্থিক জগতে বাঙ্গালীর চিরপ্রতিষ্ঠা হউক—ইহাই চাই।

অর্থের বিনিয়োগ

[শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

অর্থের উপায় অপেক্ষা অর্থের বিনিয়োগ কঠিন ব্যাপার। অনেক সময় দেখা যায় প্রায় একই রকম বিদ্যাবুদ্ধি এবং সামাজিক মর্যাদা-সম্পন্ন লোক কাহারও ভাল চাকুরী যোগাড় হইয়া গেলে ধরা বাঁধা পথে তাহার নিয়মিত অর্থ আসিতে থাকে, কিন্তু অপরে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে। ব্যবসায়ীর বেলাও দেখা যায় একই হাটে পাট কিনিয়া একজন 'লাল' হইয়া যান অপরের চল্লিশে চুল পাকে। ইহা-দ্বারা আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, অর্থোপায়ের জন্য পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ইত্যাদি সৎগুণাবলীর প্রয়োজন নাই। আমার বক্তব্য হইতেছে যে পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং ধৈর্য্যের সম্বল লইয়া যাহারা 'লোটা কম্বল' না হউক স্যুটকেশ-বেডিংস সহ ভাগ্য অন্বেষণে বাহির হইয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিরাট ধনের মালিক হন, অধিকাংশ সময়ই chance নামক হাওয়া পালের নৌকার মত তাঁহাদিগকে আগাইয়া লইয়া যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি ধৈর্য্যের খুটায় পাল খাটাইয়া পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই chance নামক হাওয়ার সঙ্গ পাইয়াছেন, অন্যথায় অপর মাঝিদের মত তাঁহাকে চিরজীবন 'উজান জলে লগি ঠেলিতে হইত।'

এই 'উজান জলে লগি ঠেলা বা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া' যাঁহারা ভগবানের চিড়িয়াখানায় নিয়ত উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন তাঁহাদের সহিত ভাগ্যবানদের তুলনা করিয়াই আমি লিখিতেছি যে, অর্থের উপায় অপেক্ষা অর্থের বিনিয়োগ কঠিন ব্যাপার। এবং অর্থের বিনিয়োগ ব্যাপারে ধনীর প্রচুর ধন অপেক্ষা গরীবের সামান্য সঞ্চয়ের ন্যায্য বিনিয়োগের প্রয়োজনের উপকারিতা সমাজের পক্ষে অধিক কাম্য, তাহাদের সামান্য সঞ্চিত অর্থও যদি যোগ্যভাবে বিনিয়োগ করিতে পারা যায় জীবনের দীর্ঘপথে এই সামান্য অর্থও, যেমন 'স্বল্পমস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—তদ্রূপ মানুষের দুর্দ্দিনে বহুবিধ সঙ্কট হইতে ত্রাণ করিতে পারে।

এখন অল্পই হউক বেশীই হউক আমাদের সঞ্চিত ধনের বিনিয়োগ কি ভাবে করিতে হইবে, তাহা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের নিকট একটি

বিরাট সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। আমি মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান কোন প্রশ্ন না তুলিয়া এ কথা বলিতে পারি যে, যাঁহার নিকট সঞ্চয়ের যোগ্য কিছু ধন ছিল তিনিই তাহা প্রতিবেশী উৎপাদনকারী (প্রধানতঃ চাষীর) নিকট বিনিয়োগ করিয়া আসিতেছিলেন—যাহা নানাপ্রকার নূতন আইনের প্রয়োগদ্বারা কার্য্যতঃ বন্ধ হইয়া গেল।

প্রত্যেকের আয়ের অনুপাতে কিঞ্চিৎ সঞ্চয়ের প্রয়োজন এত বেশী যাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম,—স্বল্প বৃহৎ নিজের আয়ের অনুপাতে প্রতিদিন যিনি কিছু সঞ্চয় না করেন, আমার মতে তিনি মৃত্যুকে ডাকিয়া আনেন।

মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'যিনি দৈনিক আয় করেন তিনি প্রতিদিন কিছু সঞ্চয় করিবেন, যিনি মাসিক আয় করেন তিনি তাঁহার মাসিক আয় হইতে কিছু অর্থ ভিন্ন করিয়া রাখিবেন' ইত্যাদি।

আমরা বৈষয়িক ব্যাপারে কেন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিতেছি না এই নিয়া বহুবিধ আলোচনা হইয়া থাকিলেও, আলোচনার আরও প্রয়োজন আছে। আমাদের অবস্থা এখন এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, কোনও আত্মীয় বন্ধুকে আপদে বিপদে দু'দশ টাকা দিয়া সাহায্য করা বা এই সাহায্যের বিনিময়ে কিছু স্বার্থের সংশ্রব রাখা এখন আর সম্ভবপর হইবে না, কারণ আমি যদি মহাজন বলিয়া অনুমতিপত্র (License) গ্রহণ না করি তবে প্রয়োজনের খাতিরে কাহাকেও একটি পয়সাও দিতে পারিব না।

মানব সমাজে বাস করিতে হইলে এইরূপ প্রয়োজন নিত্য উদ্ভব হইবে। ধনসাম্য নিয়া যত প্রকার মতবাদেরই উদ্ভব হউক না কেন, প্রকৃতি বাদ সাধিয়া চিরদিন অসাম্যের সৃষ্টি করিবেন এবং সমাজে ধন বৈষম্য থাকিবে এবং একে অন্যের নিকট প্রয়োজন অনুসারে প্রার্থী হইবে।

পৃথিবী বোধহয় আর ধানের বদলে কাপড় কিনিতে যাইতে পারিবে না; সুতরাং বিনিময়ের মান স্বরূপ মুদ্রার প্রচলন থাকিবেই এবং সেই মুদ্রার সহজ প্রচলন বন্ধ হওয়ার অর্থই হইতেছে সমাজের 'সচল মুদ্রাকে অচল করা',—তথা মানুষের কর্ম্মক্ষম ভাবে সঙ্কুচিত করা। ইহার পরিণাম হইল মানুষকে কর্ম্মের অভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া। বর্ত্তমান লোক গণনার ছিটে-ফোটা খবরে আমরা জানিতে পারিলাম যে, আমাদের ১৯০৫ সালের সাত কোটী ভাই বোনকে কাটিয়া ছাটিয়া যতই ছোট করার অপচেষ্টা হইয়া থাকুক, আমরা তুরন্তপনা করিয়া আবার ছয় কোটীর উপরে উঠিয়াছি।

এই ছয় কোটী লোকের দৈনন্দিন কাজ চালাইবার জন্য,—পুত্র-কন্যার শিক্ষার জন্য, রোগে চিকিৎসার জন্য, রুচি অনুযায়ী আমোদ-প্রমোদের জন্য, পুত্র কন্যার বিবাহ এবং পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদির জন্য, দেশে বিদেশে ভ্রমণদ্বারা জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য—নিশ্চয় কিছু সঞ্চয় থাকা দরকার।

এই সঞ্চয়ের মাত্রা কত হইবে—ভারতবাসীর তথা বাঙ্গালীর বার্ষিক আয় কত তাহা নিয়া পণ্ডিতেরা মাথা ঘামাইতে থাকুন; কিন্তু ডাল-ভাতের সরকারের নিকট প্রশ্ন—একজন লোকের ডাল-ভাতের খরচ কত?

আমরা পল্লীগ্রামে থাকিয়া জানি একজন চাষী-শ্রমিকের 'ফজরে নাস্তা, দুপুরে ভোজন এবং রাত্রির খাওনে' একসের চাউল দরকার হয়। ৩ বারে ৩ ছটাক ডাইল দরকার হয়। 'বেতক' মাছ-তরকারীর খরচ ধরা উচিৎ নয়; কারণ মাছ খালে বিলে ডোবায় ধরিয়া খাইবে, তরকারী যদি বাড়ীর আড়ালে আবডালে আমতলায় জামতলায় করিতে না পারে তবে 'ঝাউতলায়' যাইয়া দেখিয়া আসিবে যে একটা গাছে কত 'কদু' ফলে। সুতরাং এক সের চাউল ৫৲ মন হিঃ—৵০, তিন ছটাক ডাল গড়ে ১০, নূন, তেল, লঙ্কা, ইত্যাদি ১০—অর্থাৎ তিন আনায় একজন লোক পল্লীগ্রামে খাইয়া থাকিতে পারে। খাওয়ার উপরে মানুষের আর কোন প্রয়োজনের কথা এখন তুলিব না, কারণ ডাল-ভাতের সরকার এতদতিরিক্ত কোন বিষয়ে ভাবেন না,—পরন্তু জনসাধারণ উচ্চশিক্ষিত হইয়া যদি বর্ত্তমান লীডারদের (নায়কদের) ল্যাডারে পরিণত করিয়া (মইস্বরূপ ব্যবহার) উপরে উঠিতে চায় তাহার প্রতিষেধকরূপে এখনই তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার মূলে টাঙ্গী চালাইয়া উন্নতির পথে বাবলা কাঁটার বেড়া দিতেছেন।

সুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একজন লোকের দৈনিক ব্যয় ৵০। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সে আসমানের তলে থাকিতে পারে না। 'জমীন ও আসমানের' বিভেদ ঘুচাইবার জন্য যে মাথার উপর একটা চালা দরকার, বৎসরে ৪টা লুঙ্গী এবং ৪টা মিরজাই না হইলে যে 'সরম ভরম' কিছুই থাকে না, সে কথাও আজ তুলিব না।

প্রশ্ন তুলিব যে ট্যাক্স ধার্য্য করিবার মালিক সরকারও নববর্ষারম্ভে পূর্ব্ববৎসরের সঞ্চিত ধন হাতে লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন সুতরাং বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণকে নিশ্চয়ই তাঁহারা নিঃস্ব দেখিতে চাহেন না—জনসাধারণের হাতে কিছু সঞ্চয় থাকে ইহা তাঁহারা নিশ্চয়ই চান। যদি তা না চান সরকার নিশ্চয়ই অচল হইবেন, কারণ বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই বরাদ্দ করিবার সময় অর্থাভাব ঘটিবে বুঝিতে পারিলেই নূতন নূতন ট্যাক্সের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। সুতরাং সরকার নিশ্চয়ই এরূপ মনে করেন যে, দেশের লোকের (ধনী দরিদ্র

গড়ে) নিশ্চয়ই এক বৎসরের ডাল ভাতের যোগাড় আছে—অর্থাৎ একজন লোকের দৈনিক ব্যয় ৵০ মাসিক ৬৲ বার্ষিক ৭০৲ × ৬ কোটী ৪২০ কোটী টাকা সঞ্চিত আছে। দেশের লোকের প্রকৃত সঞ্চয় কত তাহা অর্থনীতিবিদ্ স্থির করিবেন, কিন্তু সঞ্চয় যে একটা আছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

এখন প্রশ্ন হইল—সরকার অর্থের বিনিয়োগ-সঙ্কোচ সাধক যে আইন করিলেন উহা কর্ম্ম-সঙ্কোচ ঘটাইবে,—কর্ম্ম-সঙ্কোচের অর্থ হইল মৃত্যুবরণ। কর্ম্ম-সঙ্কোচ যাহাতে না ঘটে সেজন্য এখনই আমাদের ভাবিয়া পন্থা স্থির করিতে হইবে।

আমাদের সঞ্চিত অর্থ এখন কেবল মাত্র দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য শিল্পবাণিজ্য বৃদ্ধিকর ব্যবসায়সমূহে প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ আমরা যদি কোন joint stock কোম্পানীর অংশের লভ্য হইতে পুত্র কন্যার শিক্ষার অর্থ ব্যয় করিয়া থাকি তবে সেই সীমাবদ্ধ দায়িত্বের (Limited) কোম্পানী ফেল হইলে ও আমাদের বা আমাদের ছেলেদের ঘাড়ে কোন নূতন দায়িত্ব আসিবে না, পক্ষান্তরে মহাজনী আয়ের অর্থ আজ অদৃশ্য ভূতের মত আমাকে ছাড়াইয়া আমার ছেলের ঘাড়ে চাপিয়া বসিতেছে।

আমাদের সঞ্চিত অর্থের বিনিয়োগের জন্য এই কয়েকটী পথ খোলা আছে (১) গভর্ণমেন্টকে টাকা ধার দেওয়া (২) গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুরীকৃত স্থানীয় আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ধার দেওয়া—যেমন, মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, পোর্টট্রাষ্ট ইত্যাদি ; (৩) গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত রেল এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান (৪) গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গ্যারান্টি প্রদত্ত কোম্পানীসমূহ দ্বারা পরিচালিত রেল (৫) লিমিটেড লায়েবিলিটিবিশিষ্ট জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীসমূহের অংশ ক্রয় করা। আমাদের সঞ্চিত অর্থ সর্ব্বত্রই কিছু কিছু প্রয়োগ করিয়া অধিক নিয়োগ করা উচিত সীমাবদ্ধ দায়িত্বের জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীসমূহের শেয়ার খরিদ করিতে। জানি এই প্রশ্ন উঠিবে যে, দেশের লোকের পরিচালিত কোম্পানীতে শেয়ার কিনিয়া বহুলোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আবার একথাও ঠিক যে, বহু দেশীয় কোম্পানী ভাল ডিভিডেণ্ড দিয়াছে এবং বহু লোকের কর্ম্ম সংস্থান করিয়াছে। তর্ক না তুলিয়া এ কথা বলা যায় যে, যাঁহারা দেশীয় লোকের পরিচালিত ব্যবসায়সমূহের শেয়ার ক্রয় করিতে ভয় পান তাঁহারা বিদেশীয়দের পরিচালিত ব্যবসায়সমূহে অংশ ক্রয় করুন, এবং উহা সব সময়েই বাজারে পাওয়া যায়। যে কোন দিন খবরের কাগজ খুলিলেই এই শেয়ারসমূহের 'অংশের মূল্য', 'প্রদত্ত ডিভিডেণ্ড', এবং বর্ত্তমান 'বাজার দর' জানিতে পারেন। দেশের লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিচারবুদ্ধি প্রয়োগদ্বারা যদি বিদেশীদের পরিচালিত বড় বড় মিলসমূহের অংশ বাজার হইতে কিনিয়া লইতে পারেন, তবে উহার পরিচালনার ভারও ক্রমশঃ আমাদের হাতে আসিতে পারে।

দেশের ব্যাঙ্কসমূহ সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীসমূহের অন্তর্গত। দেশে অসংখ্য নহে বহু সংখ্যক ব্যাঙ্কের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রসার এবং বৃদ্ধির জন্য মায়ের প্রয়োজন যেমন অপরিহার্য্য, তদ্রূপ সামাজিক জীবনে বৃদ্ধির জন্য বিশেষতঃ আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনও তদ্রূপ অপরিহার্য্য। রামের হাতে ত্রিশটী টাকা আসিয়াছে এখন প্রয়োজন নাই, কিন্তু রহিমের পুত্রের বিকার জ্বরের চিকিৎসার জন্য টাকা কয়টীর একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু রাম নববিধান অনুসারে লাইসেন্স নেয় নাই—সুতরাং সে রহিমকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিবে না। পারিবারিক জীবনে মায়ের যেমন সকল পুত্রের প্রতি দাবী আছে, সে এক পুত্রের নিকট ধন লইয়া অপর পুত্রকে দিতে পারে ; তদ্রূপ আজ আমাদের সমাজ রক্ষা কর্ত্তৃরূপে জননীস্বরূপা ব্যাঙ্ক রামের অর্থ রহিমকে দিয়া রহিমের পুত্রের জীবন রক্ষা করিবে। আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে সমাজ-জননী ব্যাঙ্ক যেন সত্যিকার মা হয়। পুতনা যেন মায়ের রূপ ধরিয়া না থাকে।

আমরা যখন দেশের শিল্প বাণিজ্যে অংশ ক্রয় করিয়া অর্থ বিনিয়োগ করি, উহাতে আমরা দুই প্রকারে উপকৃত হই (ক) লভ্যাংশদ্বারা (খ) দেশের লোকের কর্ম্মসংস্থানে সাহায্য দ্বারা।

দেশের যানবাহন পরিচালনায় বিদ্যুৎ সরবরাহে, সংবাদ আদান প্রদানে এবং অন্যান্য প্রকারে যে সব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের প্রতিদিনের কার্য্যে প্রয়োজন হয় তাহার একটি শেয়ারও দেশের লোকের হাত ছাড়া হওয়া উচিত নহে। বিশেষ এই জন্য যে, এই সব প্রতিষ্ঠান নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করে এবং মানব সমাজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়া সমাজকে উন্নতির পথে প্রধাবিত করে। এইসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার মন্দভাবে চলিলেও দেশের লোকের হাতে থাকা উচিত।

ভূমি-সমস্যার রূপ

[শচীন সেন এম-এ, বি-এল]

বাঙলা দেশে ভূমি-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনের চেয়ে প্রলপনের পরিসর অনেক বেশী। জমি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা তার দারকে (জমিদার) আঘাত করে ক্লান্ত হই—জমির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিনে। এ যেন স্ত্রীর উন্নতি সাধন করতে চাই শাশুড়ীকে অপরাধিনী করে। শাশুড়ীর অপরাধ ক্ষম্য নয়, কিন্তু স্ত্রীর নিজের দায়িত্বও কম নয়—একথাটা আমরা স্বীকার করিনে এবং স্বীকার করলেও প্রচার করতে চাইনে। তাই, ভূমি-সমস্যার আলোচনায় যদি ভূমিকে প্রধান করি, তাহলে দেশের নেতৃবর্গ ও তাঁদের পোষ্যবর্গের ভিতর যে নাসিকা-কুঞ্চন দেখা দিবে, তাতে আমি শিউরে উঠি। শুনেছি, আমাদের ভূমি-সমস্যার একমাত্র পথ ও পাথেয় হল জমিদারবর্গের উচ্ছেদসাধন। একথা যিনি প্রচার না করবেন—ভূমি-সমস্যা সম্বন্ধে তিনি নাকি অজ্ঞ এবং জাতীয় আন্দোলনের পরিপন্থী। নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিতে সবাই কুণ্ঠা বোধ করেন এবং জাতির শত্রু বলে কেউ প্রখ্যাত হতে চান না—তাই একই সুরে সমস্ত আলোচনা ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। সেই সুরে গমক নেই অথচ ঠমক আছে—আমরা তাতেই ভুলি এবং ভোলাই।

জমি থাকলেই তার দার, অর্থাৎ মালিক থাকবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, দারের জন্য জমি নয়, জমির জন্য দার। তাই দারত্ব প্রধান নয়, অথচ দার না থাকলে কর্ষণীয় জমি অকর্ষণীয় হয়ে উঠে। জমির স্বার্থ সম্বন্ধে যিনি সজাগ এবং উন্নতি সম্বন্ধে যিনি সক্রিয় তিনিই জমির দার, অর্থাৎ মালিক। তার মানে মালিকের কর্ত্তব্য জমির উন্নতি বিধান করা এবং চাষীর কর্ত্তব্য জমি ভালভাবে চাষ করা। আমাদের দেশে যাঁরা গণ-আন্দোলনের পুরোহিত, তাঁরা এই মালিকত্ব ও কৃষিকর্ম্মের বিভেদ স্বীকার করবেন না। কিন্তু তাঁদের স্বীকৃতির উপর সমস্যা নির্ভর করবে না। ভূমি-সমস্যার এই গোড়ার কথা মানতে হবে যে, জমিকে যে চাষ করবে, সে চাষী, এবং সেই চাষকে যে চালাবে ও সাহায্য করবে, সে জমিদার। চালক ব্যতীত চাষী চলতে পারে না এবং যে দেশে উক্ত চালনা জমির স্বার্থানুসারে প্রণোদিত হয়, সে দেশে জমি সম্পত্তি সৃষ্টি না করে সম্পদ সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশে ভূমি-সমস্যায় ভূমি প্রধানস্থান অধিকার করেনি বলে আমাদের আলোচনা দেশের মঙ্গলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উঠে না। তাই বাঙলা দেশে ভূমি-সমস্যার যথাযথ ও বিস্তৃত আলোচনার জন্য যে কমিশন গঠিত হইয়েছিল তার রিপোর্টে একটি মাত্র বক্তব্য—আধুনিক জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ করে গবর্ণমেণ্ট জমিদার হোক। গবর্ণমেণ্ট বাঙলা দেশে জমিদার হলে দেশের সব সমস্যার সমাধান হবে—একথা এত শুনিছি এবং সে কথা উক্ত কমিশন (অর্থাৎ ফ্লাউড কমিশন) এত সবেগে প্রচার করেছেন যে, আজ সে-কথা অস্বীকার করলে সবাই ছি ছি করে উঠবেন। বাঙলা দেশে গবর্ণমেণ্টের খাসমহল আছে—অর্থাৎ এমন এলাকা আছে যেখানে গবর্ণমেণ্ট জমিদার—সেখানকার সমস্যার উগ্রতা ও জটিলতা একটুও কম নয়। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট জমিদার হলে সব সমস্যার সমাধান হবে—একথা বাঙলা দেশে বাস করে বলা চলে না। খাজনা আদায় করাই জমিদারের একমাত্র কাজ নয়, কিন্তু বাঙলার গবর্ণমেণ্ট তার খাসমহল জমিদারীতে অন্য কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেননি। জমি-সমস্যায় জমি চালাবার নীতি প্রধান। এই নীতির ভাল-মন্দের সঙ্গে সমস্যা জড়িত। অথচ এই নীতি সম্বন্ধে ফ্লাউড কমিশন কোন কথা বলেননি—দেশে সেই নীতি সম্বন্ধে কোন সত্যিকারের আলোচনা হয়নি। জমি-সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা সুগভীর না হবার হেতু হল যে, আমাদের কৃষক-আন্দোলনের অবলম্বন হ'ল বড় বড় জমিদার ছাঁটাই করে খুঁদে জমিদার সৃষ্টি করা। যখন আমরা জমিদারবর্গ উচ্ছেদ সাধন করতে উদ্যত হই, তখনই আমরা প্রজাস্বত্ব আইনের সাহায্যে পরভাগ্যোপজীবী রায়ত সৃষ্টি করতে সজাগ থাকি। এবম্বিধ দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন না করতে পারলে সভায় করতালি পাওয়া যায় না, দেশে নেতৃত্ব স্থাপন করা যায় না এবং সংবাদপত্রে "সোসালিষ্ট" বলে পরিচিত হওয়া যায় না। তাই আমাদের দেশ-সেবায় দেশ প্রধান এবং ভূমি-সমস্যায় ভূমি গৌণ এবং কৃষক-আন্দোলনে অকৃষকের দাবী ধ্বনিত এবং কৃষকের অধিকার সঙ্কুচিত।

আমাদের দেশ হল দাবীর দেশ—আমরা অধিকার চাই, দায়িত্ব চাইনে। আমরা ক্ষমতা চাই আঘাত করতে, সৃষ্টি করতে নয়। তাই ভূমি-সমস্যার আলোচনায় আমরা অধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি করি, স্বার্থের গলিতে বিরুদ্ধ পক্ষকে আঘাত করি, কিন্তু দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের নিরবতা ও উদাসীনতা ভয়াবহ, সে-কথা স্বীকার

করতে লজ্জা থাকলেও উপায় নেই। গবর্ণমেণ্ট চান নিজে জমিদারী দখল করতে, জমিদার চান নিজের অধিকার অটুট রাখতে, প্রজাবর্গ চান নানা অধিকারে ভূষিত হয়ে ক্ষমতাশালী হতে—কিন্তু ভূমির উন্নতি সম্বন্ধে এবং দেশের ভূমিসংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্বন্ধে কেউ দায়ী হতে চান না। আমাদের দেশে ভূমিসংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধানের ভার যাঁদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে এবং যাঁরা সমাধানের ভার পাননি—তাঁদের সবারই দৃষ্টি জনসভায় করতালি অর্জ্জন এবং আইনসভায় করতালির লোভে প্রয়োজনীয় গর্জ্জন। দায়িত্ব সম্বন্ধে মুখর হলে দায়িত্বহীন অধিকারের দাবী পেশ করা যায় না। তাই আমরা ক্ষমতা চাই নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে—দেশে মঙ্গল সৃষ্টি করতে নয়। তা' চাই বলেই আমাদের দেশে যে-সব আইন পাশ হয়—তাতে অধিকার বাড়ে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। আমরা প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজার অধিকার বাড়িয়েছি, কিন্তু ভূমির উন্নয়ন সাধনকল্পে কোন বিধান সৃষ্টি করিনি। আমরা কৃষকের ঋণের স্তূপ লাঘব করতে উদ্যোগী হয়েছি কিন্তু ভবিষ্যতে ঋণ গ্রহণের সম্মত সুযোগ সৃষ্টি করিনি। আমরা অধিকার বিস্তৃত করেছি, কিন্তু দায়িত্ব বাড়াইনি—ফলে, সমস্যা ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে—সমাধানের পথে অগ্রসর হয়নি।

যদি কেউ আমাদের দেশে নিবিষ্টভাবে নানাবিধ প্রজাস্বত্ব আইন আলোচনা করেন, তাহা হলে তিনি দেখবেন যে, গবর্ণমেণ্ট নানা-ভাবে নানা সময়ে নানাবিধ অধিকার হস্তান্তরিত করেছেন এবং বিভিন্ন প্রকারে ও কৌশলে তার নিজের প্রভাব প্রসারিত করেছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেননি। বাংলাদেশে আজ সমস্ত কর্ষণীয় জমি যদি অকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, সেই অবনয়ন ও অপচয়ের গতি ব্যাহত করবার আইনগত দায়িত্ব কোন পক্ষেরই নেই। জমি আছে—চাষী চাষ করবে, জমিদার খাজনা আদায় করবে এবং গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব পাবে। আন্দোলন আছে—তাই অধিকারের হস্তান্তর চলছে। কিন্তু জমি জমাট হলে কারুর কোন দায়িত্ব নেই। অথচ সেই সব প্রজাস্বত্ব আইনের ভিত্তিকে বিজ্ঞান-সম্মত না বললে জমিদারবর্গের গুপ্তচর বলে অভিহিত হবার সম্ভাবনা বেশী। কৃষক আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী এবং গবর্ণমেণ্টের নানাবিধ আইনের সৃষ্টিভঙ্গী যে দেশের মঙ্গলপ্রসূ নয়—সে-কথা বলবার সময় হয়েছে। অর্থাৎ ভূমি-সমস্যায় ভূমিকে প্রধান এবং দেশ সেবায় দেশকে প্রধান বলে গণ্য করার দায়িত্ব আমাদের নেতৃবর্গের গ্রহণ করতে হবে। যাঁরা কলরব চান, তাঁরা অধিকার নিয়ে মাতামাতি করেন কিন্তু মঙ্গল সৃষ্টিতে কলরবহীন দায়িত্বপূর্ণ অধিকারের প্রয়োজন স্বীকৃত। প্রত্যেক অধিকারের যে দায়িত্ব আছে, সে-কথা এবং সে-কর্ত্তব্য অধিকারের অধিকারিগণের জানা ও পালন করা দরকার। দায়িত্বকে এড়িয়ে অধিকারের সম্প্রসারণ এবং সেই নিখাদে জাতীয় আন্দোলনকে ধ্বনিত করে কলরব সৃজন প্রশংসনীয় নয়।

তাই, ভূমি-সমস্যায় এমন বিধান গড়ে তোলা উচিত যার সাহায্যে ভূমির উন্নতি সাধন করা যায়। সেই উন্নতির পথে যার স্বার্থ বাধা সৃষ্টি করবে তাকে দূর করতে হবে এবং যাকে অধিকার দেওয়া প্রয়োজন, তাকে বঞ্চিত করা চলবে না। ভূমির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যতটা দায়িত্ব যাঁর উপর ন্যস্ত করা প্রয়োজন, তাঁর ততটা পালন করতে হবে এবং সেই দায়িত্ব বণ্টনের সময় কোন শৈথিল্য ক্ষমার যোগ্য নয়। জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করার পথ এত সহজ নয় যে, একজনের অধিকার আর একজনকে বিলিয়ে দিলেই দেশ প্রাচুর্য্যে ঝলমল করে উঠবে। তা' যদি হত তা'হলে জাতির উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাঙলার মন্ত্রণা-পরিষদ সর্ব্বোচ্চ আসন লাভ করতেন এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অকাট্য বলে পরিগণিত হত।

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে কোন বিধান নেই, অথচ আধুনিক ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করবার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে! তাঁরা গবর্ণমেণ্টের "টেনেন্সি" আইনের অসঙ্গতি দেখেননি—কি ছাঁচে "টেনেন্সি" আইন গঠিত হওয়া উচিত, সে-সম্বন্ধে কোন সজ্ঞান দৃষ্টির পরিচয় দেননি। ভূমি-সমস্যায় যে ভূমি প্রধান, একথা তাঁরাও মানেননি। বাঙলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন প্রদেশে গিয়েছিলেন—শুধু যাননি বাঙলার বিভিন্ন জেলায়। অর্থাৎ বাঙলাদেশকে তাঁরা চিনেছেন নিজেদের আপ্তজ্ঞানে—বাঙলার পরিবেষ্টনী পর্য্যবেক্ষণ করে নয়। তাই তাঁরা গবর্ণমেণ্টকে জমিদার হবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ করেছেন—জমিদারী চালাবার রীতি বা নীতি সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেননি। হয়ত তাঁরাও ভেবেছেন যেমন দেশের ঘাটে-মাঠে অন্য সবাই ভাবেন যে, গবর্ণমেণ্টের ক্রোড়ে কোন প্রকারে জমিদারী নিক্ষেপ করতে পারলেই ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বাড়বে, কৃষকপোষণ বন্ধ হবে, বাঙলার মাঠে সোণা ফলে উঠবে। এবম্বিধ বিশ্বাস যাঁদের আছে, তাঁরা সত্যদর্শী ও বিশ্বাসী হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা বিজ্ঞানী নন। যে-মুক্তির পথে বিশ্বাস ফলপ্রসূ, তা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বা জাতীয় আন্দোলনের মুক্তি নয়।

জনমত সংগ্রহে সংখ্যাবিজ্ঞানের স্থান

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ]

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গণতন্ত্রের সংগঠনে অনেক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তদনুসারে রাষ্ট্রীয় কাঠামোরও বহুমুখী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যখন গণতন্ত্রের সীমা একটি নগরী বা জনপদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল তখন কোন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য শুধু ভোট গণনা করিলেই চলিত, কারণ স্বল্পসংখ্যক নরনারীর মতামত শুধু হাত তুলিয়া বা মাথা গণনা করিয়াই অনুমান করা সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ যখন গণতন্ত্রের সীমা নগরী বা জনপদ ছাড়াইয়া একটি দেশ বা কয়েকটি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে লাগিল তখন প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্ত্তন না হইয়া পারিল না। তখন শুধু মাথা গণনা করিয়া জনমত নিরূপণ পদ্ধতি অনুপযুক্ত হইয়া পড়িল এবং ফলে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের গোড়া পত্তন হইতে লাগিল। দেশের বিভিন্ন ভাগের নরনারী একদিন ভোট দিয়া তাহাদের প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবে এবং এই সব প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় রাজধানীতে সমবেত হইয়া প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুসারে গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন এবং একটি নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত দেশের শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন। এই হইল প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের মূলসূত্র। কিন্তু দেশ যত বড় হইবে, প্রতিনিধিদের সংখ্যাও বেশী হইবে এবং সেইজন্যই অধুনাতন রাষ্ট্রীয় কাঠামো এমনভাবে সংগঠিত যে মনোনীত প্রতিনিধিগণের প্রত্যক্ষভাবে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার সুযোগ বা ক্ষমতা নাই। প্রত্যেক সাধারণ নির্ব্বাচনের পর তাহাদের মধ্য হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে গবর্ণমেণ্ট বা মন্ত্রিমণ্ডল (Cabinet) গঠন করে তাঁহারাই প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। মনোনীত প্রতিনিধিগণ শুধু বৎসরের দুই বা ততোধিকবার দেশের ব্যবস্থাপক পরিষদে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যাবলী আলোচনা করেন এবং কার্য্যনীতি সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন। বার্ষিক আয় ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণকার্য্যও এই ব্যবস্থাপক সভার বিশেষ একটি কর্ত্তব্য ও অধিকার।

জনমতের অস্পষ্ট প্রকাশ

যদি দেশের প্রতিনিধিগণ দেশের জনমতের সত্যিকার রূপ দিতে পারেন এবং মন্ত্রিমণ্ডল যদি সেই অনুসারে তাঁহাদের শাসননীতি নিয়মিত করিতে পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই গণতন্ত্র জনসাধারণের পক্ষে আদর্শ রাজনৈতিক কাঠামোতে পরিণত হইবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে অনেক সময়েই জনমত অস্পষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার প্রভাব জাতীয় শাসননীতিতে পরিলক্ষিত হয় না। কারণ প্রত্যেকটি লোক সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধি ও বিদ্যাসম্পন্ন নহে এবং সহস্র সহস্র বা লক্ষ লক্ষ নরনারীর একত্রীভূত মত কি তাহা নিরূপণ করাও মোটেই সহজসাধ্য নয়। তাহার উপর আধুনিক রাজনীতিক্ষেত্রে সঙ্ঘসংগঠন পদ্ধতি (party system) এমন জটিল ও ব্যাপক হইয়াছে যে জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি বিশেষ বিশেষ দলগত প্রচারের গুণে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত না হইয়া পারে

না। কাজেই দেখা যায় যে, কোন একটি সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণের যথার্থ মতামত নিরূপণে অনেক বাঁধা রহিয়াছে। প্রথমতঃ, যাঁহারা প্রতিনিধি মনোনীত হন, তাঁহারা সব সময়েই যে তাঁহাদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছা অনুসারে চলেন বা তাহা নিরূপণ করিতে পারেন তাহা নয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিনিধিদের মনোনীত মন্ত্রিমণ্ডল যে সব সময় তাহাদেরই ইচ্ছা ও নির্দ্দেশ অনুসারে চলেন বা চলিতে পারেন তাহাও নয়। সব সময়েই ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি, দলগত নির্দ্দেশ এবং স্বার্থ-বুদ্ধির সহিত জনমতের সংঘাত ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যেহেতু জনমতের বাহক প্রতিনিধিগণ সব সময়েই বিশ্বস্তভাবে জনসাধারণের স্বার্থ দেখেন না বা দেখিতে পারেন না, দেশের মন্ত্রিমণ্ডলীর অধিকাংশ কর্ম্মপ্রণালীই দলগত প্রচার বিভাগের ঘোষণার ফলে জনমতেরই প্রতীক বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। কাজেই অনেক সময়েই যে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে জনমত সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হয় না এবং সরকারী কর্ম্মপদ্ধতি জনসাধারণের মনে সন্তুষ্টি আনয়ন করিতে পারে না তাহা সত্য।

জনমত নিরূপণের উপায় কি ?

যে কোন একটি সমস্যা সম্বন্ধে জনমত কিভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইতে পারে সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। আমাদের রাজনৈতিক জীবনে ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্যা যে থাকিয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। তবে প্রত্যেক সভ্য জাতিরই চেষ্টা হওয়া উচিত—বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে জনমত সংগ্রহ করা। জনমত বলিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বুঝায় কি না সে সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক আছে। অনেক সময় উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টার গুণে কোন বিশেষ একটি দল একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নির্ব্বাচনমণ্ডলীর অধিকাংশেরই মত প্রভাবান্বিত করিতে পারে। কাজেই সব সময়েই যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত জনমত বলিয়া প্রচার করা যায় না তাহা সত্য। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য রুশো জনমতকে General will বা জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। নিছক নীতির দিক দিয়া এই সমষ্টিগত ইচ্ছাকে জনমত অবশ্যই বলা চলে, কিন্তু এই ইচ্ছা নিরূপণের উপায় কি ? আজকাল একটি কথা শোনা যায় public opinion. ইহাও অর্থব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। কিন্তু কিভাবে এই public opinion জনমত হইবে সে সমস্যা থাকিয়াই যায়। কোন রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন যে, It must be public and it must be an opinion অর্থাৎ জনমত যথার্থ হইতে হইলে উহা জনসাধারণেরই ইচ্ছা প্রকাশ করিবে এবং সে ইচ্ছা একান্ত বিশ্বাসমূলক মত হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, প্রচলিত পদ্ধতিতে এইরূপ জনমত সংগ্রহ হইতে পারে না। ফলে সরকারী নীতি ও জনমতের মধ্যে বরাবর একটি বৈষম্য রহিয়া যাইতেছে।

জনমত সংগ্রহের পরীক্ষামূলক ধারা

আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে জনমত সংগ্রহের জন্য অনেক প্রচেষ্টা হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্যে যে বিশেষ বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে জনমত অনেকটা অল্পায়াসে সংগ্রহ করা সম্ভব এবং সেই জনমতের মূল্য যে সমগ্র দেশের নির্ব্বাচনের ফলাফলের মূল্যের চেয়ে কম নয় তাহা পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে, জনমত জানিতে হইলে সমগ্র জনসাধারণেরই মতামত জানিতে হইবে। এরূপ ধারণা যে যুক্তিসঙ্গত নয় তাহা এই বলিলেই বুঝা যাইবে যে, জনসাধারণের মধ্যে অনেক লোকেরই নিজস্ব মত নাই, তাহাদের স্বাধীন চিন্তাধারা নাই এবং তাহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে অল্পসংখ্যক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। কাজেই যদি এমন একটি বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা করা যায় যাহাতে শুধু বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মতামত নিরূপিত হইতে পারে তাহা হইলে শুধু যে যথার্থ জনমত সংগৃহীত হইবে তাহা নয়, অনেক পরিশ্রম ও সময়ের অপব্যবহারও পরিহার করা সম্ভব হইবে। একটি সমগ্র দেশের আদমসুমারী লইতে অনেক আয়োজন ও সময়ের প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু জন্মহার, মৃত্যুহার ও আরও অনেক তথ্য অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেও সংগ্রহ করা সম্ভব। সংখ্যাবিজ্ঞানে যাহাকে বলে Sample surveys বা বিশেষ বিশেষ নমুনার জরীপ, তাহার সাহায্যে এই সব তথ্য জানা খুব সম্ভব। ফলাফল যে অনির্ভরযোগ্য হইবে তাহা নয়। সমগ্র দেশের আদমসুমারী বা অনুরূপ ব্যাপক জরীপের ফলে যে তথ্য পাওয়া যাইবে তাহার সহিত নমুনা জরীপের ফল খুব বৈষম্যমূলক না হওয়াই সম্ভব। বিশেষতঃ ব্যাপক আদমসুমারী বা অন্য কোনরূপ ব্যাপক জরীপের মধ্যে অনেক ত্রুটি থাকিবার সম্ভাবনা থাকে, কারণ যাহারা গণনা করিবেন, তাঁহাদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও শিক্ষা সবক্ষেত্রে উপযুক্ত নাও হইতে পারে; ফলে তাঁহাদেরই সংগৃহীত তথ্য যে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হইবে তাহা আশা করা যায় না। তাহার পর যাহাদের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইবে তাহাদের অজ্ঞতা বা অনিচ্ছা অনেক সময়েই সংগৃহীত তথ্যে অসম্পূর্ণতা সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সব কারণে নমুনা জরীপের একটি বিশেষ মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য সমগ্র জরীপের যে প্রয়োজন ও মূল্য নাই তাহা অবশ্য এখানে বলা হইতেছে না। ক্ষেত্র বিশেষে তাহারও যথেষ্ট মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা আছে।

ক্ষেত্রেই কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের অধিক। ইহা ছাড়া, কুটীরশিল্পের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা দাঁড়াইয়াছে উৎপন্ন দ্রব্যাদির জন্য কোন সুনিয়ন্ত্রিত বিক্রয় ব্যবস্থার অভাব। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল সংগ্রাম করিয়া কুটীরশিল্প আজও একটি সুস্থ এবং দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপরে দাঁড়াইতে পারে নাই।

কিছুকাল যাবৎ প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারী শিল্প বিভাগগুলির দৃষ্টি এই সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কুটীরশিল্পগুলিকে কি করিয়া বাঁচাইয়া রাখা যায় এবং ক্রমশঃ সঙ্গতি-সম্পন্ন করিয়া তোলা যায় ইহা লইয়া সরকারী বিভাগে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। বাংলা সরকারের অর্থ-নৈতিক তদন্ত কমিটিও এই বিষয়ে গবেষণা করিয়াছে এবং করিতেছে। এই সম্পর্কে জাপানী কুটীরশিল্পের আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই শোনা গিয়াছে, কারণ জাপানের কুটীরশিল্প খুব উন্নত এবং সমৃদ্ধিশালী। জাপানী কুটীরশিল্পের উন্নতির কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। যদিও বিভিন্ন শিল্পে অবস্থার তারতম্য দেখা যায় তথাপি একথা বলা চলে যে জাপানী কুটীরশিল্প একটি সুচিন্তিত আর্থিক ভিত্তি এবং সুনিয়ন্ত্রিত বিক্রয় ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আর্থিক ভিত্তির কয়েকটি বিশেষ দিক আছে। প্রথমতঃ জাপানী কুটীরশিল্প পারিবারিক আর্থিক শৃঙ্খলার উপরে প্রতিষ্ঠিত। যেখানে তিন চার জন মজুর লইয়া একটি কুটীরশিল্পের কারখানা চলে সেখানে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পরিবারের বাহির হইতে কোন শ্রমিক আমদানি করা হয় না। বয়ন শিল্পে প্রায় সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোক মজুর কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া অল্প বয়সে কাজে যোগদান করে। চাষীরা তাহাদের অবসর সময়ে রেয়ন-শিল্পে কাজ করিয়া থাকে। রেয়ন-শিল্পে বস্ত্রের মূল্যের শতকরা ৬০ ভাগ মজুরি সুতরাং অনায়াসেই রেয়ন কুটীরশিল্প যন্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতা অতিক্রম করিতে পারে। বয়ন-শিল্প ছাড়া যে সব কাজে হস্ত এবং অঙ্গুলি-চালনায় দক্ষতার প্রয়োজন হয় সেই সব শিল্পে স্ত্রীলোক মজুরই বেশীর ভাগ নিয়োজিত হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে জাপানী কুটীরশিল্পের আর্থিক বনিয়াদ কায়েম হইয়াছে জাপানী মজুরের দক্ষতা এবং পরিশ্রমের জোরে। জাপানী কুটীরশিল্পের মজুর শান্তিপ্রিয়, কর্ম্মঠ এবং নিপুণ। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে সাধারণ বৈষম্য সর্ব্বত্রই দেখা যায় জাপানী কুটীরশিল্পে তাহার কোন অস্তিত্বই নাই। একে অপরকে শোষণ করিতে চায় না এবং কুটীরশিল্পে শ্রমিক আন্দোলনের কোন চিহ্ন নাই বলিলেই চলে।

দ্বিতীয়তঃ, জাপানী কুটীরশিল্পে যন্ত্র-ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন বাধা নাই। যে কুটীরশিল্পগুলি একটু বড় ধরণের সেখানে ছোট খাট মেশিন চালাইবার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কর্ম্মবিভাগ কুটীরশিল্পেও ঠিক বড় কারখানার পদ্ধতি অনুসারেই হইয়া থাকে। জাপানী গৃহশিল্পের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহাতে নানা প্রকার সহজ এবং সস্তা যন্ত্রপাতির ব্যবহার হইয়া থাকে। যন্ত্রপাতিগুলি ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজড হওয়ার ফলে একই রকমের দ্রব্য বিভিন্ন কারখানায় তৈয়ারী হইতে পারে, এবং পরে বিক্রয়ের সময় সুবিধা হয়। কোন দ্রব্যের অতি-উৎপাদন না হয় সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। ফ্যাশান্ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যাদির রূপান্তর হইয়া থাকে। শ্রমিকদের উপর তদারকের খরচ খুব কম, কারণ গৃহস্বামী নিজেই তাহা করিয়া থাকে। খুব কম

লাভে বেশী বিক্রয়ের পদ্ধতিটাও জাপানীরা গ্রহণ করিয়াছে।

জাপানী গৃহশিল্পের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, যন্ত্রশিল্পের সহায়ক এবং পরিপূরক হিসাবে ইহারা কাজ করিয়া থাকে। বড় কারখানার মালিক কোন একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল খরিদ করিয়া কুটীরশিল্পের হাতে দেয়। খুব সামান্য লাভে এবং অল্প মজুরীতে জাপানী শ্রমিকগণ তাহা উৎপন্ন করিয়া কারখানাতে ফিরাইয়া দেয়। এইরূপ ভাবে জাপানী কুটীর-শিল্পের আর্থিক বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষের কুটীরশিল্পের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই যে, জাপানী শিল্পের আর্থিক ভিত্তির কয়েকটি প্রধান উপকরণই এখানে বর্ত্তমান নাই। কোথাও যে নাই এমন নহে, কিন্তু সাধারণতঃ জাপানী শ্রমিকের কর্ম্মবিভাগ এবং উৎপাদন শৃঙ্খলা আমাদের দেশের কুটীরশিল্পে এখনও অজ্ঞাত। ভারতীয় শ্রমিক কুটীরশিল্পের মধ্য দিয়া তাহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার আকাঙ্ক্ষা করে না; কোন প্রকারে দুইবেলা ডালভাতের বন্দোবস্ত হইলেই সে সন্তুষ্ট। অবশ্য ইহার জন্য সে-ই যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী নয় তাহা বলা বাহুল্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সরকারের দিক হইতে সহানুভূতির অভাব ইহার জন্য কতকাংশে দায়ী। আমাদের দেশের কুটীরশিল্প এখনও কোন প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি কিংবা শক্তি চালিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে না। কোন্ দ্রব্যের চাহিদা কতটুকু এবং কোন্ দ্রব্য কতটা উৎপাদন করিলে তাহার দ্বারা শ্রমিক লাভবান হইবে তাহা নির্ণয় করিবারও কোন ব্যবস্থা নাই। উৎপন্ন দ্রব্যাদির রুচি পরিবর্ত্তন কিংবা মূল্যের উৎকর্ষের প্রতি কুটীরশিল্পের পরিচালকদের নজর দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠে না। সর্ব্বোপরি বিক্রয়-ব্যবস্থার একান্ত অভাব। কুটীরশিল্পের উন্নতি করিতে হইলে শুধু স্বাদেশিক ভাবুকতার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, তাহাকে একটি সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেইজন্য জাপানী পদ্ধতিগুলির হুবহু অনুকরণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, আমাদের দেশের বিশিষ্ট অবস্থা অনুসারে একটি সুচিন্তিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থার উদ্ভাবনে জাপানী পদ্ধতিগুলি হয়ত কাজে লাগিতে পারে। কুটীরশিল্পে যাঁহারা পৃষ্ঠপোষক তাঁহাদের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। *

* See *The small Industries of Japan* by Teijiro Uyeda (London) and *The Spirit of Japanese Industry* by G. Tujihara (*Tokyo*)





ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নব-কলেবর

[শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব]

ভারতবর্ষের জাগ্রত আত্ম-সম্মানের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আপোষ হইল না। আমাদের দুর্ব্বুদ্ধিতার, আমাদের নানা ভেদ ও পার্থক্যের সুযোগ নিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অটুট হইয়া ভারতবর্ষের বুকের উপর বসিয়া আছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য নিতেছে; ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করিয়া পূর্ব্বের ও পশ্চিমের নানা রণক্ষেত্রে অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাইতেছে। গত মহাযুদ্ধের সময়, ২৬ বৎসর পূর্ব্বেও, এরূপ হইয়াছিল। কিন্তু এ দু'য়ের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। গত মহাযুদ্ধের সময় একান্তভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্য প্রচার হয় নাই; একটা সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন চলিয়াছিল, ইহা সত্য। এবারে বিদ্রোহের কোন আয়োজনের সংবাদ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ভারতবর্ষের জনবল ও অর্থবলের ব্যবহারের বিরুদ্ধে, একটা প্রকাশ্য আন্দোলন চলিয়াছে। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রচার দমন করিয়া চলিতেছেন; এই বিরুদ্ধ মনোভাব ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। গত মহাযুদ্ধের চারি বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে দশ এগার লক্ষ সৈন্য নানা রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিল। এই সাহায্য না পাইলে, ১৯১৪ সালের শেষ চারিমাসে এই সাহায্য ইয়ুরোপের রণক্ষেত্রে না পৌছিলে, হয়ত জার্ম্মানির জয়লাভ হইত। অক্‌সফোর্ড ইয়ুনিভারসিটি প্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Defence of India" নামীয় বই খানিতে এই সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। লেখকের নাম "Arthur Vincent"। ইহা ছদ্মনাম।

> …"What India did in the war is a matter of splendid history. None will forget the men of the Indian contingent in France who brought irreplaceable aid to our inadequate forces in 1914 and who helped to stem the German rush by dying in hundreds where they stood. In Africa it was the army of India which bore more than half the brunt of the conflict with the flower of Germany's Colonial troops; in Mesopotamia, in Egypt, Palestine and the Dardanelles, it played its part; in fact India accomplished perhaps more than any other Dominion."

এই উপকারের প্রতিদানে কি দেওয়া হইয়াছিল, ইতিহাস তাহা জানে। বর্ত্তমান যুদ্ধেও ভারতবর্ষের সৈন্য সিঙ্গাপুরে ঘাঁটি আগলাইয়া বসিয়া আছে; পূর্ব্ব ও উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধ করিতেছে। গত মহাযুদ্ধে দুই শত আড়াই শত কোটি টাকা যুদ্ধের সাহায্যকল্পে দান করা হইয়াছিল। এবার এই পরিমাণ দানের কথা শুনি নাই বা এখনও এরূপ দানের কথা উঠে নাই। কিন্তু নানারূপ অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া এবারে বোধ হয় ভারতবর্ষ হইতে অধিক সাহায্য যাইতেছে। এই সাহায্যের পরিমাণ, অস্ত্র-শস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে গত বৎসর জুন মাসের পর হইতে। ঐ মাসে ফ্রান্স পরাজয় স্বীকার করে, এবং দুর্ব্বার জার্ম্মান শক্তির আক্রমন একা ব্রিটিশ জাতির উপর পতিত হয়। কেহই তখন ভাবিতে পারে নাই যে, এই আক্রমন বিলাতের লোকে সহ্য করিতে পারিবে। শত্রু-মিত্র সকল দেশেই এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। নয় দশ মাস পরেও ইংরেজ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীব্যাপী; সাম্রাজ্যের নানা দেশ কিন্তু সাম্রাজ্যের পীঠ-স্থান হইতে বহুদূরে, সাত সমুদ্রের পরপারে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত। এতদিন বিলাতের নৌশক্তির কল্যাণে ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে কোন ভাবনা-চিন্তা ছিল না। দশ বার হাজার মাইল দূরে অষ্ট্রেলিয়া, ছয় সাত হাজার মাইল দূরে ভারতবর্ষ, আড়াই হাজার তিন হাজার মাইল দূরে দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা—ব্রিটেনের প্রভাবে কেহই এদের দিকে হাত বাড়াইতে পারে নাই।

বিগত মহাযুদ্ধে যে লোকক্ষয় ও অর্থহানি হয়, তার ফলে ব্রিটেনের সেই প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, পূর্ব্বের অপ্রতিহত শক্তির ক্ষয় হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই বিলাতের শাসক-শ্রেণীর মনে একটা ভয় জাগিয়াছিল যে, আর বেশী দিন বোধ হয় এই প্রভাব টিকাইয়া রাখা যাইবে না। যে যন্ত্র-শিল্পের (industrialism) কল্যাণে বিলাতের লোকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডার লণ্ডন নগরীতে জমা করিয়াছিল, সেই যন্ত্র-শিল্পে মার্কিন মুলুক ও জার্ম্মানী প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দেখা দেয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে। এই ভয়ের প্রকাশ পাইয়াছিল জোসেফ চেম্বারলেনের মুখে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে তখন ফ্রান্স ছিল বিলাতের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে, দুনিয়ার হাটে-বাজারে, মার্কিণ মুলুক ও জার্ম্মানীর প্রতিযোগিতা ব্রিটেনের একচ্ছত্র আধিপত্যে ভাগ বসাইতে অগ্রসর হইতেছিল। সেই জন্যই চেম্বারলেন আন্দোলন তুলিলেন যে, অবাধ বাণিজ্যের নীতি (Free Trade) ত্যাগ না করিলে এই প্রতিযোগিতায় হঠিয়া যাইতে হইবে। এই নীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিলাতের প্রতিযোগী দেশসমূহ তার বাড়া ভাতে হাত দিতেছে। বিলাতকে বাঁচিতে হইলে এখন হইতে অবাধ বাণিজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। ইহার নামই Imperial Preference "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বদেশী" নীতি; ক্ষতি দিয়াও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-জাত দ্রব্যের প্রতি প্রীতি।

শিল্প ও বাণিজ্য নীতির পরিবর্ত্তন, এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক চিন্তাও কর্ম্মক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। Imperial Federation—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে যুক্ত-রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত করা এই পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোক সমষ্টি ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে ৩২ কি ৩৩ কোটী ছিল। তারমধ্যে ব্রিটিশ গোষ্ঠি ছিল ৪।৫ কোটি; বাকী সকলের মধ্যে ভারতবর্ষীয়েরাই ছিল সংখ্যায় বেশী—প্রায় ২৭ কোটি। কিন্তু সাম্রাজ্যের কর্ত্তা ছিলেন ঐ ৪।৫ কোটি ব্রিটিশ গোষ্ঠির লোক। তার মধ্যে বিলাতের অধিবাসী তিন কোটি সাড়ে তিন কোটি লোকেরাই রাজার জাত বলিয়া পরিচিত ছিল। এই পরিচয় লোক-দেখানো ব্যাপার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই তিন কোটি সাড়ে তিন কোটি লোকেরাই এই বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং তজ্জন্য যে অর্থ ব্যয় হইত তার বেশীর ভাগের যোগান দিত। চেম্বারলেন প্রস্তাব করেন যে, ব্রিটিশ গোষ্ঠির যে দুই কোটি আড়াই কোটি লোক কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড দেশে সাম্রাজ্যের শাসক সম্প্রদায়ের

বিলাতের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সৈন্য দিয়া, অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া এ সব দেশের সাহায্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে ; ইহারা বরং বিলাতকে নানা-ভাবে সাহায্য করিতেছে। কানাডায় বিমান যোদ্ধাগণ শিক্ষালাভ করিতেছে ; অষ্ট্রেলিয়া হইতে, ভারতবর্ষ হইতে সৈন্যের দল যাইতেছে উত্তর ও পূর্ব্ব আফ্রিকার নানা যুদ্ধ ক্ষেত্রে। বিলাতের কর্ত্তারা বলিতে-ছেন—যার যার ঘর সামলাও এখন। সেই জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার, দক্ষিণ রোডেসিয়ার, উত্তর রোডেসিয়ার, টাঙ্গিনিকার, কেনিয়ার, ব্রহ্ম দেশের, সিংহল দ্বীপের, মালয় উপদ্বীপের, অষ্ট্রেলিয়ার, নিউজি-ল্যাণ্ডের রাজপ্রতিনিধিগণ দিল্লী নগরীতে সমবেত হইয়াছিলেন। ভারত সরকারের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করিয়া ইহারা পূর্ব্বাঞ্চলের—Eastern Group—রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সব শিল্প সৃষ্টি ও শিল্প প্রসারের প্রয়োজন হইয়াছে তার সুব্যবস্থা করিবার জন্য এ সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল। সকল দেশই যাতে একপ্রকার শিল্প সৃষ্টি করিয়া না বসেন ; যার যার শক্তি অনুযায়ী ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া যুদ্ধের প্রয়োজনে অস্ত্র-শস্ত্র, শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। এই সম্মেলন উদ্বোধন করিতে গিয়া লাট লিনলিথগো যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে।

> ..."Our first plain duty is to relieve the United Kingdom of such of her burdens as we can bear ourselves, and I suggest that we can best do this by preparing a joint scheme showing clearly how far, viewed not as individual Governments and countries, but as a group, we are capable of meeting our own war needs and of supplying in increasing measure the war needs of the United Kingdom."...

বিংশশতাব্দীর দুই নম্বর মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ কৌটিল্যেরা তাঁদের জ্ঞাতি-গোত্রদের ভারতবর্ষের শাঁকের ক্ষেত দেখাইয়া দিতেছেন। এই সম্মিলনীর চেষ্টার ফলে যে ভারতবর্ষে বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠিবে, তৎ-সম্বন্ধে ভরসা খুব কম। ভারতবর্ষে এমন কোন প্রাকৃতিক বস্তুর অভাব নাই যে জন্য যুদ্ধের ও শান্তির প্রয়োজনের শিল্পাদি এই দেশে গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। কামান-বন্দুক, যুদ্ধ-বিমান, সবই এই দেশে প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু তা' হইবে না। কারণ আমাদের পার্থিব ভাগ্য-বিধাতারা স্থির করিয়াছেন যে এতদিন, এই দেড় শত বৎসর, যেমন আমরা বিলাতের হাতধরা হইয়াছিলাম, সেইরূপ এখন হইতে তাঁদের গোষ্ঠিবর্গের হাতধরা হইয়া থাকাই আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। অষ্ট্রেলিয়া হইতে আগত এক মহারথি ত বলিয়া বসিয়াছেন যে, তাঁরা যখন যুদ্ধ-বিমান তৈয়ার করিতেছেন তখন ভারতবর্ষের পক্ষে সেরূপ চেষ্টা বাহুল্য মাত্র!

ইংরেজ আজ বিপন্ন। নিজের জ্ঞাতি-গোষ্ঠির নিকট আজ তার হাত পাতিতে হইতেছে। আমি এতক্ষণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ইংরেজ-গোষ্ঠির কথাই বলিয়াছি। কিন্তু বিপদ যেমন ঘনাইয়া উঠিতেছে, ইংরেজের সাহায্যের প্রয়োজন যেমন বাড়িতেছে, তেমনি ইংরেজী ভাষা-ভাষী যে যেখানে আছে সেখানেই ইংরাজের আবেদন যাইতেছে। মার্কিণ মুলুক এক সময়ে ইংরেজের অধীন ছিল ; যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইয়াছিল। সেই বিরোধের স্মৃতি অনেক দিন পর্য্যন্ত এই দুই দেশের সম্বন্ধকে তিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু রক্তের টান, সভ্যতা সাধনার ঐক্য ক্রমশঃ দুই দেশের লোককে নিকটতর করিয়াছে ; এক ভাষার বন্ধন মনে-প্রাণে তাদের এক করিয়া রাখিয়াছে ; শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা ও রেষারেষিজনিত বিরোধভাবকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে। আজ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন তখন মার্কিণ মুলুকের লোকে বুঝিতেছে ইংরেজের নৌ-শক্তি তাদের দেশকে কতরূপে কতভাবে রক্ষা করিয়াছে ; আজ মার্কিণের প্রধান ব্যক্তিরা বলিতেছেন—"the British Navy is our first line of defence"—মার্কিণের স্বাধীনতা হরণ করিতে হইলে ইংরেজের যুদ্ধ জাহাজ ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইবে। ইংরেজ যদি এই যুদ্ধে হারিয়া যায়, তবে এত সস্তায় মার্কিণ মুলুকের রক্ষণাবেক্ষণ করা যাইবে না। এই কথা বুঝিয়াই ইংরেজের বিপদে মার্কিণ মুলুকের লোক ইংরেজকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল মার্কিন মুলুক হইতে বর্ত্তমানে যে সাহায্য পাইতেছেন তার পরিণাম ও পরিণতি বুঝিতে পারিয়া আবেগের সহিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন—ইংরেজ-ভাষা-ভাষী সকল দেশ মিলিয়া হয়ত এক বিশ্বব্যাপী যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইবে। স্পষ্ট করিয়া তিনি কিছু বলেন নাই। ভাষার অলঙ্কারের পিছনে আশার প্রকৃত রূপটি লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

> "The British Empire and the United States will have to be somewhat mixed up together in some of their affairs for mutual and general advantage. For my part, looking out upon the future, I do not view the process with any misgivings. No one can stop it. Like the Mississippi, it just keeps rolling on. Let it roll. Let it roll on in full flood, inexorable, irresistible, to broader lands and better days."

বিলাতের ও মার্কিণের এই মিত্রতা যদি কোন রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মধ্যে ধরা দেয় তবে পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়া যাইবে। যে সাম্রাজ্যের খবরদারী ইংরেজ করিয়াছে গত দুই শত বৎসর, তার নেতৃত্ব যাইবে মার্কিন মুলুকের লোকের হাতে। লোকবলে, ধনবলে এই দেশ হইবে সেই রাষ্ট্রে প্রধান। নূতন মণ্ডলেশ্বরের অধীনে ভারতবর্ষের গতি হইবে কি তা' ভাবিবার বিষয়।

কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা

[কৌটিল্য]

আজ বিংশশতাব্দীর মাঝামাঝি পৌঁছিয়াও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কুটীরশিল্পসমূহ এখনও ভারতের শিল্পজগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আধুনিক যন্ত্রযুগের চাপে হয়ত অনেক কুটীর-শিল্প একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কতকগুলি বা ম্রিয়মাণ অবস্থায় কোনরূপে টিকিয়া আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী যে আজিকার দিনেও সমাজের নানাবিধ চাহিদা মিটাইতেছে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এই বাংলা দেশেই যে সমস্ত কুটীর শিল্প জীবন্মৃত অবস্থায় কাল কাটাইতেছে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের মূল্য কম করিয়া ধরিলেও বৎসরে বহু কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। এযাবত এই সমস্ত শিল্পের মোট উৎপাদনের পরিমাণ, তাহার মূল্য, তাহা দ্বারা কত লোক অন্নসংস্থান করিয়া খাইতেছে প্রভৃতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোনই সঠিক তথ্য সংগৃহীত হয় নাই। সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেন্টের শিল্পবিভাগের অধীনে এই সমস্ত শিল্প সম্বন্ধে সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি বিভাগের (Industrial Intelligence Section) সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা প্রয়াসী হইয়া ইতিমধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট কুটীরশিল্প সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, বাংলা দেশে হস্তচালিত বস্ত্র-শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে ন্যূনাধিক ৩ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা, পিতল ও কাঁসার দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ৫৪ লক্ষ টাকা, কাপড় কাচা সাবানের উৎপাদনের পরিমাণ ৭২ লক্ষ টাকা ও রেশমজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ২৮ লক্ষ টাকা। কোন্ শিল্প দ্বারা কত লোক দিন গুজরাণ করিতেছে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি হইতে তাহার খানিকটা হদিস পাওয়া যাইবে।

শিল্প	জন মজুর সংখ্যা	
তাঁত শিল্প	১৯২	হাজার
রেশমের গুটিপোকার চাষ ইত্যাদি	৮৫	,,
পিতল ও কাঁসা	১১	,,
লৌহ কর্ম্মকার	৪২	,,
চর্ম্মশিল্প	৯	,,
মৃৎশিল্প	৪৬	,,

উপরোক্ত বিবরণ হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, বড় বড় কলকারখানার যুগেও যে কুটীরশিল্প একেবারে পিষ্ট হইয়া যায় নাই। তাহাতেই তাহাদের অদ্ভুত প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আজও সমাজ-জীবনে তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। সেইজন্য এই সমস্ত কুটীরশিল্পের প্রতি সমাজেরও একটি বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। যাহাতে তাহারা অধিকতর প্রাণবন্ত হইয়া একটি সুসমঞ্জস সমাজ-জীবনের কল্যাণসাধন করিতে পারে।

কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন একটা কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে কুটীরশিল্পের রীতি ও প্রকৃতি কি তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বর্ত্তমান যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় অনেক ছোটখাট শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য্য। তাহা লইয়া আজিকার দিনে কোন হাহুতাশ করিয়া লাভ নাই। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে, এমন অনেক কুটীরশিল্প আছে যাহা আধুনিক কলকারখানার চাপে পড়িয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা বৃথা; করিলেও তাহা স্থায়ীভাবে সফলকাম হইবে না, যথা হাতে সূতাকাটা। হয়ত সাময়িকভাবে ভারতবর্ষের চাষীসম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা খানিকটা কাজের যোগাড় করিতে পারে, কিন্তু পরিণামে কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইহা হঠিয়া যাইতে বাধ্য, আবার এরূপ অনেক কুটীরশিল্প আছে যাহার তৈয়ারী মাল কলকারখানাজাত জিনিষের সঙ্গে মুখোমুখি প্রতিযোগিতা করিতেছে। ফলে তাহারা একপ্রকার জীবন্মৃত অবস্থায় কাল কাটাইতেছে। আবার এরূপ ধরণেরও অনেক কুটীরশিল্প আছে যাহার মধ্যে এমন কোন দোষত্রুটি আছে, যাহার সমাধান সম্ভব নহে। তাহারা যন্ত্রশিল্পের প্রবল প্রতিযোগিতা সহ্য করিয়াও টিকিয়া আছে এবং রীতিমত সাহায্য পাইলে অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম, সেইজন্য প্রথমেই দেখা দরকার কোন্ কোন্ কুটীরশিল্প উন্নতধরণের উৎপাদন ও ব্যবসায় প্রণালী গ্রহণ করিয়া ও গবর্ণমেণ্ট হইতে রীতিমত সাহায্য পাইয়া যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতার ঝড়ঝাপ্‌টা সহ্য করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হইবে সেই সমস্ত কুটীরশিল্পকে অধিকতর শক্তিশালী করা। আর যে সমস্ত কুটীরশিল্প বহির্সাহায্য ব্যতীরেকে অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বলে টিকিয়া থাকিতে অপারগ তাহাদের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা আর ভস্মে ঘৃতাহুতি একই কথা। কিন্তু এ যাবত বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগ যে সমস্ত কুটীরশিল্প সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছেন, তাহারা সকল ক্ষেত্রেই এ কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, রীতিমত ষ্টেট্ সাহায্য পাইলে তাহাদের ভবিষ্যত সমুজ্জ্বল, কোথাও তাহারা কোনও কুটীরশিল্প সম্বন্ধে একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নাই যে, তাহাদের পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস বা বিলোপ সাধন। পরন্তু সকল প্রকার কুটীরশিল্পেরই কম বেশী উন্নতি সাধন করিতে যত্ন লইয়াছেন। ফলে কোন প্রকার কুটীরশিল্পেরই পক্ষে যতখানি সরকারী সাহায্য পাওয়া দরকার ছিল তাহা জোটে নাই; এবং কাহারও বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই।

সম্প্রতি দুই বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইল বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত প্রদেশের নকলে বাংলা দেশেও একটি শিল্প-জরিপ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন, তাহারা বৃহত্তর শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কুটীর-শিল্পেরও কিসে উন্নতি সাধিত হয় তার জন্য তদন্ত করিতেছেন। অল্প কয়েক দিন হইল এই কমিটি বাংলা দেশে কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যসমূহের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। তাহারা দেখাইয়াছেন যে, উন্নত ধরণের উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত দ্রব্যের সুনিয়ন্ত্রিত বিক্রয় ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আধুনিক যুগের দৈত্যাকার কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় ইহারা হারিয়া যাইতে বাধ্য। অধুনা এই সমস্ত কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের বিক্রয় প্রধানতঃ স্থানীয় মহাজনদের হাতেই ন্যস্ত আছে। মহাজনগণ এই কাজকে তাহাদের নানাবিধ কাজের মধ্যে গৌণ হিসাবেই গণ্য করিয়া থাকেন। এই সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা কিভাবে বৃদ্ধি পাইবে বা অন্য কিভাবে এই সমস্ত শিল্পের উন্নতি হইবে সেই সম্বন্ধে তাহারা আদৌ যত্নশীল নন। ফলে আমাদের চাহিদাও ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। এ যাবত কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি করিবার জন্য প্রধানতঃ তিনটি পন্থাই অনুসৃত হইয়াছে;

(১) সমবায় প্রণালীতে বিক্রয় ব্যবস্থা ; (২) সরকারী বিক্রয় বোর্ড ; ও (৩) সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত দোকান। সমবায় প্রণালীতে গঠিত বিক্রয় সমিতি সম্বন্ধে একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, বাংলা দেশে সমবায় আন্দোলনের প্রসারকে মোটেই সাফল্যজনক বলা যায় না এবং এই বিভাগ পরিচালনার ভিতর এত গলদ ও ত্রুটি রহিয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে তাহা যে সংস্কারমুক্ত হইয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের সহায়ক হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। অতএব সমবায় প্রণালীতে গঠিত বিক্রয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে কবে যে কুটীরশিল্পগুলি তাহাদের দুর্য্যোগের দিন কাটাইয়া সুদিনের মুখ দেখিতে পাইবে তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। দ্বিতীয়তঃ সরকারী মার্কেটিং বোর্ড সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাদের সাফল্যও নিশ্চিত বলা যায় না। কারণ এই রকম বোর্ডের উদ্দেশ্য হইল শেষ পর্য্যন্ত কুটীর শিল্পে মহাজন বর্ত্তমানে যে স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহার উচ্ছেদ সাধন। ইহা করিতে হইলে যতখানি টাকা পয়সার ঝুঁকি লওয়া দরকার বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের সে সঙ্গতি নাই। কাজেই এ পন্থায়ও যে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবনা কম। তৃতীয়তঃ সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত দোকান শ্রেণীর মধ্য দিয়াও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গত ১৯৩৪ সালে সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট শিল্পোন্নতির জন্য যে কমিটি (Industries Reorganisation Committee) নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহারাও এই ধরণের সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত দোকানের ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছিলেন। সেই সুপারিশ অনুযায়ী সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের প্রধান প্রধান বিভিন্ন সহরগুলিতে ঐরূপ দোকানের পত্তনে সাহায্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট প্রায় দুই বৎসর পরে ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে এই স্কীম একেবারে বর্জ্জন করিয়া দেন। বাংলা দেশেও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই ধরণের কার্য্য করিবার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট সিণ্ডিকেট নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। উক্ত কোম্পানী সরকারী শিল্পবিভাগ হইতে সাহায্যও পাইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও উক্ত কোম্পানী সুপরিচালনার অভাবে অচিরেই পটল তুলিতে বাধ্য হয়। বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটি এই সম্বন্ধে যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহার মোটা কথাগুলি নীচে প্রদত্ত হইল। তাহাদের স্কীম্ অনুযায়ী বর্ত্তমানে দেশের কয়েকস্থানে বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে এবং উক্ত কেন্দ্র সকল পরিচালনার ভার গবর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগের কর্ম্মচারীর হাতে ন্যস্ত থাকিবে। এই সমস্ত কেন্দ্রের কাজ হইবে, ইহার অধীনে যে সমস্ত কারিগর রহিয়াছে তাহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করা ও পরে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিক্রয় ব্যবস্থা করা। এই কাজ করিবার জন্য যে টাকার দরকার হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট হইতে সরবরাহ করা হইবে। কমিটি পরন্তু এই কথা বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত বিক্রয় কেন্দ্রগুলি পরীক্ষামূলক হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি ইহারা সাফল্যলাভ করিতে পারে, তবে পরে তাহা ব্যক্তি বিশেষ বা সমবায় সমিতির নিকট হস্তান্তরিত করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট চিরকালের জন্যই ইহার ভার লইবে না। ইহাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই গবর্ণমেণ্টের ভবিষ্যত কার্য্যক্রম নিরূপিত হইবে। কমিটি স্বীকার করিয়াছেন যে, যদি এই প্রকার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাদের সুপারিশ সফল হইল না বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কাগজে-পত্রে ও আপাতদৃষ্টিতে বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটি যে স্কীম্ দিয়াছেন, তাহা মনোরম বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই উহার সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। স্কীমের সাফল্য অসাফল্য অনেকখানি নির্ভর করিতেছে সরকারী কর্ম্মচারীদের কর্ম্মদক্ষতার উপর। কমিটিও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন, কমিটি কর্ম্মচারীদের প্রতি যে কর্ত্তব্য সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা দায়িত্ব ও যোগ্যতা সহকারে পালন করিতে তাহারা সক্ষম কিনা তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। বর্ত্তমানে সরকারী চাকুরীতে যে প্রণালীতে লোক নিয়োগ করা হইয়া থাকে তাহাতে যোগ্যতার বালাই নাই। বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেই হইল। কাজেই এই সমস্ত কর্ম্মচারী হইতে সেই ধরণের কাজ পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। অধিকন্তু যে কাজ ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রশ্নের সহিত জড়িত নহে তাহার সাফল্যও অনিশ্চিত। তদুপরি গবর্ণমেণ্টের সব কাজই খানিকটা গদাই-লস্করী চালে চলিয়া থাকে। হয়ত কুটীরশিল্প কারিগরের টাকার প্রয়োজন আজ, সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র হইতে আইনের প্যাচ কাটাইয়া, নানারূপ কৈফিয়ৎ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক আড়ম্বরিক অনুষ্ঠান মিটাইয়া তাহার টাকা পাইতে হয়ত লাগিল একমাস, যখন তাহার হাতে টাকা আসিল তখন হয়তো তার আর টাকার প্রয়োজন নাই। ঠিক সময় মত টাকা না পাওয়াতে তাহার যে ক্ষতি হওয়ার তাহা হইয়া গিয়াছে। তাহা পূরণ করিবার আর উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত মাল ক্রয় বিক্রয় করিবার জন্য যথোপযুক্ত অর্থের প্রয়োজন, সরকারী তহবিল চিরদিনই কৃপণ। তাহা হইতে যদি সেই পরিমাণ অর্থ সরবরাহ না করা হয় তবে কুটীর-শিল্পীর উভয়সঙ্কট, সে না পাইল সরকারী তহবিল হইতে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য, না পাইবে মহাজন হইতে ধার। কাজেই তাহাদের পরিকল্পনা যে কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যসমূহের বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিয়া যে উক্ত শিল্পের সহায় হইবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

শিল্প-বাণিজ্যে গতানুগতিকতা

[কালীচরণ ঘোষ, কিউরেটার, কমার্শিয়াল মিউজিয়ম, কলিকাতা কর্পোরেশন]

পরাধীনতার পাপই জাতির জীবনে শ্রেষ্ঠ পাপ। জাতির সমস্ত কর্ম্মধারাই যে কেবল ভিন্ন স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা নয়, পরাধীন জাতির মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং জাতির স্বাধীন চিন্তার ঘোরতর ব্যত্যয় ঘটে।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত কোনও দ্রব্যাদি প্রস্তুত ব্যাপারে আমরা উপরোক্ত দুইটী প্রধান অপরাধের লক্ষণ দেখিতে পাই। আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে প্রতি পদেই বিদেশীর অনুকরণ করা মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। যে দিকে লক্ষ্য করা যাউক, আমাদের অজ্ঞাতসারে বিদেশী সকল স্থানই অধিকার করিয়া আছে। শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমরা সকল প্রকারেই বিদেশীর কঠোর বন্ধন হইতে মুক্ত নহি। এবং সেই একই ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, আমাদের স্বাধীন চিন্তা কত খর্ব্ব হইয়াছে, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি কতখানি লোপ পাইয়াছে।

ধরা যাউক শিশুকালের অবস্থা। একেবারে মাতৃক্রোড়ে আগমন হইতে আমরা বিদেশী ভাবধারায় নিমজ্জিত হই। হয় বিদেশী বস্তু আর না হয় বিদেশীর অনুকরণে প্রস্তুত দেশী বস্তু ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়ি। যেগুলি ভারতের চিরন্তন, তাহা ছাড়া যে কোনও বস্তু ব্যবহার করি, তাহা বিদেশী নামে পরিচিত। শিশুকে শান্ত রাখিবার জন্য মুখে "চুষি" দেওয়া হয়, তাহা nipple বা বোঁটা। কাঠের চুষির আর উন্নতি হয় নাই। দুধ পান করাইবার জন্য feeding bottle বা "মাইপোষ"—অনেক স্থলে ঝিনুক বাটী অদৃশ্য হইতে বসিয়াছে। শয়নের কাঁথা ঠিকই আছে, বালিশগুলির একটুও পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে, সামর্থ্যানুযায়ী অয়েলক্লথ, রবারক্লথ, বাতাস-ভরা রবারের বালিশ ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। ইহার কিছু কিছু দেশে তৈয়ারী হইতেছে; কিন্তু যে গুলি না হইলে জীবনের নানা অঙ্গহানি হয়, তাহার কোনটাই কি আমাদের বুদ্ধির পরিচয় দেয়? লালা পড়ে বলিয়া গলায় "bib" (বিব্) দিতে হয়; হাতের খেলনাগুলি হয় সেলুলয়েড, না হয় রবার বা রবার-জাত ইবনাইট, ভলক্যানাইট বা নকল যৌগিক রবার বা আঠা (resins) হইতে প্রস্তুত; আর না হয় টিন। কাঠের খেলনা মামুলী হইয়াছে; আমরা সংস্কারসাধন করি নাই; তাহা ছাড়া তাহাতে যে কাঁচা রং দেওয়া থাকে, তাহা শিশুর লালার সহিত দেহে প্রবেশ করে; তাহাতে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। শিশুকে মশা মাছির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটী "ঢাকা" বা curtain দিই; ইহা সবে মাত্র দেশে তৈয়ারী হইতেছে, কিন্তু সিক্ বা লোহার তারগুলি দেশীয় আর সছিদ্র কাপড়খানি (net) বিদেশী, সস্তা বলিয়া তাহা আমদানী করা বস্তু। কিন্তু মূল বস্তুটার জন্ম বিদেশী পরিকল্পনায়। যাহা খায়, এবং সহর অঞ্চলে গো বা ছাগদুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য বলিয়া টিনে, বোতলে শিশিতে ভরা দুধ যথা—মল্টেড-মিল্ক, মিল্ক ফুড (malted milk, milk food) ইত্যাদি বহু নামের এবং বহু প্রকারের। ইহার সঙ্গে দুধ গরমের জন্য শিশুর ষ্টোভ, সস্প্যান (Stove; Saucepan) প্রভৃতি সেও একদল আছে। (বলা বাহুল্য, আমার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বহু জিনিষের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা) একটু বড় হইতে না হইতে বেড়াইবার জন্য একটী "প্রাম" বা Perambulator চাই, আর না হয় চাই মোটরের অনুকরণে একখানি "পায়ে ঠেলা" মোটরিকা (ক্ষুদ্রাকার মোটর) আর না হয় একটী ঘোড়া—যেটী ঠেলা দিলে দ্রুত গমনের অনুকরণে দুলিতে থাকে।

শিশু ও কিশোরের খেলার মধ্যে যাহা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে ইদানীং আমাদের কিছুই নাই বলা চলে। ঘরের ভিতর প্রচলিত খেলনার মধ্যে একটী জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে যে চেতনা জাগে তাহাতে চায় গতি। যে সকল খেলনার গতি সূচিত হইতেছে তাহার মধ্যে আবার যাহার গতি সম্ভব বা গতিশীল তাহার উপর শিশুর আসক্তি বা অনুরাগ বেশী। সেই কারণে ৫ চাকাযুক্ত টিনের খেলনা এবং তাহা যদি স্প্রীংয়ে দম দিলে আপনি যায়, তাহাই শিশুর অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকে। যাহারা এসকল বুঝিতে পারে, তাহারা যেমন নিজের দেশের শিশুর জন্য এই সকল তৈয়ারী করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে, সেইরূপ অন্য দেশে পাঠাইয়া বিরাট বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের পক্ষে "আহার ঔষধ" দুইই হইয়াছে। তাহারা জানিত জগতের শিশুর মন একই রকম এবং এই জ্ঞানের পূর্ণ সুযোগ তাহারা গ্রহণ করিয়াছে।

যাহাতে খেলার সঙ্গে শিক্ষা হয়, তাহার জন্য বিমানপোত (aircraft, aeroplane) কলের রেল (mechanical train set) কলের জাহাজ, নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ("Bandmaster mouth

organs"), পিস্তল, বন্দুক (air guns, rifles), ঘর বাড়ী তৈয়ারী করা খেলনা (constructional toys) পৃথিবীর সমস্ত জাতির সেনা, তাহাদের প্রত্যেকের জাতীয় পোষাক ও পতাকা প্রভৃতি দিয়া বাস্তব জীবনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া, খেলনার ও খেলার মধ্য দিয়া মানুষ তৈয়ারী করা সুরু করিয়া দেয়। আমরা সেই খেলনা কিনিয়া দিই, বা তাহারই অনুকরণ করি মাত্র। জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইতে পারে, এমন পরিবর্ত্তন করিবার মত চিত্তবৃত্তির অভাব ঘটিয়াছে।

বাড়ীর খেলার মধ্যে লুডো, "সাপ লুডো" (snake & ladder), ক্যারম, ব্যাঘাটেল, ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান (draughtsman), পিংপঙ, টেব্‌ল্‌-টেনিস প্রভৃতি; আর বাইরে খেলিবার জন্য ফুটবল, বেস্‌বল, ভলি-বল, বাস্কেট-বল, ব্যাট-বল বা ক্রিকেট, টেনিস্‌, হকি, গলফ্‌। তাসখেলা ব্রিজ, পেসেন্স্‌ (patience) প্রভৃতি। অবস্থাপন্ন ঘরে বিলিয়ার্ড, হারমনিয়ম, পিয়ানো, অর্গান, গ্রামোফোন, রেডিও প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ছোট ছেলেদের স্কিপিং (skipping) আর প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে, long-jump, high-jump, pole vault, hurdle race, potato race, spoon race; অন্যক্ষেত্রে harizontal bar, parallel bar, ring প্রভৃতি gymnastics এতে চলিতেছে। Sandow আর Miller এখন আমাদের মধ্যে দিনগত ব্যায়ামের শিক্ষাগুরু। ইহার মধ্যে আমাদের নিজস্ব সম্পত্তির পরিচয় পাই নাই।

গার্হস্থ্য জীবনে এই প্রভাব খুবই লক্ষ্য করিবার বস্তু। মধ্যবিত্ত ঘরে fountain-pen, stove, torch, safety-razor, flask, pencil sharpener, nail cutter, cycle প্রভৃতি, আর সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক সংক্রান্ত সমস্ত সরঞ্জাম এবং অবস্থাপন্ন ঘরে camera, binocular, typewriter, weighing machine, refrigerator telephone ইত্যাদি ধরিলে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত "সঙ্গীন" হইয়া দাঁড়ায়। ইহার অধিকাংশই এখনও দেশী তৈয়ারী হয় নাই; এই শ্রেণীর বস্তুর দেশীয় পরিচালনার পরিচয় কই?

চায়ের ব্যাপারে, গৃহশ্রী পরিবর্দ্ধনে, cutlery, crockery এমনকি প্রসাধনেও সমস্তই বিদেশীর দেওয়া রুচি আর কতক কতক দেশে তৈয়ারী বস্তু। একটু ক্ষুদ্র বাগান বা মনোমত উঠান করতে গেলে barbed wire fencing, mower, pruning shears, forks, towels, hose, syringe, sprayers আসিয়াছে। সংবাদ লইয়া জানিয়াছি বহু কোদাল বিদেশ হইতে তৈয়ারী হইয়া আসে।

যেদিক দিয়াই যাই, আমরা এইরূপ সমস্ত জিনিষের মধ্যে বিদেশীর প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। একটী দূর পল্লীর নিভৃত কুটীরের দরিদ্র অধিবাসীর তৈজস সরঞ্জামের সহিত সহরের মধ্যবিত্ত, ধনী এমন কি দরিদ্রের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকার বিচার করিলে আমাদের উদ্ভাবনী শক্তির অবলোপ ও অনুসরণপ্রিয়তার পরিচয় পাইয়া থাকি।

সকল বস্তুই একসঙ্গে আমাদের কাজে লাগে নাই এবং এত প্রয়োজন বোধ করিতে পারি নাই। বিদেশী সর্ব্বপ্রথমে কোনও বস্তু এদেশে চালাইতে হইলে বিজ্ঞাপনের সাহায্য গ্রহণ করে। ক্রমে সেই বস্তুর অভাব আমাদের নিকট এমন গুরু আকার ধারণ করে যে, তাহা না পাইলে জীবন "দুর্ব্বহ" হইয়া উঠে; যাহাদের আছে তাহাদের উপর ঈর্ষ্যা হয় এবং জীবনযাত্রার পরিমাপে নিজেদের খর্ব্ব বা ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। যখন নেশা চাপিয়া ধরে তখনও তাহারা বিজ্ঞাপনের সাহায্য পরিত্যাগ করে না। তাহারা জানে যাহারা ব্যবহার করিতেছে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে আর ছাড়িতে পারিবে না এবং তাহা ছাড়া বহুলোক ক্রমেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে অথবা বিজ্ঞাপনের ভাষা পড়িতে শিখিতেছে, তাহাদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রয়োজন।

সে যাহাই হউক, বর্ত্তমানে আমাদের শিল্পের প্রেরণা কেবলমাত্র বিদেশী দ্রব্যের অনুকরণে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য নিয়োজিত হইতেছে। যাহারা কোনও নূতন বস্তুর রূপ দিতে সক্ষম হয়, তাহারা প্রথমেই "বাজারে" মাল আনিয়া উপস্থিত করার ফলে অধিক মাত্রায় লাভবান্‌ হইয়া থাকে। পরে যাহারা আসে, যদি উন্নততর এবং অপেক্ষাকৃত সস্তার মাল হাজির করিতে না পারে, তাহারা সমধিক অসুবিধা ভোগ করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু আমাদের শিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধে আমি উপরোক্ত দুইটী গুণের কোনটাই দেখিতে পাই না। উপরন্তু, বিদেশী কোন সময়েই নিশ্চেষ্ট নাই, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমরা যখন একটা ঝর্ণাকলম, একটা ষ্টোভ বা সেফ্‌টী (safety) ক্ষুরের কারখানা করিতে চেষ্টা করি তখন তাহা বিদেশীর নিকট মামুলী বা পুরাতন অধ্যায় হইয়া দাঁড়ায়। প্রতিনিয়ত কত প্রকার সংশোধন এবং উন্নতির সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা কিন্তু এত দ্রুত আমাদের কলকব্জার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারি না। আমাদের সে শক্তিও নাই, এইরূপ সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন করার শক্তি, ব্যবসায়ক্ষেত্রে যে কতবড় গুরুতর ব্যাপার তাহা জাপানীদের কার্পাস-শিল্পের উন্নতি ও প্রসার হইতে বুঝিতে পারা যায়। ল্যাঙ্কাসায়ার, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থানের কারখানাগুলি বহুদিন একভাবে চলিয়াছে এবং প্রভূত অর্থোপার্জ্জন হেতু তাহাতে বিশেষ উন্নতি সাধন করা হয় নাই; প্রয়োজন মত মেরামত করা হইয়াছে মাত্র; তাহার উপর ঐ সকল মিলই চরম উন্নতিলাভ করিয়াছে মনে করিয়া কল-মালিকগণ বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতেছিলেন। উহা দিনরাত্র চালনা করা যায় না, মেরামত খরচ অতিরিক্ত পড়িয়া যায় এবং একেবারে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইলে বহু টাকা ক্ষতি হইয়া পড়ে। জাপানী এ সকল লক্ষ্য করিল; সে কলকব্জার যাহা পারিল উন্নতি সাধন করিল, দিনরাত্র,—দুই তিন দলে,—যাহাতে কাজ চলে এরূপ যন্ত্রাদি স্থাপিত করিল এবং ১৫ বা ২০ বৎসর মাত্র চলিতে পারে এরূপ কম মূল্যের যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিল বা বাহির হইতে আমদানী করিল;

সুতরাং সে ইংরাজকে "চালে মাৎ" করিল। কেবলমাত্র যে দিনরাত্র কাজ চলায় তাহার উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল তাহা নহে; পনেরো বা কুড়ি বৎসরে যে সকল উন্নতি হইল তাহা সে নূতন কল করিবার সময় কাজে লাগাইল এবং পুরাতন কলকব্জা "লোহার দরে" বিক্রয় করিল। সস্তায় কার্পাস বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া মাঞ্চেষ্টার ল্যাঙ্কাসায়ারেও বিক্রয় করিয়াছে। আমাদের দেশে যদি ইহা সম্ভব হয় তবেই মঙ্গল, আর তাহা না হইলে কেবলমাত্র বিদেশীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া বিদেশীর অনুকরণে মাল তৈয়ারী করিয়া সকল সময় চিন্তাগ্রস্ত থাকিতে হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

এই অনুকরণপ্রিয়তা এবং গতানুগতিকের ধারা আমাদের দেশে স্থাপিত শিল্পের মধ্যেও আসন পাতিয়া বসিয়াছে। দেখা যায়, যখনই একটী শিল্প কিছু লাভবান্ হইতে চলিয়াছে, তখনই অপর ধনিকদিগের নজর সেই দিকে পড়ে এবং সকলেই এক সময় তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়ে, ফলে দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে মহাপ্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। যে দেশ হইতে উদ্ভাবনী শক্তি লোপ পাইতে বসিয়াছে, সেখানে হঠাৎ নূতন কোনও শিল্পে হাত দেওয়ার অসুবিধা আছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু যখন কোনও একটির শিল্পের উপর সকলেই ঝুঁকিয়া পড়েন, তখন কেবল যে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় তাহা নহে, নিজেরও বিপুল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

কেবলমাত্র একটী বা মাত্র কয়েকটী লোক একটী শিল্পে মনোনিবেশ করিবে, এরূপ বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। প্রতিযোগিতারও প্রয়োজনীয়তা আছে: তাহাতে মূল্য কমে এবং ক্রমশঃ বেশী লোকে কিনিতে পারে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা খুবই বেশী এবং প্রায় সকলেই দরিদ্র। আমার বক্তব্য এই যে, যে যাহা যখন ধরে তাহার উপরেই অধিক চাপ পড়ে। এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যদি একজন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া প্রস্তুত করিবার পড়তা কমাইয়া দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুই বলিবার নাই। বিভিন্ন কেন্দ্রে যদি শিল্প ছড়াইয়া পড়ে এবং সকল ব্যবসায়ীর মধ্যে একটী যোগসূত্র স্থাপিত করিয়া কার্য্যপরিচালনা করা সম্ভব হয়, তবেই সকল দিকে মঙ্গলের সম্ভাবনা।

আজ যে শক্তি আমাদের ভিতর হইতে তিরোহিত হইয়াছে, বিদেশীর বন্ধনই প্রকারান্তরে ইহার অন্যতম কারণ। বিদেশীর শোষণের ফলে সাধারণ জীবিকার্জ্জনের জন্যই লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; সুতরাং নূতন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার সুবিধা রহিল না। তাহা ছাড়া শিক্ষার নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কেরাণী হইবার সুযোগ হইয়াছে; নূতন পথ অনুসন্ধানের বিরূপ ফলই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যদিও কেহ কোনও নূতন পরিকল্পনার রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছে; সে কোনও দিক হইতে কোনও সাহায্য বা উৎসাহ না পাইয়া জগতের অজ্ঞাতে লোপ পাইয়াছে।

আজ দুইটী বিষয়ে ভারতবাসীর সুযোগ উপস্থিত। জাতীয় মহাসভা আজ Planning Committee করিয়া নূতন শিল্প, ইহার অধিকাংশই বিদেশী শিল্পের অনুকরণে স্থাপিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কমিটী করিয়া জাতীয় প্রয়োজনের উপযুক্ত দ্রব্যাদির কল্পনা ও রূপ দিয়া শিল্প স্থাপনে চেষ্টিত হইলে কিছু সুবিধা হইতে পারে। আমি জানি এইরূপ মৌলিক বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পারা অতিশয় কঠিন কাজ। কিন্তু কঠিন বলিয়া আমরা যদি চেষ্টা না করি, তবে আমাদের এ দুর্দ্দশার পরিসমাপ্তি ঘটিবার সম্ভবনা কোথায়? এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত চেষ্টাকে (individual incentive) খর্ব্ব করা চলিবে না। প্রধানতঃ ব্যষ্টির অভাবই নূতন কাজে প্রেরণা দেয়; তাহা সমষ্টির কাজে লাগাইবার উপযুক্ত করিতে পারিলে, দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া তাহার উপর বাণিজ্য সম্ভব করিয়া তোলে। বিদেশে বিশেষতঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক পত্রিকা আছে, যাহারা প্রতিনিয়ত এই সকল নূতন উদ্ভাবনের পরিচয় জগৎ সমক্ষে হাজির করিতেছে। তাহারা দেখাইতেছে গৃহকোণ হইতে বিরাট বিশ্বরাষ্ট্রে যাহাই মানবের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য তীক্ষ্ণধী ও অক্লান্ত অধ্যবসায় নিয়োজিত হইয়া আছে। ইহার শত করা নিরানব্বই ভাগ ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল। সুতরাং কোনও সমিতি প্রভৃতি দেখাইয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় নাই। এই ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে যত প্রকারে উৎসাহ দেওয়া যায়, তাহা ভারতের মঙ্গলকামী জনসাধারণের কাজ।

দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের সুযোগে বহু শিল্প গড়িয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। তবে যুদ্ধাবসানে যে সেই সকল শিল্পের সহিত বিদেশী প্রতিযোগীদের সহিত কলহ বাধিবে না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বিদেশীর স্বার্থ যেখানে ক্ষুণ্ণ হইবে, সেইখানেই

ভারতবাসীর বিপদ। কিন্তু "হাল ছাড়িলে" চলিবে না। ভারতের প্রয়োজনে যাহা লাগে বা লাগিতে পারে বা ভারতের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে লোকের কি অভাব আছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিলে তত ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই ক্ষেত্রে সকল সময়েই যে মৌলিক চিন্তার প্রয়োজন তাহা নহে। তৎ তৎ দেশবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর কিছু রদবদল করিয়া আধুনিকতার ছাপ দিতে পারিলে বিশেষ সুফল লাভের সম্ভাবনা। ভারতবর্ষ কার্পাস শিল্পে চূড়ান্ত কৃতিত্বলাভ করিয়াছিল। সেই শিল্প কেবলমাত্র রাজনৈতিক চাপের ফলে নষ্ট হয় নাই। তাহার পশ্চাতে ব্যবসায়ীদের বিরাট প্রচেষ্টা ছিল। ভারতীয়ের পরিচ্ছদের প্রতি অংশের ছবি দিয়া J. Forbes Watson, Reporter on the Products of India to the Secretary of State in Council, বিংশ খণ্ডে "The Textile manufactures and the Costumes of the People of India" নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার মতে এই বিংশ খণ্ড "Constitute twenty industrial museums" তাহাতে "Specimens so prepared as to exhibit working samples" দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক তক্‌লিতে সূতা কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া মসলিন তৈয়ারীর সমস্ত স্তর চিত্রে দেখানো হইয়াছে। তাহা ছাড়া যত চিত্র আছে, তাহা গ্রন্থকারের ভাষায় "কয়টী শিল্প প্রদর্শনী" বলিলে হয়। তখন তাহারা ভারতের রুচি অনুযায়ী বস্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে এবং প্রতি ইঞ্চি পরিমাণে আমাদের পোষাকের সমস্ত অংশ দখল করিয়াছে। আমরা ক্রমে সার্ট (shirt) বা কামিজ, সেক্স্‌পিয়ার কলার, ব্যাণ্ড কলার, পোলো কলার, হাই-নেক, স্পোর্টস্‌ম্যান কলার, স্মার্ট কলার, ডব্‌লব্রেষ্ট (double breasted), টেনিস্‌কাপ, ডব্‌লকাপ, হাফ্‌সার্ট, কোট, (open breast) ডবলব্রেষ্ট (double breasted—Prince of Wales style) রাইডিং কোট, ফর্ক কোট (fork coat) লুঞ্জ বা লাউঞ্জ (lounge coat) প্লাস্-ফোর (plus four), ব্লেজার কোট (blazar coat), working coat, smoking coat, চেষ্টারফিল্ড প্রভৃতি; সোয়েটার, পুল-ওভার (pull-over), মাফ্‌লার, sleeping suit, মোজা, নেকটাই, সর্ট, পাঁতলুন, সেমিজ (chemise), বডিস্ (bodice, tight dodice, tape bodice) ব্লাউজ (blouse) জ্যাকেট, পেটিকোট, জাম্পার (jumper) নিকার বোকার (knicker bocker) ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছি। বলা বাহুল্য কেবল যে রুচির পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে তাহা নহে, স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে ও পরে এবং বর্ত্তমানেও ঐ জাতীয় কোট তৈয়ারী করিবার অজুহাতে আমরা কয়েক লক্ষ গজ বিলাতী বা বিদেশী কাপড় ব্যবহার করি। এই পন্থায় যদি আমরা আমাদের প্রতিবেশীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লাভবান্ হইতে পারিব।

ইদানীং আচার্য্য রায় জয়ন্তী উপলক্ষে কমার্শিয়াল মিউজিয়মে যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কতগুলি সম্পূর্ণ নূতন শিল্পের সন্ধান মিলিয়াছে। ইহার কোনটাই বাণিজ্যক্ষেত্রে উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হইবার সুযোগ পায় নাই। আমার আশা আছে, যুদ্ধের সুযোগে ইহার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে এবং দেশে কয়েকটী মৌলিক বা অভূতপূর্ব্ব শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে।

মানুষ ও মূলধন

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়, এম, এ]

গত বৎসর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গবেষণাপূর্ণ একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, এই বিংশ-শতাব্দীতে বাংলাদেশ প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা শিল্পব্যবসায় প্রসারের জন্য সরবরাহ করিয়াছে। এই বিরাট অর্থ সুশৃঙ্খলভাবে প্রযুক্ত হইলে যে বাংলার ও বাঙ্গালীর অন্নসমস্যার সমাধান সুপ্রচুরভাবে হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় নাই সে কথার উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় ব্যাপারে এই যে বিপুল অর্থ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল, সেই সঙ্ঘশক্তি কেন নিরর্থক অপচয়িত হইল, ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে এই ব্যর্থতা কোন দিনও সফলতারূপে সার্থক হইয়া উঠিতে পারিবে না।

একথা অবশ্য সত্য যে, সঙ্ঘবদ্ধ অর্থ বা মূলধনের ব্যবহার সফলতা লাভ করিতে হইলে, তাহার পশ্চাতে স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তির অস্তিত্ব প্রয়োজন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রশক্তি যে শুধু বৈদেশিক তাহা নহে; উহা বৈদেশিক মূলধনিক এবং পুঁজিবাদীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিয়োজিত। সুতরাং দেশীয় মূলধন রাষ্ট্রশক্তির নিকট পদে পদে বাধা-প্রাপ্ত হইতে বাধ্য।

এতৎসত্ত্বেও মূলধনী ব্যবসায় এদেশে প্রসার লাভ করিয়াছে—বোম্বাইতে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। যে মাড়োয়ারী চিরকাল বৈদেশিক ব্যবসায়ীর দালালী করিয়াই আমাদের কাছে বাহবা লাভ করিয়াছে, সেও আজ মূলধনিক বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিয়াছে এবং কিঞ্চিৎ সফলতা অর্জ্জন করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী চল্লিশ কোটি টাকাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াও অক্ষম ও শক্তিহীন হইয়া রহিল কেন?

সঙ্ঘবদ্ধ অর্থের শক্তি অদ্ভুত, অপ্রতিহত ও অপরিমেয়। প্রয়োগের প্রকার ভেদে সে শক্তির বিকাশ হয় ও কার্য্যক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুশিক্ষিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত কয়েকজন মাত্র সৈনিকের সহিত যুদ্ধে অনিয়ন্ত্রিত বহুগুণ জনতার পরাভব সুনিশ্চিত। অর্থের নিজের শক্তি নাই, কিন্তু ইহা যাহাদের হাতে পতিত হয় তাহাদের পরিচালনা ও কার্য্যক্ষমতার শক্তিতেই সঙ্ঘবদ্ধ অর্থের শক্তির বিকাশ হয়। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে, শুধু "মূলধন" উৎপাদন ব্যাপারের একমাত্র কারণ নহে। মূলধনকে উৎপাদিকা শক্তি দান করে "মানুষ"। যতদিন "মানুষের" মূল্য যাচাই করিবার ক্ষমতা দেখা দিবে না ততদিন পুঁজিবাদী যত মূলধনই একত্র করুন না কেন, মূলধনের সফল প্রয়োগ সুদূরপরাহত থাকিবে।

যে সকল দেশে মূলধনী কারবার সফল হইয়াছে, সে সকল দেশে এই সফলতার মূল কারণ হইতেছে মূলধনকে কার্য্যকরী করিবার জন্য উপযুক্ত "মানুষের" নির্ব্বাচন ও সেই মানুষের সঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ। শুধু টাকায় কারবার হয় না, সেই টাকার পশ্চাতে ঠিক মানুষটি থাকা চাই।

অতএব এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয় যে, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী লোভের বশেই হউক বা জাতীয় শিল্পোন্নতির শ্লোগানে মুগ্ধ হইয়া নির্ব্বোধের মতই হউক, ঐ যে চল্লিশকোটি টাকাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার ব্যর্থতার কারণ কি ইহা নহে যে, ঐ টাকার পশ্চাতে সুযোগ্য পরিচালনক্ষম "মানুষের" অভাব?

এই প্রবন্ধের লেখক আজ প্রায় পনের বৎসর যাবত বাঙ্গালীর ব্যবসার নীতি পদ্ধতি ও ব্যবস্থা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতেছেন এবং ইউরোপীয় ব্যবসার পদ্ধতির সহিত তুলনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বাঙ্গালী "মানুষের" মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে শিখে নাই। তাহার চরিত্রে দৃষ্টির প্রসার ও মনন শক্তির উদারতা ও চিন্তার একাগ্রতার অভাব থাকায় সে নিজ কার্য্য-শক্তির অভাব স্বীকার করিতে চায় না। কার্য্যক্ষমকে সে ঈর্ষার চোখে দেখে। সেইজন্য তাহার হাতে মূলধন পুঞ্জীভূত হইলেও কর্ম্মীর অভাবে সে মূলধন অপচয়িত হয়। ইহা গবেষণামূলক প্রবন্ধ নহে, নহিলে বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায় হইতে উদাহরণ সঙ্কলন করিয়া দেখাইতে পারিতাম যে, পারিপার্শ্বিক সুযোগ ও মূলধনের একত্র সমাবেশ সত্ত্বেও বাঙ্গালীর শিল্পপ্রচেষ্টা কিরূপে কর্ম্মকুশল মানুষের আবিষ্কার ও সৃষ্টির অভাবেই ব্যবসায়ের নিপাত হইয়াছে।

এবিষয়ে শুধু বাঙ্গালীকেই দোষী করা অন্যায় হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতাই হইল এইখানে এবং সেই কারণেই পাশ্চাত্য বাণিজ্যশক্তি শুধু যে প্রাচ্যের বাণিজ্যশক্তিকেই অধ্যুষিত করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা নহে, প্রাচ্য রাজ-শক্তিকেও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। কেননা বাণিজ্য পরিচালনাই বলুন, বা

তারপর ব্যবসায়ীরা এই বিক্রয়কর খরিদ্দারের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেও উহা যে পৃথকভাবে মজুত করিয়া রাখিতে পারিবে, সে সম্ভাবনা কম। ঐ টাকা তাহাদের ব্যবসায়ের তহবিলের মধ্যেই থাকিয়া যাইবে। তারপর বৎসরান্তে যখন তাহাদের হিসাবের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া ট্যাক্স ধার্য্য হইয়া, উহা গবর্ণমেন্টের ট্রেজারিতে জমা দিবার সময় আসিবে, তখন অনেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এককালীন টাকা দিতে এমন কষ্টকর হইয়া পড়িবে যে, তাহাতে হয়তো অনেক ব্যবসায়ীর কারবার বন্ধ হইয়া যাইবে।

যেদিন হইতে এই বিক্রয়কর প্রবর্ত্তন হইবে, সেদিন ব্যবসায়ী ও খরিদ্দারের মধ্যে আর একটা অসুবিধা দেখা দিবে। কোন খরিদ্দার যদি কোন দোকান হইতে ১০৷৶০ মূল্যের কাপড় খরিদ করে, তবে উক্ত দোকানদারকে ৶১৫ পয়সা বিক্রয়কর আদায় করিয়া লইতে হইবে। কারণ খুচরা আধ পয়সা, সিকি পয়সা ছাড়িয়া দিতে হইলে, এক বৎসরে ব্যবসায়ীদের বহু টাকা লোকসান হইবে। ইহাতে অনেক সময় খরিদ্দার আপত্তি করিবে, কিন্তু ব্যবসায়ীরও উহা আদায় করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। এই বিক্রয়কর ব্যাপকভাবে প্রবর্ত্তনে আরও নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া পড়িবে।

অর্থসচিব মহাশয় ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে, আমদানীকারক ও উৎপাদক ভিন্ন বিক্রয়ের মধ্যপথে এই কর ধার্য্য হইবে না। শেষ পর্য্যন্ত তিনি সে কথা বজায় রাখিতে পারেন নাই। এই কর ব্যাপকভাবে জনসাধারণের ঘাড়েই পড়িবে। দেশের এই দারুণ অর্থসঙ্কটের দিনে দেশবাসীর দুর্দ্দশার উপর আরো দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করা হইতেছে না কি? বাংলার উৎপন্ন প্রধান ফসল পাট ও ধান। কিন্তু পাটের দাম নাই, এবার দেশে ধানও জন্মে নাই। আইন প্রণেতারা যদি একবার পল্লী অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য করিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, তাহারা কি অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে।

গবর্ণমেন্ট যদি শুধু পাটের উপর বিক্রয়কর ধার্য্য করিতেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা বেশী অর্থ পাইতেন, অথচ তাহাতে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা মোটেই বৃদ্ধি পাইত না। গবর্ণমেন্ট অনায়াসে চাষী-শ্রেণীকে বাদ দিয়া, তাহার উপরে যত পাটের ব্যবসায়ী আছে, তাহাদের উপর এই বিক্রয়কর প্রবর্ত্তন করিলে টাকাও বেশী আসিত এবং এই ট্যাক্স আদায় সরঞ্জামী-ব্যয় বহুলাংশে কম হইত। বাংলায় অর্থাগমের একমাত্র প্রধান পণ্য যে পাট, তাহা আজ মিলওয়ালারা মাটির দরে খরিদ করিয়া, তাহা হইতে কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। অথচ বাংলায় চাষীর পেটে ভাত জুটিতেছে না, ইহাতে মিলওয়ালাদেরই বা কি ক্ষতির কারণ ঘটিত! যাহারা এক সময়ে এই বাংলার পাট ২৫।৩০৲ টাকা দরে খরিদ করিয়া ব্যবসা চালাইয়াছে, আজ না হয় তাহাদের ৫৲ টাকার স্থলে ৭৲ টাকা দর পড়তা হইত? অর্থসচিব মহাশয়ের সে দিকে দৃষ্টি যায় নাই। তিনি কেবল চুনো পুঁটি মারিয়া দেশের জনসাধারণের দুর্দ্দশার উপর দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করিতেছেন। জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধার বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া পৃথিবীর সকল দেশেই আইন পাশ হয়; আমাদের বাংলা দেশে আইন পাশ হয়, শুধু মন্ত্রীদের খেয়ালে, আর কোয়লিসন পার্টির ভোটের জোরে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেদিন অযোগ্য আত্মীয় বা চাটুকারদের এতিমখানা হইয়া উঠে তখনই তাহার আত্মকৃত্য আরম্ভ হয়।

গত ১লা বৈশাখ হাওড়া দাশ নগরের বাৎসরিক উৎসবে কর্ম্মবীর আলামোহনের একটি বক্তৃতা খবরের কাগজে পাঠ করিলাম। দেখিলাম তিনি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই বিরাট ব্যবসায়গুলি কিরূপে কাহার দ্বারা পরিচালিত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত আলামোহন বলিতেছেন, তিনি বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্বাস করেন এবং তিনি মনে করেন যে, বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ তাঁহার প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইবে। তাঁহার মত ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রবীণ কর্ম্মবীরের এইরূপ কবিসুলভ বাস্তবতাহীন ভাবুকতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের মনে হয় তাঁহার কারবার বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তাঁহারই মত উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন, নিরলস, একাগ্র কর্ম্মীর প্রয়োজন। সেইরূপ কর্ম্মী যদি তিনি রাখিয়া যাইতে না পারেন, তবে তাঁহার কারবার, তাঁহার অভাবে টিকিয়া থাকিবার পক্ষে কঠিন হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ কর্ম্মী আকাশ হইতে উড়িয়া আসে না। যোগ্য ব্যক্তি খুঁজিয়া তাহাদের শিখিবার সুযোগ দিয়া, দায়িত্ব লইবার ক্ষমতা শিখাইয়া না গেলে সময়কালে সেরূপ লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না—বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধকে সাতবার জ্বাল দিয়া নির্য্যাস বাহির করিলেও।

এই প্রবন্ধলেখক মনে করেন—তাঁহার ধারণার জন্য তিনিই দায়ী—যে বাঙ্গালীর মধ্যে মানুষ চিনিবার ক্ষমতার যথেষ্ট অনুশীলন হয় নাই। সেইজন্য বাঙ্গালীর সকল সঙ্ঘ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছে। আমরা এত স্বার্থপর যে, অতি নির্লজ্জভাবে আত্মীয়পোষণে সঙ্কুচিত হই না। জনসাধারণের কাজের ভার লইলেও এই দোষ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারি না। কংগ্রেসের কার্য্যে বংশ বিশেষের নির্লজ্জ দাম্ভিকতা ও স্বার্থপর কার্য্যকলাপ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ব্যবসায়ে মানুষের মূল্য যে কত বেশী তাহার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত "আর্থিক জগৎ" পত্রিকাখানি। ইহার সম্পাদকের মূলধন ছিল না, ছিল মননশক্তি। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মূলধনী তাঁহার যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে মূলধন জোগাইতে সাহস করিয়াছিল বলিয়াই আজ এমন এমটি সুপ্রয়োজনীয় ও সুপরিচালিত পত্রিকা বাংলার অর্থনৈতিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কোন্ অদৃশ্য দেবতার ইঙ্গিতে একবার বাঙ্গালী মূলধনী কবির আহ্বান শুনিয়াছিল, সাবধানী পথিক পথ ভুলিয়া ফিরিয়াছিল কিন্তু মরে নাই, তাই যতীন্দ্রনাথ যোগ্যতা অনুশীলনের সুযোগ পাইয়া বাংলার অর্থনৈতিক চিন্তাশক্তিকে সুসমৃদ্ধ করিতেছে।

বাংলা সরকারের বিক্রয়-কর

[শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু, "ব্যবসায়ে বাঙ্গালী" প্রণেতা]

বাংলা সরকারের বিক্রয়কর বিল তো পাশ হইয়া গেল। কিন্তু কোন্ সময় হইতে ইহা কার্য্যকরী হইবে, তাহা এখনো প্রকাশিত হয় নাই। পরিষদে যে আকারে বিলটী পাশ হইয়াছে, তাহাতে মোটামুটী জানা গিয়াছে যে, নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের উপর বিক্রয়কর ধার্য্য হইবে না। কিন্তু তিন মাসের নোটিশ দিয়া গবর্ণমেণ্ট উহার রদ বদল করিতে পারিবেন। চাউল, ডাইল, লবণ, কেরোসিন, সরিষার তৈল, গুড়, চিনি, গম, আটা, ময়দা, সুজী, মাখন, পনীর, তাঁতের কাপড়, জমির সার, মাখা তামাক, শাক-সব্জী, টাট্‌কা মাছ, মাংস, রন্ধন করা খাদ্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, এবং অলঙ্কার, কাঁচা ও পোড়া কয়লা, দেশী বিলাতী মদ, গাঁজা, ভাঙ্গ, আফিং ও চরস, মোটর স্পিরিট, পাট, সুতা প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ও সংবাদপত্রকে গবর্ণমেণ্ট এই করের হাত হইতে রেহাই দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা সরকারের নির্দ্ধারিত ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া অন্য সব ধর্ম্মগ্রন্থের উপর ট্যাক্স দিতে হইবে। অর্থসচিব মহাশয় জাতির ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে এই বিক্রয় করের হাত হইতে রেহাই দিয়া একটু উদারতা দেখাইতে পারেন নাই। উহা নির্দ্ধারণের ভার নিজেদের হাতের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। সুতরাং শ্রেণীবিশেষের ধর্ম্মগ্রন্থ যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে পড়িবে না, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না।

তাঁতের কাপড়ের উপর বিক্রয়কর ধার্য্য করা হইবে না বটে, কিন্তু যে সমস্ত ব্যবসায়ী তাঁতের কাপড় ও মিলের কাপড় উভয়ই বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে তাঁতের কাপড় বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স দিতে হইবে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বড়বাজার ঢাকাপটিতে কতকগুলি ব্যবসায়ী শুধু তাঁতের কাপড় বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট হইতে যাঁহারা তাঁতের কাপড় খরিদ করিবেন, তাঁহারা বিক্রয়কর না দিয়াই উহা খরিদ করিতে পারিবেন। কিন্তু কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, ধর্ম্মতলা প্রভৃতি অঞ্চলে যে সমস্ত বড় বড় পোষাক বিক্রেতারা একসঙ্গে বিবিধ কাপড়ের ব্যবসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দোকান হইতে যদি তাঁতের কাপড় খরিদ করিতে হয়, তবে খরিদ্দারগণকে বিক্রয়কর দিয়া আসিতে হইবে। সুতরাং ইহাতে তাঁতের কাপড়ে একটা দরের পার্থক্য হইয়া পড়িবে, ফলে উল্লিখিত বিবিধ কাপড় বিক্রেতাদের তাঁতের কাপড়ের ব্যবসা বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।

এই বিক্রয়করের হার প্রতি টাকায় এক পয়সা এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার নীচে বিক্রয় হইলে তাহার ট্যাক্স ধার্য্য হইবে না। কিন্তু আমদানিকারক ও উৎপাদক দশ হাজার টাকার মাল আমদানি কিংবা প্রস্তুত করিলে, তাহার উপর ট্যাক্স দিতে হইবে। প্রস্তুত-

টাকার জন্মকথা

মানুষ মাত্রেই টাকাকে এত ভালবাসে যে টাকার জন্য সে না করিতে পারে এমন কাজই নাই। টাকার প্রতি মানুষের এত আকর্ষণের কারণ এই যে, উহা দ্বারা সে ইচ্ছামত ভোগবিলাসের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে। মানুষ চায় ভাল আহার্য্য দ্রব্য, সুদৃশ্য পরিচ্ছদ, উত্তম বাসগৃহ, সৌখীন বিলাস-সামগ্রী, আরও কত কিছু। টাকা দ্বারা এই সমস্ত সংগ্রহ করা যায় বলিয়াই উহার উপর এত আকর্ষণ। কিন্তু মানুষ যাহাকে এত ভালবাসে তাহার জীবনেতিহাসের সহিত তাহার পরিচয় অতি সামান্য। মানবজাতির সৃষ্টির পর কি ভাবে বদলী-প্রথা হইতে প্রথমে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং তৎপর ধাতুখণ্ড আধুনিক কালের টাকার কাজ করিতে লাগিল, কেন বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্ট টাকা প্রস্তুতের এক চেটিয়া অধিকার গ্রহণ করিলেন, টাকা হইতে কি ভাবে উহার অন্য মূর্ত্তি নোটের প্রচলন হইল ইত্যাদি বিষয় অনেকের নিকটই রহস্য-জালে জড়িত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়টী একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

অতি প্রাচীন কালে যখন মানুষের নিকট স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল তখন নোট দূরে থাকুক টাকা পয়সার পর্য্যন্ত কোন অস্তিত্ব ছিল না। ঐ সময়ে মানুষ এক শ্রেণীর দ্রব্য সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য শ্রেণীর দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিত। বর্ত্তমান সময়েও পল্লী অঞ্চলে ধানের বদলে মাছ, চাউলের বদলে আলু, পানের বদলে মৃৎপাত্র ইত্যাদির বিনিময় হইতে দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান কালের সহিত অতি প্রাচীন কালের তফাৎ এই যে, তখন টাকা পয়সার কোন অস্তিত্বই ছিল না বলিয়া মানুষের প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য সামগ্রীই এইভাবে অন্যবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে সংগৃহীত হইত। আর বর্ত্তমান কালে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর অধিকাংশই টাকা (টাকা অর্থে রৌপ্য মুদ্রা, নোট ও খুচরা মুদ্রা সমস্তই ধরা হইতেছে) দ্বারা সংগৃহীত হইয়া থাকে।

যাহা হউক প্রাচীন কালে মনুষ্যজাতি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই ভাবে টাকা পয়সার সাহায্য ব্যতিরেকে এক শ্রেণীর দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে অন্য শ্রেণীর দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং তখন তাহার পক্ষে এক শ্রেণীর দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে অন্য শ্রেণীর দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করা দুরূহ হইয়া উঠিল। একজনের হয়তঃ একটা প্রয়োজনাতিরিক্ত বর্শা রহিয়াছে। উহা বদল দিয়া সে একটী তীর ধনু সংগ্রহ করিতে চাহে। কিন্তু যাহার কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত তীর ধনু রহিয়াছে তাহার হয়তঃ বর্শার কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাহার একটী পশুচর্ম্মের প্রয়োজন রহিয়াছে। অত্রাবস্থায় বর্শার বদলে তীর ধনু সংগ্রহ করিবার জন্য প্রথম ব্যক্তিকে এমন একজন লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহার হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পশুচর্ম্ম রহিয়াছে এবং সে উহার বদলে একটি বর্শা লইবার জন্য ব্যগ্র। এরূপ অবস্থায় প্রথম ব্যক্তি বর্শার বিনিময়ে পশুচর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া তাহার বিনিময়ে তীর ধনু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়া মানুষ এমন জিনিষের সন্ধান করিতে লাগিল যাহা সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয় বলিয়া সকলেই সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া তাহার বদলে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ প্রদান করিবে। মানুষের পক্ষে এই শ্রেণীর জিনিষ খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশী দেরী হইল না এবং পশুচর্ম্ম, পশুর লোম, ভেড়া, গরু ও মহিষ, বিবিধ প্রকার খাদ্যদ্রব্য, কোকো, লবণ, শীলের চামড়া, কড়ি, নারিকেল প্রভৃতি জিনিষ বর্ত্তমান যুগের টাকা কড়ির কাজ করিতে লাগিল। বিভিন্ন দেশের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ীই এইভাবে বিবিধ জিনিষ আধুনিক যুগের টাকার মত সমস্ত প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের ক্ষমতা লাভ করে। যেমন আবিসিনিয়া দেশে লবণের অত্যন্ত অভাব ছিল এবং সকলেই লবণের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র ছিল বলিয়া এক সময়ে উক্ত দেশে লবণের বিনিময়ে যে কোন জিনিষ সংগ্রহ করা যাইত এবং উহাই বর্ত্তমান যুগের টাকা কড়ির কাজ করিত। সেইরূপ মধ্য আমেরিকাতে নারিকেলের অভাব ছিল বলিয়া উক্ত অঞ্চলে নারিকেলের দ্বারাই সমস্ত প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইত। মোটের উপর তখনকার দিনে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহের ব্যাপারে আবিসিনিয়াতে লবণের এবং মধ্য আমেরিকাতে নারিকেলের যে মর্য্যাদা ছিল, তাহা অধুনিক কালের টাকার মর্য্যাদা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। যাহা হউক এইভাবে মানবজাতি প্রথমে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর

পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া এবং তৎপর সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত একই প্রকার পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে অন্য সমস্ত প্রকার পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নিজেদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

উহার পরেই আসিল ধাতুর যুগ। প্রাচীন কালে ভেড়া, গরু, মহিষ প্রভৃতি দ্বারা মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকার দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হইলেও উহাতে অসুবিধা ছিল বিস্তর। একজনের হয়ত একটী পশুচর্ম্মের প্রয়োজন রহিয়াছে; কিন্তু একটী ভেড়ার দ্বারা ৫ টী পশুচর্ম্ম পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে যাহার পশুচর্ম্মের প্রয়োজন রহিয়াছে সে ভেড়াটীকে ৫ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া উহার এক খণ্ডের দ্বারা একটী পশুচর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে তাহাকে একটী ভেড়া দিয়া ৫ টী পশুচর্ম্ম সংগ্রহ করিতে হইবে এবং উহার একটী নিজের জন্য রাখিয়া বাকী ৪ টীর খরিদ্দার জোটাইয়া তাহাকে উহার বদলে অন্য কোন প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং বদলী-প্রথার যুগে মানুষের যে অসুবিধা ছিল, ভেড়া গরু প্রভৃতি সর্ব্বজন গ্রহণযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে অন্য সমস্ত প্রকার দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করার যুগেও সেই সব অসুবিধা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইল না। ধাতুদ্রব্যের আবিষ্কারের পরেই এই শ্রেণীর অসুবিধা বহুলাংশে দূরীভূত হয়। প্রাচীন মানব যখন খনিগর্ভ হইতে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু আহরণ করিতে সমর্থ হইল তখন এই সব জিনিষের চাকচিক্যে সকলেই মুগ্ধ হইল। এই সব জিনিষ বর্ত্তমানের ন্যায় তখনও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। কাজেই সকলেই উহা সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ফলে যাহার নিকট এই সব জিনিষ থাকিত তাহার পক্ষে উহার বিনিময়ে তাহার প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার জিনিষ সংগ্রহ করিতে একটুও বেগ পাইতে হইত না। এই কারণে গরু, ভেড়া, নারিকেল, লবণ ইত্যাদি জিনিষের পরিবর্ত্তে প্রথমে তাম্র ও তৎপর স্বর্ণ ও রৌপ্য আধুনিককালের ধাতুমুদ্রা ও নোটের কাজ করিতে লাগিল। এই ভাবে ধাতুখণ্ডকে আধুনিককালের টাকা হিসাবে ব্যবহার করিবার মধ্যে কতকগুলি সুবিধাও হইল। প্রথমতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডকে ইচ্ছামত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া মানুষ উহার বিনিময়ে প্রয়োজন মত দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল। দ্বিতীয়তঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেলায় এই সুবিধা হইল যে, উহার মালিক ইচ্ছামত অতি সহজে যেখানে সেখানে উহা লইয়া গিয়া উহার বিনিময়ে অন্য দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু গরু, ভেড়ার বেলায় সেরূপ সুবিধা ছিল না। তৃতীয়তঃ কোন ব্যক্তিকে যদি তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিবার জন্য বহু সংখ্যক গরু ভেড়া ইত্যাদি পালন করিতে হয়, তাহা হইলে উহা হঠাৎ মরিয়া গেলে তাহার বিশেষ ক্ষতি অনিবার্য্য। কিন্তু স্বর্ণ ও রৌপ্য যতদিন ইচ্ছা নিজের ঘরে রাখা যায় এবং হঠাৎ উহার মূল্যাপকর্ষ হইতে পারে না। এই সব সুবিধার জন্য প্রাচীন মানব প্রথমে বদলী-প্রথা এবং তৎপর গরু, ভেড়া, লবণ, নারিকেল ইত্যাদির বিনিময়ে অন্য জিনিষ সংগ্রহের প্রথা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহের পন্থা অবলম্বন করে এবং তখন ইহাই বর্ত্তমান যুগের ধাতুমুদ্রা ও নোটের কাজ করিতে থাকে।

ধাতুখণ্ড হইতেই ক্রমে ক্রমে ধাতুমুদ্রার উদ্ভব হয়। প্রাচীন কালে ধাতুখণ্ড দ্বারা বর্ত্তমান যুগের টাকা পয়সার সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ হইলেও উহার মধ্যেও অনেক অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ ধাতুখণ্ডের বিনিময়ে কোন পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইলে বিক্রেতা ক্রেতার হস্তস্থিত ধাতুখণ্ড বিশুদ্ধ কি না এবং বিশুদ্ধ না হইলে উহার মধ্যে কতটা খাদ রহিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া তদনুপাতে উহার বিনিময়ে কতটা দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করিবে তাহা স্থির করিত। ধাতুখণ্ড বিশুদ্ধ হইলে তাহার বিনিময়ে বেশী পরিমাণ এবং উহা বিশুদ্ধ না হইলে উহার বিশুদ্ধতার পরিমাণ অনুযায়ী কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাইত। দ্বিতীয়তঃ কোন ধাতুখণ্ডের বিনিময়ে কোন জিনিষ সংগ্রহ করিতে হইলে প্রত্যেক বারই ধাতুখণ্ড হইতে কতক পরিমাণ ধাতু কাটিয়া তাহা ওজন করতঃ পণ্যদ্রব্যের বিক্রেতাকে প্রদান করিতে হইত। বর্ত্তমান যুগে কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা সহ বাজারে গিয়া কাহাকেও যদি প্রত্যেক দোকানে রৌপ্যের বিশুদ্ধতার পরীক্ষা দিতে হয় এবং জিনিষের মূল্য অনুযায়ী প্রত্যেক দোকানে রৌপ্যমুদ্রা কাটিয়া তাহা হইতে কতকটা রৌপ্য ওজন করিয়া বিক্রেতাকে প্রদান করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে কি পরিমাণ অসুবিধা ও ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন মানব যখন ধাতুখণ্ডের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিত তখন তাহাকে প্রতিনিয়ত এই সব অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই সমস্যার সমাধান হইল। তখনকার দিনে যাহারা বেশী পরিমাণ পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করিত এবং বাজারে যাহাদের খুব সুনাম ছিল তাহারা এই অসুবিধা দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধতাসম্পন্ন এবং নির্দ্দিষ্ট ওজনের ধাতুখণ্ডের উপর তাহাদের ছাপ দিয়া উহা বাজারে বাহির করিতে লাগিল। আজকাল আমাদের দেশে অনেকেই ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের স্বর্ণের বার দেখিয়াছেন। উহা ক্রয় করিবার সময় উহার ওজন ঠিক কি না অথবা উহার বিশুদ্ধতা কম কি না তৎসম্বন্ধে কেহ

প্রশ্নই করেন না। উহার কারণ এই যে, ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের উপর সাধারণের আস্থা এত বেশী যে উহারা স্বর্ণে খাদ মিশাইয়া অথবা কম ওজনের স্বর্ণ দিয়া ক্রেতাকে প্রতারিত করিবে—একথা কেহ ধারণাই করিয়া উঠিতে পারে না। প্রাচীনকালে প্রত্যেক দেশেই এই ধরণের অনেক ব্যবসায়ী ছিলেন যাঁহারা এইভাবে নির্দ্দিষ্ট বিশুদ্ধতা-সম্পন্ন ও নির্দ্দিষ্ট ওজনের ধাতুখণ্ড বাজারে বাহির করিতেন এবং জনসাধারণ উহা সাগ্রহে গ্রহণ করিত। কেননা এই ধাতুখণ্ড দেখিলেই সকলে উহার বিশুদ্ধতা ও ওজন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইত এবং উহার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করিতে দ্বিধা করিত না। এইভাবে আধুনিক কালের টাকার বদলে ধাতুখণ্ডের ব্যবহারের মধ্যে যে অসুবিধা ছিল তাহা বিদূরিত হয়। অবশেষে প্রত্যেক দেশের রাজশক্তি একচেটিয়াভাবে এই ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধতাসম্পন্ন নির্দ্দিষ্ট ওজনের ধাতুখণ্ডের উপর নিজেদের ছাপ দিয়া উহা বাজারে বাহির করেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া আদেশ জারী করেন। এইভাবে বিভিন্ন দেশে মোহর, টাকা, আধুলী, সিকি, দুয়ানী, পয়সা ইত্যাদি ধাতুমুদ্রার উদ্ভব হয়—যদিও কোন দেশে উহা ডলার সেণ্ট, কোন দেশে পাউণ্ড শিলিং, কোন দেশে ইয়েন সেন ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ভাবে ধাতুমুদ্রার উদ্ভব যে একই সময়ে হইয়াছিল, এরূপ নহে। এখনও আফ্রিকার অরণ্যের ভিতর এমন অঞ্চল রহিয়াছে যেখানে ধাতুমুদ্রার কোন অস্তিত্ব নাই এবং যেখানে এখনও প্রাচীন যুগের বদলীপ্রথাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষে পাণিনির পূর্ব্বে খৃষ্টের জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালে প্রথমে ধাতুমুদ্রা প্রচলিত হয় বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা। অবশ্য তখন এদেশে একমাত্র তাম্র-মুদ্রারই প্রচলন ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে এদেশে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হয়। ইংরাজগণ যখন এদেশে রাজ্য বিস্তার করেন তখন ভারতবর্ষ বহু রাজার অধীন ছিল বলিয়া এক এক রাজার রাজ্যে এক এক প্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল। এই সব মুদ্রার ওজন এবং উহার মধ্যস্থিত ধাতুর বিশুদ্ধতার খুব বেশী তারতম্য ছিল বলিয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে অতিশয় অসুবিধা হইত। তদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে ৯৯৪ রকম স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল। উহা হইতে ভারতবর্ষের এক অঞ্চলের সহিত অন্য অঞ্চলের ব্যবসা চালাইতে কি প্রকার অসুবিধা হইত, তাহা অনুমান করা যায়। যাহা হউক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহাদের ব্যবসায়ে বিপুল অসুবিধা হয় দেখিয়া বিগত ১৮১৮ সালে ১১ ভাগ রূপার সহিত এক ভাগ খাদ মিশাইয়া ১৮০ গ্রেন (এক তোলা) ওজনের রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেন। ভারতবর্ষে এখনও উহাই টাকারূপে রাজত্ব করিতেছে যদিও সম্প্রতি টাকাতে রূপার ভাগ অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আধুলী, সিকি, দুয়ানী ইত্যাদি খুচরা মুদ্রারও ঐ সময় হইতেই প্রচলন হয়। তবে বিভিন্ন সময়ে এই সব মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতু এবং উহার আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সাবেক যে রৌপ্য নির্ম্মিত গোল ও ক্ষুদ্রাকার দুয়ানী ছিল তাহার স্থান এখন ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত চতুষ্কোণ দুয়ানী অধিকার করিয়াছে। মধ্যে ব্রোঞ্জের আধুলী হইয়াছিল। তাহা এখন আর দেখা যায় না। এক্ষণে ব্রোঞ্জ ও রৌপ্য—এই উভয় ধাতুর প্রস্তুত সিকিই চলিতেছে। পূর্ব্বে এক আনী ছিল না। এক্ষণে ব্রোঞ্জের এক আনী চলিতেছে। ডবল পয়সা এখন আর চলে না। ভবিষ্যতে আরও কত রকম খুচরা মুদ্রা দেখা যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, টাকা অর্থে আমরা নোটকেও বুঝিয়া থাকি। কারণ টাকার মত নোটের দ্বারাও আমরা ইচ্ছামত ভোগ-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারি। এক্ষণে এই নোটের উদ্ভব সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে। প্রাচীন কালে ব্যবসায়ী মহলের হাতে টাকার সৃষ্টি না হইলেও উহারা নির্দ্দিষ্ট প্রকার বিশুদ্ধতাসম্পন্ন নির্দ্দিষ্ট ওজনের ধাতুখণ্ড নিজেদের ছাপ দিয়া বাজারে বাহির করতঃ কার্য্যতঃ আধুনিক কালের টাকাই সৃষ্টি করিয়াছিল এবং পরে গবর্ণমেণ্ট উহার একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নোটও প্রথমে ব্যবসায়ী মহলের দ্বারাই সৃষ্ট হয়। প্রাচীন কালে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি বর্ত্তমানের ন্যায় নিরাপদ ছিল না। এজন্য সকলেই নিজ নিজ সঞ্চিত ধাতুদ্রব্য ও ধাতুমুদ্রা নিরাপদে রাখিবার জন্য বিব্রত হইত। কেহ উহা মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিত। আবার কেহ উহা স্বর্ণকারদের নিকট জমা রাখিত। স্বর্ণকারদের নিকট সঞ্চিত সম্পত্তি জমা রাখার কারণ এই ছিল যে, উহারা নিজেদের হস্তস্থিত প্রভূত পরিমাণ ধাতুদ্রব্য চোর ডাকাতের হস্ত হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য খুব মজবুত ধরণের কোষাগার রাখিত এবং উহাতে সর্ব্বক্ষণ পাহারার ব্যবস্থা করিত। স্বর্ণকারগণ প্রথম প্রথম অন্যের সঞ্চিত সম্পত্তি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সঞ্চয়কারীর নিকট হইতে একটা ফি আদায় করিত। পরে তাহারা দেখিতে পাইল যে, তাহাদের হাতে সব সময়েই জনসাধারণের সঞ্চিত প্রভূত পরিমাণ সম্পত্তি মজুদ থাকে এবং ইচ্ছা করিলে তাহারা উহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দাদন করিয়া মোটা রকম লাভ করিতে পারে। এজন্য তাহারা তাহাদের নিকট সাধারণের সঞ্চিত অর্থ দাদন করিতে আরম্ভ করে এবং কেহ তাহাদের নিকট কোন সম্পত্তি মজুদ করিতে আসিলে তজ্জন্য তাহার নিকট হইতে ফি আদায় না করিয়া উল্টা নিজেরাই

সঞ্চয়কারীকে একটা ফি দিতে আরম্ভ করে। এইভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসার সূত্রপাত হয় এবং জনসাধারণ স্বর্ণকারদের নিকট তাহাদের সঞ্চিত অর্থ আমানত রাখিয়া উহার জন্য সুদ পাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহারা দেখিতে পায় যে, আমানতকারীদের প্রয়োজনের সময়ে তাহাদিগকে ধাতুমুদ্রা প্রদান করা এবং পরে সেই ধাতুমুদ্রাই পুনরায় নিজেদের নিকট জমা রাখার মধ্যে বিপদ ও অসুবিধা অনেক বেশী। এজন্য তাহারা আমানতকারীকে প্রয়োজনের সময়ে ধাতুমুদ্রা প্রদান না করিয়া তাহার বদলে এক এক খণ্ড কাগজে প্রতিশ্রুতিপত্র দিতে আরম্ভ করে এবং যে কেহ দাবী করিলে তাহারা যে ঐ কাগজে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা প্রদান করিতে বাধ্য হইবে, তাহা উহাতে উল্লেখ করিতে থাকে। এইভাবে স্বর্ণকারদের দ্বারা প্রথমে নোটের প্রচলন হয়। ঐ সময়ে স্বর্ণকারদের প্রভাবপ্রতিপত্তি এত বেশী ছিল এবং উহাদের প্রতিশ্রুতির উপর সাধারণের এত আস্থা ছিল যে, সকলেই তখন নির্ব্বিচারে উহাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিপত্র গ্রহণ করিত এবং উহা দ্বারা বাজারে ইচ্ছামত পণ্য সামগ্রী ক্রয় করা যাইত। নোটের উপর তখনকার দিনে স্বর্ণকারদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিপত্র বর্ত্তমানকালের নোটের ন্যায়ই কাজ করিত। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশীদিন টিকিল না। উহার কারণ এই যে, স্বর্ণকারগণ তাহাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিপত্রের সর্ত্ত পূরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় ধাতু-মুদ্রা হাতে মজুদ রাখিত না। ফলে দিন দিন বাজারে উহাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিপত্রের পরিমাণ বাড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রতিশ্রুতি পালনের পক্ষে প্রয়োজনীয় মুদ্রার পরিমাণ কমিতে লাগিল। এজন্য অনেকেই তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না এবং দেশের বহুলোক সর্ব্বস্বান্ত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রথমে দেশের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির হস্তে নোট বাহির করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন এবং তাহাতেও নানা অসুবিধা দেখিয়া পরে এই অধিকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। এখন অবশ্য সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্ভব হইয়াছে এবং ঐ সব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে নোট বাহির করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেকার তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুণ এক্ষণে সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই যাহাতে উহাদের প্রদত্ত নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সম্পত্তি হাতে রাখে তজ্জন্য তাহাদিগকে আইনতঃ বাধ্য করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বিগত ১৮০৯ সালে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কগুলিকে নোট বাহির করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ সময়ে উপরোক্ত ৩টী প্রেসিডেন্সী সহরের ভিতরেই নোটের প্রচলন সীমাবদ্ধ ছিল। অবশেষে বিগত ১৮৬১ সালে উপরোক্ত তিনটী ব্যাঙ্কের হাত হইতে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং নোট বাহির করিবার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এই সময়ে ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০, ১০০০ ও ১০০০০ টাকার নোট বাহির করা হয়। অতঃপর ১৮৯১ সালে ৫ টাকার নোট বাহির হয়। কিন্তু প্রথম প্রথম ভারতবর্ষকে কতিপয় কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইয়াছিল এবং এক স্থানের নোট অন্য স্থানে চলিত না। উহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা হয় দেখিয়া ১৯০৩ সালে ৫ টাকার নোট ব্রহ্মদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত স্থানে অবাধভাবে চালাইবার ব্যবস্থা করা হয়। পরে ক্রমে ক্রমে ৫ টাকা হইতে ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সমস্ত নোট ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অবাধভাবে চলিতে থাকে। তবে ৫ শত টাকা ও ১ হাজার টাকার নোট মাত্র গত ১৯৩১-৩২ সাল হইতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অবাধভাবে চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষে গত ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাস হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর গবর্ণমেণ্ট উহার উপরই নোট বাহির করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। অবশ্য পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত নোট বাজারে বাহির করিয়াছিলেন তাহা এখনও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোটের পাশাপাশি ভাবে চলিতেছে বটে, কিন্তু এখন গবর্ণমেণ্ট আর কোন নূতন নোট বাহির করিতেছেন না।

ভারতবর্ষে নোট বাহির করিবার সময় হইতেই এই নোট ভাঙ্গাইয়া দিতে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তজ্জন্য একটী মজুদ তহবিল রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম প্রথম গবর্ণমেণ্ট নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে কেবল রৌপ্যমুদ্রাই হাতে রাখিতেন। পরে এজন্য রৌপ্য ও স্বর্ণ মজুদ রাখিবারও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই মজুদ তহবিলের সাকুল্য অংশ রৌপ্যমুদ্রা, রৌপ্য ও স্বর্ণের হিসাবে রাখিলে উহা হইতে কিছুই আয় হয় না বলিয়া পরবর্ত্তী কালে তহবিলের কতকাংশ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কোম্পানীর কাগজেও ন্যস্ত করা হইয়াছে। অবশ্য নোটের সৃষ্টির সময় হইতে উহার জামীন হিসাবে রক্ষিত মজুদ তহবিলের কতকাংশ ভারতসরকারের ঋণপত্র হিসাবে রাখারও ব্যবস্থা আছে। তবে নোট ও কোম্পানীর কাগজ উভয়ই গবর্ণমেণ্টের ঋণ। তফাৎ এই যে, নোটের জন্য গবর্ণমেণ্টকে কোন সুদ দিতে হয় না—আর কোম্পানীর কাগজের জন্য সুদ দিতে হয়। কাজেই নোটের জামীন হিসাবে রক্ষিত মজুদ তহবিলের যে অংশ ভারতসরকারের সিকিউরিটী হিসাবে ন্যস্ত করা আছে, অভীপ্সিত উদ্দেশ্যের দিক হইতে উহার কোন মূল্য নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে বর্ত্তমানে দেশবাসীর নিকট মোট কত টাকা মূল্যের নোট বাহির করা হইয়াছে এবং উহা ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে ব্যাঙ্কের হাতে কত টাকা মূল্যের কি কি সম্পত্তি রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে প্রতি বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কের তরফ হইতে একটী বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং শুক্রবারে দৈনিক সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হয়।

টাকা অথবা টাকা ও নোটের উহাই আনুপূর্ব্বিক বিবরণ। আমরা বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া যত সহজে সম্ভবপর এই বিষয়টীর একটা বর্ণনা দিলাম। এই সম্বন্ধে আরও বহু বিষয় জানিবার ও জানাইবার আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক অর্থনীতি শাস্ত্রের যে কোন পুস্তকে কারেন্সী ও একচেঞ্জ শীর্ষক অধ্যায় পাঠ করিলে এই সম্পর্কে আরও বহু চিত্তাকর্ষক তথ্য জানিতে পারিবেন। স্থানাভাববশতঃ আমরা এখানেই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

যৌথ কোম্পানীর অংশ ও অংশীদার

[শ্রীভূপেন্দ্র নাথ রায় এম-এ, বি-এল]

আমাদের দেশে অনেকেই যৌথ কোম্পানীর অংশ (Share) কেনা বেচা করেন। কিন্তু এসম্বন্ধে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় কোম্পানীর অংশ দান, বিক্রয়াদি করা চলে এবং এ বিষয়ে স্বতন্ত্র রকমের নিয়ম কানুন আছে। কোন কোন বিষয়ে এসব দান-বিক্রয় অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্প-ব্যয়সাধ্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে মোটামুটি বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

যৌথ কোম্পানীর একটা নির্দ্দিষ্ট মূলধন থাকে (authorised capital) কোম্পানী বিশেষে সে মূলধন এক লক্ষ, দুই লক্ষ কিংবা ততোধিক হইতে পারে। আবার কমও হইতে পারে—যথা দশ বিশ হাজার। প্রত্যেক কোম্পানীর এই নির্দ্দিষ্ট মূলধন (authorised capital) পাঁচ দশ কিংবা ততোধিক টাকা মূল্যের কতগুলি নির্দ্দিষ্ট অংশে (share) বিভক্ত হইতে পারে। যেমন কোন কোম্পানীর এক লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট মূলধন থাকিলে, তাহা দশ টাকা মূল্যের দশ হাজার অংশে বিভক্ত থাকিতে পারে। তাহা হইলে এই দশ হাজার অংশের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন নম্বরবিশিষ্ট হইবে। কেহ এই দশ হাজার অংশের এক বা ততোধিক অংশ ক্রয় করিতে পারেন। এই অংশ-ক্রেতাগণই কোম্পানীর মেম্বর হইবেন। কোম্পানীর শেয়ার রেজেষ্টারীতে তাহাদের নাম থাকিবে এবং তাহারা কোম্পানীর নিকট হইতে শেয়ার সার্টিফিকেট (share certificate) পাইবেন। এই শেয়ার সার্টিফিকেটে অংশীদারের নাম এবং তাহারা কোন্ কোন্ নম্বরের কত অংশের মালিক তাহা লেখা থাকে। অংশ বিক্রয় কিংবা বন্ধকাদি দেওয়ার সময় এই সার্টিফিকেটের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই সার্টিফিকেটই অংশীদারত্বের নিদর্শন।

যৌথ কোম্পানীর অংশ আবার নানাপ্রকার হইতে পারে। (১) বিশেষাধিকারমূলক অংশ (Preference share)—উহা দুই প্রকার হইতে পারে যথা (ক) কিউমুলেটীভ ও (খ) ননকিউমুলেটীভ। (২) সাধারণ অংশ (Ordinary share) (৩) বিলম্বে লভ্যাংশ দেওয়ার অংশ (Deferred share). শেষোক্ত প্রকারের অংশ সাধারণতঃ কোম্পানীর গঠনকারী (Promoter) কিংবা বিশেষ কর্ম্মকর্ত্তাগণকে তাহাদের পারিশ্রমিক বাবদ দেওয়া হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর অংশীদারগণের সুখ সুবিধা, ভোট ইত্যাদির বিস্তৃত নিয়ম কোম্পানীর বিধানপত্রে (Articles of Association) লেখা থাকে। বিশেষ ও সাধারণ অংশীদারগণ লভ্যাংশ পাওয়ার পর, এ শ্রেণীর অংশীদারগণ লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন।

আজকাল এ শ্রেণীর অংশের বড় একটা প্রচলন নাই। ননকিউমুলেটীভ প্রকারের শেয়ার কোম্পানীর বিধানপত্রে (Articles of Association) প্রেফারেন্স অংশীদারগণের অধিকারাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা থাকে। তবে সাধারণতঃ এ শ্রেণীর অংশীদারগণের একটা নির্দ্দিষ্ট লভ্যাংশ পাওয়ার বিধান থাকে। কোম্পানীর লাভ হইতে সর্ব্বাগ্রে এই শ্রেণীর অংশীদারগণকে নির্দ্দিষ্টহারে লভ্যাংশ দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে লভ্যাংশ দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা সাধারণ অংশীদারগণকে দেওয়া হয়।

মনে করুন, কোন কোম্পানীর নির্দ্দিষ্ট মূলধন শতকরা ৬% যুক্ত বিশেষাধিকারমূলক কতগুলি অংশে ও কতগুলি সাধারণ অংশে বিভক্ত আছে। এখন কোম্পানীর লভ্যাংশ হইতে বিশেষাধিকারযুক্ত অংশীদারগণকে এই ৬% হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়ার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, সাধারণ অংশীদারগণ তাহাই পাইবেন। আর যদি কিছু অবশিষ্ট না থাকে তবে সে বৎসর সাধারণ অংশীদারগণ কিছুই পাইবেন না। যদি কোন বৎসরের লাভ হইতে বিশেষাধিকারমূলক অংশীদারগণকে ৬% হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব না হয়, অর্থাৎ শতকরা ৬৲ টাকার কম লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব হয়, তবে বিশেষাধিকারমূলক অংশীদারগণ শতকরা ৬৲ টাকার কমই লভ্যাংশ পাইবেন এবং সাধারণ অংশীদারগণ সে বৎসর কিছুই পাইবেন না।

যদি কোন বৎসর উক্ত কোম্পানীর খুব বেশী লাভ হয় তাহা হইলেও বিশেষাধিকারমূলক অংশীদারগণ শতকরা ৬৲ হিসাবেই লভ্যাংশ পাইবে এবং সাধারণ অংশীদারগণ হয়তো লাভের অনুপাতে শতকরা ৬৲ টাকার অনেক বেশীও পাইতে পারেন। তবে ইহা করিলে কোম্পানী বোনাস (Bonus) হিসাবে বিশেষাধিকারমূলক অংশীদারগণকে অধিক টাকাও দিতে পারে। কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার—এ শ্রেণীর বিশেষাধিকারমূলক অংশের সুবিধা অনেক বেশী। কোন কোম্পানীতে যদি এ শ্রেণীর অংশীদার থাকেন তবে কোম্পানীর লভ্যাংশ হইতে তাহাদের বর্ত্তমান ও গত পাওনা সর্ব্বাগ্রে

দিতে হইবে। কোম্পানীর লাভ কম হউক, কিংবা না হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না, এ শ্রেণীর অংশীদারগণের নির্দ্দিষ্ট লভ্যাংশ (শতকরা ৬৲ টাকাই হউক বা ৮৲ টাকাই হউক) পাওনা থাকিয়া যাইবে এবং যখন কোম্পানীর লাভ বেশী হইবে তখনই তাহাদের প্রাপ্য সর্ব্বাগ্রে আদায় করিতে হইবে। যদি কোন বৎসরের লাভ হইতে এ শ্রেণীর অংশীদারগণকে নির্দ্দিষ্ট হার হইতে শতকরা ২ বা ৩ টাকা কম দেওয়া হয়, তবে পরবর্ত্তী বৎসরের লাভ হইতে সেই বাকী টাকা দিতে হইবে।

কি প্রকারে যৌথ কোম্পানীর অংশীদার হওয়া যায় ?—কোম্পানী গঠনের সময় কোম্পানীর স্মারকপত্র Memorandum of Association) ও কোম্পানীর বিধানপত্রে (Articles of Association) যাহারা সহি করেন তাহারা প্রথম হইতেই কোম্পানীর মেম্বর শ্রেণীভুক্ত হন। প্রথম হইতেই তাহাদের নাম কোম্পানীর রেজেষ্টারীভুক্ত (Share Registar) হয়।

তাহা ছাড়া কোম্পানীর অংশ কিনিতে হইলে প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্ট ফরমে (application form) দরখাস্ত করিতে হয়। প্রত্যেক কোম্পানীরই ছাপান দরখাস্তের ফরম থাকে, তাহা কোম্পানীর এজেন্টের নিকট কিংবা কোম্পানীর অফিসে পাওয়া যায়। এই দরখাস্ত ফরম পূরণ করিয়া দরখাস্তের টাকা সহ কোম্পানীর অফিসে পাঠাইতে হয়। কোম্পানীর নিয়ম অনুসারে দরখাস্তের সঙ্গে অংশমূল্যের কতকাংশ পাঠাইতে হয় এবং অংশ বণ্টনের সময় কতকাংশ ও বাকী টাকা কিস্তিমত দিতে হয়। কোন কোম্পানীর অংশমূল্য ১০৲ টাকা হইলে—টাকা দেওয়ার নিয়ম এরূপ হইতে পারে, যথা :—দরখাস্তের সময় ৩৲ টাকা, অংশ বণ্টনের পর ৩৲ ও বাকী টাকা প্রতি কিস্তি (call) ২৲ টাকা হিসাবে দুই কিস্তিতে (call) দেয়।

এই দরখাস্ত ও টাকা পাঠাইলেই কেহ অংশীদার বলিয়া গণ্য হয় না। দরখাস্ত একটা প্রস্তাব মাত্র। এই প্রস্তাব আইন অনুযায়ী গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত দরখাস্তকারীর কোন স্বত্ব সাব্যস্ত হয় না। কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী allotment (অর্থাৎ অংশ বণ্টন) না করা পর্য্যন্ত এবং সে খবর দরখাস্তকারীকে না জানান পর্য্যন্ত, দরখাস্তকারী যে কোন সময় তাঁহার অংশক্রয়ের প্রস্তাব বাতিল করিতে পারেন এবং তাঁহার দেয় অংশমূল্য ফেরৎ চাহিতে পারেন। Allotment এ'র পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কোন সময় দরখাস্তকারী তাঁহার টাকা ফেরৎ লইতে পারেন। তবে তাঁহার দরখাস্ত অনুযায়ী Share allotment (অংশ বণ্টন) হইয়া গেলে এবং সে খবর দরখাস্তকারীকে জানাইলে পর দরখাস্তকারী কোম্পানীর অংশীদার (মেম্বর) হিসাবে গণ্য হন। তখন তিনি তাঁহার ক্রীত অংশমূল্যের বাকী টাকার জন্য কোম্পানীর নিকট আইনতঃ দায়ী থাকেন। কোন কারণে তাঁহার মত কিংবা অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলেও তাঁহার ক্রীত অংশমূল্যের বাকী টাকা না দিয়া রেহাই নাই। তাহার টাকা ফেরৎ দেওয়ার ক্ষমতা কোম্পানীরও নাই।

অজ্ঞতাবশতঃ অনেকে allotment এ'র পর কিংবা allotment এ'র টাকা দেওয়ার পরও কোম্পানীর নিকট হইতে তাহাদের দেয় টাকা ফেরৎ চাহেন। অনেকে আবার এই ধরণের শেয়ার কিনিয়া নেওয়ার জন্যও কোম্পানীকে চিঠি পত্রাদি দিয়া থাকেন।

কিন্তু এ উভয় ক্ষেত্রেই কোম্পানী কোন সাহায্য করিতে পারে না। শেয়ার এলট (বণ্টন) হইয়া গেলেও কোম্পানী টাকা ফেরৎ দিতে পারে না—কিংবা তাহার নিজের অংশও কোন কোম্পানী ক্রয় করিতে পারে না।

যদি কোন অংশীদার অংশ বণ্টনের পর (Share allotment) অংশমূল্যের বাকী টাকা দিতে অসমর্থ হয় কিংবা না দেয়, তবে কোম্পানী কি করিতে পারে ?

(ক) কোম্পানী অংশগুলি বাজেয়াপ্ত করিতে পারে (forfeit)

অথবা (খ) মামলা মোকদ্দমা করিয়া অংশমূল্যের বাকী টাকা আদায় করিতে পারে।

যৌথ কোম্পানীর সর্ব্বপ্রথম এলটমেন্ট সম্বন্ধে কতগুলি কড়া আইন আছে। ১০১ ধারায় যে সব নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে মোটামুটি সেগুলি এই :—

(১) প্রথমতঃ প্রত্যেক কোম্পানীরই অনুষ্ঠান-পত্র (Prospectus) এবং আর্টিকল্‌স্ অফ্ এসোসিয়েশনে কত টাকার অংশ বিক্রয় হইলে কোম্পানী প্রথম এল্‌টমেন্ট করিবে তাহা দেওয়া থাকে। ইহাকেই বলে "Minimum subscription" অর্থাৎ ন্যূন সংখ্যক অংশ বিক্রয়—যাহার উপর প্রথম এলটমেন্ট নির্ভর করে। সাধারণতঃ এরূপ লেখা থাকে "……টাকার অংশ বিক্রয় হইলে কোম্পানী প্রথম এলট্‌মেন্ট করিবে। মনে করুন, কোন কোন কোম্পানীর মূলধন এক লক্ষ টাকা। সে কোম্পানীর অনুষ্ঠান পত্রাদিতে লেখা থাকিতে পারে যে, দশ হাজার টাকার অংশ বিক্রয় হইলে কোম্পানী প্রথম অংশ বণ্টন (allotment) করিবে। (২) এই নির্দ্দিষ্ট টাকার অংশগুলি নগদ বিক্রয় হওয়া চাই, অর্থাৎ এই অংশের মূল্য cash (নগদ) দেয়। জায়গা জমি, পারিশ্রমিক কিংবা অন্য কিছুর বিনিময়ে এই অংশ বিক্রয় করিলে চলিবে না। (৩) দরখাস্তের সঙ্গে প্রতি এক শত টাকার অংশ বাবত অন্ততঃ পাঁচ টাকা দিতে হইবে। (৪) এলট্‌মেন্ট না হওয়া পর্য্যন্ত অংশ বিক্রয়লব্ধ যাবতীয় টাকা কোন সিডিউল্‌ড্ (Scheduled) ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে। এলট্‌মেন্টের পূর্ব্বে এই টাকা খরচ করার কোন অধিকার কোম্পানীর নাই।

কোম্পানীর অনুষ্ঠানপত্র (Prospectus) দাখিল করার তারিখ হইতে ১৮০ দিনের মধ্যে প্রথম এলট্‌মেণ্ট (অংশ বণ্টন) করিতেই হইবে। কাজে কাজেই এই ১৮০ দিনের মধ্যে "Minimum Subscription" অনুষ্ঠান পত্রে নির্দ্দিষ্ট টাকার অংশ বিক্রয় করিতেই হইবে এবং উপরোক্তভাবে এই বিক্রয়লব্ধ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিতে হইবে।

যদি কোন কোম্পানী রেজেষ্টারীর সময়ই অনুষ্ঠানপত্র দাখিল করে (অনুষ্ঠানপত্র পরে দাখিল করিলেও চলে) তাহা হইলে রেজেষ্টারীর

সময় হইতে ৬ মাস (১৮০দিন) মধ্যেই প্রথম এলট্‌মেণ্ট করিতে হইবে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ কোন কোম্পানী নির্দ্দিষ্ট ১৮০ দিনের মধ্যে প্রথম এলটমেণ্ট দাখিল করিতে না পারিলে, ১৮০ দিন পর, অংশীদারগণের প্রত্যেকের টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিবে। প্রাইভেট কোম্পানীতে এ নিয়ম প্রযোজ্য নহে।

পরবর্ত্তী এলটমেণ্ট :—এই প্রথম এলটমেণ্ট (First allotment) এ'র পর অন্য এলট্‌মেণ্টের এত কড়াকড়ি নিয়ম নাই। কোম্পানী ইচ্ছা করিলে অনেকগুলি দরখাস্ত (application for shares) জমাইয়া একসঙ্গেই allot (এলট্) করিতে পারে। কিন্তু এতেও নানাপ্রকার অসুবিধা রহিয়াছে। এলট্ করার পূর্ব্বে যদি কোন দরখাস্তকারী টাকা ফেরৎ চাহিয়া বসে, তবে কোম্পানী তাহা ফেরৎ দিতে বাধ্য। সেইজন্য অধিক দেরী করিয়া allot করা কোম্পানীর দিক দিয়াও নিরাপদ নহে।

যে তারিখে allotment মিটিং হইবে অর্থাৎ যে তারিখে শেয়ার এলট্ হইবে, সেই তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে রেজেষ্টারী অফিসে এলট্‌মেণ্টের রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবে। এজন্য ফরম নং ৬ ব্যবহৃত হয়। এ ফরম রেজেষ্টারী অফিসে কিনিতেও পাওয়া যায়। দাখিলা ফি ৩্ টাকা মাত্র। অংশ বণ্টন (Share allotment) হইয়া গেলে, প্রত্যেক অংশীদারকে নোটীশ দিয়া তাহা জানাইতে হয়। এই নোটীশকে এলট্‌মেণ্ট নোটীশ (allotment notice) বলে। এই নোটীশে ৵০ আনার রেভেনিউ ষ্ট্যাম্প লাগে।

অংশ বিক্রয় (হস্তান্তর) :—যৌথকোম্পানীর অংশ অস্থাবর সম্পত্তি বিশেষ (moveable property) এবং এগুলি সহজে হস্তান্তর যোগ্য। হস্তান্তরের খুঁটিনাটি নিয়মাদি প্রত্যেক কোম্পানীর আর্টিকেল্‌স অফ্ এসোসিয়েশনে দেওয়া থাকে এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী অংশ হস্তান্তর হইয়া থাকে। এই সব নিয়ম অংশ হস্তান্তরের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, অংশীদারগণের হস্তান্তরের অধিকারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে না ; কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ কোম্পানীর স্বার্থহানিকর হস্তান্তর নামঞ্জুর করিতে পারেন। কোম্পানীর প্রতিকূল কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে কিংবা সেরূপ প্রতিষ্ঠানের কাছে অধিক সংখ্যক অংশ যাহাতে হস্তান্তরিত না হয়, ডিরেক্টারগণ তাহা করিতে পারেন অর্থাৎ সেরূপ হস্তান্তর বন্ধ করিতে পারেন।

কোম্পানীর পক্ষে অনিষ্টকর বিবেচিত না হইলে, সাধারণ হস্তান্তর বিষয়ে ডিরেক্টারগণ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এরূপ করিলে অর্থাৎ অন্যায়ভাবে হস্তান্তর গ্রহণ না করিলে, তাহা আইনতঃ গ্রাহ্য হয় না।

কোন কোন কোম্পানীর আর্টিকেল্‌স অফ্ এসোসিয়েশনে হস্তান্তরের ফরম (Transfer form) দেওয়া থাকে। সে সব কোম্পানীর অংশ হস্তান্তরের জন্য উক্ত ফরম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য কোম্পানীর অংশ হস্তান্তরের জন্য "টেব্‌ল এ" তে দেওয়া ফরম কিংবা তদনুরূপ ফরম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোটামুটী হস্তান্তরের ফরমে এরূপ লেখা থাকে—।"আমি...... অমুকের নিকট হইতে...টাকা পাইয়া......উপরোক্ত অংশ গ্রহীতাকে (Transferer) ......কোম্পানীর......নং অংশ বিক্রয় করিলাম। উপরোক্ত অংশ-গ্রহীতা আমি যে যে সর্ত্তে অংশগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম, সে সব সর্ত্ত মানিয়া লইতে বাধ্য আছেন। আমি অংশগ্রহীতা উপরোক্ত সর্ত্তানুযায়ী অংশ লইতে ইচ্ছুক।"

শেষে অংশ বিক্রেতা ও অংশগ্রহীতা (ক্রেতা) উভয়েরই নাম সহি ও সাক্ষীর নাম সহি করিতে হয়।

এই হস্তান্তর দলিল ষ্ট্যাম্পযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বাংলা দেশে শতকরা ।৵০ আনার ষ্ট্যাম্প লাগে। অংশের বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা ।৵০ আনা হিসাবে এই ষ্ট্যাম্প ফি দিতে হয়।

ষ্ট্যাম্পযুক্ত এই হস্তান্তরের ফরম (Transfer Form), শেয়ার সার্টিফিকেট (Share Certificate) সহ কোম্পানীর অফিসে দাখিল করিতে হয়। কিন্তু এতেই অংশ-ক্রেতা কোম্পানীর অংশীদার হইয়া যায় না। কোম্পানীর ডিরেক্টারদের সভায় এই (Transfer) গৃহীত হওয়া দরকার এবং তদনুযায়ী কোম্পানীর রেজেষ্টারীতে নূতন ক্রেতার নাম তোলা হইলেই তিনি কোম্পানীর অংশীদাররূপে গণ্য হন। তখন শেয়ার সার্টিফিকেটেও নূতন ক্রেতার নাম বদল করা হয় এবং যথারীতি পরিবর্ত্তনান্তে নূতন ক্রেতাকে ইহা ফেরত দেওয়া হয়। এই হইল অংশ হস্তান্তরের (Share Transfer) এর মোটামুটি নিয়ম। কিন্তু এ হইল, যে সব অংশমূল্য সম্পূর্ণ দেওয়া হইয়াছে (Fully paid-up) তাহাদের হস্তান্তরের কথা।

আংশিক মূল্য দেওয়া অংশ বিক্রয় :—যে সব অংশের পুরাপুরি মূল্য দেওয়া থাকে (Fully paid-up shares) সে সব যেমন হস্তান্তর করা যাইতে পারে, আংশিক মূল্য দেওয়া অংশেরও তেমনি হস্তান্তর করা সম্ভব। তবে সেগুলি সম্বন্ধে একটু নিয়মের ব্যতিক্রম বা কড়াকড়ি আছে।

কোন কোন কোম্পানী আবার আংশিক মূল্য দেওয়া (partly paid-up) অংশের হস্তান্তর গ্রহণ করেন না। তবে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের আর্টিকেল্‌স অব এসোসিয়েশনে সুস্পষ্ট নিয়ম থাকা দরকার। কেন না কোম্পানী আইনের ৩৪ ধারাতে আংশিক মূল্য দেওয়া (partly paid-up) অংশ হস্তান্তরের সুস্পষ্ট বিধান আছে।

শুধু বিক্রেতা যদি আংশিক মূল্য দেওয়া অংশ হস্তান্তরের দরখাস্ত করে, তবে ক্রেতাকে ১৪ দিনের মধ্যে তাহার মতামত জানাইবার জন্য নোটীশ দিতে হয়। ১৪ দিনের পর হস্তান্তর গ্রহণ করা হয়।

কোম্পানী আইনের ১৫৬ ধারানুযায়ী আংশিক মূল্য দেওয়া অংশ বিক্রেতা এক বৎসরের মধ্যে কোম্পানী লিকুইডেসনে গেলে, বাকী টাকার জন্য দায়ী থাকেন। যদি অংশ ক্রেতার নিকট হইতে বাকী অংশমূল্য আদায় না হয়, তবে লিকুইডেটর অংশ বিক্রেতার নিকট হইতে সে টাকা আদায় করিতে পারেন।

এইরূপ নিয়ম থাকার অর্থ অসাধু ও দুরভিসন্ধিমূলক হস্তান্তর নিবারণ। কোম্পানীর অবস্থা খারাপ জানিয়া অনেকে বাকী টাকার দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বাজে নিঃস্ব লোকের নামে তাহাদের অংশ হস্তান্তর করিতে পারে এবং তাহাতে কোম্পানীর বিশেষ ক্ষতি হওয়া সম্ভব। এইজন্যই এরূপ আইনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

যুক্ত অংশীদারদিগের হস্তান্তর :—যদি কোন অংশ একাধিক ব্যক্তির নামে থাকে, তবে সকলকেই হস্তান্তরে পক্ষভুক্ত হইতে হইবে।

যদি একই শেয়ার সার্টিফিকেটে কাহারও অনেকগুলি অংশ থাকে এবং তিনি তন্মধ্যে কিছু অংশ বিক্রয় করেন, তাহা হইলে শেয়ার সার্টিফিকেট সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে ? এ ক্ষেত্রে দুই রকম ব্যবস্থা হইতে পারে।

(১) কোম্পানী পুরানো সার্টিফিকেটখানি রাখিয়া দুইজনকে দুইটি পৃথক পৃথক সার্টিফিকেট দিতে পারে। তাহাতে কাহার কোন্ কোন্ নম্বর শেয়ার ইত্যাদি যথারীতি লেখা থাকিবে।

(২) অথবা কোম্পানী পুরানো সার্টিফিকেটে হস্তান্তর ও হস্তান্তরিত অংশ নোট করিয়া, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অংশীদারকে ফিরাইয়া দিতে পারে এবং অংশক্রেতাকে একখানি নূতন সার্টিফিকেট দিতে পারে।

সাধারণতঃ যাহারা এজেন্ট কিংবা দালালের মারফত তাহাদের অংশ বিক্রয় করেন, তাঁহারা সাদা হস্তান্তরের ফরমে নাম সহি করিয়া শেয়ার সার্টিফিকেট সহ দালালের নিকট দিয়া থাকেন। এজেন্ট যথাস্থানে ক্রেতার নাম লিখিয়া তাহা শেয়ার সার্টিফিকেট সহ কোম্পানীর নিকট পাঠাইয়া অংশ-হস্তান্তর লেখাইয়া লয়। এভাবেই অধিকাংশ অংশ বিক্রয় হয়।

শেয়ার বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিতে হইলেও এরূপভাবে সাদা ফরমে সহি করিয়া শেয়ার সার্টিফিকেট দিলেই চলে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে টাকা আদায় না হইলে উত্তমর্ণ (creditor) পূর্ব্বোক্ত ভাবে শেয়ার বিক্রয় করিয়া তাহার টাকা আদায় করিতে পারেন। ইহাকে ইকুইটেবল মর্টগেজ (Equitable mortgage) বলে।

শেয়ার বাজেয়াপ্ত করণ :—কোম্পানী আইনের কোন ধারাতেই বাজেয়াপ্তি (Forfeiture) সম্বন্ধে কোন বিধান নাই। Table A (কোম্পানী আইনের ক টেবিলে প্রদত্ত আর্টিকলস্ অব এসোসিয়েশন) এর ১২৪-১৩০ ধারাতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী দেওয়া রহিয়াছে।

যে সমুদয় কোম্পানীর আর্টিকলস্ অব এসোসিয়েশনে (Articles of Association) এ সম্বন্ধে বিধান থাকে, সে সমুদয় কোম্পানী ইচ্ছা করিলেই অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। যে সব কোম্পানীর উক্তরূপ নিয়ম নাই, সে সব কোম্পানীও Special Resolution দ্বারা অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারে।

কি কারণে অংশ বাজেয়াপ্ত করা যায়? :—একমাত্র অংশমূল্য বাকী থাকিলেই অংশ বাজেয়াপ্ত করা চলে। এছাড়া অন্য কোন কারণেই অংশ বাজেয়াপ্ত করা যায় না।

Call money (কলের টাকা) সময় মত কিংবা তাগাদা সত্ত্বেও না দিলেই অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। অংশ বাজেয়াপ্ত করা না করা সম্পূর্ণভাবে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর উপর নির্ভর করে। তাহারা ইচ্ছা করিলে কোন মেম্বরকে পাওনা অংশমূল্য দেওয়ার জন্য যতদিন ইচ্ছা সময় দিতে পারেন কিংবা এমন কি বাকী অংশমূল্য না দিলেও অংশ বাজেয়াপ্ত না করিতে পারেন।

অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে হইলে কোম্পানীর নিয়মাবলী যথাযথ পালন করিতে হইবে। অংশমূল্য চাহিদার নোটীশ এবং বাজেয়াপ্তির নোটীশ যথাসময়ে ও যথানিয়মে না দেওয়া হইলে অংশ-বাজেয়াপ্তি বাতিল করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ অংশমূল্যের বাকী টাকা চাহিদার নোটীশ (Call notice) যথা সময়ে হওয়া দরকার। সে সময়ে যদি বাস্তবিকপক্ষে কোন কলের টাকা (Call money) কোম্পানীর নিয়ম অনুসারে পাওনা না হয়, তবে অংশ-বাজেয়াপ্তি বাতিল-যোগ্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ বাজেয়াপ্তির নোটীশ যথারীতি হওয়া চাই। যদি কল নোটীশ (Call Notice) সত্ত্বেও নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে কোন অংশীদার প্রাপ্য টাকা না দেন, তবেই বাজেয়াপ্তির কারণ ঘটে। তখন অংশীদারের রেজেষ্ট্রীকৃত ঠিকানায় বাজেয়াপ্তির নোটীশ দেওয়া যায়। এ নোটীশে অংশীদারকে অন্ততঃ ১৪ দিনের সময় দেওয়া প্রয়োজন। নোটীশে মোটামুটি লেখা থাকে যে, ১৪ দিনের মধ্যে সুদ সহ অংশের বাকী প্রাপ্য টাকা (Call Money) না দিলে অংশ বাজেয়াপ্ত হইবে। Form 31 of table B. এই জন্য ব্যবহৃত হয়।

এই নোটীশ পাওয়া সত্ত্বেও কোন অংশীদার যদি নোটীশের সর্ত্তানুযায়ী প্রাপ্য টাকা না দেন তবে পরিচালকমণ্ডলী (ডিরেক্টারগণ) অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। "নিয়ম অনুযায়ী নোটীশ দেওয়া সত্ত্বেও টাকা আদায় না হওয়াতে…নং অংশ যাহা…নামে রহিয়াছে, তাহা এতদ্দারা বাজেয়াপ্ত হইল"—এইরূপ রিজলিউসন (প্রস্তাব) হইতে পারে। এই প্রস্তাবের (Resolutions) মর্ম্ম অংশীদারকে জানান উচিত—যদিও এ সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই।

অংশ বাজেয়াপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী অংশীদারের নাম শেয়ার রেজেষ্টারীতে (Share Register) কাটা হইয়া যায়। তখন হইতে সেই বাজেয়াপ্ত অংশ কোম্পানীর সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়। কোম্পানী ইচ্ছা করিলে সেগুলি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু যে টাকা পূর্ব্ববর্ত্তী অংশীদার হইতে আদায় হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত discount (বাদ) দেওয়া সম্ভবপর নহে।

কোন অংশ বাজেয়াপ্ত হইলেও সেগুলি পুনরায় বিক্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত, ডিরেক্টারগণ ইচ্ছা করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী বাজেয়াপ্তি (forfeiture) বাতিল করিয়া সেই অংশগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী অংশীদারকে দিতে পারেন। এ বিষয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

বাজেয়াপ্ত অংশ যদি কাহাকেও পুনরায় বিক্রয় করা হয়, তবে নূতন ক্রেতা ঐ সমস্ত অংশের জন্য সার্টিফিকেট (Share certificate) পাইয়া থাকেন। পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ নম্বরই বজায় থাকে, কারণ কোম্পানী তো আর নূতন অংশ বিক্রয় করে না; পূর্ব্ববর্ত্তী নম্বরের অংশই ভিন্ন নামে হস্তান্তর (transfer) মাত্র করা হয়। এই প্রকার হস্তান্তরের জন্য কোন প্রকার ষ্ট্যাম্প লাগে না কিংবা হস্তান্তরের ফরম আদিরও প্রয়োজন হয় না। এজন্য কোন প্রকার Allotment এর রিটার্ণও রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয় না। এজন্য রেজেষ্টারী অফিসেও কোন প্রকার দাখিলা দিতে হয় না। বৎসরান্তে শুধু ৩২ ধারা অনুযায়ী রিটার্ণ দাখিলের সময় বাজেয়াপ্তি সম্পর্কে উল্লেখ করিতে হয়।

কোম্পানী আইনের ১৫৬নং ধারানুযায়ী, কাহারও অংশ বাজেয়াপ্তির এক বৎসর মধ্যে কোম্পানী ফেল হইলে (লিকুইডিসনে) গেলে অংশ মূল্যের বাকী টাকার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী অংশীদার (যাহার অংশ বাজেয়াপ্ত হইয়াছে) দায়ী থাকেন এবং লিকুইডেটর (Liquidator) তাহার নিকট হইতে বাকী টাকা আদায় করিতে পারে।

লিমিটেড কোম্পানীর হিসাব নিকাশ

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, কাপড়ের কল, চটকল, রাসায়নিক কারখানা ইত্যাদি শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ক্রমেই অধিক সংখ্যক লিমিটেড কোম্পানী স্থাপিত হইতেছে এবং দেশের মধ্যে যাহাদের হাতে খরচপত্র বাদে কিছু সঞ্চিত হইতেছে তাহারা ক্রমেই অধিক পরিমাণে এই সব কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিতেছেন। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে দাদনী কারবার ও জমিজমাতে অর্থ বিনিয়োগ একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। সহর অঞ্চলে যাহারা কোম্পানীর কাগজ ও বাড়ীঘরে অর্থ বিনিয়োগ করিতেন কোম্পানীর কাগজে সুদের পরিমাণ হ্রাস, বাড়ী ভাড়া হইতে আদায়ী অর্থের অল্পতা এবং মিউনিসিপ্যালিটী ও কর্পোরেশন কর্ত্তৃক বাড়ী ঘরের উপর ক্রমবর্দ্ধমানভাবে ট্যাক্স নির্দ্ধারণ ইত্যাদি কারণে তাঁহারাও এক্ষণে উহাদের সঞ্চিত অর্থ লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ারে নিয়োজিত করিবার বিষয়ে অধিকতর চিন্তাভাবনা করিতেছেন। অত্রাবস্থায় দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ এক্ষণে যে ক্রমেই অধিক পরিমাণে কলকারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সৃষ্ট লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে নিয়োজিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে অনেকের পক্ষেই এক একটা লিমিটেড কোম্পানীর হিসাব নিকাশ পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা হইতে কোম্পানীর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। এজন্য যাহারা লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করেন তাঁহাদিগকে অনেক সময়েই শেয়ার বিক্রয়ের দালালের কথার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয়। দালালগণের পক্ষে শেয়ার ক্রেতার নিকট কোম্পানীর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ না করাই স্বাভাবিক। কারণ শেয়ার ক্রেতার স্বার্থ অপেক্ষা নিজের কমিশনের উপরই তাহাদের নজর বেশী। এরূপ অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই শেয়ার ক্রেতাগণ দালালের কথার উপর নির্ভর করিয়া এমন ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখেন, এরূপ বীমা কোম্পানীতে বীমা করেন এবং এরূপ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করেন—যাহার আর্থিক অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে। ফলে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও কলকারখানার দেউলিয়া অবস্থা হওয়ার দরুণ আমানতকারী, বীমাকারী ও শেয়ার ক্রেতাদের অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, গত ১৯০৫-৬ সাল হইতে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় মোটমাট ২১২৫টী লিমিটেড কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে এবং এ জন্য শেয়ার ক্রেতাদের মোটমাট ৪০ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই সব কোম্পানীর মধ্যে অনেক ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীও ছিল। উহাতে আমানত ও প্রিমিয়াম হিসাবে আমানতকারী ও বীমাকারীদের প্রদত্ত কত টাকা বিনষ্ট হইয়াছে, সরকারী রিপোর্টে তাহার কোন হিসাব দেওয়া হয় নাই। মোটের উপর গত ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় লিমিটেড কোম্পানীর পতনের জন্য দেশবাসীর ৫০ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়াছে একথা বলা যাইতে পারে। আমানতকারী, বীমাকারী ও শেয়ার-ক্রেতাগণ যদি ভালরূপ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও কোন কলকারখানার শেয়ার ক্রয় করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই বিপুল পরিমাণ টাকা ক্ষতি হইত না।

এক একটা লিমিটেড কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালান্স সীট বিচার দ্বারা উহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে—যদিও অনেক ক্ষেত্রে আয় ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটে এরূপ অসম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়, যাহাতে উহাকে সব সময়ে নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটে হিসাবের যতই কারসাজি করা হউক না কেন এবং প্রকৃত অবস্থা গোপন করিবার জন্য উহাতে যতই চেষ্টা হউক না কেন, কোন ব্যক্তি যদি ঠিকঠিকভাবে উহার বিচার বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হন এবং প্রয়োজন হইলে যদি একাধিক বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটের তুলনামূলক বিচার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কাছে কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা কিছুতেই গোপন থাকে না। এই কারণে যাহারা লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন বা করিতে অভিলাষী তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আয়ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই ব্যাপারে স্বয়ং অনুসন্ধিৎসু হইয়া এবং কতকটা জ্ঞানলাভ করিয়া তৎপর যদি শেয়ার ক্রেতাগণ নিজের কোম্পানী সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন এবং নূতন কোন্ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা হইবে তাহা

স্থির করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনেক ক্ষতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে কোন লিমিটেড কোম্পানী যদি একটী বীমা কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উহার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবার জন্য উহার আয়ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালান্স সীটের সঙ্গে উহার ভেলুয়েশন রিপোর্টও বিচার করা আবশ্যক হয়। তবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই ভেলুয়েশন রিপোর্ট সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে।

এক্ষণে আয় ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীট কি তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা আয় বা ব্যয় বলিয়া মনে করা হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আয় বা ব্যয় নহে। কোন কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে টাকা আসে, উহার কার্য্য চালাইবার জন্য ঋণ করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হয়, কোন কাজের জন্য উহার পরিচালকদের নিকট বাহিরের লোক যে টাকা আমানত রাখে—তাহা উক্ত কোম্পানীর আয় বলিয়া গণ্য হয় না। উহার কারণ এই যে, উক্ত বিভিন্ন প্রকার আয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর উপর তদনুরূপ হারে দায় পতিত হয়। শেয়ার বিক্রয়-লব্ধ প্রাপ্ত টাকার সঙ্গে সঙ্গে এই শেয়ারের জন্য লভ্যাংশ দেওয়া অথবা কোম্পানী লিকুইডেশনে গেলে কোম্পানীর অবস্থা অনুযায়ী উহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব পরিচালকদের উপর অর্পিত হয়। ঋণ করিয়া অথবা আমানত গ্রহণ করিয়া যে আয় করা হয় তাহারও পরিশোধের দায়িত্ব কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হয়। এই জন্যই এই শ্রেণীর আয়কে আয় বলিয়া গণ্য করা হয় না। পক্ষান্তরে এমন কতকগুলি ব্যয় রহিয়াছে—যথা কোম্পানীর জন্য বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ, কলকব্জা বা আসবাবপত্র ক্রয়—যাহা ব্যয় বলিয়া গণ্য করা হয় না। কেননা এই ব্যয়ের বদলে কোম্পানীর হাতে তদনুপাতে সম্পত্তি আসিয়া থাকে। মোটের উপর যে আয়ের বদলে কোম্পানীর ঘাড়ে ঐ অনুপাতে দায় অর্পিত হয়, তাহা আয় নহে এবং যে ব্যয়ের বদলে কোম্পানীর হাতে তদনুপাতে সম্পত্তির সৃষ্টি হয়, তাহা ব্যয় নহে। যে ভাবে কোম্পানীর হাতে অর্থ আসিলে উহার দায় কোনওরূপে বৃদ্ধি পায় না তাহাই আয় এবং যে ব্যয়ের বদলে কোম্পানীর কোন সম্পত্তি সৃষ্ট হয় না তাহাই ব্যয়। প্রত্যেক কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের হিসাবে এই শ্রেণীর আয় ও ব্যয়ই লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক বৎসরে অথবা কোম্পানী যদি ছয় মাস অন্তর অন্তর উহার হিসাব নিকাশ প্রকাশ করে, তাহা হইলে প্রত্যেক ছয় মাসে উহার সমষ্টিগত আয় ও সমষ্টিগত ব্যয় দেখান হইয়া থাকে। এই সমষ্টিগত আয়ের পরিমাণ যদি সমষ্টিগত ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে কোম্পানীর লাভ হইতেছে। আর যদি এরূপ দেখা যায় যে, সমষ্টিগত আয়ের তুলনায় সমষ্টিগত ব্যয় বেশী হইতেছে তাহা হইলে বুঝা যায় যে, কোম্পানীর ক্ষতি হইতেছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, এক একটা কোম্পানীর আয় ব্যয়ের হিসাবে যে আয় দেখান হয়, তাহার সম্পূর্ণাংশ কোম্পানীর হাতে আদায় হইয়া আসিয়াছে এরূপ মনে করিলে ভুল করা হইবে। কেননা সব সময়েই কোম্পানীর আয়ের একটা অংশ বাজারে বাকী পড়িয়া থাকে এবং উহাও আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখান হয়। সেইরূপ কোম্পানীর হিসাবে যে ব্যয় দেখান হয় তাহার সাকুল্য অংশই যে কোম্পানী শোধ করিয়া দিয়াছে তাহাও মনে করা উচিত নহে। কারণ সব সময়েই কোম্পানীর ব্যয়ের একটা অংশ পাওনাদারদের প্রাপ্য হিসাবে বাকী পড়িয়া থাকে এবং উহাও ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের শেষে কোম্পানীর আয়ের কত অংশ বাজারে বাকী পড়িয়া রহিয়াছে এবং ব্যয়ের কত অংশের জন্য কোম্পানী দায়ী রহিয়াছে—তাহা উহার ব্যালান্স সীট হইতে বুঝা যায়। ব্যালান্স সীট কি তাহা এক কথায় বলা অসম্ভব। তবে এই পর্য্যন্ত বলা চলে যে, এক একটা কোম্পানীর মূলধন, উহার ঋণ, মজুদ তহবিল, পাওনাদারদের প্রাপ্য ইত্যাদি লইয়া উহার অর্থসঙ্গতি কত এবং এই অর্থসঙ্গতি জমি, বাড়ী, কলকব্জা, বাজার পাওনা, নগদ ইত্যাদি সম্পত্তিতে কি ভাবে সংরক্ষিত আছে তাহা যে হিসাবে প্রদর্শিত হয় তাহাই ব্যালান্স সীট। ইংরাজী হিসাব নিকাশের পদ্ধতি অনুসারে এই হিসাবের দুইটী দিক ব্যালান্স করে অর্থাৎ সমান থাকে বলিয়াই উহাকে ব্যালান্স সীট বলা হয়। যৌথ কোম্পানীর হিসাব পত্রের মধ্যে উহা একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় হিসাব। কোন কোম্পানীর হয়তঃ ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশী হওয়ার দরুণ উহার লাভ হইতেছে—কিন্তু আয়ের টাকা আদায় না হওয়ার দরুণ উহার বাজার দেনা এত বাড়িয়া যাইতে পারে অথবা পরিচালকবর্গ কোম্পানীতে এত বেশী পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারেন, যেজন্য উহার অবস্থা অতি মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার এই দিকটা একমাত্র উহার ব্যালান্স সীট হইতেই উপলব্ধি করা যায়।

এক্ষণে আমরা একটি কাল্পনিক কাপড়ের কলের জন্য রেজিষ্টরীকৃত পিপলস কটন মিলস লিঃ নামক একটী লিমিটেড কোম্পানীর আয় ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীট প্রকাশ করিয়া উহার বিভিন্ন দফার বিশ্লেষণ করিতেছি। উহা হইতে পাঠকবর্গের পক্ষে আয় ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটে উল্লিখিত বিভিন্ন দফার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সহজতর হইবে বলিয়া আশা করি।

পিপল্‌স্‌ কটন মিলস্‌ লিঃ

১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব

ব্যয়		আয়	
তুলা	২০০০০০৲	কাপড় বিক্রয়	৩৫০০০০৲
সূতা	২০০০০৲	সূতা বিক্রিয়	৫০০০০৲
বিভিন্ন সাজ সরঞ্জাম	৩০০০০৲	বর্ষশেষে মজুত কাপড় ও সূতা	১২৫০০০৲
বিদ্যুৎ	২০০০০৲		
বেতন	৮০০০০৲		
কয়লা	৮০০০৲		
বাড়ীভাড়া	৪০০০৲		
বিবিধ ব্যয়	১০০০৲		
	৩৬৩০০০৲		
ব্যয়ের অতিরিক্ত আয়	১৬২০০০৲		
	৫২৫০০০৲		৫২৫০০০৲

হেড অফিসের ব্যয়—		ব্যয়ের অতিরিক্ত আয়	১৬২০০০৲
বেতন	৩০০০৲	বিবিধ আয়	১০০০৲
বাড়ীভাড়া	১০০০৲		
টেলিফোন	৫০০৲		
বিদ্যুৎ	৫০০৲		
বিবিধ ব্যয়	১০০০৲		
বিজ্ঞাপন	১০০০৲		
বীমা	৫০০৲		
কমিশন	৫০০০৲		
ডিসকাউন্ট	১০০০৲		
ঋণের ও ডিবেঞ্চারের সুদ	৩০০০০৲		
মামলা খরচ	৫০০৲		
ডিরেক্টারের ফি	৫০০৲		
অডিটারের ফি	৫০০৲		
ম্যানেজিং এজেণ্টের কমিশন	৫০০০৲		
মূল্যাপকর্ষ	৪৬০০০৲		
লাভ	৬৬০০০৲		
	১৬৩০০০৲		১৬৩০০০৲

পিপলস কটন মিলস লিঃর আয়-ব্যয়ের উপরোক্ত হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত কোম্পানীর কাপড়ের কলে প্রয়োজনীয় তূলা, সূতা কয়লা ইত্যাদি ক্রয় বাবদ এবং কলের কর্ম্মচারী ও মজুরদের বেতন, বাড়ীভাড়া, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদির জন্য কলের মোট ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং এই ব্যয়ের ফলে কলে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় ও সূতা প্রস্তুত হইয়াছে—যদিও উৎপন্ন কাপড় ও সূতার মধ্যে কলের পরিচালকগণ বৎসরের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় ও সূতা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাজেই কেবল কলের আয়-ব্যয়ের হিসাবে এই বৎসরে উহার ব্যয়ের তুলনায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু এক একটা কাপড়ের কলের কারখানাস্থিত ব্যয়ই উহার শেষ ব্যয় নহে। এই ব্যয় ছাড়া উহার হেড অফিসের কার্য্যপরিচালনা ব্যয়, বিজ্ঞাপন খরচা, কমিশন, গৃহীত ঋণ ও ডিবেঞ্চারের সুদ, কলের ও হেড অফিসের বিভিন্ন সাজ সরঞ্জামের মূল্যাপকর্ষ ইত্যাদির জন্যও বহুল পরিমাণ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। আয়ের দিকেও উৎপন্ন বস্ত্র ও সূতা ছাড়া অপ্রয়োজনীয় মালপত্র বিক্রয়, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের জন্য প্রাপ্য সুদ, শেয়ার হস্তান্তর ফি, এডমিশন ফি ইত্যাদিতে উহার অল্পবিস্তর আয় হইয়া থাকে। উপরোক্ত হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্য বৎসরে পিপলস কটন মিলস লিঃর উপরোক্ত বিবিধ দফায় এক হাজার টাকা আয় হইয়াছে। কাজেই উহার ব্যয়ের তুলনায় অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। উহা হইতে হেড অফিসের পরিচালনা ব্যয়, বিজ্ঞাপন, কমিশন, সুদ, মূল্যাপকর্ষ ইত্যাদিতে কোম্পানীর ৯৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। কাজেই এই বৎসরে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৬০০০৲ টাকা। কিন্তুউ হাও কোম্পানীর লাভের ঠিক ঠিক পরিমাণ নহে। কারণ কোম্পানীর খরচার মধ্যে এখনও আয়কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদ দেয় ব্যয়ের হিসাব ধরা হয় নাই। কেননা এই খরচা সাধারণতঃ আয় ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে না ধরিয়া লাভ ক্ষতির হিসাবে পৃথকভাবে দেখান হইয়া থাকে। তবে ১৯৪০ সালে উক্ত কোম্পানীকে উহার লাভের একতৃতীয়াংশ আয়কর ও সুপারট্যাক্স হিসাবে প্রদান করিতে হইবে—উহা যদি ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে বলা চলে যে, উক্ত বৎসরে সমস্ত ব্যয় বাদে কোম্পানীর ৪৪ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে। এই ৪৪ হাজার টাকা কোম্পানীর অংশীদারদের প্রাপ্য বটে। কিন্তু কোম্পানীর ব্যালান্স সীটে (পরে দ্রষ্টব্য) দেখা যাইবে যে, শতকরা বার্ষিক ৭ টাকা হারে সুদ দিবার সর্ত্তে উহার ২ লক্ষ টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় করা হইয়াছে। এই দুই লক্ষ টাকার জন্য বৎসরে ১৪ হাজার টাকা লভ্যাংশ দেওয়া কোম্পানীর পক্ষে বাধ্যতামূলক। কাজেই কোম্পানীর লাভ হইতে এই ১৪ হাজার টাকা বাদ দিয়া যে ৩০ হাজার টাকা অবশিষ্ট রহিল, তাহাই উহার সাধারণ অংশীদারদের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। কোম্পানীর সাধারণ অংশীদারগণই এই টাকার কি ব্যবস্থা হইবে তাহা স্থির করিবার মালিক। উহারা ইচ্ছা করিলে এই ৩০ হাজার টাকার সাকুল্যই কোম্পানীর মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করিতে পারেন, অথবা উহার কতকাংশ মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করিয়া বাকী অংশ ডিভিডেণ্ট হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন। অথবা উহার কতকাংশ মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করিয়া এবং কতকাংশ ডিভিডেণ্ট হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাকী অংশ লভ্যাংশের জের হিসাবে পরবর্ত্তী বৎসরের লাভ ক্ষতির হিসাবে জের টানিতে পারেন।

এক্ষণে কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার অথবা যাহারা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের কি কি বিষয় বিবেচ্য রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। এই বিবেচ্য বিষয় প্রধানতঃ তিনটী। প্রথমতঃ অংশীদারগণকে দেখিতে হইবে যে পরিচালকবর্গ মূলধনের উপর উপযুক্তরূপ লাভ করিতে পারিতেছেন কিনা। দ্বিতীয়তঃ পরিচালকবর্গ অত্যধিক ব্যয়বাহুল্য করিতেছেন কিনা এবং উাহারা অধিকতর মিতব্যয়িতার সহিত কাজ চালাইতে পারিলে অংশীদারদের প্রাপ্য লাভের পরিমাণ বাড়িতে পারে কিনা। তৃতীয়তঃ কোম্পানীর পরিচালকবর্গ শেয়ার বিক্রয়ের ফন্দী হিসাবে উহার ব্যয় প্রকৃত ব্যয় অপেক্ষা কম করিয়া দেখাইয়া অথবা আয় প্রকৃত আয়ের তুলনায় বেশী করিয়া দেখাইয়া অথবা এই উভয়বিধ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহার লাভের পরিমাণ অযথা স্ফীত করিয়া দেখাইতেছেন কিনা। আলোচ্য পিপল্‌স্ কটন মিলস লিঃর আয়ব্যয়ের হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালে উহার যাবতীয় খরচা বাদে উহার নিট লাভ হইয়াছে ৩০ হাজার টাকা। এই বৎসরের শেষে উহার অর্ডিনারী শেয়ারের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কাজেই এই বৎসরে উহার সাধারণ অংশীদারদের জন্য শতকরা বার্ষিক ৩।০ টাকা হারে লভ্যাংশও অর্জ্জিত হয় নাই। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে উক্ত কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করা অংশীদারদের পক্ষে লাভজনক নহে। কেননা দেশে এমন অনেক কাপড়ের কল রহিয়াছে যাহার ১০৲ টাকা মূল্যের শেয়ার দশ টাকা মূল্যেই পাওয়া যায় এবং যাহার অংশীদারগণ শতকরা বার্ষিক ৭, ৮ কি ১০৲টাকা হারে লভ্যাংশ পাইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালে পিপলস্ কটন মিলের পরিচালকবর্গ ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় ও সূতা প্রস্তুতকার্য্যে, ঋণের ও ডিবেঞ্চারের সুদ এবং মূল্যাপকর্ষ বাবদ ব্যয় বাদে অন্যান্য দফায় ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। অর্থাৎ কোম্পানীর কলে যত টাকা মূল্যের কাপড় ও সূতা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ কলের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল ক্রয়, কারখানা ও হেড অফিসের পরিচালনা, বাড়ীভাড়া, কমিশন, ম্যানেজিং এজেন্টদের কমিশন ইত্যাদিতে ব্যয়িত হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, অন্যান্য কাপড়ের কলের পরিচালকবর্গ উহার তুলনায় কম হারে ব্যয় করিয়া কলে কাপড় ও সূতা প্রস্তুত এবং উহা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছেন, তাহা হইলে ইহা প্রমাণিত হইবে যে, পিপলস্ কটন মিলস লিঃর পরিচালকবর্গ কোম্পানী ও উহার কারখানা পরিচালনায় অধিক ব্যয় করিতেছেন। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও বর্ত্তমান কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করা অংশীদারদের পক্ষে লাভজনক নহে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ কলের পরিচালকগণ উহার ব্যয় কম করিয়া দেখাইয়া ও আয় বেশী করিয়া ধরিয়া উহার লাভের পরিমাণকে স্ফীত করতঃ অংশীদারগণকে উহার শেয়ার ক্রয়ে প্রলোভিত করিতেছেন কিনা তাহাও শেয়ার ক্রেতাদের পক্ষে একটা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কোন কাপড়ের কলের পরিচালকবর্গ যদি উহার সম্পত্তিভুক্ত বাড়ী, কলকব্জা, আসবাবপত্র ইত্যাদির মূল্যাপকর্ষ কম করিয়া ধরেন, কোম্পানীর যে সমস্ত পাওনা টাকা অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে তাহাকেও যদি আদায়যোগ্য বলিয়া ধরিয়া লন এবং বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাতে বিক্রয়ার্থ যে কাপড়, সূতা, কয়লা ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম মজুদ থাকে তাহার মূল্য যদি বাজার মূল্যের তুলনায় বেশী করিয়া ধরেন, তাহা হইলে আয়-ব্যয়ের হিসাবে উহার লাভ স্ফীত হইয়া উঠে—অথবা যে বৎসরে কলের ক্ষতি হইয়াছে সেই বৎসরেও উহার লাভ হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্য পিপলস্ কটন মিলের হাতে বৎসরের শেষে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় ও সূতা মজুদ রহিয়াছে এবং এই বৎসরে সমস্ত খরচা বাদে সাধারণ অংশীদারগণ সমষ্টিগতভাবে ৩০ হাজার টাকা লাভ পাইতেছেন। কিন্তু উক্ত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় ও সূতার বাজার মূল্য যদি ১ লক্ষ টাকা হয়, তাহা হইলে উক্ত বৎসরে সাধারণ অংশীদারগণের প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৫ হাজার টাকা। আর উক্ত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় ও সূতার বাজার মূল্য যদি ৮০ হাজার টাকা হয় তাহা হইলে একথা বলা যায় যে, ১৯৪০ সালে উক্ত কাপড়ের কলের সাধারণ অংশীদারদের প্রাপ্য হিসাবে কোন লাভ তো হয়ই নাই—বরং কিছু ক্ষতি হইয়াছে। কলের সাজসরঞ্জামের মূল্যাপকর্ষ, অনাদায়ী পাওনা ইত্যাদি সম্বন্ধেও অনুরূপ যুক্তি প্রযোজ্য। সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে হিসাবের এই সব মারপ্যাঁচ একটু জটিল মনে হইতে পারে। তবে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিবেন না—উহা তেমন জটিল ব্যাপার নহে।

বর্ত্তমানে পিপলস্ কটন মিলস লিঃর ব্যালান্স সীট উদ্ধৃত করিয়া উহার বিভিন্ন দফার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিতেছি। ধরা যাক যে, ১৯৪০ সালের শেষ তারিখে উক্ত মিলের ব্যালান্স সীট নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

পিপলস্ কটন মিলস্ লিঃ

১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের ব্যালান্স সীট

দায় (Liabilities)

মঞ্জুরীকৃত মূলধন—		
১০ টাকা মূল্যের ২ লক্ষ শেয়ার	২০০০০০০\	
বিক্রয়যোগ্য মূলধন—		
১০ টাকা মূল্যের ১॥ লক্ষ শেয়ার	১৫০০০০০\	
বিক্রীত ও আদায়ী মূলধন—		
১০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ২০ হাজার শেয়ার	১২০০০০০\	
শেয়ার বাবদ বাকী	২৫০০০০\	৯৫০০০০\
শতকরা বার্ষিক ৭ টাকা সুদের কিউমুলেটীভ প্রেফারেন্স শেয়ার—		
১০০ টাকা মূল্যের ২ হাজার শেয়ার		২০০০০০\
ডিবেঞ্চার (শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা সুদের)		২৫০০০০\
ঋণ		১৫৯০০০\
মজুদ তহবিল		১০০০০\
বিভিন্ন পাওনাদারের প্রাপ্য		১০০০০\
লাভ		৬৬০০০\
আমানত		১০০০\
মোট		১৬৪৬০০০\

সম্পত্তি (Assets)

জমি (ক্রয় মূল্য)		৬৫০০০\
বাড়ী	২৪৬০০০\	
ঐ মূল্যাপকর্ষ	৬০০০\	২৪০০০০\
কলকব্জা	৭৪৩০০০\	
ঐ মূল্যাপকর্ষ	৩৩০০০\	৭১০০০০\
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	১০০০০০\	
ঐ মূল্যাপকর্ষ	৫০০০\	৯৫০০০\
আসবাব পত্র	২৬৮০০\	
ঐ মূল্যাপকর্ষ	১৩০০\	২৫০০০\
মোটর গাড়ী	৭৭০০\	
ঐ মূল্যাপকর্ষ	৭০০\	৭০০০\
মজুদ সূতা ও কাপড়		১২৫০০০\
মজুদ কয়লা ও বিবিধ ষ্টোর		১৫০০০\
বিবিধ ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য		৩৫০০০\
আমানত		৫০০০\
অগ্রিম জমা		২০০০০\
শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন		৭৫০০০\
অর্গানাইজেশন ব্যয়		৮৫০০০\
হস্তস্থিত নগদ টাকা ও ব্যাঙ্কে আমানত		১৪৪০০০\
মোট		১৬৪৬০০০\

প্রথমে ব্যালান্স সীট সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটী কথা বলা যাইতেছে। অংশ ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের প্রথমেই একটা খটকা লাগিতে পারে যে, কোম্পানীর পরিচালকগণ শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে টাকা তুলিয়াছেন এবং মজুদ তহবিল ও লাভ হিসাবে যে টাকা সঞ্চিত করিয়াছেন তাহা উহার ব্যালান্স সীটে দায় বলিয়া গণ্য হইল কেন। উহার তাৎপর্য্য হইতেছে যে, এই সব দফায় উল্লিখিত অর্থ উহার অংশীদারদের সম্পত্তি হইলেও কোম্পানীর পরিচালকদের নিকট উহা একটা দায়। কারণ কোম্পানীর পরিচালকবর্গ অংশীদারদের ভৃত্য মাত্র এবং মূলধন হিসাবে অংশীদারগণ উহাদিগকে যে অর্থ প্রদান করেন এবং মজুদ তহবিল লাভ ইত্যাদি দফায় যে অর্থ সঞ্চিত হয় তাহা কোম্পানীর পরিচালকদের সম্পত্তি নহে—অংশীদারদের সম্পত্তি এবং উহা অংশীদারদের নিকট পরিচালকদের দায় ভিন্ন কিছু নহে। যেমন কোন জমিদারের খাজাঞ্চির নিকট জমিদারের যে টাকা জমা থাকে তাহা জমিদারের সম্পত্তি হইলেও খাজাঞ্চির একটা দায়—সেইরূপ কোন কোম্পানীর নিকট মূলধন, মজুদ তহবিল, লাভ ইত্যাদি হিসাবে যে টাকা জমা থাকে তাহা অংশীদারদের সম্পত্তি হইলেও উহাদের ভৃত্য-স্থানীয় পরিচালকদের কাছে উহা দায়। সতত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোম্পানীর যে সমস্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাহা উহার পরিচালকদের প্রদত্ত রিপোর্ট—উহা অংশীদারদের প্রদত্ত রিপোর্ট নহে। এই জন্যই যাহা আপাতঃ দৃষ্টিতে সম্পত্তি বলিয়া মনে হয়, তাহা দায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এক একটা কোম্পানীর পরিচালকদের দায় মাত্র উহার অংশীদারদের নিকটই সীমাবদ্ধ থাকে না। পরিচালকগণ কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার জন্য যে অর্থ ঋণ করিয়া সংগ্রহ করেন, তাহাও তাঁহাদের একটা দায়—যদিও অংশীদারের টাকা হইতেই উহা শোধ হইয়া থাকে। এই ঋণ অংশীদারদের নিকট হইতেও গৃহীত হইতে পারে—অথবা কোম্পানীর অংশীদার নহেন এরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতেও গৃহীত হইতে পারে। উহা ছাড়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গ বাকীতে যে সব কাজ করেন তাহার জন্যও দায়ী হন।

আয় ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটের মধ্যে অন্যান্য পার্থক্যের সঙ্গে উহাও একটা পার্থক্য যে আয়ব্যয়ের হিসাবে এক একটা কোম্পানীর সারা বৎসরের সমষ্টিগত হিসাব দেওয়া হয়—কিন্তু ব্যালান্স সীটে কোম্পানীর যে তারিখে বৎসর শেষ হয় সেই তারিখে উহার অংশীদার, ঋণদাতা, বাকীতে মাল সরবরাহকারী ইত্যাদি সকলের নিকট উহার যে দায় থাকে তাহার হিসাব দেওয়া হয়। এই জন্যই উপরোক্ত পিপলস কটন মিলস লিঃর আয় ব্যয়ের হিসাবে "১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাব" এইরূপ লেখা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ব্যালান্স সীটে "১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের ব্যালান্স সীট" এরূপ লেখা হইয়াছে। উভয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট। আয়ব্যয়ের হিসাবে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বৎসরের কাজের ফলাফল দেওয়া হয়—কিন্তু ব্যালান্স সীটে বৎসরের শেষ তারিখে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার বর্ণনা দেওয়া হয়। আমরা উপরে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর পরিচালকগণ উহার অংশীদার, ঋণদার ও অন্যান্য পাওনাদারদের নিকট মোট কত টাকার জন্য দায়ী ছিলেন তাহার হিসাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মাত্র দায়ের পরিমাণ দ্বারা কোন কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা বিচার করা যায় না। এই দায়ের বদলে উক্ত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে পরিচালকদের হাতে কিভাবে রক্ষিত কত টাকার সম্পত্তি ছিল তাহাও জানা আবশ্যক। উপরোক্ত ব্যালান্স সীটের দক্ষিণ দিকে এই সব সম্পত্তির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এখন বোধ হয় পাঠকবর্গ আয়ব্যয় ও ব্যালান্স সীটের পার্থক্য বুঝিতে পারিতেছেন। আয়ব্যয়ের হিসাবে এক একটা কোম্পানীর এক বৎসরের বা ছয় মাসের কাজের ফলাফল—

অর্থাৎ এই সময়ে উহার লাভ কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা মাত্র বুঝা যায়। কিন্তু ব্যালান্স সীট হইতে এক একটা কোম্পানীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমস্ত বৎসরের কাজের সমষ্টিগত ফল হিসাবে উহার মোট কি পরিমাণ দায় সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই দায় মিটাইবার মত কোম্পানীর হাতে উপযুক্ত-রূপ সম্পত্তি রহিয়াছে কিনা তাহা বুঝা যায়। এই হিসাবে এক একটা কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবার পক্ষে উহার আয় ব্যয়ের বিবরণ অপেক্ষা উহার ব্যালান্স সীট অধিকতর প্রয়োজনীয় দলিল।

এক্ষণে কোম্পানীর ব্যালান্স সীটে উল্লিখিত বিভিন্ন দায়গুলির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত পিপলস কটন মিলের কাজে মোটমাট ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা নিয়োজিত রহিয়াছে। উহার মধ্যে অডিনারী শেয়ার বিক্রয় করিয়া ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, শতকরা বার্ষিক ৭ টাকা হারে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতিতে প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় করিয়া ২ লক্ষ টাকা, ডিবেঞ্চারযোগে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং ঋণ করিয়া ১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। বাকী টাকার মধ্যে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর হাতে মজুদ তহবিল ও লাভ হিসাবে যে টাকা সঞ্চিত হইয়াছে তদ্বাবদ ৭৬ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। উহা ছাড়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গ বাকীতে ১০ হাজার টাকার কাজ চালাইয়াছেন এবং উহা 'বিভিন্ন পাওনাদারের প্রাপ্য' হিসাবে দায় বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিচালকবর্গ উহার কাজের জন্য বাহিরের লোকের নিকট হইতে ১ হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়াছেন এবং সমস্ত দফা মিলিয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। এই দায় সম্পর্কে প্রথমেই বিবেচ্য বিষয় যে, পরিচালকবর্গ উহাদের প্রয়োজনীয় সাকুল্য অর্থ অংশীদারদের স্বার্থের অনুকূলভাবে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কিনা। আলোচ্য ব্যালান্স সীটে দেখা যাইতেছে যে কোম্পানীর কাজে নিয়োজিত মোট ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার মধ্যে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অডিনারী শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই শেয়ারের জন্য কোন লভ্যাংশ দেওয়া না দেওয়ায় কোম্পানীর পরিচালকদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কাজেই এই দায় কোনরূপে মারাত্মক নহে। কিন্তু কোম্পানীর প্রেফারেন্স শেয়ারে যে দুই লক্ষ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা হারে এবং ডিবেঞ্চারযোগে যে আড়াই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাতে শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হারে সুদ দেওয়া পরিচালকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। কোম্পানীর লাভ হউক বা না হউক—উহা পর্য্যাপ্ত বা অপর্য্যাপ্ত যাহাই হউক না কেন, পরিচালকগণকে এই সব প্রেফারেন্স শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের সুদ দিতেই হইবে। উহা ছাড়া পরিচালকবর্গ ঋণ করিয়া ১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে—যদিও উহার সুদের হার কত তাহা ব্যালান্স সীটে উল্লেখ নাই। কোম্পানীর লাভ ক্ষতি যাহাই হউক না কেন উহার সুদ দেওয়াও পরিচালকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। কেবল তাহাই নহে। কোন বৎসরে যদি কলের আয় হইতে এই সমস্ত প্রেফারেন্স শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও ঋণের সুদ পরিশোধের মত অর্থ না পাওয়া যায় তাহা হইলে পরবর্ত্তী বৎসর-সমূহের আয় হইতে অগ্রে এই সমস্ত সুদের হাল ও বকেয়া টাকা প্রদান করিয়া তৎপর যাহা বাকী থাকে তাহা হইতে সাধারণ অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিতে হইবে। এই বিবরণ হইতে একথা প্রমাণিত হইতেছে যে, পিপলস কটন মিলের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন উহার সাধারণ অংশীদারদের দিক হইতে লাভজনক পন্থায় সংগৃহীত হয় নাই। যদি উক্ত কলের আয় হইতে শতকরা বার্ষিক ৮।১০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়ার মত ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে বলা যাইত যে, কলের পরিচালকগণ উহা অপেক্ষা কম হারে সুদ দিবার সর্ত্তে প্রেফারেন্স শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও ঋণ গ্রহণ করতঃ মূলধন সংগ্রহ করিয়া অংশীদারদের পক্ষে লাভজনক পন্থায় মূলধন সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আলোচ্য বৎসরের লাভ হইতে উহার সাধারণ অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকার বেশী লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব নহে। যেখানে কলের ঋণের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬ ও ৭ টাকা হারে সুদ দিতে হইতেছে এবং কলের সাধারণ অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকার বেশী লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব হইতেছে না সেখানে অংশ ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের পক্ষে উহার সাধারণ অংশ ক্রয় না করাই সঙ্গত।

ব্যালান্স সীটের দায়ের দিকে অন্যান্য দফার মধ্যে মজুদ তহবিলে ১০ হাজার টাকা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই টাকাটা কলের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের লাভ হইতে সমস্ত দায় মিটাইয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা হইতেই মজুদ হইয়াছে। এক একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানে উহার মজুদ তহবিলের পরিমাণ যত বেশী হয় ততই উহা শক্তিশালী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তবে আলোচ্য কলের আদায়ী মূলধনের পরিমাণের তুলনায় উহার মজুদ তহবিলের পরিমাণ অতি নগণ্য। এই কলের শেয়ার ক্রয় করিবার সময়ে উক্ত বিষয়টীও একটা বিবেচনার বিষয়। ব্যালান্স সীটের দায়ের দিকে আর একটা দফা লাভের হিসাবে ৬৬ হাজার টাকা দেখান হইয়াছে। কোম্পানীর আয় ব্যয়ের হিসাবে যে ৬৬ হাজার টাকা লাভ দেখান হইয়াছে, তাহাই এখানে ব্যালান্স

সীটে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই টাকার সাকুল্য অংশ যে সাধারণ অংশীদারদের প্রাপ্য নহে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কারণ উহা হইতে প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের প্রাপ্য লভ্যাংশ ও আয়কর বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই অংশীদারদের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, এই লাভের হিসাবে পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত কোন টাকা দেখান হয় নাই। সাধারণতঃ কোন যৌথ কোম্পানী আয়কর, প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারদের প্রাপ্য সুদ, মজুদ তহবিলে ন্যস্ত অর্থ বাদে লাভ হইতে যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাহার সাকুল্য অংশ সাধারণ অংশীদারগণকে লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করে না। এই অর্থের কতকাংশ সাধারণ অংশীদারগণকে লভ্যাংশ হিসাবে দিয়া বাকী অংশ পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়া থাকে। কিন্তু আলোচ্য পিপলস কটন মিলের ১৯৪০ সালের হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উহার ১৯৩৯ সালের লাভের জের হিসাবে ১৯৪০ সালের জন্য এক পয়সাও রাখা হয় নাই। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে পরিচালকবর্গ পরবর্ত্তী বৎসরের লাভের হিসাবে কিছু সঞ্চয় করিবার মত লাভ অর্জ্জন করিতে পারিতেছেন না। আলোচ্য বৎসরে ৬৬ হাজার টাকা লাভ হইতে আয়কর, প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের প্রাপ্য সুদ বাদে পরিচালকদের হাতে যে ৩০ হাজার টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে পরিচালকবর্গ তাহা কি ভাবে ব্যয় করেন তাহাও একটা বিবেচ্য বিষয়। এই ৩০ হাজার টাকা হইতে যদি দুর্দ্দিনের সম্বল হিসাবে কলের মজুদ তহবিলে কিছু সঞ্চিত না করিয়া এবং ১৯৪১ সালের লাভের হিসাবে কিছুমাত্র টাকা জের না টানিয়া উহার সাকুল্য অংশই সাধারণ অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দানে ব্যয়িত হয় তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, এই কলের অর্থসঙ্গতি অংশীদারদের স্বার্থের দিক হইতে সন্তোষজনক নহে। ব্যালান্স সীটের এই দিকে আর একটী দফা হইতেছে বিভিন্ন পাওনাদারদের প্রাপ্য হিসাবে প্রদর্শিত [illegible]০ হাজার টাকা। প্রত্যেক কোম্পানীর বৎসরে যে টাকা উহার আয় ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে ব্যয় বলিয়া ধরা হয় কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ইচ্ছা করিলেও উহার সাকুল্য অংশ বৎসরের মধ্যে শোধ করিয়া দিতে পারেন না। সাধারণতঃ যে মাসে বৎসর শেষ হয় সেই মাসের উহার কর্ম্মচারীদের বেতন, বাড়ীভাড়া, টেলিফোনের ব্যয়, বিদ্যুৎশক্তির ব্যয় ইত্যাদি পরের মাসে শোধ করা হইয়া থাকে। যাহারা কোম্পানীতে মালপত্র সরবরাহ করেন তাহারা যদি বৎসরের শেষ তারিখের মধ্যে বিল দাখিল না করেন, তাহা হইলেও কোম্পানীর পক্ষে বৎসরের মধ্যে উহার মূল্য চুকাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। এই ভাবে প্রত্যেক কোম্পানীরই বৎসরের শেষ তারিখে উহার এই বৎসরের ব্যয়ের কতকাংশ অপরিশোধিত থাকিয়া যায় এবং সমস্ত দফা মিলিয়া সমষ্টিগতভাবে যে টাকা অপরিশোধিত থাকে তাহা ব্যালান্স সীটের দায়ের দিকে 'বিভিন্ন পাওনাদারের প্রাপ্য' খাতে দায় বলিয়া দেখান হইয়া থাকে। আলোচ্য পিপলস কটন মিলের শেষ তারিখে এই দফায় উহার দায় ১০ হাজার টাকা দেখান হইয়াছে। অথচ আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, কারখানার ব্যয় ও হেড অফিসের ব্যয় মিলাইয়া এই বৎসরে কোম্পানী ৪৷৷০ লক্ষ টাকা অপেক্ষাও বেশী ব্যয় করিয়াছেন। যেখানে কোম্পানীর প্রতি মাসে গড়ে ৩৮ হাজার টাকা অপেক্ষাও বেশী ব্যয় হইতেছে সেখানে বৎসরের শেষ তারিখে উহার বিভিন্ন পাওনাদারের নিকট মাত্র ১০ হাজার টাকা দেখান হইয়াছে। এই দেনার পরিমাণ যদি এক লক্ষ টাকাও হইত তাহা হইলেও উহা দোষের হইত না। মোটের উপর ব্যালান্স সীটের এই দফা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কোম্পানীর পরিচালকবর্গ উহাদের পাওনাদারদের টাকা পরিশোধে অত্যন্ত তৎপর এবং এই দিক দিয়া উহাদের কার্য্যপরিচালনানীতি খুবই প্রশংসনীয়। ব্যালান্স সীটের এই দিকে আর একটী দফা হইতেছে আমানত হিসাবে প্রদর্শিত ১ হাজার টাকা। অনেক কোম্পানীকে উহার ক্যাশিয়ার প্রভৃতি কর্ম্মচারীর বিশ্বস্ততার জামীন হিসাবে উহাদের নিকট হইতে টাকা লইতে হয়। অনেক সময় নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন কাজ করিয়া দিবার জামীন হিসাবে বাহিরের কনট্রাক্টার, মাল সরবরাহকারী ইত্যাদির নিকট হইতে টাকা জমা লওয়া হয়। এই টাকা জামীন প্রদানকারীর সম্পত্তি হিসাবে কোম্পানীর নিকট জমা থাকে বলিয়া উহা উহার পরিচালকদের একটী দায় বলিয়া গণ্য হয়। জামীন প্রদানকারী কর্ম্মচারীর চাকুরীর অবসানে অথবা কনট্রাক্টর বা মাল সরবরাহকারী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পূরণ করিলে এই জামীনের টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়।

এক্ষণে দেখা যাক যে, কোম্পানীর পরিচালকবর্গ কার্য্যপরিচালনার জন্য যে ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার দায় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পূরণ করিবার মত তাঁহাদের হাতে পর্য্যাপ্তরূপ সম্পত্তি আছে কিনা। এই সম্পত্তি কি পরিমাণে কোন কোন দফায় সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা ব্যালান্স সীটের দক্ষিণ দিকে সম্পত্তির হিসাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোম্পানীর ব্যালান্স সীটে দেখা যাইতেছে যে, কোম্পানীর সম্পত্তি হিসাবে ৬৫ হাজার টাকা মূল্যের জমি, ২লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের বাড়ী, ৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা মূল্যের কলকব্জা, ৯৫ হাজার টাকা মূল্যের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ২৫ হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র ও ৭ হাজার টাকা মূল্যের মোটর গাড়ী রহিয়াছে। এই সব সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য কি তাহা অংশক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের পক্ষে

একটা প্রণিধানযোগ্য বিষয়। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে—যে কোন কোম্পানীর পরিচালকবর্গ উহার হস্তস্থিত সম্পত্তির মূল্য প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বেশী করিয়া দেখাইয়া দেউলিয়া দশাগ্রস্ত কোম্পানীকেও একটী সমৃদ্ধ কোম্পানী বলিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। পরিচালকগণ এই অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন কিনা তাহা বাড়ী, কলকব্জা ইত্যাদির মূল্যাপকর্ষ কি ভাবে ধরা হইয়াছে তাহা হইতে অনেকটা বিচার করা যাইতে পারে। বিষয়টী একটু বিস্তৃত ভাবে বলা আবশ্যক। প্রত্যেক কোম্পানী উহার কাজের জন্য যে বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করে এবং যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় করে তাহার দিন দিন মূল্যাপকর্ষ ঘটিয়া থাকে। আজ যদি কোন কোম্পানী ১ লক্ষ টাকা মূল্যে একটী কল ক্রয় করে তাহা হইলে এক বৎসর ব্যবহারের পরে তাহার ১ লক্ষ টাকা মূল্য থাকিতে পারে না। কেননা এই এক বৎসর ব্যবহারের ফলে উহার কার্য্যক্ষমতা নিশ্চয়ই কমিয়া যায়। এজন্য প্রত্যেক কোম্পানীর হস্তস্থিত বাড়ীঘর, কলকব্জা ইত্যাদির ক্ষয় বা মূল্যাপকর্ষ বাবদ প্রত্যেক বৎসরে একটা খরচ ধরিতে হয়। কোম্পানীর হস্তস্থিত বিভিন্ন সাজসরঞ্জামের আয়ু অনুযায়ী এই ক্ষয়ের বা মূল্যাপকর্ষের পরিমাণে ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ বাড়ীঘরের মূল্যের উপর প্রতি বৎসরে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে, কলকব্জার মূল্যের উপর প্রতি বৎসরে শতকরা ৫ টাকা হারে, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মূল্যের উপর প্রতি বৎসর শতকরা ৭৷৷০ হারে, আসবাব পত্রের মূল্যের উপর প্রতি বৎসর ৫ টাকা হারে এবং মোটর গাড়ীর মূল্যের উপর প্রতি বৎসর শতকরা ১০ টাকা হারে মূল্যাপকর্ষ ধরা হয়। অবশ্য যে সব কোম্পানীর পরিচালক খুব সাবধানী তাঁহারা মূল্যাপকর্ষের পরিমাণ উহা অপেক্ষা বেশী করিয়া ধরিয়া থাকেন। উহাতে কোম্পানীর শক্তিবৃদ্ধিই হইয়া থাকে। আর যে সব কোম্পানীর পরিচালকবর্গ কোম্পানীর শক্তিবৃদ্ধি অপেক্ষা হস্তস্থিত সম্পত্তির মূল্য ফাঁপাইয়া তুলিয়া অংশীদারগণকে ডিভিডেণ্ডের ধাপ্পা দিতে অভিলাষী তাঁহারা মূল্যাপকর্ষের পরিমাণ কম করিয়া ধরিয়া থাকেন। কাজেই এই বিষয়টী অংশীদারদের দিক হইতে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয়। আলোচ্য ব্যালান্স সীটে দেখা যাইতেছে কোম্পানীর হস্তে ৬৫ হাজার টাকা মূল্যের জমি রহিয়াছে। কল স্থাপনের জন্যই এই জমি ক্রয় করা হইয়াছে এবং কোম্পানীর সূত্রপাতে যে মূল্য দিয়া এই জমি ক্রয় করা হইয়াছিল তাহাই ব্যালান্স সীটে সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোম্পানী ২, ৪ বা ৫ বৎসর পূর্ব্বে—যখন এই জমি ক্রয় করেন তখন উহার জন্য যে মূল্য দেওয়া হইয়াছিল ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখেও তাহার সেইরূপ মূল্য আছে কিনা। ইতিমধ্যে যদি জমির মূল্য কমিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে তদনুপাতে কোম্পানীর হাতে এই বাবদ প্রদর্শিত সম্পত্তি কম আছে। আর যদি উহার মূল্য বাড়িয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে জমি বাবদ কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি আছে তাহার মূল্য ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত সম্পত্তির তুলনায় বেশী। স্থানীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা দ্বারাই এই মূল্য কম কি বেশী করিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা বিচার করা যাইতে পারে। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, বর্ত্তমানে দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই জমির মূল্য বৃদ্ধি বই হ্রাস পাইতেছে না। আর ২।১ বৎসরের মধ্যে যদি জমির মূল্য কমিয়াও গিয়া থাকে তাহা হইলেও উহাতে অবস্থিত কলের কাজকর্ম্মে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে না। অত্রাবস্থায় যে মূল্যে জমি ক্রয় করা হইয়াছিল ব্যালান্স সীটে উহার ঠিক সেইরূপ মূল্য ধরাতে কোন দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু জমির বেলায় উহা ঠিক হইলেও কোম্পানীর হস্তস্থিত কলকব্জা, বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, মোটরগাড়ী ইত্যাদি সম্বন্ধে একথা খাটে না। এই সব জিনিষ কতিপয় বৎসর কাজের পর যে সম্পূর্ণভাবে অকেজো হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অত্রাবস্থায় বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া উহার মূল্যাপকর্ষ বাবদ উপযুক্ত করিমাণে খরচ লিখিয়া ঐ টাকা যদি কলের পরিচালকবর্গ সঞ্চিত করিতে না পারেন তাহা হইলে যখন বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কলে কাজ চলিবে না অথবা আসবাবপত্র মোটরগাড়ী ইত্যাদি অকেজো হইয়া পড়িবে তখন তাঁহাদের পক্ষে পুনরায় বাড়ীঘর নির্ম্মাণ ও কলকব্জা ইত্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে না। কাজেই এই শ্রেণীর সম্পত্তির মূল্যাপকর্ষ বাবদ উপযুক্তমত খরচ ধরা হইয়াছে কিনা তাহা একটী বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। আলোচ্য কোম্পানীর আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালে কোম্পানীর বিবিধ সম্পত্তির মূল্যাপকর্ষ বাবদ মোটমাট ৪৬ হাজার টাকা খরচা ধরা হইয়াছে এবং কোম্পানীর ব্যালান্স সীটে দেখা যাইতেছে যে, এই ৪৬ হাজার টাকার মধ্যে বাড়ীর মূল্যাপকর্ষ বাবদ ৬ হাজার টাকা, কলকব্জার মূল্যাপকর্ষ বাবদ ৩৩ হাজার টাকা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মূল্যাপকর্ষ বাবদ ৫ হাজার টাকা, আসবাব পত্রের মূল্যাপকর্ষ বাবদ ১৩ শত টাকা এবং মোটর গাড়ীর মূল্যাপকর্ষ বাবদ ৭ শত টাকা ধরা হইয়াছে। উহাতে বুঝা যাইতেছে যে বাড়ীঘরের উপর শতকরা ২৷৷০ টাকার মত হারে, কলকব্জার উপর শতকরা ৪৷৷০ টাকার মত হারে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির উপর শতকরা ৫ টাকা হারে, আসবাবপত্রের উপর শতকরা ; টাকা হারে এবং মোটর গাড়ীর উপর শতকরা ৯ টাকার কিছু বেশী হারে মূল্যাপকর্ষ ধরা হইয়াছে। আমরা উপরে এই শ্রেণীর বিভিন্ন সম্পত্তির উপর সাধারণতঃ

যে হারে মূল্যাপকর্ষ ধরা হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তাহার তুলনায় আলোচ্য কোম্পানী এক বাড়ীঘর ছাড়া আর সমস্ত সম্পত্তির উপরই কম হারে মূল্যাপকর্ষ ধরিয়াছে। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কোম্পানীর পরিচালকবর্গ উহার হস্তস্থিত সম্পত্তির মধ্যে জমি ও বাড়ী ছাড়া অন্য সম্পত্তির মূল্য অনাবশ্যকরূপে স্ফীত করিয়া দেখাইয়াছেন। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে অংশীদারদের পক্ষে উক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা সমীচীন নহে—এরূপ বলা যাইতে পারে।

জমি, বাড়ী, কলকব্জা, আসবাবপত্র ও মোটর গাড়ীর পরেই ব্যালান্স সীটে ১লক্ষ ২৫ হাজার টাকার মজুদ কাপড় ও সূতা সম্পত্তি হিসাবে দেখান হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর পরিচালিত কলে উৎপন্ন ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের বস্ত্র ও সূতার মধ্যে ৪ লক্ষ টাকার কাপড় ও সূতা বিক্রয়ের পর বৎসরের শেষ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে কাপড় ও সূতা অবিক্রীত অবস্থায় ছিল তাহাই এখানে কোম্পানীর হস্তস্থিত অন্যতর সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে অংশীদারদের বিবেচ্য বিষয় যে হস্তস্থিত বস্ত্র ও সূতার মূল্য কি ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বাজারে বস্ত্র ও সূতার মূল্য যেরূপ ছিল রিপোর্ট প্রকাশ করিবার সময়ে (সাধারণতঃ বৎসর শেষ হইবার পর ৪।৫ মাসের পূর্ব্বে কোম্পানীর রিপোর্ট সাধারণের হস্তগত হয় না) তাহা কমিয়াছে কি বাড়িয়াছে। মূল্য যদি বাড়িয়া থাকে এবং ইতিমধ্যে কোম্পানীর পরিচালকগণ যদি হস্তস্থিত এই বস্ত্র ও সূতা বিক্রয় করিয়া না থাকেন তাহা হইলে এই দফায় ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত সম্পত্তির তুলনায় কোম্পানীর হাতে বেশী সম্পত্তি রহিয়াছে এবং মূল্য যদি কমিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে এই দফায় প্রদর্শিত সম্পত্তির তুলনায় কোম্পানীর হাতে কম সম্পত্তি রহিয়াছে বলা চলে। এই প্রসঙ্গে বস্ত্র ও সূতার মূল্য পড়তা অনুযায়ী ধরা হইয়াছে অথবা বাজার মূল্য অনুযায়ী ধরা হইয়াছে তাহাও বিবেচ্য। বস্ত্র ও সূতার হিসাবে প্রদর্শিত সম্পত্তির সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইল আলোচ্য ব্যালান্স সীটে মজুদ কয়লা ও বিবিধ ষ্টোর হিসাবে প্রদর্শিত ১৫ হাজার টাকার সম্পত্তি সম্বন্ধেও এই সব কথা প্রযোজ্য।

ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে বিবিধ ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য হিসাবে ৩৫ হাজার টাকার সম্পত্তি দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক কোম্পানীকে ব্যবসা চালাইবার সময়ে যেমন বাকীতে মালপত্র ক্রয় করিতে হয় সেইরূপ উহাকে উহার প্রস্তুত মালপত্র বাকীতে বিক্রয়ও করিতে হয়। এইভাবে বিক্রিত মালপত্রের মূল্যের সাকুল্য অংশ বৎসরের শেষ তারিখের মধ্যে আদায় হইয়া আসে না। এজন্য বৎসরের কাজের হিসাবে বাজারে কোম্পানীর যে সমস্ত টাকা প্রাপ্য থাকে এবং যাহা কোম্পানী পাইবার আশা রাখে তাহা সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত হয়। 'যাহা কোম্পানী পাইবার আশা রাখে'—একথা বলার প্রয়োজন এই যে প্রত্যেক বৎসরের শেষে কোম্পানীর পাওনার মধ্যে যে অংশ অনাদায়ী হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হয় তাহা খরচ লেখা হয় এবং তদনুপাতে কোম্পানীর 'বিবিধ ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য' টাকার পরিমাণ কম করিয়া দেখান হয়। যে সমস্ত কোম্পানীর পরিচালক অংশীদারদের নিকট কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখিয়া উহাকে একটী সমৃদ্ধ কোম্পানী বলিয়া জাহির করিতে চান, তাঁহারা সাধারণতঃ অনাদায়ী পাওনাকেও পাওনাযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া

তাহা কোম্পানীর সম্পত্তির হিসাবে প্রদর্শন করেন। তবে অংশীদারদের নিকট হইতে বরাবর এই বিষয়টী গোপন রাখা উহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ যাহা অনাদায়ী হইয়া পড়ে তাহাকে পরবর্ত্তী বৎসরে বা তৎপরবর্ত্তী বৎসরে খরচ বলিয়া লিখিতেই হয়। 'বিবিধ ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য' হিসাবে প্রদর্শিত সম্পত্তির পরেই আলোচ্য ব্যালান্স সীটে আমানত বলিয়া ৫ হাজার টাকার সম্পত্তি দেখান হইয়াছে। কোম্পানীর কার্য্যপরিচালনার জন্য উহার পরিচালকগণকে বিশ্বস্ততার জামীন ইত্যাদি হিসাবে যেমন বিবিধ ব্যক্তির নিকট হইতে আমানত লইয়া কাজ করিতে হয় (দায়ের দিকে উল্লিখিত আমানতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) সেইরূপ উহাদিগকে অন্য ব্যক্তির নিকট আমানতও রাখিতে হয়। কেননা বিদ্যুৎ কোম্পানী, টেলিফোন কোম্পানী, ভাড়াটিয়া বাড়ীর মালিক ইত্যাদির নিকট এক মাসের উপযুক্ত টাকা জামীন রাখিয়া কাজ করিতে হয়। এই জামীনের টাকা কোম্পানীর গচ্ছিত সম্পত্তি বলিয়াই উহা সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অবশ্য কোম্পানীর পরিচালকগণ যদি উহার কাজের জন্য এমন কোন ব্যক্তির নিকট টাকা আমানত করেন যাহা অনাদায়ী বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে উহা একটা কল্পিত সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। যে কোম্পানীর হিসাবে আমানতের টাকার পরিমাণ খুব বেশী করিয়া দেখান হয়—সেই কোম্পানীর অংশীদারগণ ঐ টাকা কোন কোন ব্যক্তির নিকট আমানত আছে তাহা পরিচালকদের নিকট হইতে জানিয়া তৎপর এই সম্পত্তি কতদূর প্রকৃত তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারেন। অগ্রিম জমাও অনেকটা এই ধরণের ব্যাপার এবং আমানত সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, অগ্রিম জমা সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। ব্যালান্স সীটের সম্পত্তির দিকে আর একটী দফা হইতেছে হস্তস্থিত নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে প্রদর্শিত ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকেই নিত্যনৈমিত্তিক খরচার জন্য নগদ হিসাবে অনেক টাকা লইয়া কাজ করিতে হয় এবং উহার কতকাংশ হাতে নগদ অবস্থায় এবং কতকাংশ ব্যাঙ্কে স্থায়ী ও চলতি আমানতে মজুদ থাকে। আলোচ্য ব্যালান্স সীটে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর হাতে নগদ ও ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা মজুদ ছিল। কিন্তু উহার মধ্যে কত টাকা নগদ অবস্থায় হাতে ছিল এবং কত টাকা ব্যাঙ্কে কি ভাবে আমানত ছিল, তাহা হিসাবে উল্লেখ করা হয় নাই। উহা একটা সন্দেহের বিষয়। কেননা এমনও হইতে পারে যে, উক্ত ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার মধ্যে মাত্র ৪৪ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুদ আছে এবং বাকী ১ লক্ষ টাকা পরিচালকগণ হাতে নগদ অবস্থায় রাখিয়াছেন। হাতে নগদ অবস্থায় এত অধিক টাকা রাখার কোন যৌক্তিকতা নাই। উহার ফলে একদিকে এই টাকা চোর ডাকাতের উপদ্রবে বিপন্ন হইতে পারে এবং অন্য দিকে অংশীদারগণ এই টাকার জন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রাপ্য সুদ হইতে বঞ্চিত হন। এই সম্বন্ধে আরও ভয়ের কথা আছে। অনেক সময়ে কোম্পানীর পরিচালকগণ কোম্পানীর টাকার মধ্যে বহুল পরিমাণ টাকা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করিয়া বসেন এবং বৎসরের পর বৎসর ব্যালান্স সীটে উহাকে হস্তস্থিত নগদ টাকা বলিয়া প্রদর্শন করেন। এ জন্য কোন কোম্পানীর হিসাবে যদি নগদ ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা এক সঙ্গে প্রদর্শন করা হয় তাহা হইলে অংশীদারগণের উচিত এই সম্বন্ধে কোম্পানীর অডিটারকে প্রশ্ন করিয়া প্রকৃত তথ্য বাহির করা। বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কত টাকা আছে তাহা অডিটারের নিকট গোপন থাকিবার কোন কারণ নাই। কেননা প্রত্যেক অডিটার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সার্টিফিকেট লইয়া তৎপর তাহা কোম্পানীর হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। অন্ততঃ উহাই নিয়ম।

এক্ষণে কোম্পানীর ব্যালান্স সীটে শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন এবং অর্গেনাইজেশন ব্যয় বাবদ দুইটী দফায় যথাক্রমে যে ৭৫ হাজার ও ৮৫ হাজার টাকার সম্পত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। ব্যালান্স সীটে দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্য পিপলস কটন মিলের পরিচালকবর্গ ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের অর্ডিনারী শেয়ার এবং ২ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় করিয়াছেন। এই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য শেয়ার বিক্রয়ের দালালগণকে কোম্পানীর পরিচালকগণ যে কমিশন দিয়াছেন তাহাই এখানে সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর প্রথম অবস্থায় উহার অনেক প্রকারে ব্যয় হইয়াছে—কিন্তু তদনুপাতে আয় হয় নাই। উহা ছাড়া প্রথম অবস্থায় বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন, কোম্পানীর কার্য্যের প্রসার, কোম্পানীকে জনপ্রিয় করা ইত্যাদির জন্য কোম্পানীর পরিচালকবর্গ অর্থব্যয় করিলেও তদনুপাতে তাহারা উহার সুফল পান নাই। এই সব কারণে প্রথম অবস্থায় কোম্পানীর যে অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে তাহাই এখানে 'অর্গেনাইজেশন ব্যয়' হিসাবে সম্পত্তি বলিয়া প্রদর্শিতও হইয়াছে সাধারণের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন হিসাবে যে টাকা খরচ হইয়া গেল এবং প্রথম অবস্থায় কোম্পানীর অত্যধিক ব্যয়হেতু উহার যে ক্ষতি হইল, তাহা সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত হইতে পারে কিরূপে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কোম্পানীর যে ব্যয়ের বদলে কোম্পানীর হাতে কোন সম্পত্তি সৃষ্টি হয় না তাহাই প্রকৃত ব্যয় এবং যাহার বদলে কোম্পানীর হাতে তদনুপাতে সম্পত্তি সৃষ্টি হয় না, তাহা ব্যয় নহে। এই কথা স্মরণ রাখিলে উক্ত দুই ধরণের ব্যয়কে ব্যয় না বলিয়া সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত করা যায়। কেননা কোম্পানী কমিশন বাবদ এতগুলি টাকা ব্যয় করিয়াছে বলিয়াই সাধারণ ও প্রেফারেন্স শেয়ারে উহার হাতে ১১॥ লক্ষ টাকা আসিয়াছে এবং সাধারণ শেয়ারের অপরিশোধিত অংশ বাবদ উহার হাতে আরও আড়াই লক্ষ টাকা আমদানী হইবার আশা আছে। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানী প্রথম অবস্থায় লোকজনের বেতন, রাহাখরচ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে অতিরিক্ত হিসাবে যে ৮৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে, তাহার ফলে কোম্পানী জনপ্রিয় হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উহার কার্য্য

বৃদ্ধি হইয়া অংশীদারদের পক্ষে ভালরূপ লভ্যাংশ পাওয়ার পথ প্রশস্ত করিয়াছে। এইজন্যই কমিশন খরচা এবং কোম্পানীর প্রাথমিক ক্ষতিকে যথাক্রমে শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন ও অর্গেনাইজেশন ব্যয় নামে সম্পত্তি হিসাবে দেখান হইয়াছে। বাড়ী, জমি, কলকব্জা ইত্যাদিতে ব্যয়িত অর্থের বদলে যে সম্পত্তি সৃষ্ট হয় তাহা দৃশ্যমান ও অনুভবের যোগ্য। কিন্তু শেয়ার বিক্রয়ে কমিশন খরচা করিয়া এবং প্রথম অবস্থায় ব্যয় বাহুল্য করতঃ ক্ষতি দিয়া যে সম্পত্তি সৃষ্ট হয়, তাহা দৃশ্যমান ও অনুভবযোগ্য নহে। এই জন্য এই ধরণের সম্পত্তিকে ইংরাজী ভাষায় Intangible বা অনমুভবনীয় সম্পত্তি বলা হয়।

এই ধরণের ব্যয় ও ক্ষতিকে সম্পত্তি বলিয়া প্রদর্শন করিবার পক্ষে আরও একটী যুক্তি রহিয়াছে। কোন কোম্পানী প্রথম তিন চার বৎসরে শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন বাবদ যে মোটা খরচা করে এবং এই সময়ে কোম্পানীকে সুসংহত ও জনপ্রিয় করিবার জন্য ব্যয়বাহুল্য-হেতু উহাকে যে ক্ষতি দিতে হয় তাহা যদি প্রথম ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই কোম্পানীর হিসাবে খরচ বলিয়া লেখা হয়, তাহা হইলে উক্ত ৩।৪ বৎসরের মধ্যে উহার অংশীদারদের কোন লভ্যাংশ পাইবার উপায় থাকে না। অথচ ৩।৪ বৎসর পরে হয়ত অনেক শেয়ারহোল্ডারই তাহার শেয়ার বিক্রয় করিয়া দেয় এবং কোম্পানীতে অনেক নূতন শেয়ারহোল্ডারও হয়। উহারাই তখন প্রথম ৩।৪ বৎসরে অংশীদারদের স্বার্থত্যাগজনিত সুফল ভোগ করিয়া থাকে। উহা যে একটা অবিচারমূলক ব্যবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই প্রথম তিন চার বৎসরে কমিশন খরচা বাবদ যে মোটা টাকা ব্যয়িত হয় এবং কোম্পানীকে সংহত ও জনপ্রিয় করিবার জন্য উহাব যে ক্ষতি হয়, তাহা উহার ব্যালান্স সীটে সম্পত্তি বলিয়া প্রদর্শিত হয়। তবে একথা উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোম্পানীর ব্যালান্স সীটে যদি এই ধরণের সম্পত্তি বেশী করিয়া প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে উহা কোম্পানীর দুর্ব্বলতাই সূচিত করে। এজন্য যত কম সময়ের মধ্যে খরচ লিখিয়া ব্যালান্স সীট হইতে এই ধরণের সম্পত্তি বিলোপ করিয়া দেওয়া যায় ততই ভাল। আলোচ্য কোম্পানীর হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, উহাতে কমিশন খরচা ও অর্গেনাইজেশন ব্যয় বাবদ একুনে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার অনমুভবনীয় ও অদৃশ্য সম্পত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে—অথচ ১৯৪০ সালে এই সম্পত্তির কোন অংশ কমাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। উহা এই কোম্পানীর একটা দুর্ব্বলতা প্রমাণ করিতেছে। অনেক ব্যালান্স সীটে প্রিলিমিনারি ব্যয় অথবা ডেভেলপমেণ্ট ব্যয় হিসাবেও এই ধরণের অনমুভবনীয় সম্পত্তি প্রদর্শন করা হয়। এই গুলিও কমিশন ব্যয় ও অর্গেনাই-জেশন ব্যয়ের মতই সম্পত্তি। ব্যালান্স সীটে এই ধরণের সম্পত্তি যত কম থাকে, কোম্পানীর পক্ষে ততই ভাল কথা। যে কোন ব্যক্তি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, দেশের সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যৌথ কোম্পানীগুলির ব্যালান্স সীটে এই ধরণের সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব নাই।

এক একটা কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটে যে সমস্ত দফা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহার তাৎপর্য্য আমরা মোটামুটি ভাবে ব্যাখ্যা করিলাম। প্রবন্ধটী অত্যধিক দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উহাতেও আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটের বিভিন্ন দফা সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলা সম্ভবপর হয় নাই। যাহা হউক আমাদের বিশ্বাস আছে যে, পাঠকবর্গ যদি এই প্রবন্ধটী মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা এক একটা যৌথ কোম্পানী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন।

লগ্নীদারের স্বার্থ *

[অধ্যাপক—শ্রীবিমলেন্দু ধর, এম-এ, বি-এল

নিজেদের দৈনন্দিন খরচ চালাইয়া যাঁহাদের কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়, তাঁহারা স্বভাবতঃই উহা কোন না কোন লাভজনক কার্য্যে নিয়োগ করিতে উৎসুক হন। এমন দিন ছিল যখন লোকে উদ্বৃত্ত অর্থ গৃহেই গচ্ছিত রাখিত কিংবা স্বর্ণ কিনিয়া মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিত। এখন আর নেহাৎ পল্লীগ্রাম ছাড়া লোকে সেরূপ বড় একটা করে না। আজকাল বহু সংখ্যক লোক পোষ্ট অফিস টাকা জমা রাখে বা ক্যাস সার্টিফিকেট কিংবা কোম্পানীর কাগজ কেনে। কিন্তু দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে মূলধন নিয়োগ করাও আজকাল আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে প্রচলিত হইতেছে। ইহা অত্যন্ত পরিতোষের কথা সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের সংরক্ষণ নীতি ইহার একটি কারণ। পোষ্ট অফিসে আমানতের সুদের হারও ক্রমেই নিম্নাভিমুখী হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর মূলধন ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইবার পক্ষে কতকগুলি অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি কুফল বাঙ্গলা দেশে বিশেষভাবে ফলিয়াছে। সেটি এই যে, বাঙ্গালীর মূলধন বিশেষ করিয়া ভূসম্পত্তিতেই নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর অধিককাল স্থায়ী হইবে কি না সন্দেহ। বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ফ্লাউড কমিশন সম্প্রতি ইহার উচ্ছেদ অনুমোদন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, মহাজনী ব্যবসায় এখন বহুবিধ আইন-কানুনে সঙ্কুচিত। গবর্ণমেণ্টের চাকুরীও অনেকের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্ঘাতে যদি আমাদের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, শাপেও বর হইতে পারে।

আজকাল আমাদের দেশে অনেক নূতন নূতন যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই সমস্ত যৌথ কোম্পানীতে কোটি কোটি টাকার ভারতীয় মূলধন খাটিতেছে। ১৯৩৬ সালের ৩১ শে মার্চ্চ তারিখে ভারতবর্ষে রেজিষ্ট্রীকৃত মোট ১০,৬২৭ টি চালু যৌথ কোম্পানী ছিল এবং উহাদের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩০২ কোটি ৬২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। ইহাদের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলাদেশেই ৪,৯১৬ টি যৌথ কোম্পানী ছিল এবং তাহাদের আদায়ী মূলধন ছিল ১৩৩ কোটি ৪২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। ১৯০১ সালে বাঙ্গলা দেশে লিমিটেড কোম্পানী ছিল ৩৯৮ টি এবং উহাদের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, বাঙ্গলা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করা ক্রমেই প্রসার পাইতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষেও এই একই কথা খাটে।

আমরা যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ক্রমেই অধিকতর মাত্রায় মূলধন নিয়োজিত করিতেছি, তাহা এখন প্রতীয়মান হয়। যাঁহারা একটি নূতন মনোভাব লইয়া উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবসায় ও বাণিজ্যে নিয়োজিত করিতেছেন, এখন আমি তাঁহাদের দিক হইতে দুই একটি কথা বলিব। তাঁহাদের বহু-পরিশ্রম-সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হইলে, শুধু যে তাঁহাদেরই কষ্টের সীমা থাকিবে না তাহা নয়; দেশের শিল্পোন্নতির পথেও বাধা পড়িবে। বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত একটি বিবরণী হইতে প্রকাশ পায় যে, ১৯০৫-৬ সাল হইতে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশে যে সমস্ত যৌথ কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে, তাহাদের মোট আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। এই টাকা প্রধানতঃ বাঙ্গালীর নিকট হইতেই আসিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই ৩০ বৎসরে ব্যবসায়ে বিমুখ বাঙ্গালী জাতির বৎসরে এক কোটি টাকারও উর্দ্ধে শেয়ার কিনিয়া নষ্ট হইয়াছে।

দাদনকারীর স্বার্থ সংরক্ষিত করিতে হইলে যাহা যাহা করা দরকার সে সমস্তই এই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে না। আমি এই প্রসঙ্গে মাত্র দুই একটি কথা জোড় দিয়া বলিব। প্রথমতঃ, যে যে কারণে একটি যৌথ কোম্পানী ফেল পড়িতে পারে, তাহা আমি এই প্রবন্ধের বিচারভুক্ত করিব না। যৌথ কোম্পানীগুলি ভালভাবে চলিতে থাকিলেও যিনি কোম্পানীর শেয়ার কেনেন কিংবা যে প্রতিষ্ঠানে টাকা দাদন করেন, তাঁহার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এইরূপ দৃষ্টান্তই আমি দুই একটি উল্লেখ করিব।

একটি যৌথ কোম্পানীর শেয়ার কেনার অর্থ এই যে, ঐ কোম্পানীর ভূসম্পত্তি, ঘড়-বাড়ী, কল কব্জা এবং অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তির একটি অংশবিশেষের মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করা হইল। এই

* লগ্নীদার শব্দটি investor শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোম্পানী যতদিন টিকিবে, সেই মালিকানা স্বত্বেও ততদিনই টিকিবে। কোম্পানীর লাভ হইলে, সেই লাভের একটি অংশবিশেষ শেয়ার-ক্রয়কারী অংশীদার পাইবে। একটি ভাল কোম্পানীর শেয়ার একখণ্ড কাগজ মাত্র নহে, অথবা লটারীর টিকেটের মতন অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভরমূলক কোন বস্তু নহে। ইহা বাস্তবজগতে অধিষ্ঠিত এবং চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দ্দিষ্টভাগের মালিকানা স্বত্বের প্রমাণ পত্র। সুতরাং যে মনোভাব দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া লোকে ঘোড়দৌড়ের টিকিট কিংবা লটারীর টিকিট কেনে, সেই মনোভাব হইতে কেহ সাধারণতঃ যৌথ কোম্পানীর শেয়ার কেনে না। নিজের এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ সংরক্ষিত করিবার জন্য লোকে যেমন ব্যাঙ্কে টাকা রাখে, ক্যাস সার্টিফিকেট কেনে, জীবনবীমা-পত্র ক্রয় করে, সেইরূপ কোম্পানীর শেয়ারও ক্রয় করিয়া থাকে।

কিন্তু কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিবার একটি বিপদ আছে। প্রায় প্রত্যেক কোম্পানীরই অনুমোদিত মূলধন, বিক্রীত মূলধন ও আদায়ীকৃত মূলধন তিন প্রকার। যেমন মনে করা যাউক, কোন এক বিশেষ যৌথ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা, বিক্রীত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন ১॥০ লক্ষ টাকা। বিক্রীত মূলধন হইতে আদায়ীকৃত মূলধন কম এই জন্য যে, যাঁহারা শেয়ার কিনিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে কোম্পানী পূর্ণ টাকা আদায় করিয়া লয় নাই। যেমন মনে করুন, কোন এক ব্যক্তি এই কোম্পানীর পাঁচ হাজার টাকার শেয়ার কিনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে মাত্র আড়াই হাজার টাকা দিতে হইয়াছে। বাকী টাকা কোম্পানী দাবী করিলে দিতে হইবে এবং কোম্পানী এই টাকা কখনও দাবী নাও করিতে পারে। কিন্তু লোকের চিরদিন সমান থাকে না। দুই-চার কিংবা পাঁচ-সাত বৎসর পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি কোম্পানীর দাবী পূরণ করিবার জন্য আড়াই হাজার টাকার সংস্থান রাখিলেন। তাহার পর তাঁহার অবস্থা মন্দ হইল। কোম্পানী যখন টাকা চাহিল তখন আর তিনি তাহা দিতে পারিলেন না। ফলে হইল এই যে, কোম্পানী তাঁহার শেয়ারগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইল। উপরন্তু তাঁহার ভিটে মাটি ক্রোক করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আড়াই হাজার টাকা, কিংবা যতদূর পর্য্যন্ত পাওয়া সম্ভব, আদায় করিয়া লইল (The Indian Companies Act, 1913, as amended in 1936, Schedule I, Table A, Sections 24-30)। সুদিনে এই ভদ্রলোক কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, দুর্দ্দিনে এক অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে পালনীয় এক কর্ত্তব্য সাধন করিতে অপারগ হওয়ায় তাহা বিনিষ্ট হইল। কিন্তু শেয়ার বিক্রয় করিবার সময় যদি কোম্পানী প্রত্যেক শেয়ার বাবদ সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করিয়া লইত, তাহা হইলে এই ভদ্রলোক আড়াই হাজার টাকার শেয়ারই কিনিতেন, শুধু কম টাকা দিয়া অধিক মূল্যের শেয়ারের মালিকানার ফাঁদে পড়িতেন না। তাহা হইলে দুর্দ্দিনে তাঁহার শেয়ার বাজেয়াপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না; কোম্পানীর লভ্যাংশ হইতেও বঞ্চিত হইতে হইত না; তাঁহার সম্পত্তিও ডিক্রীজারী হইয়া বিক্রীত হইত না। শেয়ার ক্রয় করিবার সময় উহার মূল্য সম্পূর্ণভাবে দেয় কিংবা আংশিকভাবে দেয়, তাহা ক্রেতা অনেক সময়েই ভাবিয়া দেখেন না এবং এই পার্থক্যের সহিত তাঁহার নিজের স্বার্থও যে জড়িত থাকিতে পারে, তাহাও অনেক সময়েই তাঁহার চিন্তার মধ্যে আসে না।

ভারতবর্ষের মতন নিরক্ষর দেশে অনির্দ্দিষ্টকালে পরিশোধনীয় এইরূপ দাবীর বিশেষ কুফল ফলা স্বাভাবিক। শেয়ার-ক্রয়কারীর মৃত্যুর পর, যখন তাঁহার বিধবা পত্নী কিংবা নাবালক পুত্রের হস্তে

শেয়ারের স্বত্ব গিয়া পড়িল, তখন যদি কোম্পানীর নিকট হইতে বাকী টাকার দাবী করিয়া ইংরাজীতে ও ওকালতি ভাষায় লিখিত একটি নোটিশ আসিয়া হাজির হয়, তাহা হইলে কিরূপ সমস্যার উদ্ভব হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শেয়ার-ক্রয়কারীর স্বার্থের দিক হইতে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা হইতে কেহ যেন না মনে করেন, এই বিষয়ে যৌথ কোম্পানীর যে স্বার্থ আছে, আমি তাহা উপেক্ষা করিবার পক্ষপাতী। বিক্রীত শেয়ারের বাবদ অনাদায়ী মূলধন যৌথকোম্পানীর দুর্দ্দিনের একটি সম্বল। যদি কোন কোম্পানী নূতন কল-কব্জা কিনিয়া কিংবা অন্য কোনও ভাবে ব্যবসায়ের প্রসার করিতে চায়, তখন এই মূলধন বিশেষ কাজে লাগে। নূতন করিয়া শেয়ার বিক্রয় করিবার কষ্টস্বীকার, খরচা ও এজেণ্টদের কমিশন ইত্যাদি দরকার হয় না। কিন্তু আমার মনে হয়, কোম্পানীর স্বার্থ ও শেয়ার-ক্রয়কারীর স্বার্থ—এই দুই স্বার্থের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য করিয়া নিয়ম করিলে ভাল হয়। বিক্রীত শেয়ার বাবদ পাওনা মূলধন যদি পাঁচবৎসরের মধ্যে কোম্পানী দাবী না করে, তাহা হইলে উহা দেওয়া না দেওয়া ক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। অবশ্য সত্য সত্যই এই বিষয়ে আইন পাশ করিতে হইলে অনেক রকম সূক্ষ্ম আইন সম্পর্কীয় বিষয় বিচার করিতে হইবে, তবে সেই সমস্ত বিষয় আইন প্রণয়নকালে নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইবে না। আমি যেরূপ নিয়ম করিবার কথা বলিলাম সেইরূপ নিয়ম করিলে একটি অসুবিধা হইবে যে, কোন এক বিশেষ কোম্পানীর সমস্ত শেয়ারের শেষ পর্য্যন্ত একরূপ মূল্য দাঁড়াইবে না। কোন শেয়ারের সম্পূর্ণ টাকা আদায় হওয়ার জন্য উহার মূল্য হইতে পারে মনে করুন, ১০০৲ টাকা; কিন্তু হয়ত কোন শেয়ারের মূল্য এই "পাঁচ বৎসরের নিয়মের" সুযোগ গ্রহণ করিতে গিয়া দাঁড়াইবে ৫০৲ টাকা। কিন্তু আমি যে কারণে যে সংস্কারের কথা বলিতেছি তাহা যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা হইলে এইরূপ ছোটখাটো গোলযোগ কাটাইয়া উঠা অসম্ভব হইবে না।

আমি লগ্নীদারের স্বার্থের দিক হইতে আর একটি কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র আলোচনা শেষ করিব। আমি এখন যে সমস্ত লগ্নীদারের কথা বলিতেছি, তাহারা ব্যাঙ্কের আমানতকারী। একথা বোধকরি বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে, ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে ব্যাঙ্কের নিজস্ব মূলধনের উপর প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত নয়। ব্যাঙ্ক যে সমস্ত টাকা শিল্প-বাণিজ্যে কিংবা অন্য প্রয়োজনে ধার দিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করে তাহার অধিকাংশই আমানতকারীদের টাকা—ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত টাকা নয়। আমাদের দেশের বড় কিংবা ছোট যে কোন ভাল ব্যাঙ্কের হিসাব দেখিলেই এই কথা প্রতীয়মান হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ প্রায় পৌণে ছয় কোটি টাকা, কিন্তু আমানতের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ৯৬ কোটি টাকা। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি টাকা; কিন্তু আমানতের পরিমাণ ২২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার কিছু উর্দ্ধে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ প্রায় পৌণে দুই কোটি টাকা; কিন্তু আমানতের পরিমাণ প্রায় সাড়ে বত্রিশ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমানতকারিগণ কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছেন বলিয়াই ব্যাঙ্কসমূহ লাভজনক ব্যবসায়ে টাকা দাদন করিয়া শেয়ার হোল্ডারদিগকে উচ্চহারে লভ্যাংশ দিতে পারিতেছে। ব্যাঙ্কের ভালমন্দের সহিত আমানতকারীদের স্বার্থ শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থের ন্যায়ই বিজড়িত। সুতরাং ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারদের মধ্যে আমানতকারীদের প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন। ১৯৩৮ সালে যে নূতন ভারতীয় বীমাআইন পাশ করা হইয়াছে তাহাতে যেরূপ নিয়ম করা হইয়াছে, তদনুসারে বীমা কোম্পানীর ডিরেক্টারদের মধ্যে অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ বীমাকারীদের প্রতিনিধি হইবেন। ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আইন করা প্রয়োজন। এইরূপ আইন পাশ করিতে হইলে যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন, সেগুলির আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু একটি আবশ্যকীয় সংস্কারের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বর্ত্তমান আইনেও, কোন ব্যাঙ্ক ১৫৩ ধারায় গেলে, ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার অংশীদারদের ডিরেক্টার ও আমানতকারীদের ডিরেক্টার—এই উভয় শ্রেণীর ডিরেক্টারের হাতে অর্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু ১৫৩ ধারায় যাইবার পূর্ব্বেই এইরূপ ব্যবস্থা থাকা ভাল।

আধুনিক আর্থিকজগতের অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

[শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য]

আধুনিক আর্থিকজগতের ইতিহাস আরম্ভ হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সংগঠিত হয়। কোম্পানীর ১২৫ জন অংশীদারের মূলধন ছিল মাত্র সাত লক্ষ টাকা। পূর্ব্বদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দিয়া ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ কোম্পানীকে এক বিশেষ সনদ প্রদান করেন। তখন ভারতবর্ষের সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজগণকে সুরাট ইত্যাদি স্থানে বাণিজ্য করিবার জন্য কুঠি স্থাপনের সনদ দিলেন। ইংরাজদের দেখাদেখি তখন ওলন্দাজ ও ডেইনগণ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী সংগঠন করত ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তারে আত্মনিয়োগ করে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণও এক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে। সম্রাট জাহাঙ্গীর পর্ত্তুগীজদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। এই সময় ইংলণ্ডের রাজা জেম্‌সের নিকট হইতে স্যার টমাস রো দূতস্বরূপ জাহাঙ্গীরের সভায় আগমন করেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হন। সাজাহান ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে পর্ত্তুগীজগণকে বিতাড়িত করিবার কিছু-কাল পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনা শুল্কে বাণিজ্য এবং কুঠি নির্ম্মাণের অধিকার লাভ করিলে হুগলীতে এক কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্ম্মচারী জবচার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতানগরী এবং ফোর্টউলিয়ম দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে ধীরে ধীরে অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহায়তায় ইংরাজ বণিকরাজ ভারতের আর্থিক জগতে প্রভাব বিস্তৃত করে। ভারতে এই বণিকসম্প্রদায়ের ব্যবসায়ে প্রভূত পরিমাণে সাফল্যলাভ এবং প্রতিষ্ঠার মূল কেন্দ্র ছিল বঙ্গদেশ। এই শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কোম্পানী ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সুরু করে। তারপর পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গলার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ শাসনের ও বাণিজ্যের সকল ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে ইংরাজের হস্তে আসিয়া পড়ে। বাঙ্গলার যুগসন্ধিক্ষণের ও পরের ইতিহাস জাতীয় স্বাধীনতা বিলোপের ইতিহাস—সেই সঙ্গে জাতীয় আর্থিক পরাধীনতা আরম্ভের কথা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম ভাগ হইতেই এতদ্দেশীয় শিল্পজাত সামগ্রী বিলাতে রপ্তানি চলিতে থাকে। কিন্তু পরে যখন ইংলণ্ডের বাজারে এদেশের শিল্পবাণিজ্যের অপরিসীম প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে তখন তদ্দেশীয় বণিককুলের স্বার্থে আঘাত লাগে। ইতি-মধ্যে কল ও ষ্টীমশক্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে থাকে। দুনিয়ার বিভিন্ন বাজারে সংগ্রহ করা এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাই হইয়া পড়িল প্রধানতম সমস্যা। ইউরোপে ভারতীয় পণ্য চালান যাহাতে না হয় এবং এই দেশে যাহাতে ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিক্রয় বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য জোর করিয়া আইন প্রণীত হইল। ভারতীয় পণ্যের বাজার যে সকল স্থানে ছিল, ইংলণ্ডের বণিকগণ সেই সকল বাণিজ্যকেন্দ্রকে নিজেদের দেশের প্রস্তুত শিল্পসামগ্রীতে প্লাবিত করিয়া দিল। এইভাবে ইংরাজ বণিকগণ ভারতের বস্ত্রশিল্পকে কিরূপে ধ্বংস করিয়া দেয়, সেই লজ্জাকর ও ঘৃণ্য কাহিনী ভারতে ইংরাজ শাসনের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে। বিদেশী বাণিজ্যের অস্বাভাবিক আক্রমণে এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে এদেশের শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি ব্যবসা, ব্যাঙ্কিং ও অর্থনীতি এক রূপান্তরিত পথে ক্রমশঃ আত্মবিকাশ করিতে থাকে। এইভাবে ব্যাঙ্কিং, জাহাজ-শিল্প ও অন্যান্য বাণিজ্যের বিভিন্ন বিভাগে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। এই যুগের ইতিহাসে দেখা যায়, জাতির প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে নবজন্ম গ্রহণ করিতেছে এবং বিশ্বভারতীয় আর্থিক জগতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জাতীয় স্বার্থ যদিও পদে পদে বিপন্ন এবং অশেষ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতেছে তথাপি জাতি আর্থিক জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বদ্ধপরিকর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থপাদে আধুনিক ব্যাঙ্কিংএর সর্ব্ব প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। তখন বাঙ্গলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অবসান হইয়াছে—বাঙ্গলার নানা অংশ হইতে খাজানা আদায় করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দপ্তরে চালান করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট নিয়মাধীনে বা গভর্ণমেণ্ট পৃষ্ঠপোষকতায় একটি উন্নতশ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা তৎকালীন সরকারী কর্ত্তৃপক্ষগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে ধনপতি জগৎ শেঠ, রামচরণ সাহা এবং গোপালচরণ সাহা, রামকৃষ্ণ কর, লছমী নারায়ণ প্রভৃতি ধনকুবেরগণ ব্যাঙ্কের অভাব মিটাইতেন। তৎসমসাময়িক অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি যে আরও উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা নহে, তবে প্রাচ্য রীতি-নীতির সহিত পাশ্চাত্য প্রভাবের সংঘাতের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসা গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতা অধিককাল লাভ করিতে না পারায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থে পরিচালিত ব্যাঙ্ক অব্ হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ব্যাঙ্কিংনীতি প্রবর্ত্তন হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দ পরিচালিত আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোম্পানী নামীয় এজেন্সী হাউস এই ব্যাঙ্কের উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। সর্ব্বপ্রথম কাগজের মুদ্রা এই ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই ব্যাঙ্কের নোট যদিও বা অনুমোদিত হয় নাই—তথাপি ২০ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ টাকার নোট ব্যাঙ্ক চালাইতে পারে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। বাবু হুজরীমল ও রায় দুর্ল্লভরাম

এই ব্যাঙ্কের পরিচালকরূপে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলার নানা স্থানে এই ব্যাঙ্কের শাখা কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ রাজস্ব আদায় করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট ব্যাঙ্কে জমা দিলে ব্যাঙ্কের কলিকাতা অফিসের উপর 'বিল' ইস্যু করা হইত। কিন্তু অত্যধিক কমিশন আদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে আর্থিক ক্ষতি বহন করিতে হইতেছিল বলিয়া ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্কের কাজ-কারবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের একটি প্রাচীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক নামে তৎকালে একটী ব্যাঙ্ক নোট প্রচলন করিয়াছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় স্থাপিত এই ব্যাঙ্কটি কিছুকাল পরে কার্য্য বন্ধ করিয়া দেয়। বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কটিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক।

'জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ব্যবসা আরম্ভ করে। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই ব্যাঙ্কের নোট প্রচলন অনুমোদিত হয়। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই পৃষ্ঠপোষকতা লাভের কারণ ব্যাঙ্ক হইতে অল্প সুদে গভর্ণমেণ্ট ২০ লক্ষ টাকা ঋণ পায়। নানা গোলযোগের ফলে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ হইয়া যায়; তখন দেশে আর্থিক দুর্য্যোগ চলিতেছিল এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে মাত্র আট দিনের ভিতর প্রায় আট লক্ষ টাকা বাহির হইয়া যায়। অনুরূপভাবে ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থানের অবস্থাও বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়ে। এই দুঃসময়ে দুইটি ব্যাঙ্কই গভর্ণমেণ্ট হইতে আর্থিক সহায়তা লাভের চেষ্টা করে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গভর্ণমেণ্টের নিকট সরকারী কাগজ জমা রাখিয়া শতকরা ১২ টাকা সুদে ৫ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন উপস্থিত করে। ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থানও অনুরূপভাবে অর্থপ্রাপ্তির প্রযত্ন করে এবং আবেদন মঞ্জুরীকৃত হয়। কিন্তু আর্থিক দুর্য্যোগে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এমন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে, ব্যাঙ্কের অবস্থা পরিশেষে একান্তভাবে শোচনীয় আকার ধারণ করে। ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থান গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া পতনের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই সময় হইতে কিছুকাল কোন ইউরোপীয় পরিচালিত ব্যাঙ্কের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না হওয়ায় ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থান ক্রমশঃ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলে। এই ব্যাঙ্ক মাত্র তিন মাসের মধ্যে পরিশোধের সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট হইতে ঋণ লইয়াছিল। কিন্তু এই ঋণ শোধ দিতে মাসাধিককাল সময়েরও আবশ্যক হইল না। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কের অবস্থা সামলাইয়া লইতে পারায় ব্যাঙ্কটির কাজ-কারবার বেশ জাঁকিয়া উঠে। ১৮২৯-৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ব্যাঙ্ক আবার ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া পড়ে এবং কারবার গুটাইতে বাধ্য হয়। এই সময় দেশে দারুণভাবে আর্থিক দুর্যোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' নামে আর একটি ব্যাঙ্ক কারবার আরম্ভ করে। কয়েক বৎসর না যাইতে যাইতেই ইহার অস্তিত্বও বিপন্ন হইয়া পড়ে এবং অবশেষে লোপ পায়।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অনুমতি লাভ করেন। কারণ বিলাতের Court of Directors এর অনুমতি লাভ করিতে না পারায় সম্পূর্ণভাবে গভর্ণমেণ্ট নিজস্ব পরিচালনায় কোন ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন নাই। "ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা" কাগজপত্রে কিছুকাল পুর্ব্বে জন্মলাভ করিলেও অতঃপর রূপান্তরিত আকারে "ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল" নামাকরণে কার্য্যারম্ভ করে। প্রথম ডাইরেক্টরদের মধ্যে একজন মাত্র বাঙ্গালী ছিলেন—তাঁহার নাম রাজা সুধাময় রায়। ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চিরূপে কার্য্যভার গ্রহণ করেন আর একজন বাঙ্গালী—রামচন্দ্র রায়। এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে অতি আধুনিক ব্যাঙ্কিং যুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলই সর্ব্বপ্রথম প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৫২ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ব্যাঙ্ক অব বোম্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শেয়ার স্পেকুলেশনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে উহার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় এক কোটি টাকা মূলধনে পরিপুষ্ট হইয়া ব্যাঙ্ক অব বোম্বে দ্বিতীয়বার ব্যাঙ্কিং কার্য্য আরম্ভ করে। ১৮৪৩ সালে "ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজ" স্থাপিত হয়। সমসাময়িক কালের ব্যাঙ্কের মধ্যে বেনারস ব্যাঙ্ক (১৮৪৫-৪৯ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত, আগ্রা ব্যাঙ্ক (১৮৩৩-১৯০০ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত; সিমলা ব্যাঙ্ক (১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ) ঢাকা, (১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ) এবং এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ) প্রভৃতির নাম ও কার্য্যবিবরণী পাওয়া যায়।

প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কসমূহের আংশিক মূলধন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হইতে সরবরাহ করা হইয়াছিল। ব্যাঙ্কিংসংক্রান্ত গভর্ণমেণ্টের কাজ-কারবার এই সকল প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক মারফৎ সম্পাদিত হইত এবং এই-সব ব্যাঙ্ক ১৭৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নোট প্রচলনের অধিকারও পাইয়াছিল। ক্রমে নোট প্রচলন ও মুদ্রানীতি গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে যাওয়ার ফলে এবং সরকারী তহবিল "রিজার্ভ ট্রেজারীতে" সঞ্চিত হওয়ার দরুণ টাকার বাজারে অর্থের অনটন চলিতে থাকে। বহুকাল পর্য্যন্ত বিবিধ আন্দোলনেও এই নীতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই। অবশেষে বিগত মহাযুদ্ধের প্রতিকূল অবস্থায় বাধ্য হইয়া গভর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ট্রেজারীর অস্তিত্ব লুপ্ত করিয়া নব প্রতিষ্ঠিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কেই সরকারী টাকা গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। যুদ্ধাবসানে তিনটি প্রেসিডিন্সী ব্যাঙ্ক সম্মেলিত করা হয় এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কের দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন সম্পন্ন না হওয়ায় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া" স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্ক প্রকৃত পক্ষে ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্কার। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ম্মক্ষেত্র, গঠনপ্রণালী, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মনীতি জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কারণ এই ব্যাঙ্ক কৃষি-শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতির সর্ব্ব বিভাগে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী।

আধুনিক ব্যাঙ্কিং বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্ক ও বিনিময় ব্যাঙ্কগুলিও দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য বিস্তৃতির পক্ষে বহুল সহায়তা করিয়া আসিতেছে। বহির্ব্বাণিজ্যের প্রয়োজনে বিদেশীয় বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া

আছে। বিনিময় ব্যাঙ্কের কর্ম্মক্ষেত্রে দেশীয় প্রচেষ্টা সম্যক সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক, এ্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক অব সিমলা, টাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব বর্ত্তমানে অবলুপ্ত। এই তিনটি ব্যাঙ্কের লণ্ডনে অফিস ছিল। ভারতের প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কগুলি বিনিময় বাণিজ্য ও বৈদেশিক ব্যবসা সম্পর্কে প্রত্যেকের নিজের নিজের ব্যাঙ্কার ইউরোপের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রে আছে। বিদেশের সহিত বিনিময় ব্যাঙ্কিং ও অন্যান্য কার্য্যাদি সাধারণতঃ এই সকল এজেন্টের মারফৎ সম্পাদিত হইতেছে।

ব্যাঙ্কিং বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাও দেখা যায় যে, এ দেশের ব্যাঙ্কিং কারবার এতকাল একমুখী হইয়াই প্রসারতা ও বিস্তার লাভ করিয়া আসিতেছে। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে এ দেশের আদর্শ ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিংএর কার্য্যধারা প্রধানতঃ কমার্শিয়াল—অর্থাৎ বাণিজ্যপোষক ব্যাঙ্কিং। কিন্তু গতানুগতিকতার মারাত্মক পরিণামে এতদ্দেশীয় ব্যাঙ্কিংকে বিচিত্র ও ব্যাপক কর্ম্মক্ষেত্রে বিস্তার ও উন্নতি লাভে সহায়তা করে নাই। অথচ দেশের আভ্যন্তরীণ টাকা পয়সার ব্যাপারে এবং কৃষি-শিল্প প্রভৃতির উন্নতির আবশ্যকতায় এইরূপ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। দেশের আর্থিক উন্নতি কার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব, তাহার পরিচয় জার্ম্মাণী ও জাপানের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা সপ্রমাণ করিয়াছে। এ দেশের ব্যাঙ্কিং বিদ্যার শিক্ষাগুরু ইংলণ্ড নহে—এ দেশের ব্যাঙ্কিংএর ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী অতীতের বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসা গড়িয়া উঠে তাহার সমসাময়িক অবস্থা হইতে এবং প্রয়োজন এই ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কৃষি-শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত এই দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসা কেবল মাত্র অনুকরণের প্রতিযোগিতায় প্রসারমুখীন। ক্রমবর্দ্ধমান বাণিজ্যের সহায়তার জন্য ইংলণ্ডের পাঁচটি প্রধান ব্যাঙ্কের মত একটি বাণিজ্য ব্যাঙ্ক এদেশে কখনো গড়িয়া উঠে নাই। অসংখ্য ছোট ছোট ব্যাঙ্ক যেখানে সেখানে ব্যবসা চালাইতেছে এবং নিজেদের ভিতর অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু সমন্বয়ের দ্বারা অন্তর ও বহির্ব্বাণিজ্যে স্থান লাভ করিতে পারে—কৃষি-শিল্পে অর্থ সরবরাহ করিতে পারে—বিপুল অর্থ শক্তিতে শক্তিশালী হইতে পারে—এইরূপ সাধু উদ্যোগ এই সকল ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে অনুসৃত হওয়া আবশ্যক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত বাঙ্গালার ব্যাঙ্কগুলির আকার ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা বিদেশীয় ব্যাঙ্কের তুলনায় নিতান্তই যৎকিঞ্চিৎ। এই ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যাঙ্কিংএর উন্নতির জন্য কর্ম্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করা উচিত। তাহা হইলে কর্ম্ম-পদ্ধতিতে নূতনত্ব আসা সম্ভব হয়, দেশের প্রয়োজনও সুসম্পন্ন হইতে পারে এবং ব্যাঙ্কের উন্নতিও সম্ভব হয়।

ভারতবর্ষে শতকরা ৭২ জন লোক কৃষিজীবী। কৃষির উন্নতির উপরই জাতীয় কল্যাণ নির্ভরশীল। কৃষি ও কৃষকের অবস্থা উন্নত নহে বলিয়াই এদেশে কৃষির জন্য কৃষি-ব্যাঙ্ক ও শিল্পের জন্য শিল্প-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। টাকা ধার করিবার ভালরূপ সুযোগ না থাকিলে কৃষি ও শিল্পের প্রয়োজনে আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহের একান্ত অসুবিধা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সকল কার্য্যে অর্থ সহায়তা করিতে পারে। কিন্তু এতকাল যে নীতি অনুসরণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট কৃষি-শিল্পে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহে নিরুৎসাহবোধ করিয়া

আসিয়াছেন, ঠিক সেই কারণেই কৃষি-শিল্পের উন্নতিতে অর্থ সহায়তার পক্ষে বাধা আছে। দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি দেশের অর্থনৈতিক বর্ত্তমান অবস্থায় পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার অযৌক্তিক মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া নবযুগের প্রবর্ত্তন করিতে পারে। নিম্নলিখিত তিনটি কর্ম্মব্যবস্থা যদি অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে জাতীয় ব্যাঙ্কসম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সর্ব্বতোভাবে ব্যাঙ্কিংএর উন্নতি হয়। এই কর্ম্ম ব্যবস্থাগুলি এই—(১) উপযুক্ত মূলধন (২) যোগ্য পরিচালনা (৩) দেশের স্বার্থে সুষ্ঠুভাবে টাকা খাটানো। প্রকৃত দেশাত্মবোধ ও জাতীয় কল্যাণ কামনায় অনুপ্রাণিত হৃদয় লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। একদা এই প্রেরণার জোয়ারে ভাসিয়া বাঙ্গালী জাগিয়াছিল। কিন্তু ব্যবসা-বুদ্ধির অভাবে না হোক—অন্ততঃ অস্বাভাবিক ভাবে ব্যবসা বিস্তৃতির জন্য যে বাঙ্গালীকে গুরুতর আর্থিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোন কোম্পানী-নামীয় ব্যাঙ্কসমূহের দরজা বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে বাঙ্গালী প্রায় ৭৮ কোটি টাকা হারাইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গলা দেশে এক অভাবনীয় আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়া পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলার কয়েকটি ব্যাঙ্ক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করায় বাঙ্গলার অর্থনীতি ক্ষেত্রে এক নবযুগের সঞ্চার হইয়াছে।

দেশের আর্থিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার সহিত ব্যাঙ্কের যোগাযোগ এত গভীর যে, শিল্প বাণিজ্য কৃষি-ব্যবসা সকল কিছুর উপরেই ব্যাঙ্কের বিপুল প্রভাব এবং ব্যাঙ্কের সহায়তাই হইতেছে প্রধান কথা। জার্ম্মাণী ও জাপানের ব্যাঙ্কগুলি দেশকে কি ভাবে অগ্রগামী করিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহাই আধুনিক অর্থনীতির বড় শিক্ষা। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিং রীতি যদিও বা এ দেশের ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রক, তথাপি ইংলণ্ডের মত এখনও এ দেশের আর্থিক জগতে 'রানিং ব্রোকার' 'ডিস্কাউন্ট হাউস' ও 'অ্যাকসেপটেন্স হাউস'এর মত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। নূতন নূতন শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের জন্য 'আণ্ডাররাইটার্স' বা 'ইস্যু হাউসের' কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই। আর্থিকজগতে প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনীতির সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করা চাই।

ব্যাঙ্কিং বিকাশের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে তুলনামূলকভাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কের পতন সংখ্যা বিশ্ব-অর্থনীতির ক্ষেত্রে অগ্রণী আমেরিকার তুলনায় বহুলাংশে কম। নিম্নলিখিত দুইটি পরিসংখ্যান দৃষ্টে তাহা অনুধাবন করা যায়।

ভারতবর্ষ			আমেরিকা		
বর্ষ	সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন (লক্ষ টাকা)	বর্ষ	সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন (কোটী ডলার)
১৯২৫	১৭	১৮.৭	১৯২১	৫০১	১৯৬.৪
১৯২৬	১৪	৩.৯	১৯২২	৩৫৪	১১০.৬
১৯২৭	১৬	৩.১	১৯২৩	৬৪৮	১৮৮.৭
১৯২৮	১৩	২৩.১	১৯২৪	৭৭৬	২১৩.৩
১৯২৯	১১	৮.১	১৯২৫	৬১২	১৭২.৯
১৯৩০	১২	৪০.৬	১৯২৬	৯৫৬	২৭২.৪
১৯৩১	১৮	১৫.০	১৯২৭	৬৬২	১৯৩.৮
১৯৩২	২৪	৮.১	১৯২৮	৪৯১	১৩৮.৬
১৯৩৩	২৬	৩.০	১৯২৯	৬৪২	২৩৪.৫
১৯৩৪	৩০	৬.২			
১৯৩৫	৫১	৬৫.৯			
১৯৩৬	৪৪	৪.৯			

ব্যাঙ্কিং প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ এমন একটি স্তরে উত্তীর্ণ হইয়াছে, যে স্তর হইতে ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমশঃ সাফল্যের পরিচয় দিতেছে। নিম্নলিখিত সংখ্যাপর্ব্ব হইতে ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

	সংখ্যা	বিক্রীত মূলধন (লক্ষ টাকা হিসাবে)	আদায়ীকৃত মূলধন (লক্ষ টাকা হিসাবে)
১৯২৭-২৮	৬১৯	২০,৪০	১০,৩৩
১৯২৮-২৯	৭৮৫	২০,৮১	১০,৪৪
১৯২৯-৩০	৯৪২	২২,৩১	১১,৪৬
১৯৩০-৩১	১০৯২	২২,৬৯	১১,৬৫
১৯৩১-৩২	১১২০	২২,০৮	১১,৩৯
১৯৩২-৩৩	১[illegible]৮	২২,৬৮	১২,২৫
১৯৩৩-৩৪	১২[illegible]৬	২৪,২৬	১৪,২২
১৯৩৪-৩৫	১২[illegible]৭	২৪,৪৫	১৪,৫৮
১৯৩৫-৩৬	১৫০[illegible]	২৪,৩৬	১৫,৫১

মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে, এদেশের ব্যাঙ্কিং প্রচেষ্টা সাফল্যের পথে এবং অদূর ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কিং-ব্যবসা অর্থনৈতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করিবে, এই বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে করা যায়।

দেশীয় জাহাজ-শিল্প

জলপথে ভারতের বাণিজ্য বিস্তারের ইতিহাস বহু প্রাচীনকালের স্মৃতি বহন করিতেছে। এ দেশের জাহাজশিল্প সমুদ্র পথে একদা একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বাণিজ্য ব্যবসায়ে এ দেশের জাহাজ সমুদ্র পথে যাওয়া আসা করিত। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সহিত এদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বহির্ব্বাণিজ্যে ও অন্তর্ব্বাণিজ্যে এদেশের জাহাজই ব্যবহৃত হইত এবং বাঙ্গলা দেশে চট্টগ্রাম ও কলিকাতা জাহাজ-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৭৮১—১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা বন্দরে ৩৫ খানি জাহাজ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। পরে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ১৯ খানি, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ১৩ খানি এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৯৭ খানি জাহাজ তৈয়ারীর সংবাদ তৎকালীন ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া চট্টগ্রামের জাহাজ শিল্পের ও নৌ-বাণিজ্যের ইতিহাস আরও ব্যাপক। তখন পালের জাহাজের সহায়তায়ই ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশের সহিত বাণিজ্য বিনিময় চলিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অন্যান্য বাণিজ্য ও [illegible]াকে যে ভাবে ধ্বংসের সম্মুখীন করে ঠিক সেই ভাবেই জাহাজ-শিল্পে এদেশের অগ্রগতিকে ব্যাহত করা হয়।

সরকারী সহায়তা পাইলে এবং বাষ্পীয় জাহাজ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই শিল্পকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্দ্ধিত করিয়া তোলার চেষ্টা করা হইত, তাহা হইলে এই শিল্পে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থাকিত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নৌশক্তিতে অপ্রতিহত স্থান বলা হয়—কিন্তু এই স্থানটিতে স্বাধীনতার মতই ভারতবর্ষের জন্মগত অধিকার রহিয়াছে। নিতান্ত জোড় করিয়া এবং একদেশদর্শীতার ফলে এই স্থান হইতে এই দেশকে বিচ্যুত করা হইয়াছে এবং স্বাধীনতার মতই তাহাও তাহাকে হারাইতে হইয়াছে।

এখন জাহাজ-শিল্পে ভারতবর্ষ যে অন্যান্য দেশের তুলনায় পশ্চাৎপদ—তাহার একমাত্র কারণ বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর অবৈধ প্রতিযোগিতা এবং সংঘবদ্ধভাবে মিলিত হইয়া এই শিল্পকে ধ্বংস করিবার সমবেত প্রচেষ্টা। এই জন্য গবর্ণমেণ্টের শৈথিল্য, সুনির্দ্দিষ্ট বাণিজ্যনীতির অভাব ও দেশীয় জাহাজ-শিল্পের প্রতি ঔদাসীন্যের উল্লেখ করা চলে। ভারতে বাণিজ্যরত বৈদেশিক কোম্পানীগুলি একচেটিয়া ব্যবসা বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর এবং দেশীয় কোন প্রচেষ্টাকেই এইগুলি সুনজরে দেখে না। গভর্ণমেণ্ট অতীতে যে মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয় বণিকগণের কার্য্য-কলাপ নীরব দর্শকের মত দেখিয়া আসিয়াছেন ও এখনো যেন নীরবতা ভঙ্গ করিবার আবশ্যকতা সম্পূর্ণতঃ আসে নাই—এইরূপভাবে চুপ করিয়া আছেন। অবশ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে, রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছে এবং বহু বিস্তৃত আলোচনাও চলিয়াছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর অবৈধ, অন্যায় ও অশোভন প্রতিযোগিতা বন্ধ করার নির্দ্দেশ আসা দূরে থাকুক বরং ইহাদের মারফতে গভর্ণমেণ্ট ডাক ও প্রয়োজনীয় রসদ ইত্যাদি বহন করাইবার অধিকার দিয়া উহাদের সকল অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতে-ছেন। জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক এই শিল্পের আত্মপ্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগ বারম্বার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ও গভর্ণমেণ্টের দুয়ারে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে। বহু শতাব্দী পরিব্যাপী জাহাজ-শিল্পের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্মৃতি এখনও সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী উজ্জীবিত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছে। বর্ত্তমানে আরও সমধিক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এই সাধু উদ্যোগ বস্তুতঃ স্বদেশ-প্রীতির পরিচায়ক। যুদ্ধের প্রয়োজনে বহু জাহাজ নিয়োজিত থাকায় এই সময় দেশীয় জাহাজী ব্যবসা সংগঠনের প্রকৃষ্ট সময় বলা চলে।

দেশের নৌশক্তির সহিত জাতীয় বাণিজ্যের নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে দেশবাসীকে সুপ্রতিষ্ঠ ও লুপ্ত অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জাহাজী ব্যবসাকে সম্যক সংগঠিত করিয়া তোলা আবশ্যক। দেশের জাগ্রত জনমতকে কোন রাজশক্তি উপেক্ষা করিতে পারে না—যদি অন্তর্বাণিজ্যের ও বহির্ব্বাণিজ্যের প্রয়োজনে জাতীয় শিল্পকে প্রতিষ্ঠা ও সহায়তার জন্য গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য দানের জন্য বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে গভর্ণ-মেণ্টের অনাদরে ও অবহেলায় মৃতপ্রায় এই শিল্প উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ইতিহাসের আর এক অধ্যায়ে

স্বর্ণপ্রসূ এই দেশ—এই প্রসিদ্ধি প্রবাদ বাক্যের মত দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বৈদেশিকগণের শ্রুতিতে এই কথা কেবল ঝঙ্কৃত হইয়াছে। বহু শতাব্দীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এদেশের ঐশ্বর্য্যের কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বৈদেশিকগণের লুব্ধদৃষ্টি যুগে যুগে এই দেশের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এই দেশের ঐশ্বর্য্যসম্পদ নানাভাবে লুণ্ঠিত হইয়াছে। বাণিজ্যের নামে এই লুণ্ঠনের কাহিনী মর্ম্মান্তিক।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পরবর্ত্তী কালের কথাই প্রধানতঃ এই প্রবন্ধের আলোচ্য। এই সময় হইতেই ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের শোচনীয় অধোগতি আরম্ভ হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দেও কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে ২০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সূতার জিনিষ রপ্তানির প্রমাণ পাওয়া যায়। আর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতী সূতা এদেশে আমদানী হয় এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রায় কুড়ি লক্ষ পাউণ্ডের সূতার নির্ম্মিত দ্রব্যাদি এদেশে আমদানী হয়। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এই যে বিরাট পরিবর্ত্তন তাহার অন্তরালে ছিল ইংলণ্ডের যন্ত্র-শিল্পের সহিত এদেশের কুটির শিল্পের প্রতিযোগিতা। এই সময় বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে। ইতিপূর্ব্বে এদেশের কুটির শিল্পের সহিত ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা টিকিতে পারে নাই—এই জন্য এদেশের শিল্পের ধ্বংসের জন্য নানা আয়োজন হয়। কিন্তু পরিশেষে পরাজয় আসিল—এদেশের শিল্পের দুর্দ্দশাও আরম্ভ হইল। ইংলণ্ড ভারতীয় শিল্পজাত সামগ্রীর উপর শুল্ক বসাইয়া রপ্তানির পথ রোধ করিয়া দেয়। গভর্ণ-মেণ্ট লবণ শিল্পের উপর একচেটিয়া অধিকার পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লবণের উপর শুল্ক চাপানোর ফলে দেশীয় লবণ শিল্পের অপরিমেয় ক্ষতি হয়। ইতিপূর্ব্বে এদেশে যাহাতে বিলাতী লবণের বাজার সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে সেই জন্য নানারূপ চেষ্টা করা হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতেই বিলাতী লবণ বাঙ্গলার বাজারে প্রবেশ করে। এই লাভজনক শিল্প কালক্রমে বিদেশী বণিকগণের করায়ত্ত হইয়া পড়ে। কালক্রমে দেশের কোটি কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতে থাকে। পরবর্ত্তীকালে লবণ শিল্প সংগঠনের জন্য প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি অন্যান্য শিল্পের মত ইহা এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এদেশের খনিজ ধাতু-ঐশ্বর্য্য অন্যান্য সম্পদের মত লোপ পাইয়াছে বা হস্তান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। এককালে ধাতু-রসায়নে উন্নতি লাভ করিয়া এই দেশ নিজের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু বাহিরের প্রতিযোগিতা পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্প সম্পদের অবনতি আরম্ভ হয়। অতীতে লৌহ শিল্পের উন্নতির নিদর্শন যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু কাল-ক্রমে তাহা লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। এখন টাটার লৌহকারখানা কেবল ভারতবর্ষে নহে—পৃথিবীর মধ্যেও তাহার প্রসিদ্ধি বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতে সর্ব্বপ্রথম লৌহকারখানা বেঙ্গল আয়রন কোম্পানী। ইহা এখন মার্টিন কোম্পানীর পরিচালনায় একটি উন্নত প্রতিষ্ঠান। বার্ণ কোম্পানীর পরিচালনায় ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী একটি বিরাট লৌহশিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি কোম্পানী দেশীয় লৌহশিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের আর্থিক সহায়তা পাইলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে এই দেশের আর্থিক সম্পদ সমধিক বৃদ্ধি পাইত।

বাঁচবার সমস্যা

[অধ্যাপক শ্রীঅনাথ গোপাল সেন]

আমার বেসাতি হ'চ্ছে "টাকার কথা" নিয়ে—টাকা নিয়ে কিন্তু নয়। অনেকে হয়ত বলবেন "টাকার" বেসাতি না করে "টাকার কথা"র বেসাতি করে আপনারই বা কি লাভ; আর সে কথা শুনে আমাদেরই বা কি লাভ? এই অভিযোগের কৈফিয়তে আমি শুধু এই বলতে চাই যে, টাকা প্রাপ্তির জন্য আজ পর্য্যন্ত কোনো ম্যাজিক সৃষ্টি হয় নাই—যদিও বা শোনা যায় অনেকে অনেক সময়ে এজন্য সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রয় নিয়ে থাকেন। ধর্ম্মলাভ যেমন কষ্টসাধ্য, অর্থলাভও তেম্নি দুঃসাধ্য। তবে একথা স্মরণ রাখা দরকার—"যাদৃশীর্ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। যিনি যে বিষয়ে যতটা চিন্তা করেন, কামনা করেন, তিনি সেই বিষয়ে তদনুরূপ সিদ্ধি লাভ করেন। সুতরাং অর্থ পেতে হ'লে অর্থ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা ও ভাবনা করা দরকার। সেই দিক দিয়েই টাকার কথার আলোচনার সার্থকতা।

আর্থিক ব্যাপারে পিছাতে পিছাতে আমরা এমন স্থানে এসে পৌচেছি যে, আর পিছাবার স্থান নাই—এর পরে বিনাশ। বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি, কোন্ পণ্ডিত যেন বলেছিলেন। এ অতি সত্যি কথা। কিন্তু এখন অনতিবিলম্বে হুঁসের প্রয়োজন, নিজের অবস্থা ও চারিদিক চোখ মেলে ভাল করে তাকিয়ে দেখা অত্যাবশ্যক। মোহের অঞ্জন চোখে মেখে শূন্যগর্ভ ভাবালুতা নিয়ে আর এক মুহূর্ত্ত বসে থাকলে চলবে না। রূঢ় বাস্তবকে আজ চিনতে হবে, বুঝতে হবে—তবেই বাঁচবার চেষ্টা আমাদের সফল হবে।

দুনিয়ায় আজ আগুন লেগেছে। এবার শুধু খাণ্ডব বন দহন নয়, নিখিল বিশ্ব যেন ছারখারে যেতে বসেছে। প্রায় প্রত্যহ বিশ্ব-রঙ্গ-মঞ্চে পটের পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে—দেশের ও জাতির ভাগ্যে প্রলয় সংঘটিত হ'চ্ছে। এ বিবাদ হিটলার ও চার্চ্চিলের ব্যক্তিগত কলহ নয়; এ বিবাদ যুধ্যমান প্রত্যেক জাতির মানুষের মত বেঁচে থাকার দাবীর সংঘর্ষ—অর্থনৈতিক আদর্শের বিবাদ। এক কথায় এ হ'চ্ছে যাকে ইংরাজিতে বলে struggle for existence বা জীবন সংগ্রাম। জীবন সংগ্রামের এই প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর রূপটিকে ভাল করে দেখে ও হৃদয়ঙ্গম করে আমাদের নিজেকে এই প্রশ্ন করতে হবে, "জীবন সংগ্রামে জয়ী হ'বার জন্য এর তুলনায় কতটুকু চেষ্টা আমরা করেছি, কতটুকু মূল্য আমরা দিয়েছি?"

পণ্ডিত মেলথাস বলেছিলেন, মানুষের ভোগের জন্য পণ্য বা সম্পদ সৃষ্টি যে পরিমাণে বাড়ছে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা তদনুপাতে অনেক বেশী বেড়ে চলেছে এবং একদিন আসবে যখন পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সকল মানুষের অভাব পূরণ করতে আর সক্ষম হবে না। কিন্তু সেদিন উপস্থিত হ'বার বহু পূর্ব্বেই মানুষ তার অত্যধিক স্বার্থপরায়ন কৃতকর্ম্মের ফলে এমন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে যে, আজ একদল লোকের পক্ষে মানুষের মত বেঁচে থাকা ত দূরের কথা, নিতান্ত দীন হীনভাবে প্রাণ ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। তা'হ'লে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এই, যে অবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মে বিলম্বে অন্য আকারে আসতে পারত, মানুষের লোভ ও দুর্ব্বুদ্ধির দোষে এখনই তা এসে উপস্থিত হয়েছে। ফল একই—আগে আর পরে, কতকগুলি লোককে জীবিকা সংস্থানের অভাবে প্রাণত্যাগ করতে হ'বে। এই মৃত্যু দেখা দেবে বেকার ও মহামারীর আকারে, যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিপ্লবের মূর্ত্তিতে। এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে মরবে কারা, বাঁচবেই বা কে? এই প্রশ্নের অতি পুরাতন অথচ চিরসত্য উত্তর হচ্ছে, যারা যোগ্য তারাই বাঁচবে; এ জগতে অযোগ্যের স্থান নাই। একেই ইংরাজিতে survival of the fittest বলা হয়। আমাদের সম্মুখে জীবিকা অর্জ্জনের সমস্যা দিন দিন যতই কঠিন হয়ে উঠছে ততই এ সমস্যার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সহজ পথের অনুসন্ধানে আমরা বৈঠকি আলোচনায় মুখর হয়ে উঠছি। নানা মুনি নানা পথের সন্ধান দিচ্ছেন। কেউ বলছেন back to the village; সহরে এসে ভীড় করেই এই বিপদ ঘটছে, গ্রামের ছেলে গ্রামে ফিরে যাও, চাষ বাস কর, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব হ'বে না। তারা ভুলে যাচ্ছেন জমির উপর বর্ত্তমান চাপই যথেষ্ট ভারী হয়ে উঠেছে; যাঁরা এখনো গ্রামে রয়েছেন তাদের ভাত কাপড়ের সংস্থানই এই জমি থেকে ভাল করে হচ্ছে না। উন্নত আধুনিক প্রণালীর চাষের প্রবর্ত্তন হ'লে বর্ত্তমান পল্লীবাসীদের অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি হবে সন্দেহ নাই; কিন্তু নূতন লোকের ব্যবস্থা সহজসাধ্য হবে না। সুতরাং আর এক দল পণ্ডিত বলছেন, দেশময় নব নব শিল্প প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আমাদের মুক্তির আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু তাতেও এক দলের মনের সন্দেহ একেবারে দূর হচ্ছে না। এ কথাই যদি সম্পূর্ণ সত্য তা হ'লে শিল্প জগতে যারা শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে, যেমন ইংলণ্ড ও আমেরিকা—সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক কর্ম্মহীন, বেকার কেন? সেখানে নিজে বাঁচবার জন্য অপরকে মারবার এই ভয়ঙ্কর নরমেধ যজ্ঞের বিরাট আয়োজন কেন? সুতরাং যেদিক দিয়েই বিচার করে দেখি না কেন, বাঁচবার পথ সহজ ও কুসুমাস্তীর্ণ পথ নয়। এ পথে যারা যোগ্য, গুণী ও শক্তিমান তারাই জয়ী হবে—অযোগ্য, অক্ষম ও দুর্ব্বল যারা তারা হ'বে নিশ্চিহ্ন।

আমরা কোন্ দলে তার বিচার আজ নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে লে কর্ণেল ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালী হিন্দুকে ক্ষয়িষ্ণু মরণোন্মুখ জাতি বলে নির্দ্দেশ করেছিলেন। তার এই সতর্কবাণী দেশের মধ্যে একটা গভীর সাড়ার উদ্রেক করেছিল; কিন্তু তা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। এইটাই খারাপ লক্ষণ। আমাদের এই ক্ষয়িষ্ণুতার পরিচয় আজ চারিদিকে এমন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে তার প্রমাণের জন্য আর কোনো পণ্ডিতের ভূয়োদর্শন ও বিচারের আবশ্যক করে না। কন্যাপণ, সামাজিক বাধা-নিষেধ, উচ্চ বর্ণের অনুদারতা ও ঔদাসীন্যের ফলে অনুন্নত, তথাকথিত নিম্ন বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় আজ দেশ থেকে এক প্রকার লোপ পেতে বসেছে—যারা টিকে আছে তারাও জীবন্মৃত, এক প্রকার মরণের দাখিল। তাই এই কৃষিসর্ব্বস্ব দেশে হিন্দুকে আর জমি চাষ কর্ত্তে বড় একটা দেখা যায় না। পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত আজ দেশী কামার, কুমার, ছুতোর, মিস্ত্রী পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। বড় বড় সহরের ত কথাই নাই, মফঃস্বলের ছোট ছোট সহর পর্য্যন্ত অবাঙ্গালী ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, গাড়োয়ান, মুটে-মজুর, পাহারাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, দোকানদার, দরোয়ানে ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে। বাংলার রাজধানী কলিকাতা নগরীর প্রতি যদি আপনারা দৃষ্টিপাত করেন, তা'হলে বাঙ্গালীর এই অসহায় নগ্নরূপের আরও সুস্পষ্ট জমাট ছবি দেখতে পারেন।

পাট বাঙ্গলার একচেটে সম্পদ, অথচ বাংলার চাষী রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, জলে ডুবিয়ে পাট উৎপাদন করে তার কতটুকু মূল্য পায়? অথচ এই পাটকে আশ্রয় করে কলিকাতার উভয় পার্শ্বে, গঙ্গার উভয় তীরের ২৫।৩০ মাইল দূরে ইংরেজ বহু পাটের কল প্রতিষ্ঠা করে প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা লাভ করছে। একটা বড় মিলের বাৎসরিক আয় বাংলার সমস্ত জমিদারের সম্মিলিত আয় অপেক্ষা অধিক। বাঙ্গালীদের মধ্যে সম্প্রতি ২।১টি পাট কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তা' সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের জলের মত। কয়লা বাংলার আর একটি বড় সম্পদ। সেখানেও বিদেশী এবং অবাঙ্গালীরই একাধিপত্য। চা'র চাহিদাও পৃথিবীব্যাপী এবং বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশই ভারতের চা প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই চা'র ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ শতকরা ৭।৮ টাকাও নয়। চিনি ও লবণ প্রত্যেকের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। কর্ত্তৃপক্ষ ১৯৩১ সালে ভারতীয় শর্করা শিল্পের জন্য রক্ষণ-শুল্ক নির্দ্ধারণের পর বিহারে ও যুক্ত প্রদেশে প্রায় দেড় শত নূতন চিনির কল সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল; কিন্তু এ সম্পর্কে বাঙ্গালীর চেষ্টা প্রস্‌পেক্টাস ও বিজ্ঞাপন প্রচারেই প্রায় পরিসমাপ্ত হয়েছে। বাঙ্গলায় যে গুটি ৪।৫ চিনির কল চলছে তার ৩।৪টি মাড়োয়ারীর ও একটি ইংরাজের। বাংলার একটা বিরাট অংশ সাগর-বেষ্টিত ও লবণাম্বু-বিধৌত; কিন্তু এমন সুযোগ এবং গবর্ণমেণ্ট থেকে লবণ তৈরীর অধিকার পেয়েও আমরা ভাল করে একটা লবণ প্রস্তুতের কারখানা কর্ত্তে পারছি না। ৩।৪টি কোম্পানী করেছি বটে; কিন্তু তার সাহায্যে বাজারের প্রয়োজন মেটান যায় না; মূলধন সংগ্রহের চেষ্টায়, মূলধনীদের sample উপহার দেওয়া চলে। তারপর ধরুন কাপড়ের কলের কথা। ১৯০৬ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের পর স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন ব্রতের সূত্রপাত এই বাংলায় হয়েছিল, কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করলে কে? আমরা নই, বোম্বাইবাসীরা। বোম্বাই প্রদেশ কাপড়ের কলে ছেয়ে গেল; তারা বহু কোটি টাকা আমাদের দেশ হ'তে উপায় করলে এবং এখনও করছে। আর আমরা "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" বলে রাস্তায় রাস্তায় চেঁচিয়ে অতি কষ্টে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল নামে একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলাম; কিন্তু আমাদের অযোগ্যতা ও অসাধুতার ফলে তারও প্রায় ভরাডুবি হয়েছিল, যদি না অপর একজন ধনী বাঙ্গালীর অনুগ্রহ দৃষ্টি এর উপর পড়ত। অবশ্য পরে আরও গোটা কয়েক বাঙ্গালী পরিচালিত কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু একমাত্র বাংলার প্রয়োজনের তুলনায় এই আয়োজন কতটুকু? তা ছাড়া এদের জীবনীশক্তির কথা চিন্তা করতে গেলে নিজেদের গৌরব অপেক্ষা লজ্জাই অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে উঠে। গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে প্রতি বৎসর কত কোটি কোটি টাকার পণ্য বিদেশে চালান হ'চ্ছে, আবার বিদেশ হতে কলকাতায় আসছে। এই বিশাল বহির্ব্বাণিজ্যের সাথে নানাভাবে যুক্ত থেকে, রেল ও জাহাজ কোম্পানী, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স ফার্ম্ম, বিক্রেতা ও ক্রেতা, দালাল ও উপদালাল কত লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করছে। কিন্তু সেখানে আমাদের টিকি দেখতে পাওয়া যায় না। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে সাহা, তিলি, বসাক প্রভৃতি এক শ্রেণী বাঙ্গালীর বেশ একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল; কিন্তু তারাও আজ মাড়োয়ারীদের সাথে প্রতিযোগিতায় হটে যাচ্ছে কিম্বা অভিশপ্ত মর্য্যাদার ভ্রান্ত ধারণা হ'তে তাদের বংশধরেরা স্বেচ্ছায় জাত-ব্যবসা থেকে দূরে সরে

দাঁড়াচ্ছে। কলিকাতার শেয়ারের বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজ হাত বদলাচ্ছে। এই বাজার মাড়োয়ারীদের দখলে। ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানী আমাদের কিছু কিছু হ'চ্ছে বটে, কিন্তু আমাদের সমস্ত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ও ব্যাঙ্কের মূলধন একত্র করলে বিলিতি একটা বড় ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বা ব্যাঙ্কের মূলধনের কাছেও ঘেসতে পারবে না। রূঢ় শোনালেও অনেকে বলে থাকেন আমাদের এ সব প্রতিষ্ঠান বেকারদের প্রতিষ্ঠান, বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রতিষ্ঠান নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পের স্নায়ুকেন্দ্র ক্লাইভ ষ্ট্রীটে বাঙ্গালীর আসন কেরাণীর চেয়ারে, মালিকের চেয়ারে নয়। এসব বড় কাজ ও বৃহৎ আয়োজনের কথা ছেড়ে যদি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ছোটো খাটো কাজ কর্ম্ম ও ব্যবসার দিকে তাকাই—তা'হলেও সেই একই শোচনীয় অবস্থা দেখতে পাই। ভোর হ'তে রাত্রি পর্য্যন্ত বাংলার মাটিতে তৈরী এই কলকাতা নগরীতে আমাদের দৈনন্দিন সকল অভাব কারা পূরণ করছে? খবরের কাগজওয়ালা, দুধওয়ালা, ডালওয়ালা, প্লাইক্রুশওয়ালা, লোহা লক্করওয়ালা পর্য্যন্ত যে দিকে ফিরাই আঁখি, শুধু অবাঙ্গালী দেখি। দু'চার যায়গায় আমাদের অক্ষম হিন্দুস্থানী ভাষার উত্তরে পরিষ্কার বাঙ্গলা ভাষায় জবাব পেয়ে বুঝতে পারি হংস মধ্যে বকোযথা রূপে তারা এখনো বিরাজ করছেন, বাঙ্গালীর মান রেখেছেন।

আমাদের অক্ষমতার ও লজ্জার ইতিহাস আর দীর্ঘ করব না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আজ ২৫ বৎসর যাবত জপমালার মত এই কথাগুলি আমাদের শুনিয়ে আসছেন। এই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে প্রাদেশিকতার বিষ ছড়ান আমার উদ্দেশ্য নয়। দোষ অপরের নয়, দোষ আমাদের নিজেদের। বিজ্ঞান বলে, কোনো স্থান ফাঁকা (vacuum) থাকতে পারে না—বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। অর্থ-বিজ্ঞানও সেই একই কথা বলে। কাজের vacancy লোকের অভাবে খালি পরে থাকতে পারে না। The dog in the manger নীতি অনুসরণ করে নিজেও ব্যবসা-বাণিজ্য করব না, অপরে করলে গোসা করব—এই মত নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। সুতরাং ভিন্ন প্রদেশবাসীরা রাজশক্তির সহায়তা না নিয়ে উন্মুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দ্বারা বাংলাদেশকে জয় করেছে বলে এবং নিজের শক্তি, যোগ্যতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের জোরে এদেশে বহু টাকা রোজগার করছে বলে তাদের বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই—নালিশ আমার নিজ জাত ভাইদের বিরুদ্ধে, নিজেদের বিরুদ্ধে।

এখন হয়ত প্রশ্ন উঠবে, আমরা আজও তাহ'লে বেঁচে আছি কি করে?—তার উত্তর হ'চ্ছে এই যে বেঁচে আমরা নেই, তবে এখনো জীবন ধারণ করে আছি। আর আমাদের অনেকে জীবন ধারণ কর্ত্তেও অসমর্থ হয়ে অকালে, অভাবে অনটনে, ব্যাধি-পীড়ায় পরিপূর্ণ জীবনের পরিচয় পাবার বহু পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করেছে ও করছে। আর আমরা যে আজও টিকে আছি তার কারণ হ'চ্ছে আমাদের কতগুলি পুরাতন মূলধন ছিল—সেইগুলি ভাঙ্গিয়ে আমরা এখনও খাচ্ছি। সেই মূলধন কি?—

সোনার বাংলার অতি উর্ব্বরাভূমি, তার উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মৌরসী পাট্টা ও কায়েমী স্বত্ব, বাংলায় ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তন হেতু ইংরেজী শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ এবং ফলে নূতন শাসনযন্ত্র পরিচালনায় মুহুরীগিরি, কেরাণীগিরি, দারোগাগিরির ছড়াছড়ি; তদুপরি মোক্তারী, ডাক্তারী, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী ও মাষ্টারী প্রভৃতি কতকগুলি পণ্ডিতি ব্যবসা যাকে ইংরাজিতে বলে learned profession, তার সৃষ্টি। ধরাকে আমরা একেবারে সরা জ্ঞান করলুম। ইংরাজের পরেই ভারতবর্ষে কৌলিন্যের দাবী আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আমরা আর সবাইকে বেশ অবজ্ঞার চোখে দেখতে লাগলাম এবং অবজ্ঞাভরে কাউকে উড়ে, কাউকে মেড়ো, কাউকে ছাতুখোর বলে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করতে লাগলাম। চাকুরী ও নূতন যজমানী বা পণ্ডিতি ব্যবসা হতে বেশ কাঁচা দু'পয়সা আমাদের হাতে আসতে লাগল এবং তাই দিয়ে আমরা দেশে জমি জমা তালুক-মিরাশ কিনতে সুরু করে দিলাম। আমাদের তখন পায় কে? সহরের বাবু, গ্রামের ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদার। সঙ্গে সঙ্গে সুরু করে দিলাম মহাজনী ব্যবসা—সুদের হিসাবের উপর যাতে দরিদ্র প্রতিবেশীর জমীবাড়ী তালুকমিরাশ ঘরে এসে যায়। এলোও এমন কত শত। সমাজে আভিজাত্যের আসন একমাত্র আমাদের জন্যই বরাদ্দ হ'ল। [illegible]রা "বাবু ইংরেজী" শিখবার জন্য এবং সাহেবদের নিকট "বাবু" [illegible]তাব লাভ করবার জন্য সহরে এলেন না, পূর্ব্ব পুরুষের শিক্ষাদীক্ষা এবং পৈত্রিক ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে রইলেন, তাঁরা ধনী হ'লেও নিজেদের সম্বন্ধে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে আমাদের কাছে নতি স্বীকার [illegible]রলেন।

আমাদের যখ[illegible] এম্নি গৌরবোজ্জ্বল সচ্ছল দিনগুলি চলেছে, প্রকৃতিদেবী কিন্তু ত[illegible]ন আড়ালে হাসছেন। কারণ তিনি জানেন তার আইন দুর্লঙ্ঘ্য। তা[illegible] আমরা যখন চাকুরীর ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় এবং সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা বঙ্গ জননীর ক্রোড়ে বেশ নিশ্চিন্ত [illegible]রামে দিন কাটাচ্ছি তখন শুধু ইংরেজ নয়, অন্যান্য অভিশপ্ত প্রদেশের অধিবাসীরা পেটের দায়ে দুমুঠা অন্নের জন্য দেশ ছেড়ে বাংলায় আ[illegible]তে লাগল এবং যে সব স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ কর্ম্মকে আম[illegible] ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেছি তাই শ্রদ্ধার

সঙ্গে গ্রহণ করে আজ শুধু ক'লকাতায় নয়, বাংলার সহরে সহরে, বন্দরে বন্দরে সোনার দেউল গড়ে তুল্ল। এদিকে আমরা যে সব আশ্রয়কে চিরস্থায়ী মনে করে দিব্য আরামে ছিলাম তার ভিত্তি পর্য্যন্ত আজ নড়ে উঠেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজ যায় যায়। যদি বা শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে তা'হলেও তার খোল নলচে পর্য্যন্ত এমনি বদলাবে যে তা থেকে আর রস নিষ্কাসন হবে না। পণ্ডিতি ব্যবসায়ে আজ এমন ভীড়, এমন ঠেলাঠেলি যে সেখান থেকে পণ্ডিতের উপাধির খরচটাও আজ আর ফেরৎ পাওয়া যাচ্ছে না। চাকুরীর বাজারও একেবারে গিয়েছে; যাবারই কথা। প্রতি বৎসর তিন চার হাজার ছেলে বি, এ, পাশ কর্ত্তে পারে; কিন্তু তাদের জন্য ready made নূতন চাকুরী প্রতি বৎসর সৃষ্টি হ'তে পারে না। সর্ব্বোপরি বৃহত্তর বাংলা বা ভারতের বিরোধী এক সম্প্রদায় সমগ্র বাংলার ইজারা স্বত্ব লাভ করার ফলে আমাদের পুরাতন দুর্গগুলির অবস্থা এবার আরও কাহিল হয়ে উঠলো। জমিদারী, মহাজনী থেকে সুরু করে ছোট বড় সব কায়েমী স্বার্থ এবার একে একে ধ্বংস হ'চ্ছে। এ আঘাত অত্যন্ত অন্যায় মনে হলেও এ আমাদের প্রাপ্য ছিল। পৃথিবীর ধন সম্পদ আমরা ভোগ করতে চাই; কিন্তু সম্পদ সৃষ্টির কাজে আমাদের contribution কি, আমাদের দান কতটুকু? প্রভুর অধীনে বড় বড় অনেক চাকরী হয়ত আমরা করেছি, ইংরাজের রাজ্যশাসন ব্যাপারে আমরা পেছন থেকে অনেক কাঠকয়লা হয়ত জুগিয়েছি; কিন্তু সৃষ্টির কাজ আমরা কোথায় করলাম? আমাদের দেশে ত চাষীরাই একমাত্র সম্পদ সৃষ্টি করে; তাদের আমরা দাবিয়ে রেখেছি। আপনারা জানেন অর্থশাস্ত্রে মোটামুটি তিনটি শ্রেণী বিভাগ আছে; যথা—Production—উৎপাদন, Distribution—বণ্টন, এবং Consumption—ব্যবহার বা ভোগ। আমরা পণ্যসম্পদ উৎপাদন করি না, পণ্যসম্পদ দেশ বিদেশে চালান করে বণ্টনের কাজ করি না, আমরা শুধু ভোগ করি। এই অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যই আজ আমাদের এই দুরবস্থা। পাশ্চাত্য দেশবাসীরা সম্পদ সৃষ্টিও করে, ভোগও করে এবং যথাসম্ভব অপরের সৃষ্টসম্পদ বর্জ্জন করে চলে। আমাদের সব জিনিষ অপরে উৎপাদন করে ও জোগায়; আর আমরা ঘরের পয়সা খরচ করে তা' ভোগ করেই মহা খুসী। অর্থশাস্ত্রের বিধানে এ অবস্থা বেশী দিন চলে না।

অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, পাশ্চাত্যবাসীরা সম্পদ সৃষ্টিও করে, ভোগও করে, তাদের সমস্যাই বা মিট্‌ল কোথায়? ঠিক কথা। কিন্তু উভয়ের সমস্যার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, সেটুকু আমাদের ভাল করে বোঝা দরকার। ওদের সমস্যার স্বরূপ ভাল করে না বুঝলে, ওরা নিজেদের সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা কোন্ পথে করছে ভাল করে না জানলে, নিজেদের সমস্যার সুসমাধান আমরা কর্ত্তে পারব না। তাই ইউরোপীয় সমস্যা সংক্ষেপে দু'চারটি কথা, এখানে বলা প্রয়োজন মনে করছি। অতি সংক্ষেপে আমাদের ও ওদের সমস্যার পার্থক্য সম্বন্ধে বুঝতে হ'লে বলতে হয় আমাদের সমস্যা নিষ্ক্রিয়তার সমস্যা, অনুৎপাদনের সমস্যা; ওদের সমস্যা অতি সক্রিয়তার সমস্যা, অতি উৎপাদনের সমস্যা। পণ্যোৎপাদনের জন্য প্রথমেই চাই কাঁচামাল। তার জন্য চাই ভূমি। পণ্য-বিক্রয়ের জন্য চাই market, বাজার। তার জন্য চাই sphere of influence বা তাঁবেদার রাজ্য। আবার পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য চাই অর্থ, অর্থাৎ কিনা স্বর্ণ। তাহ'লে মোটের উপর চাই সেই সনাতন ভূমি ও স্বর্ণ, নিজ নিজ ঐশ্বর্য্যকে স্থায়ী ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। সেইজন্যই তাদের মধ্যে অধুনা ঘন ঘন প্রলয়ঙ্কর সংঘর্ষ বেধে উঠ্‌ছে। তাদের সমস্যা কোন রকমে বেঁচে থাকার সমস্যা নয় - তারা চায় "a place in the sun"—ইন্দ্রের ইন্দ্রপুরী। এই হ'ল পাশ্চাত্য দেশ ও জাতিদের মধ্যে কলহের মূল কারণ। কিন্তু প্রত্যেক দেশের মধ্যেও যে তাদের নিজস্ব সমস্যা একটা রয়েছে তার উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন। সে সমস্যা হচ্ছে ধনী-দরিদ্রের সমস্যা, বেকার সমস্যা, শ্রেণী সংগ্রামের সমস্যা। রৌদ্রের পাশেই যেমন ছায়া, তেমনি ঐসব উন্নত ও ধনী দেশেও অতুল-ভোগৈশ্বর্য্যের পাশে দারিদ্র্যের ছোঁয়াচ রয়েছে, যদিও তার মূর্ত্তি আমাদের দেশের মত এরূপ ভয়ঙ্কর নয়। পাশ্চাত্য দেশের সমস্যার মূলে একটা প্রকাণ্ড প্রকৃতির পরিহাস লুক্কায়িত রয়েছে। তা হচ্ছে অর্থের কারসাজি। এখানে অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের পার্থক্যটা আমাদের বোঝা দরকার। প্রকৃত ঐশ্বর্য্য হচ্ছে পণ্যসম্পদ, যা মানুষের ব্যবহারে বা ভোগে লাগে এবং যাকে বিনা আয়াসে ও বিনা পরিশ্রমে লাভ করা যায় না। অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবে ঐশ্বর্য্য নয়। কারণ তাকে পরিধান করা যায় না, ভোজন বা পান করা যায় না, তাতে চড়ে নদীর ধারে হাওয়া খেতে যাওয়া চলে না। সে কেবল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে ও মানুষের দেনা পাওনা মেটাতে মধ্যস্থ থেকে সহায়তা করে মাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ অর্থ আজ ঐশ্বর্য্যকেও ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে; "ছায়া হয়ে আজ সে কায়ার স্থান অধিকার করে বসেছে"। তারই ফলে একদিকে একদল মানুষ তার জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় পণ্যসম্পদ সংগ্রহ করতে পারছে না; অন্যদিকে পণ্যসম্পদ যারা সৃষ্টি করছে তারা তা' উচিত মূল্যে বিক্রয় করতে পারছে না। শুধু তাই নয়। বেশী জিনিস তৈরী হ'লে তার দাম আরও হ্রাস পাবার ভয়ে অনেক জিনিস তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে, মাটির নীচে পুঁতে ফেলছে, নদীর জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। দীন-দুঃখীদের কিঞ্চিৎ দুঃখ লাঘবের জন্য তা দান করবার পর্য্যন্ত উপায় নেই; কারণ তা হ'লে জিনিসের মূল্য আরও কমে যাবে। বিপণি সাজিয়ে ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য্য নিয়ে দোকানী বসে আছে, মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে দেহ দিয়ে খেটে তা সংগ্রহ করতে চায়। কিন্তু উপায় নাই, যেহেতু অর্থ নামক পদার্থটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! কোথায় গেল সে? ভাগ্যবান ও শক্তিমানের গৃহে,—যাঁরা স্বর্ণ তহবিলের উপর চেপে বসে নির্ধন জগৎবাসীর নিকট স্বর্ণের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয়ের ব্যর্থ ও হাস্যকর প্রয়াস করছেন তাদেরই কাছে! তাই আজ প্রশ্ন উঠছে, মুখের গ্রাস ধ্বংস করে পণ্যের মূল্য স্থির রাখবার বৃথা চেষ্টা না করে অর্থরূপ টিকিট সৃষ্টি করে পণ্য-মূল্য স্থির রাখা,

মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে দেওয়া কি বেশী বুদ্ধিমানের কাজ নয়? সেই জন্যই পাঁচ পাউণ্ড (প্রায় ৬৫৲ টাকা) মূল্যের নোট ছাপিয়ে ক্যানাডার অন্তর্গত আলবার্টা রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ তার প্রত্যেক বয়স্ক প্রজার হাতে প্রতি মাসে National dividend বা জাতীয় লভ্যাংশ হিসাবে তুলে দিচ্ছে, যাতে দেশের পণ্যের বিক্রি বাড়তে পারে, মানুষ আরও খানিকটা ভালভাবে বাঁচতে পারে।

রুশিয়া অন্যদিকে আরও অনেক বেশী দূর এগিয়ে গেছে। তারা অর্থ নামক পদার্থটিকে দেশ থেকে একেবারে বিদায় দেবার চেষ্টায় আছে। জগতে 'টাকা' বা অর্থ নামক পদার্থটির সৃষ্টি না হ'লে অভাবনীয় শিল্পোৎপাদন, জগৎ-জোড়া ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার একদিকে যেমন সহজসাধ্য হত না তেমনি অন্য দিকে ধনীরা দুনিয়ার বস্তুকে বঞ্চিত করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয়ের সহজ সুযোগ লাভ করতে পারতেন না। তাই ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসের বিপ্লবের ফলে রুশিয়ার ব্যক্তিগত ধনাধিকার সকলের পক্ষে এক প্রকার রহিত হয়ে গেল। সে দেশের সব কারখানা, কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূসম্পত্তি, জমিজমা রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে চলে এল। রুশিয়ার বৃহৎ সাম্রাজ্যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ রূপে রাষ্ট্রই সকলের ভাগ্য-নিয়ন্তা এবং স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তির মালিক। নিজেদের জামা, কাপড়, পড়বার বই ও সাধারণ আসবাব-পত্র ভিন্ন অন্য কিছুতে কারও কোন প্রকার ব্যক্তিগত অধিকার নাই। প্রত্যেককে নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের কৃষি ও শিল্পোন্নতির কর্ম্মে নিযুক্ত করে তাদের সর্ব্ববিধ অভাব মোচনের ভার রাষ্ট্রই নিজ হাতে গ্রহণ করেছে। রাজশক্তি ভিন্ন রুশিয়ায় অন্য কোন দ্বিতীয় শক্তি বা প্রতিষ্ঠান নাই, যা বিনা অনুমতিতে পারিশ্রমিক দিয়ে অন্য লোকের নিকট হ'তে কাজ আদায় করে নিতে পারে। রুশিয়ার এই নূতন ব্যবস্থাকে সহজে বুঝতে হ'লে আমাদের এমন একটি দেশের কথা কল্পনা করতে হবে, যেখানে সমগ্র দেশজোড়া জমিদারী ও অগণিত কারখানার একজন মাত্র মালিক এবং অপর সকলে তার পরিবারভুক্ত স্বজন। ধনতান্ত্রিক দেশের মালিকের সাথে তার এইটুকু পার্থক্য—তিনি তাঁর এই দেশজোড়া বিরাট কারবার হ'তে লাভের কোন অংশ নিজে গ্রহণ করেন না; লাভের এক অংশ কৃষি ও শিল্পের বিস্তার ও উন্নতির জন্য এবং অপর অংশ যারা এই দেশব্যাপী অনুষ্ঠানে কৃষক, শ্রমিক ও শিল্পী হিসাবে কাজ করে তাদের অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করা হয়। মালিক ও তার প্রধান সহকারিগণ যাহা গ্রহণ করেন তাদের অভাব মোচন হয় মাত্র, বিলাসিতা করা সম্ভব হয় না। এরই নাম সমাজতন্ত্র এবং রুশিয়াই আজ পর্য্যন্ত এই পথের সফল পথিক। রুশিয়া ভারতের মতই বিরাট দেশ এবং আমাদের মতই অনুন্নত, অশিক্ষিত ও দরিদ্র দেশ ছিল; কিন্তু আজ বিশ বৎসরে তার যা বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটেছে, জগতের ইতিহাসে তা অতুলনীয়।

কিন্তু একাজ মোটেই সহজসাধ্য হয় নাই, "আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার জমি" মানবের এই চিরন্তন শাশ্বত বাসনার মূলোচ্ছেদ, যুগযুগান্তের সংস্কারের পরিবর্ত্তন ভালকথায়, মুখের উপদেশে শুধু হয় নাই। তা সম্পন্ন করতে রক্ত-গঙ্গা বয়ে ছিল। চিকিৎসকের অস্ত্র নির্দ্দয়রূপে দেশের বুকের উপর দিয়ে পরিচালিত হয়েছিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের অধিকার ও জনমতকে নিষ্ঠুররূপে দমন করা হয়েছিল। এই বিপ্লব-প্রলয়ের সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ছিল শুধু একনিষ্ঠ, জীবন-মরণ পণ করা একদল কর্ম্মীর অটুট সংকল্প ও নব আদর্শ-অনুপ্রাণিত কঠিন কর্ম্মসাধনা। যে রুশিয়ায় আমাদেরই মত শতকরা মাত্র দশজনের বর্ণ-পরিচয় ছিল, সেখানে আজ ৯০।৯৫ জন লিখতে পড়তে শিখেছে। খাবার, পড়বার, থাকবার ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। সর্ব্বোপরি কৃষিসম্বল, অসহায় রুশিয়ার রূপকে নূতন নূতন বৃহদাকার শিল্পোদ্যম একেবারে পরিবর্ত্তিত করে দিয়েছে।

দায়ে পড়ে জার্ম্মাণীও কতকটা রুশিয়ার পথেই এগুতে সুরু করেছে। বিগত লড়াইয়ে সে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিল—দেশে তার অর্থ বা স্বর্ণ বলে কোন পদার্থ ছিল না। যা ছিল তা শুধু কাগজের নোট। তার লক্ষ মার্কের (জার্ম্মাণ মুদ্রার নাম মার্ক) মূল্য ছিল দু'চার পয়সা। তাই জার্ম্মাণীতে তখন লোকে এক লক্ষ মার্ক দিয়ে এক পেয়ালা চা খেত। ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে এই হয়েছিল জার্ম্মাণীর অবস্থা। সেই জার্ম্মাণী কি করে এই বিরাট যুদ্ধের আয়োজন এই সামান্য কয় বৎসরের মধ্যে করলে এবং কি করে এর অভাবনীয় ব্যয় এক বৎসরের উর্দ্ধকাল বহন করতে সক্ষম হ'ল—অর্থশাস্ত্রের দিক দিয়ে এটা একটা গবেষণা ও ভাববার বিষয়। যুদ্ধের জন্য যেখানে ইংরেজ পক্ষে দৈনিক এক কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড (এক পাউণ্ড = ১৩।/০) খরচ হ'চ্ছে এবং যে খরচ সঙ্কুলান করতে আজ ইংলণ্ডের মত সম্পদশালী, ধনী এবং স্বর্ণ ও রাজ্যাধিপতিকেও চিন্তাকুল হতে হয়েছে এবং আমেরিকার সহযোগিতা ভিক্ষা করতে হচ্ছে, সেখানে সেদিনকার মহাযুদ্ধে হৃতমান, হৃতসর্ব্বস্ব, দেনাদার, স্বর্ণবিহীন জার্ম্মাণীর পক্ষে স্বেচ্ছায় এই রাজসূয় যজ্ঞের আহ্বান যে নিতান্তই অতি দুঃসাহসিক কাজ এবং এই মহাযজ্ঞের খরচ চালিয়ে যাওয়া যে একটা নূতন ম্যাজিকের মত মনে হ'বে, তাতে আর সন্দেহ কি? এই ম্যাজিক কতদিন চলবে তা এখনও বলা যাবে না এবং এর পূর্ণ স্বরূপও যুদ্ধ শেষ না হ'লে জানা যাবে না। তবে যতটা সংবাদপত্রে প্রকাশ পাচ্ছে এবং যতটুকু অনুমান করতে পারা যাচ্ছে তাতে এই ম্যাজিকের

সার তত্ত্ব দাঁড়াচ্ছে এই যে, ইউরোপের নিরপেক্ষ ও স্বপক্ষ দেশসমূহের সঙ্গে, বিশেষভাবে রুশিয়ার সঙ্গে, বাণিজ্য চুক্তি করে সে তার প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার জিনিস সংগ্রহ করছে এবং স্বর্ণাভাবে তার মূল্য দিচ্ছে নিজের বিশেষ সৃজন প্রতিভা দ্বারা সৃষ্ট পণ্য সম্ভার ঐ সব দেশের প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য রপ্তানি করে। মান্ধাতার আমলের বার্টার বা পণ্য বিনিময় প্রথাকে সে আধুনিক কালোপযোগী করে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার ভিতর দিয়ে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য কাজে লাগাতে সুরু করেছে। তাই আজ সে বলতে সুরু করেছে, labour is my gold, কর্ম্মশক্তিই আমার স্বর্ণ। সোজাসুজি সমাজতন্ত্র সে গ্রহণ করেনি; কারণ সেখানে কারখানার মালিক ও ধনিকদের ব্যক্তিগত ধনাধিকার ও মালিকানাকে লোপ করা এখনও হয় নাই; তবে তাদের রাষ্ট্রের প্রভাবাধীনে বা কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা হয়েছে। ধনিক ও শ্রমিক স্বার্থের সামঞ্জস্য সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, এবং শেষ পর্য্যন্ত অবস্থার চাপে তাকে হয়ত পুরাপুরি national socialism জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করতে হবে। New social order, নূতন সামাজিক ব্যবস্থার নাম করে জার্ম্মাণী ইউরোপের অন্যান্য দেশকে এই পথেই টানবার চেষ্টা করছে বলে মনে হয়। স্বর্ণের ও অর্থের অভাবে যে সব দেশ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে অসুবিধা ভোগ করেছিল তারা পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির সাহায্যে স্বর্ণকে বাদ দিয়ে পণ্যবিনিময় দ্বারা বহির্ব্বাণিজ্যে এই সুযোগ গ্রহণ করতে কতটা এগিয়ে আসবে তা অবশ্য আমরা বলতে পারি না। তা আমাদের বিবেচনার বিষয়ও নয়। আমাদের শুধু এইটুকু শিক্ষণীয় যে, কোনো কোনো পাশ্চাত্য দেশ কি ভাবে অর্থ বা স্বর্ণের আধিপত্যকে অগ্রাহ্য করে তাদের বাদ দিয়েই নিজেদের কঠিন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। তাই আজ তারা নিকে এ কথা বলতে সুরু করেছে, মানুষই ঐশ্বর্য্যকে তার বুদ্ধি ও শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছে; এই ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ের সুবিধার জন্য অর্থকেও সে-ই সৃষ্টি করেছিল। অর্থ মানুষও সৃষ্টি করেনি, ঐশ্বর্য্যকেও সৃষ্টি করেনি। অথচ আজ বহু মানব তার কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্মক্ষমতা নিয়ে কর্ম্মহীন ও বেকার, অভাবে জর্জ্জরিত। সুতরাং অর্থের অভাবে মানুষের কর্ম্মক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হ'বে, তাকে অভাবের দ্বারা নিষ্পেষিত হতে হ'বে, এ অবস্থা অস্বাভাবিক ও অচল।

এ কথা শুনে আমাদের উল্লসিত হ'বার কোনো কারণ নাই। যেহেতু বৃহৎ প্রয়োজনের অনুরূপ ওদের অর্থ (বা স্বর্ণ) না থাকলেও, সৃষ্টির জন্য রয়েছে অসুরের শক্তি ও দেবতার প্রতিভা। আর আমাদের না আছে অর্থ, না আছে সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। তাই আমি পূর্ব্বেই বলেছি, তাদের সমস্যা ও আমাদের সমস্যায় আকাশ পাতাল প্রভেদ—আমাদের সমস্যা ধনোৎপাদনে অকর্ম্মণ্যতার সমস্যা, ওদের সমস্যা সৃষ্টির প্রাচুর্য্যের সমস্যা, অতি-ঐশ্বর্য্যের সমস্যা। সুতরাং Socialism, Neo-socialism, Communism, Fascism, Nazi-ism নিয়ে আমাদের বর্ত্তমানে বেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নাই। তার কারণ এসব 'তন্ত্র' রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন চলতে পারে না। আমাদের নিজের রাষ্ট্র নাই। দ্বিতীয়তঃ রাম না হ'তে রামায়ণ বাল্মিকী প্রতিভায় সম্ভবপর হ'লেও, আমাদের পক্ষে কোন বিষয়ে কর্ম্মশক্তির পরিচয় না দিয়ে এক লাফে স্বরাষ্ট্র লাভ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আকাশকুসুম ভিন্ন আর কি হ'তে পারে?

সুতরাং বিশ্বরূপ ও বিশ্বসমস্যা দর্শনের পর পুনরায় নিম্নভূমিতে নিজেদের সমস্যাক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্ এবং আমাদের অধিকারের ভিতর থেকে কি করা যায় তাই দেখা যাক। আমাদিগকে বলতে গেলে একরকম ক, খ, গ থেকে কাজ সুরু কর্ত্তে হ'বে: কারণ আমরা

এ যাবতকাল কাজের কাজ কিছুই প্রায় করি নাই। পরমার্থ লাভের জন্য ভক্ত রামপ্রসাদের অন্তর থেকে যে বাণী গভীর ক্ষোভের সঙ্গে একদিন উচ্চারিত হয়েছিল, স্বর্ণ বা রৌপ্যার্থ লাভের ব্যাপারেও আমরা সমান ক্ষোভের সঙ্গে সেই বাণীই উচ্চারণ করতে পারি: "এমন মানব জীবন বৃথা গেল, আবাদ করলে ফলত সোনা"। বিধাতা আমাদের কি অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সম্পদই না দিয়েছিলেন!—যা নেই ভারতে তা নেই জগতে। আমরা এই সোনার মাটির অমূল্য সম্পদকে অন্ধের মত, মূঢ়ের মত কাচের মূল্যে বিদেশীর হাতে তুলে দিয়ে পেটের দু'মুঠো অন্ন সংগ্রহ করছি, আর বিদেশীরা তাই থেকে বিচিত্র পণ্য সম্ভার প্রস্তুত করে ভারে ভারে আমাদের দেশ থেকে স্বর্ণ নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পাহাড়ে পর্ব্বতে, বনে জঙ্গলে, মাটীর বুকে কি রত্ন ভগবান দিয়ে রেখেছেন তার খবরই আমরা রাখি না, তাকে আহরণ বা রূপান্তরিত করা ত বহু দূরের কথা। অথচ দূর দূরান্তর হ'তে বিদেশীরা এসে তারই সন্ধান নিচ্ছে, তাকে উদ্ধার করে মানব সমাজের উপকার ও নিজের উপার্জ্জন দু-ই করছে।

কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করা কিংবা নিরাশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বহু গুণ আছে নিঃসন্দেহ; কিন্তু আমরা আজ আত্মবিস্মৃত। তাই অবিলম্বে আত্মস্থ হ'বার এবং সম্বিত ফিরে পাবার জন্য রূঢ় বাক্যের প্রয়োজন আছে মনে করি। যে বাংলার শত শত যুবক দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করে অশেষ ক্লেশ ও অবর্ণনীয় লাঞ্ছনাকে শুধু বরণ করে নেয় নি, নিজের বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখবার জন্য অকাতরে হাসিমুখে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছে, তারা যদি আজ জীবন-সংগ্রামে বাঁচবার চেষ্টা করে, আমাদের যেটুকু অধিকার আছে তারই ভিতরে কৃষির উন্নতি ও শিল্পের সৃষ্টির জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করে, তাহ'লে তাদের সাফল্যকে দুনিয়ায় কেউ প্রতিরোধ কর্ত্তে পারে—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের ক্ষুরধার বুদ্ধি আছে, জোর কল্পনা আছে, বড় হৃদয় আছে; নাই ইচ্ছাশক্তি, নাই অধ্যবসায়, নাই এই দিকে দৃষ্টি। এর জন্য দায়ী অবশ্য আমাদের বাংলার মাটী এবং সরকারী ও সওদাগরী অফিসের চাকুরী। উভয়ের দানই ছিল স্বল্পায়াসলব্ধ। মাটীকে আমরা শোষণ করেছি, কিন্তু পোষণ করি নাই। তার সোনার ফসল আমরা নিষ্ঠুরভাবে অন্যকে দিয়ে অপহরণ করিয়েছি; কিন্তু নিজে একবার সেই মাটীর দিকে ফিরেও তাকাই নাই। চাকুরী করেছি, দরিদ্র দেশবাসীর কাছ থেকে মাইনে নিয়ে, কিন্তু সেবা করেছি অপরের; সেই অর্থের ডালি পাঠিয়েছি বিদেশী কল কারখানার মালিকদের শ্রীচরণে। একমাত্র সিগারেটের ধূঁয়া ও ছাইয়ে আমাদের যুবকরা দেশের কত লক্ষ টাকা নষ্ট করছেন, তার বিষয় তারা এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করেন কি? যে মোটর চড়ে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি তার এক একখানার জন্য ৫।১০ হাজার টাকা দেশ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে; যে রেডিও শুনে বিস্ময়ে ও আনন্দে বিহ্বল হই, তাও আসে বিদেশ হ'তে। এসব ত হ'ল বড় কথা। আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য কামান'র ক্ষুর, ব্লেড, প্রসাধন ও অন্যবিধ সাধারণ দ্রব্য যা আমরা ব্যবহার করি তাও বিদেশী। যে সব জিনিস আজকাল দেশে তৈরী হচ্ছে, তা আমাদের অপছন্দ। সেগুলি আমরা সাবধানে পরিহার করি এবং তার জন্য আমাদের যুক্তির অভাব নাই। অথচ এই কঠিন জীবন-সংগ্রামের দিনে সম্পদশালী পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীরা দেশের টাকা যাতে বাইরে যেতে না পারে সেজন্য কি রকম জাগ্রত ও উৎকণ্ঠিত। উদয়শঙ্কর যখন ইউরোপে তার নৃত্যকলা প্রদর্শন কর্ত্তে গিয়েছিলেন তখন একাধিক দেশে তাকে প্রদর্শনীর অনুমতি দেওয়া হয়নি; কারণ দেশের অর্থ বাইরে চলে যাবে। রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর অধিবাসীরা সখের ভ্রমণের জন্য দেশের বাইরে যাবার অনুমতি পায় না, সেই একই কারণে। আর এই দেশের এক শ্রেণীর ধনীদের প্রতি বৎসর একবার ইউরোপ ভ্রমণ করে অর্থের শ্রাদ্ধ না করে এলে তাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। এ অবস্থায় সোনার খনি নিঃশেষিত হ'তে ক'দিন লাগে, রাজভাণ্ডার ক'দিন টেকে?

এখন উপায় কি? উপায় নিজের হাতে,—উপায় স্বাবলম্বন ও আপ্রাণ সংগ্রাম। বিবেকানন্দ বলেছিলেন চালাকি দ্বারা কোন বড় বা মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। অথচ আমাদের অতিবুদ্ধির জন্য এইটাই আমাদের সব চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা, সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যারাম। একে সকলের মন থেকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলতে হ'বে; আর এই সত্যকে সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ে গ্রহণ কর্ত্তে হ'বে; জীবনে সত্যিকার সফলতা অর্জ্জন কর্‌তে হলে ম্যাজিক বা মন্ত্র দ্বারা তা হবার উপায় নাই। চাই বীরত্ব, যাকে Emerson বর্ণনা করেছেন Persistency—নাছোড়বান্দাত্ব বলে।

দুই নম্বর—পরিবারের আশ্রয় ও পরিবারের মায়া আমাদের ত্যাগ করতে হ'বে। ইংলণ্ডের পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে তার Younger sons অর্থাৎ যে ছেলেরা পৈত্রিক সম্পত্তির কোনো অংশ পায় নি। ঘর ছেড়ে তাই যেদিকে তাদের দু'চোখ গিয়েছিল সেই দিকে তারা বেড়িয়ে পড়েছিল, কারো মুখের দিকে তাকায় নি, কোনো বন্ধনে তারা বাঁধা পড়ে নি। আমরা এক বাপের পাঁচ ছেলে পৈত্রিক সম্পত্তির কঙ্কালাবশিষ্ট নিয়ে কামড়া কামড়ি করব; কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে দু'পয়সা কি করে উপার্জ্জন করা যায় তার চেষ্টা করব না। বাংলার ঘরে ঘরে আজ শিক্ষিত বেকার ছেলে—পরিবারের আওতায়

বেশ দিব্যি আরামে তাদের দিন কেটে যাচ্ছে। চাকুরীর জন্য মাঝে মাঝে একটু এদিক ওদিক ছুটাছুটি করা, একটু হা-হুতোস্মি! ব্যাস। আজ যদি এদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের এই আশ্রয়-স্থল না থাকত তাহ'লে কি মনে করেন এরা না খেয়ে মরত? কখনই না—নিজের পথ নিজেই এরা বের কর্ত্ত। পাশ্চাত্য দেশে ছেলে বড় হ'লে পিতা-মাতার আশ্রয়ে পর্য্যন্ত থাকতে লজ্জা পায়। এবিষয়ে আমাদের নির্লজ্জতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখে লজ্জাও বোধহয় লজ্জা পায়। অপর দিকে বাপ মা, আত্মীয় আত্মীয়ারাও তাদের উপার্জ্জনের আশায় হা করে বসে থাকেন। তাদের সে আশা পূর্ণ করতে গিয়ে যুবকদের স্বাধীন চেষ্টা ও অধ্যবসায় অকালে নষ্ট হয়।

তিন নম্বর—কলেজী বিদ্যার মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করতে হ'বে। এ শিক্ষায় না হ'চ্ছে বিদ্যা, না হ'চ্ছে অর্থ। মাঝখান থেকে মাসিক ২৫৲ টাকা থেকে ৫০৲ টাকা হিসাবে প্রতি ছেলের পিছনে যে টাকাটা আমরা ৫।৬ বৎসর অপব্যয় করি, সে টাকাটা অন্ততঃ মূলধন হিসাবে ছেলেদের হাতে দিয়ে তাদের যদি বাইরের জগৎকে চিনবার জানবার সুযোগ দেই, তাহ'লে অনেক বেশী ফল আমরা নিশ্চয় পাব। তিন পয়সা মূল্যের পোষ্টকার্ড লিখলে যে দেশে বাড়ী হতে মাসে মাসে টাকা পাওয়া যায় আর সেই টাকা দিয়ে ১৭ বৎসর থেকে ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেশ আরামে শহরের মেসে হোষ্টেলে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে, খেলা, সিনেমা ও থিয়েটার দেখে কাটান যায়, সেই দেশে খোকার হাতে নাড়ু তুলে দেবার মত কেউ একটা চাকুরী জোগার করে না দিলে ছেলেরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একটা কিছু করতে পারবে এ আশা দুরাশা। ১৭ হতে ২৫—জীবনের প্রকৃত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বয়সটাকেই আমরা বিলাতী কেতাবী বিদ্যায় আলস্যে নষ্ট করি, যার আথিক মূল্য পরে ২৫।৩০৲ টাকার বেশী নয়। অথচ আমাদের উচিত, মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর (অর্থাৎ ম্যাট্রিকের পর) অধিকাংশ ছেলেকে সংসারের প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপায়ের চেষ্টার জন্য ছেড়ে দেওয়া—যার যেদিকের প্রতিভা বা মতিগতি তাকে সেদিকে যেতে দেওয়া। পড়াশুনায় বিশেষ পারদর্শী যারা, যাদের কাছ থেকে আমরা উচ্চতর জ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন কিছু সৃষ্টি প্রত্যাশা কর্ত্তে পারি, শুধু তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে পাঠান উচিত। ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে তাই করা হয়। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কয়টা বড়, মেজ, ছোট সাহেবের বি, এ, উপাধি আছে? গোটা ক্লাইভ ষ্ট্রীট খুঁজলে ২।৪ জনকে বের করা কঠিন হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারগোরা না মাড়িয়েও এরাই সব হাজার হাজার টাকা রোজগার করছে, আর এদেরই দুয়ারে এম, এ, পাশ করে আমরা ৩০৲ টাকার একটা চাকুরীর জন্য ধর্ণা দিচ্ছি, তাও মিলছে না। 'The senseless indiscriminate fad for College education must cease.'

চার নম্বর—উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নূতন নূতন কৃষি-সম্পদ ও শিল্প সৃষ্টির কাজের জন্য বাংলার মূলধনকে আজ তার পুরাতন অবরোধ ও আশ্রয় হতে বের করতে হবে। মহাজনী ও জমিদারী আর চলবে না। আমাদের যে পুঁজি পাটা আছে তা দিয়ে নূতন আয়োজন নূতন কর্ম্মক্ষেত্রকে বরণ করে নিতে হবে, ভয় ও দ্বিধা পরিত্যাগ করে। বাংলার অর্থ যদি তার অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে আসে তা হ'লে নূতন কাজে মূলধনের অভাব আমাদের হ'বে না। চাই শুধু বিশ্বাস। আজও দরিদ্র বাঙ্গালী বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে প্রত্যহ একবেলার ভোজন বিলাসে যে অর্থের অপব্যয় করে তা দিয়ে বহু নূতন সৃষ্টির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'তে পারত। বর্ত্তমান কালে আর কোনো দেশে unproductive waste of money—নিষ্ফল কর্ম্মে অর্থের এরূপ অপব্যয় কল্পনাতীত। দেশের শিক্ষিত যুবকদিগকে জাতীয় মূলধনের এইরূপ মর্ম্মান্তিক অপব্যবহার দৃঢ় হস্তে বন্ধ করতে হ'বে।

পাঁচ নম্বর—কাজের চাইতে নামের প্রতি আমাদের যে নেশা দেখা যাচ্ছে—তাকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিহার কর্ত্তে হ'বে। কোনো প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান জেগে উঠবার আগেই আমরা কি করে তার দলপতি হব—তাই নিয়ে দলাদলি সুরু করে দেই। সব সভা, সমিতি, ইউনিয়ন, ফেডারেশনে আমাদের কর্ম্মকর্ত্তা হওয়া চাই এবং সকলে মিলে তা হবার চেষ্টা করে এক বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি করি। ফলে মূল উদ্দেশ্য ও কর্ম্ম আমাদের পণ্ড হয়, কিন্তু সংবাদপত্রে আমরা আমাদের কার্য্যের দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আমাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবকদের মধ্যেও এই বিষ প্রবেশ করেছে। তাই আজ আমাদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবার দিন এসেছে যে সস্তা নামের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করবো। কর্ম্মে সবিশেষ সিদ্ধি লাভ না করা পর্য্যন্ত আমরা অজ্ঞাতবাস করবো।

ছয় নম্বর—আমাদের এক শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রতি আর একটি গুরুতর লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, যাকে আমরা cynicism বলতে পারি। সকলের প্রতি, সব কিছুর প্রতি আমরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে এমন একটা আত্মসর্ব্বস্ব নিষ্ফলতার মধ্যে গা ভাসিয়ে দিয়েছি, যার ফলে কোনো নূতন আদর্শে ও কর্ম্মে আমরা আজ অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারছি না। এই মারাত্মক পরাজয় মনোবৃত্তি—defeatist mentality-র নাগপাশ হ'তে আমাদের মুক্ত হতে হ'বে।

সাত নম্বর—জাতি বিদ্বেষ, স্বজাতি-দ্রোহ ত্যাগ করতে হ'বে। বাঙ্গালীর মত স্বজাতিদ্রোহী জাতি পৃথিবীতে আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। সেই জন্যই আমরা একাধিক ব্যক্তি মিলেমিশে কোন কারবার বা প্রতিষ্ঠান গড়তে বা চালাতে পারি না। অবশ্য মতের অমিল, মনোমালিন্য অন্যত্রও আছে; কিন্তু তা এমন মারাত্মক আত্মঘাতী আকার ধারণ করে না। আজকার দিনে সঙ্ঘবদ্ধতাই বাঁচবার মূলশক্তি। কলিকাতায় মাড়োয়াড়ী, শিখ, মাদ্রাজী ও পশ্চিমা সবাই দলবদ্ধ হয়ে বাস করে, ঠিক যেন সবাই এক একটি বে-সরকারী সমবায় সমিতির সভ্য। আর আমরা একের উন্নতিতে অপরে ঈর্ষা অনুভব করি, বড়কে টেনে ছোট কর্ত্তে চেষ্টা করি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না—সবাই নিজ নিজ গৌরবে ও আত্মাভিমানে নিজকে স্বতন্ত্র রাখি। অন্য জাতের উন্নতি আমাদের সহ্য হয়, স্বজাতির উন্নতি অসহ্য। এ মনোবৃত্তি পরিহার করে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হ'বে, পরস্পরের সঙ্গে সর্ব্বদা সুযোগ মত সহযোগিতা করতে হবে।

তবেই কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য যা আমাদের দেশে অনাদৃত উপেক্ষিত হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে, তা দেখতে দেখতে নব নব রূপে চারিদিকে আত্মপ্রকাশ করে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করবে—আমাদের মধ্যে নূতন কর্ম্মময় প্রাণময় জীবনের সূচনা করবে। সরকারী সাহায্য, শুল্ক প্রাকারের সহায়তা যদি নাও মিলে, দেশপ্রেম, স্বাদেশিকতাই হবে আমাদের এসব দেশীয় অনুষ্ঠানের রক্ষাকবচ। সবার সমস্যা যদি সেদিন নাও মিটে অনেকের সমস্যা মিটবে। এবং সেদিন নব নব সমস্যার উদ্ভব হলেও আমরা বীরের মত তার সম্মুখীন হ'তে পারব। তার সমাধান যদি নাও কর্ত্তে পারি, বীরের মত মরতে পারব; সবার কৃপাপাত্র হয়ে, সবার নীচে পড়ে অমানুষের মত তিলে তিলে নিষ্ক্রিয় মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা পাব। প্রকৃত জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি। তাই জ্ঞানদায়িনী বীণাপাণির নিকট আজ এই প্রার্থনা করি, তিনি যেন জ্ঞান-বর্ত্তিকা দ্বারা আমাদের সত্যকার পথ প্রদর্শন করেন, আমরা যেন জাতির জন্য, দেশের জন্য নূতন জয়মাল্য আহরণ কর্ত্তে পারি।

বাংলার তাঁত শিল্প।

[অধ্যাপক—শ্রীবরদা দত্তরায়, এম-এ।]

ভারতের তাঁত-শিল্প ভারতের সভ্যতার মতই প্রাচীন। ঐতিহাসিকের মত তিথি-নক্ষত্র মিলাইয়া সঠিক সময় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলেও এ কথা বলা বোধহয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গণে একদিকে যেমন বাংলার গৌরব রবি চিরতরে অস্তমিত হইয়া গেল, অন্যদিকে তেম্‌নি বাংলার কৃষ্টি, বাংলার শিল্প, বাংলার বৈশিষ্ট্য আস্তে আস্তে নষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। বাংলার রাজলক্ষ্মীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই শিল্প-সরস্বতীও গমনোন্মুখী হইলেন। বিপদ একাকী আসে না। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ আসিল, ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বগ্রাসী প্রলয় প্লাবন আসিল। ফলে, উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের তাঁতী-প্রধান, জনবহুল বহু জনপদ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

তবু বাংলার অস্তমান তাঁত-শিল্প শিবরাত্রির সলিতার মত মিট্ মিট্ করিয়া কোন মতে আপন প্রাণ-রক্ষা করিতেছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন সুসংবিত যন্ত্র-শিল্প আসিয়া অভাব তাড়িত জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার গৃহ-শিল্পটীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার নাভিশ্বাস উপস্থিত হইল। যন্ত্র-দানবের দাপটে পড়িয়া বাংলার গৃহ-শিল্পের শেষ চিহ্ন, অর্থাভাব নিরসনের একমাত্র অবলম্বন, সেকালের অবসর-বিনোদনের একমাত্র ব্যবস্থা, বাংলার শিল্প-সাধনার একমাত্র বৈশিষ্ট্য চিরকালের জন্য ধ্বংস হইয়া গেল। (বাংলার তাঁত-শিল্প; সরকারী ইস্তাহার ১৯৩৬—৩৭ ইং)

অথচ এমন দিন ছিল যে, বাংলার ঘরে ঘরে চরকা চলিত, গ্রামে গ্রামে তাঁত চলিত। বাংলার সাহিত্য ও উপন্যাসে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। "দেবী চৌধুরাণী"তে ব্রহ্মঠাকুরাণী চরকা সুতোতে পৈতা কাটিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। ব্রহ্মঠাকুরাণী পৈতাদান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু আজ তাঁহার চরকার যে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। "আনন্দমঠে" শান্তিমণি দেবীর ঘরেও আমরা চরকা দেখিতে পাই। শান্তি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়কার মেয়ে। সুতরাং সে সময়ও যে ঘরে ঘরে চরকা চলিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ বাংলার ঘরে সে শান্তিও নাই, আর সে চরকাও নাই। আজ বাংলার পল্লীগৃহে আর সে চরকাও চলেনা, চরকার সে গানও ওঠেনা,

"চরকা আমার সোয়ামীপুত্
চরকা আমার নাতি;
রচকার দৌলতে মোর
দুয়ারে বাঁধা হাতী।"

এই সর্ব্বজন প্রিয় অথচ সর্ব্ব-সাধারণ চরকা ও তাঁত যে কেন এভাবে বাংলা ও ভারতের গৃহ-শিল্পের তালিকা হইতে একবারে বাদ পড়িল, কি ভাবে এই সার্ব্বজনীন শিল্পটীর অস্তিমশয্যা রচিত হইল সে কথা ভাবিতেও যেন আজ প্রাণে বাঁধে। অথচ এমন একদিন ছিল যে দিন শুধু বাংলা দেশই পৃথিবীর সর্ব্বত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্ত্র সরবরাহ করিত। ঢাকার মসলিন, "শিশির কণা" "মলয়-বাস" ইত্যাদির নাম জগদ্‌বিখ্যাত। শুনা যায় মোগল বাদ্‌সাহেরা এই সমস্ত বস্ত্রের পোষাকাদি পরিয়া দরবারে দর্শন দিতেন। পরিব্রাজক ট্রেভিনীয়ার বলেন যে, বাদসাহ শাহাজাহান্ পারস্যের সম্রাট শাহসুফীকে ৩০ গজ লম্বা ঢাকা-মস্‌লিনের একটি পাগড়ী উপহার দিয়াছিলেন। সেই কাপড় এত মিহি ছিল তাহা হাতে লইলেও বুঝা যাইত না। এখনও নেপালের রাজপরিবারে ঢাকা-মস্‌লিনের আদর আছে, অথচ বাংলার অনেক ধনী ও জমীদার হয়ত মস্‌লিনের নাম মাত্রই শুনিয়াছেন, ব্যবহার পর্য্যন্ত করেন নাই। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বাংলার 'বালুচর শাড়ী' বিবাহে নব-বধূর বরাঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিত। আজ হয়ত অনেকে "বালুচর শাড়ী" চেনেন না। তেম্‌নি পশ্চিম-ভারতে বিবাহের সময় নব-বধূর দেহে 'পারুল' বলিয়া একপ্রকার রঙীন উড়্‌নী ব্যবহৃত হইত যাহা আজকাল এদেশে সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইয়াছে। পারুল-উড়্‌নী রং করা এত কঠিন ছিল যে ঐ সব উড়নী বহুমূল্য বলিয়া পরিগণিত হইত এবং কোন কোন পরিবারে মূল্যবান দ্রব্যাদির সঙ্গে তাহা পুরুষানুক্রমে রক্ষিত হইত। আজও জাভা ও বলীদ্বীপে ঐ জাতীয় উড়ানী দোকানে পাওয়া যায়। (বিগত ২।৯।৩৯ তারিখে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে মিঃ অজিৎ ঘোষের প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে)

(শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ প্রণীত "ভারতের পণ্য" দ্বিতীয় খণ্ড)

ভারতে তুলার চাষ ও তাঁত শিল্পের প্রাচীনতা প্রমাণ করা এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য নহে। তবু আজ একথা বলিতে হয় যে, ভারতের তাঁত শিল্প শুধু প্রাচীন নহে,—ইহা অতি-প্রাচীন, এক কথায় প্রাগৈতিহাসিক। মহেঞ্জোদারে আবিষ্কৃত গৃহস্থালীর দ্রব্যাদির মধ্যে এমন অনেক জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, যাহা সুদীর্ঘ ৫০০০ বৎসর সমভাবে থাকিয়া উহার আকার ও প্রকার উভয়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা শুধু তন্তু জাতীয় এক প্রকার জিনিষ। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, উহা কার্পাস বস্ত্রের ধ্বংসাবশিষ্ট মাত্র। (ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনীয়ারিং পত্রিকার ক্রোড়পত্র,—১৯৩৮)

ইউরোপের যন্ত্র-নির্ম্মিত কাপড় যখন আসিয়া ভারতের তাঁত-শিল্পের আঁতে ঘা দিতে আরম্ভ করিল, তখন ভারতেও আস্তে আস্তে কাপড়ের কল নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ করিল। ১৮১৮ সালে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম কাপড়ের কল নির্ম্মিত হইল। তারপর আস্তে আস্তে কাপড়ের কলের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ আসিয়া কাপড়ের কলের গুরুত্ব আরও বাড়াইয়া তুলিল। ফলে, যে কলের সংখ্যা ১৮৬৬ সালে ছিল, ১৩, ১৯০০ সালে ১৫৬, ১৯২০ সালে ২৫৩, ১৯৩৮ সালে ৩৮০টী কলে পরিণত হইয়াছে। (Industry Book ; 1939. P. 213)

বিদেশী ও স্বদেশী মিলের পণ্য-স্রোতের অন্তরালে ভারতের সনাতন তাঁত-শিল্প পম্পা নগরীর মত ভষ্মাচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। মিলের সস্তা ও মিহি মোলায়েম কাপড়ের নিকট 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়',—নিতান্ত কদর্য্য হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। অধিকন্তু রাজকীয় অনুগ্রহপুষ্ট কলের কাপড়ের দাম তাঁতের কাপড় অপেক্ষা সস্তা হইয়া পড়িল। মানুষ চিরকাল সুন্দরের পূজারী। সস্তা মিহি কাপড় পাইয়া ভারতবাসী নির্ব্বিবাদে বিলাতী ও স্বদেশী মিলের কাপড় ধরিল। তাঁতী তাঁত বেচিয়া লাঙ্গল কিনিল, পৈতৃক ব্যবসার "মন্ত্র গুপ্তি" (Trade-Secret) ভুলিয়া ; শিল্প-সাধনা ভুলিয়া তাঁতী বেমালুম চাষী হইয়া পড়িল।

কিন্তু মিলের কাপড়ে একদিকে যেমন গরীব গ্রামবাসীর অভাব মিটাইতে পারিল না, অন্যদিকে তেমনি উচ্চাঙ্গের রুচি-সম্মত কাপড়ের অভাবও মিটাইতে পারিল না। মিলে সাধারণতঃ মিহি কাপড় তৈয়ারী হয়, সেখানে গরীব গৃহস্থের ব্যবহার্য্য মোটা মজবুত আট-পৌড়ে কাপড় তৈয়ার হয় না। আবার অন্যদিকে সুক্ষ্ম সূচীকার্য্যসমন্বিত, কারুকার্য্যভূষিত কাপড়ও মিলে তৈয়ার হওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে, ঐ খুব মোটা ও খুব মিহি কাপড়ের অভাব মিটাইবার জন্য তাঁত-শিল্প যেন টবের গাছের মত কোন রকমে বাঁচিয়া রহিল। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে তাঁত-শিল্পের মড়াদেহ যেন 'কৃষ্ণনাম' শুনিয়া আনন্দিত হইয়া উঠিল, ১৯২২-২৩ সালের খদ্দর-আন্দোলনে অর্দ্ধমৃত তাঁত-শিল্প কস্তুরী-সেবিত রোগীর মত উঠিয়া বসিল। ফলে দেখা যায়, কোটী গজ হিসাবে ধরিলে, তাঁত-শিল্পের প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়াইল :—

১৯০৫-৬	৯০৮ কোটী গজ।	১৯০৯-১০	৯০ কোটী গজ।
১৯১৩-১৪	১০৭ ,,	১৯১৮-১৯	১০৫ ,,
১৯১৯-২০	৫৬ ,,	১৯২৩-২৪	১০১ ,,
১৯২৬-২৭	১৩৩ ,,	১৯৩০-৩১	১৩৯ ,,
১৯৩২-৩৩	১৭০ ,,	১৯৩৪-৩৫	১৪৬ ,,
১৯৩৬-৩৭	১৪৯ ,,		

(Review of trade. 1936-37)

বোম্বাইয়ের 'কমার্স' পত্রের বিবরণে দেখা যায়, ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৯২ কোটী গজ। ১৯৩৯-৪০ সালে ১৮১ কোটী গজ।

উপরোক্ত তালিকা হইতে এপর্য্যন্ত বলা যায় যে, ভারতের কুটীর-শিল্পের মধ্যে তাঁত-শিল্প সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের অন্নসংস্থান করিয়া থাকে। কাহারও মতে শুধু এই তাঁত-শিল্পের মারফৎ ভারতে প্রায় ৬০ লক্ষ লোক অন্ন-সংস্থান করিয়া থাকে। (Central Banking Enq. Committe Report, Para 299) ১৯৩২ সালের টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টে দেখা যায় যে তাঁত-শিল্পে প্রায় ২৬ লক্ষ লোক কাজ করে। ১৯৩২ সালের আদমসুমারী মতে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক তাঁত-শিল্পের কাজে জীবিকা সংস্থান করিয়া থাকে। অথচ নিখিল ভারত কাটুনী সংঘের গবেষণার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে সমগ্র ভারতে তাঁত-শিল্পের মারফৎ প্রায় এক কোটী লোক জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

বিভিন্ন প্রকার রিপোর্টে অনেকের মনেই তাঁত-শিল্পের মজুর সংখ্যার নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভ্রম উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ কথা সুবিদিত যে অন্যান্য সুসংগঠিত (well organised) শিল্পের ন্যায় তাঁত শিল্প সুসংগঠিত শিল্প নহে এবং পুঁজী (capital) মজুর (labour) এবং বিক্রয় (sale)ও আধুনিক ধরণের নহে। কাজেই ইহাতে কত টাকা খাটে তাহাও কেহ সঠিক জানেন না, এবং কত লোক পরিশ্রম করে তাহাও কেহ সঠিক বলিতে পারেন না। দরকার পড়িলে তাঁতী তাহার ভিটা-মাটী বাঁধা দিয়াও পুঁজীর জোগার করে। তেমনি লোকের দরকার পড়িলে তাঁতী-বৌ, তাঁতীর ছেলে-মেয়ে অন্য সব কাজকর্ম্ম ফেলিয়াও শুধু তাঁতের কাজই করে। সুতরাং ১৯৩১ সালের আদমসুমারী যে ৩০ লক্ষ লোকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহা শুধু তাঁতের মালীক ও তাঁতীদেরই সংখ্যা মাত্র। এক একটা তাঁতে একটা পরিবারের খরচ চালায় এবং পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলে খাটিয়া খায়। একটা পরিবারে গড়পড়তা চারিজন লোক ধরিলে—তাঁত-শিল্পে বিভিন্ন বয়সী লোকের সংখ্যা যে প্রায় এক কোটীর কম হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য। তবে এই সব সংখ্যা আনুমানিক মাত্র, হয়ত আধুনিক ভাবে কষিলে কম-বেশী হওয়া স্বাভাবিক।

যদি সিকি ভাগ লোকও এই তাঁত-শিল্পের কল্যাণে অন্ন-সংস্থান করে, তাহা হইলেও এই 'কুখ্যাত কুসংগঠিত' (unknown and unorganised) শিল্পটী যে ভারতীয় অন্যান্য সুসংগঠিত শিল্প অপেক্ষা অধিক লোকের অন্ন ব্যবস্থা করে, সেই কথা বলাই বাহুল্য।

Large Industrial Establishment in India—1935 নামক পুস্তিকায় ভারতের বড় বড় শিল্প-কারখানায় যে সব লোক কাজ করে তাহার ফিরিস্তি অনুযায়ী দেখা যায়, তুলার কলে ২১৬২৩৩, কাপড়ের কলে, ৫১৫৮১৩, পাট কলে, ১৮০১৫৩, চট্ কলে ২৮০৯৬৮ ও রেলওয়ে কারখানায় ১১৩৬১০ লোক কাজ করে।

অন্যদিকে কাপড়ের কল ও চট কলে এ দেশে প্রায় ৩০ ও ৩২ কোটী টাকা খাটে। তাহাতে কত লোক, লস্কর চাই, বিশেষজ্ঞ চাই, ইঞ্জিনিয়ার চাই। কিন্তু এই তাঁত-শিল্পের না আছে পুঁজী, না আছে কোন বিশেষজ্ঞ আর না আছে কোন বিশেষ ব্যবস্থা। এ যেন ভারতের জঙ্গলের অযত্ন সম্ভূত অশ্বত্থের মত আপনিই উঠিয়া আপনি বনস্পতির আকার ধারণ করিয়াছে। যত্নহীন হইলেও ইহার শক্তি অল্প নহে। বর্ত্তমান সময়েও তাঁতের কাপড় ভারতের প্রয়োজনীয় কাপড়ের শতকরা ২৫ ভাগ সরবরাহ করে এবং ভারতের উৎপন্ন কাপড়ের প্রায় ৪০ ভাগ উৎপন্ন করে। (M. P. Gandhi : The Indian Cotton Textile Industry : 1938 : Annual ; Appendix B).

বিগত অক্টোবর মাসে কলিকাতায় যে তাঁত-শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে নিখিল ভারত-কাটুনী সংঙ্ঘের বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় যে বাংলা দেশের লোক সংখ্যার অনুপাতে মাথা পিছু ১৮ গজ কাপড় সম্বৎসরে ব্যবহার করিলে বাংলা দেশেই শুধু ৯০ কোটী গজ কাপড়ের প্রয়োজন। তন্মধ্যে বাংলার মিল মাত্র ২০ কোটী গজ কাপড় উৎপন্ন করিতে পারে। তাঁতের কাপড় উৎপন্ন হয় ৮½ কোটী গজ। বাকী কাপড় বাংলা দেশ, বোম্বাই, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করিয়া থাকে। অথচ বাংলার তাঁতের কাপড় মিহি, মসৃন ও সূক্ষ্ম বলিয়া বিখ্যাত হইলেও বাংলা দেশ যে কেন আরও অধিক পরিমাণ তাঁতের কাপড় উৎপন্ন করে না কিংবা করিতে পারে না তাহা শুধু বিবেচনার বিষয় নহে, সন্ধানী লোকের সন্ধানের বিষয়ও বটে। আদমসুমারীর রিপোর্টে দেশ হিসাবে লোক সংখ্যায় দেখিলে দেখা যায়, বাংলা দেশে ১৯০১ সালে ৩৬৩০০০ লোক তাঁতের কাজ করিত, ১৯১১ তাহাদের সংখ্যা হইয়াছে, ২,০৯০৪৫ জন, আবার ১৯৩১ সালে তাহাদের সংখ্যাই দাঁড়াইয়াছে ১৯২৪৪০ জন। অথচ বাংলার এমন কোন জেলা নাই যেখানে ন্যুন পক্ষেও দশ হাজার তাঁত চলে না। আবার এমন কোন জেলাও নাই, যে জেলার অন্ততঃ দুই চারিটী গ্রাম তাঁত ও তাঁতীদের জন্য প্রসিদ্ধ নহে। হুগলীর ফরাসডাঙ্গার ধুতী, নদীয়ার শান্তিপুরী, ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল সাড়ী, ঢাকার মস্‌লিন ও জামদানী, ফরিদপুরের ছিটের কাপড়, ত্রিপুরা-ময়নামতীর ছিট্ এখন শুধু বঙ্গ বিখ্যাত নহে, ভারত বিখ্যাতও বটে। কলিকাতার সিম্‌লাই ধুতি, আরামবাগের মশারীর থান, পাবনার ধুতী ও সাড়ী এখনও কলিকাতা

হইতে ভারতের অন্যান্য মোকামে চালান যায়। বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলার তাঁতী-প্রধান গ্রাম, গঞ্জ ও হাটের পরিচয় দিতে গেলে প্রবন্ধের আকার অনেক বড় হইয়া যাইবে, কিন্তু যাঁহারা এ বিষয়ে আরও জানিতে চাহেন তাঁহারা বাংলা সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Report of the Survey of the Cottage Industries in Bengal" বইখানি পড়িয়া দেখিতে পারেন।

কিন্তু এত সব ব্যাপার থাকিতেও বাংলা দেশের তাঁত-শিল্প দিন দিন কেন যে অধঃপতিত হইতেছে তাহার সন্ধান কেহ করে না। অথচ এই সার্ব্বজনীন কুটির শিল্পটীকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সরকারের চেষ্টা ও যত্নের কোন ক্রটী নাই। গত সাত বৎসর যাবত ভারতসরকার প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ টাকা করিয়া সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, বঙ্গীয় সরকারের শিল্প বিভাগও প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিতেছেন, তাঁত-শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে স্কুল খুলিয়াছেন, পরামর্শ দিবার জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়াছেন, দেশী তাঁতের সাড়ী, ধুতিরও চাহিদা কিছু কম নহে। তবু কেন ইহার উন্নতি হইতেছে না কে জানে? সম্প্রতি তাঁত-শিল্পের জ্ঞাতব্য তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে হয়ত অনেক কথাই জানা যাইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁত-শিল্পের উন্নতিকল্পে নিখিল ভারতীয় কাটুনী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে এক বিবৃতি বাহির হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়, যে, তাঁত-শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহারা কয়েক দফা সুপারিশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে চিন্তা করিবার মত যথেষ্ট বিষয় রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন, তাঁত-শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, (১) যে সমস্ত বিলাতী কাপড় আমদানী হয়, তাহার উপর শুল্ক ধার্য্য করিতে হইবে এবং ঐ শুল্কের কিয়দংশ তাঁত-শিল্পের জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন। (২) মিলে যে কোন নম্বরের সূতা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না। মিলের জন্য সূতার নম্বর নির্দ্দিষ্ট হওয়া দরকার। (৩) যে সমস্ত মিল বিদেশী মিলের সূতা ব্যবহার করে, তাহাদের উপর ট্যাক্স ধার্য্য হওয়া প্রয়োজন এবং ঐ ট্যাক্সের কতকাংশ তাঁত-শিল্পের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হওয়া উচিত। (৪) তাঁতের কাপড় চালান দেওয়ার জন্য রেলওয়ে ভাড়ার হার হ্রাস করা উচিত। (৫) মাদ্রাজ প্রদেশের মত যে সমস্ত দোকান মিলের কাপড় বিক্রী করে তাহাদিগের উপর একটা ট্যাক্স ধার্য্য করা উচিত। (৬) তাঁত-শিল্পের কলা-কৌশল আরও উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৭) সরকারী দপ্তরে ও অন্যান্য কাজে তাঁতের কাপড় ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। (৮) অন্যান্য দেশের মত কো-অপারেটিভ রীতিতে মাল বেচা-কেনা হওয়া দরকার।

(অমৃতবাজার—২।১১।৩৯)

কেহ কেহ বলেন যে, কলে যদি সূতা-কাটা হয় এবং তাঁতে যদি কাপড় বুনা হয় তাহা হইলে খুব সুবিধা হইবে। ইহাতে হয়ত এক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে যে পড়্‌তা পড়িবে সেই পড়্‌তায় বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে দেশী কাপড় প্রতিযোগিতায় টিকিয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় দল বলেন যে, বিদেশী সূতার উপর হইতে আমদানী কর উঠাইয়া দিলে তাঁত-শিল্প মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। এই ব্যবস্থায় তাঁত-শিল্প মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিলেও তাহাতে বিদেশীর পদ-রজ স্পৃষ্টই হইবে, ইহাতে "স্বদেশীর" কোন সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

তৃতীয় দল বলেন, ২৫ নং সূতা পর্য্যন্ত তাঁতের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে হয়ত মিলের ও তাঁতের প্রতিযোগিতা কমিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষেরই উন্নতি হইবে। ইহাতে উভয় পক্ষের উন্নতি হইবে কি না ভগবান জানেন, কিন্তু ইহাতে ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা, সিমলা, শান্তিপুর, শ্রীরামপুর ইত্যাদি স্থানের কলা-কৌশলী তাঁতীদের উপর ঘোরতর অবিচার করা হইবে। ফরাসডাঙ্গা, ঢাকা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের কারিগরগণ এখনও ২০০।৩০০ নং এর সূতা ব্যবহার করে এবং তাহাদের স্বভাব-সুলভ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নানা প্রকার ভাল ভাল সাড়ী কাপড় প্রস্তুত করে। সুতরাং এ ব্যবস্থা ভাল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাহাতে শুধু দেশের সুকুমার শিল্পের ক্ষতি হইবে না, তাহাতে একটা জাতির সাধনার অকাল-মৃত্যুর ব্যবস্থা হইবে মাত্র।

চতুর্থ দল বলেন যে, বিদেশী ও স্বদেশী মিলের কাপড়ের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিলে তাঁতের কাপড়ের সুবিধা হইবে। কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেস-মিনিষ্টারীর আমল হইতে মিল-বস্ত্রের উপর এবমপ্রকার ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে এবং কাজও চলিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে একটা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বজায় রাখিতে গিয়া সারা দেশের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা সমীচীন হইবে কি না বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময় বঙ্গীয় সরকার তাঁত ও মিল উভয় প্রকার কাপড়ের উপরই বিক্রয়-কর ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহাতে যদি তাঁতের কাপড় এই বিক্রয়-করের কবল হইতে অব্যাহতি না পায়, তবে তাঁত শিল্পের যে খুব ক্ষতি হইবে সে কথা বলাই বাহুল্য। কিছু দিন পূর্ব্বে নিখিল ভারত কাটুনী বঙ্গীয় শাখার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী এই সম্পর্কে এক বিবৃতি বাহির করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিক্রয় কর আইনে তাঁত-শিল্পজাত বস্ত্রকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। বাঙ্গলায় উহার ব্যতিক্রম হইবার হেতু কি? বাংলা

সরকারের শিল্প-বিভাগের মতে বাংলা দেশের তাঁতসমূহে বৎসরে ৫ কোটী ১১ লক্ষ টাকার মূল্যের বস্ত্র উৎপন্ন হয় এবং উহার শতকরা ৭৫ ভাগই মহাজনদের মারফতে বিক্রয় হইয়া থাকে। * * মহাজনগণ তাহাদের লাভের অঙ্ক ঠিক রাখিবার জন্য এই করের বোঝা দরিদ্র তাঁতীদের উপর চাপাইয়া দিবে। * * তাঁত-বস্ত্রের উপর কর বাবদ বাঙ্গলা সরকারের বৎসরে মাত্র পৌনে চারি লক্ষ টাকা আয় হইবে। এই সামান্য আয়ের জন্য তাঁত-শিল্পের মত একটা শিল্প,—যাহা দেশের প্রায় দুই লক্ষ তাঁতীর অন্ন-সংস্থান করিতেছে—তাহার ক্ষতি সাধন করা উচিত নহে। (আর্থিক জগৎ—৩।৩।৪১)

তাঁত-শিল্পের এই অবনতির কারণ নিখিল ভারত শিল্প-সম্মেলনের মাদ্রাজ অধিবেশনে নানাভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে কাপড়ের কলের প্রতিযোগিতাই তাঁত-শিল্পের অধোগতির এক কারণ। মিঃ এম, ডি, গিরি বলেন যে, বিক্রয়ের সুব্যবস্থার অভাব তাঁত-শিল্পের উন্নতির অন্তরায়, কার্য্যকরী মূলধনের অভাবও অন্যতম কারণ। উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী বলেন যে তাঁতের কাপড়ের মহার্ঘ্যতা ও মধ্যস্থ মহাজনদের লোলুপতা তাঁত-শিল্পের সমূহ অনিষ্ট-সাধন করিতেছে।

কিন্তু এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে তাঁত-শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহার জন্য সস্তায় কাঁচা মালের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বিক্রয়ের এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে অধিক দর আসে।

সেই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, বোম্বাইয়ের মত ছোট ছোট অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া শেষে এইগুলিকে একটি বিরাট কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশনে পরিণত করিলে সুবিধা হইতে পারে এবং দিল্লীর কুটির শিল্প-শিক্ষা-সংসদের মত একটি শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিলে তাঁত-শিল্পের আবশ্যকীয় উন্নতির ব্যবস্থাও হইতে পারে। (Econ. Reconstruction of India : K. N. Sen. P. 170-73)। আবার কেহ বলেন, এই সব না করিয়া তাঁত-শিল্পের জন্য সূতা-কাটা কল স্থাপিত করিলেই তাঁত-শিল্পের উন্নতির বনিয়াদ স্থাপিত হইবে। উক্ত কল পড়তা দামে তাঁতীদিগকে সূতা সরবরাহ করিবে এবং আমাদের বিশ্বাস যে যদি এই প্রকার সূতাকাটা কল এ দেশে স্থাপিত হয় এবং পড়্‌তা দরে রঙীন সূতাও তাঁতীদিগকে সরবরাহ করা যায়………তাহা হইলে তাঁতীদের শতকরা ১৫।২০ টাকা লাভ বাড়িবে এ কথা বলাই বাহুল্য। (ডাঃ সুধীর সেন ২৩।২।৪১ তারিখে কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে দেওয়া বক্তৃতা)। ডাঃ সেন আরও বলেন যে তাঁত-শিল্পী-সংসদ সৃষ্টি করিয়া তাঁত-শিল্পের বিভিন্ন কারুকার্য্য পেটেন্ট করিয়া লইলে মিল আর সেই সমস্ত বিশিষ্ট কলা কৌশল অনুকরণ করিতে পারিবে না। তারপর নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের মত নিখিল-বঙ্গ-তাঁতী-সংসদ সৃষ্টি করিলে মাল-পত্র বিক্রয়ের সুবিধা হইবে।

সম্প্রতি বঙ্গীয় সরকারের শিল্প-বিভাগের মিঃ ডি এন্ ঘোষ 'বাংলার তাঁত-শিল্প" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি তাঁতে ব্যবহার্য্য সূতার অসুবিধা দূরীকরণার্থ সূতা-কাটা কল স্থাপনের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তাঁতীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বাংলা সরকারের একটি কুটির-শিল্প বোর্ড স্থাপন করা প্রয়োজন। উক্ত বোর্ড তাঁতীদের হাল-অবস্থা বুঝিয়া স্থানে স্থানে সূতা-কাটা কল স্থাপন করিবেন, তাঁত বস্ত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

জরাজীর্ণ ক্ষীণ-নাড়ী তাঁত-শিল্পকে বাঁচাইতে হইলে ইহা অপেক্ষা আর ভাল ব্যবস্থা যে কি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। আর বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশের মিলের যে অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই সব মিল কখনও সমগ্র বাংলার বস্ত্রাভাব মিটাইতে পারিবে সেই আশা করাও যেমন অন্যায়, চিন্তা করাও তেমনি বাতুলতা। শুধু তাহাই নহে, বাংলার রেজেষ্ট্রীকৃত ৫৮টী মিলের মধ্যে উপযুক্ত মূলধনের অভাবে ২৩টীর বেশী মিল চলিতে পারে না, এবং ঐ চলমান ২৩টী মিলের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক মিলই বোম্বাই আমেদাবাদ মিলের মত চলিবার শক্তি রাখে। কাজেই বাঙ্গালীকে বাংলার কাপড় পড়িতে হইলে তাঁতের কাপড় ছাড়া উপায় নাই। আর বাঙ্গালী বাংলার উৎপন্ন কাপড় পরিবে—ইহা কোন প্রাদেশিকতাও নহে, উৎকট স্বদেশিকতাও নহে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতে ইহার নাম আত্মরক্ষা। এই আত্মরক্ষার অজুহাতে আজকালকার বেকার যুবক যাহারা—"শয়নে স্বপনে" শুধু বিশ-লাখ ত্রিশ-লাখ টাকার মিলের স্বপ্নই দেখেন, তাহারাও সামান্য মূলধন লইয়া শুধু তাঁতের কাজে মনোনিবেশ করিলে হয়ত অনেকটা মুস্কিল-আসান হইত।

সমবায় প্রথায় পণ্য বিক্রয়

দেশের কৃষক, শিল্পী ও কারিগর শ্রেণীর লোকেরা যে সব পণ্য উৎপাদন করে তাহার বিক্রয় সম্বন্ধে সুব্যবস্থার জন্য জগতের অনেক দেশে বর্ত্তমানে কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি বা সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতির প্রচলন হইয়াছে। পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে এতদিন দেশে দেশে যে অব্যবস্থা লক্ষিত হইয়া আসিয়াছে তাহাতে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের যে সকল দিক দিয়াই বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষিপণ্য বা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারীদের সহিত ঐ সব পণ্য ব্যবহারকারীদের প্রায়ই কোন সাক্ষাৎ সংস্রব থাকে না। একদল মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ী উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে মাল খরিদ করিয়া দ্রব্য ব্যবহারকারীদের নিকট তাহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করে। মাল আদান প্রদান করিয়া মোটা মুনাফার সংস্থান করাই ঐ মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য। পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ব্যবহারকারীদের বিহিত স্বার্থ ক্ষুন্ন করিয়াই তাহারা সেই মুনাফার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ফলে তাহাদের ব্যবসাগত কারসাজির জন্য একদিকে কৃষক ও শিল্পী কারিগরেরা কম মূল্যে তাহাদের উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়; অপর দিকে পণ্য ব্যবহারকারী-দিগকেও অযথা বেশী দরে পণ্য খরিদ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। উৎপাদনকারীদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধভাবে মাল বিক্রয় করিবার ও দ্রব্য ব্যবহারকারীদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধভাবে মাল খরিদ করিবার ভালরূপ ব্যবস্থা না থাকাতেই এতদিন ঐরূপ গলদের কোন প্রতিকার সম্ভবপর হয় নাই। সমবায় প্রথায় পণ্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত দ্বারা আজ সেই গলদ দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে। কৃষক শিল্পী কারিগর-দের উৎপন্ন মাল আলাদা আলাদাভাবে বিক্রয় না করিয়া তাহাদের দ্বারা গঠিত কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মারফতে উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইলে মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরা কৃষকদিগকে অযথা শোষণ করিবার সুবিধা পায় না। সে কারণে প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী মাল উৎপন্ন করিয়া তাহার ন্যায্য মূল্য আদায় করা কৃষকদের পক্ষে সম্ভবপর হয়। এই বিশেষ সুবিধার কথা ভাবিয়াই জগতের উন্নতিশীল দেশ-সমূহে বর্ত্তমানে অধিক সংখ্যায় সমবায় বিক্রয়-সমিতিসমূহ গড়িয়া তোলা হইতেছে।

সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি দ্বারা যে কেবল মাল বিক্রয় বিষয়েই সুবিধা হইয়া থাকে তাহা নহে মাল উৎপাদন বিষয়ে উন্নত প্রক্রিয়া প্রবর্ত্তনের পক্ষেও উহাদ্বারা বিশেষ সহায়তা হয়। উন্নত ধরণের মাল উৎপন্ন না হইলে স্থায়ীভাবে খরিদ্দার শ্রেণীর আস্থা অর্জ্জন করা যায় না। পণ্য উৎপাদকদের পক্ষেও কম মূল্য পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এইজন্য অনেক দেশেই সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতিসমূহ আজ উন্নত ধরণের মাল উৎপাদনে জোর দিতেছে। ডেনমার্কের সমিতিগুলি এবিষয়ে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ দেশের সমবায় দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রয় সমিতিগুলি কৃষকদিগকে গাভী পালনের উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী, দুগ্ধ হইতে বিচিত্র খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুতের প্রণালী ও শিল্পদ্রব্যের উৎকৃষ্টতা বিধানের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সময়োচিত উপদেশাদি দিয়া থাকে। ঐ সব সমিতির নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ সর্ব্বদা কৃষকদের কার্য্যধারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। দুগ্ধ হইতে উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য সমিতিগুলি তাহাদের সদস্যদিগকে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের যথাসম্ভব সুযোগও দিয়া থাকে। এইরূপ বিধিব্যবস্থার ফলে ডেনমার্কের দুগ্ধজাত শিল্প আজ জগতের সর্ব্বত্র বহুল কাট্‌তি ও সমাদর লাভ করিয়াছে।

চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত মাত্রায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পণ্য উৎপাদন ও ন্যায্য মূল্যে তাহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত ছাড়া সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি দ্বারা অন্য নানারূপ উপকারও সাধিত হইয়া থাকে। কোন দেশে উপযুক্ত সংখ্যায় ঐ ধরণের সমিতি গড়িয়া উঠিলে তাহাদের মারফতে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষি ফসল ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহ করা যায়। দেশের গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল সমিতির সহায়তায় দেশে কোন্ শ্রেণীর ফসল কি পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে এবং কোন্ শিল্পজাত মালের যোগান কতদূর, তাহা সহজে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন এবং সে সমস্ত দেশের জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করিতে পারেন। তবে এই ধরণের সুযোগ সুবিধা পাইতে হইলে মুষ্টিমেয় সমিতির উপর নির্ভর না করিয়া দেশের সর্ব্বত্র উপযুক্ত সংখ্যক সমিতি গড়িয়া তোলা ও সকল শ্রেণীর পণ্যকে সমবায় ক্রয় বিক্রয় নীতির আমলে আনিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন দেশের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নানারূপ সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি গঠন করা যায়। এক দেশের বিভিন্ন এলাকায়ও নানা শ্রেণীর সমিতি স্থাপিত হইতে পারে। পণ্য-উৎপাদকদের চেষ্টা, তাহাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাত্রা ও উৎপন্ন পণ্যের বৈচিত্র্য প্রভৃতি অনুসারেই সমবায় সমিতির শ্রেণীগত তারতম্য হইয়া থাকে। প্রথমতঃ কোন একটি বিশেষ পণ্য বিক্রয়ের জন্য এক উদ্দেশ্যমূলক সমিতি (Single purpose society) গঠন করা যায়। দ্বিতীয়তঃ এক সঙ্গে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট ধরণের পণ্য বিক্রয়ের জন্য যুক্ত সমিতিও (Mixed purpose society) গঠন করা চলে। ডেনমার্কে উপরোক্ত এক উদ্দেশ্যমূলক সমিতিগুলির বহুল প্রচলন লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ দেশে দুগ্ধ, মাখন, ডিম, মাংস প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি স্থাপিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের বোম্বাই প্রদেশে তুলা বিক্রয়ের জন্য ও বাঙ্গলায় পাট বিক্রয়ের জন্য এক উদ্দেশ্যমূলক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। তবে ভারতে ঐ সব শ্রেণীর সমিতি একদিকে উহাদের কার্য্যপরিচালনার গলদ এবং অন্যদিকে তুলা ও পাট ব্যবসায়ীদের তীব্র প্রতিযোগিতার জন্য তেমন কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারে নাই। কোন এক শ্রেণীর পণ্যের উপর নির্ভর করিয়া সমিতি স্থাপন ও পরিচালনা সম্ভবপর না হইলে এক সঙ্গে কতিপয় ধরণের পণ্য বিক্রয়ের জন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা সুবিধাজনক হইতে পারে। পাঞ্জাবের কো-অপারেটিভ কমিশন সপ্ নামে পরিচিত সমবায় সমিতিগুলি ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্থল। ১৯৩৫ সালে পাঞ্জাবে ঐ শ্রেণীর ২৩টি সমিতি ছিল। উহারা কমিশন লইয়া ফসলের বীজ সরবরাহ করিয়া থাকে এবং ঐ সঙ্গে কৃষকদের (সদস্য শ্রেণীভুক্ত) উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া থাকে। পাঞ্জাবের ঐ সমিতিগুলি অনেক পরিমাণে সাফল্য দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়।

যে সব দেশে কৃষকদিগের ও শিল্পী কারিগরদের পক্ষে উপযুক্ত কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহের সুবিধা নাই সেই সব দেশে সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতিগুলির পক্ষে সময়োচিত কর্জ্জ দানের নীতি গ্রহণও প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মত দেশে এই ধরণের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। সমবায় সমিতিগুলি উহাদের সদস্যদের উৎপন্ন পণ্য নিয়া কারবার করিয়া থাকে। এই অবস্থায় উপযুক্ত মূলধন থাকিলে উহারা কম ঝুঁকিতে সদস্যদিগকে কর্জ্জ দিয়া পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে। টাকা কর্জ্জ দেওয়ার সময় যদি পণ্য উৎপন্ন হইলেই তাহা সমিতির মারফতে বিক্রয় করিতে হইবে বলিয়া সর্ত্ত করা হয়, তবে শেষ পর্য্যন্ত সমিতির কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বিশেষ থাকে না। এই প্রথায় অনেক দেশের সমবায় সমিতিসমূহ আজ পণ্য উৎপাদন ও পণ্য বিক্রয়—এই উভয় বিষয়েই বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। ভারতবর্ষেও ঐ শ্রেণীর সমিতি বেশী সংখ্যায় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ডেনমার্কে পণ্য বিক্রয় সম্বন্ধে Pooling system-এর প্রচলন হইয়াছে। ঐ রীতির তাৎপর্য্য এই যে, বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্য উৎপাদক মিলিয়া একটি সমিতির মারফতে তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। সুবিধাজনক মনে হইলে নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। কিছুকাল মাল ধরিয়া রাখিয়া পরে তাহা বিক্রয় করিলে যদি বেশী মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়, তবে সমস্ত মালই সুসময়ের প্রতীক্ষায় সমিতির গুদামে মজুত রাখা হয়। সমস্ত পণ্য বিক্রয় করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যে মূল্য পাওয়া যায় সমিতির প্রতি সদস্যকে তদনুপাতে তাহাদের সরবরাহকৃত পণ্যের দাম দেওয়া হইয়া থাকে। কোনদিক দিয়া কোন ক্ষতি হইলে সমিতির সকল সদস্যকেই তাহার অংশ গ্রহণ করিতে হয়। সাধারণ সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতিসমূহ সমস্ত সদস্যের সরবরাহকৃত মাল এক হিসাবে না ধরিয়া প্রত্যেকের নামে আলাদা হিসাব রাখিয়া তাহাদের পাওনা মিটাইয়া থাকে। Pooling system অনুযায়ী গঠিত সমবায় সমিতিগুলির সহিত সচরাচর ঐ দিক দিয়াই তাহাদের পার্থক্য দেখা যায়।

ভারতবর্ষে Pooling system অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় সমিতি আজও বিশেষ গড়িয়া উঠে নাই। কেবল সুরাটে কতকগুলি তুলা বিক্রয় সমিতি ঐ নীতিতে কাজ করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। যে দেশের পণ্য উৎপাদকেরা এক একজনে বেশী পরিমাণ মাল উৎপাদন করিয়া থাকে সে দেশেই Pooling system অনুযায়ী পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা সুবিধাজনক হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের স্বল্প পরিমিত উৎপন্ন মাল ও ছোট ছোট শিল্পী কারিগরের স্বল্প যোগানদ্বারা সেইরূপভাবে কাজ চালান সুবিধাজনক নহে। ১৯২৮ সালের রাজকীয় কৃষিকমিশনও ঐরূপ মন্তব্যই করিয়াছিলেন।

এ দেশে পণ্য উৎপাদকদের আর্থিক দুরবস্থার জন্য বর্ত্তমানে মাল বিক্রয় না করিয়া ভবিষ্যতে বেশী মূল্য আদায়ের আশায় তাহা মজুত করিয়া রাখার সুবিধাও কম। কাজেই Pooling system এ পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা এ দেশে ভালরূপ প্রচলিত হইতে যে বিলম্ব হইবে, তাহা স্বাভাবিক।

সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি স্থাপন করিয়া তাহা সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিতে হইলে উহার উপযুক্ত কার্য্যকরী মূলধনের ব্যবস্থা প্রয়োজন। প্রথমতঃ শেয়ার বিক্রয় দ্বারা সমিতিগুলির কিছু কার্য্যকরী মূলধন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়াও উহারা মূলধনের জোগান পাইতে পারে। ডেনমার্ক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতিগুলি যখন প্রথম কার্য্যসুরু করে তখন শেয়ার মূলধনই উহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। পরে ঐসব সমিতি তাহাদের কার্য্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে সাহায্য লাভ করিতে থাকে। অপর দিকে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় সমবায় সমিতিসমূহকে সাহায্য করিবার উপযোগী বিশেষ শ্রেণীর কতকগুলি ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ঐসব দেশের সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতিগুলিকে কার্য্যকরী মূলধনের জন্য বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতিসমূহকে ঐভাবে উপযুক্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের মারফতে সাহায্য করিবার কোন সুবন্দোবস্ত আজও হয় নাই। এদেশে যে সব সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি রহিয়াছে তাহাদিগকে মুখ্যতঃ সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু দেশের এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যেরূপ কম এবং তাহাদের কার্য্যকরী মূলধন যেরূপ স্বল্প তাহাতে উহাদের দ্বারা সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতিগুলির মূলধন সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন। ভারতবর্ষের সমিতিগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য দেশের সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন উৎসাহ দেখা যায় না। এদেশের গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়া সমবায় সমিতির সহায়তাকল্পে কোন বিশেষ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপনেরও ব্যবস্থা করেন নাই। ফলে দেশে সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি স্থাপন ও কৃতকার্য্যতার সহিত তাহা পরিচালনার সুযোগ হইতেছে না। কিছুকাল পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ এক পুস্তিকা প্রচার করিয়া এদেশে সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতিসমূহের কার্য্যের সুবিধার জন্য কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সমবায় সমিতির গুদামে যে মাল রাখা হয় তাহার জামীনে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে সমবায় সমিতিসমূহকে সময়োচিত কর্জ্জ প্রদান খুবই সম্ভবপর। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের উপরোক্ত নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভারতবর্ষে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির মারফতে যদি সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য করার ব্যবস্থা হয় তবে এদেশে সমবায় প্রথায় পণ্য বিক্রয়ের নীতি অনেক দূর কার্য্যকরী হইতে পারে।

ডাঃ জে, পি, নিয়োগী লিখিত বাঙ্গলার সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও শিল্প সম্বন্ধে এক অধ্যায়

[শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-কম]

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই যুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। যুদ্ধের ঘাত প্রতিঘাতে কত নূতন শিল্প গড়ে উঠেছে এবং পুরাণো শিল্পগুলির আরো প্রসার হয়েছে। শিল্পের প্রসারতা লাভ করা যে ভারতের সৌভাগ্য সূচনা করে তা বোধ হয় নূতন করে আজ আর বলবার প্রয়োজন নেই ; কিন্তু এই সমস্ত নূতন ও শিশুশিল্প-গুলিকে প্রথম থেকেই অর্থ সাহায্য না কর্লে তারা তাদের ভিত্তি দৃঢ় ক'রে তুলতে সক্ষম হবে না এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়ত তারা জল-বুদ্বুদের মত শূন্যে মিলিয়ে যাবে। তাই বহুদিনের পুরাণো সমস্যা আজ আবার নূতনরূপ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—কি ক'রে এই শিল্প-গুলিকে অর্থ-সাহায্য করে গ'ড়ে তোলা যায়।

এতদ্দেশীয় শিল্প আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা ক'রে আমরা দেখতে পাই যে, দেশীয় শিল্পগুলির অন্যতম প্রধান অন্তরায় হ'ল মূলধনের অভাব। বড় বড় শিল্পগুলি নানা প্রকার আর্থিক অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সাধারণতঃ শিল্পগুলির গঠন ও পরিচালনের জন্য যে প্রকার অর্থের প্রয়োজন তা' তারা সংগ্রহ কর্ত্তে অসমর্থ। এখানে জেনে রাখা দরকার যে শিল্পের জন্য সাধারণতঃ দুই প্রকার মূলধনের প্রয়োজন হয়—প্রথমতঃ স্থায়ীমূলধন এবং দ্বিতীয়তঃ কার্য্যকরী-মূলধন। প্রথম প্রকার মূলধনের প্রয়োজন হয় কলকব্জা, জমি প্রভৃতি স্থায়ী সম্পত্তি কিনবার জন্য এবং দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োজন হয় কাঁচামাল খরিদ করা, কাঁচামালকে তৈরীমালে পরিণত করা এবং নানাবিধ সরঞ্জামী খরচা মেটাবার জন্য। বলা বাহুল্য যে ভারতীয় শিল্পগুলি এই দুই প্রকার মূলধনেরই অভাব বোধ করে থাকে। শুধু তাই নয়, আবার নূতন কোন শিল্প স্থাপন কর্ত্তে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়, তারও অভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ১৯১৯-২০ থেকে ১৯২২-২৩ অর্থাৎ মুদ্রাপ্রসারণের এই কয়েকটি বৎসর ব্যতীত ঐ প্রকারের মূলধনের অভাব ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এরই ফলে ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্প গড়ে উঠতে পারে নি।

একটু তলিয়ে দেখতে গেলেই আমরা দেখতে পাই যে, এই প্রকার অর্থাভাবের প্রধান কারণ হচ্ছে যে পাশ্চত্য দেশের মত আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসা তত প্রসারতা লাভ করেনি। এতদ্দেশীয় লোক প্রায়শঃই কৃষিজীবী। তাদের যাকিছু সামান্য পুঁজি আছে তা তারা গয়না কিনে, জমি কিনে এবং জমির উন্নয়ন কার্য্যে ব্যয় করে ফেলে এবং ব্যবসাতে খাটানোর মত কিছুই তাদের থাকে না আর টাকা খাটাতে চায়ও না। শুধু কৃষকদের মধ্যেই নয় এতদ্দেশীয় সহরবাসী মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ তাঁদের পুঁজি শিল্পে না খাটিয়ে কোম্পানীর কাগজেই খাটিয়ে থাকেন। এক কথায় বলতে গেলে এদের সকলেরই শিল্প সম্বন্ধে একটা ভীতি আছে। এ ভীতি যে নিতান্ত অমূলক তা নয়, ভারতীয় শিল্প ইতিহাস আলোচনা কর্লে এর যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

এই ত গেল সাধারণের দিক। দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিও দেশীয় শিল্পকে সাহায্য করবার জন্য অতি সামান্যই চেষ্টা করেছে। একথা সকলেই স্বীকার কর্বেন যে, ভারতের যৌথ ব্যাঙ্কগুলি তাদের মূলধন ও পুঁজি থেকে ভারতীয় শিল্পকে যথেষ্ট সাহায্য কর্ত্তে পারে, কিন্তু ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত তারা শিল্পের দিকে ভ্রূক্ষেপও কর্ত্ত না। ভারতের সর্ব্ববৃহৎ যৌথ ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ভারতীয় শিল্পকে দীর্ঘকালীন ঋণদানে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্তও অসমর্থ ছিল, কারণ আইনের দ্বারা এই ব্যাঙ্কের ঋণদানের মেয়াদ ধার্য্য করা হয়েছিল মাত্র ছয় মাস এবং সেই আইনে আরও বলা হইয়েছিল যে, এই ব্যাঙ্ক কোন শিল্পের শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চারে টাকা খাটাতে পার্ব্বে না। এর থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, শিল্পকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করা পূর্ব্বে ইম্পারিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। ভারতের অন্যান্য ছোট ছোট যৌথ ব্যাঙ্ক যারা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের আওতায় গড়ে উঠেছে, তারাও উহার আদর্শ মেনে নিয়েছিল। ১৯৩৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাই ভারতীয় শিল্প ও ব্যাঙ্কের মধ্যে মৈত্রী সম্ভব হয়ে উঠেনি। আরও একটা কারণ আছে। ব্যাঙ্কের আমানত অধিকাংশই সাময়িক, এই সাময়িক আমানত দীর্ঘকালীন ঋণে খাটালে ব্যাঙ্কের নগদ টাকার স্বচ্ছলতার হ্রাস হয়, কারণ আমানতকারী আমানতের টাকা যে কোন সময় দাবী কর্ত্তে পারে এবং তখন যদি তিনি টাকা না পান তবে ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব যে লোপ পাবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

এই সমস্ত কারণে শিল্পকে সাহায্য করবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা রূপ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। ৬০।৭০ বৎসর

পূর্ব্বে ভারতে বড় বড় যে সব শিল্প স্থাপিত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছে এদের দ্বারাই। বাজারে যথেষ্ট সুনাম থাকায় এরা শিল্পে টাকা খাটাতে ইচ্ছুক লোকের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ কর্ত্তে সমর্থ হয় এবং সেই টাকা শিল্পে খাটায়। এরা শিল্পের কার্য্যকরী মূলধনের সরবরাহ কর্ত্ত এবং স্থায়ী মূলধন যা কিছু প্রয়োজন হ'ত তা অংশীদারের নিকট থেকে আদায় কর্ত্ত। পুরোণো শিল্পের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের জন্য, নূতন কলকব্জা প্রভৃতি কিনিবার জন্য যা কিছু টাকার প্রয়োজন হত তা এরাই সরবরাহ কর্ত্ত।

কিন্তু এত করা সত্ত্বেও এই ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার কয়েকটি গুরুতর দোষ দেখা যেতে লাগল। এই এজেন্সীগুলি প্রায়ই দুই বা ততোধিক শিল্পের গঠন ও উন্নয়নের ভার গ্রহণ কর্ত্ত এবং কোন একটির উদ্বৃত্ত তহবিল দিয়ে অন্য আর একটি শিল্পকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করত। এই নীতি যে কত দোষার্হ তা একটু অনুধাবন কর্লেই বুঝতে পারা যায়। কোন একটি বড় শিল্পের উদ্বৃত্ত তহবিল যদি অন্য কোন একটি নূতন শিল্পে খাটানো যায় এবং বাজার মন্দা পড়লে যখন ছোট শিল্পের অস্তিত্ব লোপ পায় তখন মুমূর্ষু ছোট শিল্পটি বড় শিল্পটিকেও নিজের সাথে মরণের পথে টেনে নিয়ে যায়। ১৯২৭ সালের বোর্ড অব ট্রেডের বিবরণে প্রকাশ যে, একই এজেন্সী দ্বারা পরিচালিত আহাম্মদাবাদ, বরোচ ও বোম্বাইস্থিত বহু বয়নশিল্প এই ভাবেই লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু বাংলার বাইরেই নয় ক'লকাতাতেও যে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়নি তা নয়। ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্টদের দ্বারা পরিচালিত অনেকগুলি চটকলের অবস্থাও অনুরূপ হয়েছে। শুধু এই নয়, এজেন্সী প্রথার আরও নানা দোষ দেখা যেতে লাগল। এই এজেন্সীগুলি প্রত্যেকেই এত অধিক সংখ্যক শিল্প গঠনের ভার গ্রহণ কর্ত্ত যে পরিচালনের উপযোগী অর্থ অনেক সময়ই তাদের থাকত না। বাজার যখন গরম থাকত তখন তারা অনায়াসে এবং স্বেচ্ছায় টাকা দিয়ে তাদের পরিচালিত কোম্পানীগুলিকে সাহায্য কর্ত্ত। কিন্তু বাজার যখন মন্দা পড়ত তখন তারা উপযুক্ত পরিমাণে টাকা দিয়ে কোম্পানীগুলিকে সাহায্য কর্ত্তে পারত না। আবার বাজারের অবস্থা যখন অপেক্ষাকৃত ভাল তখন বেশী লাভের আশায় এই এজেন্সীগুলি কপালঠুকা ব্যবসা আরম্ভ করত। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ করার ভার যেয়ে পড়ত নিরীহ কোম্পানীগুলির উপর।

বলা বাহুল্য যে ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে যখন ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা স্থাপিত হয় তখন তারা শিল্প উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এবং তৎকালীন বড় বড় সমস্ত শিল্পই—যথা পাট-শিল্প, কার্পাস শিল্প লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, শর্করা শিল্প, কয়লা, অভ্র ইত্যাদি খনিজ শিল্প এদের দ্বারাই পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আজ তাদের কার্য্যকলাপের ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে কি করে বলা যেতে পারে যে, এই প্রথা ভবিষ্যৎ ভারতের শিল্পোন্নয়নের সহায়ক হবে? তাই আজ এই পরিবর্ত্তনের দিনে শিল্পকে সাহায্য করবার জন্যে অন্য কোন উপায়ের উদ্ভাবন কর্ত্তে হবে। কিন্তু এই উপায় খুঁজে বের কর্ত্তে যেয়ে আবার সেই পুরোণো কথা টেনে আনতে হয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে, ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয় শিল্পকে সাহায্য কর্ত্তে অসমর্থ ছিল, কিন্তু ১৯৩৪ সালে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের আইন সংশোধিত হবার ফলে আজ উহা দেশীয় শিল্পকে সাহায্য কর্ত্তে সমর্থ হয়েছে বটে, কিন্তু আজ দেশীয় শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্যের জন্য দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির উপরই নির্ভর কর্ত্তে হবে। সামান্য অর্থ সাহায্যে ভারতীয় শিল্পগুলিকে উপযুক্তরূপে গড়ে তোলা যাবে না, তাদের যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য কর্ত্তে হবে। কারণ আজ ভারতের শিল্প ইতিহাসে যে সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হবার আশা হয়েছে তাকে আমরা বিলীন হতে দেব না। বর্ত্তমানে যুদ্ধের সংঘাতে শিল্প যা গড়ে উঠেছে তাকে নষ্ট হতে দিলে চলবে না, এই নূতন ও শিশু-শিল্পগুলির ভিত্তি দৃঢ় করে তুলতে হবে এবং তাদের এমনিতর ক'রে তুলতে হবে যেন তারা অদূর ভবিষ্যতেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিল্পের সমকক্ষ হতে পারে। কিন্তু এই প্রচুর অর্থ সাহায্যের মূলে রয়েছে যৌথব্যাঙ্কের সহিত ভারতীয় শিল্পের সহযোগ। শিল্প স্থাপনের সময় স্থায়ী সম্পত্তি কিনবার জন্য যে টাকার প্রয়োজন হবে তা সংগ্রহ কর্ত্তে হবে জনসাধারণের কাছ থেকে। তারপর শিল্পের ভিত্তি একবার দৃঢ় হলে আয়তন বাড়ানোর জন্য যে টাকার প্রয়োজন হবে, তা শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত এই শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বাজারে চালানো না যায় ততদিন পর্য্যন্ত যৌথ ব্যাঙ্কগুলিই শিল্পকে এই প্রকারের অর্থের যোগান দিয়ে সাহায্য কর্ব্বে এবং কার্য্যকরী মূলধন যা দরকার হবে তাও ব্যাঙ্কগুলিই সরবরাহ কর্ব্বে।

এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে জার্ম্মাণীর কথা মনে পড়ে। জার্ম্মাণীর আজ শিল্পে এত উন্নতির একমাত্র কারণ ব্যাঙ্কের সহিত শিল্পের সহযোগিতা। শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা আদায় করা নূতন কোন শিল্পের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব; কারণ নূতন শিল্পের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের আস্থা খুবই কম। এক্ষেত্রে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলিই শিল্পের পক্ষ থেকে

শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে শিল্পকে অর্থসাহায্য করে এবং একবার তাদের ভিত্তি দৃঢ় করে তুলে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা আদায়ের সুবিধা নিজেরাই করে দেয়। এখানে সকলেই হয়ত ভাববেন যে সাহায্যপ্রাপ্ত নূতন শিল্প যদি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পারে তবে সাহায্যকারী জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের অবস্থা হবে শোচনীয়। কিন্তু এরূপ ভাববার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ এইরূপ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তারা এক নূতন উপায় অবলম্বন করেছে। তারা কয়েকটি ব্যাঙ্ক একত্র মিলিত হয়ে সম্মিলিত ভাবে একটি শিল্পকে সাহায্য করে—যাকে জার্ম্মাণীতে বলা হয় 'Kousortium'। এ ব্যবস্থার সুবিধা এই যে, যদি ঐরূপ কোন শিল্পের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায় তবে বিপদ সম্মিলিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং মাত্রারও হ্রাস হয়। এ'থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ ব্যাঙ্কিংকার্য্য ছাড়াও শিল্পকে সাহায্য করাটা তাদের অন্যতম প্রধান কার্য্য বলে ধরে নিয়েছে। আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিও যদি উহাদের পথ অনুসরণ করে এবং কয়েকটি ব্যাঙ্ক সম্মিলিত হয়ে কোন শিল্পের গঠন ও উন্নয়নের সহায়তা করে, তবে দেশে অদূর ভবিষ্যতেই আমরা নানা শিল্পের উন্নতি দেখতে পাব।

শিল্পকে অর্থ সাহায্য করেই নিরস্ত থাকলে চলবে না। পরন্তু তাদের সাথে সান্নিধ্য স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। জার্ম্মাণীতে শিল্প ও ব্যাঙ্কের মধ্যে এই সান্নিধ্য বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সেখানে ব্যাঙ্ক ও শিল্পের মধ্যে এই সান্নিধ্য স্থাপনের ফলে শিল্পগুলি ব্যাঙ্কের বিজ্ঞলোকের পরামর্শ পায় এবং তাদের উপদেশানুসারে কাজ ক'রে লাভবান হয়। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির শিল্পের সাথে এইরূপ সান্নিধ্য স্থাপন করা উচিত এবং এ করতে হলে একান্ত প্রয়োজন হবে শিল্পগুলি যাতে তাদের যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য অনেকগুলি ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর না করে শুধু একটি ব্যাঙ্কের উপর করে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী যে সমস্ত শিল্পের বাজারে সুনাম আছে তার ভেতর থেকে ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা একটি উপদেষ্টা কমিটি স্থাপন কর্ব্বেন। এই কমিটি সভ্যগণকে এমন ভাবে বেছে নিতে হবে যেন তারা সাধারণের বিশ্বাসের পাত্র হন। এই সমিতি শিল্পের স্থায়িত্ব এবং উহার ভবিষ্যতে উন্নতির আশা লক্ষ্য করে তাদের সাহায্য কর্ব্বেন। এইরূপ ভাবে সাহায্য কর্লে ব্যাঙ্কের দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা থাকে খুবই কম।

পূর্ব্বোক্তরূপে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি যদি শিল্পের সাথে সহযোগিতা করে শিল্পোন্নয়নের সাহায্য করে তবে আজ যুদ্ধের সংঘাতে যে সমস্ত নূতন ও শিশুশিল্পের উৎপত্তি হয়েছে তারা অদূর ভবিষ্যতেই মহামহীরুহে পরিণত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পার্ব্বে এবং বিদেশীয় শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে না।

ঢাকার তাঁত-শিল্প

[শ্রীশিশিরকুমার বসাক, সাহিত্যভূষণ।]

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে হস্ত চালিত তাঁতে বয়নকার্য্য চলে আসছে। বেদ ও পুরাণে ক্ষৌমবস্ত্র, দুকূল, কৌশেয়, চীনাপত্ত, পত্রোর্ণ, অংশুক প্রভৃতি যে সমস্ত বস্ত্রের উল্লেখ আছে তা'থেকে এ কথার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বস্ত্রগুলোর অধিকাংশই গাছের আঁশ বা বন্য রেশম থেকে তৈরী। বিংশশতাব্দীর যান্ত্রিক-সভ্যতার-যুগেও যে ঐ হস্ত চালিত তাঁত বেঁচে আছে তা' বাস্তবিক কম গৌরবের কথা নয়।

পৃথিবীতে ঢাকার মস্‌লিন, বস্ত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং তন্তুবায় জাতির সুক্ষ্ম বয়ন চাতুর্য্যের চরম প্রকাশ। কবে কোন্ অতীত যুগে মসলিনের সৃষ্টি হয়েছিল তা' সঠিক বলা কঠিন। তবে ঢাকার মস্‌লিন যে একদিন সমগ্র জগতে সমাদৃত হয়েছিল, তা পাশ্চাত্যের বহু মনীষী এক বাক্যে স্বীকার করে গিয়েছেন। রোম, পারস্য, গ্রীস্ ও মিশর প্রভৃতি দেশে মসলিন অত্যন্ত আদরের সহিত গৃহীত হোতো এবং উহা বিশ্বের রত্নভাণ্ডার হোতে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা নিজ দেশে আহরণ করত। এরূপে পোষাক পরিচ্ছদের দিক দিয়ে পৃথিবীর বিলাসিতার দ্রব্য তৎকালে একমাত্র ভারতই যোগাত। রোম সাম্রাজ্য যখন সভ্যতার উচ্চস্তরে আরোহণ করেছিল, তখন ঢাকার মসলিন তদ্দেশীয় বিলাসিনী রমনীদের আঙ্গ-রাখা বা পরিধেয় বস্ত্র মধ্যে গণ্য ছিল। তারা উহা অত্যধিক মূল্য দিয়ে কিনে রাখত।

ঢাকার মস্‌লিনের বুনট এত সুক্ষ্ম ছিল যে, কবির ভাষায় উহাকে কেউ কেউ 'বাতাসের বুনো জাল' বলে মন্তব্য করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার মসলিন ইউরোপের সর্ব্বত্র রপ্তানি হোত। আরো জানা যায়, পারস্যের দূত মহম্মদআলি বেগ ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবার সময় পারস্যের শাহকে উপহার দেবার জন্যে, ষাট হাত দীর্ঘ একখানা মসলিন একটি ক্ষুদ্র নারিকেলের ভেতরে পুরে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। উহা এত সূক্ষ্ম ছিল যে, হাত দিয়ে ধরলে কি ধরা হোল কিছুই টের পাওয়া যেত না। একগজ প্রস্থ বিশ হাত দৈর্ঘ্যের একখানা মসলিন একত্র জড়িয়ে অতি সহজে একটি আংটীর ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এদিক সেদিক নেওয়া যেত। এরূপ ত্রিশ হাত দৈর্ঘ্য ও দু'হাত প্রস্থ একখণ্ড মসলিন ওজনে চার পাঁচ তোলা হোত এবং তা চার পাঁচ শত টাকায় বিক্রী হোত।

মুসলমান বাদশাহগণের আমলে ঢাকার মলমল সবিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। শাহাজাদিগণের ব্যবহারের জন্যে ঢাকাই বস্ত্র ও মলমল এরূপ সূক্ষ্মভাবে তৈরী হোত যে, সাতখানা বস্ত্র একটির উপর আর একটি করে একত্রে পরিধান করিলেও সাতখানা কাপড়ের অস্তিত্ব বোঝা যেত না।

ঢাকার অন্যান্য যে সকল বাণিজ্য বস্ত্রের নাম আছে, তন্মধ্যে জামদানী, বদনখাস, তরন্দাম, নয়নসুখ, আনারদানা, কবুতর খোপা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ওগুলো যে কেবল ঢাকা সহরের তন্তুবায়দের দ্বারা প্রস্তুত হোত তা নয়; ডেমরা, ধামরাই, আবদুল্লাপুর, সিদ্ধিগঞ্জ, কাঁচপুর প্রভৃতি স্থানের তন্তুবায়দের দ্বারাও তা প্রস্তুত হোত। ঢাকার বৈশ্য বসাক বণিকেরা বহুদূরদেশে তা চালান দিতেন।

বিলাসী নবাব বাদশাহগণের কুটীর শিল্পের প্রতি অগাধ সহানুভূতি থাকায় তৎকালে এ দেশে বস্ত্র শিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হয়েছিল। উহাতে তাদের কেবল সহানুভূতি ছিল না, নিজেরাও পরিধান করতেন এবং দরবারস্থ আমীর ওমরাহগণকে তা' ব্যবহার করতে বাধ্য করতেন। তখনকার এক একখানা জামদানীর মূল্য ছিল ২৫০৲ টাকা থেকে ৪৫০৲ টাকা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও দেশীয় বণিকগণ প্রতি বৎসর পঁচিশ লক্ষ টাকার মসলিন ক্রয় করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ম্যানচেষ্টারের তন্তুবায়দের অপেক্ষাকৃত সুলভ মলমলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকার মলমলের কাট্‌তি কম্‌তে লাগল। অবশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি উঠে গেল। তদবধি উহার ক্রমশঃ পতন আরম্ভ হোল।

পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে পূর্ব্বে 'ঢাকা কার্পাস' নামে মস্‌লিনের উপযোগী একরূপ কার্পাস তুলা উৎপন্ন হোত যা পৃথিবীর অন্য কোথাও মিল্‌তো না। ময়মনসিংহ, বাজীৎপুর, কাপাসিয়া, কাটাখালি, জঙ্গলবাড়ী, আব্দুল্লাপুর প্রভৃতি স্থানে ঐ শ্রেণীর 'সিরজ' তুলা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেত। উহার সূতা ঠিক মাকড়শার জালের মত মিহি করা যেত। তুলার ফল ফাট্‌বার পূর্ব্বে ঘরে তুলে শুকিয়ে লওয়া হোত। উহার মধ্য থেকে উপরের তুলা মোটা কাজে, মধ্যের তুলা মাঝারী কাজে এবং বীচির গায়ে জড়ানো নরম তুলাতে কেবল মসলিনের সূতা প্রস্তুত হোত। বড় বড় বোয়াল মাছের কানকো ও দাঁতের দ্বারা সে সমস্ত তুলা বাছাই বা মিছিল করা হোত। আবহাওয়ার

অবস্থা বুঝে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষেরা শেষ রাত্রে কাটুনীদিগকে ডেকে উঠাতেন। তাঁরা ভোর ও সন্ধ্যায় নদী বা জলাশয়ের তীরে বসে অতি সাবধানে সূক্ষ্ম অঙ্গুলী চালিয়ে চরকায় সূতা কাট্‌ত। চৌদ্দ হোতে বিশ বছর বয়সের কিশোরীগণ যাদের স্বাস্থ্য ভাল, যারা ধীর স্থির ও বুদ্ধিমতী, তাদের হাতে এই মিহি সূতা প্রস্তুত হোত। যে মুহূর্ত্তে হাওয়া পরিবর্ত্তিত হোত বা রৌদ্র উঠত তখনি সূতা কাটা বন্ধ রাখা হোত। তন্তুবায়গণ কাটুনীদের নিকট হোতে এই সূতা ক্রয় কোরে গৃহের নির্জ্জন স্থানে বসে বস্ত্র বয়ন করত। মাথা-ভাঙা 'জাই' বাঁশের ক্ষুদ্র ধনুক দিয়ে অতি সাবধানে তা' ধুনতে হোত। যে ঘরে বসে তারা বস্ত্র বয়ন করত তা' অত্যন্ত শীতল ও আলোবাতাস শূন্য ছিল। বয়ন করবার সময় বাতাসে বার বার সূতা ছিঁড়ে যেত বলে তারা ঐরূপ স্থান বেছে নিত। এরূপে বিশ হাত দৈর্ঘ্য ও দুই হাত প্রস্থের একখানি মসলিন বুনতে শিল্পীদের ২।৩ মাস হোতে ৫।৬ মাস সময় লাগত।

পূর্ব্বে ঢাকার কার্পাস সূতা দ্বারা হস্তচালিত তাঁতে যেরূপ সূক্ষ্ম মস্‌লিন প্রস্তুত হোত, সেরূপ সূক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্র আজ পর্য্যন্তও ইউরোপের উন্নত ধরণের কল দ্বারা প্রস্তুত হয়নি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, পূর্ব্ববঙ্গের তথাকথিত ঢাকা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের আজ আর সে পূর্ব্বগৌরব নেই। তথাপি বাংলায় এমন কোন জেলা বা কেন্দ্র নেই যেখানে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অস্তিত্ব না আছে; সারা ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ২৬ লক্ষের উপর হস্তচালিত তাঁত আছে। তন্মধ্যে ২ লক্ষ তাঁত আমাদের বাংলা দেশে। কাপড়ের কলের দ্রুত উন্নতি এবং প্রসার হওয়া সত্ত্বেও হস্তচালিত তাঁতশিল্প যে এখনো ধ্বংস হয়নি তার কারণ মিলের কাপড়ের সঙ্গে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সাধারণতঃ কোন প্রতিযোগিতা নেই। হস্তচালিত তাঁতে প্রথমতঃ সৌখীন মিহি ধুতি ও সাড়ী এবং মোটা কাপড় তৈরী হয়। এ ছাড়া লংক্লথ, টুইল, পাগড়ীর কাপড়, রুমাল, লুঙ্গি, খদ্দরের চাদর, তোয়ালে ইত্যাদিও প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয়তঃ হস্তচালিত তাঁতে ব্যক্তি কিংবা শ্রেণী বিশেষের পছন্দমত কাপড় প্রস্তুত হোতে পারে। এমন কি অনেক সময় সৌখীন লোকেরা অধিক মূল্য দিয়ে ঐ সমস্ত শিল্পীদের দ্বারা পছন্দমত কাপড়ের পাড়ে সোনালী জরী দিয়ে নিজেদের নাম, ধাম ও উপাধি লিখিয়ে নিতেন। এ রকমের সুবিধা দেওয়া কাপড়ের কলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। শিল্পতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার কর্‌লে একথা নিশ্চয় করে বল্‌তে হবে যে, মামুলী ধরণের যন্ত্রপাতি এবং কার্য্যপ্রণালী আঁক্‌ড়ে ধরে থাকলেও হস্তচালিত তাঁতে নিযুক্ত শিল্পীদের কর্ম্মনৈপুণ্য ও শিল্পদক্ষতার একটা বিশেষত্ব আছে।

এবার ঢাকা ও আশেপাশের স্থানসমূহের হস্তচালিত তাঁতশিল্প ও ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা এবং উহার পরিচালনা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্‌। ঢাকা শহরের তাঁতশিল্প আজ শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্ত্তমানে ঢাকা সহরের হস্তচালিত তাঁতে জরী ও লাল-কালো সূতো-পাড়ের জ্যাকেট সাড়ী প্রস্তুত হয়। রেশমী সূতা দিয়েও বস্ত্র তৈরী হয়, তার মধ্যে জরীর জ্যাকেট পাড় ও সূতার জ্যাকেট পাড় উল্লেখযোগ্য। ধুতির মধ্যে সাধারণতঃ জড়ী পাড় ধুতি এবং কাল ও চুল পাড় ধুতি প্রস্তুত হয়। জামার জন্যে মস্‌লিনের থান কাপড় প্রস্তুত হয়। উহা দেখ্‌তে যেমন সুন্দর, ব্যবহারেও তেমনি আরামপ্রদ। বাজারে চাহিদা থাক্‌লে বর্ত্তমানেও ঢাকা সহরে ৩০০ নম্বরের বিলেতী সূতায় মস্‌লিন তৈরী করবার সুদক্ষ শিল্পী আছে। দুঃখের বিষয় ঢাকার সাড়ী, ধুতি ও থান কাপড় প্রভৃতির চাহিদা পূর্ব্বের তুলনায় কিছুই নেই। ১৯০৫ সালে ঢাকাই কাপড়ের চাহিদা বেশ দেখা গিয়েছিল। উহাতে ঢাকায় তখন নূতন নূতন ডিজাইনের বুটাদার সাড়ী প্রভৃতি নানারকমের কাপড় প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু ঢাকার তাঁতশিল্পিগণ পুরুষানুক্রমে সূক্ষ্ম কাজই করে আস্‌ছে, কখনো মোটা অসমান সূতার কাপড় তৈরী করেনি এবং উহাতে তাদের মজুরীও পোষায় না। সুতরাং যুগোপযোগী বাজারের চাহিদামত মাল সরবরাহ করতে না পারায় ঢাকার তাঁতশিল্প ব্যবসায়ে ক্রমশঃ মন্দাভাব দেখা দিল। কিন্তু সূক্ষ্মতায়, বয়ন-পারিপাট্যে ও টেঁকসই-এর দিক দিয়ে ঢাকাই সাড়ী ও ধুতি এখনো যে বাজারে শ্রেষ্ঠ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী একথা কে-না স্বীকার করবে? ব্যবহারে ইহা যেমন আরামপ্রদ তেমনি এ কাপড় সহজে ময়লা হয় না। বর্ত্তমানে ঢাকা সহরে প্রাচীন ধরণের ৫০।৬০টি হস্তচালিত তাঁত আছে। বাজারে ঢাকাই কাপড়ের চাহিদা না থাকাতে এরূপ অবস্থা দাঁড়িয়েছে। বাংলার মা ও বোনেরা যদি এখনো বিদেশী মিলের রং ও বেরংএর সাড়ীর মোহে না পড়ে ঢাকাই সাড়ী ব্যবহার করেন, তা'হোলে আমার মনে হয় এ শিল্পটির বেঁচে থাক্‌বার পক্ষে কোনই কষ্ট হবে না, অধিকন্তু ইহাতে দেশের কতক লোকের অন্নের সংস্থান হবে।

সুখের বিষয় অল্প কিছুদিন যাবত, বিবাহোৎসবে উপহার দেবার যোগ্য ঢাকার 'হাফ শিল্ক জামদানী' বেনারসী সাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। দরে ও জিনিষে তা 'ক্রেপ্‌ বেনারসীর' সমকক্ষ হওয়ায় বর্ত্তমানে ইহা কোলকাতা, বোম্বে, রাঁচী, শিলং প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে চল্‌ছে। ঢাকায় কাসিদা কাপড়ে ও খদ্দরের চাদরের উপর মুগা ও সূতা দ্বারা ফুল তোলা প্রভৃতি কাজ হয়ে থাকে। হিন্দু ও মুসলমান মেয়েরা একাজে অত্যন্ত পারদর্শী। ঢাকা থেকে প্রতি

বৎসর বহু খদ্দরের চাদর বিভিন্ন সহর ও মফঃস্বলে চালান হয়।

ঢাকার নিকটে আবদুল্লাপুর, মীরেশ্বর প্রভৃতি স্থানে সাড়ী কাপড় তৈরী হয়। কিন্তু সেখানকার অবস্থাও প্রায় ঢাকার মত। ধামরাই-এর তাঁতশিল্প একপ্রকার নেই বল্‌লে চলে। ডেমরা, সিদ্ধিগঞ্জ, নপাড়া, আল্‌গী, বান্‌টা, কাচপুর, গোলাকান্দা প্রভৃতি স্থানের জামদানী বুটিদার সাড়ীর বাজারে বর্ত্তমানে বেশ কাট্‌তি আছে। কিন্তু টাঙ্গাইল-এর রঙ্গীন সাড়ী কাপড় আজ দেশে যুগান্তর এনেছে। উহা যেমন যুগোপযোগী, তেমনি সস্তা। বিভিন্ন ডিজাইনের নিত্য নতুন পাড়ের আবিষ্কার হওয়ায় বাজারে উহার অতটা চাহিদা।

প্রায় সমস্ত স্থানেই তাঁতশিল্পীরা গ্রাম্য বা সহরের মহাজনদের কাছ থেকে সূতা, জরী নিয়ে মহাজনদের পছন্দমত ডিজাইনে কাপড় তৈরী করে থাকে। আবার কখনো মহাজনেরা 'হাট' থেকে তা ক্রয় করে। টাঙ্গাইল, ডেমরা প্রভৃতি স্থানের কারিগরগণ সময় সময় তা' স্থানীয় হাটে নিয়ে বিক্রী করে। ঢাকা, আবদুল্লাপুর, মীরেশ্বর প্রভৃতি স্থানে কোন হাট নেই। প্রায় ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার মহাজনেরা নির্দ্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন স্থানের কারিগরদের খবর দিয়ে ঘরে বসে পছন্দমত কাপড় খরিদ করত। উহাকে 'হাটি' বলত। বর্ত্তমানে সে প্রথা একপ্রকার লোপ পেয়েছে।

বাংলার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটা উন্নত ধরণের কাপড়ের কল স্থাপিত হওয়ায় হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ধ্বংস সাধিত হয়েছে যাঁরা এরূপ মনে করেন তাঁরা ভুল করে থাকেন। কাপড়ের কলগুলো তাঁতশিল্পের কখনো বিরোধী নয় বরং পরস্পর সাহায্যকারী, তা'ছাড়া আমাদের এ বাংলা দেশে বৎসরে অন্ততঃ ৯০ কোটী গজ কাপড়ের প্রয়োজন। অথচ বাংলার মিলসমূহের মোট উৎপন্ন বস্ত্র এখনো বৎসরে বিশ কোটী গজের অধিক হবে না। সুতরাং বাংলা দেশে বস্ত্র-শিল্প প্রসারের ক্ষেত্র বর্ত্তমানেও যথেষ্ট আছে।

হস্তচালিত তাঁতশিল্প ও ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি করতে হোলে উহার মামুলী ধরণের যন্ত্রপাতিসমূহের আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন ক'রে শক্তি-চালিত তাঁতের সাহায্যে উৎপাদন খরচ কমাতে হ'বে। হস্তচালিত তাঁতের কাপড় যদি শক্তিচালিত তাঁতের ন্যায় বা তা'থেকেও অল্প খরচে তৈরী করা যায়; আর যদি উহার মূলধন কাঁচামাল ক্রয় ও তৈরী জিনিষ বিক্রয় ব্যাপারে সমবায় নীতির প্রবর্ত্তন করা যায়, তা'হোলে বর্ত্তমানে বাংলার বাইরে থেকে আমদানী বিদেশী কাপড়ের জন্য প্রতি বৎসর যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়, তার অধিকাংশই বাংলার তাঁতীদের হস্তগত হবে। এতে বাংলার মিলও চলবে এবং বাংলার তাঁতশিল্পীও বাঁচবে।

সুখের বিষয় কিছুকাল যাবৎ ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে ইহা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা কতক পরিমাণে সমাধান হবে এরূপ আশা করা যায়।

ভারতে কাঁচা-চামড়ার ব্যবসা

[শ্রীজ্যোৎস্নাময় চৌধুরী, এম-এ]

ভারতে বিবিধ সম্পদরাজীর মধ্যে চামড়া যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এতদিন দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় এই সম্পদের প্রতি সচেতন না থাকিলেও অধুনা চামড়া সম্পদের প্রাচুর্য্য আজ তাহাদিগের নিকট অবিদিত নহে। কিন্তু সম্পদের দিক দিয়া চামড়া, পাট, তুলা তামাক প্রভৃতি শিল্পোপযোগী কাঁচামালের সমতুল্য হইলেও তাহাদের ব্যবসা এবং আনুষঙ্গিক শিল্প যেরূপ প্রসার লাভ করিয়া দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে সে তুলনায় চামড়াসম্পদকে যে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান। ধর্ম্ম ও সামাজিক বিদ্বেষ ও বিরোধের দরুণ শিক্ষিত শ্রেণী ইহার ব্যবসায়ে ও সংরক্ষণে আগ্রহান্বিত না হওয়াই উল্লিখিত কাঁচামালসমূহের ন্যায় চামড়া ব্যবসায়ের উন্নতির পথ অব্যাহত নহে। কাজেই শিল্পের দিক দিয়াও যেমন এই সম্পদ বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই, ব্যবসার দ্বারাও উহার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। যে কোন উৎপন্ন শিল্প-উপাদানের ব্যবহার শিল্পের মারফত যদি দেশে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবসাও তদনুরূপ উন্নত হয়, ইহা খাঁটি সত্য কথা। কারণ দেশের মধ্যে ব্যবহারের ক্রমপ্রসারের ফলে দেশবাসীর ও সরকারের দৃষ্টি ঐ সমুদয় উৎপন্ন বস্তুর উন্নতিকল্পে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উভয়ের যুক্ত প্রচেষ্টায় তাহাদের ব্যবসায়ের পথ প্রশস্ত হয়। অবশ্য ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের প্রবলাধিক্য হেতু পাট, তুলা, তামাক প্রভৃতি ব্যবসায়ের ভিত্তিস্বরূপ উৎপাদনকারী কৃষকদের ন্যায় চামড়া ব্যবসায়ের যাহারা গোড়া পত্তন করিয়াছে সেই গ্রাম্য বেপারীগণও দুর্গতির চরম সীমায় পৌছিয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রথমোক্ত ব্যবসায়ের পুঁজিবান ব্যবসায়িগণের মধ্যে বিভিন্ন সমিতির দ্বারা একতা ও পরস্পর সহযোগিতার সুযোগ বিদ্যমান আছে বলিয়া দেশের অর্থ বিদেশী বণিকগণ কর্ত্তৃক অকাতরে লুণ্ঠিত হয় নাই। এইরূপে একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার অভাব চামড়ার ব্যবসায়ে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় বলিয়া দেশের সম্পদ স্রোতের ন্যায় দেশান্তরিত হইতেছে। সুতরাং নানা দিক দিয়া এই ব্যবসায়ে যে সব গলদ রহিয়াছে তাহার প্রতিকার বিধান করিতে হইলে কাঁচা চামড়ার ব্যবসা বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছে তাহার বিশ্লেষণ করা দরকার।

আমাদের দেশের গৃহপালিত গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ প্রভৃতি হইতেই প্রায় সমুদয় চামড়া সংগৃহীত হয়। ইহাদের স্বাভাবিক মৃত্যুজনিত যে চামড়া উৎপাদিত হয় তাহা মোট উৎপন্ন চামড়ার ৭০ হইতে ৮০ ভাগ। হিন্দু, মুসলমানের পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে এই দেশে বিস্তর পশু বধ হয় এবং অনেক চামড়া প্রতিবৎসর পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দেশবাসীর খাদ্যের তালিকাভুক্ত মাংসের যে পরিমাণ চাহিদা প্রতিদিন মিটাইতে হয় সেই বাবদও অনেক চামড়া যোগাড় হইয়া থাকে। এই কারণে আমাদের [illegible] চামড়া উৎপাদনের কারখানা বিশেষ। গ্রামের বেপারীরা কসাইখানা হইতে এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহ হইতে স্বাভাবিক মৃত্যু জনিত ও পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে যে সব চামড়া উৎপন্ন হয় উহা সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাদের পুঁজি কম বলিয়া এক সঙ্গে অনেক চামড়া যোগাড় এবং সংরক্ষণ সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। তাহারা যেমন চামড়া সংগ্রহ করে, সঙ্গে সঙ্গে অপর শ্রেণীর অধিক পুঁজিওয়ালা বেপারীরা আড়তদারের নিকট বিক্রি করে। চামড়া সংগ্রহকালীন লবণ দিয়া রাখা না হইলে নষ্ট হইয়া যায়। তাই, জন্তুসমূহের দেহ হইতে চামড়া ছাড়াইয়া লবণযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। এক সঙ্গে বিক্রি করিবার ও চালান দিবার মত ব্যাপকভাবে চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ গ্রামের নিকটবর্ত্তী সহর অঞ্চলের বিত্তশালী বেপারী আড়তদাররাই কেবল করিয়া থাকে। সংরক্ষণের প্রণালী ভেদে চামড়া চারি পর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথাঃ—(১) সাল্টু অথবা লবণযুক্ত শুষ্ক চামড়া (Dry salted); (২) মিস্কি, অথবা লবণযুক্ত অর্দ্ধশুষ্ক চামড়া (Semi-dry salted); (৩) ঘিলা অথবা লবণযুক্ত আর্দ্র চামড়া (Wet salted); (৪) আর্সেনিক অথবা বিষপ্রযুক্ত চামড়া (Arsenic)। এই প্রত্যেক শ্রেণীর চামড়ার ওজন ও প্রস্থ অনুযায়ী মূল্যের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। চামড়া ওজনে ভারী ও চওড়ায় বড় হইলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু প্রায়স্থলে দেখা যায় এইরূপ উৎকৃষ্ট চামড়াও কসাইগণের অবহেলার দরুণ ভাল দামে বিক্রয় হয় না। জন্তুর দেহ হইতে ছাড়াইবার সময় ছুড়ি চালনার অসাবধানতা ও দক্ষতার অভাবে চামড়া দাগী হয়। এই জন্য ইহার মূল্য স্বাভাবিক হার হইতে অনেক কমিয়া যায়। কসাইগণ চামড়ার ব্যবহারিক জ্ঞান ও আর্থিক সম্পদের বিষয়ে সম্যক অবগত হইলে তবে এইসব অপচয় নিবারণ করা যাইবে। কিন্তু

সেইরূপ শিক্ষা ও প্রচারকার্য্য আমাদের দেশে মোটেই দেখা যায় না। ইহা ছাড়াও দেশবাসীর অবহেলা, চাষী ও গো-মহিষ শকট চালকদের এই সব জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ ও ধর্ম্মবিষয়ক কতকগুলি অন্ধ কুসংস্কারের দরুণ চামড়া সম্পদের বহুল অপচয় প্রায়ই হইতেছে। দেশের অর্থসম্পদ এইরূপভাবে হেলায় ফেলায় বিনষ্ট করিবার রীতি ও দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সমৃদ্ধশালী দেশসমূহে অতি বিরল।

এখন যে ধারায় এই ব্যবসা বর্ত্তমানে পরিচালিত হইতেছে তাহার আলোচনা করিব। যে সব গ্রাম্য বেপারী ও আড়তদারের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের ব্যবসা সম্পর্কিত অজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাবের দরুণ চামড়ার ব্যবসা দ্রুত অবনতির পথে চলিয়াছে। উভয় শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা বাজারের দৈনন্দিন হালচালের কোন খবর রাখে না। লোক পরম্পরায় যাহা শুনে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ব্যবসা পরিচালনে রত হয়। প্রথমোক্ত বেপারীগণ নিছক জীবিকা-অর্জ্জনের বৃত্তি হিসাবে পুরুষানুক্রমে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। কিন্তু শিক্ষার অভাব হেতু ইহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়াজনিত ব্যবসার আর্থিক অবস্থার খবর রাখিতে অনুসন্ধিৎসু নহে। আদিম-যুগের প্রচলিত প্রথানুযায়ী চামড়া যোগাড় করিয়া বিক্রয় করা ইহাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। বিক্রয় করিয়া যে লাভ লোকসান হইতে পারে তৎসম্বন্ধে তাহাদের দৃষ্টি থাকে না। ফলে ইহারা আজ অশেষ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে। শেষোক্ত আড়তদারগণের মধ্যে কিঞ্চিত ব্যবসা প্রেরণা থাকে। তাহারাও শিক্ষার অভাবে পুঁজি থাকা সত্ত্বেও সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না। ইহাদের অনুসৃত নীতি হইতেছে "গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মত"—ক্ষুদ্র গ্রাম্য বেপারীদের জুলুম করা। দাদন প্রথা প্রচলন করিয়া ইহারা গ্রাম্য বেপারীদের জব্দ করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ আচরণের দ্বারা তাহারা নিজেদের মধ্যেও দুর্নীতি ডাকিয়া আনিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে নিজেদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশের ফলে প্রতিবৎসর তাহাদের অনেককেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ব্যবসা গুটাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। যেরূপ অনিষ্টকর প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষভাব তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হয় তাহাতে ব্যবসায় উন্নতির আশা দুরাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হইতেছে। এই শ্রেণীর আড়তদারগণ কোথায় ও কিভাবে চামড়া বিক্রয় করিতেছে? ভারতবর্ষে কলিকাতা চামড়া ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। এই সহর হইতেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ও ভারতের বাহিরে চামড়া রপ্তানি হয় বলিয়া এইখানে চামড়ার আড়তদারী ব্যবসার বিস্তৃত প্রচলন আছে। আড়তগুলিতে সুদূর অঞ্চল হইতে চামড়া সংগৃহীত হয়। যেসব আড়তদাররা গ্রামের নিকটবর্ত্তী সহর অঞ্চলে ব্যবসা করে তাহারাই পক্ষান্তরে কলিকাতার আড়তদারের নিকট বেপারী বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর আড়তদারগণের মধ্যে ব্যবসা নীতির যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। কলিকাতার আড়তদারেরা কমিশন বা আড়তদারিতে ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহাদের কমিশনের হার অত্যধিক, এবং বেপারীর মাল বিক্রয়ের দায়িত্ব থাকিলেও ইহাদের লাভ লোকসানের ভাবনা থাকে না। কিন্তু অন্য শ্রেণীর আড়তদাররা লাভলোকসানের দায়িত্বে মাল খরিদ করে, এবং কমিশন দিবার প্রতিশ্রুতিতে কলিকাতার আড়তদার-গনের শরণাপন্ন হয়। সুতরাং কলিকাতার বাজারে চামড়ার যে দর পাওয়া যায় সে দরে বিক্রি করিয়া নিজেরা লাভ ও লোকসান বহন করিয়া থাকে। বাজারে কি দর হইবে তাহা চাহিদার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমাদের দেশের চামড়ার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হয় বলিয়া বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী দর নির্ণিত হয়। দেশে যে সমস্ত ছোট ছোট চামড়া-শিল্পের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাদের মারফত চামড়া ব্যবহার এত অল্প যে উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কাজেই বিদেশের চর্ম্মশিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের অনুপাতে চামড়ার চাহিদা বুঝা যায়। গত তিন বৎসর যে পরিমাণ কাঁচা চামড়া এবং অর্দ্ধ পাকা (half tanned) চামড়া রপ্তানি হইয়াছে তাহা এইরূপ :—১৯৩৭-৩৮ (কাঁচা চামড়া) ৪ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা; (অর্দ্ধ পাকা চামড়া) ৬ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা; ১৯৩৮-৩৯ (কাঁচা চামড়া) ৩ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা; (অর্দ্ধ পাকা চামড়া) ৪ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা; ১৯৩৯-৪০ (কাঁচা চামড়া) ৪ কোটী ৬ লক্ষ টাকা, (অর্দ্ধ পাকা চামড়া) ৬ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা। কাঁচা চামড়া কলিকাতা হইতে রপ্তানি হয় এবং অর্দ্ধ পাকা চামড়াসমূহের অধিকাংশ মাদ্রাজ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। অর্দ্ধ পাকা চামড়াগুলির উপাদান স্বরূপ কাঁচা চামড়া কলিকাতা হইতেই বেশীরভাগ মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে নীত হয়। এই সব সংখ্যা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে চামড়ার চাহিদার সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পৃথিবীর দেশসমূহে ইহার মোট কত চাহিদা হইবে, বা হইতে পারে সে খবর রাখার প্রয়োজন আছে। নতুবা, আমাদের দেশের কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়ীদের পক্ষে উচিৎ মূল্য নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইবে। বাস্তবক্ষেত্রে তাহা হইয়া উঠে না বলিয়া দেশী ব্যবসায়ীরা ব্যবসা হইতে উৎপন্ন লভ্যাংশের কিঞ্চিত পাইয়া থাকে। উপরন্তু, শিক্ষার অভাবে এই ব্যবসায়ের ব্যাপক সংগঠনও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, যদিও একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিলে ব্যবসার অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাইত। এইরূপ স্থলে দেশীয় আড়তদারগণের বিদেশী বণিকদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কলিকাতার

আড়তদাররা প্রায়ই বিদেশী বণিকগণের প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করিয়া থাকে। বিদেশী বণিকগণ যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে সেই হারে তাহারা ক্রয় বিক্রয় করে। তুঃখের বিষয় কলিকাতার আড়তদারগণও অপরদিকে বাহিরের দূরাগত বেপারীদের উক্ত নির্দ্ধারিত মূল্য দিতে কার্পণ্য করিয়া থাকে। ইহারা প্রথানুযায়ী বেপারীদের নিকট হইতে ত' কমিশন পায়ই, তদুপরি মূল্যের কিয়দংশও পকেটস্থ করে। বেপারীগণ এইভাবে বঞ্চিত হয় বলিয়া ক্রমেই হীনবল হইয়া পড়ে এবং ব্যবসা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। এইসব কারণেও এই ব্যবসা দিন দিন ঘুণেধরা কাঠের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। সরাসরি রপ্তানি করার ব্যবস্থা থাকিলে এই ব্যবসা সংগঠনের স্থবিধা হইত সন্দেহ নাই। আজকাল কয়েকটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান নিজেরাই চামড়া রপ্তানি করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারাও পরোক্ষে বিদেশী বণিক প্রতিষ্ঠানের মারফত কারবার করে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের যদি রপ্তানিকারদের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান (Hides & Skins Shippers) ... সমবেত চেষ্টার ফলে উক্ত অস্থবিধাসমূহ দূর করিয়া তাহারা পরস্পর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইত।

মোটামোটি ভাবে এই ব্যবসায়ের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ইহাকে গলদমুক্ত করিতে হইলে শিক্ষা ও ব্যাপকভাবের সংগঠন ও প্রচারকার্য্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষার অভাবজনিত ত্রুটি সংশোধন করিতে হইলে সামাজিক আচারগত কুসংস্কার ও ধর্ম্মগত বিরোধভাবের, যাহা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এই ব্যবসা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে, উচ্ছেদ অপরিহার্য্য। শিক্ষিত শ্রেণী এই ব্যবসায়ে আগ্রহান্বিত হইলে সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারাও ব্যবসার অনেক সংস্কার সাধিত হইবে আশা করা যায়। প্রথমতঃ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যেমন চর্ম্ম-শিল্প ইহার বিশাল সম্ভাবনানুযায়ী প্রসার লাভ করিতে পারিবে ও চামড়া-সম্পদের প্রভূত অপচয় নিবারিত হইবে, তদ্রূপ বিদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত যোগসূত্র স্থাপনের দ্বারা চামড়ার প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করিয়া উচিৎ মূল্য নির্দ্ধারণেরও স্থবিধা হইবে। অধিকন্তু, আধুনিক ব্যবসা-নীতি অবলম্বনে এই ব্যবসায়ের স্থপরিচালনা ব্যবসায়ে দক্ষ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারাই সম্ভবপর হইবে। গোড়াতে চামড়া ব্যবসায়ের যে আর্থিক অসচ্ছলতা দেখা যায় তাহার প্রতিকার করিবার জন্য যৌথ কোম্পানী গঠন আবশ্যক। কেননা, এই ব্যবসা এত বিস্তৃত আকারে যে ব্যক্তিগত মূলধনে ইহা ... ভাবে আয়ত্তে আনা একেবারে অসম্ভব। ... প্রচেষ্টার দ্বারা যে বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিতে ... যায় না তাহা ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে স্থস্পষ্ট। কিন্তু যৌথ কোম্পানী স্থাপনে কাহারা সমর্থ? এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলায় চামড়ার অন্যতম উৎপন্ন কেন্দ্র চট্টগ্রামে যে তুইটী যৌথ

কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উক্ত যৌথ কোম্পানী দুইটার মূলধনের পরিমাণ মোট ছয় লক্ষ টাকা। ইহাদের পরিকল্পনা কতকটা সমবায় সমিতির আদর্শ অনুকরণে সংগঠিত। তদনুযায়ী কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ বিশেষ করিয়া স্থানীয় চামড়া বেপারীদের নিকট শেয়ার বিক্রয়ে তৎপর হইয়াছেন। ইতিমধ্যে তাহাদের চেষ্টাও আশানুরূপ ফলবতী হইয়াছে। বেপারীরা কোম্পানীর অংশীদার হইয়া নিজ নিজ ব্যবসা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিবার বিষয়ে কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। বরঞ্চ, উপযুক্ত মূলধনের অভাব ও ক্রয় বিক্রয়জনিত যে সমুদয় অসুবিধা তাহারা প্রতিনিয়ত ভোগ করিতেছে, কোম্পানী সে সব অসুবিধা দূর করিতে প্রয়াস পাইবে। কিন্তু এত বড় বিশাল ব্যবসায়ে দুই একটি যৌথ কোম্পানী সমুদ্রে জলবিন্দুর ন্যায়। তবে ইহাদের দৃষ্টান্তে যে আরও অনেক যৌথ কোম্পানীর দ্রুত আবির্ভাব হইবে তাহা আশা করা যায়।

দেশের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি বিধান করা ও দেশবাসীর আর্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক সভ্য ও স্বাধীন দেশের শাসনকর্ত্তার প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে সরকারের জনহিতৈষণার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যাহোক, এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা এই প্রবন্ধের বহির্ভূত। শুধুমাত্র, চামড়া ব্যবসায়ে সরকারের নির্লিপ্ত উদাসীনতা সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা হইবে। কৃষি ব্যবসায়ে অন্ততঃ সরকারের যে তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও যে কতটা ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহা অবিদিত নহে। তবুও, চামড়া ব্যবসায়েও যদি সরকারের কিছুমাত্র কৃপাদৃষ্টি থাকিত তাহা হইলেও এই দেশের চামড়া-সম্পদ অবহেলায় নষ্ট হইত না। সমবায় সমিতি-সমূহের মারফত কৃষির যেমন কোন উপকার হইতেছে না, চামড়া ব্যবসায়ে উহাদের দ্বারা বিশেষ উপকারের আশা নাই। যে কয়টি সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, এবং সুপরিচালনার অভাব হেতু তাহাদের দ্বারা যে উপকার আশা করা যায় তাহাও সম্ভবপর হয় নাই। এই দেশে উৎপন্ন অন্যান্য কাঁচামালসমূহ ব্যবহারোপযোগী শিল্পের প্রসার হেতু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের যে প্রচেষ্টা দেখা যায় চর্ম্মশিল্প প্রতিষ্ঠানে সরকারের সেইরূপ অনুরাগ দেখা যায় না। অবশ্য, উক্ত শিল্প বিষয়ে শিক্ষাদানের নিমিত্ত যে সব শিক্ষা-কেন্দ্র রহিয়াছে, শিল্পের প্রসার যদি তাহাদের লক্ষ্য হইয়া থাকে, এই উদ্দেশ্য তবে কতটুকু কার্য্যকরী হইয়াছে বুঝা যায়। সরকারের কুটির শিল্পে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা যেমন ব্যর্থ হইয়াছে চর্ম্মশিল্পের বেলায়ও তাহার ব্যত্যয় ঘটে নাই। দেশবাসীর অবহেলায় এবং অজ্ঞতার দরুণ চামড়ার যে প্রভূত অপচয় হইতেছে তাহা নিবারণ করাও সরকারের প্রাথমিক কর্ত্তব্যের মধ্যে। এই অপচয়ের প্রতিবিধান প্রচারকার্য্য ব্যতীত সহজ হইয়া উঠিবে না। প্রচারকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি গ্রামে চামড়া সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপিত করা হয় তা হইলে গ্রামবাসীরাও অপচয় নিবারণকল্পে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করিবে। কলিকাতায় জীব জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ নিবারণের জন্য যে সমিতি (C. S. P. C. A.) রহিয়াছে বিভিন্ন স্থানে তাহার শাখা স্থাপন করিলে প্রচারকার্য্যের সুবিধা হইবে। প্রত্যেক জেলায় যে পশু-চিকিৎসালয় আছে—তাহার মারফতও প্রচারকার্য্য চলিতে পারে। প্রচারকার্য্যের দ্বারা অপচয় নিবারণ করা যেমন আবশ্যক, পশু-পালনেও শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা চামড়া সম্পদের উৎকর্ষ সাধনে উপলব্ধি হয়। অন্যান্য ব্যবসা ও শিল্পের সুপরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ প্রতি বৎসর ঐ সব বিষয়ে জ্ঞাতব্য বিবিধ তথ্য, যথা উৎপাদন, ব্যবহার, চাহিদা, রপ্তানি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। দুঃখের বিষয় চামড়া সম্বন্ধীয় এইরূপ বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয় না। ইহার অভাবে যে চামড়া ব্যবসায়ের ভবিষ্যত উন্নতির সম্ভাবনা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

সাধারণভাবে চামড়া ব্যবসার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে চামড়ার ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান কোথায় দেখা দরকার। সমগ্র ভারতে বাঙ্গলা চামড়া-সম্পদের প্রধান উৎপত্তিস্থান ও কেন্দ্র। দেশের সমস্ত উৎপন্ন চামড়ার শতকরা ৮০ ভাগ বাঙ্গলায় পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গলার এই ব্যবসা অবাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সুদূর গ্রামান্তরে গিয়া অবাঙ্গালীরা যে বাঙ্গলার অর্থ লুটিয়া লইতেছে সেই দিকে আয়াসপ্রিয় বাঙ্গালী এতদিন সচেতন ছিল না। পল্লীঅঞ্চলের বেপারীগণ পাঞ্জাবী ব্যবসায়িগণের কবলিত। এই পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীরা বেশী মূলধন লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিল না। কিন্তু অক্লান্ত শ্রম ও চামড়া বিষয়ে বাঙ্গালীর উদাসীনতার দরুণ তাহারা আজ পুঁজি সংগ্রহ করিয়াছে ও ব্যবসায়ে এক চেটিয়া অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে লড়িতে হইলে বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টার দরকার। কাজেই একমাত্র যৌথ কোম্পানী স্থাপনে বাঙ্গালীর বিলম্বিত প্রচেষ্টা সফল হইবে। ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সামান্য মূলধন লইয়া বহুপূর্ব্বে দেশের সম্পদ রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি করা যাইত। অধুনা এইরূপ প্রচেষ্টা অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বঙ্গীয় মহাজনী আইনে 'নোটিফায়েড' ব্যাঙ্কের সংজ্ঞানির্দ্দেশ

[শ্রীহরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ]

সম্প্রতি বাংলাদেশে মহাজনবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্য যে-সকল আইন পাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মহাজনী আইন (Bengal Act X of 1940) দেশে যতটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে, তেমন সচরাচর দেখা যায় না। এরূপ একটী নিয়ামক আইনের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য হইলেও, ইহা যে আকারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বহু ক্ষেত্রে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট ত্রুটি-মূলক বলিয়া প্রতীত হয়। বাংলায় ব্যাঙ্ক ব্যবসার উপর এই আইনের প্রভাব একটী বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। এই আইন অনুসারে ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত যে সব ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত (Scheduled) ছিল, তাহাদের ব্যবসার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না। এতদ্ব্যতীত প্রাদেশিক আইন-সভাকে কতকগুলি সর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ককে 'নোটি-ফায়েড' ব্যাঙ্ক আখ্যা প্রদান করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীও এই আইনের আওতায় আসিবে না। ব্যাঙ্কব্যবসা সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে এই দুইটী বিধিই এই আইনে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

সাধারণভাবে অবিমিশ্র ব্যাঙ্কিংকে এই আইনের নিয়মশৃঙ্খল হইতে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে, এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ (classification) ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। ভারতীয় রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের যে বৈশিষ্ট্য (quali-fication) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অধিকাংশ দেশীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সে-সকল দাবী পূরণ করা দুরাশা মাত্র। অথচ এই সকল স্বল্পমূলধন বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক যে শুদ্ধ ব্যাঙ্কিং নীতি অবলম্বন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ গণ্ডির ভিতর উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পকে সাহায্য করিতেছে সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পক্ষান্তরে এমন সমস্ত লোন্-অফিস্ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত হইতেছে, যাহাদের কাজ শুধু ব্যক্তিগত ধার বা জমী বন্ধক রাখিয়া ধার দেওয়া—যাহারা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের মূলসূত্রগুলি মানিয়া চলে না। এ অবস্থায় অবিমিশ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসার স্বার্থানুকূল্যের জন্যই, একটা উপযুক্ত ব্যাঙ্কিং আইনের আবশ্যকতা রহিয়াছে; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত, বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে এই ধরণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ দ্বারা ব্যাঙ্কব্যবসাকে অপ্রতিহত-ভাবে চলিবার ক্ষমতা দান করা নিতান্তই আবশ্যক। ইহাতে আপত্তি করিবার মত কিছুই নাই।

বঙ্গীয় মহাজনী আইনের ১২ (এফ) ধারানুযায়ী ব্যবসাসংক্রান্ত ধারকে (Commercial Loan) সাধারণ ঋণের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয় নাই। যে-সকল ঋণ শুধু মাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, খনির কাজ, বীমা, মাল-চলাচল, ব্যাঙ্ক ব্যবসা, প্রভৃতি সওদাগরী কাজের জন্য গৃহীত হইবে, এই আইনের নিয়ামক বিধিসমূহ তাহাদের উপর প্রযুক্ত হইবে না। কাজেই, ... ই উপলব্ধি করা যায় যে, যে-সকল ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ এই ধরণের ব্যবসাকে সহায়তা করিবার জন্য ঋণ দান করে, স্বভাবতঃই তাহাদের উপর এই আইনের ধারা প্রযুক্ত হওয়া সঙ্গত নহে। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রগতি অব্যাহত রাখিতে হইলে, এই ধরণের ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যখন এই তত্ত্বকে (theory) প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করা হইবে, তখন স্বভাবতঃই নানা জটিলতার সৃষ্টি হইবে। প্রথমতঃ, খাঁটী ব্যাঙ্কিং ব্যবসা বলিতে কি বুঝাইবে? দ্বিতীয়তঃ, লোন্ অফিস্ জাতীয় যে-সকল ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ ব্যবসাসংক্রান্ত ঋণদানকার্য্যে লিপ্ত নহে, তাহাদের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা হইবে? তৃতীয় এবং প্রধান প্রশ্ন এই যে, যে-সকল ব্যাঙ্ক উভয় ধরণের ব্যবসাতে আত্মনিয়োগ করে, তাহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের সূত্র কি হইবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরের উপরই 'নোটিফায়েড' ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ নির্ভর করিবে। আর, একথা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, এই সকল সমস্যা নির্দ্ধারণের জটিলতার নিমিত্তই সরকারের পক্ষে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা ও তালিকা প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব হইতেছে।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে এ কথা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, 'নোটিফায়েড' ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিবার প্রশ্নে, ব্যাঙ্কের স্বকীয় দাদননীতিই (individual investment policy) একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। ব্যাঙ্কের মূলধন বা আমানতী টাকার পরিমাণের সহিত এ প্রশ্নের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই। যদি অবিমিশ্র ব্যবসাসংক্রান্ত ধারকে এই আইন হইতে মুক্তি দিবার নীতি সরকারের থাকিয়া থাকে এবং দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, মালচলাচল, ইত্যাদি ব্যাহত করিবার ইচ্ছা না থাকে—তবে, ব্যাঙ্কের দাদননীতিকে অবলম্বন করিয়াই 'নোটিফায়েড' ব্যাঙ্কের শ্রেণীনির্দ্দেশ করিতে হইবে। মনে করা যাউক, কোনো লোন্-আফিস্ জাতীয় ব্যাঙ্কের মূলধন অধিক; তথাপি তাহার মূলধন ব্যবসাসংক্রান্ত ধার দেওয়ার কার্য্যে নিযুক্ত নহে। এ অবস্থায় তাহাকে মহাজনী আইনের ধারাগুলি হইতে মুক্তি দিবার কোনো সঙ্গত কারণ থাকে না। পক্ষান্তরে, স্বল্পমূলধন-বিশিষ্ট কোনো ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের অধিকাংশ যদি ব্যবসাসংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তবে উহার হিসাব পদ্ধতি ও সুদনীতির উপর আইনের হস্তক্ষেপ শুধু নিরর্থক নহে, স্পষ্টতঃ ক্ষতিকরও বটে। আমাদের বক্তব্য এই যে, অধিকাংশ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের দাদননীতি এইরূপ। তাহাদের কার্য্যকরী মূলধনের অধিকাংশই মালের জামীনে, কিংবা অন্যান্য প্রকারে ব্যবসার গতিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ন্যস্ত থাকে। হইতে পারে, তাহাদের মূলধন সামান্য; এমন কি, তাহাদের আমানতী জমার পরিমাণও হয়তো যথেষ্ট নহে, কিন্তু তাহাদের ব্যবসাপথে বাধা সৃষ্টি করিতে এই আইনের বিধানগুলি প্রযুক্ত হওয়া যে উচিত নহে, তাহা সুধী-অর্থনীতিবিদ্ মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

অতএব বাঙ্গালা সরকার যদি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের অনুসরণে 'নোটিফায়েড' ব্যাঙ্কের জন্য ন্যূনতম মূলধন বা ন্যূনতম আমানতের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে আইনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। কতকগুলি উপযুক্ত ব্যাঙ্কের ব্যবসাক্ষেত্রে বিঘ্নের সৃষ্টি করা হইবে মাত্র। পক্ষান্তরে, যে-সকল ধারের উপর নিয়ম সংস্থাপন এই আইনের উদ্দেশ্য, তাহা সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর হইবে না। এ অবস্থায় বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দাদন-নীতিই আইন...নের একমাত্র অবলম্বন...

বাস্তব ... ক্ষেত্রে মূলসূত্র হিসাবে একথা স্বীকার করিয়া লওয়া চলে যে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ ব্যবসাসংক্রান্ত ধারে নিযুক্ত থাকে, তাহাকে এই আইনের বিধান হইতে রেহাই দেওয়া চলিতে পারে। শুদ্ধ ব্যাঙ্কিং ব্যবসাকে

অপ্রতিহতভাবে চলিতে দিতে হইলে এবং ব্যবসাসংক্রান্ত ধারকে সকল ক্ষেত্রেই সাধারণ ঋণ হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে রাখিতে হইলে, এই মূলসূত্রকে অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালা সরকারকে ব্যাঙ্কসমূহের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইবে। মূলধন বা আমানতের পরিমাণ এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নহে।

সরকারের কার্য্যপদ্ধতির সম্পূর্ণ খসড়া প্রস্তুত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে সাধারণভাবে দুই এক কথা এক্ষণে বলা যাইতে পারে। 'নোটিফায়েড্' ব্যাঙ্ক নাম দিয়া এক শ্রেণী গঠন করার পূর্ব্বে, ব্যাঙ্কসমূহের দাদননীতি অনুসন্ধান করাই সরকারের কর্ত্তব্য। যে যে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে লিখিত হিসাব দাখিল করিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের মোট দাদনের শতকরা ৭৫ অংশ ব্যবসা-সংক্রান্ত ধারের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং থাকিবে, সেই সেই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে 'নোটিফায়েড্' আখ্যা প্রদান করা হইবে। তাহাদের হিসাবপত্রের মূলধন বা আমানত খাতে (item) যে টাকার অঙ্ক থাকিবে, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন নাই।

এই বিধান করিবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে ব্যাঙ্কের দাদননীতি অনুসন্ধান করিবার ভারও অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার অবাধ অধিকার এবং তিন মাস বা ছয় মাস পরে, ব্যাঙ্কের তরফে তাহার দাদনী টাকার হিসাবের বিবরণ দান করা—এই দুইটী বিধি করিয়া সরকারকে ব্যাঙ্কের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে। যে সকল ব্যাঙ্ক এই বিধি অমান্য করিবে—তাহাদিগকে 'নোটীফায়েড্' শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দেওয়ার অধিকারও সরকারকে রাখিতে হইবে।

মূলধন বা আমানত-জমার পরিমাণ অবলম্বন করিয়া শ্রেণী বিভাগ করিতে হইলে, সরকারের কার্য্য হয়তো বা কিছু সহজ হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, এ ধরণের ব্যবস্থায় আইনের উদ্দেশ্য কিঞ্চিন্মাত্রও সিদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে, আমাদের পরমর্শানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে এ কার্য্যে একজন উপযুক্ত, অভিজ্ঞ বিশেষ কর্ম্মচারী ও তাহার সহায়ক কর্ম্মিবৃন্দ (staff) নিয়োগ করিতে হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আসলে ব্যাঙ্কের ঋণদান ব্যাহত হইবে না, অথচ কোনও রূপ বঞ্চনার (evasion) সুবিধা থাকিবে না। বস্তুতঃ ইহাই একমাত্র ব্যবস্থা যাহাতে আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

আমরা সংক্ষেপে বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কব্যবসার উপর এই আইনের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। যে সকল ব্যাঙ্ক শুদ্ধ ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে নিরত, তাহাদের দাদনপ্রথা ও ব্যবসানীতি বিব্রত করিতে না হইলে, এই ধরণের মূলনীতি মানিয়া লইয়া অবিলম্বে ঘোষণা করা সরকারের পক্ষে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই রীতি অনুসারে কার্য্য করিলে, যেমন অধিকাংশ ব্যাঙ্কের পক্ষেও সুবিধা হইবে, তেমনি যে সকল মহাজনকে সংযত করা সরকারের অভিপ্রায়, তাহাদিগকে এবং তাহাদের স্থাপিত কোনো প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করার পক্ষেও কোনো অসুবিধা হইবে না।

যুদ্ধের পর পৃথিবীর আর্থিক অবস্থা

[শ্রীকৃপানাথ দত্ত]

যুদ্ধের সময় ও পরে গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হয় এইটাই জনসাধারণের ধারণা। কিন্তু যুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন যুদ্ধের বাহ্যিক এবং গৌণ ফল মাত্র। সাধারণের অলক্ষ্যে সুদূর প্রসারী ফল যুদ্ধ হ'তে পরিণতি লাভ কর্ত্তে থাকে পৃথিবীর অর্থনৈতিক বাজারে। এবং এই অর্থনৈতিক পরিণতিই যুদ্ধের মুখ্য ফল। রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন মাত্র যুদ্ধমান দেশগুলিতেই আবদ্ধ থাকে। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের অর্থনৈতিক পরিণতির হাত থেকে পৃথিবীর কোন দেশই, কোন লোকই রেহাই পেতে পারে না। প্রত্যেককেই অল্পবিস্তর ভুগ্‌তে হয়। যুদ্ধের সময় লাখ, লাখ লোক মারা যায়। পোল্যাণ্ডে সাতদিনে নাকি তিন লাখ লোক মরেছে, বেলজিয়ামে চারদিনে বোধ হয় এক লাখ লোক মরেছে, অবশ্য সঠিক খবর যুদ্ধ না থামলে পাওয়া যেতে পারে না। কেননা এখন কোন সংবাদেরই ওপর আমরা বিশেষ আস্থা স্থাপন কোর্ত্তে পারি না। তাহ'লেও মারণাস্ত্রের বর্ণনা আর কেরামতি শুনলে মানুষের ওপর যুদ্ধ যে তাণ্ডব নৃত্য চালাচ্ছে তা আমাদের বিভীষিকা উৎপাদন কর্ব্বার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এর চেয়েও বিভীষিকা উৎপাদন কোর্ব্বে যুদ্ধের পরের পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা, যদি আমরা তা হৃদয়ঙ্গম কোর্ত্তে সক্ষম হই।

যুদ্ধের পর পৃথিবীর অর্থনৈতিক বাজার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় কেন ?—যুদ্ধে যুদ্ধরত প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টের বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ ছাড়া অনেক বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ পাওয়া যায় কোথা থেকে। গভর্ণমেণ্ট এই অর্থ সংগ্রহ করে দু'টি উপায়ে (১) অতিরিক্ত কর আদায় (২) দেশের লোকের কাছে ধার নেওয়া। দ্রব্য সামগ্রীতে অতিরিক্ত কর চাপান দেশের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টজনক তাই অতিরিক্ত কর বসানর সময় অনেক ভেবে চিন্তে কাজ কোর্ত্তে হয়। প্রথম প্রথম অতিরিক্ত করটা প্রায়ই বসান হয় বিলাস সামগ্রীতে যাতে সাধারণ গরীব প্রজা এতে কষ্ট না পায়। কিন্তু যখন তাতেও আর কুলিয়ে ওঠে না তখন জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলোর ওপর কর বসাতে হয়। বিলাস সামগ্রীর ওপর কর তেমন লাভজনক হয় না। তাতে আয় কম হয়। কেননা দাম বাড়লেই লোকে ইচ্ছা কোরলেই তাদের ব্যবহার কমিয়ে দিতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বেলায় তো আর তা হবে না। যতই দাম বাড়ুক না কেন সে কিনতেই হ'বে। কাজেই তার কাট্‌তি ও বাজার প্রায় একই থাকে এবং গভর্ণমেণ্টেরও তা থেকে বেশ আয় হয়। কিন্তু এই আয় দেশের পক্ষে মোটে স্বাস্থ্যকর নয়। অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় কোরে লোকের হাতে যদি কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ না থাকে তাহ'লে দেশের মূলধন নষ্ট হ'য়ে যায়। উদ্বৃত্ত অর্থগুলো লোকে হয় ব্যবসায়ে খাটায় না হ'লে ব্যাঙ্কে জমা দেয়। এতে দেশের শিল্পসম্পদ ও -ই বাড়ে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিন্‌তেই যখন অর্থ নিঃশেষ ... ভাগ ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন কোর্ত্তে হয়। জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টকে ধার দেয়। এই ধার তারা দু'টি উপায়ে দিতে পারে ; প্রথম হোচ্ছে তাদের জমান টাকা থেকে আর দ্বিতীয় হোচ্ছে তাদের ক্রয় ক্ষমতা থেকে অর্থাৎ তাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ ক্রয় করবার টাকা থেকে। কিন্তু এই সব উপায়গুলিই জনসাধারণের হাত থেকে দেশের ক্রয় ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের হাতে বদলি কোরে দেয়। ফলে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা কমলে দেশের জিনিষপত্র বেচাকেনা কমে যাবে। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের পতন হবে। তাই জন্যে গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করে লোকের হাতে যাতে টাকা থাকে। এর জন্য গভর্ণমেণ্টকে দুটি উপায়ে বাজারে ভুয়া টাকার সৃষ্টি করতে হয়, যার সর্ব্বপ্রধান এবং প্রথম হোচ্ছে প্রচুর পরিমাণে নোট প্রচলন করা। কিন্তু এই সব নোটের জামিন-স্বরূপ বা ভিত্তিস্বরূপ সোনা রাখা হয় না। কাজেই এ সব ভুয়া টাকা। যুদ্ধের রসদ যোগাবার জন্যে বিদেশ থেকে বেশী পরিমাণে মাল আমদানী কোর্ত্তে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ যেমন মালের বদলে মাল আনা হোয়ে থাকে, যুদ্ধের সময় প্রায় তা হয় না। যুদ্ধের ফলে বিদেশ থেকে সোনা দিয়ে মাল কিন্‌তে হয়। এতে দেশের মজুত সোনা বা প্রচলিত টাকার ভিত্তি তাও অনেক চলে যায়। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি ভুয়া নোটগুলি দেশে পড়ে থাকে।

এই ভাবে দেশের বাজারে টাকা অনেক বেশী হোয়ে যায় এবং আর্থিক কাঠামোও দুর্ব্বল হোয়ে পড়ে মজুত সোনা রপ্তানির ফলে। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হ'বে যে, লোকের উপার্জ্জন যখন একই রইল তখন বাজারে টাকা বাড়লো বা কমল তাতে জনসাধারণের ক্ষতি কি ? একটু তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে ক্ষতি অনেক।

প্রচুর পরিমাণে নোট প্রচলনের ফলে দেশের টাকার বাজার বেড়ে যায়। টাকা বেশী হোলে তার ক্রয়শক্তিও ঠিক সেই অনুপাতে কমে যায় এবং জিনিষের মূল্য সাধারণভাবে বাড়ে। কাজেই জনসাধারণের হাতে পূর্ব্বেকার মত টাকার পরিমাণ সমান থাকলেও তার ক্রয়শক্তি কমে যায়, অর্থাৎ তা'দিয়ে জিনিষপত্র অনেক কম কেনা যায়। ঠিক যে অনুপাতে বাজারে টাকার সংখ্যা বাড়বে ঠিক সেই অনুপাতেই জিনিষপত্রের দরও বাড়বে (অবশ্য যদি দেশের মধ্যে জনসাধারণের অর্থের প্রয়োজন একই থাকে), অর্থাৎ সেই অনুপাতেই তাদের ক্রয়শক্তি কমবে। যদি বাজারে টাকা দু'গুণ বাড়ে তা'হলে জনসাধারণের ক্রয়শক্তিও অর্দ্ধেক হয়ে যাবে। কিন্তু দেশের এই ক্রয়শক্তি যায় কোথায় ? আগেই বলেছি সেটা যায় গভর্ণমেণ্টের কাছে এবং তা দিয়ে গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের খরচ যোগায়, যা দেশের উৎপাদনে একটু সাহায্য করে না। তাহ'লে এটাও একটা কর বোলতে হবে। যদিও জনসাধারণ একটুও বুঝ্‌তে পারে না তাহ'লেও এটাও জনসাধারণেরই ওপর কর এবং ... কর। বেশী দিন এ কর ... কোর্ত্তে হ'চ্ছে ...

হইয়াছে। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর লোককে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কৃষিকার্য্য, গৃহশিল্প, চাকুরী অথবা ছোটখাট ব্যবসা করিয়া যেরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, তদ্রূপ ধনীদেরও সঞ্চিত ধন নানাভাবে খাটাইয়া জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে হয়। ধনীর অর্থের প্রয়োজন নাই মনে করা ভুল। অবস্থানুযায়ী অর্থের আবশ্যকতার পরিমাণ কম বেশী হইতে পারে। কিন্তু তাহা পাওয়ার যে আগ্রহ, তাহা সকলেরই সমতুল্য। মধ্যবিত্ত কিম্বা দরিদ্র শ্রেণীর লোক অর্থ উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইলে যেরূপ জীবিকানির্ব্বাহের বিঘ্ন ঘটে, তদ্রূপ ধনীদেরও সঞ্চিত ধন খাটাইয়া প্রয়োজনীয় অর্থাগম না হইলে মূলধন ঠিক রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব সকল শ্রেণীর লোকেরই যে অর্থের প্রয়োজন আছে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থা করা ভিন্ন সকল শ্রেণীর লোকের ভবিষ্যৎ সংস্থানের ব্যবস্থা করার আবশ্যকতাও রহিয়াছে, তাহা না হইলে অকাল মৃত্যুর পর ধনীর উত্তরাধিকারিগণ মূলধন নষ্ট করিতে বাধ্য হইবে আর মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের উত্তরাধিকারিগণকে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য দুরবস্থায় পড়িতে হইবে। জীবনকালে যাহা উপার্জ্জন করা হয় তাহা সমুদয় খরচ করিয়া ফেলিলে ভবিষ্যতের জন্য কোন সংস্থান থাকে না, ফলে বার্দ্ধক্যে অশেষ দুঃখ ও দৈন্য ভোগ করিবার পর মৃত্যুকে বরণ করিতে হয়। আবার অকালমৃত্যু হইলে পরিবারবর্গ জীবিকা-নির্ব্বাহের কোন অবলম্বন না পাইয়া বহু দুঃখ ও দৈন্য ভোগ করিবার পর বিপথে চলিতে বাধ্য হয়। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারের উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুর পর উক্তরূপ দুরবস্থা হইয়া থাকে। এই সকল অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিষয় বিবেচনা করিলে সঞ্চয়ের কথাই আগে আসে। এদেশের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারের আয় খরচের তুলনায় পর্য্যাপ্ত নহে, কাজেই ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান করা তাহাদের পক্ষে একরূপ কঠিন। যদিও বা তাহারা কিছু সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয় তাহার পরিমাণ এরূপ হয় না যাহার উপর নির্ভর করা চলে। তাহাদের সঞ্চয় জমা করিবার জন্য এমন একটি নীতির অবলম্বন আবশ্যক যাহার উপর বার্দ্ধক্যে নিজে এবং মৃত্যু হইলে পরিবারবর্গ নির্ভর করিতে পারে। তাহা করিতে হইলে জীবন-বীমার নীতি অবলম্বন করা ভিন্ন নির্ভরযোগ্য আর কোন পন্থাই নাই। সকলের আয় এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ সমান হয় না, কাজেই জীবন-বীমার নীতি অবলম্বন করিতে হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত টাকার বীমার উপযোগী ঠিক তত টাকার বীমার চুক্তি করাই সঙ্গত। আর্থিক সঙ্গতির উপর বিচার করিয়া যেরূপ ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে তদ্রূপ যার যার সামর্থ্যানুযায়ী চাঁদা দিয়া যত টাকারই হউক, বীমার চুক্তি করিবার উপযোগী প্রতিষ্ঠান আবশ্যক হওয়ায় জীবন-বীমাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া জীবন-বীমা ও প্রভিডেণ্ট বীমা নামকরণ হইয়াছে। জীবন-বীমা ও প্রভিডেণ্ট বীমা উভয়ই একপ্রকারের বীমা, কেবলমাত্র ছোট ও বড় বুঝাইবার নিমিত্ত বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে; একমাত্র টাকার অঙ্ক [illegible] ইহাদের মধ্যে আর কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। যাহারা ৫০০, টাকার [illegible] চালাইতে সক্ষম তাহাদের জন্য জীবনবীমা কোম্পানী, আর যাহারা ৫০০, টাকার কিম্বা তন্নিম্ন পরিমাণ বীমার চাঁদা চালাইতে সক্ষম তাহাদের জন্য প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর যার যার সঞ্চয় উপযোগী চাঁদা জমা দিবার অঙ্গীকারে যত টাকারই হউক জীবন-বীমার চুক্তি করিয়া বীমার উপকারিতা লাভের সুযোগ ও সুবিধা দেওয়ার জন্য উক্ত দুইপ্রকার বীমার প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

ভারতের লোক শতকরা পঁচানব্বই জন অশিক্ষিত বলিয়া জীবন-বীমার ন্যায় ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির হিতকারী নীতির আবশ্যকতা ও উপকারিতার বিষয় বুঝিবার মত বিচার-বুদ্ধির অভাব তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কারণেই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এদেশে জীবন-বীমার কার্য্যারম্ভ হইয়াও এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় যে পরিমাণ কার্য্য প্রসার হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। এতদ্ভিন্ন জীবন-বীমার প্রচারকার্য্যও যথাযথভাবে হয় নাই। বীমা-কর্ম্মিগণ বীমার উপকারিতার বিষয় জনসাধারণকে জ্ঞাত করাইয়া কার্য্য সংগ্রহ করার পরিবর্ত্তে প্রতিযোগিতামূলক উক্তি ও যুক্তি প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যতিব্যস্ত, ফলে তাহারা (বীমা কর্ম্মীরা) সমাজ হিতকারী কার্য্য করিয়াও জনসাধারণ হইতে ন্যায্য সম্মান পাইতেছে না। কার্য্যক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রভিডেণ্ট বীমা কিংবা বীমা কোম্পানী বলিলে লোকে আতঙ্কিত হইয়া উঠে। এই আতঙ্কের প্রথম কারণ ইতিপূর্ব্বে, বর্ত্তমান বীমা আইন কার্য্যকরী হওয়ার পূর্ব্বে ১৯১২ সালের প্রভিডেণ্ট বীমা আইনে কতগুলি ডেথ বেনিফিট সোসাইটী বীমা কোম্পানী নামে রেজেষ্ট্রী হইয়া বণ্টন প্রথায় কার্য্য করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ার ফলে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়—অবশ্য প্রতারণা-মূলক কার্য্যের জন্যই ইহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ বীমা এবং ইন্সিওরেন্সের বিভিন্ন অর্থ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে এবং হইতেছে। ইন্সিওরেন্সের বাঙ্গলা অর্থই যে বীমা তাহা কেহই অজ্ঞ জনসাধারণকে বুঝায় নাই। ইহাতে ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বলিলে নির্ভরযোগ্য আর বীমা কোম্পানী বলিলে তাহা অকৃতকার্য্য হইবে বলিয়াই অনেকে মনে করে। এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বর্ত্তমান বীমা আইন, বীমা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব দৃঢ় করিতে যদৃচ্ছা কোম্পানী গঠন ও পরিচালনা বন্ধ করিবার নিমিত্ত এবং বীমাকারী ও এজেণ্টগণের স্বার্থ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তদ্ব্যবস্থাকল্পেই পাশ ও কার্য্যকরী হইয়াছে। এই আইনে সকল প্রকার বীমা ব্যবসাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই পূর্ব্বের ন্যায় প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীতে বীমা করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা বর্ত্তমানে আর নাই। প্রভিডেণ্ট বীমার নিয়মাবলী ও সর্ত্ত জীবনবীমার ন্যায় এবং উভয় প্রকার বীমা একই বিজ্ঞানের বিধানে গঠিত; কাজেই প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীতে বীমা করিয়া জীবন-বীমা অর্থাৎ বড় বীমার মতই উপকারিতা লাভ করা যায়। জীবন-বীমা করিবার সময় বীমাকারী কত টাকার বীমা করিবেন তাহা তাঁহার আয় ও সঞ্চয়ের দিক বিবেচনা করিয়া নিজেই ঠিক করা সঙ্গত। এজেণ্টের প্ররোচনায় সামর্থ্যের বহির্ভূত পরিমাণ বীমা করা সমীচীন নহে। সঞ্চয়ের দিক বিবেচনা করিয়া যে পরিমাণ বীমার চাঁদা চালাইতে পারা যাইবে তৎপরিমাণ টাকার বীমা করিলে ভবিষ্যতে চাঁদা চালাইবার অক্ষমতায় বীমা বাতিল হইবার আশঙ্কাও থাকে না। অনেকে হুজুগে মাতিয়া সামর্থ্যের দিক বিবেচনা না করিয়াই এজেণ্ট-গণের প্ররোচনায় প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীতে বীমা না করিয়া জীবনবীমা কোম্পানীতে বীমা করে, পরে যখন চাঁদা চালাইতে পারে না তখন এজেণ্ট ও কোম্পানীর দুর্নাম করে এবং জীবন-বীমার প্রতিকূলে উক্তি ও যুক্তি প্রকাশ করে, ইহাতে অন্যান্য যাহারা বীমা করিবার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিল তাহারাও সন্দিগ্ধ হইয়া বীমা করিবার জন্য আর আগ্রহান্বিত হয় না, ফলে উভয় প্রকার বীমার কার্য্যই সংগ্রহের অসুবিধা হয়। অতএব এজেণ্ট ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের এবং কোম্পানীর পরিচালকগণের বীমার প্রকৃত বিষয় যাহাতে প্রচারিত হয় তৎপ্রতি যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

রাশিয়ার সাম্যবাদী অর্থ-নীতি

[শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়]

সাম্যবাদী পরিকল্পনা

সাম্যবাদীরা রাশিয়ার শাসনতন্ত্র অধিকার করিবার পর হইতে একটা নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। যুগে যুগে দেশে দেশে এতদিন যে সমাজ লোকে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে শ্রেণীবিভেদ ও ধনবৈষম্যের জ্বালাময় রূপই তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধনী ও নির্ধন, শোষক ও শোষিতের স্বার্থসংঘাতে এ' সমাজ কলুষিত। সকলের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার ভিতর সমষ্টিগত কল্যাণের সাধনা এ' সমাজের লক্ষ্য নহে। অধিকাংশকে বঞ্চিত করিয়া মুষ্টিমেয়র অতি পুষ্টি ও অতি আস্ফালনই এ সমাজের রীতি। ধনতান্ত্রিক সমাজের এই গ্লানিময় কদর্য্যরূপ যুগে যুগে মানুষকে পীড়া দিয়াছে আর প্রতিযুগে চিন্তাশীল সমাজসেবীর দল এ' সমাজের বিধি বাঁধনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া শ্রেণীবর্জ্জিত ও বৈষম্যহীন নূতন সমাজের কল্পনা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সমাজের স্বার্থবাদী সম্প্রদায়ের উদ্যত রোষ ও প্রচণ্ড বিরোধিতার সমক্ষে সেই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার কার্য্যকরী পথ তাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই। ফলে তাঁহাদের সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারা সমাজ কল্যাণের ভাববিলাসেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। তারপর জার্মাণ দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের আবির্ভাবের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ একটা বিপ্লবী মতবাদের রূপ ধারণ করে। উহার ভিতর দিয়া সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা একটা কার্য্যকরী কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। সেই কর্ম্ম পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লেনিনের নেতৃত্বাধীনে রাশিয়ার বলশেভিক দল রাশিয়ার শাসনতন্ত্র অধিকার করেন। তাহার পর হইতে বলশেভিকদের পরিকল্পনা অনুসারে রাশিয়ার রাষ্ট্র, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমাজ জীবন সাম্যবাদী আদর্শে গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে।

অর্থনৈতিক বিধিবিধানই মানুষের সমাজ-জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। সমাজ-জীবনের সাম্য ও অসাম্য, শান্তি ও সংঘাত, উন্নতি ও অবনতির উহাই মূল ভিত্তি। কাজেই বলশেভিকেরা নূতন সমাজ সৃষ্টি করিতে গিয়া রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থাকে সাম্যবাদী আদর্শে রূপায়িত করিয়া তুলিতে যত্নবান হইয়াছেন। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার বলবৎ থাকার দরুণ দেশের ধনসম্পদ মুষ্টিমেয়র হাতে গিয়া কেন্দ্রিভূত হইতেছে এবং অসম বন্টনের মূলগত গলদ সৃষ্ট হইয়া সমাজে ধনী ও নির্ধন—এই দুই শ্রেণী দেখা দিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সাম্যবাদী সরকার দেশের ভূমি ও কল কারখানা খাস করিয়া জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছেন। কৃষি-শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যে সরকারী একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

সমাজ-জীবনের বৈষম্যমূলক বিধি-বিধান অপসারিত করিয়া মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার যথাসম্ভব সমতা সাধনই সাম্যবাদী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। সকলকে সমান দারিদ্র্যের স্তরে নামাইয়া সেই সমতা সাধন করা যাইতে পারে। আবার সকলের জন্য সমান প্রাচুর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াও সেই সমতা বিধান করা যাইতে পারে। সুখের বিষয় বলশেভিকেরা দারিদ্র্যের উপাসক নহে। তাঁহারা প্রাচুর্য্যের পূজারী। দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া তাহা যথাসম্ভব সমভাবে লোকের ভিতর বন্টন ও তাহা দ্বারা সমাজের প্রতিটি লোকের জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় করিয়া তোলাই সাম্যবাদী সমাজের আদর্শ। দেশের পণ্য-উৎপাদন-শক্তি রাষ্ট্রের করায়ত্ত করিয়া যাবতীয় উন্নতি-মূলক বিধি ব্যবস্থায় দেশে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বলশেভিক সরকার ১৯২৮ সালে একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হওয়ার পর একটি দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাও কার্য্যকরী করা হয়। সাম্যবাদীদের এই সব পরিকল্পিত চেষ্টার প্রকৃত স্বরূপ ও তাহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে এ দেশে সাধারণের ধারণা ও জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক দিয়া রাশিয়ার সাম্যবাদী গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত লক্ষ্য কি এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তাঁহারা সেই লক্ষ্য সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাষ দিতে চেষ্টা করিব।

কৃষি

জার রাজতন্ত্রের আমলে রাশিয়া ছিল কৃষি-প্রধান দেশ। শিল্প ব্যবসায়ের দিকে বিশেষ কোন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়োগ না করিয়া অগণিত জনসংখ্যা মুখ্যতঃ কেবল চাষাবাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেই অভ্যস্ত ছিল। কৃষিই ছিল জাতীয় আয়ের প্রধান অবলম্বন, কৃষিই ছিল অধিকাংশের জীবন ধারণের উপায়। কিন্তু জাতীয় জীবনে কৃষির স্থান এইরূপ অগ্রগণ্য হইলেও বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া কিংবা সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কৃষিকে সমুন্নত করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টা বড় একটা করা হইত না। রাষ্ট্র ও কৃষকের ভিতর

দাঁড়াইয়া পরগাছা জমিদার শ্রেণী ও মধ্যস্বত্ব ভোগীর দল ভূমির উপর একাধিপত্য চালাইত। কৃষকদের দ্বারা জমি চাষ করাইয়া বিনা পরিশ্রমে বেশী রকম উপস্বত্ব ভোগ করাই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। চাষাবাদের প্রগতি ও কৃষকদের আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে মাথা ঘামাইবার গরজ বা মনোবৃত্তি কোনটাই তাহাদের ছিল না। কৃষি ও কৃষকদের কল্যাণ সম্বন্ধে জার-সরকার ছিলেন একেবারেই উদাসীন। ভূমির স্বত্ব সাব্যস্থ বিষয়ে ও কৃষকদের দেয় খাজনা প্রভৃতি বিষয়ে মাঝে মাঝে নূতন আইন কানুন যে কিছু কিছু প্রবর্ত্তিত না হইত তাহা নয়। তবে প্রধানতঃ কেবল সরকারী রাজস্বের সুবিধা ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার খাতিরেই সে সমস্ত করা হইত। যুগের পর যুগ এমন ধরণের অবস্থা চলিতে থাকায় রাশিয়ার কৃষককুল সকল দিক দিয়াই একটা চরম দুঃখ-দুর্দ্দশায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। অনাহার অর্দ্ধাহারের জ্বালা ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকল দিক দিয়া নীচু স্তরের জীবনযাত্রা তাহাদের অধিকাংশের জীবন গ্লানিময় করিয়া তুলিয়াছিল।

এই সময়ে দেশের নিপীড়িত ও দুঃস্থ চাষী মজুরদের মুক্তি সাধনার সঙ্কল্প নিয়া দেশে সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। জাতীয় জীবনে শিল্প প্রগতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তার দিকটাই সাম্যবাদীরা সবচেয়ে বড় করিয়া দেখিবার শিক্ষা পাইয়াছিলেন। সে জন্য প্রথম হইতে শিল্প কারখানার প্রসার ও শ্রমিকদিগের জীবনযাত্রার উন্নতি বিধানের দায়িত্বই তাহাদিগকে বেশী মাত্রায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শিল্পের কাঁচামাল ও লোকের আহার্য্য সংস্থানের দিক দিয়া কৃষি যে জাতীয় উন্নতির মূলগত ভিত্তি তাহা তাঁহারা কখনও ভোলেন নাই। দেশের বঞ্চিত শ্রমিকদের মত দেশের অগণিত লাঞ্ছিত কৃষকদিগকে অধঃপতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদের পরিপূর্ণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করা তাঁহারা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাম্যবাদীরা তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াই দেশে কৃষির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে ব্রতী হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কায়েমী স্বত্ব ও মালিকানা বাজেয়াপ্ত করিয়া ভূমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিলেন। উহার ফলে দেশের ধনী ও আভিজাত্য সম্প্রদায় এবং গীর্জ্জা ও অন্য ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে যে জমি কেন্দ্রিভূত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা অচিরেই সরকারের হেফাজতে চলিয়া আসিল। সাম্যবাদীরা ঐ জমি কৃষকদের ভিতর পুনর্ব্বণ্টন করিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামে গ্রামে কৃষক প্রতিনিধিদের দ্বারা সমিতি গঠিত হইয়া জমির যথাসঙ্গত বিলিব্যবস্থা করিতে লাগিল। কৃষকেরা এইভাবে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমির অধিকার পাইল। জমিদারের খাজনা ও মহাজনের পাওনা মিটাইতে না পারিয়া দেশের বহু কৃষক জমির ভোগাধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। দিন-মজুরী করিয়া কোন রকমে অন্ন-সংস্থানের চেষ্টা ছাড়া আর কোন উপায় তাহাদের ছিল না। নূতন ব্যবস্থায় সেই সব কৃষক চাষাবাদের উপযোগী জমি পাইয়া আবার নবোদ্যমে কার্য্য সুরু করিল। চাষাবাদের দিক দিয়া প্রত্যেক কৃষক পরিবারকে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া ও নূতন করিয়া 'কুলক' বা জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হইতে না দেওয়াই হইল বলশেভিকদের লক্ষ্য। সেজন্য একদিকে তাঁহারা জমি বণ্টনের দিক দিয়া সাম্যনীতি অনুসরণ করিলেন। অপরদিকে সাম্যবাদী আদর্শ অনুযায়ী কোন কৃষকের পক্ষে দিনমজুর খাটাইয়া ব্যক্তিগত মুনাফার চেষ্টা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। নিজেদের শ্রম নিয়োজিত করিয়া প্রত্যেক কৃষক পরিবারের লোকেরা জমি চাষাবাদ করিবে ও উৎপন্ন ফসল দ্বারা নিজেদের ভরণপোষণের সংস্থান করিবে ইহাই হইল নূতন নিয়ম।

পূর্ব্বে জমি ভোগ করিতে হইলেই তজ্জন্য প্রতি কৃষককে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিতে হইত। বলশেভিকেরা খাজনা আদায়ের সে রীতি উঠাইয়া দিলেন। তবে এই রকম একটা নিয়ম বলবৎ করা হইল যে, প্রত্যেক কৃষক তাহার উৎপন্ন ফসলের একটা সমুচিত অংশ নিজেদের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করিয়া বাকী একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ গবর্ণমেণ্টের নিকট (সরকারী গোলায়) জমা দিবে। ঐ ফসল গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট একটা নির্দ্দিষ্ট হারে কৃষকদিগকে মূল্য প্রদান করিবেন কিংবা তৎবিনিময়ে গবর্ণমেণ্ট সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপন্ন পণ্য কৃষকদিগকে সরবরাহ করিবেন। দেশের কৃষক ও শিল্পী কারিগরদের বিভিন্ন উৎপন্ন মালের সমুচিত আদান প্রদানের সুব্যবস্থা করিয়া দেশের অর্থনৈতিক সংস্থানকে দৃঢ় করাই ছিল ঐ প্রকার কার্য্যনীতির উদ্দেশ্য। নূতন নূতন সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার সঙ্গে একদিকে শ্রমিক সাধারণের আহার্য্য সংস্থান করা ও অপরদিকে শিল্প কারখানার উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য ঐরূপনীতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও ছিল।

কিন্তু রাশিয়ার কৃষি তখন পর্য্যন্ত এত অধঃপতিত ছিল যে, ভূমির স্বত্ব ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটা সুসঙ্গত বিধিব্যবস্থা করিয়াই তাহার সমূহ উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। দেশের কৃষি ভূমি ছোট ছোট অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত ছিল। আর সে অবস্থায় ভালরূপ চাষাবাদের সুবিধা ছিল কম। সেচের অব্যবস্থা ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব হেতুও জমিতে ফসল খুব কম হইত। ফলে উৎপন্ন ফসল হইতে নিজেদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া তাহা হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট

[দে]শ গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দেওয়া অনেক কৃষকের পক্ষেই কষ্টকর হইয়া [দাঁ]ড়াইল।

এই অবস্থায় চাষাবাদের সুবন্দোবস্ত ও উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার [প্র]চলন করিয়া কৃষিকার্য্যকে সমুন্নত করিয়া তুলিবার জন্য বলশেভিক [গ]বর্ণমেণ্ট দেশে যৌথ চাষাবাদের নীতি প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ [ক]রিলেন। প্রথমতঃ কৃষকেরা যাহাতে স্বেচ্ছামূলকভাবে তাহাদের [নি]জস্ব এলাকার জমি একত্র করিয়া যুক্তভাবে চাষের ব্যবস্থা করে [ত]দ্বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইল। পরে ১৯২৮ সালে গবর্ণমেণ্ট [ব]াধ্যকরী ভাবেই যৌথ চাষাবাদের নীতি বলবৎ করিলেন। এইরূপ [ব্য]বস্থার ফলে কতিপয় বৎসর মধ্যেই রাশিয়ায় কৃষকদের দ্বারা [ব]্যাক্তিগত ভাবে আবাদী ২ কোটি সংখ্যক টুকরা ক্ষেতজমি আড়াই [ল]ক্ষ যৌথ কৃষি ফার্ম্মে পরিণত হইল। বলশেভিকদের দৃঢ় কার্য্যনীতির ফলে রাশিয়াতে যৌথ চাষাবাদের রীতি ক্রমে বলবৎ হইয়া আজ উল্লেখযোগ্য পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। গত ১৯৩০ সালে রাশিয়ায় মোট আবাদী জমির মধ্যে শতকরা ২·৮ ভাগ জমি সরকারী ফার্ম্মের অধীন ছিল। ৬৮ ভাগ জমি কৃষকদের দ্বারা ব্যক্তিগত জমি হিসাবে কর্ষিত হইয়াছিল। আর বাকী ২৯·২ ভাগ জমি মাত্র যৌথ ভাবে চাষ হইয়াছিল। ১৯৩৪ সালে মোট জমির মধ্যে ব্যক্তিগত চাষের জমি কমিয়া শতকরা ১২ ভাগ হয়। অপরদিকে সরকারী কৃষি ফার্ম্মের জমি শতকরা ১০·৮ ভাগ ও যৌথ ফার্ম্মের জমি শতকরা ৭৭·২ ভাগ দাড়ায়। ১৯৩৭ সালের মধ্যে দেশের শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগ জমিই যৌথ চাষাবাদ প্রথার আমলে আসিয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার যৌথ ফার্ম্মগুলি সমবায় নীতির ভিত্তিতে গঠিত। অনেক কৃষক মিলিয়া তাহাদের টুকরা জমিসমূহ একত্র গ্রথিত করিয়া যুক্তভাবে তাহা চাষাবাদের ব্যবস্থা করে। যে সকল কৃষক ফার্ম্ম গঠন করে, ফার্ম্মের পরিচালনা ব্যাপারে ও অন্য বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে তাহাদের প্রত্যেকেরই স্বীয় মত ব্যক্ত করিবার অধিকার আছে। উৎপন্ন ফসল সম্পর্কে তাহাদের সমস্তেরই অধিকার সমান। এই সকল ফার্ম্মে সকলের জন্য সমান হারে কাজের সময় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। জমির আবাদ ও ফসল বপন প্রভৃতি কাজ যুক্তভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু ঐ সকল ফার্ম্মের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ কোথায়, কতদূর মাত্রায় ও কি ফসল উৎপাদন করিতে হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দেন। সমস্ত দেশের লোকের প্রয়োজনীয় আহার্য্য সংস্থানের জন্য কি পরিমাণ জমিতে আহার্য্য দ্রব্যের চাষ করিতে হইবে এবং বিভিন্ন শিল্পের জন্য কোন দিক দিয়া কি পরিমাণ কাঁচামাল প্রয়োজন সে সম্বন্ধে প্রতি বৎসরই গবর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন এলাকার ফার্ম্মসমূহে বিভিন্ন ফসল চাষের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ ফার্ম্মের জমি যাহাতে সমুন্নত প্রথায় চাষাবাদ করা হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কলের লাঙ্গল ও অন্য উন্নত সাজসরঞ্জাম যথা—বীজ বপন করিবার, চারা পুঁতিবার, সার দিবার, শস্য কাটিবার ও ঝাড়াই মাড়াই করিবার যন্ত্র প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তৃতীযতঃ গবর্ণমেণ্ট যৌথ ফার্ম্মগুলিকে তাহাদের প্রয়োজনমত সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে টাকা কর্জ্জ দিয়া বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই সব বিধিব্যবস্থার ফলে সকল দিক দিয়াই আজ কৃষি ফার্ম্মগুলির সমূহ উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। চাষাবাদ পরিচালনের ফলে কৃষি ফার্ম্মগুলিতে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহা হইতে প্রথমে কলের লাঙ্গল ও যন্ত্রপাতির ভাড়া, সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে প্রদত্ত ঋণের সুদ ও আসল টাকার কিস্তি পরিশোধ করা হয়। তৎপর কৃষক সদস্যদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা

করিয়া অবশিষ্ট ফসলের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ কৃষকদের ভিতর বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। উদ্বৃত্ত বাকী অংশ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়া থাকেন। উহাই কৃষকদের নিকট হইতে আদায়ী সরকারী কর।

যৌথভাবে কৃষিকার্য্য চালাইয়া যে আয় হয় তাহা ছাড়া কৃষকেরা বসতবাটীতে বাগ বাগিচা করিয়া, হাঁস মুরগী ও গাভী পালন করিয়া এবং ছোট খাট ধরণের কুটীরশিল্প চালাইয়া কিছু পরিমাণে নিজেদের আয় বাড়াইয়া লইতে পারে। দেশে ঐ ধরণের ব্যক্তিগত ও পরিবারগত ক্ষুদ্র উপজীবিকা নিষিদ্ধ নহে। তবে সাম্যবাদী সমাজের আদর্শ অনুযায়ী কৃষকেরা যাহাতে নিজ পরিবারের লোক ছাড়া অন্য বাহিরের লোক খাটাইয়া ঐ সব দিক দিয়া রীতিমত লাভের ব্যবসা সুরু করিতে না পারে, সে দিকে সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন।

বর্ত্তমানে রাশিয়ার কৃষিসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যই সুগঠিত সরকারী পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। জলসেচ ব্যবস্থা দ্বারা কিভাবে অনুর্ব্বর ভূমিকে উর্ব্বর করিয়া তোলা যায়, দেশে কি ফসলের অভাব রহিয়াছে এবং তাহা কিভাবে পূরণ করা যায়, কি সব যন্ত্রপাতি প্রচলন করিলে ফসলের ফলন বাড়িতে পারে প্রভৃতি সকল বিষয়েই সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজনানুরূপ গবেষণা চালাইয়া থাকেন। গবেষণা অনুযায়ী উন্নত প্রক্রিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে সরকার কখনও চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ক্রটি করেন না। জারতন্ত্রের আমলে রাশিয়ায় চাষাবাদের কাজে উন্নত যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছুই ব্যবহৃত হইত না। বলশেভিক গবর্ণমেণ্ট প্রথমে বিদেশ হইতে কলের লাঙ্গল প্রভৃতি আমদানী করিয়া চাষাবাদের কাজে তাহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। পরে সরকারী চেষ্টায় ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতি দেশেই তৈয়ারের ব্যবস্থা হয়।

ঐ ধরণের সুপরিকল্পিত সরকারী চেষ্টার ফলে রাশিয়ার কৃষি আজ সকল দিক দিয়াই উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। গত ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় আবাদী কৃষি জমির পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ হেক্টর। সেচের সুব্যবস্থা ও পূর্ব্বেকার বহু অনাবাদী এলাকায় নূতন নূতন কৃষি উপনিবেশ স্থাপনের ফলে ১৯৩৩ সালে তাহা ১২ কোটি ৯৭ লক্ষ হেক্টর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমানে তাহা ১৩ কোটি হেক্টরেরও উপর দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পূর্ব্বে চাষাবাদের কাজে কলের লাঙ্গল ও অন্য উন্নত যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছুই ব্যবহৃত হইত না। বর্ত্তমানে ৮০ হাজারের মত কলের লাঙ্গল চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। সকল দিক দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসৃত হওয়ার ফলে রাশিয়াতে বর্ত্তমান ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে রাশিয়ায় তুলা বিশেষ উৎপন্ন হইত না। বলশেভিক গবর্ণমেণ্টের সুপরিকল্পিত চেষ্টার ফলে সেখানে আজ ঐ ধরণের প্রয়োজনীয় ফসলের চাষ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। গত ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় ৭লক্ষ হেক্টরেরও কম জমিতে তুলার চাষ হইত। ১৯৩৩ সালে তুলার জমি ২০ লক্ষ একর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমানে উহা ২২ লক্ষ একরের উপর দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। দেশের আবশ্যকতা অনুযায়ী এইভাবে অন্য আরও অনেক নূতন ফসল চাষের ভালরূপ বিধি-ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কৃষির উন্নতির সঙ্গে রাশিয়ায় কৃষকের অবস্থা আজ সর্ব্বতোভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগকে শোষণের বদলে সকল বিষয়ে সাহায্য ও সহায়তা করার উদ্দেশ্য নিয়া চাষী মজুরদের নিজস্ব সাম্যবাদী গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইতেছে। ঐ গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় রাশিয়ার কৃষক আজ ধনতান্ত্রিক সমাজের তথাকথিত অত্যাচার ও অবিচার হইতে মুক্ত হইয়া নূতন সুখ সৌভাগ্য লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

শিল্প

জার রাজতন্ত্রের আমলে রাশিয়া শিল্পের দিক দিয়া খুবই পশ্চাদ-পদ ছিল। দেশের বেশীর ভাগ লোক গতানুগতিক পন্থায় কৃষিকার্য্য চালাইতেই অভ্যস্ত ছিল। সামান্য ধরণের ছোট খাট শিল্প ছাড়া বড় শিল্প প্রচেষ্টার দিকে লোকের দৃষ্টি বিশেষ কিছুই নিয়োজিত হইত না। দেশের গবর্ণমেণ্টও এই বিষয়ে প্রকৃত উন্নতিমূলক কোন কার্য্যধারা অবলম্বন করেন নাই। দেশের সাধারণ চাষাভূষার দল আধুনিক যুগের বিচিত্র শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করিবার সুযোগ বিশেষ পাইত না। এ'সমস্ত উৎপন্ন করিয়া অপেক্ষাকৃত বেশী অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ হইতেও তাহারা বঞ্চিত ছিল। এই অবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে রাশিয়ার লোকদের জীবনযাত্রা প্রণালী স্বভাবতঃই খুব নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছিল।

সাম্যবাদীরা দেশের শাসন ব্যবস্থা হাতে পাইয়াই শিল্পের উন্নতি বিষয়ে তাঁহাদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেন। রাশিয়ার মত বিরাট দেশে শিল্প সাধনার উপযোগী মালমসল্লার অভাব নাই। এদেশের খনিসমূহে কয়লা, তেল, লোহা ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রচুর ধাতুদ্রব্যের পর্য্যাপ্ত জোগান রহিয়াছে। ঐ সম্পদ যথাযথ কাজে লাগাইবার বিশেষ কোন চেষ্টাই এতদিন হয় নাই। রাশিয়ার বন জঙ্গলে যে বনজ সম্পদ রহিয়াছে সে সমস্ত সদ্ব্যবহার করা দূরে থাকুক, তাহার স্বাভাবিক সুযোগ সম্ভাবনার কথাও এতদিন কেহ বড় একটা ভাবিয়া দেখেন নাই। সাম্যবাদীরা দেখিলেন যে, অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের অনুসৃত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে এ'সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা দেশে অনেক মৌলিক বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া তোলা যায়। তারপর ঐ সঙ্গে অনেক ছোট ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানও সহজেই স্থাপন করা চলে। ঐরূপ ভাবে শিল্পের দিক দিয়া দেশকে অগ্রসর করিতে পারিলে এই দরিদ্র দেশের অগণিত জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি তথা তাহাদের জীবনযাত্রার উন্নতি অবশ্যই সম্ভবপর হইতে পারে।

জাতীয় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির ঐ স্বপ্ন নিয়া বলশেভিকেরা শিল্প প্রসারে অগ্র-সর হইলেন। তবে তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের অনু-সৃত প্রণালীর সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া সম্পূর্ণ সাম্যবাদী আদর্শেই রূপায়িত হইতে লাগিল। দেশে বড় রকমের যে কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল বলশেভিকেরা তাহা সমস্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। সরকারী অর্থসাহায্যে ও সরকারী পরিচালনায় দেশে নিত্য নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

প্রথমে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য কতকগুলি কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সমিতি স্থাপন করিয়া তাহাদের উপর পুরাতন শিল্প কারখানা পরিচালনা করিবার ও সুযোগ সম্ভাবনা মত নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার ভার দেওয়া হয়। পরে বলশেভিক গবর্ণমেণ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে অধিকতর সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন। একদিকে অধিক সংখ্যায় শিল্প নিয়ন্ত্রণমূলক সরকারী বোর্ডসমূহ গঠিত হইতে থাকে অপর দিকে ব্যাপক শিল্প প্রসারের জন্য প্রথমে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও পরে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ঐ সব পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার নিজে উদ্যোগী হইয়া বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থা করেন।

সমস্ত দেশের জন্য শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ও বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া সমুচিত কার্য্যনীতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ায় একটি প্ল্যানিং কমিশন স্থাপিত হইয়াছে। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের চারিজন "পিপুলস্ কমিসর" বা মন্ত্রী আলাদাভাবে মৌলিক শিল্প, সাধারণ শ্রেণীর প্রয়োজনীয় শিল্প, খাদ্য শিল্প ও বনজ শিল্পসমূহ সংক্রান্ত সরকারী বিভাগসমূহ পরিচালনা করিয়া থাকেন। দেশের বিভিন্ন এলাকায় এক এক শ্রেণীর শিল্পের জন্য এক একটি ট্রাষ্ট গঠিত হইয়াছে। এই ট্রাষ্টগুলির বিশেষত্ব এই যে, কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ উহাতে একত্র হইয়া সুসংহতভাবে শিল্প পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই সব ট্রাষ্ট শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার ব্যবস্থা করে। সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবার জন্য এই সব ট্রাষ্টের অধীনে শিল্প বিশেষজ্ঞ ও কারিগর প্রভৃতিও নিযুক্ত থাকে। এক একটি ট্রাষ্টের অধীনে এক একটি সিণ্ডিকেট থাকে। তাহা সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল সরবরাহ ও সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। এইরূপ ব্যবস্থা থাকার জন্য কাঁচামালের জোগান সম্পর্কে কিংবা উৎপন্ন মাল বিক্রয় সম্পর্কে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে আলাদাভাবে কিছুই ভাবনা চিন্তা করিতে হয় না। রাশিয়ার ট্রাষ্ট ও সিণ্ডিকেটসমূহ স্থানীয় শিল্প সম্পর্কে কার্য্যনীতি অবলম্বনের ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে, তবে উহাদিগকে সরকারী প্ল্যানিং কমিশন ও শিল্প-মন্ত্রীদের সাধারণ শিল্প-নীতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিয়াই কাজ করিতে হয়। রাশিয়াতে বর্ত্তমানে ট্রাষ্ট শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের খুব প্রচলন হইলেও কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর শিল্প এখন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে সরকারী কর্ত্তৃত্বেই পরিচালিত হইতেছে। কয়লা শিল্প, ধাতু শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প, মোটর শিল্প, কৃষিযন্ত্র নির্ম্মাণ শিল্প প্রভৃতি ধরণের বৃহদাকার শিল্পের জন্য কোন ট্রাষ্ট স্থাপন করা হয় নাই। উহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবিয়া সরকার উহাদিগের যাবতীয় পরিচালনা ভার নিজ হাতেই রাখিয়াছেন।

রাশিয়ার ব্যাপক শিল্প প্রচেষ্টার মূলে সাম্যবাদী গবর্ণমেণ্টের একটা সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা বর্ত্তমান। দেশে কি সব শিল্প গড়িয়া তোলা প্রয়োজন, দেশে কোন্ শিল্পের উপযোগী কি সব কাঁচামাল রহিয়াছে, বর্ত্তমানে দেশে যে সব শিল্পের কাঁচামাল পাওয়া যায় না অদূর ভবিষ্যতে [illegible] উৎপাদনের কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, দেশের কোন্ এলাকায় কি শিল্প স্থাপন করিলে তাহা লাভজনক হইতে পারে, শিল্পপ্র[illegible] কি ভাবে পরিচালিত হইলে শিল্পের উৎপাদন ব্যয় কম হয়, উৎপন্ন শিল্পজাত কাটতির কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, এই সমস্ত বিষয় যথারীতি বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেশে শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার জন্য তাঁহারা শিল্প গবেষণার ও শিল্পসংক্রান্ত সংখ্যাতথ্য অনুশীলনের ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়াছেন। কয়লা শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প, যানবাহন শিল্প, তৈল শিল্প, মোটর শিল্প এবং যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা নির্ম্মাণের শিল্প ভালরূপ গড়িয়া তুলিতে পারিলে উহাদের দ্বারা দেশে অনেক ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের গোড়া পত্তন হইতে পারে বলিয়া সোভিয়েট সরকার বিপুল অর্থ ও একান্ত চেষ্টা নিয়োজিত করিয়া সর্ব্বাগ্রে ঐ সব মৌলিক শিল্পগুলি গড়িয়া তুলিয়াছেন।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত কার্য্যনীতিতে অপচয় বা অসাফল্যের স্থান নাই। প্রকৃষ্ট বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে সুপরিকল্পিত-ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হওয়াই তাঁহাদের রীতি। কোন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সরকারী প্ল্যানিং কমিশনের বিচক্ষণ সদস্যগণ তাহার সুযোগ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠার স্থান, উহার পরিচালনা পদ্ধতি ও উহার সম্ভবপর খরচ-পত্র সম্পর্কে একটা বরাদ্দ প্রস্তুত করেন। সেই বরাদ্দ অনুযায়ী সরকারী অর্থে ও সরকারী কর্ত্তৃত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য কোন্ দিক দিয়া বৎসরে কি পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিতে হইবে, কোন্ প্রতিষ্ঠানকে কি পরিমাণ টাকা অগ্রিম কর্জ্জ দিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সোভিয়েট সরকার নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকেন আর সে অনুসারে সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সরবরাহ করা হয়। ঐ টাকা সম্বন্ধে সরকারী বাজেটে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকে।

এইরূপ সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থার ফলে সাম্যবাদী সরকার শিল্পের দিক দিয়া রাশিয়ার অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জার-তন্ত্রের আমলে রাশিয়ার লোক কোন দিন যাহা আশা করিতে পারে নাই, সাম্যবাদীদের আমলে আজ তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। ১৯১৩ সালে (বলশেভিকেরা শাসনতন্ত্র হস্তগত

করিবার ৪ বৎসর পূর্ব্বে) সমগ্র রাশিয়ায় যে শিল্প পণ্য উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার সমষ্টিকৃত মূল্য ছিল ১ হাজার ৬২৫ কোটি রুবল (প্রতি রুবল প্রায় ১৷৶০ আনার সমান)। সাম্যবাদী গবর্ণমেন্টের চেষ্টা সুরু হওয়ার ফলে ১৯১৮ সালে রাশিয়ায় তাহা বাড়িয়া ১ হাজার ৮৩০ কোটী রুবল দাঁড়ায়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়াতে দেশে শিল্পপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে বাড়িয়া যায় এবং ১৯৩৩ সালে রাশিয়ায় ৪ হাজার ৬৮০ কোটী রুবল মূল্যের শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমানে বার্ষিক শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ৯ হাজার কোটি রুবলের উপর দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সাম্যবাদী শাসনের আমলে বিদ্যুৎ, কয়লা, ঢালাই লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিল্পের উৎপাদন খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এলুমিনিয়াম শিল্প, মোটর শিল্প ও কলের লাঙ্গল শ্রেণীর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি শিল্প রাশিয়াতে পূর্ব্বে মোটেই ছিল না, এক্ষণে ঐ সব শিল্প গড়িয়া তুলিয়া সাম্যবাদীরা রাশিয়াকে সুসমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। উপরোক্ত শিল্পসমূহের দিক দিয়া রাশিয়ার অগ্রগতির বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল —

শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন

	১৯১৩	১৯২৮	১৯৩৩	১৯৩৭ (অনুমিত)
কয়লা (সহস্র টন হিসাবে)	২,৯০,৪০	৩,৫২,২০	৭,৫৮,৩৭	১৫,২৫,০০
ঢালাই লোহা (সহস্র টন)	৪২,১৬	৩২,৮৩	৭১,৩৩	১,৬০,০০
ইস্পাত (সহস্র টন)	৪২,৩১	৪২,৫১	৫৯,২২	১,৭০,০০
এলুমিনিয়াম (সহস্র টন)	—	—	৪·৪	৮০·০
মোটর যান (সংখ্যা)	—	৬৭১	৪৯,৭৫৩	২,০০,০০০
কলের লাঙ্গল (সংখ্যা)	—	১,২৭২	৭৪,২৬৩	১,৬৭,০০০
শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন (মোট মূল্য—লক্ষ রুবল)	১৬২৫৩০	১৮৩০০০	৪৬৮০০০	৯২৭০০০

বৃহদাকার শিল্পের সঙ্গে রাশিয়ায় ছোট, মাঝারি ও কুটীর শিল্পও আজ সরকারী উৎসাহ ও তৎপরতায় বিশেষভাবে প্রগতিশীল হইয়া উঠিয়াছে। শিল্প কারখানার মজুরদের ন্যায্য পারিশ্রমিক সম্পর্কে সাম্যবাদী সরকার সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। মজুরেরা তাহাদের নিয়োজিত শ্রম ও কাজের মূল্য অনুসারে মজুরী পাইয়া থাকে। শিল্প কারখানায় কাজের উন্নতি ও মজুরী বৃদ্ধি সম্বন্ধে সকলের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সমান।

ব্যবসা-বাণিজ্য

সমাজের আদিম অবস্থায় যখন টাকাকড়ির প্রচলন ছিল না, তখন বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্য উৎপাদকেরা একে অন্যের উৎপন্ন জিনিষ আদান-প্রদান করিয়া তাহাদের সাংসারিক অভাব মিটাইত। তাহার পর টাকাকড়ি ব্যবহারের রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে পণ্য আদান-প্রদানের সাধারণ রেওয়াজ ব্যাপক ধরণের ব্যবসা বাণিজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ধনতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী প্রচেষ্টা ক্রমে এই ব্যবসা বাণিজ্যকে তাহাদের মুনাফার অবলম্বনরূপে ব্যবহার করিতে থাকে। পুঁজিবাদীদের কারসাজির ফলে পণ্যের উৎপাদক ও পণ্য ব্যবহারকারীদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অনেকটা ছিন্ন হইয়া যায়। পণ্য উৎপাদকদের মাল ক্রয় ও পণ্য ব্যবহারকারীদের ভিতর তাহা বিক্রয় করার সূত্র অবলম্বন করিয়া এক শ্রেণীর মধ্যব্যবসায়ীর দল সৃষ্ট হয়। এই মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতায় উৎপন্ন পণ্যের হাট বাজার নির্দ্দিষ্ট স্থান বা এলাকার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। সেদিক দিয়া বেশী পরিমাণে পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীদের কারসাজির ফলে তাহা মুষ্টিমেয়র অপরিমিত মুনাফার সুযোগেই পর্য্যবসিত হয়। কম দরে মাল ক্রয় করিয়া যথাসম্ভব বেশী দরে তাহা বিক্রয়ই হইতেছে ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য। এইভাবে পণ্যের উৎপাদক ও পণ্য ব্যবহারকারী—এই দুই শ্রেণীকে প্রতারিত করিয়া একটা অপরিমিত লাভের সংস্থান করাই তাহাদের কার্য্যধারার উদ্দেশ্য। ফলে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের তথাকথিত ব্যবসা বাণিজ্য আজ মুষ্টিমেয়র দ্বারা অধিকাংশকে শোষণ করিবার একটা বিরাট অস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সাম্যবাদীরা রাশিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের এই পুঁজিবাদী স্বরূপ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিলেন যে, দেশে পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের আদান প্রদান না হইয়া টাকাকড়ির বদলে পণ্য বিক্রয়ের যে রীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাই আধুনিক যুগে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই ব্যবসা বাণিজ্যকে সাম্যবাদী আদর্শে গড়িয়া তোলার জন্য বলশেভিকেরা প্রথমে টাকাকড়ির রেওয়াজ উঠাইয়া পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কৃষকেরা যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন পণ্য জমা দিয়া তদনুপাতে ব্যবহার্য্য শিল্প দ্রব্য পাইতে পারে এবং শিল্পী কারিগর ও কর্ম্মচারীরা যাহাতে প্রযুক্ত শ্রম ও উৎপন্ন পণ্যের বদলে প্রয়োজনানুরূপ আহার্য্য ইত্যাদি পাইতে পারে সেজন্য তাঁহারা ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ সরকারী গোলা ও আড়ৎ প্রভৃতির সাহায্যে আদান-প্রদান কার্য্য চালাইবার চেষ্টা হইল। দ্বিতীয়তঃ সমবায় সমিতি ও সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতির মধ্যস্থতায় তাহা সুনিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা হইল। দেশে যে সব

সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলশেভিকেরা তাহা সমস্তই সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিলেন। অধিকন্তু দেশে যাহাতে উপযুক্ত সংখ্যায় নূতন সমবায় পণ্য আদান প্রদান সমিতি গড়িয়া উঠে তৎসম্পর্কে ভালরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। সহরে ও গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে উহার মারফতে সদস্যরা তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাইতে লাগিল। এই ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে ব্যবসায়ী শ্রেণীর পুঁজিবাদী শোষণ অনেকটা প্রতিহত হইল। কিন্তু টাকাকড়ির ব্যবহার একেবারে লোপ করিয়া দিয়া বলশেভিকেরা কেবল পণ্যের বিনিময়ে আদান-প্রদানের যে ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন নানা কারণে তাহা তেমন সফল হইয়া উঠিল না। তখনকার অবস্থায় তাহা বেশী দূর অনুসরণ করাও সম্ভবপর হইল না। কেননা দেশে পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থাকে তখন পর্য্যন্ত সকল দিক দিয়া সমুন্নত করিয়া তোলা যায় নাই। বিভিন্ন এলাকার কৃষক ও শ্রমিকদের মোট উৎপাদনের পরিমাণ সমান উন্নত-স্তরে পৌঁছিলে টাকাকড়ি ছাড়া নিছক পণ্য আদান-প্রদানের ভিত্তিতে সকল লোকের প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার উপায় হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ একটা স্তরে পৌঁছা অল্পদিনে সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় বলশেভিকেরা দেশে আবার টাকাকড়ি প্রচলন করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার পর হইতে পণ্য ও টাকাকড়ি, এই দুইয়ের বিনিময়েই মাল আদান-প্রদানের রীতি বহাল হইল। তবে দেশে টাকাকড়ি পুনঃ-প্রবর্ত্তিত করা হইলেও লাভের জন্য যাহাতে কেহ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা না করিতে পারে সে বিষয়ে কঠোর দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা হইল। তাহা ছাড়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে সাম্যবাদী আদর্শ অনুযায়ী সুনিয়ন্ত্রিত রাখিবার জন্য সমবায় সমিতি ও সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতির সমান তালে দেশে বহু সংখ্যক সরকারী দোকানপাটও স্থাপন করা হইল।

সাম্যবাদী আদর্শ অনুযায়ী দেশের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার পক্ষে রাশিয়ার সমবায় সমিতিগুলি আজ বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সারা দেশে বর্ত্তমানে ৫০ হাজারের মত সমবায় সমিতি রহিয়াছে। অন্যান্য দেশের সমবায় সমিতির সহিত রাশিয়ার সমবায় সমিতিগুলির পার্থক্য এই যে, উহারা মুখ্যতঃ কেবল পণ্য বণ্টনের কাজে ব্যাপৃত আছে এবং উহাদের উপর একটা সুপরিকল্পিত সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্য্য করিতেছে। পল্লী অঞ্চলের বা সহর অঞ্চলের লোকদের দ্বারা এই সব সমবায় সমিতি গঠিত হয়। উহাদের উপর জেলা সমবায় ইউনিয়ন, প্রাদেশিক সমবায় ইউনিয়ন ও সর্ব্বোপরি সমস্ত দেশের কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। পল্লী ও সহরের সমবায় সমিতিগুলি অসংখ্য দোকান ও ভাণ্ডারের সাহায্যে সদস্যদিগকে তাহাদের প্রয়োজন মত বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্য সরবরাহ করে। উর্দ্ধতন সমবায় ইউনিয়নসমূহ প্রাথমিক সমিতি-গুলির কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়ন রাষ্ট্রীয় প্ল্যানিং কমিশন ও সরকারী অর্থবিভাগের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া সরকারী নির্দ্দেশ অনুযায়ী সমস্ত দেশের সমবায় সমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাহাদিগকে সরকারী অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। এখনও দেশে সমবায় আন্দোলনের আবশ্যকানুরূপ প্রসার হয় নাই বলিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশের ভিতর পণ্য বণ্টনের সুবিধার্থ সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছয় হাজারের মত সরকারী দোকান পরিচালনা করিতেছেন। লোকের পরিপূর্ণ সহযোগিতা পাইয়া দেশের সর্ব্বত্র উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় সমিতি স্থাপিত হইলে পণ্য বণ্টনের দায়িত্ব সর্ব্বতোভাবে উহাদের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমানে রাশিয়ায় কোন লোক স্বকীয় লাভের জন্য পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যবসা চালাইতে পারে না। দেশের কৃষক ও শিল্পীকারিগরেরা তাহাদের উৎপন্ন কৃষিদ্রব্য ও কুটির শিল্পজাত পণ্য সমবায় সমিতি এবং সরকারী দোকানগুলির নিকট বিক্রয় করিতে পারে। হাট-বাজারে গিয়া কোন লোকের পক্ষে নিজের বা নিজের পরিবার পরিজনের জন্য কৃষকদের নিকট হইতে ও শিল্পীকারীগরদের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করারও বাধা নাই। তবে হাট-বাজারে মাল বিক্রয় করিতে গিয়া কৃষক ও শিল্পী-কারিগরেরা যাহাতে অহেতুকরূপ চড়া দাম হাঁকিতে না পারে সেজন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। বাজারে যাহাতে কোন পণ্যের মূল্য অহেতুকভাবে চড়িয়া যাইতে না পারে সেজন্য গবর্ণমেণ্ট পণ্যের উৎপাদন খরচ, তাহার মোট জোগান ও চাহিদা প্রভৃতি বিচার করিয়া বিভিন্ন এলাকায় তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। সমবায় সমিতিগুলি ও সরকারী দোকানগুলি ঐ নির্দ্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে। সমবায় সমিতি ও সরকারী দোকানগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কাহারও পক্ষে বেশী দামে হাট-বাজারে পণ্য বিক্রয় সম্ভবপর হয় না। এইভাবে রাশিয়ায় ব্যক্তিগত ব্যবসা দ্বারা তথাকথিত লাভের পথ একেবারেই রুদ্ধ হইয়াছে বলা চলে।

সোভিয়েট রাশিয়ার বহির্ব্বাণিজ্য সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সরকারী কর্ত্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সেজন্য একজন আলাদা 'পিপ্‌লস্ কমিশর' ও একটি আলাদা সরকারী বিভাগ রহিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সোভিয়েট সরকারের বাণিজ্য-প্রতিনিধি বা এজেণ্ট আছে। সোভিয়েট সরকার দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া ঐ সব এজেণ্টদের মারফতে বিদেশ হইতে বিভিন্ন প্রকার জিনিষ আমদানী করিয়া থাকেন। রাশিয়া হইতে বিদেশে যে মাল রপ্তানি হয় তাহাও সরকারী বিভাগের মারফতেই চালান হইয়া থাকে। আমদানী পণ্যের মূল্যের সহিত রপ্তানি মূল্যের আদান প্রদান করিয়া বহির্ব্বাণিজ্যের দেনা-পাওনা মিটান হয়। যখন সোভিয়েট সরকার শিল্পোন্নতির প্রয়োজনে অধিক মাত্রায় যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা আমদানী করিতে বাধ্য হন তখন তাঁহারা সেই আমদানী পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য দেশ হইতে বেশী পরিমাণ পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রাশিয়ার সরকারী ব্যাঙ্ক পণ্যের আমদানী মূল্য ও পণ্যের রপ্তানি মূল্য যথাযথভাবে পরিশোধ করিবার বিধি ব্যবস্থা করিয়া থাকে। রাশিয়াতে কোন লোক আমদানী বাণিজ্য ও রপ্তানি বাণিজ্য চালাইতে পারে না বলিয়া বহির্ব্বাণিজ্যের দিক দিয়া ব্যক্তিগত লাভের ব্যবসায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে।

টাকাকড়ি

জগতের আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। লোকে কাজ করিয়া টাকার হিসাবে তাহার পারিশ্রমিক লাভ করে। কোন পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন পণ্য পাইতে হইলে টাকাই তাহার মধ্যস্থতার কার্য্য করিয়া থাকে। শ্রম ও উৎপাদনের পরিমাপক হিসাবে এবং পণ্য আদান প্রদানের প্রধান বাহন হিসাবে প্রথমে টাকার সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে সমাজের ধনতান্ত্রিক রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠার সঙ্গে পুঁজি বা Capital হিসাবে টাকাকড়ির নূতন একটি ব্যবহার প্রচলন হইয়াছে। বর্ত্তমানে পণ্য আদান প্রদানের মধ্যস্থ বা বাহন হিসাবে ছাড়াও সঞ্চয় ও পুঁজিরূপে টাকাকড়ির স্বতন্ত্র একটা মূল্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পুঁজিরূপী টাকার বলে লোকে এখন স্বকীয় শারীরিক বা মানসিক শ্রম ব্যতীতই শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতে পারে এবং পুরুষানুক্রমে তাহার উপস্বত্ব

ভোগ করিতে পারে। এইরূপ অবস্থার ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজে টাকাকড়ি আজ ধনীদের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবদ্ধ শোষণের মারাত্মক অস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

টাকাকড়ির এইরূপ ব্যবহার লোকের সমষ্টিগত কল্যাণের পরিপোষক নহে বলিয়া সাম্যবাদীরা উহার বিলোপ সাধনের পক্ষপাতী। সাম্যবাদের প্রবর্ত্তক কার্ল মার্ক্স সাম্যবাদীদের চরম লক্ষ্য হিসাবে যে শ্রেণীবর্জ্জিত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে অর্থ ও টাকাকড়ির কোন স্থান নাই। দেশের সমস্ত লোক তাহাদের সমবেত উৎপাদন শক্তি নিয়োগ করিয়া যে ধন উৎপাদন করিবে, প্রকৃত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকলের ভিতর তাহার সমভাবে বণ্টনই সাম্যবাদী সমাজের আদর্শ।

বলশেভিকেরা সেই সাম্যবাদী আদর্শ অনুযায়ী দেশ হইতে 'টাকাকড়ি' বিলোপ করিতে অগ্রসর হইলেন। দেশের কৃষি শিল্পের উপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া টাকাকড়ির বদলে নিছক পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের আদান প্রদানের রীতি বলবৎ করিতে সচেষ্ট হইলেন। স্থির করা হইল কৃষকেরা তাহাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে পণ্য উৎপাদন করিবে, তাহা তাহারা সরকারী গোলা, সমবায় ভাণ্ডার বা সরকারী দোকান প্রভৃতিতে জমা দিবে এবং তৎ বিনিময়ে শিল্প কারখানায় উৎপন্ন পণ্য কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। কলকারখানার শ্রমিকেরা ও বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীরা যে শ্রম নিয়োগ করিবে, তাহার মূল্যের অনুপাতে তাহাদিগকে সরকারী রসিদ বা স্বীকৃতিপত্র দেওয়া হইবে। ঐ স্বীকৃতিপত্র সরকারী গোলা, সমবায় সমিতি বা সরকারী দোকানে জমা দিয়া তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় আহার্য্য দ্রব্য ও শিল্প দ্রব্য পাইবে। এই ব্যবস্থায় সমাজ-জীবনে টাকার ব্যবহার অনাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইবে এবং টাকাকড়ি জিনিষটা স্বাভাবিক ভাবেই লোপ হইয়া যাইবে।

এইরূপ পরিকল্পনা স্থির করিয়া বলশেভিকেরা তাঁহাদের সাম্যবাদী শাসনের প্রথম কয়েক বৎসরে উহা কার্য্যকরী করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করিয়া কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে চরম একাধিপত্য বহাল করিবার যে কার্য্যনীতি তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। সে নীতি তাঁহারা চূড়ান্ত সীমা পর্য্যন্ত অনুসরণও করেন নাই। রাশিয়াতে বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণনীতি অনুযায়ী সর্ব্বত্র যৌথভাবে জমি চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কৃষকেরা তাহাদের পরিবারের লোকজন দ্বারা এখনও কিছু পরিমাণ জমি ব্যক্তিগতভাবে চাষ করিতে পারে। গৃহে গৃহে এখন পর্য্যন্ত কুটীর শিল্পের প্রচলন আছে। কৃষকেরা ও শিল্পী কারিগরেরা এখনও তাহাদের স্বকীয় পরিশ্রমে উৎপন্ন সামান্য ধরণের মালপত্র নিজেরাই বাজারে বিক্রয় করিতে পারে। তাহা ছাড়া রাশিয়াতে এখনও ডাক্তারী ব্যবসা, দরজীর ব্যবসা, বই-বাঁধানোর ব্যবসা, জিনিষ পত্র মেরামতের ব্যবসা প্রভৃতি ধরণের ছোট খাট ব্যবসা ব্যক্তিগতভাবে চালাইবার সুবিধা এক[illegible] লুপ্ত করা হয় নাই। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কর্ম্মচারীরা এখনও চাকর প্রভৃতি রাখিয়া গৃহস্থালীর কাজ চালাইবার সুযোগ পাইয়া থাকে। এইসব ক্ষেত্রে শ্রম ও সেবার পারিশ্রমিক হিসাবে টাকাকড়ি ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নাই। রাষ্ট্রকে এই সব ক্ষেত্রে টাকার ব্যবহার স্বীকার করিয়া নিতে হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাশিয়াতে সকল প্রকার পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়ার মত বিরাট দেশের বিভিন্ন এলাকার লোকদিগকে সকল প্রকার পণ্য সরবরাহ করিবার মত আবশ্যকীয় সামর্থ্য এখনও রাষ্ট্রের হয় নাই। কাজেই ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এখনও টাকার ব্যবহার সর্ব্বথা নিষিদ্ধ করার সময় আসে নাই। যেদিন গবর্ণমেণ্ট দেশের সকল উৎপাদন ব্যবস্থা ও সকল রকমের ব্যবসা বাণিজ্যকে সম্পূর্ণভাবে নিজের করায়ত্ত করিতে পারিবেন এবং যে দিন গবর্ণমেণ্ট দেশের সকল লোককে একটি বিরাট রাষ্ট্রীয় পরিবারভুক্ত করিয়া যৌথভাবে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদন ও সকলের ভিতর তাহা প্রয়োজনীয় পরিমাণে বণ্টন করিতে পারিবেন, সেদিনই টাকার ব্যবহার সর্ব্বাঙ্গীনভাবে লোপ করা সম্ভবপর হইবে। সাম্যবাদী রাশিয়া আজ সেদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে আগাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

তবে এখন পর্য্যন্ত টাকাকড়ির ব্যবহার লোপ করিতে না পারিলেও বলশেভিকেরা টাকাকড়িকে তাহার পুঁজিবাদী স্বরূপ হইতে বিচ্যুত করিয়া ঢালিয়া সাজিয়া অনেকটা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপযোগী করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। রাশিয়াতে বর্ত্তমানে লোকে কেবল তাহার নিজস্ব শ্রমের পারিশ্রমিক হিসাবে কিংবা স্বকায় উৎপন্ন পণ্যের বিনিময়ে ন্যায্য পরিমাণ টাকাকড়ি লাভের অধিকারী হইয়া থাকে। আর সেইভাবে লব্ধ টাকা লোকে কেবল তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়েই নিয়োজিত করিতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে টাকা জমাইয়া নিজস্ব শিল্প কারখানা স্থাপন করা ও টাকা দ্বারা অন্য কোনরূপ লাভের ব্যবসা চালান রাশিয়াতে একেবারে নিষিদ্ধ। রাশিয়াতে বিভিন্ন স্তরের লোকদের আয় সম্বন্ধে এখনও কোন সমতা সাধন সম্ভবপর হয় নাই। সেখানে বেশী কাজ করিয়া ও কার্য্যে বেশী পরিমাণ দক্ষতা দেখাইয়া এখনও কোন ব্যক্তি অপর কোন সহকর্ম্মীর তুলনায় কিছু বেশী অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু যত বেশী অর্থই লোকে উপার্জ্জন করুক না কেন, তাহার পক্ষে রীতিমত ধরণের ধনবান হইয়া উঠার কিংবা উপার্জ্জিত অর্থ পুঁজিরূপে খাটাইয়া মুনাফা করিবার সুবিধা খুবই কম। লোকের আয়ের উপর সর্ব্বদাই অতিরিক্ত হারে ট্যাক্স বসাইয়া (আয় যত বেশী ট্যাক্সের হারও তত বেশী) ও সরকারী ঋণের জন্য বাধ্যকরীভাবে চাঁদা আদায় করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরে ব্যক্তিগত আয় ও সঞ্চয়ের বেশী পরিমাণ অংশই নিজের হাতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাজেই রাশিয়াতে এখনও টাকাকড়ি প্রচলিত থাকিলেও অন্যান্য দেশসমূহের মত তাহার পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবহার আর সেখানে কোনমতেই সম্ভবপর নহে। লোকের উৎপাদন ও বণ্টনের ভিতর সামঞ্জস্য রাখিয়া লোকের প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী মুদ্রার (রুবল) প্রচলন সীমাবদ্ধ রাখাই বলশেভিক গবর্ণমেণ্টের রীতি। তাঁহাদের সতর্ক নীতির ফলে রাশিয়াতে মুদ্রার প্রচলন অযথা বাড়িয়া বা কমিয়া পরিকল্পিত সমাজ ব্যবস্থায় কোন অহেতুক বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে পারে না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে রাশিয়ার সাম্যবাদী অর্থনীতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমি শুধু কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও টাকাকড়ি সম্বন্ধে বলশেভিকদের লক্ষ্য ও কার্য্যনীতির তাৎপর্য্য বর্ণনা করিলাম। ভবিষ্যতে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার মুদ্রানীতি, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও মজুরী প্রথা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

প্রচারের প্রাণশক্তি

[শ্রীঅতুলানন্দ রায়]

প্রচারক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভের সম্বল যে পঞ্চাঙ্গকে আমরা আজ সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছি, তারা—রূপ, বাণী, বাহন, ব্যয় ও ব্যবস্থা। এই পঞ্চাঙ্গের কাকেও ক্ষীণাঙ্গ রেখে বা অসমান ভেবে প্রচারকার্য্য শক্তিমান করা সম্ভব নয়। এ দেশে ও বিদেশে একাধিক প্রচারশিল্পী এ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন এবং সেই সকল আলোচনার শেষে শুধু এই সত্যই আমরা স্বীকার করেছি যে, যে কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রচারাভিযানকে ফলবান করা আদৌ অসাধ্য নয়, যদি আমরা অবহিত চিত্তে প্রচারের প্রাণশক্তি—রূপ, বাণী, বাহন, ব্যয় ও ব্যবস্থা এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে সচেতন ও সমবেত করে চলি।

সার্থকতার সঙ্গে এই পঞ্চাঙ্গের কেন এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সেই আলোচনায় এই প্রবন্ধকে বড় করে বর্ত্তমান স্থান সঙ্কোচকে বিব্রত করবো না। ইতিপূর্ব্বে একাধিক প্রবন্ধে আমি এবং আমার সতীর্থগণ যে কৈফিয়ৎ দিয়েছি, তারই পুনরাবৃত্তি করার কোন প্রয়োজনীতাও নাই কারণ, বিদেশীয় বিজ্ঞাপদনাতাগণের তো কথাই নাই, আমাদের এই দেশের বিজ্ঞাপনদাতাগণের মধ্যেও বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকলেই এই পঞ্চাঙ্গের সম্পর্ককে স্বীকার করেন—হয়ত এদের স্থান নির্ণয় কি যোগাযোগ পন্থানির্দ্দেশে সকলেই একমত নন। এই পঞ্চাঙ্গকে অসমান বোধে আমরা যত প্রবন্ধই লিখি না কেন, লেখার শেষে লেখনী রেখে অনুভব করা খুব শক্ত হয় না যে, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল মাপে ছোট বড় হলেও তারাই সমবেত হয়ে লিখলো যত কথা, তাদের একটি ক্ষীণ অপূর্ণাঙ্গ হলে হয়ত কি মুস্কিলই না হতো!

প্রচলিত বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে সংবাদপত্রের মারফৎ প্রচারকার্য্য এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং অপরাপর প্রচার প্রণালীসমূহের সম্পর্কে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক না হলেও প্রয়োজন নাই। সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়, উহার ব্যয় ও ব্যবস্থাকে পৃথকরূপে আলোচনা করা যায় বটে; কিন্তু রূপ, বাণী ও বাহন এই তিন অঙ্গকে পৃথক পৃথক রূপে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কারণ সংবাদপত্রে প্রকাশ্য প্রচারপত্রকে সুসঙ্গত করতে এই তিনটি অঙ্গকে একই সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। রূপের ইঙ্গিতে যে নীরব ভাষা, সেই ভাষার সহিত যদি বাণীর সামঞ্জস্য না থাকে তবে সেই পরস্পর প্রতিকূলপরায়ণ রূপ ও বাণী নিজেদের দ্বন্দ্বের মধ্যেই যে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। এদের সম্পর্ককে পরস্পর প্রেমপরায়ণ পুরুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের পর্য্যায়ে রেখে বিচার করা সহজ। প্রচারপত্রে রূপ অর্থে ওর চিত্রাংশ এবং বাণী অর্থে যদি ওর অক্ষরে রচিত উক্তির অংশ বুঝি, তাহলে অক্ষরে রচিত উক্তিকে চিত্রের অনুকূল করে বলা একান্ত প্রয়োজন। চিত্রের ভাষা চিরন্তন। অক্ষর সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে মানুষ ...ক্ষতেই ভাব প্রকাশ করার সন্ধান পেয়েছিল। চিত্রের নিজস্ব ভাষাকে চাপা যায় না—অক্ষর দিয়ে রচনার মধ্যে উক্তির উদ্দেশ্য ও ভাবভঙ্গীকে ইচ্ছানুরূপ রূপান্তরিত করা অসম্ভব নয়।

কেহ বলেন, প্রচারপত্রের রূপকেই করা প্রয়োজন বাণীর ভাব-ব্যঞ্জক অর্থাৎ বাণী রচনা করার পর চিত্রকে তার অনুরূপ ভঙ্গীতে রচনা করা। তাঁরা বলেন, চিত্রের প্রয়োজনীয়তা শুধু প্রচারোক্তিকে রূপবান—"দেখতে ভালো" করা। অপরাপর বিজ্ঞাপনের মেলার মধ্যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই রূপের যোগাযোগ। আবার অনেকের মতে রূপ বা চিত্রই প্রচারপত্রের প্রধান অঙ্গ। তাঁদের মতে বিক্রয়ে বস্তু বা বিষয়ের জন্য একান্ত আগ্রহ উদ্দীপন করাই যদি প্রচারের মূল উদ্দেশ্য, তাহলে বাণীকে রূপের অধীন করে রচনা করা কঠিন হলেও সমধিক বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহলেই সেই রূপ ও বাণীর মিলন হয় শক্তিশালী এবং অব্যর্থ।

প্রচারের উদ্দেশ্য কি? রূপ ও বাণীর সাহায্যে সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, তার মধ্যে বিক্রেতা বা বিজ্ঞাপনদাতার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ বিক্রয় করার আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন রেখে ক্রেতার চিত্তে ওই বস্তু বা বিষয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা, অভাবের অনুভূতি, প্রাপ্তির ফলে আনন্দ কি আরাম, শক্তি কি সৌন্দর্য্য সম্ভোগের কল্পনা জাগিয়ে তোলাই প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রধান উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে প্রচারপত্র রচনা করা প্রয়োজন। শুধু প্রয়োজন নয়, ওই উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে রচনা করাই সাফল্যলাভের একমাত্র পথ এবং ওই উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপক চিত্র ও উক্তির সমাবেশে রচিত প্রচার-পত্র বহনযোগ্য বাহন নির্ব্বাচন করাও সমান আবশ্যক। প্রচারকার্য্যে রূপের স্থান যে বাণীর উপরে একথা আমরা আমাদের সত্যকার জীবনেও একাধিক অবস্থায় বুঝতে পারি। কানের কাছে কানফাটা চীৎকার করেও হয়ত শ্রোতার চিত্তে সহানুভূতি জাগানো যায় না; কিন্তু বেদনার্ত্ত অশ্রু-সজল নয়নে যে নীরবে কৃপার প্রত্যাশায় হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায়—তার সেই নীরব বেদনার মৌন আহ্বানের সাড়া না দেওয়া শক্ত নয় কি? গৈরিক পরিহিত সৌম্য মূর্ত্তি শ্বেতকেশ পুরোহিত যখন নীরব ভঙ্গীতে আশীষ প্রদানে হাত তুলে দাঁড়ান, তখন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার যে নিবেদনাকাঙ্ক্ষা জাগে তা কি বলে জাগাতে হয়। বাস্তব ক্ষেত্রের ন্যায় প্রচারক্ষেত্রেও রূপ-প্রধান উক্তির আবেদন বাণী-প্রধান উক্তির চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং স্বভাবতঃই অধিক ফলপ্রদ। বিশেষতঃ বৃহৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি এবং অশিক্ষিত গরিষ্ঠ দেশে চিত্রের আবেদন সহজেই বোধগম্য এবং স্থান-পাত্র নির্ব্বিশেষে যোগ্যতর। বাণীকে রূপের অধীন করে রচনা করার যুক্তি যদি মেনে নিই তবে রূপের আদর্শ নিরূপণ করাই প্রচার-পত্র রচনার প্রধান অঙ্গ বলে মানতে হয়। চিরন্তন যে অনুভূতি মানব-মনকে রূপ সম্পর্কে সচেতন করে সেই মন রূপের সীমা বা আদর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণই নির্ব্বিকার। যে রূপ দর্শনে হয়ত আমি ছুটে পালাই সেই রূপ সম্মুখে হয়ত আপনি উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে যান। যে রূপ দর্শনে আমি সশঙ্ক চিত্তে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে মৃত্যুঞ্জয়ী টনিকের সন্ধান করি সেই চিরন্তন মুমূর্ষু মানবরূপ দর্শনে কিশোর গৌতম এই ক্ষণমধুর জীবনের অন্তর-সত্যের সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছিলেন। পাত্রভেদে চিত্রের আবেদন বিভিন্নমুখী কিন্তু এই বিভিন্নমুখী আবেদনকে বিজ্ঞাপন-দাতার উদ্দেশ্যের অনুকূল করে কেন্দ্রীভূত করাই—where Art differs from appeals চিত্রের সঙ্গে প্রচারপত্রের রূপায়নের পার্থক্য ওইখানেই। প্রচারপত্রের রূপাঙ্কনে রূপ সৃষ্টির তন্ময়তা যে না থাকে প্রচারপত্রের রচনায় আর্টিষ্ট (চিত্রকর) বা লেখক অথবা বিজ্ঞাপনদাতা কেহই যেন আত্মপরিচয় প্রকাশের চেষ্টা না করেন। তাদের নিজেদের

অনুভূতি কি আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বরকমেই প্রচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। প্রচার-পত্রের চিত্র দর্শক বা পাঠকের অজ্ঞেয় মনে এক দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলার আবেদন প্রধান হওয়া আবশ্যক এবং সেই আবেদন যতই বিনীত হয় ততই হয় শক্তিমান। যতই সরল, যতই জড়বাদী (materialistic) যতই বিশ্লেষণবর্জ্জিত এবং সংক্ষিপ্ত হয় ততই হবে সার্থক। যে সূক্ষ্ম গণ্ডি রেখার এ পারে চিরন্তন চিত্রের আদর্শকে দূরে রেখে প্রচারচিত্রের এক পৃথক শ্রেণী গড়ে উঠেছে চিত্রের ইতিহাসে তাঁর স্থানও কম শ্রদ্ধেয় নয়।

নিদ্রিত-ভেনাসের অনিন্দ্য দেহকান্তি, স্নেহ সুন্দর ম্যাডোনার অপরূপ আলেখ্য, ক্রুশবদ্ধ যীশুর ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে মানব মঙ্গলের অপূর্ব্ব আবেদন অথবা রবীন্দ্রনাথের শান্ত তন্ময় চক্ষে অরূপ কল্পনাকে সজীব করে দেখার যে অচঞ্চল অসীম আগ্রহ, তাদের স্থান জড়বাদ-মূলক প্রচার চিত্রাকারে নয়। যুগ যুগ ধরে "কঠিন পাথর কাটি মূর্ত্তিকর গড়েছে প্রতিমা" যত অজন্তায়, এলোরায়, নালান্দায় বা আরও কোন অনাবিকৃত গিরি বক্ষে তাদের অবতারণা করে প্রচারপত্রের রূপ বাণীর মধ্যে অনভিপ্রেত ও অপ্রাসঙ্গিক দ্বন্দ্বকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়—প্রচারের মূল উদ্দেশ্যকে irresistably aimful করা হয় না।

কত বর্ষব্যাপী একাগ্র সাধনায় ভাস্কর যে ভাবময় সত্যের সন্ধান পেয়েছিল, তাই না সে রেখে গেছে অক্ষয় প্রস্তরের চির অম্লান জরা মরণ শঙ্কাবিহীন অবিনশ্বর অঙ্গে। চির-ম্লানমুখী ক্ষয়মান মানবদেহের রূপ রচনায় বা ক্ষণস্থায়ী নির্ম্মলতা সাধনে কি দেহত্বকের কমনীয়তা বর্দ্ধনের অবলম্বন যে কোন সাবানের প্রচারপত্রে সুকঠিন পাথর-কাটা বিগ্রহ বা সাবলীল নৃত্যরূপা নারী মূর্ত্তির কি প্রাসঙ্গিক আবেদন আমি ঠিক বুঝতে পারিনে। সাবান মাখার ফলে দেহ যদি ওই প্রস্তর মূর্ত্তির মতো কাঠ কঠিন হয়ে যায় তা'হলে যে বিষম মুস্কিল! সদ্য শ্বেত গোলাপের বা সদ্যস্নাতা সুচরিতার প্রাসঙ্গিকতা এমন কি চন্দন প্রলেপের আবেদন দুর্ব্বোধ্য নয়।

জীবন-বীমার এক প্রচারপত্রে যেদিন দেখলাম ওমরখৈয়মকে, সে দিন চিত্ত চিৎকার করেই বলে উঠলো—ওই জ্ঞান সুন্দর খৈয়ামই না বলেগেছেন—

"উর্দ্ধে, অর্দ্ধে, ভিতর, বাহির, দেখছ যা' সব মিথ্যা ফাঁক
ক্ষণিক এ সব ছায়ার বাজী পুতুল নাচের ব্যর্থ জাঁক।"

তবে অদূর অজ্ঞেয় এক ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কা জাগিয়ে সঙ্গতির ব্যবস্থা করার জন্য জীবন-বীমার যে আবেদন তা যে মোটেই হৃদয়-গ্রাহী হয় না খৈয়ামকে স্মরণ করে এবং যে অমর বাণী তিনি প্রচার করে গেছেন সেই বাণী স্মরণ করে—

"ললাট 'পরে নিয়ৎ দেবীর ভাগ্যলিপির হস্ত ছাপ
উঠ্‌বে না সে চেষ্টা বৃথা, মিথ্যা এ সব মনস্তাপ;
দীর্ঘ নিশ্বাস উঠুক না হয় কলজে-কাটা অশ্রুধার
ভাগ্যদেবীর হস্তটি না ধরবে লেখন পুনর্ব্বার।"

আমাদের ভাবা প্রয়োজন এবং ভেবে বুঝা দরকার যে বিজ্ঞাপনের রূপ ও বাণী সুসঙ্গত ও সংযত না হলে প্রচারের উদ্দেশ্য তো ব্যর্থ হবেই, বিপরীত ফল হওয়াও অসম্ভব নয়।

অসঙ্গতি ও অপ্রাসঙ্গিকতার মধ্যেই যে যত অনিষ্টের আশঙ্কা। যে অগ্নিকে নিয়ন্ত্রিত করে জীবন ধরণের যোগ্য আহার্য্য প্রস্তুত করি—অন্ধকারে আলো জ্বালি, সেই অগ্নিই যে সংযম ভেঙ্গে সর্ব্বনাশ সাধন করে। অনেক স্থলে অনিয়ন্ত্রিত শক্তি রূপ ও বাণীর অমিল প্রচার ক্ষেত্রেও অপব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়ে চলে। রূপের আভ্যন্তরীণ ভাষা বাণীর উক্তিকে অগ্রাহ্য করে এক অতি অশোভন প্রতিবেশীর

পরিচয় প্রদান করে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ ওই সব প্রচারপত্রগুলিকে বিচার করে দেখলেই ওগুলোর উন্নতি সাধন এবং অর্থব্যয়ের সার্থকতা লাভ সম্ভব নয়। যোগ্য শিক্ষা ও সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার সাহায্যে রূপ-বাণীর নির্ভুল সমাবেশে প্রচারপত্র রচনা করা যায়। রূপ ও বাণীর মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে এক মহান মিলিত শক্তি সৃষ্টি করা যায়—কিন্তু সবার বড় সমস্যা এসে পথ আটকে দাঁড়ায় যখন ওই রচনার সঙ্গে তৃতীয় অঙ্গ-বাহনের যোগাযোগের প্রশ্ন উঠে। বিজ্ঞাপনের সব ভাল রূপ—আবেদনময় বাণী—প্রাঞ্জল, সংক্ষিপ্ত ও উদ্দীপক; কিন্তু বাহন ভেদে হয়ত একেবারেই অচল। বিজ্ঞাপন দাতাগণ এই সর্ব্বনেশে ভুল যেন কখনও না করেন যে, বিশিষ্ট যে প্রচারপত্র অত্যুত্তম বলে পরিগণিত হল তা সব সংবাদপত্রেই প্রকাশ করা চলে এবং তাতেই অভিপ্রেত সুফল পাওয়া যায়। মোটেই যায় না। যে শ্রেণীর প্রচারপত্র 'আনন্দবাজারে' ছাপা হলে হয়ত চমৎকার সাড়া পাওয়া যায়, তাই যদি 'আজাদে' ছাপা হয় তবে হয়ত একটা মহামারীর সৃষ্টিও হতে পারে। যে বিজ্ঞাপন "বিশ্বমিত্রে" চলে, তা "আসরা জেদি"তে চলে না। যে আবেদন "আর্থিক জগতে" সুসঙ্গত ও most likely to result—ঠিক সেই copy (বিজ্ঞাপন) "চিৎপটাং" বা "অবতারে" একেবারেই অচল। এই বাহন নির্ব্বাচন পর্ব্ব মহাভারতের "নির্ব্বাচন পর্ব্বের" চেয়েও সমস্যাসঙ্কুল। ছেলেটিকে মনের মতন করে একটী মায়াপুরীর রাজপুত্র সাজিয়ে হাতে হাতিয়ার দিয়ে বললাম, "এগিয়ে যাও কুমার ওই যে অসীম সাগর তারই নীচে বরুণ রাজার স্ফটিকপুরী ওর মণিকোঠায় বরুণ-কন্যা তোমারই প্রত্যাশায় ব্যাকুল, তাকে জয় করে আনো। এই নাও সুশিক্ষিত ব্যোমচর ঈগল পাখী তোমায় বহন করে নেবে।" কুমার রওনা হলেন, ঈগল পাখী নিয়ে চললো সাগরের সাক্ষাৎ নেই, অসীম শূন্যে ঈগল ছুটে চলে। জলেও নামে না জলের নীচে বরুণ পুরীর মণি কোঠায় বরুণ-কন্যার সাক্ষাৎও মেলে না। বাহনের যোগাযোগে অনেক বিজ্ঞাপন ও রকম মহাব্যোমেই ঘুরে বেড়ায় অভীষ্টের সন্ধান মেলা ভার হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করলে প্রচারের তৃতীয়াংশে এ বাহন সমস্যাকে সহজে বুঝা যাবে। মনে করুন বিরাট কারখানা করে আমি তৈরী করলাম Smored Ham শূকরের লবণাক্ত শুষ্ক জঙ্ঘা। লক্ষ লক্ষ টাকার Ham বিক্রয় করা হয়। আমি খুব কম পরতায় ব্যবস্থা করে ভাবলুম এবার সংবাদপত্রের মারফৎ প্রচার করে দিই যে, আমার কারখানার Ham সব চেয়ে ভাল, দাম সব চেয়ে কম। আর্টিষ্ট ও এজেন্ট ডেকে বিচার ও বিবেচনা, চমৎকার আবেদন, প্রাঞ্জল প্রচারপত্র রচিত হল। এজেন্ট পরামর্শ দিলেন প্রচারসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী "আনন্দবাজারের", ব্যবসায়ী বেশী মাড়োয়ারী মহলে ওদের মুখপত্র "বিশ্বমিত্র" এবং মোসলেম সমাজের একচ্ছত্র "আজাদ" এই তিনখানি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই চলে। Statesman এর এজেন্সী নেই কাজেই এজেন্ট মশায় বিজ্ঞাপনদাতার প্রশ্নোত্তরে বুঝিয়ে দিলেন—না না ওর যা দর ও দিক দিয়েই যাবেন না, খামোখাই বিরাট খরচা। কি হবে এক "আনন্দবাজারের"ই তো ৬০-৭০ হাজার খদ্দের—মাসের পর মাস বিজ্ঞাপন ছাপা হইল, বরুণকন্যার সন্ধান আর মিললো না। দোষ কার রূপ-বাণীর মিলন মধুর চমৎকার কপি রচিত হয়েছিল তো!

২০ কোটি হিন্দু হয়ত ৺নবগ্রহের বিরাট যজ্ঞে এসে নৈবেদ্য নিবেদন করে—ঘটা করে এই যজ্ঞালয়ের প্রচারপত্র যদি "রোজানা হিন্দে" ছাপি, বুঝুন কি দাঁড়ায়।

ইন্সিওরেন্স কি ব্যাঙ্কিং এর বিজ্ঞাপন যদি কোন অর্থনীতি প্রধান কাগজে না ছেপে ধরুন যদি ভোটরঙ্গেই ছেপে চলি—ফলের সন্ধান পাবে কবে ? পাঠককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হয়ত মুচকি হেসে বিদ্রূপানন্দে বলবেন 'সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রুতিপথে পরশনা গেল'। তবে অভিজ্ঞতা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যে কোন সংবাদপত্রে বা যে কোন প্রচলিত প্রণালীতে প্রচার করলে কিছু না কিছু সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু উহা ব্যয়ের অনুপাতে সন্তোষজনক নয় সুতরাং অপব্যয়।

বাহন নির্ব্বাচন ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন এবং সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও নির্ব্বাচন ভ্রান্ত বা বিপথগামী হওয়া অসম্ভব নয়।

বিক্রয়ের বস্তু বা বিষয়, বিজ্ঞাপনদাতার ব্যয়ের বরাদ্দ, বিবেচ্য সংবাদপত্র যে মহল বা সম্প্রদায়ে চলে তাদের মধ্যে সেই বস্তুর বা বিষয়ের আনুমানিক ক্রেতাসংখ্যা তাদের প্রচলিত ভাব, শিক্ষা ও ধর্ম্মের ধারা, তাদের সামাজিক পরিস্থিতি, তাদের বসন ভূষণ ও বিলাসের রুচি, তাদের বেশীর ভাগ পাঠকগণের আর্থিক অবস্থা, জীবিকার উপায় প্রভৃতি অনেক বিষয় জ্ঞাত হয়ে নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন। প্রচারকার্য্যে সুনির্ব্বাচনের অভাবে যত অর্থ অপব্যয়িত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। এসম্পর্কে বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপনের এজেণ্ট এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুসঙ্গত পরিচালন বিশ্বাসী সংবাদপত্র কর্ত্তৃপক্ষের যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক স্থলে দেখেছি কোন কোন এজেণ্ট নিজের লাভের মোহে বিজ্ঞাপনদাতাকে নিছক ভুল বুঝিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। ভবিষ্যৎ ফলাফলের জন্য মোটেই বিবেচনা করেন না। অধিকাংশ বিজ্ঞাপন দাতাই পরিচিত এজেণ্ট বা 'বলনেওয়ালা' করিৎ কর্ম্মা প্রতিনিধির বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়ে ভুলপথে পা বাড়ান এবং অচিরেই ভুল বুঝে সড়ে দাঁড়ান। ফলে অর্থ নষ্ট হয় অনেক সময় প্রচারকার্য্যের উপরও অজ্ঞাতে এক অনড় অনাস্থা এসে পড়ে। এজন্য দায়ী সবার বেশী নিজেরই অজ্ঞতা এবং কর্ম্মী বা পরামর্শ দাতা নির্ব্বাচনে মারাত্মক ভ্রম বা পক্ষপাতিত্ব দুষ্ট অদূরদর্শিতা।

দেশ বিদেশের সাফল্যমণ্ডিত ব্যবসায়িগণের দৃষ্টান্ত প্রচার শিল্পীগণের সংগৃহীত তথ্যানুসন্ধানের নজির এবং প্রচারকার্য্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতি থেকে একথা মেনে নেওয়া মোটেই শক্ত নয় যে, বিজ্ঞাপনের শক্তি দিয়ে অসাধ্য সাধন করা যায়। একটি অটল দুর্গের চেয়েও কঠিনতর মানুষের চিত্ত জয় করা একমাত্র এই প্রচার শক্তি দ্বারাই সম্ভব। প্রচার শিল্পে অনিশ্চয়তার স্থান নাই। সুযোগ্য প্রচার-শিল্পী সব্যসাচীর ন্যায় অনেক মীন চক্ষুই বিদ্ধ করেন। প্রয়োজন, শিক্ষা, সন্ধান, সামর্থ্য ও সাফল্যের জন্য অটল আগ্রহ।

বাঙ্গলার লবণ শিল্প ও গবর্ণমেণ্টের নীতি

[শ্রীকমলচন্দ্র নাগ]

দেশের শিল্পসম্পদ বা শিল্পবিশেষকে সহযোগিতার দ্বারা সহজ আলোবাতাসের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে না দিয়া যদি নিরন্তর নিষেধ ও অনুশাসনের বেড়াজাল বাঁধিয়া উহার গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হয় এবং উহাই গবর্ণমেণ্টের 'নীতি' বা পলিসি হয়, তাহা হইলে যে শুধু সেই শিল্পেরই অপমৃত্যু ঘটে তাহা নয়, উহার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া আরো অন্যান্য যে সব শিল্পের উদ্যোগ বা আয়োজন হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহাদের ভাগ্যও বিড়ম্বিত হইয়া উঠে। অতীতে আমাদের দেশে বহু শিল্পের সক্রিয় অস্তিত্ব ছিল, এক্ষণে উহাদের অধিকাংশই নাই ; যে কয়টি আছে উহারা অতীতের ভগ্নাবশেষ বহন করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহা বলিয়া যে তাহাদের সক্রিয়তা—তাহাদের প্রয়োজনীয়তা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। যেমন লবণ শিল্প। অতীতে এদেশে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইত, বর্ত্তমানেও লবণ প্রস্তুতের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা থাকিতেও আমরা পরের উপর নির্ভর করিয়া আছি কিন্তু অতীতের সেই ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তৎকালীন গৌরবোজ্জ্বল ছবি প্রতিভাত হইবে, দেখা যাইবে তখন আমরা তো নিজেদের তৈয়ারী লবণ ব্যবহার করিতামই, উপরন্তু অন্যান্য প্রদেশে ও বিদেশেও প্রচুর পরিমাণে যোগাইতাম। আজও কাঁথি মহকুমায় নিমক-দোক্তান বা লবণ-তৈয়ারী অফিসটি বিদ্যমান আছে, যাতায়াতের সুবিধার্থ খনিত নিমকীখাল অথবা লবণ প্রস্তুতের ঘাঁটি নিমকমহালের অস্তিত্ব আজও স্থানে স্থানে খুঁজিলেই পাওয়া যায়।

তবে কেন এমন হইল ? কোন শিল্প বাঁচিয়া থাকিলে দেশের একটী দিক সমৃদ্ধ থাকে, দেশের একটা অংশ বাঁচিবার সংস্থান করিতে পারে। সুতরাং দেশের লোকের অভিপ্রায় নয় উহা ধ্বংস বা নষ্ট হইয়া যাউক। একমাত্র অপর দেশের ভিন্ন স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ লাগিলেই উহার অশুভ ফল ফলিতে পারে, এদেশের শিল্পসমূহের অতীত ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিলে ইহাই নির্ম্মমভাবে সাক্ষ্য দেয়। নতুবা মুসলমান যুগেরও শেষ সময়ে এদেশে শিল্পসমূহের অপ্রতিহত গতি ছিল। কিন্তু তাহার পরেই উহাদের অবনতি আরম্ভ হইল কেন ?

ইহার জবাব পাইতে হইলে আমাদিগকে এদেশে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের প্রথমযুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে ; লর্ড ক্লাইভ পলাশী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দেওয়ানী পাইয়াই বাণিজ্য বিস্তারেরর ব্যবস্থা করিলেন এবং এতদুদ্দেশ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে একচেটিয়া ব্যবসা চালাইবার সুবিধাও করিয়া দিলেন। এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামতঃ কোম্পানী হইলেও ইহাকে একরূপ গবর্ণমেণ্টই বলা যাইতে পারে। কারণ বাণিজ্য করিবার অছিলায় ইঁহারা যে সমস্ত নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তখনকার বহু স্বজাতিকেও লজ্জিত করিয়াছে। মূলতঃ তাঁহাদের উদ্দেশ্যই ছিল, যে কোন প্রকারে হউক অর্থ সংগ্রহ করা। কিন্তু দেশের শাসনভার সবেমাত্র হস্তান্তরিত হওয়ায় অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায় ; লর্ড ক্লাইভ আর কোন দিকে না চাহিয়া লবণের উপর কর ধার্য্য করিলেন, কিন্তু আশানুরূপ অর্থ আদায় না হওয়ায় পরবর্ত্তীকালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস আসিয়া এজেন্সি



প্রথার প্রবর্ত্তন করিলেন; একেই লবণের ন্যায় প্রয়োজনীয় বস্তুর উপরে কর ধার্য্য করা যে কত নিকৃষ্ট শাসন পরিচালনার পরিচয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, তদুপরি এই এজেন্সি ও নীলামব্যবস্থা এবং পরবর্ত্তীকালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের স্থিরীকৃত দরে লেনদেন ব্যবস্থায় দরিদ্র লবণ-প্রস্তুতকারী মলঙ্গী সম্প্রদায় ও ইহার ব্যবহারকারী—উভয় শ্রেণীরই অবস্থা চরমে উঠিল। পদস্থ ইংরাজদিগকে এজেন্ট করিয়া একটী বাঁধা দরে লবণ প্রস্তুত করা হইত এবং প্রথমে বাঁধা দরে বিক্রয় হইত। কিন্তু ইহাতে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় নীলামের বন্দোবস্ত হইল। কোম্পানীর নিয়মানুসারে মলঙ্গীরা নিজেরা লবণ বিক্রয় করিতে পারিত না, ফলে নীলামে দর উঠিতে লাগিল এবং এক সময়ে সেই দর উঠিয়া প্রায় পৌণে পাঁচশতে দাঁড়াইয়াছিল! ইহা কিরূপ অত্যাচার ও শোষণের সাক্ষ্য দেয় তাহা সহজেই অনুমেয়। ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের দুর্গতির সীমা রহিল না কিন্তু তার ফলে যে মলঙ্গীদের অবস্থা ফিরিল তাহাও নহে বরং তাহাদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিল। পূর্ব্বে তাহারা স্বাধীন ব্যবসাদার ছিল, এক্ষণে সাধারণ মজুর শ্রেণীতে পরিণত হইল। ইহাতে চারিদিকে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল কিন্তু কোম্পানী তখন অর্থ সংগ্রহে ব্যাপৃত, কাহারা মরিল-বাঁচিল তাহার প্রতি মনোযোগ দিবার আবশ্যক বোধ হইল না। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থাও বেশীদিন স্থায়ী থাকিল না। লর্ড ডালহৌসী ইহা রদ করিয়া আবগারী শুল্ক জমা দিয়া ব্যবসা চালাইবার অনুমতি দিলেন, আপাতদৃষ্টিতে ইহা ভাল মনে হইলেও জনগণের বিশেষ কল্যাণ করিতে পারে নাই। এই আবগারী শুল্কই পরে একাধিকবার ৩৲-৩।০ আনা পর্য্যন্ত হারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, যেখানে লবণ প্রস্তুত করিতে মাত্র কয়েক আনা ব্যয় পড়ে, সেখানে এরূপ উচ্চহারে শুল্ক আদায় করা কি নির্ম্মম শোষণের পরিচয় দেয় না? যাহাই হউক, দীর্ঘদিনের অত্যাচার ও শোষণে অধিকাংশ লবণ-প্রস্তুতকারীই মারা পড়িয়াছে, যাহারা বাঁচিয়া গেছে তাহারাও নিঃস্ব দরিদ্র, অগ্রিম শুল্ক জমা দিয়া লবণ প্রস্তুত করিবার কাহারো সামর্থ্য নাই। যদি বা সম্ভব হইত কিন্তু তখন বিদেশাগত লবণ প্রচুর পরিমাণে এদেশের হাটে বাজারে বিক্রয় হইতেছে তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না বিবেচনা করিয়া উহা পরিত্যাগ করিল! যে স্বজাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের এত হাঙ্গামা, বারংবার নীতি পরিবর্ত্তন তাহা সম্পূর্ণ হইল। মলঙ্গীরা নাই কিন্তু যাহারা সেই প্রথায় নিজ প্রয়োজনে লবণ তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহাদেরও উপর নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হইল। এমন কি ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল যাহার জমিতে এরূপে লবণ প্রস্তুত হইবে, তাহাকেও দণ্ড দেওয়া হইবে! এজন্য কোম্পানী হইতে যে সব পাহারা বসানো হইয়াছিল তাহা এদেশীয় ইতিহাসকে অত্যন্ত কলঙ্কমলিন করিয়া রাখিয়াছে। স্যার জন ষ্ট্রাচি বলিয়াছিলেন, ইহা একটা দানবীয় প্রথা; কোন সভ্যদেশে ইহার তুলনা মিলে না। অবশেষে ১৮৯৮ সালে গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া লবণ প্রস্তুত নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন, বিদেশাগত লবণে সর্ব্বত্র ছাইয়া গেল। গবর্ণমেণ্টের স্বার্থপর নীতিতে দেশের একটী জীবন্ত শিল্পের সমাধি হইল।

যাহাই হউক, অতীতের লবণশিল্প কিভাবে নষ্ট হইল উহার আর আলোচনা না বাড়াইয়া বরং সেই নষ্ট-শিল্প কেমন করিয়া পুনরায় গড়িয়া তোলা যাইতে পারে, উহারই আয়োজন ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাউক।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে বাঙ্গলায় যেরূপ লবণের অভাব পড়িয়াছিল এবং বিদেশীয় বণিকেরা জোটবন্দী হইয়া অস্বাভাবিক রকমের মূল্য চড়াইয়া দরিদ্র জনগণকে শোষণ করিয়াছিল সেই শোষণের হাত হইতে তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট রক্ষা করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, ফলে যে কোন দুর্য্যোগের সময়েই আমদানী কম হইলে এদেশ-বাসিগণকে চড়া হারে লবণ ক্রয় করিতে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধেও সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। লবণের আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়াছে এবং দরও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বারংবার দর বাঁধিয়া বাজার ঠিক রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু আমদানী না থাকিলে বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণেও মূল্য স্থির রাখা সম্ভবপর নহে। আমাদের মনে হয়, গবর্ণমেণ্ট উহা রোধ করিবার মিথ্যা প্রয়াস না করিয়া যদি এদেশের বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলভূমিতে লবণ প্রস্তুতের সহায়তা করেন এবং উৎসাহ দেন তাহাতে দরিদ্র জনসাধারণের যথার্থই কল্যাণ করা হইবে এবং দর নিয়ন্ত্রণেরও হাঙ্গামা করিতে হইবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আজও সে পথে চলিবার আদৌ ইচ্ছুক ন'ন। তাঁহাদের নিশ্চেষ্টতা ও বিরূপ মনোভাব সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে, কোথাও ইহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে এদেশীয় শিল্পকে বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত শুল্ক বসে। এই শুল্কখাতে প্রাপ্ত অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হইবে তদ্‌নির্দ্ধারণের জন্য একটী কমিটিও গঠিত হয়, তাঁহারা টেরিফ বোর্ড ও সল্ট সার্ভে কমিটির রিপোর্ট পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন—

প্রতি মণ লবণের উপর সাড়ে চার আনা হিসাবে শুল্ক বসাইয়া বৎসরে যে ৩৪ লক্ষ টাকার মত পাওয়া যাইবে, তাহা (১) উত্তর ভারতে লবণ শিল্পের উন্নতি, (২) ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যথা বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও অন্যান্য সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানে লবণ শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্ত এবং (৩) লবণের মূল্য স্থির

রাখা, লবণ বিক্রয়ের সুব্যবস্থা, লবণ শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সাহায্য ইত্যাদি কাজে ব্যয়িত হইবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থায় ভারতের সর্ব্বত্রই লবণ শিল্পের পুনর্গঠনে সুসংহত ধারায় প্রয়াস চলিতেছে, পাঞ্জাবের খেওড়া খনি, দেশীয় রাজ্য পাঁচভদ্রায়, বাঙ্গলার পার্শ্ববর্ত্তী বিহার, এমন কি নবসৃষ্ট উড়িষ্যা প্রদেশেও লবণ প্রস্তুতের যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। উড়িষ্যা সরকার প্রথম বৎসরেই এককালীন লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গলা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেছে। উপরোক্ত ব্যবস্থা মতে বাঙ্গলা সরকার সতেরো লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে-টাকায় তাঁহারা কি করিয়াছেন? এদেশে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই, যাঁহারা নিজেদের অধ্যবসায় ও অভিজ্ঞতায় এই এই প্রাথমিক কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদেরও উৎসাহ দেন নাই, বরং নানা প্রকারে দমাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহারই সঙ্গে যদি আমরা ব্রহ্মদেশের কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ব্রহ্মদেশও প্রথমাবস্থায় লবণের নিমিত্ত অপর দেশের উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেই তাহারা এই গ্লানিকর বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে প্রয়াস পায়। এজন্য উচ্চহারে অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক ধার্য্য করে এবং উহাতে প্রাপ্ত অর্থে দেশে টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়, বৃত্তি দিয়া শিক্ষার্থীকে বিদেশে পাঠানো হয়, লবণকারখানাগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করা হয়, এমন কি বিনামূল্যে কাষ্ঠাদিও সরবরাহ করা হইয়া থাকে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টও অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করায় যে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা যদি যথাযথ ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গলার ছয় হাজার বর্গ মাইল সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইয়া এদেশের একটি স্থায়ী অভাব মোচন করিত, দরিদ্র জনসাধারণও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। কিন্তু তাহা হয় নাই, যাহা সত্যই প্রয়োজনীয় ও আশু করণীয়, এদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা কোন দিনই পালন করেন নাই, চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিক টালবাহানা করিয়া উহার যাবতীয় সুযোগ সুবিধা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং পরে উহা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য উহার পিছনে আরো কিছু অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় যদি আমরা লবণ প্রস্তুতে স্বাবলম্বী হইতাম, তাহা হইলে উহার দ্বারা যেমন বেকার-সমস্যার সমাধান হইত, তেমনি আমাদিগকে বিদেশের নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইত না। শুধু তাহাই নয়, এই দারিদ্র্য কাটিয়া না উঠায় জনস্বাস্থ্য যেরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে, তেমনি দেশে চুরি ডাকাতি প্রভৃতিও বৃদ্ধি পাইতেছে। গবর্ণমেণ্টের সে সব নিবারণ করিতে অজস্র অর্থব্যয় হইতেছে; কিন্তু তাঁহারা যদি ইহার মূলীভূত কারণ অনুসন্ধান করিয়া শিল্পোদ্যোগে উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করেন তাহা হইলে উহাদ্বারা বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইয়া যেরূপ স্বাস্থ্য অপচয় বন্ধ করে, তেমনি চুরি ডাকাতিও হ্রাস পায়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রোগের মূল আবিষ্কার না করিয়া যত্রতত্র প্রলেপ দিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইহাপেক্ষা বড় ট্র্যাজেডী আর কি হইতে পারে?

আমাদের মনে হয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিভঙ্গির আজও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; তাঁহারা সেই তথাকথিত বিশেষজ্ঞ মিঃ পিটের মন্তব্যানুসারে

ধরিয়া রাখিয়াছেন এদেশে লবণ শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবত বহু সরকারী ও বে-সরকারী বিশেষজ্ঞ বিভিন্নস্থান ও কারখানা পরিদর্শন করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন, এদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা লবণ শিল্প গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল। মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ মি: টি, আর, আয়েঙ্গার কোন একটি কারখানা পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলায় অনায়াসে লাভজনক প্রথায় লবণ প্রস্তুত হইতে পারে।

অধিক কি, বাঙ্গলার কোন কোন কোম্পানী কয়েক বৎসর যাবত নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ পর্য্যন্ত দিতেছেন। বোধ করি ইহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট বৎসর দুয়েক পূর্ব্বে কয়েক হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন কিন্তু আজও উহার কোন ব্যবস্থা হইল না; বরং দিনে দিনে লবণ প্রস্তুতকারী কোম্পানীগুলিকে গবর্ণমেণ্টের প্রতিবন্ধকতা কাটাইয়া উঠিবার জন্য অধিকতর সংগ্রাম করিতে হইতেছে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ লবণ বিভাগ বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া গিয়াছে। ফলে এদেশের শিশু-শিল্প দ্বিধা বিভক্ত হইয়া আজ নূতন সমস্যার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, গবর্ণমেণ্টের বিকৃত দৃষ্টি আজও অপরিবর্ত্তিত আছে। নতুবা যাঁহারা শিশু-শিল্পকে তুলিয়া ধরিবার নিমিত্ত অমানুষিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া এদেশের শ্রীসম্পদ ফিরাইবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদেরও যদি এতদিনে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, অল্প কিছু সাহায্য, আইনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন তৎপরতার সহিত করিতে পারিলে লবণ-শিল্পগুলি এতদিনে নিজেদের পায়ে নিজেরাই দাঁড়াইতে সক্ষম হইত; তখন গবর্ণমেণ্টকেও যেমন দর নিয়ন্ত্রণ করিবার হাঙ্গামা পোহাইতে হইত না—তেমনি আমাদিগকে লবণের জন্য হাহাকার করিতে হইত না। নিম্নে আমরা কয়েকটা বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিলাম, এগুলির সুব্যবস্থা না হইলে এদেশের লবণ শিল্প সুচারুরূপে গড়িয়া উঠা সম্ভবপর নহে।

প্রথমতঃ, খাসমহল জমি বিনামূল্যে ইজারা দান;

দ্বিতীয়তঃ, প্রাথমিক ব্যয় ও কারখানা স্থাপন প্রভৃতির জন্য অর্থ সাহায্য দান অথবা নামমাত্র সুদে ঋণ দান;

তৃতীয়তঃ, সেচবিভাগের বিধিনিষেধ অপসারণ;

চতুর্থতঃ, সরাসরি সরকারী জঙ্গল হইতে বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে কাঠ সরবরাহের ব্যবস্থা;

পঞ্চমতঃ, কারখানায় প্রস্তুত লবণের পরিমাণ নির্ব্বিশেষে প্রতি মণে কয়েক আনা সাবসিডি বা অর্থসাহায্য প্রদান।

এইবার উপরোক্ত ধারাগুলির যদি বিস্তৃত আলোচনা করা যায় তাহা হইলে প্রথমেই বলিতে হয়, এ দেশে কোম্পানীগুলিকে আপাততঃ খাস অথবা বে-খাস জমি লইয়া কাজ চালাইতে হইতেছে এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে রীতিমত খাজনাও গণিতে হইতেছে। উপরন্তু জনসাধারণের নিকট হইতে ধীরে ধীরে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কাজ করিতে হইতেছে বলিয়া অনেককে লবণ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বেই বহু অর্থ খাজনাবাবদ ব্যয় করিতে হইতেছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের সমুদ্রোপকূলস্থ খাসের জমিগুলি বিনামূল্যে ইজারা দিবার বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে খাজনাবাবদ যে অর্থটা ব্যয়িত হইতেছে তাহা কারখানা স্থাপনে সহায়তা করিতে পারে এবং কোম্পানীর পক্ষেও যথাশীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করিবার সুবিধা হয়। তারপর যদি গবর্ণমেণ্ট জমির খাজনা ধার্য্য করেন তখন আর কোম্পানীগুলিকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে না বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শুধু জমি দিলেই চলিবে না, যাহাতে অত্যল্পকালের মধ্যে কারখানার কাজ চালু হয় তাহার উদ্যোগস্বরূপ যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য অথবা নামমাত্র সুদে ঋণের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। বঙ্গীয় শিল্পে সরকারী সাহায্য আইনে শিল্পোন্নতির নিমিত্ত বিনা খাজনায় জমি দান, অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কয়েকটি বিধান আছে, সুতরাং প্রথম দুইটি ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি পালন করা আদৌ অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলা যায় না। ইহা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে নিজ জঙ্গল হইতে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে কাঠ সরবরাহ করিতে পারেন। বর্ত্তমানে প্রতি দুই টাকায় একশত মণ কাঠ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তজ্জন্য কোম্পানীগুলিকে লাইসেন্স অফিস হইতে ফাঁড়ি, ফাঁড়ি হইতে গুদাম, গুদাম হইতে লাইসেন্স অফিস—এইভাবে এখানে সেখানে হয়রাণী হইতে হয়, এ জন্য দুই টাকার স্থলে উহার পড়তা অনেকগুণ বেশী পড়িয়া যায়। এ ব্যবস্থার

পরিবর্ত্তন করিয়া গবর্ণমেন্টের কারখানাসমূহেই কাষ্ঠ পাঠাইয়া দিবার কিংবা যে স্থলে পাশ হইবে সেখানেই উহা সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, চব্বিশপরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে এ দেশের প্রয়োজনীয় অংশের অর্দ্ধেক পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হইতে পারে, উহার প্রয়োজনীয় কাষ্ঠাদিও বনবিভাগ অনায়াসে সরবরাহ করিতে পারেন। এদিকে সেখানে প্রচুর পরিমাণে খাস জমিও পাওয়া যায় এবং তথা হইতে কলিকাতায় যাতায়াতের ভাড়াও অত্যন্ত কম, সুতরাং গবর্ণমেন্ট যদি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে সুন্দরবনই লবণ শিল্পের একটী প্রধানকেন্দ্র হইয়া উঠে। খুলনা, কক্সবাজার প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ পাওয়া যায়।

এই সঙ্গে গবর্ণমেন্টকে সেচবিভাগের বিধিনিষেধগুলিও অপসরণ করিবার কথা বিবেচনা করিতে হইবে। সেচবিভাগের নির্দ্দেশানুসারে বাঁধ নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, অথচ লবণ কারখানাগুলি গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কার্য্যই হইল উহার চতুষ্পার্শ্বে সুদৃঢ়ভাবে বাঁধ বাঁধিয়া দেওয়া। আমরা কার্য্যরত একাধিক কারখানা ঘুরিয়া তাঁহাদের এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়াছি। বিশেষ করিয়া মেদীনিপুরের কারখানাগুলি অপেক্ষাকৃত সমুদ্রের মোহনার সন্নিকটে স্থাপিত, এ জন্য জোয়ারের জল বৃদ্ধি পাইলেই উহা কারখানার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে ঘর বাড়ী গুদাম তো ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া যায়ই উপরন্তু যে লবণাক্ত জল লবণ প্রস্তুতের জন্য তৈয়ারী হয় তাহাও সমুদ্রের সাধারণ জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া সব কার্য্য পণ্ড করিয়া দেয়। এ জন্য কারখানাস্থিত কার্য্যকে নিরাপদ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজনমত বাঁধ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দিতে হইবে। বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে গবর্ণমেন্ট শুধু বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াই দেন না, প্রতি বৎসরে আবশ্যক মত সংস্কারও করিয়া দেন।

কেবল একটী ধারায় আমরা গবর্ণমেন্টকে অর্থসাহায্যের জন্য অনুরোধ করিয়াছি, উহাও বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারত সরকারের নিকট হইতে বাঙ্গলা সরকার ন্যূনপক্ষে সতেরো লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন, উহা হইতে চেষ্টা করিলেই তাঁহারা অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। তা'ছাড়া হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, লবণ তৈয়ারীর প্রথম বৎসরে যা ব্যয় পড়ে পরবর্ত্তী বৎসরসমূহে উহা ক্রমেই কমিতে থাকে; সুতরাং অন্ততঃ প্রথম কয়বৎসরও যদি গবর্ণমেন্ট প্রস্তুত লবণের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, মণ প্রতি কয়েক আনা সাহায্য করেন, তাহা হইলে কোম্পানীগুলিকে তাঁহাদের পরিকল্পনা সফল করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হয়।

ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি অসুবিধা আছে যাহা দূরীভূত না হইলে লবণশিল্প সুচারুরূপে দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে না। যেমন:—

(১) আমদানী লবণ যেখানে খালাস হয় তথায় খরিদ্দারগণ প্রাপ্ত ওজনের শুল্ক জমা দিয়া লবণ ক্রয় করিয়া থাকেন, উহার শুল্ক প্রস্তুতকারিগণকে দিতে হয় না। কিন্তু এ দেশে যত পরিমাণ লবণ কারখানাস্থ গুদাম হইতে বাহির করিতে হয়, উহার শুল্ক অগ্রিম জমা দিতে হয়। ইহাতে রপ্তানির পর পথিমধ্যে বহু পরিমাণ লবণ জল হইয়া হ্রাস পায়, উপরন্তু জলপথে যাতায়াত করিতে হয় বলিয়া নানা কারণে বিলম্ব হইলে উক্ত হ্রাসের হার আরো বৃদ্ধি পায়; ফলে রপ্তানিকালে যে পরিমাণের উপর শুল্ক জমা দেওয়া হইয়াছিল উহা আর খাঁটি পাওয়া যায় না অথচ তজ্জন্য শুল্ক গণিতে হয়। এই ক্ষতি কোম্পানীগুলিকে বহন করিতে হয়। এ জন্য এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক অথবা মণ প্রতি কয়েক ভাগ রেহাই দেওয়া কর্ত্তব্য।

(২) বিদেশীয় ব্যবসায়িগণের অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা হইতে শিশু লবণ শিল্পকে রক্ষা করিতে হইলে পুনরায় সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা বিশেষ আবশ্যক। বর্ত্তমান যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এ দেশে লবণ আনিতে যে জাহাজ ভাড়া পড়ে উহারও কম দরে বিদেশীয়গণ লবণ বিক্রয় করিয়াছেন, ইহা দুরভিসন্ধিপ্রসূত ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ জন্য গবর্ণমেন্টকে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া পুনরায় অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক স্থাপন করিতে হইবে এবং সেই খাতে প্রাপ্ত অর্থ এ দেশীয় লবণ শিল্প গঠনে ব্যয় করিতে হইবে। বর্ত্তমানে এ দেশের লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি শিল্প প্রতিযোগিতায় বেশ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তথাপি গবর্ণমেন্ট যাচিয়া উহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে এরূপ একটী প্রয়োজনীয় শিল্পের বেলায় রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা যে কেন উদাসীনতার পরিচয় দিতেছেন তাহা দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু সংরক্ষণ শুল্ক বসাইলেই শুধু চলিবে না, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারা যায়, এই অতিরিক্ত শুল্ক বসাইলে দর নামিয়া যাইবার সম্ভাবনাও আছে, সুতরাং নিম্নতম ও উচ্চতম উভয় দরই বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে জনসাধারণ ও এদেশীয় শিল্পোদ্যোগিগণ অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পারেন। এ নীতি নূতন বা অস্বাভাবিক নহে, সকল দেশের শিল্পানুরাগী গবর্ণমেন্ট মাত্রেই অনুসরণ করিয়া থাকেন;

(৩) লবণ প্রস্তুততার্থে লাইসেন্স সংগ্রহ ব্যাপারে যে কঠোর অনুশাসন ও অসুবিধা আছে তাহা আরো সহজ করিয়া লবণ প্রস্তুতে উৎসাহ ও সুযোগ দিতে হইবে।

বর্ত্তমানে সমুদ্রতীরবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ কুটির-শিল্পাকারে যে লবণ প্রস্তুত করিতেছে তাহাদের উপর কয়েকটি অবাঞ্ছনীয় বিধি-নিষেধ উঠাইয়া লইলে এবং উহা সমবায় নীতিতে চালাইবার অনুমতি দিলে বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। আজ এই প্রণালীতে গড়ে ৫৫।৪০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়, উপরোক্ত সুবিধা দিলে উহার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাইতে পারে।

যেদিক হইতেই দেখা যাউক, গবর্ণমেন্টকে এক্ষণে বিশেষ সহানুভূতি সহকারে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি তাঁহারা সত্যই মনে করেন শিল্পোন্নতি ভিন্ন এদেশের দারিদ্র্য দূর হইবার কোন উপায় নাই, তাহা হইলে এতবড় একটি শিল্পসম্ভাবনাকে এমনভাবে রুদ্ধ করিয়া দিতেছেন কেন—তাহা অবশ্যই জিজ্ঞাস্য; যদি বুঝা যাইত এদেশে লবণ শিল্প গড়িয়া উঠিবার পক্ষে কোনরূপ পারিপার্শ্বিক সুযোগ ও সুবিধা নাই তাহা হইলেও কাহারো আক্ষেপের কিছুই থাকিত না; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে লবণশিল্পই একমাত্র শিল্প, যাহা স্বয়ং সম্পূর্ণ; কাহারো মুখাপেক্ষী নহে। এদেশে বিস্তীর্ণ সমুদ্রোপকূল আছে, যাতায়াতের

জন্য নদীমাতৃক দেশের যাবতীয় সুবিধা আছে, জ্বালানী কাষ্ঠ ও সস্তায় মজুর পাইবার উপায় আছে, উপরন্তু কোন যুদ্ধ সময়ে ইহার কার্য্য বন্ধ হইবার আশঙ্কা নাই, বরং অন্যান্য শিল্পের কাজ বন্ধ হইলে তাহাদিগকে ইহা রক্ষা করিতে পারে, সেক্ষেত্রে ইহার সহজাত বিকাশ-পথ অযথা ও অসঙ্গত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাকে জটিল করিয়া দেওয়ার নামান্তর মাত্র। ইহা কোন গবর্ণমেণ্টেরই সুবিবেচনার পরিচয় নয়। বিশেষ করিয়া যে দেশে বস্ত্রশিল্প, শর্করাশিল্প বা রাসায়নিক শিল্প কাঁচামালের জন্য ভিন্ন দেশের উপর নির্ভর করিয়াও প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া গেল, সেখানে নিজস্ব অফুরন্ত প্রকৃতি-সম্পদ থাকিতেও কেন যে উহা দাঁড়াইতে পারিবে না, দেশের শ্রী ও কল্যাণ বৃদ্ধিতে সম্প্রসারিত হইতে পারিবে না—ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। বস্ত্রবয়নের সূতা ও রঙের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, শর্করাশিল্পের জন্য ইক্ষু সর্ব্ব সময়ে পাওয়া যায় না, আর রাসায়নিক শিল্পের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু লবণশিল্পের জন্য তো কাহারো দিকে চাহিবার আবশ্যকতা নাই, এমন কি ইহাতে বিশেষ কোন যন্ত্রপাতিও প্রয়োজন করে না যাহাতে যুদ্ধ বা ঐরূপ কোন দুর্যোগের সময়ে উহার অভাবে ইহার কার্য্য ব্যাহত হইতে পারে; বরং এই শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির উপর অন্যান্য শিল্পের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। মানুষের আহারে ও রন্ধনে ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা ছাড়িয়া দিলেও দৈনন্দিন জীবনে সহস্র বস্তুতে ইহার উপযোগিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, সুতরাং এদেশে লবণ-শিল্প গড়িয়া না উঠিলে সেই সব বস্তুও প্রস্তুত বা উৎপন্ন হওয়া কঠিন ও অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে; কাজেই একাধারে বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ও অন্যান্য শিল্পকে সুচারুরূপে গড়িয়া উঠিবার সহায়তা করিতে ইচ্ছুক হইলে বাঙ্গলার লবণশিল্পকেই সর্ব্বপ্রথমে দাঁড়াইবার সুযোগ দিতে হইবে। সম্প্রতি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট শিল্পোন্নতির জন্য মিউজিয়াম গড়িয়াছেন, উপদেষ্টা নিয়োগ করিয়াছেন কিন্তু যে শিল্পের একদিন অতীত সমৃদ্ধি ছিল, এবং আজও উহা পুনরায় দাঁড়াইয়া উঠিবার প্রাথমিক অবস্থা কাটাইতে পারিয়া সকল সন্দেহের অবসান করিয়াছে, তাহার বেলায়ই বা কেন তাঁহারা এত বিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিতেছেন তাহা একান্ত দুর্ব্বোধ্য। কোন্ বিদেশী বিশেষজ্ঞ আসিয়া কি এক রিপোর্ট দিলেন তাহাই তাঁহাদের কাছে বড় হইল, মূল্যবান হইল আর দেশের লোকে অপরিসীম অধ্যবসায় ও দুর্গমস্থানে ঐকান্তিক শ্রম স্বীকার করিয়া লবণ প্রস্তুত করিলেন এবং তদ্দ্বারা লভ্যাংশ পর্য্যন্ত দিতে সক্ষম হইলেন—উহার কোনই মূল্য স্বীকৃত হইল না! এ মনোবৃত্তি কোন প্রকারেই শিল্পানুরাগের পরিচয় দেয় না। সেজন্য ভারত সরকারের নিকট প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও দুই বৎসর পূর্ব্বে যে কয়েক হাজার বরাদ্দ হইয়াছিল উহার এখনো পর্য্যন্ত কোন গতি না হওয়ায় আমাদের মনে সংশয় জাগিতেছে, তবে কি বাঙ্গলা সরকারের যাবতীয় শিল্পোদ্যোগ কোন শুভ উদ্দেশ্যমূলক নহে, উহা দেশের জনসাধারণকে প্রতারণা করিবার ভাণ মাত্র? নতুবা তাঁহারা এরূপ টালবাহানা করিতেছেন কেন? ইহার ফলে দেশের লোকের এখনও সংশয় দূর হয় নাই, আজও তাঁহারা এ শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করিতে দ্বিধা করিতেছে—ইহাতে কোম্পানীগুলিকে অর্থসংগ্রহ করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে; ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট বড় কম দায়ী নহেন! তাঁহারা নিজেরা তো সাহায্য করিতেছেনই না, উপরন্তু অন্যদিকে যে সাহায্যপ্রাপ্তির উপায় আছে তাহাও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

যদি গ

বিশেষ

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই, তাঁহারা যদি সত্যই দেশকে শিল্পায়িত করিয়া ইহার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চান তাহা হইলে উদার দৃষ্টি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন, আশ্বাস দিন যাঁহারা এপথে পা বাড়াইয়াছেন তাঁহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা এদেশেরই কোন একটী কোম্পানীকে একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লবণ তৈয়ারী করিতে পারিলে অর্থাদি সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমরা অবগত হইলাম অপর একটী কোম্পানী সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লবণ গত বৎসরেই প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে। এক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের শেষোক্ত কোম্পানীকে সাহায্য করিয়া অপর কোম্পানীগুলিকেও উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য, নতুবা তাঁহারা যে যথার্থই শিল্পোদ্যোগে দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে চাহিতেছেন, ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে না এবং কোন প্রমাণও দিবে না যে তাঁহারা শিল্পগঠনে সত্যই অনুরাগী।

অদূর ভবিষ্যতে, এদেশে লবণ-শিল্প ব্যবসাগতভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহা আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি; কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আশঙ্কা হইতেছে ইহার ফল কি শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা ভোগ করিতে পারিবে? রীতিমত সফলতা লাভ করিয়াও যেজন্য তাহারা ইহাকে সম্প্রসারিত করিতে পারিতেছে না সেই মূলধনের সাহচর্য্যে কি অবাঙ্গালীদের ইহা হস্তগত করিয়া লইবার কোন সম্ভাবনা নাই! সময় থাকিতে আমরা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে সচেষ্ট হইতে ও অবহিত হইতে অনুরোধ করি। বাঙ্গালী নিজস্ব চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে যে সম্পদের নূতন দ্বার উন্মোচন করিয়াছে তাহা স্ফুরণের ও প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ যেন তাহারা পায়, তাহাদের শ্রমের ও ঐকান্তিকতার সবটুকু পারিশ্রমিকই যেন এদেশের দরিদ্র দেশবাসীর দিন-নির্ব্বাহে নিয়োজিত হইতে পারে।

বাঙ্গলার সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উপায়

[ডাঃ চারুচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি]

আজ বাঙ্গলায় মহাদুর্দ্দিন উপস্থিত, অর্থ-সঙ্কট ও অর্থ-কৃচ্ছ্রতা পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। বাঙ্গালী জাতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও শ্রীহীন হইয়া দ্রুত গতিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গলার অবস্থা এক্ষণে এমন এক শোচনীয় পরিস্থিতিতে উপস্থিত হইয়াছে যে, চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ, হাহাকার, দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, এইরূপ বিপদের মধ্যে পড়িয়াও বাঙ্গালীর অন্ধত্ব আজও ঘুচিল না। ফলে দেশের মধ্যে বেকার ও অন্ন-সমস্যা এবং অর্থ-সঙ্কট আরও ভীষণতর আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের এইরূপ জড়তা ও উদাসীনতার জন্য অপরাপর জাতি বাঙ্গলার মধ্যে নানা প্রকার কলকারখানা, ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার দ্বারা ধনকুবের হইতেছে। অথচ বাঙ্গালীর জড়তার কিছুমাত্র লাঘব হইতেছে না। ফলে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি একেবারে নিঃস্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে এবং এক বিরাট নৈরাশ্যভাব সমগ্র জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, একদিকে যেমন বাঙ্গলা দেশ শিক্ষা, দীক্ষা, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির জন্য জগতে উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি এই দেশ শিল্প, ব্যবসা এবং বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা জগতের শীর্ষস্থানে উঠিয়াছিল। বাঙ্গলা হইতে নানাপ্রকারের শিল্পজাত পণ্যসম্ভার পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। বাঙ্গলার মধ্যে নানা-প্রকারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য গ্রামে গ্রামে কুটীর শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধন দ্বারা বাঙ্গলার শিল্পীকুল ও শ্রমিক এবং ব্যবসায়িগণ বিশেষভাবে সমৃদ্ধশালী হইয়াছিল। বাঙ্গলায় সেই সময়ে বহু প্রকার শিল্পের, বিশেষতঃ বয়ন শিল্পের বিশেষরূপ উন্নতি সাধন হইয়াছিল। ঢাকার মসলীন শিল্প, মুর্শিদাবাদ এবং আসামের রেশম শিল্প এবং হস্তীদন্তনির্ম্মিত বহু প্রকারের শিল্প দ্রব্যের এইরূপ উন্নতি সাধন হইয়াছিল যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহার বিশেষ সুখ্যাতি ও সমাদর ছিল এবং এই সমস্ত দ্রব্যাদি বিপুলভাবে বিদেশে রপ্তানি হইত। আজ বাঙ্গলায় কাপড়ের কলগুলি বয়ন শিল্পের জন্য মিহি ও লম্বা আঁশের কার্পাস তুলার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করার জন্য মিশর দেশীয় তুলা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে বাধ্য হইতেছে, কিন্তু বাঙ্গলায় একদিন ঐরূপ কার্পাস মসলীন কাপড় প্রস্তুতের জন্য এই দেশের জমিতেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। বাঙ্গলাদেশের ভৌগোলিক ও ভূতত্ত্বসংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্যকভাবে অনুসন্ধান করিলে ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, এই দেশ প্রকৃত রত্নপ্রসবিনী ও লক্ষ্মীর আবাস-ভূমি। বাঙ্গলার মৃত্তিকাগর্ভে নানাপ্রকারের বহুমূল্য ধনরত্নরাজী প্রচুর পরিমাণে নিহিত আছে, বাঙ্গলার বন ও উপবনগুলি নানা-প্রকারের শিল্পোপযোগী বনজাত দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ। বাঙ্গলার নদনদী, সমুদ্রগর্ভ নানাপ্রকারের জলজাত দ্রব্যাদিতে পূর্ণ এবং বাঙ্গলার শ্যামল কৃষিক্ষেত্র হইতে বহু প্রকারের শস্যসম্ভার প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বাঙ্গলা দেশ শিল্পোপযোগী নানাপ্রকার দ্রব্যের আগার এবং এই সমস্ত জিনিষ বিদেশে রপ্তানি না করিয়া কলকারখানা ও শিল্পালয় স্থাপন দ্বারা বাঙ্গলার শিল্পীকুল ঐ সব দ্রব্য হইতে যদি নানাপ্রকারের আবশ্যকীয় প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর হইয়া দেশবাসী আবার পূর্ব্বের ন্যায় সমৃদ্ধশালী হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট এবং দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপ উদাসীন। বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য আজ সকলেই বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করিতেছেন যে, যদি সময় থাকিতে বাঙ্গলায় নানাপ্রকার শিল্পালয় প্রতিষ্ঠা হইত, তাহা হইলে আজ দেশজাত শিল্প দ্রব্য দ্বারাই দেশের আবশ্যকীয় অভাব সম্পূর্ণভাবে পূরণ হইত এবং যুদ্ধের জন্য আবশ্যকমত সমস্ত প্রকার দ্রব্য এই দেশের কলকারখানা হইতেই সম্পূর্ণভাবে সরবরাহ হইতে পারিত।

যুক্তরাষ্ট্রের বস্ত্রশিল্প

[শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস, ম্যানেজিং এজেন্ট, প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ]

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিতে গেলে প্রথমতঃ ঐ দেশের ঔপনিবেশিক যুগের কথা স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়ে। কলম্বাস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়কে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ঔপনিবেশিক যুগ বলা হইয়া থাকে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অধীনস্থ উপনিবেশগুলি ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র নাম ধারণ করে। ইংলণ্ড ব্যতীত য়ুরোপের অপর কয়েকটি দেশও আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং তন্মধ্যে ফ্রান্স ও স্পেনের উপনিবেশগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ক্রমশঃ অন্যান্য উপনিবেশ যুক্তরাষ্ট্রের কুক্ষিগত হইয়া যায়। ইংলণ্ডের অধীনস্থ উপনিবেশগুলি আটলাণ্টিক সাগরোপকূল হইতে ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে মিসিসিপি নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই স্থান ফ্রান্স ও স্পেনের উপনিবেশ অপেক্ষা শিল্প বিষয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু আধুনিক শিল্প বলিতে যাহা বুঝায় ঔপনিবেশিক যুগে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। নূতন মহাদেশে রাস্তা-ঘাট, যান-বাহনাদির অভাব হেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিতে পারে নাই, সুতরাং শিল্পেরও উন্নতি ঘটে নাই। প্রথমাবস্থায় পরিবারের লোকেরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত। ঐ সময়ে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় অতি সামান্যই হইত। ক্রমশঃ যখন সহরের উৎপত্তি হইতে লাগিল তখন হইতে ধীরে ধীরে শিল্পের উন্নতি ঘটিতে লাগিল।

অধীনস্থ উপনিবেশগুলিতে যাহাতে শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার ঘটিতে পারে তৎপ্রতি ইংলণ্ডের লক্ষ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের স্বার্থ ঔপনিবেশিক স্বার্থের বিরোধী ছিল। যাহাতে উপনিবেশ-গুলিতে কেবলমাত্র কাঁচা মাল উৎপন্ন হয় এবং উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের প্রস্তুত পণ্য বিক্রয়ের স্থান হইয়া দাঁড়ায়, ইংলণ্ডের আইন-সভায় তদ্রূপ আইনই বিধিবদ্ধ হইত। এই নিমিত্ত রাজকীয় ও ঔপনিবেশিক স্বার্থের মধ্যে প্রায়ই সংঘাত উপস্থিত হইত এবং প্রবলতর রাজকীয় স্বার্থের সমক্ষে ঔপনিবেশিক স্বার্থ পঙ্গু হইয়া পড়িত। ইহা শিল্প বিস্তারের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল সন্দেহ নাই।

অপরদিকে, ঔপনিবেশিক আইন সভায় শিল্প-বিস্তারের অনুকূল আইন বিধিবদ্ধ হইত। কোন কোন কাঁচামালের রপ্তানি নিষিদ্ধ এবং কোন কোন আবশ্যক পণ্যের উৎপাদনের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা হইত। কতকগুলি আইনসভায় পশম, রেশম, শণ প্রভৃতির উৎপাদনের অনুকূলে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মেরীল্যাণ্ডের আইন সভায় শণপাটজাত সূক্ষ্মতম বস্ত্রের জন্য ৬ পাউণ্ড পুরস্কারের আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে রোড-আইল্যাণ্ড উপনিবেশের কর্ত্তৃপক্ষ উলিয়ম বর্ডেন নামক একজন উৎসাহী লোককে জাহাজের পাল প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমতঃ অল্পসুদে ৫ শত পাউণ্ড, পরে বিনাসুদে ৩ হাজার পাউণ্ড ধার দেন। এইরূপে বয়ন শিল্পের উৎকর্ষ বিধানের প্রতি উপনিবেশ-গুলির আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল।

উপনিবেশসমূহে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইত তন্মধ্যে বস্ত্র ও [illegible]চ্ছদ প্রধান ছিল। বস্ত্রবয়নের জন্য পশম, কার্পাস ও শণ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। দক্ষিণস্থ কোন কোন উপনিবেশে প্রথমাবধি অল্পপরিমাণ কার্পাস উৎপন্ন হইত, কিন্তু ব্যবসায়ের পক্ষে উহার গুরুত্ব ছিল না। কার্পাস হইতে বীজ ছাড়াইবার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কার্পাস শিল্পের বেশী উৎকর্ষ ঘটিতে পারে নাই। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে হুইটনী ঐরূপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। বৃটিশ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে কতক পরিমাণ তুলা নিউ ইংলণ্ডস্থ উপনিবেশসমূহে আমদানী হইত।

উত্তরস্থ উপনিবেশসমূহে নারী এবং বালক-বালিকারা বয়ন সম্পর্কীয় অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন করিত। তাহারা পশম হইতে সূতা কাটিয়া তদ্দ্বারা পশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিত। পরে উহা মিলে প্রেরণ করিয়া পরিষ্কৃত ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন করা হইত। ঔপনিবেশিক যুগে 'মিল' বলিতে যাহা বুঝাইত তদ্দ্বারা বহুপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন হইত। কাঠ হইতে তক্তা প্রস্তুত, শস্য পেষণ এবং বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার কার্য্যই তন্মধ্যে প্রধান ছিল। মিলের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কাজ একই ঘরে নির্ব্বাহ হইত। পরবর্ত্তীকালে মিলের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে। দক্ষিণস্থ উপনিবেশসমূহে ক্রীতদাস দ্বারা বয়ন সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্য করান হইত।

কালক্রমে বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন কার্য্য পরিবারের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সুদক্ষ ও বিশেষজ্ঞ কর্ম্মীদিগের হস্তে যাইয়া পতিত হয়। তাহারা সূতাকাটা, বয়ন এবং বস্ত্রাদি পরিষ্কার ও রঞ্জন করিবার ভার

বিশেষ

গ্রহণ করে। তাহাদের প্রস্তুত বস্ত্র ক্ষুদ্র বাজারে বিক্রয় করা হইত। ঔপনিবেশিক যুগে বয়ন-শিল্প কখনও পারিবারিক গণ্ডি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

যতদিন সূতাকাটা এবং বয়নাদি কার্য্যের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও উহার ব্যবহার এবং কার্পাস-চাষের বিস্তার না ঘটিয়াছে, ততদিন বয়ন-শিল্পের উন্নতি ঘটিতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ঐরূপ কতকগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জন কে কর্ত্তৃক "ফ্লায়িং শাটল্" উদ্ভাবিত হইবার পর হইতে বয়ন কার্য্যের জন্য শ্রম অনেক পরিমাণে লাঘব হয় এবং একজন বয়নকারীর পক্ষেই অধিকতর প্রস্থসমন্বিত বস্ত্র বয়ন করা সহজসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। অতঃপর কাটুনীদের পক্ষে অধিক পরিমাণ সূতা প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সংস্রবে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স্ হারগ্রীভ্‌স্, তৎপর রিচার্ড আর্করাইট্ এবং ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে সামুয়েল ক্রম্‌টন কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত যন্ত্রের ফলে অধিক পরিমাণ দৃঢ়তর ও সূক্ষ্মতর সূত্র প্রস্তুত হইতে থাকে। এই সকল যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ায় অল্পায়াসে ও অল্প ব্যয়ে এত অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট সূতা প্রস্তুত করা সম্ভব হইল যে, বয়ন-কার্য্যে সেই পরিমাণ সূতা ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। ইহার ফলে বয়ন-শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে এড্‌মাণ্ড কার্টরাইট সর্ব্বপ্রথম 'শক্তি-চালিত' তাঁতের উদ্ভাবন করেন। এই তাঁতের আরও উৎকর্ষ সাধিত হইলে পর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে উহার ব্যবহার সাধারণভাবে আরম্ভ হয়। এতদ্ব্যতীত বয়ন-শিল্পের অন্যান্য দিকেও যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতে থাকে। এ সময়ে কার্পাস বস্ত্রের মুদ্রণ প্রক্রিয়ার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় এবং হোসিয়ারী শিল্পের উৎকর্ষ ঘটে।

অপরদিকে আমেরিকায় হুইট্‌নী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তুলা হইতে সহজে বীজ বাহির করিবার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। বস্ত্রশিল্প সম্পর্কীয় নানা-প্রকার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে পরবর্ত্তী যুগে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশঃ কার্পাস-চাষের বিস্তার ঘটিতে থাকে। এস্থলে হুইট্‌নীর উদ্ভাবিত কার্পাস-বীজ নিষ্কাষণ যন্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার ফলে দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে কার্পাসের উৎপাদন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং ঐ স্থান সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। বিদেশে কার্পাসের রপ্তানিও অনেক বাড়িয়া যায়। কার্পাস-চাষে নিগ্রো ক্রীতদাসদের নিয়োগ লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় ক্রীতদাস-প্রথার প্রতি দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রবাসীদিগের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে পরবর্ত্তীযুগে গৃহ-বিবাদ ও গৃহ-যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত, কার্পাস-চাষ দ্বারা লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে বহুলোক দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে এবং ইহা হইতেও পরবর্ত্তীকালে রাষ্ট্রীয় গোলযোগের সৃষ্টি হয়। হুইট্‌নীর উদ্ভাবিত যন্ত্রের আর একটী বিশেষ ফল এই দাঁড়ায় যে, অতঃপর যুক্তরাষ্ট্রে বস্ত্রশিল্প সমৃদ্ধ হইতে থাকে এবং বস্ত্রশিল্প সম্পর্কীয় যন্ত্রপাতির উন্নতি ঘটে।

ইংলণ্ডের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বারা যাহাতে আমেরিকার শিল্প সমৃদ্ধ এবং ইংলণ্ডীয় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতে না পারে, তজ্জন্য আমেরিকায় যন্ত্রাদির রপ্তানি বিষয়ে কঠোর নিষেধ-বিধি প্রচলিত হইয়াছিল। এমন কি ইংলণ্ড হইতে যাহাতে যন্ত্রাদির নক্সা আমেরিকায় প্রেরিত না হয় তদ্বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। কঠোর নিষেধ-বিধি সত্ত্বেও ইংলণ্ডের উদ্ভাবিত নূতন যন্ত্রাদি বিষয়ক জ্ঞান আমেরিকায় প্রচারিত এবং কোন কোন যন্ত্র আমদানী হইতেছিল। স্যামুয়েল শ্লেটার নামক একজন ইংরাজ আর্করাইট্ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত যন্ত্রের সকল অংশগুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় আগমন করেন এবং রোড আইল্যাণ্ডের অন্তর্গত পটাকেট নামক স্থানে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন

করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। ৬ বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মীদিগের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তিনি তাহাদিগের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং আমেরিকায় নূতন যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্ত্তনের পক্ষে শ্লেটারের প্রভাব অল্প ছিল না।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বপ্রথম কটন ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হয়। মাসাচুসেটসের অন্তর্গত বিভাবলী নামক স্থানে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অনতিবিলম্বে নিউইয়র্ক এবং পেন্সিলভেনিয়ায় অনুরূপ কারখানা স্থাপিত হয়। বস্ত্রশিল্পের অন্যান্য বিভাগেও ইংলণ্ডের পদ্ধতি অনুসৃত হইতে থাকে। পশমী সূতা প্রস্তুত, পশমী বস্ত্রের বয়ন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য শক্তি-চালিত যন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় এবং সিলিণ্ডার হইতে কার্পাস বস্ত্রের মুদ্রনকার্য্য আরম্ভ হয়।

বস্ত্রশিল্পসংক্রান্ত নানা প্রকার বস্ত্রের ব্যবহার এবং ঐ শিল্পের ক্রমোন্নতির ফলে যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাসের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বৃদ্ধি ১৭৯০ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০ বৎসর অন্তর কিরূপ ঘটিয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাসের উৎপাদন

(৫ শত পাউণ্ডের গাঁট হিসাবে)

বৎসর	গাঁট	বৎসর	গাঁট
১৭৯০	৪,০০০	১৮৩০	৭৩২,২১৮
১৮০০	৭৩,২২২	১৮৪০	১,৩৪৭,৬৪০
১৮১০	১৭৭,৮২৪	১৮৫০	২,১৩৬,০৮৩
১৮২০	৩৩৪,৭২৮	১৮৬০	৩,৮৪১,৪১৬

যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাসের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে বিদেশে মার্কিন কার্পাসের রপ্তানির পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পায়। নিম্নলিখিত সংখ্যামূলক বিবরণ হইতে রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য পরিস্ফুট হইবে ঃ—

বৎসর	রপ্তানির পরিমাণ (পাউণ্ড হিসাবে)	রপ্তানির মূল্য (ডলার হিসাবে)	যুক্তরাষ্ট্রের মোট রপ্তানির মূল্য (ডলার হিসাবে)
১৮০০	১৭,৭৮৯,৮০৩	৫,০০০,০০০	৭০,৯৭১,৭৮০
১৮১০	৯৩,২৬১,৪৬২	১৫,১০৮,০০০	৬৬,৭৫৭,৯৭০
১৮২০	১২৭,৮৬০,১৫২	২২,৩০৮.৬৬৭	৬৯,৬৯১,৬৬৯
১৮৩০	২৯৮,৪৫৯,১০২	২৯,৬৭৪,৮৮৩	৭১,৬৭০,৭৩৫
১৮৪০	৭৪৩,৯৪১,০৬১	৬৩,৮৭০,৩০৭	১২৩,৬৬৪,৯৩২
১৮৫০	৬৩৫,৩৮১,৬০৪	৭১,৯৮৪,৬১৬	১৪৪,৩৭৫,৭২৬
১৮৬০	১,৭৬৭,৬৮৬,৩৩৮	১৯১,৮০৬,৫৫৫	৩৩৩,৫৭৬,০৫৭

উল্লিখিত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে পরিমাণ কার্পাস বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল তাহার প্রায় ১ শতগুণ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিদেশে প্রেরিত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কার্পাসের রপ্তানি মূল্য মোট রপ্তানি মূল্যের এক চতুর্দ্দশাংশের কম ছিল, কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে পরিমাণ কার্পাস বিদেশে প্রেরিত হয় তাহার মূল্য সমস্ত রপ্তানি মূল্যের অর্দ্ধাংশের বেশী ছিল (শতকরা ৫৭ ভাগের বেশী)। যুক্তরাষ্ট্রের বস্ত্র-শিল্পের উৎকর্ষ ও বিস্তারের পক্ষে যে ঐ দেশে কার্পাস চাষের বিস্তারের একান্ত আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্র নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বস্ত্রশিল্পও মার্কিণ কার্পাস দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের স্থান দ্বিতীয় ছিল। বস্ত্রশিল্পের এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল কার্পাসের উৎপাদন বৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তার এবং সরকার কর্ত্তৃক বস্ত্র-শিল্পের সংরক্ষণ। সূতা প্রস্তুত করিবার কল এবং শক্তিচালিত তাঁতের ব্যবহার হেতু মার্কিণ বস্ত্রশিল্প অধিকতর সমৃদ্ধ হইতে থাকে। অল্প-

কালের মধ্যে উহা অন্যান্য উন্নত দেশের বস্ত্রশিল্পের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়ায়।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম কার্পাস বস্ত্রশিল্পের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং তথায় ঐ শিল্পের ক্রমোন্নতি ঘটিতে থাকে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র কার্পাসজাত পণ্যের ৬৭ ভাগ এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৬৯ ভাগ নিউ ইংলণ্ডে উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ মাসাচুসেট্‌স্, নিউ হ্যাম্পশায়ার, রোড আইল্যাণ্ড্ এবং কানেকটিকাট ঐ শিল্পের প্রধান স্থানে পরিণত হইলেও, কেবলমাত্র মাসাচুসেটসে যে পরিমাণ দ্রব্য প্রস্তুত হইত তাহা অন্যান্য স্থানের উৎপন্ন পণ্যের প্রায় সমান ছিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র ৪টি কার্পাস বস্ত্রকল ছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা ১৫, এবং টাকুর সংখ্যা ৮,০০০ হয়। টাকুর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১২,৪৬,০০০, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২২,৮৫,০০০, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৩৯,৯৮,০০০, এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৫২,৩৬,০০০ হয়।

কার্পাস বস্ত্র-শিল্প পরিবারের গণ্ডি হইতে কার্পাস বস্ত্রকলের কারখানায় স্থানান্তরিত হইবার ফলে কার্পাস-জাত দ্রব্যের মূল্য অনেক কমিয়া যায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পরিবারের লোকেরা যে বস্ত্র প্রস্তুত করিত তাহার প্রতি গজের মূল্য প্রায় ৪০ সেণ্ট ছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কারখানায় উৎপন্ন ঐরূপ বস্ত্রের প্রতি গজের মূল্য ৮ সেণ্টের অধিক ছিল না।

পশমের অপ্রাচুর্য্য হেতু পশমী বস্ত্রশিল্প উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অধিক বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। পশম-শিল্পের যান্ত্রিক কারখানা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে গৃহস্থরা বাটীতে পশম হইতে হাতে সূতা কাটিয়া বস্ত্রাদি বয়ন ও পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিত। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ঐ বৎসর সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ৯৫ লক্ষ ২৮ হাজার গজ পশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল এবং উহার অধিকাংশ গৃহস্থরা বাটীতে প্রস্তুত করিয়াছিল। রিপোর্টে মাত্র ২৪টি পশমী বস্ত্রের কারখানার উল্লেখ করা হইয়াছিল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে কারখানার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রে ১৪২০টি পশমী বস্ত্রের কারখানা বিদ্যমান ছিল, এবং মোট ২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৬ হাজার ডলার মূল্যের বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। কারখানাগুলির অধিকাংশই ক্ষুদ্র ছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৬ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার মূল্যের পশমী বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। কার্পাস-শিল্পের মত নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলে পশম-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং কেবলমাত্র মাসাচুসেটসে অর্দ্ধাংশ পণ্য উৎপন্ন হইত।

যুক্তরাষ্ট্রের গৃহ-যুদ্ধকালে ঐ দেশের দক্ষিণ অঞ্চল হইতে কার্পাসের যোগান সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় কার্পাস-শিল্পের অবনতি এবং পশম-শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কার্পাস শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য প্রায় ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার এবং পশম-শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য ৭ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ছিল; কিন্তু ১৮৮০খৃষ্টাব্দে কার্পাস-শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯ কোটি ২০ লক্ষ ডলার এবং পশম-শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য ২৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার দাঁড়ায়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কার্পাস-শিল্প শীর্ষস্থান অধিকার করে। এই বৎসর যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাস-শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য প্রায় ৩৩ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার, এবং পশম-শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য ২৯ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার হয়।

বাংলার লবণ শিল্প

[শ্রীমন্মথেন্দ্র দত্ত]

ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র কলিকাতা ও চট্টগ্রাম, বাংলার এই দুই বন্দরেই বিদেশ হইতে মিহি লবণের আমদানি হয় এবং তাহার পরিমাণ বৎসরে প্রায় ১॥ কোটী মণ। বোম্বাই মাদ্রাজ উপকূলের লবণ তত্রত্য প্রদেশগুলি ও দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলিতে সরবরাহ হয়। রাজপুতানার সম্বর প্রভৃতি স্থানের উৎপন্ন লবণ যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে সরবরাহ হয়। বিহারের মধ্যেই ঐ লবণের আমদানি হয়। পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে খনিজ লবণ উৎপন্ন হয়।

বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থ ভাগ পর্য্যন্ত বিদেশী লবণের আমদানি হইত না। তৎপূর্ব্বে কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ক্লাইভ লবণের ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক বলিয়া কোম্পানী একচেটিয়া করিয়া লন এবং বাংলার উৎপন্ন লবণ বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও নেপালে চালান দিতে থাকেন। বাংলায় উৎপন্ন লবণের পরিমাণ তখন দাঁড়াইয়াছিল প্রায় ২,০০,০০০ টন।

১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে লবণ শুল্ক উঠিয়া যায়, তৎপরে ঐ লবণ বাংলাদেশে প্রেরিত হইবার সুযোগ পায়। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে লিভারপুলের লবণ কলিকাতায় রীতিমত আমদানি করা হয়। লিবার-পুলের লবণ যাহাতে বাংলায় প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ চেষ্টা ছিল, কারণ এ দেশের উৎপন্ন লবণ ব্যবসায়দ্বারা কোম্পানী কর্ম্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হইত, কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ নানা আইন প্রণয়ন করিয়া ও লবণের উপর ধার্য্য শুল্কের হার নানা উপায়ে বর্দ্ধিত করিয়া বাংলা দেশের লবণ উৎপাদনকারী গ্রামবাসীদিগের বিশেষ অসুবিধা করিয়া দিতে লাগিলেন, ফলে বাংলায় লবণের উৎপাদন ক্রমশঃ কমিতে লাগিল এবং বিলাতি লবণের আমদানি বাড়িতে লাগিল। সিপাই যুদ্ধের পর পর্য্যন্ত বাংলায় লবণ শিল্প জীবিত ছিল এবং কোম্পানী লবণের সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কোম্পানী লবণের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন এবং গরীব মলঙ্গীদিগের উপর উচ্চ আবগারী শুল্ক ধার্য্য হইল। কিন্তু এ দেশের গরীব মলঙ্গীদের উচ্চহারে আবগারী শুল্ক জমা দিয়া লবণ প্রস্তুত করা সাধ্যাতীত হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ বাংলাদেশ হইতে লবণ প্রস্তুত উঠিয়া গেল, শেষে ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে আইন করিয়া বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় লবণ প্রস্তুত বন্ধ করা হইল। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দের পর হইতে প্রধানতঃ লিবারপুল হইতেই বাংলায় লবণ আমদানি হইত।

১৮৫১-৫২ খ্রীঃ অব্দে বাংলায় বিদেশাগত লবণের পরিমাণ ছিল—৩১৭৪৩৭০/ মণ। ১৮৬১-৬২ সালে উহা বর্দ্ধিত হইয়া দাঁড়াইল—৬১২৮৭২৬/। ১৮৮৯-৯০ খ্রীঃ অব্দে আমদানি লবণের পরিমাণ দাঁড়াইল—১০০৭০৯৬২/ মণ। এ যাবৎ বাংলাদেশে প্রায় সমস্ত লবণই লিবারপুল হইতে আমদানি হইত, ইহার পর হইতে এডেন বা জার্ম্মাণী হইতে আগত লবণ ধীরে ধীরে বাংলার বাজারে প্রবেশ লাভ করে।

১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত বাংলায় আমদানিকৃত লবণের শতকরা ৭৫ ভাগ ছিল লিবারপুলের লবণ এবং এডেনজাত লবণের ভাগ ছিল শতকরা ১১। বাকী লবণ জার্ম্মাণী, স্পেন, পোর্ট সৈয়দ প্রভৃতি স্থান হইতে আসিত।

গত মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপ বা আফ্রিকাজাত লবণের আমদানি অসম্ভব হওয়ায় এডেনজাত লবণের আমদানির পরিমাণ খুবই বাড়িয়া গেল এবং বোম্বে, করাচি, ওখা প্রভৃতি পশ্চিম ভারতীয় লবণ বাংলাদেশে আমদানি হইতে লাগিল।

গত ১৯৩১ সাল হইতে বিদেশী লবণের উপর অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় এডেন ও করাচি, ওখা প্রভৃতি লবণের কারখানা-গুলি যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করিল এবং এই সকল বিভিন্ন প্রকার লবণের আমদানিতে বাজারে লবণের দর খুবই কমিয়া গিয়াছিল।

১৯৩৮-৩৯ সালের শেষ ভাগ হইতে "অতিরিক্ত লবণ আমদানি শুল্ক" উঠিয়া যাইবার ফলে, প্রচুর পরিমাণে লবণ জার্ম্মাণী, স্পেন, পোর্ট সৈয়দ অথবা লোহিত সাগরোপকূলের কারখানাগুলি হইতে বাংলাদেশে আমদানি হইয়াছিল এবং লবণের দর প্রতিযোগিতায় শত মণ ৩০৲ টাকায় নামিয়াছিল।

১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধীর সহিত রাজপ্রতিনিধি লর্ড আরুইন-এর যে চুক্তি হয়, তাহার ফলে বাংলাদেশে মোট বৎসরে ৩০০০০০/—৩৫০০০০/ মণ লবণ উৎপন্ন হইতে লাগিল।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের সুরু হইতে ইউরোপের সমস্ত লবণ আমদানি বন্ধ হইল। পশ্চিম ভারতীয় লবণ সেইস্থান অধিকার করিল। কিন্তু জাহাজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সেই সকল স্থান হইতেও লবণ আমদানি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। ১৯৩৮-৩৯ সালের আমদানিকৃত গুদামজাত লবণ হইতে বাংলার চাহিদা মিটান হইতে লাগিল। জাহাজের ভাড়া বৃদ্ধি হেতু ও ইন্‌সিওরেন্সের হার বৃদ্ধি

হেতু আমদানিকৃত লবণের দর ক্রমশঃ চড়িতে লাগিল এবং টিউটিকোরিণ ও নওপদা অঞ্চল হইতে লবণ আমদানি হইয়া বাংলার বাজারে সরবরাহ হইতে লাগিল।

বর্ত্তমানে লবণ-গোলায় মজুত লবণের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলায় মাসে ১৩।১৪ লক্ষ মণ লবণ প্রয়োজন হয়। কিন্তু ঐ পরিমাণের অর্দ্ধেক পরিমাণ লবণও আমদানি হইতেছে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, বর্ত্তমানে যুদ্ধের মধ্যে জাহাজের আমদানির যেরূপ অল্পতা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে কিরূপে এডেন বা পশ্চিম ভারতীয় লবণ বাংলা দেশে আমদানি হইতে পারিবে এবং যদি তাহা সম্ভব না হয়, কিরূপে বাংলা দেশের প্রয়োজনীয় লবণ যোগান যাইতে পারে? যুদ্ধের সময় যাহাতে পণ্যমূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য সরকার বাহাদুর একজন পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রক অফিসার নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই উপরোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইবে? মূল্য বৃদ্ধি না পাইলেও যদি বাজারে লবণ না পাওয়া যায়, তবে বাংলার লোকে কি করিয়া লবণ পাইবে?

গত ১৯৩০ সালে টেরিফ বোর্ড কি উপায়ে ভারতবর্ষকে লবণ সম্বন্ধে স্বায়ত্বাধীন করা যায় সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে দেখা যায় যে যুদ্ধের সময়ে ভারত মহাসাগরে গোলমাল উপস্থিত হইলে বা জাহাজের আমদানি কমিয়া গেলে বাংলাদেশে এডেনের ন্যায় করাচি, ওখা বা বোম্বাই বন্দর হইতেও লবণ আমদানি করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং বোর্ড উত্তর ভারতীয় খ্যাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলের লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া রেল যোগে বাঙ্গলায় আমদানি করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন এবং রেলের ভাড়া কম করিবার জন্য অনুরোধ জানান। সেই সময়ে কিন্তু এ বিষয়ে ভারত সরকার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। পরন্তু খ্যাওড়ার লবণ খনি কিছুদিন পর একটী ইংলণ্ডীয় বণিক কোম্পানীকে ইজারা দিয়া দেন।

কাজেই বর্ত্তমানে বাংলার লবণের চাহিদা মিটাইবার জন্য বাংলার বাহিরের উৎপন্ন কোন লবণের উপর নির্ভর করা চলে না। এক্ষণে একমাত্র উপায় যাহাতে বাংলাদেশেই বাংলার প্রয়োজনীয় লবণ প্রস্তুত হয় তাহার চেষ্টা করা; কিন্তু সে বিষয়ে বাংলা সরকার বা ভারত সরকার কাহারও কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। ভারত সরকার বর্ত্তমানে স্বকীয় লবণ বিভাগ খুলিয়া লবণের শুল্ক আদায় ও গোপনে বিনাশুল্কে লবণ সরবরাহ বন্ধ করার চেষ্টায় ব্যাপৃত।

বাংলা সরকার দোহাই দিতেছেন—বর্ত্তমানে লবণ বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তগত হওয়ায় তাঁহাদের লবণ সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব আর নাই। কয়েকদিন পূর্ব্বে শিল্পমন্ত্রী তমিজুদ্দিন সাহেব এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিজেদের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বাংলা সরকার অতিরিক্ত লবণ শুল্ক হইতে প্রাপ্ত ১৭০০০০০৲ টাকার কোন অংশও বাংলার লবণ শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় না করার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, বাংলাদেশে ব্যবসায় হিসাবে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে না।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশে যে কয়েকটী লবণ প্রতিষ্ঠান কার্য্য করিতেছে, তাহারা হাজার হাজার মণ লবণ প্রস্তুত করিয়া বাজার দরে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং তাহাদের নিজ নিজ চেষ্টায় সরকার পক্ষের কোন সাহায্য না পাইয়াও সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, বাংলা দেশে ব্যবসায় হিসাবে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। যদি বাংলা সরকারের সাহায্য আজ গত দশ বৎসর ধরিয়া সম্যকরূপে পাওয়া যাইত, তবে বাংলায় আজ বোধহয় লবণের দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিত না।

সম্প্রতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর কারখানায় গিয়া তথায় পক্ষাধিক কাল অবস্থান করিয়া বাংলায় প্রয়োজনীয় লবণ উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাংলা দেশে সূর্য্যতাপে জল ঘনীভূত করিয়া লবণ প্রস্তুত করার যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে এবং সাগরোপকূলে প্রকৃতি প্রদত্ত সূর্য্যতাপে ও প্রবল বাতাসে সস্তায় যথেষ্ট লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। তিনি আরও বলেন, বর্ত্তমানে লবণের যে দর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে জ্বালের খরচ যতই পড়ুক, ঘনীভূত সমুদ্রজল জ্বাল দিয়া যে লবণ উৎপন্ন হইবে, তাহা বর্ত্তমান বাজারে লাভে বিক্রয় করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে এই সুযোগে যাহাতে বাংলায় লবণ শিল্প গড়িয়া উঠে তজ্জন্য সমস্ত দেশবাসীর ও সরকার পক্ষের চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

দৃষ্টির তারতম্য



এমনটী হয় কেন ?

কেহ যৌবনের আরম্ভেই ক্ষীণ
দৃষ্টি হয়ে চশমা নিতে বাধ্য
হয়, কারও বা বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত
দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা বজায় থাকে।

বলা বাহুল্য পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই এই তারতম্যের কারণ। আবহমান কাল থেকেই বিশুদ্ধ ঘি পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে সেরা। আজ কাল খাঁটী ঘি দুর্লভ বলেই দেশের যুবকদের দৃষ্টি এত ক্ষীণ হচ্ছে।



লক্ষ্মী ঘি

বিশুদ্ধতায় ও পবিত্রতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

কিনিবার সময়
'সূর্য্যাঙ্কিত' ট্রেডমার্ক
দেখিয়া লইবেন।

বাঙ্গলায় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের—গৌরবোজ্জ্বল পরিচয়

হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

হেড আফিস—৬-এ, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি রোড কলিকাতা।

ভারতীয় বীমা-জগতে হিন্দুস্থানের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। এদেশের একটী মাত্র কোম্পানী বাদ দিলে হিন্দুস্থানের মত এত বৃহৎ বীমা প্রতিষ্ঠান আর নাই। কেবল ভারতবর্ষের সকল স্থানে নহে ভারতবর্ষের বাহিরেও ব্রহ্মদেশ, পূর্ব্ব আফ্রিকা, ইরাক, মালয় প্রভৃতি দেশে উহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে। উহা বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর চূড়ান্তস্বরূপ গৌরবের প্রতিষ্ঠান। হিন্দুস্থান মিতব্যয়িতা, নিরাপদ ও লাভজনক দাদননীতি, সতর্কতার সহিত বীমাকারী নির্ব্বাচন এবং তৎপরতার সহিত বীমাকারীদের দাবী পরিশোধের গুণে আজ এদেশের বীমাকারীদের পরিপূর্ণরূপ আস্থা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইদানীং উহা কলিকাতার বাসগৃহের সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইয়াও একটী জনহিতকর প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারের অনন্যসাধারণ কর্ম্মকুশলতার জন্যই হিন্দুস্থান আজ এরূপ গৌরবোজ্জল আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার কর্ণধারত্বে এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচালনায় হিন্দুস্থান যে দিন দিন আরও বিরাটাকার বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে—একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

হেড আফিস—কুমিল্লা।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর সকলের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বর্ত্তমানে উহার কার্য্যকরী মূলধন আড়াই কোটী টাকার মত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবসা পরিচালনা, সতর্কতামূলক দাদননীতি, নগদ টাকার স্বচ্ছলতা ইত্যাদির দিক হইতে ভারতবর্ষের যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কের সহিত উহার তুলনা হইতে পারে। ইদানীং এই ব্যাঙ্কটীর যে প্রকার দ্রুত উন্নতি ঘটিতেছে তাহাতে আগামী ৩।৪ বৎসরের মধ্যে উহা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মাপকাঠিতেও একটী বৃহৎ ব্যাঙ্কে পরিণত হইবে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর এই সুযোগ ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ শান্তিভূষণ দত্ত এবং উহার কলিকাতা শাখার এজেণ্ট শ্রীযুক্ত জে সি সেন দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং

হেড অফিস—বোম্বাই

সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী আজ জাহাজী ব্যবসায়ে যে এত উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা উহার পরিচালকবর্গ ও অংশীদারদের ব্যবসাবুদ্ধি, কর্ম্মদক্ষতা ও স্বদেশ প্রেমিকতার পরিচায়ক। ২০ বৎসর পূর্ব্বে "লয়েলটী" নামক একখানা ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া এই কোম্পানীর কার্য্য আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর ২০।২১ খানা বৃহদাকার জাহাজ কেবল যে ভারতবর্ষের উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যেই যাত্রী ও মাল লইয়া যাতায়াত করিতেছে এরূপ নহে—সিন্ধিয়ার জাহাজ এখন সুদূর জেড্ডা পর্য্যন্ত হজযাত্রী বহন কার্য্যেও নিয়োজিত হইয়াছে। সিন্ধিয়ার পরিচালকবর্গ সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবাসীর লুপ্ত গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গত ১৯৩৯-৪০ সালে নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইলেও কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববারের তুলনায় বেশী লাভ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে সমুদ্রপথের বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থা বিবেচনায় জাহাজের কর্ম্মচারী ও খালাসী প্রভৃতির বেতন ও ভাতা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধের জন্য কোম্পানীকে বর্দ্ধিত হারে নৌ-বীমার প্রিমিয়াম দিতে হয়। এই সব দিক দিয়া কোম্পানীর ব্যয় যেরূপ বৃদ্ধি পায় অন্য দিক দিয়া সেইরূপ কোম্পানীর আয় বৃদ্ধিরও সুযোগ দেখা যায়। যুদ্ধের জন্য জাহাজের মালের ভাড়ার হার চড়াইয়া দেওয়া হয়। এবৎসর কয়লা ও লবণ প্রভৃতি ধরণের মাল চলাচলও কিছু বেশী হয়। ফলে শেষ পর্য্যন্ত এবার ব্যবসায়ে কোম্পানীর ভালরূপ লাভ দেখা গিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে জাহাজে মাল ও যাত্রী বহনের ভাড়া বাবদ ১ কোটী ৬৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, ষ্টীমার ও লঞ্চ ভাড়া বাবদ ৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা, বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ১ কোটী ৭৮ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। উহা হইতে খরচপত্র বাদে শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর নিট লাভ হয় ২৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৬৩ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের জের ৪৮ হাজার ১৪৭ টাকা যোগ করিয়া উহা ২৫ লক্ষ ৯২ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। এই টাকা নিম্নরূপভাবে বিলিব্যবস্থা করা স্থির হইয়াছে :—৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৭৮ টাকা নিয়োগ করিয়া পুরাতন শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে ১ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান, ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়োগ করিয়া নূতন শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে আট আনা হারে লভ্যাংশ প্রদান, ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯৯৪ টাকা নিয়োগ করিয়া পুরাতন শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে চারি আনা হারে বোনাস প্রদান, ৬২ হাজার টাকা নিয়োগ করিয়া প্রতি নূতন শেয়ারের উপর দুই আনা হারে বোনাস, ট্যাক্স পরিশোধের জন্য ৯ লক্ষ টাকা, কর্ম্মচারীদের বোনাস ৬০ হাজার টাকা, পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের ৮৯ হাজার ৮৩৩ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী ভারতবর্ষে একটি জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হন। এবং সেজন্য ৭৫ লক্ষ টাকার নূতন শেয়ার বাহির করিয়া অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। কোম্পানী ভিজাগাপট্টমে ঐ কারখানা

গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে সকল দিক দিয়াই প্রয়োজনানুরূপ যত্ন চেষ্টা নিয়োগ করা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে কারখানাটির কাজ অনেকদূর অগ্রসরও হইয়াছে। নানারূপ অসুবিধা কাটাইয়া উঠিয়া তাঁহারা জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তাঁহাদের ঐ চেষ্টা, দেশে একটি বৃহদাকার মৌলিক শিল্পের গোড়াপত্তন হইল ; তাহা এদেশের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস লিঃ

হেড অফিস ও কারখানা, পানিহাটী, কলিকাতা

অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যতই পিছনে পড়িয়া থাকুক না কেন, এমন কতকগুলি শিল্প আছে যে ক্ষেত্রে বাঙ্গালী অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী-দের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যে গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের নাম মনে পড়ে—বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ্ ওয়ার্কস্ তাহাদের অন্যতম।

ওয়াটারপ্রুফ ও রবার শিল্পজাত দ্রব্যাদি যে ভারতবর্ষেও প্রস্তুত হইতে পারে এবং বিদেশ হইতে আমদানী এতদ্জাতীয় জিনিষের সহিত অনায়াসে প্রতিযোগিতায় নামিতে সক্ষম, তাহা বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে কাহারও মনে উদিত হয় নাই। যুদ্ধের বাজারে রবার শিল্পজাত জিনিষের অভাব ও দুর্মূল্যতা দেখিয়া একজন চিন্তাশীল বাঙ্গালীর মনে এই জাতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা উদিত হয়। ইনিই বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসের স্বনাম-খ্যাত প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন বসু। ১৯২০ সালে সামান্য মূলধন লইয়া তিনি যে নূতন শিল্পের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন আজ তাহার সুনাম ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আফ্রিকা, প্যালেষ্টাইন, মিশর, ইরাক, সিঙ্গাপুর, মরিসাস, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল ও অন্যান্য দেশে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসে প্রস্তুত ওয়াটারপ্রুফ মোটর হুড, রবার ক্লথ, আইচ্ব্যাগ, ভাস, ওয়াটারপ্রুফ ভ্যান, গরম জলের বোতল, বায়ুভরা তোষক ও বালিশ, ত্রিপাল, পরদা, ডাকের ব্যাগ, হোল্ডল, ওয়াটারপ্রুফ পেপার প্রভৃতি বহুবিধ জিনিষ রপ্তানি করা হয়। বৎসরাধিক কাল হইল উহারা ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের জন্য গ্যাস-মুখোস প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন। বিদেশ হইতে আমদানী অনুরূপ জিনিষের তুলনায় শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ সস্তা বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসে প্রস্তুত হাসপাতালের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিও আজ দেশ-বিদেশে সমাদর লাভ করিয়াছে।

ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার ফলে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসের কার-খানা বহুলাংশে বর্দ্ধিত করিতে হইয়াছে। ইহার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা। প্রতিষ্ঠানটিকে যৌথ কোম্পানীরূপে পুনর্গঠন করিবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে উহার সমুদয় শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে উহার উপর দেশবাসীর গভীর আস্থারই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোম্পানীর অংশীদারগণের মধ্যে রহিয়াছেন বাংলার কতিপয় বরেণ্য ব্যক্তি।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর অন্যতম গর্ব্বের বস্তু। ইহার সাফল্য দেশের শিল্প সম্পদের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিভা ও মৌলিকত্ব প্রমাণ করিতেছে। মিঃ বসুর অক্লান্ত সাধনার ... দেশবাসীর মনে নূতন নূতন শিল্পপ্রেরণা জাগ্রত করিয়া তুলিবে। আমরা বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসের আরও সাফল্য কামনা করি।

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ

হেড অফিস—১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এদেশে ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের ন্যায় এই প্রকার বৃহদাকার ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই কোম্পানীটি গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে রেজেষ্ট্রীকৃত হয়। দুইমাস কালের মধ্যে উহার পরিচালকবর্গ মেসার্স ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বেলুড়ে ১৩ বিঘা জমির উপর ইমারতসহ একটী কারখানা নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি বসাইয়াছেন। এই কারখানাতে নানাবিধ কলকব্জা, মেসিন টুল, সাইকেলের সরঞ্জাম, অট্টালিকা, পুল ইত্যাদি প্রস্তুতের সাজসরঞ্জাম, ক্যানভাস চট ইত্যাদির উপর রবারের ওয়াটার প্রুফ, শিল্প এবং লৌহ ও ইস্পাতের যাবতীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত হইবে। প্রকাশ যে, কারখানার পরিচালকবর্গ ভারত সরকারের সমর সরঞ্জাম বিভাগ হইতে অনেক প্রকার জিনিষ সরবরাহ করিবার জন্য অর্ডার পাইতেছেন।

বাঙ্গলা দেশে সাধারণতঃ শিকল প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পিত লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া তাহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে জমি, বাড়ী ও কলকব্জা ক্রয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃর পরিচালকবর্গ সেই গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন না করিয়া নিজেরাই ৬ লক্ষ টাকা প্রদান করতঃ কারখানার আবশ্যকীয় সমস্ত সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছেন। উহার ফলে প্রথম বৎসর হইতেই উহারা লাভজনক ভাবে কারখানা পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা অবগত হইলাম যে, উক্ত কোম্পানীর পরিচালকবর্গ শীঘ্রই উহার শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিবেন। এই ধরণের একটী প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করিতে দেশবাসী যে কোন দ্বিধা করিবে না, উহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা

বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টি ব্যাঙ্ক দেশবাসীর অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও আস্থালাভে সমর্থ হইয়াছে তন্মধ্যে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিঃ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিগত ২৭ বৎসর যাবৎ এই ব্যাঙ্কটি সততার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের বিশেষ পোষকতা করিতেছে। এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ডের ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি বিশেষভাবে সুস্পষ্ট। বাংলা দেশ ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন নগরী ও ব্যবসার কেন্দ্রস্থলে এই ব্যাঙ্কের বহু শাখা ও এজেন্সি অফিসগুলি ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, বর্ত্তমান বর্ষের গত ২৯শে জানুয়ারী এই ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য নগরী বোম্বাই নগরে একটি শাখা উদ্বোধন করিয়াছেন। বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের বোম্বাই নগরে শাখা স্থাপন ইহাই প্রথম।

এই ব্যাঙ্কের কলিকাতা ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে নিজস্ব পঞ্চতলবিশিষ্ট প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকাও বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের প্রথম কৃতিত্ব। এই অট্টালিকায় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় কক্ষসমূহ ব্যতীত অপরাংশ ভাড়া

খাটাইয়া ব্যাঙ্ক প্রতি বৎসর ৫০ হাজার টাকা পাইতেছে। এতদ্ভিন্ন ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে এই ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ীর অংশাদি ভাড়া দিয়াও বহু অর্থ ব্যাঙ্কের আয় হইয়া অংশীদারগণের মুনাফা বৃদ্ধি করিতেছে।

এই ব্যাঙ্কের প্রেফারেন্স শেয়ার আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য জিনিষ। প্রেফারেন্স শেয়ারের অংশীদারগণ সর্ব্বদা অগ্রগামী অধিকারে স্থির নির্দ্ধারিত হারে লভ্যাংশ পাইতেছেন। অর্ডিনারী বা সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশের হার কখনও বৃদ্ধি পায় কিংবা কমিয়া যায়, হয়ত বন্ধও হইতে পারে। কিন্তু প্রেফারেন্স শেয়ারের লভ্যাংশ স্থির ও নির্দ্দিষ্ট, তাহাতে অত্যধিক প্রিমিয়াম দিতে হয় না, কিংবা শতকরা ৫০৲ টাকা হারে সংরক্ষিত দায় অংশীদারের উপর থাকে না। এই শেয়ার প্রবর্ত্তন করা একমাত্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যৌথ ব্যাঙ্কের পক্ষেই সম্ভব হয়। অধুনা কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেডের উপরোক্ত প্রেফারেন্স শেয়ার ভারতের চতুর্দ্দিকে বিক্রয় হইতেছে। আশা করা যায় এই শেয়ার বিক্রয় সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাঙ্কটি ভারতের একটি বৃহৎ ব্যাঙ্কে পরিণত হইবে।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম-এল-সি, ম্যানেজিং ডিরেক্টাররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায়ই ব্যাঙ্কটি এত শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরা এই কৃতকার্য্যতার জন্য মিঃ দত্তকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফেকচারিং কোং লিঃ

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষে সাইকেলের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইদানীং সাইকেল-রিক্সা প্রভৃতিতে উহার নূতন নূতন রূপে ব্যবহার হইতেছে। ভারতবর্ষে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সাইকেল ও উহার আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য কোন চেষ্টা ছিল না বলিয়া উহার মারফতে প্রতি বৎসর দেশ হইতে বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাহির হইয়া যাইত। সুখের বিষয় যে, এক্ষণে এই শিল্পটীর প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি পড়িতেছে। দি ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফেকচারিং কোং লিঃ উহার প্রমাণ। ভারতবর্ষে সাইকেল ও উহার আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম প্রস্তুতের উদ্দেশ্য লইয়া ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর উদ্যোগে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ৮১৯ নং তিলজলা রোড, কলিকাতায় এই কোম্পানীর কারখানাতে সাইকেলের আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতের কার্য্য চলিতেছে। গত জুন মাসে কোম্পানীর যে একবৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে পরিচালকবর্গ উহাদের প্রস্তুত প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা মূল্যের সাইকেলের সরঞ্জাম বাজারে বিক্রয় করিয়াছেন এবং যাবতীয় খরচ বাদে ১০,৪৩৪৲ টাকা লাভ করিয়া তাহা হইতে সাধারণ অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন। পরিচালকবর্গ অল্প সময়ের মধ্যে এই ধরণের একটী নূতন শিল্প প্রচেষ্টাকে যেভাবে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার কথা। দেশবাসী মাত্রেরই এই প্রচেষ্টায় পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত।

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

হেড অফিস—গঙ্গাসাগর (এ বি রেলওয়ে)

ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে সি এস আইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় গত ১৯৩৪ সালে এই ব্যাঙ্কটী প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে উহা সন্তোষজনক উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ৫ বৎসর কালের মধ্যে উহাতে আমানতী টাকার পরিমাণ ৩২ হাজার টাকা হইতে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকায়, মজুদ তহবিলের পরিমাণ ৫ শত টাকা হইতে ১০ হাজার টাকায় এবং লাভের পরিমাণ ৭৭৮ টাকা হইতে ৯ হাজার ৪২৪ টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কের প্রথম তিন বৎসরে উহার অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। চতুর্থ বৎসরে ৭ টাকা এবং ৫ম বৎসরে ৯ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কের ৭।৮টী শাখা অফিসে যে প্রকার সন্তোষজনকভাবে কাজ চলিতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে উহার উন্নতি আরও দ্রুততর হইবে আশা করা যায়। কার্য্য সম্প্রসারণের জন্য শীঘ্রই এই ব্যাঙ্কের কলিকাতায় ৯নং ক্লাইভ রোতে একটি শাখা খোলা হইবে। ব্যাঙ্কের এই সাফল্যের জন্য আমরা ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা এবং সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

এইচ কে ব্যানার্জ্জি এণ্ড সন্স

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ

এই সুনামখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং ও কন্ট্রাক্টার্স ফার্ম্মটি গত ১৮৯৩ সালে স্থাপিত হয়। উহার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় হরকান্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যখন এই কারবার সুরু করেন তখন উহার মূলধন ছিল মাত্র ৬০ টাকা। তখন উহার কর্ম্মক্ষেত্রও ছিল বিশেষ সীমাবদ্ধ। কিন্তু বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত সাধনা নিয়োজিত হওয়ায় এই ফার্ম্মটির সকল দিক দিয়াই ক্রমিক উন্নতি দেখা যায়। ক্রমে এই ফার্ম্ম এতই সুনাম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় যে, পাকা বাড়ী ও লৌহ ইমারত প্রভৃতি গড়িবার জন্য সর্ব্বত্রই তাহাদের ডাক পড়িতে থাকে। এই ভাবে পূর্ব্ববঙ্গে এই ফার্ম্মের মারফতে অনেক বড় বড় বাড়ী ও কারখানা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। উহারাই কন্ট্রাক্ট নিয়া ঢাকেশ্বরী কটন মিল ও লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিলের মিল-বাটী গড়িয়া তোলেন।

১৯১০ সালে এই ফার্ম্মের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জেও নারায়গঞ্জ আয়রণ ওয়ার্কস নামে একটি কারখানা স্থাপিত হয়। তৎপর স্বর্গীয় হরকান্ত বাবুর চেষ্টায় ঢাকা টাইল ওয়ার্কস ও নারায়ণগঞ্জ ডক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া ইক্ষু নিষ্পেষণ কল তৈয়ারের জন্যও কারখানা স্থাপিত হয়। এই সমস্ত ধরণের কারবার পরিচালনা করা ছাড়া বর্ত্তমানে মেসার্স এইচ কে বানার্জ্জি এণ্ড সন্স ফার্ম্মটি কালিম্পং ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী ও পাবনা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্-এর কার্য্য করিতেছেন। অধিকন্তু উক্ত ফার্ম্ম সালিমার পেন্ট, বার্ম্মা শেল কোম্পানী, কলার এণ্ড বার্নিশ কোম্পানী ও সালিমার রোপ্ ওয়ার্কস লিমিটেড প্রভৃতির এজেন্সীও

চালাইতেছেন। অধুনা এই ফার্ম্ম ম্যাঙ্গালোরের পপুলার ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার চীফ্ এজেন্সীও গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে বিভিন্ন দিক দিয়া ফার্ম্মটির কর্ম্মক্ষেত্র বর্ত্তমানে অনেকদূর প্রসারিত হইয়াছে। সুখের বিষয় পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতার গুণে সকল ধরণের কারবারই ফার্ম্মের পক্ষে বিশেষভাবে লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উপযুক্ত লোকের ঐকান্তিক সাধনার গুণে ছোটখাট কারবার হইতে কি ভাবে বৃহদাকার ব্যবসায় গড়িয়া উঠিতে পারে, নারায়ণগঞ্জের মেসার্স এইচ্ কে ব্যানার্জ্জি এণ্ড্ সন্স তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমানে স্বর্গীয় হরকান্তবাবুর সুযোগ্য পুত্র মিঃ পি কে ব্যানার্জ্জি ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে অতীব কর্ম্মকুশলতার সহিত এই ফার্ম্মের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁহার সুপরিচালনায় এই ফার্ম্মটি যে উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ

পি ৬, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা

মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত বিবিধ সাজসরঞ্জামের ব্যবসায়ে হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ বর্ত্তমানে যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে অতুলনীয়। মোটর গাড়ীসংক্রান্ত এরূপ আসবাব পত্র ও সাজসরঞ্জাম নাই যাহা এই কোম্পানীতে পাওয়া যায় না। কোম্পানীর ব্যবসা বর্ত্তমানে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, যাহাতে উহার সাহায্য লাভে শত শত ব্যক্তির জীবিকা সংস্থানের পথ হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশে যাহারা নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে প্রতিকূল নানা ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হইয়াছেন হাওড়া মোটর কোম্পানীর পরিচালক শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ দে তাঁহাদের অন্যতম। দারিদ্র্যের জন্য তিনি এন্ট্রান্স ক্লাসের উপরে পড়াশুনা করিতে সমর্থ হন নাই। প্রথম বয়সে তিনি চাকুরীর ক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং সামান্য ২৫ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি হইতে সুপ্রসিদ্ধ ডানলপ কোম্পানীতে ৫।৬ শত টাকা বেতনের বড়বাবুতে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম হইতেই স্বাধীন ব্যবসার দিকে মিঃ দের অত্যধিক ঝোঁক ছিল। এজন্য সামান্য মতভেদ হেতু তিনি ডানলপ কোম্পানীর চাকুরী পরিত্যাগ করেন এবং হাওড়া মোটর কোম্পানী স্থাপন করেন। যে সময়ে তিনি এই কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন সেই সময়ে উহা ঋণভারে জর্জ্জরিত ছিল। কিন্তু মিঃ দের অমায়িক ব্যবহার, ব্যবসা বুদ্ধি, সততা ও অধ্যবসায়ের গুণে এই প্রতিষ্ঠানটী দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া আজ সমগ্র ভারতে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। সততা ও অধ্যবসায় গুণে মানুষ অর্থসম্বল ছাড়া কি ভাবে বড় হইতে পারে তাহা মিঃ দের জীবনযাত্রার একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত। আজ বাঙ্গালী যুবকগণ ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে আগ্রহান্বিত হইয়াছে। কিন্তু অর্থের অভাব, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ইত্যাদির অভিযোগ প্রায়ই তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত দের ন্যায় কৃতী ব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রা জানিতে পারিলে তাহারা মনে বল পাইবে এবং জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবে।

ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

কুমিল্লা

বিগত ২।১ বৎসরের মধ্যে যে স্বল্প কয়টি নূতন কাপড়ের কল বাংলা দেশে বাঙ্গালীর মূলধনে ও পরিচালনায় কার্য্যারম্ভ করিতে সক্ষম হইয়াছে কুমিল্লার ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ তাহাদের অন্যতম। পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ বন্দর হাজিগঞ্জে ডাকাতীয়া নদীর তীরে রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশনের সংলগ্ন কোম্পানীর নিজস্ব বিস্তীর্ণ ভূমিতে মিলটি নির্ম্মিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগে ও আসামে ইহাই সর্ব্বপ্রথম ও একমাত্র চলতি কাপড়ের কল। আপাততঃ ইহাতে ১৫০ খানা তাঁত চালাইবার উপযুক্ত সমস্ত কলকব্জা বসাইয়া চালু করা হইয়াছে এবং তাঁতের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়ান হইতেছে। শীঘ্রই সূতা কাটিবার কলও বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। কোম্পানীর নিজস্ব পাওয়ার হাউস হইতে বৈদ্যুতিক আলো ও মেসিনারী চালাইবার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই হইতেছে। ইহার নিজস্ব রঞ্জন বিভাগে প্রয়োজনীয় সূতা ও বস্ত্রাদির পাকা রং করা হইতেছে। গতানুগতিক ধারায় শুধু ধুতি সাড়ী তৈয়ারী না করিয়া ভাগ্যলক্ষ্মী সম্পূর্ণ নূতন লাইনে কাজ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপাততঃ ইহাতে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের মশারীর থান, লুঙ্গি, জামার কাপড়, ধুতি ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে এবং সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃত হইতেছে। মিলজাত এই সমস্ত বস্ত্র বিক্রয়ের কোন প্রকারের অসুবিধা হইতেছে না এবং ক্রমেই চাহিদা বাড়িতেছে। ইতিমধ্যেই ইহাদের মিলে বেশ লাভ হইতেছে এবং কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ আশা করেন যে, শীঘ্রই অংশীদারদের লভ্যাংশ বিতরণেও সক্ষম হইবেন।

এই কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ উপযুক্ত এবং ইহাদের সততা নির্ভরযোগ্য। দেশবাসী নির্ভয়ে ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে পারেন। আমরা ভাগ্যলক্ষ্মীর কর্ম্মকর্ত্তাগণকে এই সাফল্যের জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পি এম বাগচী এণ্ড কোং

পি এম বাগচীর পঞ্জিকার মারফতে পি এম বাগচী এণ্ড কোম্পানীর নাম বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সুপরিচিত। কিন্তু ব্যবসায়ী মহলে পি এম বাগচী এণ্ড কোম্পানী উহাদের প্রস্তুত বিবিধ প্রকার কালীর জন্যই অধিকতর সুপরিচিত। পঞ্জিকা এবং কালী ছাড়া বিভিন্ন প্রকার ফলের সিরাপ, স্নো, এসেন্স, পাউডার, ক্রিম, ল্যাভেণ্ডার, ইউডিকোলোন, কেশ তৈল, লাইমজুস গ্লিসারিণ ইত্যাদি দ্বারাও এই কোম্পানী কম জনপ্রিয় হয় নাই। পি এম বাগচী এণ্ড কোম্পানী ৬০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। উহাদের ব্যবসানীতি এতই দোষশূন্য যে, উহারা যে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতেছেন তাহাতেই সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে উহারা আদর্শস্থানীয়। যে সমস্ত ব্যক্তি নূতনভাবে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতেছেন তাঁহারা উহাদের ব্যবসানীতি অনুসরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস—৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গলায় ব্যাপক আকারে লবণ প্রস্তুতের সঙ্কল্প লইয়া গত ১৯৩৪ সালে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জে চৌধুরী শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বসুকে ডিরেক্টর করিয়া এই কোম্পানী গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র দত্ত, "দত্ত এণ্ড চৌধুরী" নাম লইয়া কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টের কার্য্য করিতেছেন। উহাদের পরিচালনায় কোম্পানীটি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। গত ১৯৩৯ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় কোম্পানীর

উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি হইয়াছে। উক্ত বৎসরে কোম্পানী লোনা জল রাখিবার জন্য বেড়ের পরিধি ৫০ একর পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপৃত করিয়াছে। এই বৎসরে কোম্পানীর কারখানায় ২টি নূতন বয়লার, বৃহদাকার কতিপয় চুল্লী ও আধার স্থাপিত হইয়াছে। এই বৎসরে লোনা জল পাম্প করিবার জন্য একটী বড় সেনট্রিফিউগ্যাল পাম্পও বসান হইয়াছে। কোম্পানীর কারখানায় বর্ত্তমানে উহাদের নিজস্ব বিদ্যুৎকলের সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে এবং আলোচ্য বৎসরে কতিপয় পাকা গুদাম ও কর্ম্মচারীদের বাসগৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে। কারখানায় কয়লা আনয়ন করিবার এবং কারখানা হইতে লবণ চালান দিবার জন্য কোম্পানী পরিচালকগণ ৩টী বৃহদাকার নৌকারও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরে নানাদিক দিয়া কারখানার যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের প্রসারের জন্যই প্রধানতঃ কোম্পানীর যত্ন চেষ্টা নিবদ্ধ হইয়াছিল। উহা সত্ত্বেও এই বৎসরে কোম্পানীর প্রস্তুত মোট ৯ হাজার টাকার লবণ বিক্রয় হইয়াছে এবং উহা প্রস্তুতের খরচা বাদে ৫০৩৲ টাকা লাভ হইয়াছে। বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাতে যে ৩২১৪৲ টাকার লবণ মজুদ ছিল পরবর্ত্তীকালে তাহার মূল্য বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিলে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ আরও বেশী হইয়াছে বলা চলে। এই লাভের টাকা দ্বারা একটী মজুদ তহবিল সৃষ্টি করা হইয়াছে।

বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। উহার মধ্যে বর্ত্তমানে কোম্পানীর হাতে ২০ হাজার টাকা মজুদ রহিয়াছে এবং বাকী টাকার অধিকাংশ কারখানার সম্প্রসারণ ও আবশ্যকীয় সাজসরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যয়িত হইয়াছে। এক্ষণে কোম্পানী যে অবস্থায় পৌছিয়াছে তাহাতে উহারা কারখানাতে প্রভূত পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিয়া উহার লাভ হইতে অংশীদার-গণকে লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইবে আশা করা যায়।

চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—চট্টগ্রাম

অভিনব কর্ম্ম ও ব্যবসা-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯২৫-২৬ সালে কতিপয় ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি চট্টগ্রামে বিজলী সরবরাহের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী মিঃ কে, কে, সেন (ম্যানেজিং ডিরেক্টার) মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর সূত্রপাত হয়।

অতি সামান্য অবস্থা হইতে এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই অর্দ্ধবাংলার শ্রেষ্ঠ সহরসমূহে আধুনিক আলোর ব্যবস্থা ও শিল্প প্রসারে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

১৯২৬ সালের শেষভাগে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইয়া ১৯২৭ সালের মার্চ্চ মাসেই এই কোম্পানী চট্টগ্রাম সহরে বিজলী সরবরাহ আরম্ভ করে এবং প্রথম কার্য্যকরী বৎসর হইতেই কোম্পানী অংশীদারগণকে সন্তোষজনক হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়া আসিতেছে। বিজলী ব্যবসায়ে কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করার সঙ্গে ধীরে ধীরে চট্টগ্রামের বাহিরে এই কোম্পানীর কার্য্যপ্রসারের সূচনা হইতে থাকে। বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট বিনা দ্বিধায় প্রথমতঃ পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ সহরে (১৯৩১), ইহার পর রাজসাহী (১৯৩৬) এবং ফরিদপুর সহরে (১৯৩৭) এই কোম্পানীর শাখা সংস্থাপনের ও বিজলী সরবরাহের লাইসেন্স প্রদান করিয়া ইহার ক্রমোন্নতির পথ সুগম করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই অসামান্য সাফল্য ও নৈপুণ্যের সহিত এই ব্যবসা পরিচালিত করিয়া কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

সম্প্রতি ইহার কর্ম্মকর্ত্তাগণ বাংলাদেশে আরও কয়েকটি সহরে বিজলী সরবরাহের ভার গ্রহণ ও তৎসঙ্গে নানাদিকে কোম্পানীর অধিকতর উন্নতির পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার প্রথমে সম্প্রতি কোম্পানী পূর্ব্ববঙ্গের অপর এক বর্দ্ধিষ্ণু সহর—সিরাজগঞ্জে বিজলী সরবরাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের বাহিরে সিরাজগঞ্জে এই কোম্পানীর চতুর্থ শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

বিভিন্ন দিকে বিজলী ব্যবসায়ের প্রসার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী বর্ত্তমানে দেশবাসীর নিকট প্রতি শেয়ার ২৫৲ টাকা হারে ১৬,০০০ হাজার নূতন শেয়ার বিক্রি করিতেছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই কোম্পানী প্রথম কার্য্যকরী বৎসর (১৯২৮ ইং) হইতেই ডিভিডেণ্ড দেওয়ায় এবং ইহার ভবিষ্যৎ সমধিক উজ্জ্বল হওয়ায় এই নূতন শেয়ার খরিদের নিমিত্ত জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অল্পসময়ের মধ্যে অধিকাংশ শেয়ার বিক্রীত হইয়াছে এবং আশা করা যায়, অল্পকালের মধ্যেই অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয় শেষ হইয়া যাইবে। এদেশে শিল্পপ্রগতির এই যুগসন্ধিক্ষণে বাংলার এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর সমর্থক ও সহায়ক হইতে আমরা দেশবাসী জনসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি।

ন্যাশনাল কটন মিল্‌স্ লিমিটেড্

হেড আফিস—চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম পোর্টকমিশনারগণের নিকট হইতে বিনা সেলামীতে প্রায় ৮০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইবার অব্যবহিত পরেই ১৯৪০ সালের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের এজেন্ট ও জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জি, ই, কাফ কর্ত্তৃক এই মিলের ভিত্তি স্থাপিত হয়, সেই সময় সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, নির্ব্বাচিত জমি ভরাট করিয়া ইমারতাদি নির্ম্মাণ করতঃ মিল চালু করিতে অন্যূন তিন বৎসর লাগিবে। কিন্তু স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ও দি চিটাগং ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কে, কে, সেনের উদ্যোগে ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা ও দেশব্যাপী দারুণ অর্থসঙ্কট সত্ত্বেও মাত্র এক বৎসরের মধ্যে মিলের যাবতীয় নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে এবং তাঁত, ক্যালেণ্ডার মেসিন, বেলিং প্রেস ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রপাতি বসান হইতেছে; বৈদ্যুতিকশক্তি সংগ্রহের নিমিত্ত ভূগর্ভে তারও বসান হইতেছে। পোর্টকমিশনারের সাইডিং হইতে একটি নিজস্ব শাখা রেল লাইন পূর্ব্বেই মিল এলাকার অভ্যন্তরে আনীত হইয়াছে। আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে মিল চালু করিয়া বাজারে কাপড় বাহির করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। বিগত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মিলের ৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে এবং ইহাতে বুঝা যায় যে, মিলটির প্রতি দেশবাসীর বিশেষ আস্থা রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই মিলের অফিসের কাজ হইতে মিস্ত্রী, ফিটার, হেল্‌পার, প্রভৃতি সমস্ত কাজ, শিক্ষিত অর্দ্ধ-

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরাই সম্পন্ন করিতেছেন। দুই একজন বিশেষজ্ঞ ছাড়া সকল কর্ম্মচারীই কোম্পানীর অংশীদার এবং এই ভদ্র যুবকগণকে যখন হাতুড়ী হাতে লোহার কড়ি-বর্গা উঠা-নামা প্রভৃতি কঠোর শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োজিত দেখা যায় তখন বাস্তবিকই আশা-ভরশায় বুক ভরিয়া যায়। বাঙ্গালী যুবকেরা শ্রমবিমুখ বলিয়া যে অপবাদ দেওয়া হয়, ন্যাশনাল কটন মিলের দৈনন্দিন কার্য্যাবলী দর্শন করিলে সেই ধারণা দূর হইতে বাধ্য। ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ কে, কে, সেনের সুদক্ষ পরিচালনায় মিলটির যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ

১৩৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গত ১৯২৬ সালে নোয়াখালীর ন্যায় একটী ক্ষুদ্র সহরে নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, এন, দালালের বৈঠকখানার একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অতি সামান্যভাবে নাথ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। ৬।৭ বৎসর কাজ চালাইবার পরেই ব্যাঙ্কটি সাধারণের বিশেষ আস্থা অর্জ্জন করে এবং ১৯৩২ সালে কলিকাতায় উহার একটি শাখা-অফিস স্থাপিত হয়। ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ১৯৩৬ সালে ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখাকে উহার হেড অফিসে পরিণত করেন। সেই সময় হইতে সকল দিক্ দিয়াই এই ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে এবং কলিকাতা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশনের সদস্যশ্রেণীভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। ইহা কলিকাতা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতিতেও স্থান পাইয়াছে।

১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৯ সালে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ যে স্থলে ছিল ৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৫২৮ টাকা, ১৯৪০ সালে তাহা বাড়িয়া ৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৯৪৬ টাকা হইয়াছে। এ বৎসর স্থায়ী আমানত, সেভিংস্ একাউন্ট, চল্তি হিসাব ও ক্যাস সার্টিফিকেট প্রভৃতিতে ব্যাঙ্কে সাধারণের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। পূর্ব্ববৎসর তাহার পরিমাণ ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ছিল। এবার ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণও পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১৫ হাজার টাকার মত বাড়িয়া মোট ৯০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। এ সমস্তই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের সমূহ কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। এই ব্যাঙ্কের তহবিল ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত আছে এবং একটা উপযুক্ত পরিমাণ অংশ নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কটি যে বিশেষ নির্ভরযোগ্য ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিট লাভ হয় ৮৮ হাজার ৮২ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৫ হাজার ৯৮৮ টাকা যোগ করিয়া উহা ৯৪ হাজার ৭০ টাকায় দাঁড়ায়। এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে শতকরা সাড়ে সাত টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং ২০ হাজার টাকা মজুত তহবিলে নিয়োগ করা স্থির হইয়াছে।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, এন, দালালের সুপরিচালনায় সকল দিক্ দিয়াই উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে। মিঃ দালালের দূরদর্শিতা ও উদ্যোগশীল কার্য্যতৎপরতার গুণে উহা যে ভবিষ্যতে আরও শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

লিলি বিস্কুট কোং

৩নং রামকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে বর্ত্তমানে লিলি বিস্কুটের নাম জানেন না এমন কেহ আছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে কেহ স্বদেশী বিস্কুটের কল্পনাও করিতে পারিতেন না। দেশের রুচি পরিবর্ত্তনের ফলে এ দেশেও বিস্কুটের ব্যবহার বাড়িয়া চলিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে উহার প্রস্তুত ও বিক্রয়ের কি প্রকার বিপুল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠের দূরদৃষ্টির মধ্যেই ধরা পড়ে এবং তিনি ১৯০৯ সালে একটী বিস্কুটের কারখানা স্থাপন করেন। ১৯১৮ সালে মহাযুদ্ধের সময়ে ভারত সরকারের সামরিক বিভাগকে বিস্কুট সরবরাহ করাতে কোম্পানীর খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। গুণে, স্বাদে এবং রকমারিতায় লিলি বিস্কুট এখন বিদেশী বিস্কুটের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইতেছে। উল্টাডিঙ্গীর সন্নিকটে ১ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গফুট পরিমিত ভূমির উপরে লিলি বিস্কুটের যে বিরাট কারখানা রহিয়াছে, এখন তাহাতে বৎসরে ২ কোটী পাউণ্ড ওজনের উপর বিস্কুট তৈয়ার হইতেছে। এই কারখানায় আধুনিকতম যন্ত্রপাতি বসান রহিয়াছে। এক বিস্কুট নির্ম্মাণের কাজে একাধিক বিশেষজ্ঞ ও পাঁচ শত কর্ম্মী নিযুক্ত আছেন। এই ধরণের একটী প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু।

লিলি বিস্কুট যে আজ দেশ-বিদেশে এত সমাদৃত হইয়াছে, তাহা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের অধ্যবসায়, দূরদৃষ্টি, ব্যবসায়বুদ্ধি এবং সততারই ফল। প্রায় দুই বৎসর হইল তিনি স্বর্গধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় শেঠ মহাশয় যে ব্যবসায়ে এতদূর সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ শেঠের তীক্ষ্ণ ব্যবসায়বুদ্ধি এবং অক্লান্ত পরিশ্রমও বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে তিনিই পি, শেঠ এণ্ড কোম্পানীর বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ের কর্ণধার হিসাবে উহাকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করিতেছেন। এই কাজে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র শেঠ এবং স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র শেঠ তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতেছেন। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে লিলি বিস্কুট কোম্পানী এবং উহাদের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য কোম্পানী যে উন্নতির পথে আরও দ্রুত অগ্রসর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—বোম্বাই

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, কোম্পানী আলোচ্য বৎসরে ১ কোটী ৬৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ৯ হাজার ১৬৫টী প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ৭ হাজার ৩১৯টী প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ১ কোটী ৩১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এই নূতন বীমা লইয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৪১ টাকা। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে এ দেশের ছোট বড় প্রায় সকল বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। এই অবস্থায়ও এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী যে এ বৎসর ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার নূতন

বীমাপত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের বিশেষ কর্ম্মকুশলতারই পরিচায়ক।

১৯৪০ সালের প্রথমে তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪ কোটী ৮২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৫ কোটী ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৩৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই কোম্পানী সম্বন্ধে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে উহার কম ব্যয়ের হার। কোম্পানীর পরিচালকদের সতর্ক কার্য্যনীতির ফলে এবার সেই ব্যয়ের হার আরও কিছু হ্রাস পাইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। ১৯৩৯ সালে কার্য্য পরিচালনা ও কমিশন বাবদ কোম্পানী প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৩ ভাগ ব্যয় করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে ব্যয়ের হার কমিয়া শতকরা ২২.৫ ভাগ দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমানে কোম্পানীর কাগজের মূল্য কিছু হ্রাস পাওয়াতে অনেক বীমা কোম্পানীর দাদন সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু 'এম্পায়ার'এর প্রভূত অর্থ উহাতে নিয়োজিত থাকিলেও এই কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের পক্ষে সেদিক দিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। প্রথমতঃ কোম্পানী গড়ে যে মূল্যে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়াছিল, কোম্পানীর কাগজের বাজার মূল্য সে তুলনায় এখনও চড়া আছে। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানী দাদন তহবিলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে ২৮ লক্ষ টাকার একটী মজুত তহবিল গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার ফলেও কোম্পানীর কাগজের দরের উত্থান পতনের জন্য পলিসি গ্রাহকদের ক্ষতির আশঙ্কা নাই। এই সমস্তের ফলে সকল দিক দিয়াই কোম্পানীর বিশেষ নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হইতেছে। এই কোম্পানীর সমুন্নত আদর্শ ও উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতার জন্য আমরা উহার পরিচালকদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

হেড অফিস—৩ ও ৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গলা দেশে মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে পূর্ব্বে যাহা কিছু সঞ্চয় হইত তাহার প্রায় ষোল আনা দাদনী কারবার এবং জমি জমা ক্রয়ে নিয়োজিত হইত। কিন্তু দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে এবং দাদনী ব্যবসা ও প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে বিবিধ আইনের ফলে এখন দাদনী কারবার বা জমি জমায় আর কেহই কোন অর্থ বিনিয়োগে সাহস পাইতেছেন না। এইরূপ অবস্থায় যাঁহাদের হাতে কিছু সঞ্চিত হইতেছে তাঁহারা উহা কি ভাবে লগ্নি করিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। অনেকে আবার অজ্ঞতা বশতঃ বাজে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া প্রতারিত হইতেছেন। উহাদের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট বিশেষভাবে কাজ করিতেছেন। তাঁহারা দাদনকারিগণকে দাদনের নিরাপদ ও লাভজনক পন্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তাঁহাদের তরফ হইতে কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ইত্যাদি ক্রয় করিয়া দেন এবং দাদনকারী প্রয়োজন বোধ করিলে তাহাদের হস্তস্থিত শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া দেন। বর্ত্তমানে যাহারা কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতির শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন, তাঁহারা বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেটের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিলে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইবেন

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেটের আদায়ীকৃত মূল ব্যয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। লাহোর, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, দার্জ্জিলিং, ডিব্রুগড় ও জামসেদপুরে এই কোম্পানীর শাখা অফিসসমূহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ

হেড অফিস—১৭নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলা দেশে লুপ্ত লবণ শিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে বর্ত্তমানে যে সব কোম্পানী বিশেষভাবে যত্ন চেষ্টা নিয়োগ করিতেছেন 'পাইওনিয়ার' তাহাদের অন্যতম। গত ১৯৩৭ সালে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ২৪ পরগণা জিলায় সুন্দরবন অঞ্চলে মাতলা ও পিয়ালী নদীর সঙ্গমস্থলে ১ হাজার ৩০০ বিঘা জমি লইয়া উহার কারখানা স্থাপন করা হয়। ১৯৩৯ সালে আরও ১০০ বিঘা জমি যোগ করিয়া কারখানার আয়তন বিশেষভাবে বিস্তৃত করা হইয়াছে। প্রথম কার্য্য সুরু করিবার সময় কোম্পানী লোনা জল রাখিবার জন্য ৩০০ বিঘা পরিধির একটি বেড নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে ঐ বেডের পরিধি আরও ৩০০ বিঘা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া মোট ৬০০ বিঘা করা হইয়াছে। পুরাতন ৩০০ বিঘার বেডটিতে বর্ত্তমানেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লবণ উৎপাদিত হইতেছে। ১৯৪২ সাল হইতে ঐ বেডটি পরিপূর্ণরূপে কার্য্যকরী হইয়া উঠার সঙ্গে ২৯ হাজার ৭০০ মণ লবণ উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমাণ করা যাইতেছে। তারপর ১৯৪৩ সালে পুরাতন বেডের সঙ্গে যখন নূতন বেডটীও কার্য্যকরী হইবে তখন কোম্পানীর বাৎসরিক লবণ উৎপাদনের পরিমাণ ৭০ হাজার মণের মত দাঁড়াইবে বলিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ আশা করিতেছেন। আলোচ্য বৎসরে কারখানার যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। চারি অশ্বযুক্ত একটী, ১০ অশ্বযুক্ত একটী ও ২৪ অশ্বযুক্ত একটী নূতন ইঞ্জিন বসান হইয়াছে।

লোনা জল পাম্প করিবার জন্য ৬টী নূতন পাম্প স্থাপন করা হইয়াছে। কারখানার জন্য বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। অধিকন্তু কারখানায় কয়লা নিবার ও কারখানা হইতে লবণ চালান দিবার জন্য নৌকার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই সমস্তের ভিতর দিয়া কোম্পানীর অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা লক্ষ্য করা যায়।

১৯৩৮ সালে পাইওনিয়ার সল্ট কোম্পানী প্রেফারেন্স শেয়ারের শতকরা ৬৷০ আনা হারে ও সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ শেয়ারের উপর প্রদেয় লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৩৷০ আনা করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে কোম্পানী যেরূপ উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে উহাদের পক্ষে ভবিষ্যতে আরও অধিক পরিমাণে লভ্যাংশ দেওয়ার সুবিধা হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

এই কোম্পানীর পরিচালকগণের উদ্যোগশীল কার্য্যতৎপরতা সকল দিক দিয়াই জয়যুক্ত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

ন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—৮নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের নূতন উন্নতিশীল বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে ন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অন্যতম। ১৯৩৩ সালের প্রথমভাগে একটি প্রভিডেণ্ড বীমা কোম্পানী হিসাবে এই কোম্পানীটি গঠিত হয়। তৎপর ক্রমিক প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে এই কোম্পানী ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাস হইতে উচ্চতর জীবনবীমার কাজ আরম্ভ করে। তৎপর ক্রমে ক্রমে সকল দিক দিয়াই এই কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হইতে থাকে। গত ১৯৩৮ সালে এই কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৫৮৪ টাকা। ১৯৩৯ সালে তাহা হয় ৩ লক্ষ ৫ হাজার ৮৭৪ টাকা। ১৯৪০ সালে তাহা ৪ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণও ক্রমেই ভালরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯৩৮ সালে কোম্পানী ১২ লক্ষ ৮৯ হাজার ২৫০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করেন। ১৯৩৯ সালে তাহা ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা হয় এবং ১৯৪০ সালে উহা ১৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মিঃ এস, আর, রাহা ম্যানেজিং ডিরেক্টাররূপে এই কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় কোম্পানীর কার্য্য ভালরূপ সম্প্রসারিত হইয়াছে, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—বোম্বাই

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের রিপোর্টে এই কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এ বৎসরে কোম্পানী ২ হাজার ৫২৩টি প্রস্তাবে ৩৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৬২৩ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। এই বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৮ লক্ষ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৭২ হাজার টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা আয় হয়। ব্যয়ের দিকে এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ও পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৮৫ হাজার ৩১৭ টাকার দাবী হয়। কমিশন বাবদ কোম্পানীর ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। অন্যান্য খরচ-পত্র বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে নিয়োগ করা হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই কোম্পানীর তহবিল নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত আছে। আমরা এই সুপরিচালিত উন্নতিশীল বীমা কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

গৌহাটী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—গৌহাটী

এই ব্যাঙ্কটি গত ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে সকল দিক দিয়াই এই ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাইতেছে। এই ব্যাঙ্কটির গত ১৯৩৯ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৩৮ সালে যে স্থলে ঐ ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, আলোচ্য বৎসরের শেষে সে স্থলে তাহা বাড়িয়া ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯১ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে কোম্পানীর বিক্রীত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে তাহা ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯০০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালের শেষে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণ ৮ হাজার ৬০০ টাকা ও উহাতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ছিল।

১৯৩৯ সালে ব্যাঙ্কটির নিট লাভের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৩২৫ টাকার মত বাড়িয়া মোট ৩ হাজার ৪৮৯ টাকা দাঁড়ায়। উহার সহিত পূর্ব্বেকার জের যোগ করিয়া মোট ৭ হাজার ৬৩৩ টাকা হয়। ঐ টাকা হইতে আলোচ্য বৎসরের হিসাবে অংশীদারদিগকে শতকরা ৭ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কটির সর্ব্বথা উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

মিঃ কে, পি, বড়ুয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে এই ব্যাঙ্কটির পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার গুণে আমরা ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কটির আরও উন্নতি দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করি।

ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট কোং লিঃ

১০২এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্যালকাটা সেফ্ ডিপজিট কোম্পানী স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে কলিকাতার সেফ্ ডিপজিট ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন হইয়াছে। মেসার্স অমৃতলাল ওঝা এণ্ড কোং লিঃ-র পরিচালনাধীনে এই কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই কোম্পানী ১০২এ ক্লাইভ ষ্ট্রীটে চৌমাথার উপর ব্যবসাবহুল স্থানে একটী পাঁচতলা ইমারত প্রস্তুত করিয়া ধনসম্পদ্ নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য উহার নিম্নদেশে একটী দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে দেওয়াল এবং উহার ছাত ও ভিত্তি এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, চোর ও ডাকাতের পক্ষে শত চেষ্টা সত্ত্বেও উহাতে প্রবেশ করা অসম্ভব। প্রকোষ্ঠের প্রবেশ-দ্বারটি ভারী ইস্পাত দ্বারা নির্ম্মিত এবং উহার ওজন প্রায় আড়াইশত মণ। এই প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে দেওয়ালের ভিতর গাঁথিয়া বহু সংখ্যক ইস্পাত-নির্ম্মিত সিন্ধুক স্থাপিত হইয়াছে। এই সব সিন্ধুকের তালাও এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, বিশেষ ধরণের চাবি ছাড়া উহা কাহারও পক্ষে খোলা সম্ভবপর নহে। সাধারণের গচ্ছিত ধনসম্পদ্ নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য এই প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণে সর্ব্বপ্রকার সতর্কতাই অবলম্বন করা হইয়াছে। জনসাধারণ এবং ছোটখাট ব্যাঙ্ক ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নামমাত্র ফি দিয়া এই প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ লৌহসিন্ধুকে নিজেদের মূল্যবান্ ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখিতে পারেন ও প্রয়োজনমত উঠাইয়া আনিতে পারিবেন। জনসাধারণ এবং ছোটখাট ব্যাঙ্ক ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা সেফ্ ডিপজিট কোম্পানীর প্রদত্ত এই সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবেন বলিয়াই আশা করি।

ন্যাশনেল সিটী ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস—১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ন্যাশনেল সিটি ইন্সিওরেন্স লিমিটেড ভারতের এক তরুণ উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানী গত ১৯৪০ সালের ১৭ই

আগষ্ট কাজ আরম্ভ করে। সেই সময় হইতে গত ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে কোম্পানীর রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, উপরোক্ত সাড়ে চারি মাসে কোম্পানী ১০ লক্ষ ২০ হাজার টাকার বীমার জন্য ৫৬৮টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ৪৫৩টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ৮ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য একটা প্রতিকূল অবস্থার সূচনা হওয়ায় দেশের অনেক পুরাতন বীমা কোম্পানীকে নূতন কাজ সংগ্রহে অত্যধিক বেগ পাইতে হইতেছে। এই অবস্থায় ন্যাশনাল সিটি ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের ন্যায় একটি সম্পূর্ণ নূতন কোম্পানী যে কার্য্য সুরু করিবার সাড়ে চারি মাস মধ্যেই ৮ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র বাহির করিয়াছে, ইহা এই কোম্পানীর উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের পক্ষে খুবই প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই।

এই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে আর একটি বিশেষ কৃতিত্বের কথা এই যে, তাঁহারা কার্য্য পরিচালনা বাবদ যথাসম্ভব কম পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া কোম্পানীর প্রথম সাড়ে চারি মাসের আয় হইতেই একটি উল্লেখযোগ্য জীবন বীমা তহবিল গঠন করিয়াছেন। প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকেই প্রথম বৎসরে বেশী রকম ব্যয়বাহুল্য করিয়া কাজ সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু ন্যাশনাল সিটি ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের ব্যয়ের হার দাঁড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৫০ ভাগেরও কম। ইহা এদেশের বীমা ব্যবসায়ের ইতিহাসে একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই।

এই কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। নূতন বীমা আইনে বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী সিকিউরিটি ও সরকার অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করিবার বিধান রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট বর্ত্তমানে কোম্পানী যে সরকারী সিকিউরিটি আমানত রাখিয়াছে তাহা মোট সম্পত্তির শতকরা ৬৭ ভাগ এবং কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পাঁচগুণ। উহাতে এই কোম্পানীর নিরাপত্তাই ও নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালালের উদ্যোগে ন্যাশনাল সিটি ইন্সিওরেন্স লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার সুনির্দ্দেশে পরিচালিত হইয়াই বর্ত্তমান কোম্পানীটি এরূপ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা সে জন্য মিঃ দালালকে অভিনন্দিত করিতেছি।

বেঙ্গল কটন কালটীভেশন এণ্ড মিলস লিঃ

হেড অফিস—১৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গালা দেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতেযে সূক্ষ্ম আঁশ বিশিষ্ট তূলা ব্যবহৃত হয় তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। প্রধানতঃ তূলার ব্যাপারে বাঙ্গালার এই পর-নির্ভরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্য লইয়াই ১৯৪০ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে উপরোক্ত কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কম বেশী ১১০০ শত বিঘা জমি বন্দোবস্ত লওয়া হইয়াছে। কোম্পানী কার্য্য প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জমির সংলগ্ন আরও প্রচুর জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই জমি তূলা চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী। এই জমিতে এ বৎসরেই উৎকৃষ্ট তূলার চাষের জন্য অনেক জমি আবাদ হইয়াছে এবং আবাদের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।

কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন চ্যাটার্জ্জি সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত তূলা চাষে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সুতরাং কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হুগলী ব্যাঙ্ক বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উন্নতিশীল বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে অন্যতম। হাওড়া, শালিখা, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া ও শ্রীরামপুরে শাখা আফিস স্থাপন করিয়া অল্প কালের মধ্যে এই ব্যাঙ্কটি ভালরূপ কার্য্য প্রসারে সমর্থ হইয়াছে এবং প্রকৃত সুনাম অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছে।

গত ১৯৩৩ সালে ব্যাঙ্কটির কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩ লক্ষ টাকা—১৯৩৮ সালের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। ১৯৩৯ সালের শেষে উহা প্রায় ৩২ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। বর্ত্তমানে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটী ব্যাঙ্কের উহা অপেক্ষা দ্রুত উন্নতির আশা করা করা যাইতে পারে না।

কিন্তু ব্যাঙ্কটীর নিরাপদ দাদননীতি ও নগদ টাকার স্বচ্ছলতা আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত পত্র হইতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ একদিকে উহার আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ নগদ ও সহজেই নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিয়াছেন সেইরূপ অন্যদিকে উহা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও লাভজনক অবস্থায় দাদন করা হইয়াছে।

এই ব্যাঙ্কটীর মিতব্যয়িতা আর একটী উল্লেখযোগ্য বিষয়। উহার ব্যয়ের হার কেবল যে কম তাহা নহে, উহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

গত ১৯৩৯ সালে এই ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ শতকরা ৯৲ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।

মোটের উপর হুগলী ব্যাঙ্ক যে একটী সম্পূর্ণ নিরাপদ ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও ভারতবর্ষের যে কোন সুদৃঢ় ব্যাঙ্কের সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কটীর এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছেন উহার পরিচালক মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি, এম, এল এ। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। তাঁহার পরিচালনায় এই ব্যাঙ্কটী কয়েক বৎসরে মধ্যে একটী আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর চূড়ান্তরূপ সাফল্য ঘোষণা করিবে, উহাই আমরা আশা করিতেছি

কেমিক্যাল এসোসিয়েশন (কলিকাতা) লিঃ

হেড অফিস—৫৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইলে বড় বড় শিল্প কারখানার সঙ্গে ছোট ও মাঝারি যাবতীয় সম্ভবপর শিল্প গড়িয়া তোলার দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি নিয়োজিত হওয়া উচিৎ। সে হিসাবে কয়েকজন উদ্যোগী ব্যক্তি মিলিয়া ছোট অত্যাবশ্যক জিনিষ প্রস্তুতের জন্য যে কেমিক্যাল এসোসিয়েশন লিমিটেড গঠন করিয়াছেন তাহা আমরা খুব সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করি। এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ হীতেন নন্দী শান্তিনিকেতনের একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। মিঃ নন্দীর যে সুযোগ সুবিধা ছিল তাহাতে তিনি অনায়াসে চাকুরীতে ঢুকিতে পারিতেন। কিন্তু সে দিকে না গিয়া দেশীয় শিল্প প্রসারের দিকে মন দেন। ১৯২২ সালে 'কাজল

কালি' নামক ফাউন্টেনপেনের কালি ও লিখিবার কালি তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করেন। আজ কাজল কালি নিজ গুণে ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত ও সমাদৃত। কয়েক বৎসর যাবৎ মিঃ নন্দী তাঁহার কারখানায় বিভিন্ন রংয়ের জুতার কালি, 'অলক্তিকা' নামক তরল আলতা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারোপযোগী জিনিষসমূহও প্রস্তুত করিতেছেন। মিঃ নন্দী তথা কেমিক্যাল এসোসিয়েশনের কর্ম্মপ্রচেষ্টা এইভাবে আরও সুপ্রসারিত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—বোম্বাই

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল এসিওরেন্স কোম্পানী বর্ত্তমান সময়ে ভারতের বীমা ব্যবসায়ে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। গত ১৯৩২ সালের পর হইতে সকল দিক দিয়া এই কোম্পানীটির দ্রুত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। গত ১৯৩৯ সালে এই কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা।

১৯৩২ সালের পঞ্চবার্ষিকী ভেলুয়েশনে কোম্পানীর ৭ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের পঞ্চবার্ষিকী ভেলুয়েশনে উদ্বৃত্ত হয় ১৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। ইহা হইতে বীমাকারীদিগকে আজীবন বীমায় প্রতি হাজারে ২০৲ টাকা এবং মেয়াদি বীমায় প্রতি হাজারে ১৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার প্রতিষেধকরূপে এবং কোম্পনীর নিয়মানুযায়ী লক্ষাধিক টাকা কোম্পানীর তহবিলে পৃথকভাবে মজুত রাখা হইয়াছে। উহাতে এই কোম্পানীটির বিশেষ নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। এই কোম্পানীটিকে সমুন্নত আদর্শে পরিচালিত করিয়া কর্ম্মকর্ত্তাগণ উহার যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব বিশেষ ভাবে প্রশংসার যোগ্য।

মিলান এণ্ড কোম্পানী

হেড অফিস—১৪ ডি, এল রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও ঐ সব দ্রব্যের পরিবেশক হিসাবে মিলান এণ্ড কোম্পানী সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। মিঃ অনাথ নাথ রায় ও মিঃ চিত্তরঞ্জন চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠানটির অংশীদার। মিঃ রায় একজন প্রতিভাবান উদ্যোগী যুবক। তিনি প্রথমে পাবনা শিল্প সঞ্জীবনীতে একজন সাধারণ কর্ম্মী হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। সেখানে ভালরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি নিজে সামান্য মূলধন নিয়া বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। মিঃ রায়ের কর্ম্মকুশলতার গুণে ঐ প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে উন্নতি করিয়া আজ একটি সুপরিচিত বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রহিয়াছে এবং তাহাদের মারফতে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকারবার ভালরূপ সম্প্রসারিত হইতেছে। মিঃ রায়ের পরিচালনাধীনে মিলান এণ্ড কোম্পানী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে ইহাই আমাদের ধারণা।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—আখাউড়া

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী উহার উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচায়ক। যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থার সূচনা হওয়ায় দেশে অনেক ব্যাঙ্কের কাজ কারবার সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু এই অবস্থায়ও ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড আলোচ্য বৎসরে তাহাদের ব্যবসা প্রসারিত করিয়া উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৩ই এপ্রিল ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯০ হাজার ২০০ টাকা ও মজুদ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩৮ হাজার ৬০০ টাকা। ঐ তারিখে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ মোট ১৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪০০ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। নানা দিক দিয়া তহবিল ইত্যাদি ভালরূপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার ব্যাঙ্কটির কার্য্যকরী মূলধন ১০ লক্ষ টাকার উপর বাড়িয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। আলোচ্য ব্যাঙ্কের তহবিল যে ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত সম্পত্তির মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ অংশ নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। কাজেই এই ব্যাঙ্কটিকে সকল দিক দিয়াই নির্ভরযোগ্য বলা চলে।

পূর্ব্ব বৎসরে ব্যাঙ্কের মোট আয় হইয়াছিল ৮২ হাজার ৫৫০ টাকা। আলোচ্য বৎসরে আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া ১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে ১২ হাজার ২ শত ৯৫৲ টাকা। ঐ নিট লাভ হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে শতকরা ১৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে ডিব্রুগড়, কুমিল্লা, মঙ্গলদই ও আজমীরগঞ্জে ব্যাঙ্কের চারিটি নূতন শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। নূতন ও পুরাতন আফিসমূহের ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা বর্ত্তমানে দ্রুত প্রসারিত হইতেছে। এই ব্যাঙ্কের অগ্রগতির মূলে উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্যের কর্ম্মকুশলতাই নিহিত রহিয়াছে। আমরা সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—শ্রীহট্ট

আমরা সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের গত ১৯৪০ সালের ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। উক্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস শ্রীহট্টে অবস্থিত এবং বাঙ্গলা ও আসামে ১৪টি শাখা অফিসে উহার কার্য্য চলিতেছে। আলোচ্য বর্ষে সকল দিক দিয়াই ব্যাঙ্কটীর উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই এক বৎসরে উহার কার্যকরী মূলধন ২০ লক্ষ টাকা হইতে ২৭ লক্ষ টাকায়, উহাতে আমানতের পরিমাণ ১৬ লক্ষ ৭২ হাজার হইতে ২০ লক্ষ ৭২ হাজার টাকায়, বিক্রিত ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ও ১ লক্ষ ২ হাজার টাকা হইতে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ও ১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকায় এবং আয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা হইতে ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেও মফঃস্বলের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের এই প্রকার উন্নতি উহার পরিচালকদের পক্ষে কৃতিত্বের কথা।

ব্যাঙ্কের ব্যালান্সসীটে দেখা যায় যে, উহার তহবিলের মধ্যে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা নগদ অবস্থায় এবং ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা গিল্ট এবং সিকিউরিটিতে ন্যস্ত আছে। ব্যাঙ্কে আমানতী ২০ লক্ষ

৭২ হাজার টাকার মধ্যে ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকাই স্থায়ী আমানতে ন্যস্ত আছে এবং বাকী টাকা চলতি আমানত ও সেভিংস আমানত হিসাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহার পর্য্যাপ্ত পরিমাণ টাকা নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিয়াছেন বলা চলে।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের আয় হইতে উহার সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া ১১,৪১৩ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত ১২৯ টাকা লইয়া যে ১১ হাজার ৫৪২ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে মজুদ তহবিলে ২৫০০ টাকা, অনাদায়ী পাওনায় ক্ষতিপূরণ তহবিলে ১০০০ টাকা, বাড়ী নির্ম্মাণ তহবিলে ৫০০ টাকা ও আয়কর বাবদ ১৫০০ টাকা রাখা হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে আয়কর বর্জ্জিতভাবে শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং ৪২ টাকা চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক দিন দিন যে প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে উহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর আরও দ্রুত উন্নতি কামনা করিতেছি।

ন্যাশন্যাল সিকিউরিটী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২নং ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা

ন্যাশন্যাল সিকিউরিটী ব্যাঙ্ক লিমিটেড ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে কার্য্য সুরু করে। তাহার পর ১৯৪০ সালের মধ্যে ন্যাশন্যাল সিকিউরিটী ব্যাঙ্ক যেভাবে উন্নতি করিয়াছে তাহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। ১৯৩৯ সাল অপেক্ষা ১৯৪০ সালে ব্যাঙ্কের রিজার্ভ শতকরা ৭০০ গুণ, প্রদত্ত মূলধন শতকরা ৩৫০ গুণ, কার্য্যকরী মূলধন শতকরা ১৫০ গুণ, জমার পরিমাণ শতকরা ৫০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট জমার শতকরা ৪৭'৫ ভাগেরও বেশী নগদ টাকা, সোনা ও কোম্পানীর কাগজে মজুত আছে। ইহা কর্তৃপক্ষের সাবধানতা অবলম্বনের পরিচায়ক। এই অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কটীর প্রদত্ত মূলধন ৫,২২,১৮০ হওয়ায় ইহা সিডিউল্ড হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার কার্য্যকরী মূলধন ৮,৪৫,৩৪৯৶১১॥ পাই। আমরা আশা করি এই প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে। রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় এম, বি, ই, শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জ্জি, এ্যাডভোকেট প্রভৃতি স্বনামখ্যাত ব্যক্তিগণ এই ব্যাঙ্কের পরিচালক। এই ব্যাঙ্কটির ভবিষ্যৎ যে বিশেষ উজ্জ্বল তাহা স্পষ্টতরই বুঝা যায়।

ইষ্টার্ণ ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ইষ্টার্ণ ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪০ সালের কার্য্য-বিবরণী দৃষ্টে এই বৎসরে কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্ব বৎসর ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৪ হাজার ৭০ টাকা। আলোচ্য বৎসরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫ লক্ষ ১৪ হাজার ২৯০ টাকা দাঁড়ায়। আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িয়া ৫ লক্ষ ১২ হাজার ৭৩২ টাকা হয়। মোট কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ লক্ষ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের মোট ৩০ হাজার ৬৪৫ টাকা লাভ হয়। উহার মধ্যে ২৭৭ টাকা ক্ষয়পূরণ বাবদ নিয়োগ করা হয়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন দিকে অর্থ নিয়োগ করিয়া যে ৮ হাজার ৯৬০ টাকা নিট লাভ দাঁড়ায় তাহা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হয়।

বাঙ্গলার অনেক বাণিজ্য কেন্দ্রে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিসসমূহ স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাদের মারফতে ব্যাঙ্কটীর কার্য্যধারা সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতেছে। আমরা এই ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

অন্ধ্র ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—মসলিপট্টম

গত ১৯২৫ সালে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে সকল দিক দিয়াই এই কোম্পানীটির দ্রুত অগ্রগতি লক্ষিত হইতেছে। প্রথম বৎসরে কোম্পানী ৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করে। চতুর্থ বৎসরে উহার নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯ লক্ষ টাকা। ১৯৩৯ সালে তাহা ৩৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ঐ বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ ছিল দেড় কোটি টাকার উপর।

সুপরিচিত এ্যাকচুয়ারী মিঃ ম্যারাথে অন্ধ্র ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরের ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। খুব কড়াকড়িভাবে ভেলুয়েশন করিয়াও কোম্পানীর ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৪১৯ টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়ায়। ঐ উদ্বৃত্ত হইতে পলিসি গ্রাহক-দিগকে প্রতি হাজার টাকার বীমার উপর ১৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। অভিজ্ঞ পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতায় এই কোম্পানীটির কার্য্য নিপুণভাবে সম্পাদিত হইতেছে।

ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন লিঃ

হেড অফিস—হাজারীবাগ

গত ১৮৮২ সালে হাজারীবাগে মাত্র ১৫০ টাকা মূলধন নিয়া এই ব্যাঙ্কটির কার্য্য আরম্ভ হয়। উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় ক্রমে জনসাধারণের আস্থা লাভ করিয়া উহা আজ একটি বড় উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। রাঁচি, পুরুলিয়া, গিরিধি, ধানবাদ ও ডাল্টনগঞ্জে উহার শাখা অফিসসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল শাখা আফিসের মারফতে ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা দ্রুত সম্প্রসারিত হইতেছে। রেজেষ্ট্রীকৃত হওয়ার তৃতীয় বৎসর হইতে এই ব্যাঙ্ক অংশীদারদিগকে ভালরূপ লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছি। ১৯৩৯ সালে কোম্পানীর ২২ হাজার ৩৩৭ টাকা লাভ হইয়াছিল। উহা হইতে আলোচ্য বৎসরের হিসাবে অংশীদারদিগকে শতকরা ১২॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৯ এ, ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ বাঙ্গলার অন্যতম উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান। গত ১৯৩৬ সালের জুন মাসে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ৬ হাজার ৬৫৫ টাকা ও কার্য্যকরী মূলধন ছিল ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৬৯ হাজার ৫৩৬ টাকা ও ৭ লক্ষ ৯২ হাজার ৮৮২ টাকা দাঁড়ায়। চলতি ১৯৪১ সালের গত ৩১শে মার্চ্চ ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৪১ টাকা ও কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫১৭ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিঃ দেবীদাস রায় ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে ও মিঃ এস কে নিয়োগী সেক্রেটারী রূপে এই ব্যাঙ্কের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। আমরা এই ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে 'শিলং ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড' নামে স্থাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড' রাখা হইয়াছে। এই কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন ২৫ হাজার টাকা হইতে ৫৪ হাজার ৫৭৭ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা হইতে ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়াইয়াছে ৩৬ হাজার ৪৭৮ টাকা। উহা হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র করিয়া ব্যাঙ্কের ৬ হাজার ৬৪৭ টাকা নিট লাভ থাকে। ঐ টাকা হইতে কোম্পানী মূল অংশীদারদিগকে শতকরা ১২॥০ আনা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নোয়াখালি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১০, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গত ১৯২৯ সালে এই ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে কার্য্য পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতার গুণে উহার দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কটি এ প্রদেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম। ইতিমধ্যে বড়বাজার (কলিকাতা), দক্ষিণ কলিকাতা, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, দৌলতগঞ্জ, চৌমুহনী, সোনাপুর, ফেণী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পাটনা, বেনারস, আরা (বিহার), রাঁচী ও ভৈরববাজারে উহার শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ সকল শাখা অফিসের মারফতে সর্ব্বত্র কার্য্যধারা প্রসারিত হইয়া ব্যাঙ্কটির সমূহ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে।

মিঃ সতীশচন্দ্র পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার উদ্যোগশীল কার্য্যতৎপরতায় ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

১২নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে দেশাত্মবোধের প্রেরণা লইয়া বাঙ্গলা দেশে যে কয়টি বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী তাহাদের অন্যতম। স্বদেশ প্রাণ স্বর্গীয় ডাঃ শশিভূষণ মিত্র ১৯০৮ সালে এই কোম্পানীটী প্রতিষ্ঠিত করেন। মিঃ এস বি মিত্র ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে উহার কার্য্যভার গ্রহণ করার পর হইতে "ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল" কোম্পানী নানা দিক দিয়া সমূহ অগ্রগতি লাভ করিতে থাকে। বর্ত্তমানে বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, পাটনা, লাক্ষ্ণৌ, ঢাকা, জামসেদপুর প্রভৃতি স্থানে এই কোম্পানীর শাখা ও সাব্ অফিস্ রহিয়াছে।

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল গত ৩৩ বৎসর যাবৎ সুনামের সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহাদের দাবী মিটাইবার সুনামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাযুদ্ধের দরুণ দেশের আর্থিক অবস্থার যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছে তৎসত্বেও এই কোম্পানীর ব্যবসায়ে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় নাই। সুদক্ষ পরিচালনার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে। আমরা ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইনসিওরেন্সের আরও উন্নতি কামনা করি।

ডি এন বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

৩৬।১-এ, সরকার লেন, কলিকাতা

১৯০৫ সনের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের স্বদেশী মন্ত্র বাঙ্গলার যুবপ্রাণকে এক নূতন প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল। স্বাধীনতার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা চারিদিকে অনুভূত হইয়াছিল। জাতীয়তা বুদ্ধির উন্মেষের সহিত দেশের সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্য ও সামাজিক উন্নতি একত্রেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই সময় হইতে বহু বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ উজ্জল করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ডি এন বসু হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় ১৯০৫ সনে অতি সামান্য মূলধনে উক্ত ফ্যাক্টরীর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। কে জানিত এই সামান্য এবং নগণ্য চারাগাছটী একটী মহীরুহে পরিণত হইবে! বসু মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতা গুণে বর্ত্তমানে ইহা বাঙ্গলার সুবৃহৎ ফ্যাক্টরীগুলির শীর্ষস্থানীয়। বসু মহাশয়ের কৃতকার্য্যতার একটী কারণ এই যে, তিনি প্রথম হইতেই উৎকৃষ্ট গেঞ্জী বাজারে বাহির করিয়াছিলেন এবং এতাবৎকাল উৎকৃষ্ট জিনিযই সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। "শঙ্খ ও পদ্ম" মার্কা গেঞ্জী ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত। আমরা ফ্যাক্টরীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

জে বি ম্যাঙ্গারাম এণ্ড কোং

হেড অফিস—সুক্কুর (সিন্ধু)

সম্প্রতি কলিকাতায় পি ২৪নং মিশন রো এক্সটেনশনস্থ 'ইম্পিরিয়াল হাউসে' সুক্কুরের সুপরিচিত বিস্কুট ব্যবসায়ী মেসার্স জে বি ম্যাঙ্গারাম এণ্ড কোম্পানীর একটি শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। লর্ড সিংহ এই শাখা অফিসটির উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শেঠ বালচাদের পক্ষে শ্রীযুক্ত কিশণচাঁদ এই অনুষ্ঠানে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানের উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন, ১৯০৮

সালে সিন্ধু প্রদেশের সুক্কুরে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। প্রথমে বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য একটি কল বসান হয় এবং ২০ জন লোক লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হয়। তাহার পর এই কোম্পানীর কার্য্যধারা ক্রমেই প্রসারিত হইতে থাকে। ১৯৩১ সালে কয়েকটি নূতন কল বসান হয়। ইহার সঙ্গে নূতন বিস্কুটের কারখানা খোলা হয় এবং এক বৎসর পরে তামা, পিতল ও এলুমিনিয়ামের বাসন প্রস্তুত করিবার কল স্থাপন করা হয়। সুষ্ঠু পরিচালনায় উৎকৃষ্ট মাল প্রস্তুত হওয়ায় চাহিদা বাড়িয়া যাইতে লাগিল এবং কারখানারও ক্রমিক বিস্তার সাধন করিতে হইল। এখন আমাদের কারখানা বাটী তিন হাজার বর্গ গজ স্থানের উপর অবস্থিত। উহা সুক্কুর হইতে দুই মাইল দূরে উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত। কারখানায় হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করিয়া ময়দা মাখা হইতে খাবার প্যাক পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত আধুনিকতম কল বসান হইয়াছে। আমাদের প্রস্তুত বিস্কুট প্রভৃতি সুস্বাদু, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর। সমস্তই সুন্দরভাবে প্যাক করিয়া বিক্রয় করা হয়। এই বিস্কুট সকলেরই রুচিকর এবং কোন প্রকার আবহাওয়ার মধ্যেই উহা নষ্ট হয় না। জে বি এনার্জি ফুড বিস্কুট শিশু ও রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গ্লুকোজ, মধু, দুগ্ধচূর্ণ, টাটকা দুধ ও মাখন প্রভৃতি জিনিষ সহযোগে বিস্কুট প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যাদির উৎকর্ষতার জন্য কোম্পানী বিভিন্ন ভারতীয় প্রদর্শনীতে ৫০টি পদক ও প্রশংসাপত্র পাইয়াছে। দিল্লী, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং প্রায় প্রত্যেক সামন্ত রাজ্যে কোম্পানীর গদী আছে। কোম্পানী তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র মাদ্রাজ, সিংহল ও পূর্ব্ব আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছে। বোম্বাইয়ের মেয়র মিঃ মথুরাদাস ত্রিকমজী সম্প্রতি কোম্পানীর বোম্বাই শাখার উদ্বোধন করিয়াছেন। কলিকাতায় আমাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদির যে চাহিদা দেখা গিয়াছে, তাহাতে উৎসাহিত হইয়াই আমরা কলিকাতায় কোম্পানীর একটি শাখা আফিস খুলিলাম। ক্রমে এই প্রদেশবাসীদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া কলিকাতায় একটা নূতন কারখানা স্থাপিত হইলে, তাহাতে বহু সংখ্যক বাঙ্গালী যুবকের কর্ম্মসংস্থানের সুবিধা হইবে। উপরোক্ত বক্তৃতা হইতে কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য ও কৃতকার্য্যতা প্রমাণিত হয়। সম্প্রতি উহারা লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে একটি শাখা অফিস খুলিয়াছে।

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—সাতারা

২৬ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলায় ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়। বোম্বাইয়ের একটী মফঃস্বল সহরে এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইলেও আজ উহা সমগ্র ভারতে একটী প্রতিষ্ঠাপন্ন বীমা কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে।

১৯৩৯ সালের হিসাবে এই কোম্পানী ৬ হাজার ৬৩টি পলিসিতে মোট ৭৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৭২ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। গত ১৯২৯ সাল হইতে এই কোম্পানী আজীবন বীমায় বার্ষিক ২৫ টাকা এবং মিয়াদী বীমায় বার্ষিক ২০ টাকা হারে বোনাস দিয়াছেন। বীমাকারীদের স্বার্থের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া এই কোম্পানী পরিচালিত হওয়ায় উহা দেশের একটা বিশেষ নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছে। 'ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া'র কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি উহার রজত-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেন্টস্ মেসার্স দাশ রায় এণ্ড কোম্পানীর চেষ্টায় এতদঞ্চলে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া আজ বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা ২১নং ওল্ড কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীটে উক্ত চীফ এজেন্সী অফিস অবস্থিত আছে। উক্ত চীফ এজেন্সীর প্রধান অংশীদার মিঃ এস্, সি, দাশ এ বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

রুনু ফিশারিস্ লিমিটেড

অফিস—৬, অপূর্ব্ব মিত্র রোড, কালীঘাট, কলিকাতা

এই বাঙ্গলা দেশে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর এক কোটী টাকার মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি আমদানী হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, আসামের পূর্ব্ব ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর কয়েক লক্ষ মণ মৎস্য বাঙ্গলার বাজারে চালান দেওয়া হয়। ব্রহ্মদেশ হইতেও এ-দেশে প্রতি বৎসর প্রচুর শুক্‌নো মাছ আমদানী হয়। এই আমদানীর তুলনায় বাঙ্গলা হইতে রপ্তানির পরিমাণ অনেক কম। প্রাকৃতিক সম্পদের এতখানি সৌভাগ্য সত্ত্বেও বাঙ্গলার মৎস্য-ব্যবসায়ের এই দুরবস্থা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

আশার কথা এই যে, ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এই দিকে নিবদ্ধ হইতেছে। বাঙ্গলার মৎস্য-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রুনু ফিশারিস্ লিমিটেড অন্যতম। ইহার ডিরেক্টরস্ বোর্ডের মধ্যে মিঃ এইচ্, এন, বসু, মিঃ জে, গুহ ঠাকুরতা, মিঃ সি, এ, এম, এস্, এ্যানিস্, মিঃ এন, কে, ঘোষ, মিঃ জি, এন, ঘোষ এবং এ, সি, সরকার রহিয়াছেন। ইঁহাদের পরিকল্পনায় ও সুপরিচালনায় রুনু ফিশারিস্ লিমিটেডের উন্নতি সম্বন্ধে আমরা খুবই আশা পোষণ করিতেছি।

রুনু ফিশারিস্ লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা এবং আদায়ী মূলধন ১০ হাজার ৯৯৯ টাকা। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয় হইতেছে।

মিত্র মুখার্জ্জী এণ্ড কোং

৩৫নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড—কলিকাতা

সমুন্নত শ্রেণীর জুয়েলারী ফার্ম্ম হিসাবে মিত্র মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর নাম আজ সুপরিচিত। গত ১৮৮৪ সালে এই ফার্ম্মটি স্থাপিত হয়। সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া বিশ্বস্ততার সহিত লোকের বিচিত্র রুচি অনুযায়ী স্বর্ণালঙ্কার ও জড়োয়া গহনা সরবরাহ করিয়া এই কোম্পানী যথেষ্ট সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারপত্র এতই সুরুচিসম্মত ও ভেজালহীন এবং ক্রেতা-দের নিকট হইতে উহারা এত কম পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমানে স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় বা প্রস্তুতকালে অনেকেই একান্ত ভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।

মিত্র মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী কেবল একটা জুয়েলারী ফার্ম্ম নহে—এই ব্যবসায়ের সঙ্গে উহারা ব্যাঙ্কের ব্যবসাও পরিচালনা করিতেছেন। বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যাঙ্কসমূহ আমানতী টাকার উপর যে হারে সুদ দিয়া থাকেন, মিত্র মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর প্রদত্ত সুদের হার তাহা অপেক্ষা কম। উহারা পাকা সোনা ক্রয় বিক্রয় এবং সাধারণের মূল্যবান ধনসম্পত্তি নিরাপদে সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা ও পরিচালনা করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান কোম্পানীর ম্যানেজিং পার্টনার শ্রীযুত পার্ব্বতীশঙ্কর মিত্র এই কোম্পানী পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার অমায়িকতা ও ভদ্র

ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করে। সততাই তাঁহার ব্যবসায়ের মূল আদর্শ। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পরিচালনাধীনে মিত্র মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী যে উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মিত্র আয়রণ এণ্ড মাইনিং কোং লিঃ

হেড অফিস—২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

আড়াই লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া মিত্র আয়রণ এণ্ড মাইনিং কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। উক্ত অনুমোদিত মূলধন ১০৲ মূল্যের ২০ হাজার সাধারণ শেয়ারে এবং ১০০৲ মূল্যের প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত। কোম্পানীর ডিরেক্টারগণের মধ্যে বহু অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। আমরা আশা করি, কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ এন মিত্রের সুযোগ্য পরিচালনায় বাঙ্গালীর অর্থে ও স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত মিত্র আয়রণ এণ্ড মাইনিং অচিরেই একটি বিশিষ্ট লৌহ শিল্প প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইবে।

সুবর্ণরেখা নদীর পূর্ব্বতীরে কোম্পানীর কারখানা নির্ম্মিত হইতেছে। সর্ব্ববিষয়ে টাটা কোম্পানীর আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করাই ডিরেক্টারগণের বর্ত্তমান লক্ষ্য। আমরা ইহাদের উন্নতি কামনা করি।

ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—নূতন দিল্লী

১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই কোম্পানীর পুরাতন পরিচালক বোর্ড পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন পরিচালক বোর্ড গঠিত হওয়ার পর হইতে ফেডারেল ইণ্ডিয়ার দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই কোম্পানীর তিন বৎসরের যে ভ্যালুয়েশন হয়, তাহাতে কোম্পানীর ৬৭৮৸৶০ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। প্রথম ভ্যালুয়েশনে সুদের হার শতকরা ৫ টাকা ধরা হইয়াছিল এবং ভবিষ্যৎ খরচের হার শতকরা ১৫ টাকা ধরা হইয়াছিল। আলোচ্য ভ্যালুয়েশনে সুদের হার শতকরা ৪ টাকা ও খরচের হার শতকরা ২০ টাকা ধরা হইয়াছে। কাজেই পূর্ব্বাপেক্ষা এই ভ্যালুয়েশনে আরও কড়াকড়ি করা হইয়াছে। তাহাতেও উক্ত আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে এ্যাকচুয়ারী মিঃ কে, বালসুব্রহ্মণ্যম বি, কম; এ, আই, এ যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তাহার কতকাংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম। "ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রিমিয়ামের হার খুব অল্প থাকাতেও এবং এবারের ভ্যালুয়েশনের হার পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ কড়াকড়িভাবে ধরাতেও এইরূপ সুফল পাওয়া গিয়াছে।…যদি এইভাবে খরচের হার কম রাখিয়া কোম্পানী উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তবে সত্বরই উহা বীমাকারীদিগকে লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হইবে।" ইহা আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আদায়ী সুদের হার কোম্পানীর হিসাব অনুযায়ী ভ্যালুয়েশন কালের মধ্যে কখনও শতকরা ১০ টাকার কম হয় নাই। অর্থাৎ এখানেও কতক লুক্কায়িত রিজার্ভ আছে। বর্ত্তমান পরিচালকবর্গ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এই কোম্পানিটী উত্তরোত্তর উন্নতি দেখাইতে পারিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

এই কোম্পানীর সহিত বারোটী কোম্পানী সম্মিলিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা বহু প্রদেশের বহু বীমাকারীর স্বার্থ রক্ষা হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলস্ লিঃ

অফিস—১২০নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, দর্ম্মাহাটা, কলিকাতা

গত ১৯৩৪ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। হাওড়ার মৌরীগ্রামে এই কোম্পানীর মিল অবস্থিত। মৌরীগ্রামের ধনশালী কুণ্ডু পরিবারের শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র কুণ্ডু চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় এই কলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকাতে মূলধনের জন্য এই কলটিকে বিব্রত হইতে হয় নাই। এই পর্য্যন্ত উহার পরিচালকবর্গ অনেক টাকা উহাতে নিয়োগ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা উহাতে আরও মূলধন বিনিয়োগের আশা রাখেন। এই কোম্পানীর উৎপন্ন টেকসই ও সুন্দর বিষ্ণুমার্কা কাপড় ইতিমধ্যে দেশে সমাদৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই কোম্পানী যে অধিকতর উন্নতি লাভ করিবে এবং এই কোম্পানীর বস্ত্রাদি আরও জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

লয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—চাঁদপুর

প্রবীণ জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ব্যাঙ্কটি পরিচালিত হইতেছে। ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ ও পুরাণবাজারে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপিত রহিয়াছে। ২৯নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্ কলিকাতায়ও ঐ ব্যাঙ্কের একটি শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন শাখা অফিসের মারফতে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিংয়ের কার্য্য করা হইতেছে। এই ব্যাঙ্কটি সাধারণের নিকট হইতে ক্রমেই যেরূপ বেশী পরিমাণ সহযোগিতা পাইতেছে, তাহাতে উহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়।

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড আফিস—চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত এই সুপরিচালিত ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৩৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্কটির আদায়ীকৃত মূলধন ৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছিল। মজুদ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭০০ টাকা। উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কে সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মোট আমানতের পরিমাণ ১৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫০২ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। এই বিবরণ দৃষ্টে মফঃস্বলের এই ব্যাঙ্কটি যে সর্ব্বসাধারণের নিকট কিরূপ জনপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বুঝা যায়। চট্টগ্রাম ব্যতীত কলিকাতা, ঢাকা, রেঙ্গুন, আকিয়াব, কক্স-বাজার, মৌলমেন, সেণ্ডওয়ে, চকপিউ প্রভৃতি স্থানে ঐ ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল শাখা আফিসের মারফতে ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত হইতেছে।

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত লইয়া আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট লাভ দাঁড়ায় ১৩ হাজার ২০৬ টাকা। এই লাভ হইতে অংশীদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। ২ হাজার ৫৪০ টাকা ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। আমরা এই ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড আফিস—দিনাজপুর

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে এই ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হয়। কলিকাতায় উহার একটি শাখা আফিস

প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশেষ তৎপরতার সহিত কার্য্য চালাইবার ফলে ব্যাঙ্কটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৩০শে জুন তারিখ দিনাজপুর ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮২০ টাকা ও মজুদ তহবিল ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ছিল। ঐ তারিখে ব্যাঙ্কে সাধারণের জমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৭ হাজার টাকা।

আলোচ্য বৎসরে দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৪ হাজার ৫৪৬ টাকা, চা বাগিচার উৎপন্ন চা বিক্রয় করিয়া ৬৭ হাজার টাকা ও অন্যান্য দফার আয় লইয়া ব্যাঙ্কের মোট আয় দাঁড়ায় ৭৮ হাজার ২৯২ টাকা। উহা হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়ায় ১৮ হাজার ৮৯৮ টাকা হয়। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত যোগ করিয়া ৩৮ হাজার ৩২৫ টাকা হয়। উহা হইতে ১৪ হাজার ৬৬৪ টাকা নিয়োগ করিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। বাকী ১৫ হাজার ৫৫৭ টাকা পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে। রায় সাহেব যতীন্দ্রমোহন সেন ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার গুণে ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

জি এস্ এম্পোরিয়াম লিঃ

হেড আফিস—৪৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা

প্রকৃত কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিতে পারিলে বাঙ্গালী যুবকদের পক্ষেও যে বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা কঠিন নহে, বর্ত্তমান জি এস্ এম্পোরিয়াম লিমিটেড তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আট বৎসর পূর্ব্বে অসহযোগ আন্দোলনের যুগে তিনজন বাঙ্গালী যুবক—শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রেমনীহার নন্দী ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মজুমদার কুচবিহারের মত ছোট সহরে মাত্র ৪৫ টাকার মূলধন লইয়া স্বদেশী জিনিষ বিক্রয় ও প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি ছোট দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ উহাকে জি এস্ এম্পোরিয়াম নাম দিয়া যৌথ কোম্পানী হিসাবে রেজেষ্ট্রী করেন। ১৯৪০ সালে জলপাইগুড়ি সহরে এই কোম্পানীর একটি শাখা আফিস স্থাপন করিয়া চা বাগানসমূহে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। গত বৎসর এই কোম্পানীর কার্য্যকরী মূলধন ছিল মাত্র ৩৫ হাজার টাকা। এবৎসর কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া একলক্ষ টাকার মত দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ

১০২।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেশে নূতন নূতন বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৈদ্যুতিক কলকব্জা ব্যবহারের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুখের বিষয় যে, এই ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য ইতিমধ্যেই দেশে বৈদ্যুতিক কলকব্জা প্রস্তুতের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে দি এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত ১৯৩২ সালের শেষভাগে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় অভিজ্ঞ কতিপয় বাঙ্গালী যুবকের চেষ্টায় লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে এই কোম্পানীটী স্থাপিত হয়।

আজ এই কোম্পানীর প্রস্তুত 'ইকো' মার্কা বৈদ্যুতিক পাখার নাম প্রতি গৃহে উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলেই এখন উহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর মারফতে বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহস্রাধিক শিক্ষিত বেকার ব্যক্তির অন্নসংস্থানের উপায় হইতেছে, তাহা একটা কম কথা নয়। বর্ত্তমানে দেশের ভিতর শিল্প প্রসারের জন্য যে প্রকার একটা আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর ন্যায় একটি কোম্পানী যে ক্রমেই দেশের অধিকতর সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান ক্লক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ

আফিস—৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; কারখানা—জামসেদপুর

ঘড়ি নির্ম্মাণ ও উহার ব্যবসায়সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্য্য বহুকাল যাবৎ বিদেশীয়গণেরই একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। সুখের বিষয়, সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবসায়িগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষিত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি, ইণ্ডিয়ান ক্লক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেডের জামসেদপুরস্থ কারখানাই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম ঘড়ির কারখানা। বড় ঘড়ি, ছোট ঘড়ি, সময়জ্ঞাপক ঘড়ি প্রভৃতি নানাবিধ ঘড়ি ছাড়াও উক্ত কারখানায় গ্রামোফোন যন্ত্র ও উহার আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম তৈরীর উদ্দেশ্যে উহা স্থাপিত হইতেছে। প্রকাশ, পকেট ঘড়ির তৈরী করারও পরীক্ষা চলিতেছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই এই বিষয়ে কোম্পানীর সাফল্যের কথা আমরা জানিতে পারিব। এই নূতন কোম্পানীটির অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। আমরা এই নবজাত প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি কামনা করিতেছি।

সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড আফিস—৩, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই ব্যাঙ্কটি গত ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বগুড়া, কুমিল্লা ও শ্যামগ্রামে ইহার শাখা আফিসসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে শীঘ্রই এই ব্যাঙ্কের আরও নূতন শাখা আফিস প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। মিঃ এইচ্ এম্ ঘোষ গত ১৯৪০ সালের ৫ই ডিসেম্বর হইতে ঐ ব্যাঙ্কের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

সুরমা ভেলী ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস

হেড অফিস—চট্টগ্রাম

সুরমা ভেলী ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ চট্টগামের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান। যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা প্রস্তুত এবং ইঞ্জিনীয়ারিং এর বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিয়া এই প্রতিষ্ঠান যন্ত্রশিল্প সংগঠনের দিক দিয়া সাহায্য করিতেছে। আসামের বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় চা বাগিচা, ও মিল ও অন্যান্য কলকারখানার কাজ এই প্রতিষ্ঠান করিয়া থাকে। চা বাগিচা প্রভৃতিতে প্রতিনিয়ত যে ছোটখাট কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, এই প্রতিষ্ঠান তাহা সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা মিঃ সুখময় সেনগুপ্ত একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়াররূপে সুপরিচিত। ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার কার্য্যে তাঁহার বহুদিনের কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তাঁহার উদ্যোগশীল কার্য্যতৎপরতায় সুরমা ভেলী ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হউক।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স

হেড আফিস—৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গত ১৯৩১ সালে এই প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীটি কাজ আরম্ভ করে। ১৯৩৬ সালে কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগ খোলা হয়। জীবন বীমা বিভাগ খোলার পর গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই কোম্পানী মোট ১০ লক্ষ ৩১ হাজার ৬৮০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। বীমাপত্র প্রদান বিষয়ে বিবেচনা-সম্মত কার্য্যনীতি অনুসরণ করাই এই কোম্পানীর লক্ষ্য। সে জন্য কোম্পানীর প্রদত্ত পলিসির মধ্যে বাতিল বীমার পরিমাণ খুবই কম। গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫ হাজার ৭৭৬ টাকা। এই কোম্পানীর পরিচালকবর্গ যেরূপ কর্ম্মকুশলতার সহিত কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন, তাহাতে এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে খুবই আশা পোষণ করা যায়।

দাশনগর কটন্ মিলস্ লিঃ

দাশনগর—হাওড়া

বাঙ্গলা দেশে এ পর্য্যন্ত উপযুক্ত সংখ্যায় কাপড়ের মিল গড়িয়া উঠে নাই। যে সমস্ত মিল স্থাপিত হইয়াছে, নানা কারণে তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতাও কম। ফলে বাঙ্গলা দেশে ব্যবহার্য্য মিল বস্ত্রের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগের জন্যই বাঙ্গলার লোককে অন্য প্রদেশ ও বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। এই মারাত্মক গলদ দূর করিয়া বস্ত্রের দিক দিয়া দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইলে এ প্রদেশে উন্নত ধরণের কাপড়ের কল গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। সেই হিসাবে ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী, ভারত জুট মিল কোম্পানী ও দাশ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের উদ্যোগে দাশনগর কটন মিলস্ লিমিটেড নামে একটী কোম্পানী গঠিত হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। উহা ১০ টাকা মূল্যের ২ লক্ষ ৫০ হাজার সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। বর্ত্তমানে সমস্ত শেয়ারই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে এবং বিক্রয় হইতেছে। মিঃ আলামোহন দাশ, মিঃ মহেন্দ্রলাল কুণ্ডু, মিঃ চন্দ্রলাল মল্লিক, মিঃ নরসিংহ পাল ও মিঃ শিশিরকুমার দাসকে লইয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে। মেসার্স দাশ ব্রাদার্স এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ আলামোহন দাশ এই ফার্ম্মের স্বত্বাধিকারী।

যেরূপ উদ্যোগ ও উৎসাহ লইয়া বর্ত্তমান কোম্পানীটি গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং যেরূপ কৃতী ব্যবসায়ীদের উপর বর্ত্তমান কোম্পানীর পরিচালনাভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় অন্যান্য কাপড়ের কলের ন্যায় বঙ্গশ্রী কটন মিলকেও নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইতেছে। উহা সত্ত্বেও এই মিলটীর এই বৎসরের কাজ এত সন্তোষজনক হইয়াছে যে, তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এ পর্য্যন্ত এই কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন দাঁড়াইয়াছে ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

গত ১৯৩৯ সালে এই মিলে ১২॥ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এই বৎসরের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত মিলের কর্ত্তৃপক্ষ ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় বিক্রয় করিয়াছেন। ইহা হইতে বঙ্গশ্রীর কাপড় যে বাজারে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। যুদ্ধের জন্য মিলের প্রয়োজনীয় নানা প্রকার দ্রব্য বেশী মূল্যে ক্রয় করিয়াও মিল কর্ত্তৃপক্ষ এই বৎসর ১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা নীট লাভ করিয়াছেন। প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারগণের প্রাপ্য বকেয়া ও হাল হিসাবে দুই বৎসরের প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া এই বৎসর প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৮৲ ও অর্ডিনারি শেয়ারের উপর ৫৲ লভ্যাংশ দিয়াও ১৯৪০ সালের লাভের হিসাবে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ টাকা জের টানিয়া অংশীদারগণ যাহাতে নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ পাইতে পারেন তাহার পথ সুগম করিয়াছেন। এই মিলের কর্ম্মবীর মিঃ দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী, অতি বাল্যকাল হইতেই ব্যবসায়ে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এখন এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ব্যবসার জন্য যে প্রকার পরিশ্রম করেন, তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। মিঃ চৌধুরী ১৯৪১ সালের জন্য বেঙ্গল মিল ওনারস্ এসোসিয়েশনের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার সুপরিচালনায় বঙ্গশ্রী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করুক, ইহাই আমরা কামনা করি।

ছোটনাগপুর প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড আফিস—রাঁচি

এই প্রভিডেণ্ট কোম্পানীটিই বিহার প্রদেশে বাঙ্গালী পরিচালিত একমাত্র বীমা প্রতিষ্ঠান। এদেশে স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভিতর বীমার প্রসার সাধনের যে সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে, উপযুক্ত ধরণের প্রভিডেণ্ট কোম্পানীসমূহ সে সুযোগ কাজে লাগাইয়া লাভজনক ব্যবসা দাঁড় করিতে পারেন। ছোটনাগপুর প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীটি যেরূপ বিচক্ষণ লোকদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে এই কোম্পানীর ভালরূপ উন্নতি আমরা খুবই আশা করিতে পারি। ৮।২ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় এই কোম্পানীর বেঙ্গল এজেন্সী আফিস অবস্থিত।

মেডিকেল রিসার্চ্চ লেবরেটরী

হেড আফিস ও কারখানা—পি ২৩, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, কলিকাতা

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর নাম সকলেই জানেন। বাঙ্গলার ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব আজ সর্ব্বজনস্বীকৃত। অধ্যক্ষ মথুরবাবুর মেডিকেল রিসার্চ্চ লেবরেটরীর 'ব্লাড ভিটা' রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ করিবার এক আদর্শ টনিক। ভারত গভর্ণমেণ্ট ও বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের গবেষণাগারে বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা রাসায়নিক পরীক্ষার পর ইহা সকল প্রকার রক্তদুষ্টির মহৌষধ বলিয়া চিকিৎসক মহলে স্বীকৃত হইয়াছে।

মনুষ্য শরীরের প্রধানতম উপাদানই হইল রক্ত। সেই রক্ত বিশুদ্ধ রাখিতে যকৃৎই প্রধান যন্ত্র। ব্লাড্ ভিটার ন্যায় যকৃৎ সংশোধক তথা রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ যতই প্রস্তুত হইবে ততই দেশের স্বাস্থ্যের দিক হইতে মঙ্গলের কথা।

ইহা ছাড়া কোষ্ঠ-বদ্ধতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, চর্ম্মরোগ, উপদংশ, স্ত্রীলোকের শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধির ঔষধ এই ব্লাড্ ভিটা।

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড আফিস—১০২।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসারের সহিত দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—এক কথায় দেশের আর্থিক উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাঙ্গলার সুপরিচালিত ছোট ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে রাজস্থান ব্যাঙ্ক অন্যতম। এই ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে রহিয়াছেন শেরাইকেলা, পাটনা খয়রাগড় ও আটমল্লিক দেশীয় রাজ্যের নৃপতি এবং আরও বিশিষ্ট ধনী ও ব্যবসায়ী। আশা করা যায় ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ডিরেক্টরগণের সুদক্ষ পরিচালনায় এই নূতন ব্যাঙ্কটি অচিরেই জনসাধারণের আস্থাভাজন হইয়া উহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া লইতে পারিবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও উহার ব্যবহারের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। বড় বড় সহরই এতকাল বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সুযোগ ও সুফল ভোগ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বহু মফঃস্বল সহরেও আজকাল বিদ্যুতের সাহায্যে কল কারখানা প্রভৃতি সুপরিচালিত হইতেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও উহার আশেপাশের বহু ছোটখাট কারখানা বিদ্যুতের অভাবে এতকাল বহু অসুবিধা সহ্য করিয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী এখন হইতে উহাদের সাহায্যে আসিবে। অধিকন্তু এই ছোট মফঃস্বল সহরটীর অধিবাসীদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়—বর্ত্তমানে এখানে ৩০ হাজার নরনারী বাস করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মিউনিসিপালিটি রাস্তাঘাট আলোকিত করিবার জন্য উক্ত কোম্পানীর বিদ্যুৎ ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প করিয়া সময়োচিত কার্য্যই করিয়াছেন।

উক্ত কোম্পানী ১ লক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধন লইয়া স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু, মিঃ এন গুহ এবং মিঃ বি এন বসুর সুপরিচালনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড অচিরেই জনসাধারণের আস্থা ও আর্থিক সাহায্য লাভ করিবে, আমরা এই আশা পোষণ করি।

জুবিলী মার্কা সরিষার তৈল

কারখানা—৪২।২ নন্দন বাগান, কলিকাতা

সরিষার তেলের প্রয়োজন বাঙ্গলা দেশের মত আর কোন প্রদেশের নহে। তেলের ব্যবসায়ে বাঙ্গালী পশ্চাদপদও ছিল না। বাঙ্গলার তেলেই বাঙ্গালীর প্রয়োজন মিটিয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে কানপুরের তৈল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী এই ক্ষেত্রে হঠিয়া যাইতেছে। কানপুরের তেলে বাঙ্গলার বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে।

এই প্রাদেশিক স্বার্থের কথা ছাড়াও আর একটি চিন্তার বিষয় হইতেছে খাঁটি তৈলের অভাব। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে উপযুক্ত পরিমাণ চর্ব্বি-জাতীয় খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। অথচ ঘৃত, মাখন, প্রভৃতি কয়জন লোকেই বা খাইতে পায়? এরূপ ক্ষেত্রে খাঁটি তেলও যদি না জুটে তাহা হইলে শরীরের তাপবর্দ্ধক ও চর্ব্বি উৎপাদক এই একান্ত উপাদানটির অভাবে বাঙ্গালীর ভবিষ্যত খুব আশাপ্রদ নহে।

এই দ্বিবিধ সমস্যার সম্মুখে জুবিলী মার্কা সরিষার তৈলের ন্যায় একাধারে খাঁটি ও বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রস্তুত তৈল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যতই বাড়ে বাঙ্গলা দেশের পক্ষে ততই আশার কথা। জুবিলী মার্কা সরিষার তৈল সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিলে আমরা সুখী হইব।

আরবান প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

৩।১ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

১৯৩৪ সালে আরবান প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স সোসাইটী স্থাপিত হয় এবং উক্ত কোম্পানী এতাবৎকাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ও প্রভিডেণ্ট বীমা ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। নূতন বীমা আইনানুযায়ী কোম্পানী ১৯৩৯ সালে ৫ হাজার টাকা জামিন দিতে সক্ষম হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের পর একজন বিশিষ্ট একচুয়ারী কর্ত্তৃক বিভিন্ন ধরণের নূতন স্কীম প্রস্তুত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের সদস্যগণ সকলেই সম্মানার্হ। কোম্পানীর বিশেষত্ব এই যে, "প্রভিডেণ্ট" এবং 'ইমিডিয়েট' রিস্ক—দুই হিসাবেই বীমাপত্র প্রদান করা হইয়া থাকে। এই কোম্পানীর পরিচালনাকার্য্য অনেকটা জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের অনুরূপ হইয়া থাকে।

স্বল্প আয়বিশিষ্ট জনসাধারণের পক্ষে প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীসমূহের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আরবান প্রভিডেণ্ট দেশের এই প্রয়োজন মিটাইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিস্কুট কোং লিঃ

আফিস—৪৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

যে-যে বিষয়ে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অগ্রগামী, বিস্কুট ব্যবসায় তন্মধ্যে একটি। বিস্কুট ব্যবসায়ের পক্ষে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ একটি সুবর্ণ সুযোগ। কেননা ভারত সরকার এদেশে বিস্কুটের আমদানী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, অথচ এদেশের বিস্কুটের চাহিদা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিস্কুট কোম্পানীর পরিচালকগণ নানা ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই কোম্পানী ১ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া স্থাপিত হইয়াছে। শতকরা ৭॥০ টাকা লভ্যাংশ প্রদানকারী প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু করা হইয়াছে। তাঁহাদের পরিচালনায় এই কোম্পানীটি অচিরেই সাফল্যলাভ করিবে, আমরা এই কামনা করি।

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা

বাঙ্গলার নব প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক অন্যতম। এই ব্যাঙ্কটী স্থাপিত হওয়ার পর হইতে সকল দিক দিয়া উহার উল্লেখযোগ্য কর্ম্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। স্থায়ী ও চলতি আমানতের ক্রমবর্দ্ধমান তহবিল উহার জনপ্রিয়তার নিদর্শন। দক্ষিণ কলিকাতা, আঠারবাড়ী, নারিন্দা, গোপালপুর, জামালপুর এবং ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াইতে এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। আঠারবাড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানরূপে ও মিঃ জি চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজাররূপে এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্যোগশীল কার্য্যতৎপরতায় ভবিষ্যতে উহা ভালরূপ অগ্রগতি দেখাইতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

৯৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পচিশ বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন উদ্যোগী ব্যবসায়ী ও কর্ম্মীর চেষ্টায় সামান্য ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এই ব্যাঙ্কটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে এবং জনসাধারণের আস্থা অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছে। সম্প্রতি এই ব্যাঙ্কটির কলিকাতায় একটি শাখা আফিস খুলিবার পর হইতে সকল দিক দিয়াই ইহার অগ্রগতি দেখা যাইতেছে। হেড অফিস ব্যতীত ঢাকা চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, চৌমোহানী ও বালীগঞ্জে ইহার অপরাপর শাখা আফিস রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার গুহ ম্যানেজিং ডিরেক্টাররূপে এই ব্যাঙ্কটির পরিচালনা করিতেছেন। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

সাউথ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস—চট্টগ্রাম

বাঙ্গালী পরিচালিত নূতন উন্নতিশীল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সাউথ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড অন্যতম। গত ১৯৩৮ সালের ১লা মার্চ্চ এই ব্যাঙ্কের কার্য্য সুরু হয়। তদবধি ব্যাঙ্কটি চারিদিকে শাখা আফিস স্থাপন করিয়া উহার কার্য্যধারা সম্প্রসারিত করিয়াছে। কলিকাতা, ঢাকা, চকবাজার (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, বেসিন, আকিয়াব, রেঙ্গুন, ফটিকছড়ি, সাতকানিয়া, পাহাড়তলী (এ বি, আর), লামাবাজার প্রভৃতি স্থানে এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে।

অতি সামান্য মূলধন নিয়া এই ব্যাঙ্কটির কার্য্য সুরু হইয়াছিল। আমরা অবগত হইলাম ব্যাঙ্কটির ক্রমোন্নতির সঙ্গে বর্ত্তমানে উহার কার্য্যকরী মূলধন দাঁড়াইয়াছে প্রায় আট লক্ষ টাকা। এই ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ব্যাঙ্কটিকে শীঘ্রই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত করিবার আশা রাখেন। এই ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান সাফল্যের মূলে এই ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী সেনগুপ্তের কর্ম্মনৈপুণ্য ও ব্যবসা বুদ্ধিই নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার ও অন্য কর্ম্মকর্ত্তাদের সুপরিচালনার গুণে ব্যাঙ্কটি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক ইহাই আমাদের কামনা।

এস সি মিত্র এণ্ড কোং

হেড অফিস ৩০৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এস সি মিত্র এণ্ড কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ার্স বিল্ডার্স, প্লাম্বার্স ও জেনারেল কণ্ট্রাক্টার্স হিসাবে দেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। উহারা রেলওয়ে কোম্পানী, মিউনিসিপালিটি, পাব্লিক ওয়াকর্স্ ডিপার্টমেন্ট হইতে কণ্ট্রাক্ট পাইয়া থাকেন। বড়লাট ভবনে ও গভর্ণর ভবনেও উহারা কণ্ট্রাক্ট অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকেন। আমরা এই সুপরিচালিত ফার্ম্মটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

চট্টল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোং লিঃ

হেড অফিস—চট্টগ্রাম

চট্টল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোং লিমিটেড চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য চাউলের কল, তৈলের কল, প্রভৃতি পরিচালনা করা। কোম্পানীর চীফ ম্যানেজার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সি, কে ভট্টাচার্য্য উদ্যোগশীল কর্ম্মতৎপরতার সহিত এই প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

সুবারবন্ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১০২।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুবারবন্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই উহার উল্লেখযোগ্য কর্ম্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইতিমধ্যেই নানা স্থানে উহার শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে।

মিঃ বি সি দাশ এম-এ বি-এল এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মিঃ এস রায় ইহার সেক্রেটারী এবং মিঃ ডি সি দাশ ডিরেক্টর। আমরা আশা করি উহাদের সুযোগ্য পরিচালনায় সুবারবন্ ব্যাঙ্ক জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া অচিরেই ইহার কার্য্যক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইবে। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ইতিমধ্যেই এই ব্যাঙ্কটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার ও প্রতিযোগিতার যুগে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—চট্টগ্রাম

অরণ্য ও পল্লী ভৈষজ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ে ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে। ঢাকা, কলিকাতা, রেঙ্গুণ, আকিয়াব, মণ্ড, রাঙ্গামাটী ও কক্সবাজারে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে এবং বাংলার বহু মফঃস্বল সহরে ও পল্লী অঞ্চলে উহার এজেন্সী অফিস খোলা হইয়াছে। উহাদের মারফতে সর্ব্বপ্রকার ভৈষজ্য-দ্রব্য ও অপরাপর কাঁচামাল সরবরাহ করা হইতেছে। এই ব্যবসায়ের সহিত দেশের বহুশত লোকের আর্থিক সম্পর্ক স্থাপিত আছে এবং বহুলোক এই ব্যবসার দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বেঙ্গল ট্যানারী লিমিটেড

হেড অফিস—চট্টগ্রাম

মুক্ত রাজবন্দী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ কানুনগোর প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামে "বেঙ্গল ট্যানারী লিঃ" নামক একটি যৌথ কোম্পানী একলক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধন লইয়া গঠিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মশিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এই কোম্পানীর প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য। চর্ম্মদ্রব্য ও তৈয়ারী চামড়ার ব্যবসার পক্ষে চট্টগ্রামের অভাবনীয় সুযোগ সুবিধা আছে। আসাম ও ব্রহ্মদেশ ইহার নিকটবর্ত্তী বলিয়া ব্যবসা হিসাবে ইহার ভবিষ্যত উন্নতি অপরিসীম, তাহা ছাড়াও বিদেশের বাণিজ্য কেন্দ্রের সহিত আমদানী রপ্তানির দিক দিয়া সর্ব্বপ্রকার সুযোগ বর্ত্তমান আছে। মোটের উপর কাঁচা মালের প্রাচুর্য্য, তৈয়ারী মালের চাহিদা, শ্রম-লাঘব ক্রয় প্রভৃতি হইতে "ট্যানিং" এবং তৎসংলগ্ন শিল্পের এইরূপ কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ চট্টগ্রামে খুবই সমীচীন হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই বৃহৎ ব্যবসা ক্ষেত্রে এই তরুণ বাঙ্গালী কর্ম্মীর নূতনতম জাতীয় প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে দেশবাসী যথাসাধ্য সহানুভূতি ও সহযোগিতা করিবেন। এই কোম্পানীর ডাইরেক্টরবর্গের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক 'পাঞ্চজন্য' সম্পাদক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাস, চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাপন্ন জমিদার ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত সুখদাপ্রসাদ নাগ প্রভৃতি ব্যবসাকুশল ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আছেন। আমরা বেঙ্গল ট্যানারী লিঃ এর সর্ব্বাঙ্গীন-সাফল্য কামনা করি।

প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—চট্টগ্রাম

একটি নূতন উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক হিসাবে প্রেসেডেন্সি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ব্যাঙ্কটিকে আর্থিক সংস্থানের দিক দিয়া আদর্শ ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ পাল এম, এ, বি, এল, চীফ্-ম্যানেজার ও শ্রীযুক্ত অমিয় চরণ পাল মহোদয় জয়েন্টম্যানেজার হিসাবে সচেষ্ট হন। তাঁহারা ব্যাঙ্কের অংশীদার ও ডিপোজিটারগণের স্বার্থের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন এবং ব্যাঙ্কটি যাহাতে ভবিষ্যতে শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়তা করিতে পারে, সেইরূপ ভাবে ইহাকে গড়িয়া তুলিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন। এই ব্যাঙ্কের পেছনে চট্টগ্রাম, আকিয়াব ও ব্রহ্মদেশের বহু অর্থবান, প্রতিপত্তিশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। চট্টগামের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জমিদার ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন পাল এম, এ, মহোদয় বোর্ড অব্ ডাইরেক্টারের চেয়ারম্যান। আমরা এই ব্যাঙ্কের সাফল্য কামনা করি।

আল্‌ফা প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—৯৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

নূতন বীমা আইন অনুসারে সংগঠিত এই প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীটি অভিজ্ঞ বীমাকর্ম্মিগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ দেশীয় লোকের যা আয় তাহাতে অধিকাংশেরই বড় বড় কোম্পানীতে বীমা করা সম্ভব হইয়া উঠে না, অথচ তাহাদেরই বীমা করা সব চেয়ে বেশী দরকার, কেননা বীমা হইতে স্বল্প আয়বিশিষ্ট লোকের টাকা সঞ্চয়ের একমাত্র পন্থা। এই কোম্পানীটি বীমাকর্ম্মিগণ দ্বারা পরিচালিত এবং বীমাকর্ম্মিমণ্ডলে সুপরিচিত শ্রীযুত নীরোদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ইহার কর্ণধার। আমরা ইহার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনাকরি।

ন্যাশনাল এলায়েন্স প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—১০২।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উক্ত কোম্পানী নূতন আইনানুযায়ী গভর্ণমেন্ট সিকিউরীটি জমা দিয়া রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাইয়াছে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ প্রমথচন্দ্র সরকার একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। ইহার সুপরিচালনাধীনে সুশৃঙ্খলভাবে কোম্পানীর কাজ অতিদ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আমরা এ প্রতিষ্ঠানটীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

ওয়ার্কার্স প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস—পি ১৪নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলাদেশে যে কয়েকটি প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী সাফল্যের সহিত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইন্সিওরেন্সের কাজ করিতেছে, ওয়ার্কার্স ইন্সিওরেন্স লিমিটেড তাহাদের অন্যতম। এই কোম্পানীর চাকুরী-বীমা ও বিবাহ-বীমা প্রভৃতি বিভিন্ন বীমা স্কীম-সমূহ অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণের ভিতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। ম্যানেজিং এজেন্টস্ এ রায় এণ্ড কোম্পানীর কর্ম্ম-কুশলতায় কোম্পানীটি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

গৃহলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—চট্টগ্রাম

একটি সুপরিচালিত আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানরূপে চট্টগ্রামের গৃহলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। মিঃ সি, কে, ভট্টাচার্য্য ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত করেন। উহার পরিচালক বোর্ডে খ্যাতনামা, ব্যবসায়ী জমিদার ও অন্যান্য প্রতিপত্তি-শালী লোক রহিয়াছেন। ব্যাঙ্কটি অল্পকালের মধ্যেই দ্রুত উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং সুপরিচালনা ও নিরাপদ দাদন-নীতির জন্য সাধারণের আস্থা লাভ করিতে পারিয়াছে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ সি, কে, ভট্টাচার্য্য চট্টগ্রামের ব্যবসাক্ষেত্রে সুপরিচিত। আমরা ব্যাঙ্কটির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—ঢাকা

এলায়েড্ ব্যাঙ্ক লিঃ একটী অপেক্ষাকৃত নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে এই ব্যাঙ্কটী ঢাকা সহরে উহার কার্য্যারম্ভ করিয়াছে। অত্যল্পকালের মধ্যেই এই ব্যাঙ্কটী যেরূপ সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটকালে এই ব্যাঙ্কটীর কার্য্যধারা যেরূপ সতর্কতার সহিত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে অনতিকালের মধ্যেই এই ব্যাঙ্কটী বিশেষভাবে সাধারণের আস্থা ও সাফল্য অর্জ্জনে সমর্থ হইবে।

এলায়েড্ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমরা যে এরূপ উচ্চ আশা পোষণ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, এই ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ খামখেয়ালীভাবে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের ন্যায় একটী জটিল ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইঁহারা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে হাতেকলমে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া এবং ব্যাঙ্কের উত্থান পতনের কারণগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়াই এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে সকলে উহার পরিচালকগণের চরিত্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব প্রতিপত্তির উপর নির্ভর করে। সে হিসাবে বিবেচনা করিলে এই ব্যাঙ্কটীর উন্নতির যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারগণ সকলেই বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও অর্থবান্ ব্যক্তি। উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ,বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ শিল্প বাণিজ্যে বহুদিনের কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। যে সততা, অধ্যবসায় এবং ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিলে একটী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের পথে নেওয়া যায় ইঁহাদের তাহার কোনটীরই অভাব নাই। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, ইতিমধ্যেই ইঁহাদের চেষ্টায় ব্যাঙ্কের অর্দ্ধ লক্ষাধিক টাকা কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহ হইয়াছে। ঢাকা সহর ব্যতীত ময়মনসিংহে ব্যাঙ্কের একটী শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বথা সাফল্য কামনা করি।

মাগনীরাম ব্যাঙ্গর এণ্ড কোং এবং ডাঃ চারুচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি

আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত বিল্ডিং সোসাইটীর ব্যবসা সুপরিকল্পিত ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু কলিকাতার ন্যায় একটী জনবহুল সহরে মধ্যবিত্তের গৃহসমস্যা ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এই অবস্থায় ডাঃ চারুচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি এবং মাগনীরাম বাঙ্গর এণ্ড কোং এরূপ একটী ব্যয়বহুল ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এরূপ একটী মূলধন সাপেক্ষ ব্যবসায়ে তাঁহারা যে সর্ব্বাংশে যোগ্য ব্যক্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইঁহাদের কলিকাতার সর্ব্বত্র এবং লেক অঞ্চল, চারু এভেনিউ, টালিগঞ্জ, সাহাপুর, বেহালা, দমদম, বেলুর, কোন্নগর ইত্যাদি স্থানে সহস্র সহস্র টুকরা জমি বিক্রয়ার্থ আছে।

এই উপলক্ষ্যে উক্ত কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার ডাঃ চারুচন্দ্র চ্যাটার্জ্জির জীবনকথা স্বতঃই মনে পড়ে। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই তিনি নূতন নূতন কলকারখানা ও বহুবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিবার কাজে আজীবন অগ্রণী হইয়া আসিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গৃহসমস্যা সমাধানের কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাহারই ফলে কলিকাতার ও সহরতলীর বহুস্থানে নূতন নূতন বসতি স্থাপন হইয়াছে ও হইতেছে। আমরা তাঁহার ন্যায় একজন কর্ম্মবীরের তথা উক্ত কোম্পানীর সাফল্য কামনা করি।

ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস—৩।১ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর মূলধনে ও বাঙ্গালীর চেষ্টায় গত ৬।৭ বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে কলিকাতা ৩।১ ম্যাঙ্গো লেনস্থ ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিমিটেড একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। প্রথমে এই কোম্পানীটি একটি প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী হিসাবে স্থাপিত হইয়াছিল। এই কোম্পানীর পরিচালক মিঃ কে সি ব্যানার্জ্জির কর্ম্মকুশলতা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায়ের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই এই কোম্পানীটি একটি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, সম্প্রতি পি ৩৮, মিশন রো এক্সটেন্সানে কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে গত ২৯শে এপ্রিল ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে ভাগ্যলক্ষ্মী ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ভাগ্যলক্ষ্মী এই স্বল্পকালের মধ্যে যে কলিকাতায় উহার নিজস্ব ভবন নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইয়াছে উহা তাহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। আমরা এ জন্য কোম্পানীর বর্ত্তমান কর্ণধার মিঃ কে সি ব্যানার্জ্জিকে তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি ও এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

রিয়াল ইণ্ডিয়ান প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস—চাঁদপুর

একটি উন্নতিশীল প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী হিসাবে রিয়াল ইণ্ডিয়ান প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিমিটেড সুপরিচিত। এই কোম্পানী প্রথম ভেলুয়েশনেই উদ্বৃত্ত দেখাইয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

কানাড়া মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—উদিপী (মাদ্রাজ)

দক্ষিণ ভারতে কানাড়া মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোম্পানী অপেক্ষাকৃত একটি তরুণ বীমা প্রতিষ্ঠান। গত ১৯৩২ সালে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হইয়া গত ৫ বৎসর কালের মধ্যে একটি শক্তিশালী বীমা কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। মিতব্যয়িতার সহিত কার্য্যপরিচালনা নিরাপদ ও লাভজনক উপায়ে তহবিল দাদন, কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভ্যালুয়েশন, ইত্যাদি যেদিক দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, কানাড়া মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোম্পানীকে একটি আদর্শ বীমা প্রতিষ্ঠান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডাঃ বি বি ঘোষ পি এইচ-ডি (ইকন, লণ্ডন) এই কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার ও আসামের চীফ এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা ২নং চার্চ্চ লেনে উক্ত চীফ এজেন্সী আফিস অবস্থিত। আমরা এই কোম্পানীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ

অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুপরিচিত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেসার্স এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্স ম্যানেজিং এজেন্সী ও চীফ্ এজেন্সী ফার্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। এই ফার্ম্ম মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ, ডুয়ার্স আসাম ইউনিয়ান টি কোম্পানী লিমিটেড ও রামদুর্লভপুর টি কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস হিসাবে ঐ সকল কোম্পানীগুলি সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিতেছেন। অধিকন্তু উহারা দি লণ্ডন এসিওরেন্স, ক্লাইভ ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেড ও ডোমিনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড নামক কোম্পানীর চীফ্ এজেণ্টস্বরূপে কার্য্য করিতেছেন। এই ফার্ম্মের সুপরিচালনায় ও উদ্যোগশীল কার্য্যতৎপরতায় বিভিন্ন কোম্পানীসমূহের কার্য্য সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং দিন দিন তাহাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাইতেছে। এই প্রকারের কৃতকার্য্যতার জন্য আমরা শ্রীযুক্ত দত্তের কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা করিতেছি।

ন্যাশনেল মডেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

অফিস ও কারখানা—৯৯ সি গড়পাড় রোড, কলিকাতা

বর্ত্তমান সময় দেশে যুবকদের কর্ম্মসংস্থানের সমস্যা বিশেষ জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। অনেকেই বাঙ্গালী যুবকদিগকে অধিক মাত্রায় ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু শিল্প সম্বন্ধে ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে কার্য্যকরী জ্ঞান না থাকায় অনেক যুবকই ঐ বিষয়ে কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারেন না। এই অবস্থায় ন্যাশনেল মডেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিমিটেড নামক একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার উপযুক্ত কারখানা স্থাপন করিয়া যুবকদিগকে শিল্পশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছে বলিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। এই কোম্পানীর কারখানায় বর্ত্তমানে অনেক বেকার যুবক বিভিন্ন প্রকারের শিল্প শিক্ষা করিয়া স্বাধীন জীবিকা অবলম্বনের সুযোগ পাইতেছে। অপরদিকে যুবকদের শ্রমজাত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া কোম্পানীও ভালরূপে লাভ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। আমরা অবগত হইলাম, কোম্পানী শীঘ্রই অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ প্রদান করিবে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

পাবলিক ইউনিয়ন প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—৮৯নং বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পাবলিক ইউনিয়ন প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীটি বাঙ্গলায় উন্নতিশীল প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী সমূহের অন্যতম। নূতন বীমা আইনের প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা সমূহ পালন করিয়া এই কোম্পানীটি যথেষ্ট পরিমাণে সুদৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের কার্য্য-বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী মোট ১১ হাজার ৩০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। এবৎসর প্রিমিয়াম ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হয় ২ হাজার ৬৪০ টাকা, ঐ প্রকার আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচ পত্র নির্ব্বাহ করিয়া কোম্পানী ১৬৬ টাকার একটি বীমা তহবীল গঠন করিয়াছেন। যেরূপ সতর্কতার সহিত ও যেরূপ বিবেচনা সম্মত প্রণালীতে কোম্পানীটি পরিচালনা করা হইতেছে তাহাতে দেশের স্বল্প আয় বিশিষ্ট বীমাকারীদের পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলা যায়।

বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'আর্থিক জগতে'র পাঠকগণের নিকট বোম্বে মিউচুয়ালের নাম সুপরিচিত। ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে বোম্বে মিউচুয়াল সোসাইটী লিঃ অন্যতম বীমা প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানী বীমাকারীদের স্বার্থ ও সুবিধার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। এবং এই কারণেই কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ ঢাকার দাঙ্গায় বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের বীমাকারীগণকে সুবিধা দিবার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা এই জন্য বোম্বে মিউচুয়ালের কর্ম্ম-কর্ত্তাগণকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মেট্রোপলিটন ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ

হেড অফিস—৩৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রয়োজনীয় রাসয়নিক দ্রব্যসামগ্রীর দিক দিয়া ভারতবর্ষ এখনও বিশেষভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। এই পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিবার জন্য এদেশে ছোট বড় সমস্ত শ্রেণীর রসায়ণশিল্প প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কোম্পানী ও কারখানা গড়িয়া তোলা একান্ত আবশ্যক। সেই হিসাবে সম্প্রতি কলিকাতায় মেট্রোপলিটন ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়া যে নানারূপ রাসয়ানিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতে উদ্যোগী হইয়াছে তাহা আমরা সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করি। এই কোম্পানী তাহাদের ৫৬নং ক্রিষ্টোফার রোড, ইটালীস্থ কারখানায় ইতিমধ্যেই ১৮ রকম রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহা যথারীতি বাজারেও উপস্থিত করা হইতেছে। ২।১ মাসের মধ্যে এই কোম্পানী আরও কতিপয় ধরণের দ্রব্যও যে প্রস্তুত করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোম্পানী ও অন্যান্য আরও কতিপয় সুবিখ্যাত ঔষধ বিক্রেতা ফার্ম্ম এই কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে এদেশে যেসব ঔষধের আমদানী অনেকটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কোম্পানী সেই সব শ্রেণীর কতিপয় ধরণের ঔষধ প্রস্তুতেও মনোনিবেশ করিয়াছেন। মেসার্স আর্ণভ এণ্ড কোম্পানী ম্যানেজিং এজেণ্টস্বরূপে এই কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতায় কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ব্রিটেনিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ

১, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রিটেনিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ কর্ত্তৃক প্রস্তুত বিবিধ সুগন্ধ দ্রব্যাদি বাজারে বিশেষরূপে চলতি আছে। শিক্ষিত ও সুযোগ্য বাঙ্গালী কর্ম্মীদের দ্বারা ও বাঙ্গালীর মূলধনে এই কোম্পানীটি দীর্ঘকাল যাবত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র এই কোম্পানীর পরিচালক। তাঁহার চেষ্টায় এই কোম্পানী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৩৯ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় ঐ বৎসরের শেষে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৫৯৯ টাকা। ঐ সময় সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব, চলতি আমানত ও স্থায়ী আমানত প্রভৃতির দফায় সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মোট আমানতের পরিমাণ ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। এ বৎসর নদীয়া জেলার আলমডাঙ্গায় ব্যাঙ্কটীর একটী শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। ঐ শাখা আফিসের ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা বর্ত্তমানে ভালরূপ প্রসারিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ মৈত্র ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ম্যানেজাররূপে কর্ম্মকুশলতার সহিত এই উন্নতশীল ব্যাঙ্কটির পরিচালনা করিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটীর সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

ভারতী বীমা লিঃ

হেড অফিস—বেনারস

বেনারসের ভারতী বীমা কোম্পানী এক উন্নতিশীল নূতন বীমা প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৯ সালের ৩০শে এপ্রিল যে বৎসর শেষ হয় তাহাতে কোম্পানী ৫১৪টি প্রস্তাবে মোট ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৫১ হাজার ৩২৬ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৮৮৯ টাকা ও অন্যান্য প্রকারের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ৫২ হাজার ৩০২ টাকা। কার্য্যপরিচালনা বাবদ কোম্পানী ৩৫ হাজার ৬৯ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য খরচ বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৫৪ টাকা, বৎসরের শেষে তাহা ১০ হাজার ৮৯৫ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আমরা এই কোম্পানীটীর উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইতে দেখিলে সুখী হইব। মেসার্স এস নন্দী এণ্ড কোং এই কোম্পানীর বাঙ্গলার চীফ্ এজেণ্টস। কলিকাতায় ৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীটে চীফ এজেন্সী অফিস অবস্থিত।

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—৪৭নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড বাঙ্গালী পরিচালিত সুবৃহৎ ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম। উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক নহে বটে। কিন্তু উহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে আমানত-কারী ও অংশীদারদের স্বার্থ পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া এইরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেছে যাহাতে উহা এ দেশের কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের তুলনায়ই কম নিরাপদমূলক প্রতিষ্ঠান নহে। গত ১৯৪০ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কটির আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা, মজুদ তহবিলের পরিমাণ ২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ও উহাতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ৯২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

গত ১৯৪০ সালে এই ব্যাঙ্কের মোট নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ হাজার ৪১৩ টাকা। উহা হইতে ৬ হাজার টাকা নিয়োগ করিয়া অংশীদারদিগকে প্রতি শেয়ারে ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভবেশ চন্দ্র সেন সেক্রটারী ও ম্যানেজাররূপে কৃতকার্য্যতার সহিত এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। আমরা এই ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১২।২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

বাঙ্গলার উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পাইওনিয়র ব্যাঙ্ক লিঃ অন্যতম। এই ব্যাঙ্কটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কটির কলিকাতার ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক এসোসিয়েসনের অন্যতম সাব্-মেম্বর। হেড আফিস ব্যতীত বর্ত্তমানে বাঙ্গলা, আসাম ও বিহারে এই ব্যাঙ্কের ১৪টি শাখা রহিয়াছে। আমরা যতদূর অবগত আছি, এই ব্যাঙ্কের বিক্রীত মূলধনের পরিমাণ ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ১১৷৷০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি ছিল এবং উহাতে সাধারণের আমানতি টাকার পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকার উপরে ছিল। বর্ত্তমানে এই দুই দফায়ই ব্যাঙ্কের যে আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার স্বনামধন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত এই ব্যাঙ্কটির কর্ণধার। তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে এই ব্যাঙ্কটির দ্রুত উন্নতি হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহার উন্নতি আরও দ্রুততর হইবে ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

নিপ্পন ট্রেড এজেন্সী

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে ভারতের বাজারে জাপানী পণ্যের প্রসার ও প্রভাব বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আধুনিক কালে কোন দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে উহার পরবর্ত্তী অধ্যায়রূপে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। টোকিওস্থিত জাপানী বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত ১৯৩৭ সাল হইতে নিপ্পন ট্রেড এজেন্সী নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানী ভাষার অধ্যাপক মিঃ টোকুজু সাইটো প্রণীত 'এ প্রাইমার অব্ মডার্ণ জাপানীস ল্যাঙ্গয়েজ' (আধুনিক জাপানী ভাষার প্রথম পাঠ) পুস্তকখানি পাইয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। জাপান ও ভারত এই দুই দেশের মধ্যে চিন্তাধারার আদান প্রদানের উপরই ভবিষ্যতের সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে। এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিতে গিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই দিকটার উপরই বেশী জোর দিয়াছেন।

পুস্তকের মূল্য ১৲ মাত্র। জাপানী ভাষা শিক্ষালাভেচ্ছু পাঠক সমাজে পুস্তকখানি সমাদর লাভ করিলে আমরা সুখী হইব।

কমার্শিয়াল মিউজিয়াম

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

প্রত্যেক দেশে শিল্প ও কৃষির উন্নতির পক্ষে কমার্শিয়াল মিউজিয়াম একটী অপরিহার্য্য প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মিউজিয়ামে দেশের লোক কৃষি ও শিল্পের ব্যাপারে দেশের স্থান কোথায়, দেশের ভিতরে এই সম্পর্কে কতদূর কি কাজ হইতেছে, ভবিষ্যতে এই সব ক্ষেত্রে কতদূর উন্নতি হইতে পারে, উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। সে জন্য কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে একটি কমার্শিয়াল মিউজিয়াম স্থাপিত হওয়ার পর হইতে আমরা উহার কার্য্যধারা উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। উক্ত মিউজিয়ামে পদার্পণ করিলে যে কোন ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশে যে কত প্রকার শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। মিউজিয়ামের পরিচালকগণ যে উহাতে প্রদর্শনের জন্য দেশের কৃষি ও শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্যেরই সমাবেশ করিয়াছেন এরূপ নহে, তাঁহারা বিভিন্ন প্রকার চার্ট, ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে শিল্প বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতিতে বাংলার স্থান কোথায় তাহাও সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছেন। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাভাবে তথ্য সরবরাহ, পণ্য দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, ভারতের অন্যান্য স্থানের প্রদর্শনীতে বাঙ্গলা দেশের পক্ষ হইতে যোগদান, বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা এবং পুস্তকাদি, ডিরেক্টরী প্রভৃতি প্রচার দ্বারাও প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ দেশের ভিতরে কৃষি, শিল্প প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য করিতেছেন। কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের এই কৃতিত্বের জন্য উহার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বিশেষভাবে প্রশংসাভাজন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির উপর মিউজিয়ামটির পরিচালনাভার না পড়িলে কর্পোরেশনের শত অর্থব্যয় সত্ত্বেও উহা এত জনপ্রিয় এবং দেশের এত হিতজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস—৫ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

এই ব্যাঙ্কটি ১৯৩০ সালে রেজেষ্ট্রীকৃত হয়। তবে উহার কার্য্য সুরু হয় ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে। তখন হইতে এই ব্যাঙ্কটি উল্লেখযোগ্য তৎপরতার সহিত কার্য্য সম্প্রসারিত করিয়া আসিতেছে। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্কের যে কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হয় তাহাতে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ৮ হাজার ১৯৮ টাকা ও সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৬৭ টাকা দাঁড়ায়। আলোচ্য বৎসরে এই ব্যাঙ্কের নিট লাভ হয় ৬ হাজার ২৯১ টাকা। আলোচ্য বৎসরে বারাকপুরে এই ব্যাঙ্কের একটী শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ এ, এম, গুপ্ত ও মিঃ বি, কে, মুখার্জ্জী ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই কোম্পানীটি কৃতকার্য্যতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

ভারত পটারিজ লিঃ

হেড অফিস—১ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এদেশে আজ পর্য্যন্ত উন্নত শ্রেণীর মৃৎ দ্রব্য প্রস্তুতের সুব্যবস্থা না হওয়ায় ভারতবর্ষকে মৃৎ শিল্পের দিক দিয়া অনেক পরিমাণে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে বিদেশ হইতে এদেশে ৪৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার মৃৎ দ্রব্য আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে আমদানীর পরিমাণ ৪৯ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৬৫ টাকা হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা ৫৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা দাঁড়ায়। উপযুক্ত সংখ্যক মৃৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে এই প্রকার বর্দ্ধিত আমদানী রোধ করিয়া দেশের টাকা দেশে রাখিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। এই অবস্থায় ১ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট কলিকাতাস্থ ভারত পটারিজ লিমিটেড সম্প্রতি ঐ ধরণের শিল্প গড়িয়া তোলা বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সৈয়দ নওসের আলীকে চেয়ারম্যান হিসাবে ও ডাঃ চারুচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি, শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ বাগচি ও শ্রীযুক্ত অতুল-কুমার রায় প্রভৃতিকে ডিরেক্টর হিসাবে লইয়া এই কোম্পানীর পরি-চালনার ব্যবস্থা হইয়াছে। মেসার্স সিরামিক ট্রাষ্ট এই কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহের ভার লইয়াছেন। যেভাবে এই কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে এবং যেরূপ উদ্যম উৎসাহ নিয়া এই কোম্পানীর কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়।

ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিঃ

হেড অফিস—৫ নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, কলিকাতা

বাঙ্গলা দেশে সম্প্রতি যে কয়েকটি নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়া দৃঢ়সঙ্কল্পিতভাবে লবণ প্রস্তুত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তন্মধ্যে ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড অন্যতম। এই কোম্পানী বর্ত্তমানে চিল্কা হ্রদে গুরুবাইতে অবস্থিত সরকারী পুরাতন কারখানাটী লইয়া সূর্য্যতাপে লবণ তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। উড়িষ্যার অন্তর্গত পারিকুদের রাজাসাহেব ও কোম্পানীর ভিতরে একটি চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তি মূলে রাজাসাহেব কারখানার জন্য ৬৯০·৩৫ একর জমি ৪০ বৎসরের জন্য লীজ দিয়াছেন। ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত লবণ বিশেষজ্ঞ মিঃ পিট গুরুবাই কারখানাটী পরিদর্শন করিয়া এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পুরাতন গুরুবাই কারখানাটি চালু করিতে মাত্র ৩০ হাজার টাকা আবশ্যক হইবে। অথচ প্রতি একরে ৬০০ মণ লবণ তৈয়ার করিয়া বৎসরে ৪৬ হাজার টাকা লাভ করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড গুরুবাইতে কারখানা স্থাপন করিয়া লবণ প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন ইহা খুবই সুখের বিষয়। ইহাদের প্রস্তুত লবণ কাষ্টমের দালালগণ বিশেষ সমাদরের সহিত বাজারে চালাইতেছেন। ১৯৪০ সালের হিসাবে কোম্পানী অংশীদারদিগকে লাভজনক ভাবে লভ্যাংশ বিতরণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে আধুনিক কলকব্জার সাহায্যে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সমুদ্রোপ-কূলে বা সুবিধামত অন্যত্র লবণের উপোদপাদ্যসমূহ ও নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের প্রস্তুত করিবার ভরসা রাখেন।

উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা এই কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সকল দিক দিয়াই এই কোম্পানীর সমক্ষে একটা আশাপ্রদ উন্নতির সূচনা দেখা যাইতেছে। দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া এই কোম্পানীটি সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক লিঃ

অফিস—নর্টন বিল্ডিংস, কলিকাতা

গত ১৩ই জানুয়ারী কলিকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারস্থ নর্টন বিল্ডিংসে ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত এই ব্যাঙ্কটি উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে যে সভা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ লাহা সভাপতিত্ব করেন।

মিঃ টি আর বসু এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাঁহার ও ব্যাঙ্কের অন্য পরিচালকগণের উদ্যোগশীল কার্য্য তৎপরতায় ব্যাঙ্কটির কর্ম্মধারা ভালরূপ প্রসারিত হইতেছে। নূতন কোম্পানী আইনানু-সারে এই ব্যাঙ্কটী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। আমরা এই ব্যাঙ্কটির সর্ব্ব-প্রকার উন্নতি কামনা করি।

দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস--দাশনগর, হাওড়া

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ বাঙ্গলার বিশেষ উন্নতিশীল তরুণ ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে অন্যতম। এই ব্যাঙ্কটি ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে কার্য্যারম্ভের অনুমতি পায়। তৎপর ঐ সময় হইতে ১৯৪০ সালের ২৯ শে জুন পর্য্যন্ত উক্ত ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে একটী নব প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের সমূহ অগ্রগতি সাধারণতঃ আশা করা যায় না। কিন্তু দাশ ব্যাঙ্ক সে বিষয়ে একটা সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। কেননা ঐ সময়ের মধ্যে উহার আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা হইয়াছে। তাহা ছাড়া চলতি হিসাব বাবদ ৭৪ হাজার ৭২২ টাকা, সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব ১০ হাজার ৩৮৫ টাকা ও স্থায়ী আমানতের হিসাবে ৮ হাজার ১০০ টাকা লইয়া ঐ সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কে সাধারণের মোট জমার পরিমাণ ৯৩ হাজার ২০৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ বিবরণ ব্যাঙ্কটীর ক্রমিক প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তার নিদর্শন বলা যাইতে পারে। কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ এই ব্যাঙ্কটির পরিচালক বোর্ডের সভাপতি। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় এই প্রতিষ্ঠানটী আরও বিশেষ উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস লিঃ

অফিস মিলবাটী—পানিহাটি, কলিকাতা

বাঙ্গলা প্রদেশে এ পর্য্যন্ত কৃত্রিম রেশম হইতে জর্জ্জেট সাড়ী, ক্রেপ প্রভৃতি সৌখিন বস্ত্র প্রস্তুতের কোন চেষ্টা হয় নাই। এই অবস্থায় গত বৎসর পানিহাটীতে যখন প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্ নামক কলের ভিত্তি স্থাপিত হয় তখন উহাকে কেন্দ্র করিয়া এ প্রদেশে যথেষ্ট আশাভরসার সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমানে এই মিলে জর্জ্জেট, ক্রেপ, ছিট, প্রভৃতি শ্রেণীর বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহা জন-সাধারণের কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃশ্য হইতেছে।

ভারতবর্ষের রেশম শিল্পে একটা অবনতি দেখা যাওয়ার সঙ্গে বিদেশ হইতে এদেশে প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম রেশম বস্ত্র আমদানী হইতেছে। ঐ বাবদ ক্রমেই এত বেশী পরিমাণ টাকা দেশের বাহিরে

চলিয়া যাইতেছে যে উহার একটা সময়োচিত প্রতিকার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশে উপযুক্ত শ্রেণীর কৃত্রিম রেশম বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থাই যে এ বিষয়ে বিহিত উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই সেদিক দিয়া বর্ত্তমান প্রভাতী টেক্সটাইল কোম্পানীটির যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞ টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ার মিঃ কে সি বিশ্বাস নিজের চেষ্টা যত্নে উপরোক্ত মিলটি গড়িয়া তুলিয়া কৃতকার্য্যতার সহিত তাহা পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার মত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া এ প্রদেশের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা অধিক পরিমাণে ঐ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিবেন এবং নূতন ধরণের একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবেন এ আশাই আমরা করিতেছি।

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্যাঙ্ক অব্ কমার্স বাঙ্গলার উন্নতিশীল ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম, মূলধন ও আমানতের দিক দিয়া বাঙ্গলার ছোট খাট ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে এই ব্যাঙ্কটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৬৩ হাজার ৩৪৩ টাকা, মজুত তহবিলের পরিমাণ ৮ হাজার ৩১৪ টাকা এবং ঐ তারিখে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ১০॥০ লক্ষ টাকা ছিল। এই সমস্ত হিসাব দৃষ্টে এই ব্যাঙ্কটি যে জনসাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা বেশ বোঝা যায়। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

নিউ ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস—বেনারস সিটি

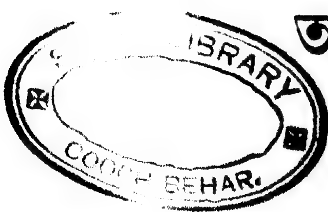
নিউ ইন্সিওরেন্স লিমিটেড একটি তরুণ প্রতিষ্ঠান হইয়াও বর্ত্তমানে ভারতের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছে। দেশের বীমাকারীদের ভিতর উহার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া আমরা ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা দেখিতেছি। গত ১৯৩৯ সালের মে হইতে ডিসেম্বর এই আট মাসের যে বিবরণ আমরা পাইয়াছি তাহাতে দেখা যায়, এই সময়ের মধ্যে কোম্পানী মোট ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই কোম্পানীর জীবন-বীমা তহবিলের পরিমাণ ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৩৭ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ৮নং রয়েল একচেঞ্জ প্লেসে মিঃ ডি বি রায় উক্ত কোম্পানীর বাঙ্গলা ও আসামের চীফ এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় এতদঞ্চলে কোম্পানীর কার্য্যপ্রসার ঘটিবে বলিয়াই আমরা আশা পোষণ করি।

ক্যালকাটা সিটী ব্যাঙ্ক লিঃ

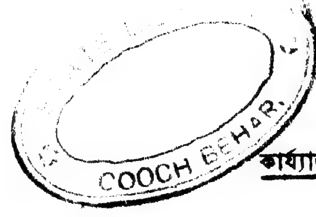
হেড অফিস—১০২ এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গত ১৯৩৭ সালে এই ব্যাঙ্কটির কার্য্য সুরু হয়, তদবধি প্রতি বৎসরই নানাদিক দিয়া এই ব্যাঙ্কটির সমূহ উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। ১৯৩৯ সালের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, পুর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধন শতকরা ২৫ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণের আমানতী জমার দিক দিয়া এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৫৪ ভাগ। এই ব্যাঙ্কের তহবিল ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে। ১৯৩৯ সালে ব্যাঙ্কের মোট আমনতী জমার শতকরা ২৩ ভাগ নগদে ও শতকরা ৪১ ভাগ সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় ছিল।

ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা, রাজদ্বারভাঙ্গা বেলেঘাটা ও লাহেরিয়াসরাইয়ে এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ এইচ্ সি পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় বিভিন্ন আফিসের ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা ভালরূপ সম্প্রসারিত হইতেছে।



ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২



কার্য্যালয়—১২২নং বড়বাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ১২ই মে, সোমবার ১৯৪১ | ২য় সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

কৃষিজাত আয়ের উপর কর

বাঙ্গলা সরকার কৃষিজাত আয়ের উপর কর নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটি বিল উত্থাপন করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। যদিও এ সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর এখনও জানা যায় নাই, তথাপি নূতন ট্যাক্স দ্বারা আয় বৃদ্ধির ঝোঁকে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে কৃষিজাত আয়ের উপর কর নির্দ্ধারণে অগ্রবর্ত্তী হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ যখন ফ্লাউড কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে এইরূপ করের জন্য সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন। ফ্লাউড কমিশন বলিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ থাকার জন্য বাঙ্গলা সরকারের আদায়ী রাজস্ব সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেজন্য তাঁহারা কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য ব্যয়বহুল কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় বাঙ্গলা সরকার যদি কৃষি হইতে উচ্চ আয় বিশিষ্ট লোকদের উপর একটি কর নির্দ্ধারণ করেন তবে ঐ দিক দিয়া তাহাদের ভালরূপ আয়ের সংস্থান হইবে এবং পরে তাঁহারা উহা কৃষি উন্নতি বিষয়ক কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিবেন। তবে ঐ বিষয়ে কমিশনের নির্দ্দেশ ছিল যে, তাঁহাদের মূল সুপারিশ অনুযায়ী জমিদারীসমূহ কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব যদি গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন তবে আপাততঃ তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত এই কর আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর যদি জমিদারীসমূহ কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব কার্য্যকরীভাবে প্রয়োগ না করাই গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করেন তবে স্থায়ী ভাবেই এই কর বসান যাইতে পারে। বোধ হয় বাঙ্গলা সরকার ফ্লাউড কমিশনের উপরোক্ত নির্দ্দেশ অনুযায়ীই বর্ত্তমানে কৃষিজাত আয়ের উপর কর নির্দ্ধারণের কথা বিবেচনা করিতেছেন।

বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে অনেক রকম কর নির্দ্ধারিত থাকিলেও কৃষিজাত আয়ের উপর কর বসাইবার নীতি এখন পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ অনুসৃত হয় নাই। তথাপি নীতি হিসাবে এইরূপ কর সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছু আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ভারত সরকার গত ১৮৬০ ও ১৮৬৯ সালে ঐরূপ কর বসাইয়া পূর্ব্বেই নজীর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। কিছুকাল হইল বিহার ও আসাম সরকারও রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ঐরূপ কর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার যেভাবে অযথা ব্যয় বাহুল্য করিয়া বর্ত্তমানে এ প্রদেশের শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে নূতন কর স্থাপন ও আয় বৃদ্ধির কথায় দেশের লোকের পক্ষে শঙ্কিত হওয়ারই কথা। বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা যদি অবাস্তর খরচপত্র কমাইয়া উপযুক্ত পরিকল্পনাসহ জাতিগঠন কার্য্য বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী হইতেন তবে তাঁহাদিগকে আয় বৃদ্ধির সুযোগ দিতে দেশের লোক কখনও আপত্তি করিত না। কিন্তু তাঁহারা যখন সেরূপ ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন না তখন নূতন ট্যাক্স বৃদ্ধির কথাতে উদ্বেগ ও আশঙ্কার বাস্তবিকই কারণ রহিয়াছে।

নূতন পাট ফসল

অন্যান্যবার বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগের মধ্যেই বাঙ্গলাদেশে প্রায় চৌদ্দ আনা জমিতে পাট বুনার কাজ শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু

এবার বৃষ্টির অভাবে এতদিন পাট বুনার কাজ বিশেষ কিছুই অগ্রসর হয় নাই। এই অবস্থায় এবার গত বৎসরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের বেশী জমিতে পাটের চাষ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম। এই মন্তব্যের পর নূতন পাট ফসল সম্পর্কে অবস্থার একটা দ্রুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত পাট উৎপাদনকারী জেলাতেই ভালরূপ বৃষ্টি হইয়াছে এবং যে অসুবিধার দরুণ এতদিন পাট বুনার কাজ অগ্রসর হইতে পারে নাই, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়াছে। যদিও বৃষ্টির পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায় কৃষকেরা সে কারণে নূতন করিয়া কিছু বিব্রত হইয়াছে তথাপি অনেক জেলাতেই বর্ত্তমানে পাট বুনার কাজ চালাইবার সুযোগ আসিয়াছে। এবং ভালরূপ রৌদ্র উঠার সঙ্গে তাহার পুরাদমে কাজ চলিতে পারিবে সন্দেহ নাই। এবার গবর্ণমেণ্ট কার্য্যকরীভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের নীতি অবলম্বন করিলেও এতদিন আবহাওয়ার অবস্থা ব্যাপক পাটচাষের পক্ষে প্রতিকূল থাকার দরুণ সে কার্য্যনীতির বিশেষ প্রয়োগ দরকার হয় নাই। আবহাওয়ার গতি অনুকূল হওয়ার সঙ্গে এক্ষণে চাষীরা যাহাতে অত্যধিক মাত্রায় পাট বুনিতে না পারে, সেদিকে এখন হইতে গবর্ণমেণ্টের কড়া নজর রাখিতে হইবে। 'ক্যাপিটেল' পত্র লিখিতেছেন যে, বৃষ্টি হওয়ার পর পাট বুনার যে সুযোগ আসিয়াছে তাহার ফলে বাঙ্গলায় এবার গতবারের তুলনায় প্রায় অর্দ্ধেক জমিতে পাটের চাষ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এক-তৃতীয়াংশের বদলে যদি প্রায় অর্দ্ধেক জমিতে পাটের চাষ হয়, তবে পাট সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-নীতি ব্যর্থ হইবে; পাটের ভবিষ্যৎও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে।

শিল্পোন্নতি কি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী?

কেন্দ্রীয় পরিষদের বিগত বাজেট অধিবেশনে ফাইনান্স বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে পরিষদ এবং পরিষদের বাহিরে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য সচিব শিল্পোন্নতির প্রস্তাবে প্রকারান্তরে বিরুদ্ধ মতই প্রকাশ করেন এবং শিল্পোন্নতির ফলে এদেশের বহির্বাণিজ্য হ্রাস পাইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সম্প্রতি কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার অব্ কমার্স বাণিজ্য সচিবের এই বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়া তাহার মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বাণিজ্য সচিবের উপরোক্ত বক্তৃতা সম্পর্কে বহু পূর্ব্বেই দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল পর প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান চেম্বারের স্মারক পত্রে তেমন গুরুত্ব হয়ত আরোপ করা হইবে না। কিন্তু চেম্বারের লিপিতে যে সমস্ত যুক্তি ও তথ্যতালিকা স্থান লাভ করিয়াছে তাহা শিল্পোন্নতি সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া আমারা মনে করি। বাণিজ্য-সচিবের মত এই যে শিল্পোন্নতির ফলে এদেশের আমদানী বাণিজ্য হ্রাস পাইয়া রপ্তানী বাণিজ্যও সঙ্কুচিত হইবে এবং ইহাতে ভারতের কৃষক সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। চেম্বারের অভিমত এই যে বাণিজ্য সচিবের এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। শিল্পোন্নতির ফলে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়িয়া গিয়া বহির্বাণিজ্যও প্রসারিত হইবে। ভারতে শিল্পোন্নতির ইতিহাস হইতেই চেম্বার উক্ত মত প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে এদেশে বস্ত্রশিল্প, লোহ ও ইস্পাত শিল্প, সিমেণ্ট শিল্প, শর্করা শিল্প এবং কাগজ শিল্পের প্রভৃত উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমদানী বাণিজ্য হ্রাস না পাইয়া একই স্তরে স্থির রহিয়াছে। ১৯১১ সাল হইতে ১৯১৫ সাল এবং ১৯৩৫ হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত সময় মধ্যে টাকার দিক দিয়া ভারতের মোট আমদানী বাণিজ্যের মূল্য গড়ে দেড়শত কোটী টাকাতে স্থির আছে; অথচ এই সময় মধ্যেই উল্লিখিত শিল্পসমূহ বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। ভারতে কাঁচামালের প্রাচুর্য্য আছে। তাহা বিদেশে রপ্তানী না করিয়া দেশের অভ্যন্তরে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মারফত কাজে লাগানই কি অধিকতর বাঞ্ছনীয় নহে? শিল্পোন্নতির ফলে আমদানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইতে পারে স্বীকার করিয়া নিলেও একথা জোরের সহিত বলা যায় যে শিল্পের প্রয়োজনে নানাবিধ কলকব্জা এবং যন্ত্রপাতির আমদানী বাড়িবে বই হ্রাস পাইবে না। রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস পাইবে বলিয়া বাণিজ্য সচিব যে অমূলক আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন তদুত্তরে চেম্বারের বক্তব্য এই যে বর্ত্তমান যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে ইউরোপের আমদানী বাণিজ্য স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইবে এবং ভারতবর্ষও এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া রপ্তানীবাণিজ্য অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইবে।

চূড়ান্ত শিল্পোন্নতি জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক নয় বলিয়া যুদ্ধের পর সংরক্ষণনীতির প্রসার করা হইবে না বাণিজ্য সচিবের বক্তৃতায় এরূপ ইঙ্গিতও ছিল। কিন্তু উপরোক্ত যুক্তিসমূহদ্বারা চেম্বার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণনীতির সর্ত্তসমূহের কঠোরতা হ্রাস করাই উপযুক্ত কাজ হইবে।

পল্লী-উন্নয়নে বাঙ্গলা সরকার

সম্প্রতি কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বাঙ্গলা-সরকারের পল্লীসংগঠন বিভাগের উদ্যোগে পল্লীসংগঠনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কয়েকদিনব্যাপী বিশেষ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রমুখ নেতাগণ বিভিন্ন দিবসে সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন এবং পল্লীউন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ ইসাক ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। পল্লীর সমস্যা সম্পর্কে সহরবাসী এবং ছাত্রসম্প্রদায় যাহাতে সচেতন হয় তৎসম্পর্কে চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউটের বক্তৃতাসমূহ এই দিক দিয়া কতকটা সার্থক হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু পল্লী-উন্নয়নের সমস্যা আলোচনা এবং ইহার সমাধানের চেষ্টা পল্লীতে গিয়া না করিয় কলিকাতার মত সহরেই যদি সরকারের পল্লী-উন্নয়নের সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হয় তবে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ঢক্কা নিনাদ হইবে বটে; পল্লীবাসীর দুঃখদুর্দ্দশার বিন্দুমাত্র লাঘব হইবে না। বাঙ্গলা প্রদেশে প্রায় ৮৭ হাজার পল্লীগ্রাম আছে এবং প্রদেশের ৫ কোটী অধিবাসীর মধ্যে ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ লোক পল্লীগ্রামে বাস করিয়া থাকে। এই সমস্ত গ্রাম ও অধিবাসীগণকে কেন্দ্র করিয়াই পল্লীসংগঠনের কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিৎ।

চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

নানাদিক দিয়া চাউলের যোগান হ্রাস পাওয়ায় এই অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী সম্পর্কে দেশে ক্রমেই একটা জটিল সমস্যার সূচনা দেখা যাইতেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টন (প্রতিটন প্রায় ২৭ মণের সমান) চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। সেস্থলে ১৯৪০-৪১ সালে মাত্র ২ কোটি ১৮ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে অনুমিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে পূর্ব্বেই চাউলের উল্লেখযোগ্যরূপ অপ্রাচুর্য্য লক্ষিত হইতেছিল। এ বৎসর

ধান এবং চাউলের উৎপাদন স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়েও কম হওয়ায় দেশের প্রয়োজন অনুপাতে উহার বেশী রকম অভাব অনুভূত হইতেছে। এতদিন ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করিয়া এ দেশের চাউলের অভাব পূরণ করা হইয়াছে। অনেকবার দুর্ভিক্ষ দেখা যাওয়ার সূচনাতে অত্যধিক মাত্রায় 'রেঙ্গুন' চাউল আনিয়া দেশে চাহিদা মিটান হইয়াছে। কিন্তু এবার সেদিক দিয়াও নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য মাল চলাচলের উপযোগী অনেক জাহাজই বর্ত্তমানে অন্য শ্রেণীর কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে। ফলে এক্ষণে ব্রহ্মদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় চাউল আমদানী সম্ভবপর হইতেছে না। এইভাবে ভারতে চাউলের যোগান কমিয়া যাওয়ায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা উদ্বেগ ও আশঙ্কার ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। আর এই সুযোগে দেশের ব্যাপারী ও আড়তদারেরা ধান চাউলের দর চড়াইয়া দিতে আরম্ভ করায় দেশের অল্প আয় বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত ও চাষী মজুর শ্রেণীর লোকদের জীবিকা নির্ব্বাহের সমস্যা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে।

এই অবস্থায় দেশের দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণ দেখিতে হইলে দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষে প্রথমতঃ চাউলের যোগান বৃদ্ধির চেষ্টা করা এবং দ্বিতীয়তঃ চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ। প্রকাশ, ভারত সরকার বর্ত্তমানে মূল্য নিয়ন্ত্রণের কথাটা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের গাড়োয়াল জিলায় চাউলের মূল্য অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ জিলায় চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশ সরকার ভারত সরকারের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। প্রকাশ, ভারত সরকার তদুত্তরে জানাইয়াছেন যে, চাউলের মূল্য সমস্যা কেবল যুক্তপ্রদেশের সমস্যা নহে—উহা সমগ্র ভারতেরই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই তাঁহারা একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র ভারতের জন্যই চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষপাতী। গবর্ণমেন্ট দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত আছেন এবং শীঘ্রই এবিষয়ে একটা কার্য্যনীতি অবলম্বনের বিষয় তাঁহারা বিবেচনা করিতেছেন। ভারত সরকারের উক্তরূপ আশ্বাস বর্ত্তমান অবস্থায় অনেকটা ভরসার কথা সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক

সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশের জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ সম্পর্কে ১৯৩৮-৩৯ সালের যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনেক দিক দিয়াই হতাশাব্যঞ্জক বলা চলে। বাঙ্গলাদেশে দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি-ঋণের সুব্যবস্থা করিয়া কৃষকদের পূর্ব্বেকার ঋণ মোচন ও তাহাদের আর্থিক উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সে হিসাবে গত ১৯৩৩-৩৪ সালে এপ্রদেশে কয়েকটি সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে একটা বিশেষ উৎসাহ তৎপরতা সৃষ্ট হয়। কিন্তু গত কতিপয় বৎসরের কার্য্যফল লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের ব্যাপক প্রসার ও উদ্যোগশীল কার্য্যধারা সম্বন্ধে অনেকেই নিরাশ হইয়াছেন। কেননা, প্রথমতঃ ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনা, বীরভূম ও যশোহরে যে ৫টি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়া সত্বেও সেই সংখ্যা আর বর্দ্ধিত করা হয় নাই। দেশে কৃষকদের বিপুল ঋণভার মোচনের সুব্যবস্থা করিয়া কৃষকদিগকে নবোদ্যমে চাষাবাদ আরম্ভ করিবার সুযোগ দিতে হইলে প্রতি জেলায় অন্ততঃ ৫টি করিয়া ভাল শ্রেণীর জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে সে অনুপাতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা ও কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইতেছে না। প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার আরও ৫টি নূতন জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু কবে পর্য্যন্ত যে তাহা স্থাপিত হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বর্ত্তমানে যে ৫টি ব্যাঙ্কের কাজ চলিতেছে তাহাদের কার্য্যকরী মূলধন কম বলিয়া ও উহাদের লগ্নিকৃত টাকা বিশেষ কিছু আদায় না হওয়ায় উহাদের দ্বারা কৃষিঋণ প্রদান বিষয়ে বিশেষ কিছু সাহায্য হইতেছে না। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্যাঙ্কগুলি কৃষকদিগকে ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে ঋণ প্রদান করা হইয়াছে মাত্র ৭৪ হাজার টাকা। বাঙ্গলা দেশে কৃষি ঋণের পরিমাণ যে স্থলে প্রায় একশত কোটি টাকার কাছাকাছি, সে স্থলে বৎসরে ৭৪ হাজার টাকা পরিমাণ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া কৃষকদিগের কতদূর উপকার করা যাইবে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন ও পরিচালনার দিক দিয়া বাঙ্গলা ভারতের অন্য অনেক প্রদেশের তুলনায় আজ পর্য্যন্ত শোচনীয় ভাবে পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে যে স্থলে বাঙ্গলায় মাত্র ৫টি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল, সেই স্থলে ঐ সালে মাদ্রাজে ১১১টি, বোম্বাইয়ে ১৫টি, মধ্যপ্রদেশে ২১টি ও পাঞ্জাবে ১০টি জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল। ঐ সালে মাদ্রাজে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ১১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। বোম্বাইয়ে ও পাঞ্জাবে তাহা ছিল যথাক্রমে ৪৫ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ও ১৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাঙ্গলায় তাহা ছিল মাত্র ৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। মাদ্রাজের জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি ঐ বৎসরে ৫৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কগুলি ৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ও মধ্যপ্রদেশের ব্যাঙ্কগুলি ৪লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা পরিমাণে কৃষকদিগকে ঋণ প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলার জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সারা বৎসরে ঋণ প্রদান করিয়াছিল মাত্র ৭৪ হাজার টাকা। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা ও তাহাদের কার্য্যকারিতার দিক দিয়া বাঙ্গলার এই শোচনীয় পশ্চাৎপদ অবস্থা কাটাইয়া উঠিবার জন্য বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে অবিলম্বে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

অহিফেনের ব্যবসা ও ভারতসরকার

আইনের মারপ্যাচে পড়িয়া কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল প্রবর্ত্তিত মাদক-দ্রব্য নিবারণ আইনসমূহ বিভিন্ন প্রদেশে বাতিল হইয়া যাইতেছে এবং প্রদেশসমূহের আয় বৃদ্ধির সুযোগ ঘটিতেছে। আবগারী আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে ভারত সরকারও যে পশ্চাদ্‌পদ নহেন তাহা কেন্দ্রীয় অহিফেন বিভাগের ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের রিপোর্ট হইতেই বুঝা যায়। আলোচ্য বৎসরে কেন্দ্রীয় অহিফেন বিভাগের লাভের পরিমাণ পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় ৪২ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এবৎসর উক্ত বিভাগের মোট আয় হইয়াছে ৪৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য বৎসরে অহিফেনের মূল্য হ্রাস করা সত্ত্বেও লাভের অঙ্ক বাড়িয়া গিয়াছে। প্রতি মণ অহিফেনের মূল্য ছিল ৪৭৯৷৷৶৩ পাই আলোচ্য বৎসরে ইহা হ্রাস করিয়া ৪৭০৷৶৫ পাই করা হইয়াছে। মাদক দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া ইহার প্রচলন হ্রাস করাই যে স্থলে জনসাধারণের সুস্পষ্ট অভিমত, ভারত সরকার সে স্থলে অহিফেনের মূল্য হ্রাস করিয়া নেশাখোরের সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছেন। এ স্থলে অবশ্য ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সারা বৎসরে ভারত সরকারের কারখানা হইতে যে পরিমাণ অহিফেন বিক্রয় করা হইয়া থাকে তন্মধ্যে ঔষধার্থে ব্যবহৃত অহিফেনও রহিয়াছে। কিন্তু ঔষধের জন্য প্রতিবৎসর যে পরিমাণ অহিফেন ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ তাহার বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। সুতরাং অহিফেন বিভাগের আয় সহসা বৃদ্ধি পাইলে ধরিয়া নেওয়া যায় যে, আবগারী বিভাগে অহিফেনের কাট্‌তি বৃদ্ধি হইতেছে এবং গুলিখোরদের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে।

ভারতে কারখানা শিল্পের প্রসার

সম্প্রতি ভারতীয় কারখানাসমূহ সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে রেজেষ্ট্রীকৃত মোট কারখানার সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৬৩০টি এবং ঐ সমস্ত কারখানায় প্রত্যহ গড়ে ১৭ লক্ষ ৫১ হাজার ১৩৭ জন মজুর কাজ করিত। পূর্ব্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট কারখানার সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৭৮২টি এবং মজুরের সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৫৫ জন। কাজেই এক বৎসরের মধ্যে এদেশে কারখানা শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার সাধিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়।

আলোচ্য বৎসরে চলতি কারখানার সংখ্যা মোট ৭২৩টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে সমস্ত প্রদেশের হিসাবেই কারখানা শিল্পের সমান অগ্রগতি লক্ষিত হয় নাই। এ বৎসর বাঙ্গলায় কারখানার সংখ্যা ১ হাজার ৭৩৫টি হইতে ১ হাজার ৭২৫টি পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে মোট কারখানার সংখ্যা ১ হাজার ৮১৮টির স্থলে কমিয়া ১ হাজার ৮১১টি হইয়াছে। অন্য প্রায় সমস্ত প্রদেশেই কারখানার সংখ্যা বাড়িয়াছে। বোম্বাই প্রদেশেই সবচেয়ে বেশী-রকম বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ঐ প্রদেশে কারখানার সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৪৯৫টি। ১৯৩৯ সালে তাহা ৬২৫টি বাড়িয়া মোট ৩ হাজার ১২০টি দাঁড়াইয়াছে। এবৎসর যুক্তপ্রদেশে ১৬টি পাঞ্জাবে ২০টি, বিহারে ১৭টি, মধ্যপ্রদেশে ৩টি, উড়িষ্যায় ৮টি ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৬টি কারখানা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতীয় কারখানা সম্পর্কিত বর্ত্তমান সরকারী বিবরণী আলোচনা করিলে তাহার ভিতর দিয়া এদেশে বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ও উন্নতি বিষয়ে একটা ধারণা করা যায়। এ বৎসর ভারতে বয়ন সম্বন্ধীয় শিল্প কারখানার মধ্যে কাপড়ের কলের সংখ্যা ৪৯২ হইতে ৮৩৬টি, হোসিয়ারী কারখানার সংখ্যা ১৩০ হইতে ১৫২টি, রেশমী বস্ত্রের কারখানার সংখ্যা ৯৮ হইতে ১০৭টি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৈল, রং ও রসায়ন শিল্প সম্পর্কিত কারখানাগুলির মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের কারখানা ৩০ হইতে ৩৪টি, তৈলের কলের সংখ্যা ২৭৫ হইতে ২৯৩টি, রং উৎপাদনের কারখানা ১৩ হইতে ১৬টি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে সাবানের কারখানার সংখ্যা ২১ টি হইতে ১৯টি, দিয়াশলাইয়ের কারখানা ৮৮ হইতে ৮৫টি এবং রঞ্জন ও ধোলাইয়ের কারখানা ৭৫ হইতে ৫৬টি পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে ভারতে বিভিন্ন প্রকারের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার সংখ্যা ছিল ৯৩৫টী। ১৯৩৯ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১ হাজার ১টি দাঁড়াইয়াছে। অন্য প্রধান প্রধান শ্রেণীর শিল্প কারখানার মধ্যে আলোচ্য বৎসরে দেশে চাউলের কলের সংখ্যা ১ হাজার ১৩৫ হইতে ১ হাজার ১৫৮টি, তামাকের কারখানা ৩০ হইতে ১৬৫টি, বিস্কুট ও কেকের কারখানা ৭০ হইতে ৭২টি, কাঁচের কারখানা ৭৩ হইতে ৭৪টি, কাগজের কলের সংখ্যা ১২ হইতে ১৪টি, পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে ভারতে কলকারখানায় কার্য্যরত শ্রমিকদের সংখ্যা ১৩ হাজার ৩৮২ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায়, মাদ্রাজে মজুরের সংখ্যা গড়ে প্রত্যহ ১ লক্ষ ৯৪ হাজার হইতে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার, বাঙ্গলায় ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৯১ হইতে ৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৫৩৯, যুক্ত প্রদেশে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার হইতে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ও বিহারে ৯৩ হাজার হইতে ৯৫ হাজার জন পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। তবে আলোচ্য বৎসরে বোম্বাইয়ে কারখানা শিল্পের বেশী রকম প্রসার সাধিত হইলেও ঐ প্রদেশে কর্ম্মনিরত শ্রমিকের সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে বোম্বাইয়ের কারখানাসমূহে গড়ে ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার জন শ্রমিক কাজ করিত। ১৯৩৯ সালে সেই সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার জনে পরিণত হইয়াছে।

কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচ্য বৎসরে নানারূপ উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। প্রথমতঃ যুদ্ধের জন্য জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এ বৎসর কারখানার শ্রমিকদের তরফ হইতে অনেক স্থানে মজুরী ও ভাতা বৃদ্ধির দাবী উপস্থিত করা হয়। সেই দাবী অনুযায়ী অনেকস্থলে শ্রমিকদিগকে যুদ্ধকালীন ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে কলকারখানার শ্রমিকদের বাসস্থানের উন্নতি সম্পর্কেও আলোচ্য বৎসরে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি এ বৎসর ৭ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বস্তি অঞ্চলে শ্রমিকদের বাসভবনের সংস্কার সাধন করেন। আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটিও ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ৩১২টি শ্রমিক পরিবারের বসবাসের সুব্যবস্থা করেন। মাদ্রাজের নিলগিরি জেলায় অরবঙ্কাডু নামক স্থানে কারখানার শ্রমিকদের জন্য ৮৮ হাজার টাকা ব্যয়ে উপযুক্ত ধরণের বাসভবন তৈয়ার করা হইয়াছে। মাদুরা মিলস্ কোম্পানী লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষ ১২ হাজার শ্রমিকের জন্য সমবায় নীতিতে বাসভবন নির্ম্মাণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন স্থানের মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃপক্ষ ও কলকারখানার মালিকদের এইরূপ চেষ্টা যত্ন খুবই শুভসূচক বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কারখানা শিল্পের দিক দিয়া বাঙ্গলার অবস্থা আলাদাভাবে বিবেচনার যোগ্য। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলায় কারখানার শ্রমিক দের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও মোট কারখানার সংখ্যা ১৯৩৮ সালের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর কারখানার হিসাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায় ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলায় যে স্থলে ৪১১টি চাউলের কল ছিল, ১৯৩৯ সালে তাহা কমিয়া ৪০০টিতে দাঁড়াইয়াছে। তৈলের কলের সংখ্যা ৩৫ হইতে ৩২টি, দিয়াশলাইয়ের কারখানার সংখ্যা ১৭ হইতে ১৬টি, সাবানের কারখানা ১৩ হইতে ১১টি ও চা বাগিচার সংখ্যা ২৯১ হইতে ২৮৮টি পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। তবে অন্যান্য দিক দিয়া কারখানার সংখ্যা সামান্য পরিমাণে বাড়িয়াছে। ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলায় ২৯টি কাপড়ের কল, ৩৮টি হোসিয়ারী কারখানা, ৫টি লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, ১৫টি রাসয়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা ও ১২টি চিনির কল ছিল। ১৯৩৯ সালে তাহা যথাক্রমে ৩৩, ৪১, ৬, ১৯ ও ১৩টিতে দাঁড়াইয়াছে। এই উন্নতি কতকটা সান্ত্বনার বিষয় হইলেও কারখানা শিল্পের দিক দিয়া সমষ্টিগত ভাবে বাঙ্গলার যে অবনতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা খুবই শোচনীয় সন্দেহ নাই।

শিল্পব্যবসায়ে সহযোগিতা

দেশীয় শিল্পব্যবসায়ের উন্নতির পক্ষে গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব ও ক্রেতা জনসাধারণের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সংবাদপত্র এবং সভাসমিতিতে বিশেষ আলোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যেখানে শিল্পোন্নতির সমস্যায় উদাসীন, এমন কি, পরোক্ষ প্রেরণায় ইহার অন্তরায় সৃষ্টি করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না এবং জনসাধারণের অধিকাংশই যেখানে অজ্ঞ ও দরিদ্র—সেই দেশে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকিলে দেশীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি সম্পর্কে নিরাশ হইতে হয়। অথচ ভারতের শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে এই অবস্থাই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। শিল্পবাণিজ্যে অধিকসংখ্যক ভারতীয় যাহাতে সাফল্যের সহিত আত্মনিয়োগ করিতে পারে এবং ভারতীয় মূলধনে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে উন্নতি লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আজ পর্য্যন্তও গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ সুস্পষ্ট নীতি অবলম্বন করেন নাই। কয়েকটী শিল্পে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে বটে; কিন্তু এই সুযোগে শক্তিমান বিদেশী কোম্পানীসমূহ দেশের অভ্যন্তরে আসর জাঁকাইয়া বসিতেছে এবং ইহাদের প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে উন্নতি ত দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করিয়া চলাই অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত আলোচনায় নূতনত্ব না থাকিলেও সমস্যার গুরুত্ব হ্রাস পায় নাই কিংবা কোন প্রতিকারের পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্প্রতি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ এই বিষয়ে একটী নূতন পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই আলোচনা করিব। ফেডারেশনের প্রস্তাবটী কার্য্যক্ষেত্রে কতটুকু সাফল্য লাভ করিবে তৎসম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা বৃথা। কিন্তু প্রস্তাবটীতে যে নূতনত্ব আছে এবং অভিজ্ঞ মহলের আলোচনার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফেডারেশন সম্প্রতি বিভিন্ন ভারতীয় বণিকসমিতিসমূহের নিকট একটী সার্কুলার প্রেরণ করিয়া ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিদেশী কোম্পানীর পরিবর্ত্তে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহে বীমা করার জন্য এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠান হইতে প্রয়োজনীয় মালপত্র ক্রয় করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহের গৃহাদির বীমার কাজ এখন পর্য্যন্তও বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের একচেটিয়া। শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ ইহার কোন সুযোগ পাইতেছে না। অথচ বীমা আইনের ফলে, সুপ্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানীসমূহের ত কথাই নাই, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কোম্পানী-সমূহেরও স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাঁচামাল, ষ্টেশনারী এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য শ্রেণীর পণ্য ক্রয় বাবদও ভারতীয় শিল্প এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি বৎসর বহু টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। ইহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যদি দেশীয় মূলধনে প্রতিষ্ঠিত কারখানাসমূহ হইতে ক্রয় করা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। কলকারখানার পক্ষে কয়লা অপরিহার্য্য এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই কয়লা বাবদ মোটা টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। ভারতীয় কয়লাখনির মালিকদের নিকট হইতে শিল্পপতিগণ যদি তাঁহাদের প্রয়োজনীয় কয়লার একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লাখনিগুলিরও বর্ত্তমান দুরবস্থা কতকটা মোচন হইতে পারে। তেমনি দেশীয় জাহাজে যদি মালপত্র চালান দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশের জাহাজশিল্পও উপকৃত হইবে। ফেডারেশনের প্রস্তাবে দেশীয় ব্যাঙ্কের কোন উল্লেখ নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, বিদেশী ব্যাঙ্কের পরিবর্ত্তে শিল্প এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের টাকা-কড়ি যদি যথাসম্ভব দেশীয় ব্যাঙ্কে আমানত রাখা হয়, তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে।

শিল্প এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রে এই সহযোগিতার নীতি কার্য্যকরী করার পক্ষে যে নানারূপ প্রতিবন্ধক আছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রথমতঃ, ভারতীয় ব্যবসায়িগণ যদি এই নীতি মানিয়া চলিতে প্রয়াস পান তবে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ ইহা খুব সুনজরে দেখিবেন না এবং নানারূপ চাপ দিয়া ইহা ব্যর্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইতে পারেন। এস্থলে বক্তব্য এই যে, ইহা আত্মরক্ষার নীতি—ইহাতে বৈষম্যমূলক আচরণের কোন প্রশ্নই উঠে না। স্বয়ং ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহও ষ্টোর্স পার্সেজ ব্যাপারে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করার নীতি আংশিকভাবে মানিয়া লইয়াছেন। ভারতীয় ব্যবসায়িগণ যদি এই সহযোগিতার নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষুব্ধ হইবার বিশেষ কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত কোন কোন ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা-সম্বন্ধ এরূপ অবস্থায় পৌছিয়াছে যে, তাহা সহজে ছিন্ন করিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। ইউরোপীয় জাহাজে মালপত্র আমদানী ও রপ্তানি করিতে হইলে ইউরোপীয় বীমা কোম্পানীতে বীমা করা একপ্রকার বাধ্যতামূলক। ভারতীয় আমদানীকারক ও রপ্তানিকারককে বিদেশী জাহাজ কোম্পানী, বিদেশী ব্যাঙ্ক এবং বিদেশী বীমা কোম্পানী যে ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করাও সহজ ব্যাপার নহে। তৃতীয়তঃ, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের বহুবিধ মালমসল্লাই বর্ত্তমানে বিদেশী কোম্পানীসমূহ হইতে ক্রয় করিতে হয় কিংবা ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান হইতে আমদানী করা হয়। এই প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জার কথাই বিশেষভাবে আলোচ্য। চতুর্থতঃ, প্রধান প্রধান ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি ইহাতে সম্মত না হয় তবে এই নীতির বিশেষ কোন মূল্য থাকিবে না। বৃহদাকার একটি প্রতিষ্ঠান বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে জীয়াইয়া রাখিতে পারে। ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যে কয়টী যে কোন বিদেশী কোম্পানীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হয়, তন্মধ্যে ২।১টী প্রতিষ্ঠানের ইউরোপীয় প্রীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করা খুবই আয়াসসাধ্য হইবে সন্দেহ নাই। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিয়া থাকে। পঞ্চমতঃ, অধিকসংখ্যক শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী এই নীতি মানিয়া

(১৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমস্যা

সম্প্রতি বেঙ্গল ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েসনের বার্ষিক সভায় ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা সভাপতি হিসাবে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সকল দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অভিভাষণে ডাঃ লাহা বাঙ্গলায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কতকগুলি গলদ ও অব্যবস্থার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি উহাতে তৎপ্রতিকারের জন্য কতকগুলি সময়োচিত নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। এ প্রদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সহিত যাঁহারা নানাভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ডাঃ লাহার এই অভিভাষণ খুবই প্রণিধানযোগ্য হইবে সন্দেহ নাই।

গত কতিপয় বৎসর যাবৎ বাঙ্গলা দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের একটা উল্লেখযোগ্য প্রসার লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রসার খুব আনন্দের বিষয় হইলেও নানা কারণে অনেকে উহাকে ব্যাঙ্কিং-এর দিক দিয়া বাঙ্গালীর স্থায়ী উন্নতির পরিপোষক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিতেছেন না। কেননা এদেশে নিত্য নূতন ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিলেও সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিবেচনাসম্মত উপায়ে তাহা পরিচালনার রীতি এখনও ভালরূপ প্রচলিত হইতেছে না। তাহা ছাড়া এ প্রদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় সহযোগিতার পরিবর্ত্তে মারাত্মক প্রতিযোগিতার ভাবটাই খুব বেশী। ইহাতে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া ছোট ছোট ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকে উদ্বেগের ভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। ডাঃ লাহার বর্ত্তমান বক্তৃতায় কতক পরিমাণে সেই উদ্বেগই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, যুদ্ধের জন্য নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া যেভাবে এ প্রদেশের ছোট ব্যাঙ্কগুলি কারবার চালাইতেছে, তাহাতে উহাদের কৃতিত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের কতকগুলি মূলগত গলদ ও অব্যবস্থার কথা ভুলিয়া যাওয়া কঠিন। এ দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই নিতান্ত কম মূলধন নিয়া স্থাপিত হইয়াছে; ফলে উহাদের অনেকেরই আর্থিক ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় নহে। দৈনন্দিন কাজ কারবার চালাইতে গিয়া ও প্রয়োজনমত ব্যবসা প্রসারের কথা বিবেচনা করিতে গিয়া স্বল্প মূলধনের মূলগত গলদের জন্য উহাদিগকে খুবই বাধা বিঘ্ন পাইতে হয়। টাকা আমানত গ্রহণ ও তাহা দাদন সম্পর্কে এপ্রদেশের ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্কসমূহ বর্ত্তমানে যে রীতি অনুসরণ করিতেছে, তাহাও অনেক দিক দিয়াই প্রকৃত উন্নতির পরিপোষক নহে। এপ্রদেশে ব্যাঙ্কে টাকাকড়ি রাখিবার রেওয়াজ সাধারণের ভিতর এখনও বিশেষ প্রচলিত হয় নাই। যাহারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে অভ্যস্ত তাহারাও আবার বড় বড় ব্যাঙ্কেই টাকা গচ্ছিত রাখিয়া থাকেন। এই অবস্থায় দেশের ক্ষুদ্রকায় ব্যাঙ্কগুলিকে বেশী সুদের লোভ দেখাইয়া সাধারণের নিকট হইতে আমানত পাওয়ার চেষ্টা করিতে হয়। পরে সেই চড়া সুদ মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্কসমূহকে বেশী লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া হস্তস্থিত টাকা দাদন করিতে হয়। উহার সমষ্টিগত ফলস্বরূপ ব্যাঙ্কের ভিত্তি নানাদিক দিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্কের মোট তহবিলের অনেকাংশ দীর্ঘ মিয়াদী দাদনে ও কম নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় আবদ্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য টাকার অনটন ঘটিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। অনেক ক্ষেত্রে উহা ব্যাঙ্কের পতনই ডাকিয়া আনে। তাহা ছাড়া এ প্রদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের আর একটি গলদ এই যে, এখানে নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপন বা পুরাতন ব্যাঙ্কের শাখা আফিস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসৃত হয় না। কোন কোন সহরে ও কোন কোন মফঃস্বলকেন্দ্রে অনাবশ্যকীয় সংখ্যায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া অনিষ্টকর ও মারাত্মক প্রতিযোগিতায় আত্মনিয়োগ করিতেছে। আবার অনেক সহরে বা মফঃস্বল কেন্দ্রে ব্যবসা পরিচালনার ভালরূপ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হয়ত সে সব স্থানে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠিতেছে না। এই অবস্থায় একদিকে যেমন দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রকৃষ্ট উন্নতি সম্ভবপর হইতেছে না, অপর দিকে তেমনই দেশের অনেক অঞ্চলের কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাঙ্কিংয়ের সহায়তা লাভে বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে।

বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপরোক্ত গলদ আলোচনা করিয়া ডাঃ লাহা বলিয়াছেন যে, সকল দিক দিয়া একটা সুনিয়ন্ত্রিত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন ছাড়া এ সমস্তের সম্যক প্রতিবিধান সম্ভবপর নহে। আর সেজন্য উপযুক্ত একটি ব্যাঙ্ক-আইনের প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে। তবে ডাঃ লাহা ইহা পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন যে, একটি ব্যাঙ্ক-আইনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বর্ত্তমান ব্যাঙ্ক বিলটি তিনি সমর্থন করেন না। তাঁহার মতে এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে সুনির্দ্দিষ্ট অগ্রগতির পথে চালাইতে হইলে সর্ব্বোতভাবে সাহায্য ও সহানুভূতির ভাব নিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। সেজন্য প্রকৃত দূরদৃষ্টি নিয়া বর্ত্তমান বিলটিকে অনেক দিক দিয়াই পরিবর্ত্তন করা দরকার। বিশেষ করিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত যোগ রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিম্নতম মূলধন, ব্যাঙ্কের দাদননীতি, ব্যাঙ্কের নগদ তহবিল প্রভৃতি সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থাগুলিকে ঢালিয়া সাজিয়া আরও অনুকূল করিয়া তুলিতে হইবে। তবে এ প্রদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে উদ্দেশ করিয়া ডাঃ লাহা বলিয়াছেন যে, ব্যাঙ্ক বিলের আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন তিনি প্রয়োজন মনে করিলেও সেই পরিবর্ত্তনের আশায় ক্ষুদ্রকায় বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে তাহাদের নিজস্ব গলদ নিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা ঠিক নহে। এদেশে ব্যাঙ্কব্যবসা নিয়ন্ত্রণমূলক আইনের যখন প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তখন আপাততঃ যুদ্ধের জন্য ঐরূপ প্রস্তাব স্থগিত রাখা হইলেও অদূর ভবিষ্যতে একটি আইন পাশ করা হইবেই এবং তাহাতে ব্যাঙ্কের নিম্নতম মূলধন ও দাদননীতি প্রভৃতি বিষয়ে অল্পাধিক মাত্রায় কড়াকড়ি বিধিব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বিত হইবে। সেই অবস্থায় বাঙ্গলার ব্যাঙ্কগুলিকে যাহাতে অকস্মাৎ বিব্রত হইয়া পড়িতে না হয়, সেজন্য তাহাদের পক্ষে এখন হইতে সকল দিক দিয়াই সংগঠনমূলক কার্য্যনীতি অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। যদি বাঙ্গলার ছোট ছোট ব্যাঙ্কসমূহ সেইভাবে তাহাদের গলদ ও অব্যবস্থা

কাটাইয়া উঠিতে চেষ্টা না করে তবে ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক আইনের কড়াকড়ি নীতি প্রযুক্ত হওয়ার সঙ্গে নানাদিক দিয়া তাহাদের বিপদ ঘনাইয়া আসিবে। অনেক ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব একেবারে বিপন্ন হওয়াও বিচিত্র নহে।

এ প্রদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে এই সময়োচিত সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়া ডাঃ লাহা নানারূপ গলদ ও অব্যবস্থা হইতে দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে মুক্ত করা সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, উপযুক্ত মূলধন নাই বলিয়া এদেশে এ পর্য্যন্ত খুব কম সংখ্যক ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। এদেশের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ১ লক্ষ টাকা এমন কি ৫০ হাজার টাকা আদায়ী মূলধনযুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যাও নিতান্ত কম। মূলধনের এই মারাত্মক অসুবিধা দূর করিবার জন্য এ প্রদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে আজ বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। সাধারণ প্রথায় শেয়ার বেচিয়া বা আমানতী জমা বাড়াইয়া কার্য্যকরী মূলধন বৃদ্ধির চেষ্টা তাহারা করিতে পারেন। তাহা ছাড়া প্রয়োজনমত একত্রীকরণ নীতি অবলম্বন করিয়াও মূলধনের দিক দিয়া এবং অন্যান্য দিক দিয়া ব্যাঙ্কের আর্থিক সংস্থিতি দৃঢ় করা যাইতে পারে। অকেজো ধরণের অনেকগুলি ছোট ছোট ব্যাঙ্ক থাকার বদলে দেশে কয়েকটি ছোট ব্যাঙ্ক একত্র হইয়া যদি এক একটি বড় ব্যাঙ্ক গঠন করে, তবে তাহা দ্বারা স্থায়ী উন্নতির ভিত্তিতে দেশে ব্যাঙ্কিং কার্য্যের প্রসার সাধিত হইতে পারে। মূলধনের অভাব ছাড়া এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য যেসব মারাত্মক গলদ লক্ষিত হইতেছে, তাহার প্রতিকারের জন্য দেশের ছোটবড় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া যথাসম্ভব একজোট-ভাবে কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করাই ডাঃ লাহার মতে সঙ্গত পন্থা। এ দেশের ব্যাঙ্কগুলির ভিতর অনিষ্টকর প্রতিযোগিতার ভাব বলবৎ থাকার দরুণ ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ দাদন ও নগদ তহবিল রক্ষা সম্পর্কে বিবেচনাসম্মত নীতি বিসর্জ্জন দিয়াই লাভের সুযোগ দেখিতে হয়। দেশের ব্যাঙ্কসমূহ একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যদি আমানতী টাকার সুদ সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে একটি স্থিরীকৃত কার্য্যনীতি অনুসরণ করে, তবে মারাত্মক প্রতিযোগিতা তথা বিপজ্জনক কারবারার গলদ বিদূরিত হইতে পারে। ডাঃ লাহার এই ধরণের উপদেশ আমরা খুব সুচিন্তিত ও সুসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের ভিতর দিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যদি উপরোক্ত পন্থায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তবে বাঙ্গলায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে।

(শিল্প ব্যবসায়ে সহযোগিতা)

নিলে ইহা কি ভাবে কার্য্যকরী করা হইবে তাহাও বিশেষ বিবেচ্য। স্থানীয় বণিক সমিতিসমূহের মারফত ইহা কার্য্যকরী করার একটী প্রস্তাব আছে। বণিক সমিতিসমূহ ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে পণ্যের গুণাগুণ, মূল্য, ক্রেতা ও বিক্রেতার আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবে। এই ব্যবস্থাতেও প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতাদের মধ্যে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

ফেডারেশনের প্রস্তাব সম্পর্কে উপরে মোটামুটি ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা ইহা কি ভাবে গ্রহণ করেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রয়োজন হইলে বারান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ব্রেজিলে পাট চাষ

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল সরকার ১৯২৫ সালের ভারতীয় পাট চাষের পরীক্ষামূলক কার্য্যে বিফল মনোরথ হইয়াছেন। তৎসত্ত্বেও ১৯৩৬ সালে মিঃ উয়েৎসুকু নামক জনৈক জাপানী কৃষি বিশেষজ্ঞ ব্রেজিলে ব্যাপকভাবে পাট চাষের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। আমাজান নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে যে প্রচুর পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ভারতীয় পাট অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। এই বৎসরের পাট শীঘ্রই কাটা হইবে। জাপান হইতে ৫০ দল কৃষক ব্রেজিলে গিয়াছে। আগামী মরসুমে ১॥ হাজার টন পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বিশেষজ্ঞ মহল আরও আশা করেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্রেজিলের পাট উৎপাদনের পরিমাণ ৫০ হাজার টনেরও বেশী হইবে।

পারস্যেও পাট চাষ বেশ সন্তোষজনকভাবেই চলিতেছে। সম্প্রতি ইরান সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে যে সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায়, আগামী ৫ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে পাটের উৎপাদন ২ হাজার টন বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য বর্ত্তমানে কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে উক্ত বিবরণীতে তাহা উল্লেখ করা হয় নাই।

অষ্ট্রেলিয়াতেও কৃত্রিম পাট চাষের পরীক্ষামূলক কার্য্য চলিতেছে। মহাযুদ্ধের দরুণ পাট আমদানী ব্যাহত হওয়ায় বাজারের অনিশ্চিত অবস্থার সুযোগ লইয়া অষ্ট্রেলিয়ার এই নূতন উদ্যম।

ভারতে রং প্রস্তুতের তোড়জোড়

যুদ্ধের দরুণ বিদেশ হইতে রংএর আমদানী বহুলাংশে রুদ্ধ হওয়ায় এদেশেই রং প্রস্তুতের নানা রকম পরীক্ষাকার্য্য চলিতেছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় উদ্ভিজ্জ হইতে রং প্রস্তুতের এই ব্যাপক প্রচেষ্টা অচিরেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সামরিক বিভাগের পোষাকাদির জন্য খাকী ও নীলাভ রং অত্যাবশ্যক। নীল, হরিতকী, আমলকী প্রভৃতি হইতে উক্ত খাকী ও ঈষৎ নীলাভ রং প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আম, তেতুল, ডুমুর, প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ ও ফল হইতে নানা রং প্রস্তুত করিবার জন্য নাগপুরস্থ গবর্ণমেণ্ট শিল্প ইন্‌ষ্টিটিউট আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। কানপুরের এইচ্‌, বি টেক্‌নোলোজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট এবং ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনও এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ও আমলকী হরিতকী প্রভৃতি হইতে রং প্রস্তুত করিবার গবেষণাকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

উদ্ভিজ্জ হইতে নানা রকমের রং তৈয়ারীর ব্যাপারে মাদ্রাজের গবর্ণমেণ্ট টেক্‌ষ্টাইল্ ইন্‌ষ্টিটিউট ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। বিদেশ হইতে আমদানী কৃত্রিম রংএর সহিত প্রতিযোগিতায় একদিন ভারতের রং ব্যবসা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে ঐ লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদজাত দেশীয় রংএর পুনরুদ্ধার আশা ও আনন্দের কথা।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অভ্রের রপ্তানি

১৯৪০ সালের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর—এই তিন মাসে ভারত হইতে আমেরিকায় অভ্র রপ্তানির পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ঐ সময়কার পরিমাণের অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে উক্ত তিন মাসে ২ লক্ষ ২৪ হাজার ২৯৩ ডলার এবং ১৯৪০ সালে উক্ত তিন মাসে ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৩২১ ডলার মূল্যের অভ্র রপ্তানি হইয়াছে। অবশ্য ১৯৪০ সালের এপ্রিল—জুন এই তিন মাসের মোট রপ্তানির তুলনায় ১৯৪০ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসের রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। উক্ত জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মোট রপ্তানির পরিমাণ ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৭৪ ডলার।

জনস্বাস্থ্য ও গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার অব্ কমার্স (কলিকাতা) বাঙ্গলা সরকারের নিকট এই প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও খাদ্যতত্ত্বের ব্যাপক প্রচারের জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত সমিতির অভিমত এই যে, অধিকাংশ ব্যাধির মূলে রহিয়াছে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের গভীর অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য। সমিতির মতে জনসাধারণকে এই সব বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য সমগ্র দেশে সুপরিকল্পিত শিক্ষাভিযান আরম্ভ করা আশু কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য বিভাগকে অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিবার জন্য উক্ত ভারতীয় বণিক সমিতি বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

তুলার উৎপাদন হ্রাস

সমগ্র পৃথিবীতে ১৯৩৯-৪০ সালে মোট ২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৬৭ হাজার বেল তুলা উৎপাদন হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪ হাজার বেল। আলোচ্য বৎসরে আমেরিকার উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটি ১৫ লক্ষ ১৬ হাজার বেল; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে আমেরিকায় উৎপন্ন হইয়াছিল ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৬৫ হাজার বেল।

হায়দরাবাদে কৃষির উন্নতি

হায়দরাবাদ রাজ্যের কৃষি বিভাগের ১৯৩৮-৩৯ সালের বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, নানা রকম উৎকৃষ্ট ধান্যের আবাদী জমির পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উন্নত ধরণের তুলার চাষ বর্দ্ধিত হইয়াছে—এইরূপ তুলার চাষের জমি ২৭ হাজার একর জমি হইতে বাড়িয়া বর্ত্তমানে ২ লক্ষ ২০ হাজার একরে দাঁড়াইয়াছে।



বেলা ন'টা আর এখন

কত তফাৎ!

এখন এগারোটা বাজে ; বেলা ন'টা থেকে ক্রমাগত খেটে লোকটির উৎসাহ যেন মিইয়ে এসেছে,—মনের একাগ্রতা যেন গেছে কমে'। আবার সতেজ হয়ে ওঠ্‌বার জন্য ওর এখন প্রয়োজন এক পেয়ালা সুস্বাদু গরম চা। যারা হাতের কিম্বা মাথার কাজ করে তাদের প্রত্যেকের পক্ষেই বেলা এগারোটার সময় চা না হলেই নয়। চা শরীরের ক্লান্তি দূর করে, মনে উৎসাহ বাড়ায় এবং কর্মশক্তি বজায় রাখে।



বেলা এগারোটার ক্লান্তি দূর কর্‌তে হ'লে

চা পান করুন

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট্ এক্স্‌প্যান্‌সান্ বোর্ড কর্ত্তৃক প্রচারিত IK 142

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাকার্য্য

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগের গবেষণাগার বাড়ান হইতেছে। সম্প্রতি নানা বিষয়ে গবেষণার কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমান কারখানায় আর চলিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন জন রাসায়নিক ছাড়াও বাহিরের ৪০ জন গবেষককে উক্ত বিভাগে কাজ করিতে দেওয়া হয়। এই গবেষকগণের কার্য্যের জন্য নানা রকম সাজসরঞ্জাম বাবদ প্রতি বৎসর অন্যূন ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়।

উক্ত ফলিত রসায়ন বিভাগের ডক্টর এম গোস্বামী তাঁহার দুই বৎসর কাল অক্লান্ত গবেষণার পর তেল ও চর্ব্বি হইতে ষ্টিয়ারিক্ এসিড ও ওলিক্ এসিড প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই দুইটি এসিড ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না; সুতরাং বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। স্নো, ক্রীম ইত্যাদি প্রসাধন সামগ্রী এবং মোমবাতী ও নানা রকমের পালিশ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে উক্ত ষ্টিয়ারিক ও ওলিক এসিড অপরিহার্য্য। এই দিক দিয়া ডক্টর গোস্বামীর এই সাফল্য দেশের শিল্পোন্নতির সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই।

বোম্বাই শিল্প বিভাগের বার্ষিক বিবরণী

বোম্বাই সরকারের শিল্প বিভাগের বার্ষিক বিবরণী (১৯৩৯-৪০) দৃষ্টে জানা যায়, বিভিন্ন শিল্পে ৫৪ হাজার টাকা সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকটি শিল্প শিক্ষালয়ে ৪৬ হাজার ৭০০ টাকা অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে সর্ব্বসমেত ৭৮টি শিল্প বিদ্যালয়ে যথারীতি শিক্ষাকার্য্য চলিয়াছে। এই ৭৮টী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩০টি জনসাধারণের অর্থে ও শিল্প বিভাগের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে।

বেত, বাঁশ, কাগজের মণ্ড, দড়ি, দেশলাই, তাঁত, মৃৎশিল্প, বিবিধ হাতের কাজ, গুটিপোকার চাষ প্রভৃতি নানা দিকে শিল্প বিভাগ আলোচ্য বৎসরে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রদর্শনী, ভ্রাম্যমান বক্তৃতা, নির্দ্দেশ ও উপদেশাদি নানা উপায়ে দেশের শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টায় উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে মৎস্য ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। ২খানি লঞ্চের সাহায্যে মোট ২৫ লক্ষ ৪ হাজার ৪৭৯ পাউণ্ড মাছ ধরা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে মৎস্যের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ৫ হাজার ৫৮৩ পাউণ্ড।

আলোচ্য বৎসরে বোম্বাই প্রদেশের বস্ত্র শিল্পে বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। মহাযুদ্ধ বাধিবার পর কিছুটা উন্নতি দেখা গিয়াছিল বটে, কিন্তু নবেম্বর মাসের পর হইতে অবনতি ঘটিতে থাকে।

তৈল, উদ্ভিজ্জ ঘৃত, সাবান, ঔষধপত্র প্রভৃতি ব্যবসায়ের অবস্থা আলোচ্য বৎসরে বেশ সন্তোষজনক ছিল।

চীন দেশ হইতে রাশিয়ার চা ক্রয়

রাশিয়া চীন হইতে বেশীর ভাগ চা আমদানী করিতেছে। এই চা ক্রয় করিবার পরিমাণ ১৫ লক্ষ পাউণ্ড।

যুক্তপ্রদেশের কাঁচশিল্প

১৯৪০ সালে যুক্তপ্রদেশের কাঁচশিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। চশমার কাঁচ, কৃত্রিম মুক্তা ও নানা প্রকার কাঁচ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা কয়েকটী কারখানায় হইয়াছে। বেনারসে ও গাজিয়াবাদে দুইটী কাঁচ প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

উড়িষ্যায় কুটীরশিল্প

শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদান করিবার বিধানানুযায়ী উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট কুটীরশিল্পের উন্নয়নের জন্য ৫ হাজার টাকার দাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪০ সালে অগ্নিদাহে ক্ষতির পরিমাণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্নিবীমা কোম্পানীসমূহ ১৯৪০ সালে প্রায় ৩০ কোটী ডলার ক্ষতিপূরণ করিয়াছে। এই ক্ষতির পরিমাণ ১৯৩৯ সালের ক্ষতির চেয়ে শতকরা ২·৭ ভাগ কম ও ১৯৩৮ সালের চেয়ে শত করা ৩·৭ ভাগ বেশী।

কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্য

ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্য করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটী বিল উপস্থিত করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

কানাডায় অতিরিক্ত কর নির্দ্ধারণ

কানাডার অর্থসচিব মিঃ ইলস্‌লে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তৃতীয়বারের বাজেট কানাডার ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করিয়া প্রকাশ করেন যে, নূতন কর এবং বর্ত্তমান করের উপর আরও বর্দ্ধিত হারে অতিরিক্ত কর বসান হইবে। ব্যক্তিগত আয়ের উপর বর্ত্তমানে যেভাবে কর নির্দ্ধারণের বিধি আছে তাহার প্রথম এক হাজার ডলারের উপর শতকরা পনর ভাগ অনুসারে কর ধার্য্য করা হইবে এবং পরের প্রতি এক হাজার ডলার আয়ের উপর করের হার শতকরা পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। বর্ত্তমানে যে লোক তিন হাজার ডলার বেতনের উপর ১৯৫ ডলার আয়কর দিয়া থাকে, এই নিয়মানুসারে তাহাকে ৪০০ ডলার কর দিতে হইবে। শতকরা চল্লিশ ভাগ হারে কর্পোরেশন ট্যাক্স আদায় হইবে। নূতন যে সকল কর ধার্য্য হইবে, তাহার মধ্যে সিনেমার প্রবেশপত্রের মূল্যের উপর শতকরা কুড়ি ভাগ, ঘোড়দৌড়ের উপর শতকরা পাঁচ ভাগ এবং রেলওয়ে ও বিমান ভ্রমণের টিকিটের উপর শতকরা দশ ভাগ হারে ট্যাক্স বসান হইবে।

ভারত সরকারের আফিম বিভাগের আয় বৃদ্ধি

ভারত সরকারের আফিম বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায় যে, ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, উহাতে উক্ত বিভাগের ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৩৭ টাকা বেশী লাভ হইয়াছে। এক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের লাভের পরিমাণ ছিল ৭০ হাজার ৯৭৬ টাকা। আলোচ্য বৎসরের আফিম বিভাগের মোট রাজস্বের পরিমাণ ৪৪ লক্ষ ৬০ হাজার ১০৯ টাকা; ১৯৩৮-৩৯ সালের মোট রাজস্ব ছিল ৪৮ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৫০ টাকা। প্রতি মণ আফিম উৎপন্ন করিবার ব্যয় ৪৭৯ টাকা ১১ আনা ৩ পাই হইতে নামিয়া ৭০ টাকা ৬ আনা ৫ পাইতে দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আফিমের জন্য ব্যয় করিতে হইয়াছে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৩১৫ টাকা। এই দফায় পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ১১২ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে আফিম চাষের জমি ৬২৫ একর কমাইয়া ৫৪৩৩ একর করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আবাদ নষ্ট হইয়াছে এইরূপ জমির পরিমাণ ৫০৯ একর। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ঐরূপ জমির পরিমাণ ছিল ১১৭৮ একর। দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য আলোচ্য বৎসরে প্রতি একর জমিতে গড়-পরতা উৎপাদন যৎসামান্য হ্রাস পাইয়াছে।

নূতন কারখানাসমূহে বিমাণ আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যে সমস্ত কারখানা নির্ম্মিত হইবে সেইগুলিতে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি সন্তোষজনক করিবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। অবশ্য সকল নূতন কারখানায় এই বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা রাখিতে বাধ্য করা প্রথমে সম্ভব হইবে না। বড় বড় কারখানা—বিশেষতঃ যুদ্ধের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি যে সব কারখানায় প্রস্তুত হইবে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সকল কারখানা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত প্রথমে সেই গুলিতেই উক্ত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হইবে।

আমেরিকায় ভারতের পণ্য

ভারতবর্ষ এবং কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ করিবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে॥ নিউইয়র্কস্থিত ভারত সরকারের ট্রেড কমিশনারের দপ্তরে কানাডা ও আমেরিকার বাজার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য চিঠিপত্র প্রেরিত হইয়াছে। কানাডা ও আমেরিকার ব্যবসায়ী মহলও উক্ত দপ্তর মারফৎ ভারতবর্ষের বাজার সম্পর্কে খবরাদি লইতেছেন।

মাদ্রাজে ডেয়ারী ফার্ম্ম স্থাপন

মাদ্রাজ সরকার ত্রিণামপেটে একটী আদর্শ ডেয়ারী ফার্ম্ম স্থাপন করিবার পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন।

কৃত্রিম ঔষধের পরীক্ষামূলক কার্য্য

যুদ্ধ বাধিবার পর ইংলণ্ড হইতে এ দেশে যে সব ঔষধপত্র আমদানী হইতে পারিতেছে না তাহাদের পরিবর্ত্তে নূতন ধরণের অনুরূপ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা চলিতেছে। উপরোক্ত কৃত্রিম ভেষজের মধ্যে নিকেথামাইড অন্যতম। কলিকাতায় একটি ঔষধের কার-খানা হইতে সম্প্রতি সোডিয়াম টাউরো-গ্লাকোকোলেট নামক যে ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে সরকারী গবেষণাগারে যথারীতি পরীক্ষার পর উহা অনু-মোদন লাভ করিয়াছে। টিংচার টোলোর পরিবর্ত্তে টিংচার বেঞ্জন দ্বারা কাজ চলে কিনা তাহার পরীক্ষাকার্য্য চলিতেছে। যুদ্ধের সুযোগে দেশীয় ভেষজ-শিল্পের এই সব পরীক্ষামূলক কার্য্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইরাকের তৈলসম্পদ

তৈল খনির জন্যই ইরাক বিখ্যাত। ১৯৩৮ সালে ইরাকের উত্তোলিত তেলের মোট পরিমাণ ৪২ লক্ষ ৭২ হাজার টন। ইরাকের আয়তন ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৬০০ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ (১৯৩৫ সালের আদমসুমারী অনুসারে)।

ভারতে তুলার চাষের পূর্ব্বাভাস

১৯৪০-৪১ সালে ভারতে তুলার চাষ সম্পর্কে যে সরকারী পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে বর্ত্তমান বৎসরে শতকরা ৬ ভাগ বেশী জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং গত বৎসরের তুলনায় তুলা উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১৮ ভাগ বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সমগ্র ভারতে ২ কোটি ২৯ লক্ষ ২ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং ৫৭ লক্ষ ৮৫ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীর কি পরিমাণ তুলা চাষ হইয়াছে ও কি পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার বরাদ্দ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

	আবাদী জমি (একর)	তুলার উৎপাদন (বেল)
বেঙ্গলস্	২,৮০৭,০০০	১৭,১৭৬,০০০
আমেরিকানস্	২.৫০৫,০০০	১,০৯২,০০০
ওমরাস্	৬,৫৯৭,০০০	১,৪৮৯,০০০
বোচ	৮৮৮,০০০	২২৩,০০০
সুরতি	৬৫৬,০০০	১৪২,০০০
ধোলারাস	২,০৫০,০০০	৩১৪,০০০
বিবিধ	৭,৩৯৯,০০০	১,৭৪৯,০০০

রং প্রস্তুত করিবার দ্রব্য উৎপাদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগে রং প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করিবার গবেষণা চলিতেছে। কয়লার আলকাতরা হইতে যে নেপথালিন ও এনথ্রালিন্ পাওয়া যাইবে তদ্দ্বারা রং উপাদান করিবার দ্রব্যসামগ্রী লাভ করা সহজসাধ্য হইবে। কাপড়ের কলগুলিতে বস্ত্র রঞ্জন ব্যাপারে ইহার বিশেষ প্রয়োজন হইবে।

মহীশূরে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার

মহীশূর রাজ্যের বৈদ্যুতিক বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের বিবরণী পাঠে জানা যায়, বাসগৃহ ও কলকারখানা প্রভৃতিতে বিজলীর ব্যবহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বৈদ্যুতিক আলোবিশিষ্ট গ্রাম ও সহরের সংখ্যা ১৯৬টি—পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের সংখ্যা ছিল ১৮৫টি। আলোচ্য বৎসরে উক্ত বৈদ্যুতিক বিভাগের মোট আয় হইয়াছে ৪৯ লক্ষ ৫২ হাজার ২৮৪ টাকা। মহীশূর রাজ্যে গড়পড়তা ১ জন ব্যক্তির বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ হইতেছে ১৯৩৯-৪০ সালে ৩২ ইউনিট এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ৩০ ইউনিট। ১৯৩৯-৪০ মোট ২৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫১ শক্তির (কিলোওয়াট ঘণ্টায়) উৎপাদন হইয়াছে—পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের উৎপাদন ছিল ২৫ কোটি ২০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮৩৩ শক্তি। আলোচ্য বৎসরে সমগ্র মহীশূরে ৫২৫৮টি মিটার এবং ৪১ হাজার ২২৯টি আলোর পয়েণ্ট বসানো হইয়াছে।

কম্বল সরবরাহের অর্ডার

বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে সরবরাহ বিভাগ হইতে বিহারে ৫০ হাজার টাকার কম্বলের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সরবরাহ বিভাগ উৎপন্ন কম্বলের পশম আদৌ ভাল নয় বলিয়া পরে ঐ অর্ডার বাতিল করিয়া দেন। ঐ সময় পশম ও বুননের কি ভাবে উন্নতি করা যায়, এই সম্বন্ধে বিহার সরকারকে কতকগুলি নির্দ্দেশও জানান হইয়াছিল। সেই পরিকল্পনা অনুসারেই বর্ত্তমানে উৎকৃষ্ট কম্বল প্রস্তুত হইতেছে এবং দেশরক্ষা বিভাগ পুনর্ব্বার উক্ত ৫০ হাজার টাকার কম্বলের অর্ডার দিয়াছেন।

বঙ্গীয় সমবায়-সমিতি আইন

বাংলার লাটবাহাদুর ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় সমিতি বিলে তাঁহার সম্মতি দিয়াছেন।

যুক্তরাজ্যের জাতীয় আয়

গ্রেট বৃটেনের ১৯৪০ সালের মোট জাতীয় আয় (নীট) দাঁড়াইয়াছে ৫৫৮ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং। ১৯৩৮ সালে উক্ত আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৪১ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং।

দ্বিতীয় দফা ডিফেন্স লোনের চাঁদার পরিমাণ

১৯৪১ সালে ২৬শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা ডিফেন্স লোনের চাঁদা আদায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ সালের ২৬শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বিনাসুদী ডিফেন্স বণ্ডের জন্য ২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, শতকরা তিন টাকা সুদের ডিফেন্স ঋণের জন্য ৪৯ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও পোষ্ট অফিস মারফত দশ বাৎসরিক ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট দ্বারা ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের ২৬শে এপ্রিল পর্য্যন্ত সকল প্রকার ভারতীয় ডিফেন্স ঋণের চাঁদার পরিমাণ সর্ব্বসমেত ৫৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

মার্কিণে নৌ-নির্ম্মাণের জন্য বিপুল বরাদ্দ

মার্কিণ সরকার রণতরী প্রস্তুত করিবার জন্য ৩৪১ কোটি ৫৫ লক্ষ ২১ হাজার ৭ শত ৫০ ডলার ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন।



বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বার্ষিক বিবরণী

বোটানিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার ১৯৩৯-৪০ সালের বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, ৩॥০ হাজার রকমের গাছগাছড়া লইয়া পরীক্ষাকার্য্য চলিয়াছে ; তন্মধ্যে দেরাদুনের ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট ৮ শত রকম গাছগাছড়া পাইয়াছে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ই ডে মরিলের নিকট হইতে ৭০২ রকমের ব্রহ্মদেশীয় গাছগাছড়া পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট গাছগাছড়া বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী বিভাগ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে।

উক্ত বিবরণীতে প্রকাশ, শিবপুরের রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ও কিউরেটর বাঙ্গলা সরকারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী দার্জ্জিলিং, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার কয়েকটি অঞ্চলে গবেষণা ও পরীক্ষা কার্য্যের উদ্দেশ্যে নানা প্রকারের ফুল ও উদ্ভিদের চাষ করাইয়াছিলেন।

বিবরণীতে আরও প্রকাশ, প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বিস্তর ইপিকাক্ এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। অথচ ইপিকাকের চাষযোগ্য অঞ্চলের অভাব ভারতবর্ষে নাই। টুঙ্গ তেল সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। জলজ সিঙ্গারা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, উহা প্রচুর সহজলভ্য ও পুষ্টিকর এবং গবেষণা চলিতে থাকিলে সাগু, এরারুট ও এতজ্জাতীয় খাদ্যাদির পরিবর্ত্তে সিঙ্গারা ও তজ্জাত দ্রব্য দিয়াই কাজ চালান যাইবে।

কুইনাইন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ১৯৩৯-৪০ সালের শেষের দিকে কুইনাইনের মোট পরিমাণ ছিল ৯৭ হাজার ৭১ পাউণ্ড এবং কুইনাইন বাবদ মোট রাজস্ব আদায় হইয়াছে ৪৭ হাজার ৪৫১ টাকা। ভারত সরকার, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে বিক্রয়ের জন্য যাভা হইতে বহু পরিমাণে কুইনাইন সালফেট্ আমদানী করিয়া সম্প্রতি কুইনাইনের পূর্ব্বোক্ত যোগান আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

কলিকাতায় আড়াই হাজার নলকূপ

বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্ন অঞ্চলে ২॥০ হাজার নলকূপ খননের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। এই ২॥০ হাজার নলকূপ খনন করিতে আনুমানিক ব্যয় পড়িবে ১৬ লক্ষ টাকা। অবশ্য খননকালে তদারক কার্য্যাদির ব্যয় এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। উক্ত আড়াই হাজার নলকূপের মধ্যে যে সব অঞ্চলে মাটির নীচ দিয়া নর্দ্দামার ব্যবস্থা নাই, সেখানে ৫ শত অগভীর নলকূপ এবং যেখানে ভূনিম্নস্থ ময়লা-নির্গম-নালীর সুব্যবস্থা রহিয়াছে, সেই সব অঞ্চলে ২ হাজার নলকূপ খনন করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নলকূপগুলি স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করা হইবে। শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ইতালীর সামরিক ব্যয়

ফাইনান্স কমিশনের বৈঠকে সেনেটের বেডিয়ন আভাষ দেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে ৭২ কোটী পাউণ্ড ঘাটতি পড়িবে। ইতালীর অর্থসচিব সিনর ডি, রেভেল জানান যে, এযাবৎ সামারিক ব্যয় বাবদ মাসিক ৬ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইতেছে।

বিদ্যাসাগর কলেজের নূতন অধ্যক্ষ

বিদ্যাসাগর কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী এম, এ ১৯৪১ সালের ১লা জুন হইতে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। অধ্যাপক চৌধুরী ১৯১৪ সালের ঐ কলেজে প্রথম যোগদান করেন। ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে তিনি অত্যল্প কালের মধ্যেই বিশেষ সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন এবং ছাত্র মহলেও তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি রহিয়াছে। কলেজের ব্যায়াম বিভাগের সহিত তিনি অনেক বৎসর যাবত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। ভারতীয় সংবাদপত্র সঙ্ঘের তিনি একজন সভ্য এবং বহুকাল যাবৎ একটি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি মাসিক পত্রের (Landholders Journal) সম্পাদক ছিলেন। অধ্যাপক চৌধুরীর নিবাস ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত চরপাড়া গ্রামে।

বাঙ্গলার যৌথ কোম্পানী

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ এ্যাক্ট (১৯১৩ সালের ৭ ধারা) অনুযায়ী বাঙ্গলা দেশে ৩৪টি নূতন যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টিভুক্ত হইয়াছে। উক্ত কোম্পানীসমূহের অনুমোদিত মূলধনের মোট পরিমাণ ১ কোটি ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কোম্পানীগুলিকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া নিম্নে উহাদের পৃথক পৃথক বিবরণ দেওয়া হইল :—

কোম্পানী	সংখ্যা	অনুমোদিত মূলধন
দাদন ও ট্রাষ্ট	১	১০,০০,০০০৲
প্রোভিডেণ্ট বীমা	১	১,০০,০০০৲
মোটরসংক্রান্ত ব্যবসাদি	১	২০,০০০৲
ছাপাখানা, প্রকাশক ও মনোহারী ইত্যাদি	১	১,০০,০০০৲
কেমিক্যাল ও তৎসংক্রান্ত ব্যবসা	৪	১,৬০,০০০৲
লৌহ, ইস্পাত ও জাহাজ নির্ম্মাণ	১	৫,০০,০০০৲
ইঞ্জিনীয়ারিং	৩	৪৫,০০,০০০৲
এজেন্সী (ম্যানেজিং এজেণ্ট কোম্পানী সহ)	১	২০,০০০৲
শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও তৎসংক্রান্ত ব্যবসা	১	১৪,৭৫,০০০৲
কাপড়ের কল	১	২০,০০,০০০৲
অন্যান্য মিল	২	২,০০,০০০৲
হোটেল, থিয়েটার ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদ প্রতিষ্ঠান	২	৫,১৫,০০০৲
উপরোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানী	১	২০,০০০৲
	৩৪	১,০৫,৫০,০০০৲

বোম্বাইএ বৃত্তিমুলক শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা

এমন অনেক ছাত্র দেখা যায়, যাহারা সাহিত্য বিষয়ক পড়াশুনায় আদৌ মনোযোগী নয়, অথচ বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে তাহাদের প্রবল ঝোঁক রহিয়াছে। এই জাতীয় ছেলেদের অনর্থক স্কুল কলেজের বাঁধাধরা পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে আটকাইয়া না রাখিয়া যাহাতে প্রথম হইতেই তাহাদিগকে স্ব স্ব প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বোম্বাই সরকার কতকগুলি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়কে বৃত্তি-শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বাংলায় বসন্ত ও কলেরার প্রকোপ

২৯শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাংলা দেশে কলেরায় ১,৭৯২ জন মারা গিয়াছে। ফরিদপুর ৩৯৩ জন, বাখরগঞ্জে ২৯৮ জন, চট্টগ্রামে ২৩২ জন, যশোহরে ১৬৮ জন, চব্বিশ পরগণায় ১৬৮ জন এবং কলিকাতায় ১০১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বসন্তরোগে মৃত্যুর সংখ্যা কলিকাতায় ৩৬৮ ও হাওড়ায় ৭৬ জন দাঁড়াইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

রুডিমেণ্টস্ অব্ মেডিক্যাল ইন্‌সিওরেন্স একজামিনেশন্—মিঃ বি বি দত্ত প্রণীত ও সঙ্কলিত। লেখক কর্ত্তৃক বেঙ্গল পুলিশ এসোসিয়েশন্ বিল্ডিংস্ ৫১ বেণীনন্দন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

বীমা ব্যবসায়ের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে উহার গুরুত্ব ও দায়িত্ব বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বীমাপত্র প্রদানের পূর্ব্বে বীমাকারীর জীবনের ইতিহাস ও স্বাস্থ্যের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়া আজকাল বীমা কোম্পানীর অন্যতম প্রধান কাজ। অথচ ২৫।৩০ বৎর পূর্ব্বেও এই বিষয়ে বর্ত্তমানের ন্যায় এরূপ কড়াকড়ি দেখা যাইত না।

আজকাল বহু চিকিৎসক বীমা কোম্পানীগুলির সঙ্গে জড়িত। বীমাকারীর স্বাস্থ্যের সঙ্গে বীমা কোম্পানীর ব্যবসায়ের স্বার্থসম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়াই ডাক্তারগণের উপরে গুরু দায়িত্বও ন্যস্ত থাকে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে নূতন ব্রতী রূপে যেসব ডাক্তার কাজ আরম্ভ করেন, চিকিৎসা-শাস্ত্রের বহির্ভূত অথচ বীমা ব্যবসায়ের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বহু বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের অনেকেরই কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই।

আলোচ্য গ্রন্থখানি এই সব নবাগত ডাক্তারগণের অবশ্য শিক্ষণীয় তথ্যাদিতে পূর্ণ একখানি মূল্যবান পুস্তক। লেখক বহু বীমা কোম্পানীর সঙ্গে কার্য্যসূত্রে জড়িত থাকিয়া এই বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমানে পুলিশ কো-অপারেটিভ্ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেডের সেক্রেটারী এবং "মেডিক্যাল এক্‌জামিনেশন্ ফর লাইফ্ অ্যাসিওরেন্স" ও "সিলেক্‌শন অব্ রিস্কস্ বাই লাইফ্ এজেণ্টস্" নামক বীমা বিষয়ক দুইখানি তথ্যপূর্ণ পুস্তকের রচয়িতা। এইরূপ একজন বিশেষজ্ঞের রচিত আলোচ্য গ্রন্থখানি বীমা কোম্পানীসমূহের নবীন ও প্রবীণ চিকিৎসকগণের পরীক্ষাকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

সম্প্রতি আমরা ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের একখণ্ড কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে একটা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় দেশে অনেক ব্যাঙ্কেরই কার্য্যধারা কতক পরিমাণে সঙ্কোচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আলোচ্য সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের তুলনায় ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের মোট লাভের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইলেও শেয়ার মূলধন, আমানতী জমা ও মজুত তহবিল উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কের শেয়ার মূলধন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমা ৯০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪০) তারিখ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ২ লক্ষ টাকা, ৯২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ও ২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই বৃদ্ধি কোম্পানীর পরিচালকদের কৃতকার্য্যতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত দায় ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া আলোচ্য ছয় মাসের শেষে ব্যাঙ্কের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১ কোটি ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। এই দায়ের বদলে উপরোক্ত সময়ে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—প্রদত্ত ঋণ ও ওভারড্রাফ্‌ট ৫২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, কোম্পানীর কাগজ, ক্যালকাটা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার, রেলওয়ে শেয়ার ও যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ও জমিবাড়ীতে দাদন ৩৫ লক্ষ ১১ হাজার ৬৮৫ টাকা, আদায়যোগ্য সুদ ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ১৫ হাজার ৮০০ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এই সকল বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদমূলক বিধি ব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। সাধারণ মজুত তহবিল ছাড়া দাদনী টাকার সম্ভবপর ক্ষতিপূরণের জন্য এই ব্যাঙ্ক ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার একটি স্বতন্ত্র মজুত তহবিলও গঠন করিয়াছে। উহাতে ব্যাঙ্কটীর বিশেষ নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য ছয় মাস কাজ চালাইয়া ব্যাঙ্কের মোট লাভ দাঁড়ায় (পূর্ব্বেকার ৪ হাজার ২১৮ টাকা জের সহ) ৬৮ হাজার ৬২৪ টাকা। উহা হইতে কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৪৫ হাজার ৬৯৬ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সম্পত্তির মূল্যাপকর্ষ পূরণ বাবদ ২ হাজার ৫১৫ টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে ও ১০ হাজার টাকা দাদনী তহবিলের জন্য মজুত তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। বাকী ১০ হাজার ৪১৩ টাকা হইতে ৬ হাজার টাকার দ্বারা অংশীদারদিগকে শতকরা তিন টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা স্থির হইয়াছে। বাকী ৪ হাজার ৪১৩ টাকা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইবে।

মিঃ ভবেশচন্দ্র সেন সেক্রেটারী ও ম্যানেজাররূপে যেরূপ কৃতিত্বের সহিত এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন তাহা সকল দিক দিয়াই প্রশংসনীয়। আমরা এই সুপরিচিত ও নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৯ই মে ৯এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় বিশেষ আড়ম্বরের সহিত দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। স্যার মন্মথ নাথ মুখার্জ্জি এই আফিসটির উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। প্রথমে মিঃ মহেন্দ্রজিৎ ফুকন একটি সময়োচিত বক্তৃতায় স্যার মন্মথ নাথকে ও সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ এ প্রদেশে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির পরিকল্পনা নিয়া কি ভাবে এই ব্যাঙ্কটি স্থাপন করিয়াছেন মিঃ ফুকন বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখ করেন। স্যার মন্মথ নাথ মুখার্জ্জি বক্তৃতা দিতে উঠিয়া প্রথমে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। তৎপর তিনি বলেন, কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান মেসিনারী কোম্পানী ও ভারত জুট মিল প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃতী ব্যবসায়ী হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দাশ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি তাঁহার খ্যাতি আরও বৃদ্ধি করিলেন। কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব বাড়াইয়াছেন ভবিষ্যতে স্বর্গীয় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ও স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পালের সহিত তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবে বলিয়া স্যার মন্মথনাথ আশা করেন। তিনি বলেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যাঙ্ক পরিচালনা ও তাহার উন্নতি সাধনের কাজ সহজ নহে। তিনি আরও বলেন, কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ এই ব্যাঙ্কটির পিছনে থাকায় ও উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে লইয়া এই ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ড গঠিত হওয়ায় এই ব্যাঙ্কটি যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি প্রদর্শন করিতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। সাধারণের আমানতী জমা ১২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ৫৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া (পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত সহ) ব্যাঙ্কের নীট লাভ দাঁড়ায় ১৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫৭৭ টাকা। ঐ টাকা হইতে গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে অর্ডিনারী শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৮ টাকা ও প্রেফারেন্স শেয়ারে মোট ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৫০০ টাকা লভ্যাংশরূপে বিতরিত হইয়াছে। বাকী ১২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭৭ টাকা হইতে ৪৫ হাজার টাকা নিয়োগ করিয়া ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া, ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা নিয়োগ করিয়া অর্ডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা ১২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া ও ৬১ হাজার টাকা নিয়োগ করিয়া অর্ডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা ৬ টাকা হারে বোনাস দেওয়া স্থির হইয়াছে। ৪ লক্ষ টাকা মজুত তহবিলে ন্যস্ত করা হইবে এবং ৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৭৭ টাকা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইবে।

ন্যাশনেল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩০শে এপ্রিল ন্যাশনেল ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৩৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীটস্থ রেজিষ্টার্ড আফিসে উক্ত ব্যাঙ্কের অংশীদারগণের এক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। মিঃ রামকৃষ্ণ দত্ত, মিঃ গোবর্দ্ধন দত্ত এবং মিঃ মনোরঞ্জন চৌধুরী এম-এ, বি-এল ব্যাঙ্কের নূতন ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নূতন ডিরেক্টারদের পরিচালনাধীনে এই ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হউক, ইহাই কামনা।

ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নূতন আফিস ভবনের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ বি আর যাদব এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানান যে, কর্ত্তৃপক্ষ কোম্পানীর একটি সাধারণ বীমা বিভাগ খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। শীঘ্রই অগ্নিবীমা ও দুর্ঘটনা বীমার কাজ আরম্ভ করা হইবে। কোম্পানীর সাধারণ বিভাগ খোলার জন্য কতকগুলি নূতন প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় করা হইয়াছে। পূর্ব্বে আমেদাবাদে এই কোম্পানীর হেড আফিস অবস্থিত ছিল। সম্প্রতি তাহা বোম্বাইয়ে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ্ এসোসিয়েশন লিমিটেড গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৩১ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৫০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

পুটিনবাড়ী টি এসোসিয়েশন লিঃ—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৫০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৫০ টাকা। **এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪১ সালের গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসে শতকরা ১০ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোল্ কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **সেণ্ট্রো কোল কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৩৸০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **চুরুলিয়া কোল কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৩৵০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **বড়িয়া কোল কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৩৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় ৩৸০ আনা। **নর্থ দামুদা কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ৬।০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বালী জুট কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসে শতকরা ৮ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১০৲ টাকা। **সিঙ্কারেনী কোলিয়ারিজ কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৫৲ টাকা। **বেলগাছি টি কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১০৲ টাকা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

জেনারেল পাবলিশার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম আর চক্রবর্ত্তী। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১২৬ নং বিবেকানন্দ রোড্, কলিকাতা।

মোলার্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নর্ম্মান পেনসন। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৪নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

ইষ্টার্ণ ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিঃ—ম্যানেজিং এজেণ্ট মিঃ বি এন ভট্টাচার্য্য, অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—পি ৬ নং মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা।

চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি কে চৌধুরী। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২৩ নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমার্শিয়াল ভেরাইটিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি ডি ভট্টাচার্য্য। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

রূপমন্দির লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৩৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফটোগ্রাফিক পারফরমেনস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ ফোর্কস্। রেজিষ্টার্ড আফিস—২৯নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জালান এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ লোকনাথ জালান। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৬০এ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আপার ইণ্ডিয়া সেলিং এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ লোকনাথ জালান। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৬০এ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

গোল্ডেন সোপ ফ্যাক্টরী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এন ভৌমিক। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্ট্রার্ড আফিস—১৫নং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্, নর্থ লিলুয়া, হাওড়া।

ষ্টীল ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ভবতোষ ঘটক। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৪১বি, প্রতাপাদিত্য রোড্, কালীঘাট কলিকাতা।

ওয়েষ্ট মিনারেলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে পি কালীয়া। অনুমোদিত মূলধন ৪৮ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—পি ২০২নং ল্যান্সডাউন রোড্ এক্সটেনসন, কলিকাতা।

বেঙ্গল রোলিং মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ লক্ষীনারায়ণ টিকমণি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৬৬বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৯ই মে

এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে টাকার বেশীরকম স্বচ্ছলতা লক্ষিত হইয়াছিল। বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল আট আনা। সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে এতদিন বাজারে টাকার যে দাবী দাওয়া ছিল বর্ত্তমানে তাহাও হ্রাস পাইতেছে। তুলা চিনি ও ধান চাউল বাবদ টাকা নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। এক্ষণে এইসব দিকে নূতন করিয়া টাকা খাটাইবার সুযোগ বা আবশ্যকতা নাই। ঐ সব দিকে পূর্ব্বে যে টাকা নিয়োগ করা হইয়াছিল বর্ত্তমানে তাহাও ব্যাঙ্কগুলির হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলিতে টাকার একটা নিষ্ক্রিয় স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। এই স্বচ্ছলতার ভাব শীঘ্র কাটিবে বলিয়া মনে করা যায় না।

গত ২৯শে এপ্রিল ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। ৯৯৸৯ পাই দরের সমস্ত ও ৯৯৸৯ পাই দরের শতকরা ২৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার নির্দ্ধারিত হয় ৸/৫ পাই।

গত ৬ই মে তারিখ যে ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ৯৯৸৯ পাই দরের শতকরা ৮৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদন পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক সুদের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে শতকরা ৸/০ আনা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ২রা মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ছিল ২৪৯ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ১১ কোটি টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৩৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহ ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ও ১৪ কোটি টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২৬ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ও ১৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অন্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫১৫/১৬ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫১৫/১৬ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬৭/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১০ই মে

গত কয়েক দিন যাবৎ কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেয়ার মূল্যের একটা চড়াভাব লক্ষিত হইতেছে। এ সপ্তাহে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম্ম হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ও চটকল বিভাগে কোম্পানীর কাগজের বাজারও মোটামুটি চড়া ছিল। অন্যান্য বাজারে মন্দার ভাব দেখা গেলেও অবস্থা মোটামুটি স্থির ছিল বলা চলে।

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারে বিকিকিনি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ট্রেজারী বিলের হার বার্ষিক ৵৫ পাই হইতে ৵০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। গত ৮ই মে ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর বৃদ্ধি পাইয়া ৯৪৷৵০ আনা হইতে ৯৫॥০ আনা হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে ক্রেতার ভীড় বেশী হওয়ায় কলিকাতার বাজারে এরূপ উন্নতি দেখা যায়। এ সপ্তাহে মেয়াদী ঋণসমূহেরও মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড ১০১॥০ আনা, ৩॥০ আনা সুদের ১৯৪৭।৫০ বণ্ড ১০২॥৵০ আনা, ৪৲ সুদের ১৯৬০।৭০ বণ্ড ১১২॥৵০ আনা, ৪॥০ সুদের ১৯৫৫।৬০ বণ্ড ১১২॥৵০ আনা, ৫৲ সুদের ১৯৪৫।৫০ বণ্ড ১১০।৶০ আনা এবং ৪৲ সুদের ১৯৪৩ বণ্ড ১০৪।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে উৎসাহের অভাব, সুতরাং বেচাকেনা আশানুরূপ হয় নাই। এমালগেমেটেড ২৫৲ টাকা, বেঙ্গল ৩৪৫৲ টাকা, বরাকর ১২।৵০ আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৬৵০ আনা, মুগুলপুর ৯॥৶০ আনা এবং পেঞ্চ ভেলী ৩২॥৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

চটকল

এ সপ্তাহে চটকলের বাজার বেশ চড়তি ছিল। গত সপ্তাহে শেষের দিকে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ার দর ছিল ৩০০৲ টাকা; এই সপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ৩১০৲ টাকা হইয়াছে। বজবজ ৩৪০৲ টাকা, হুকুমচাঁদ ৮॥৶০ আনা, হাওড়া ৪৯৷০. কামারহাটী ৪৫৮৲ টাকা, কাঁকনাড়া ৩৬৪৲ টাকা, ন্যাশনাল ২১॥০ আনা, নৈলিমরলা ৭॥০ আনা, প্রেসিডেন্সি ৪৵০ আনা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৪৬॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী

এসপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শেষোক্ত কোম্পানীর মূল্য বৃদ্ধি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কোম্পানী প্রেফারেন্স শেয়ারের বকেয়া লভ্যাংশের কিছু কিছু পরিশোধ করায় ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে উহার সাধারণ লভ্যাংশ সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়ণ ২৮ টাকা, ষ্টীল কর্পোরেশন ১৭।০ আনা, বার্ণ এণ্ড কোং ৫৫৩৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রোডাক্টস্ সাধারণ শেয়ার ৫২৲ টাকা, হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল সাধারণ শেয়ার ১০৷০ আনা ও ডেফার্ড শেয়ার ২।৵০ আনা এবং ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৮॥৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে বাস্মা কর্পোরেশন্ এবং ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন যথাক্রমে ৪৵০ আনা এবং ৷৶০ আনা, বি আই কর্পোরেশন ৪/০ আনা, ঝাড়ারী কোক্ ২০৷৵০ আনা, ইণ্ডিয়ান কেব্ল ১৯॥৶০ আনা বেঙ্গল কেমিক্যাল ৩৮৫৲ টাকা, ডান্‌লপ্ রাবার ৪০॥০ আনা, টিটাগড় পেপার ১৬।৶০ আনা, বেঙ্গল পেপার ১১৬৲ টাকা, শ্রীগোপাল পেপার ১০॥৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছিল :—

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৭ই মে—৯১।০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১লা মে—৯৪৵০ ৯৪।৶০; ২রা—৯৪৵০ ৯৪।/০; ৩রা—৯৪৵০ ৯৪।৵০; ৫ই—৯৪৵০ ৯৪॥৵০; ৬ই—৯৪॥/০ ৯৪৷/০; ৭ই—৯৪/০ ৯৫৲; ৮ই—৯৪॥৶০ ৯৫৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৩রা মে—১০১॥৵০; ৫ই—১০১॥৵০; ৬ই—১০১॥/০ ১০১॥৵০; ৭ই—১০১।৵ ১০১৷০ ৮ই—১০১॥০। ২৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ১লা মে—৯৯৷৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১লা মে—১০৭৷০; ২রা—১০৭॥/০ ১০৭৷/০; ৩রা—১০৭॥৵ ১০৮৲; ৬ই—১০৭৷০ ১০৭৷৵০; ৮ই—১০৮৲। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১লা মে—১১২।/০; ২রা—১১২॥/০; ৫ই—১১২৲; ৮ই—১১২।৶০ ১১২॥৵০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১লা মে—১১০।০; ২রা—১১০।০ ১১০॥০; ৩রা—১১০।৵০; ৫ই—১১০।/০ ১১০॥০; ৬ই—১১০।৵০ ৭ই—১১০॥৵০ ১১০৷৶০; ৮ই—১১০॥/০ ১১০৷৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২রা মে—৯৯॥/০ ৯৯॥৵০; ৩রা—৯৯।৵০ ৯৯॥০; ৬ই ৯৯॥০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২রা মে—৯৪/০ ৯৪৶০; ৩রা—৯৪৶০; ৬ই—৯৪/০ ৩॥০ সুদের (১৯৪৭-৫০) ২রা মে—১০২/০; ৩রা—১০২।/০; ৭ই—১০২।০; ৮ই—১০২॥০ ১০২॥৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ২রা মে—১০৪/০; ৩রা—১০৪।৵; ৫ই—১০৪।৵; ৬ই—১০৪।৵০। ৩৲ সুদের ইউ, পি (১৯৫২) ২রা মে—৯৭।৵০; ৫ই—৯৭।৵০। ৩৲ সুদের ইউ, পি বণ্ড (১৯৬১-৬৬) ৩রা মে—৯৩৷০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৯) ৬ই মে—৯৮॥০ ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ৩রা মে—৯৭৶০। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ৫ই মে—১০৫॥/০ ১০৫॥৵০; ৬ই—১০৫৷০। ৫৲ সুদের ইউ, পি বণ্ড (১৯৪৪) ৭ই মে—১০৭৵০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ১লা মে—৩৯৭৲। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২রা মে—১,৫৩৮৲; ৬ই—১৫৩৮৲; ৭ই—১৫২৩৲ ১৫৩৮৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২রা মে—১০১॥০ ১০১৷০ ১০৩৲; ৫ই—১০১৲; ৬ই—১০১৲ ১০১॥০ ১০২॥০; ৭ই—১০১॥০ ১০২॥০, ৮ই—১০১॥০ ১০২॥০ ১০৩৲। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৫ই মে— ৩৯৷০; ৬ই—৩৯৵০। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৭ই মে—১৪০৲; (কণ্টি) ৭ই মে—৫৪৲।

রেলপথ

ময়ূরভঞ্জ রেলওয়ে ২রা মে—৬৫৲ ৬৬৲। সাড়া সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ৭ই মে—১০৩৲ ১০৪৲। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ৮ই মে—৯৯৲ ১০২৲।

কয়লার খনি

বরাকর ১লা মে—১২॥০; ২রা—১১৷৵০; ৩রা—১২৲ ১২।৶০; ৫ই—১২৲; ৭ই—১২।৵০; ৮ই—১২৵০ ১২।৵০। সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ১লা মে—১৩॥০ ১৩৷০। (প্রেফ) ৭ই মে—১১১৲। ইকুইটেবল ১লা মে—৩৩।৶০ ২রা—৩৩।৵০ ৩৩॥৵০; ৫ই—৩৩৷০; ৬ই—৩৩॥০; ৮ই—৩৩৷০। নিউবীরভুম ১লা মে—১২৷০ ১৪৲; ২রা—১৪৲ ১৪৵০। নর্ম্মদামুদা ১লা মে—৫।০। এমালগেমেটেড ৬ই মে—২৪॥৵০; ৭ই—২৪।৵০ ২৫৲। সাউথ করণপুরা ১লা মে—৪৵০; ২রা—৪/০ ৪।০। বেঙ্গল ৭ই

মে—৩৪৩৲ ৩৪৫৲। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১লা মে—২৭॥০। ভুলানবারি ৫ই মে—১০৸০ ১১৲। বড়ধেমো ২রা মে—৩।৵০ ৩৸৵০; ৩রা—৩।০। দেউলি ২রা মে—৮/০। চুরুলিয়া ৭ই মে—১॥০ ১॥৵০। মেনোমেইন ২রা মে—১১৸০ ১২।০। রাণীগঞ্জ ২রা মে—২৩৲। নাজিরা ৭ই মে—৭।০। সামলা ২রা মে—১৸৵০; ৫ই—১৸৶০। সেনড্রা ২রা মে—১১।০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৩রা মে—২০॥০। পেঞ্চভেলী ৭ই মে—৩২॥৵০।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ১লা মে—৪৲ ৪৶০; ২রা—৪৲ ৪৶০; ৩রা—৪৲ ৪৶০; ৫ই—৪৲ ৪৶০; ৬ই—৪৲ ৪।০; ৭ই—৪৵০ ৪।/০; ৮ই—৪৵০ ৪।/০। ইণ্ডিয়ান কপার ১লা মে—১৸৵০ ২৲; ৩রা—১৸৵০ ২/০; ৫ই—১৸৵০ ২/০ ৬ই—১৸৵০ ২/০; ৭ই—১৸৶০ ২/০; ৮ই—১৸৶০ ২৵০।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২রা মে—১০॥৵০ ১১৶০; ৬ই—১০৸০ ১১৲; ৮ই—১০৸০ ১১৲। ডালমিয়া সিমেণ্ট (ডেফার্ড) ২রা মে—২।৵০ ২॥০; ৬ই মে—২॥০ ২৸০; (প্রেফ) ২রা মে—১১৩৲; ৬ই—১১২৲।

কাগজের কল

শ্রীগোপাল পেপার (প্রেফ) ১লা মে—১০৬৲; ৬ই—১০৪৲; (অর্ডি) ৩রা মে—১০।০; ৫ই—১০৶০ ১০॥/০; ৭ই—১০।/০ ১০॥৵০; ৮ই—১০॥৵০ টিটাগড় (অর্ডি) ১লা মে—১০॥৵০ ১৫৸০ ১৬৲ ১৬/০; ২রা—১৫৸০ ১৬৲ ১৬৵০ ১৬।০; ৩রা—১৫৸৶০ ১৬।০; ৫ই—১৬৲ ১৬।/০; ৬ই—১৬৲ ১৬।৵০; ৭ই—১৬৶০ ১৬।৶০; ৮ই—১৬৶ ১৬।৶০। টীটাগড় পেপার (প্রেফ-অর্ডি) ২রা মে—৫৵০; ৭ই ৫/০ ৫৶০; (সেকেণ্ড প্রেফ) ৫ই মে—১১৪৲। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্‌প্‌ ২রা মে—১৩০৲। বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ৮ই মে—১১৬৲। ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ২রা মে—১০৸০; ৬ই—১০॥৵০ ১০৸৶০; (নিউ প্রেফ) ৫ই মে—১০১৸০ ১০২৸০। ৬ই—১০১৲। মহীশূর পেপার ৫ই মে—১৩।০; ৭ই—১৩॥০ ১৩৸০। ষ্টার পেপার ৭ই মে—১০৲।

কাপড়ের কল

নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ১লা মে—৫।৵০; ২রা—৫৵০ ৫।৵০; ৮ই—৫৵০ ৫।০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১লা মে—১৸৵০; ৩রা—১৸৵০ ২/০। ডানবার ২রা মে—১৮১৲ ১৮২৲; ৭ই—১৮৭৲ ১৮৮৲। এলগিন মিলস (অর্ডি) ২রা মে—১৮।০; ৬ই—১৮।০; ৭ই—১৮।৵০ ১৮৸০। মোহিনী মিলস্‌ ২রা মে—১১॥৵০ ১২৵০। কেশোরাম (প্রেফ) ৩রা মে—১৩৩৲। কাণপুর টেক্সটাইলস্‌ ৫ই মে—৫৸০; ৮ই—৫॥০। ঢাকেশ্বরী কটন ৫ই মে—১৪৲ ১৪।০।

চা বাগান

হাসিমারা ১লা মে—৪২।০; ৩রা—৪১৸/০ ৪১৸৵০; ৫ই—৪১৸০ ৪২।০। সেপোন ৮ই মে—১০৸০। পেট্রোকোলা ১লা মে—৮৬৮৲ ৮৭২॥০; ২রা—৮৭৪॥০; ৫ই—৮৭৪॥০। তেলিয়াপাড়া ১লা মে—৪০৭॥০; ৬ই—৪১২॥০। তেজপুর ৭ই মে—৭॥০ ৭৸০। সেপোহি ৩রা—১০॥/০ ১০॥৵০। হুলানগুড়ি ৭ই মে—১৬০৲। নিউ সিনাটোলিয়া ৫ই মে—৪০২॥০; ৬ই—৪০২॥০। সোণাই রিভার ৫ই মে—১৬॥০ ১৬৸৵; ৬ই—১৬॥০ ১৬৸০। ইষ্টার্ণ কাছাড় ৬ই মে—৭৸০।

চিনির কল

মারি ক্রয়ারী ৭ই মে—১৪।০ ১৪॥০। রামনগর কেন সুগার (প্রেফ) ৮ই মে—১২৫৲। কাণপুর ১লা মে—১৫॥০; ৫ই—১৫॥০ ১৬৲। বস্তি ৮ই মে—১৪৩॥০ ১৪৫॥০। ক্যারু এণ্ড কোং (অর্ডি) ৫ই মে—৮।৵০ ৮॥৵০ (প্রেফ) ৬ই মে—১১৭৲ ১১৮৲। নিউসাভান ৫ই মে—৬॥৵০ ৬৸৵০; ৬ই—৬৸০ ৭৲। ভারত ৮ই মে—৭।৵০ ৭৸০। পূর্ণিয়া ৫ই মে—৬।০। রাজা ৭ই মে—১৫৸০; ৮ই—১৫॥৵০। বুলাণ্ড ৬ই মে—১৫।০ ১৫॥০; ৭ই—১৫।৵০ ১৫॥৵০; ৮ই—১৫।০ ১৫॥০।

কেমিক্যাল

এলক্যালি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ৩রা মে—১৫৸০ ১৫৸৵০; ৬ই—১৬৵০ ৭ই—১৫॥০; (প্রেফ) ৭ই মে—১১৭৲; ৮ই—১১৭৲। বেঙ্গল এরিয়েটেড গ্যাস ৭ই মে—৪৮৲ ৪৯৲ ৫৫৲; ৮ই—৫০৲। বেঙ্গল কেমিক্যাল (অর্ডি) ৭ই—৩৭৯৲; ৮ই—৩৮৫৲।

ইলেক্‌ট্রীক ও টেলিফোন

রাওয়ালপিণ্ডি ইলেকট্রীক ১লা মে—২৫৸০; ২রা—২৫।০। ঢাকা ইলেকট্রীক ৩ই মে—১৭॥০ ১৭৸০। ইউ পি ইলেকট্রীক ১লা মে—১৮৯৲। জব্বলপুর ইলেকট্রীক ২রা মে—১৪৵০। বেণারস ইলেক্‌ট্রীক ৫ই মে—১৩॥০। লাহোর ইলেক্‌ট্রীক ৫ই মে—২৫৭॥০। মির্জ্জাপুর ইলেক্‌ট্রীক ৮ই মে—৩।৵০।

ডিবেঞ্চার

৫॥০ সুদের (১৯২০-৫০) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ১লা মে—১১৫৸০; ৫৲ সুদের (১৯৫৭) ক্যালকাটা মিউনিপ্যাল ৩রা মে—১১৫।০। ৪৲ সুদের (১৯১২-১৩) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ৩রা মে—১০২৲। ৪৲ সুদের (১৯১৪-১৫) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ৩রা মে—১০৪৲। ৪৸০ সুদের (১৯৪১-৫১) হুকুমচাঁদ জুট ১লা মে—১০২।০। ৩।০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রিজ ৮ই মে—৯৭৸০ ৯৮।০। ৪৲ সুদের (১৯৫০) রেঙ্গুন পোর্ট ট্রাষ্ট ২রা মে—১০৩৸০। ৬৲ সুদের (১৯৫৫) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ২রা মে—১২৪৲। ৪৲ সুদের (১৯১৩) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৩রা মে—১০৩।০। ৪৲ সুদের (১৯১৪) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৩রা মে—১০৪৲। ৬৲ সুদের (১৯৪১-৫১) বেণারস কটন এণ্ড সিল্ক ৫ই মে—১০১৲।

পাটকল

আগরপাড়া ১লা মে—২৪৸০; ৫ই—৫৲। এংলো ইণ্ডিয়া ১লা মে—৩০২৲; ৫ই—৩০৩৲; ৬ই—৩১২৲; ৭ই—৩০৭৲ ৩১১৲; ৮ই—৩০৯৲ ৩১২৲। এলায়েন্স (প্রেফ) ১লা মে—১২৫৲ ১২৬৲। এলায়েন্স ২রা মে—২২৮৲; ৫ই—২২৭৲। অকলাণ্ড ১লা মে—১৫৯৲ ১৬০॥০। বরানগর ৩রা মে—৯০৲; ৫ই—৯৩৲; বালী ১লা মে—২১২৲; ২রা—২০৮৲ ২১২৲; ৩রা—২১১৲; ৭ই—২০৯৲। বজবজ ১লা মে—৩৩০৲; ২রা—৩৩৫৲; ৫ই—৩২৯৲ ৩৩২৲; ৬ই—৩৩০৲; ৭ই—৩৩৭৲ ৩৩৯৲; ৮ই—৩৩৮৲ ৩৪০৲। বিরলা ১লা মে—২৬/০; ৬ই—২৬।৵০। চাপদানী ১লা মে—১৫৩৲; ৩রা—১৫৫৲ ১৫৬৲। ক্যালকাটা জুট (প্রেফ) ১লা মে—১০৫৲; ৫ই—১০৪৲; ৬ই—১০৩৸০ ১০৫৲। ক্লাইভ ১লা মে—২১৲ ২১॥০ ৫ই—২১।০; ৬ই—২১।৵০ ২১৸০। ডালহৌসী ১লা মে—২৭৫৲; ২৮২৲। ডেল্টা ১লা মে—৩৭৫৲। ডেল্টা (প্রেফ) ৬ই মে—১৩৯৲ ১৪০৲। এম্পায়ার ২২॥০। ফোর্ট গ্লষ্টার ৬ই মে—৪৫২॥০। গৌরীপুর (অর্ডি) ১লা মে—৬৫২৲ ৩রা—৬৪৪৲; ৬ই—৬৪৬৲; ৭ই—৬৪৮৲ ৬৫৩॥০; (প্রেফ) ৩রা মে—১৪৭৲ হাওড়া ১লা মে—৪৮৸০ ৪৯৸/০; ২রা—৪৮৸৵০ ৪৯।০; ৩রা—৪৮৸৵০

৪৯৲ ; ৫ই—৪৯/০ ৪৯।০ ; ৬ই—৪৯৶০ ৪৯॥০ ; ৭ই—৪৯।০ ৪৯৸০ ; ৮ই—৪৯।০ ৪৯৸৶০। হুকুমচাঁদ ২রা মে—৮।০ ৮৸৵০ ; ৩রা—৮।৶০ ৮॥০ ; ৬ই—৮।৶০ ; ৮ই—৮॥৵০। হুকুমচাঁদ (প্রেফ) ১লা মে—১১৫৲ ; ২রা—১১৫৲ ১১৬॥০ ; ৬ই—১১৬৲। কামার হাটী ১লা মে—৪৪৩৲ ৪৫১॥০ ; ২রা—৪৪৬॥০ ৪৫২॥০ ; ৩রা—৪৪৭৲ ৪৪৮৲ ; ৫ই—৪৪৮৲ ৪৫৫॥০ ; ৬ই—৪৫৩৲ ৪৫৮৲ ৪৫৯৲ ; ৭ই—৪৫০৲ ৪৫৮৲ ; ৮ই—৪৫৬৲ ৪৬২৲। কাকনাড়া ১লা মে—৩৫০৲ ৩৫৪৲ ; ২রা—৩৫০৲ ৩৫৪৲ ; ৩রা—৩৫০৲ ; ৬ই—৩৫৯৲ ; ৮ই—৩৬৩৲ ৩৬৫৲। সেণ্ডিয়ান ১লা মে—১৬৯৲ ১৭০৲ ; ৫ই—২১৯॥০। খরদা (প্রেফ) ৮ই মে—১৪৯৲ ১৫০৲। মেঘনা ১লা মে—৩৮৲ ৩৯৸০ ; ৩রা—৪০৲ ; ৫ই—৪০॥০ ; ৭ই—৪০৸০। নেলিমোরিয়া ৬ই মে—৭।০ ৭॥০ ; ৮ই—৭।০ ৭॥০। নদীয়া ১লা মে—৫৩৸০ ; ২রা—৫৩।৶০ ৫৪৸০ ; ৩রা—৫৪॥০ ; ৫ই—৫৪৲ ৫৫৲ ; ৬ই—৫৪॥০ ৫৫৲ ; ৭ই—৫৪৲ ৫৫৲। ন্যাশনাল ১লা মে—২০॥৶০ ২০৸৵০ ; ২রা—২১৲ ২১।০ ; ৩রা—২১/০ ; ৫ই—২০॥০ ৬ই—২১/০ ; ৭ই—২০৸৵০ ; ৮ই—২১৶০ ২১॥০। প্রেসেডেন্সী ১লা মে—৪৶০ ৪।০ ; ২রা—৪/০ ৪।০ ; ৩রা—৪৲ ; ৭ই—৪/০ ৪।০ ; ৮ই—৪/০ ৪৶০। নস্করপাড়া ২রা মে—১৬।৶০ ; ৫ই—১৬৶০ ১৬।৶০। বিলায়েন্স ১লা মে—৫২৸০ ; ৩রা—৫২৲ ; ৬ই—৫২॥০ ৫৩৲ ; (প্রেফ) ৬ই মে—১৭২৲ ১৭৩৲। কেলভিন ৬ই মে—৪২৫৲ ; (প্রেফ) ৬ই মে—১৭৩৲ ; ৮ই—১৭৩৲ ১৭৩॥০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১লা মে—২৪৫৲ ; ৮ই—২৪৬॥০ ২৫২॥০। ইউনিয়ন ১লা মে—৩৫৩৲ ; ২রা—৩৫৬৲ ৩৫৮৲ ; ৭ই—৩৫৫৲ ৩৫৭৲। রামেশ্বর ৭ই মে—৪॥০। ওয়েভার্লি ১লা মে—২৵০ ; ২রা—২৲ ; ৬ই—২৲ ২৶০ ; ৮ই—২৵০ ; (প্রেফ) ৭ই মে—৪৭॥০। সেভিয়ট ২রা—১৬৯৲ ; ৫ই—১৭৩৲ ১৭৪৲ ; ৬ই—১৭৫৲ ১৭৬৲ (প্রেফ) ৮ই মে—১৫৮।০ ১৫৯।০। ক্রেইগ ২রা মে—১৵০ ; ৬ই—১৵০। লরেন্স ৮ই মে—৩৭০৲। ফোর্ট উইলিয়াম ২রা মে—২০৯৲ ; ৫ই—২১৯॥০। হুগলী (প্রেফ) ২রা মে—১৯৲ ১৯।৶০। ইণ্ডিয়া ২রা মে—২৯২৲ ২৯৪৲ ; ৩রা—২৯২॥০ ; ৭ই—২৯৮॥০। ওরিয়েণ্ট ৬ই মে—১৭৫৲ ১৭৬৲ ; ৭ই—১৭৩৲ ১৭৪৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১লা মে—৯৸৶০ ; ৭ই—৯৸০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১লা মে—৩৫০৲ ৩৫৩৲ ; ২রা—৩৪৮৲ ৩৫৪৲ ; ৩রা—৩৪৮৲ ৩৫২৲ ৫ই—৩৫০৲ ৩৫২৲ ; ৬ই—৩৪৭৲ ; ৭ই—৩৫২৲ ; ৮ই—৩৫৩৲। হুকুমচাঁদ ষ্টীল (অর্ডি) ১লা মে—১০॥৶০ ; ২রা—১০॥/০ ১০৸৶০ ১০৸৵০ ; ৬ই—১০৸০ ; ৭ই—১০৸০ ১১৲ ; ৮ই—১০৸০। হুকুমচাঁদ ষ্টীল (ডেফার্ড) ১লা মে—২।০ ; ২রা—২৵০ ২।/০ ; ৫ই—২।০ ; ৭ই—২।/০ ২।৵০ ; ৮ই—২।৶০ ২।৵০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১লা মে—২৭৸০ ২৭৸৶০ ২৮৶০ ২৭॥৵০ ২৮৵০ ২৮।৵০ ২৮।০ ২৮।৶০ ২৮/০ ২৮।/০ ২৬৶০ ২৭।০ ২৭।০ ২৭॥/০ ২৭॥০ ; ২রা—২৭।/০ ২৬।৶০ ২৭।৵০ ২৭॥০ ২৭॥৶০ ২৭॥৵০ ২৭৸০ ২৭৸/০ ; ৩রা—২৭৵০ ২৭।০ ২৭।/০ ২৭।৶০ ২৭।৵০ ২৭॥০ ২৭॥৶০ ২৭॥৵০ ; ৫ই—২৭।৶০ ২৭॥/০ ; ৬ই—২৭॥৶০ ২৭৸৶০ ২৭৸৵০ ২৮৲ ২৮৶০ ; ৭ই—২৭৸/০ ২৮/০ ২৮৶০ ২৮।০ ২৮॥০, ৮ই—২৭৸০ ২৭৸/০ ২৭৸৶০ ২৮৲ ২৮৶০। কুমার ধুবি ইঞ্জিনিয়ারীং (প্রেফ) ৫ই মে—১১৫৲ ; ৬ই—১১৬৲ ; ৭ই—১১৫৲ (অর্ডি) ৭ই মে—৪/০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ওয়াগণ (অর্ডি) ১লা মে—৫৮॥০ ৬০৲ ; ৬ই—৬০৲ ৬০॥০ ; ৭ই—৬০৲। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১লা মে—৭৸৶০ ৭৸৵০ ; ২রা—৭৸৶০। ষ্টীল করর্পোরেশন (অর্ডি) ১লা মে—১৬॥৵০ ১৬৸০ ১৬৸/০ ১৭৲ ১৭/০ ১৭৵০ ; ২রা—১৬।৵০ ১৬॥০ ১৬॥৶০ ১৬৸০ ১৬৸৶০ ; ৩রা—১৬।০ ১৬।/০ ১৬॥০ ১৬॥৵০ ; ৫ই—১৬॥০ ১৬॥/০ ১৬৸৶০ ; ৬ই—১৬॥৶০ ১৭/০ ; ৭ই—১৬৸/০ ১৭।/০ ; ৮ই—১৬৸৶০ ১৭৸/০। ষ্টীল করর্পোরেশন (প্রেফ) ১লা মে—১১৫॥০ ; ২রা মে—১১৭৲ ; ৫ই—১১৫৲ ১১৬॥০ ১১৭৲ ১১৭॥০ ; ৬ই—১১৭৲ ; ৭ই—১১৬৲ ১১৭॥০। ইণ্ডিয়ান গেলভেনাইজিং ২রা মে—২৮৸৶০ ; ৫ই—২৮।০ ২৮॥০।

বিবিধ

বি, আই, করর্পোরেশন (অর্ডি) ১লা মে—৩৸৶০ ৪৲ ; ২রা—৩৸৶০ ৪৲ ৫ই—৩৸৶০ ৪৵০ ; ৬ই—৩৸৵০ ৪৵০ ; ৭ই—৪/০ ৪।০ ; ৮ই—৪/০। বি, আই, করর্পোরেশন (প্রেফ) ১লা মে—১৭৬৲ ১৭৭৲। ডানলপ রাবার (অর্ডি) ১লা মে—৩৯৲ ৩৯।০ ; ২রা—৩৮॥০ ৩৯॥০ ; ৩রা—৩৯।০ ; ৬ই—৩৮॥০ ৩৯৲ ; ৮ই—৪০।০ ৪০॥০। ব্রিটীশ বার্ম্মা পেট্রোলিমিয়াম ২রা মে—৩৲ ৩৶০ ৩৵০ ; ৩রা—৩৶০। টাইড ওয়াটার অয়েল ১লা মে—১৲ ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ২রা মে—৫।০। ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল এয়ারওয়েজ (অর্ডি) ৫ই মে—৫।০ ৫॥০। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (অর্ডি) ৫ই মে—১৯৸০ ২০।০ ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যানুফ্যাকচারিং ৫ই মে—২৫॥০ ২৫৸০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৯ই মে

বর্ত্তমান সপ্তাহে পাটের বাজারে পুনরায় একটা উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৬শে এপ্রিল আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৩৭৸/০ আনা। গত ৫ই মে তারিখে তাহা ৩৮৸৶০ আনা হয়। ৭ই তারিখ তাহা ৩৯৸০ আনা হয়। ৮ই তারিখ তাহা ৩৯৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। অদ্য ৯ই তারিখ বাজারে পাটের দর সর্ব্বোচ্চ ৩৯।৶০ আনা হইয়া ও সর্ব্বনিম্নে ৩৮৸৶০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৩৯ টাকায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে গত ২৬শে এপ্রিল হইতে পাটের দরের বিস্তারিত হিসাব দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৮শে এপ্রিল	৩৭৸০	৩৭৲	৩৭॥৶০
২৯ " "	৩৭৸৶০	৩৭৲	৩৭॥০
৩০ " "	৩৭৸৶০	৩৭॥৶০	৩৭॥৶০
১লা মে	৩৮৶০	৩৭॥০	৩৭৸০
২রা "	৩৭৸৶০	৩৭।৶০	৩৭৸৶০
৩রা "	৩৭৸৶০	৩৭॥০	৩৭৸৶০
৫ই "	৩৮৸৶০	৩৭৸৶০	৩৮৸০
৬ই "	৩৯।০	৩৬।০	৩৮৸৶০
৭ই "	৩৯॥০	৩৮॥৶০	৩৯।৶০
৮ই "	৩৯৸০	৩৯।০	৩৯।০
৯ই "	৩৯।৶০	৩৮৸৶০	৩৯৲

পাটজাত জিনিষের দর চড়া থাকায় এবং এবারের মরশুমে বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইবে না বলিয়া বাজারে একটা ধারণা সৃষ্ট হওয়ায় পাটের দর বর্ত্তমানে আবার কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে বৃষ্টির অভাবে অনেক স্থানেই পাট বুনা সঙ্কটজনক হইয়াছিল। বর্ত্তমানে

প্রায় সমস্ত পাট উৎপাদনকারী জেলাতেই বৃষ্টি হইয়াছে। তবে বৃষ্টির পরিমাণ এত অধিক হইতেছে যে উহা থামিয়া আবার রৌদ্র না উঠিলে চাষের কাজ বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। মেসার্স সিন্‌ক্লেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানীর গত ৩রা মে তারিখের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় ঐ তারিখ পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জে সাত আনা, চাঁদপুরে সাত আনা, হাজীগঞ্জে ৬ আনা, চৌমুহানীতে সোয়া পাঁচ আনা, আশুগঞ্জে সাড়ে ছয় আনা আখাউড়ায় ছয় আনা, নিখলীদামপাড়ায় সাড়ে পাঁচ আনা, এলাসিনে সাড়ে ছয় আনা, সরিষাবাড়ীতে পাঁচ আনা ময়মনসিংহে সাড়ে পাঁচ আনা, সিরাজগঞ্জে ছয় আনা ও ভাঙ্গুরায় চারি আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে।

এসপ্তাহে আলোচ্য পাটের বাজারে বিক্রেতাদের দিক হইতে পাট বিক্রয়ের যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু পাটকলওয়ালারা বেশী কিছু পাট খরিদ করেন নাই। পাকা বেল বিভাগের রপ্তানী কারকেরা কিছু পরিমাণ ডাণ্ডি ডেইজী শ্রেণীর পাট খরিদ করিয়াছে।

থলে ও চট

থলে ও চটের বাজারে এসপ্তাহে অধিকতর উৎসাহ ও তৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৬শে এপ্রিল বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৫৸৵০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৯৸০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৮৷০ আনা ও ২১৸৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৯ই মে

সোণা

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে সোণার বাজারে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। বেচাকেনা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অদ্য বোম্বাই বাজারে রেডি সোণার দর প্রতি ভরি ৪২৸৬ পাই দরে খুলিয়া ৪২৸৶৯ পাই দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে। কলিকাতার অদ্যকার বাজারে সোণার দর প্রতি ভরি ৪২৸০ আনা ছিল।

রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে কতকটা উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। তুলার বাজারে বেচাকেনা ভাল থাকায় তাহার অনুকূল প্রতিক্রিয়া রূপার বাজারেও দেখা গিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বেচাকেনার পরিমাণ বিশেষ কিছু হয় নাই।

ভারতীয় মিণ্টের রেডী রূপার দর প্রথম ৬২৸৵০ এবং পরে ৬৩৲ ছিল। অদ্য কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরি রূপা ৬৩৵০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ছিল ২৩$\frac{1}{2}$ পেনী। বাণিজ্যের প্রয়োজনে রূপার চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রথমে বৃটীশ সরকার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রূপা বিক্রয় না করিলেও সপ্তাহের শেষ দিকে বাণিজ্যের চাহিদার অনুরূপ রূপা বাজারে পাওয়া গিয়াছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ৯ই মে

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে বিশেষ কোন উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। বাজার মোটামুটি স্থির ছিল, যদিও কোন কোন শ্রেণীর চিনির দামে মণ প্রতি ৴০ আনা এবং ৴৬ পাই বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল। বাজারে চিনির চাহিদা খুব কম ছিল। গুড়ের দাম সস্তা হওয়ায় এবং শীঘ্রই আমের মরশুম আরম্ভ হইবার আশায় খুচরা ব্যবসায়িগণ চিনি ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ কোন আগ্রহ দেখায় নাই। যে সকল চিনির কলের চিনি এখনও অবিক্রিত অবস্থায় মজুদ আছে তাহাদের চিনি বিক্রয়ের জন্য সিণ্ডিকেট যে সকল সুযোগ সুবিধা দান করিবে বলিয়া জানা গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এ সপ্তাহে বাজারে ৮৮ হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি মজুদ ছিল এবং বিভিন্ন প্রকার চিনির দর ছিল নিম্নরূপ। মতিপুর—১০৷৶৬ পাই, চাম্পারণ—১০৷৩ পাই; পলাশী—১০৶০; দর্শনা—৯৸৶৬ পাই; গোপালপুর—৯৸৬ পাই; সিধোলিরা—৯৷৶৯ পাই; রোটাস—৯৸৬ পাই।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ৯ই মে

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজারে চড়া দাম পরিলক্ষিত হয়। মিলসমূহ প্রতিমণ ২৶০ আনা হইতে ২৷৴০ আনা দরে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা ৪৸৵০ আনা হইতে ৫৵০ আনা দরে খৈল বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের চাহিদা স্থির অবস্থায় ছিল।

সরিষার খৈল—এই সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার চড়া ছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ ১৷৶০ হইতে ১৷৷৴০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা ৩৵০ আনা হইতে ৩৷৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারগণের মধ্যে এ সপ্তাহে বেশ তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। কোনরূপ রপ্তানী হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায় নাই।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৯ই মে

এসপ্তাহে তূলার দরের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ব্রোচ এপ্রিল-মে ডেলিভারীর দর ছিল ২৫৬৲ টাকা। ব্রোচ জুলাই-আগষ্ট ২২৮৸০ আনা, ওমরা মে-জুলাই ১৬০৲, বেঙ্গল মে এবং জুলাই ১২২৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তূলার দর তেজী ছিল। নিউ ইয়র্ক বাজারে মে মাসের ডেলিভারী ১২'১৪ সেণ্ট ও জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়া সর্ত্তে ১২'১৫ সেণ্ট দরে তূলা বিক্রয় হইয়াছে।

স্থানীয় বস্ত্রের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে তেজী ছিল, যদিও বিকিকিনি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

এ সপ্তাহে জাপানী বস্ত্রের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ল্যাঙ্কশায়ারের বস্ত্রের কোন চাহিদা ছিল না।

আলোচ্য সপ্তাহে সূতার বাজারে কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে। দেশী সূতার চাহিদাই বেশী ছিল।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৮ই মে

গত সপ্তাহে ছাগলের চামড়ার বেশ চাহিদা থাকিলেও দাম তৎপূর্ব্ব সপ্তাহের প্রায় সমানই ছিল। গরুর চামড়ার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। স্থানীয় বাজারে নিম্নোক্ত দরে চামড়ার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে :—

ছাগলের চামড়া :—পাটনা ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০০ টুকরা ৪১৲ টাকা হইতে ৪৮৲ টাকা। ঢাকা-দিনাজপুর ৮০ হাজার টুকরা ৬২৲ টাকা হইতে ৮৫৲ টাকা। আদ্র-লবণাক্ত ২৬ হাজার ৮০০ টুকরা ৫৫৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা।

গরু ও মহিষের চামড়া :—দ্বারভাঙ্গা-রাঁচী আর্সেনিক ২ শত টুকরা ১০৷৷০ আনা। নেপাল-দার্জ্জিলিং ৯ শত টুকরা ৫৷৷০ আনা। দিনাজপুর লবণাক্ত ৬ শত টুকরা ৪৸০ আনা। দ্বারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ১ শত টুকরা ৭৲ টাকা। আদ্র-লবণাক্ত ২৷৷ হাজার টুকরা প্রতি টুকরা ৪ আনা হইতে ৪ আনা ৩ পাই হিঃ। আদ্র-লবণাক্ত ৪ শত টুকরা ১২২৷৷০ আনা।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ৯ই মে

কলিকাতার বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ধান চাউলের বাজারে পাটনাই শ্রেণীর ধান ও চাউলের চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল।

ধান—কাটারিভোগ (নূতন)—৪।০ ৪।৴০ ; সাধারণ পাটনাই—৩৷৷৴০ ৩৷৷৶০ ; মাঝারি পাটনাই—৩৷৷৶০ ৩৷৷৵০ ; সাদা মোটা—৩।৴৬ পাই ৩।৶০; রূপশাল—৩৸৴৬ পাই ৩৸৶০ ; ২৩নং গোসাবা পাটনাই—৩৸৬পাই ৩৸৴০ ; দাদখানি—৪৲ ৪৶০ ; হামাই—৪৷৷০ ৪৷৷৶০ ; ঢোগলা—৪৲ ৪।০ ; জশোয়া-৩৸০ ৩৸৴০।

চাউল—রূপশাল (কলছাটা)—৬৶০ ; কাটারিভোগ (ঢেঁকি)—৭৸৶০ মেমো বাকতুলসী—৫৸৵০ ; নূতন সাদা পাটনাই ২৩ নং—৬৴০ ; কাটারীভোগ আতপ—৮৴০

রেঙ্গুনের বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার স্থির ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল।

থানাবো চলতি দর—১১০৲ ; জুন—১৪৯৲ জুলাই—১৪২৷৷০, আগষ্ট—১৩৮৷৷০

আতপ মোটা—১৪৫৲ ৩৫৫৲, সরু—৩৪৭৲ ৩৫৫৲ ; তৈরিয়ান—৩৯৫৲ ৪০৫৲ ; সুগন্ধি—৩৮২৲ ৩৮৭৲ ; কুলফি—১৯০৲ ৩৯৫৲ ; মাণ্ডালো—৩৯৫৲ ৪০০৲ সিদ্ধ লম্বা—১৪০৲ ৩৪৫৲ ; ২নং মিলচর—৩৩৭৲ ৩৪৫৲ ; ভাঙ্গা—২০০৲ ২২০৲ সঃ সিদ্ধ ৩২৫৲ ৩৩০৲ ধান্য—নাসিন শ্রেণী—১৩৭৲ ১৩৯৲ মাঝারি—১৪৩৲ ১৪৫৲।

মসল্লার বাজার

হরিদ্রা	৭৷৷০ ৮৷৷০ ১১৲
জিরা	২১৷৷০ ২৩৷৷০ ২৬৲
মরিচ	১২৸০ ১৩৲
ধনে	৩৸০ ৪৲ ৪।০
লঙ্কা	৭৷৷০ ৮৷৷০
সরিষা	৫।০ ৫৷৷০ ৬৲
মেথী	৫৷৷০ ৬৲
কাঃ জিরা	৮৷৷০ ৯।০ ১০৲
পোস্তদানা	৯৸০ ১১৲ ১২৲
দেশী সুপারী	১০৷৷০ ১১৷৷০ ১২৷৷০
জাঃ কাঃ সুপারী	১১।০ ১১৸০
জাঃ গো সুপারী	৮৸০ ৯৷৷০
পাবনা কেশুয়া	১১৷৷৶০ ১১৸৶০
জাভা কেশুয়া	১৫৷৷০ ১৬৲
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৯৷৷০ ১০৷৷০
ছোট এলাচ	৫।০ ৫৸০ ৬৲
বড় এলাচ	৩২৲ ৩৪৲
লবঙ্গ	৫৩৲ ৫৬৲
দারুচিনি	৩৬৲ ৩৭৲
মৌরী	১০৲ ১২৲ ১৩৲
গুটী খদির	১৪৲ ১৭৲ ১৮৲
কাগজী বাদাম	৪১৲
জৈষ্ঠ মধু	১২৲
কিসমিস	১৬৷৷০ ১৭৲
হিং	২৲ ৩৲ ৫৲
কর্পূর	৭৷৷০ সের
সাবান বাগমারী	১১৲
মধু	১৩৲
ধুনা	৯৸০ ১০৷৷০
সার্জ্জিকেল অয়েল	১৶০ ডজন।

বরোদা রাজ্যে শিল্পোন্নতি

নামমাত্র সুদে বা বিনা সুদে ঋণ দিয়া নানাবিধ শিল্পপ্রচেষ্টায় উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করা বরোদা সরকারের বর্ত্তমান নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি বরোদা সরকার চীনামাটির দ্রব্যাদি প্রস্তুতের এক কারখানা নির্ম্মাণের জন্য মিঃ পি বি গ্যানপিউলকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ দিয়াছেন। প্রথম দুই বৎসর ঐ ঋণের বাবদ কোনরূপ সুদ দিতে হইবে না এবং টাকাটা ১২ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে শোধ দিলেই চলিবে। বরোদা সরকার মিঃ এম এস তোরাবল্লা নামক আর একজন বিশিষ্ট কর্ম্মীকেও ফাইল ও জুতার ফিতা তৈয়ারী করার কারখানা নির্ম্মাণের জন্য ৫ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন।

জাপানের সমবায় আন্দোলন

বর্ত্তমানে জাপানের সমবায় সমিতিসমূহের মোট সংখ্যা ১৫ হাজার। সভ্যগণের আর্থিক উন্নতি এবং তাহাদের সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে ও কার্য্যকরী ক্ষেত্রে খাটানই এই সমিতিগুলির উদ্দেশ্য। ইহাদের বৈশিষ্ট্য এই :— (১) ঋণদান সমিতি (২) বিক্রয় সমিতি (৩) ক্রয় সমিতি (৪) জনকল্যাণ সমিতি—অর্থাৎ শিল্পোন্নতির জন্য সভ্যগণকে যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যাহাদের দায়িত্ব।

বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার উৎপাদন

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কোথায় কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ
আসাম	২১,৮৯৪ টন	২২,৬৬৯ টন
বেলুচিস্থান	৪৪৪ „	১,০৬৭ „
বঙ্গদেশ	৬৮৭,৯১৮ „	৬৭১,০৮৮ „
বিহার	১,৩৩৪,৪১৮ „	১,৩০৮,৯৩৪ „
উড়িষ্যা	৬,৮৫১ „	৬,৫০৮ „
মধ্যপ্রদেশ	১৪২,১০০ „	১২৭,৭৯০ „
পাঞ্জাব	১৯,২৮৬ „	২২.১৯০ „
সিন্ধু	৪৫ „	৬৬ „
মোট	২,২১৩,০৪০ টন	মোট ১,৮৭৫,৮০২ টন

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ২৬শে মে, সোমবার ১৯৪১ | ৪র্থ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমদানী নিয়ন্ত্রণে সরকারী কার্য্যনীতি

যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ ও অন্য প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম ক্রয় করিতে হইতেছে। এই বিপুল পরিমাণ জিনিষের মূল্য পরিশোধ করার জন্য বর্ত্তমানে অধিকতর পরিমাণে বৈদেশিক সিকিউরিটি বিশেষ করিয়া ডলার সিকিউরিটি সঞ্চয়ের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। রপ্তানী বাণিজ্যের আধিক্য বাড়িলে ও আমদানী বাণিজ্য কম হইলে বৈদেশিক সিকিউরিটিতে অধিকার জন্মে এবং উহা সঞ্চয়েরও সুবিধা হয়। কাজেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট একদিকে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি ও অপরদিকে এই সমস্ত দেশে যুদ্ধোপকরণ ছাড়া অন্য প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর আমদানী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতেছেন। গত বৎসর মে মাসে ভারত সরকারের আদেশে ভারতে ৬০ প্রকার জিনিষের আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছিল। গত ১০ই মে পুনরায় একটি আদেশ জারী করিয়া গবর্ণমেণ্ট আরও ৪৮ প্রকার জিনিষের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে আমদানী নিয়ন্ত্রণের সরকারী কার্য্যনীতি অবলম্বিত হওয়াতে বিস্ময়ের কিছু নাই। ইতিপূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ক্যানাডা প্রভৃতি দেশেও এই নীতি বলবৎ হইয়াছে। কিন্তু এ দেশে আমদানী নিয়ন্ত্রণের সরকারী কার্য্যনীতি যে মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে অন্য দেশের তুলনায় তাহার স্বরূপ পৃথক বলিয়া মনে হয়। আমরা যতদূর জানি অন্যান্য দেশে কোন দ্রব্য-সামগ্রীর আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিবার পূর্ব্বে ঐ বিষয়ে ব্যবসায়ীদিগকে পূর্ব্বাহ্ণে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে যে সব মালের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে তাহার আমদানী সম্পর্কে কোন বাধা উপস্থিত করা হয় না। কিন্তু ভারত সরকার সম্প্রতি যে আমদানী নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারী করিয়াছেন তাহাতে সেই ধরণের বিচার ও বিবেচনার অভাব লক্ষিত হইতেছে। ১০ই মে ৪৮ টি দ্রব্য সামগ্রীর তালিকা সহ ইস্তাহার প্রচার করা হইয়াছে। আর ঐদিন হইতে নিয়ন্ত্রণনীতি বলবৎ করা হইয়াছে। ইস্তাহার দৃষ্টে বুঝা যায় পূর্ব্বের অর্ডারীকৃত যে সব মাল ১০ই তারিখের পর ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিবার কথা, তাহা আমদানীকারকদিগের ভিতর বিলি হইতে দেওয়া হইবে না। ইহা হইলে বর্ত্তমান অর্ডারের ফলে দেশের ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। তাহাছাড়া আমদানী নিয়ন্ত্রণের বর্ত্তমান কার্য্যনীতি সম্বন্ধে আর একটি মারাত্মক গলদের কথা উল্লেখ করা আমরা প্রয়োজন মনে করি। অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশে বর্ত্তমানে যে আমদানী নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহার সহিত ঐসব দেশের শিল্পোন্নতির চেষ্টাও বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। দেশীয় শিল্পের পক্ষে কাঁচামাল পাওয়ার সুবিধা ও অসুবিধা ভালরূপ বিবেচনা করিয়াই অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদানী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অধিকন্তু কোন জিনিষের আমদানী বন্ধ করা হইলে তাহা যাহাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে দেশেই উৎপন্ন হইতে পারে তজ্জন্য অষ্ট্রেলিয়া সরকার সকল রকম বিধিব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সেরূপ বিবেচনাসম্মত কার্য্যনীতি অনুসৃত হইতেছে না। ভারত গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড তথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ

করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ভারতের প্রকৃত লাভ বা ক্ষতির দিকটা কোন সময়েই তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়।

সংবাদপত্রের কাগজ

সম্প্রতি ভারত সরকার বিদেশ হইতে যে সব জিনিষের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সংবাদপত্রের কাগজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদেশে সংবাদপত্র ছাপিবার কাজে যে কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহা এদেশে মোটেই উৎপন্ন হয় না, ফলে প্রতি বৎসরই বিদেশ হইতে এই শ্রেণীর প্রচুর পরিমাণ কাগজ আমদানী করিতে হয়। সংবাদপত্রের কাগজের দিক দিয়া বিদেশের উপর এইরূপ বেশী পরিমাণ নির্ভরশীলতার কথা জানিয়াও ভারত সরকার উহার আমদানী নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ইহা আমাদের নিকট খুবই বিস্ময়কর মনে হইতেছে। যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় কাগজের যোগান না পাওয়ায় এবং আমদানীকৃত কাগজের জন্য চড়া হারে মূল্য দিতে হওয়ায় এদেশে সংবাদপত্র পরিচালনার কাজ ইতিমধ্যেই খুব কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে কাগজের আমদানী সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল হইয়া দেখা দিবে সন্দেহ নাই। সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের এই পরোক্ষ অভিযান আমরা খুব আপত্তিকর বলিয়াই মনে করি।

যুদ্ধের সময়ে সংবাদপত্রের কাগজ আমদানীর পক্ষে অসুবিধা ঘটিবে মনে করিয়া এদেশে এই শ্রেণীর কাগজ তৈয়ারের ব্যবস্থা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই অনেকে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। সরকার কর্ত্তৃক গঠিত বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড সায়েণ্টিফিক রিসার্চ্চের উপর এ সম্বন্ধে গবেষণার ভার দেওয়া সম্পর্কেও দেশের লোক দাবী জানাইয়া আসিতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত কোন দিক দিয়াই সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত সম্পর্কে কোন বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। দেশে সংবাদপত্রের কাগজ উৎপাদন সম্পর্কে কার্য্যকরী সহায়তার ব্যবস্থা না করিয়া উহার আমদানী নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসমীচীন বলিয়াই মনে হয়।

রেল বিভাগের আয় বৃদ্ধি

গত ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন রেলবিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট উপস্থিত করা হয় তখন ঐ সালে উক্ত বিভাগের ১০৩ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। তৎপর গত ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে রেল বিভাগের মন্ত্রী সংশোধিত বরাদ্দ উপস্থিত করিয়া ১৯৪০-৪১ সালে রেল বিভাগের আয় বাড়িয়া ১০৯½ কোটি টাকা হইবে বলিয়া জানান। সম্প্রতি ঐ সালের শেষ পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে ঐ সব বরাদ্দের তুলনায় আয়ের একটা বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে রেল বিভাগের মোট আয় দাঁড়াইয়াছে ১১১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে রেল বিভাগের প্রকৃত আয় দাঁড়াইয়াছিল ৯৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। সে তুলনায় এবার আয়ের পরিমাণ ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। একদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং অপরদিকে যাত্রী-ভাড়া ও মাল-ভাড়া বৃদ্ধি—এই দুই কারণেই রেলওয়ের আয় এরূপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত সরকার বর্ত্তমানে নিমেয়ারী ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া বিভিন্ন প্রদেশকে রেল বিভাগের অতিরিক্ত আয়ের অংশ লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। সেজন্য রেল বিভাগের আয় বৃদ্ধিতে প্রাদেশিক সরকারসমূহের পক্ষে উৎসাহিত হওয়ার কিছুই নাই। কিন্তু উহার ফলে ভারত সরকারের পক্ষে কিছু বেশী আয়ের সুবিধা হইবে, ইহা কোন কোন দিক দিয়া বিশেষ ভরসার কথা সন্দেহ নাই।

তবে দেশের সরকারী রেলপথসমূহের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে উহাদের গড়পড়তা ব্যয়ের হার যে ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে তাহা আমরা উদ্বেগ ও আশঙ্কার বিষয় বলিয়াই মনে করি। সরকারী রেলপথ-সমূহের ১৯৪০-৪১ সালের সম্পূর্ণ ব্যয়ের হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে ঐ সালের এপ্রিল হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১১ মাসের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা পাঠে জানা যায়, এই সময়ের মধ্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৭ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ সালের উপরোক্ত ১১ মাসে ভারতীয় সরকারী রেলওয়ের মোট ব্যয় হইয়াছিল ৪৬ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। কাজেই দেখা যায় ১১ মাসে সরকারী রেলওয়ের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় রেলওয়ের ব্যয়ের হার পূর্ব্বেই বেশী ছিল এবং এই ব্যয়ের হার হ্রাসের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা ও আন্দোলন চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু রেলবিভাগ ব্যয়ের হার হ্রাস না করিয়া তাহা ক্রমাগতই কেবল বাড়াইয়া চলিয়াছেন—ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। বর্ত্তমানে যাত্রী ও মালের ভাড়ার যে বর্দ্ধিত হার প্রচলন করা হইয়াছে রেলওয়ের ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র তাহা উঠাইয়া দেওয়াই যে স্থলে সঙ্গত সেস্থলে রেলওয়েসমূহে ব্যয় বৃদ্ধির মারাত্মক গতি খুবই আপত্তিকর।

ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা

এদেশে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা ও কাজ কারবার অনেক পরিমাণে যৌথ কোম্পানী দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। কাজেই প্রতি বৎসর দেশে কি পরিমাণ যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হয়, মূলধন ও লাভালাভের দিক দিয়া উহাদের অবস্থা কিরূপ এবং প্রতি বৎসর কত সংখ্যক কোম্পানীর কাজ বন্ধ হয় প্রভৃতি বিষয় জানিতে পারিলে শিল্প ব্যবসায় ও অন্য অর্থ-নৈতিক কর্ম্ম প্রচেষ্টার দিক দিয়া দেশের উন্নতি বা অবনতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। সম্প্রতি ভারতের যৌথ কোম্পানী সম্পর্কে গত ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত আট মাসের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য সময়ে ভারতবর্ষে মোট ৬৪০টি কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে এবং উহাদের সমষ্টিকৃত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৯ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের উপরোক্ত ৮ মাসে ভারতবর্ষে ২৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া মোট ৬৭১টি যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল। সে হিসাবে এবার কোম্পানীর সংখ্যা ৩১টি কম এবং অনুমোদিত মূলধন ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পরিমাণে বেশী দাঁড়াইয়াছে। নূতন কোম্পানীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে যুদ্ধের জন্য এ দেশবাসীদের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা সম্পর্কে একটা মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছে বলিয়াই বুঝা যায়। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে ৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা আদায়ীকৃত মূলধনসমন্বিত মোট ৬৫২টি যৌথ কোম্পানী ফেল পরিয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম আট মাসে ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা আদায়ীকৃত মূলধনসমন্বিত মোট ৪৩৫টি যৌথ

কোম্পানীর কারবার বন্ধ হইয়াছে। আট মাসে ৪৩৫টি কোম্পানীর কাজ বন্ধ হওয়া খুবই শোচনীয় ব্যাপার সন্দেহ নাই। ভারতীয় যৌথ কারবার সম্বন্ধে দেশের লোকের কার্য্যকরী সহযোগিতা আকর্ষণ করিতে হইলে এবং তদ্দ্বারা শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে ঐধরণের অকৃতকার্য্যতা ও অপচয়ের সময়োচিত প্রতিবিধান আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলাদেশের যৌথ কোম্পানীসমূহের অবস্থা পৃথকভাবে বিবেচনার যোগ্য। গত ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত আট মাসে বাঙ্গলা দেশে ২৩৩টি কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল। সমষ্টিকৃতভাবে উহাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। সেস্থলে ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত আট মাসে বাঙ্গলায় ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া মোট ২১৮টি যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। সংখ্যা ও মূলধন উভয় দিক দিয়াই বাঙ্গলার এই অবনতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। গত ১৯৩৯-৪০ সালে সারা বৎসরে বাঙ্গালায় ১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত মূলধনসমন্বিত মোট ১১১টি কোম্পানী ফেল পড়িয়াছিল। সে স্থলে ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম আট মাসেই ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা আদায়ী মূলধনসমন্বিত মোট ৯২টি কোম্পানীর কারবার বন্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে বেশী সংখ্যায় যৌথ কোম্পানী ফেল পড়ার এই মারাত্মক গতি খুবই আশঙ্কার কথা সন্দেহ নাই।

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা

বাঙ্গলা সরকার এবার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের যে কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার সাফল্য বিবেচনা করিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে সাফল্য যাহাই হউক বাঙ্গলার মত আসাম ও বিহার প্রদেশেও যদি পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের যুগপৎ কার্য্যনীতি অবলম্বিত না হয় তবে উহার দ্বারা যে প্রকৃত সুফল পাওয়ার আশা নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই একটি প্রবন্ধে বলিয়াছি। সে প্রসঙ্গে আমরা একথাও বলিয়াছিলাম যে, যদি পাট সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা করিতে হয় তবে আসাম ও বিহার প্রদেশেও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অচিরে একটা মীমাংসার চেষ্টা করা বাঙ্গলা সরকারের কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় ইহার পর বাঙ্গলা সরকারের কতকটা চৈতন্য হয় এবং তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এসম্পর্কে আসাম সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। সম্প্রতি শিলংয়ে দুই প্রদেশের মন্ত্রীদের ভিতর একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বৈঠকের ফলে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে দুই প্রদেশের গবর্ণমেন্টের ভিতর একটা রফা হইয়াছে। তবে কিরূপ সর্ত্তে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের কতদূর কি ব্যবস্থা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই।

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আসাম সরকার ও বাঙ্গলা সরকারের বুঝাপড়ার ব্যাপারটা নানা কারণে পূর্ব্ব হইতেই হেঁয়ালিপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে। বাঙ্গলা সরকার যখন পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন তখন তাঁহাদের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছিল যে, এবিষয়ে আসাম ও বিহার সরকারের সহিত তাঁহাদের আলাপ আলোচনা হইয়াছে এবং ঐসব প্রদেশে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন অসুবিধা হইবে না। কিন্তু পরে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে আসামের প্রধান মন্ত্রী ইহা স্পষ্টভাবেই জানান যে, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের নিকট তাঁহারা বস্তুতঃ-পক্ষে কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই। আসামের অনাবাদী অঞ্চলে পাটচাষ করিবার যে সুযোগ রহিয়াছে তাহা খর্ব্ব করিতে এবং বাঙ্গলা দেশের স্বার্থের জন্য পাটশুল্ক বাবদ বর্দ্ধিত আয়ের সুবিধা ত্যাগ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। উহাতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের চেষ্টা যত্ন ও তাহার সাফল্যের উপর অনেকে বিশ্বাস হারাইতে আরম্ভ করেন। যাহাহউক বর্ত্তমানে দুই গবর্ণমেন্টের ভিতর সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা হওয়াতে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা হওয়ার আশা দেখা যাইতেছে। প্রকাশ, আসামে পাটের জমির জরীপকার্য্য সমাধার জন্য বাঙ্গলা সরকার আসাম সরকারকে বিনা সুদে কিছু পরিমাণ অর্থ ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন। তাহাছাড়া অন্য নানা দিক দিয়াও নাকি আসামের অনুকূলে বাঙ্গলা সরকারকে কতকগুলি সর্ত্ত মানিয়া নিতে হইয়াছে। বাঙ্গলার সঙ্গে আসামেও যাহাতে যুগপৎভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণকার্য্য অনুসৃত হয় সেজন্য একটা সুসঙ্কল্পিত চেষ্টার আমরা পক্ষপাতী। তবে ঐ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত সর্ত্তাবলী কতদূর সমর্থনযোগ্য, সে সমস্ত প্রকাশিত হওয়ার পর তৎসম্পর্কে আমরা আলোচনা করিব।

শিল্পোন্নতি ও গবর্ণমেণ্ট

যুদ্ধের সুযোগে এদেশে শিল্পোন্নতি সাধনের যে সুযোগ আসিয়াছে ভারত সরকারের উপেক্ষা ও উদাসীনতার জন্য তাহা যথাযথ কাজে লাগাইবার কোন সুব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত হইতেছে না। অথচ এই সুযোগে অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা প্রমুখ দেশ সরকারী সাহায্যে নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিয়া জাতীয় আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া লইতেছে। অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেন্টের তুলনায় শিল্প প্রসার বিষয়ে এদেশের গবর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয় মনোভাব সম্বন্ধে পূর্ব্বে কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের এক সভায় উহার সভাপতি স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা তাঁহার অভিভাষণে উপরোক্ত বিষয়টি ভালরূপ বিশ্লেষণ করিয়া এসম্বন্ধে সকলের সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। স্যার বদ্রিদাস অষ্ট্রেলিয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১৯৪০ সালের জুলাই হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৫ মাসে অষ্ট্রেলিয়া সরকার ঐ দেশের শিল্পোন্নতি বাবদ সরকারী রাজস্ব হইতে ৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছেন। অধিকন্তু ঐ সময়ে তাঁহারা শিল্পোন্নতির জন্য ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ সরকারী সাহায্য তৎপরতার ফলে ঐ দেশে যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণের শিল্প, মাঝারি ধরণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় শিল্প ও যান বাহন শিল্প প্রভৃতি বিপুল সংখ্যায় গড়িয়া উঠিতেছে। সরকারী চেষ্টায় ঐদেশের বহির্ব্বাণিজ্যেও গত ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে সমধিক উন্নতি দেখা গিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় আয় ছিল ৭৮ কোটি ৮০ পাউণ্ড। ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা ৮৬ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বাড়িয়া ৯০ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। অনুরূপভাবে কানাডায়ও শিল্প প্রসার ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির একটা সন্তোষজনক গতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঐ দেশে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাহা ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। মাসিক মোটর যান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল পূর্ব্বে ৩ হাজার ৯২২টি; পরে তাহা ১৫ হাজার ৪৭৫টি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমরোপকরণ নির্ম্মাণ শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প ও লৌহ শিল্প প্রভৃতির দিক দিয়া দেশের জাতীয় কার্য্যধারা আজ একটা নবপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। এই সব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া স্যার বদ্রিদাস বলেন যে, যুদ্ধের সময়ে শিল্প প্রসার ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি সম্পর্কে ঐ ধরণের একটা সুযোগ ভারতবর্ষেও দেখা দিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যে অগ্রসর না হওয়ায় ভারতবর্ষ এই সুযোগ কোন দিক দিয়াই তেমন কাজে লাগাইতে পারিতেছে না। শিল্প বাণিজ্যের সমূহ উন্নতির পরিবর্ত্তে এদেশে বরং একটা ক্রমিক অবনতিরই সূচনা দেখা যাইতেছে। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য স্যার বদ্রিদাস ভারত সরকারকে শিল্প বাণিজ্যের সমুচিত উন্নতিকল্পে অচিরে সকল দিক দিয়া সহায়ক কার্য্যনীতি অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই অনুরোধ খুব সঙ্গত সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতেও ভারত সরকারের সজাগ ঔদাসীন্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে কি?

১৯৪০-৪১ সালে ভারতের আমদানী বাণিজ্য

গত সপ্তাহে ১৯৪০-৪১ সালের ভারতীয় বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে আমরা মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছি। ঐ বৎসরে ভারতের আমদানী বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১৯৪০-৪১ সালে এদেশে বিদেশী জিনিষের আমদানী সম্পর্কে প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার আমদানীর পরিমাণ ৮ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার উপর হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বিদেশ হইতে ভারতে ১৫২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাকার মাল আমদানী হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে আমদানীর পরিমাণ ১২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার উপর বাড়িয়া মোট ১৬৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা কমিয়া ১৫৬ কোটি ৭৯ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতের আমদানী বাণিজ্যের উপর ইহার বিশেষ কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই। বরং যুদ্ধ চলিতে থাকা সত্ত্বেও মাসিক আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া ১৯৩৯-৪০ সালের জানুয়ারীতে ১৬ কোটি ৪১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রিল মাসে তাহা ১৭ কোটি ৩১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু পরে যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে অনেক দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া ও মাল চলাচলের জাহাজের অসুবিধা ঘটিয়া আমদানী বাণিজ্য কিছু পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া পড়ে। তবে এদিক দিয়া কমতির পরিমাণ রপ্তানী বাণিজ্যের মত তত উল্লেখযোগ্য হয় নাই—তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে সব মাল আমদানী হয় তাহাদিগকে (১) খাদ্য, পানীয় ও তামাক (২) কাঁচামাল (৩) শিল্পজাত দ্রব্য (৪) জীবন্ত প্রাণী এবং (৫) ডাকযোগে প্রেরিত মালপত্র—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। আলোচ্য বৎসরে কাঁচামাল শ্রেণীর জিনিষ ছাড়া উপরোক্ত অন্য সকল শ্রেণীর মালের আমদানীই হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে খাদ্য, পানীয় ও তামাক শ্রেণীর মোট ৩৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার জিনিষ আমদানী হইয়াছিল। সেইস্থলে ১৯৪০-৪১ সালে মোট ২৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। যে সব জিনিষের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে তাহার মধ্যে চাউল, চিনি ও মদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে বিদেশ হইতে মোট ৩ কোটি ৩১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার চিনি আসিয়াছিল। সেস্থলে ১৯৪০-৪১ সালে মাত্র ৩৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকার চিনি আসিয়াছে। ভারতের বাজারে জাভা চিনির বিপুল যোগান হেতু এদেশের উৎপন্ন চিনি কাটতির পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। চিনি কাটতির সুবিধা কম বলিয়া এদেশে চিনির কলগুলির উৎপন্ন চিনির অনেকাংশই অবিক্রিত থাকিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় আলোচ্য বৎসরে বিদেশী চিনির আমদানী ২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা অনুপাতে হ্রাস পাওয়ায় ভারতীয় শর্করা শিল্পের স্বার্থের দিক হইতে তাহা কল্যাণকর হইবে সন্দেহ নাই। তবে আলোচ্য বৎসরে বিদেশ হইতে চাউলের আমদানী বেশী পরিমাণে কমিয়া যাওয়ায় সকল দিক দিয়া একটা আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোক প্রতি বৎসর যে চাউল ব্যবহার করে তাহার সমস্ত এদেশে উৎপন্ন হয় না। সেজন্য ভারতবর্ষকে প্রয়োজনীয় চাউলের কতকাংশের জন্য বিদেশের উপর বিশেষ করিয়া ব্রহ্মদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে চাউল উৎপন্ন হইয়াছে পূর্ব্বের চেয়েও অনেক কম। এই অবস্থায় বিদেশী চাউলের যোগান বৃদ্ধি পাওয়াই যে স্থলে প্রয়োজন ছিল সে স্থলে আলোচ্য বৎসরে তাহা ৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে—ইহা সকল দিক দিয়াই উদ্বেগ ও আশঙ্কার কথা। এবৎসর খাদ্য, পানীয় ও তামাক শ্রেণীর পণ্যের ভিতর তামাকের আমদানীই শুধু কিছু বাড়িয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে সর্ব্বশ্রেণীর মোট ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার তামাক আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। তবে সাধারণভাবে তামাকের আমদানী বাড়িলেও আলোচ্য বৎসরে সিগারেটের আমদানী ৬৪ হাজার টাকা অনুপাতে কম হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়।

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে বিদেশ হইতে কাঁচামালের মোট আমদানী দাঁড়াইয়াছিল ৩৬ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা অনুপাতে বাড়িয়া মোট ৪১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে। প্রধানতঃ তৈল, তুলা ও রেশম প্রভৃতির আমদানীই এবার বাড়িয়াছে। পূর্ব্ববৎসর বিদেশ হইতে ৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার কেরোসিন ও ৯ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার অন্যান্য শ্রেণীর খনিজ তৈল আমদানী হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ও ১১ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। এবৎসর আর কোন শ্রেণীর এত বেশী টাকার পণ্য আমদানী হয় নাই। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে বিদেশী তুলার আমদানী পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৪৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে কমিয়া মোট ৮ কোটি ৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৯ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বিদেশী তুলা আজও যে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির পক্ষে অপরিহার্য্য এবং যুদ্ধের জন্য বেশী পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ হেতু এবৎসর কাপড়ের কলগুলিকে যে অধিক মাত্রায় তুলা ব্যবহার করিতে হইয়াছে ইহা তাহারই পরিচায়ক। এদেশে প্রচুর পরিমাণে কয়লা উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে কিছু পরিমাণ কয়লা আমদানী হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে কয়লা আমদানীকারী দেশসমূহে কয়লার আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে কয়লার আমদানী হ্রাস পাইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকার কয়লা আমদানী হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে তাহা কমিয়া ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এক্ষণে শিল্পজাত পণ্যের দিক দিয়া আমদানী বাণিজ্যের গতি আলোচনা করা যাক। ভারতে বেশী টাকা মূল্যের যেসব জিনিষ আমদানী হয় তাহার মধ্যে কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির স্থান এতদিন সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিল। শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বিস্তর কলকব্জা প্রয়োজন হয় বলিয়াই উহার আমদানীর পরিমাণও স্বভাবতঃই এতদিন বেশী হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি ভারতবর্ষে কলকব্জার আমদানী

(২১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইংলণ্ডের জীবন-বীমা ব্যবসায়ে যুদ্ধের প্রভাব

গত সংখ্যার "আর্থিক জগতে" আমরা এদেশে জীবন বীমা ব্যবসায়ের উপর যুদ্ধের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি যে, সমবেত চেষ্টা ও দূরদৃষ্টি লইয়া চলিলে ভারতবর্ষের বীমাব্যবসায় সম্বন্ধে উদ্বেগের কোনও পরিস্থিতি এখনও এদেশে উপস্থিত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বৃটেনের জীবন-বীমা ব্যবসায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সেখানে যুদ্ধটা প্রত্যক্ষ ব্যাপার। যুদ্ধের আয়োজন ও ব্যবস্থার প্রচেষ্টার জন্য মানুষের জীবন ধারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় সমরের সংহারমূর্ত্তি ইংলণ্ডের মৃত্তিকায় পৌঁছাইতে পারে নাই; কিন্তু এবার বোমারু বিমানের আক্রমণে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের জীবন যাপন প্রণালীতে বিস্তর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। এই বিপদের মধ্যে বীমা ব্যবসায় কিরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে ইহা জানিবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু তাহার কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতেই মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি লোকের মনে আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা আশঙ্কার উদ্রেক করিয়াছিল। সেই সময় ইংলণ্ডের জীবন বীমা কোম্পানীগুলি ঘোষণা করিলেন যে, সামরিক পেশার জন্য তাহারা চাদার হার বর্দ্ধিত করিবেন না। এই ঘোষণার দ্বারা তাহারা যথেষ্ট নূতন কাজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু যুদ্ধ যখন সত্য সত্যই আসিয়া পড়িল, তখন তাঁহারা এই যুদ্ধের নূতন নূতন মারণাস্ত্র সম্বন্ধে সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বের সমরে যুদ্ধজনিত মৃত্যুহার কোম্পানীগুলিকে শঙ্কিত করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এবার তাঁহারা পূর্ব্বেকার যুদ্ধের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতের কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে স্কাপাফ্লো নামক বন্দরে বিরাট সমরতরী "রয়াল ওক্‌স্" টর্পেডো দ্বারা নিমজ্জিত হইল এবং এক সঙ্গে চারিশত লোক প্রাণ হারাইল। এইরূপ পাইকারি মৃত্যুহার বীমা কোম্পানীদের মনের দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া দিল এবং বৃটেনের সকল কোম্পানী সমবেতভাবে স্থির করিলেন যে, সামরিক পেশায় যাহারা থাকিবে তাহাদের বীমা সাধারণ হারে গ্রহণ করা হইবে না। শুধু তাহাই নহে জীবন বীমা পলিসিতে ইহা স্পষ্ট উল্লেখ করা হইল যে, যুদ্ধজনিত মৃত্যু হইলে কোম্পানী বীমার পুরা টাকা দিতে বাধ্য হইবে না। অবশ্য ইহার প্রথম ফল হইল এই যে, লোকের জীবন বীমা করার আকাঙ্ক্ষা রহিল না, সুতরাং নূতন কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া উঠিল। কোম্পানীগুলি ইহাই চাহিতেছিলেন। ভবিষ্যতের পরিস্থিতি কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে না পারিলে, নূতন কাজ গ্রহণ করা যে সমীচীন নহে এই মতই তখন বলবতী হইল। নূতন কাজ গ্রহণে আপত্তি থাকিলেও উপযুক্ত প্রিমিয়াম দিয়া কেহ বীমা প্রার্থনা করিলে তাঁহারা আবেদন অস্বীকার করিতেন না।

১৯৩৯ সাল শেষ হইলে কোম্পানীগুলির প্রাণে সাহস ফিরিয়া আসিল। কেননা যেরূপ মৃত্যুজনিত দাবীর আশঙ্কা তাঁহারা করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই দেখা গেল না। ফ্রান্সের পতনের পর যখন যুদ্ধ ইংলণ্ডের শিয়রের কাছে আসিল তখনও দেখা গেল যে, সামরিক মৃত্যুহার ভয়াবহ নহে। ফ্লাণ্ডার্স হইতে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণের সময় যেরূপ ধ্বংসলীলা আশঙ্কা করা হইয়াছিল সেরূপ কিছুই হইল না। তখন বীমা কোম্পানীগুলির সাহস ফিরিয়া আসিল এবং কোনও কোনও কোম্পানী বলিতে লাগিলেন যে, অমূলক আশঙ্কায় অনর্থক নূতন কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। গ্লাসগোস্থিত অ্যাকচুয়ারী সমিতির প্রেসিডেন্টও তাঁহার অভিভাষণে এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। তিনি অধিকন্তু বলিলেন যে, বিমান-সৈন্যদের মধ্যেও যে মৃত্যুর হার আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহা হয় নাই। কেননা প্রায়শঃই বিমান ধ্বংস হইলে বিমান চালক ও বিমান-সৈন্য প্যারাসুটের দ্বারা নিরাপদে ভূতলে অবতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এতৎসত্ত্বেও তিনি বলিলেন যে, সামরিক ব্যক্তির জীবন বীমা করিতে হইলে যথোপযুক্ত অতিরিক্ত চাঁদা গ্রহণ করা উচিৎ। অভিজ্ঞব্যক্তির এরূপ উক্তি সত্ত্বেও, একটি স্কটল্যাণ্ডের কোম্পানী ঘোষণা করিয়া বসিল যে, তাহারা সামরিক দায়িত্ব লইয়া বীমাপত্র দিতে প্রস্তুত। ইহার ফল হইল এই যে, প্রায় নয়মাস ধরিয়া বৃটেনের কোম্পানীদের মধ্যে যে একতা বর্ত্তমান ছিল তাহা বিনষ্ট হইল এবং নূতন কাজ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোম্পানী-গুলির মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল—কে বীমাকারীকে কত সুবিধা দিতে পারে। বিলাতে অত্রকার পরিস্থিতি গত বৎসর অপেক্ষা ভিন্ন। ১৯৪১ সালে বিমান আক্রমণের ধ্বংসলীলার বেগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এবৎসরের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের কাছে কোনও সংবাদ নাই।

একটা ব্যাপারে কোম্পানীগুলি যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধ বাধিবার তিন মাস মধ্যেই লণ্ডনের সমস্ত কোম্পানী তাঁহাদের দলিলপত্রাদি লণ্ডন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দূরে বিভিন্ন জেলার নগরে বা পল্লীতে সরাইয়া ফেলেন। হেড অফিসের আসল কাজ সেইস্থান হইতেই নির্ব্বাহিত হইত।

যুদ্ধে যাহারা যোগ দিতেছে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দানের চেষ্টা কোম্পানীগুলি করিতেছে। গত বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, একজন সৈনিক প্রতি তিন পাউণ্ড অতিরিক্ত চাদা দিয়া যুদ্ধজনিত মৃত্যুর জন্য বীমাপত্র পাইতেছে।

যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য যাহারা চাঁদা দিতে অসমর্থ হইতেছে তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষার্থে নানারূপ সুবিধার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে প্রত্যেক কোম্পানীকে বোর্ড অব্ ট্রেডের নিকট ঐ ধরণের সব পলিসির বিবরণ প্রদান করিতে হইতেছে।

যুদ্ধের দরুণ মজুতীকৃত টাকার সুদের হার কম হইলেও তজ্জন্য কোম্পানীগুলির খুব বেগ পাইতে হইতেছে না। কেননা যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই ওদেশের বীমা কোম্পানীগুলি অতি অল্প সুদের ভিত্তিতেই ভ্যালুয়েশান করাইতেন। কেহ কেহ বোনাস কমাইয়া দিয়াছেন, কেহ বা একেবারেই বন্ধ করিয়াছেন।

কতকগুলি কোম্পানী জমি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তিতে টাকা নিয়োগ করিতেছিলেন। বিমান আক্রমণের ফলে যেরূপ বাড়ীঘর

(২১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



বাঙ্গলার আর্থিক ভবিষ্যৎ

[শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু—"ব্যবসায়ে বাঙ্গালী" প্রণেতা]

কৃষিপ্রধান বাঙ্গলাদেশ এতদিন কৃষিজাত ফসলের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিল। বাঙ্গলার প্রধান ও প্রথম ফসল ছিল পাট, দ্বিতীয় ধান। বাঙ্গলায় বাইশ লক্ষ একর জমিতে পাট উৎপাদন হইত বলিয়া বাঙ্গলায় অর্থাগমের বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছিল। কিন্তু যুদ্ধের জন্য ভারতের বাহিরে পাট রপ্তানী হ্রাস পাওয়ায় গত বছরের উৎপন্ন অধিকাংশ পাট গুদামজাত হইয়া আছে। উহার কোন খরিদ্দার না থাকায় আজ বাঙ্গলার অর্থকৃচ্ছ চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে বাঙ্গলার অধিকাংশ স্থলে ধান উৎপন্ন হয় নাই। বাঙ্গলা দেশের অনেক অঞ্চলে বৎসরে একবার মাত্র আমন ধান্যের চাষ হয়। ঐ সমস্ত আবাদী জমির অধিকাংশ লবণাক্ত নদীর ধারে অবস্থিত। সুতরাং যে বৎসর দেশে পরিমিত পরিমাণে বর্ষা হইয়া ঐ সমস্ত নদীর জলের নোনা কাটিয়া যায় সেই বৎসর আবাদী জমিতে ভালরূপ ফসল উৎপন্ন হয়। গত বৎসর বর্ষার অভাবে আবাদ অঞ্চলে একরূপ ধান জন্মেই নাই। তৎপূর্ব্ব বৎসরে অতিরিক্ত বর্ষায় আবাদী জমিসমূহ জলে ডুবিয়া যাওয়ায় পতিত অবস্থায় ছিল। বাঙ্গলায় ডাঙ্গা অঞ্চলের লোকের অর্থাগমের প্রধান ভরসা পাট এবং আবাদী অঞ্চলের লোকের ভরসা ধান। এবৎসর চাষীদের পাট যেমন অবিক্রীত অবস্থায় রহিয়া গেল, তেমনি উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে ধানের ফসলও মারা গিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গলায় অর্থাগমের উভয়কূল নষ্ট হওয়ায়, আজ দেশের সর্ব্বত্রই অনাহারে ও উপবাসে নিদারুণ হাহাকার উঠিয়াছে।

পাটের ফসল একদিন বাঙ্গলার একপ্রকার একচেটিয়া সম্পদ ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল সরকার জাপানী কৃষি বিশেষজ্ঞের সাহায্যে আমাজান নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে এবৎসরে দেড় হাজার টন পাট উৎপাদন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত পাট বাঙ্গালার পাট অপেক্ষা কোন প্রকারেই নিকৃষ্ট নহে। বিশেষজ্ঞগণ আশা করেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্রেজিলে ৫০ হাজার টন পাট উৎপন্ন হইবে। পারস্যেও ভালভাবে পাটের চাষ চলিতেছে। অষ্ট্রেলিয়া সরকারও ইহার জন্য গবেষণা চালাইতেছেন। পৃথিবীর সকল দিকেই যদি পাটের চাষ আরম্ভ হইয়া যায়, তবে তো বাঙ্গলার একচেটিয়া সম্পদ যে পাট, তাহা লোপাট হইতে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই।

পৃথিবীর কোন দেশ বেশী দিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চায় না। তাহারা যেমন বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই মহাযুদ্ধের ফলে বাঙ্গলার পাট আমদানী ব্যাহত হইবে, অমনি তাহারা বিশেষজ্ঞ আমদানী করিয়া গবেষণা চালাইয়া দেশে পাট উৎপাদন করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে বাঙ্গলার যে কত বড় সম্পদ চলিয়া যাইতেছে, সে দিকে বাঙ্গলার মন্ত্রিগণের বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই। অথচ তাহারা চাষী সম্প্রদায় রক্ষার্থে দেশের জমিদার ও মহাজন শ্রেণীকে ধ্বংস করিয়া চাষীখাতক আইন, মহাজনী আইন, প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন প্রভৃতি বিবিধ সাম্প্রদায়িক আইন পাশ করিয়াছেন। ইহার ফলে চাষীর না হয় কিছু ঋণলাঘব হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে চাষীর আর্থিক অবস্থার তো কিছুই উন্নতি হয় নাই, বরং আরও খারাপ হইয়াছে। এখন চাষীরা চাষ আবাদের জন্য মহাজনের নিকট একটী পয়সাও ধার পাইতেছে না। তজ্জন্য অনেক চাষীর জমি পতিত অবস্থায় থাকিয়া যাইতেছে। ইহার উপর যদি বাঙ্গলায় অর্থাগমের প্রধান সম্পদ পাটের ফসল বেহাত হইয়া যায়, তবে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলার অস্তিত্ব লোপ পাইবেনা কি?

পৃথিবীর সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট দেশের কৃষির উন্নতিকল্পে সরকারী তহবিল হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। আর আমাদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট দেশের এক শ্রেণীকে ধ্বংস করিয়া অপর শ্রেণীকে রক্ষার জন্য বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াও কিছুই সুফল করিতে পারেন নাই, বরং ইহাতে দেশের ক্ষতিই করা হইয়াছে। জমিদার মহাজনকে ফাঁকি দিয়া কৃষকের ঋণ লাঘবের ব্যবস্থা করিলে তাহাতে দেশে অর্থাগমের কি সুবিধা হইতে পারে! বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর বিশেষ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নাই, একমাত্র কৃষিজাত ফসলের উপর যখন বাঙ্গলার অর্থাগম নির্ভর করে, তখন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ আবাদ করিয়া যাহাতে দেশে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল উৎপন্ন হয়, বাঙ্গলা সরকারের সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য নয় কি! বাঙ্গলার নিজস্ব প্রধান সম্পদ পাট, আজ বেহাত হইতে চলিয়াছে। এখন যদি পাটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন অর্থকরী ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা না করা হয়, কিংবা দেশের পাট যাহাতে দেশে ব্যবহৃত হইতে পারে—বিশেষজ্ঞের দ্বারা গবেষণা করিয়া এমন কিছু আবিষ্কারের ব্যবস্থা না করা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ যে কত অন্ধকারময়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন।

বাঙ্গলায় গতানুগতিক ভাবে শুধু পাটের চাষ চলিয়া আসিতেছে। উহার দর বেশী হউক আর কম হউক, সুবিধা ছিল এই যে, ইহাতে চাষারা এককালীন কিছু নগদ অর্থ হস্তগত করিতে পারিত। আজ সে সুবিধাও নষ্ট হইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে বাংলার এই অর্থকরী পণ্যকে জীবিত রাখিতে হইলে, গবেষণার দ্বারা এমন কিছু আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহাতে আমরা আর পরমুখাপেক্ষী না থাকিয়া নিজেরা নিজেদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সম্বন্ধে নির্ভরশীল হইতে পারি।

তারপর বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য যে চাউল, তাহা আজ কয়েক বৎসর বাঙ্গলায় উৎপাদিত ফসলের দ্বারা সঙ্কুলান হইতেছে না। তজ্জন্য আজ কয়েক বৎসর রেঙ্গুন হইতে প্রায় দুই কোটি মণ চাউল আমদানী করিতে হয়। গড়ে ইহার মূল্য কম বেশী প্রতিমণ ৪ টাকা হইলে বাংলার ৮ কোটী টাকা প্রতি বৎসর রেঙ্গুনে পাঠাইতে হয়। বাঙ্গলার জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইলে আমাদের বার্ষিক আট কোটী টাকা বাঁচিয়া যাইত। বাঙ্গলায় জল সেচের কোন ব্যবস্থা না থাকায় যথোপযুক্ত বৃষ্টির জন্য চাষীকে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। বর্দ্ধমান জেলায় ক্যানেল অঞ্চলের চাষীরা এই সম্বন্ধে কতকটা নিরাপদ হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার অধিকাংশ জেলার আবাদী জমি লবণাক্ত নদীর ধারে অবস্থিত থাকায় তদঞ্চলের লোকের একমাত্র বৃষ্টির জল ছাড়া গত্যন্তর নাই। ঐ সমস্ত জমিতে যদি জল সেচের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গলায় সর্ব্বত্র সমানভাবে ফসল উৎপাদন হইত। সরকারী চেষ্টা ব্যতীত শুধু দেশের লোকের দ্বারা ঐ কার্য্য

সম্পন্ন হয় না। সরকার মনোযোগী হইলে দেশের লোক হয় তো কিয়দংশ আর্থিক সাহায্য করিতে পারে। দেশের লোকের আহার্য্য দ্রব্য যাহাতে দেশেই উৎপাদন করা চলে, ইহা দেখা কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়? বাঙ্গলা সরকার শিক্ষাকর ধার্য্য করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। মেয়েদের জন্য পর্দ্দা কলেজ প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু জনসাধারন কি খাইয়া যে শিক্ষা লাভ করিতে যাইবে, সে চিন্তার বালাই সরকারের মোটেই নাই।

বাঙ্গলা সরকারের শাসন ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে, তজ্জন্য তাহারা দেশের উপর বিবিধ প্রকার ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া উহা সঙ্কুলান করিতেছেন। কিন্তু দেশের জনসাধারণের ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা যে কোথা হইতে আসিবে সে চিন্তা তাঁহারা করেন না। পাটের মূল্য নাই, উহা অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। দেশে ধান জন্মে নাই, আজ রেঙ্গুন চাউলের মূল্য জনসাধারণের জুটিতেছে না। যুদ্ধের দরুণ জীবনযাত্রার প্রত্যেকটী জিনিষের দাম দুই তিনগুণ চড়া। সুতরাং এ অবস্থায় বাঙ্গলার লোকের যক্ষের ধন প্রাপ্তি ছাড়া আর তো বাঁচিয়া থাকার কোন উপায় দেখা যায় না।

যতদিন বাঙ্গলার লোকসংখ্যা কম ছিল, ততদিন তাহাদের কৃষির আয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়াছে। এক্ষণে লোকসংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে, কৃষির আয়ও হ্রাস পাইয়াছে। এ অবস্থায় যদি বাঙ্গালী শিল্প প্রচেষ্টায় মনোযোগী না হয় তবে তাহাদের ধ্বংসের দিন অতি সন্নিকট।

শুকনো ফলের অর্ডার

ভারত গবর্ণমেণ্টের সরবরাহ বিভাগ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রাদেশিক সরকারের নিকট শীঘ্রই শুকনো ফলের জন্য বিশেষ বড় রকমের একটী অর্ডার দিবেন।

(১৯৪০-৪১ সালে ভারতের আমদানী বাণিজ্য)

সম্পর্কে একটা মন্দাভাব দেখা গিয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে ১৯ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকার কলকব্জা আমদানী হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে আমদানীর পরিমাণ কমিয়া ১৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা আরও ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা কমিয়া মোট ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। আলাদা-ভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, এ বৎসর কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি আমদানীর পরিমান পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৫৭ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ভারতের বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায়ে বিশেষ করিয়া বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক কার্য্যতৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়াছিল। কিন্তু ঐ বৎসরে যন্ত্রপাতির আমদানী বৃদ্ধি না পাওয়াতে শিল্প ব্যবসায়ের কর্ম্মধারা কলকারখানার বিস্তৃতি সাধনের বদলে মুখ্যতঃ কেবল কাজের সময় বৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। তবে আলোচ্য বৎসরে ভারতে বিদেশী কার্পাস সূতা ও বস্ত্রের আমদানী যে ভালরূপ হ্রাস পাইয়াছে তাহা সকল দিক দিয়াই বিশেষ সন্তোষের বিষয় মনে করা যাইতে পারে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ১৪ কোটি ৪ লক্ষ টাকার কার্পাসজাত বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে উক্তরূপ বস্ত্রের আমদানী ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়া মোট ১১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বিদেশী বস্ত্রের আমদানী হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে দেশীয় কাপড়ের কলগুলি অধিক পরিমাণে বস্ত্র তৈয়ার করিয়া তাহা দেশীয় হাট বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে এবং তৎসঙ্গে বস্ত্রের দিক দিয়া ভারতের শোচনীয় পরমুখাপেক্ষিতা কমিয়া আসিবে—ইহা ভরসার কথা। এবৎসর বিদেশ হইতে অন্য যে সব শিল্পজাত পণ্যের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে তাহার মধ্যে বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম, কাচ ও মৃৎদ্রব্য, চামড়া ও যান-বাহনের কথা উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে শিল্পজাত জিনিষের মধ্যে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে রসায়ন দ্রব্যের আমদানী ৫৬ লক্ষ টাকা, রং ও রঞ্জন দ্রব্যের আমদানী ১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা, কাগজের আমদানী ৪০ লক্ষ টাকা ও লৌহ ও ইস্পাতের আমদানী ৭৭ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত কতিপয় বৎসর হইতে এদেশে কৃত্রিম রেশমের সূতা ও বস্ত্রের আমদানী খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে। এবৎসর পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কৃত্রিম রেশম-সূতার আমদানী ৫২ লক্ষ টাকা ও কৃত্রিম রেশম বস্ত্রের আমদানী ৩৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ও ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এদেশে যেস্থলে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন ও তাহা হইতে সূতা ও বস্ত্র তৈয়ারের প্রচুর সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে সেস্থলে উহাদের আমদানী বৃদ্ধি এদেশবাসীদের শিল্পবিমুখতারই পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আসামে ঋণ-শালিসী বোর্ড

আসামের ঋণশালিসী বোর্ডের ১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, এই সকল ঋণশালিসী বোর্ডের কার্য্যাবলীর দ্বারা আসামের কৃষকদের যে অনুমিত ২২ কোটী টাকা ঋণ আছে তাহার ভার অনেকটা লাঘব হইবে। উত্তর শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, করিমগঞ্জ, দক্ষিণ শ্রীহট্ট, ধুবড়ি, নওগাঁও, বড়পেটা, নলবাড়ী, মঙ্গলদৈ, গৌহাটী এই এগারটী জায়গায় ঋণশালিসী বোর্ড কার্য্য করিয়াছে। এই বৎসর ৮ হাজার ৭ শত ৭২ টী মোকদ্দমার দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল। এই সকল দরখাস্ত বাবদ ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৫ শত ৬৫ টাকা ১২ আনা ৮ পাই। ১৯৩৯ সালে দরখাস্তের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৫ শত ৯৫ টী এবং ইহার বাবদ ঋণের পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৪৭ হাজার ১ শত ৪২ টাকা ১১ আনা ৫ পাই।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

গ্রেট বৃটেনের সুবিপুল সমরব্যয়

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের ২৬শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মহাযুদ্ধের দরুণ গ্রেট বৃটেনের কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়াছে, সম্প্রতি বৃটিশ ট্রেজারী তাহার এক হিসাব দাখিল করিয়াছেন। এই হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে বৃটেনের মোট ৫৭০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ১৯৪১ সালের প্রথম তিন মাসে মহাযুদ্ধ পরিচালনার ব্যয়ভার চরমে উঠে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের মার্চ পর্য্যন্ত গড়পড়তা মাসিক যুদ্ধ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪০ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের মার্চ পর্য্যন্ত গড়পড়তা মাসিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।

জাতীয় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা

সিন্ধুপ্রাদেশিক সরকার জাতীয় অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা কমিটিকে ৫ শত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। প্রথম বারে সিন্ধু সরকার ১ হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। জানা গিয়াছে অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ এই কমিটিকে নূতন করিয়া চাঁদা না দেওয়ায় কমিটির কার্য্য বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

নিখিল ভারত স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী

দক্ষিণ ভারতীয় বণিক সঙ্ঘ ভারত সরকারকে একটি নিখিল ভারত স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী সম্ভব হইলে দিল্লীতে স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু এই বণিক সঙ্ঘের মতে বোম্বাই এবং বাঙ্গালোরে এইরূপ প্রদর্শনী স্থাপন করিবার স্থান দিল্লীর চেয়েও উপযোগী, কেন না উভয় সহরই ভারতবর্ষে শিল্প বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল।

ভেষজ শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ

ভারতসরকারের পরামর্শ অনুসারে সংযুক্ত প্রদেশ যুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন স্বরূপ তিন বৎসর পর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে ঔষধপত্র সরবরাহ করিবার জন্য অর্ডার দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স উক্ত রিপোর্টের প্রতি ভারতসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যে সকল ঔষধপত্র বিদেশ হইতে আমদানী করার জন্য অর্ডার দেওয়া হইতেছে তাহা যদি বর্ত্তমান সময়ে ভারতে পাওয়া না যায় কিংবা স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিতে পারা না যায়, তবেই শুধু ঐরূপ অর্ডার দেওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি থাকিতে পারে। কমিটির অভিমতে, জনস্বাস্থ্যের জন্য পরিকল্পনা এবং এই দেশেই ঔষধপত্র শিল্পের উন্নতিবিধায়ক সুচিন্তিত পরিকল্পনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কমিটি এই আশা করেন যে, বিদেশে ঔষধপত্র আমদানীর জন্য অর্ডার প্রেরণের পূর্ব্বে ভারতসরকার এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

ফরিদপুর জিলায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

সম্প্রতি যে আদমসুমারী লওয়া হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, ফরিদপুর জিলায় ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ২৭ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত জিলার সর্ব্বমোট লোক সংখ্যার পরিমাণ২৮ লক্ষ ৯২ হাজার ২৩৮ জন। ১৯৩১ সালে এই লোকসংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ৬২ হাজার ২১৫ জন। ফরিদপুর সহর এলাকায় জনসংখ্যার পরিমাণ ২৫ হাজার ৬ শত ৭৮। ১৯৩১ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৫ শত ১৬ জন। মোট ১০ হাজার ৬ শত ১২ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতীয় বস্ত্রের উপর পণ্যের রপ্তানী শুল্ক

যাহাতে ভারতে প্রস্তুত বস্ত্রশিল্পজাত পণ্যে রপ্তানীর উপর বর্ত্তমানে যে হারে রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য করা আছে তাহার হার হ্রাস করা যায় তদুদ্দেশ্যে দেশীয় বস্ত্রশিল্পপতিদের একটী অভিমত ভারত সরকারকে জ্ঞাত করান হয়। ভারতসরকার এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মূলনীতি অনুযায়ী শুল্ক হ্রাস করা ন্যায়সঙ্গত। বর্ত্তমানে যে ভাবে রপ্তানী বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের বিধান আছে তাহাতে ভারতে আমদানী মাল হইতে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার রপ্তানী ব্যাপারে কোনরূপ ভিন্ন ব্যবস্থা না থাকায় এ সম্পর্কে বর্ত্তমানে ত্রুটীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের রপ্তানীর প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে, এই জন্য গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে শুল্ক হ্রাস করা প্রয়োজন মনে করেন না। যুদ্ধের পরে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করার প্রস্তাব বিবেচিত হইবে। কিন্তু যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাহাতে ভারতের রপ্তানী বস্ত্র শিল্পের অবস্থা খারাপ হইতে পারে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র সম্ভব রপ্তানী শুল্ক হ্রাস করিবেন। বস্ত্র-শিল্পপতিগণের পরামর্শ লইয়া এই সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করা যায় সেই বিষয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

বিভিন্ন শিল্পে সমীকরণ ব্যবস্থা

ভারত সরকার এ দেশে যে সকল অনুমোদিত বণিক সঙ্ঘ ও ব্যবসায়ী সমিতি আছে তাহাদের জানাইয়াছেন যে, যাহাতে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের সম্বন্ধে একটী সুনির্দ্দিষ্ট সমীকরণ প্রণালী অনুসৃত হয় তাহার বিষয় শিল্পপতি-গণের অবহিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইতে শিল্পপতিগণের সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার উল্লেখ করেন এবং যাহাতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা দ্বারা একটী সুসংবদ্ধ প্রণালী গৃহীত হয় সেই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেন। গবর্ণমেণ্ট আরও জানাইয়াছেন যে, শিল্প সম্মেলন যাহাতে রপ্তানী পরামর্শদাতা সমিতির উপদেশ মত বহির্বাণিজ্য ব্যাপারে এবং বিশেষতঃ যুদ্ধের জন্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রাদি সরবরাহের সম্বন্ধে যন্ত্রপাতি, বস্ত্র এবং রাসায়নিক শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে একটী উন্নত ধরণের সমীকরণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহার জন্য একটী সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যুদ্ধবীমা ক্ষতিপূরণজনিত জরুরী বিধান

জানা গিয়াছে যে, ১৯৪০ সালের যুদ্ধবীমা ক্ষতিপূরণজনিত জরুরী আইনের কাজ যাহাতে ভালভাবে চলিতে পারে তদুদ্দেশ্যে ভারত সরকার অনুমোদিত বীমা সঙ্ঘগুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা একটী পরামর্শদাতা কমিটী গঠন করিবার মনস্থ করিয়াছেন। কমিটীর কর্ত্তব্য হইবে যাহাতে যুদ্ধবীমা সংক্রান্ত জরুরী আইন উপযুক্তরূপে কার্য্যকরী হয় তাহার ব্যবস্থা করা; যদি এই জরুরী আইনের কোন ধারা অথবা উপধারার সংশোধন করিতে হয় তাহা গবর্ণমেণ্টকে জানান এবং এই জরুরী আইন সম্বন্ধে কোন পরামর্শ চাহিলে গবর্ণমেণ্টকে সেই সম্বন্ধে যথাবিহিত উপদেশ দেওয়া।

সংবাদপত্রের কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী নিয়ন্ত্রণ এবং তজ্জন্য সংবাদপত্রগুলির অসুবিধা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুযোগ জানাইবার ফলে গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলির গড়পড়তা কি পরিমাণ কাগজ প্রয়োজন হয় উহা জানিতে চাহিয়াছেন। সংবাদপত্রগুলিকে অসুবিধায় ফেলিবার কোন অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টের নাই বলিয়া প্রকাশ। অবশ্য ডলার মজুদ রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হয়ত সংবাদপত্রগুলিকে তাহাদের রবিবারের ক্রোড়পত্রের সঙ্কোচসাধন করিতে বলিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কোন কোন কাগজ ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের মজুদ কাগজের উপর অত্যধিক লাভ করিতেছেন। যদি পর্য্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতসরকার হয়ত সংবাদপত্রের কাগজের এবং অন্যান্য কাগজের দরও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

ভারতসরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ১৯৩৬—৩৭ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ যে বীজাপুরের গোল গম্বুজ সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য ৬০ হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট যে ২ লক্ষ টাকা স্থাপত্য শিল্প সংরক্ষণের নিমিত্ত বরাদ্দ করিয়াছিলেন তাহা হইতে এই টাকা খরচ করা হয়। ইহা ছাড়া আগ্রার তাজমহল, লক্ষ্ণৌর আশাফউদ্দৌল্লা ইমামবাড়া এবং সারনাথের প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের ভগ্নাবশেষের বিশেষ বিশেষ নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য ভারতসরকার আরও অতিরিক্ত ৩০ হাজার ৭২ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তাজমহল মেরামতের জন্য ১০ হাজার ২ শত ৮৫ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

গুরুত্বপূর্ণ নথীপত্র রক্ষার ব্যবস্থা

ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস্ কমিশন এবং সমগ্র প্রাদেশিক ও জেলা রেকর্ড-সমূহের সংরক্ষণ ব্যবস্থায় উন্নতির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার নূতন প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। দিল্লীর ইম্পিরিয়াল রেকর্ড কমিশনের কীপার ডাঃ এস এন সেন যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন তাহা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশীয় রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। শিক্ষা ও রাজস্ব বিভাগের কাগজপত্র সংরক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রদেশের সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ এক বৎসরের জন্য যাহাতে কয়েকজন স্কলারকে শিক্ষানবীশ হিসাবে নিযুক্ত করেন তজ্জন্য ভারত সরকার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

আসামে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান

প্রকাশ, আসাম সরকার নিরক্ষতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য অনেক মহকুমায় একশতটীরও বেশী করিয়া শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়াছেন। শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে যে পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে ১৯ হাজার জনের মধ্যে ১৫ হাজার জন পাশ করিয়াছে। চলতি বৎসরে গবর্ণমেণ্ট অশিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন। প্রাথমিক পুস্তক প্রণয়ন ও বয়স্কদের শিক্ষার জন্য চার্ট প্রস্তুত প্রভৃতিতে ১২ হাজার টাকা এবং বাতি, শ্লেট, পেন্সিল প্রভৃতির জন্য মোট ১০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আসামী ও বাঙ্গলা ভাষায় পোষ্টারসমূহ প্রচারিত হইতেছে। আগামী বৎসরে পুস্তক, বাতি প্রভৃতির জন্য ৬ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রে মোট ৩২ হাজার লোক শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রতি বৎসর আসামে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার জন শিক্ষিত লোক বাড়িবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

(ইংলণ্ডে জীবন-বীমা ব্যবসায়ে যুদ্ধের প্রভাব)

ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে একটা নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাবর সম্পত্তি বীমার পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

জীবন-বীমা কোম্পানীগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালনা ব্যাপারে অনেক নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—ইহা অবশ্যম্ভাবী। হেড অফিস সুদূর পল্লীতে চলিয়া গিয়াছে। নানা শাখা অফিসের সহিত যোগের ঘনিষ্ঠতা পূর্ব্বের মত রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের বাহিরে বিদেশে যে সব শাখা অফিস আছে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করাও দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং হেড অফিসের ক্ষমতা প্রয়োগের শিথিলতা করিতে হইতেছে। পরিচালনা ব্যাপারে শাখা অফিসগুলির খানিকটা স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে।

এইরূপ নানা জটিল পরিস্থিতি ও অসুবিধার মধ্যেও বিলাতী কোম্পানীগুলি অবিচলিতভাবে ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছে। এপর্য্যন্ত আমাদের নিকট যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে সে দেশে জীবন-বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে কোনও উদ্বেগের কারণ পরিলক্ষিত হয় নাই।

জরুরী অবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা

জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, ঢাকা, আসানসোল ও চট্টগ্রাম সহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রশ্ন বাঙ্গলাসরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, শত্রুর আক্রমণের ফলে যদি বিশেষ ক্ষতি হইয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের কার্য্যে গুরুতররূপ বাধা জন্মায়, তাহা হইলে সেই অবস্থায় যে সকল স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা একান্ত আবশ্যক, সেই সকল স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যার বিষয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট কলিকাতানগরী, ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলীর শিল্প-প্রধান অঞ্চলের এবং আসানসোল, ঢাকা ও চট্টগ্রামের ইলেকট্রীক কোম্পানীসমূহের নিকট ঐ সকল অঞ্চলের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের তালিকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। উক্ত তালিকা ভারত সরকারের ইলেকট্রীক্যাল কমিশনারের নিকট প্রেরণ করা হইবে। কাহাকে বা কোন প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা প্রয়োজন তাহা তিনিই স্থির করিয়া দিবেন। যে যে ক্ষেত্রে গ্যাস বা তৈল ব্যবহার করা হইবে সে ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে না।

ব্রহ্মদেশে আমদানী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উপর শুল্ক

ব্রহ্ম সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ হইতে মাদ্রাজের সাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম চেম্বার অফ কমার্সকে জানান হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেশে যে সকল চলচ্চিত্র ভারতের বাহির হইতে আমদানী হইবে তাহাদের মূল্যানুসারে বাণিজ্য শুল্ক শতকরা ৩৭॥০ টাকা হারে দিতে হইবে। ইহা ছাড়া যে সকল পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইবে তাহার উপর পণ্যশুল্ক বাবদ প্রতি ফুট ৭ পাই ও ছোটখাটো প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের উপর প্রতিফুট ৩ পাই হারে দিতে হইবে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের উপর ভিন্নভাবে শুল্ক নির্দ্ধারণ করিবার বিষয় ব্রহ্ম সরকার বিবেচনা করিতেছেন। যতটা জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, যে সকল পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের উপর প্রতিফুট ৭ পাই ও ছোটখাটো চলচ্চিত্রের উপর প্রতিফুট ৩ পাই হারে কর ধার্য্য করা হইবে তাহাদের মোট মূল্যের উপর শতকরা ১৫৲ টাকার বেশী পণ্যশুল্ক দিতে হইবে না।

মোম্বাসায় ভারতীয় জিনিষপত্রের রপ্তানী

জানা গিয়াছে যে, মোম্বাসায় ভারত হইতে কোন জিনিষপত্র আমদানী করিতে হইলে আমদানীকারীকে মাল চালানের তালিকা সহ মাল রপ্তানীকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত এমন প্রামাণ্য দলিল দেখাইতে হইবে যাহাতে বোঝা যায় যে, প্রেরিত মাল ভারতে প্রস্তুত হইয়াছে। মাল চালানের তালিকায় ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে যে, মাল প্রেরক হয় মালের মজুদকারী অথবা মাল প্রস্তুতকারী।

করাচি সহরের নিকট ভিক্ষুকদের জন্য উপনিবেশ

করাচির পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে একটী ভিক্ষুক উপনিবেশন স্থাপন করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ২৫ হাজার টাকা সাহায্যের নিমিত্ত একটী প্রস্তাব করা হইবে। জনৈক মহিলা এই উদ্দেশ্যে বহু অর্থ দান করিবেন বলিয়া প্রকাশ। ভিক্ষুকদিগকে কাগজ প্রস্তুত, ঝুড়ি প্রস্তুত, সূতাকাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি কুটীর শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহাদিগকে লেখাপড়াও শিখান হইবে।

ফলের মোরব্বা প্রস্তুত

গত ১৭ই মে বাংলা সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়ম হলে ফলের মোরব্বা শিল্প সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় বেঙ্গল কেনিং ও কণ্ডিমেণ্ট ওয়ার্কসের ম্যানেজার মিঃ কে, সি, চক্রবর্ত্তী বলেন যে, মানুষের আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে ফল একটী অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। বক্তা বলেন যে, ভারতবর্ষে এই ফলের অযথা অপচয় ঘটে। তিনি আরও বলেন যে, পুরাতন পন্থায় আচার, চাটনী, আরক, আমসত্ব প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ফলের অপচয় নিবারণ করা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ফল দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উপাদেয় মোরব্বা জাতীয় জিনিষ প্রস্তুত করিয়া ইহা দ্বারা দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করা যায়।

পাটনা ষ্টেটে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

পাটনা ষ্টেটের আদমসুমারীর গণনায় প্রকাশ যে, উক্ত ষ্টেটে সর্ব্বসমেত লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ ৩২ হাজার ২ শত ২১ জন। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে লোক সংখ্যার পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯ শত ৪৩ জন। শতকরা ১১'৫০ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটনা ষ্টেটের রাজধানী বোলানগিরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ११'৯৫ জন। আদমসুমারীর কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য ষ্টেট হইতে ৩ হাজার ২ শত টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

বাংলার বিভিন্ন বে-সরকারী আর্ট কলেজে সাহায্য দান

বাংলা সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিয়াছেন যে, ১৯৪১-৪২ সালের বাংলা সরকারের বাজেটে যে ৮০ হাজার টাকা বে-সরকারী আর্ট কলেজসমূহের সাহায্যের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা কি ভাবে বণ্টন করা হইবে তাহা যেন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সরকারকে জানান। গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে ৬ হাজার টাকা যাহাতে এই প্রদেশের স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয় তজ্জন্য একটী প্রস্তাব করিয়াছেন।

রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কিত আলোচনা বৈঠক

গত ১৪ই ও ১৫ই মে এই দুই দিনব্যাপী সিমলায় ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কিত আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য সচিব ও তাঁহার বিভাগ বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যকে যথাসাধ্য সাহায্য করায় উক্ত সভায় অভিনন্দন জ্ঞাপক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতীয় চামড়ার জন্য নূতন বাজারের সন্ধান লাভের প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং এই সম্পর্কে একটি প্রধান স্থান হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। মিক-ডাগরী রিপোর্টে যেরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া, বিশেষতঃ ব্রেজিল হইতে যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইতে পারে সেই আশঙ্কার বিষয় উল্লেখ করিয়া ভারতীয় অভ্রের জন্য আমেরিকার বাজার সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয়। এইরূপ প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে ব্যাপারীভাবে পরীক্ষা করিতেছেন এবং এই ব্যবসায়ে যে কয়েকটি অসুবিধা রহিয়াছে তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে আমেরিকায় রপ্তানীর জন্য অভ্র ক্রয় করিতেছেন। উক্ত সভায় ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির মান স্থির করার প্রশ্ন সম্পর্কেও আলোচনা হয়। মিক-ডাগরী রিপোর্টে দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে—আমেরিকার বাজারে ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যসমূহের বেশ সুনাম আছে। এই সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উক্ত অধিবেশনে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বিভিন্ন মান নিয়ন্ত্রণের জন্য গবর্ণমেণ্টের সমর্থনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা কর্ত্তব্য।

টেলিফোন যন্ত্রের উন্নতিসাধনে বাঙ্গালী

কলিকাতা, ডাঃ কালাচাঁদ সান্যাল লেনের শ্রীযুক্ত অজয়কুমার ঘোষ টেলিফোন যন্ত্রসংক্রান্ত দুইটি অত্যাবশ্যক উন্নতি সাধনে সক্ষম হইয়াছেন। উক্ত দুইটি উন্নতি হইতেছে (১) টেলিফোন্ গ্রাহকের মোট "কলের" (call) সংখ্যা গণনা এবং (২) টেলিফোনের অপব্যবহার নিবারণ। শ্রীযুক্ত ঘোষ উক্ত দুইটি যন্ত্রের মডেল ও উহাদের ভারতীয় পেটেণ্ট স্বত্ব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। উক্ত মডেলগুলি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং লেবরেটরীতে রক্ষিত রহিয়াছে।

আজকাল প্রায় সর্ব্বত্র প্রতি "কলে" মূল্য দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় একচেঞ্জ হইতে টেলিফোন কোম্পানীর গণনাকার্য্য ছাড়াও গ্রাহকদের দিক হইতে নির্ভুলভাবে গণনার সন্তোষজনক ব্যবস্থার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। সুতরাং শ্রীযুক্ত ঘোষের উক্ত পেটেণ্ট স্বত্ব দুইটি হইতে ভবিষ্যতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট অর্থলাভ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ঐ অর্থে তাঁহার মাতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে ভারতে প্রস্তুত হইতে পারে এরূপ প্রয়োজনীয় নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের জন্য কোন বাঙ্গালী হিন্দু ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

ভারতে পূর্ব্ব-আফ্রিকার তুলা আমদানী

ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটী বর্ত্তমানে পূর্ব্ব আফ্রিকার উগাণ্ডার এক জাতীয় নূতন ধরণের তুলা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। উগাণ্ডার কৃষি বিভাগ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা প্রতি বৎসর ভারতবর্ষকে এক লক্ষ গাঁট তুলা সরবরাহ করিতে পারিবেন। বোম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি এই সম্পর্কে বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতির মতামত জানিতে চাহিয়াছেন।

বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতির তীব্র প্রতিবাদ

যুদ্ধ সরবরাহ পরিষদ ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতি সরবরাহ দপ্তরের বস্ত্রবিভাগকে বোম্বাইয়ে স্থানান্তরিত করার বিরুদ্ধে তারযোগে এক তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই তারে জানান হইয়াছে যে, উক্তরূপ ব্যবস্থার ফলে বোম্বাই ব্যতীত অপরাপর প্রদেশের যুদ্ধসংক্রান্ত অর্ডার পাইবার স্বার্থ বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে।

আধুনিক চামড়ার কাজ

চামড়া প্রস্তুত করিবার আধুনিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউটের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ বি এম দাশ গত ১৪ই মে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট ভবনে আলোকচিত্রের সাহায্যে একটি জ্ঞাতব্য ও মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মিঃ দাশ তাঁহার বক্তৃতায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চামড়া প্রস্তুত করার এক ধারাবাহিক ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলেন যে, এই দেশে সর্ব্বপ্রথম স্যার নীলরতন সরকারের উদ্যোগে ১৯০৫ সালে আধুনিক চামড়া প্রস্তুতের কারখানা 'ন্যাশনাল ট্যানারি' প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯১৯ সালে বেঙ্গল ট্যানারি ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠার পর চামড়া প্রস্তুতের আধুনিক কার্য্য পদ্ধতি আরও উন্নতিলাভ করে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ দাশ বলেন যে, বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বপ্রকার চামড়াই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়—পুরু মহিষের চামড়া হইতে আরম্ভ করিয়া পাতলা ভেড়ার চামড়া পর্য্যন্ত নানা রকমের ভাল ভাল চামড়া হইতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যথেষ্ট শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাঁচা চামড়া হইতে কি কি উপায়ে মসৃণ ও সুদৃশ্য চামড়া প্রস্তুত হয় তাহার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনার পর তাঁহার বক্তৃতা শেষ হয়।

রেলওয়ে ইন্সপেক্টর বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ

সম্প্রতি ভারত সরকার সরকারী রেলওয়েজ হইতে রেলওয়ে ইন্সপেক্টর বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হইতে উক্ত বিভাগ আর রেলওয়ে বোর্ডের অধীনে থাকিবে না এবং একটি স্বয়ং স্বতন্ত্র বিভাগরূপে পরিগণিত হইবে।

মহাজনী আইনে স্বর্ণকার ও বন্ধকদারদের দুরবস্থা

সম্প্রতি কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলের পোদ্দার সম্প্রদায়ের (পন্‌ব্রোকার্স এণ্ড জুয়েলার্স এসোসিয়েশন) পক্ষ হইতে বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কতিপয় স্বাক্ষরকারীর এক যুগ্ম-বিবৃতিতে যে সব অভাব-অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

বঙ্গীয় মহাজনী আইনের দ্বারা ঋণ গ্রহণকারীদের অনেক সুবিধা হইলেও উহা মহাজনী ব্যবসায়ের, বিশেষ করিয়া পোদ্দারগণের কাজকারবারের সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উক্ত মহাজনী আইনের ২৫, ৩০, ৩৫ ও ৩৬ ধারা হইতে জহুরী, স্বর্ণকার ও বন্ধকী ব্যবসায়ীরা অব্যাহতি না পাইলে উহার ফলে নিম্নোক্ত কারণে ঋণগ্রহণকারীদেরও বিপদে পড়িতে হইবে।

২৫নং ধারা—উক্ত আইনের ১৯ ও ২৭ ধারার কড়াকড়ির জন্য পোদ্দারগণের পক্ষে ২৫ ধারার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঋণগ্রহণকারীদের নিকট যথারীতি হিসাবপত্র প্রেরণের যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহা মানিয়া চলা সম্ভবপর নহে। সাধারণ দরিদ্র কৃষক ও মজুরই পোদ্দারের নিকট আসে—কয়েক আনা পয়সা হইতে দশ-পনের টাকা পর্য্যন্ত ঋণগ্রহণকারীর সংখ্যাই এদেশে বেশী। নিঃস্ব বলিয়াই তাহারা আজ এখানে কাল সেখানে থাকে—তাহাদের অধিকাংশেরই কোন নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা নাই। এমতাবস্থায় এই সব নিঃস্ব ও নিরক্ষর দেনাদারদের নিকট নিয়মিতভাবে হিসাব-পত্র প্রেরণ করা সম্ভব নহে। অধিকন্তু ৫।১০ টাকা ঋণের উপর সুদবাবদ বার্ষিক আট, দশ কি বার আনা লাভ হইতে যদি রেজেষ্ট্রি করিয়া হিসাবাদি প্রেরণ করিবার ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলে ঋণদাতার লভ্যাংশ থাকিবে কতটুকু? অবশ্য মোট টাকার উপর সুদ বেশী পাওয়া যায় বলিয়া সেরূপ ক্ষেত্রে উক্ত খরচ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। ফলে, অবস্থা দাঁড়াইবে এই যে, দুঃস্থ ও নিঃস্ব জনসাধারণকে সামান্য অর্থ ঋণ দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া পোদ্দারদের কাছে আর কোন উপায় নাই। সুতরাং যাহাদের উপকারার্থে বঙ্গীয় মহাজনী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহাদেরই অপকার হইবে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

৩০নং ধারা—উক্ত আইনে মহাজন ও পোদ্দারদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য রাখা হয় নাই। অথচ, পোদ্দারদের ন্যায় মহাজনদের দোকান, কর্ম্মচারী, ভৃত্য, দারোয়ান, বৈদ্যুতিক আলো, ষ্টেশনারী দ্রব্য, কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স, রেজিষ্ট্রি চিঠিপত্রাদি প্রেরণ প্রভৃতি বাবদ অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। তাহাদের পক্ষে দলিলাদি সযত্নে রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট। ফলে, কোন মহাজন ২২ হাজার টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসা সুরু করিলে বার্ষিক ১ হাজার ৭৬০ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে; সে-ক্ষেত্রে উপরোক্ত নানাবিধ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া পোদ্দারের লাভের ঘর শিকায় উঠিবে।

ভারতীয় চুক্তি আইনের ১৭২ ধারা অনুযায়ী বন্ধকী দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার যে অধিকার ছিল তাহার সংশোধনের ফলে এখন হইতে আদালতের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত পোদ্দারদের আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। অধিকন্তু ৪।৫ টাকা মূল্যের বন্ধকী জিনিষের উপর সুদে আসলে ২৲ টাকা পাওনার জন্য যদি ৫৲ টাকা খরচ করিয়া মোকদ্দমা করিতে হয়, তাহা হইলে পোদ্দারগণের পক্ষে ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেওয়াই শ্রেয়।

৩৫নং ধারা—এই দেশে সাধারণতঃ সোণা-রূপার জিনিষ বন্ধক রাখিয়াই টাকা ধার দেওয়া হয়। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত থাকাতে সোণা-রূপার দরের কোন স্থিরতা নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে হঠাৎ স্বর্ণের বা রৌপ্যের দর পড়িয়া গেলে পোদ্দারদের অনেক ক্ষেত্রে লোকসান দিতে হয়। তাহার উপর বন্ধকী জিনিষ বিক্রয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া এবং ঋণগ্রহণকারীর নিকট হইতে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা আদায়ের সর্ত্ত মানিতে বাধ্য হইয়া বন্ধকী ব্যবসা অচল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইবে।

৩৬নং ধারা—১৯২৭ সালের ইংলণ্ডের মহাজনী আইনে মহাজন ও পোদ্দারগণকে প্রথমে একই পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছিল। পরে কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সমস্যার উদ্ভব হইলে উক্ত আইনের ৮, ১৩ ও ১৪ ধারা অনুযায়ী পোদ্দার ও মহাজনদের মধ্যে পার্থক্য টানিয়া সন্তোষজনক সমাধান করা হয়। ইংলণ্ডের উক্ত আইনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বঙ্গীয় মহাজনী আইনেরও আশু সংশোধন একান্ত আবশ্যক। অন্যথা ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয় সম্প্রদায়েরই স্বার্থ নষ্ট হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি আমরা মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের একখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৭৪ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ৫৪৫টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ৪৫২টি প্রস্তাবে কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৫৫ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ বেশী হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য নানা দিক দিয়া কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় বর্ত্তমানে অনেক কোম্পানারই নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু এই অবস্থায়ও মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এবার নূতন কাজের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য রূপ বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে, ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই।

গত ১৯৪০ সালে প্রিমিয়াম বাবদ ৮৯ হাজার ৫২১ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৫ হাজার ৪৪ টাকা, জমি বাড়ী বাবদ আয় ৭ হাজার ২২৩ টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ১ লক্ষ ২ হাজার ৭২৫ টাকা। এ বৎসর পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যুবাবদ ১৪ হাজার ৯০০ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১ হাজার ৯০০ টাকা দাবী হয়। কার্য্য পরিচালনা বাবদ কোম্পানীর ৫৯ হাজার ১০৪ টাকা ব্যয় হয়। অন্যান্য খরচ বাদে বাকী ১১ হাজার ৪৩১ টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১১ হাজার ২১৬ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ২২ হাজার ৬৪৭ টাকা দাঁড়ায়।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৯০০ টাকা, দাদনী টাকার জন্য মজুদ তহবিল বাবদ ১০ হাজার ২৫০ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১ লক্ষ ২২ হাজার ৬৪৭ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখান হইয়াছে ২ লক্ষ ৯২ হাজার ৮৪১ টাকা। উহার বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:—কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ২ হাজার ৬৩৫ টাকা, ষ্টক এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটিজের জামীনে ঋণ ২ হাজার ৫৭৪ টাকা, সরকারী সিকিউরিটি ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৭১৭ টাকা, শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিমিটেডের ডিবেঞ্চার ১১ হাজার ৩০০ টাকা, জমিবাড়ী ৫৪ হাজার ১৮৬ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ৫ হাজার ১১২ টাকা, আদায়যোগ্য সুদ ৪ হাজার ৫৪৭ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১০ হাজার ৯৪৪ টাকা। এই সমস্ত হিসাব দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়।

সুপরিচিত এ্যাক্‌চুয়ারী মিঃ কে পি মাধব গত বৎসর মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন করিয়াও কোম্পানীর ৮ হাজার ৯৮ টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে। একটি নূতন কোম্পানীর পক্ষে এইরূপ উদ্বৃত্ত প্রদর্শন করিতে পারা সকল দিক দিয়াই বিশেষ প্রশংসার কথা। কোম্পানী যে সকল দিক দিয়া বিবেচনাসম্মত কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতেছে, ইহা তাহারই পরিচায়ক। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি কুমিল্লার রাজগঞ্জে ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এম-এস-সি এই আফিসটির উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠানে সহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দত্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "ব্যাঙ্ক পরিচালনা একটা বিশেষ দায়িত্বশীল কাজ। ব্যাঙ্কের উন্নতিসাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ উপযুক্ত শেয়ার মূলধন সংগ্রহ বিষয়ে জোর দেওয়া ও পরে ক্রমে ক্রমে শেয়ার মূলধনের সমপরিমাণ মজুত তহবিল গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করা সঙ্গত। একদিকে শেয়ার মূলধন ও মজুত তহবিল এবং অপরদিকে বিবেচনা-সম্মত ভাবে কার্য্য পরিচালনা—এই দুইটিই হইতেছে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে কৃত-কার্য্যতা লাভের প্রধান অবলম্বন। এ প্রদেশে খুব ভাল শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠুক—বাঙ্গলার লোকেরা যদি ইহা চায় তবে তাহাদের পক্ষে উন্নতিশীল ব্যাঙ্কসমূহের শেয়ার ক্রয় করা ও কম সুদে উহাদের নিকট টাকা আমানত রাখা বিষয়ে আগ্রহশীল হওয়া প্রয়োজন। আমি প্রথম হইতে ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ অনাথবন্ধু মজুমদার প্রথম হইতে নিঃস্বার্থভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইতিমধ্যে এই ব্যাঙ্কের বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। অল্পকালের মধ্যে উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জনে সমর্থ হইবে বলিয়া আমার ধারণা।"

শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ

আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে, মেসার্স চৌধুরী এণ্ড কোং শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিমিটেডের সেক্রেটারী ও এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ডি এন চৌধুরী এই কোম্পানীর পুনর্গঠিত ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়াছেন। শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলে বর্ত্তমানে ২২০টি তাঁতে কাজ চলিতেছে। এই মিলটী সকল দিক দিয়াই আধুনিক সাজ সরঞ্জামে সুসজ্জিত। ১৬ হাজার টাকা মূল্যে ১০০ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া মিলবাটী প্রস্তুত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ জমির মূল্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোম্পানীর নূতন পরিচালকগণ শীঘ্রই মিলটীর সূতা কাটা বিভাগের কার্য্য সুরু করা সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা করিতেছেন। মেসার্স চৌধুরী এণ্ড কোং ব্যবসায়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত ডি এন চৌধুরী ইতিপূর্ব্বে কাপড়ের কল পরিচালনা সম্পর্কে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে উঁহাদের কর্ম্মকুশলতার গুণে শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিমিটেড সকল দিক দিয়া সমৃদ্ধ উন্নতি লাভ করিবে, তাহা খুবই আশা করা যায়।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৬ই মে গোলাঘাটে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আসাম ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট রায় বাহাদুর হেরম্ব প্রসাদ বড়ুয়া উহার উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় ব্যাঙ্কের উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন কেন্দ্রে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের কার্য্য সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের কথা উল্লেখ করেন। জলযোগের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সোম, ডিব্রুগড় শাখার এজেণ্ট শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায় এবং গোলাঘাট শাখার এজেণ্ট শ্রীযুক্ত অরুণোদয় কর অভ্যাগতদিগকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

জ্যোতিষী মতিলাল

পরলোকগত জ্যোতিষী অধ্যাপক এ কে মতিলাল তাঁহার তান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও কোষ্ঠী বিচার সম্পর্কিত কার্য্যাবলীর জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বি কে মতিলাল বর্ত্তমানে জ্যোতিষী হিসাবে ব্যবসা চালাইতেছেন। তান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও কোষ্ঠী বিচার সম্পর্কে তিনি ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতায় ৪।২এ রসা রোডে তাঁহার আফিস অবস্থিত।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

রাঁচি ট্যানারী এণ্ড বোন মিলস্ লিঃ—মিঃ সতীশচন্দ্র বসু। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড রায় লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৯৬।৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইষ্ট মুখারেডি কোল্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে ডি ওয়ারা। অনুমোদিত মূলধন দেড় লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কে ওয়ারা এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে ডি ওয়ারা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ২১০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজয় কুমার এ্যাণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস ডুগার। অনুমোদিত মূলধন ৩০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১২নং নূরমুল লোহিয়া লেন, কলিকাতা।

সালকিয়া ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এন বসু মল্লিক। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—হরগঞ্জ রোড, সালকিয়া, হাওড়া।

মেট্রোপলিটন ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ভি ডি স্বামী। অনুমোদিত মূলধন ৪০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩৪ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

ক্যালকাটা এডভারটাইজিং এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস মুখার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩।১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৩শে মে

কলিকাতার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও টাকার বেশ স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু কাজকর্ম্মের পরিমাণ অল্প ছিল। মহাযুদ্ধের দরুণ জাহাজের অভাবে রপ্তানী বাণিজ্যের যে অসুবিধা হইতেছে এই সপ্তাহে সেই অনিশ্চিত অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু মাল চলাচলের ব্যবস্থার এই সংবাদ সত্ত্বেও রপ্তানী বিলের ভীড় দেখা যায় নাই। বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহের হার অপরিবর্ত্তিত ছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। মফঃস্বলের বাজার হইতে একদিকে টাকা যেমন ব্যাঙ্কগুলিতে ফিরিয়া আসিতেছে, তেমনি অন্যদিকে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ঋণের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। মহাযুদ্ধের পণ্যসম্ভার সরবরাহ করাই ইহার একমাত্র কারণ। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পাট, তুলা, ইঞ্জিনীয়ারিং, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যাঙ্কগুলির ভিতর বার্ষিক শতকরা আট আনা সুদে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) আদানপ্রদানের ব্যাপারে সকলেই ঋণ দিবার জন্য উৎগ্রীব ছিল, ঋণগ্রহণকারী একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। মনে হয় কল টাকার বাজারে শীঘ্র কোন উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে গত ২০শে মে তারিখে তিনমাস মেয়াদী ২ কোটি টাকা ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই বৎসর ইহার পূর্ব্বে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার অধিক ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আর আহ্বান করা হয় নাই। এবারের আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৯ পাই এবং তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত আবেদন গৃহীত হইয়াছে। ৯৯৮৬ পাই দরের শতকরা ৩৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৮৯পাই। এই সপ্তাহে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে ৮/২ পাই। তিন মাসের মেয়াদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের পরবর্ত্তী আবেদন আগামী ২৭শে মে মঙ্গলবার গৃহীত হইবে। গৃহীত আবেদনের টাকা আগামী ৩০শে মে শুক্রবার দিতে হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলও বাজারে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রায় তিন কোটি টাকার উক্ত বিল এই সপ্তাহে বিক্রয় হইয়াছে। গত ১৪ই মে হইতে ১৯শে মে পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। আগামী ২১শে মে হইতে ২৬শে মে পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল ৯৯৮/০ আনা দরে পূর্ব্ব প্রকাশিত সর্ত্তানুসারে বিক্রয় হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৬ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমস্ত ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৫৬ কোটি ২১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৫৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল মোট ৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। বর্ত্তমান সপ্তাহে তাহা হইয়াছে ৩১ কোটি ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিবিধ ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৫ কোটি ৫১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা হইয়াছে ২৬ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহে ছিল ১১ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা এবং আলোচ্য সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ কোটি ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫$\frac{31}{32}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫$\frac{31}{32}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬$\frac{1}{32}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৩শে মে

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। পণ্যের বাজার তেজী থাকার জন্য কোম্পানীর কাগজের মূল্যের কোনরূপ হ্রাস হয় নাই। পশ্চিম ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং ক্রীট দ্বীপের বর্ত্তমান প্রচণ্ড যুদ্ধ বাজারের অবস্থার উন্নতির পক্ষে কোন রকমেই অনুকূল নয়। ইহা সত্ত্বেও গত তিন দিন ধরিয়া বাজারে যে চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে তাহার অনেকটা কারণ ভবিষ্যতে পাটের বাজারে উন্নতির আশা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির আশাপ্রদ আবহাওয়ার লক্ষণ। আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে, ক্রীট দ্বীপের যুদ্ধের জন্য বাজারে মন্দার ভাব দেখা দিবে. কিন্তু বাজারের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। যদি যুদ্ধের অবস্থা অনুকূল হয় তাহা হইলে শেয়ার বাজারে উন্নতির ভাব দেখা যাইবে বলিয়া আশা কারা যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টিল করপোশেনের শেয়ারের মূল্য অনেকস্থলেই স্থির ছিল এবং শুক্রবারে যথাক্রমে ২৯৶০ আনা এবং ১৮৶০ আনায় শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে এবং ঐদিন বাজার বন্ধের সময় ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টিল করপোরেশনের শেয়ারের মূল্য যথাক্রমে ২৮৸০ আনা ও ১৭৸০ আনায় দাঁড়ায়।

কোম্পানীর কাগজ

এই বিভাগের বিকিকিনি ব্যাপারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়। বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা থাকার দরুণ কোম্পানীর কাগজের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ৩৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ সপ্তাহের বেশীর ভাগ সময়ই ৯৫।০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩।৬৫ সালের বণ্ড বাড়িয়া ৯৫৲ টাকা হইয়াছিল। ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ডের দর বাড়িয়া ১০১৸৶০ আনা দাঁড়ায়। ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫।৫৫ সালের ঋণপত্রের দর ১১০৸০ আনায় স্থির ছিল। ৩৷০ টাকা সুদের ১৯৪৭।৫০ সালের বণ্ড ১০২৷০ আনা এবং ৪৲ সুদের ১৯৬০।৭০ সালের বণ্ড ১০৮৷০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কল বিভাগে এ সপ্তাহে শেয়ারের মূল্যে উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। এলগিন মিল ২০৸০ আনা; কাণপুর টেক্সটাইলস্ ২।৶০; কেশোরাম ৬।৶০ আনা; নিউ ভিকটোরিয়া ২৶০ আনা এবং ডানবার ১৯২৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে শেয়ারের মূল্যের উল্লেখযোগ্য কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। বেঙ্গল ৩৪৫৲ টাকা, বোকারো এণ্ড রামগড় ১৪।৶০ আনা, বরাকর ১২।৶০ আনা, ইকুইটেবল ৩৮৲ টাকা; নিউ বীরভূম ২১৸০ আনা এবং পেঞ্চভেলী ৩৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চটকল

চটকল বিভাগে বাজার তেজী ছিল এবং প্রচুর পরিমাণ ক্রয় বিক্রয় হইয়াছিল। চটের বাজারের উন্নত অবস্থা, নূতন করিয়া থলের জন্য অর্ডার এবং পাট কলের কাজের সময় বাড়াইয়া দেওয়ার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, এই সকল কারণেই এই বিভাগে অনুকূল ভাব দেখা গিয়াছে। গত সপ্তাহের শেষ ভাগে হাওড়ার দর ছিল ৫০৷৶০ আনা; এ সপ্তাহের দর বাড়িয়া ৫১।০ আনা হইয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়া ৩০৯৲ টাকা, বালি ২১৫৷০ আনা, হুকুমচাঁদ ৯৲ টাকা, কামারহাটী ৪৬৮৲ টাকা, মেঘনা ৩৯।০ আনা, নস্করপাড়া ১৭।৶০ আনা, নর্থব্রুক ৩০।৵০ আনা, নদীয়া ৫৫৲ টাকা এবং রিলায়েন্স ৫৩৷৶০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

এই বিভাগের কাজকারবারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল করপোরেশনের শেয়ারের দর চড়তি ছিল। এ বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে দরের উঠানামা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বার্ড এণ্ড কোং ৩৬৭৲ টাকা, হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টিল অর্ডিনারী ১১।৶০ আনা, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন ৬১৲ টাকা, ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ৮৲ টাকা এবং আর্থার বাটলার ১০৸৵০ আনায় বেচাকেনা হয়।

চিনির কল

এই বিভাগে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা ছিল না। কেরু এণ্ড কোং ৯৷০ আনা, রামনগর কেন এণ্ড সুগার ৭৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

চাবাগান

চাবাগানের শেয়ারের যথেষ্ট পরিমাণ কাজকারবার হইয়াছিল। কিলকট ৫০৷০ আনা, হাতীক্ষীরা ১৭৷০ আনা, নাগসুরা ৯১৲ টাকা; নিউ ডুয়ার্স ১০০০৲, এবং সোনাই রিভার ১৬৷৶০ আনায় বিকিকিনি হয়।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে এ সপ্তাহে বাল্মা করপোরেশন ৪।৶০ আনা; ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ২৲ টাকা; বি আই করপোরেশন ৪/০; বামার লরি ৩২৭৲ টাকা; ডানলপ রাবার ৩৯৸০ আনা; ইণ্ডিয়ান কেবলস্

১৯॥৵০ আনা ; টীটাগড় পেপার ১৭৵০ আনা ; ওরিয়েণ্ট পেপার ১১॥৵০ আনা ; শ্রীগোপাল পেপার ১০॥০ আনা ; এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ১৩৲ টাকা এবং ডালমিয়া সিমেণ্ট ১১।/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই মে—৯৫/০ ৯৫।০ ; ১৭ই—৯৫৵০ ৯৫।৶০ ; ১৯ই—৯৫৵০ ৯৫।৶০ ; ২০শে—৯৫৵০ ৯৫।/০ ; ২১শে—৯৫৶০ ৯৫।/০ ; ২২শে—৯৫৵০ ৯৫॥০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২১শে মে—৮২৶০ ; ২২শে—৮১॥০ ৮২৲। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৭ই মে—৯৪৸০ ৯৪৸/০ ; ১৯শে—৯৪৸০ ; ২১শে—৯৪৸০ ৯৫৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৬ই মে—১০২৵০ ; ১৭ই—১০১॥৶০ ; ১৯শে—১০১৸০ ; ২০শে—১০১৸/০ ; ২২শে—১০১৸০ ১০১॥৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১৭ই মে—১০৮।৵০ ১০৮॥/০। ১৯শে—১০৮।৶০। ২১শে—১০৮।৵০; ১০৮॥/০ ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৯শে মে—১০২॥০ ; ২০শে—১০২।৶০ ; ২১শে—১০২॥০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ১৯শে—১০৪৵০। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ২১শে মে—১১২।৵০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৬ই মে—১০১৲ ১০২॥০ ; ১৯শে—১০১॥০ ১০৩৲ ; ২১শে ১০১৲ ১০৩৲ ; ২২শে—১০১॥০ ১০২৲। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ২০শে মে—৪২৲ ৪২।০ ; ২১শে—৪২।০ ৪২॥৵০।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ১৬ই মে—১০২৲ ১০৩৲। হাওড়া আমতা রেলওয়ে ১৬ই মে—৮৯৲। ময়মনসিংহ ভৈরববাজার রেলওয়ে (গ্যারাণ্টী) ১৬ই মে—১০৪॥০ ১০৫॥০। সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ২২শে মে—১০৩৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ১৬ই মে—২৪৸০ ; ১৭ই—২৪৸০। বরাকর (প্রেফ) ১৬ই মে—১৪৮৲ ; ১৯শে—১৪৭৲ ; ২১শে—১২৵০ ১২।৵০ (অর্ডি) ২০শে—১২।৵০ ১২৸০। চুরুলিয়া ১৬ই মে—১।৶০ ১॥৵০ ; ২২শে—১।৵০। ইকুইটেবল—১৬ই মে—৩৩॥৵০ ৩৪৲। পেঞ্চভেলী ১৬ই মে—৩২।৵০ ; ২২শে—৩২।০ ৩২॥০। বেঙ্গল—১৯শে মে—৩৪২৲ ; ২০শে—৩৪১॥০ ৩৪৪৲ ; ২১শে—৩৪৩৲ ৩৪৫৲। ভালগোড়া—১৯শে মে—৪।৵০ ; ২০শে—৪।০ ৪।৵০ ; ২২শে—৪।০। নিউ বীরভূম—১৯শে মে—১৩৸৵০ ; ২০শে—১৩৸০। রেওয়া কোলফিল্ড ১৯শে মে—২০৸০। সামলা ১৯শে মে—১৸৶০ ; ২২শে—২৲। ধেমোমেইন ২০শে মে—১২/০ ১২।/০। মুগুলপুর ২০শে মে—৯।/০ ৯॥৵০। নর্থওয়েষ্ট (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২০শে মে—২০৲। তালচেড় ২০শে মে—১।/০। লাকুরকা ২১শে মে—৯/০। বেঙ্গল নাগপুর ২২শে মে—২৪৲ ২৪।০।

খনি

বাম্মা করপোরেশন ১৬ই মে—৪।/০ ৪।৶০ ; ১৭ই—৪।৵০ ৪।৶০ ; ১৯শে—৪।৵০ ৪॥০ ; ২০শে—৪।০ ৪।৶০ ; ২১শে—৪।/০ ৪।৶০ ; ২২শে—৪।০ ৪॥০। কনসোলিডেটেড টীন ১৬ই মে—২৶০ ২।৵০ ; ১৭ই—২৵০ ; ২০শে—২৵০ ২।০ ; ২২শে—২৵০। ইণ্ডিয়ান কপার ১৬ই মে—১৸৶০ ২৵০ ; ১৭ই—২৲ ; ১৯শে—১৸৶০ ২৲ ; ২০শে—১৸৵০ ২/০ ; ২১শে—১৸৶০ ২/০ ; ২২শে—১৸৶০ ২৲। রোডেসিয়া কপার ১৬ই মে—৸/০ ; ১৭ই—॥৶০ ; ২০শে—॥৶০ ৸/০ ; ২১শে—॥৶০ ; ২২শে—৸/০। সুতনা ষ্টোন লাইম ২২শে মে—১২৩৲।

কাগজের কল

টিটাগড় পেপার (অর্ডি) ১৬ই মে—১৬॥৶০ ১৭।০ ; ১৭ই—১৭৶০ ১৭।০ ; ২১শে—১৭৸০ ; ২২শে—১৭৲ ১৭।৵০ ; ১৯শে—(ফার্ষ্ট প্রেফ) ২০১॥০ ১৭ই মে—২০২৲ ২০৩৲ ; ২০শে—২০২॥০ (প্রেফ অর্ডি) ১৯শে মে—৫।০ ৫॥৵০ ; ২১শে—৫।০। ষ্টার পেপার ১৭ই মে—১০৵০ ১০॥০। ১৯শে—১১৵০ ১১।৶০ ; ২০শে—১০।৵০ ১০॥৵০। ওরিয়েণ্ট পেপার ১৭ই মে—১১।০ ১১॥০ ; ২০শে—১১৶০ ১১।৶০ ; ২২শে—১১।৵০ ১১॥৵০ (নিউ প্রেফ) ২১শে মে—১০৪৲ ১০৪॥০। মহীশূর পেপার ১৯শে মে—১৩৸০। শ্রীগোপাল পেপার ২০শে মে—১০৶০ ; ২২শে—১০॥০।

কাপড়ের কল

বাউরিয়া ('বি' প্রেফ) ১৬ই মে—৬৮৲। এলগিন মিলস্ (অর্ডি) ১৬ই মে—১৯॥৵০ ২০॥০ ; ১৯শে—২০৸০ ; ২০শে—২০৸০। কেশোরাম ১৬ই মে—৬৶০ ; ১৯শে—৬।/০ ৬॥/০ ; ২০শে—৬।০ ৬।/০। নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ১৬ই মে—২/০ ২৶০ ; ১৯শে—৫৶০ ৫॥০ ; ২১শে—৫॥০ ৫॥/০ ; (অর্ডি) ২২শে মে—২৲ ২৶০। কাণপুর টেক্সটাইল ১৭ই মে—৬।০ ৬৸০ ; ১৯শে—৬।৵০ ৬৸/০ ; ২০শে—৬।৵০ ; ২২শে—৬।০ ৬।৵০।

চা বাগান

১৬ই মে—৩৯১৲ ৩৯৩৲ ; (প্রেফ) ২১শে মে—১৫৫৲ ১৫৬৲। বেলগাছা ১৬ই মে—১৫।০। গঙ্গারাম ১৬ই মে—৩৭৪৲ ৩৭৬৲। কিলকট ১৬ই মে—৪৯৲ ৪৯৷৷০ ; ১৯শে—৫০৸০ ; ২১শে—৫০৷৷০ ; ২২শে—৫০৸০। লুবা ১৬ই মে—৪।০ ; ২১শে—৪।৵০। মনাবাড়ী ১৬ই মে—১৯৭৲ ২০১৲ ; ১৭ই—২০০৲ ২০১৲ ; ২০শে—২০৯৲ ; ২২শে—২১০৷৷০। নিউ ডুয়ার্স (অর্ডি) ১৬ই মে—১০০০৲ ; ১৯শে—১০০০৲। রুতেমা ১৬ই মে—৭৷৷০ ৮৲ ; ২০শে—৮৲ ৮।০। সাঙ্গমা ১৬ই মে—৭।০। নিউ চুমটা ১৭ই মে—২৯৸০ ৩০৲। সোনাই রিভার ১৭ই মে—১৬৷৷০ ১৬৷৷৴০ ; ২০শে—১৬৷৷৵০। টেঙ্গপানী ১৭ই মে—১৬৲ ১৬।০। ডোরাচেড়া ১৯শে মে—১১৷৷৵০ ১২৲ ; ২০শে—১২৲। এরুলুকী ২০শে মে—৭০৲ ৭১৲। বেটজান ২০শে মে—২৫৵০ ২৫।৵০ ; ২২শে—২৫।০ ২৫৷৷০। সেন্ট্রাল কাছাড় ২০শে মে—৫০৲ ৫৬৲ ; ২১শে—৫৪৲ ৫৫৲। ডাফলাগড় ২০শে মে—১৪।০ ; ২১শে—১৪৲ ১৪৷৷০। ইষ্টার্ণ কাছাড় ২০শে মে—৭।০। হাতীখীরা ২০শে মে—১৭।০ ; ২১শে—১৭৷৷০। জোড়া ২০শে মে—২০০৲ ; ২২শে—২০১৲ ২০২৷৷০। নিউ সিনাগোলিয়া ২০শে মে—৪০২৷৷০। সরুগাও ২০শে মে—৭৷৷০ ৭৸০ ; ২২শে—৭৸০ ৮৲। চুনাভুটি ২১শে মে—৪১৫৲। এলেনবারি ২১শে মে—২৮৫৲। নাগরীফার্ম ২১শে মে—১৯৸০ ২০৲। গুডানীবাড়ী ২১শে মে—২১৲।

চিনির কল

বেক এণ্ড কোং (প্রেফ) ১৬ই মে—১১৬৷৷০ ১১৮৲ ১১৯৲ ; (অর্ডি) ২০শে মে—৯।০ ৯৷৷০। মারিক্যানী ১৯শে মে—১৩৸০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার (অর্ডি) ১৯শে মে—৭৷৷০ ৭৸০। প্রতাপপুর (প্রেফ) ২১শে মে—১৫।০ ১৫৷৷০।

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ১৬ই মে—১১৭৷৷০ ১১৯৲ ; ২০শে—১১৯৲ ১২০৲ ; (অর্ডি) ১৬ই মে—১৫৸০ ; ১৯শে—১৫৸০ ১৬৲। বেঙ্গল এরিমেটিক গ্যাস ১৬ই মে—৫২৲ ; ১৯শে—৫৫৲ ৫৬৷৷০ ; ২২শে—৫৬৲। ব্রাঙ্ক রস ২০শে মে—৪৲।

পাট কল

এংলো ইণ্ডিয়ান ১৬ই মে—৩১২৲ ৩১৭৲ ; ১৭ই—৩০৭৲ ৩১৬৷৷০ ৩১৮৲ ২০শে—৩০৮৲ ৩১০৲ ; ২১শে—৩০৯৲ ; ২২শে—৩০০৲ ৩১১৲ ৩১৩৲ (প্রেফ) ২২শে মে—১০৲। এলবিয়ন ১৬ই মে—১৮৯৲ ১৯১৲। আদমজী ২০শে মে—২৫৲। বালি ১৬ই মে—২১১৲ ; ২০শে—২১৫৲ ২১৬৷৷০ ; ২১শে—২১৩৲ ২১৭৷৷০ ; ২২শে ২১৫৷৷০। বেলভেডিয়ার ১৬ই মে—৩৬৫৲ ৩৬৭৲ ; ২০শে—৩৬২৲ ৩৬৫৲ ; ২১শে—৩৬৩৲ ৩৬৫৲ ; ২২শে—৩৬৭৲ ৩৬৯৲। ক্লাইভ ১৬ই মে—২২৲ ২২।৵০ ; ১৯শে—২২৲ ২১শে—২২৵০ ২৩৸০ ; ২২শে—২২।৶০ ২২৸০ (প্রেফ) ২২শে মে—১৩৫৷৷০। চেভিয়ট (প্রেফ) ১৬ই মে—১৩৬৷৷০ ১৩৭৷৷০। কেলিডোনিয়ান ২০শে মে—৩৫৬৲ ৩৫৮৲। কাঁকিনাড়া ১৬ই মে—৫০।০ ৫১।০ ; ১৭ই—৫০৸৵০ ৫১৲ ; ১৯শে—৫০৸৵০ ; ২০শে—৫০৸০ ৫২৲ ; ২১শে—৫১৲ ৫১৷৷৵০ ; ২২শে—৫১৲ ৫১।৵০ (প্রেফ) ২০শে মে—১৬৪৷৷০। হুকুমচাঁদ (প্রেফ) ১৬ই মে—১১৯৲ ১২৩৲ ; ১৯শে—১২১৷৷০ ১২৩৲ ; ২০শে—১২২৲ ১২৩৲ ; ২২শে—১২১৲ ১২২৷৷০ (অর্ডি) ২২শে মে—৮৵০। বিরলা ২২শে মে—২৭।০। কামারহাটী ১৬ই মে—৪৬০৲ ৪৬৬৲ ; ১৭ই—৪৬৫৲ ৪৬৮৷৷০ ; ১৯শে—৪৬৫৲ ৪৬৬৲ ; ২০শে—৪৬৫৲ ; ২১শে—৪৬৫৲ ৪৬৮৲ ; ২২শে—৪৬৮৲ ৪৭০৲। কাকিনাড়া ১৬ই মে—৩৬৫৲ ; ২১শে—৩৬৬৲ ৩৭১৲। ইউনিয়ন (প্রেফ) ২০শে মে—১৭২৲ ন্যাশনাল ১৬ই মে—২১।০ ২১৷৷০ ; ১৯শে—২১৷৷০ ; ২১শে—২১৵০। হুগলী ২০শে মে—৬১৷৷০ ৬২৲ ; ২১শে—৬২৲ ; ২২শে—৬২৲ ৬২৷৷০ ; ইণ্ডিয়া ১৭ই মে—৩০৭৲ ; ১৯শে—৩১০৲ ; ২০শে—৩০৮৲ মেঘনা ১৭ই মে—৩৯৷৷০ ৪০৷৷০ ; ১৯শে—৪০৷৷০ ; ২২শে—৩৯৲ ৩৯।০। প্রেসিডেন্সী ১৭ই মে—৪৶০ ৪।/০ ; ১৯শে—৪।/০ ; ২০শে—৪৵০ ৪।৵০ ; ২১শে—৪৵০ ৪।/০। সেভিয়ট ১৯শে মে—১৭৯৲ ১৮০৲ ; ২০শে—১৭৮৷৷০। (প্রেফ) ২১শে মে—১৬১৲। ডালহৌসী (অর্ডি) ১৯শে মে—২৮৫৲ (প্রেফ) ১৯শে মে—১৭২৷৷০। ফোর্ট গ্লাষ্টার (প্রেফ) ১৯শে মে—১৭৩৲ ১৭৪৲ ; ২০শে—১৭৩৲। নিউসেণ্ট্রাল (অর্ডি) ১৯শে মে—২৮৫৲ ২৮৮৲ (প্রেফ) ১৯শে মে—১৭১৲ ১৭২৲। আগরপাড়া ২১শে মে—২৫।০ ২৫৸০। অকল্যাণ্ড ২১শে মে—১৫৮৲ ১৬০৲। বজবজ ২১শে মে—৩৩৮৲ ; ২২শে—৩৪২৲ ৩৪৪৲। ডেল্টা (প্রেফ) ২১শে মে—১৪৩৲ ১৪৫৲। গোণ্ডলপাড়া ২১শে মে—৯১০৲। গৌরীপুর ২১শে মে—৬৩৭৲ ; (প্রেফ) ২২শে মে—১৪৭৲ নস্করপাড়া ২২শে মে—১৬।৵০।

ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাঁদ ষ্টীল (ডেফার্ড) ১৬ই মে—২।/০ ; ১৭ই—২।০ ২।৵০ ; ২০শে—২।৵০। (অর্ডি) ১৬ই মে—১০৸০ ১১৵০ ; ১৯শে—১১৲ ১১।০ ; ২০শে—১১৲ ১১।০ ; ২১শে—১১৲ ১১।০ ; ২২শে—১১/০ ১১।৵০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১৯শে মে—৯৲ ৯।০। আর্থার বাটলার ২০শে মে—১১/০ ; ২১শে—১০৸৶০ ১১।০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৬ই মে—২৮৵০ ২৮৶০ ২৮।০ ২৮।/০ ২৮।৵০ ২৮।৶০ ২৮৷৷০ ২৮৷৷/০ ২৮৷৷৵০ ২৮৸/০ ২৮৸৵০ ; ১৭ই—২৮৷৷০ ২৮৷৷/০ ২৮৸০ ২৮৸/০ ২৮৸৵০ ২৯৲ ২৯৶০ ; ১৯শে—২৮৷৷/০ ২৮৷৷৵০ ২৮৸০ ২৮৸/০ ২৮৸৵০ ২৯/০ ; ২০শে—২৮৷৷০ ২৮৷৷/০ ২৮৷৷৵০ ২৮৷৷৶০ ২৮৸০ ২৮৸/০ ২৮৸৵০ ২৮৸৶০ ২৯/০ ২৯৵০ ; ২১শে—২৮।৶০ ২৮৷৷০ ২৮৷৷৶০ ২৮৸৵০ ; ২২শে—২৮৸০ ২৮৸৵০ ২৯৲ ২৯/০ ২৯৶০ ২৯।০ ২৯।/০ ২৯।৶০ ২৯৸/০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার প্রোডাক্টস্ (অর্ডি) ১৬ই মে-৫৪৲ ; ১৯শে (প্রেফ) ৩৩৸।০ ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ১৬ই মে—১৭।/০ ১৭।৵০ ১৭।৶০ ১৭৷৷০ ১৭৷৷৵০ ১৭৸০ ; ১৭ই—১৭৷৷৵০ ১৭৷৷৶০ ১৭৸৵০ ১৭৸৶০ ১৮৲ ; ১৯শে—১৭৷৷৵০ ১৭৷৷৶০ ১৭৸৵০ ১৭৸৶০ ; ২০শে—১৭৷৷/০ ১৭৸০ ১৭৸/০ ১৮৲ ; ২১শে—১৭৷৷০ ১৭৷৷/০ ১৭৷৷৵০ ১৭৷৷৶০ ১৭৸০ ১৭৸/০ ১৮৲ ; ২২শে—১৭৸৵০ ১৮৲ ১৮৵০ ১৮৶০ ১৮।০ ১৮।৵০ (প্রেফ) ১৬ই মে—১১৮৲ ১১৯৲ ১২০৲ ; ১৯শে—১১৮৲ ১১৮৷৷০ ১১৯৲ ১১৯৷৷০ ; ২০শে—১১৯৲। ইণ্ডিয়ান জেনারেটিং ১৭ই মে—২৯৷৷০ ২৯৸০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়াগন (অর্ডি) ১৭ই মে—৬২৲ ; ২২শে—৬১৲। বার্ণ এণ্ড কোং (প্রেফ) ১৯শে মে—

১৪৪॥০ ; ২১শে—১৪৬, ১৪৬৲ (অর্ডি) ২১শে মে—৩৬০৲ ৩৬৫৲ ; ২২শে—৩৬৭৲ ৩৭১৲। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯শে মে—৫।০ ৫৸০ ; ২১শে—৫॥৵০ ৬৲ ; ২২শে—৬৲ ৬।০। ষ্টিল প্রডাকটস্ ১৯শে মে—৫।৶০ ; ২০শে—৫।০ ৫॥৵০। ইণ্ডিয়ান মেলেয়েবল এণ্ড কাষ্টিং (অর্ডি) ২০শে মে—৭৵০। (ডেফার্ড) ২০শে মে—১৸৵০ ২৴০। মার্শালস্ ২০শে মে—১৸৵০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ২২শে মে—৮৲।

বিবিধ

বি, আই, কর্পোরেশন (অর্ডি) ১৬ই মে—৪।০ ; ১৭ই—৪৵০ ৪।৴০ ; ১৯শে—৪৴০ ৪।০ ; ২০শে—৪৴০ ৪৶০ ; ২১শে—৪৴০ ৪৶০ ; (প্রেফ) ১৭ই মে—১৭৫॥০ ১৭৭॥০ ; ২০শে—১৭৬৲ ১৭৮৲। ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ১৬ই মে—৩॥০ ৫৸৵০। বামারলরি ২০শে মে—৩২৭৲ ৩২৯৵০ ; ২১শে—৩২৫৲ ৩২৭৲। ডানলপ রবার (অর্ডি) ১৬ই মে—৪০৲ ৪০॥০ ; ২০শে—৩৯৸০ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ২২শে মে—১১৪৲ ১১৬৲। বরারি কোক ১৯শে মে—২০॥৵০ ২০৸০। ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ১৬ই মে—১৯॥৵০ ; ২১শে—১৯॥৵০ ১৯॥৶০। ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার ২০শে মে—৮।৵০ ৮॥৵০। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ (ডেফার্ড) ১৬ই মে—১॥০। এসোসিয়েটেড হোটেল (প্রেফ) ২০শে মে—৮৬॥০। ম্যাকফারলেন এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৬ই মে—৪৸৵০ ৫৲। বৃটীশ বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম ১৬ই মে—৩।০ ৩।৶০ ; ১৯শে—৩।০ ৩।৵০ ; ২০শে—৩।০ ২১শে—৩।০। বার্ডস ইনভেষ্টমেণ্ট (প্রেফ) ২০শে মে—৯৬৲। আসাম সঙ্ক ১৬ই মে—৩।৴০ ৩।৵০ ; ২০শে—৩।৴০ ৩।৶০ ; ২১শে—৩।৶০ ; ২২শে—৩।৶০। হুমায়ুন প্রপার্টি (ডেফার্ড) ১৭ই মে—১৲ ; ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ২০শে মে—৭৮॥০ ৮০৲ ; ২১শে—৮১৲ ৮২৲। বৃটীশ সিলোন কর্পোরেশন (প্রেফ) ২১শে মে—৪৵০ ৪।০ ; ন্যাশনাল সেফ ডিপোজিট ২১শে মে—॥৶০। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (প্রেফ) ২১শে মে—১৪১৲। ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট (অর্ডি) ২১শে মে—১৲ ; ২২শে—৸৶০ ১৴০ ; (প্রেফ অর্ডি) ২১শে মে—১৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৪শে মে

এ সপ্তাহে পাটের বাজারে একটা অভাবনীয় উন্নতির সূচনা দেখা গিয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দর তেজী থাকিলেও তাহা ৪০ টাকার বড় একটা উপরে যায় নাই। কিন্তু এ সপ্তাহে প্রতি বেল পাটের দর ৪৫ টাকার উপর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। গত ১৬ই মে আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৩৯৸০ আনা। গত ২১শে তারিখ তাহা ৪২।৵০ আনা হয়। তৎপর ২২শে তারিখ হইতে তাহা বেশী পরিমাণ তেজী হইয়া উঠে। অদ্য ২৩শে মে বাজারে পাটের দর কোন সময় ৪৩।০ আনার নীচে যায় নাই। অপরদিকে তাহা সর্ব্বোচ্চে ৪৫॥৵০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়া উঠিয়াছিল। নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চদর	সর্ব্বনিম্নদর	বাজার বন্ধের দর
১৭ই মে	৪০।৵০	৩৯॥০	৪০৵০
১৯শে ,,	৪০৸৵০	৪০৵০	৪০৸০
২০ ,, ,,	৪১।০	৪০॥৵০	৪১৵০
২১ ,, ,,	৪২।৵০	৪০৸০	৪২।৵০
২২ ,, ,,	৪৪॥৵০	৪২॥৵০	৪৩৸০
২৩ ,, ,,	৪৫॥৵০	৪৩।০	৪৫৲

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চট ও থলের দর বিশেষ চড়া থাকাতে পাটের দামও সে কারণে কিছু তেজী দেখা যাইতেছিল। এসপ্তাহে চট ও থলের দর ত চড়া আছেই তৎসঙ্গে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সাফল্য সম্বন্ধেও নূতন করিয়া একটা আশা ভরসার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। ফলে বাজারে পাটের দামও বেশী পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। এবৎসর পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার একটা কার্য্যনীতি অনুসরণ করিয়া আসিলেও আসাম প্রদেশে এবার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত হইবার কোন আশাই এতদিন ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সে বিষয়ে উপযুক্ত কার্যনীতি অবলম্বিত হইবার আশু সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এ সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী শিলং গিয়া আসাম সরকারের মন্ত্রীদের সহিত আলাপ আলোচনা চালান। উক্ত আলাপ আলোচনার ফলে আসামে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে দুই গবর্ণমেণ্টের ভিতর একটা রফা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কোন দিক দিয়া কি সর্ত্ত হইয়াছে সরকারী বিবৃতি প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানিবার উপায় নাই। কিন্তু একটা চুক্তি যে হইয়াছে তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং এই অবস্থায় পাটের চাষ এবার ভালরূপ নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া বাজারে একটা আশা ভরসার ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। আর তাহাতে পাটের দামও বেশ একটু তেজী হইয়া উঠিয়াছে।

মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানী গত ১৭ই মে তারিখে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় ঐ তারিখ পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জে সাত আনা, চাঁদপুরে সাত আনা, হাজিগঞ্জে ছয় আনা, চৌমুহা-নীতে পোয়া পাঁচ আনা, আশুগঞ্জে সাড়ে ছয় আনা, আখাউড়া সাড়ে ছয় আনা, নিলফামারিপাড়ায় সাড়ে পাঁচ আনা, এলাসিনে সাড়ে ছয় আনা, সরিষাবাড়ীতে ছয় আনা, দেওয়ানগঞ্জে ছয় আনা, ময়মনসিংহে পৌনে ছয় আনা, সিরাজগঞ্জে ছয় আনা ও ভাঙ্গুরায় সড়ে পাঁচ আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে।

আলেগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে পাটের দাম চড়া ছিল। জাত সুপারভাইজড শ্রেণীর বটম পাট ৬৸০ আনা ও ডিষ্ট্রিক্ট মিডল ৮ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। পাকা বেল বিভাগে রপ্তানীকারকেরা কোন পাট খরিদ করে নাই। পাটকলওয়ালারা হাটস্ শ্রেণীর পাট ২৬ টাকা দরে ক্রয় করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

থলে ও চট

থলে ও চটের বাজারে এ সপ্তাহে দরের আরও কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত সপ্তাহে বাজারে ৯ পোর্টার চট ১৯৸০ আনা ও ১১ পোর্টার চট ২২৸০ আনা ছিল। অন্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ২১৷৷০ আনা ও ২৩৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৩শে মে

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোনার বাজারে সোনা রপ্তানী করিবার জন্য কিছু বিকিকিনি হইয়াছে। অতি অল্প সময়ের জন্য সোনার দামে কতকটা চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে আবার সোনা ক্রয় করার দিকে নিরুৎসাহের লক্ষণ দেখা যায়। সপ্তাহের শেষ দুইদিন বাজারের অবস্থার কোনই স্থিরতা ছিল না। লণ্ডনে সোনার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং এ অপরিবর্ত্তিত ছিল। কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোনা ৪২৷০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪২৶০ আনা এবং গিনির ২৮৷৷৶০ আনা দর ছিল।

রূপা

রূপার বাজারেও সোনার বাজারের মত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় মিণ্টের রেট্ টী রূপার দর ছিল ৬২৷৵০ আনা। কলিকাতার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬২৸০ আনা ও খুচরা ৬৩৲ টাকা ছিল।

এ সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারে মন্দার ভাব বর্ত্তমান ছিল। রূপার কোনরূপ চাহিদা ছিল না এবং প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২৩$\frac{3}{16}$ পেনীতে বলবৎ ছিল।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৩শে মে

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে কিছু মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। মিলসমূহ তুলা ক্রয় করা স্থগিত করার জন্য এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সপ্তাহের শেষ দিকে বিদেশে তুলা রপ্তানী করিবার জন্য তুলা ক্রয় করিবার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে কতকটা মন্দার ভাব থাকিলেও অবস্থা মোটামুটী সন্তোষজনক বলিয়াই মনে হয়। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ এপ্রিল-মে ২৯৫৲ টাকায় বন্ধ হয়। বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ২৪৫৲ টাকা, এপ্রিল-মে (১৯৪২) ২২৬৲ টাকা, ওমরা মে ১১৬৲ টাকা, জুলাই ১৬৭৲; বেঙ্গল মে ১২৮৲ টাকা, জুলাই ১২৯৷৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলার বাজারে উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। নিউ ইয়র্কের বাজারে জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে ১৩·০৫ সেণ্ট ও অক্টোবর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে ১৩·১৮ সেণ্ট দরে তুলা বিক্রয় হইয়াছে।

বস্ত্রের বাজারে কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী হইবার এবং যুদ্ধের জন্য অর্ডার আরও বৃদ্ধি পাইবার আশায় বস্ত্রের চাহিদা বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া বাজারে বস্ত্রের দাম আরও কিছু চড়িয়াছে। ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্ডার পাইয়াছে। চাহিদার মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশীয় বস্ত্রের চাহিদা ভাল ভাবেই চলিতেছে।

জাপানী বস্ত্রের বাজারে কাজকারবার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সূতার বাজারেও বেশ কর্ম্মতৎপরতা ছিল। তুলার বাজার চড়তি থাকায় দক্ষিণ ভারতীয় কলগুলি সূতা লাভজনক মূল্যে বিক্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৩শে মে

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির বাজারে ভারতীয় চিনির দরে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। চিনির চাহিদা স্বাভাবিকের চেয়েও নিম্নস্তরে ছিল। খন্দেশ্বরী চিনির সস্তা দর বাজারের এইরূপ মন্দার জন্য কতকাংশে দায়ী। সুগার সিণ্ডিকেট কোন কোন কলের দানাবাঁধা চিনি প্রধান প্রধান সহরে মণপ্রতি ।৵০ আনা কমদরে বিক্রয় করিবার অনুমতি দিয়াছিল। সিণ্ডিকেটের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি কলই এই সুবিধা গ্রহণ করিতে বিশেষ তৎপরতা দেখাইয়াছিল এবং এইজন্য কতকটা ভাল ক্রয় বিক্রয় হইয়াছিল। বাজার স্থিরভাবে বন্ধ হয়। স্থানীয় বাজারে প্রায় ১ লক্ষ বস্তা চিনি মজুদ ছিল।

কাণপুর—আলোচ্য সপ্তাহে কাণপুরে চিনির বাজারে প্রথমদিকে মন্দার ভাব ছিল। সুগার সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক দানাবাঁধা চিনি মণপ্রতি ।৵০ এবং গুঁড়া চিনি মণপ্রতি ৷৷৵০ আনা কম দরে বিক্রয় করিতে অনুমতি দেওয়ায় চিনির চাহিদা বাড়িয়াছে। অনেক চিনির কলওয়ালারা এই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল এবং অবিক্রীত চিনির অধিকাংশই বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে যাহারা এই মূল্য হ্রাসের সুযোগ গ্রহণ করে নাই তাহারা খুব কম পরিমাণে চিনি বিক্রয় করিতে পারিয়াছিল। অদূর ভবিষ্যতে এই মূল্য হ্রাসের জন্য বাকী অবিক্রীত চিনি খুব সহজেই বিক্রয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়, গুঁড়া চিনির চাহিদা বেশ ভালই ছিল।

এই সপ্তাহে বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির দর নিম্নরূপ ছিল :—

মতিপুর—১০৷৶৬ পাই; চম্পারণ—১০৷০; পলাশী—১০৶০ আনা; দর্শণা—৯৷৷৵০ আনা হইতে ১০৲ টাকা; গোপালপুর—৯৸৵০ আনা; বেলডাঙ্গা—৯৷৷৶০ আনা; জাফা—৯৷৷৵৬ পাই; সিধোলিয়া—৯৷৵৬ পাই; সিতাবগঞ্জ—৯৷৷৵০ আনা; রিগা—৯৲ টাকা ৬ পাই; হাসানপুর—৯৲ টাকা ৬ পাই; সোমপুর—৯৷৶৩পাই; বিটা—৯৴৩ পাই; লোহাট—৯৵৬ পাই; সক্রী—৯৵৩ পাই।

ধান চাউলের বাজার

কলিকাতা, ২৩শে মে

কলিকাতার বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ধান চাউলের বাজারে প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল :—

ধান—২৩নং গোসাবা পাটনাই—৪৲ ৪৴০; মাঝারি পাটনাই—৩৸০ ৩৸৴০; দাদশাল—৪৵০ ৪৷০; সাধারণ পাটনাই—৩৷৷০ ৩৷৷৵০; কাটারীভোগ—৪৷৵০ ৪৷৷০; রূপশাল—৩৸৶০ ৪৲; হামাই—৪৷৷০ ৪৷৷৴০; যশোয়া—৪৲; হোগলা—৪৷০।

চাউল—রূপশাল (কলছাটা)—৬৴০; বাঁকতুলসী (ঢেঁকি)—৬৲; কামিনী আতপ (ঢেঁকি)—৬৸০; ২৩নং পাটনাই (চাপ) ৬৶০ ৬৷০; কাটারীভোগ—৭৸৵০।

রেঙ্গুনের বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার তেজী ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল :—

চাউল—খানকোটা চলতি দর—৩৫৬৲; জুন—৩৫৬৲; জুলাই—৩৫৬৲; আগষ্ট—৩৫৪৲; সেপ্টেম্বর—৩৪৫৲;

আতপ—মোটা—৩২৫৲ ৩৪২৲; সরু—৩৫২৲ ৩৬০৲; টেবিয়ান—৩৬০৲ ৩৬৫৲; সুগন্ধী—৪০০৲ ৪১০৲; কুলফি—৩৯০৲ ৪০০৲; ম্যাণ্ডালো—৩৯০৲ ৪১৫৲; সিদ্ধ লম্বা—৩৪২৲ ৩৬৫৲; ২নং মিলচর—৩৪৫৲ ৩৬৭৲; সঃ সিদ্ধ—৩৩০৲ ৩৪০৲; ভাঙ্গা—২০০৲ ২৪০৲।

ধান্য—নাসিন শ্রেণীর ১৩৭৲ ১৩৯৲; মাঝারি—১৪৫৲ ১৪৭৲।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ২রা জুন, সোমবার ১৯৪১ | ৫ম সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতবাসীর ক্রমবর্দ্ধিত দারিদ্র্য

জাতীয় উন্নতি ও সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে পৃথিবীর অনেক দেশেই লোকের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধিত হইতেছে। পূর্ব্বের তুলনায় লোকের আয় বাড়িয়া যাইতেছে এবং আহার বিহার সকল দিক দিয়াই তাহারা অধিকতর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সেরূপ কোন অগ্রগতি লক্ষিত হইতেছে না। বরং দারিদ্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের ধারা যে ক্রমেই কেবল নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতেছে তাহা আমাদের বিদেশী শাসকেরা স্বীকার না করিলেও এদেশের অনেক অর্থনীতিবিদ্ উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণ দ্বারা তাহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ শিল্প ব্যবসায়ী মিঃ জি ডি বিড়লা সম্প্রতি বিহারের 'সার্চ্চলাইট' পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতবাসীর এই ক্রমবর্দ্ধিত দারিদ্র্য ও নিম্ন জীবনযাত্রাপ্রণালীর কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, কোন দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় আহার্য্য সামগ্রী, পরিচ্ছদ দ্রব্য ও দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য জিনিষের কাটতি ক্রমাগত বাড়িলে ঐ দেশে লোকের জীবনযাত্রার উন্নতি হইতেছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অপরদিকে ঐসমস্ত জিনিষের কাটতি ও ব্যবহার যদি উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি না পায় তবে, তাহা ঐদেশের ক্রমবর্দ্ধিত দারিদ্র্যেরই পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে হইবে। ভারতবর্ষের কথা আলোচনা করিলে শেষোক্ত অবস্থাই আমরা প্রত্যক্ষ করি। গত ১৯৩০-৩১ সালে ভারতবর্ষে ১১ লক্ষ ২১ হাজার টন চিনি, ২২ কোটি ৭৮ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন তৈল ও ১৮ হাজার ৪৮৯ গ্রোস দিয়াশলাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ঐসব শ্রেণীর জিনিষ ব্যবহৃত হইয়াছে যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৭৪ হাজার টন, ২২ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন ও ২১ হাজার ৯৬৯ গ্রোস। ১৯৩১-৩২ সালে ভারতে ৬০১ কোটি গজ বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে সেস্থলে ব্যবহৃত বস্ত্রের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬১৬ কোটি গজ। ১৯৩০-৩১ সালে ভারতের লোক ৫৪ কোটি ৭ লক্ষ পোষ্টকার্ড ব্যবহার করিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে সেস্থলে তাহারা পোষ্টকার্ড ব্যবহার করিয়াছে ৩৭ কোটি ১৮ লক্ষ খানি। ১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ১৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকের জীবনযাত্রার সমুচিত উন্নতির জন্য এই দশ বৎসরে এদেশে লোকের ব্যবহৃত জিনিষপত্রের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগত বটেই তদপেক্ষা আরও অনেক বেশী পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ কোন উন্নতি মোটেই সাধিত হয় নাই। উপরোক্ত বিবরণে প্রকাশ গত দশ বৎসরে এদেশে চিনি, কেরোসিন তৈল ও পোষ্টকার্ডের ব্যবহার বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে কার্পাস বস্ত্র ও দিয়াশলাই প্রভৃতির ব্যবহার যাহা কিছু বাড়িয়াছে আসল প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে তাহা অতি সামান্য। ইহাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ভারতের লোক পূর্ব্বের তুলনায় ক্রমেই আরও বেশী দারিদ্র্য দশার সম্মুখীন হইতেছে। এই প্রসঙ্গে মিঃ বিড়লা আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, দেশে অধিকতর প্রাচুর্য্য দেখা দিলে ভ্রমণ ও চলাফেরার দিকে সাধারণ লোকদের আকর্ষণ বেশী পরিমাণে নিবদ্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু এদেশে রেলগাড়ীর যাত্রীসংখ্যা যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে তাহাতে বরং অবস্থা অন্যরূপ বলিয়াই বুঝা যায়। গত ১৯৩০-৩১ সালে ভারতে

৫৫ কোটি ৮ লক্ষ লোক রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে সেই যাত্রী সংখ্যা কমিয়া ৫১ কোটি ৩৫ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।

মিঃ জি ডি বিড়লা যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে ভারতবাসীর ক্রমবর্দ্ধিত দারিদ্র্য বিশেষভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। জীবনযাত্রার এই ক্রমিক নিম্নগতি হইতে দেশের লোককে উদ্ধার করিতে হইলে দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জাতীয় আর্থিক উন্নতির জন্য অচিরে সমবেতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শিল্পের সংরক্ষণ

যুদ্ধের সময়ে এদেশে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে যুদ্ধের পরে নূতন করিয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে তাহারা যাহাতে বিপর্য্যস্ত না হয় সেজন্য এ দেশের শিল্পোদ্যোগীদের পক্ষ হইতে শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটা সরকারী প্রতিশ্রুতি দাবী করা হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত সরকার এলুমিনিয়ম শিল্প ও অন্য দুই একটি ছোটখাট শিল্প ছাড়া কোন শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কেই কোন কথা দিতেছেন না। যুদ্ধের প্রথমে বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার উপযুক্ত রক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া অনেক ভরসা দিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে এখন আবার তিনি উল্টা বুলি আওড়াইতে সুরু করিয়াছেন। শিল্পের সংরক্ষণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ অনুদার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া ইতিমধ্যে দেশের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উহার বিরুদ্ধে সময়োচিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস উহার বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—"গত মহাযুদ্ধের সময় অনেক শিল্প স্থাপিত হইয়া পরে বিদেশী প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় দেশের শিল্পোদ্যোগীরা নূতন প্রচেষ্টায় অগ্রবর্ত্তী হওয়ার সময়ে শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা সঙ্গত। গবর্ণমেণ্ট সে দাবী উপেক্ষা করাতে এ দেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তাঁহাদের বিরূপ মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রক্ষণ শুল্কের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে গিয়া অনেক সময় শিল্পদ্রব্য ব্যবহারকারীদের সম্ভবপর ক্ষতির কথাটাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এইরূপ অজুহাতের কোন মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না। দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রথম অবস্থায় রক্ষণ শুল্কের জন্য শিল্প দ্রব্যের দাম একটু চড়া হইতে পারে সত্য, কিন্তু দেশীয় শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে শিল্প দ্রব্যের দাম ভালরূপ হ্রাস পাইবার ও তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত দেশের শিল্প দ্রব্য ব্যবহারকারীদের সুবিধা হওয়ারই কথা। দৃষ্টান্তস্বরূপ এবিষয়ে এদেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। রক্ষণ-শুল্ক দ্বারা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া তোলার ফলে আজ দেশে অপেক্ষাকৃত কম দরে ঐ সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করা যাইতেছে। অধিকন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে সাহায্য করিবার ব্যাপারে ও এদেশে জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধির দিক হইতে ইহা একটা উল্লেখযোগ্য অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই রক্ষণ শুল্কের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অবান্তর যুক্তির কোন হেতু নাই। শিল্পের সংরক্ষণ বিষয়ে স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের মত ব্যক্তির এইরূপ মন্তব্য আমরা খুবই সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। কিন্তু দেশের আর্থিক কল্যাণের জন্য রক্ষণ শুল্ক সম্বন্ধে এইসব যুক্তিবাদ বিবেচনা করিয়া দেখিবার মত সুবুদ্ধি গবর্ণমেণ্টের হইবে কি?

ভারতের স্বাধিকার অর্জ্জনের দাবী

ভারতবর্ষের স্বাধিকার অর্জ্জনের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। অথচ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত-প্রসঙ্গে তাঁহাকে মাঝে মাঝে বেশ অসুবিধায় পড়িতে হয়। গণতন্ত্রের ঘোরতর শত্রুকে বিনাশ করিয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করাই যাঁহার বর্ত্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য সেই গ্রেট বৃটেনের বিরাট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভারতবর্ষ কেন যে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য প্রচারকার্য্যের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সম্প্রতি ইজারা ও ঋণদান বিল লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন মহলে বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির বিরূপ সমালোচনা হইয়াছিল। সেই সময় কর্ণেল লিণ্ডবার্গ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর নাৎসীবাদ ও বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদ তাঁহার কাছে সমপর্য্যায়ভুক্ত। তাঁহার মতে, সকল সমস্যার আসল কারণ এই যে দুনিয়ার ঐশ্বর্য্যের মোটা অংশটাই গ্রেট বৃটেনের করতলগত—জার্ম্মাণীর ভাগে পড়িয়াছে যৎসামান্য।

আমেরিকাবাসীদের উপরোক্ত ধারণা ও মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ হইয়া বিশ্ববিশ্রুত ইংরাজ লেখক স্যার নর্ম্যান এঞ্জেল সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সার্ভে গ্রাফিক' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতকে পরাধীন রাখিবার হেতু ও যৌক্তিকতা দেখাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—ভারতবর্ষকে কোন 'নেশন' বলা চলে না। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা সাংস্কৃতিক ধারা—এক কথায় বহুবিধ স্ববিরোধী স্বার্থ ও সম্বন্ধের সংঘাতে ও সংমিশ্রণে ভারতবর্ষ এক অদ্ভুত দেশ। সুতরাং স্বায়ত্তশাসন দিবার পূর্ব্বে প্রস্তর যুগের ভাবধারা হইতে ভারতকে আধুনিক চিন্তাধারার ধারক ও বাহক করিয়া তুলিতে হইবে। এবং ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হইবে। অবশ্য এ-বিষয়ে গ্রেট বৃটেনের চেষ্টার ত্রুটি নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্যার এঞ্জেল বলিতেছেন, যে-দেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি, সেখানে বৃটিশ রাজকর্ম্মচারীদের সংখ্যা বড় জোর হাজার খানেক।

ভারতবর্ষ একটা 'নেশন' নয় বলিয়া স্যার নর্ম্যান এঞ্জেল যে অজুহাত তুলিয়াছেন তাহার উত্তরে জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা সোভিয়েট রাশিয়ার কথাই উল্লেখ করিতে চাই। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ভারতবর্ষের মতই বহু ভাষা ও প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তৎসত্ত্বেও এক অখণ্ড রাষ্ট্রিক চেতনার অভাব সেখানে নাই। রাষ্ট্রনীতিগত কোন গলদ না থাকিলে ধর্ম্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা আদৌ কোন সমস্যা নয়। ভারতের ভাষাগত অনৈক্য ও ধর্ম্মগত অশান্তির পিছনে রহিয়াছে তৃতীয় পক্ষের কায়েমী স্বার্থ। এ-কথা ভারতবাসীরা বেশ জানে এবং স্যার নর্ম্যান এঞ্জেলও না জানেন এমন নয়। ভারতবর্ষের ৪০ কোটি লোকের অনুপাতে মাত্র এক হাজার ইংরাজের নজির হাসির উদ্রেক করে। প্রধান প্রধান ঘাঁটি দখল করিয়া বসিয়া ৪০ কোটি কেন, আধুনিক যান্ত্রিকযুগে ৪০০ কোটি নিরস্ত্র লোককে শাসন করাও কঠিন কিছুই নয়। আসল কথা, ভারতের অগ্রগতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ও বৃটিশ পুঁজিপতিদের অভিপ্রেত নহে। সুতরাং নানাভাবে নানামতে জগৎ সমক্ষে ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের কল্পিত অক্ষমতার কথা প্রচার করা হইয়া থাকে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু নর্ম্যান এঞ্জেলের ন্যায় মনীষীকেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ সমর্থনে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারক সাজিতে দেখিয়া আমরা কৌতুক বোধ না করিয়া পারি না।

ক্যানাডায় সমরোপকরণ শিল্প

বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ যে বিভিন্ন প্রকার শিল্প স্থাপন করিয়া জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে পূর্ব্বে কয়েকবার আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমানে ক্যানাডার যুদ্ধোপকরণ শিল্প সম্বন্ধে এমন কতকগুলি সংখ্যা বিবরণ পাওয়া গিয়াছে যাহা সেই প্রসঙ্গে নূতন করিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুদ্ধ বাঁধিবার পর হইতে ক্যানাডা ইংলণ্ডে সমর সরঞ্জাম সরবরাহ ব্যাপারে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। আপাততঃ ইহাতে ক্যানাডার তিনটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। প্রথমতঃ ঐ দেশ ইংলণ্ডকে তাহার বিপদে সাহায্য করিতে পারিতেছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ দেশে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় হইতেছে। তৃতীয়তঃ যুদ্ধের বাজারে বিভিন্ন সমরোপকরণ চালান দিয়া এই দেশ মোটা মুনাফা পাইতেছে। ঐ তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে মনে করিয়াই ক্যানাডা সরকার প্রথম হইতে সমরোপকরণ শিল্প গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়া আসিতেছেন। প্রকাশ, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্য সামরিক উপাদান তৈয়ারের নূতন বিধিব্যবস্থা বাবদ ঐ দেশে ১৯৩৯ সালে প্রতিমাসে গড়ে ৭ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া ব্যয়িত হইয়াছে। সমষ্টিকৃত ভাবে গুলী গোলা তৈয়ারের নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত ৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, কামান ও বন্দুক নির্ম্মাণের জন্য ১২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার, ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণের জন্য ১ কোটি ৫ লক্ষ ডলার, ও রাসায়নিক বিস্ফোরক দ্রব্যের জন্য ১১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ব্যয় করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া সামরিক বিমানপোত নির্ম্মাণের জন্য ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার নিয়োগ করা হইয়াছে।

সকলপ্রকার সমরোপকরণ নির্ম্মাণের দিক দিয়া ক্যানাডার এইরূপ উদ্যোগশীল কার্য্যতৎপরতার আলোচনা করিলে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের পশ্চাৎপদ অবস্থা বিশেষ করিয়া আমাদের মনে জাগে। যুদ্ধের সূচনা হইতেই ভারত সরকার ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে তৎপর হইয়াছেন। সে জন্য ভারতবাসীর অর্থে উদ্যোগ আড়ম্বরও যথেষ্টই দেখানো হইতেছে। কিন্তু এদেশে স্থায়ীভাবে সমরাস্ত্র ও সমর সরঞ্জাম নির্ম্মাণের শিল্প গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা তাঁহারা তেমন কিছুই করিতেছেন না। ক্যানাডায় ইতিমধ্যেই ব্যাপক আকারে ট্যাঙ্ক, কামান ও সামরিক বিমানপোত প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ সমস্ত তৈয়ার করিয়া ক্যানাডা যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হইতেছে। কিন্তু আমরা যতদূর অবগত আছি সামান্য ধরণের গোলা বারুদ ও বন্দুক ছাড়া ভারতবর্ষে বড় ধরণের অত্যাবশ্যকীয় সমরোপকরণ প্রস্তুত করিবার বিশেষ কিছু ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। যদি তাহা করা হইত তবে সমরোপকরণ বিক্রয় করিয়া এদেশ বর্ত্তমানে বেশী পরিমাণে লাভবান হইত। অধিকন্তু দেশরক্ষার উপযোগী সামরিক উপকরণ নির্ম্মাণের স্থায়ী ব্যবস্থা হইয়া ভবিষ্যতে এদেশের মর্য্যাদা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে যে নীতিতে কার্য্য চালান হইতেছে তাহাতে সেরূপ অগ্রগতি আশা করা যায় কি ?

শিল্প ও বিজ্ঞান

শিল্পোন্নতির জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একান্ত আবশ্যকতা বর্ণনা করিয়া মিঃ জি এল মেটা ইনষ্টিটিউসান অব্ ক্যামিষ্টস্-এর এক সভায় সম্প্রতি যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা আমরা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই মনে করি। আধুনিকযুগে জগতের প্রায় সমস্ত উন্নতিশীল দেশই উপযুক্তরূপ শিল্প গবেষণার ব্যবস্থা করিয়া ব্যাপক শিল্প প্রসারে ব্রতী হইয়াছেন। গ্রেট বৃটেনে বাৎসরিক ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ কোটি ডলার ও সোভিয়েট রাশিয়ায় ১২০ কোটি রুবল (প্রতি রুবল ২।৵০ আনার সমান) এইরূপ গবেষণা কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে। শিল্প বিষয়ে গবেষণা চালাইয়া জার্ম্মানী কৃত্রিম উপায়ে রং ও রঞ্জন দ্রব্য, নীল, তৈল, দস্তা, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি অতি অল্পায়াসে ও কম মূল্যে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকাও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুব্যবস্থা করিয়া শিল্পোন্নতির রসদ যোগাইতেছে। এই সব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া মিঃ মেটা বলেন, ভারতবর্ষে যে অফুরন্ত প্রাকৃতিক মাল মসল্লা ও কাঁচামাল রহিয়াছে তাহাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পে রূপান্তরিত করিলে ভারতের আর্থিক জীবনে নবযুগের সূচনা হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতের বিপুল নৈসর্গিক সম্পদ কাজে লাগাইবার তেমন কোন সুবন্দোবস্ত অদ্যাপি হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতা, শিল্পপতিগণের উদ্যমহীনতা এবং পুঁথিগত জ্ঞান ছাড়িয়া কর্য্যকরীভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগে দেশের বৈজ্ঞানিকদের অনাগ্রহই ইহার জন্য দায়ী। টাটা কোম্পানীর চেষ্টায় ভারতে ইস্পাত সম্বন্ধে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালোরের ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে, ভারতীয় রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বর্ত্তমানে কিছু কিছু গবেষণা চলিতেছে সত্য, কিন্তু এদেশের সত্যিকার প্রয়োজনীয়তার তুলনায় তাহা এখনও নগণ্য।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পটভূমিকায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং ইষ্টার্ণ গ্রুপ সম্মেলনের পর যুদ্ধের জন্য নানাবিধ উপকরণ উৎপাদন করিবার যেরূপ দায়িত্ব ভারতবর্ষের উপরে বর্ত্তাইয়াছে তাহাতে ভারতে শিল্পের উন্নতির আশা অনেকটা উজ্জ্বল হইলেও ভারত সরকার এখনও এ ব্যাপারে উপযুক্তরূপ উৎসাহ ও কর্ম্মতৎপরতা দেখান নাই। ভারত সরকার শিল্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ প্রণালীর ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন এবং এই বোর্ড যে সকল শাখা সমিতি স্থাপন করিয়া ভেষজ, রাসায়নিক, রং ও রঞ্জনদ্রব্য ও গন্ধক, প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এইজন্য মাত্র যে ৬।৭ কোটি টাকা এই বোর্ডকে দেওয়া হইতেছে তাহা এই বিরাট দেশের জন্য ব্যাপক ও কার্য্যকরী গবেষণা চালাইবার পক্ষে অকিঞ্চিৎকরই বলা চলে। রপ্তানী বাণিজ্যের অসুবিধা ঘটায় এদেশের শিল্পে অধিকতর পরিমাণে এদেশের কাঁচামাল ব্যবহার করিবার একটা প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুব্যবস্থা করিয়া তদ্বিষয়ে উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করা অচিরেই আবশ্যক। এইরূপ অবস্থায় মিঃ মেটা গবর্ণমেণ্টকে ও দেশের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিল্পব্যবসায়ের ব্যাপারে অধিকতর অবহিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মিঃ মেটার এই অনুরোধ আমরা সময়োচিত ও সুসঙ্গত বলিয়াই মনে করি।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন

কিছুদিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্ব বিলের আলোচনার সময় বাণিজ্য সচিব মাননীয় স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার ভারতের শিল্প প্রসারে বৈদেশিক মূলধনের স্থান সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সে দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। বড়লাটের শাসন পরিষদের ভারতীয় বাণিজ্য সচিব কর্তৃক এইরূপ একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নীতি ঘোষণা যে বিশেষ গুরুত্বব্যঞ্জক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

স্যার রামস্বামী তাঁহার বক্তৃতায় প্রথমে বলিয়াছেন যে, বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে দেশে শিল্পপ্রসার হইবে কিনা সে বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই। ইহা একান্তভাবে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টেরই বিবেচনাধীন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে কোনও বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কার্য্য করিতে দেওয়া হইবে কিনা তাহা যে যে প্রদেশে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সেই প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিবেন। স্যার রামস্বামী আরও একটি মারাত্মক কথা বলিয়াছেন যে, "বিদেশী' বলিতে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোনও দেশকে মনে করেন না। অর্থাৎ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদের যে ক্ষমতা তিনি স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও কেবলমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের মূলধন সম্পর্কে। বলা বাহুল্য স্যার রামস্বামীর এই বক্তৃতা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার এই অপূর্ব্ব নীতি বিশ্লেষণে স্তম্ভিত হইয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রকারান্তরে তিনি বিদেশী মূলধনের সাহায্যে শিল্প-প্রসারকে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহার এই মত যে দেশবাসীর মত নহে, তাহা তাঁহাকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা না হওয়ার দরুণ বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে শিল্প-প্রসারের অপকারিতা সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা নাই। গত কতিপয় বৎসরে আমাদের দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের কিছু প্রসার হইয়াছে। আমরা সাধারণতঃ এই শিল্পোন্নতিকে আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই উন্নতিতে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের বাস্তবিক কতখানি আনন্দিত হইবার কারণ আছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। দেশের এই শিল্প-প্রচেষ্টায় সমগ্রভাবে আমাদের কতখানি অংশ আছে ? আমাদের দেশের আর্থিকজীবনে বিদেশীয়েরা অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। বিদেশীয়দের মূলধনে পুষ্ট এবং তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত বহুসংখ্যক শিল্প-প্রতিষ্ঠান কেবল যে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিচিত হইতেছে এবং লোকের স্বদেশী মনোভাবের সুবিধা গ্রহণ করিতেছে তাহা নহে। উহারা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অল্পপুঁজি-সম্পন্ন প্রকৃত স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিযোগিতায় হটাইয়া দিতেছে। এই সব বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই অতিকায় পৃথিবী-ব্যাপী প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় শাখা হিসাবে কাজ করিতেছে। তাহাদের নামের সঙ্গে 'ইণ্ডিয়া লিমিটেড' এই দুইটি কথা জুড়িয়া দেওয়াতে তাহারা অতি সহজে ভারতীয়ানার ভান করিতে পারে। অথচ তাহাদের এই দাবীর মূলে ভারতীয় ভূমিতে তাহাদের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় শ্রমিক এবং কেরাণী নিযুক্ত করা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সব বিদেশী কারখানায় বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, কেমিষ্ট এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রায় সবই অভারতীয়। কারখানার মালিকেরা যাহাদের সঙ্গে ব্যবসায়সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন তাঁহারাও অভারতীয়। কারখানার কাঁচামাল সরবরাহকারী, তৈয়ারীমাল বিক্রয়কারী প্রায় কেহই ভারতীয় নহেন এবং এই কারণে এই সকল বিদেশীয় ব্যবসায়ীদের কার্য্যের ফলে সমগ্রভাবে দেশ কখনও লাভবান হয় না, হওয়া সম্ভবও নহে, আশাও করা যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা ইঁহারা আমাদের দেশে স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া যে প্রচুর লাভ অর্জ্জন করেন, তাহাতে আমাদের কোনও অংশ কিম্বা স্বার্থ নাই।

ক্রমেই এই সব অভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহারই সুবিধা ও সুযোগ পূর্ণ-মাত্রায় গ্রহণ করিবার জন্য ইহাদের এই অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কেবল সংরক্ষিত শিল্পের ক্ষেত্রেই যে ইহাদের অভিযান সীমাবদ্ধ তাহা নহে। ভারত গবর্ণমেণ্ট সাধারণ রাজস্ব আদায় করিবার জন্য যে সব বিদেশী পণ্যদ্রব্যের উপর নানা হারে আমদানী শুল্ক বসাইয়াছেন, সেই সব দ্রব্য তৈয়ার করিবার জন্যও অনেক বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই দেশে শাখা কারখানা খুলিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য এক। উচ্চহারে সংরক্ষণশুল্ক এবং অপেক্ষাকৃত অল্পহারে সাধারণ আমদানীশুল্কের সাহায্যে দেশে শিল্পপ্রসার সম্ভব হয়। কিন্তু বিদেশী ব্যবসায়ীরা যদি তাঁহাদের নিজ নিজ দেশ হইতে তাঁহাদের প্রস্তুত পণ্যদ্রব্য ভারতে রপ্তানী না করিয়া এই দেশেই তাঁহাদের কারখানা খুলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আমদানীশুল্ক দিতে হইবে না, তাহাছাড়া বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য পাঠাইবার জন্য জাহাজ ভাড়াও দিতে হইবে না, এবং স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অতি সহজেই প্রতিযোগিতায় হটাইয়া দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সহজ—ইহা বুঝিয়াই তাঁহারা "শুল্কপ্রাচীর ডিঙ্গাইয়া" ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং বেশ ভাল ভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। ভারতের শিল্পোন্নতি প্রসঙ্গে আমরা যখন আত্মপ্রসাদ বোধ করি, তখন এই সব বিদেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কথা সব সময় আমাদের মনে আসে না। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে ততই ইহাদের কার্য্যের পরিধি বাড়িয়া যাইতেছে এবং আমরা যদি এখন হইতে এই বিষয়ে অবহিত না হই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া ইহাদের বিজয় অভিযান দেখিতে হইবে।

এই অবস্থায় স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারের বক্তৃতা দেশে যথেষ্ট পরিমাণে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিবে। ভারতবর্ষের নূতন শাসনতন্ত্র রচনার সময় এই দেশে ইংরেজের বাণিজ্য-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত কতগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই রক্ষাকবচগুলি যতই কড়া হউক, ইহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ইংরেজ ভিন্ন

(২৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৯৪০-৪১ সালে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য

গত ১৯শে মের "আর্থিক জগতে" ভারতীয় বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা রপ্তানী বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয়া ১৯৪০-৪১ সালে রপ্তানী বাণিজ্যের হ্রাস বৃদ্ধি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাতে ভারতীয় অর্থনীতির উপর কোন দিক দিয়া কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

১৯৪০-৪১ সালের ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় মোট রপ্তানীর পরিমাণ এবার ১৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে বিদেশে মোট ২১৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেস্থলে ১৯৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যের মধ্যে এবার খাদ্য, পানীয় ও তামাক জাতীয় পণ্য ও শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানী কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু কাঁচামাল, জীবন্ত প্রাণী ও ডাকযোগে প্রেরিত মালপত্র পূর্ব্ববারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে এ দেশের উৎপন্ন কৃষিপণ্য বিপুল পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। রপ্তানী বাণিজ্যের কমতি সে কারণে দেশের কৃষকদের স্বার্থের দিক হইতে আশঙ্কার কথা। দ্বিতীয়তঃ বিদেশে এদেশের বিপুল পরিমাণ দায় মিটাইবার পক্ষে রপ্তানী আধিক্যই ভারতের সম্বল। কাজেই রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ আমদানী বাণিজ্যের তুলনায় অধিক পরিমাণে হ্রাস পাওয়া সেদিক দিয়াও উদ্বেগের কথা।

১৯৩৯-৪০ সালে খাদ্য, পানীয় ও তামাকের দফায় ভারতবর্ষ হইতে ৩৯ কোটি ৬৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকার মাল রপ্তানী হয়। ১৯৪০-৪১ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ২ কোটি টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৪১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। খাদ্য, পানীয় ও তামাকের দফায় যে সব পণ্য অন্তর্ভুক্ত আছে তাহার মধ্যে চা'ই সর্ব্বপ্রধান। যুদ্ধ বাঁধিবার পর হইতে চায়ের রপ্তানী ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে ইহা সুখের বিষয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত হইতে বিদেশে ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার চা রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা বাড়িয়া ২৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা হয়। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া মোট ২৭ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববারের তুলনায় এবার বিদেশে চিনির রপ্তানী ১৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ২৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, গমের রপ্তানী ৩৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়া মোট ৪৯ লক্ষ টাকা ও চাউলের রপ্তানী ১৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা বাড়িয়া মোট ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ভারতে এ বৎসর যে স্থলে কম পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে চাউলের আমদানী যে স্থলে বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে সে স্থলে চাউলের রপ্তানী বৃদ্ধি কোন দিক দিয়াই অভিপ্রেত নহে। তবে এদেশে চিনি ও গম যেরূপ বেশী মাত্রায় উৎপন্ন হইতেছে তাহাতে উহাদের রপ্তানী বৃদ্ধির গতি শুভ-সূচক সন্দেহ নাই। অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে তামাকের রপ্তানী এবার ৩৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা বাড়িয়া মোট ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। অপর দিকে মৎস্যের রপ্তানী ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা পরিমাণে কমিয়া মোট ৬৩ লক্ষ টাকা ও মসল্লার রপ্তানী ৩২ লক্ষ টাকা পরিমাণে কমিয়া মোট ৭৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

কাঁচামাল-জাতীয় পণ্যের দিক দিয়াই এবার ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষভাবে খর্ব্ব হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৮৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ২৪ কোটি টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়া মাত্র ৬১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কাঁচামাল শ্রেণীর পণ্যের মধ্যে পাটের স্থান সকল দিক দিয়াই অগ্রগণ্য। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে বিদেশে ১৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে পাটের রপ্তানী ১১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা পরিমাণে কমিয়া মোট ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ভারতের অন্যতম প্রধান পণ্য তুলার রপ্তানীও এবার বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর বিদেশে ২১ কোটি ৪ লক্ষ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছিল। এ বৎসর তাহা ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা পরিমাণ হ্রাস পাইয়া মোট ১৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। পাটের সহিত পূর্ব্ব ভারতের ও তুলার সহিত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কোটি কোটি কৃষকের ভাগ্য জড়িত রহিয়াছে। পাট ও তুলা রপ্তানী হ্রাস পাওয়ার ফলে সেদিক দিয়া বিশেষ শোচনীয় অবস্থার সূচনা হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে এবার পশমের রপ্তানী ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। নানা শ্রেণীর বীজের রপ্তানী ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ও খৈলের রপ্তানী ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা অনুপাতে হ্রাস পাইয়াছে। প্রধান শ্রেণীর কাঁচা মালের মধ্যে তৈলের রপ্তানীই এবার শুধু বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে বিদেশে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার তৈল রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের মোট রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

শিল্পজাত পণ্যের দফায় মোট রপ্তানীর পরিমাণ পূর্ব্ব বারের তুলনায় এবার ৫ কোটি ২২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা পরিমাণে বাড়িয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৭৬ কোটি ১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার শিল্প সামগ্রী রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বাড়িয়া মোট ৮১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এবার যে সব শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছে তন্মধ্যে কার্পাস, সূতা ও বস্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে বিদেশে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার সূতা ও ৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকার বস্ত্র রপ্তানী করা হয়। ১৯৪০-৪১ সালে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ও ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে জগতের শিল্পোন্নত দেশসমূহের প্রতিযোগিতা হ্রাস পাওয়ার সুযোগে বিদেশের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের কাটতি এইভাবে যদি বৃদ্ধি পায় তবে তাহাতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই। যুদ্ধ বাঁধিবার পর হইতে বিদেশে

(২৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলায় কৃষির উন্নতি *

[তমিজুদ্দীন খাঁন এম এ, বি এল, এম এল এ]

যে দেশে শতকরা ৮০ জন লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল সে দেশে লোকের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধন করিতে হইলে কৃষি ও কৃষকদের উন্নতি বিষয়েই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া মনোযোগ দিতে হইবে। উন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া কৃষির সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ বিধান করিতে হইবে এবং কৃষকদিগকে তাহাদের আয় বৃদ্ধির সন্ধান দিতে হইবে। এদেশের আর্থিক উন্নতি, সামাজিক প্রগতি ও পল্লী উন্নয়নের ইহাই হইতেছে মূলকথা। দেশের শতকরা ৮০ জনের অবস্থা যদি স্বচ্ছল হয়, তবে তাহারা তাহাদের নিজেদের উন্নতির জন্য ও গ্রামের উন্নতির জন্য অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। সেইজন্য আমাদের সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে কৃষির উন্নতি হয়, যাহাতে কৃষকেরা বাজারের চাহিদা মত নূতন নূতন ফসল উৎপাদন করিতে পারে, সহজসাধ্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া ফসলের ফলন বাড়াইতে পারে; এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্য ন্যায্য দামে বিক্রয় করিতে পারে।

উন্নত ধরণের কৃষি-ব্যবস্থা বলিলেই যে কৃষকদিগের আয়ত্তের বাহিরে ব্যয়সাপেক্ষ কৃষিপ্রণালী বুঝায় তাহা নয়। এমন অনেক উপায় ও প্রণালী আছে, যাহা অতি সহজে অবলম্বন করা যায় এবং যাহার দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান কৃষি পদ্ধতির অনেক উন্নতি হইতে পারে, এই সকল প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য বিশেষ অর্থব্যয় করিতে হয় না, চাই সামান্য একটু চেষ্টা, পরিশ্রম ও যত্ন। উদাহরণ স্বরূপ বর্ত্তমান প্রবন্ধে কৃষিকার্য্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সারের কথাই আমি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে চাই। ফসলের পক্ষে সার যে কত আবশ্যক তাহা কৃষকেরা জানেন। আর ইহাও তাঁহারা জানেন যে, গোবরই তাঁহাদের প্রধান সার। বাস্তবিকপক্ষে জমিতে যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে গোবর-সার প্রয়োগ করিলে আর কোন সারেরই প্রয়োজন হয় না; কিন্তু কৃষকেরা একথা জানিয়াও জমিতে সম্ভবপর পরিমাণ গোবর প্রয়োগ করেন না, অধিকাংশই জ্বালানীরূপে ব্যবহার করেন। অবশিষ্ট যেটুকু থাকে তাহা ভালভাবে না রাখার জন্য সার হিসাবে তাহার কোন মূল্য থাকে না বলিলেই হয়। কাজেই সেইরূপ অযত্নে রক্ষিত গোবর জমিতে প্রয়োগ করিয়া ফসলের ফলন বাড়ান দুরাশামাত্র। দেশে জ্বালানীকাঠের অভাব আছে সত্য কিন্তু সেই কাজে গোবর ব্যবহার না করিয়া সাররূপে জমিতে তাহা ব্যবহার করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

আর একটি অতি মূল্যবান সার প্রস্তুতের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই সার প্রস্তুত করিতে খরচ নাই বলিলেই চলে; কেবল একটু পরিশ্রমের দরকার। সকল রকম ছোট ছোট জঙ্গল, জমির নিড়ানী ঘাস, গাছের পাতা, আগাছা ইত্যাদি দ্বারা মূল্যবান সার প্রস্তুত হইতে পারে। চারি হাত লম্বা ও চারি হাত চওড়া একখণ্ড সমান জমির উপর ঐ সকল জঙ্গল, ঘাস, আগাছা প্রভৃতি বিছাইয়া আধহাত উঁচু একটা স্তর করিতে হইবে। ঐ স্তরটি পা বা কোদালের পেছন দিয়া ভাল করিয়া চাপিয়া দিয়া তাহার উপর এক সের পরিমাণ হাড়ের গুড়া ছিটাইয়া দিতে হইবে। তারপর গরুর চোনা দশগুণ জলের সঙ্গে মিশাইয়া ঐ স্তরটি ভাল করিয়া ভিজাইতে হইবে। যদি প্রচুর পরিমাণে চোনা পাওয়া না যায়, তাহা হইলে দশ সের জলের সঙ্গে এক সের গোবর মিশাইয়া ঐ স্তরের উপর ছিটাইয়া দিলেই চলিবে। হাড়ের গুড়া প্রত্যেক জেলায় সরকারী কৃষিক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যে সকল ইউনিয়ন বোর্ডে কৃষি পরিদর্শক আছেন তাঁহাদের জানালেই তাঁহারাও উহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। হাড়ের গুড়ার মূল্য আজকাল প্রতিমণ দুই টাকা। প্রথম স্তরটির উপর ঠিক পূর্ব্বেকার মত দ্বিতীয় একটি স্তর করিয়া তার উপর আবার দেড় সের হাড়ের গুড়া উপযুক্ত পরিমাণ জলমিশ্রিত চোনা বা গোবর মিশ্রিত জল দিয়া ভিজাইয়া দিতে হইবে। এইভাবে উপরোপরি আটটি স্তর করিতে হইবে। এইভাবে চারি হাত লম্বা, চারি হাত চওড়া, চারি হাত উঁচু ঘাসজঙ্গলের একটি ঢিপির সৃষ্টি হয়। এই ঢিপিকে ঘাসের চাপরা দিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত। এইভাবে ঢিপিটিকে দেড় মাস ঢাকিয়া রাখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমস্ত আগাছা, জঙ্গল, ঘাস প্রভৃতি পচিয়া কাল রঙ্গের 'সাররূপে' পরিণত হইয়াছে। তখন ঐ সার জমিতে প্রয়োগ করিয়া লাঙ্গল দিয়া মাটির সঙ্গে ভাল করিয়া মিশাইয়া দিতে হইবে।

কাঁচা জঙ্গল, ঘাস, পাতা, ইত্যাদি দিয়া সারের ঢিপি প্রস্তুত করিলে তিন মাসের মধ্যে উহা পচিয়া সার হইয়া যায়; শুকনা জঙ্গল, ঘাস, পাতা ইত্যাদি দিয়া ঢিপি প্রস্তুত করিলে উহা সারে পরিণত হইতে ৪।৫ মাস সময় লাগে। কাঁচা ঘাসজঙ্গলের ঢিপিতে গরুর চোনা কম লাগে কিন্তু শুকনা ঘাসজঙ্গলের ঢিপিতে চোনা বেশী দিতে হয়।

"প্লান্টার্স গেজেটের" সম্পাদক মিষ্টার থিও থর্ণ বারাসতের নিকটবর্ত্তী মধ্যগ্রামে প্রায় দেড়শত বিঘা জমি নিয়া উন্নত প্রণালীতে চাষবাস করিতেছেন। প্রায় বছর খানেক আগে আমি মধ্যগ্রামে তাঁহার চাষবাস দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি প্রথমেই আমাকে এক সারের ঢিপি দেখাইলেন। সেই ঢিপিতে গোবর, ঘাস, জঙ্গল, কলা গাছের পাতা, এমনকি মোটা মোটা কলা গাছ পর্য্যন্ত, বাড়ী ও ক্ষেত-খামারের সকল প্রকার আবর্জ্জনাই ঐ ঢিপিতে ফেলান হয়। তিনি কোন রকম স্তর প্রস্তুত করিয়া কিম্বা সেই স্তরে হাড়ের গুড়া বা চোনা দিয়া এই সকল ঘাসজঙ্গল পচাইবার ব্যবস্থা করেন নাই। কেবল গাদা করিয়া সকল রকম জঙ্গল, ঘাস ও গোবর ইত্যাদি এক সঙ্গে ফেলিয়া রাখাতেই উহা সারে পরিণত হইয়াছে। মিষ্টার থর্ণ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এই সার ব্যবহার করিয়া তিনি আশাতীত ফল পাইয়াছেন। তিনি আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কৃষিবিভাগ যেন ঘাস, জঙ্গল আগাছা ইত্যাদি হইতে এইভাবে মূল্যবান সার প্রস্তুত করার প্রণালী কৃষকদিগের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। এই সহজ প্রণালী অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলায় কৃষি জমির সারের ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকটা উন্নতি সাধিত হইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

কচুরিপানার দ্বারা দেশের যে কি অনিষ্ট হইতেছে তাহা নূতন করিয়া বলিবার দরকার নাই। কিন্তু এই কচুরিপানা হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে মূল্যবান সার প্রস্তুত হইতে পারে। এই সার পাটের জমিতে দিলে পাটের ফলন খুবই বাড়ে। উহা প্রথমে পচাইয়া ও

তাহার পর পোড়াইয়া ছাইয়ের আকারে জমিতে দেওয়া চলে। সকলে যদি দলবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ এলাকার খাল, বিল, পুকুর, ডোবা ইত্যাদি হইতে কচুরিপানা উঠাইয়া উহাকে পরিষ্কার ভাবে জমিতে প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে এই শত্রুকে অনেক পরিমাণে ধ্বংস করা যায় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও প্রচুর উন্নতি সাধিত হইতে পারে। দুইরকমে কচুরিপানা পচাইতে পারা যায়। কচুরিপানা জলে মাসাধিকাল রাখিলে পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা হইতে আর অঙ্কুরোদ্গম হতে পারে না। জলের ভিতর কতকগুলি কচুরিপানা একত্রিত করিয়া তাহার উপর স্তরে স্তরে আরও কচুরিপানা রাখিলে ৫।৬ জন লোক অনায়াসে উহার উপর দাঁড়াইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উহাকে ভেলার মত চালাইয়া নিতে পারে এবং চতুর্দ্দিকস্থ কচুরিপানা তুলিয়া স্তূপের আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে। স্তূপ যথেষ্ট পরিমাণে বড় হইলে উহার মধ্য দিয়া একটি লম্বা বাঁশ চালাইয়া উহাকে যে কোন স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়। কিছু দিন এই অবস্থায় রাখিলে স্তূপের আয়তন অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। তখন উহার উপর আরও কচুরিপানা দেওয়া যাইতে পারে। স্থান ও কাল ভেদে এই উপায়ের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারে। কচুরিপানা পচিলে সার হিসাবে উহা গোবর হইতে উৎকৃষ্ট।

আর একটি সবুজ সারের কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাউক। এই সারকে "সবুজ সার" বলে। অনেক রকম শুট জাতীয় ফসল আছে, যাহা জমিতে উৎপন্ন করিয়া মাটির সঙ্গে কাঁচা ও নরম অবস্থায় মিশাইয়া দিলে মাটির উর্ব্বরাশক্তি প্রচুর পরিমাণে বাড়ে। ইহাদের মধ্যে ধনচে, শোন ও বরবটি প্রধান। "সবুজ সারের" জন্য এই সকল শস্য জমিতে কখন বুনিতে হইবে, তাহা যে ফসলের জন্য এই সকল "সবুজ সার" দেওয়া হইবে তাহার বপনের সময়ের উপর নির্ভর করে। "সবুজ সারের" গাছে যখন ফুল ধরে, তখনই উহা লাঙ্গল দিয়া মাটির সঙ্গে ভাল করিয়া মিশাইয়া দিতে হয়। মাসখানেকের মধ্যে উহা পচিয়া মূল্যবান সারে পরিণত হয় এবং জমির উর্ব্বরাশক্তি বাড়ায়। "সবুজ সারের" জন্য বিশেষ কোন খরচ নাই। কেবল অল্প কিছু বীজের দরকার হয় এবং সেই বীজ কৃষকেরা নিজেদের জমিতে উৎপাদন করিতে পারেন।

জমিতে "সবুজ সার" দিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়; জমির প্রকৃতির উন্নতি হয়, উহার উর্ব্বরাশক্তি বাড়ে, জমিতে আগাছা, জঙ্গল প্রভৃতি কম জন্মায়। গোবর সারের অভাব পূরণ করার জন্য ঘাস, জঙ্গল, আগাছা, আবর্জ্জনা ইত্যাদি হইতে সার প্রস্তুত করা এবং জমিতে "সবুজ সার" দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

উপরে যে তিন রকম সার প্রস্তুতের কথা বলা হইল, তাহার কোন-টাই ব্যয়সাপেক্ষ নয়। কৃষকেরা একটু পরিশ্রম করিলেই এই তিন রকম সার প্রস্তুত করিয়া ও তাহা জমিতে ব্যবহার করিয়া ফসলের ফলন অনায়াসে বাড়াইতে পারেন। বাঙ্গলার পল্লীউন্নয়ন বিভাগ এইরূপ সহজসাধ্য প্রণালী কৃষকদের মধ্যে প্রচার ও প্রবর্ত্তন করিলে এ প্রদেশে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

---

* 'আর্থিক জগতে' প্রকাশের জন্য বাঙ্গলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রীর নিকট হইতে এই প্রবন্ধটি আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এ প্রদেশের মন্ত্রিগণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রভৃতিতে সাধারণতঃ সরকারী প্রচারকার্য্য ছাড়া অন্য কিছু বড় একটা থাকে না। কিন্তু মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর বর্ত্তমান প্রবন্ধটি সেদিক দিয়া একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বলা চলে। সে হিসাবে উহা আমরা সানন্দে পত্রস্থ করিলাম। সঃ আঃ জঃ।

(১৯৪০-৪১ সালে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য)

ইস্পাত ও লৌহের রপ্তানী বাড়িতেছে। এবার পূর্ব্ববারের তুলনায় লৌহ ও ইস্পাতের রপ্তানী বাড়িয়া মোট ৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। অপেক্ষাকৃত ছোটখাট দ্রব্যাদির মধ্যে কাগজ ও রবার দ্রব্য প্রভৃতির রপ্তানীও এবার বাড়িয়াছে। এবৎসর যে সমস্ত শিল্পদ্রব্যের রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে তাহার মধ্যে পাটজাত জিনিষ ও ট্যান করা চামড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যে থলে ও চট সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রতি বৎসর যে মূল্যের থলে ও চট বিদেশে রপ্তানী হয় সেরূপ বেশী মূল্যের আর কোন জিনিষই রপ্তানী হয় না। গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমরায়োজনের প্রয়োজনে বাহিরে থলে ও চটের বিপুল চাহিদা দেখা যায়। ফলে ঐ বৎসরে ৪৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার থলে ও চট রপ্তানী হয়। এবার জাহাজ চলাচলের অসুবিধা হেতু মাল চালানের পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে থলে ও চটের রপ্তানী ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা পরিমাণে বর্ত্তমানে হ্রাস পাইয়া মোট ৪৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশে ৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার ট্যান করা চামড়া রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়া মোট ৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবনতির প্রতিকার বিষয়ে অবিলম্বে গবর্ণমেন্টের বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া দরকার।

পাঞ্জাব বাজার আইন

সম্প্রতি পাঞ্জাব পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত পাঞ্জাব কৃষিজাত পণ্য বাজার (সংশোধিত) আইনে গবর্ণর তাঁহার সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

যুদ্ধকালীন ক্ষতিপূরণ (পণ্য) বীমা আইনের সংশোধন প্রস্তাব

বৃটিশ ভারতে অবস্থিত সমুদ্রগামী জাহাজ হইতে যে সকল পণ্য খালাস করা হয় নাই বা যে সকল পণ্য বোঝাই করা হয় নাই সেই সমস্ত পণ্য ব্যতীত বন্দরের এলাকায় আর যে সব পণ্য আছে তৎসম্পর্কে যুদ্ধকালীন ক্ষতিপূরণ (পণ্য) বীমা অর্ডিনান্সের (১৯৪০) সংশোধন সম্পর্কে ভারত সরকার বিশেষ বিবেচনা করিতেছেন। যে সকল পণ্যসম্ভার ভারতে আমদানী অথবা ভারত হইতে রপ্তানী করা হইতেছে এবং যাহা ভারতীয় বন্দরগুলিতে সমুদ্রগামী জাহাজ ও উপকূলের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে খালাসী জাহাজে রহিয়াছে, অর্ডিনান্স অনুসারে সেই সমস্ত পণ্যের অবস্থার প্রতি গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সরকার মনে করেন যে, অর্ডিনান্সের ২ (চ) উপধারার সংজ্ঞা অনুসারে ঐ সকল মাল বৃটিশ ভারতে রহিয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কলিকাতার নদীপথে মাল খালাসী জাহাজে থাকিলেও ঐ সকল পণ্য ভারতে আছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সুতরাং ঐ সব মাল যুদ্ধকালীন বীমা অনুসারে বীমা করা যাইতে পারে না।

সরকারী রেলওয়েসমূহের মোট আয়

সরকারী রেলওয়েসমূহের ১৯৩৯, ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালের (৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত) মোট আয়ের হিসাব নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

(লক্ষ টাকা হিসাবে)

রেলওয়ে	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১
এ বি	১,৯১	২,০০	২,০৯
বি ন্	৯,৪৭	১১,০২	১১,৯৯
বি বি এণ্ড সি আই	১১,৪৯	১২,২৫	১৪,০০
ই বি	৫,৯৪	৬,২২	৬,৭৭
ই আই	২০,৭৭	২১,৫১	২৪,২৬
জি আই পি	১২,৯১	১৩,৬০	১৬,৪৮
এম এণ্ড এস্ এম	৭,২৬	৬,৬৫	৮,০৫
এন্ ডব্লিউ	১৬,৩৯	১৬,৩১	১৮,৮২
এম্ আই	৫,২২	৫,২৬	৫,৮৫
ত্রিহুট এণ্ড লক্ষ্ণৌ-বেরেলি	২,০৮	২,০৬	২,৩২
অন্যান্য রেলওয়ে	৫১	৫৬	৫৭
মোট	৯৪,৩৫	৯৮,৪৩	১,১১,২০

শিল্প শিক্ষায় কর্পোরেশনের সাহায্য দান

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত ২১শে মে তারিখের অধিবেশনে সহরের কতকগুলি শিল্প-শিক্ষার যান্ত্রিক শিক্ষালয়, টোল ও নৈশ বিদ্যালয়কে ১৯৪০-৪১ সালের জন্য ১৷৷০ লক্ষ টাকা সাহায্য দানের প্রস্তাব মঞ্জুর করা হইয়াছে। তন্মধ্যে শিল্প ও যান্ত্রিক শিক্ষালয়গুলির সাহায্যের পরিমাণ ১ লক্ষ ১০ হাজার ৩৯০৲ টাকা। ইহা ছাড়া কর্পোরেশন বালীগঞ্জস্থ ক্যালকাটা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজকে ১৯৪০-৪১ সালের জন্য ৫ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় বসন্ত ও কলেরার প্রকোপ

১২ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাংলা দেশে কলেরায় মোট ১,২০২ জন মারা গিয়াছে। হাওড়ায় ১০৫ জন ; কলিকাতায় ১০৩ জন ; যশোহরে ১৭১ জন ; খুলনায় ১০৭ জন ; ফরিদপুরে ২৫৮ জন এবং বাখরগঞ্জে ২২৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বসন্ত রোগে কলিকাতায় ২৯৩ জন মারা গিয়াছে।

বাঙ্গলায় সিঙ্কোনা চাষ

বাঙ্গলায় কুইনাইনের চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই প্রয়োজনের তুলনায় যোগান অপর্য্যাপ্ত বিধায় বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি সিঙ্কোনা চাষের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সিঙ্কোনা উৎপাদনের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা ছাড়া এই সমস্যার আর কোন সমাধান নাই। এই উদ্দেশ্যে দার্জ্জিলিং-এর অরণ্যাঞ্চল চাষোপযোগী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তৎপর হইয়াছেন। উক্ত অঞ্চলে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সিঙ্কোনা চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হইতেছে। অবশ্য সিঙ্কোনা চাষের ফলাফল নির্ণয় করিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া যাইবে। আশু কোন সিদ্ধান্ত না জানা গেলেও ইতিমধ্যে কাজ বন্ধ থাকিবে না। মংপু অঞ্চলে কুইনাইনের কারখানা বর্দ্ধিত করা ও নানা দিকে উহার উন্নতি সাধনের ব্যাপক প্রচেষ্টা উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর গড়পড়তা ৫০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপরোক্ত পরিকল্পনানুযায়ী এই পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া বার্ষিক গড়পড়তা ১ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ করা হইবে। কুইনাইন ছাড়া ৫০ হাজার পাউণ্ড পরিমিত মিশ্র সিঙ্কোনা এ্যালকালয়েড উৎপাদনেরও সুব্যবস্থা করা হইবে। সিঙ্কোনা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার যত রকম সম্ভাব্য উপায় আছে, গবর্ণমেণ্ট সেই সকলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন।

'অন্ধের আলোনিকেতন' প্রতিষ্ঠান স্থাপন

২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে 'অন্ধের আলোনিকেতন' নামক একটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানে অন্ধদের নানা বিষয় শিক্ষা দিয়া তাহাদের স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইবে। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে ৬০ হাজার অন্ধলোক আছে এবং ইহার মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার জন পূর্ণবয়স্ক। বাংলা দেশে ৩৭ হাজার অন্ধের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার জন পূর্ণবয়স্ক। আদমসুমারীর রিপোর্টে আরও জানা যায় যে, ভারতে ১ হাজার ৭২ জন এবং বাংলা দেশে ১৭৯ জন অন্ধ-বধির-মূক ব্যক্তি আছে। এই প্রতিষ্ঠানে 'ব্রেইল' পদ্ধতিতে মুদ্রিত পুস্তকাদি দ্বারা অন্ধদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে এবং ভারতের সকল স্থানের অন্ধদের ব্যবহারের জন্য ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় পুস্তকাদি মুদ্রণের জন্য 'আলোনিকেতনে' একটী 'ব্রেইল' মুদ্রাযন্ত্র রাখা হইবে।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদ

জানা গিয়াছে যে, আসাম ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশন ২রা জুন তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে।

পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে ও ব্যবহারে অসমতা

ভারতীয় বণিক সঙ্ঘের সম্পাদক মিঃ এস্, আর, দান্দা তাঁহার এক সুচিন্তিত প্রবন্ধে যুদ্ধের দরুণ যে অত্যধিক পণ্যসম্ভার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান সমাজের অর্থ-নৈতিক কাঠামোর অদ্ভুত ব্যবস্থাই এই যে, যখন লক্ষ লক্ষ লোক বহুদিন ধরিয়া অন্নাভাবে বদ্ধভাবে কাটাইতে বাধ্য হয় তখনই দেখা যায় যে, কোন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রচুর উৎপাদন হইতেছে। যদিও যুদ্ধের জন্য নানারূপ বিশৃঙ্খলা এবং উৎপাদন ও বিতরণ প্রণালীতে অসামঞ্জস্যের ভাব দেখা দেওয়ায় এরূপ অতিরিক্ত উৎপাদনের ব্যাপার আমাদের নিকট স্বাভাবিক মনে হইতে পারে, তবুও ভাল করিয়া অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, এইরূপ অতিরিক্ত উৎপাদনের লক্ষণ গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই আমাদের সামনে দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের সময় পণ্য বিতরণ ব্যাপারে যে কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহার জন্য ভোগ্যবস্তুর অধিক পরিমাণে কাটতির কথা মনে করিয়া হয়ত বাণিজ্য-সচিব আত্মশ্লাঘা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে অভাব ও অনটনের মধ্যে যে প্রাচুর্য্যের সৃষ্টি হইতেছে তাহার বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে এবং এইরূপ বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতিরিক্ত উৎপাদনের সমস্যা বাস্তবিকপক্ষে প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর বিতরণে কার্পণ্যেরই পরিচায়ক। অতিরিক্ত উৎপাদন কয়েকটী ফসলের বেলায়ই দেখা যায়; যেমন পাট, তুলা, তিসি প্রভৃতি। ব্যবসায়ীদের হস্তক্ষেপের জন্য ভারতের কৃষি সম্প্রদায় বিদেশে মাল চালাইবার উপরই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ফসল উৎপাদন করে এবং ইহার উপরই তাহাদের সমস্ত কিছু নির্ভর করে। কিন্তু বিদেশের বাজারে এই সকল চাষীদের কোনরূপ হাত নাই। এইরূপ সমাজ ব্যবস্থায় উৎপন্ন করা তাহাদের নিজেদের শ্রমলব্ধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভোগ করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং আর্থিক ব্যাপারে তাহারা একবারে নিঃস্ব হইয়া যায়। এইরূপ অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য দূর করিতে হইলে ভারতের কৃষিব্যবস্থার এবং পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যদি ভারতকে আর্থিক জগতে স্বাবলম্বী করিতে হয় এবং দুঃখদৈন্যের হাত হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদন ও বিতরণের মধ্যে সমতা আনয়নের বিধান করিতে হইবে।

বাংলা দেশে বিড়ির তামাকের চাষ

বাংলা দেশে বিড়ির তামাকের চাযের সম্প্রসারণের বিষয় বাংলা সরকার বিবেচনা করিতেছেন। প্রতি বৎসর ৮৩ হাজার মণ বিড়ির তামাক বাংলা দেশে কাটতি হয়। ইহার মূল্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা। বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগ বিভিন্ন শ্রেণীর বিড়ির তামাকের চাষ সরকারী জমিতে করাইয়া সুফল লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ চাষীদিগকে এইরূপ বিড়ির তামাক চাষ করাইবার জন্য উপদেশ দিয়াও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ইহার কারণ সাধারণ কৃষককুল সুনিয়ন্ত্রিতভাবে তামাকপাতা শুকাইতে জানে না। বাংলা সরকার কৃষি বিভাগের একজন কর্ম্মচারীকে বিড়ির তামাক প্রস্তুত করিবার বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য গুজরাটের অন্তর্গত চরোতার এলাকায় এবং বোম্বাইয়ের অন্তর্গত নিপানী এলাকায় প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই উভয় স্থানেই বিড়ির তামাক উৎপন্ন করিবার প্রধান কেন্দ্র এবং এই দুই জায়গা হইতেই বাংলা দেশে বিড়ির তামাক আমদানী হইয়া থাকে।

সৈনিকদের জন্য তাঁতের কম্বলের অভাব

ভারত গবর্ণমেণ্টের পশম শিল্প বিভাগের উপদেষ্টা বিভিন্ন প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের শিল্প বিভাগের পরিচালকবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া সৈনিকদের ব্যবহারের জন্য তাঁতে প্রস্তুত কম্বলের নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যের নিকট অর্ডার পেশ করিয়াছেন :—

হায়দ্রাবাদ—২২০০; বাংলা—১২,৫০০; যুক্তপ্রদেশ—৬০,০০০; বেনারস ষ্টেট—৮৭,০০০; মহীশূর রাজ্য—৫.০০০; মধ্যপ্রদেশ—৩,০০০; পাঞ্জাব—১,২০,০০০।

বিরাট জলাধার নির্ম্মাণের পরিকল্পনা

বিহার সরকারের সম্মতি লইয়া বাঙ্গলা সরকার হাজারীবাগ জেলায় দামোদরের তীরবর্ত্তী কোন এক স্থানে একটি বিরাট জলাধার নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার দামোদর ও ভাগীরথী এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করাই উক্ত পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে উক্ত অঞ্চলসমূহের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে বলিয়া সরকার আশা করেন। ইহা ছাড়া ৪।৷০ লক্ষ একর জমির সেচকার্য্যে নিয়মিতভাবে সাহায্য দানও উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্গত। প্রস্তাবিত জলধারাটি নির্ম্মাণ করিতে অন্যূন ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। হাজারীবাগ জেলার অন্তর্গত বরাকর নদীর তীরে তেলেয়া নামক গ্রামটিকে উক্ত জলাধার স্থাপনের উপযুক্ত স্থান হিসাবে মনোনীত করা হইয়াছে।

ইরাক ও ইরাণ হইতে আমদানী নিয়ন্ত্রিত

ইরাক ও ইরাণ হইতে শত্রুপক্ষীয় পণ্যের আমদানী বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতসরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৫ই মে তারিখে ও উহার পরে ইরাক ও ইরাণের পারস্য উপসাগরস্থ বন্দর-সমূহ হইতে যে সমস্ত মাল জাহাজে তোলা হইবে বৃটিশ কন্‌সাল বিভাগের অনুমোদনপত্র সঙ্গে না থাকিলে ঐ সব পণ্য ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

গ্রেট বৃটেনে কৃষির উন্নতি

সম্প্রতি গ্রেট বৃটেনের কৃষি মন্ত্রীর দপ্তর হইতে যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে জানা যায়, এই বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই নূতন করিয়া আরও ১৭ লক্ষ একর জমিতে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করা হইবে। গত বৎসরও ২০ লক্ষ একর নূতন জমি কর্ষিত হইয়াছিল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মহাযুদ্ধ বাধিবার পর হইতে গ্রেট বৃটেনে মোট কৃষিকার্য্য শতকরা ৪৩ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সরবরাহ বিভাগ স্থানান্তরের প্রতিবাদ

যুক্তপ্রাদেশিক বণিক সঙ্ঘের সম্পাদক সমরোপকরণ সরবরাহ বিভাগের সভাপতি স্যার জাফরুল্লা খান ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট তার করিয়া সরবরাহ ডিপার্টমেণ্টের বস্ত্রবিভাগ দিল্লী হইতে বোম্বাইতে স্থানান্তর করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের মোট বস্ত্রের প্রয়োজনের মাত্র এক তৃতীয়াংশ বোম্বাই প্রদেশ যোগান দেয়, বাকী চাহিদার সমস্তটাই উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পূরণ করিয়া থাকে।

বাঙ্গলার চাষাবাদের মোট ব্যয় নির্ণয়

বাঙ্গলা সরকারে অর্থনৈতিক তথ্যানুসন্ধান বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি প্রধান শস্যসমূহের চাষাবাদের মোট ব্যয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে মুন্সিগঞ্জ, নীলফামারী, চুঁচুড়া ও বোলপুর কেন্দ্রে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

উক্ত বোর্ডের অর্থনৈতিক জরিপ কমিটি এযাবৎ প্রাপ্ত তথ্যাদি লইয়া অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই অনুসন্ধানের ফলে কুটিরশিল্প চাষাবাদ, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি হইতে বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও কৃষককুলের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ, গড়পড়তা লাভ প্রভৃতি বিষয় সম্যক অবগত হওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা ও আসামের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

গত ২১শে মে বাঙ্গলা ও আসাম গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ পাটসংক্রান্ত সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে নিম্নোক্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে :—

(১) বাঙ্গলায় পাট উৎপাদন সম্পর্কে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ আছে আসামের আবাদী জমি সম্পর্কেও সেই সকল ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে। আসামের অদ্যাবধি জরিপ-ব্যবস্থাহীন জমি আপাততঃ (আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে) উক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আমলে আসিবে না। (২) বাঙ্গলা সরকার আসাম সরকারকে বিনা সুদে ৪ লক্ষ টাকা ধার দিবেন। এই ঋণ ২০ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। আসামের আবাদী পাটের জমি জরিপ করিবার কাজে এই ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। পাটচাষ ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আসাম সরকার আইন প্রণয়ন করিবেন। জরিপ প্রভৃতির কাজ অচিরেই আরম্ভ হইবে। কতকগুলি অসুবিধার জন্য ১৯৪৩ সালের পূর্ব্বে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে না। (৩) আসাম সরকার বাঙ্গলার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে একজন স্পেশাল অফিসার প্রেরণ করিবেন। (৪) খসড়ার চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইবার পর উভয় সরকার সম্মিলিতভাবে বিহার সরকারকেও অনুরূপ ব্যবস্থানুযায়ী নিয়ন্ত্রণকার্য্য পরিচালনার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিবেন।

ভারতের ক্ষুদ্র ও মধ্যায়তন শিল্পের উন্নতি

দেশের ছোট ও মাঝারি শিল্প সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রহ এবং ঐ সব শিল্পায়তন প্রতিষ্ঠানের অসুবিধাদি অবগত হইয়া আবশ্যক সাহায্যের জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদনের উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লীর নিখিল ভারত শিল্প মালিক সঙ্ঘ ভারতের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট ২২টি প্রশ্নের উত্তর চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

বাঙ্গলার হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারী

বাঙ্গলার হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারীর কার্য্যাবলী সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের সরকারী বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য বৎসরে হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারীর সংখ্যা মোট ১৫৫টি বাড়িয়াছে ; তন্মধ্যে ৫২টি প্রাশ্চাত্য প্রণালী, ১৭টি অন্যান্য প্রণালী এবং ৮৭টি ঔষধ বিতরণের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার ১২টি এবং মফঃস্বলের ২১টি হাসপাতালে এখন রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষার সুবিধা আছে। জেলার সদর হাসপাতালসমূহের উন্নতির জন্য ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেটে ৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়।

ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটী

মিঃ জি, পি, চক্রবর্ত্তীর কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মিঃ সূর্য্যকুমার বসু ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটীর সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

বিনা শুল্কে ব্রহ্মের শ্বেতসার আমদানী

ভারত সরকার বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতির নিকট এক স্মারকলিপি দ্বারা জানাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মের মধ্যে সংশোধিত বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে ব্রহ্ম হইতে ভারতে আমদানী শ্বেতসারের উপর কোন শুল্ক ধার্য্য হয় নাই। ভারত সরকার আরও জানাইয়াছেন যে, ভারতে ব্রহ্মের শ্বেতসার আমদানীর জন্য যথেষ্ট জাহাজের অভাব ও বর্ত্তমানে যাতায়াতী জাহাজে স্থানাভাব সম্পর্কে বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতি যে অভিযোগ করিয়াছেন তৎসম্পর্কে কলিকাতার সিপিং কণ্ট্রোলার তদারক করিবেন।

বাংলা হইতে মধু সরবরাহ

ভারত সরকারের সরবরাহ দপ্তর বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগের নিকট জানিতে চাহিয়াছেন যে, খুব বেশী পরিমাণ মধু তাঁহারা সরববরাহ করিতে সমর্থ হইবেন কিনা। উত্তরে বংলা সরকার বিভিন্ন শ্রেণীর মধুর নমুনাসহ এক পত্রে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগকে জানাইয়াছেন যে, প্রতিমাসে বাংলা সরকার বহুশত মণ মধু সরবরাহ করিতে পারিবেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় পশমী সূতার অর্ডার

প্রকাশ, ইষ্টার্ণ গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিল অষ্ট্রেলিয়ান গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিমাসে ৪ লক্ষ পাউণ্ড পশমী সূতা সরবরাহের জন্য এক অর্ডার দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্যাডেল বলিয়াছেন যে, এইরূপ অত্যধিক পশমী সূতার অর্ডারের ফলে অষ্ট্রেলিয়ার অসামরিক জনসাধারণের ব্যবহার্য্য কাপড়চোপড়ের পরিমাণ কমাইতে হইবে।

ভারতের বাণিজ্য শুল্কের আয়

বাণিজ্য শুল্ক বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, যুদ্ধজনিত অনিশ্চিত অবস্থা সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসরে বাণিজ্য শুল্কের খাতে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৪২ কোটি টাকা বেশী আয় হইয়াছে। এই বৎসর সামুদ্রিক শুল্ক হইতে মোট আয় হইয়াছে ৪৮ কোটি ৩৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উক্ত খাতে আয় দাঁড়াইয়াছিল ৪৩ কোটি ৭২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালে সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্য শুল্কের মোট আয় হইয়াছে ৫০ কোটি ৪৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৫৩ টাকা। চিনি হইতে শুল্ক আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধিই আলোচ্য বৎসরের বাণিজ্য শুল্কের আয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

দোকান কর্ম্মচারী আইনের বহির্ভূত পণ্য

কাঁচা পাট ও তুলা এবং তৎসংক্রান্ত কয়েকটি মরসুমী পণ্যের কেনাবেচা করে এই প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর ১৯৪০ সালের দোকান কর্ম্মচারী আইন প্রযুক্ত হইবে না। নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি ক্রয় বিক্রয় করে এমন সব দোকানের উপরও উক্ত আইন প্রয়োগ করা হইবে না :—শাকশব্জী, মাংস, মাছ, ডিম, ফল (টিনের পাত্রে আবদ্ধ ফল নহে), রুটি, পিষ্টক, মিঠাই, ফুল, বিস্কুট (টিনে আবদ্ধ নহে), মুড়ি, মুড়কি ইত্যাদি, কাঁচা চামড়া, টিনের পাত্রে মুখবদ্ধ করা ঘৃত, মাখম, গুড়া দুধ, জমাট বাঁধা দুধ ইত্যাদি ছাড়া অন্যান্য দুগ্ধ ও দুগ্ধজ খাদ্য।

বিদেশে চিকিৎসা সংক্রান্ত ঔষধপত্রাদির অর্ডার

কোন কোন প্রাদেশিক সরকারের তরফ হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট তিন বৎসর চলিতে পারে এইরূপ পরিমাণ চিকিৎসা সংক্রান্ত ঔষধ পত্রাদির জন্য ইংলণ্ডে অর্ডার দিয়াছেন। এই সম্পর্কে ভারতীয় রাসায়নিকদ্রব্য উৎপাদনকারী সঙ্ঘ ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডে অর্ডার দিবার পূর্ব্বে কোন্ কোন্ প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি ভারতীয় রাসায়নিকদ্রব্য প্রস্তুতকারীরা সরবরাহ করিতে পারেন তাহা যেন ভারত সরকার জানিয়া লন। তাঁহারা আরও বলেন যে, ইংলণ্ডে যে সকল প্রধান প্রধান ঔষধাদি প্রস্তুত হয় তাহার অনেকগুলিই দেশীয় রাসায়নিকদ্রব্য উৎপাদনকারীরা তৈয়ার করিতে ও যোগান দিতে পারেন। যদি দীর্ঘদিনের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধাদি ইংলণ্ডে অর্ডার দেওয়া হয় তাহা হইলে ভারতীয় ভেষজ ও রাসায়নিক শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইবে এবং নূতন নূতন ঔষধাদি উদ্ভাবনের জন্য প্রচেষ্টাও ব্যাহত হইবে।

সমর ঋণ

১৯৪১ সালের ১৭ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা ঋণ বাবদ চাঁদা আদায়ের পরিমাণ ৮৩ লক্ষ ৬০ হাজার ১ শত টাকা। ১৯৪১ সালের ১৭ই মে পর্য্যন্ত বিনাসুদী দেশরক্ষা বণ্ডের জন্য ২ কোটী ৩৮ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, শতকরা ৩৲ টাকা সুদের দেশরক্ষা ঋণ বাবদ ৫১ কোটী ২৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও পোষ্ট অফিস মারফত দশ-বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ২ কোটী ৭২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের ১৭ই মে পর্য্যন্ত সকল প্রকার ভারতীয় দেশরক্ষা ঋণের চাঁদার পরিমাণ ৫৬ কোটী ৩৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা।

পূর্ব্ব আফ্রিকার সহিত ভারতের বাণিজ্য

ভারত সরকারের যে বাণিজ্য প্রতিনিধি পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্তর্গত মোম্বাসায় রহিয়াছেন তাঁহার প্রদত্ত ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্যবিবরণীতে জানা যায় যে, পূর্ব্ব আফ্রিকার সহিত ভারতের তুলার কম্বল, ধোলাই বস্ত্র, জুতা, চটের থলে, চামড়ার জিনিস, ডাল এবং মসল্লা প্রভৃতি পণ্যের ব্যবসা বাণিজ্যের কতকটা উন্নতি হইয়াছে। তুলাজাত জিনিষই এই আমদানী বাণিজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এবং আলোচ্য বৎসরে এই শ্রেণীর পণ্যের কেনিয়া ও উগাণ্ডায় আমদানী মূল্যের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬ শত ৬৩ পাউণ্ড অথবা এই উভয় স্থানের সমস্ত পণ্যের আমদানী মূল্যের একদশমাংশ। টাঙ্গানিকার ভারতের তুলার বস্ত্রজাত পণ্যের আমদানী মূল্যের পরিমাণ ৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৮ শত ৪১ পাউণ্ড অর্থাৎ টাঙ্গানিকার সমস্ত পণ্যের আমদানী মূল্যের শতকরা ২০·২ ভাগ।

সরবরাহ বিভাগের অর্ডার প্রাপ্তি

সরবরাহ বিভাগ ইষ্টার্ণ গ্রুপ দেশসমূহ ও ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতি যোগান দিবার জন্য প্রচুর অর্ডার পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষে বস্ত্রাদি সরবরাহ করিবার জন্যও এই বিভাগ অর্ডার পাইয়াছেন। ভারতবর্ষে যাহাতে সৈনিকদের সাজপোষাক প্রস্তুত হইতে পারে সেই জন্য বর্ত্তমানে ভারত সরকারের অধীনে সাজাহানপুর, মাদ্রাজ, সেকেন্দ্রাবাদ, বোম্বাই, কলিকাতা এবং পাঞ্জাবে যে বস্ত্র উৎপাদনের কারখানা আছে তাহা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট আরও একটী বস্ত্রাদি প্রস্তুতের কারখানা খুলিয়াছেন এবং আরও দুইটী কারখানা স্থাপন করিবার মনস্থ করিয়াছেন।

কচুরী পানা হইতে কাগজ প্রস্তুত

প্রকাশ, বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগের গবেষণাগারের মিঃ আজম কচুরী পানা হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কচুরী পানা বর্ত্তমানে কৃষি কার্য্যের ও জনস্বাস্থ্যের বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা নানারূপ কাগজ তৈয়ারী করা যায় এবং শুকনো কচুরীপানা গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

যুক্ত প্রদেশের কৃষিঋণ আইন

নৈনীতালের এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪০ সালে বিধিবদ্ধ কৃষিঋণ সম্পর্কীয় আইনের বিভিন্ন নিয়মাবলী যুক্ত-প্রদেশের সরকার কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচন সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোট-দাতাদের তালিকা সংশোধনের জন্য ভারতসরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

ভারতীয় ভেষজ আইন

জানা গিয়াছে যে, ১৯৪০ সালের ভারতীয় ভেষজ আইন এই প্রদেশে কিপ্রকারে প্রয়োগ করা হইতেছে তৎসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিবার জন্য সার্জ্জন জেনারেল কর্ণেল ডাব্লিউ সি প্যাটনাকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া বাংলা সরকার একটী বিশেষজ্ঞ কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন।

কানাডায় সমরোপকরণ শিল্প

গত বৎসরে কানাডায় সমরোপকরণ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য মাসিক ৭ লক্ষ পাউণ্ড হারে ব্যয়ের এক বরাদ্দ করা হইয়াছিল। সমরোপকরণ তৈয়ারীর জন্য যে বিপুল খরচ হইতেছে তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল ; যথা—সেলের জন্য ৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, বন্দুকের জন্য ১২ কোটী ১০ লক্ষ ডলার, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির জন্য ১ কোটী ৫ লক্ষ ডলার, বিমান পোতের জন্য ২ কোটী ৩০ লক্ষ ডলার, রাসায়নিক ও বিস্ফোরক পদার্থের জন্য ১১ কোটী ২০ লক্ষ ডলার ও রেলপথের সাজ-সরঞ্জামের জন্য ২কোটী ৪৩ লক্ষ ডলার।

সরবরাহ বিভাগের স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী

ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান সহরে যুদ্ধের জন্য যে সকল জিনিষের দরকার সেই সকল দ্রব্যাদির স্থায়ী প্রদর্শনী স্থাপন করিবেন।

রেলওয়ের আয় হ্রাস

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এই সর্ব্বপ্রথম মে মাসের প্রথম দশ দিনে রেলওয়ের আয়ের হ্রাস দেখা গিয়াছে। এই দশ দিনে ৩ কোটি দশ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে, অর্থাৎ গত বৎসরের এই সময়ের চেয়ে ৫ লক্ষ টাকা কম। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই মে পর্য্যন্ত প্রায় ১২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে এবং ইহার পরিমাণ গত বৎসরের এই সময়ের চেয়ে ৫২ লক্ষ টাকা কম।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত শিল্প

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। চলতি বৎসরে ৭ কোটী ৬০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা আছে এবং ইহার পরিমাণ ১৯৩৮ সালের চেয়ে ২ কোটী ৫০ লক্ষ টন বেশী।

তাঁত শিল্পের তথ্যানুসন্ধান

ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত তথ্যানুসন্ধান কমিটি তাঁত শিল্প সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য আগামী ৯ই জুন তারিখে কটক পৌঁছিবেন। এ বিষয়ে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে তন্মধ্যে নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত আনন্দ প্রসাদ চৌধুরীও রহিয়াছেন।

স্বর্ণকার, জহুরী ও পোদ্দার সম্মেলন

কালকাটা জুয়েলার্স, গন্ স্মিথস্, বুলিয়ন মার্চেন্টস্ এসোসিয়ে-শনের উদ্যোগে আগামী জুন মাসের শেষ ভাগে নিখিল বঙ্গ স্বর্ণকার, জহুরী ও পোদ্দার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট তারিখ পরে জানান হইবে।

আসাম দোকান কর্ম্মচারী বিল

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ বদরুদ্দিন আহমেদ "আসাম দোকান কর্ম্মচারী বিল ১৯৪১" নামে একটী বিলের নোটীশ দিয়াছেন। বিলের প্রধান প্রধান ধারাগুলি সংক্ষেপে এইরূপ :—

(১) প্রথমে এই আইন মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের এলাকায় প্রযুক্ত হইবে, পরে গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনবোধে অন্যান্য এলাকায়ও উহা প্রয়োগ করিতে পারেন। (২) সমস্ত দোকান সপ্তাহে দেড় দিন বন্ধ থাকিবে। সাধারণতঃ শনি ও রবিবার ছুটির দিন হইবে। দোকান কর্ম্মচারিগণকে দৈনিক ৮ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার বেশী খাটান যাইবে না। (৩) দশটায় যাহারা কাজে যোগ দিবে তাহাদিগকে প্রত্যহ ২ ঘণ্টা বিশ্রামের সময় দেওয়া যাইবে। কোন কর্ম্মচারী রাত্রি ৮॥০ ঘটিকার পর কাজ করিতে বাধ্য থাকিবে না। (৪) প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে প্রত্যেক দোকান কর্ম্মচারীর বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং উহার পরিমাণ তাহার মাসিক বেতনের শতকরা ৬।০ আনার কম হইতে পারিবে না। (৫) দোকান কর্ম্মচারীদের বার্ষিক কার্য্যকাল ১১ মাস করিতে হইবে। (৬) কর্ম্মচারীদের জন্য প্রোভিডেণ্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৭) দোকান কর্ম্মচারীরা সভাসমিতি এবং অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবে।

রাই, সরিষা ও তিসির চাষের পূর্ব্বাভাষ

ব্যবসা বাণিজ্যসংক্রান্ত সংবাদ সরবরাহ বিভাগের আফিস হইতে জানান হইয়াছে, ১৯৪০-৪১ সালের রাই, সরিষা ও তিসি চাষের চূড়ান্ত নিখিল ভারতীয় পূর্ব্বাভাষ নিম্নোক্তরূপ :—

১৯৩৯-৪০ সালে রাই ও সরিষার চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৬১ লক্ষ ১৩ হাজার একর ; ১৯৪০-৪১ সালে এই জমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬০ লক্ষ ৬৩ হাজার একর। গত বৎসর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ১৭ হাজার টন ; আলোচ্য বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ১০ লক্ষ ৮৩ হাজার টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

তিসি চাষের বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালের ৩৭ লক্ষ ১৫ হাজার একরের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে ৩৫ লক্ষ ৮৩ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে। পূর্ব্ববর্তী বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টন ; বর্ত্তমান বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টন।

বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ পরামর্শদাতা

মিঃ ইউ কে ঘোষাল আই সি এস্ বাংলা সরকারের নিয়োগ পরমার্শ-দাতার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

চট্টগ্রামে আলোক নিয়ন্ত্রণ

চট্টগ্রামে আলোক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মর্ম্মে বাঙ্গলা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে :—

গত ২৯শে মে তারিখের কলিকাতা গেজেটে আলোক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে সব আদেশ ও নির্দ্দেশ প্রচারিত হইয়াছে এবং যাহা চট্টগ্রামেও বলবৎ করা হইবে তৎপ্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। জনসাধারণের সুবিধার্থে অবিলম্বেই উহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া ১৯শে জুন হইতে করা হইবে। ইহার ফলে লোক যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া লইবার সময় ও সুবিধা পাইবে। কলিকাতা অঞ্চলে বর্ত্তমানে যেরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিয়াছে ঐ স্থানেও তদ্রূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলা সরকার চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঐরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চল রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থার আশ্রয় লইতেছেন জনসাধারণ তাহার সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া চলিবে বলিয়া সরকার আশা পোষণ করেন।

যুক্তপ্রদেশে কল-কারখানার বৃদ্ধি

১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে জানা যায়, শিল্পোন্নতির দিকে যুক্তপ্রদেশ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। উক্ত ডিসেম্বর মাসে ৭৮টি নূতন কারখানা রেজেষ্ট্রিভুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০টি ইঞ্জিনীয়ারিং, ৭টি কাচের চুড়ির, ১৩টি ধাতব কার্য্যের, ৮টি মোটর সংক্রান্ত, ৬টি বরফের কল, ২০টী ছাপাখানা এবং ৯টী বিবিধ প্রতিষ্ঠান।

বিমানপোত নির্ম্মাণে ভারতীয় কাষ্ঠ

বিমানপোত নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ সরবরাহের জন্য দেরাদুনস্থ ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্ তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলের দেবদারু ও অন্যান্য বৃক্ষ লইয়া বিশেষ পরীক্ষাকার্য্য চলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত সন্তোষজনক ফল লাভ না হইলেও আশা করা যায় অচিরেই বিমানপোত নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠের অভাব হইবে না।

ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগ উক্ত পরীক্ষা কার্য্যে ৩৷৷ হাজার টাকা দিয়াছেন।

কানাডায় বেকার-বীমা

কানাডার জাতীয় বেকার-বীমা কমিশন এই বৎসরের প্রথম ভাগে কিভাবে বীমা তহবিলের কার্য্যাদি চালান হইবে এবং কোন তারিখ হইতে বীমা তহবিলে চাঁদা দিতে আরম্ভ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে নিয়ম কানুন প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম বৎসরে বীমা তহবিলে চাঁদার পরিমাণ ৬ কোটী ডলার দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মালিকেরা ২ কোটী ৪০লক্ষ ডলার এবং কর্ম্মচারীরা অনুরূপ চাঁদা ও ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট ১কোটী ২০ লক্ষ ডলার দিবেন। ইহা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের কোষাগার হইতে বীমার ব্যবস্থাসংক্রান্ত কার্য্যাদি চালাইবার জন্য প্রায় ৪ হাজার কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদ অনুমান ৫০ লক্ষ ডলার বৎসরে ব্যয়িত হইবে। কমিশন জানাইয়াছেন যে, এই বীমা তহবিলের দ্বারা প্রায় ২১ লক্ষ কর্ম্মচারীর স্বার্থ রক্ষিত হইবে।

পাঞ্জাবের জনসংখ্যা

লোক গণনা সম্পর্কে যে চূড়ান্ত সংখ্যার হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে পাঞ্জাবের বর্ত্তমান জনসংখ্যা ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৫ হাজার বলিয়া জানা যায়। উপরের সংখ্যা অনুসারে পাঞ্জাবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যার হার এইরূপ :—মুসলমান ৫৬·৪৮ (মোট সংখ্যা ১৫৭৮৮০০০); হিন্দু ২৬·৬০ (মোট সংখ্যা ৭০৮৮০০০); শিখ ১৩·৪২ (মোট সংখ্যা ৩৭২৮০০০); আদিবাসী ৩৪৩০০০ ; খৃষ্টান ৪৮৪০০০ ; জৈন ৩৭০০০ ; অন্যান্য ৭০০০ জন।

গবাদি পশুর সংক্রামক ব্যাধি

গো-মহিষাদি পশুর মধ্যে নানারূপ সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যেই ঢাকা, বরিশাল ও কার্শিয়াং অঞ্চলে তিনটি টীকা দেওয়ার কেন্দ্র স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

আসামে নূতন রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের পরিকল্পনা

অতিরিক্ত চা-কর হইতে যে অর্থ আয় হয় উহা নূতন রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও সেইগুলির রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করিবার জন্য আসাম সরকার মনস্থ করিয়াছেন। রাস্তা ও পুল কোথায় কিরূপ নির্ম্মাণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য আসাম যানবাহন চলাচল বোর্ডের একটি সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ত্ত বিভাগ কার্য্যে অগ্রসর হইবে।

কলিকাতার গো-মহিষাদির বাজার

গত ১৭ই মে তারিখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে ১৩৫টি দুগ্ধবতী গাভীর আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯৭টি আসিয়াছে পাঞ্জাব হইতে এবং অবশিষ্ট সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ হইতে। আলোচ্য সপ্তাহে পাঞ্জাব হইতে ১৮৭টি ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১৫০টি মহিষও কলিকাতায় আনা হইয়াছে। গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৫৫৲ ও ১৫০৲ টাকা হইতে ১০৫৲ ও ১৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গাভীগুলি প্রত্যহ ৫ সের হইতে ৮ সের এবং মহিষগুলি ১০ সের হইতে ১২ সের করিয়া দুধ দেয়।

বাঙ্গলার শিশুমৃত্যুর হার

গত ২০শে মে তারিখে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে ক্যালকাটা রোটারি ক্লাবের এক সাপ্তাহিক ভোজ-সভায় বাঙ্গলার সরকারী দপ্তরখানার শিশু ও মাতৃমঙ্গল বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ডাঃ মিস্ এস পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক বক্তৃতা হইতে জানা যায় যে, প্রতি বৎসর বাঙ্গলা দেশে গড়ে ১৬ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করে; এই ১৬ লক্ষের মধ্যে ৩ লক্ষ শিশু অর্থাৎ প্রায় শতকরা বিশ ভাগ এক বৎসর পূর্ণ হইবার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর ৪০ হাজার জননী সন্তান-প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মালদহে আম্র প্রদর্শনী

উৎকৃষ্ট ধরণের আম ও আমজাত খাদ্যাদির উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আগামী জুন মাসে মালদহে একটি আম প্রদর্শনী হইবে। এই উদ্দেশ্যে যে স্থানীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে মালদহের কালেক্টর উহার প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন।

পাঁচ লক্ষ থলিয়ার অর্ডার

ইণ্ডিয়ান জুট্ মিলস্ এসোসিয়েশন্ সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আরও পাঁচ লক্ষ থলিয়ার অর্ডার পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে দুই লক্ষ থলিয়ার ডেলিভারী দিতে হইবে আগামী জুন মাসের মাঝামাঝি এবং বাকী তিন লক্ষ থলিয়া আগামী জুলাই মাসের শেষ ভাগে দিতে হইবে।

বোম্বাই সরকার কর্ত্তৃক কারিগরদের সাহায্য

দেশীয় কারিগরেরা যাহাতে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়া তাহাদের শিল্পকার্য্য চালাইতে পারে তদুদ্দেশ্যে বোম্বাই সরকার তাহাদের অর্থসাহায্য করিবেন এবং দাদন ও কার্য্যকরী মূলধনের যোগান দিবেন। সাহায্য বাবদ দেয় অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ ও দাদন বাবদ শতকরা ৫০ ভাগ দেওয়া হইবে। ইহাছাড়া দরকার হইলে আরও অতিরিক্ত কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রত্যেক মালিককে কিস্তিতে সমপরিমাণ হারে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে পরিশোধ করার সর্ত্তে এই টাকা দাদন দেওয়া হইবে। শিল্প বিভাগের পরিচালক সাধারণতঃ প্রত্যেক কারিগরকে ৫ শত টাকা সাহায্য বাবদ এবং ২ শত ৫০৲ টাকা কার্য্যকরী মূলধন হিসাবে দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

১৯৪০-৪১ সালে ভারতে কয়লার বাণিজ্য

১৯৪০-৪১ সালে বৃটীশ ভারতে ২৫ কোটী ৮ লক্ষ ১৫ হাজার টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। কয়লা উত্তোলন ব্যাপারে ইহার পরিমাণ সর্ব্বোচ্চ হইলেও কয়লার রপ্তানী বাণিজ্য সমপরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে কয়লার রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৭০ টন এবং মাসিক রপ্তানীর হার হিসাবে ইহাই সর্ব্বোচ্চ। ১৯৪০ সালে ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই দশ মাসে সর্ব্বসমেত ১৭ লক্ষ ১৬ হাজার টন কয়লা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল; ১৯৩৯-৪০ সালে এই সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১৬ লক্ষ ১৮ হাজার টন। ১৯৩৯-৪০ সালে সম্বৎসরে ২০ লক্ষ ৯ হাজার টন কয়লা রপ্তানী হইয়াছিল। কয়লা রপ্তানীর মূল্য হিসাবে ১৯৩৯-৪০ সালে টাকার পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৮৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৬ শত ১৯৲ টাকা, কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে কয়লা রপ্তানীর দাম বাবদ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৮৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ২ শত ৯৮ টাকা, অর্থাৎ ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩ শত ২১ টাকা কম। ভারতে কয়লার আমদানী সম্বন্ধে দেখা যায় যে, ১৯৪১ সালের ৩১শে জানুয়ারী যে দশ মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে ৫ হাজার টন কয়লা বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে এই সময়ে ১৮ হাজার টন কয়লা আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে মোট আমদানী কয়লার মূল্য ছিল ১ লক্ষ ১১ হাজার ২ শত ৫৩ টাকা। ইহার পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ সালে আমদানী কয়লার মূল্যের চেয়ে ৮৪ হাজার ৮ শত ৭৬৲ টাকা কম। ১৯৪১ সালে ভারতে আমদানী প্রতি টন কয়লার মূল্য ২১৲ টাকা হারে বলবৎ ছিল। পক্ষান্তরে ১৯৪০ সালে ইহার মূল্য ছিল টন প্রতি ১০৸৹ আনা। ১৯৪১ সালে মার্চ্চ মাসে ভারত হইতে রপ্তানী প্রতি টন কয়লার মূল্য ছিল ৯৷৴১০ পাই, ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে ইহার মূল্যের হার ছিল টন প্রতি ৯৷৴৬ পাই।

ভারতে তুলার বস্ত্রের উৎপাদন ও বাণিজ্য

১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ত্রৈমাসিক হিসাবে দেখা যায় যে, এই তিন মাসে ভারতের তুলা এবং তুলাজাত বস্ত্রাদির উৎপাদন ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ভারতে তুলাজাত বস্ত্রাদির উৎপাদন হইয়াছে ১৪৪ কোটী ৫০ লক্ষ গজ। আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে বিদেশী তুলাজাত বস্ত্রাদির ভারতে আমদানীর পরিমাণ ১৮ কোটী ৪০ লক্ষ গজ। ভারত হইতে ১১ কোটী ১০ লক্ষ গজ তুলাজাত বস্ত্রাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। এই সময়ে কাপড়ের কলে ভারতীয় তুলা ৮ লক্ষ ৭২ হাজার বেল (৪ শত পাউণ্ডে এক বেল) ব্যবহৃত হইয়াছে ও ৯৯ হাজার বেল বিদেশী তুলা ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার বেল ভারতীয় তুলা বৃটীশভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

ভারতের বীমাসমবায় সমিতি

১৯৩৮-৩৯ সালের ভারতে বীমাসমবায় সমিতিসমূহের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই বৎসরে এই সমিতিগুলির সংখ্যা ১১ টী, ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ৯টী, এই সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা ২০ ৯ শত ৪৫ জন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৬ হাজার ৫ শত ৭৪ জনে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে বীমাকারীদের সংখ্যা ৬ হাজার ৩ শত ৪৪ হইতে ৮ হাজার ৩ শত ৯০ জন পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। এই সকল সমিতিগুলি ১ কোটী ৩০ লক্ষ ৮২ হাজার ৯ শত ৫১৲ টাকার বীমার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং এই বীমার চাঁদার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭ শত ৫২৲ টাকা। সর্ব্বসমেত বীমার দাবীর পাওনা বাবদ ১ লক্ষ ২০ হাজার ৫ শত ১৬ টাকা দেওয়া হইয়াছে। অফিসের এবং অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত কার্য্যাদির জন্য ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৭ শত ৩৪৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সমিতিগুলির ২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার পূর্ণবীমা করিয়াছে এবং ইহার চাঁদা বাবদ ২২ হাজার ৪ শত ৯৭৲ টাকা দিয়াছে। এইসব বীমাসমিতির হাতে ১৯৩৮-৩৯ সালে ৭ লক্ষ ৭১ হাজার ৮ শত ২৩৲ টাকা মজুদ আছে। ইহার মধ্যে বোম্বাইয়ের একটী বীমা সমিতি গবাদি পশু সংক্রান্ত বীমার কাজকারবার করিয়াছে। যে সকল সমিতি কৃষিবীমা সম্বন্ধে কোন কাজকারবার করে নাই তাহাদের সংখ্যা মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশে ২ টী এবং বোম্বাই, বাংলা, বরোদা, ইন্দোর এবং হায়দ্রাবাদে প্রত্যেক স্থানে একটী করিয়া মাদ্রাজ প্রদেশে ১ কোটী ২০ লক্ষ ১৯ হাজার ১ শত ৩৮৲ টাকা, বোম্বাই ২৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা এবং হায়দ্রাবাদ ১৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩ শত ৭২৲ টাকার বীমার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত বীমা এজেণ্টের সংখ্যা

১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল বীমার দালালদিগকে বীমাপত্র বিক্রয় করিবার ব্যবসা করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

বাংলা	২১,৪১০ জন
আসাম	৩,১১৩ ,,
বিহার	৩,৮০০ ,,
উড়িষ্যা	৫৩০ ,,
মাদ্রাজ	২৩,৫২৬ ,,
মধ্যপ্রদেশ	৩,৩০৬ ,,
উত্তর পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ	৪৬৩ ,,
বোম্বাই	১৯,০৭৯ ,,
পাঞ্জাব	৬,০১৫ ,,
সিন্ধু	২,১১০ ,,

কোম্পানী প্রসঙ্গ

পুলিশ কো-অপারেটিভ লাইফ্ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

সম্প্রতি আমরা ৫১নং বেণীনন্দন ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটির গত ১৯৪০ সালের একখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ১৫ বৎসর কাল পূর্ব্বে বেঙ্গল পুলিশ কো-অপারেটিভ বেনিফিট ফাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছিল। কালক্রমে ঐ তহবিলে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার মত সঞ্চিত হয়। ঐ টাকা নিয়াই বর্ত্তমানে পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৪০ সালের নবেম্বরে কোম্পানীর প্রাথমিক বিধি ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। তৎপর ৭ই ডিসেম্বর হইতে কোম্পানী কার্য্য আরম্ভ করে। কাজেই ১৯৪০ সালের বর্ত্তমান রিপোর্টে কোম্পানীর এক মাসেরও কম সময়ের কার্য্যফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রিপোর্ট পাঠে দেখা যায় কোম্পানী এই সময়ে ৭১ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ৩৯টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ডিসেম্বর মাসের ভিতরে ৯টি প্রস্তাবে মোট ১৭ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। সকল দিক যেরূপ সুপরিকল্পিত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কোম্পানী বর্ত্তমানে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে উহার সমূহ উন্নতি আশা করা যায়। সার্জ্জেন্টদের ভিতর প্রতি জনে ৩ হাজার টাকা। সাব্ ইন্সপেক্টরদের ভিতর প্রতি জনে ২ হাজার টাকা, এসিষ্ট্যান্ট সাব্ ইন্সপেক্টরদের ভিতর প্রতি জনে ১ হাজার টাকা ও কনেষ্টবলদের ভিতর প্রতি জনে ৫০০ টাকা হিসাবে কার্য্যকরী বীমার প্রচলন সম্পর্কে কোম্পানী একটি স্কীম প্রস্তুত করিয়া তাহা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিয়াছেন। সেই স্কীম বর্ত্তমানে বিবেচিত হইতেছে। কোম্পানী সম্প্রতি আসামে ও পাঞ্জাবে চীফ্ এজেন্সী আফিস স্থাপন করিয়াছে। উহাদের মারফতে কোম্পানীর কার্য্য সম্প্রসারিত হইতেছে।

আলোচ্য সময়ে প্রিমিয়াম বাবদ ১৪ হাজার ৩২৬ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৬ হাজার ৫৮৯ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ৯৪ হাজার ৪৪৬ টাকা। এবার কোম্পানীর মোট দাবীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ হাজার ২৯২ টাকা। কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৩ হাজার ২৩৭ টাকা ও এজেন্টদের কমিশন বাবদ ৬২১ টাকা ব্যয় হয়। অন্যান্য ব্যয় বাবদ বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। পূর্ব্বেকার তহবিল লইয়া বৎসরের শেষে এই কোম্পানীর ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৯২০ টাকার একটা জীবন বীমা তহবিল ও ৩ হাজার টাকার একটি দাদনী তহবিলের জন্য মজুত তহবিল দাঁড়াইয়াছে।

বিভিন্ন তহবিল বাবদ দায় ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর মোট দায় দেখান হইয়াছে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—সরকারী সিকিউরিটি ৮৭ হাজার ৩৬৬ টাকা, ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, ক্যালকাটা পোর্টট্রাষ্ট ও হাওড়া ব্রীজের ডিবেঞ্চার ৪৯ হাজার ১৭৫ টাকা, পোষ্টাল ক্যাস সার্টিফিকেটে ৭ হাজার ৯৩১ টাকা। হাতে ও ব্যাঙ্কে ৬ হাজার ২৭৭ টাকা। ঐ বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

দাশ ব্যাঙ্কের শ্যামবাজার শাখার উদ্বোধন

গত ২৮শে মে বুধবার সন্ধ্যায় ৭৯নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে (কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মোড়ে) কুমার বিশ্বনাথ রায় দাশ ব্যাঙ্কের শ্যামবাজার শাখার উদ্বোধন করেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রজিৎ ফুকন উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। উদ্বোধন প্রসঙ্গে কুমার বিশ্বনাথ রায় স্থানীয় জনসাধারণকে এই নূতন শাখাটির উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে অনুরোধ জানান। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ ও তাঁহার সুযোগ্য সহকর্ম্মীদের কৃতকার্য্যতায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক দেশের আর্থিক উন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক ; কিন্তু ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বাঙ্গলার জনসাধারণ আধুনিক ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এখনো আশানুরূপ সচেতন হইয়া উঠে নাই। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে ব্যাঙ্কের প্রসার কিরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেই কথা বলিয়া বক্তা অতঃপর বাঙ্গলার যুবক সম্প্রদায়কে ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সুযোগসুবিধা দিবার জন্য শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশকে অনুরোধ জানান

শ্রীযুক্ত ফুকন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বাংলার ক্রমোন্নতি বস্তুতই আশা ও আনন্দের বিষয়। এক বৎসর কাল সময়ের মধ্যে কলিকাতা ও বিভিন্ন প্রদেশে দাশ ব্যাঙ্কের বহুসংখ্যক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু সকলকে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে তথা বাঙ্গলার শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে অধিকতর অর্থ ও মনোযোগ দিতে অনুরোধ জানান। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী তাঁহার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন যে, আজকাল বাঙ্গালী যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিকে মনঃসংযোগ করিতেছে ইহা দেশের ও

দশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। শ্রীযুক্ত কিরণ দত্ত ব্যাঙ্কের উপযোগিতা ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়ন করা হয়। ব্যাঙ্কের শ্যামবাজার শাখার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার কুণ্ডু সকলের নিকট সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আবেদন জানান।

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব্ ত্রিপুরা

গত ২৬শে মে কলিকাতা ১১ নং ক্লাইভ রোতে এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব্ ত্রিপুরা লিমিটেডের একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর ঐ শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষ্যে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, দেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলিই বাণিজ্যলক্ষ্মীর বাহন। অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে জন্ম লাভ করিয়া বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কটি অতি অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীতে ত্রিপুর-লক্ষ্মীর বার্ত্তা বহন করিয়া আনিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এই ভাবে দেশীয় রাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক সম্পর্কে যে সমস্ত বিধি প্রচলিত হইতেছে তাহাতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির পক্ষে কথঞ্চিৎ বাধা অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু আমি আশা করি বিশেষজ্ঞগণ এবিষয়ে উপায় উদ্ভাবন করিয়া ইহাদের অগ্রগতির পথ মুক্ত করিয়া দিবেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন যে, যে রাজবংশ সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে উৎসাহ দান করিয়াছেন, সেই রাজবংশের অধিপতি যে বাঙ্গলার শিল্প বাণিজ্যেও উৎসাহ দান করিবেন তাহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। ত্রিপুরাধিপতি যে আজ শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে উৎসাহ দিতেছেন তাহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এবং এই ব্যাঙ্কের প্রতি মহারাজ বাহাদুরের প্রসন্ন দৃষ্টি খুব শুভ লক্ষণ।

সভার প্রারম্ভে এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ব্যানার্জ্জি সভাপতি ও মহারাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ জানান।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

হাওড়া মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয়মাসের হিসাব শতকরা ১৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **রিলায়েন্স জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ ছয়মাসের হিসাবে শতকরা ১৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **বরাকর কোল্ কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসে শতকরা ৩৷৷০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **নাজিরা কোল্ কোং লিঃ**—গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২৷৷০ আনা পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ইণ্ডিয়া গ্যালভানাইজিং কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ২০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ১৫ টাকা। **আর্থার বাটলার এণ্ড কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১।০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ২৷৷০ আনা। **বামার লরি এণ্ড কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ২০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় ১৭৷৷০ আনা। **কারাণপুরা ডেভালপ্মেণ্ট কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১।০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ক্যালকাটা ষ্টিম নেভিগেসন কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়।

পুস্তক পরিচয়

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ল (Indian Insurance Law)। ভারতীয় বীমা আইন সম্পর্কিত প্রামাণ্য ইংরাজী গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র রায় এম-এ, বি এল প্রণীত। দাম পাঁচ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লড আফিস—১৫ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

১৯৩৯ সালে নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে এপর্য্যন্ত তাহা ছয়বার সংশোধিত হইয়াছে। আর এইরূপ সংশোধনের ফলে সমস্ত আইনটিই প্রায় অভিনব হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বীমা আইনের বিধিব্যবস্থাগুলির গুরুত্ব সকল দিক দিয়াই খুব বেশী বলিয়া বীমা ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই প্রথম হইতে সেসমস্ত জানিবার জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। নানারূপ সংশোধনের ফলে অনেকের পক্ষে নূতন করিয়া উহা বুঝিবার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়াছে। কিন্তু দেশে বীমা আইন সম্বন্ধে কতিপয় পুস্তক প্রকাশিত হইলেও সংশোধিতরূপে সমগ্র আইনটিকে সাধারণের নিকট কেহ উপস্থিত করেন নাই। বর্ত্তমান 'ইন্সিওরেন্স ল' পুস্তকটিই ভারতীয় বীমা আইন সম্পর্কে সমস্ত সংশোধনী ব্যবস্থা সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই পুস্তকের রচয়িতা শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র রায় বীমা বিষয়ে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া ভারতবর্ষে সুবিদিত। নব প্রবর্ত্তিত বীমা আইনের বিভিন্ন বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার নিকট পরিচয় রহিয়াছে। উহাদের যথাযথ তাৎপর্য্য সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম। বর্ত্তমান পুস্তকটিতে গ্রন্থকার যেভাবে নূতন বীমা আইনটিকে সকল দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে নূতন বীমা আইনের সমস্ত ধারা ও উপধারা (সংশোধিত আকারে ও বিভিন্ন বিষয়-সূচক টীকা সহ), বীমা আইনের অন্তর্গত নিয়মাবলী, কোন সময় কোন ধারা কি পরিমাণে কার্য্যকরী হইবে তাহার বিবরণ, আইনের বিভিন্ন ধারার বিধান অমান্য করার ফলে যে দণ্ডের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা, ও আইনের বিধি বিধান অনুযায়ী বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদের কখন কোন বিষয়ে কিরূপ কর্ত্তব্য করিতে হইবে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা অতি নিপুনভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। একটি বিশেষ অধ্যায়ে মূল বিধানগুলিকে পাণ্ডিত্য সহকারে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তাহাছাড়া বীমা কোম্পানী সমূহের পরিচালক, পলিসি-গ্রাহক এজেণ্ট ও অডিটর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে পৃথক করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই সমস্তের ফলে সকল শ্রেণীর অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দিক হইতেই পুস্তকটি বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। এবং উহা পাঠ করিলে তাঁহারা যে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন তাহা জোরের সহিত বলা চলে।

ছাপা, বাঁধাই এবং বিষয় বস্তুর বর্ণনা ও সমাবেশ সকল দিক দিয়াই পুস্তকটি অনবদ্য কাজেই উহা সকলের নিকটই বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ফিল্ডম্যান—দ্বিতীয় বার্ষিকী সংখ্যা। প্রাপ্তিস্থান, ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা। বীমাকর্ম্মিদের জন্য পরিচালিত সুপরিচিত ইংরাজী সাপ্তাহিক "ফিল্ডম্যান" গত ৩১শে মে দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ করা উপলক্ষে এক বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংখ্যা মূল্যবান প্রবন্ধ সম্ভারে সমৃদ্ধ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদে পূর্ণ। জীবনবীমার একাধিক দিক সম্বন্ধে এবং প্রভিডেণ্ট ও আকস্মিক-বিপদ-বীমা সম্বন্ধে এই সংখ্যার সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলে বীমাকর্ম্মী ও বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ সমভাবে উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। এই সংখ্যায় প্রকাশিত ষ্ট্যাটিসটিকাল বিভাগটিও খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা এই পত্রিকার পরিচালকবর্গকে এবং বিশেষ করিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ মিত্রকে সে জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ফিল্ডম্যানের এই বিশেষ সংখ্যাটির দাম এক টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩০শে মে

কলিকাতার বাজারে পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় এবারও টাকার বেশ স্বচ্ছলতা দেখা গিয়াছে। কাজকর্ম্মের পরিমাণও পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় কম ছিল। রপ্তানী বিলের পরিমাণও আশানুরূপ হয় নাই, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার ছিল শতকরা মাত্র ৷৷০ আনা। এক কথায় অর্থের স্বচ্ছলতা বজায় রাখিবার দিকেই বাজারের বিশেষ ঝোঁক লক্ষিত হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের আবেদনের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েট বিলের চাহিদা পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। এই সপ্তাহের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, আগামী সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকার ৪০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করিবেন।

গত ২৭শে মে তারিখে ৩ মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এবারের আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৯ পাই দরের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯৮৬ পাই দরের শতকরা ৫৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতম টেণ্ডারসমূহ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারগুলির মোট পরিমাণ ২ কোটি টাকা এবং উহাদের বার্ষিক শতকরা সুদের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে ৮/৯ পাই। আগামী ৩রা জুন তারিখে ৩ মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। গৃহীত টেণ্ডারসমূহের টাকা ৬ই জুন তারিখের মধ্যে দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

আলোচ্য সপ্তাহে ২১শে মে হইতে ২৬শে মে'র মধ্যে ৩ মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। ২৮শে মে হইতে আগামী ২রা জুনের মধ্যে ৩ মাসের মেয়াদী ৯৯৮/০ আনা দরের ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল পূর্ব্বপ্রকাশিত সর্ত্তানুসারে বিক্রয় হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৩শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৫৫ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৫৬ কোটি ২১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে উক্তরূপ ধারের পরিমাণ হইতেছে ৭ কোটি টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের মোট পরিমাণ ছিল ৩১ কোটি ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৩১ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। এই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা; আলোচ্য সপ্তাহে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১২ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫$\frac{১৫}{১৬}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫$\frac{১৫}{১৬}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩।০

(ভারতে বৈদেশিক মূলধন)

যে কোনও বিদেশীকে ভারতে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে ভারতবর্ষ যে কোনও প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে এবং এই বিষয়ে তাহার অধিকার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। এই অবস্থায় স্যার রামস্বামী 'বিদেশী'র সজ্ঞা সঙ্কীর্ণ করিয়া সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সকল দেশকে কেন 'স্বদেশী'র পর্য্যায়ে আনিলেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। তাঁহার মত অনুসারে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের দেশগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থাই অবলম্বন করুন না কেন, সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোনও দেশের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। ইহার ফলে এই হইবে যে, যদি ভবিষ্যতে ভারত গবর্ণমেণ্ট কোনও দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বিশেষ কোনও সাহায্য দান করেন, তাহা হইলে অনুরূপ সাহায্য কেবল যে সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত সকল ইংরেজ কোম্পানীকেই দিতে হইবে তাহা নহে; ভারতে প্রতিষ্ঠিত যে কোনও 'সাম্রাজিক' কোম্পানীকেও তাহা হইতে বঞ্চনা করা যাইবে না।

স্যার রামস্বামী অতি চতুর ব্যক্তির ন্যায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের দায়িত্ব সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার নিজের কোনও মতামত প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যদি বিভিন্ন প্রকার নীতি অনুসৃত হয়, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত অবাধ বাণিজ্য নীতিরই জয় হইবে। এক প্রদেশস্থিত বিদেশী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অন্য প্রদেশস্থিত স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করা যে কিছুমাত্র অসুবিধাজনক নহে, তাহা আমরা এখনই স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। কাজেই প্রকারান্তরে তিনি বৈদেশিক মূলধনে এবং বৈদেশিক পরিচালনাধীনে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতবর্ষে বিনা বাধায় কাজ করিবার সুবিধা দান করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছেন। এদেশের স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বিস্তৃত স্বার্থের দিক হইতে ও বৃহত্তর জাতীয় কল্যাণের দিক হইতে ভারতসরকারের বাণিজ্য সচিবের উক্তরূপ মনোভাব খুবই আপত্তিজনক সন্দেহ নাই।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩০শে মে

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের গতিবিধির উপর অন্যান্য বাজারের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। সপ্তাহের প্রথম ভাগে শেয়ার বাজারের কয়েকটী বিভাগে চড়তির ভাব বজায় থাকিলেও গত দুইদিন ধরিয়া বাজারের অবস্থায় মোটামুটী অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক মিঃ রুজভেল্টের বক্তৃতার আশায় সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজার তেজী ছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ারের দাম ৩০॥৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জানা গিয়াছে কোন বিশিষ্ট দালাল ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ার প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিবার জন্য ইহার মূল্য এইরূপ দ্রুত চড়িয়াছিল। যদিও মিঃ রুজভেল্টের বক্তৃতা জগতের সর্ব্বত্র অতি ভালভাবে গৃহীত হইয়াছে তবুও স্থানীয় শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীদের মতে বক্তৃতা খুব আশাপ্রদ বা সুদূর-প্রসারী সম্ভাব্যতার পরিচায়ক নহে। আজ বাজার আরম্ভ হওয়ার দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ারের দর ২৯।০ আনা নামিয়াছিল, কিন্তু পরে আবার ২৯॥/০ আনায় উঠিয়াছে। ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ারের বিশেষ কোন চাহিদা ছিলনা এবং এই সপ্তাহে ইহার সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ১৮॥০ আনা। পাটকলের শেয়ারের বেশ চাহিদা ছিল। পাটের বাজারের উন্নত অবস্থাই ইহার কারণ। হাওড়ার শেয়ারের মূল্য ৫২।০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য বিভাগে মন্দার ভাব স্থিরভাবেই বলবৎ ছিল।

কোম্পানীর কাগজ

এই বিভাগের বিকিকিনির ব্যাপারে তেজীর ভাব এই সপ্তাহের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। ৩॥০ টকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৫৸০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৲ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হয়। ৩॥০ সুদের ১৯৪৭।৫০ সালের বণ্ড ১০২৸০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০।৭০ সালের বণ্ড ১০৮॥৵০ আনা, এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫।৫৫ সালের ঋণপত্রের দর ১১০৸৶০ আনায় দাঁড়ায়।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কল বিভাগে এ সপ্তাহে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। ডানবার ২০০৲ টাকা। নিউ ভিক্টোরিয়া ২৶০ আনা এবং মোহিনী মিল ১২৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে শেয়ারের মূল্যে অত্যন্ত নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ভাব পরিলক্ষিত হয়। বেঙ্গল ৩৫০৲ টাকা, ধেমোমেইন ১২৶০ আনা, নিউ বীরভূম ১৪৶০ আনা, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৮৲ টাকা, ইকুইটেবল ৩৪৲ টাকা, এবং বোকারো এণ্ড রামগড় ১৪৵০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

পাটকল

চটকল বিভাগে বাজার তেজী ছিল। এ্যাংলোইণ্ডিয়ার দর গত সপ্তাহে ৩০৯৲ টাকা ছিল; এসপ্তাহে বাড়িয়া তাহা হইয়াছে ৩১৯৲ টাকা। গত সপ্তাহে বালির দর ছিল ২১৫॥০ আনা; এ সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে ২১৯৲ টাকা। কামারহাটী এবং নদীয়া গত সপ্তাহের চেয়ে যথাক্রমে ৪৬৮৲ টাকা ও ৫৫৲ টাকা হইতে বাড়িয়া এসপ্তাহে ৪৭৮৲ টাকা এবং ৫৬ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া ন্যাশনাল ২১৸০ আনা, ইণ্ডিয়া ৩১৫৲ টাকা, লোথিয়ান ২৪২৲ টাকা, ওরিয়েণ্ট ১৮৩৲ এবং ওয়েভার্লি ২৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগের কাজকারবারে সপ্তাহের প্রথম দিকে তেজীর লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে আবার পড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল করপোরেশনের শেয়ারের উঠা নামার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক এণ্ড ষ্টিল অর্ডিনারী ১১॥০ আনা, কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং ৪৵০ আনা, বৃটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৬॥০ আনা এবং মার্সালস্ ১৮৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চিনির কল

এই বিভাগে বলরামপুর ৬॥০ আনা, বুলাণ্ড ১৫৸০ আনা, কাণপুর ১৫৸০ আনা, রাজা ১৬৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

চা বাগান

চা বাগানের শেয়ারে ভালরূপ কাজকারবার হয়। দোড়াচেড়া ১২৲ টাকা, কিলকট ৫১৲ টাকা, গঙ্গারাম ৩৮২৲ টাকা, তেজপুর ৭৸/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৪।৵০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ২৲ টাকা, বি, আই করপোরেশন ৪।০ আনা, ডানলপ রাবার ৩৯৸০ আনা, এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ১৬৲ টাকা, টীটাগড় পেপার অর্ডিনারী ১৮৸০ আনা, ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৩৭৲ টাকা, শ্রীগোপাল পেপার ১০।৵০ আনা; রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২০৲ টাকা এবং রুবি জেনারেল ইন্সিওরেন্স ৬।৶০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৩শে মে—৮২/০ ; ২৪শে—৮২৶০ ৮২।/০ ২৬শে—৮২৲ ; ২৯শে—৮২৲ ৮২।/০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৩শে মে—৯৫৵০ ৯৫।/ ; ২৪শে—৯৫।০ ৯৫॥০ ; ২৬শে—৯৫।০ ৯৫৸/০ ; ২৭শে—৯৫॥৵০ ৯৫৸/০ ; ২৮শে—৯৫৸০ ৯৫৸৵০ ; ২৯শে—৯৫৸০ ৯৫৸৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৩শে মে—৯৫/০ ৯৫৶০ ; ২৮শে—৯৫।০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২৩শে মে—১০২॥৵০ ; ২৪শে—১০২॥৶০ ; ২৬শে—১০২।৶০ ; ২৭শে—১০২৸০ ; ২৮শে—১০২॥৵০ ১০২৸০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৩শে মে—১০৮।৵০ ১০৮॥০ ; ২৭শে—১০৮॥৵০ ; ২৮শে—১০৮॥৶০ ১০৮৸০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৩শে মে—১১০॥৶০ ১১০৸৵০ ২৬শে—১১০॥৶০ ১১০৸৶০ ; ২৭শে—১১০৸৵০ ১১১৲ ; ২৮শে—১১০॥৶০ ১১০৸/০। ৫৲ সুদের ইউ, পি বণ্ড (১৯৪৪) ২৩শে মে—১০৬৸০ ; ২৮শে—১০৬৸০। ৩৲ সুদের ইউ, পি, ঋণ (১৯৬১-৬৬) ২৩শে মে—৯৪৲ ; ২৬শে ৯৪৲। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ২৩শে মে—১০৫৸৵০। ৩৲ সুদের ইউ, পি বণ্ড (১৯৫২) ২৩শে মে—৯৬৸/০ ; ২৬শে—৯৭৸৶০ ৯৮৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ২৪শে মে—৯৯৸৵০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৯) ২৪শে মে—৯৮৸৵০ ৯৯৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৭শে মে—১০২৲ ; ২৮শে—১০১৸০ ১০১৸৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ২৮শে মে—১০৪।০।

ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়কৃত) ২৬শে মে—১৪৪৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৪শে মে—১০২৲; ২৬শে—১০১॥০ ১০২॥০; ২৭শে—১০১॥০ ১০২৸০; ২৯শে—১০১॥০ ১০২৲। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায় কৃত) ২৬শে মে—১,৫৫০৲ ১,৫৫৮৲ (কণ্টি) ২৮শে মে—৩৭৮৲ ৩৮০৲।

রেলপথ

সাহাদারা (দিল্লী) সাহারাণ পুর রেলওয়ে ২৪শে মে—১৬০৲ ১৬১৲; ২৭শে—১৬০৲। হাওড়া আমতা রেলওয়ে ২৬শে মে—৯৪৲। ডিহিরি রোটাস রেলওয়ে ২৭শে মে—১০৲। কালীঘাট ফলতা রেলওয়ে ২৮শে মে—৯৫৲।

কয়লার খনি

ভালগোড়া ২৩শে মে—৪।০ ৪॥৵০। বুলানবরারি ২৩শে মে—১০৸০ বরাকর ২৩শে মে—১১৸৵০ ১২।৵০; ২৬শে—১২॥০। (প্রেফ) ২৩শে মে—১৪৯৲ ১৫০৲। রাণীগঞ্জ ২৯শে মে—২৩৸০ ২৪৲। চুরুলিয় ২৩শে মে—১৸৴০; ২৬শে—১।৵০ ১॥৴০। দেউলি ২৩শে মে—৮৴০। বড় ধেমো ২৯শে মে—৩৸৵০ ৪৵০। ধেমো মেইন ২৩শে মে—১২৲ ১২।০; ২৬শে—১১৸৵০ ১২৵০; ২৭শে—১১৸৴০ ১২৴০; ২৮শে—১১৸৵০। নিউ বীরভূম ২৩শে মে—১৩৸৵০ ১৪৵০; ২৬শে—১৩৸০; ২৭শে—১৪৵০; ২৮শে—১৩৸৵০ ১৪৵০ ২৯শে—১৪।৵০। এমালগেমেটেড ২৪শে মে—২৪॥০; ২৬শে—২৪॥০। ইকুইটেবল ২৪শে মে—৩৩॥৵০ ৩৪৲; ২৮শে—৩৩৸৵০ ৩৪।০; ২৯শে—৩৩৸০ ৩৪৵০। সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ২৮শে মে—১৩।০। সেণ্ড্রা ২৪শে মে—১০॥০ ১১৲। বেঙ্গল ২৬শে মে—৩৪৬৲ ৩৪৯৲; ২৭শে—৩৪৭৲ ৩৫০৲; ২৮শে—৩৪৮৲ ৩৫১৲; ২৯শে—৩৪৯৲ ৩৫১৲। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৭শে মে—২৮৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ২৮শে মে—১৪।৴০।

খনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন ২৩শে মে—৪।৵০ ৪॥০; ২৪শে—৪।৴০ ৪।৵০; ২৬শে—৪।৴০ ৪॥০; ২৭শে—৪।৵০ ৪॥৴০; ২৮শে—৪।৵০ ৪॥৵০; ২৯শে—৪।৵০ ৪॥৴০। ইণ্ডিয়ান কপার ২৩শে মে—১৸৴০ ২৴০; ২৪শে—১৸৴০ ২৲; ২৬শে—১৸৴০ ২৲; ২৭শে—১৸৴০ ২৵০; ২৮শে—২৲; ২৯শে—১৸৴০ ২৲। রোডেসিয়া কপার ২৩শে মে—॥৴০; ২৬শে—॥৴০; ২৭শে—॥৵০ ৸৵০। সাতনা ষ্টোন এণ্ড লাইম ২৩শে মে—১২৩৲। কনসোলিডেটেড টীন ২৭শে মে—২।০ ২।৴০; ২৮শে—২৵০ ২।০! করণপুরা ডেভেলপমেণ্ট ২৯শে মে—৭॥০

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২৩শে মে—৯১।০; ২৬শে—১১।৴০; ২৮শে—১১॥০ ১১৸০; (প্রেফ) ২৩শে মে—১১০৲ ১১৩॥০; ২৪শে—১১৩৲; ২৯শে—১১১৲ ১১২৲। (ডেফার্ড) ২৩শে মে—২৸৴; ২৭শে—২॥০ ২৸০। বেঙ্গল পটারীজ ২৯শে মে—৪৸০।

কাগজের কল

টীটাগড় পেপার (প্রেফ অর্ডি) ২৩শে মে—৫।৴০ ৫।৵০; (অর্ডি) ২৩শে মে—১৭৲ ১৭।৵০; ২৪শে—১৭৵০ ১৭॥৵০; ২৬শে—১৭৲ ১৭।৵০; ২৭শে—১৭৵০ ১৭॥০; ২৮শে—১৭৴০ ১৭৸৴০; ২৯শে—১৭৴০ ১৮৴০। ষ্টার পেপার ২৬শে মে—১০।০। শ্রীগোপাল পেপার ২৬শে মে—১০।৴০ ১০॥৴০; ১০।৵০ ১০॥৴০; ২৯শে—১০।৵০। (প্রেফ) ২৬শে মে—১০৬৲; ২৯শে—১০৬॥০ ১০৭॥০। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ২৭শে মে—১৩৫৲; ২৮শে—১৩৪৲ ১৩৭৲; ২৯শে—১৩৭৲। ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ২৭শে মে—১১॥০। (নিউ প্রেফ) ২৭শে মে—১০৩॥০। বেঙ্গল পেপার ২৮শে মে—১১২॥০ ১১৩৲।

কাপড়ের কল

বেণারস কটন এণ্ড সিল্ক ২৩শে মে—২৸০; ২৬শে—২৸০ ২৸৵০। বেঙ্গল নাগপুর (অর্ডি) ২৩শে মে—১৩॥০। মোহিনী মিলস্ ২৬শে মে—১২৲; ২৯শে—১২৵০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৭শে মে—২৴০ ২৴০; ২৮শে—২৴০ ২৴০; ২৯শে—২৴০ ২৴০ (প্রেফ) ২৯শে মে—৫।৵০ ৬॥৵০। ডানবার ২৮শে মে—১৯৭৲ ২০০৲।

চা বাগান

ইষ্টার্ণ কাছাড় ২৩শে মে—৭।৵০ ৭॥৵০। হানসকোয়া ২৩শে মে—৯৸৵০ ১০॥০; ২৬শে—১০৵০ ১০।৵০। লোহার ভেলী ২৩শে মে—২০৲। লুবা ২৩শে মে—৪।৴০; ২৮শে—৪।৴০ ৪।৴০। তেজপুর ২৩শে মে—৭॥৵০; ২৮শে—৭॥০ ৭৸৴০। কালা চেড়া ২৪শে মে—৬৯৲। মেঘলা ২৪শে মে—৪৬৫৲। কৃষ্ণবিহারী ২৪শে মে—১২॥৵০। নাগাইস্লুরি ২৪শে মে—৯৯৬৲। ওকাইতি ২৪শে মে—৬০০৲। ডোরা চেড়া ২৬শে মে—১১৸০; ২৭শে—১১৸০ ১২৲; ২৮শে—১২৲। এলেনবাড়ী ২৬শে মে—২৯৫৲। কিলকট ২৬শে মে—৫০॥০ ৫১৲; ২৭শে—৫০॥০ ৫১৲। উডলা বাড়ী ২৬শে মে—২১॥০ পেট্রোকোলা ২৬শে মে—৮৮৫৲ ৮৯২॥০। সরুগাও ২৬শে মে—৮।০; ২৭শে—৮।০। ডাফলাগড় ২৭শে মে—১৪৲ ১৪।০। ২৮শে—১৪।০ ১৪॥০। গাইলি ২৭শে মে—১০।০। পুলানগুড়ি ২৭শে মে—২২৫৲ ২২৬॥০। নিউ চুমতা ২৭শে মে—৩১৸০। গঙ্গারাম ২৮শে মে—৩৮২৲। পুসিমবং (প্রেফ) ২৮শে মে—১১৩৲ ১১৪৲; রুত্তেমা ২৮শে মে—৮৲ ৮।০; সেপোয় ২৮শে মে—১১।০ ১১॥০; এথেলবাড়ী ২৯শে মে—১১৲ ১১॥০। হাণ্টাপাড়া ২৯শে মে—৩৭৫৲ ৩৭৭৲; তেলিয়া পাড়া ২৯শে মে—৪২২॥০ ৪২৫৲।

চিনির কল

বলরামপুর ২৩শে মে—৫॥৵০ ৫৸৵০; ২৯শে—৬।০ ৬॥০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার (প্রেফ) ২৩শে মে—১২৫৲; (অর্ডি) ২৭শে মে—৮৲। রাজা ২৭শে মে—১৫॥০ ১৫৸০; ২৯শে—১৬৲। বুলাণ্ড ২৯শে মে—১৫৸০। কাণপুর ২৯শে মে—১৫৸০। প্রতাপপুর (প্রেফ) ২৯শে মে—১৫॥০।

কেমিক্যাল

এনাকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ২৬শে মে—১৬৲; ২৭শে—১৫৸৵০; ২৮শে—১৫৸৵০ ১৬৲; (প্রেফ) ২৬শে মে—১১৯৲ ১২০৲। বেঙ্গল কেমিক্যাল (অর্ডি) ২৮শে মে—৩৮১৲। লিষ্টার এণ্টিসেপটীক (প্রেফ) ২৯শে মে—৮৫৲।

ইলেকট্রীক ও টেলিফোন

বেণারস ইলেকট্রিক ২৩শে মে—১৩৸৵০ ১৪৵০। বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ) ২৩শে মে—১১৸০ ১২৲। জব্বলপুর ইলেকট্রীক ২৩শে মে—১৪।০। পাটনা ইলেকট্রীক ২৩শে মে—১৭।০; ২৯শে—১৭॥৵০; ইউ, পি, ইলেকট্রীক ২৬শে মে—১৮৯৲; ২৭শে—১৮৭৲ ১৮৮৲। সাজাহানপুর ২৯শে মে—৬॥০। আপার গ্যাঞ্জেস ২৯শে মে—১২৴০।

ডিবেঞ্চার

৩৷০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রিজ ২৪শে মে—৯৭৸৶০। ৩৷০ সুদের (১৯৬৬-৭৬) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ২৪শে মে—১০০॥০। ৫৷০ সুদের (১৯৩৮-৪৫-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ ২৬শে মে—১০২৷০; ২৮শে—১০২৲ ১০২॥০। ৩৷০ সুদের (১৯৬৬-৭৬) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ২৭শে মে—১০০৷০। ৫॥০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ডালমিয়া সিমেণ্ট ২৮শে মে ১০২॥০ ১০৩॥০। ৬৲ সুদের (১৯৩৫-৪৫) হুমায়ুন প্রপার্টিজ ২৮শে মে—১০৫॥০।

পাট কল

আদমজী ২৩শে মে—২৩৸৵০; ২৮শে—২৪৷০। এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ২৩শে মে—৩১১৲ ৩১৬৲; ২৪শে—৩১৪৲ ৩১৬৲; ২৭শে—৩১৬৲ ৩১৯॥০; ২৮শে—৩১৬৲ ৩১৯॥০; ২৯শে—৩২০৲। অকল্যাণ্ড ২৩শে মে—১৬৩৲ ১৬৪৲; ২৮শে—১৬৫৲ ১৬৯৲। বজবজ ২৩শে মে—৩৪৫৲; ২৭শে—৩৪৮৲ ৩৫২৲; ২৮শে—৩৫০৲ ৩৫৪৲, ২৯শে—৩৫২৲ ৩৫৪৲। ক্রেইগ ২৩শে মে—১৷৵০ ১॥০; ২৬শে—১৷৶০; ২৮শে—১৷৶০; (প্রেফ) ২৭শে মে—৫৩৷০; ২৮শে—৫২৲। এম্পায়ার ২৩শে মে—২৩৷০ ২৩॥০; (প্রেফ) ২৮শে মে—১৫৫৲ ১৫৬৲। ফোর্ট গ্লষ্টার (প্রেফ) ২৩শে মে—১৭২৲ ১৭৩৲; (অর্ডি) ২৭শে মে—৪৭৫৲ ২৯শে—৪৭৯৲। হেষ্টিংস (প্রেফ) ২৩শে মে—১৩৬॥০ ১৩৭॥০। হাওড়া ২৩শে মে—৫১৵০ ৫২৲; ২৪শে—৫১৷০ ৫২৲; ২৬শে—৫১৲ ৫১॥০; ২৭শে—৫১৸৵০ ৫২৷০; ২৮শে—৫২৷০ ৫২৸০; ২৯শে—৫২৷০। কামারহাটী ২৩শে মে—৪৬৬৲ ৪৬৮৲; ২৪শে—৪৬৮৲ ৪৭২॥০; ২৬শে—৪৬৬৲ ৪৭৩৲; ২৭শে—৪৭১৲ ৪৮০৲; ২৮শে—৪৭৬৲ ৪৮০৲; ২৯শে—৪৮০৲ ৪৮১॥০। মেঘনা ২৩শে মে—৩৯॥০ ৪০॥০; ২৪শে—৩৯॥০। নর্থ ব্রুক (প্রেফ) ২৩শে মে—১৪৬॥০। বেলভেডিয়ার ২৪শে মে—৩৬৭৲ ৩৬৮৲; ২৬শে—৩৬৮৲ ৩৭০৲; ২৮শে—৩৭৪৲; ২৯শে—৩৭৪৲। নদীয়া ২৩শে মে—৫৫৷৵০ ৫৬৲; ২৪শে—৫৫৸০ ৫৬৷০; ২৬শে—৫৪॥০ ৫৫৲; ২৭শে—৫৫॥৵০ ৫৬৷০; ২৮শে—৫৫॥০; ২৯শে—৫৬৲। প্রেসিডেন্সী ২৩শে মে—৪৷০ ৪৷৵০; ২৬শে—৪৷০; ২৭শে—৪৷৵০ ৪॥৵০; ২৮শে—৪৷৵০ ৪৸/০; ২৯শে—৪॥/০ ৪॥৶০। সুরা (প্রেফ) ২৩শে মে—১১৭॥০। হুগলী (প্রেফ) ২৪শে মে—১৮॥০; ২৬শে—১৮৸/০; (অর্ডি) ২৬শে মে—৬২৸০। কিনিসন (প্রেফ) ২৪শে মে—১৭৫৲। লোথিয়ান ২৪শে মে—২৩৬॥০; ২৭শে—২৪২৲। নৈহাটী ২৪শে মে—২৮২৲; ২৮শে—২৮৮॥০। ন্যাশনাল ২৪শে মে—২১৸০ ২২৲; ২৭শে—২১৸০। এলায়েন্স ২৬শে মে—২৫৯॥০। ক্লাইভ ২৬শে মে—২২৸৵০; ২৭শে—২৩৵০ ২৩॥৵০; ২৮শে—২৩৷০ ২৩॥০; ২৯শে—২৩॥০; (প্রেফ) ২৮শে মে—১৩৮৲ ১৩৯॥০। হুকুমচাঁদ (প্রেফ) ২৬শে মে—১২২৲ ১২৩৲; ২৭শে—১২২৲ ১২৩৲; ২৮শে—১২২॥০ ১২৪৲; (অর্ডি) ২৮শে মে—৮৸৵০। ইণ্ডিয়া ২৬শে মে—৩১০৲ ৩১২৲; ২৭শে—৩১৫৲; ২৮শে—৩১৫৲ ৩১৯৲। কাকনাড়া ২৬শে মে—৩৭৩৲; ২৭শে—৩৭৪৲ ৩৮১৲; ২৮শে—৩৭৮৲ ৩৯০৲; ২৯শে—৩৭৯৲ ৩৮২৲। নস্করপাড়া ২৬শে মে—১৬৸০; ২৯শে—১৬॥৶০ ১৭৶০। রিলায়েন্স ২৬শে মে—৫৪৷৵০ ৫৫৲। বেঙ্গল জুট (অর্ডি) ২৭শে মে—১৪৲ ১৪॥৵০। বালি ২৭শে মে—২১৭৲ ২১৯; ২৯শে—২১৭॥০। কেলিডনিয়ান ২৭শে মে—৩৬৭৲; (প্রেফ) ২৮শে মে—১৭৩ ১৭৫৲। ডেল্টা ২৭শে মে—৩৮৬৲ ৩৮৯৲; ২৯শে মে—৩৯০৲। ল্যান্সডাউন ২৭শে মে—১৪১৲; ২৮শে—১৪২॥০। ওরিয়েণ্ট ২৭শে মে—১৮০৲ ১৮৩৲। ওয়েভার্লি (অর্ডি) ২৭শে মে—২॥/০ ২৸০; ২৮শে—২॥/০ ২॥৶০; ২৯শে—২৷৶০ ২৸/০; (প্রেফ) ২৭শে মে—৫৩৷০। চিত্তভলসা ২৮শে মে—৪৸৵০; (প্রেফ) ২৮শে মে—১১১৲ ১১২৲। কেলভিন ২৮শে মে—৪৫২॥০ ৪৫৫৲। আগরপাড়া ২৯শে মে—২৭৲। বিরলা ২৯শে মে—২৭॥৶০ ২৮৲। গ্যাঞ্জেস ২৯শে মে—২৫৯॥০। গৌরীপুর ২৯শে মে—৯৬৩॥০। নেলিমার্লা ২৯শে মে—৮৲ ৮৷০; ইউনিয়ন ২৯শে মে—৩৭৩৲।

ইঞ্জিনীয়ারিং

বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৩শে মে—৩৬৭৲ ৩৬৯৲; ২৬শে—৩৬৮৲ (প্রেফ) ২৮শে মে—১৪৩৲ ১৪৪৲। হুকুমচাঁদ ষ্টিল (অর্ডি) ২৩শে মে—১১/০; ২৬শে—১১৵০ ১১॥৵০; ২৭শে—১১৷৶০ ১১৸০; ২৮শে—১১৷৶০ ১১॥/০ ২৯শে—১১৷৵০; (ডেফার্ড) ২৬শে মে—২৷০ ২৷৵০; ২৭শে—২৷৶০; ২৮শে—১৷/০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৩শে মে—২৮৸৵০ ২৮৸৶০ ২৯৲ ২৯/০ ২৯৵০ ২৯৶০ ২৯৷০ ২৯৷/০ ২৯৸৶০; ২৪শে—২৯/০ ২৯৵০ ২৯৷০ ২৯৷/০ ২৯৷৵০ ২৯৷৶০ ২৯॥০ ২৯॥৵০; ২৬শে—২৮৸৵০ ২৯৷০ ২৯৷/০ ২৯৷৵০ ২৯॥০; ২৭শে—২৯৸০ ২৯৸৵০ ২৯৸৶০ ৩০/০ ৩০৵০ ৩০৶০ ৩০৷০ ৩০৷৵০ ৩০৷৶০ ৩০॥০ ৩০॥৶০; ২৮শে—২৯॥০ ২৯॥/০ ২৯॥৶০ ২৯৸০ ২৯৸/০ ২৯৸৶০ ৩০৲ ৩০/০ ৩০৵০ ৩০৶০ ৩০৷০ ৩০৷/০ ৩০৷৵০ ৩০৷৶০ ৩০॥০ ৩০॥/০ ৩০॥৵০ ৩০॥৶০; ২৯শে—২৯৲ ২৯৷/০ ২৯৷৶০ ২৯॥০ ২৯॥/০ ২৯॥৵০ ২৯॥৶০ ২৯৸০ ৩০/০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ওয়াগন (প্রেফ) ২৩শে মে—১৬১৲; (অর্ডি) ২৬শে মে—৬১৲ ৬২৲; ২৭শে—৬১৷০ ৬২৲। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ২৩শে মে—৬৵০; ২৪শে—৬৲। আর্থার বাটলার ২৮শে মে—১০৸০। ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ২৩শে মে—১৭৸৶০ ১৮৲ ১৮/০ ১৮৵০ ১৮৷০ ১৮৷/০; ২৪শে—১৮৲ ১৮/০ ১৮৵০ ১৮৷/০; ২৬শে—১৭৸৵০ ১৮৷০; ২৭শে—১৮৷৵০ ১৮৷৶০ ১৮॥০ ১৮॥৵০ ১৮৸০ ১৮৸৵০ ১৯৲; ২৮শে—১৮৵০ ১৮৶০ ১৮৷০ ১৮৷/০ ১৮৷৶০ ১৮॥০ ১৮॥/০ ১৮৸০ ১৯৸/০; ২৯শে—১৮/০ ১৮৵০ ১৮৶০ ১৮৷০ ১৮৷৶০ ১৮॥০। ব্রিটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৬শে মে—৬৷০ ৬॥০; ২৯শে—৬॥০। ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারীং ২৮শে মে—৯৸৵০। কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ২৬শে মে—৪৶০ ৪৷০; ২৭শে—৪৷/; ২৮শে—৪৷০; ২৯শে—৪৷/০ ৪৷৶০ (প্রেফ) ২৭শে মে—১২০॥০ ১২২৲। ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস (অর্ডি) ২৭শে মে—৫১৲ ৫২॥০; (ডেয়ার্ড) ২৮শে মে—৩৪॥০ ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৭শে মে—৮৷৵০; ২৮শে—৮৵০। রেণওয়েট এণ্ড কোং ২৮শে মে—৯৲ ৯৷৵০। ইণ্ডিয়ান মেলিয়েবেল এণ্ড কাষ্টীং (ডেফার্ড) ২৮শে মে—২৵০। মার্সালস্ ২৯শে মে—১৸০ ১৸৵০।

বিবিধ

বামারলরি ২৩শে মে—৩২৫৲। ডানলপ রাবার (অর্ডি) ২৩শে মে—৩৯৸০; ২৬শে—৩৯৲; ২৮শে—৩৯॥০; (সেকেণ্ড প্রেফ) ২৩শে মে—১১৫॥০ ২৪শে—১১৫৲ ১১৭৲; ২৬শে—১১৩॥০ ১১৫৲। নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট ২৩শে মে—৫২৲ ৫২৷৵০; ২৬শে—৫২৲ ৫৩৲। ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট (অর্ডি) ২৩শে মে—১৲ ১/০। আসাম সঙ ২৩শে মে—৩৷/০ ৩৷৶০; ২৬শে মে—৩৶০ ৩৷৶০; ২৭শে—৩৷৵০। ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেসন (অর্ডি) ২৩শে মে—৮২৲; ২৯শে—৮৩॥০ ৮৪॥০। পাবলিসিটী সোসাইটি ২৪শে মে—৬৶০। বেঙ্গল ফ্লাওয়ার ২৬শে মে—১১৲। বি, আই করপোরেশন (অর্ডি) ২৬শে মে—৪৲ ৪৵০; ২৭শে—৪৵০ ৪৷০ ২৮শে—৪/০ ৪৶০; ২৯শে—৪৵০ ৪৷৩। ব্রিটীশ সিলোন করপোরেশন (অর্ডি) ২৭শে মে—৩॥৶০ ৩৸৵০; ২৮শে—৩৸৵০; (প্রেফ) ২৭শে মে—৪৵০ ৪৷০। ইণ্ডিয়ান রবার ম্যানুফ্যাকচারিং ২৭শে মে—২৫৸০ ২৬৷০। রুবিজেনারেল ইনসিওরেন্স ২৮শে মে—৬৶০ ৬৷৶০। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ (ডেফার্ড) ২৮শে মে—১॥০

১॥৵০। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ (অর্ডি) ২৮শে মে—১৯৸৹ ২০৲। রুরা টীম্বার ২৮শে মে—১৫।০ ১৫॥০। ক্যালকাটা সেফ ডিপোজীট ২৯শে মে—৬।• ৬৸০ আইভান জোন্স ২৯শে মে—২/০ ২৶০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩১শে মে

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কলিতার বাজারে পাটের দরের অধিকতর উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৩শে মে আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৪৫॥৵০ আনা। গত ২৭শে তারিখ বাজারে পাটের দর ৪৮।৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। ২৮শে মে তাহা ৪৯৸৵০ আনা হয়। অদ্য ৩১শে তারিখ ফাটকা বাজারে পাটের দর নিম্নে ৪৯৸০ আনা ও সর্ব্বোচ্চে ৫০৸০ আনা হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ৫০ টাকায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৬শে মে	৪৫॥৵০	৪৪৵০	৪৫॥•
২৭শে ,,	৪৮।৵০	৪৫।৵০	৪৭॥০
২৮ ,, ,,	৪৯৸৵০	৪৭॥০	৪৯॥০
২৯ ,, ,,	৪৯॥•	৪৭৸০	৪৮৲
৩০ ,, ,,	৪৯।•	৪৭৸০	৪৮৲
৩১ ,, ,,	৫০৸০	৪৯৸০	৫০৲

এ সপ্তাহে কয়েকটি বিশেষ কারণে পাটের বাজার গত সপ্তাহের তুলনায় বেশী তেজী হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ শীঘ্রই যুদ্ধের প্রয়োজনে থলে ও চটের নূতন অর্ডার আসিবে বলিয়া জোর গুজব উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ জাহাজে থলে ও চট রপ্তানী সম্পর্কে পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তৃতীয়তঃ এবার পাটের উৎপাদন কার্য্যতঃ ভালরূপ নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া বাজারে একটা ধারণা স্পষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে চটকলওয়ালাদের দিক হইতে ও অপরদিকে রপ্তানীকারকদের দিক হইতে পাটের দাবীদাওয়া খুবই বাড়িয়া যাইতেছে। বাজারে নূতন পাটের বিকিকিনি সুরু না হওয়ায় পুরাতন পাটের যোগান হইতেই ঐ চাহিদা মিটান হইতেছে। ফলে পুরাতন পাটের দর স্বভাবতঃই খুব বাড়িয়া যাইতেছে।

মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানী গত ২৪শে মে তারিখে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় ঐ তারিখ পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জে সাত আনা, চাঁদপুরে সাত আনা, হাজীগঞ্জে ছয় আনা, চৌমুহানীতে সোয়া পাঁচ আনা, আশুগঞ্জে সাড়ে ছয় আনা, আখাউড়ায় সাড়ে ছয় আনা, নিখলীদামপাড়ায় সাড়ে পাঁচ আনা, এলাসিনে সাড়ে ছয় আনা, সরিষাবাড়ীতে ছয় আনা, ময়মনসিংহে সাত আনা, দেওয়ানগঞ্জে ছয় আনা, সিরাজগঞ্জে ছয় আনা ও ভাঙ্গুরায় সাড়ে পাঁচ আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা কিছু কিছু কাজকারবার করিয়াছে। ডেইজী শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৪৬৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে দর খুব তেজী দেখা গিয়াছে। ইউরোপীয় তোষা শ্রেণীর পাট মিডল প্রতি মণ ৯৸০ আনা ও বটম শ্রেণী ৮৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

থলে ও চট

এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে দরের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ৯ পোর্টার চটের দর ২১॥০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ২৩।০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ২২।০ আনা ও ২৫॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৩০শে মে

বোম্বাইএর সোণার বাজারে এই সপ্তাহের প্রথম ভাগে স্পষ্ট মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। লণ্ডনের সোণার বাজার ১৬৮ শিঃ দরে অপরিবর্ত্তিত ছিল। কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোণা ৪২।৵০ আনা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৪২।/০ আনা এবং গিনির দর ২৮॥৶০ আনা ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় পাকা সোণা ও বড়ালবারের দর যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রূপা

বোম্বাইএর রূপার বাজারও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য সোণার বাজারের ন্যায় অধিকাংশ সময় বন্ধ ছিল। ভারতীয় মিণ্টের রেডী রূপার মূল্য ছিল ৬২৵০ আনা ; কলিকাতার বাজারে প্রতি এক শত তোলা রূপার দর ৬৩৲ টাকা এবং খুচরা রূপার দর ৬৩।০ আনা ছিল। সোণার ন্যায় রূপার দরও আলোচ্য সপ্তাহে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। লণ্ডনের রূপার বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে।

ধান চাউলের বাজার

কলিকাতা, ৩০শে মে

কলিকাতার বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান চাউলের বাজারে পাটনাই শ্রেণীর ধান ও চাউলের চাহিদা ছিল। প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল :—

ধান—২৩ নং পাটনাই—৪/৩ পাই ৪/৬ পাই ; রূপশাল—৩৸৶০ ৪৲ ; কাটারীভোগ—৪।৵• ৪॥• ; সাধারণ পাটনাই—৩৸০ ৩৸/০ ; মাঝারি পাটনাই—৩৸/০ ৩৸৵০ ; দাদশাল—৪৶৬ পাই ৪।০ ; হামাই—৪।০ ৪।/০ হোগলা—৪৲ ৪৶৬ পাই ; যশোয়া—৪৲ ; কুমড়াগোড় (মোটা)—৩।৵০ ৩।৵৬ পাই।

চাউল—রূপশাল (কলছাটা)—৬।৶০ ; কাটারিভোগ (ঢেকি)—৭৸০ ; ধেমো—৬/০ ; ২৩ নং পাটনাই নূতন সাদা—৬৶০ ৬।০ ; আতপ কাটারীভোগ—৮৵৬পাই ; ২৩ নং পাটনাই চাউল—৬।/০।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩০শে মে

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলার দর বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে সপ্তাহের প্রথমভাগে প্রচুর পরিমাণে তুলা ক্রয় করিতে দেখা যায়। কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহের বেশীর ভাগ সময়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য বাজার বন্ধ থাকায় বিশেষ কাজ কারবার হইতে পারে নাই। এই সপ্তাহে তিন দিন বাজার বন্ধ থাকার পর পুনরায় গতকল্য বাজার খোলার দিকে বাজারে বিশেষ তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। তুলার বাজারে ভবিষ্যতে উন্নতির আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ২৬৩৸০ আনা, এপ্রিল-মে (১৯৪২) ২৩৪৲ টাকা, ওমরা জুলাই ১৭৯৲ টাকা, ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৮৬৲ টাকা, বেঙ্গল ১৩৫৲ টাকা, ডিসেম্বার-জানুয়ারী ১৪২৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

সপ্তাহের প্রথম ভাগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলার বাজারে মূল্যের চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। নিউইয়র্কের বাজারে জুলাই মাসে ডেলিভারী

দেওয়ার সর্ত্তে ১৩.২১ সেণ্ট পর্য্যন্ত তুলার দাম বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়া সর্ত্তে ১৩.১৫ সেণ্ট ও অক্টোবর মাসে ডেলিভারী দেওয়া সর্ত্তে ১৩.৩২ সেণ্ট দরে তুলা বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়

বস্ত্রের বাজারে কর্ম্মতৎপরতার ভাব বজায় ছিল। বোম্বাই এবং আমেদাবাদে দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য বস্ত্রের উৎপাদন অনেকটা ব্যাহত হইয়াছে। কাপড়ের কলগুলির হাতে প্রচুর অর্ডার মজুদ থাকায় এবং বস্ত্রের উৎপাদনের স্বল্পতার জন্য কলওয়ালারা কাজ কারবার করিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছে না। এ সত্ত্বেও বস্ত্রের বেচাকেনা মোটামুটি ভালই ছিল। জাপানী বস্ত্রের বাজারে কিছু কিছু কাজকারবার হইয়াছে। সূতার বাজারে কর্ম্মতৎপরতা ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় সূতারকলগুলি প্রচুর পরিমাণে কাজ কারবার করিয়াছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ৩০শে মে

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে কোন উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই এবং চিনির মূল্যের হার অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল। গত সপ্তাহের মত এবারেও চিনির ক্রয় বিক্রয় অতি সাবধানতার সহিত ও নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সুবিধা দরে চিনির বেচাকেনাও সীমাবদ্ধ ছিল। স্থানীয় আড়তদারগণ চিনি বিক্রয় করিবার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখায় নাই, যদিও টাকার প্রয়োজন বশতঃ কোন কোন সাধারণ আড়তদারেরা কিছু কাজ কারবার করিয়াছিল। যে সকল চিনি বিক্রয় করিবার জন্য সিণ্ডিকেট মূল্য হ্রাসের অনুমতি দিয়াছে সেই সকল চিনি বিস্তর পরিমাণে কলিকাতায় আমদানী হইতেছে এই সংবাদ বাজারে রটনা হওয়ায় ভবিষ্যত চিনির বাজারের উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল এবং সেইজন্য বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। স্থানীয় বাজারে ভারতীয় চিনি প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার বস্তা মজুদ ছিল।

কাণপুর—কাণপুরে চিনির বাজারের অবস্থা পূর্ব্ব সপ্তাহের মত অপরিবর্ত্তিত ছিল। যে সকল শ্রেণীর চিনির মূল্য সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক হ্রাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল সেই সকল চিনি প্রচুর পরিমাণে কেনা হইতেছিল এবং এইরূপ জোর চাহিদার জন্য শেষকালে মূল্য হ্রাসের সুবিধা কোম্পানিগকে আর দেওয়া হয় নাই। জুলাই ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে যে সকল চিনি বিক্রয় হইয়াছিল তাহার দরে বেশ উন্নতি লক্ষিত হয়। গোলামাকা চিনির দর মণ প্রতি প্রায় ৵০ আনা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এই সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চিনির দর নিম্নরূপ ছিল :—

মতিপুর—১০।৶৬ পাই ; চম্পারণ—১০।০ আনা ; পলাশী—৯৸৶৩ পাই হইতে ১০৶০ আনা ; দর্শনা—৯৸৶৬ পাই হইতে ১০৬ পাই পর্য্যন্ত ; গোপালপুর—৯৸৶০ ; তমকোহী—৯৸৬ পাই ; নিউ সাভান—৯৸৶৬ পাই ; বেলডাঙ্গা—৯৸৶০ ; সিধোলিয়া—৯।৶৬ পাই ; হারখোয়া—৯৵০।

মসল্লার বাজার

হরিদ্রা	৭।০ ৮৸০ ৯৸০ ১০।০ ১৪৲
জিরা	২২৸০ ২৩৲ ২৪৲ ২৫৲
মরিচ	১২৸০ ১৩৲ ১৩।০
ধনে	৩৸০ ৪।০ ৪৸০
লঙ্কা	৯৸০ ১০।০ ১০৸০
সরিষা	৫।০ ৬৲ ৫৸০
মেথী	৫।০ ৬৲ ৬৸০
কা: জিরা	১০৲ ১০৸০
পোস্তদানা	১১৸০ ১২৸০
দেশী সুপারী	১০।০ ১১৸০ ১২৲
জা: কা: সুপারী	১১৲ ১১৸০ ১১৸০ ১২৲
জা: গো সুপারী	৮৸৶০ ৯৸০ ১০৲
পার্ল কেশুয়া	১১৸৶০ ১১৸০ ১২৲
জাভা কেশুয়া	১৭৲ ১৮৲
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৯৸০ ১০।০ ১০৸০
ছোট এলাচ	৫৲ ৬৲ ৬৸০ সের
বড় এলাচ	৩২৲ ৩৩৲
দারুচিনি	৩৮৲ ৩৮৸০ ৩৯৲
লবঙ্গ	৫৪৲ ৫৭৲
মৌরী	১০৸০ ১১৸০ ১২৲
গুটী খদির	১৪৲ ১৬৲ ১৭৲ ১৮৲
কাগজী বাদাম	১২৲
জ্যৈষ্ঠ মধু	১৪৲ ১৫৲ ১৭৲
কিসমিস	১৬৲ ১৭৲
হিং	২৲ ৩৲ ৫৲ সের
কর্পূর	৭৸০ সের
সাবান বাগমারী	১২৲
মধু	১৩৲
ধুনা	৯৸০ ১০৸০
সাজ্জিকেল অয়েল	১৵০ ডজন

(আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর)

স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী

শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত সরকার কলিকাতা ও নয়া দিল্লীতে দুইটি স্থায়ী শিল্প-প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বিহার সরকারের তকভী ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত

বিহার সরকার ইতিপূর্ব্বে তকভী ঋণ বাবদ ৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন হইলে তকভী ঋণ বাবদ আরও অর্থ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শিল্প গবেষণা বোর্ডের পরিকল্পনা

গত ১৬ই মে তারিখে শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বোর্ডের (বোর্ড অব্ সায়েণ্টিফিক্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ) পঞ্চম অধিবেশনে ১২টি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার সুপারিশ জানান হইয়াছে। তন্মধ্যে এলুমিনিয়াম শিল্পের জন্য কার্ব্বন ইলেকট্রেডস্ তৈয়ারী ও বল্কল হইতে রং প্রস্তুত পরিকল্পনা—এই দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষকদের স্বল্প মেয়াদী ঋণদান

বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার কৃষকগণের নিকট হইতে স্বল্প মেয়াদী ঋণ গ্রহণের দাবী ক্রমেই বাড়িতে থাকায় গত এপ্রিল মাস হইতে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন স্থানে এযাবৎ ১৪½ লক্ষ টাকা শস্যঋণ বণ্টন করিয়াছেন।

মৎস্যজীবীদের অভাব-অভিযোগ

গত ২০শে মে ঢাকা জেলার অন্তর্গত মালিকান্দায় পদ্মা মৎস্যজীবী সমিতির এক অধিবেশনে নিম্নোক্ত অভাব-অভিযোগ জানাইয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। গত বৎসর হইতে পদ্মা নদীর মৎস্যজীবীদের দুরবস্থার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে এখনও উদাসীন রহিয়াছেন। বর্ষাকালে ইলিশ মাছের মরশুমই পদ্মার মৎস্যজীবীদের প্রধান আয়। এই সময়ে প্রায় ৫০ হাজার মৎস্যজীবী পদ্মার বিভিন্ন অঞ্চলে ইলিশ মাছ ধরিবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এই সময় তাহাদের উপর নানারূপ জুলুম চলিতে থাকে। এজন্য মরশুম আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তৃপক্ষকে ঐ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য উক্ত সভায় অনুরোধ ও আবেদন জানান হইয়াছে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ৯ই জুন, সোমবার ১৯৪১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের মূল্য ও কৃষকের স্বার্থ

পাটের দর সম্পর্কে সম্প্রতি একটা সুস্পষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। এপ্রিল মাসের শেষে কলিকাতার ফাটকা বাজারে প্রতি বেল পাটের দর ৩৭ টাকার মত ছিল। মে মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তাহা বাড়িয়া ৪০ টাকা হয়। তৎপর ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাইয়া গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত পাটের দাম ৫০ টাকায় উঠে। এ সপ্তাহে জুন মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে সর্ব্বোচ্চে ৫৪ টাকা দরে ও সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে সর্ব্বোচ্চে ৬২ টাকা দরে পাটের বিকিকিনি হইয়াছে। চটকলওয়ালাদের মতে নানারূপ অবান্তর জল্পনা কল্পনার জন্যই বর্ত্তমানে পাটের দর এইরূপ ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু পাটের বাজারের অবস্থা আমরা যতদূর বুঝিতে পারিতেছি তাহাতে কেবল অবান্তর জল্পনা কল্পনার জন্যই পাটের দর বর্ত্তমানে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি না। চটকলওয়ালারা পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যধিক আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বদাই পাটের দর নিম্নস্তরে রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। গত ডিসেম্বর মাসে যখন গবর্ণমেন্টের সহিত পাট ক্রয় সম্বন্ধে তাঁহাদের চুক্তি হয় তখন তাঁহারা এরূপ ভাব দেখাইয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে পাটের কাটতি বাড়িবার ও দর চড়িবার কোন সম্ভাবনাই নাই। নিছক কেবল পাটচাষীদের হিতার্থেই তাঁহারা পাট ক্রয়ের একটা চুক্তি করিতেছেন। আর সেজন্য চুক্তিতে পাটের দর সম্পর্কে যথাসম্ভব নিম্ন হারই বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু পাট ক্রয় সম্বন্ধে ঐ চুক্তির মিয়াদ শেষ হওয়ার পর বর্ত্তমানে পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আকস্মিকভাবে একটা আশা ভরসার ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। আমেরিকা হইতে চট ও থলের জন্য বেশীরকম দাবী দাওয়া হইতেছে। এতদিন উপযুক্ত সংখ্যক মালবাহী জাহাজের অভাবে আমেরিকায় চট ও থলে প্রভৃতি প্রেরণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট (যুদ্ধ পূরাদমে চলিতে থাকা সত্ত্বেও কেমন করিয়া জানি না) মাল প্রেরণের জন্য বেশী সংখ্যক জাহাজের ব্যবস্থা করিতেছেন। ফলে চটের বাজার অত্যধিক মাত্রায় চড়িয়া গিয়াছে। চড়া মূল্যে বেশী চট যোগান দিয়া লাভবান হওয়ার জন্য চটকলগুলি মাতিয়া উঠিয়াছে; কাজের সময় বৃদ্ধি করারও কথা উঠিয়াছে। অবস্থা বুঝিয়া ফাটকাওয়ালারাও পাটের বেশীরকম দর হাকিতে সুরু করিয়াছেন। বাজারে পুরাতন পাটের যোগান এখন খুব বেশী বলিয়া মনে হয় না। নূতন পাট ফসল সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণনীতি বলবৎ করা হইয়াছে; এবার বিলম্বে পাটের চাষ হওয়ার দরুণ নূতন পাট বাজারে উঠিতেও সময় লাগিবে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে বেশীপরিমাণে থলে ও চট উৎপন্ন হওয়ার ও চড়াদরে তাহা ভালরূপ কাটতি হওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহাতে বর্ত্তমানে পাটের দর বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। তুঃখের বিষয় বাঙ্গলার দরিদ্র পাটচাষীরা পাটের বর্ত্তমান মুল্য বৃদ্ধি দ্বারা প্রায় কিছুই উপকৃত হইবে না। তাহারা গত বৎসরের পাট ইতিমধ্যে প্রায় সম্পূর্ণই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। পুরাতন পাট যাহা আছে তাহা এখন মুখ্যতঃ পাটকলওয়ালা ও পাট ব্যবসায়ীদের হাতেই মজুত রহিয়াছে। কাজেই পাটের বর্ত্তমান মূল্য বৃদ্ধি কেবল তাহাদেরই মুনাফা বাড়াইবে। **পাটের মরশুম আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে কৃষকেরা যখন নূতন পাট বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে তখন পাটের দর প্রায়ই খুব কম থাকে। কিন্তু**

কৃষকেরা পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিলে পর মরশুমের শেষের দিকে পাটের দর প্রতিবৎসরই বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। ইহার পিছনে পাটকলওয়ালা ও পাট ব্যবসায়ীদের কোন কারসাজি আছে কিনা কে বলিতে পারে ?

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে ভারত সরকার একটি বিস্তারিত বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন। দেশের অর্থনৈতিক কর্ম্মধারার গতি প্রকৃতি অবধারণ করিবার পক্ষে এইরূপ রিপোর্টের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেন্ট এই শ্রেণীর রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্বন্ধে সাধারণতঃ এত বিলম্ব করিয়া থাকেন যে, সে সমস্ত প্রকাশ হওয়ার সময়ে তাহাদের উপযোগিতা আর বিশেষ কিছু থাকে না। সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে ১৯৩৮ সালের যে রিপোর্ট প্রাকাশ করিয়াছেন তাহা ঐ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত বলা চলে। ১৯৩৮ সালের পর আড়াই বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই সময় মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থাও যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহাহউক বর্ত্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে ১৯৩৮ সালে ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা কোন দিক দিয়া কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তৎসম্পর্কে একটা ধারণা করা যাইতে পারে।

গত ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে মোট ১৮টি এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ছিল এবং সেই সমস্ত ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৮ সালে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা পূর্ব্বানুরূপই রহিয়াছে। তবে আমানতের পরিমাণ ৫ কোটি ৪ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে দেশে যে যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাও সুখের বিষয়। ১৯৩৭ সালে ভারতে মজুত তহবিল ও আদায়ী মূলধন লইয়া ৫ লক্ষ টাকা কিংবা তাহার বেশী হয় এরূপ যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৩৯টি এবং তাহাতে আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। ১৯৩৮ সালে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িয়া ৪৩টি হইয়াছে। কিন্তু আমানতের পরিমাণ কমিয়া ৯৮ কোটি ৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিল মিলাইয়া এক লক্ষ টাকা হইতে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে পূর্ব্ব বৎসর এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ১০৮টি এবং তাহাতে আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িয়া ১২০টি ও তাহাতে আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িয়া ৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। সমবায় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে উপরোক্ত ধরণের উন্নতি আরও বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে ৫ লক্ষ টাকা বা তদূর্দ্ধ পরিমাণ আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিলবিশিষ্ট সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৪০টি ও তাহাতে আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। ১৯৩৮-৩৯ সালে ঐরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িয়া ৪৩টি ও তাহাতে আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িয়া ২২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা হইয়াছে। আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিল মিলাইয়া ১ লক্ষ টাকা হইতে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে— এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা পূর্ব্বে ছিল ২৫৬টী ও তাহাতে আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৬১টি ও তাহাতে আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িয়া ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। তবে ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যাও কিছু বাড়িয়াছে। ১৯৩৭ সালে এদেশে ৬৫টি যৌথ ব্যাঙ্কের কারবার বন্ধ হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে সেস্থলে ৭৩টি ব্যাঙ্কের কারবার বন্ধ হইয়াছে। দেশে ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তজ্জনিত ক্ষতি নিবারণ-কল্পে সকলের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

বৃটিশ শাসনের ফল

বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যা মিস্ র‍্যাথবোন তাঁহার ভারতীয় বন্ধুগণের উদ্দেশ্যে যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ খোলা চিঠি লিখিয়াছিলেন সম্প্রতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহার জবাব দিয়াছেন। এই জবাব দেশ-প্রীতির প্রেরণায় যেমন তেজোদৃপ্ত তেমনই মনীষা ও সুগভীর চিন্তাধারায় সুসমৃদ্ধ। মিস্ র‍্যাথবোন বলিয়াছিলেন, ইংরাজের কৃপায় ভারতবাসীর চোখ ফুটিয়াছে—ইংরাজের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি আকণ্ঠ পান করিয়া অমানুষ ভারতবাসী আজ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে; সেই ইংরাজের সমূহ বিপদে তাহাদের পক্ষে আজ নিরপেক্ষ দর্শকের মত দূরে দাঁড়াইয়া থাকা অকৃতজ্ঞতারই চূড়ান্ত নিদর্শন। ইহার জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "আমরা অপর যে কোন ইউরোপীয় ভাষার মারফৎ প্রতীচ্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের সহিত সম্যক পরিচয় লাভ করিতে পারিতাম। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি কি জ্ঞানালোকের জন্য ইংরাজের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন? ভারতে সরকারী শিক্ষার খাত বাহিয়া আমাদের নিকট ইংরাজী চিন্তাধারার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু আসে নাই—আসিয়াছে উহার আবর্জ্জনা।......ধরিয়া লওয়া যাউক, আমাদের কাছে ইংরাজী ভাষাই জ্ঞানালোকের একমাত্র পথ। তাহা হইলে 'ইংরাজী ভাষারূপ কূপ হইতে প্রচুর জল পানের' ফল হইয়াছে এই যে, দুই শতাব্দীব্যাপী বৃটিশ শাসনের পরেও ১৯৩১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরাজী জানে। পক্ষান্তরে, মাত্র পনের বৎসর সোভিয়েট শাসনের পর ১৯৩২ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় বালক ও বালিকাদের শতকরা ৯৮ জন শিক্ষিত"। ইহার পরেই কবি বলিতেছেন, "দুই শতাব্দীর অধিককাল ইংরাজ আমাদের জাতীয় ধন সম্পদ শোষণ করিতেছেন। প্রতিদানে তাঁহারা আমাদের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কি করিয়াছেন? আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখি অনশনক্লিষ্ট নরনারী অন্নের জন্য চীৎকার করিতেছে।......আজ ইংলণ্ডের অধিবাসীরা অনশনের আশঙ্কা করিতেছেন। আর খাদ্য বোঝাই জাহাজগুলিকে সামরিক পাহারা দিয়া ইংলণ্ডে আনিবার জন্য বৃটিশ নৌবাহিনীর সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু আমার স্বদেশের নরনারী অনাহারে মরিয়াছে, তথাপি পার্শ্ববর্ত্তী জিলা হইতে তাহাদের জন্য একটা গরুর গাড়ী বোঝাই চাউল আনিবারও ব্যবস্থা হয় নাই। ইহা দেখিয়া আমি স্বদেশের ইংরাজ ও ভারতের ইংরাজগণের মধ্যে পার্থক্য না করিয়া পারি না।"

মিস্ র‍্যাথবোনের চিঠিতে ভারতবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ব্যাকুল আবেদন ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আসল বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার নিরসন হউক বা না হউক কংগ্রেস এবং গোটা ভারতবর্ষ যেন অনতিবিলম্বে গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় আপ্রাণ সাহায্য করিতে থাকে। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের প্রত্যেক লোক শত্রুর আক্রমণ হইতে তাহার গৃহরক্ষার জন্য সশস্ত্র; কিন্তু ভারতে সরকারী আদেশে লাঠি চালনা শিক্ষাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আমাদের দেশের জনসাধারণকে চিরকাল তাহাদের সশস্ত্র প্রভুদের অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল অবস্থায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করিয়াই নিরস্ত্র ও বীর্য্যহীন করিয়া রাখা হইয়াছে। নাৎসীগণ শুধু ইংরাজের পৃথিবীব্যাপী প্রভুত্বের বিরোধিতা করায় ইংরাজগণ তাহাদিগকে ঘৃণা করেন। কিন্তু

মিস্ র‍্যাথবোন আশা করেন আমাদের শৃঙ্খল আরও শক্ত করা সত্ত্বেও আমরা দাসত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার স্বদেশবাসীদের হস্ত চুম্বন করিব।" রবীন্দ্রনাথের এইরূপ যুক্তিপূর্ণ উক্তির পর মিস র‍্যাথবোনের বক্তব্য সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে আর কোন মন্তব্য করিতে যাওয়া অনাবশ্যক।

জাতীয় ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও রপ্তানী বাণিজ্য

কোন দেশের রপ্তানী বাণিজ্য বাড়িলে তৎসঙ্গে দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিরও উপায় হইয়া থাকে,—এইরূপ একটা ধারণা পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভারতের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এই ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের মনেই সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। কেননা ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যে প্রতি বৎসর অনুকূল রপ্তানীর আধিক্য থাকা সত্ত্বেও তাহা দ্বারা এদেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির কোন নমুনা দেখা যাইতেছে না। বরং আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ক্রমেই অধিক পরিমাণে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। অপরদিকে ইংলণ্ড ও জাপান প্রভৃতি দেশ বিদেশে মাল রপ্তানীর তুলনায় বিদেশ হইতে অধিক মাল আমদানী করিয়াও দিন দিনই জাতীয় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। এইরূপ বৈষম্য-মূলক গতি লক্ষিত হওয়ার মূল কারণ কি—সুপ্রসিদ্ধ শিল্প ব্যবসায়ী মিঃ জি ডি বিড়লা সম্প্রতি তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—কোন দেশের পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িলেই উহা দ্বারা সেই দেশের সমৃদ্ধি বুঝা যায় না। পণ্যের আমদানী ও রপ্তানীর সঙ্গে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধনরত্নের আমদানী ও রপ্তানী, এক দেশে অন্য দেশের নিয়োজিত মূলধন বাবদ প্রাপ্য সুদ ও লভ্যাংশ এবং অন্য ধরণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যাবতীয় দেনা পাওনার সমষ্টিগত হিসাব দ্বারাই মোট লাভালাভের খতিয়ান করিতে হয়। সমস্ত প্রকার দেনা পাওনা মিলাইয়া যদি কোন প্রাপ্য দাঁড়ায় তবে তাহাই হইবে সত্যিকার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির উপায়। ভারতবর্ষের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাহিরের সহিত পণ্য বাণিজ্য খাতে ঐ দেশের অনুকূল রপ্তানীর আধিক্য থাকিলেও মোট দেনা পাওনার হিসাবে এ দেশের কোন লাভ বড় একটা থাকে না। বরং হোমচার্জ্জ ও ভারতে নিয়োজিত বিদেশী মূলধনের সুদ ও লভ্যাংশ প্রভৃতি বাবদ বিদেশে ভারতের যে মোট দায় দাঁড়ায়, অনুকূল রপ্তানী দ্বারা তাহা পরিশোধ করা সম্ভবপর নহে বলিয়া ভারতবর্ষকে অনেক সময় বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ রপ্তানী করিতে হয়। ঐ কারণে ভারতের অনুকূল বহির্ব্বাণিজ্য ভারতের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি সম্পর্কে মোটেই সহায়ক হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। অপর দিকে ইংলণ্ড বিদেশে মাল রপ্তানীর তুলনায় বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ মাল আমদানী করিলেও অন্যভাবে বিদেশে তাহার নানারূপ পাওনা সৃষ্ট হওয়ার দরুণ ঐদেশের ঐশ্বর্য্য দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। মিঃ বিড়লার উপরোক্ত মন্তব্য হইতে ভারতীয় অর্থনীতির মূল গলদ যে কোথায় তাহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

চাউলের মূল্য অতিরিক্ত হারে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে এ প্রদেশে লোকের বেশী রকম দুঃখ দুর্দ্দশার সূচনা দেখা যাইতেছে। আর তাহার সময়োচিত প্রতিকারের নিমিত্ত উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বন সম্পর্কে দেশের জনসাধারণ ও সংবাদপত্রসমূহ কিছুকাল যাবৎ গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জনসাধারণের ও সংবাদপত্রসমূহের অজ্ঞতা নিরসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন গত বৎসরের তুলনায় এবার বাঙ্গলায় শতকরা ২৮ ভাগ পরিমাণে এবং সারা ভারতে শতকরা ১৫ ভাগ পরিমাণে ধান কম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দেশে চাউলের যোগান স্বভাবতঃই কম দাঁড়াইয়াছে। তাহার উপর এবার মাল চলাচলের জাহাজের অভাবে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী হ্রাস পাওয়ায় সে কারণে ভারতে চাউলের একটা অনটন দেখা গিয়াছে। ফলে উহার মূল্যও বেশী রকম চড়িয়া উঠিতেছে। স্বাভাবিক কারণেই যে স্থলে চাউলের দাম বৃদ্ধি পাইতেছে সেস্থলে মূল্য নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া উহা রোধ করিতে যাওয়া গবর্ণমেন্টের মতে অনুচিত।

উপরোক্ত বিবৃতি দ্বারা গবর্ণমেন্ট যেভাবে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার সম্পর্কে তাঁহাদের দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমরা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বলিয়াই মনে করি। প্রথমে চাউলের যোগান বৃদ্ধির কথাটাই ধরা যাউক। আধুনিক যুগে একদেশে কোন শ্রেণীর খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পাইলে অন্য দেশ হইতে তাহা উপযুক্ত পরিমাণে আমদানীর ব্যবস্থা করা কঠিন নহে। সে হিসাবে ভারতে বর্ত্তমানে যে চাউলের অভাব লক্ষিত হইতেছে বিদেশ হইতে চাউল আনাইয়া তাহা পূরণ করা যাইতে পারে। ব্রহ্মদেশের মত একটি প্রধান চাউল উৎপাদনকারী দেশ নিকটবর্ত্তী থাকায় ভারতের পক্ষে তাহা বিশেষ সুবিধাজনকও বটে। বর্ত্তমানে মালবাহী জাহাজের অভাব ঘটায় ব্রহ্মদেশ হইতে বেশী চাউল আমদানী করা যাইতেছে না। ভারত গবর্ণমেন্ট সামরিক প্রয়োজনে বেশী সংখ্যক জাহাজ অন্যদিকে নিয়োজিত করাতেই এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। দেশে চাউলের মত একটি অত্যাবশ্যকীয় আহার্য্য সামগ্রীর যেস্থলে অভাব দেখা গিয়াছে সেস্থলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে ব্রহ্মদেশ হইতে বেশী পরিমাণ চাউলের আমদানী সম্ভবপর করিয়া তোলার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ নিয়োগের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আর সে বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারকে বিশেষভাবে চাপিয়া ধরিতে পারেন। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যুদ্ধ জাহাজ নিয়োগ করিয়া নানারূপ দুর্ব্বিপাকের ভিতর বিদেশ হইতে ইংলণ্ডে খাদ্য সামগ্রী আনয়নের ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু এদেশের প্রয়োজনে ব্রহ্মদেশ হইতে মালবাহী জাহাজ দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণ চাউল আনয়নের ব্যবস্থা করা কেন গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্ট যত যুক্তিই উত্থাপন করুন না কেন, আমরা জানি বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার দরকার আছে এবং গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে সেদিক দিয়া অনেক কিছু করিতে পারেন। গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন চাউলের চড়া মূল্যের দ্বারা সাধারণ চাষীরা উপকৃত হইবে। কিন্তু ইহা নিতান্তই ভুয়া কথা। কৃষকদের ভিতর গরীব দিন-মজুরের সংখ্যা যথেষ্ট। অধিকাংশ কৃষকের ঘরেই উদ্বৃত্ত চাউল থাকে না। বৎসরের কয়েক মাস চাউল কিনিয়া খাইতে হয় এরূপ চাষীর সংখ্যাই বাঙ্গলা দেশে বেশী। কাজেই চাউলের দর চড়া থাকিলে উহাদের পক্ষে তাহা বিশেষ উদ্বেগ ও আশঙ্কার কথা। চাউলের দর অত্যধিক চড়িয়া উঠাতে মুখ্যতঃ দেশের ব্যাপারী ও আড়তদারেরাই তাহা দ্বারা লাভবান হইতেছে। অল্প সংখ্যক কৃষকদের হাতে উদ্বৃত্ত ধান চাউল যাহা ছিল শীতকালের মধ্যেই তাহারা তাহার বেশীর ভাগ ব্যাপারী ও আড়তদারদের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। সেই চাউল মজুত রাখিয়া ব্যাপারী ও আড়তদারেরা আজ সুসময় বুঝিয়া চড়া দর হাঁকিতেছে। এই লাভের ব্যবসা বন্ধ করিয়া চাউলের দর একটা ন্যায্য সীমায় বলবৎ রাখিবার জন্য উহার সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ চাষী ও দরিদ্র মধ্যবিত্তদের বিশেষ দুঃখ কষ্টের কথা উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেন্ট অচিরে উপরোক্ত পন্থায় চাউল সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হউন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

যুদ্ধ ও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প

যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিয়া কতকগুলি অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমানে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের একটা উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। প্রথমতঃ ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি প্রাচ্যদেশসমূহে এখন আর বেশী পরিমাণে বস্ত্র রপ্তানী করিতে পারিতেছেনা বলিয়া ভারতের নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে ভারতীয় বস্ত্রের ভালরূপ চাহিদা দেখা গিয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালের পর ব্রহ্মদেশ, মালয়, জাভা, সিংহল, ইরাণ ও ইরাক প্রভৃতি দেশ ভারত হইতে ক্রমেই বেশী বস্ত্র ক্রয় করিতেছে। ফলে বাহিরে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ও ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ও ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বস্ত্রের সঙ্গে সূতা রপ্তানীর পরিমাণও বর্ত্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে বাহিরে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার সূতা রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকার সূতা রপ্তানী হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকার কাপড়ের কলসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রের জন্য প্রচুর অর্ডার দিতে আরম্ভ করায় উহাতেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ উৎসাহ তৎপরতা সৃষ্ট হইয়াছে। বস্ত্রের জন্য সরকারী অর্ডার দিন দিনই এত বাড়িয়া যাইতেছে যে, ভারতের কাপড়ের কলগুলিকে বর্ত্তমানে কাজের সময় বৃদ্ধি করিয়া তাহা সরবরাহ করিতে হইতেছে।

একদিকে বাহিরে ভারতীয় বস্ত্রের অধিক চাহিদা ও অপরদিকে ভারত সরকারের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের জন্য ক্রমবর্দ্ধিত অর্ডার—এই দুই কারণে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে বর্ত্তমানে কোন কোন শ্রেণীর বস্ত্রের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। এই বৃদ্ধি কোন দিক দিয়া কি পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে তৎসম্বন্ধে ১৯৪০-৪১ সালের সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত মাত্র ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর—এই আট মাসের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত বিবরণ দৃষ্টে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্র উৎপাদনের গতি সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করিতে পারি। ১৯৩৯-৪০ সালে এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে সমগ্র ভারতে মোট ২৭০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত আট মাসে মোট ২৭৫ কোটি ৫১ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ৮ মাসে বস্ত্রের উৎপাদন প্রায় ৫ কোটি গজ বৃদ্ধি পাওয়া খুব উল্লেখযোগ্য বিষয় সন্দেহ নাই।

তবে আলোচ্য আট মাসে সমষ্টিগত ভাবে ভারতীয় কাপড়ের কলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও সকল প্রকারের বস্ত্র সম্বন্ধে এই উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম আট মাসের তুলনায় ড্রিল ও জিন, আদ্দি ও লন, ছাপাকাপড়, তাঁবুর কাপড়, রঙ্গীন কাপড়, গেঞ্জী ও মোজার থান এবং রেশম ও পশম মিশ্রিত কার্পাস বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে, ধুতী চাদর জামার কাপড় এবং টি ক্লথ ও বিছানার চাদর প্রভৃতির উৎপাদন কিছু হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম আট মাসে ভারতীয় কলসমূহে ৮ কোটি গজ ড্রিল ও জিন, ১১ কোটি ৩৪ লক্ষ গজ আদ্দি ও লন, ১ কোটি ৪০ লক্ষ গজ তাঁবুর কাপড়, ৫২ লক্ষ পাউণ্ড গেঞ্জী ও মোজার থান এবং ৫৬ লক্ষ পাউণ্ড রেশম ও পশম মিশ্রিত কার্পাস বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত আট মাসে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ১০ কোটি ৬৮ লক্ষ গজ, ১৬ কোটি ৬ লক্ষ গজ, ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ গজ, ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড ও ৭৩ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। স্পষ্টতই বুঝা যায় **যুদ্ধের প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত জিনিষের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্ডার দিতেছেন বলিয়াই উহাদের উৎপাদন** বিশেষভাবে বাড়িয়া যাইতেছে। চাদর, ধুতি এবং টি ক্লথ ও বিছানার চাদর শ্রেণীর জিনিষ সম্পর্কে যুদ্ধের প্রয়োজনে কোন বেশী রকম দাবী দাওয়া হইতেছে না। তাহা ছাড়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর জিনিষ তৈয়ারে অনেক মিলের উৎপাদন শক্তি বিশেষভাবে কেন্দ্রিভূত হওয়ায় ঐ সব সাধারণ শ্রেণীর বস্ত্র স্বভাবতঃই কিছু কম পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম আট মাসে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ৫ কোটি ৫১ লক্ষ গজ চাদর, ৮৪ কোটি ৭৬ লক্ষ গজ ধুতি এবং ১১ কোটি ৭৬ লক্ষ গজ টি ক্লথ ও বিছানার চাদর উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত সময়ে ঐ সকল জিনিষের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ৪ কোটি ৪২ লক্ষ গজ, ৭৫ কোটি ৪৬ লক্ষ গজ ও ১১ কোটি ৬০ লক্ষ গজ দাঁড়াইয়াছে। বাহিরে বেশী পরিমাণে সূতা রপ্তানী করিবার ও দেশের অভ্যন্তরে তাহা পূর্ব্বের তুলনায় বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিবার সুবিধা হওয়ায় ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে সূতার উৎপাদন আলোচ্য সময়ে উল্লেখযোগ্য রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম আট মাসে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ৮৩ কোটি পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত সময়ে ৮৬ কোটি ২৩ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ সূতা উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ আলোচনা করিলে ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে যুদ্ধের ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের একটা মোটামুটি উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলা চলে।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্পের কথা পৃথকভাবে বিবেচনার যোগ্য। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বস্ত্র বিক্রয়ের যে স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা দেখা গিয়াছে তাহাতে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত আট মাসে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে ১৫ লক্ষ গজ চাদর, ৮ কোটি ৭৯ লক্ষ গজ ধুতি ও ৩৮ লক্ষ গজ রঙ্গীন কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত আট মাসে সেইস্থলে ২২ লক্ষ গজ চাদর ৯ কোটি ৭২ লক্ষ গজ ধুতি ও ৪৪ লক্ষ গজ রঙ্গীন কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের একটা বড় রকম গলদ এই যে, এখানকার কলসমূহে সাধারণ শ্রেণীর ধুতি কাপড় ছাড়া বিভিন্ন ধরণের বস্ত্র উৎপাদনের ভালরূপ ব্যবস্থা আজও হয় নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকার ড্রিল ও জিন, তাঁবুর কাপড়, খাকী, গেঞ্জী ও মোজার থান প্রভৃতির জন্য বেশী পরিমাণে অর্ডার দিতেছেন। কিন্তু এ সমস্ত দ্রব্য বর্ত্তমানে এ প্রদেশে সামান্যই প্রস্তুত হইতেছে। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত আট মাসে বাঙ্গলায় মাত্র ৩ লক্ষ ৯২ হাজার গজ ড্রিল ও জিন, ১৫ হাজার গজ তাঁবুর কাপড়, ১৭ লক্ষ গজ খাকী, ২১ লক্ষ পাউণ্ড মোজা ও গেঞ্জীর থান উৎপন্ন হইয়াছে। এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহ অনেকগুণ বেশী পরিমাণে ঐ সমস্ত জিনিষ তৈয়ার করিয়াছে। বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের তুলনায় বোম্বাই প্রদেশের অধিকাংশ কাপড়ের কলই প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জামের দিক দিয়া অধিকতর সুসমৃদ্ধ, তাহাদের আর্থিক ভিত্তিও অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ়। ফলে বোম্বাইয়ের কলগুলি যে স্থলে ভারত সরকারের অর্ডার মত নানাশ্রেণীর প্রচুর পরিমাণ মাল উৎপাদন করিয়া বিশেষভাবে লাভবান হইতেছে সে স্থলে বাঙ্গলার কলগুলি বিপুল সরকারী অর্ডার ও তদ্দ্বারা লাভবান হওয়ার সুবিধা বিশেষ কিছুই কাজে লাগাইতে পারিতেছে না। উপযুক্ত মূলধন ও সাজসরঞ্জামের দিক দিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের মূলগত অভাব দূর করিয়া ঐ সমস্তকে সকলরকমে কার্য্যোপযোগী ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার দিকে এখন হইতে এ প্রদেশবাসীদের সমবেত চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন।

পণ্য মূল্য বৃদ্ধি ও তাহার কারণ

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বাঁধিবার পর জিনিষের দাম ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে চলিয়াছে। বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে যে, দেশের বিভিন্ন অংশে মজুরদের মধ্যে এবং অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বেতন বা ভাতা বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন যথেষ্ট আরম্ভ হইয়াছে; এমনকি অনেক রেলওয়ে ও কারখানায় দুর্ম্মূল্যের দরুণ বর্দ্ধিত ভাতার ব্যবস্থাও হইয়াছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ যদি গোড়া হইতেই সচেষ্ট না হইতেন তাহা হইলে বিভিন্ন জিনিষের দাম যে খুবই বাড়িয়া যাইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। নিয়ন্ত্রণ সত্তেও যে জিনিষের দাম খুব কম বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নয়, কারণ যুদ্ধ বাঁধিবার ঠিক আগের মাসে কলিকাতায় সমস্ত জিনিষের মূল্যের মান (Price index) ছিল ১০০; সে স্থলে গত এপ্রিল মাসে তাহা দাঁড়াইয়াছিল ১২৭, যদিও ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা সবচেয়ে বেশী বাড়িয়া ১৩৭ এ পৌঁছিয়াছিল। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, সমস্ত দ্রব্যের সমষ্টিভূত মূল্য বৃদ্ধি ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত শতকরা ২৭ ভাগ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়াছে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। বাঙ্গলাদেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রা ব্যয়ের মাপকাঠিস্বরূপ কোনরূপ সংখ্যামান (Cost of Living Index) নাই। কাজেই লোকের জীবন-যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ঠিক কতখানি হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগ হইতে অবশ্য একটি মোটামুটি হিসাবের ফল কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে, জীবনযাত্রার ব্যয় নাকি শতকরা ৭।৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাইতে লেবার গেজেটে সম্প্রতি যে জীবনযাত্রার ব্যয় সম্বন্ধে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতেও বৃদ্ধির পরিমাণ এইরূপ দেখা গিয়াছে। এই সব হিসাবের যথার্থতা যাহাই থাকুক না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ জনসাধারণের অনেক দিক দিয়া অসুবিধার কারণ হইয়াছে।

জিনিষের দাম বৃদ্ধির ব্যাপারে সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে বিশেষ একসময়ে জিনিষের পরিমাণ হ্রাস হইলে বা উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অর্থনৈতিক নিয়মানুসারে এইরূপই সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক—যদি না আর কোনরূপ প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে জিনিষের পরিমাণ ঠিক হ্রাস পায় নাই বটে, তবে আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক চাহিদা যে অনেক জিনিষেরই বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ঠিক। কিন্তু ইহাই মূল্য বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। দেশের লোকের হাতে যদি বেশী পরিমাণে অর্থ কোন কারণে আসিয়া পৌঁছিয়া থাকে তাহার দরুণও জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে আমদানীর চেয়ে রপ্তানী গত দুই বৎসরে অনেক বেশী হইয়াছে বলিয়া বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণ অর্থ আসিবার কথা। এই অর্থ বিভিন্ন আকারে আসিয়া পৌঁছিতে পারে; কিন্তু যে আকারেই আসুক না কেন, উহার ফল হইবে ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাত দিয়া সমস্ত ভারতে অধিকতর অর্থের বিস্তার। ভারত সরকার রপ্তানী বাণিজ্যের এই প্রাচুর্য্যের সুযোগ নিয়া ভারতের বৈদেশিক ঋণ অনেকটা পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দেশের ভিতর মুদ্রার পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে স্থলে ১৮০ কোটি টাকার নোট প্রচলিত ছিল সে স্থলে ১৯৪১ সালের মে মাসের প্রারম্ভে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ২৫৫ কোটি টাকায়। এই ৭৫ কোটি টাকার নোট বেশী প্রচলিত হওয়ায় যে উহার অধিকাংশই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের হাতে যাইয়া তাহাদের ক্রয় ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির মূলে লোকের হাতে হাতে অধিকতর অর্থ প্রচলনের প্রভাব অনেকখানি রহিয়াছে।

যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ীরা বেশী লাভ করিয়া থাকে এবং সরকারী সরবরাহ বিভাগের কাছে অধিক জিনিষ বেশী দামে বিক্রয় হইলে দেশের মধ্যে অতিরিক্ত অর্থের প্রচলন অনিবার্য্য হইয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য মূল্যও বৃদ্ধির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়। এই অবস্থাটি দেশের অর্থ-নৈতিক মঙ্গলের পক্ষে খুব অনুকূল নয়, কারণ উহার ভাবী ফল খারাপ না হইয়া যায় না। বিগত মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে যে আর্থিক মন্দা দেখা দিয়াছিল তাহাও এইরূপ অবস্থারই ঘনীভূত ফল ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের উপর ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্য ও ক্রমবর্দ্ধমান অর্থপ্রচলনের প্রভাব অধিকদিন হিতজনক হইতে পারে না। এই জন্যই Inflation বা অধিক অর্থ প্রচলনের অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টই সচেষ্ট হইয়া থাকেন। ভারত সরকারও বর্ত্তমানে এইরূপ চেষ্টাই করিতেছেন।

আমাদের অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অর্থ-নৈতিক নিয়মের বাধাহীন পরিণতি সম্ভব নয়; কারণ বেশী অর্থ প্রচলন হইলেও তাহার সম্পূর্ণ ফলাফল অন্যবিধ কারণের ঘাতপ্রতিঘাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। কাজেই একদিকে যেমন দ্রব্যমূল্যের উপর অধিক অর্থ প্রচলনের প্রভাব কাজ করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি সরকারী করনীতি, মূল্য নিয়ন্ত্রণনীতি ও যুদ্ধের তহবিলে অর্থ সংগ্রহের প্রভাবও কাজ করিতেছে। সুতরাং জিনিষের দাম বা জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি বিবিধ অবস্থার সমষ্টিভূত প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ধরিয়া রাখিয়া সঞ্চয় করিবার যে একটি প্রবৃত্তি আছে তাহার দরুণও অনেক অর্থ বাজার হইতে চলিয়া যাইতে পারে। গত যুদ্ধের সময় এবং অন্যান্য অবস্থায় এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে খুব বেশী পরিমাণে টাকা সঞ্চয়ের সুবিধা হইতেছে তাহা মনে হয় না। প্রথমতঃ যুদ্ধের অনিশ্চয়তা আছে তাহার পর নোট বা আংশিক রৌপ্য মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার মত আগ্রহ না হওয়াই স্বাভাবিক। একারণেও দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির সম্ভাবনা যে বেশী রহিয়াছে তাহা অনুমান করা যায়।

বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য

ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধিবার পর হইতে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য ক্ষেত্রে নানারূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে। আর বিভিন্ন দেশের সহিত এ দেশের বাণিজ্য সম্পর্কের দিক দিয়াই সে পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। জগতের যে সমস্ত দেশ পূর্ব্বে ভারতীয় মালের বড় খরিদ্দার ছিল, বর্ত্তমানে তাহাদের অনেকের সহিত এ দেশের বাণিজ্যগত সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে। অপরদিকে পূর্ব্বে বিশেষ কিছু ভারতীয় মাল খরিদ করিত না এমন কতিপয় দেশ এক্ষণে ভারতীয় পণ্যের বড় ক্রেতারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্যের ন্যায় আমদানী বাণিজ্যের দিক দিয়াও বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক অনুরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কিত সরকারী বিবরণে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের মোট পরিমাণ দেওয়া হইত। অধিকন্তু কোন দেশ হইতে ভারতে কি পরিমাণে কোন জিনিষ আমদানী হয় ও ভারত হইতে কোন দেশে কি পরিমাণে তাহা রপ্তানী হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণও উহাতে লিপিবদ্ধ করা হইত। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বিভিন্ন দেশের সহিত পণ্যের আদান প্রদানসংক্রান্ত বিবরণ প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। টাকার হিসাবে আমদানী ও রপ্তানীর মোট পরিমাণ ছাড়া এক্ষণে কোন দেশ সম্পর্কেই বহির্ব্বাণিজ্যের আর কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়ার উপায় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আমদানী ও রপ্তানীর মোট পরিমাণ হইতেই বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বর্ত্তমান বাণিজ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আলোচনা করিব।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড, ব্রহ্মদেশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পরেই ছিল জর্ম্মাণীর স্থান। ১৯৩৮-৩৯ সালে জার্ম্মাণী হইতে ভারতে ১২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল ও অপরদিকে ভারত হইতে ঐ দেশে ৮ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে ঐ দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হইয়াছে। জার্ম্মাণী ছাড়া ইউরোপের ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইটালী প্রভৃতি দেশের সহিতও পূর্ব্বে ভারতের খুবই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকার বাণিজ্য হইত। যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে ঐ সব দেশত বটেই ইংলণ্ড ছাড়া ইউরোপের অন্য প্রায় সকল দেশের সহিতই ভারতের বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইবার ফলে ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য ক্রমেই বিশেষভাবে হ্রাস পাইতেছে। আর ইউরোপের বহির্ভূত দেশগুলির সহিত মালপত্র আদান প্রদানের মাত্রা বাড়াইয়া সেই ক্ষতি পূরণের একটা চেষ্টা স্বভাবতই সুরু হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য ভারতের মত জগতের অন্য অনেক দেশেরও ইউরোপের সহিত বাণিজ্য সঙ্কোচিত হইয়াছে। ফলে ঐ সমস্ত দেশও ইউরোপের বহির্ভূত দেশগুলির সহিত বাণিজ্য প্রসারিত করিয়া সেই ক্ষতি যথাসম্ভব পূরণ করিতে তৎপর হইয়াছে। ফলে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ইরাণ, চীন, মালয় ও সিংহল প্রভৃতি এশিয়ার দেশসমূহ, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশসমূহ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা প্রভৃতি দেশসমূহের ভিতর বাণিজ্যগত যোগাযোগ বৃদ্ধির একটা পারস্পরিক চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে এবং উহার পিছনে বৃটিশ সাম্রাজ্য শক্তি ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র পক্ষীয় সহানুভূতি বিশেষভাবে কার্য্য করিতেছে।

বাণিজ্যগত যোগাযোগ বৃদ্ধির যে চেষ্টা সুরু হইয়াছে তাহার ফলে ভারতের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য পূর্ব্বের তুলনায় কতকটা বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ইংলণ্ড ও বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য দেশসমূহে ভারত হইতে ৮৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ও ১৯৪০-৪১ সালে সেস্থলে যথাক্রমে ১১৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ও ১১৬ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি হইতে ভারতে মাল আমদানীর পরিমাণও ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে তাহা কিছু কমিয়া গিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে ৮৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে ও ১৯৪০-৪১ সালে তাহা যথাক্রমে ৯৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ও ৮৯ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে গত ১৯৩৯-৪০ সালে এক ইংলণ্ডেই ভারতবর্ষ হইতে ৭২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ইংলণ্ডে মালের রপ্তানী কমিয়া ৬৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য দেশগুলির মধ্যে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও মালয় প্রভৃতি দেশে রপ্তানীর পরিমাণ এবার উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও অষ্ট্রেলিয়া ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে ১২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা, ৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ও ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার মাল খরিদ করিয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে উহারা যথাক্রমে ১৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা, ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে। কানাডা দক্ষিণ আফ্রিকা ও এডেনে এবার পূর্ব্ববারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। আমদানী বাণিজ্যের হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ইংলণ্ড ও ব্রহ্মদেশ হইতে মালের আমদানী কিছু হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ইংলণ্ড হইতে ৪১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ও ব্রহ্মদেশ হইতে ৩১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল; ১৯৪০-৪১ সালে সেস্থলে যথাক্রমে ৩৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ও ২৮ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছে। ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য বেশী পরিমাণে ব্রহ্মদেশেরই অনুকূল থাকে। এবার ব্রহ্মদেশে রপ্তানী বৃদ্ধি ও ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী হ্রাসের ফলে ঐদেশের অনুকূল রপ্তানী আধিক্য কিছু কমিয়া আসিয়াছে ইহা ভারতের পক্ষে আনন্দের কথা। এবৎসর অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, মালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা ও কেনিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে এক কেনিয়া ছাড়া ঐসমস্ত দেশের সহিত ভারতের মোট বাণিজ্য এখনও এই দেশেরই সম্পূর্ণ অনুকূল আছে। কেনিয়ায় এবার ১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার ভারতীয় মাল রপ্তানী হইয়াছে। অপর দিকে ঐ দেশ হইতে ভারতে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। কাজেই এই দুই দেশের

বাণিজ্যের গতি ভারতের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্ব হইতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় ঐ বাণিজ্য ক্রমেই আরও বেশী পরিমাণে প্রসার লাভ করিতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারত হইতে ১৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ও ১৯৪০-৪১ সালে সেইস্থলে যথাক্রমে ২৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ও ২৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ বেশী পরিমাণ মাল রপ্তানীর বদলে ভারতবর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মালও অত্যধিক পরিমাণ আমদানী হইতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা ১১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা হয়। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বিশেষভাবে বাড়িয়া ২৭ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি মার্কিন-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে এবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্য পূর্ব্বে বিপুলতর ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে জাপান ভারত হইতে মাল ক্রয়ের মাত্রা হ্রাস করিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে জাপান ভারত হইতে ১৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার মাল ক্রয় করিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সাল ও ১৯৪০-৪১ সালে জাপান যথাক্রমে মাত্র ১৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা ও ৯ কোটি টাকার ভারতীয় মাল খরিদ করিয়াছে। কিন্তু জাপানে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া আসিলেও ভারতে জাপানী মালের আমদানী ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে (যদিও এই বাড়তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কম)। ১৯৩৯-৪০ সালে জাপান হইতে ভারতে ১৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ২১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। জাপানে ভারতীয় মালের রপ্তানী যে স্থলে প্রতিবৎসরই হ্রাস পাইতেছে সে স্থলে ভারতে জাপানী মালের আমদানী বৃদ্ধির এই গতি আশঙ্কাজনক। অন্যান্য দেশের মধ্যে ১৯৪০-৪১ সালে কেবল চীন, ইরাক ও মিশরে এবার ভারতীয় মালের রপ্তানী বাড়িয়াছে। তাহাছাড়া অন্য প্রায় সকল দেশেই রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। আমদানী বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় ১৯৪০-৪১ সালে ইরাণ, চীন, আরব ও পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে ভারতে আমদানী বাড়িয়াছে। তাহাছাড়া অন্য সকল দেশ হইতে আমদানী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৪০-৪১ সালের বহির্ব্বাণিজ্যের মোট হিসাবে রপ্তানী যে পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে আমদানী সে পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। ১৯৩৯-৪০ সালে বাহিরে ভারতীয় মালের মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২০৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ১৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা পরিমাণে কমিয়া ১৮৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। অপরদিকে ১৯৩৯-৪০ সালে যে স্থলে আমদানীর পরিমাণ ছিল ১৬৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ৮ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা পরিমাণ কমিয়া মোট ১৫৬ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বিদেশে রপ্তানী বাণিজ্যের সমুচিত প্রসার সাধনের ব্যবস্থা না হইলে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যে এদেশের অনুকূল রপ্তানী আধিক্য যে ক্রমেই বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকিবে ১৯৪০-৪১ সালের গতি লক্ষ্য করিয়া তাহা স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সমর ঋণ

১৯৪১ সালের ২৪শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা বাবদ চাঁদা আদায়ের পরিমাণ ৪০ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫ শত টাকা, ১৯৪১ সালের ২৪শে মে পর্য্যন্ত বিনাসুদী দেশরক্ষা বণ্ডের জন্য ২ কোটী ৩৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা, শতকরা ৩৲ টাকা সুদের দেশরক্ষা ঋণ বাবদ ৫১ কোটী ৬৭ লক্ষ ৩ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। পোষ্ট অফিস মারফত দশ-বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ২ কোটী ৭৬ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের ২৪শে মে পর্য্যন্ত সকল প্রকার ভারতীয় দেশরক্ষা ঋণের চাঁদার পরিমাণ ৫৬ কোটী ৮২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা।

বর্দ্ধমান বিভাগের বিভিন্ন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের আয়-ব্যয়

বর্দ্ধমান বিভাগের বিভিন্ন জেলা অর্থাৎ হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া মেদিনীপুর এবং হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রকাশিত আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর মোট আয় হইয়াছে ৩৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫ শত ৫৬ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩ শত ৬২ টাকা। এই বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ ৩৮ লক্ষ ৩০ হাজার ৫ শত টাকা, পূর্ব্ব বৎসরে খরচ হইয়াছিল ৩৯ লক্ষ ২৪ হাজার ৪ শত ৭৬ টাকা।

ভারত হইতে বিমান-ডাক চলাচলের ব্যবস্থা

ভারত সরকারের এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, করাচী হইতে কায়রো, ডারবান এবং ইউরোপের দেশসমূহের সহিত যে বিমান ডাক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে তাহার ডাক বিলিব্যবস্থায় বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল জানাইয়াছেন যে, পূর্ব্ব আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং গ্রেটবৃটেনে বিমানে ডাক পাঠাইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। এই সকল ডাক জাহাজের মারফত পাঠাইতে হইবে। পারস্য উপসাগর, প্যালেষ্টাইন, মিশর, সুদান এবং কলিকাতা হইতে সিডনি পর্য্যন্ত বিমান ডাক চলাচল করিবে।

অষ্ট্রেলিয়া সরকারের মুদ্রানীতি

অষ্ট্রেলিয়া সরকার সম্প্রতি এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, যে-সকল অষ্ট্রেলিয়াবাসীর নিকট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ডলার আছে তাহাদের সেই সকল ডলার অষ্ট্রেলিয়া সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। অষ্ট্রেলিয়া সরকার এই ভাবে ১৫ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে ১৩ লক্ষ ডলার ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত শিল্প

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্টের নিকট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত উৎপাদনের যে দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, চলতি বৎসরে ইস্পাত শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ ১৪ লক্ষ টন কম হইবে।

মালয়ে রবার শিল্পে শ্রমিক ধর্ম্মঘট

জানা গিয়াছে যে, মালয়ের অন্তর্গত সেলানপুর ষ্টেটে মে মাসের প্রথম ভাগে রবার শিল্পে কর্ম্মরত ৭ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছিল।

বাংলায় বসন্ত ও কলেরার প্রকোপ

১৯৪১ সালের ২৬শে এপ্রেল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে হাওড়ায় ১১৬ জন, চব্বিশপরগণায় ১০০ জন, কলিকাতায় ১৫১ জন, বাখরগঞ্জে ১৬৫ জন এবং চট্টগ্রামে ১৩০ জন লোক কলেরা রোগে মারা গিয়াছে। বসন্ত রোগে ৩০০ জন লোক মারা গিয়াছে, তন্মধ্যে কলিকাতায় মৃত্যুর সংখ্যা ২০০ শত জন।

খনিজ তৈল সম্পর্কে বাধ্যতামূলক বীমা

ভারত সরকার এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, সকল শ্রেণীর খনিজ তৈল এবং পেট্রোলিয়ামজাত কোন কোন দ্রব্য যথা চর্ব্বি, মোমবাতি, মেটে তৈল প্রভৃতি তৈল রক্ষণের জন্য ব্যবহৃত কোনও গৃহে বিক্রয়ার্থ সংরক্ষণ করিতে হইলে ১৯৪১ সালের যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরক জরুরী বীমা আইনানুসারে এই সকল জিনিষের বীমা করিতে হইবে এবং এই বীমা বাধ্যতামূলক বলিয়া গণ্য করা হইবে।

ভারতের রপ্তানী পণ্য নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, ১৭ই জুন তারিখ হইতে ভারত হইতে বিদেশে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে কোন জিনিস রপ্তানী করিতে হইলে রপ্তানীকারককে কণ্ট্রোলার অব কাষ্টমস্‌এর নিকট লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, পণ্য মূল্যের জন্য বিদেশীয় মুদ্রা বিনিময় নীতি এবং বিদেশে মাল বিক্রয় করিবার জন্য যেসকল বিধি ব্যবস্থা করা হইবে তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইণ্ডিয়া যেভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছেন উহা তদনুসারে চলিবে। ইহার ব্যাতিক্রম হইলে কেন্দ্রীয় সরকার যেসকল ব্যবসায়ীদের বিদেশে মাল রপ্তানী করিবার জন্য লাইসেন্স দিয়াছেন তাহা বাতিল করিতে পারিবেন। কোন পণ্যের নমুনা, যাত্রীদের ব্যক্তিগত মাল, জাহাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিপত্র, কেন্দ্রীয় সরকার অথবা ইহার কর্ম্মচারীদের অনুমতি প্রাপ্ত দ্রব্যাদি, সমর বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় জিনিস প্রভৃতির উপর উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা হইবে না। যেসকল দেশগুলিতে মাল পাঠাইতে হইলে এইরূপ বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হইবে তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, সুইজারল্যাণ্ড, আর্জ্জেণ্টাইন, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, পেরেগুয়া, পেরু, পর্ত্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, তুরস্ক, ওরুগেয়ে, কষ্টারিকা, কিউবা, মিনিকান রিপাব্লিক, ইউকেডরা, গুয়াতেমেলা, হাইতি, হণ্ডুরাস, মেক্সিকো, নিকারগুয়া, পানামা, সেলভেডর ভেনিজুলিয়া, কানাডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, জাপান, কোরিয়া মাঞ্চুরিয়া, কোয়ানটাঙ এবং উত্তর চীন।

বেতার বার্ত্তা প্রেরণ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজির বেতার বার্ত্তা প্রেরণের লাইসেন্স বাতিল করিয়া যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, ভারত সরকার তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু যাহারা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন তাহাদের মধ্যেই বেতার বার্ত্তা প্রেরণ যন্ত্র সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

জাপান সরকারের নূতন বিনিময় চুক্তি

জাপান সরকার গ্রেট বিটেনের সহিত যে মুদ্রা বিনিময় সম্পর্কিত চুক্তি করিতেছেন তাহাতে বোঝা যায় যে, জাপান এবং গ্রেট বিটেন অথবা ষ্টার্লিং মুদ্রা প্রচলিত অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধিতে ইহা সহায়তা করিবে, এবং প্রকৃতপক্ষে উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা ষ্টার্লিংএর সাহায্যে ইয়েন প্রচলনকে স্থায়ী করিয়া তোলা হইবে। এই ব্যবস্থা দ্বারা ৫ শত কোটি ইয়েন পর্য্যন্ত মুদ্রা বিনিময়ের অধিকার দেওয়া চলিবে। ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষতি হইলে পূর্ব্বোক্ত অর্থের ব্যবহার করা হইবে। অপর পক্ষে লাভ হইতে থাকিলে তাহা জাপান গবর্ণমেণ্ট পাইবেন। গত সাত বৎসর যাবৎ ইয়েনের মূল্য যে এক শিলিং দুই পেন্স ছিল তাহা জাপান সরকার পরিবর্ত্তন করিবেন না। মুদ্রা বিনিময় চুক্তির দায়িত্ব জাপান সরকার গ্রহণ করিবেন। এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে আমদানী এবং রপ্তানীকারকরা নিশ্চিন্তে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে পারিবে।

কানাডার সামুদ্রিক বাণিজ্য

সমুদ্রপথে কানাডায় যে সকল মাল আমদানী হয় তাহার মূল্যের পরিমাণ ১৯৪১ সালের প্রথম চারিমাসে দাঁড়াইয়াছে ৪০ কোটি ২০ লক্ষ ডলার। ১৯৪০ সালে এই সময় এইরূপ আমদানী পণ্যের মূল্য ছিল ৩০ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার। বিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ হইতে কানাডায় সমুদ্রপথে যে মাল আমদানী করা হইয়াছে তাহার মূল্য ১৯৪১ সালের প্রথম চারিমাসে ছিল ৯ কোটি দশ লক্ষ ডলার এবং ১৯৪০ সালে এই সময় এইরূপ আমদানী পণ্যের দাম ছিল ৭ কোটি ২০ লক্ষ ডলার। গ্রেট বিটেন হইতে কানাডায় ১৯৪১ সালে প্রথম চারিমাসে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল আমদানী হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরে এই সময় এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে কানাডায় মোট আমদানী পণ্যের মূল্য ছিল ২২ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার।

বেঙ্গল টেলিফোন করপোরেশন

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার শীঘ্রই কলিকাতা টেলিফোন করপোরেশনের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিবেন। এই কোম্পানী ক্রয় করিতে ভারত সরকারের প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

ভারত সরকার বেঙ্গল টেলিফোন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করিয়াই কলিকাতার রিজেণ্ট টেলিফোন তুলিয়া দিবেন। এই করপোরেশনের শেয়ার বর্ত্তমান ব্যবস্থানুযায়ী ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কেনা হইতেছে। আগামী ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত ডাক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের সভাপতিত্বে একটি বোর্ড ইহার ব্যবস্থা করিবেন। ঐ সালেই করপোরেশনের সহিত বর্ত্তমান চুক্তি শেষ হইয়া যাইবে। ইহাছাড়া শীঘ্রই ভারতীয় ডাক বিভাগ ভারতের সর্ব্বত্র টেলিফোনের বর্ত্তমান "ফ্লাট রেট" প্রথা রদ করিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়া ও কম হারের "কল রেট" প্রবর্ত্তন করিবেন। সাধারণ লোকও যাহাতে টেলিফোন ব্যবহার করিতে পারে তজ্জন্য যুদ্ধের পর হইতে চার্জ্জ কমাইয়া দিবার বিষয় ঐ বিভাগ বিবেচনা করিতেছেন।

যুদ্ধের জন্য উড়িষ্যা হইতে কাষ্ঠের চালান

উড়িষ্যা সরকারের প্রচার বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, উড়িষ্যা হইতে গত ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ১ হাজার ৫৫ টন শাল এবং সেগুন কাঠ যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য চালান দেওয়া হইয়াছে। আরও ৪৫ টন শীঘ্রই চালান দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া ৯ হাজার ৬ শত টেলিগ্রাফের থাম সরবরাহ করিবার জন্য অর্ডার পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার মধ্যে ২২ হাজার ৯ শত ৭৪ খানা থাম যোগান দেওয়া হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় চামড়ার বাজার

ভারতবর্ষ হইতে যত ছাগলের চামড়া বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার অর্দ্ধেকের বেশীর ভাগ চামড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল ছাগলের চামড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাদুকা শিল্পের জন্য আমদানী করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শিল্পের মধ্যে পাদুকা শিল্প অন্যতম।

বরোদা রাজ্যে শিল্পসম্প্রসারণ

বরোদা রাজসরকার বিভিন্ন ধরণের শিল্প সংস্থাপনের জন্য বিশেষ উৎসাহ দান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য করিতেছেন। একটি পেন্সিলের কারখানা স্থাপন করিবার জন্য বরোদা রাজ্যের প্রাপ্য টার্মিনাল ট্যাক্সের শতকরা ৭৫ ভাগ অর্থ সাহায্য বাবদ দেওয়া হইবে। লাক্ষা উৎপাদান করিবার জন্য বৃক্ষ রোপন করিতে নভসারী জিলার বন পাঁচ বৎসরের জন্য একটী প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া জুতার কারখানা স্থাপন করিবার জন্য ১৫ হাজার টাকা এবং কাগজ ও কাগজের খলে প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে ৫ হাজার টাকা দাদন করা হইবে।

উড়িষ্যায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক

দুই বৎসরের অধিক কাল হইতে উড়িষ্যা প্রাদেশিক সমবায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। উড়িষ্যা সরকার এই ব্যাঙ্কের মূলধনের শতকরা ৫০ ভাগ দিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কের দুইটী শাখা আছে, একটী কটকে ও অপরটী বহরমপুরে। মধ্যবিত্ত চাষীদের দীর্ঘ দিন মেয়াদে টাকা দাদন করা এই ব্যাঙ্কের একটী উদ্দেশ্য। এই ব্যাঙ্কের সভ্যদিগকে ৩০০৲ টাকার কম এবং ৫ হাজার টাকার বেশী ধার দেওয়া হয় না। এই ঋণের জন্য বৎসরে শতকরা ৭ টাকা হারে সুদ নেওয়া হয় এবং কুড়ি বৎসরের মেয়াদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়। উড়িষ্যা সরকার ১৯৩৮-৩৯, ১৯৩৯-৪০ এবং ১৯৪০-৪১ সালে এই ব্যাঙ্ককে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

বিহারের তাঁত শিল্প

বিহার সরকারের শিল্প বিভাগ হইতে বিহার প্রদেশে কি পরিমাণ সূতা উৎপাদন হয় এবং কত সূতা বিক্রয় হয় তাহার তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে। ভারত সরকার তাঁত শিল্প সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য যে কমিটী স্থাপন করিয়াছেন, সেই কমিটী বিহারের তাঁত শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য জুলাই মাসের মাঝামাঝি পাটনায় আসিবেন এবং বিহার সরকার তখন শিল্প বিভাগ কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি এই কমিটীর অনুধাবনের জন্য ইহার নিকট পেশ করিবেন।

চট্টগ্রামে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

চট্টগ্রামের কক্সবাজার মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে অতীব আর্থিক দুরবস্থা দেখা দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। চকরিয়ার জনসাধারণের পক্ষ হইতে খান বাহাদুর আব্দুল সত্তার ও মৌলবী সুলতান আমেদের নেতৃত্বে এক দল প্রতিনিধি চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধান ও চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। উক্ত অঞ্চলসমূহে প্রতি টাকায় ১৩৷১৪ সের ধান বিক্রয় হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষ সহানুভূতির সহিত প্রতিনিধি দলের বক্তব্য শ্রবণ করেন।

আসামে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা ও আসাম সরকারের প্রস্তাবিত পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আসামের অর্থসচিব মাননীয় খাঁ বাহাদুর মৌলভী সৈয়দুর রহমান বলেন যে, যদি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট আসামের পতিত জমি সম্পর্কে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে আসাম মন্ত্রিসভা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট যে ঋণের প্রস্তাব করিয়াছে তাহার সুবিধা গ্রহণ ও পাট জরিপ সুরু করিবেন।

আসামের প্রধান মন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লাও এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন :—বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট পাট চাষ সম্বন্ধে যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন, আসাম গবর্ণমেণ্টকেও অনুরূপ নীতি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। গত বৎসর যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল তাহার এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষ সীমাবদ্ধ করাই বাঙ্গলা সরকারের উদ্দেশ্য। বাঙ্গলায় প্রায় ২২ লক্ষ একর জমিতে পাট আছে, সেই তুলনায় আসামে মাত্র ২ লক্ষ একর জমিতে পাট আছে। আমরা যদি উহার এক তৃতীয়াংশ জমি সীমাবদ্ধ করি, তবে আমাদের পাটের উৎপাদন অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। পাট উৎপাদনকারী প্রদেশের পাট রপ্তানী শুল্ক বাবদ একটা আয় হয়। বর্ত্তমানে আসাম সেই বাবদ ১২ লক্ষ টাকা পায়; হঠাৎ সেই পাট চাষ সীমাবদ্ধ করিলে আমাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু, বাঙ্গলাদেশে পাট চাষোপযোগী জমি আর নাই বলিলেই চলে। কিন্তু আসামে মোট জমির প্রায় শতকরা ২৮ ভাগে এখনও নূতন বসতি চলিতে পারে এবং তাহা পাট চাষের পক্ষেও উপযোগী হইতে পারে। কলিকাতা সম্মেলনে আসাম সরকারের পক্ষ হইতে আমি ইতিপূর্ব্বে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছি যে, বর্ত্তমানে যে জমি আছে কেবল সেই সম্পর্কে আমরা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মানিতে প্রস্তুত, কিন্তু বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট চাহেন যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে আসামে পাট চাষোপযোগী অঞ্চলের সম্প্রসারণ চলিবে না। এই ব্যবস্থা মানিলে আমাদের অঞ্চলবৃদ্ধির পরিকল্পনা ব্যাহত হইবে। সুতরাং বাঙ্গলা সরকারকে আমরা জানাইয়াছি, বর্ত্তমান জমি সম্পর্কে আমরা তাঁহাদের সর্ত্ত মানিতে প্রস্তুত কিন্তু নূতন জমিতে পাট চাষ হইবে না এরূপ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিতে পারি না।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষার ব্যয় বরাদ্দ

আগামী আর্থিক বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার দেশরক্ষা খাতে অন্যূন ৩ শত কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত খরচ করিবেন। গত ৩১শে মে ওয়াশিংটনে সরকারী বাজেট বরাদ্দে এই টাকার অঙ্ক ঘোষিত হয়। গত জানুয়ারী মাসে যে ব্যয় বরাদ্দ ছিল তদপেক্ষা এই বৎসরে ৯০ কোটি পাউণ্ড বেশী ধরা হইয়াছে।

সিন্ধু প্রদেশের জনসংখ্যা

সিন্ধু প্রদেশের আদমসুমারী বিভাগের কর্ম্মচারী মিঃ এইচ টি ল্যামব্রিক্ আই সি এস ১৯৪১ সালের লোকগণনার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আদমসুমারীর বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, সিন্ধু প্রদেশের মোট জনসংখ্যা ৪৫ লক্ষ ২১ হাজার ২৯৩ জন। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৬৭ জন। এই প্রদেশের মোট হিন্দুর সংখ্যা ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৬৭ এবং মুসলমানের সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৩৯ জন। মোট লোক সংখ্যার শতকরা ২৪ জন হিন্দু এবং ৭০ জন মুসলমান। করাচী সহরের জন সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৪৯। গত আদমসুমারীতে করাচী সহরের লোক সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫৬৫ জন।

বিহারে ধান-চাউলের উৎকর্ষবিধান

ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চএর অর্থ সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিহারের চাউলের নানাবিধ উন্নতির জন্য যে গবেষণা চলিতেছে সেই সম্পর্কে বেশ সন্তোষজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রচলিত বিভিন্ন জাতীয় চাউলের গুণগত উন্নতি এবং সম্পূর্ণ নূতন জাতীয় চাউলের উৎপাদন সম্পর্কেই বিশেষ করিয়া পরীক্ষা কার্য্য চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিহারে এক কোটি একরেরও বেশী পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ করা হইয়া থাকে।

ছোটনাগপুর অঞ্চলে 'গোরা ধান' (শুষ্ক জমিতে যে ধান হয়) প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত গবেষণার লক্ষ্য হইতেছে এই গোরা ধানের পরিমাণের অপেক্ষা গুণগত উন্নতি সাধন করা।

পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থান এবং জাভা, জাপান ও আমেরিকা হইতে যে সরু 'পোলাও' ধান আসে তাহা চাষের জন্য বিহারের জলবায়ুর উপযোগী করিয়া তুলিবার পরীক্ষাকার্য্য সাফল্যের সহিত অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

জমিতে সার দেওয়া সম্পর্কে বিশেষ গবেষণার ফলে এই স্থির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, নাইট্রেড অব্ সোডার ব্যবহার না করিয়া এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করিলেই নাইট্রোজেন বেশী পাওয়া যাইবে। বিভিন্ন জাতীয় ধান্যের পৃথক পৃথক উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টা ছাড়াও ভিন্ন জাতীয় ধান্যের সংমিশ্রণে এক জাতীয় নূতন সঙ্কর ধান্যোৎপাদনের পরীক্ষামূলক কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা সরকারের কৃষিবিভাগের সেক্রেটারী

সিমলা হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকাল্চারাল্ রিসার্চ্চের সেক্রেটারী মিঃ এস বসু আই-সি-এস বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

গত ১লা জুন তারিখে ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে ঢোল-সহরতে এই মর্ম্মে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্যবসায়ীদিগকে প্রতিমণ মোটা চাউল ৫।০ আনা এবং প্রতিমণ সরু চাউল ৫৬০ আনা দরে বিক্রয় করিতে হইবে।

চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে নিম্নোক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে :—

বর্ত্তমানে চাউলের দর বৃদ্ধি পাইবার প্রধান কারণ উৎপাদন হ্রাস এবং মহাযুদ্ধের দরুণ ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে চাউল আমদানীর জন্য জাহাজের অভাব। বাঙ্গলায় এই বৎসর উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ২৮ ভাগ কম হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় সমগ্র ভারতের উৎপাদনও শতকরা ১৫ ভাগ কম। অধিকন্তু, ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী চাউলের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩৩ ভাগ কম।

অতিরিক্ত মুনাফা রহিত করাই মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য। শুধু মূল্যের হার বাঁধিয়া দিলেই মজুত চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। এমতাবস্থায় মূল্যের হার বাঁধিয়া দিলে চাউলের আমদানী হ্রাস পাইবে এবং অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিবে। এই প্রদেশের অধিকাংশ চাষীই চাউল উৎপাদনকারী। সুতরাং চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের সুবিধা হইবার কথা। চাউলের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। সমস্যাটি শুধু এই প্রদেশেরই নহে। ভারত সরকার এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করার যথোচিত ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সরকারী রেলওয়েসমূহের ব্যয়

ভারতবর্ষে সরকারী রেলওয়েসমূহের সাধারণ কার্য্য পরিচালনার জন্য ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে ব্যয় হইয়াছে এবং পূর্ব্ব বৎসরে এই সময়ে যে ব্যয় হইয়াছে তাহার তুলনামূলক একটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

রেলওয়ের নাম	(১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত)	১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত)
এ, বি,	১,২৯০০০০০	১,১৯০০০০০
বি, এন	৬,২০০০০০০	৬,০৯০০০০০
বি, বি এণ্ড সি, আই	৬,০০০০০০০	৫,৮০,০০০০০
ই, বি	৪,১১,০০০০০	৪,৬১,০০০০০
ই, আই	১১,০০০০০০০	১০,৬০,০০০০০
জি, আই, পি	৭,১২০০০০০	৬,৮৮০০০০০
এম্ এণ্ড এস্ এম্	৩,৮০,০০০০০	৩,৮০,০০০০০
এন্ ডব্লু	৯,৬৮,০০০০০	৯,২০,০০০০০
এস্, আই	২,৯০,০০০০০	২,৯০,০০০০০
যোধপুর এণ্ড লক্ষ্ণৌ বেরেলী	৮৭,০০০০০	৮৯,০০০০০
অন্যান্য রেলওয়ে	২৯,০০০০০	২৯,০০০০০
মোট	৫৩,২৬,০০০০০	৫২,২৫,০০০০০

যুক্তপ্রদেশে সিগারেটের তামাক উৎপাদন

যুক্ত-প্রদেশ গবর্ণমেণ্ট সিগারেটের উপযোগী তামাকের চাষ সম্পর্কে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বুন্দেলখণ্ডে বাহবারী কৃষি গবেষণাগারের পরিচালনায় ৩০০ একর জমির উপর পরীক্ষামূলকভাবে ভার্জিনিয়া তামাক চাষ আরম্ভ হইয়াছে। যুক্ত-প্রদেশ সরকার এই উদ্দেশ্যে এককালীন ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৯৫ টাকা এবং বার্ষিক কিস্তিতে দেয় ৮১ হাজার ১০৩ টাকা হিসাবে ব্যয় করিবার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নগদ মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে এমন একটি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা পাইয়া কৃষকগণ যাহাতে উপকৃত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ঝাঁসি অঞ্চলেও অনুরূপ তামাক চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পল্লী স্বায়ত্তশাসন সংশোধন বিল

গ্রামাঞ্চলের উন্নতি বিধানে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি যাহাতে আরও অধিক অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম হয় সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে নূতন পল্লী স্বায়ত্তশাসন সংশোধন বিল আনয়নের প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত বিলে ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে আরও বেশী কর ধার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ। মনোনয়ন প্রথা রহিত করিবার প্রস্তাব করা হইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

১৯৪১ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩৩ হাজার ১ শত ৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৮ হাজার ৪ শত ৬৫ জন পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছে। ১ হাজার ৯ শত ১৫ জন ১ম বিভাগে, ৪ হাজার ৪ শত ২৯ জন ২য় বিভাগে এবং ১২ হাজার ৯০ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। মোট শতকরা পাশের হার ৫৫'৫। যাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে গুণানুসারে তাহাদের প্রথম দশ জনের নাম দেওয়া হইল :—১ম কৈলাস চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নলবাড়ী গবর্ণমেণ্ট এইডেড হাই স্কুল (গৌহাটী)। ২য় বনবিহারী ভট্টাচার্য্য, শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল। ৩য় অজিত কুমার চৌধুরী, শিলং জেল রোড হাইস্কুল। ৪র্থ (ক) বীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি, কান্দিরাজ এইচ, ই, স্কুল। (খ) গঙ্গাধর মুখার্জ্জী, শিবপুর দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউশন। ৬ষ্ঠ (ক) হীরেন্দ্র নাথ রায়, পদ্মপুকুর ইনষ্টিটিউশন। (খ) নরেশচন্দ্র বসু, চাঁদপুর এইচ, জে হাই স্কুল। ৮ম নগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা, সোনারাম গবর্ণমেণ্ট এইডেড হাই স্কুল (গৌহাটী)। ৯ম প্রবীর কুমার রায়, পাবনা গোপালচন্দ্র ইনষ্টিটিউশন। ১০ম নবকৃষ্ণ চৌধুরী, রাণীগঞ্জ হাই স্কুল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ বোর্ড

সম্প্রতি ভারতের বড়লাট বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ বোর্ডের কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিয়া একটি বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ বোর্ড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ বোর্ডের কলিকাতা অফিস ১২ নং ডালহৌসী স্কোয়ারে (রুম নং ২২) খোলা হইয়াছে। নিয়োগ বোর্ডের সম্পাদক মিঃ এম্ রহমান এই অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর ডাঃ আর, সি মজুমদার এই নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি, মিঃ ফজলুর রহমান সহ-সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার, মিঃ এ, আর, সিদ্দিকি, মিঃ এ এল, ওঝা, মিঃ ডবলিউ, এ, এম, ওয়াকার প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ এই বোর্ডের সভ্য হইয়াছেন। বিভিন্ন সওদাগরী অফিসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চাকুরীর সন্ধান করিয়া দেওয়া এই বোর্ডের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। এই উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্ত্তমানে যে সকল ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে তাহারা চাকুরীর খোঁজ খবর এই অফিস হইতে পাইতে পারিবে।

বাইক্রোমেট সংরক্ষণের ব্যবস্থা

যাহাদের গুদামে সোডিয়াম বাইক্রোমেট, পটেসিয়াম বাইক্রোমেট ও ক্রোম এলাম অথবা ঐ সকল উপাদানে তৈয়ারী যৌগিক বা রাসায়নিক পদার্থ মজুত আছে তাহাদিগকে মজুত সকল মাল বিক্রয়, পরিবর্ত্তন বা স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া সম্প্রতি ভারত সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন। আরও আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, উক্ত মজুত মালের পরিমাণ সম্পর্কে একটী হিসাব আগামী ১০ই জুনের মধ্যে সিমলায় সরবরাহ (রাসায়নিক পণ্য) বিভাগের পরিচালকের নিকট উক্তমালের স্বত্বাধিকারীদিগকে প্রেরণ করিতে হইবে। সরকারী অর্ডার অনুসারে মালপত্র তৈয়ারী করিতে প্রয়োজন মত ঐ সকল মজুত মাল ব্যবহার করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যে সকল কারখানা ঐ সকল পণ্যদ্রব্য তৈয়ারী করে, তাহাদিগকে উৎপন্ন পণ্যের আনুমানিক হিসাবও পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীর নিকট জানাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ঘূর্ণিবাত্যা বিধ্বস্ত বরিশাল ও নোয়াখালী

গত ২৫শে মে বরিশাল ও নোয়াখালীর উপর যে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার তাণ্ডব লীলা সংঘটিত হয় তাহার জন্য এই দুই জেলার বাসিন্দাদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। বরিশালের অন্তর্গত একমাত্র ভোলা মহকুমার ক্ষতির পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকারও অধিক। লোকের মৃত্যু সংখ্যা ১ হাজারের উপর। ইহার উপর গবাদি পশুর মৃত্যুও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। ভোলা মহকুমার কোন কোন স্থানে ৬ ফুট হইতে ১০ ফুট পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছিল। কয়েকটি দালান ছাড়া সমস্ত গৃহাদি ভূমিসাৎ হইয়াছে। বরিশাল সহরের সমস্ত চালা ঘর উড়িয়া গিয়াছে। নোয়াখালী জেলার উপরও ধ্বংসলীলা বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। এই জিলার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। বরিশালের দুর্গতদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন সাহায্য সমিতি যথা, কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতি অর্থের জন্য আবেদন করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার বরিশালে ৬ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ ও ২৫ হাজার টাকা খয়রাতি দান মঞ্জুর করিয়াছেন। বরিশাল জেলা বোর্ড ১৫ হাজার টাকা খয়রাতি দান এবং বিপন্নদের সাহায্যের জন্য এবং ঔষধাদি বিতরণ ও রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও পরিষ্কার করিবার জন্য ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।

বাংলা সরকারের কৃষি বোর্ড

আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বোর্ডের একটী বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। কৃষি বিদ্যার শিক্ষা সমস্যার প্রতি নজর দিবার জন্য একটি এড হক কমিটী, কৃষকদের জমির সেচ ব্যবস্থার জন্য অপর একটী এড হক কমিটী এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদির বিক্রয় সমস্যা সম্পর্কে তত্ত্বাবধানের জন্য বাংলা সরকার অপর একটী কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন।

মহাযুদ্ধ ও বীমা ব্যবসায়

গত ৩০শে মে শুক্রবার কলিকাতায় বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের হলে ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের একাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় এম এ, বি এল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে বলেন, যে সময় বোমা বর্ষণের ফলে শত শত পরিবার গৃহহীন হইয়া পড়িতেছে—যখন বিধ্বস্ত বিষয় সম্পত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই আশ্রয়হীন সর্ব্বস্বান্ত নরনারীর মনে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হইতেছে, সেই সময় বীমা কোম্পানীগুলিই তাহাদের সত্যকার সাহায্যে অগ্রসর হইতে পারে এবং একমাত্র বীমা কোম্পানীই তাহাদের দুঃখ কষ্টের লাঘব করিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত মনোভাব দূর করিয়া দিতে সক্ষম।

গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমাআইন প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় উক্ত অভিভাষণে বলেন যে, বিমান আক্রমণের কবল হইতে বাসগৃহ ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত রায় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার আশু অবসান না ঘটিলে ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনীতিক উন্নতির পক্ষে তাহা অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে। একটা আপোষ মীমাংসার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া এই দুরূহ সমস্যা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে অনুরোধ জানান। নূতন বীমা আইনের সমালোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, এই আইনের যেরূপ কড়াকড়ি করা হইয়াছে তাহাতে বীমা কোম্পানীগুলির যে অসুবিধা হইবে সেই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সরকারের নিকট হইতে সহৃদয় ব্যবহার ও সাহায্য পাইলে প্রতি-দানে গবর্ণমেণ্টও বীমা কোম্পানীগুলির নিকট হইতে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারেন, কথা প্রসঙ্গে বক্তা এরূপ আভাস দিয়াছেন। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানসমূহের একত্রীভূত হইয়া কার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে যে সব কঠিন নিয়ম কানুন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে বীমা ব্যবসায়ের স্বাভাবিক অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রেট বৃটেন ও কানাডার বীমা আইনের উল্লেখ করেন। সামাজিক বীমার বিষয়ে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রায় সমুদয় সভ্য দেশেই সামাজিক বীমার প্রসার ও প্রভাব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষ এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সামাজিক বীমা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, ইহার অভাবে ভিক্ষাবৃত্তি ও দানের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পাইয়া থাকে।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত রায় সকলকে বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও ভাবী সমস্যার দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে বলেন। বীমা কোম্পানীগুলির পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ভাব বিদ্যমান থাকিলে কোন সমস্যাই বীমা ব্যবসায়ের ন্যায় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করিতে পারিবে না।

বাঙ্গলার পাট চাষ

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর জানাইতেছেন যে, বাঙ্গলার পাট চাষের প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলিতে পাট বপন শেষ হইয়াছে। বঙ্গলা সরকার চাষীদিগকে পাট বপন সম্পর্কে ১৯৪০ সালের নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধান অনুসরণ করিবার উপদেশ দিতেছেন। ১৯৪০ সালের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে চাষী তাহাদের জমিতে ১৯৪০ সালে যে পরিমিত পাট ছিল উহার এক তৃতীয়াংশ পাট ১৯৪১ সালে চাষ করিতে পারিবে—তাহার বেশী নহে। কোন কোন অঞ্চলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তবে সুখের বিষয়, সাধারণতঃ চাষীরা উক্ত আইন অনুসারেই কাজ করিতেছে। যে সকল স্থানে বিনা লাইসেন্সে পাট বপন করা হইতেছে তথায় তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

কৃষিপণ্যের বাজার

সম্প্রতি বাংলা সরকারের ইণ্ড্রাষ্টিয়াল মিউজিয়ম গৃহে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাংলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর, মালিক বলেন যে, উৎপাদনকারীদের সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং তাহারা যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত ও ন্যায্য মূল্য পায় তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করা মার্কেটিং বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য; ইহা ছাড়া যাহাতে ক্রেতাগণও বিশুদ্ধ জিনিষ পাইতে পারে তাহার প্রতিও মার্কেটিং বিভাগ বিশেষ নজর রাখিবে. বক্তা আরও বলেন যে, এই সম্বন্ধে উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষিপণ্য উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ, উৎপন্ন দ্রব্যাদি সংরক্ষণ পাইকারী এবং খুচরা মূল্য নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ও অনুসন্ধান করিতে হইবে। ১৯৩৭ সালে কৃষি পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ আইনের দ্বারা যাহাতে কৃষিপণ্যের উৎপাদনকারী তাহার উৎপন্ন জিনিষের উপযুক্ত দাম পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বিবিধ কৃষিজাত পণ্যের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। 'আগমার্ক' এইরূপ শ্রেণীবিভাগের প্রতীক চিহ্ন এবং ক্রেতাগণ ইহা দ্বারা শ্রেণীবিভাগ এবং জিনিষের বিশুদ্ধতার বিষয় যাহাতে অবহিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রুশ গবর্ণমেণ্টের ঋণ গ্রহণ

সোভিয়েট অর্থ-সচিব মঃ ভেরেভ ঘোষণা করিয়াছেন যে, রুশ গবর্ণমেণ্ট ৯৷৷০ মিলিয়ার্ড রুবলের একটি ঋণ গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ১৯৪১ সালের পরিকল্পনার জন্যই এই ঋণ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইবে।

রেলওয়ের আয়

প্রকাশ, ১৯৪১ সালে ২০শে মে তারিখে যে দশ দিন শেষ হইয়াছে উক্ত দশ দিনে সমস্ত সরকারী রেলওয়ের মোট আয় ৩ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা এবং পূর্ব্ব বৎসরের এই সময়ের আয়ের চেয়ে এই বৎসর এই সময়ের আয় ১২ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৪১ সালের ১ লা এপ্রিল হইতে ২০শে মে পর্য্যন্ত মোট আয়ের পরিমাণ ১৬ কোটী টাকা, পূর্ব্ব বৎসরের এই সময়ের আয়ের চেয়ে এ বৎসর এই সময়ের আয় ৫৬ লক্ষ টাকা বেশী।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইউনাইটেড কমন প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ

১৯৪০ সালের রিপোর্ট

১৯৩৩ সালে চট্টগ্রামে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। তদবধি উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতার সহিত এই প্রভিডেণ্ট কোম্পানীটি পরিচালিত হইতেছে। ইতিমধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, আরাকান ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কোম্পানীর কয়েকটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ সব আফিসের ভিতর দিয়া কোম্পানীর কার্য্য ভালরূপ সম্প্রসারিত হইতেছে। সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের যে কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৫০০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। এবার প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ১৫ হাজার ১০৯ টাকা আয় হয়। অন্যান্য শ্রেণীর আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ১৬ হাজার ১১ টাকা। এবার পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ৪ হাজার ৪৬৭ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৫৫ টাকা দাবী হয়। কার্য্য পরিচালনা বাবদ কোম্পানী ১০ হাজার ৩৫২ টাকা ব্যয় করে। বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ১৪৮ টাকা, বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৮ হাজার ৮৪৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৪ হাজার ৯১৯ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৮ হাজার ৮৪৪ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১৫ হাজার ৪৮৪ টাকা। ঐরূপ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট আমানত (সরকারী সিকিউরিটি) ৫ হাজার ২৬৪ টাকা; এজেণ্টদের নিকট প্রাপ্য ১ হাজার ১৯৯ টাকা; হাতে ও ব্যাঙ্কে ৪ হাজার ৮৪ টাকা, আসবাবপত্র ১ হাজার ২৬০ টাকা, অর্গেনাইজেসন ব্যয় ২ হাজার ৬৬৯ টাকা। এই কোম্পানীটি নূতন বীমা আইনের বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছে এবং সতর্ক প্রণালীতে নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় টাকা দাদনের কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতেছে। এই জন্য কোম্পানীটির উপর সাধারণের ক্রমবর্দ্ধিত আস্থা ও নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহা খুবই সুখের বিষয়।

কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ পি বি দত্তের চেষ্টায় এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনিই কোম্পানীটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাহাছাড়া অন্য অনেক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীও কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। ইঁহাদের কর্ম্মকুশলতায় আমরা এই উন্নতিশীল কোম্পানীটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করি।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

গত কতিপয় বৎসরে বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টি নূতন ব্যাঙ্ক উল্লেখযোগ্য ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অন্যতম। গত ১৯৩৬ সালে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৪ হাজার টাকা, ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত তাহা বাড়িয়া ২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা হয়। ১৯৪০ সালের শেষে তাহা ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গত কতিপয় বৎসরে এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতি জমার পরিমাণও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৬ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কে সাধারণের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। ১৯৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৪৮ টাকা হয়। ১৯৩৮ সালে তাহা দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ১১ হাজার টাকায়। ১৯৩৯ সালের শেষে তাহা ১১ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৮৯ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতি জমা বাড়িতে থাকায় ব্যাঙ্কটির কার্য্যকরী মূলধন এক্ষণে দাঁড়াইয়াছে (১৯৪০ সালের শেষে) ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই ব্যাঙ্কের তহবিল সতর্কতার সহিত দাদন করা হইয়া থাকে। ১৯৩৯ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের মোট তহবিলের শতকরা ৭৮ ভাগই নগদ ও নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় নিয়োজিত ছিল। ১৯৩৯ সালে এই ব্যাঙ্কটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

মিঃ সতীশচন্দ্র পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে নোয়াখালি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার নিপুণ কার্য্যতৎপরতায় গত কতিপয় বৎসরে ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি দেখা গিয়াছে; ভবিষ্যতে উহার আরও শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাইব বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩০শে মে হাওড়ায় ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্কের একটি শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে উপরোক্ত তারিখে নরসিংহ দত্ত কলেজের

চল ধরে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্যার মন্মথ নাথ মুখার্জ্জি তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় মহারাজ কুমার পি এন রায় চৌধুরী, রায় পান্নালাল মুখার্জ্জি বাহাদুর, রায় বাঘবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি বাহাদুর, মিঃ ভূপেন্দ্র নাথ বসু, মিঃ দ্বিজবর চন্দ্র, মিঃ জে সি দাসগুপ্ত ও মিঃ বিজয় হাজরা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি তাঁহার বক্তৃতায় ইণ্ডিয়ান প্সিসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করেন। সভায় মিঃ এম আর এইচ্ ইস্পাহানীর একটি শুভকামনামূলক বাণী পঠিত হয়। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ টি আর বসু ও হাওড়া শাখার এজেন্ট মিঃ আর কে গাঙ্গুলী সকলকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

প্রকাশ, ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সাধারণ বীমার কাজ আরম্ভ করা সম্পর্কে সকল আয়োজন উদ্যোগ সমাধা করিয়াছে। অগ্নি-বীমার জন্য কলিকাতায় ও বোম্বাইয়ে একজন করিয়া ম্যানেজার নিয়োগ করা হইবে। কোম্পানীর হেড আফিসে একজন জেনারেল ম্যানেজার থাকিবেন।

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি সাতকানিয়ায় চট্টগ্রামের মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রধান ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু চৌধুরী তাহাতে সভাপতিত্ব করেন।

ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৫ই জুন বৃহস্পতিবার ১৬১এ, রাসবিহারী এভেনিউতে স্যার মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় কে টি মহোদয়ের সভাপতিত্বে ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বালীগঞ্জ শাখার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্বোধন প্রসঙ্গে স্যার মন্মথ বলেন, বাঙ্গলা দেশে অত্যল্প কালের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের যে প্রসার ও উন্নতি হইয়াছে তাহা নিতান্তই আনন্দের বিষয়। ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ মাত্র ৫ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে যে দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া আমি আনন্দ লাভ করিলাম। বাঙ্গলা দেশের ব্যাঙ্কসমূহের পরিচালকগণকে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গুরু দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে অনুরোধ করিয়া তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে অহরহ যেরূপ ব্যাঙ্কের শাখাপ্রশাখা খোলা হইতেছে এবং তাহাতে পরস্পরে যেরূপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে তাহা অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং বাঙ্গলার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের সুনাম যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে তিনি ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। সভাপতিকে ব্যাঙ্ক উদ্বোধন করিতে আহ্বান করিয়া শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার রায় বলেন যে, ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক গত পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কের কর্ণধার মিঃ এস্ কে গাঙ্গুলী এই ব্যাঙ্কটির প্রারম্ভ কাল হইতেই দক্ষতার সহিত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কের ১১ লক্ষাধিক টাকা কার্য্যকরী মূলধন হইয়াছে। ইহার আদায়ী শেয়ার মূলধনও ৫ লক্ষাধিক টাকা হওয়ায় বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানাইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ এস কে গাঙ্গুলী সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া ব্যাঙ্কের বালীগঞ্জ শাখাটিকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে স্থানীয় ব্যক্তিগণকে অনুরোধ জানান। উক্ত ব্যাঙ্কের বালীগঞ্জ শাখার ভারপ্রাপ্ত এজেন্ট শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ জানাইবার পর সভার কার্য্য শেষ হয়। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মিঃ জে সি গুপ্ত, কে সি রায় চৌধুরী এম-এল-এ, মেজর পি বর্দ্ধন, এস্ সি বসু বার-এট-ল, পি কে পাল চৌধুরী, বি কে পাল চৌধুরী ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

গত ৪ঠা জুন বুধবার মিঃ এন আর দাশগুপ্ত এম এ, বি ল, বার-এট-ল কর্ত্তৃক উক্ত ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় বহু ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী

ক্যালকাটা টকিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি কে রায়। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

বিষ্ণুপুর মেটেল কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর এন চক্রবর্ত্তী। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৪৩।১ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া বিল্ডিং এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারীং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ করমচাঁদ থাপার। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

সিটি থিয়েটার্স লিঃ—জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ মনোরঞ্জন ঘোষ। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৭৬।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ন্যাশনেল প্লেট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ চারুপ্রকাশ ঘোষ। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩।১ ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

এসোসিয়েটেড কমার্সিয়াল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস টানটিয়া। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৬।১ নং হ্যারিসন রোড্ কলিকাতা।

জে বি দত্ত এষ্টেট্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জানকী বল্লভ দত্ত। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৪ নং শাঁখারি বাজার, কলিকাতা।

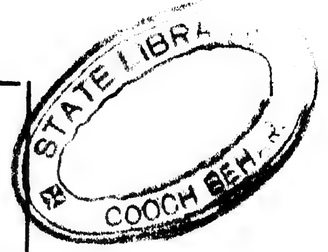
ক্রিষ্টেল এরিয়েটেড ওয়াটার কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে পি বসু। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩০।২ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

সাইক্লো ক্যামিকেল ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি কে চ্যাটার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫২ নং হরিশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা।

রাজগরিয়া এণ্ড্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি এল রাজগরিয়া। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ কলিকাতা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ইউনিয়ন জুট কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১০ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **হাসিমারা টি কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৩০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় ৩২॥০ আনা। **চাঁপদানী জুট কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়।



বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৬ই জুন

কলিকাতার টাকা ও বিনিময় বাজার এবারও পূর্ব্ববৎ স্থির রহিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের কল টাকার সুদের হার ছিল শতকরা ॥০। কিন্তু কল টাকার ঋণ গ্রহণকারী কেহ ছিল না বলিলেই চলে।

এই সপ্তাহের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ ৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১২ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৭ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজের ক্ষেত্রে স্থিরভাব বলবৎ রহিয়াছে—দরের কোনরূপ ইতরবিশেষ পরিলক্ষিত হইতেছে না। বিনিময় বাজারে একটা সংশয়ের ভাব দেখা গিয়াছিল—কোন কোন মহলের এইরূপ ধারণা যে, রপ্তানী বিলের চাহিদা বেশ বাড়িয়া গিয়াছে, অপর পক্ষের সংবাদ এই যে, রপ্তানী বিলের কাজকর্ম্ম অতি সামান্যই হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনে মাল রপ্তানী ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সপ্তাহের শেষ ভাগে কলিকাতার বিনিময় বাজারে কথঞ্চিত চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। গত ৩রা জুন তারিখের ৩ মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। ইহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। এই আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৯৭পাই এবং তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হয়; ৯৯৬পাই দরের আবেদনগুলির শতকরা ৬৮ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর টেণ্ডারসমূহ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের মোট পরিমাণ ২ কোটি টাকা এবং উহাদের বার্ষিক শতকরা সুদের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে ৮/৯ পাই। আগামী ১০ই জুন তারিখে ৩ মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। গৃহীত টেণ্ডারসমূহের টাকা ১৩ই জুন তারিখের মধ্যে দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

৪ঠা জুন হইতে ৩ মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল পূর্ব্বপ্রকাশিত সর্ত্তানুসারে ৯৯৮/০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। ২৮শে মে হইতে ২রা জুন তারিখের মধ্যে ৩ মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিলের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৩০শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৫৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৫৫ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৭ কোটি টাকা। এই সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের মোট পরিমাণ ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ৩১ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ হইতেছে ২৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এই সপ্তাহে বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০ কোটি ৯ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলি: হণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫২৯/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫২৩/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬৩/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৬ই জুন

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি না পাইলেও দরের একটা তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। পাটকলের শেয়ারের মন্দার ভাব কাটাইয়া উঠিবার প্রচেষ্টা এবং এই সপ্তাহের প্রথমভাগে পাটকলের শেয়ারের চড়তির ভাব শেয়ার বাজারের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বুধবার মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত পাটকলের শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছিল, কিন্তু তাহার পর পাটকলের শেয়ার মূল্য সর্ব্বোচ্চ স্তর হইতে নিম্নগামী হইতে থাকে। যদিও শেয়ারের মূল্যে এইরূপ পড়তি খুব সামান্য ছিল, তবুও শেয়ারের বেচাকেনা এইজন্য কতকটা কমিয়া যায়। ক্রীট দ্বীপ হইতে বৃটীশ সৈন্য অপসারণ এবং পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে অনিশ্চিত অবস্থার জন্য যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার জন্যও বাজারে কতকটা প্রতিক্রিয়ার ভাব দেখা যায়। সপ্তাহের প্রথমভাগে পাটকলের শেয়ারের মূল্যে যে উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয় তাহার কারণ পাট এবং পাটজাত দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি। হাওড়ার শেয়ারের মূল্য ৫২৸০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ারের দর ৩০৸৶০ আনায় উঠিয়া পরে সপ্তাহের শেষের দিকে ২৯৷৷০ আনায় নামিয়া ছিল। হিন্দু পর্ব্ব "দশহরার" জন্য কলিকাতার শেয়ার বাজার বৃহস্পতিবার বন্ধ ছিল।

কোম্পানীর কাগজ

পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় এসপ্তাহেও এই বিভাগের বিকিকিনির ব্যাপারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৫৸৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ ডিফেন্স বণ্ড ১০১৸৶০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। ৩৷৷০ টাকা সুদের ১৯৪৭।৫০ সালের বণ্ড ১০৩৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০।৭০ সালের বণ্ড ১০৯৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮২৷৴০ আনা এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩।৬৫ সালের ঋণপত্র ৯৫৷০ আনায় দাঁড়ায়।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কল বিভাগে এসপ্তাহে শেয়ারের মূল্যে তেজীর লক্ষণ দেখা যায়। এলগিন ২০৸৵০ আনা, ডানবার ২০০৲ টাকা, কানপুর টেক্সটাইলস ৬৸৶০ আনা এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ২৷০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে কিছু কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। বরাকর ১২৷৷০ আনা, শিবপুর ২২৷০ আনা, ইকুইটেবল ৩৪৶০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৮৷০ আনায় বিকিকিনি হয়।

পাটকল

পাটকল বিভাগে এসপ্তাহে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা ছিল এবং প্রত্যহই কাজ কারবার বেশী পরিমাণে হইয়াছিল। কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে পাটকলের শেয়ারের মূল্য কিছু কমিয়া যায়। আদমজী ২৫৷০ আনা, হুকুমচাঁদ ৯৲ টাকা, নদীয়া ৫৬৸০ আনা, এংলো-ইণ্ডিয়া ৩২৯৲ টাকা, গৌরীপুর ৬৭৬৲ টাকা এবং গেঞ্জেস্ ম্যানুফ্যাকচারিং ২৬৯৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগের ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ারের উঠানামার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ষ্টীল করপোরেশন ১৮৸৴০ আনা, হুকুমচাঁদ ষ্টীল ১১৸০ আনা, ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড ওয়াগন ৬২৸৶০ আনা এবং সারণ ৬৷৶০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

চিনির কল

এই বিভাগে পূর্ণিয়া ৬৷০ আনা, বুলাণ্ড ১৫৸০ আনা এবং মারিক্রয়ারী ১৪৷৶০ আনায় কাজ কারবার হইয়াছে।

চা বাগান

চাবাগানের শেয়ারে ভালরূপ বিকিকিনি হয়। আমলুকি ৬৮৲ টাকা, সোণাই রিভার ১৫৸০ আনা, পেট্রোকোলা ৯০৫৲ টাকা এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ কাছাড় ২৩৫৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে টীটাগড় ১৮৷০ আনা, বার্ম্মা করপোরেশন ৪৷৶০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার ২৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৪২৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান কেবলস ২০৲ টাকা, ডানলপ রাবার ৪০৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যানুফ্যাকচার্স ২৭৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন ৮৯৲ টাকা এবং এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ১৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

এই সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৩০শে মে—১০০৸৵৬ পাই ; ৩রা জুন—১০১৸৬ পাই ; ৪ঠা—১০১৸৵০। ৩৷৹ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৩০শে মে—৯৫৸৵০ ; ৩১শে—৯৫৸৵০ ; ২রা জুন—৯৫৸৵০ ; ৩রা—৯৫৸৵০ ; ৪ঠা—৯৫৸৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৩০শে মে—৯৫৵০ ; ৩১শে—৯৫৲ ; ২রা জুন—৯৫৵৬ পাই : ৩রা—৯৫৷০ ; ৪ঠা—৯৫৷০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ৩০শে মে—১০৪৶০ ; ২রা জুন—১০৪৷৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৩০শে মে—১০৮৸/০ ; ২রা জুন—১০৯৵০ ১০৮৷৷৵০ ১০৮৸৵০ ৩রা—১০৯৷০ ; ৪ঠা—১০৮৸০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৩০শে মে—১১০৸/০ ১১১/০ ; ২রা জুন—১১০৸/০ ১১১৲। ৩৲ টাকা সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৯) ৩০শে মে—৯৯৲। ৩৲ সুদের ইউ পি ঋণ (১৯৬১-৬৬) ৩০শে মে—৯৪৷৷০ ৯৪৷৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ৩১শে মে—৯৯৸০ ৯৯৸৵০ ; ২রা জুন—৯৯৸৬ পাই। ৩৷৹ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২রা জুন—১০২৷৷৵০ ১০২৷৷৶০ ; ৪ঠা—১০২৸/০ ১০৩/০। ৫৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ২রা জুন—১০৬৷৷৵০ ; ৩রা—১০৬৸০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৩রা জুন—৮২৷/০ ; ৪ঠা—৮২৷৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১) ৩রা জুন—১০০/০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩০শে মে—১০২৲ ১০৩৲ ; ৩১শে—১০২৷৷০ ১০৩৷৷০ ১০২৲ ; ২রা জুন—১০২৷৷০ ১০৩৷৷০ ; ৩রা—১০২৷৷০ ১০৩৷৷০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ৩১শে মে—৩৮১৲ ৩৮৩৲ ; ২রা জুন—(সম্পূর্ণ প্রদত্ত) ১৫৬৮৲ ; ঐ (কণ্টি) ৩৭৯৷৷০ ৩৮২৲ ; ৩রা—(কণ্টি) ৩৮০৲ ৩৮২৲।

কাপড়ের কল

কেশোরাম ৩০শে মে—৬৷০ ৬৷৵০ ; ২রা জুন—৬৷/০ ৬৷৷/০ ; ৩রা—৬৷৵০ ; ৪ঠা—৬৷৶০ ৬৷৷৶০। নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ৩০শে মে—৫৷৵০ ৫৷৷৵০ ; ২রা জুন—(অর্ডি) ২/০ ২৶০ (প্রেফ) ৫৷৷৵০ ; (অর্ডি) ২/০ ২৷০ ; ৪ঠা—(অর্ডি) ২/০ ২৷০ ; (প্রেফ) ৫৷৷৵০। কাণপুর টেক্সটাইল ৩১শে মে—৬৷৷/০ ৬৸/০ ; ২রা জুন—৬৸৵০। বাসন্তী ২রা জুন—(অর্ডি) ৩/০ ৩৶০ ; ৩রা—৩/০ ৩৶০। বেনারেস কটন এণ্ড সিল্ক ২রা জুন—২৸০ ২৸৶০। মোহিনী মিলস্ ২রা জুন—১২৵০ ১২৷৷০ ; ৩রা—১২৲ ১২৷৷০। ডানবার ২রা জুন—২০১৲ ২০৩৲ ; ৩রা—২০০৲। বেঙ্গল নাগপুর ৩রা জুন—(প্রেফ) ১৩৫৲। এলগিন মিলস্ ৩রা জুন—(অর্ডি) ২০৷৷/০ ২০৸/০।

কয়লার খনি

একুইটেবল ৩০শে মে—৩৩৸/০ ; ২রা জুন—৩৪৷০ ; ৩রা—৩৩৸০ ; ৪ঠা—৩৪৵০। নিউ বীরভূম ৩০শে মে—১৪৵০ ১৪৷৵০ ; ৩১শে—১৪/০ ; ২রা জুন—১৪৲ ১৪৷০ ; ৩রা—১৪৵০ ১৪৷৵০ ; পেঞ্চভেলী ৩০শে মে—৩২৷০। নর্থ দামুদা ৩১শে মে—৫৷০ ৫৷৷/০ ; ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২রা জুন—২৮৲ ৪ঠা—২৮৷০। সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ২রা জুন—১৩৷০ ; (প্রেফ) ১০৯৲ ১১০৲। চুরুলিয়া ২রা জুন—১৷৶০ ; ৩রা—১৷৷৵০ ; কালাপাহাড়ী ২রা জুন—১২৷০। কাত্রাস ঝরিয়া ২রা জুন—২৩৸০, ২৪৲। দেওলী ৩রা জুন—৮৸০, ৯৷০। ধেমো মেইন ৩রা জুন—১১৸/০, ১২৵০। যুগুলপুর ৩রা জুন—৯৷৶০, ৯৸০। রাণীগঞ্জ ৩রা জুন—২৪৲। তালচেড় ৩রা জুন—১৷৵০। বরাকর ৩রা জুন—১২৷/০, ১২৷৷৵০, (প্রেফ) ১৪৬৲ ; ৪ঠা—১২৷৷০। বোকারো এণ্ড রামগড় ৩রা জুন—১৪৶০। ভালগোড়া ৩রা জুন—৪৷৵০, ৪৷৷। বেঙ্গল ৩রা জুন—৩৫১৲, ৩৫৫৲। শিবপুর ৪ঠা জুন—২২৷০। জৈন্তি সেণ্ট্রাল ৪ঠা জুন—১৶০, ১৷০।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান্ রেলওয়ে ২রা জুন—(অর্ডি) ৬১৲, ৬২৲ ; ৩রা—(অর্ডি) ৬২৲। আহম্মদপুর কাটোয়া রেলওয়ে ৩রা জুন—৯৩৲, ৯৪৲।

খনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন ৩০শে মে—৪৷৶০, ৪৷৷/০ ; ৩১শে—৪৷৶, ৪৷৷/০ ; ২রা জুন—৪৷৶০, ৪৷৷৵০ ; ৩রা—৪৷৶০, ৪৷৷৵০ ; ৪ঠা—৪৷৶০। কনসোলিডেটেড্ টিন ৩০শে মে—২৶০। ইণ্ডিয়ান কপার ৩০শে মে—২৲, ২৵০ ; ৩১শে—২৲, ২রা জুন—১৸৶০ ২৵০ ; ৩রা—২৲ ২৵০ ; ৪ঠা—২৲ ২৶০। রোডেসিয়া কপার ২রা জুন—৷৷৶০। করণপুরা ডেভেলপমেণ্ট ৩রা জুন—৭৷৷৵০ ; ৪ঠা—৭৷৵০।

কাগজের কল

টিটাগড় পেপার ৩০শে মে—(প্রেফ অর্ডি) ৫৷৶০ ৫৷৷০ ; (ঐ অর্ডি) ১৭৷/০ ১৮৷৶০ ; ৩১শে—(অর্ডি) ১৭৸৶০ ১৮৶০ (ঐ প্রেফ অর্ডি) ৫৷৵ ; ২রা জুন—(অর্ডি) ১৮৷০ ; ৩রা—(অর্ডি) ১৮৷০ ১৮৷৷৵০ ; ৪ঠা—(অর্ডি) ১৮৷০। মহীশূর পেপার ৩০শে মে—১৮৷০। শ্রীগোপাল পেপার ৩০শে মে—১০৷/০ ১০৷৷৵০ ; ৩রা জুন—১০৷৷/০ ১০৸/০ ; ৪ঠা—১০৷৷৶০। ষ্টার পেপার ৩০শে মে—১০৷৷/০ ; ৩রা জুন—১০৸৵০। ইণ্ডিয়ান পেপার পালপ ২রা জুন—১৪০৲ ১৪১৲ ; ৩রা জুন—১৪২৲ ১৪৩৲ ; ৪ঠা—১৪২৲। ওরিয়েণ্ট পেপার ২রা জুন—(অর্ডি) ১১৷৷০ ১১৸০ ; ৩রা—(অর্ডি) ১১৷০ ১১৷৷০ (ঐ নূতন প্রেফ) ১০৪৲। আপার ইণ্ডিয়া কুপার ৩রা জুন—১৩৬৲।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট ৩০শে মে—(অর্ডি) ১১৷৷০ ; ২রা জুন—(অর্ডি) ১১৷৷৵০ (ঐ ডেফার্ড) ২৸৵০ ; ৩রা—(প্রেফ) ১১১৲। বেঙ্গল পটারীস্ ৪ঠা জুন—৮৷০ ৮৷৷০।

পাট কল

আগড়পাড়া ৩০শে মে—২৬৸৵০ ২৬৸০ ; ৩১শে—২৭৷৵০ ২৭৵০ ২৭৲ ; ২রা জুন—২৭৸০ ; ৪ঠা—২৭৷৵০ ২৭৷৷৶০। আদমজী ৩১শে মে—২৫৷০ ; ২রা জুন—২৫৷০ ২৫৷৷/০ ; ৩রা—২৫৷৵০ ২৫৷৷৵০ ; ৪ঠা—২৫৷৷৵০ ২৫৷০। এলায়েন্স ৩০শে মে—২৬৫৲ ; ৩১শে—২৭৬৷৷০ ; ২রা জুন—২৮৫৷৷০ ২৮৬৲। এ্যাংলোইণ্ডিয়া ৩০শে মে—৩২০৲ ; ৩১শে—৩২৪৲ ; ২রা জুন—৩৩২৷৷০ ; ৩রা—৩৩২৲ (ঐ প্রেফ) ১৬৮৷৷০। অকল্যাণ্ড ৩০শে মে—১৬৫৲ ; ৩১শে—১৬৬৲ ১৬৭৲ ; ৩১শে—১৬৯৲। বেলভেডিয়ার ৩০শে মে—৩৭০৲ ; ২রা জুন—৩৭৬৲ ৩৮০৲ ; ৩রা—৩৭৬৲। চিতভালশা ৩০শে মে—৯৷০ ৯৷৷০ ;

চলিয়াছে। বুধবার বাজার বন্ধ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ওমরা জুলাই ১৮৭৲ টাকা ও ডিসেম্বর ১৮৪৲ টাকায় কাজকারবার হইয়াছে। বোরোচের দর এই সপ্তাহে ২৬৮৷৹ আনায় দাঁড়াইয়াছে। নিউইয়র্কের বাজারে তুলার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় বোম্বাইয়ে ও কলিকাতার বাজারে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে।

কাপড়

যদিও বোম্বাই হইতে কাপড়ের বাজারের উন্নতির কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তথাপি সূতা ও বস্ত্রের বাজারের অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হয়। আমদানী হ্রাস পাওয়ার ফলে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের বেশ সুবিধা হইয়াছে। অবশ্য পশ্চিম ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দরুণ অচিরে অত্যধিক পরিমাণে বস্ত্রের যোগান দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। বোম্বাই হইতে শীঘ্রই রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এই সংবাদে কলিকাতার বাজারে আশার সঞ্চার হইতেছে। কতিপয় বিক্রেতা জাপানী বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভারতীয় সূতা ও বস্ত্রের মূল্যের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৬ই জুন

গত ৩রা জুন হইতে চায়ের নীলাম বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে।

আলোচ্য নীলামে সবুজ চায়ের চাহিদার পরিমাণ যথেষ্ট ছিল এবং চায়ের মূল্যে চড়তির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। গুঁড়া চায়ের চাহিদাও ভাল ছিল এবং ইহার দর আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিশেষতঃ ডুয়ার্সের গুঁড়া চায়ের দর স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে ৬ পাই হইতে এক আনা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দার্জ্জিলিং গুঁড়া চায়ের দর সন্তোষজনক অবস্থায় বলবৎ ছিল। অন্যান্য শ্রেণীর চা বাজারে অতি অল্প পরিমাণে দেখা গিয়াছিল এবং ইহার বিশেষ কোন চাহিদাও ছিল না। পাতা চা এবং সাধারণ দার্জ্জিলিং চায়ের বিক্রয় খুব কম ছিল।

রপ্তানীযোগ্য চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি প্রথমতঃ ॥৩ পাই হইতে নামিয়া ।৶৯ পাইতে দাঁড়ায়। পরে বাজার বন্ধ হওয়ার দিকে পুনরায় পাউণ্ড প্রতি ॥১ পাইতে দর স্থির থাকে। ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ক্রয় বিক্রয় সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রতি পাউণ্ড চায়ের দর ছিল ।৶৩ পাই।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ৬ই জুন

রেড়ির খৈল—এ সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ ২।৹ আনা হইতে ২।৶৹ দরে খৈল বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুই মণী বস্তা খৈল ৫৲ টাকা হইতে ৫।৹ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল।

সরিষার খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারেও মন্দার ভাব দেখা যায়। মিলসমূহ প্রতিমণ ১।৶৹ আনা হইতে ১॥৶৹ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। অপরদিকে আড়তদারেরা প্রতি দুই মণী বস্তা খৈল (প্রত্যেক বস্তার জন্য থলের দাম বাবদ ।৹ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৩।৶৹ আনা হইতে ৩॥৹ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা সামান্য পরিমাণে খৈল ক্রয় করিয়াছিল। খৈলের কোনরূপ রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ৬ই জুন

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় চিনির বাজারে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার বস্তা মজুদ ছিল। বিভিন্ন প্রকার চিনির দর নিম্নরূপ ছিল :—

মতিপুর—১০।৶৬ পাই; চম্পারণ—১০।৹ আনা; পনাবী—৯॥৶৩ পাই হইতে ১০।৶৬ পাই; দর্শনা—৯॥৶৬ পাই হইতে ১০৲ টাকা ৬ পাই; গোপালপুর—৯৸৶৬ পাই; সাগামুগা—৯॥৶৬ পাই; জাফা—৯॥৶৹ আনা; বেলডাঙ্গা—৯॥৶৬ পাই; সিধোলিয়া—৯।৶৬ পাই; হারখোয়া—৯।৶৹আনা হইতে ৯।৶৹ আনা

কাণপুর—কাণপুরে চিনির বাজারে চিনির দরে চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং চাহিদার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। মণ প্রতি প্রায় ।৶৹ আনা দর বাড়িয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালের মজুদ চিনি প্রায় ফুরাইয়া আসিবার জন্য চিনির মূল্য ১৯৪০-৪১ সালের উৎপন্ন চিনির নির্দ্ধারিত দরের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নূতন মরশুমের চিনি বিক্রয়ের জন্য আগামী সপ্তাহে বাজারে চিনি আমদানী হইবে বলিয়া শুনা গিয়াছে। বর্ত্তমানে যে প্রচুর পরিমাণে অবিক্রিত অবস্থায় সস্তা চিনি বাজারে মজুদ আছে সেইজন্য নূতন করিয়া বাজারে চিনির আমদানী বিক্রেতাদের নিকট অভিপ্রেত নহে বলিয়া মনে হইতেছে। এই সপ্তাহের শেষভাগে কাণপুর বাজারে চিনির দর নিম্নরূপ অবস্থায় বলবৎ ছিল :—

বস্তি—৯৶৹ আনা; নবাবগঞ্জ—৯॥৶৹ আনা; হারগাও—৯॥৶৹; ঝারোয়াল—৯।৶৬ পাই; ভাবনান—৯।৶৹ আনা; রোজা—৯।৶৯ পাই; ওয়ালটারগঞ্জ—৯॥৹ আনা; মাহোলা—৯।৶৹ আনা; গুটীয়া—৯॥৹ আনা; কাণপুর স্পেশাল—৮।৶৹ আনা।

ধান চাউলের বাজার

কলিকাতা, ৬ই জুন

কলিকাতার বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে পাটনাই ধান চাউলের চাহিদা দেখা যায়। প্রতি মণ ধান চাউলের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল :—

ধান—পূবা পাটনাই—৩॥৶৹ ৩৸৹; ২৩নং পাটনাই—৪৶৩ পাই ৪৶৬ পাই; রূপশাল—৪৶৹ ৪৶৬ পাই; কাটারিভোগ—৪॥৹ ৪॥৶৹; সাধারণ পাটনাই—৩॥৶৹ ৩৸৹; মাঝারি পাটনাই—৩৸৶৹ ৩৸৶৹; দাদশাল—৪।৶৹ ৪।৹; হামাই—৪।৶৬ পাই ৪।৶৹; হোগলা—৪৶৹ ৪।৶৹; যশোয়া—৪৲ ৪৶৹; কুমরাগোড় (মোটা)—৩।৶৹ ৩।৶৬ পাই।

চাউল—রূপশাল (কলছাটা)—৬॥৹; কাটারিভোগ (সাধারণ)—৭॥৹; ২৩নং পাটনাই (নূতন)—৬।৹ ৬।৬ পাই; আতপ কাটারিভোগ—৮৶৹; ২৩নং পাটনাই চাপ—৬।৬ পাই ৬।৶৹।

রেঙ্গুনের বাজার—এসপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান চাউলের বাজার তেজী ছিল।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৬ই জুন

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজার অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল। শুকনো ছাগলের চামড়ার সামান্য পরিমাণ ক্রয় বিক্রয় হইয়াছিল। নিম্নরূপ দরে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৪৮ হাজার ৬ শত টুক্‌রা ৪০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা, ঢাকা দিনাজপুর ১৪ হাজার ৭ শত টুক্‌রা ৬৫৲ টাকা হইতে ১০০ শত টাকা। আর্দ্র লবণাক্ত ১৭ হাজার ৯ শত টুক্‌রা ৬৫৲ টাকা হইতে ১৪০৲ টাকা।

গরু ও মহিষের চামড়া—দারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ২ হাজার ৮ শত টুক্‌রা ৬৸৹ আনা হইতে ৮৲ টাকা। দারভাঙ্গা রাঁচি আর্সেনিক ১ হাজার ২ শত টুক্‌রা ৯৲ টাকা। ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ৯ হাজার ২ শত ৬০ টুক্‌রা ৪॥৶৹ আনা হইতে ৫॥৹ আনা। আর্দ্র-লবণাক্ত ১ হাজার ৪ শত ৬০ টুক্‌রা ১৶৹ আনা হিসাবে। কসাইখানার আর্দ্র-লবণাক্ত ৩ শত টুক্‌রা (প্রতি কুড়ি) হিসাবে ১২৫৲ টাকা হইতে ১৩০৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত ছাগলের চামড়া পাটনাই ১ লক্ষ ২৪ হাজার ২০ টুক্‌রা, ঢাকা দিনাজপুর ৯০ হাজার টুক্‌রা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ১৯ হাজার ৬ শত টুক্‌রা বাজারে মজুদ ছিল।

গরুর চামড়া ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ২০ হাজার ৩ শত টুক্‌রা। আগ্রা আর্সেনিক ৩ হাজার ৮ শত টুক্‌রা, দারভাঙ্গা রাঁচি আর্সেনিক ৩ হাজার ৩ শত টুক্‌রা, দারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ২৩ হাজার ৮ শত টুক্‌রা, রাঁচি গয়া সাধারণ ৬ হাজার ৫ শত টুক্‌রা, নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ ৮ শত টুক্‌রা, গোরক্ষপুর বেণারস সাধারণ ১ হাজার ৫ শত টুক্‌রা, আসাম দার্জ্জিলিং লবণাক্ত ২ হাজার ৩ শত টুক্‌রা, আর্দ্র-লবণাক্ত ১১ হাজার ৯ শত টুক্‌রা এবং মহিষের চামড়া ৩ হাজার ৫ শত টুক্‌রা বাজারে মজুদ ছিল।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮১

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট



আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ২৩শে জুন, সোমবার ১৯৪১ | ৮ম সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

অভাবের তাড়নায় স্ত্রীপুত্র হত্যা

২৪ পরগণা জেলার ভাঙ্গর নামক স্থানের অধিবাসী ললিত চন্দ্র হাইন নামক জনৈক প্রাইভেট টিউটার তাহার ২০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী এবং দেড় বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্রকে হত্যা করায় আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ সিমসন তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। আসামী আদালতে একথা জানাইয়াছে যে স্ত্রীর সহিত তাহার কোন দিন কোনওরূপ মনোমালিন্য ছিল না এবং স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়াই সে এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে। সে একথাও বলিয়াছে যে তাহার অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড উপযুক্ত শাস্তি নহে—তাহাকে যদি চিড়িয়াখানায় লইয়া গিয়া ব্যাঘ্রের সমক্ষে ফেলিয়া দেওয়া হয় অথবা তাহার দেহ কেরোসিনসিক্ত করতঃ তাহাকে যদি জীবন্ত অবস্থায় আস্তে আস্তে পোড়াইয়া মারা হয় তাহা হইলেই তাহার উপযুক্তরূপ শাস্তি হইতে পারে। জজ রায়ে বলিয়াছেন যে অভাবের জন্য যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রী ও পুত্রকে হত্যা করে তাহা হইলে আইনের চক্ষে তাহার অপরাধের কোন লাঘবতা হয় না। কাজেই আসামীর প্রতি তিনি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। বিচারক যে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সত্যই তো! মানুষ যদি অভাবে পড়িলেই তাহার স্ত্রীপুত্রকে হত্যা করিয়া বসে তাহা হইলে এই সংসার নরকে পরিণত হইবে। কিন্তু আইন মানুষের মানসিক অবস্থার কতটুকু পরিমাপ করিতে পারে? যে নিরীহ শিক্ষকটী দশ বৎসরকালের বিবাহিত জীবনের মধ্যে স্ত্রীর সহিত কোন অসদ্ভাব করে নাই সে অভাবের তাড়নায় কেবল স্ত্রীকে নহে—নিজের শিশুপুত্রকেও হত্যা করিল! এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে সে জীবিকা সংস্থানের জন্য কত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে, কতবার ব্যর্থমনোরথ হইয়া বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রনা অনুভব করিয়াছে এবং অবশেষে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া কিভাবে উন্মাদের ন্যায় নিজের প্রাণপ্রতীম স্ত্রী ও পুত্রকে হত্যা করিয়াছে তাহার ইতিহাস চিরদিন আইন ও লোক চক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যাইবে। এদেশে দুঃখ দারিদ্র ও অভাবের তাড়না এত তীব্র ও মর্ম্মান্তিক যে ললিত চন্দ্র হাইনের ন্যায় মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি আরও বহু রহিয়াছে। ললিতের প্রাণদণ্ডের পরে উহাদের যদি চৈতন্য হয় এবং আর কেহ যদি এইরূপ দুষ্কর্য্য না করে তাহা হইলে আমরা সুখী হইব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিব যে—যে সমাজ ও রাষ্ট্রের অধীনে বাস করিয়া মানুষ অভাবের তাড়নায় নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে এমনভাবে হত্যা করে বা করিবার জন্য প্ররোচিত হয় তাহা সমাজ ও রাষ্ট্র নামের অযোগ্য। উহার মধ্যে বাস করা অপেক্ষা পর্ব্বত গুহায় বাস করা শতগুণে শ্রেয়ঃ। উহাও বলিব যে অন্যদেশে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিলে দেশে বিপ্লব উপস্থিত হইত এবং যাঁহারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার তাঁহারা ভবিষ্যতে যাহাতে এই ধরণের ঘটনা না ঘটে তাহার উপযুক্তরূপ প্রতিকার পন্থা অবলম্বনে বাধ্য হইত। একমাত্র এই দেশেই এরূপ ঘটনা জনসাধারণকে উদভ্রান্ত করিয়া তোলে না এবং রাষ্ট্র ও সমাজের কর্ণধারগণ এই দেশেই এরূপ ঘটনায় ফাঁকা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া রেহাই পাইয়া থাকেন।

পাট ও বাঙ্গলা সরকার

কেন্দ্রীয় জুট কমিটী হইতে সম্প্রতি পাটের উৎপাদন, ব্যবহার এবং মজুদ পাট সম্বন্ধে একটী তথ্যবহুল পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তিকায় দেখা যায় যে ১৯৪০ সালের জুন মাসের শেষে চটকলগুলির হাতে মজুদ কাঁচা পাটের পরিমাণ ২৯ লক্ষ বেল হইতে কমিয়া ২০ লক্ষ বেলে এবং থলে ও চটের পরিমাণ ১১ লক্ষ বেল হইতে কমিয়া ৯ লক্ষ বেলে পরিণত হইয়াছিল। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে ৯০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই বৎসরে সমগ্র জগতের প্রয়োজনে ১ কোটী ৭ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়। জুট কমিটীর মতে ১৯৩৯-৪০ সালে ১ কোটী ৯ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয় এবং সমগ্র জগতের প্রয়োজনে ১ কোটী ৮ লক্ষ বেল পাট খরচ হয়। এই কারণেই ১৯৪০ সালের জুন মাসে চটকলগুলির হাতে মজুদ কাঁচা পাট ও পাটজাত থলে ও চটের পরিমাণ এত কমিয়া গিয়াছিল এবং পাটের মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উক্ত সময়ে বাঙ্গলা সরকার বাধ্যতামূলকভাবে পাট চাষের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁহারা এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। উহার ফলে ১৯৪০-৪১ সালে সরকারী বিবরণ অনুযায়ী ১ কোটী ২৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই বৎসরে তদনুপাতে কিছুই পাট খরচ হয় নাই। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বর্ত্তমান জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত চটকলগুলির মারফতে ৪৮ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হইবে না। এই বৎসরে বিদেশে পাটের রপ্তানীও অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া গিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের জুলাই হইতে ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৮ মাসে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া বিদেশে ২১ লক্ষ ২৬ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছিল—এবার এই ৮ মাসে মাত্র ৮ লক্ষ ৩২ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে। চলতি জুন মাস পর্য্যন্ত বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ১০ লক্ষ বেলের বেশী হইবে না। অর্থাৎ চলতি বৎসরে চটকলগুলি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ৪৮ লক্ষ বেল পাট লইয়া মোটমাট ৫৮ লক্ষ বেল পাট খরচ হইবে (বিদেশে যে ১০ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী হইবে তাহার সাকুল্যই খরচা হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে)। সুতরাং চলতি বৎসরে উৎপন্ন পাট হইতে ৬৭ লক্ষ বেল উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে। উহার সহিত গত জুন মাসে চটকলগুলির হাতে মজুদ ২৯ লক্ষ বেল পাট যোগ করিলে আগামী ১লা জুলাই তারিখে নূতন পাটের মরশুম আরম্ভ হওয়ার সময়ে চটকল ও চটকলের বাহিরে ফড়িয়া, আড়তদার, মহাজন, কৃষক ইত্যাদির হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬ লক্ষ বেল। ইহার উপর বর্ত্তমান বৎসরে যদি ৪২ লক্ষ বেল (১ কোটী ২৫ লক্ষ বেলের এক তৃতীয়াংশ) পাট উৎপন্ন হয় তাহা হইলে আগামী জুলাই মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে বাজারে মোট ১ কোটী ৩৮ লক্ষ বেল পাটের জোগান পাওয়া হইবে। উপরে বলা হইয়াছে যে চলতি ১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র জগতে মোট ৫৮ লক্ষ বেল পাট খরচ হইবে। আগামী ১৯৪১-৪২ সালে উহা অপেক্ষা বেশী পাট খরচা হইবার কোন ভরসা নাই। সুতরাং আগামী মরশুমে চাহিদার তুলনায় জোগান আড়াই গুণেরও বেশী হওয়ায় পাটের ভালরূপ দর হইবার কোন আশাই দেখা হইতেছে না।

বাঙ্গলা সরকার নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ শেষ মুহূর্ত্তে ১৯৪০-৪১ সালের পাট ফসল বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাতেই আজ এই সর্ব্বনাশকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। ১৯৪০ সালের জুন মাসে চটকলগুলির হাতে মজুদ পাটের পরিমান যে ভাবে কমিয়া গিয়াছিল তাহাতে ১৯৪০-৪১ সালে যদি ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় অর্দ্ধেক বা তিন চতুর্থাংশ জমিতে পাটের চাষ করান হইত তাহা হইলে কৃষক অধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন করিয়াও প্রতি মণে ১০।১২ টাকা মূল্য পাইত। কিন্তু গত বৎসরের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য এবার কৃষক এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিয়াও উহার উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবার ভরসা পাইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের এই নির্ব্বুদ্ধিতা অমার্জ্জনীয়—উহার নিন্দা করিবার মত উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নামে প্রতারণা

রুবি ব্যাঙ্ক নামক একটা ব্যাঙ্কের মামলায় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং জজ মিঃ বার্টলি বাঙ্গলার এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা দেশের সকলেরই সমর্থন লাভ করিবে। মামলার বিবরণ এই যে, রুবি ব্যাঙ্কে জনৈক ঘৃত ব্যবসায়ী টাকা আমানত রাখিতেন। গত ১৯৪০ সালের ৮ই মে তারিখে উক্ত ব্যাঙ্কে ঘৃত ব্যবসায়ীর হিসাবে ২২৫ টাকা জমা ছিল এবং ঘৃত ব্যবসায়ী তাঁহার কোন পাওনাদারকে এই ব্যাঙ্কের উপর ১৯৭ টাকা ১৪ আনার একখানা চেক দিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক এই টাকা প্রদান করিতে অসমর্থ হয়। উহাতে ঘৃত ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ম্যানেজারের নামে মামলা আনয়ন করেন। এই মামলার বিচারে কলিকাতার চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ কে দে আসামীগণকে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও তিনশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীগণ হাইকোর্টে আপীল করিলে প্রধান বিচারপতি এবং জজ মিঃ বার্টলী তাহাদিগকে দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের মতে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে জজদ্বয় এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে বাঙ্গলায় এমন কতকগুলি ব্যাঙ্ক রহিয়াছে যাহা আমানতকারীদের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে অসমর্থ এবং এইসব ব্যাঙ্ক যাহাতে ব্যবসা পরিচালনা করিতে না পারে তজ্জন্য আইন প্রণীত হওয়া আবশ্যক।

মাননীয় জজদ্বয়ের এই মন্তব্য সর্ব্বাংশে সত্য। বাঙ্গলায় সত্য সত্যই ব্যাঙ্ক নামধেয় এরূপ কতিপয় প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহাকে ব্যাঙ্ক না বলিয়া জনসাধারণকে প্রতারণার আড্ডা বলাই সঙ্গত। এইসব ব্যাঙ্কের পরিচালকগণের নিজেদের কোন অর্থ সঙ্গতি নাই—অন্যের নিকট হইতে একটা ব্যাঙ্ক পরিচালনার মত অর্থ সংগ্রহ করার মত প্রভাব প্রতিপত্তিও উহাদের নাই। উহারা অজ্ঞ জনসাধারণকে ভুলাইয়া শেয়ার, আমানত, চাকুরীর জামীন ইত্যাদি হিসাবে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাহা দ্বারা নিজেদের উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে এবং শেয়ার ক্রেতা, আমানতকারী ও জামীনদাতা সকলকে ফাঁকি দিয়া থাকে। আইনের চক্ষে উহাদের এই কার্য্য প্রতারণা বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু যে ব্যাঙ্কের অর্থসঙ্গতি দ্বারা ৫০ টাকা বেতনের ম্যানেজার রাখাও সম্ভবপর নহে সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর যদি মাসে ৫ শত টাকা পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, মোটর এলাউন্সে সে যদি মাসে ২ শত টাকা ব্যয় করে এবং যথাতথা শাখা অফিস খুলিয়া যদি আমানতকারীর অর্থের অপচয় করে তাহা হইলে ন্যায়ের দৃষ্টিতে উহা প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের দেশের জনসাধারণ নিতান্ত অনভিজ্ঞ। একটা ব্যাঙ্কের ভালমন্দ বিচার করা তাহাদের ক্ষমতার অতীত। কতকটা আলস্য এবং কতকটা ঔদাসীন্য বশতঃ উহারা ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ লওয়াও কর্ত্তব্য বোধ করে না। এই জন্যই ব্যাঙ্ক নামধেয়

কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের চতুর পরিচালকগণ কর্তৃক দেশবাসীকে প্রতারণা করা সম্ভবপর হইতেছে। উঁহারা যে কেবল সাধারণের ক্ষতি করিতেছে এরূপ নহে—বাঙ্গলায় যে সমস্ত ব্যাঙ্কব্যবসায়ী বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে এবং সততার সহিত ব্যাঙ্ক চালাইয়া দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতেছেন তাঁহাদের কাজেও উহারা প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেননা একের পাপের জন্য অন্যে তাহার কুফল ভোগ করিতেছে। এইসব ব্যক্তির অপচেষ্টা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া আবশ্যক। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনে এই ধরণের অনাচার বন্ধ করিবার জন্য একটা পরিকল্পনা হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য তাহা ধামাচাপা পড়িয়া আছে। আমাদের মনে হয় যে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এই ব্যাপারে আর সময়ক্ষেপ করা উচিত নহে। বর্ত্তমানে যদি নূতন আইন পাশ করা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের উপর তদারক করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায় কিনা তাহা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত।

বৃটীশ রাজনীতিকদের মিথ্যাচার

গত দেড়শত বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষে যে কুশাসন ও শোষণনীতি চালাইয়া আসিতেছে পৃথিবীর সভ্য সমাজের নিকট তাহা গোপন রাখিবার জন্য বৃটীশ রাজনীতিকগণ প্রায়শঃই একথা বলিয়া থাকেন যে ইংরাজ শাসনের ফলে এদেশ ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। 'সার্চ্চলাইট' পত্রে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিড়লা এই ধরণের মিথ্যাচারের সমুচিত জবাব প্রদান করিয়াছেন। এক একটা দেশের সমৃদ্ধির একমাত্র প্রমাণ হইতেছে উক্ত দেশের জনসাধারণ কর্তৃক অধিকতর পরিমাণে ভোজ্য, পরিচ্ছদ, পানীয় ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের ব্যবহার। যখন একটা দেশের অর্থনীতিক উন্নতি ঘটে তখন উহার অধিবাসীগণ পূর্ব্বের তুলনায় ভাল খায়—ভাল পরিধান করে। অর্থনীতিকের ভাষায় উহাকেই জীবন যাত্রার আদর্শের উন্নতি বলা হয়। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে—যেখানে দেশের জনসাধারণ অতি সামান্যরূপ ভোজ্য ও পরিচ্ছদও ব্যবহার করিতে পারে না—সেই দেশে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে দেশের জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত ভোজ্য পরিচ্ছদ ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। আর তাহা বৃদ্ধি না পাইয়া যদি আরও কমিয়া যায় তাহা হইলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে ভারতবাসী পূর্ব্বের তুলনাতেও আরও দরিদ্র হইয়াছে। এই দিক হইতে মিঃ বিড়লা যে সমস্ত তথ্য তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে গত দশ বৎসরের মধ্যে দেশ দরিদ্রতর হইয়াছে এবং দেশবাসীর জীবন যাত্রার আদর্শ আরও খর্ব্ব হইয়াছে। গত ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা শতকরা ১৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশবাসীর জীবন যাত্রার আদর্শ যদি ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে কিছুমাত্র উন্নত নাও হয় তাহা হইলেও বর্ত্তমান সময়ে এদেশে ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী হারে কাপড়, কেরোসিন তৈল, চিনি, দেশলাই ইত্যাদি ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান সময়ে দেশবাসী কর্তৃক ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী পোষ্টকার্ড ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক এবং রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যাও শতকরা ১৫ জন বর্দ্ধিত হওয়া উচিৎ। কিন্তু এদেশে গত ১৯৩০-৩১ সালে যে স্থলে ২২ কোটী ৭৮ লক্ষ ৫২ হাজার গ্যালন কেরোসিন তৈল, ১১ লক্ষ ২১ হাজার টন চিনি ও ৫৪ কোটী ৭ লক্ষ পোষ্টকার্ড ব্যবহৃত হইয়াছিল সেই স্থলে ১৯৩৯-৪০সালে ২২ কোটী ২০ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন তৈল, ১০ লক্ষ ৭৪ হাজার টন চিনি এবং ৩৭ কোটি ১৮ লক্ষ পোষ্টকার্ড ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ১০ বৎসরের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যাও ৫৫ কোটী ৮ লক্ষ হইতে কমিয়া ৫১ কোটী ৩৫ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে এদেশে কাপড়ের ব্যবহার ৬০১ কোটী গজ হইতে বাড়িয়া ৬১৮ কোটী গজে এবং দেশলাইয়ের ব্যবহার ১৮ হাজার ৪ শত গ্রোস হইতে বাড়িয়া ২১ হাজার ৯ শত গ্রোসে পরিণত হইয়াছে বটে—কিন্তু তাহাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে পর্য্যাপ্ত নহে। মোটের উপর গত ১০ বৎসরে দেশ অধিকতর দরিদ্র হইয়াছে এবং উহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেশবাসী কর্তৃক মাথাপিছু গড়পরতায় ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ দিন দিন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে—বৃটীশ রাজনীতিকগণ এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া সমস্ত জগতকে ধোকা দিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। উহাদের এই মিথ্যাচার বন্ধ করিবার উপায় কি ?

তুলা সম্বন্ধে অভিনব প্রস্তাব

গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ৪৯ লক্ষ ৯ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হয়। এই বৎসরে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ৩১ লক্ষ ২৪ হাজার বেল তুলা খরচ হয় এবং ২৯ লক্ষ ৪৭ হাজার বেল তুলা বিদেশে রপ্তানী হয়। সুতরাং এই বৎসরে উৎপাদনের তুলনায় তুলার ব্যবহার ও রপ্তানী অনেক বেশী হইয়াছিল। চলতি ১৯৪০-৪১ সালে সরকারী বরাদ্দ অনুসারে সমগ্র ভারতে ৫৭ লক্ষ ৮৫ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই বৎসরের গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ১১ মাসে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ৩০ লক্ষ ১ হাজার (পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৭৫ হাজার বেল বেশী) বেল তুলা ব্যবহৃত হইলেও উক্ত ১১ মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে তুলা রপ্তানীর পরিমাণ ৭ লক্ষ ৪০ হাজার বেল কমিয়া ১৯ লক্ষ ৮১ হাজার বেলে পরিণত হইয়াছে। ভারতীয় তুলার প্রধান ক্রেতা জাপান। উক্ত দেশ যদি যুদ্ধের মধ্যে জড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে তুলার রপ্তানী আরও কমিয়া যাইবে। আর উহার ফলে তুলার মূল্য কমিয়া গিয়া বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত প্রভৃতি অঞ্চলের কোটী কোটী কৃষক বিপন্ন হইবে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সম্প্রতি সেন্ট্রাল কটন কমিটি এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির মধ্যে প্রত্যেক কাপড়ের কলকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভারতীয় তুলা ব্যবহার করিতে বাধ্য করা হউক। এই প্রস্তাব অভিনব সন্দেহ নাই এবং উহার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে। তাহা এখানে উল্লেখ করিতে চাই না। এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে ভারতীয় তুলার কাটতির জন্য ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উহা ব্যবহার করিতে বাধ্য করা হয় তাহা হইলে ভারতীয় পশমী কাপড়ের কলগুলিকে ভারতীয় পশম, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও রেল কোম্পানীকে ভারতীয় কয়লা, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতীয় রাসায়নিক দ্রব্য, দেশলাইয়ের কারখানাগুলিকে ভারতীয় কাঠ ব্যবহার করিবার জন্য বাধ্য করা হইবে কিনা? ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভারতীয় পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে ভারতবাসীকে এইভাবে আইনের সহায়ে স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা সমর্থন করিবে তো ?

জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের আশু প্রয়োজনীয়তা

নাথ ব্যাঙ্কের মিঃ কে এন দালাল বরিশাল ও নোয়াখালীর দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের উপকারার্থ উক্ত দুইটি জেলায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন তৎপ্রতি গত সপ্তাহে আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, বর্ত্তমানে বন্যার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ জেলার অধিবাসিগণ যে প্রকার সঙ্কটজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাতে কেবল বরিশাল ও নোয়াখালী নহে—অন্যান্য জেলাতেও অবিলম্বে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করা অত্যাবশ্যক।

বাঙ্গলা দেশে কৃষকগণকে তাহাদের ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রস্তাব উঠিয়াছিল। এই প্রস্তাব উত্থাপন কালে এরূপ কথা হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট সালিশীবোর্ড দ্বারা কৃষকের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহার ঋণের পরিমাণ স্থির করতঃ ঐ টাকা জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে মহাজনগণকে পরিশোধ করিয়া দিবেন এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ এই টাকার জন্য কৃষকের জোত জমি বন্ধক রাখিয়া তৎপর দীর্ঘদিনের কিস্তিতে কৃষকের নিকট হইতে উক্ত টাকা সুদে আসলে আদায় করিবে। তখন এরূপও কথা হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট কৃষকের ঋণের জন্য জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে মহাজনকে যে টাকা দিবেন তাহা সাধারণের নিকট হইতে ডিবেঞ্চার যোগে আদায় করা হইবে। দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। উহারা বহুসংখ্যক ঋণসালিশীবোর্ড গঠন করিয়াছেন বটে। কিন্তু এই সব বোর্ডের অধিকাংশই গত ৪ বৎসর কালের মধ্যে মহাজনের পাওনা টাকার পরিমাণ এবং উহা আদায় সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই। যে সব ক্ষেত্রে মহাজনের পাওনা টাকার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া কৃষককে কিস্তী দেওয়া হইয়াছে, সেই সব ক্ষেত্রেও কিস্তীর টাকা আদায় হইতেছে না এবং গবর্ণমেণ্টও এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট আছেন। উহার ফলে যে উদ্দেশ্য লইয়া জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য—অর্থাৎ কৃষককে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্য পাকে প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে বটে। কিন্তু অন্যদিক দিয়া উহার চূড়ান্তরূপ অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। এখন মহাজন কৃষকের বিপদের সময়ে তাহাকে ১০।২০ টাকা ঋণ দিতেও রাজী হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যদি উপরোক্ত পরিকল্পনা মত জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে মহাজনদের পাওনা টাকা এক সঙ্গে পরিশোধ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আজ উহারা পুনরায় কৃষকগণকে ঋণদানে অগ্রসর হইত এবং জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চার কিনিয়া এই সব ব্যাঙ্ক যাহাতে কৃষকের বিপদের সময়ে টাকা ধার দিতে সমর্থ হয় তাহাতে সাহায্য করিত। এক্ষণে এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে কৃষককে তাহার প্রয়োজনীয় ঋণ দিতে পারিতেছেন না এবং মহাজনগণও কৃষককে ঋণ দিতে অগ্রসর হইতেছে না।

এই অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। বাঙ্গলার কৃষকের আর্থিক অবস্থা যে প্রকার তাহাতে কবে যে সে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং কোনদিন তাহার সেরূপ অবস্থা ঘটিবে কিনা সন্দেহ। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হইলে, গোমড়কে হালের গরু মরিলে অথবা প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে বাড়ী ঘর বিনষ্ট হইলে তাহার ঋণ গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু এক্ষণে বন্যার জন্য কৃষকের ফসল বিনষ্ট হওয়াতে তাহার যে পরিমাণ টাকা কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট কৃষিঋণ হিসাবে তাহার একশত ভাগের একভাগ পরিমাণ টাকাও প্রদান করিতে পারিতেছেন না। এদিকে মহাজনের নিকট হইতে কৃষক এক পয়সাও পাইতেছে না। বন্ধক সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যেরূপ আইন বলবৎ হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি কৃষকের জমি বন্ধক রাখিতেও অগ্রসর হইতেছে না। ফলে কৃষক অনাহার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফলবান বৃক্ষ, হালের গরু, দুগ্ধবতী গাভী এবং পরিশেষে জোত জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু উহারও ক্রেতা মিলিতেছে না। আমরা মাসাধিক কাল পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাতে কৃষকের যে দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি তাহা অবর্ণনীয়। বর্ত্তমানে অনেক কৃষকের ঘরেই অন্ন নাই। বন্যার জন্য আউস ও আমন উভয় ফসলই যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে আগামী ৭।৮ মাস কালের মধ্যে অনেকের ঘরে ২।১ মাসের খোরাকীর উপযুক্ত ধান্যও উঠিবার আশা নাই। এরূপ অবস্থায় কৃষক স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে। উহার ফলে জোত জমির মূল্য অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যাইতেছে। এক মাস পূর্ব্বে যে স্থলে প্রতি কাঠা জোত জমি ৪০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত, বর্ত্তমানে তাহার মূল্য কমিয়া ৩০ টাকা হইয়াছে এবং উহারও ক্রেতা পাওয়া যাইতেছে না। অদূর ভবিষ্যতে উহার মূল্য আরও হ্রাস পাইবে।

বাঙ্গলা দেশে অধিকাংশ কৃষকের হাতে সম্বৎসরের খোরাকীর উপযুক্ত ফসল হওয়ার মত জমি নাই। অনেককেই জমির আয় হইতে ৪।৬ কি ৮ মাস খোরাকী চালাইয়া বাকী সময়ের খোরাকীর জন্য দিনমজুরী বা অন্য কোন পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যাইতেছে এবং ঋণসালিশী আইন ও উহার অপপ্রয়োগের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে এবারের অজন্মার ধাক্কা সামলাইতে গিয়া অনেক কৃষককেই তাহার জোত জমির অল্পাধিক অংশ বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে। এইভাবে কৃষক যদি তাহার হস্তস্থিত সামান্য জোত জমি হইতেও বঞ্চিত হয় তাহা হইলে দেশে দিন মজুরের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে এবং আগামীতে কোন বৎসর যখন অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির জন্য ফসল বিনষ্ট হইবে তখন দলে দলে লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। বাঙ্গলা সরকার যদি অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকারে অগ্রসর না হন তাহা হইলে ভবিষ্যতে উহার প্রতিকার করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে—একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে। কুটীর শিল্প, সেচকার্য্য ইত্যাদির দ্বারা কৃষকের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং কৃষক যাহাতে সাময়িক প্রয়োজনের জন্য তাহার হস্তস্থিত জোত জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য না হয় তজ্জন্য দেশের সর্ব্বত্র জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনই এই সমস্যার একমাত্র প্রতিকার পন্থা। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র যদি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় এবং এইসব ব্যাঙ্ক যদি কৃষকের জোত জমি বন্ধক রাখিয়া দীর্ঘদিনের কিস্তিতে পরিশোধের সর্ত্তে কৃষককে তাহার

(৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলায় পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের পাইকারী ব্যবস্থা

স্বাভাবিক অবস্থার সময়ে বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে দেড়শত কোটী টাকার মত মালপত্র আমদানী হয়। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে প্রতি বৎসর রেলপথ, নদীপথ, ও মোটরযানযোগে যে মালপত্র আমদানী হইয়া থাকে তাহার মূল্যও একশত কোটী টাকার কম হইবে না। উহা ছাড়া বাঙ্গলার অভ্যন্তরে যে কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইয়া বাঙ্গলাতেই বিক্রয় হয় তাহার মূল্য খুব কম করিয়া ধরিলেও পঞ্চাশ কোটী টাকা হইবে। মোটের উপর বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক বৎসর দেশী ও বিদেশী মাল লইয়া ৩ শত কোটী টাকার মালপত্র বিক্রয় হয়—একথা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই মালপত্র প্রথমে বড় বড় পাইকারী ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক অপেক্ষাকৃত ছোট পাইকারদের নিকট এবং ছোট পাইকারগণ কর্ত্তৃক খুচরা বিক্রেতাদের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে বড় পাইকারগণের নিকট হইতে মালপত্র ৩।৪ হাত ঘুরিয়া তৎপর তাহা খুচরা বিক্রেতাদের হাতে উপস্থিত হয়।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীগণ প্রতি বৎসর যে ৩০০ কোটী টাকা মূল্যের মালপত্র ক্রয় করে তাহার খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে অধিকাংশ বাঙ্গালী হইলেও এই সব মালের পাইকারী বিক্রেতাদের মধ্যে অধিকাংশই ইউরোপীয় ও বাঙ্গলার বাহিরের লোক। উহারা এই সব মালপত্র বিক্রয় করিয়া বৎসরে কমপক্ষে ১৫।২০ কোটী টাকা লাভ করিয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশে পাইকারী হিসাবে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ভার বাঙ্গালীর হাতে না থাকাতে এই ভাবে যে কেবল প্রতি বৎসর ১৫।২০ কোটী টাকা বাঙ্গলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এরূপ নহে। পাইকারী ব্যবসায়ীগণের ফার্ম্মসমূহে কর্ম্মচারী, দালাল ইত্যাদি হিসাবে যে সহস্র সহস্র লোক নিয়োজিত রহিয়াছে তাহাতেও বাঙ্গলার শিক্ষিত যুবকগণ জীবিকার্জ্জনের কোন সুযোগ পাইতেছে না। উহা অপেক্ষাও দুঃখের বিষয় এই হইতেছে যে পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়ভার বাহিরের লোকের হাতে থাকাতে বাঙ্গলার শিল্প ব্যবসায়ীগণ উহাদের হাতের মুঠার মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতে বাধ্য হইতেছেন এবং উহাদেরও লাভের মোটা অংশ বাহিরের পাইকারী ব্যবসায়ীগণের হস্তগত হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীগণ যদি বাঙ্গলায় বিক্রীত সমস্ত শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে প্রতি বৎসর বাঙ্গলা দেশের যে ১৫।২০ কোটী টাকা করিয়া বাহিরের লোকের হাতে চলিয়া যাইতেছে তাহা দেশের ভিতরে সংরক্ষিত হইবে, দেশের সহস্র সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তি জীবিকার্জ্জনের সুযোগ পাইবে এবং বাঙ্গলার শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির পথ সুগম হইবে।

কিন্তু উহা সহজও নহে এবং একদিনেরও কাজ নহে। বাঙ্গালীর উপেক্ষার দরুণ দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য এক্ষণে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাহিরের লোকের করায়ত্ত রহিয়াছে। উহারা অসীম ধনবলে বলীয়ান এবং এই শ্রেণীর ব্যবসায়ে উহারা বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতার অধিকারী। উহারা শিক্ষানবিশ হিসাবেও কখনও কোন বাঙ্গালীকে গ্রহণ করিতে রাজী নহে। কোন ব্যক্তি যদি এই শ্রেণীর ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে চাহে তাহা হইলে উহারা জোট বাঁধিয়া উহাদের বিপুল মূলধনের সাহায্যে নবপ্রবিষ্ট ব্যবসায়ীকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া থাকে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেতাবী শিক্ষার সম্বল লইয়া সামান্য ৫।৭ হাজার এমন কি লক্ষ টাকা মূলধন লইয়াও ব্যক্তিগতভাবে কাহারও পক্ষে এই ধরণের ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর নহে। এজন্য দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা, সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও বিপুল মূলধনের প্রয়োজন। বাঙ্গলা দেশে এক এক শ্রেণীর পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অভিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ উপযুক্তরূপ মূলধন লইয়া যদি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলেই দেশের পাইকারী ব্যবসা দেশবাসীর হস্তগত হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলার কাপড়ের ব্যবসার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা দেশে বিদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী এবং বাঙ্গলার অভ্যন্তরে প্রস্তুত মিল ও তাঁতবস্ত্র লইয়া প্রত্যেক বৎসর ৪০ হইতে ৫০ কোটী টাকা মূল্যের বস্ত্র ও সূতা বিক্রয় হইয়া থাকে। এই বস্ত্র ও সূতার পাইকারী বিক্রয়ভার প্রধানতঃ বাঙ্গলার বাহিরের লোকের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে। অন্ততঃ এই ব্যবসায়টী হস্তগত করিতে পারিলেও বাঙ্গলাদেশের কমপক্ষে ৩ কোটী টাকা দেশের ভিতরে সংরক্ষিত হইতে পারে, কয়েক সহস্র বাঙ্গালী যুবকের কর্ম্মসংস্থান হইতে পারে এবং বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প (মিল এবং তাঁত) দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হইতে পারে। এই ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশে অনেক রহিয়াছেন। এই ধরণের একটী ব্যবসা পরিচালনা করিতে যে মূলধনের প্রয়োজন তাহাও বাঙ্গলা দেশেই সংগৃহীত হইতে পারে। দুঃখের বিষয় যে এই দিকে এখন পর্য্যন্ত দেশের ব্যবসায়ী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না।

আমাদের মনে হয় যে বাঙ্গলা দেশে কাপড় ও সূতা পাইকারী ভাবে বিক্রয়ের জন্য অবিলম্বে ২৫ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া একটী লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গলার কাপড় ও সূতার ব্যবসায়ের পাইকারী ও খুচরা দিক সম্বন্ধে যাহার দীর্ঘ-দিনের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তি এই কোম্পানীর কর্ণধার হইবেন। কোম্পানীর পরিচালকবোর্ডের মধ্যে বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহ ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিবর্গ এবং বাহিরের কতিপয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে স্থান দেওয়া হইবে। এই কোম্পানী শেয়ার বিক্রয় করিয়া সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করতঃ উহার সাহায্যে বাঙ্গলার নানাস্থানে বস্ত্র ও সূতার বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপন করিবেন। যাঁহারা বেশী পরিমাণ টাকার শেয়ার ক্রয় করিবেন তাঁহাদিগকে এক একটী বিক্রয় কেন্দ্রের ভার দেওয়া হইবে। এই সব কেন্দ্রের লাভক্ষতি কোম্পানীর লাভক্ষতি বলিয়া গণ্য হইবে। তবে যাহার উপর বিক্রয়কেন্দ্র পরিচালনার ভার পড়িবে তিনি একটা নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক পাইবেন এবং উক্ত কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের অধিকারও তাঁহাকেই দেওয়া হইবে। অধিকন্তু কেন্দ্র পরিচালককে তাঁহার ক্রীত শেয়ারের লভ্যাংশ ছাড়া কেন্দ্রের লাভের একটা অংশও দেওয়া হইবে। কলিকাতায় কোম্পানীর যে হেড অফিস থাকিবে তাহা হইতে প্রতিনিয়ত মফঃস্বলের কেন্দ্রসমূহে বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইবে। মফঃস্বলের কেন্দ্র-

(২৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কোম্পানী পরিচালকের কর্তব্য ও দায়িত্ব

[শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিভিন্ন রকমের লিমিটেড্ কোম্পানী গঠিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে। এই কোম্পানীসমূহের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর কোম্পানী বিশেষ অগ্রগতিতে কার্য্য পরিচালনা করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিতেছে এবং সেই সুখ্যাতির সংবাদ আমরা প্রায়শঃ সংবাদপত্র মারফতেও অবগত হই। বস্তুতঃ কোম্পানীসমূহ দেশের ও জাতির নানাদিক দিয়া অর্থোন্নতি বিধান করিতেছে। বঙ্গদেশে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনেকগুলি কোম্পানী বিপুলভাবে ব্যবসা বিস্তারপূর্ব্বক দেশবাসীর অর্থ খাটাইয়া কোম্পানীর অংশীদার ও অপরাপর প্রাপকগণকে যে অর্থ প্রদান করিতেছে, কেবল তাহাই নহে, কোম্পানীর কল্যাণে দেশের সহস্র সহস্র বেকারের কর্ম্মসংস্থান ও অন্নসংস্থান হইতেছে। অতএব দেশ ও জাতির প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কোম্পানীসমূহের উন্নতিকল্পে সহযোগিতা করা বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক সমৃদ্ধির দ্বারা যাহা সম্ভব হয় না, দেশবাসীর সমষ্টিগত আর্থিক সংস্থানের দ্বারা তাহার অধিক সংস্থান হইয়া থাকে। একথা বর্ত্তমানের এই অর্থসঙ্কটকালে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং কোম্পানীদ্বারা দেশ ও জাতির পরম উপকার সাধিত হয় ইহা বলা বাহুল্য।

বঙ্গদেশের উপার্জ্জনশীল শিক্ষিত সমাজেও আমরা এক শ্রেণীর লোককে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা দেশীয় কোম্পানীর প্রতি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাদের অর্থ নিয়োজিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। তাঁহারা অবাঙ্গালী কিংবা বিদেশীয় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী প্রভৃতি দেখিলেই উহাদের প্রতি সহসা অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করতঃ স্বকীয় অর্থ নিয়োজিত করিয়া গর্ব্বানুভব করেন। অবাঙ্গালী অথবা বিদেশীয় কোম্পানীর প্রতি তাঁহাদের এমন সহসা আকৃষ্ট হওয়ার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে। যেহেতু অবাঙ্গালী কি বিদেশীয় কোম্পানী যখন ইউরোপীয় বা তদ্রূপ ম্যানেজার কর্তৃক পরিচালিত হয়, তখন উহা যেরূপ দৃঢ় তৎপরতার সহিত নিরপেক্ষ ও ব্যবসাসম্মতরূপে পরিচালিত হয় বাঙ্গালী কোম্পানীসমূহ অনেক স্থলে তদ্রূপ পরিচালনা করিতে সমর্থ হয় না; যেহেতু বাঙ্গালী সমাজে কোম্পানীর জন্ম লাভ হইয়াছে অল্পকাল পূর্ব্বে। তন্মধ্যে বাঙ্গালী সমাজে ব্যবসাভিজ্ঞ লোক অতি অল্পসংখ্যক দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালী সমাজে আত্মবিশ্বাসী লোকেরও যথেষ্ট অভাব, সেই কারণেও কোন কোন বাঙ্গালী কোম্পানীর পক্ষে ম্যানেজার বা এজেণ্ট নিযুক্ত করার সময়ে নিরপেক্ষ, উদার, ন্যায়পরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও উৰ্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন কর্ম্মঠ লোক পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। যদিও শতকরা দু'চারজন পাওয়া যায় তাঁহাদিগকে বাঙ্গালীর স্বল্প মূলধনবিশিষ্ট কোম্পানীসমূহে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানপূর্ব্বক কার্য্যে নিযুক্ত করা যায় না। অধিকন্তু উপযুক্ত কর্ম্মী যাঁহারা বাঙ্গালী সমাজে আছেন, তাঁহারা প্রয়োজনের তাগিদে যোগ্যতার উপযুক্ত বা অধিক বেতন পাইয়া অবাঙ্গালীর বড় বড় কোম্পানীতে কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইহার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে—যেহেতু বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা ধনবান তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তি বাঙ্গালী কোম্পানীকে ষোল আনা নির্ভর করিতে সঙ্কুচিত হন। বাঙ্গালী কোম্পানীর অগ্রবর্ত্তী কার্য্যকারক বা ম্যানেজার উপযুক্ত কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে বাঙ্গালী কোম্পানীর প্রতি বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহযোগিতা একান্তভাবে বৰ্দ্ধিত হইবে এবং কোম্পানীকেও শক্তিশালী কোম্পানীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধশালী করিবে।

বাঙ্গালী কোম্পানীসমূহে আমরা প্রায়শঃ দুর্ব্বল প্রকৃতির ভগ্নোৎসাহী এবং কোম্পানী কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ম্যানেজারকে দেখিতে পাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, কোম্পানী রেজিষ্টারী করার পর কোম্পানীওয়ালা সর্ব্বাগ্রে সাধ্যাতীত শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ আহরণের জন্য ঝাঁপিয়া পড়েন এবং অনিয়মিত ও অপরিমিত অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করেন। কিন্তু যাঁহারা কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করেন কোম্পানীতে তাঁহাদের স্বকীয় তহবিলের পরিমাণ খুবই কম থাকে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে থাকে না। কাজেই কেবলমাত্র অংশীদারের অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোম্পানী গঠন করার কালে অনেকের উদ্যম উৎসাহ স্থির ভাবে থাকে না। কেহ কেহ "নেহাৎ অপরের অর্থে কার্য্য করিতেছি" মনে করিয়া অত্যন্ত অমিতব্যয়ীরূপে কাজ করেন, আবার কেহ কেহ অত্যধিক কার্পণ্য করিয়া কোম্পানীর কার্য্যে—কোম্পানীর ব্যবসাতে অনভিজ্ঞ সদ্য কলেজ ও স্কুল প্রত্যাগত বেকারকে নিয়া কোম্পানীর ম্যানেজার আখ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ উপযুক্ত কর্ম্মী নিযুক্ত করিতে হইলে তাঁহাকে পরিতোষজনক বেতন ও ভাতাদি প্রদান করিতে হয়, যাহা অধিকাংশ নূতন কোম্পানীর কর্ণধারগণের পক্ষে সাধ্যানুযায়ী হয় না; তখন বাধ্য হইয়া সস্তায় স্বল্প বেতনের অনভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিয়া কোম্পানীর কার্য্যারম্ভ হয়।

যখন অনভিজ্ঞ কোম্পানী ম্যানেজার ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া দীর্ঘকাল পর কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারেন তখন সেরূপ কোম্পানী ম্যানেজার দ্বারা কোম্পানীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহাতে অধিক সময় নষ্ট হয়, পরিণামে কোম্পানীর অংশীদারগণের ক্ষতির কারণও ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানীও বিনষ্ট হয়। অনভিজ্ঞ ম্যানেজারকে অভিজ্ঞ ম্যানেজাররূপে গঠন করিয়া কোম্পানী পরিচালনা করিতে যে সময় উত্তীর্ণ হয়, সেই সময়ের মধ্যে কোম্পানীর ডাইরেক্টর অথবা রেজেষ্ট্রীকৃত নামের ম্যানেজিং ডাইরেক্টারকেও কোম্পানীর করণীয় কার্য্যে সতত আকৃষ্ট থাকিয়া অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য সহকারে কোম্পানীর প্রকৃত উন্নতি সাধনে অনেক ক্ষেত্রে অমনোযোগী হইতে হয়। তদ্ভিন্ন কোম্পানীর এজেণ্ট বা ম্যানেজার তখন স্বেচ্ছায় সর্ব্বপ্রকারের কার্য্য চালাইতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রে গোলক ধাঁধায় পতিত হন। বঙ্গদেশে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইহাতে শেয়ার ক্রেতার ক্ষতির সঙ্গে দেশ ও সমাজের লোক কোম্পানীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। এই সকল নানাবিধ কারণেই বাঙ্গলার ধনাঢ্য ব্যক্তি বাঙ্গালী কোম্পানীর প্রতি বিশেষ রূপে আকর্ষিত হইয়া সহযোগিতা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। দেশের ও জাতির পক্ষে ইহা বড়ই পরিতাপের কথা।

অতএব বঙ্গদেশীয় সর্ব্বশ্রেণীর কোম্পানীসমূহের অগ্রবর্ত্তী কার্য্যকারক, ম্যানেজার বা এজেণ্টগণের কার্য্য পদ্ধতির উপর যে কোম্পানীর সর্ব্ববিধ শ্রীবৃদ্ধি একান্তভাবে নির্ভর করে, এই কথা সকলের দৃঢ়ভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিযুক্ত করিলে, তাঁহাদের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্য দিয়া কোন অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্য্যন্ত কোম্পানীর কার্য্যে তাঁহাদের নানারূপ বিপর্য্যয় ঘটিতেও দেখা যায়। কারণ শিক্ষিত অনেক কোম্পানী ম্যানেজার ও তৎসহকর্ম্মিদিগের মধ্যে অনেকেই নেহাৎ অপটু মসীজীবী অর্থাৎ কেরাণীর ন্যায় গতানুগতিক পন্থায় তাঁহারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উদ্যম উৎসাহের উপরই যে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে একথা প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাদের স্মরণ করিয়া কার্য্য ব্যবসাসম্মতরূপে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। অত্যধিক জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য কোম্পানীর কঠোর নিয়ম লঙ্ঘন করা অসঙ্গত। কোম্পানীর ম্যানেজার নিজ বন্ধুজন ও প্রিয় জনের নিকট প্রীতিভাজনীয় হওয়ার জন্য কোম্পানীর ক্ষতিকর কার্য্য করিলে, নিজের ও কোম্পানীর এবং তৎসঙ্গে দেশের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। অনেক সময়েই কোম্পানী ম্যানেজারের গহিত কার্য্যের জন্য শিক্ষিত ও ধনাঢ্য বাঙ্গালী কিংবা অবাঙ্গালী সহজে বাঙ্গালী কোম্পানীতে অর্থ নিয়োজিত করিতে চাহেন না। কাজেই বাঙ্গালী কোম্পানীর ম্যানেজারকে সর্ব্বদা হুসিয়ার থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে ব্যবসাসম্মত নিয়মে কর্ত্তব্য সমাপন করা সঙ্গত। তদন্যথায় বাঙ্গালী কোম্পানীর পক্ষে প্রকৃত সাফল্য লাভ করিয়া জাতিকে সমৃদ্ধশালীরূপে উন্নত করা সুকঠিন।

এই প্রসঙ্গে আমরা কেবল কোম্পানী ম্যানেজারের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের কথাই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু এক একটী কোম্পানীকে সুষ্ঠুভাবে গঠন করিয়া উহাকে উন্নতির পথে ধাবিত করিতে হইলে উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা পরিচালক বোর্ডের দায়িত্বও কম নহে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোম্পানী ম্যানেজার সর্ব্বথা যোগ্য হইলেও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও পরিচালকবোর্ড তাঁহাকে উপযুক্তরূপ পারিশ্রমিক বা ক্ষমতা প্রদান করিতে রাজী হন না। অনেক সময়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টরদের অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ আত্মীয়কে অধিকতর পারিশ্রমিক ও ক্ষমতা দিয়া কোম্পানী ম্যানেজারের উপর তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব করিতে দেওয়া হয়। খুটিনাটী ব্যাপারে ম্যানেজারের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াও অনেক সময়ে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণ কোম্পানীর উন্নতির বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ান। ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত বড় বড় প্রতিষ্ঠানসমূহে অনেক সময়েই যোগ্য ও অভিজ্ঞ ম্যানেজারকে কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সির অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বাঙ্গালী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের একটী দৃষ্টান্তও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এদেশে যৌথ কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে হইলে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ম্যানেজিং এজেন্সিকেও অধিকতর ন্যায়পরায়ণ ও স্বার্থত্যাগী হইতে হইবে। যেদিন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ম্যানেজার—এই উভয়ের মধ্যে ন্যায়ের ভিত্তিতে একটা বুঝাপড়া করিয়া কাজ আরম্ভ হইবে, সেই দিনই এদেশে কোম্পানীর মারফতে জাতির সমৃদ্ধ হওয়ার পথ প্রশস্ত হইবে।

(বাঙ্গলায় পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের পাইকারী ব্যবস্থা)

সমূহে যে কাপড় ও সূতা বিক্রয় হইবে তাহাও হেড অফিসই কলিকাতা হইতে সুবিধাজনক দরে এবং মূল্য পরিশোধের সুবিধাজনক সর্ত্তে কলিকাতা হইতে সরবরাহ করিবে।

এই ব্যবস্থার কতকগুলি সুবিধা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ—মফস্বলে যাহারা কাপড়ের দোকান পরিচালনা করেন বাজারের সঠিক অবস্থা সব সময়ে না জানার জন্য তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কলিকাতার একটা কেন্দ্রীয় অফিস হইতে কাপড়ের বাজার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে যদি নিয়মিতভাবে উপদেশ দেন তাহা হইলে এই ক্ষতির আশঙ্কা অনেক কম হইবে। দ্বিতীয়তঃ একই অফিসের মারফতে বহু সংখ্যক বিক্রয়কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় মালপত্র সরবরাহ হওয়ার দরুণ মফঃস্বলের বিক্রয়কেন্দ্রসমূহ অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে এবং সুবিধাজনক সর্ত্তে মাল পাইতে পারিবে। তৃতীয়তঃ প্রত্যেক কেন্দ্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে পরিচালিত না হইয়া একই কোম্পানীর সম্পত্তি হিসাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য একটি কেন্দ্রের লাভ দ্বারা অন্য কেন্দ্রের ক্ষতি নিবারিত হইবে। চতুর্থতঃ বহুসংখ্যক কেন্দ্র সঙ্ঘবদ্ধভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে বাঙ্গলার বাহিরের ব্যবসায়ীদের সহিত উহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা অনেক বেশী হইবে।

আমাদের মনে হয় যে একমাত্র এই উপায়েই বাঙ্গলার বস্ত্রের পাইকারী ব্যবসা বাঙ্গালীর হস্তগত হইতে পারে। এই ধরণের একটি কোম্পানীর সাহায্যে যদি বস্ত্রব্যবসায়ের পাইকারী দিক বাঙ্গালীর হস্তগত হয় তাহা হইলে ক্রমে চিনি, লবণ, মসলা, পাট ইত্যাদি অন্যান্য অনেক শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের পাইকারী ব্যবসা হস্তগত করিবার জন্যও অনুরূপ ভাবে চেষ্টা চলিতে পারে।

বাঙ্গলায় পাইকারী হিসাবে বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য একটি লিমিটেড কোম্পানী গঠন করিবার জন্য আমরা বাঙ্গলা দেশের বস্ত্র ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। বাঙ্গলায় ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মোদক এবং জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ সোম প্রমুখ ব্যক্তিগণের বস্ত্রব্যবসায়ে যে প্রকার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এবং এই ব্যবসায়ে তাঁহারা যে প্রকার কার্য্যকুশলতার প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের ন্যায় ব্যক্তি এই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলে উহাতে দেশের বস্ত্রশিল্পী, বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং মূলধন বিনিয়োগকারী—সকলেরই সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা আশা করি। আশা করি উহাদের নিকট আমাদের এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতীয় শুল্ক বিভাগের আয়

১৯৪১ সালের মে মাসে সামুদ্রিক শুল্ক এবং স্থলপথ বাণিজ্যের উপর শুল্ক বাবদ (লবণ শুল্ক বাদ দিয়া) বৃটিশ ভারতে ৩ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪০ সালের মে মাসে এইরূপ শুল্ক বাবদ ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছিল। মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতি জিনিসের উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর যে শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে সেই বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪১ সালে মে মাসে ২৮ লক্ষ টাকা আয় করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ৮৭ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪০ সালের মে মাসে ৬২ লক্ষ টাকা এইরূপ শুল্ক বাবদ আদায় হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের মে মাসে যে দুই মাস শেষ হইয়াছে সেই সময় পণ্যশুল্ক এবং আবগারী কর বাবদ ভারত সরকারের আয় হইয়াছে ৯ কোটী টাকা; পূর্ব্ব বৎসরে অনুরূপ সময়ে আয়ের পরিমাণ ছিল ৮ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ১৯৪১ সালের এপ্রিল ও মে মাসে আমদানী শুল্ক বাবদ ৬ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক বাবদ ৫৫ লক্ষ টাকা, স্থল পথের বাণিজ্যের উপর শুল্ক এবং অন্যান্য শুল্ক বাবদ ৯ লক্ষ টাকা ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য আবগারী কর বাবদ ১ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল এবং মে মাসের এই আয়ের সহিত পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের আয়ের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই বৎসরে এপ্রিল এবং মে মাসে মোটর স্পিরিট, কৃত্রিম রেশম, সূতা, মদ, কেরোসিন তৈল, তামাকের মসল্লা, রূপা, প্লেট, দিয়াশলাই, দিয়াশলাইয়ের কাঠি, টীন, কাঠের পাতলা পাত প্রভৃতি মালের উপর আমদানী শুল্ক ও কাঁচা পাটের উপর রপ্তানী শুল্ক ও চিনি, দিয়াশলাই এবং কেরোসিন তৈলের উপর আবগারী কর পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে তুলাজাত বস্ত্রাদি, চিনি, কাঁচা তুলা, কলকব্জা, লোহা, ইস্পাত, সুপারি, মোটর গাড়ী, রেলপথের জন্য যন্ত্রপাতি, কাগজ, মনোহারী জিনিস-পত্রাদি এবং রেশমী সূতার উপর আমদানী কর ও পাটজাত দ্রব্যাদির উপর রপ্তানী কর এবং স্থলপথ বাণিজ্য শুল্ক বাবদ এই সময়ের আয় পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের চেয়ে কম হইয়াছে।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক টেলিফোন প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সরকারী টেলিফোন বোর্ড একটা নির্দ্দিষ্ট দরে বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর টেলিফোন কর্পোরেশনসমূহের শেয়ার কিনিয়া লইবার জন্য যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে বহু ক্রেতা শেয়ার ক্রয়ের আগ্রহ ও অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারত সরকার উক্ত টেলিফোন প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেও এই সকল সহরের টেলিফোনের চার্জ্জ পরিবর্ত্তনের জন্য আপাততঃ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না বলিয়াই প্রকাশ। পুনা, অমৃতসহর, জলন্ধর, কাণপুর ও দেরাদুনে পরীক্ষামূলকভাবে টেলিফোনযোগে সংবাদাদি প্রেরণের হার কমাইবার জন্য নূতন মিটার বসাইবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে গড়পড়তা হারে প্রতি 'কলে' এক আনার মত খরচ পড়িবে। যথেষ্ট সংখ্যক মিটার পাওয়া গেলে অপরাপর কেন্দ্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। এই পাঁচটি কেন্দ্রের আবশ্যক যন্ত্রপাতি শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের পর ঠিক কোন্ তারিখ হইতে যে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

ষ্টোরস্ বিভাগের চীফ্ কণ্ট্রোলার মিঃ এইচ্ সুর গবর্ণমেণ্ট টেলিফোন বোর্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবেন। এই মর্ম্মে সিমলা হইতে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে ৭৫ জন ভারত সরকারের প্রস্তাবানুযায়ী তাঁহাদের শেয়ারসমূহ বিক্রয় করিতে সম্মত আছেন। বোম্বাইএর অংশীদাররাও উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ টেলিফোন কোম্পানীর অংশীদারগণের মতামত এখনও পাওয়া যায় নাই।

ভূমিরাজস্ব কমিশন রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভূমিরাজস্ব কমিশনের ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত রিপোর্ট পড়িয়া বুঝিতে অক্ষম এইরূপ ব্যক্তিদের সুবিধার্থে কিছুদিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট উক্ত রিপোর্টের এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তদনুসারে সম্প্রতি এই রিপোর্টের প্রথম ভাগের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যে সব প্রদেশে চিরস্থায়ী ও রায়তারী বন্দোবস্ত বর্ত্তমান আছে সেই সকল প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় কর ও রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি, করের হার, কাহার উপর কর বসিবে প্রভৃতি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা বিষয়ক তথ্যাদি জানিবার পক্ষে উক্ত বঙ্গানুবাদ জনসাধারণের সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাঙ্গলা সরকারের ম্যালেরিয়া নিরোধের প্রচেষ্টা

পল্লী অঞ্চল ও মিউনিসিপ্যাল এলাকাসমূহে ম্যালেরিয়া নিরোধের উদ্দেশ্যে অস্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগের জন্য বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে আরও সাত হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল

গত ৯ই জুন দার্জ্জিলিংএ বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিলের সিলেক্ট কমিটির আলোচনা বৈঠক শেষ হইয়াছে। কৃষিজাত ও অপরাপর পণ্যের ওজন দিবার পদ্ধতি, পণ্য প্রেরণের ভাড়া, বাজারে বিক্রয়কালীন দোকান ভাড়া

সম্পর্কে এবং বাঙ্গলার বাজারসমূহের সাধারণ উন্নতির উদ্দেশ্যে এই বিল রচিত হইয়াছে। এই মাসের শেষভাগে উক্ত সিলেক্ট কমিটি ইহার রিপোর্ট পেশ করিবে বলিয়া প্রকাশ। তৎপর ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে এই রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

সিঙ্গাপুরে ভারতীয় পণ্যের স্থায়ী প্রদর্শনী

সিঙ্গাপুরস্থ ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার অব্ কমার্স এই মর্ম্মে ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেছেন যে, তাঁহারা সিঙ্গাপুর সহরে ভারতীয় পণ্যের এক স্থায়ী প্রদর্শনী স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারত সরকারকে এই বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবার জন্য উক্ত সমিতি অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতি

ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের (ভারত-সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতির) কার্য্যকরী সভার এক অধিবেশন নয়াদিল্লীতে ২৮শে ও ২৯শে জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভায় এই সমিতির বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। শর্করা বিষয়ে গবেষণার জন্য ৩ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য বিষয়ে গবেষণার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার জন্য ধার্য্য করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাংলার ছোট ছোট শিল্প

বঙ্গীয় শিল্প সঙ্ঘ ভারত সরকারের নিকট এক স্মারক-লিপি প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাংলা দেশের ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কি পরিমাণে যুদ্ধের জন্য জিনিষ পত্রাদি যোগান দিতে পারে তৎসম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য ভারত সরকারের একটী বে-সরকারী কমিটী গঠন করা উচিত। স্মারক লিপিতে আরও জানান হইয়াছে যে, ছোট ছোট যন্ত্রচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কাঁচা মাল সংগ্রহ করিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছে, কিন্তু এই শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সমরোপকরণ প্রস্তুত করিতে এবং যোগান দিতে সক্ষম। ভারত সরকার যাহাতে এইরূপ ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠাগুলিকে ভারত সরকারের সমরোপকরণ যোগানদারের তালিকাভুক্ত করেন সেই জন্য স্মারক লিপিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

কলিকাতার আবর্জ্জনা পরিষ্কার

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত ১১ই জুন তারিখের অধিবেশনে সহরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ২নং ও ৪নং ডিষ্ট্রিক্টের কোন কোন অংশে ভাড়াটিয়া মোটর লরী করিয়া আবর্জ্জনা পরিষ্কারের যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে সেই ব্যবস্থাই বলবৎ থাকিবে এবং করপোরেশনের আর্থিক স্বচ্ছলতা অনুসারে উপযুক্ত সংখ্যক মোটর লরী ক্রয় করিয়া উক্ত ভাড়াটিয়া মোটর লরীগুলির স্থান পূরণের চেষ্টা করা হইবে। মোটর লরীযোগে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ১নং, ২নং ও ৩নং ডিষ্ট্রিক্টের প্রায় অর্দ্ধাংশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আসামের লোকাল বোর্ড

আসামের লোকাল বোর্ডসমূহের ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য বৎসরে সমগ্র আসামে ১৯টি লোকাল বোর্ড ছিল; তন্মধ্যে ৭টি সুরমা উপত্যকা বিভাগে এবং ১২টি আসাম উপত্যকা বিভাগে। এই লোকাল বোর্ডসমূহের আর্থিক অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয় বলিয়াই নানা জনহিতকর কার্য্যে তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আসাম সরকারের নিকট হইতে এবার অধিক অর্থ সাহায্য পাওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ৫২৭৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫৫২৪টি।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কৃষির উন্নতি

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলসমূহে কৃষি ও সেচকার্য্যের ক্রমোন্নতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে জমির উন্নতি বিধান ও ইক্ষু পেষণ-যন্ত্র ক্রয়ের জন্য সরকার হইতে কৃষকগণকে হাজার টাকা অর্থ-সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কারাম অঞ্চলে বার্লি, গম, চাউল, সবজ, তুলা ও নানা জাতীয় কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। আপেল, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি ফল এবং আলু, পেঁয়াজ, কপি, শশা প্রভৃতি তরীতরকারীর আরও উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্থান, ওয়ানা ও স্পিন উপত্যকায়ও কৃষি পণ্যের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মহীশূরে ধান্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা

মহীশূরে ধান্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন মহীশূর সরকার তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া বাহির হইতে ধান-চাউল আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করাই উক্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ২০টী তালুকে নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট ধান্যের চাষ বৃদ্ধি করিবার একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

রান্নার নূতন সরঞ্জাম

বোর্ড অফ সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ সম্প্রতি একপ্রকার জ্বালানি উদ্ভাবন করিয়াছেন। এগুলি স্পিরিট ও অন্যান্য দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ ঘনীভূত করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'টমি কুকার' (সিপাহী চুলা) এবং এগুলি পুরাপুরী ভারতবর্ষজাত দ্রব্যেই প্রস্তুত। পকেটে ভরিয়া লইবার উপযুক্ত একটীনে এই জ্বালানির যতটুকু ধরে, তাহাতে বারঘণ্টা পর্য্যন্ত আগুন জ্বালাইয়া রাখা চলে। এগুলি অতি সহজেই বহন করা যায় এবং দেশলাই কাঠি সহযোগে প্রায় স্পিরিটের মত অনায়াসেই জ্বালান চলে। এই জ্বালানিপূর্ণ টীনে কেটলি বসাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই জ্বালানি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করিয়া দেখিবার জন্য আর্মি হেড কোয়ার্টার্স শীঘ্রই ১০ হাজার টিনের অর্ডার দিবে বলিয়া আশা করা যায়।

মোটর গাড়ী সম্পর্কীয় মাল-বিক্রয়-কর বিল

১৯৪১ সালের মোটর গাড়ী সম্পর্কীয় মাল-বিক্রয়-কর বিলে বড়লাট বাহাদুর তাঁহার সম্মতি দিয়াছেন। এই বিলটি গত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল। এই বিলের প্রধান ধারা অনুসারে পেট্রোল-যুক্ত প্রতি গ্যালন মোটর স্পিরিটের উপর ⁄৬ পাই এবং পেট্রোল ছাড়া অন্যান্য মোটর স্পিরিটের উপর প্রতি গ্যালনে ৬ পাই কর ধার্য্য করা হইবে। এই বিলের আর একটি ধারা অনুসারে লাইসেন্স ছাড়া কোন ব্যক্তি এই প্রদেশে কোন রকম মোটর স্পিরিটের আমদানী করিতে অথবা পাইকারী কিম্বা খুচরা মোটর স্পিরিট বিক্রয় করিতে পারিবে না। ইহার অন্যথা হইলে আইনভঙ্গকারীকে ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা যাইতে পারে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গম ও ময়দা আমদানী

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ঘোষণানুযায়ী কানাডা হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গম ও ময়দার আমদানীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ৩০টী দেশ হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গম ও ময়দার আমদানীর

হারও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বার মাসে গম আমদানীর পরিমাণ হইবে ৮ লক্ষ বুসেল, (১বুসেল প্রায় ৩০ সেরের সমান) ইহার মধ্যে কানাডা ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার বুসেল পর্য্যন্ত পাঠাইবার অনুমতি পাইবে। ময়দার আমদানীর পরিমাণ হইবে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে কানাডা ৩৮ লক্ষ ১৫ হাজার পাউণ্ড পাঠাইতে পারিবে।

আয়কর সংশোধন বিল

প্রকাশ, আগামী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে ভারত সরকার একটী আয়কর সংশোধন বিল উত্থাপন করিবেন। বর্ত্তমান আয়কর আইনের ক্রটী বিচ্যুতির সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যেই এই বিল উপস্থিত করা হইবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি

উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের ব্যবস্থা না থাকার ফলে আমেরিকায় পণ্য রপ্তানী সম্পর্কে যে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফলে মার্কিণ মুলুকে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্চ্চ মাসের প্রথমে আমেরিকার বাজারে চটের দর ছিল ৯·৪০ সেণ্ট, মে মাসের শেষভাগে উহা ১১·১৫ সেণ্ট দাঁড়ায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা ব্যবস্থায় যেসব পণ্যকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও একান্ত অপরিহার্য্য বলিয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, পাট তাহাদের অন্যতম এবং তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। সুতরাং শীঘ্রই পাটজাত দ্রব্যাদির আমদানীর জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাহাজের বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির গত মে মাসের বুলেটিনে উপরোক্ত মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিহারের গবাদি পশুর অবস্থা

বিহার সরকারের পশুচিকিৎসা বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান বৎসরে ৪ হাজার ৩ শত ৩০টী পশুরোগের চিকিৎসা করা হয়। এই সকল সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে ৪৪ হাজার ২ শত ২৪টী গবাদি পশু আক্রান্ত হয় এবং ইহার মধ্যে ৮ হাজার ৩ শত ৪২টীর মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব বৎসরে নানা রোগে ৬৩ হাজার ৫ শত ৭৪টী পশু আক্রান্ত হইয়াছিল এবং ২২ হাজার ১ শত ৯৭টীর মৃত্যু হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৮ শত ৬৫টী পশুকে টীকা দেওয়া হইয়াছে এবং টীকা দেওয়া পশুর সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ৭৫ হাজার ১৪৫টী বেশী। টীকার বীজ ক্রয় করিবার জন্য ৬১ হাজার ৭ শত ৯৮ টাকা ১০ আনা ব্যয় হইয়াছে।

বাংলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

১৯৪১ সালের ১৭ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে হাওড়ায় ৫৬ জন, কলিকাতায় ৯৪ জন এবং বাখরগঞ্জ জিলায় ৬৫ জন লোক কলেরা রোগে মারা গিয়াছে। এই সপ্তাহে কলিকাতায় ৮৩ জন লোকের বসন্ত রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

নূতন এক টাকার নোট

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারত সরকার শীঘ্রই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের প্রতিকৃতি সম্বলিত নূতন এক টাকার নোট বাহির করিবেন। নোটগুলি নাসিক সিকিউরিটি প্রেসে ছাপা হইয়াছে। নূতন নোটগুলি আকারে বর্ত্তমান নোটগুলি অপেক্ষা সামান্য বড় হইবে। এইগুলি ছাঁচে তৈয়ারী কাগজে ছাপা হইয়াছে এবং এইগুলি লম্বায় ৪ ইঞ্চি ও চওড়ায় ২১/২ ইঞ্চি হইবে। নূতন নোটগুলি বাহির হইলে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিকৃতি সম্বলিত পুরাতন এক টাকার নোটগুলিও বাজারে চালু থাকিবে এবং দায়িকের নিকট হইতে সকলেই এইগুলি নিতে বাধ্য থাকিবেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজ নির্ম্মাণ

চলতি বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানায় ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টনের সওদাগরী জাহাজসমূহ প্রস্তুত হইবে। ১৯৪২ সালে ৩৫ লক্ষ টনের এবং পরবর্ত্তী বৎসরে ৫০ লক্ষ টনের মালবাহী জাহাজসমূহ নির্ম্মিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ৭০৫ খানা সওদাগরী জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদের নির্ম্মাণের খরচ পড়িয়াছে ১৬২ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার।

আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত

সিমলার খবরে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রধান কর্ম্মচারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। আম্বালা বিভাগের কমিশনার মিঃ রামচন্দ্র ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সরকারী কার্য্যে নিয়োগ-বদল

ভারত সরকারের কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চের সেক্রেটারী মিঃ এস্ বসু আই সি এস্ মিঃ কে সি বসাক আই সি এস্ এর স্থলে বাঙ্গলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ বসাক ২৪পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। আলীপুরের অস্থায়ী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ হিউএজ আই সি এস্ বাঙ্গলা সরকারের বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের স্পেশাল অফিসর নিযুক্ত হইয়াছেন।

দার্জ্জিলিংএ মোটর পথের প্রসার

বিভাগীয় কমিশনার মিঃ এ জে ড্যাসের সভাপতিত্বে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত অঞ্চলসমূহে মোটর চলাচলের জন্য আরও অধিক রাস্তা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

চট্টগ্রামে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আপত্তি

মৌলানা ইসলামবাদী এম, এল-এর সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম কৃষক প্রজা সমিতির এক সভায় চট্টগ্রাম জেলাকে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হইতে রেহাই দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, চট্টগ্রামে পাটের উৎপাদন খুব কম হয় এবং কৃষকগণ স্থানীয় প্রয়োজনে উৎপন্ন পাটের কিয়দংশ ব্যবহার করে; সুতরাং চট্টগ্রামে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ হইলে কৃষকগণের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।

পাট চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

বাঙ্গলা সরকারের কৃষি-বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে: গত বৎসরের ন্যায় এবারও বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের

পাটচাষের জমির বিবরণ জেলা হিসাবে প্রকাশিত হইবে। আগামী ২রা, ৩রা, ৪ঠা ও ৭ই জুলাই বেলা ৪ ঘটিকায় (কলিকাতার সময়) এবং ৫ই জুলাই বেলা ১২ ঘটিকায় (কলিকাতার সময়) উক্ত সরকারী বিবরণ রাইটার্স বিল্ডিং এর পশ্চিম অংশে পাওয়া যাইবে। উক্ত চারিটি প্রদেশের বিভিন্ন জেলার পাটচাষের মোট জমির পরিমাণ, নূতন পাটের ব্যবস্থা ও আবহাওয়ার বিবরণ সহ মুদ্রিত আকারে ইহা আগামী ১১ই জুলাই শুক্রবার বেলা ১২ টায় (কলিকাতার সময়) উপরোক্ত স্থানে পাওয়া যাইবে।

পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের বিজ্ঞপ্তি

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ জানাইয়াছেন, গত ৫ই জুন কোন কোন সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, বাঙ্গলায় পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা শীঘ্রই কার্য্যকরী করা হইবে। ইহার ফলে জনসাধারণের মনে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে জানান যাইতেছে যে, ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে পেট্রোল মজুত রাখিবার জন্য সরকার বর্ত্তমানে একটি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের দরুণ যদি জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা হইলেই উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে—অন্যথায় নহে। বিভিন্ন শ্রেণীর মোটরের জন্য যে পরিমাণে পেট্রোলের বরাদ্দ করা হইবে, সেই সম্পর্কিত আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই। এই বিষয়ে কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হয় নাই। বাঙ্গলা সরকার পেট্রোলের দর বৃদ্ধির কোন কথা এপর্য্যন্ত জানেন না।

বিভিন্ন প্রদেশে স্থায়ী পণ্য প্রদর্শনী স্থাপনের পরিকল্পনা

বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, করাচী, লাহোর, দিল্লী ও কানপুরে সরবরাহ বিভাগের উদ্যোগে একটি করিয়া সেম্পল রুম বা 'নিদর্শনী গৃহ' খোলা হইবে। যে সমস্ত দ্রব্য ভারতে মোটেই প্রস্তুত হয় না অথবা স্বল্প পরিমাণে হইয়া থাকে অথচ এদেশে যাহাদের যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে উক্ত গৃহে সেই সমস্ত পণ্যের নমুনা রাখা হইবে। বিভিন্ন প্রদেশের সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলারগণের পরিচালনাধীনে শীঘ্রই উক্ত 'নিদর্শনী গৃহগুলিকে' এক একটি স্থায়ী প্রদর্শনীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

ভারতে গ্যাস্‌ব্যাগ্ প্রস্তুত

নাইট্রাস্ অক্সাইড প্রয়োগের জন্য যে গ্যাস্ ব্যাগ্ আবশ্যক হয় এতাবৎ কাল উহা ইংলণ্ড হইতেই আমদানী করা হইয়াছে। প্রকাশ, সম্প্রতি উত্তর ভারতের একটি রাবার কারখানায় উক্ত গ্যাস্ ব্যাগ্ প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। ঐ গ্যাস্ ব্যাগের পরীক্ষাকার্য্য চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সংবাদপত্রের কাগজ সম্পর্কে সরকারী নির্দ্দেশ

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আদেশ অনুসারে সংবাদপত্রের ছাপাখানাগুলিকে ১৯৪০ সালে ব্যবহৃত কাগজের হিসাব আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। উপরোক্ত আদেশের সহিত যে 'ফরমে'র নমুনা প্রকাশিত হইয়াছে তদনুরূপ 'ফরমে' হিসাব লিখিতে হইবে। ১৯৩৯ সালে ব্যবহৃত কাগজের হিসাবও পত্রিকাসমূহ ইচ্ছা করিলে পাঠাইতে পারে। যেসকল ছাপাখানা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংবাদ পাঠাইবে না, পরে সংবাদপত্র ছাপার কাগজ আমদানী সম্পর্কে তাহাদিগকে অসুবিধায় পড়িতে হইতে পারে।

চটকল শ্রমিকদের ভাতার সুপারিশ

ভারতীয় চটকল সমিতি তাহাদের সভ্যতালিকাভুক্ত মিলসমূহের নিকট এই মর্ম্মে সুপারিশ জানাইয়াছেন যে, জুন মাস হইতে (পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত) চটকলসমূহের সর্ব্ব শ্রেণীর শ্রমিকদের মাসিক ১৲ টাকা করিয়া ভাতা দেওয়া হউক। চটকল মজুরদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া উক্ত সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত ৭৪টি মিলে এই ব্যবস্থা

প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করা হইয়াছে। ইহার ফলে চটকলসমূহের মাসিক ব্যয় ৩ লক্ষ টাকার মত বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গত ১৯৩৯ সালের নবেম্বর মাসে চটকলসমূহের শ্রমিকগণের বেতন শতকরা ১০৲ টাকা হারে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

বাঙ্গলার সরবরাহ দপ্তর

শ্রীযুক্ত এস্ এন্ চৌধুরী ও মিঃ আব্বাস ফাইজুল গাঙ্গুজী যথাক্রমে বাঙ্গলা সরবরাহ দপ্তরের কণ্ট্রোলার ও ডেপুটি সহকারী কণ্ট্রোলার মনোনীত হইয়াছেন।

সমর ঋণ

১৯৪১ সালের ৭ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা বাবদ চাঁদা আদায়ের পরিমাণ ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫ শত টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালের ৭ই জুন পর্য্যন্ত বিনাসুদী দেশরক্ষা বণ্ডের জন্য ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা এবং শতকরা ৩৲ টাকা সুদের দেশরক্ষা ঋণ বাবদ (পূর্ব্ববর্তী চাঁদা আদায়ের পরিমাণ ধরিয়া) ৫৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। পোষ্ট অফিস মারফতে দশ বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে।

আমেরিকায় বিমান নির্ম্মাণ

জানা গিয়াছে যে গত মে মাসে আমেরিকায় যে পরিমাণ উচ্চ-শক্তি বিশিষ্ট এরোপ্লেন ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেকার সকল রেকর্ড ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই মাসে ৩৫০০ ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে ২৪০০ খানা এবং ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে মাত্র ৩০০ খানা ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কানাডায় জীবন-বীমা

১৯৪০ সালে কানাডায় যত জীবন-বীমা হইয়াছে তাহার পরিমাণ প্রায় ৫৯ কোটি ২ লক্ষ ৫ হাজার ৫ শত ৩৬ ডলার। ১৯৪০ সালে সর্ব্বসমেত যত বীমা হইয়াছে তাহার মধ্যে সাধারণ বীমার পরিমাণ ৪৪ কোটি ৩৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯ শত ৬৬ ডলার, শিল্প বীমার পরিমাণ ১১ কোটি ৯০ লক্ষ ১০ হাজার ৫ শত ২০ ডলার এবং যৌথ বীমার পরিমাণ ২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৫ হাজার ৫০ ডলার দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কানাডায় যত জীবনবীমা বলবৎ আছে তাহার পরিমাণ ৬৯৭ কোটি ৫৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৩ শত ৮৬ ডলার এবং ইহা ১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা ২'৯ ভাগ বেশী। ইহার মধ্যে সাধারণ বীমার পরিমাণ ৫৩১ কোটি ৮০ লক্ষ ৮৮ হাজার ১ শত ৭৫ ডলার। শিল্প বীমার পরিমাণ ৯২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮ শত ৬০ ডলার এবং যৌথ বীমার পরিমাণ ৭২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৩ শত ১১ ডলার হইয়াছে। কানাডার বীমা কোম্পানীগুলি ৪৬০ কোটি ৯২ লক্ষ ১৩ হাজার ৯ শত ৭৭ ডলার এবং বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বীমা কোম্পানীসমূহ ২৩৬ কোটি ৬১ লক্ষ ৪ হাজার ৩ শত ৬৯ ডলার মূল্যের বীমার কাজকারবার করিয়াছে। ১৯৪০ সালে বীমার চাঁদা বাবদ ২০ কোটি ২০ হাজার ২ শত ৯৬ ডলার এবং এনুয়িটি বাবদ ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৩১ হাজার ৬২২ ডলার পাওয়া গিয়াছে; ১৯৩৯ সালে ইহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৪২ হাজার ১ শত ৪৪ ডলার ও ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭ শত ৯২ ডলার।

রেলওয়ের আয়

প্রকাশ, ১৯৪১ সালের ২০শে মে হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত যে এগার দিন শেষ হইয়াছে তাহাতে সমস্ত সরকারী রেলওয়েসমূহের মোট আয় হইয়াছে ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা এবং এই আয়ের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অনুরূপ সময়ের চেয়ে ৩০ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা; ইহা পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের আয়ের চেয়ে ৭৬ লক্ষ টাকা বেশী।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের এক হিসাবে প্রকাশ যে রেলওয়ে এবং ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের আয়-ব্যয় বাদ দিলে দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বাবদ আয়ের চেয়ে ব্যয় ৬ কোটি টাকা বেশী দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের এই সময়ের চেয়ে রাজস্বের আয় ৫০ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে এবং শাসনকার্য্য পরিচালনার ব্যয়ভারও প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। কিন্তু দেশরক্ষার জন্য ব্যয়ভার বাড়িয়াছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। রেলওয়ে আয় হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্যপরিচালনার জন্য পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহাতে রাজস্ব বাবদ আয়ের অবস্থার উন্নতি হয় নাই, কেননা রেলওয়ের আয়ের প্রাপ্ত টাকার একাংশ বৎসরের শেষে রেলওয়ের মজুত তহবিলে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই মাসে জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বোম্বাই সরকারের শিল্প-বাণিজ্য বিভাগ

জনসাধারণের মধ্যে শিল্প ও ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে বোম্বাই সরকার উহার শিল্পবিভাগের পরিচালনাধীনে একটি বিশেষ শিল্প-বাণিজ্য বিভাগ গঠনের পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই বিভাগের উপর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কিত মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের ভার থাকিবে। এই বিভাগ বোম্বাই প্রদেশের একটি নির্ভরযোগ্য কমার্শিয়াল ডিরেক্টরী প্রস্তুতের কার্য্যেও ব্যাপৃত থাকিবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের পশম

নিউ ইয়র্কস্থিত ভারত সরকারের বাণিজ্য প্রতিনিধির এক বিবৃতিতে জানা যায় যে, আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পশমের (কার্পেটের জন্য) বেশ চাহিদা আছে এবং উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কিত অসুবিধা দূরীভূত হইলে ভবিষ্যতে ভারত হইতে মার্কিন মুলুকে প্রচুর পরিমাণ পশম রপ্তানীর সম্ভাবনা রহিয়াছে। পশমের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। অবশ্য ভারতবর্ষ ব্যতীত চীন, ইরান,

আর্জেন্টাইন ও গ্রেটবৃটেন হইতেও আমেরিকায় পশম রপ্তানী করা হয়। ১৯৩৯ সালে ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কার্পেট তৈয়ারীর উপযোগী পশম আমদানী করা হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে ভারত হইতে আমেরিকায় বিভিন্ন পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে পাটের পরেই পশমের স্থান ছিল।

ভারতবাসীর মাথা পিছু আয় কত?

কিছুদিন পূর্ব্বে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ আমেরি ভারতবর্ষ এক সমৃদ্ধশালী দেশ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা সরকারী রিপোর্ট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভারতবাসীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতি দৃষ্টে জানা যায় যে, ভারতে জনপ্রতি মাসিক আয় মাত্র ৪৲ টাকা এবং দৈনিক আয় মাত্র ৵০ আনা। কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ড হইতে প্রকাশিত নিখিল ভারত ইনকাম ট্যাক্স বা আয়কর বিবরণে দেখা যায় যে, ভারতে ৩০ কোটি লোক সংখ্যার হিসাবে বাৎসরিক দুই হাজার টাকা আয় আছে বা আয়কর দেয় এরূপ লোকের সংখ্যা মাত্র ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৪০ জন অর্থাৎ ভারতের মোট জন সংখ্যার শতকরা এক জনেরও দশ ভাগের এক ভাগ লোক। ১৯৩৮-৩৯ সালের গ্রেট বৃটেনের হিসাব হইতে দেখা যায়, তাহাদের লোক সংখ্যা যেখানে ৪॥ কোটি সেখানে বাৎসরিক ৪০ হাজার পাউণ্ড আয় করে এরূপ লোকের সংখ্যা ৫৩৯ জন। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে যেখানে ৩০ (বর্ত্তমানে প্রায় ৪০) কোটি লোকের বাস সেখানে বাৎসরিক পাঁচ লক্ষাধিক অর্থ উপার্জ্জনকারীর সংখ্যা মাত্র ৯ জন। এই শোচনীয় দারিদ্র্যের বিবৃতি প্রসঙ্গে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা গ্রেট বৃটেনে বর্ত্তমান কালে দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের অভাব ঘটিয়াছে, এই মর্ম্মে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কলিকাতার আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সমালোচনা

কলিকাতা সহরের রাজপথের আলোগুলি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আবৃত করা হয় নাই গত ১৮ই জুন তারিখের করপোরেশনের এক সভায় এই মর্ম্মে জনৈক কাউন্সিলর ঘোর আপত্তি জানান। তদুত্তরে মেয়র আশ্বাস দিয়াছেন, এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিতে তিনি করপোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও আলোক নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান কর্ম্মচারীকে উপদেশ দিবেন।

কলিকাতা ও সহরতলীর রাস্তায় আলোক নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি যাহাতে সংঘটিত না হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের ডেপুটি ও এসিষ্ট্যান্ট কমিশনারবৃন্দের সহযোগিতায় পাহারা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতা গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারী ও ডি ডি আইগণ প্রধান প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র ও রাস্তার সংযোগস্থলে সাদা পোষাক পরিহিত বহু কনষ্টেবল লইয়া সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাহারা দিবে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতায় রাত্রিকালে পেট্রল বিক্রয় নিষিদ্ধ

আগামী ২৫শে জুন হইতে সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যে কলিকাতা সহরে পেট্রলের পাম্প হইতে পেট্রল সরবরাহ নিষিদ্ধ করিয়া কলিকাতার পুলিশ কমিশনার একটি আদেশ জারী করিয়াছেন। সহরে আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে ঐরূপ আদেশ জারী করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পেট্রল ব্যবসায়ীদিগকে জানান হইয়াছে যে, ঐ আদেশ অমান্য করিলে অবিলম্বে তাহাদের লাইসেন্স বাতিল করা হইবে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফল

গত জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে নিম্নলিখিত ৭ জন প্রার্থী সফল হইয়াছেন:—

(১) ভৈরব দত্ত সানওয়াল, (২) বিপিনবিহারী লাল মাথুর, (৩) বি পি বাগচী, (৪) জগদীশচন্দ্র মাথুর, (৫) ত্রিবেণীপ্রসাদ সিংহ, (৬) বদ্রীনাথ বর্ম্মা, (৭) নরীন্দ্র নাথ কাশ্যপ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশন

আগামী ২৮শে জুলাই পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় কলিকাতার আইনসভা ভবনে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিয়া গবর্ণর কলিকাতা গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত এই অধিবেশন চলিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য পরিষদ অধিবেশন সকালে ৯—১২ টা পর্য্যন্ত এবং ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বেলা ২-১৫ হইতে অপরাহ্ণ ৪-১৫ পর্য্যন্ত হইবে। আগামী অধিবেশনে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল ছাড়া সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি বিল উত্থাপিত হইবে। প্রকাশ উদ্বোধন দিবসেই বেঙ্গল কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ অর্ডিন্যান্স (১৯৪১) আইন সভায় পেশ করা হইবে।

বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী আইনের সংশোধন প্রস্তাব

বাঙ্গলা সরকার ১৯৪০ সালের দোকান কর্ম্মচারী আইনের নিয়মাবলী সংশোধনের এক প্রস্তাব করিয়াছেন। কলিকাতা গেজেটে উক্ত সংশোধনের খসড়া প্রকাশ করিয়া ঐ সম্পর্কে মতামত আহ্বান করা হইয়াছে। দোকানের এবং আমোদ প্রমোদ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদিগকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ছুটির দিনে বা পর্ব্বোপলক্ষে অতিরিক্ত সময় কার্য্য করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইবে। উক্ত সংশোধন প্রস্তাবের খসড়ায় সেই সব ছুটির দিন ও পর্ব্বগুলি উল্লিখিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা সরকারের কুষ্ঠ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

কুষ্ঠ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত বিষয়ে একটি সরকারী বিবৃতিতে জানা যায় যে, এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সদর, মহকুমা ও ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইবে এবং কুষ্ঠ ব্যাধি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরিচালনাধীনে কাজ চলিবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রে গবর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত ও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্যের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ঢাকায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি

ঢাকায় চাউলের দর বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি মণ ৭॥০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। গত ১৫ বৎসরের মধ্যে ঢাকায় চাউলের মূল্য এত বৃদ্ধি পায় নাই। প্রধান প্রধান খাদ্য দ্রব্যের এরূপ মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণের শোচনীয় দশা দুর্ঘটিয়াছে।

কলিকাতায় ভিক্ষুক সমস্যা

কলিকাতা ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য এবং রোটারী ক্লাব পরিকল্পিত ভবঘুরে বিলের খসড়া সম্পর্কে অভিমত দেওয়ার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন গত বৎসর একটি স্পেশাল কমিটি

গঠন করেন। উক্ত কমিটি একটি রিপোর্টও দাখিল করিয়াছিলেন। গত ১৮ই জুন তারিখের সাধারণ সভায় কলিকাতা কর্পোরেশন স্পেশাল কমিটির উক্ত রিপোর্টে বর্ণিত ভিক্ষুক সমস্যা সমাধান পরিকল্পনা সম্পর্কে কর্পোরেশনের আর্থিক দায়িত্ব সম্পর্কে যে অংশটা আছে, তাহা ব্যতীত রিপোর্টের অন্য সমস্ত সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং এই মত প্রকাশ করেন যে, গবর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশনের মধ্যে একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়া উহাতে উক্ত আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

উভয় পক্ষের জাহাজ ক্ষতির পরিমাণ

প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, গত মে মাসে বিভিন্ন দরিয়ায় শত্রু পক্ষের জাহাজ ক্ষতির মোট পরিমাণ ২ লক্ষ ৫৭ হাজার টন এবং ইহা মিত্রপক্ষের মে মাসের মোট ক্ষতির তিন-চতুর্থাংশ হইবে। এই বিষয়ে শীঘ্রই সঠিক হিসাব দাখিল করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। আপাততঃ অনুমান করা হইয়াছে যে, উক্ত মে মাসে গ্রেট বৃটেন ও মিত্র পক্ষের ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন হইতে ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টনের মাঝামাঝি পরিমিত জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গ্রেট বৃটেন ও মিত্র পক্ষের গত জানুয়ারী মাসে ৩ লক্ষ ৬ হাজার টন, ফেব্রুয়ারী মাসে ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টন, মার্চ্চ মাসে ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার টন এবং এপ্রিলে ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টনের জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মহাযুদ্ধের প্রথম ২০ মাসে গড়পড়তা মাসিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টন।

আমেরিকায় বৃটিশ পণ্যক্রয় কমিশনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের (কলিকাতা) সেক্রেটারী সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি বিবৃতি দিয়াছেন :—

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স অবগত হইয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বৃটিশ পার্চ্চেজিং (পণ্যক্রয়) কমিশন ঐ দেশ হইতে কতিপয় পণ্য রপ্তানী সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবর্ষ ব্যতীত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আর কোন উল্লেখযোগ্য দেশ সম্পর্কে উক্ত বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তিত হইতেছে না। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এই বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানাইতেছেন—বৃটিশ পণ্যক্রয় কমিশনের বিধানানুসারে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে উক্ত কমিশনের নিকট মালখালাসী সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করিতে হইবে এইরূপ বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সার্টিফিকেট ব্যতীত আমেরিকার বন্দরসমূহের কর্ত্তৃপক্ষ জাহাজে মাল তুলিতে দিবেন না। আবার এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ভারতীয় আমদানীকারকদের অর্ডারগুলি ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে বৃটিশ পণ্যক্রয় কমিশন উক্ত সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন না। ইহার ফলে, ভারতে আমেরিকার মাল পৌঁছিতে অযথা বিলম্ব ঘটিতেছে এবং বর্ত্তমান কালে একমাত্র আমেরিকাই যে সব অত্যাবশ্যক পণ্য আমদানী করিতে পারে সে সব পণ্যের সহজ সরবরাহের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হইতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষও যাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশসমূহের ন্যায় উপরোক্ত কড়াকড়ি হইতে রেহাই পাইতে পারে তদুদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বৃটিশ পণ্যক্রয় কমিশনের সহিত অবিলম্বে একটা বোঝাপড়া করার জন্য ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ভারতসরকারকে আবেদন জানাইতেছেন।

ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের অব্যাহতি

কলিকাতা রুবী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস পাকড়াশী এবং ম্যানেজার ডাঃ এস কে ব্যানার্জ্জিকে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ও ৪০৯।১১৪ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩ শত টাকা অর্থদণ্ড ভোগের আদেশ দিয়াছিলেন। আসামী পক্ষ হাইকোর্টে আপীল করিলে বুধবার প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি বার্টলী উভয় আসামীকে দণ্ডাদেশ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত বৎসর এপ্রিল মাসে জনৈক ব্যবসায়ী আসামীদের পরিচালিত ব্যাঙ্কে ৬৬০৲ টাকা জমা দিয়া একাউণ্ট খুলিয়াছিলেন। গত ৮ই মে পর্য্যন্ত তিনি ঐ টাকার মধ্য হইতে ৪৩৪।০ টাকা তুলিয়া লন। পরে তিনি অপর এক ব্যক্তির নামে ঐ ব্যাঙ্কের উপর ১৯৭৸৵০ আনার চেক দেন। ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের নিকট তাহার পাওনা ২২৫।।০ আনামত জমা থাকিলেও ব্যাঙ্ক ঐ চেকের টাকা দেয় নাই। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আদালতের শরণাপন্ন হইলে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় আসামীকে উপরোক্ত দণ্ডাদেশের আদেশ দেন। রায়দান প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, ১৯৪০ সালের ৯ই জুলাই পুলিশ যখন তদন্ত সুরু করে তখন ব্যাঙ্কের তহবিল শূন্য ছিল, ব্যাঙ্ক তখন দরজা বন্ধ করিয়াছে। ব্যাঙ্কটি লিমিটেড কোম্পানী, কিন্তু তখনো কারবার গুটায় নাই বা ঐ সম্পর্কে কোনও মামলা দায়ের করা হয় নাই। ফরিয়াদীর টাকা ব্যাঙ্কে তাঁহার নামে কারেণ্ট একাউণ্টে জমা হইয়াছিল এবং ঐ টাকার দায়িত্ব ব্যাঙ্কের। এই অবস্থায় ফরিয়াদীর একমাত্র পথ ছিল রুবী ব্যাঙ্কের নামে নালিশ রুজু করা। ব্যাঙ্ক যে কোন অসদুদ্দেশ্যে ইচ্ছা করিয়া টাকা দেয় নাই এমন কোন প্রমাণ নাই। এ অবস্থায় আসামীদের দণ্ড বহাল রাখা যায় না। বিচারপতি এই প্রসঙ্গে আরও মন্তব্য করেন যে, রুবি ব্যাঙ্কের মত জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা জমা লইয়া পরিশোধ করিতে অক্ষম, বাঙ্গলা দেশে এরূপ অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত নহে। বিচারপতি বার্টলীও প্রধান বিচারপতির সহিত এক মত প্রকাশ করেন।

সৈন্য বিভাগে বাঙ্গালীদের সুযোগ

কাউন্সিল অব ষ্টেটের গত অধিবেশনে প্রধান সেনাপতি এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইলে যে সকল প্রদেশের অধিবাসীরা সৈন্যবিভাগে যোগদানের যথেষ্ট সুযোগ পায় নাই, তাহাদিগকেও সৈন্যদলে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে পাঁচটি নূতন রেজিমেণ্ট সৃষ্টি করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে মহামান্য ভারত সম্রাট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট, আসাম রেজিমেণ্ট এবং বিহার রেজিমেণ্ট গঠনের অনুমতি দিয়াছেন। এই সঙ্গে মাদ্রাজ রেজিমেণ্টের পুনর্গঠনের প্রস্তাবও অনুমোদিত হইয়াছে। মাজভি শিখ রেজিমেণ্ট এবং একটি মহর রেজিমেণ্টও—এই পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত হইবে। উল্লিখিত অঞ্চলগুলি হইতে শুধু যে সরাসরিই লোক গ্রহণ করা হইবে তাহা নহে, টেরিটোরিয়েল ফোর্স ব্যাটালিয়নের যে সকল লোক স্বেচ্ছায় এই সকল সৈন্যদলে যোগদান করিতে চায়, তাহাদিগকেও গ্রহণ করা হইবে। ১৬নং বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের (ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়েল ফোর্স) লোক লইয়া বেঙ্গল রেজিমেণ্ট আরম্ভ করা হইবে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, টেরিটোরিয়াল ফোর্সের অধিকাংশ লোকই স্বেচ্ছায় এই সকল সৈন্যদলে যোগ দিতে ইচ্ছুক। প্রয়োজন হইলে সরাসরিও সৈন্য সংগ্রহ করা যাইবে।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয় পণ্যের চাহিদা

পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্তর্গত মোম্বাসায় ভারত সরকারের যে বাণিজ্য প্রতিনিধি

রহিয়াছেন তাঁহার ১৯৪১ সালের জানুয়ারীর মাসিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, পূর্ব্ব আফ্রিকার ব্যবসায়িগণ ভারতীয় পণ্য উৎপাদনকারীদিগের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে। এই বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে, পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয় কাচের জিনিস (অর্থাৎ চিমনি, কাঁচের আচ্ছাদন, কাঁচের বোতল, কাঁচের পাত্র এবং সাজ সজ্জার জন্য অন্যান্য কাঁচের জিনিষ), গেঞ্জী, মোজা, খেলনা এবং সাধারণ কাপড়চোপড় প্রভৃতির প্রচুর চাহিদা আছে।

ভারতে গমের চাষ

১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ৩ কোটী ৪৪ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে এবং এই চাষের জমির আয়তন পূর্ব্ব বৎসরের চাষের জমির চেয়ে শতকরা ২ভাগ বেশী। পূর্ব্ব বৎসরে ৩ কোটী ৩৬ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ৯৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টন গম উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই গম উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের উৎপন্ন গমের চেয়ে শতকরা ৬ ভাগ কম হইতে পারে বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্ব বৎসরে ১ কোটী ৬ লক্ষ ৪১ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে কি পরিমাণ জমিতে গমের চাষ হইতে পারে এবং কত গম উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা উক্ত সালের গম চাষের চতুর্থ পূর্ব্বাভাষ অনুযায়ী নিম্নে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমি (একর)	গমের পরিমাণ (টন)
পাঞ্জাব	১১,২১৪,০০০	৩,৭৯৭,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৮,০৬৮,০০০	২,৯১১,০০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩,৩০২,০০০	৫৮৫,০০০
বোম্বাই	২,০১৭,০০০	৩৭৫,০০০
সিন্ধু	১,৩২০,০০০	৩৫১,০০০
বিহার	১,০৯৭,০০০	৪০৫,০০০
উঃ পঃ সীমান্তপ্রদেশ	১,১২২,০০০	২৯৯,০০০
বাঙ্গলা	১৬৯,০০০	৩৪,০০০
দিল্লী	৪৮,০০০	১৬,০০০
আজমীর-মাড়োয়ার	২৪,০০০	৭,০০০
উড়িষ্যা	৪,০০০	১,০০০
মধ্যভারত	২,২১৩,০০০	৩৭৮,০০০
গোয়ালিয়র	১,৫৩২,০০০	৩৩৮,০০০
রাজপুতনা	১,২০৮,০০০	৩০২,০০০
হায়দরাবাদ	১,০৮৬,০০০	১৪৯,০০০
বরোদা	৭২,০০০	২১,০০০
মহীশূর	৩,০০০	৪০০
	৩৪,৪৯৯,০০০	৯,৯৬৯,০০০

প্রধান সহরগুলির দৈনন্দিন দুগ্ধ উৎপাদনের হিসাব

ভারত সরকারের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং অফিসার কর্ত্তৃক সম্প্রতি ভারতবর্ষে দুগ্ধের উৎপাদন, ব্যবহার ও বিক্রয় সম্বন্ধে এক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরগুলিতে প্রতিদিন যে পরিমাণ দুগ্ধ ব্যবহৃত হয় তাহার হিসাব দেওয়া হইল :—

(মণ হিসাবে)

	মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে	পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আমদানী
কলিকাতা	১,৭২৭	১,৭২৭
বোম্বাই	২,৫০০	১,২৫০
মাদ্রাজ	৯৭২	২৯৩
লাহোর	৫৯৪	৬১৩
নাগপুর	২৬৬	৯১
লক্ষ্ণৌ	৫৮৫	১১৪
দিল্লী	৩২৫	১,২০০
করাচী	৪২০	৯৮০
পুনা	৬২৫	২০০
শিকারপুর	৩৫০	৭০
হায়দরাবাদ	৭৩৩	১৫৪
আগ্রা	৪৭৮	৫৪
শতকরা হার	৫৯	৪১

বিহারে দুর্গতদের সাহায্য

১৯৪০ সালে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়াতে বিহারে ফসল ভাল হয় নাই। এইজন্য বিহারের যেসকল জিলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে সেই সকল স্থানের দুর্গতদের সাহায্যের জন্য বিহার সরকার নিম্নলিখিত কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিবার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—

(১) কৃষি-ঋণ আইন এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য ঋণ আইনের বিধানানুযায়ী কৃষকদিগকে ঋণ দেওয়া।

(২) বৃদ্ধ এবং দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে খয়রাতী-দান বিতরণ করা।

(৩) সেচকার্য্যের জন্য এবং রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য শ্রমিকদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা।

যেসকল জিলার জন্য কৃষি-ঋণ বিতরণ করা মঞ্জুর হইয়াছে তাহাদের নাম ও ঋণের টাকার পরিমাণ এইরূপ :—

জিলা	কৃষিঋণ	ভূমিউন্নয়ন ঋণ
ভাগলপুর	১,৭৫,০০০	২১,০০০
মুঙ্গের	৪৭,০০০	১,০০০
সাঁওতাল পরগণা	১.৪৪,০০০	২০,০০০
পূর্ণিয়া	১৬,০০০	২০,০০০
পাটনা	৪,৮০০	৩,০০০
গয়া	৩,০০০	২,৫০০
সাহাবাদ	৩,০০০	৬০০
চম্পারণ	১,০০০	...
সারণ	২,৫০০	৫০০
মজঃফরপুর	৬,০০০	...
দ্বারভাঙ্গা	৬,০০০	...
রাঁচি	২,৫০০	২,০০০
হাজারীবাগ	৩৫,০০০	৩,০০০
মানভূম	৯,৫০০	৮,০০০
সিংভূম	৬,৫০০	৪,০০০
পালামৌ	৩,৫০০	৩,০০০

ইহা ছাড়া ভাগলপুর বিভাগের জিলাসমূহের জন্য ৫৬ হাজার টাকা অতিরিক্ত কৃষি-ঋণ, সাঁওতাল পরগণা ও মুঙ্গের জিলার জন্য যথাক্রমে ৬ হাজার এবং ২ হাজার টাকা খয়রাতী দান মঞ্জুর হইয়াছে। পল্লী এবং ভূমি উন্নয়নের কার্য্যের জন্য ভাগলপুর জিলার বাঙ্কা মহকুমায় ৩ হাজার ২ শত টাকা এবং সাঁওতাল পরগণায় সেচকার্য্যের জন্য ২৫ হাজার টাকা খরচ করিবার জন্য বিহার সরকার অনুমতি দিয়াছেন।

জাভা চিনির রপ্তানী

১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাসে ৭০ হাজার ৪ শত ১৮ ম্যাট্রিক টন (এক ম্যাট্রিক টনের ওজন কিঞ্চিদধিক ২১ মণ) বিভিন্ন শ্রেণীর জাভা চিনি জাভা হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে জাভা বন্দরে ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৬ ম্যাট্রিক টন ওজনের বিভিন্ন শ্রেণীর চিনি মজুত ছিল।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী

সম্প্রতি আমরা ৪৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃর গত ১৯৪০ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। হুগলী ব্যাঙ্ক বাঙ্গলা দেশের একটী দ্রুত উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক। সুখের বিষয় যে যুদ্ধের অনিশ্চয় অবস্থার মধ্যেও ১৯৪০ সালে এই উন্নতি অব্যাহত রহিয়াছে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে এই ব্যাঙ্কটীর কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৩১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা হইতে ৪২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকায় এবং আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা হইতে ১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের শেষে হুগলী ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৬ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। এই টাকা ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন, মজুত তহবিলে ন্যস্ত ৮১ হাজার টাকা এবং অন্যান্য দায় লইয়া বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। এই টাকার মধ্যে বৎসরের শেষে দাদন, ক্যাশ ক্রেডিট, ওভারড্রাফট ইত্যাদিতে ২৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারে ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা, বাড়ী ও জমিতে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা এবং নগদ হিসাবে হাতে ও ব্যাঙ্কে ৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা নিয়োজিত ছিল। বাকী টাকা ছোটখাট বিভিন্ন দফায় ন্যস্ত ছিল। দাদন, ক্যাশক্রেডিট ইত্যাদি হিসাবে ব্যাঙ্কের যে ২৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা নিয়োজিত ছিল তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা অবগত হইয়াছি যে উহার অধিকাংশ টাকাই কোম্পানীর কাগজ, ফার্ম্ম ইত্যাদির জামীনে দাদন করা রহিয়াছে। কাজেই হুগলী ব্যাঙ্কের সম্পত্তি যে নিরাপদ, লাভজনক এবং নগদ টাকার স্বচ্ছলতার দিক লক্ষ্য রাখিয়া দাদন করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচা বাদে ৩৩ হাজার ৫৩১ টাকা লাভ হইয়াছে। উহার সহিত ১৯৩৯ সালের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত ২ হাজার ৬২৯ টাকা যোগ করিয়া যে ৩৬ হাজার ১৬০ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে ১৫ হাজার টাকা মজুত তহবিলে নেওয়া হইয়াছে। বাকী ২১ হাজার ১৬০ টাকা হইতে ব্যাঙ্কের সাধারণ অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৯ টাকা হারে এবং প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রেতাগণকে শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

হুগলী ব্যাঙ্ক বাঙ্গলার একটী মাঝারী ধরণের ব্যাঙ্ক। উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কও নহে। কিন্তু এই ব্যাঙ্কটী বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এবং উহার অংশীদার ও আমানতকারীদের স্বার্থ পুরোভাগে রাখিয়া এরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেছে যাহাতে উহা বাঙ্গলা দেশের যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কের সমতুল্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। উহার কর্ণধার হিসাবে মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি এম-এল-এ উহাকে যেভাবে পরিচালিত করিতেছেন তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে উহা একটী বৃহদাকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। আমানৎকারী ও শেয়ার ক্রেতা এই ব্যাঙ্কে নির্ভয়ে অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারেন।

ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং

১৯৩৯ সালের হিসাব

ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার হেড অফিস পুণাতে অবস্থিত। নূতন বীমা আইন বলবৎ হওয়ার পরে] এই কোম্পানী রেজেষ্টারীকৃত হয়। আলোচ্য বর্ষে এই কোম্পানী ৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। এই বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৬৮ হাজার ২২৬ টাকা আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৭২ হাজার ৫১০ টাকা আয় হইয়াছে। উহা হইতে মৃত্যুদাবী বাবদ ৬৯৮ টাকা, কমিশন বাবদ ১৪ হাজার ৮০৮ টাকা এবং অফিসের কার্য্য পরিচালনা বাবদ ২০ হাজার ৩৮০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। অন্যান্য ছোটখাট ব্যয় বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে উহার পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৪৬৩ টাকা— বৎসরের শেষে উহা ৪৮ হাজার ১০৬ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

বৎসরের শেষে কোম্পানীর আদায়ী মূলধন (৪১ হাজার ৪৫০ টাকা), দাদনী তহবিলের মূল্যাপকর্ষজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য সৃষ্ট তহবিল (৬ হাজার ৭২ টাকা), জীবনবীমা তহবিল (৪৮ হাজার ১০৬ টাকা), আমানত (৪১ হাজার ৯৭১ টাকা), ইত্যাদিতে কোম্পানীর কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৬০২ টাকা। এই টাকার মধ্যে বৎসরের শেষে কোম্পানীর কাগজে ৮৬ হাজার ৪৬১ টাকা এবং ব্যাঙ্কে ৭ হাজার ৩৫০ টাকা ন্যস্ত ছিল। বাকী টাকা আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম, দাদন, এজেন্টদের নিকট পাওনা ইত্যাদি বিভিন্ন দফায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

গত ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত সময়ের জন্য এই কোম্পানীর ভেলুয়েশান করান হইয়াছিল এবং উহাতে কোম্পানীর তহবিলে ২২ হাজার ৪৬৩ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে।

আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। মিঃ কে পি ঘোষ বাঙ্গলা ও আসামের জন্য এই কোম্পানীর চীফ এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। নদীয়া জেলায় মেহেরপুরে তাঁহার অফিস অবস্থিত।

টিটাগড় পেপার মিলস্ কোং লিঃ

টিটাগড় পেপার মিলস্ কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাব বাহির হইয়াছে। এই ষাণ্মাসিক হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, উক্ত ছয় মাসে কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪১ লক্ষ ২৬ হাজার ১২২ টাকা। এই লাভ হইতে ঋণপত্রের সুদ, যাবতীয় কর, কমিশন ইত্যাদি বাবদ ব্যয়বরাদ্দ বাদ দিয়া ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯১৩ টাকা লাভ দাঁড়ায়। এই টাকা হইতে মূল্যাপকর্ষ তহবিলে ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯৮০ টাকা আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সাধারণ মজুত তহবিলে ১ লক্ষ টাকা, ষ্টোর্স রিভ্যালুয়েশন তহবিলে ১।৷০ লক্ষ টাকা, শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ৫০ হাজার টাকা, কর্ম্মচারীদের পেন্‌সন্ তহবিলে ৪০ হাজার টাকা, ডিবেঞ্চার পরিশোধ তহবিলে ২৷৷০ লক্ষ টাকা এবং অনাদায়ী ঋণ তহবিলে ১ লক্ষ ২ হাজার ৯২৩ টাকা জমা রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট ৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৪৫ টাকা এবং পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত ১লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৩৬ টাকা লভ্যাংশ হিসাবে অংশীদারগণকে দেওয়া হইবে।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এস বি দত্ত ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ৬ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা শাখা আফিস পরিদর্শন করেন। ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য ডাঃ দত্ত ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে আফিসের বিভিন্ন বিভাগে লইয়া যান। তাঁহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নততর কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

এস্ জি হুসেন এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস্ জি হুসেন। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৪৫, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শিবকুমার খান্না। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১০, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২০শে জুন।

কলিকাতার টাকা ও বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যাঙ্কসমূহের কল টাকার সুদের হার শতকরা ৷৷০ আনা ছিল, কিন্তু ঋণগ্রহীতা প্রকৃতপক্ষে কেহই ছিল না বলা যাইতে পারে। বিনিময় বাজারের অবস্থাও টাকার বাজারের মত মন্দা ছিল এবং কোনরূপ কাজ কারবার ছিল না।

ভারত সরকার শতকরা ৪৷৷০ সুদের ১৯৫০-৫৫ এবং ১৯৫৮-৬৮ সালের মেয়াদী ষ্টার্লিং ঋণ শোধ করিবার জন্য ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ এবং ১৯৬০-৬৫ সালের মেয়াদে যে ভারতীয় ঋণ গ্রহণ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন সেই সকল ষ্টার্লিং ঋণপত্র ভারতীয় ঋণপত্রে রূপান্তরিত করার কার্য্য ১৬ই জুন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

গত ১৭ই জুন তারিখে তিন মাসের মেয়াদে ২ কোটী টাকার ট্রেজারি বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। ইহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা। এই আবেদনগুলির মধ্যে ২ কোটী টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের বার্ষিক শতকরা সুদের হার গড়ে ৮/১১পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সপ্তাহে ২ কোটী টাকার জন্য ট্রেজারী বিল আহ্বান করা হইবে। গত ১১ই জুন হইতে ১৬ই জুনের মধ্যে ইণ্টার-মিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের পরিমাণ ২ কোটী ৪৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় চলিতে থাকিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ গত ১৩ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মোট চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৬১ কোটী ২৫ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৫৯ কোটী ৭০ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে ৯০ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৫০ লক্ষ টাকা। এই সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অর্থের মোট পরিমাণ ৩৭ কোটী ৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটী ১২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ হইতেছে ২৭ কোটী ৯৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৬ কোটী ৭৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এই সপ্তাহে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ৫ কোটী ৯০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ২ কোটী ২১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা এবং অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ৩ কোটী ৫৯ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে এই আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬ কোটী ৩১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, ২ কোটী ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এবং ৪ কোটী ২৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

ষ্টেলিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬$\frac{৩}{৬৪}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২০শে জুন।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয় এবং সন্তোষজনকভাবে কাজ কারবার সম্পন্ন হয়। এ সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইতেছে পাটকলের শেয়ারের বিক্রয় বৃদ্ধি। পাটকলগুলি খুব লাভ করিতেছে এইরূপ রিপোর্টই পাটকল শেয়ার প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইবার কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সকল শ্রেণীর শেয়ারের বিক্রয়েরই পরিমাণ বেশ ভাল ছিল, কিন্তু শেয়ার বিক্রেতাদের সংখ্যা ছিল খুব কম, এইজন্য শেয়ার বাজারে তেজীর লক্ষণ দেখা যায়। কয়লার খনির শেয়ারের মূল্যের কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। চা-বাগানের শেয়ারের ভালরূপ চাহিদা ছিল এবং কোন কোন বিশেষ চা-বাগানের শেয়ারের কেনাবেচার মধ্যে চা-বাগানের শেয়ারের চাহিদা সীমাবদ্ধ ছিল। চিনির কলের শেয়ারের কিছু কিছু চাহিদা লক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ারের দর ভাল ছিল।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থিরভাব লক্ষিত হইয়াছে। টাকা খাটাইবার জন্য প্রায় সকল শ্রেণীর কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিবার জন্য বাজারে চাহিদা দেখা যায়। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৬৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৵০ আনা; ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯৮৵০ আনা; ৩৷৷০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০২৮৶০ আনা; ৪৷৷০ টাকা সুদের ১৯৫০-৬০ সালের কাগজ ১১২৮৵০ আনা; এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের পাঞ্জাব ঋণপত্র ৯৭৮৶০ আনা; ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের ইউ, পি, ঋণপত্র ৯৮৲ টাকায় এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের আসাম ঋণপত্র ৯৭৲ টাকায় বিকিকিনি হয়।

কাপড়ের কল

এই বিভাগে এলগিন কাপড়ের কলের শেয়ারের খুব চাহিদা ছিল এবং ইহার শেয়ারের দর ২০৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কেশোরাম ৬॥৶০ আনা, কাণপুর টেক্সটাইলস্ ৬॥৶০ আনা এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ২।৶০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগে শেয়ারের দরে কোন কোন স্থলে অতি সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ধেমোমেইন ১২৸/০ আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৫৸০ আনা, নাজিরা ৭৸০ আনা, সেণ্ড্রা ১২৲ টাকা, সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ১৩৸৵০ আনা, বেঙ্গল ৩৫৫৲ টাকা এবং বরাকর ১২।৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

পাটকল

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই বিভাগে সমস্ত পাটকলের শেয়ারেরই ভাল কাজ কারবার হইয়াছে। কামারহাটী ৫০৩৲ টাকা, কাকনাড়া ৪০৮॥০ আনা, গৌরীপুর ৬৮৫৲ টাকা, এংলো-ইণ্ডিয়া ৩৩২৲ টাকা, অক্ল্যাণ্ড ১৭১৲ টাকা, হাওড়া ৫২।৵০ আনা, নদীয়া ৫৯৸০ আনা, মেঘনা ৪০৸০ আনা এবং ক্লাইভ ২৩॥০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চা বাগান

এই বিভাগে বিশ্বনাথ ২৬৸৵০ আনা, নর্থওয়েষ্টার্ণ কাছাড় ২১৩৲ টাকা, রাজনগর ৭৸০ আনা, হাতীকীরা ১৮৸০ আনা এবং হাঁসিমারা ৪২৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সপ্তাহের মধ্যভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল কিন্তু বাজার বন্ধ হওয়ার দিকে ইহার দর ছিল ৩০॥০ আনা; ষ্টিল করপোরেশন ১৮।০ আনা হইতে ১৮৸৶০ আনার মধ্যে উঠানামা করে এবং ১৮।৵০ আনায় বন্ধ হয়। বার্ণ এণ্ড কোং ৩৮৬৲ টাকা, কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৪।০ আনা, সারণ ৬।০ আনা, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ ৬৪৲ টাকা, হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ১২৸৵০ আনা, ইণ্ডিয়ান মেলিএবেল কাষ্টিংস ৭॥০ আনায় বিকিকিনি হয়।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের দরে বিশেষ উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। চম্পারণ ১৪৲ টাকা, সমস্তীপুর ৭।৵০ আনা, কেরু ৯॥০ আনা, ডায়ার মেকিন ক্যারাঞ্জ ৭৵০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

এই বিভাগে বরারি কোক ২২৲ টাকা, বাম্মা করপোরেশন ৪॥০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার ২।০ আনা, টীটাগড় পেপার ১৮৸০ আনা, ডানলপ রাবার ৪০৲ টাকা, ফ্রাঙ্ক রস ৫।০ আনা, ওরিয়েণ্ট পেপার ১৩/০ আনা, ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ১৪।৶০ আনা, ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স ২৭।০ আনা, এলকালি কেমিক্যাল ১৭/০ আনা এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল ৩৭৯৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৩ই জুন—৯৫৲; ১৬ই—৯৫৲ ৯৫৶০; ১৭ই—৯৫।০; ১৮ই—৯৫।০; ১৯শে—৯৫৲ ৯৫।০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৩ই জুন—১০১॥৵০; ১৮ই—১০১৸০ ১০১৸৵০; ১৯শে—১০১৸০ ১০২৲। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১) ১৯শে জুন—১০০।০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৩ই জুন—৯৫৸৵০ ৯৬৵০; ১৪ই—৯৫৸৵০ ৯৬/০; ১৬ই—৯৫৸৶০; ১৭ই—৯৫৸/০ ৯৬৲; ১৮ই—৯৫৸৵০ ৯৬৵০; ১৯শে—৯৫৸৵০ ৯৬৲। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৩ই জুন—১০৩৲; ১৮ই—১০৩৲; ১৮ই—১০২৸৶০; ১৯শে—১০২৸০ ১০৩৲। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১৩ই জুন—১১২৸/০ ১১২৸৵০; ১৭ই—১১২॥৵০। ৩৲ সুদের ইউ, পি, লোন (১৯৬১-৬৬) ১৩ই জুন—৯৪।৵০ ৯৪॥৵০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫৮) ১৮ই জুন—৯৪৸/০। ৩৲ সুদের (১৯৫১-৫৪) ১৪ই জুন—১০০/০; ১৭ই—৯৯৸/০; ১৮ই—১০১/০; ১৯শে—৯৯৸৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১৪ই জুন—১০৮৸/০; ১৯শে—১০৮৸৶০ ১০৯৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ১৮ই জুন—১০৪৲। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৪ই জুন—১১০৸৶০ ১১১৲; ১৮ই—১১১/০ ১১১।০; ১৯শে—১১১৵০। ৪৸০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১৮ই জুন—১১২৸৵০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই জুন—৮২।৶০; ১৭ই—৮২।৵০। ৩৲ সুদের ইউ, পি, ঋণ (১৯৫২) ১৬ই জুন—৯৭৸৵০ ৯৮৲; ১৭ই—৯৮৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ১৬ই জুন—৯৯৸৵০। ৩৲ সুদের আসাম ঋণ (১৯৫২) ১৭ই জুন—৯৬৸৵০ ৯৭/০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ১৮ই জুন—৯৭৸৶০।

(জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের আশু প্রয়োজনীয়তা)

প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করে, তাহা হইলেই তাহার জোত জমি রক্ষা পাইবার পথ হইতে পারে।

কিন্তু জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে কৃষকের সাময়িক ঋণের প্রয়োজন মিটাইতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে তাহা প্রদান করা অসম্ভব। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে হইলে বাঙ্গলায় যাহাদের হাতে দাদনযোগ্য অর্থ জমিতেছে তাহাদের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে এবং এই সমস্ত অর্থ গবর্ণমেণ্টের হাতে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহা কাজে লাগাইতে হইবে। দাদনকারীদের এই বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইলে প্রচলিত ঋণ সালিশী আইন ও মহাজনী আইনের কোন কোন দিকে সংশোধন করা আবশ্যক হইবে এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদের টাকা পরিশোধের দায়িত্ব স্বয়ং গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে গবর্ণমেণ্ট যদি দাদনকারীদের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনেন এবং উহাদের অর্থ নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহা জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে কৃষকের মধ্যে ছড়াইয়া দেন তাহা হইলেই কৃষকের জোতজমি রক্ষা পাইবে। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র দেশে মুষ্টিমেয় বড় বড় জোতদারের আবির্ভাব হইবে এবং দেশের সমস্ত কৃষক উহাদের দিন মজুরে পরিণত হইবে। উহা যে দেশের চূড়ান্তরূপ অমঙ্গলের সূচনা করিবে তাহা বাঙ্গলা সরকার নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা আশা করি বাঙ্গলা সরকার এই সমস্যার গুরুত্ব এবং উহার আশু প্রতিকার পন্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া দেশের সর্ব্বত্র জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করতঃ উহাদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ১৩ই জুন—৩৮২৲ ; ১৯শে—৩৯২৲ ৩৯৪॥০। (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৬ই—১,৫৭৫৲ ১,৫৮৩৲ ; ১৯শে—১,৫৮৬৲। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ১৪ই জুন—৪৫৲ ; ১৬ই—৪৪।০ ৪৪৸০ ; ১৮ই—৪৪৸০। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৬ই জুন—১০২॥০ ১০৩॥০ ; ১৭ই—১০২৸০ ১০৪৲ ; ১৮ই—১০২৲ ১০৩॥০

রেলপথ

আড়া সাসারাম রেলওয়ে ১৬ই জুন—৬৮৲ ; হোসিয়ারপুর দোয়াব রেলওয়ে ১৬ই জুন—১০২৲ ১০৩৲।

কাপড়ের কল

বেণারস কটন এণ্ড সিল্ক ১৩ই জুন—২৸৶০ ; ১৬ই—৩৶০ ; ১৭ই—৩৲ ৩।০ ; ১৮ই—৩/০ ৩৶০। এলগিন মিলস্ (অর্ডি) ১৩ই জুন—২০।০ ; ১৪ই—২০৲ ; ১৬ই—২০।০ ২০॥০ ; ১৭ই—২০॥০ ২০৸ ; ১৮ই—২৭।৵০ ; ১৯শে—২০।০ ২০৸০। কেশরাম ১৩ই জুন—৬।৵০ ৬৸০ ; ১৪ই—৬॥৵০ ৬৸৶০ ; ১৬ই—৬॥/০ ৬৸৵০ ; ১৭ই—৬॥/০ ৬৸০ ; ১৮ই—৬॥/০ ৬॥৵০ ; ১৯শে—৬॥৵০ ৭৲ ; (প্রেফ) ১৯শে জুন—১৩৪৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১৩ই জুন—২৶০ ২।৵০ ; ১৪ই—২।৶০ ; ১৬ই—২।/০ ২।৶০ ; ১৭ই—২।/০ ২।৶০ ১৮ই—২।০ ২।৶০ ; ১৯শে—২।০ ২।৶০ ; (প্রেফ) ১৮ই জুন—৫৸০। কাণপুর টেকসটাইলস্ ১৬ই জুন—৬।৶০ ৬৸৵০ ; ১৭ই—৬॥৵০ ৬৸৵০ ; ১৮ই—৬৸/০ ৬৸৶০ ; ১৯শে—৬॥৵০ ৬॥৶০। ডানবার ১৬ই জুন—২০৫৲। বাউরিয়া ('এ' প্রেফ) ১৮ই জুন—২১০৲।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ১৩ই জুন—৩৫২৲ ৩৫৮৲ ; ১৬ই—৩৫৬৲ ; ১৭ই—৩৫৩৲ ৩৫৫৲ ১৯শে—৩৫৩৲ ৩৫৫॥০। এমালগেমেটেড ১৬ই জুন—২৫।০। বরাকর (প্রেফ) ১৩ই জুন—১৪৬৲ ১৪৮৲ ; ১৪ই—১২।/০ ১২॥৵০ ; ১৬ই—১২।০ ১২॥০ ; ১৭ই—১২।৵০ ১২৸০ ; ১৮ই—১২॥০ ১২৸০ ; ১৯শে—১২৸০। চুরুলিয়া ১৩ই জুন—১॥০ ১॥৵০। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৬ই জুন—১৪/০ ১৪।/০ সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ১৩ই জুন—১৩।০ ১৩॥০ ; ১৬ই—১৩৸০ ; ১৭ই—১৩॥৵০ ১৮ই—১৩॥৵০ ১৩৸৵০। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১৩ই জুন—১৫৸০ ১৬৵০ ; ১৮ই—১৫।/০ ১৫৸০। বড় ধেমো ১৬ই জুন—৪৶০ ; ১৭ই—৪/০ ৪।০ ; ১৮ই—৪৲ ৪৵০ ; ১৯শে—৪৲ ৪৶০। ইকুইটেবল ১৩ই জুন—৩৪৸০ ; ১৯শে—৩৪৶০ ৩৪॥৵০। বরাবোণি ১৭ই জুন—৶০ ।/০। কাটরাস ঝরিয়া ১৩ই জুন—২৫৲ ২৫।০ ; ১৯শে—২৫৸০। রেওয়া কোলফিল্ডস—১৪ই জুন—২০৲ ২০।০। নিউবীরভূম ১৩ই জুন—১৫৲ ১৫।৵০ ; ১৮ই—১৫।৵০ ১৫॥০। পেঞ্চভেলী ১৪ই জুন—৩২৸০। শিবপুর ১৩ই জুন—২১৸০। সামলা কলিয়ারিস ১৪ই জুন—২/০। সেণ্ট্রা ১৩ই জুন—১১৵০ ১১।৵০ ; ১৬ই—১১॥০ ১২৲ ; ১৮ই—১১॥৵০ ১২৲। হরিলাধি ১৪ই জুন—১২।৵০ ১২॥৵০ খুসিক এণ্ড মুসিলা ১৬ই জুন—৩৸/০ ৪।০ ; ১৭ই—৩৸০ ৩৸৵০ ; ১৮ই—৩॥৵০ ৩৸৵০। সাউথ করাণপুরা ১৬ই জুন—৪৵০ ; ১৮ই—৪/০ ৪৵০ ; ১৯শে—৪৲ ৪।০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৬ই জুন—২৯॥০। নাজিরা ১৭ই জুন—৭।০ ৭৸০। নিউ তেতুরিয়া ১৭ই জুন—২॥৵০ ২৸৵০। বোরিয়া ১৮ই জুন—১৪৸০ ১৫৲। ধেমো মেইন ১৮ই জুন—১২।৵০ ১২৸/০। দেউলি ১৮ই জুন—৮৸০। জয়ন্তী সেণ্ট্রাল ১৮ই জুন—১॥/০ ; ১৯শে—১॥/০ ১॥৶০। নিউ মানভুম ১৩ই জুন—৩৯।০ ৪০।০। পিওর শীতলপুর ১৮ই—১১।০ ১১॥০। সিঙ্গারণ (এ) ১৮ই জুন—॥৵০ ৸৵০। রাণীগঞ্জ ১৯শে জুন—২৪॥০ ২৫॥০। সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ১৯শে জুন—৸০ ৸৵০। তালচেড় ১৯শে জুন—১।৵০।

খনি

বাৰ্ম্মা করপোরেশন ১৩ই জুন—৪।৶০ ৪॥৵০ ; ১৪ই—৪।৶০ ৪॥/০ ; ১৬ই—৪॥০ ৪॥৵০ ; ১৭ই—৪।৶০ ৪॥০ ; ১৮ই—৪।৶০ ৪॥৵০। ১৯শে—৪॥০ ৪॥৶০ ; ইণ্ডিয়ান কপার ১৩ই জুন—২৲ ২৶০ ; ১৪ই—২/০ ; ১৬ই—২৲ ২৶০ ; ১৭ই—২৲ ২/০ ; ১৮ই—২৲ ২।০ ; ১৯শে—২৵০ ২।/০। রোডেসিয়া কপার ১৮ই জুন—॥৶০ ৸/০। কনসোলিডেটেড টীন ১৯শে—জুন ২৵০ ২।৵০। রোডেসিয়া কপার ১৯শে জুন—৸/০। টেভয় টীন ১৯শে জুন—৸৵০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৩ই জুন—১৪০৲। ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ১৩ই জুন—১১॥০ ১১৸০ ; ১৬ই—১১॥০ ১১৸০ ; ১৭ই—১১৸৵০ ১২।/০ ১৮ই—১২৶০ ১৩/০ ; ১৯শে—১২॥৵০ ১২৸৶০ ; (নিউ প্রেফ) ১৩ই জুন—১০৩॥০ ; ১৬ই—১০৪॥০ ; ১৮ই—১০৩॥০ ১০৫৲। টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ১৩ই জুন—১৮৶০ ১৮॥/০ ; ১৪—১৮।৵০ ১৮৸০ ; ১৬ই—১৮৶০ ১৮॥৵০ ; ১৭ই—১৮॥৵০ ; ১৮ই—১৮।৵০ ১৮৸০ ; ১৯শে—১৮॥০ ১৯৲ (ফাষ্ট প্রেফ) ১৩ই জুন—২০১৲ (সেকেণ্ড প্রেফ) ১৩ই জুন—১১৭৲ ১১৮৲ ; (শতকরা ৫৲ প্রেফ) ১৪ই জুন—১১৯৲ ; মহীশূর পেপার ১৪ই জুন—১৪।০ ; ১৬ই—১৪৶০ ১৪॥/০ ; ১৭ই—১৪॥/০ ; ১৮ই—১৪।/০ ; ১৪॥/০ ; । শ্রীগোপাল পেপার ১৬ই জুন—১০॥/০ ১০৸০ ; ১৭ই—১০৸০। ষ্টার পেপার ১৭ইজুন—১১৵০ ; ১৯শে—১০৸৵০।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ) ১৩ই জুন—১১০৲ ১১২॥০ ; ১৬ই—১১১৲ ১১২৲ ; (অর্ডি) ১৭ই জুন—১১॥০ ১১৸০ ; ১৯শে—১১৸০ ১২।০ ; রিলায়েন্স ফায়ার বৃকস ১৭ই জুন—৯।০।

ইলেকট্রীক

বেনারস ইলেকট্রীক ১৩ই জুন—১৪৷০ ; পাটনা ইলেকট্রীক ১৩ জুন—১৬॥০ ১৬৸০ ; ১৭ই—১৬॥০ ১৬৸০ ; ১৯শে—১৬॥০ ১৬৸০। আপার গ্যাঞ্জেস ইলেকট্রীক ১৩ই জুন—১১৸০। মজঃফরপুর ইলেকট্রীক—১৯শে জুন—১২॥০

পাটকল

আদমজী ১৩ই জুন—২৫৸০ ২৭৲ ; ১৬ই—২৬৷০ ২৭৲। আগরপাড়া ১৩ই জুন—২৮॥০ ২৮॥৵০ ; ১৪ই—২৮৸৵০ ২৯৷০ ; ১৬ই—২৮৸০ ২৯৵০ ; ১৭ই—২৯৷০ ; ১৯শে—২৯৲ আলেকজেণ্ড্রা ১৩ই জুন—২০০৲ ২০৩৲। এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ১৩ই জুন—৩৩৩৲ ৩৩৯॥০ ; ১৪ই—৩৩৬৲ ৩৪০৲ ; ১৬ই—৩৩৪৲ ৩৪০৲ ১৭ই—৩৩২৲ ৩৩৭৲ ; ১৮ই—৩৩১॥০ ৩৩২৲ ; ১৯শে—৩৩২৲ ৩৩৬৲। বালি ১৩ই জুন—২২৯॥০ ২৪০৲ ; ১৬ই—২৩২৲ ২৩৭॥০ ; ১৭ই—২৩২৲ ২৩৬৲ ; ১৯শে—২৩৩৲ ২৩৫॥০। বরানগর ১৩ই জুন—১০২৲ ১০৬৲ ; ১৬ই—১০৩॥০ ১০৫৲। চাপদানী ১৩ই জুন—১৭১৲ ১৭৬৲ ; ১৪ই—১৭৪৲ ; ১৬ই—১৭৪৲ ১৭৬৲ ; ১৯শে—১৭০৲ ১৭৩৲। ক্লাইভ ১৩ই জুন—২৩৸/০ ২৪৷৶০ ; ১৪ই—২৪৷০ ২৪॥০ ; ১৬ই—২৩৷/০ ২৩॥/০ ; ১৭ই—২৩॥০। ক্রেইগ ১৩ই জুন—১॥৶০ ১৸/০ ; ১৪ই—১৸৶০ ; ১৬ই—১৸৶০ ; ১৭—১৸৶০ ১৮ই—১৸৶০ ১৯শে—১৸/০ ১৸৶০ ; (প্রেফ) ১৩ই জুন—৫৩৲ ৫৪॥০ ; ১৮ই—৫৪৸০। ক্যালকাটা জুট ১৮ই জুন—১৬৲ ; কেলিডানিয়ান ১৯শে জুন—৩৮৭৲ ৩৮৯৲। হাওড়া (শতকরা ৭৲ সুদের প্রেফ) ১৬ই জুন—১৭৪॥০ ; ১৮—১৭৬৲। ডেল্টা ১৩ই জুন—৪০১৲ ৪০৮৲ ; ১৬ই—৪০৭॥০ ; ১৯শে—৪০১৲। এম্পায়ার ১৩ই জুন—২৫৵০ ; ১৬ই—২৬॥০ ; ১৭ই—২৬৲ ; ১৮ই—২৫॥০। ফোর্ট মাষ্টার ১৩ই জুন—৫২৬৲ ৫৩০৲। গৌরীপুর—১৮ই জুন—৬৮৫৲। গ্যাঞ্জেস ১৩ই জুন— ২৭২৲ ২৭৬৲। গোন্দলপাড়া ১৩ই জুন—৯৭৫৲ ৯৮০৲ ; ১৯শে—৯৯০৲। গৌরীপুর—১৭ই জন—৬৮১৲ ৬৮৫॥০। হেষ্টিংস (প্রেফ) ১৩ই জুন—১৩৫৲ ; ১৬ই—১৩৪৲ ১৩৫৲। হুগলী (অর্ডি) ১৩ই জুন—৬৫৲ ৬৫॥০ ; ১৮ই—৬৫৲ ৬৫॥০। হাওড়া ১৩ই জুন—৫২॥০ ৫৩॥/০ ; ১৪ই—৫৩৷০ ; ১৬ই—৫২॥৵০ ৫৩৷৵০ ; ১৭ই—৫২॥০ ৫২৸৶০ ; ১৮ই—৫২৲ ৫৩৵০ ; ১৯শে—৫২॥৵০ ; (‘এ’ প্রেফ) ১৪ই জুন—১৬০৲। ১৬ই—১৬১৲ ১৬২৲। হুকুমচাঁদ ১৩ই জুন—৯৷০ ১০৲ ; ১৪ই—৯॥৵০ ১০৷০ ; ১৬ই—৯॥৶০ ১০৶০ ; ১৭ই—১০৲ ১০॥৵০ ; ১৮ই—১০॥০ ১০৸/০ ; ১৯শে—১০৸/০ (প্রেফ) ১৪ই জুন—১২৬॥০ ; ১৬ই—১২৬৲ ১২৮৸০ ; ১৮ই—১৩৪৲ ; ১৯শে—১৩৬৲। ইণ্ডিয়া ১৩ই জুন—৩২৬৲ ৩৩৪৲ ; ১৪ই—৩৩২৲ ৩৩৪॥০ ; ১৬ই—৩২৮৲ ৩৩০৲ ; ১৭ই—৩৩০৲ ৩৩১৲। কামারহাটী ১৩ই জুন—৫০২৲ ৫১১॥০ ; ১৪ই—৫০৭৲ ৫১৪॥০ ; ১৬ই—৫০৬৲ ৫১০৲ ; ১৭ই—৫০৫৲ ৫০৯৲ ; ১৮ই—৫০৩৲ ৫০৬৲ ; ১৯শে—৫০২৲ ৫০৪৲ (প্রেফ) ১৬ই জুন—১৫৫৲ ১৫৬৲। কাকনাড়া ১৩ই জুন—৪০৫৲ ; ১৪ই—৪১০৲ ৪১৩॥০ ; ১৭ই—৪০৫৲ ৪০৮॥০ ; ১৮ই—৪০৪৲ ৪০৮৲ ; ১৯শে—৪০৫৲ ৪০৮৲। লোথিয়ান ১৩ই জুন—২৪৮॥০ ; ১৬ই—২৪০৲। মেঘনা—১৩ই জুন—৪১৷৵০ ; ১৬ই—৪১৲ ৪১॥৵০ ; ১৮ই—৪০৸০। নৈহাটী—১৩ই জুন—৩০৬৲। ন্যাশনাল ১৩ই জুন—২৩৵০ ২৩৷৵০ ; ১৪ই—২৩৷০ ২৩৸০ ; ১৬ই—২৩৷০ ২৩॥৶০ ; ১৭ই—২৩৷০ ২৩৸০ ; ১৮ই—২৩৵০ ২৩॥৶ ; ১৯শে—২৩৷৵০ ২৩৸০। নস্করপাড়া ১৩ই জুন—১৮৷০ ১৮॥৶০ ; ১৬ই—১৮৵০ ১৮॥/০ ; ১৯শে—১৮৲ ১৮৷০। নেলিমার্লা ১৩ই জুন—৮৸/০ ৮৸৶০ ; ১৬ই—৮৸০ ৯৵০ ; ১৮ই—৮৸৵০ ৯/০ ; ১৯শে—৯৲। নর্থব্রুক ১৩ই জুন—৩৩৸০ ৩৪৲। লরেন্স (প্রেফ) ১৮ই জুন—১৪৫৲। নদীয়া ১৩ই জুন—৫৯॥০ ৬০৸০ ; ১৪ই—৬০৲ ৬১॥০ ; ১৬ই—৬০৲ ; ১৭ই—৬০৷০ ; ১৮ই—৫৯৲ ৬০৲ ; ১৯শে—৫৯৷০ ৫৯৸০। প্রেসিডেন্সি ১৩ই জুন—৪৸০ ৪৸৶০ ; ১৪ই—৪৸০ ৪৸৶০ ; ১৬ই—৪॥৶০ ৪৸৵০ ; ১৭ই—৪॥৶০ ৪৸/০ ; ১৮ই—৪॥৵০ ৪৸/০। রিলায়েন্স ১৩ই জুন—৫৮৲ ; ৫৭৸০ ; ১৬ই—৫৭৲ ; ১৭ই—৫৬৸০ ৫৭৸৵০ ; ১৮ই—৫৬৸০ (প্রেফ) ১৩ই জুন—১৭২৲ ১৭৪৲ ; ১৬ই—১৭৪॥০। ওয়েভার্লি (অর্ডি) ১৩ই জুন—২৸০ ২৸/০ ; ১৪ই—২৸৶০ ৩৲ ; ১৬ই—২৸০ ২৸৶০ ; ১৭ই—২৸৶০ ; ১৮ই—২৸৶০ ; (প্রেফ) ১৩ই জুন—৫৩৲ ; ১৮ই—৫৪৸০। এলায়েন্স ১৪ই জুন—২৯০॥০ ২৯২৲। বিড়লা (অর্ডি) ১৪ই জুন—২৯৸০ ৩০৲ ; ১৬ই—২৯॥০ ২৯৸০। বজবজ (অর্ডি) ১৪ই জুন—৩৭০৲ ; ১৬ই—৩৬৫৲ ৩৭০॥০ ; ১৮ই—৩৬৪৲ ৩৬৫৲। সেভিয়ট ১৪ই জুন—১৯৫৲ ; ১৬ই—১৯৩৲ ১৯৫॥০ ; ১৭ই—১৯৪৲। ওরিয়েণ্ট ১৪ই জুন—১৯৬৲ ১৯৯৲ ; ১৮ই—১৯৩৲ ১৯৫॥০ ; ১৯শে—১৯৫৲। বেঙ্গল জুট ১৮ই জুন—১৬৷০। নিউ সেণ্ট্রাল ১৬ই জুন—৩১০৲ (প্রেফ) ১৬ই জুন—১৭১৲ ১৭২৲। সুরা (প্রেফ) ১৬ জুন—১২৬৲ ১২৭৲ ; ১৮ই—১২৮৲ ১২৯৲ ; ১৯শে—১২৮৲। অকল্যাণ্ড ১৭ই জুন—১৭২৲ ১৭৪৲ ; ১৮ই—১৭১৲। বেলভেডিয়র ১৮ই জুন—৩৮৮৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার ১৩ই জুন—১০৸৵০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১৮ই জুন—৯৷০ ৯॥০ ; ১৯শে—৯৵০ ৯৷৵০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১৩ই জুন—১০৲ ১০৷০ ; ১৬ই—১০৵০ ১০৷৵০ ; ১৯শে—১০৷০ ১০॥০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৩ই জুন—৩৮৬৲ ৩৯৪৲ ; ১৪ই—৩৯০৲ ৩৯৪৲ ; ১৬ই—৩৮৮৲ ৩৯২৲ ; ১৭ই—৩৮৯৲ ৩৯০৲ ; ১৮ই—৩৮৬৲ ; ১৯শে—৩৯০৲ ; (শতকরা ৬৲ প্রেফ) ১৭ই জুন—১৪৫৲ ১৪৬৲। হুকুমচাঁদ ষ্টীল (অর্ডি) ১৩ই জুন—১২৵০ ১২৷০ ; ১৪ই—১২৷০ ; ১৬ই—১২৶০ ১২॥/০ ; ১৭ই—১২॥৵০ ; ১৮ই—১২॥০ ১২৸৵০ ; ১৯শে—১২৸০ ; (ডেফার্ড) ১৩ই জুন—২৷/০ ; ১৯শে—২৷০ ২॥০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৩ই জুন—৩০৷০ ৩০৷/০ ৩০৷৵০ ৩০॥০ ৩০॥/০ ৩০॥৵০ ৩০॥৶০ ৩০৸০ ৩০৸/ ৩০৸৵০ ৩১৲ ৩১৵০ ; ১৪ই—৩০৸৶০ ৩১৲ ৩১/০ ৩১৵০ ৩১৶০ ৩১৷০ ৩১৷৶০ ৩১॥০ ; ১৬ই—৩০॥০ ৩০॥/০ ৩০॥৵০ ৩০॥৶০ ৩০৸০ ৩০৸৶০ ৩১৲ ; ১৭ই—৩০৷৶০ ৩০॥৵০ ৩০॥৶০ ৩০৸৵০ ৩০৸৶০ ; ১৮ই—৩০৷/০ ৩০৷৵০ ৩০॥৵০ ৩০॥৶০ ; ১৯শে—৩০৶০ ৩০৷০ ৩০॥০ ৩॥/০ ৩০॥৵০ ৩০৸০ ৩০৸/০ ৩০৸৵০ ৩০৸৶০ ৩১৲ ৩১/০। ইণ্ডিয়ান মেলিএবল কাষ্টিং (ডেফার্ড) ১৩ই জুন—২৵০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ওয়াগন (অর্ডি) ১৩ই জুন—৬৩৲ ; ১৬ই—৬৩৷০ ৬৩৸০ ; (প্রেফ) ১৩ই জুন—১৬১৲। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস্ (ডেফার্ড) ১৩ই জুন—৩৪॥৵০ ৩৪৸৵০ ; ১৬ই—৩৫৷০ ; ১৯শে—৩৫৲ ; (অর্ডি) ১৩ই জুন—৫৩৲ ; ১৭ই—৬৩॥০ ৬৪৲ ; ১৮ই—৫৩৲ ; ১৯শে—৫২৸০ ৫৩৷০ ; (কন্টি) ১৩ই জুন—৭৷/০ ৭॥/০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ১৩ই জুন—১৮৷৵০ ১৮৷৶০ ১৮॥৵০ ১৮॥৶০ ১৮৸০ ১৮৸/০ ১৯/০ ১৯৵০ ; ১৪ই—১৮৸০ ১৮৸/০ ১৮৸৵০ ১৯৵০ ; ১৬ই—১৮৷৵০ ১৮॥/০ ; ১৭ই—১৮৷৵ ১৮৷৶০ ১৮॥০ ১৮৸০ ; ১৮ই—১৮৷৵০ ১৮৷৶০ ১৮॥৵০ ১৮॥৶০ ; ১৯শে—১৮৷০ ১৮৷৵০ ১৮৷৶০ ১৮॥০ ১৮॥/০ ১৮॥৵০ ১৮॥৶০ ১৮৸/০ ১৮৸৶০ ; (প্রেফ) ১৩ই—১১৮৲ ১১৮॥০ ১১৯৲ ১১৯॥০ ; ১৪ই—১১৮॥০ ; ১৬ই—১১৯॥০ ১২০৲ ; ১৮ই—১১৮৲ ১২০॥০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ১৪ই জুন—১২৫৲ ; ১৬ই—১২৪৲ ; ১৭ই—১২৬৲ ; ১৮ই—১২৫॥০। (অর্ডি) ১৬ই জুন—৪/ ৫।। মার্শালস্ এণ্ড কোং ১৪ই জুন

—১৮৵০ ২৲ ; ১৯শে—১৮৴০ ১৮৶০। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১৬ই জুন—৬৮৵০। স্যারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ১৬ই জুন—৬৲ ৬৷০ ; ১৯শে—৫৮৵০ ৬৵০। বৃটীশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রীক কনষ্ট্রাকসন্ ১৭ই জুন—৮৴০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ১৮ই জুন—৮৷৵০।

কেমিক্যাল

এলকালী কেমিক্যাল (অর্ডি) ১৩ই জুন—১৭৷০ ; ১৪ই—১৭৲ ১৭৷৷৶০ ; ১৫ই—১৭৴০ ১৭৷৶০ ; ১৭ই—১৭৲ ১৭৷৵ ; ১৯শে—১৭৵০ ১৭৷৵০ ; (প্রেফ) ১৩ই জুন—১১৮৷৷০ ১২০৷৷০ ; ১৯শে—১১৮৲। বেঙ্গল কেমিক্যাল (অর্ডি) ১৪ই জুন—৩৭৯৲ ৩৮৩৲ ; ১৬ই—৩৭৯৲। ফ্রাঙ্করস ১৪ই—৪৮৵০ ; ১৮ই—৫৲ ৫৷০ ; ১৯শে—৪৮৶০।

ডিবেঞ্চার

৫৷৷০ সুদের (১৯১৫-৩০-৫০) ডালহৌসী প্রপার্টি ১৪ই জুন—১০১৷৷০ ; ৫৷০ সুদের (১৯৩৮-৪৫-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ১৯শে জুন—১০২৮৵০ ; ৫৲ সুদের (১৯৫৭-৮৭) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ১৭ই জুন—১১৫৲ ; ৩৷৷০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ১৮ই জুন—৯৮৷৷০। ৫৷৷০ সুদের (১৯১৫-৪২) চৌরঙ্গী প্রপার্টি ১৮ই জুন—১০২৷৷০। ৫৷৷০ সুদের (১৯২৬-৫৬-৮৬) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ১৯শে জুন—১২০৷০। ৬৲ সুদের (১৯৩৫-৪৫) হুমায়ুন প্রপার্টি ১৯শে জুন—১১৭৷৷০।

চিনির কল

বুলাণ্ড ১৩ই জুন—১৬৷০ ; ১৬ই—১৬৸০ ১৭৲। নিউ সাভান ১৩ই জুন—৬৸০ ; ১৮ই—৬৮৵০ ; ১৯শে—৬৮৵০ ৭৷০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার (প্রেফ) ১৩ই জুন—১২৫৲ ; (অর্ডি) ১৬ই জুন—৮৷৵০ ; ১৯শে—৮৵০। সমস্তীপুর ১৩ই জুন—৬৷৷৵০ ; ১৪ই—৬৮৵০ ; ১৬ই—৬৮৶০ ৭৵০ ; ১৭ই—৭৲ ; ১৯শে—৭৴০ ৭৷৵০। চম্পারণ ১৪ই জুন—১৩৷৷০ ১৩৸০ ; ১৮ই—১৩৷৷৴০ ১৩৮৵০ ; ১৯শে—১৪৷৵০ ১৪৮৴০। প্রতাপপুর কোং (অর্ডি) ১৪ই জুন—৭৲ ৭৷০। ডায়ার মিয়াকিন ব্রুয়ারিজ ১৭ইজুন—৭৷৵০। কেরু এণ্ড কোং ১৮ই জুন—৯৷০ ৯৷৷০ ; (প্রেফ) ১৯শে জুন—১১৮৲ ১১৯৲। বলরামপুর ১৯শে জুন—৬৷৷৵০ ৬৮৵০ ; কাণপুর ১৯শে জুন—১৮৲ ; (প্রেফ) ১৯শে জুন—১৭০৲ ; মারিক্রুয়ারী ১৯শে জুন—১৪৵০। রাজা ১৯শে জুন—১৭৷০ ১৭৸০।

চা বাগান

ডাফলাগর ১৩ই জুন—১৪৷০ ১৪৸০ ; ১৬ই—১৪৸০ ; ১৮ই—১৪৲ ; ১৯শে—১৪৷০ ; হাসিমারা ১৩ই জুন—৪১৷৷০ ৪২৲ ; ১৯শে—৪২৸০ ৪৩৲ ডৌরাচেরা ১৮ই জুন—১১৷৷০ ১১৸০। হাতীকীরা ১৩ই জুন—১৮৲ ; ১৮ই—১৮৷৴০ ১৮৸০ ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৬ই জুন—৯৷৷০ ৯৸০ ; ১৭ই—৯৸০ ১০৲ ; কালাচেড়া ১৩ই জুন—৬৬৲। বেটিলা ১৮ই জুন—৫৷০ ৫৷৷০ ; ১৯শে—৫৷৶ ৫৮৵০। কিলকট ১৩ই জুন—৫২৲ ৫২৷৷০। তেজপুর ১৬ই জুন—৭৷৶০ ৭৷৷০ (প্রেফ) ১৭ই জুন—১৩৷৷০ ; ১৯শে—১৩৷৷০। পেট্রোকোলা (প্রেফ) ১৩ই জুন—১৫০৲ ১৫১৲ ; ১৯শে—১৫২৷৷০। রাজনগর ১৭ই জুন—৭৷৷০ ; ১৮ই ৭৷৷০ ৭৸০। রুতেমা ১৩ই জুন—৮৷০ ৮৷৷০ ; ১৪ই—৮৲ ; ১৬ই—৮৷০ ৮৷৷০ গায়েলি (অর্ডি) ১৪ই জুন—৯৸০। লিড়ো ১৬ই জুন—২০৩৲ ; গঙ্গারাম ১৪ই জুন—৩৬০৲। রাজাভাট ১৭ই জুন—৩১৸০ ৩২৵০। বিশ্বনাথ ১৬ই জুন—২৬৲ ; ১৭ই—২৬৵০ ২৬৷৵০ ; ১৮ই—২৬৵০ ২৬৷৷০। ধুনসেরী (অর্ডি) ১৬ই জুন—২৷০ ২৷৵০ ; (প্রেফ) ১৯শে—৩৲ ৩৵০। জয়বীরপাড়া ১৬ই জুন—১৯৷০ ১৯৷৷০ ; ১৮ই—১৯৸০ ; ১৯শে—১৯৷৷০ ১৯৸০। মহিমা (অর্ডি) ১৮ই জুন—৮৲ ৮৷৵০ ; (প্রেফ) ১৮ই জুন—১২৷৷৵০। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ কাছাড় ১৮ই জুন—২১০৲ ২১১৷৷০ ; ১৯শে—২১০৲ ২১৩৲। এপেলবাড়ী ১৯শে জুন—১১৷৵০ ১১৷৷৵০। সরুগাও ১৯শে জুন—৮৷৷০ ৮৸০। তিরিহানা ১৯শে জুন—৩৷০।

বিবিধ

বরাবিকোক ১৩ই জুন—২১৷৷০ ২১৸০ ; ১৮ই—২১৸০ ২২৲। বি, আই, করপোরেশন (অর্ডি) ১৩ই জুন—৪৵০ ; ১৪ই—৪৶০ ; ১৬ই—৪৷৴০ ; ১৭ই ৪৵০ ৪৷৴০ ; ১৮ই—৪৵০ ৪৷৴০ ; ১৯শে—৩৷৷৴০ ৩৸০ ; (প্রেফ) ১৬ই জুন—১৭৯৲ ; ১৮ই—১৮০৲। ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ১৩ই জুন—৭৵০। এসোসিয়েটেড হোটেল (প্রেফ) ১৭ই জুন—৮৬৲। ক্যালকাটা ট্রামস্ (অর্ডি) ১৩ই জুন—১৪৷০ ; ১৮ই—১৪৶০ ১৪৷৶০। বেঙ্গলটাইমার ১৯শে জুন—১৬০৲ ডানলপ রাবার (অর্ডি) ১৩ই জুন—৪০৵০ ৪০৷৵০ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ১৩ই জুন—১১৬৲ ১১৭৷৷০ ; ১৬ই—১১৬৷৷০ ১১৮৲। ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার ১৯শে জুন—৮৲ ৮৷০। গ্যাঞ্জেস রোপ ১৩ই জুন—২৫৮৷৷০। নবি জেনারেল ইনসিওরেন্স ১৮ই জুন—৭৷০ ; ইণ্ডিয়ান কেবলস ২০৷৷৴০। জেমস্ রাইট (ডেফার্ড) ১৯শে জুন—৷৷৶০ পেস্যার এণ্ড কোং ('বি' প্রেফ) ১৩ই জুন—৯৷৷০ ৯৸০। বৃটানিয়া বিস্কুট ১৯শে জুন— ১০৴০। ব্রটীশবার্ম্মা পেট্রোলিয়াম ১৩ই জুন—৩৷৷৵০ ৩৸০ ; ১৪ই—৩৷৷০ ৩৸০ ; ১৬ই—৩৷৶০ ; ১৭ই—৩৷৷০ ; ১৮ই—৩৷৶০ ; ১৯শে—৩৷৶০। টাইড ওয়াটার অয়েল ১৩ই জুন—১৫৷০। বৃটীশ সিলোন, করপোরেশন (অর্ডি) ১৬ই জুন—৩৷৷৵০ ; ১৭ই—৩৷৷৵০ ৩৸০ ; ১৮ই—৩৷৵০ ১৯শে—৩৷৷৴০ ৩৸৴০। মেদিনীপুর জমিদারী ১৩ই জুন—৭০৲ ; ১৪ই—৬৯৲ ১৬ই—৬৯৲ ৭০৲ ; ১৭ই—৬৯৲ ৭০৲ ; ১৯শে—৭০৷৷০। আসাম সজ ১৩ই জুন—৩৷০ ৩৷৴০ ; ১৭ই—৩৷৴০ ৩৷৶০ ; ১৮ই—৩৶০ ৩৷০ ; ১৯শে—৩৷৶০। ম্যাকফারলেন এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৬ই জুন—৪৮৴০ ৪৮৶০ ; ১৮ই—৫৵০ ; (ডেফার্ড) ১৭ই জুন—১৷৷৵০ ১৸০। বুরোয়া টীম্বার ১৩ই জুন—১৫৷৷০ ১৫৸০। হুমায়ুন প্রপার্টি (প্রেফ) ১৭ই জুন—৯৵০। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ১৪ই জুন—২৭৷৵০ ; ১৯শে—২৭৲। ইণ্ডো-বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম (অর্ডি) ১৭ই জুন—৯৭৲ ৯৮৲। আসাম ম্যাচ ১৬ই জুন—১৭৷০ ১৭৷৷০। নর্দারণ ইণ্ডিয়া অয়েল (প্রেফ) ১৯ই জুন—১০১৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা ২০শে জুন

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারের অবস্থা পূর্ব্ব সপ্তাহের মতই নৈরাশ্যজনক। থলে ও চটের দর নিম্নাভিমুখী হওয়ার ফলেই পাটের বাজারে এক প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। গত সপ্তাহে আমরা জানাইয়াছিলাম যে থলে ও চটের জন্য আমেরিকাগামী যে জাহাজের সংস্থান আছে উহা প্রধাণতঃ ম্যাঙ্গানিজ প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত হইবে। এই সপ্তাহে

আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, আমেরিকাগামী জাহাজে যে সব মাল রপ্তানী করা হইবে তাহার শতকরা ৪০ ভাগই থাকিবে ম্যাঙ্গানিজ, তার পরেই অভ্র ও পশম স্থান পাইবে। রপ্তানীর গুরুত্বের দিক দিয়া থলে ও চট চতুর্থ স্থান এবং কাঁচা পাট পঞ্চম স্থান অধিকার করিবে। ইহা ছাড়া সাম্প্রতিক আবহাওয়ার রিপোর্টেও পাটের বাজারের এই মন্দার ভাবের অন্যতম কারণ। কিছুদিন পূর্ব্বে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সংবাদে পাটের ফলন এবার অত্যন্ত কম হইবে এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পাটের বাজারে বেশ চড়তির ভাব সুরু হয়, কিন্তু সম্প্রতি এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে পাটের ফলন এবার বেশ সন্তোষজনক বলিয়াই মনে হয় এবং ঝড় বৃষ্টির ফলে পাট চাষের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সুতরাং পাটের বাজারে কয়েক সপ্তাহ চড়তির ভাব বজায় থাকিয়া আবার সুস্পষ্টই মন্দার ভাব লক্ষিত হইতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে মূল্যের যে ঘন ঘন উঠানামা হইয়াছে তাহা অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। রপ্তানীর বাজারে বিকিকিনির পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। চটকলগুলি পাট ক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। সপ্তাহের মধ্যভাগে থলে ও চটের বাজারে অল্প সময়ের জন্য মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দর আবার নামিয়া আসে; বাঙ্গলা ও আসাম সরকারের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ চুক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাটের বাজারে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারে নাই। নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৪ই—			
(জুনডেলিভারি)	৫১৷০	৪৯৸৵০	৫০৷৷৵০
(সেপ্টেম্বর ,,)	৬৩৷০	৬১৸৵০	৬২৷৷৵০
১৬ই—			
(জুন ,,)	৫০৷৷০	৪৭৸০	৪৭৸৵০
(সেপ্টেম্বর ,,)	৬২৸০	৬০৲	৬০৵০
১৭ই—			
(জুন ডেলিভারী)	৫১৸০	৪৯৷৷০	৫১৷৵০
(সেপ্টেম্বর ,,)	৬২৸০	৬০৷৷০	৬২৷৵০
১৮ই—			
(জুন ,,)	৫০৸৵০	৪৮৷৷০	৪৮৸০
(সেপ্টেম্বর ,,)	৬১৸৵০	৫৯৷৷০	৫৯৸০
১৯শে —			
(জুন ,,)	৫০৲	৪৭৸০	৪৭৸৵০
(সেপ্টেম্বর ,,)	৬০৷৷০	৫৮৷০	৫৮৷৵০
২০শে—			
(জুন ,,)	৪৮৲	৪৬৲	৪৭৷০
(সেপ্টেম্বর ,,)	৫৯৲	৫৭৲	৫৮৷০

মেসার্স সিন্‌ক্লেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানীর গত ১৪ই জুন তারিখের রিপোর্টে প্রকাশ, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত সর্ব্বত্র বৃষ্টিপাত পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় কমই হইয়াছে। যে যে স্থানে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হইয়াছে সেখানকার পাটের চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও অন্যান্য সকল স্থানের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক। এ পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে ৭ আনা চাঁদপুর ৭ আনা, হাজিগঞ্জে ৬ আনা, চৌমুহানীতে ৫৷৷০ আনা, আশুগঞ্জে ৬৷০ আনা, আখাউরায় ৬৷০ আনা, নিখলিদামপাড়ায় ৫৷০ আনা, এলাসিনে ৬৷ আনা, সরিষাবাড়ীতে ৬ আনা, ময়মনসিংহে ৭ আনা, দেওয়ানগঞ্জ-বোনার পাড়া-গাইবান্ধায় ৬ আনা, সিরাজগঞ্জে ৬ আনা এবং ভাঙ্গুরায় ৫৷ আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে।

থলে ও চট

গত সপ্তাহের বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ২০৷৵০আনা এবং ১১ পোর্টার চটের দর ২৫৷৷০ আনা ছিল। অদ্যকার বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৭৸০ আনা ও ২২৷৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২০শে জুন

বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি সোণার বাজারের ক্রয়বিক্রয়ের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গত সপ্তাহের শেষভাগে সোণার চাহিদা কম পরিলক্ষিত হয় এবং গিণি সোণারও কোন চাহিদা দেখা যায় নাই। বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহের চেয়ে সোণার দরে অতি সামান্য নিম্নগতি দৃষ্ট হয়, যদিও বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারের অবস্থা পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে এসপ্তাহে অনেক উন্নত ছিল। মোটামুটী সোণার বাজারের অবস্থা মন্দা ছিল এবং আলোচ্য সপ্তাহের বুধবার বাজার বন্ধের দিকে এইরূপ মন্দার লক্ষণ বিশেষভাবে দেখা গিয়াছিল। বোম্বাইয়ে রেডী সোণার দর ছিল প্রতি তোলা ৪২৶৬ পাই; কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোণার দর ৪২৷/০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪২৷০ আনা এবং প্রতিটী গিণির দর ২৮৷৷৵৯ পাই ছিল।

রূপা

রূপার বাজারে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। নিউ ইয়র্কের বাজারে প্রতি আউন্স রূপার মূল্য ছিল ৩৪¾ সেণ্ট এবং লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২৩½ পেন্সে অপরিবর্ত্তিত আছে। এই সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে কিছু মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং যদিও গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে রূপার দর কিছু বেশী ছিল। তবুও রূপার দরে কোন তেজীর লক্ষণ দেখা যায় নাই। কলিকাতার বাজারে যদিও দৈনিক রূপা বিক্রয়ের পরিমাণ কোনরূপ বৃদ্ধি পায় নাই তবুও কলিকাতায় রূপার দর চড়িয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের মঙ্গলবারে বোম্বাইয়ের বাজারে জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি এক শত তোলা রূপার দাম ৬২৷৷৵৬ পাই হইতে ৬২৸০ আনার মধ্যে উঠানামা করিতেছিল। রেডী রূপার দর ৬২৸৵৬ পাই হইতে ৬২৸৵০ আনায় নামিয়াছিল। কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩৷৷৵০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩৸৵ আনা ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৪ই জুন

কলিকাতা—আলোচ্য সপ্তাহে যদিও চিনি বিক্রয়ের পরিমাণে কোন বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় নাই তবুও বাজার স্থির অবস্থায় ছিল এবং চিনির দর গত সপ্তাহের স্তরে বলবৎ ছিল। চিনির বিক্রী কম থাকা সত্ত্বেও আড়তদারগণ চিনি বিক্রয় করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। খরিদ্দারেরা চিনি ক্রয় করিবার পরিমাণ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল এবং খন্দেশ্বরী চিনির দাম অত্যন্ত কম থাকায় প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি ক্রয় করে নাই। বাজারের মন্দা অবস্থার জন্য ব্যবসায়ীরা বিশেষ সতর্কতার সহিত বেচাকেনা করিয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি মজুদ ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনির দর নিম্নরূপ ছিল :—

মতিপুর—১০৷৶৬ পাই; চম্পারণ—১০৵৬ পাই; গোপালপুর—৯৸৶৬ পাই; দর্শনা—৯৸৶৬ পাই; পলাশী—৯৸৶০ আনা; রাইয়াম—৯৸৵০; রোটাস—৯৸৬ পাই; টমকোহী—৯৸৬ পাই; বেলডাঙ্গা—৯৷৷৶৬ পাই; নিউ সাভান—৯৷৷৶৬ পাই; সিধোলিয়া—৯৷৵৬ পাই।

কাণপুর—কাণপুরের বাজারে নানা স্থান হইতে চিনির চাহিদার জন্য চিনির দরে উন্নতি দেখা যায়। প্রতিমণ চিনির দাম প্রায় /০ আনা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালের উৎপন্ন চিনির চাহিদা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ের বেশীর ভাগ মজুদ চিনি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া আশঙ্কার ভাব বিদ্যমান থাকায় প্রচুর পরিমাণে এই চিনি বিক্রী হইতে পারে নাই। খন্দেশ্বরী চিনির দরে কোন উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। কাণপুরের বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির দর মণ প্রতি নিম্নরূপ ছিল :—

বস্তি—৯৸/০; হারগাঁও—৯৷৷৶০ আনা; গোলা—৯৷৷৵০ আনা; ওয়ালটারগঞ্জ—৯৷৷/০ আনা; হারদই—৯৷৷/০ আনা; জারওয়াল—৯৷৵০ আনা; মাহোলী—৯৷৵০ আনা।

ফোন—বড়বাজার, ৬৬৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট



আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ৩০শে জুন, সোমবার ১৯৪১ | ৯ম সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেশে অরাজকতার সুচনা

একদিকে বন্যার জন্য ফসল নাশ এবং অন্যদিকে চাউল, লবণ কেরোসিন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিযের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে জনসাধারণের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহার কুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। চাঁদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইতিমধ্যেই প্রকাশ্য দিবালোকে লুঠপাট আরম্ভ হইয়াছে। চুরি, রাহাজানী ইত্যাদির সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে যদি একহস্তে জনসাধারণের দুর্দ্দশার প্রতিকার এবং অন্য হস্তে দুষ্কৃতকারিগণকে দমনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে অরাজকতা ব্যাপৃত হইবে এবং উহার ফলে কাহারও ধনপ্রাণ নিরাপদ থাকিবে না। চুরি, ডাকাতি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণে ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার যে প্রকার অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারিগণ উহার ফলে যে প্রকার প্রশ্রয় পাইয়াছে তাহাতে সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে যে অবস্থার সূচনা হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলা সরকার যদি নিচেষ্ট থাকেন তাহা হইলে সমগ্র বাঙ্গলা দেশ দাবানলে ছারখার হইবে। এই অবস্থার প্রতি আমরা ভারত সরকারের সতর্কদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাঙ্গলা সরকার যদি দেশের জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষায় অনিচ্ছুক বা অপারগ হন, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের শাসনভার স্বয়ং গবর্ণরকে গ্রহণ করিতে হইবে।

এই ব্যাপারে আমরা দেশের জনসাধারণকেও সতর্ক করিয়া দিতেছি। বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে নিজের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকা নিরর্থক হইবে। এক্ষণে আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

কৃষিজাত আয়ের উপর কর

সাইমন কমিশন হইতে আরম্ভ করিয়া গবর্ণমেণ্টের বহু কমিটী ও কমিশন যখন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে কৃষিজাত আয়ের উপর কর বসাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তখন বাঙ্গলা সরকার যে এইভাবে তাঁহাদের আয়বৃদ্ধির সুযোগ উপেক্ষা করিবেন না তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট যে সময় বাছিয়া লইয়াছেন তাহা একেবারেই উপযুক্ত নহে। বর্ত্তমানে বন্যা, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও সাম্প্রদায়িক অশান্তির ফলে বাঙ্গলা দেশ ছারখার হইতে চলিয়াছে। এই সময়ে কৃষিজাত আয়ের উপর যদি কর ধার্য্য হয় তাহা হইলে দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। প্রকাশ যে, আগামী ২৬শে জুলাই তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্যের জন্য একটা আইনের খসড়া পেশ করা হইবে। এই আইনের বিস্তৃত বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। তবে প্রকাশ যে, যাহাদের আয় বৎসরে দুই হাজার টাকা কি তদূর্দ্ধে তাহাদের উপরই এই কর

বসিবে। খাজনা বাবদ ভূম্যধিকারিগণ যে টাকা পাইয়া থাকেন তাহা কৃষিজাত আয় বলিয়া গণ্য হইবে কিনা এবং আয়ের উপর প্রতি টাকায় কত ট্যাক্স বসিবে তাহাও এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। যাহা হউক, ব্যবস্থা পরিষদে বিলটী উপস্থিত হইলে আপাততঃ যাহাতে এই আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখা হয় তজ্জন্য প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ চেষ্টা করিবেন—উহাই আমরা প্রার্থনা করিতেছি। অল্পদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার বিক্রয়কর নামক একটী কর বসাইয়াছেন। এই করের কোন অপরিহার্য্য প্রয়োজন ছিল বলিয়া দেশের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিগণ স্বীকার করেন নাই। উহার পরে আবার কৃষি-জাত আয়ের উপর আয়কর বসাইবার হেতু কি?

আরও একটী কর

কেবল কৃষিজাত আয়ের উপর আয়কর নহে—বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের উপর বৃত্তিকর নামে যে কর বসিয়াছে তাহাও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সকলেই জানেন যে, বাঙ্গলা দেশে যাহারা আয়কর দিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে বৎসরে ৩০ টাকা হিসাবে বাঙ্গলা সরকারকে বৃত্তিকর দিতে হয়। এই সম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী আইন পাশ হয় যে, কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বৎসরে ৫০ টাকার বেশী বৃত্তিকর ধার্য্য করিতে পারিবেন না। আমরা তখনই আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, এই আইনের ফলে বাঙ্গলায় ধার্য্য বৃত্তিকরের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৫০ টাকায় পরিণত হইবে। আমাদের এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশ যে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই যাহাতে একই হারে অর্থাৎ ৫০ টাকা হিসাবে বৃত্তিকর ধার্য্য হয় তজ্জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে স্যার এফ ই জেমস একটী আইনের খসড়া পেশ করিতেছেন। এই আইন যে পাশ হইবে এবং বাঙ্গলা সরকার প্রভৃতি উহা যে লুফিয়া লইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলায় বৃত্তিকরের পরিমাণ যে ৫০ টাকায় ধার্য্য হইতেছে তাহা নিশ্চিত।

তামাক চাষীর সমস্যা

সমগ্র ভারতে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ তামাক জন্মিয়া থাকে তাহার প্রায় এক চতুর্থাংশ উৎপন্ন হয় বাঙ্গলাদেশে। বঙ্গদেশে তামাক উৎপাদনে উত্তরবঙ্গ বিশেষতঃ রংপুর জেলার নামই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। বাঙ্গলায় প্রায় ৩ লক্ষ একর তামাকের জমির মধ্যে একমাত্র রংপুর জেলাতেই ২ লক্ষ একর তামাক চাষের জমি রহিয়াছে। এই প্রদেশে সাধারণতঃ সিগারেটের তামাক হয় না। যে দুই শ্রেণীর তামাক উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে মতিহার দাঁকাটা তামাক অর্থাৎ হুকার জন্য ব্যবহৃত হয়। সরস জাতি তামাক চুরুট প্রস্তুতের জন্য ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হয় এবং নীরস জাতি তামাক হুকার জন্য মতিহারের সহিত মিশ্রণ করা হয় কিংবা দোক্তা, নস্য প্রভৃতি প্রস্তুতে প্রয়োজন হয়। রংপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলার অনেক জায়গায় তামাকই কৃষকের একমাত্র অর্থকরী ফসল। কোন কোন গ্রামে কৃষক পাটের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মদেশে রপ্তানীযোগ্য জাতি তামাকই উৎপাদন করিয়া থাকে এবং এই তামাকের জমিতে সাধারণতঃ অন্য কোন ফসল দেওয়া হয় না।

বিগত কয়েক বৎসর উত্তরবঙ্গের তামাকচাষী ১৫৲ হইতে ২৫৲ টাকা দরে ব্রহ্মদেশে রপ্তানীযোগ্য তামাক, ১৫৲ হইতে ১৮৲ টাকা দরে মতিহার, ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা দরে অন্যান্য শ্রেণীর জাতি তামাক বিক্রয় করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এবৎসর জানুয়ারী মাস হইতেই তামাকের দাম অস্বাভাবিক হ্রাস পাইতে থাকে। মার্চ্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে প্রতি মণ উৎকৃষ্ট জাতি তামাক ৭৷৮৲ টাকার বেশী দরে বিক্রয় হয় নাই। অভাবগ্রস্ত কৃষক কোন কোন ক্ষেত্রে ১৷৷০২৲ টাকা দরেও তামাক বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতীয় তামাকের উপর ব্রহ্মসরকার আমদানী শুল্ক ধার্য্য করিবেন এই গুজব এবং যুদ্ধের দরুণ ব্রহ্মদেশগামী জাহাজের অভাব, এই অপ্রত্যাশিত মূল্য হ্রাসের জন্য আংশিকভাবে দায়ী সন্দেহ নাই। কিন্তু বিগত ধান্য ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং পাটের উচিৎ মূল্য না থাকায় কৃষকও বিপদে পড়িয়া যে নামমাত্র মূল্যে তামাক বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমানে তামাকের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে এবং তামাকের মূল্য হ্রাস ব্যাপারটা অনেকেই একটা সাময়িক সমস্যা বলিয়া ধরিয়া নিতেছেন কিন্তু কয়েকটি ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সম্পর্কে আমাদের কিঞ্চিৎ আশঙ্কা জন্মিয়াছে। প্রথমতঃ ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশে তামাক চাষ বৃদ্ধিতে কার্য্যকরী উৎসাহ দিতেছেন। এজন্য প্রধান মন্ত্রীকে সভাপতি করিয়া একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিটি ব্রহ্মদেশে তামাকের চাষ বৃদ্ধি এবং সিগারেটের কারখানা স্থাপনের জন্য যাবতীয় উপায় অবলম্বনের উপদেশ দিবেন। সংবাদে প্রকাশ, প্রয়োজন হইলে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেও দ্বিধা করিবেন না। ভারতীয় তামাকের আমদানী হ্রাস করা যে ব্রহ্ম সরকারের উদ্দেশ্য, তামাকের উপর প্রতি পাউণ্ডে এক আনা হারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য করাই তাহার প্রমাণ। বিশিষ্ট তামাক ব্যবসায়িগণের ধারণা এই যে, ১৫৷২০ বৎসর পরে ব্রহ্মে তামাক রপ্তানীর ব্যবসায় সম্পূর্ণ লোপ পাইবে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ বাঙ্গলার অন্যান্য জেলাসমূহেও তামাকের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে, কাজেই ১৫৷২০ বৎসর পর উত্তরবঙ্গের তামাকের চাহিদা হ্রাস পাইয়া তামাক চাষীর সম্মুখে যে বিরাট এক সমস্যা দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে কি? আমাদের মনে হয় উত্তরবঙ্গে সিগারেট ও বিড়ির তামাক চাষ যাহাতে বিস্তার লাভ করে তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকারের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। বিড়ির কাট্‌তি নিয়তই বৃদ্ধি পাইতেছে। বোম্বাই প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় বিড়ির তামাক আমদানী করিতে হয়। রংপুর জেলাতে ভার্জিনিয়া শ্রেণীর সিগারেটের তামাক যে উৎপন্ন হইতে পারে তাহার প্রমাণ অনাবশ্যক। যুদ্ধের দরুণ সিগারেটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সুযোগে সংযুক্তপ্রদেশ সরকার বুন্দেলখণ্ডে সিগারেটের তামাক চাষ বিস্তৃত করার একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারও কি এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইবেন?

বোম্বাইয়ে শিল্পবাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ

বর্ত্তমান যুগে প্রায় সকল দেশেই শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করিয়া উহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা গবর্ণমেণ্টের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যরূপে গণ্য হইয়াছে। এই সমস্ত তথ্য ব্যতিরেকে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিমাপ করা কঠিন, উদ্যমশীল ব্যক্তিগণ নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করেন না এবং কর নির্দ্ধারণ প্রভৃতি ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এদেশে ভারতসরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অব কমার্শিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড ষ্ট্যাটিস্‌টিকস্ কর্ত্তৃক শিল্প এবং বাণিজ্য সম্পর্কে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে কয়েকটী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু এই সমস্ত রিপোর্টে প্রদেশসমূহের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় না। যুদ্ধের দরুণ আবার ভারত সরকার কোন কোন রিপোর্ট প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি প্রভৃতি সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থেরও বিশেষ অভাব আছে। এই অবস্থায় কোন প্রাদেশিক সরকার যদি স্বীয় প্রদেশের শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করার উদ্যম করেন তাহা হইলে ব্যবসায়ী,

শিল্পপতি এবং অর্থনীতিবিদ সকলেই উৎসাহ বোধ করিবেন। আমরা অবগত হইলাম যে, সম্প্রতি বোম্বাই সরকার এইরূপ একটী পরিকল্পনা করিয়া শিল্প এবং বাণিজ্যবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচারের জন্য শিল্প বিভাগের অধীনে একটী বিশেষ বিভাগ স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন। উক্ত বিভাগ কর্ত্তৃক সমগ্র বোম্বাই প্রদেশের জন্য একটী কমার্শিয়েল ডিরেক্টরী বা ব্যবসা-বাণিজ্যের যাবতীয় সংবাদ সম্বলিত একটী পুস্তক প্রকাশিত হইবে। শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত একখানা মাসিক কি ত্রৈমাসিক সংবাদপত্রও উক্ত বিভাগ প্রকাশ করিবে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। বোম্বাই সরকারের এই উদ্যম বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বাঙ্গলা দেশে শিল্প বিভাগের অধীনে কিছুকাল পূর্ব্বে একজন ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ইন্টেলিজেন্স অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত অফিসার কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে কয়েকটি তথ্যবহুল প্রয়োজনীয় পুস্তিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত পুস্তিকায় প্রধানতঃ কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট শিল্প সম্পর্কেই তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাঙ্গলার অন্তর্ব্বাণিজ্য, কোথায় কি পণ্য উৎপন্ন হয়, মফঃস্বল বন্দরসমূহের বিস্তৃত বিবরণ, ব্যবসায়ীদের তালিকা এবং বাঙ্গলার যাবতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিবরণ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া একখানা "ডিরেক্টরী" সঙ্কলনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং অনতিবিলম্বে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য আমরা বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ করি।

হায়দরাবাদে সরকারী ব্যাঙ্ক

হায়দরাবাদে একটী সরকারী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে বলিয়া 'আর্থিক জগতে' ইতিপূর্ব্বেই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গেল হায়দরাবাদ আইন পরিষদ কর্ত্তৃক উক্ত ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত একটী বিল পাশ হইয়া গিয়াছে এবং নিজাম সরকার এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হইবে দেড় কোটী টাকা। তন্মধ্যে ৭৫ লক্ষ টাকার শেয়ার প্রথমে বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে। ব্যাঙ্কের শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার সকল সময়েই নিজাম গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে। দশজন ডিরেক্টর ব্যাঙ্কের কার্য্যপরিচালনা করিবেন। তন্মধ্যে তিনজন ডিরেক্টর নিজাম সরকার ব্যতীত অন্যান্য অংশীদারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। নিজাম সরকার ব্যাঙ্কের সমুদয় শেয়ারের উপর শতকরা তিন টাকা সর্ব্বনিম্ন লভ্যাংশের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় উহাকে অংশীদারদের ব্যাঙ্ক না করিয়া সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থাপন করার জন্য জনসাধারণ বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিল। কেন্দ্রীয় আইন সভার কংগ্রেসদলভুক্ত সদস্যগণও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজনীতির মারপ্যাঁচে উহা ঘটিয়া উঠে নাই। বৃটীশ ভারতের তুলনায় দেশীয় রাজ্যসমূহে এখন পর্য্যন্তও জনমতের বিশেষ মূল্য নাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন ব্যাপারে একটী দেশীয় রাজ্যে যাহা সম্ভবপর হইল জনসাধারণের প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও বৃটীশ ভারতে তাহা কার্য্যকরী করা যায় নাই।

ভারতে সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত

সংবাদপত্রের জন্য যে প্রকার কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং এদেশের কাগজের কলসমূহে তাহা প্রস্তুত হয় না। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রধানতঃ জার্ম্মেনী, নরওয়ে, সুইডেন এবং ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী করা হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর কানাডা এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতেই এদেশের প্রয়োজনীয় কাগজ আসিতেছে। ভারতসরকার সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিবেন ঘোষণা করায় সম্প্রতি সাংবাদিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। আমদানী নিয়ন্ত্রিত হইলে কাগজের যে মূল্য বৃদ্ধি হইবে তাহাও এক প্রকার নিশ্চিত। দীর্ঘকাল যাবৎ সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত সম্পর্কে আলোচনা চলিলেও এপর্য্যন্ত কোন কাগজের কলের কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে কোনরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ প্রস্তুত করিয়া ইহাদের লাভের অঙ্ক অটুট রহিয়াছে। যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুতের জন্য নূতন উদ্যম প্রদর্শন করিতে অধিকাংশ কাগজের কলের কর্ত্তৃপক্ষই অনিচ্ছুক বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, সম্প্রতি বোম্বাইর "কমার্স" পত্রে এই সম্পর্কে একটী উৎসাহজনক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ, যথোচিত সংরক্ষণের সুবিধা দিলে সংযুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের কাগজের কলসমূহ এক বৎসরের মধ্যেই সংবাদপত্রের উপযোগী কাগজ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক এবং সম্পূর্ণ সক্ষম। এই সমস্ত কলের মালিকগণ ইহাও নাকি জানাইয়াছেন যে, সংরক্ষণ প্রয়োজনীয় হইলেও তাঁহারা দীর্ঘকালের জন্য ইহা দাবী করেন না, কারণ বর্ত্তমান সুযোগে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদেশী কাগজের সমমূল্যে তাঁহারা নিজেদের প্রস্তুত কাগজ বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন।

উপরোক্ত সংবাদ সত্য হইলে, ভারত সরকারের পক্ষে অনতিবিলম্বে এই শিল্প সম্পর্কে সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া কর্ত্তব্য। সংবাদপত্রের কাগজের জন্য ভারতবর্ষ একান্তভাবে বিদেশের উপর নির্ভরশীল—অন্য কোন বিষয় বিবেচনা না করিয়া শুধু ইহা স্মরণ রাখিয়াই সংরক্ষণের আশ্বাস প্রদান করা ভারত সরকারের উচিত হইবে।

ডক্টর লাহার অভিভাষণ

সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশানেল চেম্বার অব্ কমার্সের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেশের কল্যাণকামী মাত্রেরই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মহাযুদ্ধের পরে শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক জীবনে যে সব দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হইবে তাহার সমাধানের জন্য ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে এখন হইতেই তোড়জোর সুরু হইয়াছে। দেখাদেখি ভারত সরকারও পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে একটী পুনর্গঠন কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সাধু! কিন্তু ভারত সরকারের এই পরিকল্পনায় সর্ব্বাঙ্গীণ সংগঠনের কোন আভাস পাওয়া যায় না। ডক্টর লাহার সহিত আমরাও একমত হইয়া বলিব, কেবল যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণে ব্যাপৃত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা এবং যুদ্ধের পরে ঐগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিয়োগের প্রশ্নটাই একমাত্র সমস্যা নয়। যুদ্ধের পরে অপরাপর নূতন ও পুরাতন শিল্পসমূহের যে বিপদ দেখা দিবে সঙ্গে সঙ্গে সেই সব সমস্যারও সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইবার জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিলে বুঝিতে হইবে, পুনর্গঠন কমিটী খাড়া করিয়া গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধকালীন কতকগুলি দায় হইতে নিজকে কৌশলে মুক্ত করিবেন মাত্র, কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান করিতে তাঁহারা আদৌ চিন্তিত নহেন।

ডক্টর লাহার অভিমত এই যে, যুদ্ধের পরে পণ্যমূল্য যে হ্রাস পাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পণ্যমূল্য আকস্মিকভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে গুরুতর অবস্থার সৃষ্ট না হয় সেই বিষয়ে ভারত সরকারকে পূর্ব্বাহ্নেই সচেতন হইয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

যুদ্ধের পরে দারুণ বেকার সমস্যার সম্ভাবনা থাকায় ডক্টর লাহা বলেন যে, পাবলিক ওয়ার্কস সম্পর্কিত কার্য্যাবলী এখন বন্ধ রাখাই সমীচীন; কেন না, যুদ্ধের পরে বিস্তর কর্ম্মহীনকে পাবলিক ওয়ার্কসে নিযুক্ত করিবার একটা সুযোগ থাকিবে। বড় বড় জনহিতকর কার্য্য সম্পর্কে ডক্টর লাহার উপরোক্ত অভিমত অনস্বীকার্য্য। কিন্তু বন্যা মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণের হিতার্থে মাঝে মাঝে ছোটখাট পাব্লিক ওয়ার্কসের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা

গত ২১শে জুন তারিখে ভিজাগাপট্টম বন্দরে কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর যে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানার ভিত্তি স্থাপন করিলেন তাহাতে কেবল যে ভারতবর্ষের একটী বিনষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা হইল এরূপ নহে—এই কারখানা স্থাপনের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের সহস্র সহস্র বেকার ব্যক্তির অন্নসংস্থানের এবং দেশের কোটী কোটী টাকার ধনসম্পদ দেশের ভিতরে সংরক্ষিত হইবার পথ প্রশস্থ হইল।

ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু শতাব্দী পুর্ব্বেও জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্পের অস্তিত্ব ছিল। তখন ভারতীয় জাহাজ ভারতীয় পণ্য সম্ভার লইয়া দেশ বিদেশে যাতায়াত করিত। এদেশে ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত বোম্বাই, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মিত হইত। কিন্তু ভারতবর্ষে নির্ম্মিত ভারতীয় লস্কর কর্ত্তৃক পরিচালিত জাহাজসমূহের ইংলণ্ডের বাজারে নিয়মিতভাবে ভারতীয় মালপত্র লইয়া যাতায়াত ইংলণ্ডের জাহাজ নির্ম্মাতাদের চক্ষুশূল হইল। উহারা এরূপ কথা পর্য্যন্ত বলিতে লাগিল যে, যখন ইংলণ্ডের লোক খাইতে পাইতেছে না সেই সময়ে প্রাচ্যদেশসমূহের নেটীভগণ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের বন্দরে জাহাজ-যোগে মালপত্র আমদানী পার্থিব, নৈতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যগত সকল দিক দিয়াই আপত্তিজনক। বৃটীশ জাহাজ নির্ম্মাতাদের এই সব আপত্তির ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে নানা ভাবে বাধা দিতে লাগিলেন এবং ভারতবর্ষের এই প্রাচীন শিল্পটী বিনষ্ট হইল। উহার আরও ফল দাঁড়াইল এই যে, কি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ নদীসমূহে, কি ভারতবর্ষের উপকূলবর্ত্তী এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে এবং কি ভারতীয় বন্দর হইতে বিদেশে মাল ও যাত্রীবহনের ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে বৃটীশ জাহাজ কোম্পানী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের উপকূলবর্ত্তী এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে প্রতি বৎসর ৭০ লক্ষ টন মালপত্র আমদানী রপ্তানী হয়। এই সব বন্দরের মধ্যে বৎসরে ১৫ লক্ষ যাত্রী জাহাজযোগে যাতায়াত করে। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্য প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ যাত্রী জাহাজযোগে যাতায়াত করিয়া থাকে। উহা ছাড়া ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিবৎসর ২ কোটী ৫০ লক্ষ টন মালপত্রের আদান প্রদান হয় এবং দুই লক্ষ যাত্রী বিভিন্ন দেশ ও ভারতের মধ্যে গমনাগমন করে। কিন্তু বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের যে মাল-পত্র আদান প্রদান হয় এবং ভারতবর্ষ ও বিদেশের মধ্যে যে যাত্রী যাতায়াত করে তাহার অতি নগণ্য অংশও ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর অধিকৃত নহে। ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের মাত্র এক চতুর্থাংশ ভারতীয় জাহাজের অধিকৃত রহিয়াছে।

জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতীয় জাহাজের এই প্রকার দুরবস্থার জন্য ভারতবর্ষে জাহাজ নির্ম্মাণ না হওয়াই একমাত্র কারণ নহে। এদেশের অধিবাসীদের মূলধনে ও চেষ্টায় যে সমস্ত জাহাজ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীসমূহ অবৈধ প্রতিযোগিতা দ্বারা উহাদিগকে কোণঠাসা করিয়া রাখায় এবং ভারত সরকার উহাতে কোনওরূপে হস্তক্ষেপ না করাতেই ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর স্থান এত নগণ্য হইয়া রহিয়াছে। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, এদেশে যদি সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ এত পেছনে পড়িয়া থাকিত না।

কিন্তু বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলির অবৈধ প্রতিযোগিতা সংযত না করিয়া ভারত সরকার ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের একদিকে যে প্রকার ক্ষতি করিয়াছেন সেইরূপ উহারা ভারতবর্ষে জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্পে কোনওরূপে পৃষ্ঠপোষকতা না করিয়াও এই ব্যাপারে কম ক্ষতি করেন নাই। সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী গত ১৯১৯ সাল হইতে ভারতবর্ষে একটী জাহাজ নির্ম্মাণকেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য করিয়া, কম সুদে ঋণ দান করিয়া এবং ট্যাক্সভার হইতে রেহাই দিয়া দেশের জাহাজ-শিল্পকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিলেও সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী আজ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে ভারত সরকারের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও সাহায্য পান নাই। কেবল তাহাই নহে, কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত পোর্টট্রাষ্ট উহাদের জমির জন্য অত্যধিক হারে ভাড়া চাহিয়া সিন্ধিয়া কোম্পানীকে জাহাজ নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যে অপচেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নাই। অবশেষে সিন্ধিয়া কোম্পানী যখন সম্পূর্ণভাবে নিজের অর্থসঙ্গতির উপর নির্ভর করিয়া ভিজাগাপট্টমে জাহাজ নির্ম্মাণকেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হইল তখন গবর্ণমেণ্ট উহাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে সাহায্য করিতে পর্য্যন্ত অগ্রসর হন নাই। এইভাবে প্রতি ব্যাপারে সিন্ধিয়া কোম্পানী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বাধা পাইতেছে। অথচ বর্ত্তমানে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট জাহাজের জন্য ব্যাকুল এবং এই জন্য কেবল বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত উপনিবেশসমূহ নহে—আমেরিকার ন্যায় ভিন্ন দেশের পর্য্যন্ত দ্বারস্থ হইয়াছেন।

যাহা হউক, সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী এইসব বাধাবিঘ্ন না মানিয়া আত্মশক্তির বলে আজ ভিজাগাপট্টমে জাহাজ নির্ম্মাণ-কেন্দ্র স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই কেন্দ্রে বৎসরে ৬ হইতে ১০ হাজার টনের ১৬টী করিয়া জাহাজ নির্ম্মিত হইতে পারিবে এবং উহাতে ৮ হইতে ১০ হাজার ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থান হইবে। সিন্ধিয়ার এই মহান্ উদ্দেশ্য যদি সফল হয় তাহা হইলে পুনরায় প্রাচীন কালের ন্যায় পৃথিবীর সর্ব্বদেশে ভারতের নির্ম্মিত জাহাজে ভারতীয় পতাকা আন্দোলিত হইয়া জাহাজ নির্ম্মাণে ভারতীয়দের কর্ম্মকুশলতার কথা ঘোষণা করিবে। এই নৌবহরে কাপ্তেন, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, খালাসী হিসাবে যে কত সহস্র ভারতবাসীর অন্নসংস্থানের উপায় হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং সিন্ধিয়ার এই প্রচেষ্টা একটী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লাভের চেষ্টা মাত্র নহে—উহা একটা জাতীয় প্রচেষ্টা এবং উহার সাফল্যের উপর জাতির একটা সর্ব্বোচ্চ স্বার্থ নির্ভর করিতেছে। এই প্রচেষ্টায় ভারতবাসী মাত্রেই যে সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

(৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আবার ট্যাক্স বৃদ্ধির গুজব

যুদ্ধের জন্য ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় অত্যধিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ ভারত সরকার এই পর্য্যন্ত দেশবাসীর উপর ৯ দফায় বৎসরে প্রায় ২৭ কোটী টাকার নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু এইভাবে ট্যাক্স বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের সামরিক ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না। ইতিমধ্যে চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম মাসের অর্থাৎ গত এপ্রিল মাসের আয় ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, উক্ত মাসে সামরিক বিভাগের ব্যয় এত বাড়িয়া গিয়াছে যাহার ফলে গবর্ণমেণ্টের আয় ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি এবং সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও এই মাসে আয়ের তুলনায় ব্যয় ৬ কোটী টাকা বেশী হইয়াছে। যুদ্ধের অবস্থা যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে এপ্রিল মাসের পরবর্ত্তী মাসসমূহে সামরিক ব্যয় হ্রাস পাওয়া দূরে থাকুক বরং উহা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। অত্রাবস্থায় চলতি বৎসরের বাজেটে ১৩ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া যে বরাদ্দ করা হইয়াছিল তদতিরিক্ত আরও ৭০।৭২ কোটী টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। সিমলায় গুজব যে, এই ঘাটতি পূরণের জন্য আগামী নবেম্বর মাসে দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে একটী অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করিয়া দেশবাসীর উপর আরও নূতন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা হইবে।

সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ভারত সরকার ইতিপূর্ব্বে দেশবাসীর উপর যে ২৭ কোটী টাকার নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপরই পতিত হইয়াছে। এইভাবে ট্যাক্স ভারাক্রান্ত হওয়ার ফলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির লাভের পরিমাণ সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং উহাদের পক্ষে অংশীদারগণকে উপযুক্তরূপ লভ্যাংশ প্রদান করা অথবা কার্য্যক্ষেত্রের সম্প্রসারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লাভের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। গত ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে ১২টী কাপড়ের কলের নিট লাভ হইয়াছিল ৫০ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। ১৯৪০ সালে এই লাভের পরিমাণ কমিয়া ৪৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। উহার কারণ এই যে, যেস্থলে গত ১৯৩৯ সালে উক্ত ১২টী কাপড়ের কলকে ট্যাক্স হিসাবে ১৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা দিতে হইয়াছিল সেই স্থলে উহাদিগকে গত ১৯৪০ সালে ট্যাক্স হিসাবে ৩৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা দিতে হইয়াছে। এদেশের ৯টি কয়লার কোম্পানীর ১৯৩৯ সালে নিট লাভ হইয়াছিল ২৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। অতিরিক্ত ট্যাক্সের দরুণ ১৯৪০ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। এইভাবে এক বৎসরের মধ্যে ২টী লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীর লাভের পরিমাণ ৩ কোটী ১২ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ২ কোটী ৮০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে এদেশের চটকল, কাগজের কল, দেশলাইয়ের কল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলিরই লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য বিষয় হইতেছে এই যে, সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য দেশের উপর যদি পুনরায় নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এদিকে রেলের ভাড়ার মাশুল বৃদ্ধি, আয়কর বৃদ্ধি, ডাক মাশুল বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ অধিকতর আর্থিক দুর্দ্দশায় উপনীত হইবে এবং চরমে সরকারী রাজস্বের উপরও উহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার একথা বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, সামরিক কাজে গবর্ণমেণ্টের যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য দেশবাসীর উপর আর ট্যাক্স বৃদ্ধি না করিয়া ঋণ গ্রহণ দ্বারা উহা সংগ্রহ করা হউক। বর্ত্তমানে ভারত সরকার অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানার্থ যদি এক কি দেড়শত কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহাও সুদে আসলে দেশবাসীর উপর ট্যাক্স বসাইয়াই আদায় করিতে হইবে। কিন্তু এই অবস্থা অবলম্বিত হইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না—বরং এই যুদ্ধের সুযোগে উহাদের কার্য্যক্ষেত্রের এরূপ সম্প্রসারণ হইবে যাহার ফলে দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা উন্নততর হইবে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট যদি দেশবাসীকে এই ভাবে আয় বৃদ্ধির সুযোগ দেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধের জন্য বর্ত্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ ট্যাক্স বসিলেও তাহা দেশবাসীর পক্ষে ভয়াবহ বলিয়া মনে হইবে না। অগ্রে দেশবাসীর আয়বৃদ্ধি এবং তৎপরে ট্যাক্স বৃদ্ধি—উহাই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি হওয়া উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেইদিকে দৃষ্টি না দিয়া অবিরত কেবল ট্যাক্সই বাড়াইয়া চলিয়াছেন। দেশের আর্থিক অবস্থার উপর উহার কুফল অত্যন্ত মারাত্মক হইবে—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই ব্যাপারে ইংলণ্ডে সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা ধরিয়া কাজ হইতেছে। ইংলণ্ড বর্ত্তমানে এক জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। এই সঙ্কট হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট একমাত্র সামরিক বিভাগেই প্রত্যহ ১৩॥০ কোটী টাকার মত ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু এই বিপদেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট দেশের শিল্প বাণিজ্যের স্বার্থের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতেছেন। চলতি ১৯৪১-৪২ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বাজেটে মোট ৪২০ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়বরাদ্দ (উহার মধ্যে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৩৫০ কোটী পাউণ্ড) ধরা হইয়াছে। উহার মধ্যে চলতি ট্যাক্সের উপর মাত্র ২৫ কোটী পাউণ্ড ট্যাক্স বাড়াইয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ট্যাক্স হিসাবে মোট ১৭৮ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড আদায় করা হইবে। বাকী ২৪২ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করা হইবে স্থির হইয়াছে। দেশের উপর অধিক ট্যাক্স বসাইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যধিক ট্যাক্স-ভারাক্রান্ত হইবে, উহাদের উৎপাদন ক্ষমতা খর্ব্ব হইবে এবং উহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেশের বেকার সমস্যা অধিকতর জটিল হইবে—এই আশঙ্কাতেই গবর্ণমেণ্ট দেশের উপর আর অধিক ট্যাক্স বসান নাই। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য অধিক ট্যাক্স বসাইয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিলে ভবিষ্যতে যুদ্ধের পরে উহাদের

(৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধ

[বিনয় ঘোষ]

গত ২২শে জুন হিটলার সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঘোষণা আকস্মিক হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ সোভিয়েট-জার্ম্মান অনাক্রমণ চুক্তির ফলে তুইটি পরস্পর-বিরোধী আদর্শানুগত দেশের মধ্যে যে কোন চিরন্তন মৈত্রীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না তাহা আমরা জানিতাম। আমরা একথা কোনদিন ভুলি নাই যে, ষ্ট্যালিন উক্ত চুক্তি করিয়াছিলেন শান্তি ও আত্মরক্ষার জন্য ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা লাভে ব্যর্থ হইয়া। এই চুক্তি এবং যুদ্ধের স্বরূপ ও পরিণতি সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন থাকিয়া তিনি সোভিয়েট রুশিয়ার সমর-প্রস্তুতির দিকে অনলস দৃষ্টি দিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় হিটলারের এই চুক্তির প্রয়োজন ছিল একমাত্র সামরিক কারণে। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে পদদলিত করিয়া বৃটেনের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইলে তুই মোহড়ায় যুদ্ধ করা বিপজ্জনক। সোভিয়েট রুশিয়ার নিরপেক্ষতা ক্রয় করা জার্ম্মানীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। শ্লিফেন প্রমুখ জার্ম্মান সমর-বিশেষজ্ঞদের অভিমত এযুদ্ধে জার্ম্মানী উপেক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু একে একে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে পরাজিত করিয়া হিটলার যখন বলকান হইতে তাঁহার সুদূর বিসর্পিত প্রাচ্যের পথের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন, তখন দেখিলেন যে তাঁহার তুর্দ্দান্ত যান্ত্রিক বাহিনীর স্থলপথ একরকম বন্ধ। তুরস্ক ও পারস্যের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার সাধারণ সীমান্ত রহিয়াছে এবং সীমান্ত পার্শ্বে উক্রেইন, ককেসাস ও বাকুর শস্য, শিল্প ও তৈল সম্পদ সর্ব্বগ্রাসী সমরের জন্য রীতিমত প্রয়োজন। এই পথে জার্ম্মানীর অভিযান ষ্ট্যালিন সমর্থন করিতে পারেন না, কারণ সোভিয়েট রুশিয়ার আর্থিক মেরুদণ্ড তাহাতে শিথিল হইয়া যাইবে। আভ্যন্তরীণ বিরোধ তাই ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিল। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে অনিবার্য্য যুদ্ধের এই আকস্মিক আবির্ভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাখিয়া, যুদ্ধের বহু প্রচারিত উদ্দেশ্য মধ্যপথে অসমাপ্ত রাখিয়া, হিটলার হঠাৎ ২২শে জুন সকালে ঘোষণা করিলেন যে, তিনি সুদীর্ঘ ১৫০০ মাইলব্যাপী মোহড়ায় সমগ্র জার্ম্মান বাহিনীকে রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য আদেশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন যে, এই আদেশের পশ্চাতে রহিয়াছে সুসভ্য পৃথিবীকে বর্ব্বর বলশেভিজমের শয়তানী প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার মহৎ উদ্দেশ্য। আদর্শ ও উদ্দেশ্য উভয়েরই তীব্র জৌলুষে আমরা ধাঁধায় পড়িলাম। পৃথিবীর মানুষ স্তম্ভিত হইল।

সাম্রাজ্য স্বার্থের জন্য বৃটিশ-বৈরিতা অক্ষুন্ন রাখিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার ন্যায় বৃহৎ সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুগপৎ যুদ্ধ ঘোষণা করা জার্ম্মানীর পক্ষে সামরিক ধৃষ্টতা কিনা তাহা সমর-বিশেষজ্ঞদের বিচার্য্য—আমাদের নয়। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হইয়াছে তখন এই বিরাট শক্তি-প্রতিযোগিতায় কে জয়ী হইবে তাহা লইয়া অনর্থক গবেষণা করিবার ইচ্ছাও আমাদের নাই। সভ্যতার পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষের জন্য কোন্ রাষ্ট্রের এবং কোন্ আদর্শের যোগ্যতা কতখানি, ব্যাপকভাবে এখানে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিবার সুযোগও আমাদের নাই। হিটলার যাহাকে বর্ব্বরতা বলিয়াছেন, যে সোভিয়েট সভ্যতার বিরুদ্ধে তিনি পর্ব্বত-প্রমাণ অভিযোগ করিয়াছেন, যে সভ্যতাকে তিনি নিরাময় করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত, সেই অভিযোগ এবং মুক্তি-প্রয়াস পৃথিবীর মানুষ, মানবতা ও মানব-সভ্যতার দিক হইতে কতখানি সমর্থনীয় ও সত্য, এখানে শুধু আমরা তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে পারি।

রুষ-বিপ্লবের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ২৪ বৎসর কাল যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সোভিয়েট রুশিয়া দেশবাসীর কল্যাণের জন্য শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে উন্নতি সাধন করিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা অতুলনীয় বলিলে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। বরং বলা যাইতে পারে যে, শত শত বৎসর সভ্যতার বুলি আওড়াইয়া, সংস্কৃতির কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়া, পৃথিবীতে কিরীচ ও তরবারির সহযোগিতায় যাঁহারা মানব-সভ্যতার বনিয়াদ গড়িয়াছেন, এবং রণদামামার তালে তালে যান্ত্রিক ও বিমান বাহিনীর সহযাত্রায় আজ যাঁহারা সেই সভ্যতার প্রাসাদ গড়িতে চলিয়াছেন, এই নূতন সোভিয়েট সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের শিক্ষা ও অনুকরণ করিবার অনেক কিছু আছে। কৃষি-প্রধান জারের রুশিয়া, সোভিয়েটের সামরিক সাম্যবাদ, নূতন অর্থনৈতিক নীতি, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, এবং তুইটি পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের পর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে শিল্পে ও কৃষিসম্ভারে আজ উন্নতির যে স্তরে পৌছিয়াছে, পৃথিবীর কোন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাহা কল্পনা করিতে পারে না। এত অল্প সময়ে শিল্প ও কৃষির এই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ঐন্দ্রজালিক বলিয়া মনে হয়। আজ সোভিয়েটের কয়লার শতকরা ৮৮ ভাগ, তৈলের শতকরা ৯৮ ভাগ, কাঁচের শতকরা ৮৪ ভাগ, মৎস্যের শতকরা ৬৭ ভাগ আধুনিক যান্ত্রিক উপায়ে উৎপন্ন হয়। ষ্ট্যালিন্‌গ্রাড, খারকভ্, চেলিয়াবিন্‌স্ক, ম্যাগ্‌নিটোগরস্ক, গোর্কি, কুজনেটস্ক প্রভৃতি অঞ্চলে বৃহৎ বৃহৎ ট্র্যাক্টর, মোটর, কৃষি-যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ধাতু-শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠিত। ষ্টাখানভ্ আন্দোলনের ফলে শ্রমের উৎপাদনশক্তি প্রত্যেক কারখানার প্রায় শতকরা ৪০ জন শ্রমিকের শতকরা ২৬ ভাগ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বার্থ শুধু শ্রমিক ও উৎপাদকের বলিয়া মোটা লভ্যাংশ ব্যক্তিগত বিলাস ও অপব্যয়ের জন্য সঞ্চিত হইতে পারে না, শিল্পের ক্রম-প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সেই জন্য ১৯৩১ সাল হইতে সোভিয়েটে বেকার সমস্যা বলিয়া কিছুই নাই এবং শ্রমিকদের আয় চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। আজ সোভিয়েট ভূমিতে মোট প্রায় ৮০ লক্ষ অশ্ববলে বলীয়ান সাড়ে চার লক্ষ ট্র্যাক্টর শস্যোৎপাদনে নিযুক্ত। এ ছাড়া প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাজার অন্যান্য কৃষি-যন্ত্রও আছে। বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশিয়ায় ছিল প্রায় শতকরা ৬০ জন নিঃস্ব কৃষক, শতকরা ২০ জন মধ্যস্বত্বভোগী কৃষক এবং শতকরা ১৫ জন ধনী কৃষক বা 'কুলাক্'। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর রুশিয়ার শস্যভূমির শতকরা ৯০ ভাগ যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের এবং ৯ ভাগ গবর্ণমেণ্টের। আজ কুলাক্‌দের কোন অস্তিত্ব নাই, এবং ভূমি ও শস্য সম্পদের মালিক সোভিয়েটের কৃষকশ্রেণী। তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ও দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনকালে জনশিক্ষা অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ সোভিয়েট শাসনবিধিতে প্রত্যেক সোভিয়েটবাসীর শিক্ষার দাবীকে স্বীকার করা হইয়াছে। আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের

শতকরা ৯৫ জন শিক্ষিত। যে মধ্য এশিয়ায় কোনদিন শিক্ষার ক্ষীণ আলোকরশ্মিও প্রবেশ করিতে পারে নাই, আজ সেই কাজাকস্থান, তাজিকস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে হাজার হাজার স্কুল গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শতকরা প্রায় ৬০ জন মধ্যএশিয়াবাসী শিক্ষিত। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে আজ উচ্চ শ্রেণীর মোট স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ যাহা পৃথিবীর কোন সভ্যদেশ কল্পনা করিতে পারে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের রিপাব্লিকগুলিতে প্রায় ১৭৪টি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় বসবাস করে, এবং গত চব্বিশ বছরের মধ্যে আমরা অন্যান্য 'সভ্য' দেশের মত সোভিয়েটের মধ্যে কোনদিন সংখ্যালঘু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বলিয়া কিছু আছে কিনা কোন ঐতিহাসিক, এমন কি কোন বিরুদ্ধবাদী সমালোচকের মুখেও শুনি নাই। ষোল হইতে আঠার কোটী লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য, যে রাষ্ট্র, যে সমাজ ও যে সভ্যতা মাত্র দুই দশকের মধ্যে এতদূর অগ্রসর হইতে পারে, একমাত্র ফ্যাসিজম্ বা সাম্রাজ্যবাদের অভিধানের শব্দার্থ অনুসারেই বোধ হয় তাহাকে 'বর্ব্বরতা' বলিয়া কটুক্তি করা যায়। আমরা জানি, মানুষের ও মানবতার অভিধানে ইহাকেই "সভ্যতা" বলে।

আজ হিটলার তাঁহার মূল উদ্দেশ্য মুলতবী রাখিয়া এই "সোভিয়েট-সভ্যতা" ধ্বংসের জন্য জার্ম্মানীর সামরিকশক্তি নিযুক্ত করিয়াছেন। একদিকের দায়িত্ব 'ঈশ্বর ও সৈন্যের' উপর, আর একদিকের কর্ত্তব্যভার 'দেশের জনগণের' উপর ন্যস্ত। সভ্যতার আদর্শ যদি মানুষের কল্যাণ হয়, তাহা হইলে নাৎসী ও সাম্রাজ্যবাদীর সংজ্ঞানুসারে যাহা 'বর্ব্বরতা', তাহা পৃথিবীর মানুষ "শ্রেষ্ঠ সভ্যতা" বলিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিবে। আমরাও মানুষ, এবং মানুষের মঙ্গল আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। আজ তাই নাৎসী জার্ম্মানীর এই অকৃতজ্ঞ ও বে-আইনী আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের আত্মরক্ষার, শান্তির ও শত্রু-নিপাতের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ অভিযানের দিকে আমরা আশা-সংশয়ের আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিব। আগামী কালের ইতিহাস সুস্পষ্ট স্বরে ইহার ন্যায্য রায় ঘোষণা করিবে।

(আবার ট্যাক্স বৃদ্ধির গুজব)

পক্ষে বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইবে—এই আশঙ্কাও গবর্ণমেণ্টের রহিয়াছে।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত এই নীতির ফলে বর্ত্তমানের এই মারাত্মক পরিস্থিতির মধ্যেও ইংলণ্ডের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে। গত ১৯৪০ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলগুলি যে লাভ করিয়াছে ১৯২১ সালের পরে উহারা আর কখনও এত অধিক লাভ করে নাই। উক্ত স্থানের ১১৬টী কাপড়ের কল গত ১৯৩৯ সালে উহার অংশীদারগণকে গড়পরতায় শতকরা বার্ষিক ৫'৯৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছিল, ১৯৪০ সালে উহারা গড়পরতায় ৯'৫৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছে অথচ ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলি ইংলণ্ডের কলগুলির তুলনায় অধিক সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও একবৎসরে উহাদের নিট লাভের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে যে নীতি ধরিয়া কাজ হইতেছে ভারতবর্ষেও যদি তাহা অবলম্বিত হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টই সর্ব্বাধিক উপকৃত হইবেন। বর্ত্তমানে সমরব্যয় সঙ্কুলানের জন্য দেশের শিল্প বাণিজ্যকে যে ভাবে ট্যাক্সভারাক্রান্ত করা হইয়াছে তদুপরি উহাদের উপর যদি আরও অধিক ট্যাক্স ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে উহা নিতান্ত অদূরদর্শিতা-মূলক কাজ হইবে এবং এজন্য কেবল দেশের জনসাধারণ নহে—গবর্ণমেণ্টও চরমে চূড়ান্তরূপে বিপন্ন হইবে।

(ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা)

কিন্তু সিন্ধিয়ার এই উদ্যম যে কুসুমাস্তীর্ণ হইবে না এবং উহা যে নানাভাবে কণ্টকিত হইবে শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ তাহার অনেক ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য স্বার্থান্ধ বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী যে নানাভাবে চেষ্টা করিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু অসীম ধনবলে বলীয়ান বৃটীশ জাহাজ কোম্পানীর অবৈধ প্রতিযোগিতা এবং এই প্রতিযোগিতায় দেশের রাজশক্তির মৌন সহানুভূতি সত্ত্বেও সিন্ধিয়া আজ জাহাজী ব্যবসায়ে তাহার স্থান হইতে বিচ্যুত হয় নাই—বরং দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জাহাজ শিল্পে উহার নূতন উদ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও উহা যে এই প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইবে না এবং জাহাজী ব্যবসায়ের ন্যায় জাহাজ শিল্পেও উহা যে সফলকাম হইবে, তাহা আমরা পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস করি। সিন্ধিয়ার এই জয়যাত্রা সফল হউক, আজিকার দিনে ভাগবানের নিকট আমরা তাহাই প্রার্থনা করিতেছি।

চিনির জন্য রেলওয়ের ভাড়া

প্রকাশ, ভারতীয় চিনির কলের মালিক সঙ্ঘের অনুরোধে বি, এন, ডব্লিউ; বি, এন; ই, আই; এম্ এণ্ড এস্ এম রেলওয়েসমূহ কালিকট, তেলিচেরী, কেনানোর এবং ম্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে চিনি পাঠাইবার জন্য যেরূপ রেলওয়ে মাশুল হ্রাস করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে তাহা বহাল রাখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পূর্ব্বে প্রত্যেক বৎসর ১৫ই মে হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এইরূপ বিশেষ রেলওয়ে মাশুল হ্রাসের নিয়ম বাতিল করিয়া দেওয়া হইত। আশা করা যায় উপরোক্ত রেলওয়েসমূহের নূতন ব্যবস্থা অনুসারে উত্তর ভারতীয় চিনির কলগুলির মজুত চিনি বিক্রয় করিতে কতকটা সুবিধা হইবে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

আয়ারল্যাণ্ডে ভারতের চা

আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর এক বিবৃতিতে প্রকাশ, ভারতবর্ষ হইতে সরাসরি চা আমদানী করিবার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় চা-ক্রয় বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। সম্প্রতি আয়ারল্যাণ্ড আমেরিকায় যে পরিমাণ চা ক্রয় করিয়াছে তাহা ঐ দেশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়াই ভারত হইতে প্রচুর চা ক্রয়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

গ্রেট বৃটেনের জাহাজ ক্ষতির পরিমাণ

বিভিন্ন দরিয়ায় জাহাজ ক্ষতির যে সরকারী বিবরণ লণ্ডন হইতে ২০শে জুন প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে জানা যায়, গ্রেটবৃটেন ও মিত্র পক্ষের মে মাসের মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৩২৮ টন (৯৮খানি জাহাজ)। উক্ত ৯৮খানি জাহাজের মধ্যে ৭৩খানি গ্রেট বৃটেনের (৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টন)। মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসের ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ৫ লক্ষ ৫ হাজার ৭৫০ টন ও ৫ লক্ষ ৮১ হাজার ২৫১ টন। গত ১০ই মে হইতে ১০ই জুন তারিখের মধ্যে জার্ম্মাণী ও ইতালির মোট জাহাজ ক্ষতির পরিমাণ ২ লক্ষ ৯৯ হাজার টন বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

চীনে কানাডার গম

কানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জী কিং একটি ঘোষণায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, কানাডা হইতে দুই জাহাজ বোঝাই গম উত্তর চীনে পাঠাইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ও বৃটীশ কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশসমূহের সম্মতি গ্রহণ করিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

ভারতে ঔষধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি

যুদ্ধের পূর্ব্বে ৪১১ প্রকারের ঔষধ জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী করা হইত। ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইত মাত্র ১২৩ প্রকারের ঔষধ। বর্ত্তমানে ২৯২ প্রকারের ঔষধ ভারতেই প্রস্তুত হইতেছে এবং ২৪২ প্রকার ঔষধ ভারতে উপরোক্ত দেশসমূহ হইতে আমদানী করা হইতেছে। প্রায় ৬০০ প্রকারের অস্ত্রোপচার সম্পর্কিত দ্রব্যাদির মধ্যে এখন ৫০০ প্রকার ভারতেই প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ছাড়া টিকা দেওয়ার যাবতীয় দ্রব্য ও সিরাম সম্পর্কীয় কয়েকটি দ্রব্যও ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইতেছে। মহাযুদ্ধ সত্ত্বেও ভারতবর্ষে মূল ঔষধসমূহের কোন অভাব ঘটিবে না বলিয়াই মনে হয়। মহাযুদ্ধ বাধিবার পর প্রচুর পরিমাণে জার্ম্মাণ ঔষধাদি গবর্ণমেণ্ট নিজ আয়ত্তে রাখায় ঔষধের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সুযোগ সুবিধা হইয়াছে।

প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন

বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহের পরবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা বিধেয় কিনা এই বিষয়ে ভারতের বড়লাট প্রাদেশিক গবর্ণরদিগের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে সকলে একমত হইতে পারেন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচন ব্যাপার গবর্ণরদের বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়াই সমীচীন বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। যদি সাধারণ নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিতে হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান ভারতশাসন আইনের আবশ্যকীয় সংশোধন পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক করিতে হইবে।

বাঙ্গলার ভূমিরাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট

বাংলার ভূমিরাজস্ব কমিশনের (ফ্লাউড কমিশন) রিপোর্ট বৎসরাধিক কাল হইল বাংলা সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা হইয়াছে এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিগত বাজেট অধিবেশনে এই বিষয় আলোচনার জন্য উত্থাপন করার কথা ছিল। এখন জানা গিয়াছে যে, এ বিষয়ের কোন আলোচনা আগামী ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনেও হইবে না।

কলিকাতায় নারী ও পুরুষের সংখ্যা

১৯৪১ সালের লোক গণনায় কলিকাতা সহরে নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার অর্দ্ধেকেরও অনেক কম হইয়াছে। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, কলিকাতায় মোট ২১ লক্ষ ১০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ১৪ লক্ষ ৫৩ হাজার জন পুরুষ এবং ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার জন স্ত্রীলোক। ১৯৩১ সালে মোট ১১ লক্ষ ৫৮ হাজার জন লোকের মধ্যে ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার জন পুরুষ এবং ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার জন নারী ছিল। ১৯২১ সালে ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৬ লক্ষ ১৭ হাজার জন পুরুষ ও ২ লক্ষ ৯০ হাজার জন নারী ছিল।

রুশ-জাপান বাণিজ্য চুক্তি

রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে বর্ত্তমানে যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহার সর্ত্তানুসারে উভয় দেশের মধ্যে বৎসরে ৩ কোটি ইয়েন মূল্যের পণ্যসম্ভার বিনিময় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় লাক্ষা

১৯৪০ সালের প্রথম তিন মাসে ভারত হইতে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ লাক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপরিষ্কৃত লাক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড। খুব তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায় এমন কোন বার্ণিশ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত আমেরিকার বাজারে ভারতীয় লাক্ষার আদর কমিবে না। ভারতে, লণ্ডনে ও নিউ ইয়র্কে কি কি ভাবে লাক্ষা ব্যবহৃত হইতে পারে সেই সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে।

জরুরী অবস্থায় পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভারত সরকার পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে পেট্রোল বিক্রয় সম্বন্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা হইবে। কাহাকে কি পরিমাণ পেট্রোল ব্যবহারে অধিকার দেওয়া যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে বিবেচনা চলিতেছে। দুই, তিন হইতে চার, পাঁচ হইতে সাত, আট হইতে নয়, দশ হইতে বার, তের হইতে পনর, ষোল হইতে উনিশ এবং বিশ হইতে তদূর্দ্ধ অশ্বশক্তিসম্পন্ন মোটরগুলির জন্য যথাক্রমে ২, ৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০ ও ১২ গ্যালন পরিমাণ পেট্রোল ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কুপন প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া এই ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইবে। সরকারী মহলে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, ডলারের বিনিময় দর হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইতেছে না। সমুদ্রপথে জাহাজ আসিবার বিঘ্ন ঘটিলে পেট্রোল ও পেট্রোলজাত সামগ্রীর অভাব হইবার আশঙ্কা আছে; সেই অবস্থায় যাহাতে পেট্রোলের অভাবে কাজকর্ম্ম ব্যাহত না হয় তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বিভিন্ন দেশে গমের চাষ

১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪ কোটী ৬২ লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে এবং ১ কোটী ৭৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টন গম উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৪০ সালে কানাডায় ১ কোটী ৪৭ লক্ষ ৬৯ হাজার টন গম, ১৯৪০-৪১ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় ২০ লক্ষ ২০ হাজার টন গম এবং ১৯৪০-৪১ সালে আর্জ্জেণ্টাইনে ৭৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টন গম উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

আসামে গণশিক্ষা কেন্দ্র

নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষালাভের জন্য আসাম সরকার ১৪৮৭ টি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়াছেন। এই সব কেন্দ্রে ৩১ হাজার ৮৫৫ জন লোক লেখা-পড়া শিখিতেছে।

প্রথম ভারতীয় জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা

গত ২১শে জুন অপরাহ্ণে বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ভিজাগাপট্টম পোতাশ্রয়ের দক্ষিণ পশ্চিম তীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থানে ভারতের প্রথম জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই শুভানুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। জাতীয় পতাকা ও পত্রপুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত মণ্ডপে প্রায় তিন হাজার লোক আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান্ মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ অভ্যাগতদের সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর এই বিরাট প্রচেষ্টায় আনন্দ প্রকাশ এবং উহার সাফল্য কামনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, স্যার মীর্জ্জা ইসমাইল প্রমুখ ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বহুসংখ্যক বাণী সভাস্থলে পঠিত হয়। কারখানা যে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে উহার নামাকরণ হইয়াছে "গান্ধী গ্রাম"। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ উদ্বোধনী বক্তৃতায় অকাট্য যুক্তি ও তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, ১৮৪০ সাল পর্য্যন্ত ভারতের অর্ণবযান নির্ম্মাণ শিল্প সমৃদ্ধ ছিল। গত একশত বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষ হইতে এই শিল্পটি বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতের উপকূলভাগ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪॥০ হাজার মাইল হইবে। বর্ত্তমানেও যে সেই শিল্প প্রতিভা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর সংগ্রাম ও সাফল্য। বিদেশী স্বার্থের অন্যায় প্রতিযোগিতা এবং ভারত সরকারের অপরিসীম ঔদাসীন্য অতিক্রম করিয়া এই প্রতিষ্ঠান জাহাজী ব্যবসায় ক্ষেত্রে নিজের স্থান করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে।

বৃটেনের যুদ্ধব্যয়

বর্ত্তমানে বৃটেন যুদ্ধের জন্য দৈনিক ১ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিতেছেন। কমন্স সভা সম্প্রতি ১০০ কোটি পাউণ্ড যুদ্ধের ব্যয়বাবদ মঞ্জুর করিয়াছে। অর্থসচিব স্যার কিংসলি উডের মতে ইহা দ্বারা তিন মাসের যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। সপ্তাহে প্রায় ৪ কোটি পাউণ্ড করিয়া যুদ্ধের জন্য ঋণ পাওয়া যাইতেছে।

রাই ও সরিষার চাষ

১৯৪০-৪১ সালে কোন কোন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে এবং কি পরিমাণ রাই ও সরিষা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমি (একর)	সরিষার পরিমাণ (টন)
যুক্তপ্রদেশ	২,৭৩০,০০০	৫৭০,০০০
পাঞ্জাব	১,২১০,০০০	১৬৮,০০০
বাঙ্গলা	৭৫৩,০০০	১৩০,০০০
বিহার	৪৮৭,০০০	৯৮,০০০
আসাম	৩৯২,০০০	৬২,০০০
সিন্ধু	১৯৮,০০০	২০,০০০
উঃ পঃ সীমান্তপ্রদেশ	১০১,০০০	১১,০০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৬৭,০০০	১২,০০০
উড়িষ্যা	২৭,০০০	৫,০০০
বোম্বাই	২৩,০০০	৩,০০০
দিল্লী	৩,০০০	২০০
আলোয়ার (রাজপুতানা)	২৬,০০০	২,০০০
বরোদা	৫,০০০	১,০০০
হায়দরাবাদ	১১,০০০	১,০০০
	৬,০৬৩,০০০	১,০৮৩,০০০

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ও অন্যান্য বিল

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আলোচনার্থ উপস্থিত করা হইবে। সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক গৃহীত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের দ্বিতীয় ও শেষ দফা আলোচনার জন্য ছয় দিন ধার্য্য করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত পাঁচটী নূতন বিল এই অধিবেশনে উত্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে :—

বঙ্গীয় (পল্লী) প্রাথমিক শিক্ষা (সংশোধন) বিল, বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) বিল, বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন (সংশোধন) বিল, বঙ্গীয় ফাইনান্স (সংশোধন) বিল এবং বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিল।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটির প্রথম বৈঠক

মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে যে সকল অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইবে তাহার সমাধান এবং শিল্প-বাণিজ্যের পুনর্গঠন ও প্রসার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্ত্তৃক যে পুনর্গঠন কমিটি (রিকনষ্ট্রাকসন্ কমিটি) নিযুক্ত হইয়াছে গত ২৩শে জুন মূল সভাপতি স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারের সভানেতৃত্বে উহার প্রথম বৈঠক হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সমস্যার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া চারিটি সাব-কমিটি গঠনের প্রস্তাব উক্ত সভায় গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সাব্-কমিটিগুলি নিম্নরূপ :—

(১) আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষি সাব কমিটি ;—সভাপতি স্যার এলান লয়েড, বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী।

(২) বর্ত্তমানে যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণের কার্য্যে যে সকল শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে যুদ্ধের পরে তাহাদিগকে অন্যভাবে নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত সাব-কমিটি। সভাপতি—মিঃ ওগিলভি, দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী।

(৩) যুদ্ধকালীন সরকারী কণ্ট্রাক্ট ও তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থার জন্য সাব কমিটি ; সভাপতি—মিঃ ই এম জেঙ্কিন্স, সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী।

(৪) পাবলিক ওয়ার্কসের জন্য সাব-কমিটি ; সভাপতি—মিঃ এইচ্ সি প্রায়র, শ্রমিক বিভাগের সেক্রেটারী। ইহা ছাড়া যুদ্ধোত্তর কালে কারেন্সী সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সমাধান করিবার জন্য আরও একটি কমিটি গঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এই সকল কমিটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি ছাড়াও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি, বেসরকারী শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকিবেন। স্থির হইয়াছে যে, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতিবিদগণকে লইয়া সরকারী অর্থনৈতিক পরামর্শদাতার সভাপতিত্বে একটি পরামর্শ পরিষদও গঠিত হইবে। সপারিষদ বড়লাট এই সকল কমিটির সুপারিশসমূহ বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

চা-পানের উপকারিতা

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, গরমের দিনে শরীর ঠাণ্ডা রাখিতে হইলে এক পেয়ালা গরম চা অতি প্রশস্ত পানীয়। এই বিষয়ে বিলাতের একটি বিখ্যাত কাগজে জনৈক চিকিৎসাবিশারদ লিখিয়াছেন, "বহু দিনের অভিজ্ঞতা আর গবেষণার পর আমি এই নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, গরমের দিনে শরীরকে ঠাণ্ডা রাখিতে এক পেয়ালা গরম চায়ের জুড়ি আর নাই। বরফ মেশান কোন ঠাণ্ডা পানীয় বা সরবৎ খাইয়া আমাদের মনে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মে যে, সত্য সত্যই বুঝি শরীর ঠাণ্ডা হইবে। কিন্তু এই ধারণার পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নাই।" বিলাতের "ডেইলি টেলিগ্রাফ" পত্রিকার শিশু বিভাগে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে একজন বৃটিশ চিকিৎসকও বলিয়াছেন, "দেহকে সুস্থ রাখিতে হইলে আমাদের দেহের তাপ যাহাতে ৯৮'৪ ডিগ্রিতে থাকে সে-দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। গরমের দিনে যদি শরীরে ঘাম না হইত, তাহা হইলে গরম আরও অনেক গুণ বাড়িয়া যাইত। গরম চা এই জন্যই গরমের দিনে আমাদের পক্ষে এত উপযোগী। চা-পানের পর শরীরে প্রচুর ঘাম হয়, এবং সেই ঘাম বাতাসে শুকাইয়া লয় বলিয়া চা পানে শরীর যতটা উত্তপ্ত হয় তাহার প্রায় পঞ্চাশগুণ বেশী উত্তাপ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।"

ভারতে লৌহ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা

'ইষ্টার্ণ গ্রুপের' অন্তর্গত দেশগুলিকে অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবার জন্য ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ প্রচুর অর্ডার পাইয়াছে। এই জন্য দেশের পুরাতন লোহা-লক্কড়কে আরও ভালভাবে কাজে লাগাইয়া দেশের লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই উপায়ে উৎপাদনের পরিমাণ মাসিক প্রায় ২ হাজার টন বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। রোজার মিশনের নির্দ্দেশানুসারে যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ সামগ্রী নির্ম্মাণের জন্য নূতন কারখানা গঠন এবং পুরাতন কারখানার আয়তন বৃদ্ধির কার্য্যও দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে।

এলুমিনিয়ামের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

এলুমিনিয়াম প্রস্তুতকারীদিগকে এবং এলুমিনিয়মের ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের নাম রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য ভারত সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশানুযায়ী প্রত্যেক এলুমিনিয়ম প্রস্তুতকারী ও ব্যবসায়ীকে তাহাদের নিকট মজুদ এলুমিনিয়মের পরিমাণ এবং এলুমিনিয়ম সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের হিসাব নিকাশ ভারত সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং এলুমিনিয়ম যে সকল গৃহে রক্ষিত হয় সেই সকল গৃহ ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে পরিদর্শন করিতে দিতে হইবে। কেহ বিশেষ অনুমতিপত্র ছাড়া এলুমিনিয়ম উৎপাদন এবং প্রস্তুত করিতে পারিবে না।

ভারতে গো-পালন ও পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা

গত ৫০ বৎসর যাবৎ ভারতের গবাদি পশুর উন্নতি সাধনের জন্য যে চেষ্টা করা হইয়াছে, সম্প্রতি ভারত সরকারের পশুচিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণা সমিতি (ইম্পিরিয়াল ভেটারিনারি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট) তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবরণীতে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের গৃহপালিত পশ্বাদির মোট মূল্য প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা এবং কৃষিকার্য্য পরিচালনার জন্য পৃথিবীতে যত পশ্বাদি নিযুক্ত আছে তাহার এক পঞ্চমাংশই ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের শস্যাদির মোট মূল্য হইতেও এই সকল পশু-সম্পদের মূল্য অধিক। কিন্তু গো-মড়কাদি এবং অন্যান্য পশুব্যাধির জন্য ভারতবর্ষে বহু গৃহপালিত পশু মারা যায়। এই মড়ক ও ব্যাধি নিবারণ করিবার জন্য মুক্তেশ্বরে এবং ইজ্জৎনগরে ভারত-সরকারের পশু চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণা সমিতি দুইটী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া রিণ্ডার পেষ্ট, রক্তস্রাবী সেপ্টিসিমিয়া, ব্লাক কোয়াটার, গরুর যক্ষ্মা, এনথ্রাক্স, পশুর গাত্র ও মুখের ঘাঁ, রাণীখেত রোগ প্রভৃতির প্রতিষেধক সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিয়াছে। এইরূপ পশুরোগের পরীক্ষার জন্য বাৎসরিক প্রায় দুই হাজার পশু এই প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিয়া থাকেন। গবেষণার ফলে বিবিধ সংক্রামক রোগের ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কৃষকদের মধ্যে প্রতিবৎসর বহু 'ভাকসিন' ও 'সিরাম' বিতরণ করা হয়। হাঁস, মুর্গী প্রভৃতি সম্বন্ধেও গবেষণা চলিতেছে এবং উৎকৃষ্ট ডিম উৎপাদন করিয়া যাহাতে বিদেশে চালান দেওয়া যায় তাহার জন্যও প্রচেষ্টা হইতেছে। গ্রেট বৃটেন চীন হইতে বাৎসরিক প্রায় ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ডিম আমদানী করে। বোম্বাইয়ের তিনটী ডিমের প্রতিষ্ঠান মাসে মোট ৩০ হাজার ডিম বিদেশে রপ্তানী করে। ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট ডিম পাওয়া গেলে গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষ হইতেই বেশীর ভাগ ডিম ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

ভারত সরকারের কর্ম্মচারীদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ

নয়া দিল্লীতে ভারত সরকারের সাধারণ কর্ম্মচারীদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণাদি বাবদ বর্ত্তমান বৎসরে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতেছে। ইহা ছাড়া ইংরেজ কর্ম্মচারীদের জন্য ৫॥০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক শত গৃহ, ৮॥০ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের দপ্তরখানার কেরাণীদের বাসস্থানের জন্য এবং ২০ লক্ষ টাকা আরও অতিরিক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার জন্য ভারত সরকার ব্যয় করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

দার্জ্জিলিংএ মোটর চালাইবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা

সৈনিক বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে মোটর গাড়ী চালাইবার জন্য দার্জ্জিলিংএ শীঘ্রই একটী স্কুল খোলা হইবে। মোটর গাড়ী চালাইবার জন্য যে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার মেয়াদ হইবে ছয় সপ্তাহ। এইরূপ শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৫ শত ছাত্রের বেশী ভর্ত্তি করা হইবে না।

ভারতে সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়ব্যয়

১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে মে পর্য্যন্ত ভারতে সরকারী রেলওয়েসমূহের আনুমানিক মোট আয়ের এবং ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের মোট আয়ের বিস্তৃত হিসাব দেওয়া হইল :—

রেলওয়ে	(১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে মে পর্য্যন্ত)	১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে মে পর্য্যন্ত)
এ, বি,	২৫,০০০.০০	২৭,০০০,০০
বি, এন,	১৬৩,০০০,০০	১৭২,০০০,০০
বি, বি এণ্ড সি, আই	২১৩,০০০,০০	২০৪,০০০,০০
ই, বি,	৯৫,০০০,০০	৮২,০০০,০০
ই, আই	৩৪৩,০০০,০০	৩৪৫,০০০,০০
জি, আই. পি,	২৪৬,০০০,০০	২২৬,০০০,০০
এম এণ্ড এস এম	১২৬,০০০,০০	১২৬,০০০,০০
এন, ডব্লিউ	২৫৮,০০০,০০	২৩৭,০০০,০০
এস্, আই	৮৭,০০০,০০	৭৯,০০০,০০
রোহিলখণ্ড এবং লক্ষ্ণৌ-বেরিলী	৩৫,০০০,০০	৩৮,০০০,০০
অন্যান্য রেলওয়ে	৯,০০০,০০	৮,০০০,০০
	১৬,০০,০০,০০০	১৫,৪৪,০০০,০০

১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারতে সরকারী রেলওয়েসমূহে সাধারণ কার্য্যপরিচালনা করিবার জন্য আনুমানিক মোট ব্যয় এবং ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের মোট ব্যয়ের বিস্তৃত হিসাব দেওয়া হইল :—

রেলওয়ে	(১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত)	(১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত)
এ, বি,	১১,০০০,০০	১২,০০০,০০
বি, এন্,	৫২,০০০,০০	৪৯,০০০,০০
বি, বি, এণ্ড সি, আই,	৪৭,০০০,০০	৫১,০০০,০০
ই, বি,	৩৭,০০০,০০	৪০,০০০,০০
ই, আই	১০২,০০০,০০	১০১,০০০,০০
জি, আই, পি	৬১,০০০,০০	৫২,০০০,০০
এম এণ্ড এস্ এম্	৩২,০০০,০০	২৮,০০০,০০
এন্ ডব্লিউ	৬১,০০০,০০	৬৩,০০০,০০
এস্, আই	২৩,০০০,০০	২২,০০০,০০
রোহিলখণ্ড এবং লক্ষ্ণৌ-বেরিলী	৭,০০০,০০	৭,০০০,০০
অন্যান্য রেলওয়ে	২,০০০,০০	২,০০০,০০
	৪৩৫,০০০,০০	৪২৭,০০০,০০

ব্রহ্মদেশে তামাক চাষের পরিকল্পনা

ব্রহ্মদেশে তামাক চাষের সম্ভাবনা কতটা আছে তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম দেশের প্রধান মন্ত্রী উহার সভাপতি হইবেন, এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশে সিগারেটের তামাক উৎপাদনের প্রচেষ্টা, তদুদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন, সিগারেট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য ও উৎসাহ দিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে সেই সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও রিপোর্ট প্রদান প্রভৃতি বিষয় উক্ত কমিটির কার্য্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। এই কমিটির নিকট মতামত ও তথ্যাদি প্রেরণের জন্য সিগারেট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ জানান হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, গত ১৯৪০ সালে ব্রহ্মদেশে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার সিগার, তামাক পাতা ও কাটা তামাক আমদানী করা হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে আমদানী হইয়াছিল ৯৩ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার সিগার ও তামাক। অর্থাৎ ১৯৪০ সালের আমদানীর পরিমাণ ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা বেশী দাঁড়াইয়াছে।

ইক্ষু চাষীদিগকে ক্ষতিপূরণ দান

বড়বাঁকী, খেরী, হরদৈ এবং সীতাপুর জিলার ইক্ষুচাষীদিগকে উদ্বৃত্ত ইক্ষুর জন্য প্রতি একর জমিতে ১৫৲ টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে যুক্তপ্রদেশের লাট একটী প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। খেরী জিলার অন্তর্গত নিলানী, পালাই, ভীরা প্রভৃতি কেন্দ্রে (এই সকল অঞ্চলে খাল নাই) একর প্রতি ১০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থানুসারে যুক্ত-প্রাদেশিক সরকারের ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার উপর ব্যয় হইবে। যুক্ত-প্রাদেশিক সরকার গোরক্ষপুর, বস্তী এবং গোণ্ডা জিলায় ইক্ষু চাষের জন্য সংরক্ষিত এলাকা হইতে প্রায় ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বিশেষ কর বাবদ আদায় করিয়াছেন এবং ইক্ষুর জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ তহবিলে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। গোরক্ষপুর, বস্তী এবং গোণ্ডা জিলার ইক্ষুচাষীদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং এই সকল অঞ্চলে প্রতি একর জমির জন্য ২৫৲ টাকা হারে ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হইয়াছে।

রাশিয়ায় কানাডার গম রপ্তানী

কানাডা সরকার শীঘ্রই রাশিয়ায় গম রপ্তানীর সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন আশা করা যায়, গম রপ্তানীর জন্য অনুমতি দেওয়া হইবে। গত বৎসর শরৎকালে কানাডা সরকার রাশিয়া হইতে প্রাপ্ত গমের অর্ডার নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন, কেননা কানাডা সরকার মনে করিয়াছিলেন যে, রাশিয়া প্রেরিত গম জার্ম্মাণীতে পৌঁছিবে।

ভারতে তিসির চাষ

১৯৪০-৪১ সালে বৃটীশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে ৩৫ লক্ষ ৮৩ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে, পূর্ব্ববৎসরে এইরূপ চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩৭ লক্ষ ১৫ হাজার একর। ১৯৪০-৪১ সালে মোট তিসি উৎপন্নের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টন হইবে বলিয়া অনুমিত হয়; পূর্ব্ব বৎসরে তিসি উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টন। ভারতের কোন কোন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে ১৯৪০-৪১ সালে কি পরিমাণ জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে এবং কি পরিমাণ তিসি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমি (একর)	তিসির পরিমাণ (টন)
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১,৩০৫,০০০	১০৩,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৮৪১,০০০	১৬১,০০০
বিহার	৫৩৪,০০০	৭১,০০০
বাংলা	১৫৫,০০০	২২,০০০
বোম্বাই	১০২,০০০	১০,০০০
পাঞ্জাব	৩৩,০০০	২,০০০
উড়িষ্যা	৮,০০০	১,০০০
হায়দরাবাদ	৪৫৪,০০০	৪৩,০০০
কোটা (রাজপুতানা)	৭৯,০০০	৯,০০০
ভুপাল (মধ্যভারত)	৭২,০০০	৮,০০০
	৩,৫৮৩,০০০	৪৩০,০০০

ভারত হইতে বিদেশে সরিষা ও তিসি রপ্তানী

১৯৩৯-৪০ সালে যে চারি বৎসর শেষ হইয়াছে এবং ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর এই নয় মাসে বৃটীশ ভারত হইতে সমুদ্রপথে যে পরিমাণ সরিষা ও তিসি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :—

বৎসর	সরিষা (টন)	তিসি (টন)
১৯৩৬-৩৭	৩৭,৭০০	২৯৬,০০০
১৯৩৭-৩৮	৩১,৯০০	২২৭,০০০
১৯৩৮-৩৯	১১,৭০০	৩১৮,০০০
১৯৩৯-৪০	২১,৭০০	২১৯,০০০
১৯৪০-৪১ (৯ মাস)এপ্রিল-ডিসেম্বর	৩৪,৫০০	১৮৭,০০০

বিভিন্ন দেশে তৈলবীজের চাষ

১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে তৈলবীজের চাষ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে; ১৯৪০ সালে ৩২ লক্ষ ২৮ হাজার একর জমিতে তৈলবীজের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে ক্যানাডায় ৪ লক্ষ ৬ হাজার একর জমিতে তৈলবীজের চাষ হইয়াছে এবং ৮০ হাজার টন তৈল বীজ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়; ১৯৩৯ সালে ৩ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে তৈলবীজের চাষ হইয়াছিল এবং ৫১ হাজার টন তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছিল। আর্জ্জেনটাইনে ১৯৪০-৪১ সালে ৬৭ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে তৈলবীজের চাষ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং ১৫ লক্ষ ৪২ হাজার টন তৈলবীজ উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ৭৬ লক্ষ একর জমিতে তৈলবীজের চাষ হইয়াছিল এবং ৯ লক্ষ ৯৮ হাজার টন তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারতের কাপড়ের কলে ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের কাপড়ের কলে ব্যবহৃত ভারতীয় তুলার পরিমাণ ২ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৮ বেল (চারিশত পাউণ্ডে এক বেল ধরা হইয়াছে) দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে এইরূপ ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩ পাউণ্ড। ১৯৪০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারতের কাপড়ের কলে ২৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ৪১ পাউণ্ড ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে।

কানাডায় অগ্নি ও মোটর বীমা

১৯৪০ সালে কানাডায় অগ্নি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ কোটী ২৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭ শত ৪২ ডলার এবং এই বীমার বাবদ ৮ লক্ষ ৮ হাজার ৯ শত ৪৭ ডলার প্রিমিয়াম পাওয়া গিয়াছে। এই প্রিমিয়ামের পরিমাণ ১৯৩৯ সালে অগ্নিবীমার প্রিমিয়ামের তুলনায় শতকরা ১·৯২ ভাগ বেশী হইয়াছে। ১৯৪০ সালের মোট অগ্নিবীমার পরিমাণের মধ্যে কানাডার কোম্পানীগুলি ১ কোটী ৯৬ লক্ষ ১ হাজার ৫ শত ১১ ডলার, বৃটীশ কোম্পানীগুলি ১ কোটী ৫৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৮ শত ১৮ ডলার এবং বিদেশী কোম্পানীগুলি ১ কোটী ৬৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪ শত ১৩ ডলার মূল্যের বীমা সংগ্রহ করিয়াছে। অগ্নিবীমার জন্য বিভিন্ন কোম্পানীগুলি ১৯৪০ সালে ১ কোটী ৫৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭ শত ২ ডলার লোকসান দিয়াছে; ১৯৩৯ সালে এইরূপ লোকসানের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৬১ লক্ষ ৮৮ হাজার ২ শত ৭৮ ডলার। ১৯৪০ সালে বিভিন্ন শ্রেণীর মোটর বীমার জন্য বীমা কোম্পানীগুলি মোট ২ কোটী ১১ লক্ষ ৮২ হাজার ৯ শত ৯৬ ডলার প্রিমিয়াম বাবদ আয় করিয়াছে। ১৯৪০ সালের এই প্রিমিয়ামের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৩ লক্ষ ২৩ হাজার ১ শত ২৩ ডলার বেশী হইয়াছে। ১৯৪০ সালে বীমা কোম্পানগুলি মোট বীমার জন্য ১ কোটি ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ২ শত ৭২ ডলার লোকসান দিয়াছে।

ভারতে রাবার উৎপাদন

১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে প্রায় ৩ কোটী ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৬ শত ৬৩ পাউণ্ড কাঁচা রাবার উৎপন্ন হইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ রাবার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ১০ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭ শত ৫৯ পাউণ্ড। ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতে মোট মজুদ শুষ্ক রাবারের পরিমাণ ছিল ৫৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬ শত ১৮ পাউণ্ড; ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এইরূপ শুষ্ক মজুদ রাবারের পরিমাণ ছিল ৮০ লক্ষ ৫১ হাজার ১ শত ৬৬ পাউণ্ড। ১৯৩৯ সালে রাবারের উৎপাদন শতকরা ৭৫ ভাগ ত্রিবাঙ্কুরে, শতকরা ১২ ভাগ মাদ্রাজে, শতকরা ১০ ভাগ কোচিনে, কুর্গে শতকরা ২ ভাগ ও মহীশূরে শতকরা ১ ভাগ হইয়াছিল। যে সমস্ত এলাকায় রাবারের চাষ হইয়াছিল তাহার মধ্যে কোচিনে প্রতি একরে ৩১৬ পাউণ্ড, ত্রিবাঙ্কুরে ২৬৯ পাউণ্ড, মাদ্রাজে ২৫৬ পাউণ্ড, কুর্গে ২৩৯ পাউণ্ড এবং মহীশূরে ৮১ পাউণ্ড রাবার উৎপন্ন হইয়াছিল। রাবার চাষের জন্য কম্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৯৩৯ সালে ৩২ হাজার ৯ শত ৪৭ জন, এবং ইহার মধ্যে ২৩ হাজার ২ শত ৯১ জন স্থায়ীভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে ২ কোটী ৩০ লক্ষ ৩ হাজার পাউণ্ড রাবার বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল; ১৯৩৮-৩৯ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ২ কোটী পাউণ্ড। ভারত হইতে বিদেশে রাবার রপ্তানীর ব্যাপারে ব্রহ্মদেশ হইতে বিদেশে রাবার রপ্তানীর পরিমাণ ধরা হয় নাই।

ভারতে সিংহলের নারিকেলের কাটতি

১৯৪০ সালে ভারতে ৫ লক্ষ হন্দর (এক হন্দরে প্রায় এক মণ সাড়ে চৌদ্দ সের) সিংহলের নারিকেল কাটতি হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে ভারতে সিংহল যত পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করিয়াছিল তাহার মধ্যে নারিকেলের রপ্তানী শতকরা ৭৮ ভাগ। ১৯৩৬ সালে সিংহলের নারিকেলের শুষ্ক শাঁস ৯ লক্ষ ৮৮ হাজার হন্দর ভারতে আমদানী হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতে সিংহলের নারিকেলের শুষ্ক শাঁসের সমস্ত রপ্তানীর ৫০ ভাগ হইতে ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ক্রয় করিতেছে। ১৯৩০ সালে ৭৩ হাজার হন্দর এবং ১৯৩২ সালে ৫ লক্ষ ১৪ হাজার হন্দর সিংহলের নারিকেল তৈল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে।

ভারতে চীনা বাদামের চাষ

যুদ্ধের দরুণ ভারতীয় চীনা বাদামের খৈলের বিদেশে কাটতি যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ এবং বোম্বাইয়ে (এই সকল স্থানেই চীনাবাদাম বেশী চাষ হইয়া থাকে) চীনাবাদাম বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশীর ভাগ জমিতে চাষ হইতেছে। ভারত সরকার মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ এবং বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়া যাহাতে চীনাবাদামের চাষ বর্ত্তমানের চেয়ে কম জমিতে হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন সহরে কলের জলের অপচয়

যুক্তপ্রদেশের যে ২৩টী সহরে জলের কলের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে ১৮টী সহরে কলের জলের যেরূপ অপচয় হয় তাহার একটী মোটামুটি হিসাব পাওয়া গিয়াছে। উহাতে প্রকাশ, গত বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, লক্ষ্ণৌ সহরে রাত্রিতে যতক্ষণ জল সরবরাহ করা হয় সেই সময় ঘণ্টায় ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫ শত গ্যালন (এক গ্যালনে সাড়ে তিন সের) জল অপচয় হইয়া থাকে। দিবাভাগে জল সরবরাহের সময় সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৬ লক্ষ ৮ হাজার ৭ শত ৩৬ গ্যালন জলের অপচয় হয়। এইরূপ জলের অপচয়ের পরিমাণ মোট জল সরবরাহের ৬০·৩৭ ভাগ এবং এই জন্য বৎসরে ৩ লক্ষ ৩৫৩ হাজার টাকা ক্ষতি হয়। কাণপুরে রাত্রিতে ঘণ্টায় ২ লক্ষ ৯১ হাজার ১ শত ৯৬ গ্যালন এবং দিনে ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯ শত ৭৪ গ্যালন জল ঘণ্টায় অপচয় হয়। এই জন্য ২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়া থাকে। এলাহাবাদে রাত্রিতে ঘণ্টায় ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯ শত ৭২ গ্যালন এবং দিনে ঘণ্টায় ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪ শত ৩১ গ্যালন জলের অপচয় হয় এবং এই জন্য ক্ষতির পরিমাণ ২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। এই সকল সহরের পরেই আগ্রা, মথুরা, মীর্জ্জাপুর এবং ফয়জাবাদ প্রভৃতি সহরে কলের জলের অপচয় হয়।

বরিশালে ধান্যবীজ বিতরণ

বরিশালের বন্যা ও বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে বাংলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগ ৫০ হাজার মণ ধান্যবীজ বিতরণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

চাউলের ন্যায়সঙ্গত মূল্য নির্দ্ধারণ

২৯শে জুন তারিখে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের (ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতির) কার্য্যকরী সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও চাউলের একটি ন্যায়সঙ্গত মূল্য নির্দ্ধারণের প্রশ্ন উক্ত সভার আলোচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্গত ছিল।

প্রস্তাবিত বঙ্গীয় কৃষি আয়কর

বাঙ্গলা সরকার কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই বিষয়ে একটি বিলের খসড়াও প্রস্তুত করা হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ভারতে সংবাদপত্র-কাগজ শিল্পের সম্ভাবনা

পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের কয়েকটি কাগজের মিলের কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, ন্যায়সঙ্গত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইলে তাঁহারা সংবাদপত্রের মুদ্রণোপযোগী কাগজ প্রস্তুত আরম্ভ করিতে পারেন। তাঁহারা ইহাও জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি পাইলে তাঁহারা এক বৎসরের মধ্যেই ভারতে সংবাদপত্রের কাগজ শিল্প গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন এবং কয়েক বৎসর পরে উক্ত সংরক্ষণেরও আর প্রয়োজন থাকিবে না।

টেলিগ্রামের নূতন ফরম

ভারতীয় তার বিভাগ এবং ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের মধ্যে টেলিগ্রামের নূতন ফরম্ সম্পর্কে যে পত্র বিনিময় হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, ফরমের আয়তন পরিবর্ত্তন করা হইবে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে নূতন ফরমের নানা অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত চেম্বার তার বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তাঁত শিল্পের প্রয়োজনীয়তা

গত ২২শে জুন বাংলা সরকারের শিল্পপ্রদর্শনীগৃহে (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মিউজিয়ম) দেশীয় তাঁতের বস্ত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি বলেন যে, বর্ত্তমানে তাঁত শিল্পের উন্নতির উপর দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। স্যার মন্মথের মতে তাঁত শিল্পের ব্যাপক প্রসারের দ্বারা বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে।

ল্যাঙ্কাশায়ার মিলসমূহের লভ্যাংশ

গত ১৯৪০ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলগুলি যে পরিমাণ লাভ করিয়াছে ১৯২১ সালের পর আর কখনও উহা এত অধিক হয় নাই। ১১৬টি কাপড়ের কলের ১৯৩৯ সালে শতকরা ৫'৯৩ ভাগ লভ্যাংশের তুলনায় ১৯৪০ সালে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে শতকরা ৯'৫৬ ভাগ। সূতা প্রস্তুত ও বস্ত্র বয়নের ১২টি মিলের লভ্যাংশ গত ১৯৩৯ সালের শতকরা ২'৪৫ ভাগের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে শতকরা ৫'১৮ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। ৭২টি সূতার কলের গড়পরতা লাভ হইয়াছে ১২ হাজার ৪৯৮ পাউণ্ড; সে ক্ষেত্রে ১৯৩৯ সালে ৮৬টি সূতার কলের গড়পরতা লাভ দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ৫ হাজার ৫৯৬ পাউণ্ড। ১৯৪০ সালে আরও ৭১টি মিলের মোট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৭৯ পাউণ্ড; ১৯৩৯ সালে ৫৬টি মিলের মোট লাভ হইয়াছিল ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৬১ পাউণ্ড এবং ১৫টি মিলের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫২ হাজার ৯৪৫ পাউণ্ড।

সমর ঋণ

১৯৪১ সালের ২১শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা বাবদ ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৬৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ২ শত টাকা দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৪১ সালে ১৪ই জুন পর্য্যন্ত বিনাসুদী দেশ রক্ষা বণ্ডের জন্য ২ কোটী ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং ৩৲ টাকা সুদের দেশ রক্ষা ঋণ বাবদ (পূর্ব্ববর্ত্তী ঋণের পরিমাণ ধরিয়া) ৫৪ কোটী ৪২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। পোষ্ট অফিস মারফতে দশ বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ২ কোটী ৮৭লক্ষ ৯১ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। ১৯৪১ সালের ১৪ই জুন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রকার দেশ রক্ষা বাবদ ভারতীয় ঋণের পরিমাণ মোট ৫৯ কোটী ৭২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার :—শ্রীসুধাকান্ত দে প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল বুক এজেন্সী, ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়। মূল্য ৩৲ টাকা।

সুধাকান্ত দে মহাশয় একজন সুলেখক। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি নবাগত না হইলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বোধহয় তাঁহার এই প্রথম আবির্ভাব। অবশ্য ভূমিকায় লেখক জানাইয়াছেন, কথা-সাহিত্যের বিভাগেও তিনি বহু পূর্ব্বেই লেখনী ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু পাঠক সমাজের কাছে 'প্রেম নহে মোর মৃদু ফুল হার' তাঁহার প্রথম প্রয়াস। আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। বিষয়বস্তুর সুসঙ্গত সমাবেশ, নিপুণ চরিত্র চিত্রণ ও সংলাপের ঘাত-প্রতিঘাতে উপন্যাসখানি সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, ব্যাপক সামাজিক পটভূমিকায় লেখক তাঁহার বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে ধীরে ধীরে এক সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয় এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে। পুস্তকখানি কোথাও সমস্যা-ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে নাই। সুধাকান্ত বাবু যে পাকা লেখক, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে 'কমলা' চরিত্রই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। রমেন ও নরেশের চরিত্রও সুন্দর ফুটিয়াছে। তবে, তরুণ জমিদার নরেশকে আর একটু বাস্তব-সচেতন করিলেই যেন ভাল হইত। যাহা হউক, প্রেমের দ্বন্দ্ব-দোলায় আবর্ত্তিত হইতে হইতে নরেশের জীবন এমন এক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে পরবর্ত্তী ঘটনাবলী জানিবার জন্য পাঠক পাঠিকারা উদগ্রীব হইয়া থাকিবেন। আশা করি, লেখক এই উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন এবং প্রথম ভাগের ন্যায় উহাও পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী

ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ভারতবর্ষের বৃহত্তম বীমা কোম্পানী-সমূহের এবং বাঙ্গলার যে কয়টি বীমা কোম্পানী বীমাকারীদের স্বার্থ সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে সংরক্ষিত করিয়া তাহাদের আস্থা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার অন্যতম। সম্প্রতি আমরা উক্ত কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি।

আলোচ্য বৎসরে ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ৭৭০৯টি পলিসিতে মোট ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। ১৯৩৯ সালে এই কোম্পানী পৌনে দুই কোটি টাকার মত বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু কোন বীমা কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া উহার দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নহে। বরং বর্ত্তমান যুদ্ধের এই অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির মধ্যে ন্যাশনালের পরিচালকগণ বীমাকারী নির্ব্বাচনে অধিকতর সতর্কতা ও কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বিশেষ সমীচীন কাজ করিয়াছেন—একথা বলা যায়।

আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম ও এন্যুইটি বাবদ ন্যাশনালের ৫৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ১১৩ টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ, লভ্যাংশ ইত্যাদি বাবদ ১৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৪৮ টাকা আয় হইয়াছে। ব্যয়ের দিকে মৃত্যুদাবী বাবদ ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৮১ টাকা, বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ১৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ৩১৮ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৪ লক্ষ ৫২.৩ টাকা এবং আফিসের কার্য্যপরিচালনা বাবদ ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা প্রদান। আলোচ্য বৎসরে ন্যাশনালের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া সোয়া-পঁচিশ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং উহা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। বৎসরের শেষে এই তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৫৬ টাকা। গত বৎসর ন্যাশনাল উহার প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ২৮·৮ ভাগ উহার কার্য্যপরিচালনার জন্য ব্যয় করিয়াছিল—এবার উহার হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা ২৭·৪ ভাগ।

ন্যাশনালের ব্যালান্স সীটে দেখা যায় যে উহার জীবন বীমা তহবিল ও অন্যান্য তহবিলে ন্যস্ত সম্পত্তির মধ্যে সম্পত্তি বন্ধকে ২২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্যের সীমার মধ্যে পলিসি বন্ধকে ৪৯ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, কোম্পানীর কাগজ, ডিবেঞ্চার, প্রেফারেন্স শেয়ার ইত্যাদিতে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা এবং নিজস্ব ইমারতে ৩৮ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা দাদন করা রহিয়াছে। উহাতে বুঝা যায় যে কোম্পানীর তহবিল খুব নিরাপদভাবে খাটানো হইতেছে। গত ১৯৩৯ সালে ন্যাশনাল উহার তহবিল খাটাইয়া গড়পরতায় শতকরা ৪·৩৬ টাকা সুদ উপার্জ্জন করিয়াছিল—এবার উহার হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪·৩৭ ভাগ। সুতরাং ন্যাশনালের তহবিল কেবল নিরাপদ নহে, উহা অধিকতর লাভজনক পন্থায়ও নিয়োজিত হইয়াছে।

মোটের উপর সতর্কতার সহিত বীমা নির্ব্বাচন, মিতব্যয়িতার সহিত কার্য্যপরিচালনা, নিরাপদ ও লাভজনক উপায়ে তহবিল বিনিয়োগ, তৎপরতার সহিত দাবী পরিশোধ ইত্যাদি সকল দিক হইতেই ন্যাশনালকে একটি আদর্শ বীমা প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। বীমাকারিগণ নির্ভয়ে উহাতে বীমা করিতে পারেন। এই কোম্পানীটি যে প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে গত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সময়ের জন্য উহার যে ভেলুয়েশন হইবে তাহার ফলস্বরূপ উহার পলিশি গ্রাহকগণ যে সন্তোষজনক হারে বোনাস পাইবেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ন্যাশনালের এই অনন্য সাধারণ সাফল্যের জন্য আমরা উহার কর্ণধার মিঃ কে এম নায়ককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার পরিচালনায় ন্যাশনাল ভারতীয় বীমা জগতের একটি শক্তিশালী স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উহা আরও শক্তিশালী হইবে—উহাই আমরা আশা করি।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গত ১৯শে জুন অপরাহ্নে দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ভাগলপুর শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভাগলপুর সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ভাগলপুরের বিভাগীয় কমিশনার মিঃ বি কে গোখেল। গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায়বাহাদুর রণজিৎ সিংহ ভাগলপুরে দাশ ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এডভোকেট মিঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে জাতীয় জীবনে শিল্প ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ ব্যবসায় জীবনে সাফল্যলাভের উপায় বর্ণনা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে শিল্প ও ব্যবসায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। রায় বাহাদুর সুখরাজ রায় মহাশয়ের বক্তৃতার পর উদ্বোধন উৎসব সমাপ্ত হয়। সমাগত অতিথিবর্গকে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

বেঙ্গল কমার্শিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৯শে জুন লালমণিরহাটের প্রবীণ ব্যবসায়ী সুরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বেঙ্গল কমার্শিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের লালমণিরহাট শাখার দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় এই ব্যাঙ্কের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দেন। অতঃপর ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ইউ সি সরকার বর্ত্তমান যুগে ব্যাঙ্কের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে উহার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভার শেষে সমাগত অতিথিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

পল্লীলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৩ই জুন বেলা ১২ ঘটিকার সময় কলিকাতা পল্লীলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের আঙ্গারিয়া (ফরিদপুর) শাখার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পি কে চৌধুরী মহাশয় মিঃ এ গাঙ্গুলীর সহায়তায় এই উদ্বোধন কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ দত্ত ও শাখা সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সাহার আপ্রাণ চেষ্টায় উক্ত ব্যাঙ্কের আঙ্গারিয়া শাখার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ সাহা মহাশয়ের সাহায্য এবং সহায়তাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উদ্বোধন দিবসেই জনসাধারণের নিকট হইতে আশাতীত সাড়া পাওয়া গিয়াছে। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত উদ্বোধন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ভ্রম সংশোধন

গত ২৩শে জুন তারিখের আর্থিক জগতে (৮ম সংখ্যা) "কোম্পানী প্রসঙ্গে" হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃএর আলোচনায় একটী বাক্যে 'স্বর্ণ' স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ 'ফার্ম্ম' ছাপা হইয়াছে। সংশোধিত বাক্যটী এইরূপ—"দাদন, ক্যাশ ক্রেডিট ইত্যাদি হিসাবে ব্যাঙ্কের যে ২৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা নিয়োজিত ছিল তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা অবগত হইয়াছি যে, উহার অধিকাংশ টাকাই কোম্পানীর কাগজ, 'স্বর্ণ' ইত্যাদির জামীনে দাদন করা হইয়াছে।"

(সঃ আঃ জঃ)

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৭শে জুন

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যাঙ্কসমূহের কল টাকার সুদের হার শতকরা ॥০ আনা ছিল, কিন্তু ঋণ গ্রহীতা প্রকৃত পক্ষে কেহই ছিল না। বিনিময় বাজারে সাধারণ কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছিল এবং কতকটা কাজকারবারও হইয়াছিল। রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মানী যে বিরাট ও নাটকীয় আক্রমণ চালাইয়াছে, সেইরূপ পরিস্থিতির জন্য বাজারে কোনরূপ পরিবর্ত্তনের ভাব দেখা যায় নাই। বিনিময় বাজারে কতক পরিমাণে ষ্টার্লিং এবং ডলার বিল আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু উহাদের বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না।

গত ২৪শে জুন তারিখে তিন মাসের মেয়াদি ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। ইহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটী ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে এইরূপ আবেদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৬৯ পাই দরে সমস্ত এবং ৯৯৮৬ পাই দরের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। ২ কোটী টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের বার্ষিক শতকরা সুদের হার গড়ে ৮/১০ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারি বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৮/১১ পাই। আগামী ২রা জুলাই ৩ মাসের মেয়াদি ২ কোটী টাকার ট্রেজারি বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

গত ১৮ই জুন হইতে ২৩শে জুনের মধ্যে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারি বিল বিক্রয়ের পরিমাণ ২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ২৫শে জুন হইতে ১লা জুলাইয়ের মধ্যে ৯৯৮/০ দরে তিন মাসের মেয়াদি ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারি বিলের বিক্রয় চলিতে থাকিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২০শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে মোট চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটী ৬৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৬১ কোটী ২৫ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে ৬৫ লক্ষ টাকা, পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এইরূপ ধার দেওয়ার পরিমাণ ছিল ৯০ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমান সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৭ কোটী ৪৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা, পূর্ব্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কেটী ৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। এই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ হইতেছে ৩১ কোটী ৪২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা, পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৭ কোটী ৯৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এই সপ্তাহে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ৪ কোটী ৯২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ২ কোটী ৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ৪ কোটী ৪২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে এইরূপ আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫ কোটী ৯০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, ২ কোটী ২১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা এবং ৩ কোটী ৫৯ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫$\frac{১৫}{১৬}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬$\frac{৩}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৭শে জুন

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের মূল্যে বৃদ্ধির ভাব দেখা যায়। এ সপ্তাহে শেয়ার বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী ছিল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মানির যুদ্ধ ঘোষণার পর যে রাজনৈতিক পরিস্থির উদ্ভব হইয়াছে, সেইজন্য বাজারে একটা অনুকূল প্রতিক্রিয়ার ভাব দেখা গিয়াছিল। এই সপ্তাহের সোমবারে শেয়ারের মূল্যে যে বৃদ্ধির ভাব দেখা গিয়াছিল, তাহা বেশী সময় স্থায়ী হয় নাই, এবং অন্ত বাজার বন্ধের দিকে শেয়ারের দরে গত সোমবারের তুলনায় কতকটা নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। যদি শেয়ার বাজারের অবস্থা বর্ত্তমানের ন্যায় স্থির থাকে, তাহা হইলে নিকট ভবিষ্যতে বাজার বিশেষ তেজী হইবে বলিয়াই মনে হয়।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। কোম্পানীর কাগজের প্রচুর চাহিদা ছিল কিন্তু কোম্পানীর কাগজ বিক্রেতাদের সংখ্যা কম ছিল। ৩৷৽ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৬ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৷৷৽ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০২৸৴৽ আনা; ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৯৷৴৽ আনা; ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৶৽ আনা এবং ৫৲ সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১৷৶৽ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯ সালের সি, পি, ঋণপত্র ৯৯৷৷৽ আনা; ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯ সালের পাঞ্জাব ঋণপত্র ৯৯৷৽ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের আসাম ঋণপত্র ৯৭৷৷৽ আনা এবং ৩৲ সুদের ১৯৫২ সালের ইউ, পি, ঋণপত্র ৯৮৷৷৽ আনায় বিকিকিনি হয়।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে ডানবার ২২৪৲ টাকা, নিউ ভিক্টোরিয়া ২৷৷৶৽ আনা, কাণপুর টেক্সটাইল ৭৷৶৽ আনা, বেঙ্গল নাগপুর ১৪৷৷৽ আনা, এলগিন ২২৸৽ আনা এবং মুইর ২৭৫৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লার খনি

এই সপ্তাহের কয়লার খনির শেয়ারের দর স্থির ছিল এবং কাজকারবারও সীমাবদ্ধ ছিল। বেঙ্গল ৩৪৫৲ টাকা, দেযোমেইন ১৩৷৵৽ আনা, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৯৷৷৽ আনা, শিবপুর ২১৸৵৽ আনা এবং সাউথ করণপুরা ৪৷৷৴৽ আনায় বেচাকেনা হয়।

পাটকল

এ সপ্তাহেও পাটকলের শেয়ারের ভাল চাহিদা ছিল এবং শেয়ারের দরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হাওড়া ৫৩৸৽ আনা, কামারহাটী ৫২০৲ টাকা, এংলো-ইণ্ডিয়া ৩৫১৲ টাকা, মেঘনা ৪৩৵৽ আনা, রিলায়েন্স ৫৮৷৷৽ আনা, গৌরী-পুর ৬৯৭৲ টাকা এবং নদীয়া ৬২৷৷৽ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চা-বাগান

এই বিভাগে পেট্রোকোলা ৯০০৲ টাকা। বিশ্বনাথ ২৬৷৷৽ আনা, হাতিকুলী ১৯৸৴৽ আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১০৵৽ আনা, ডৌরাচেড়া ১২৴৽ আনা এবং রাজনগর ৭৷৷৽ আনায় কাজকারবার হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৪৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল এবং ষ্টীল করপোরেশনের দরও ২০৷৷৶৽ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। সপ্তাহের শেষ দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ারের দর যথাক্রমে ৩২৷৷৽ আনা এবং ২০৷৵৽ আনায় নামিয়া গিয়াছিল। বার্ণ এণ্ড কোং ৩৯৯৲ টাকা, বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১০৷৷৽ আনা, হুকুমচাঁদ ষ্টীল ১৪৵৽ আনা, ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড ওয়াগন ৬৪৷৽ আনা, ইণ্ডিয়ান ষ্টীল প্রডাক্টস ৫৪৷৷৽ আনা, কুমারধুবী ৪৷৵৽ আনা এবং সারণ ৬৷৽ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের ভাল চাহিদা ছিল। বুলাণ্ড ১৭৷৷৽ আনা, কাণপুর ১৮৷৵৽ আনা, চম্পারণ ১৪৸৽ আনা এবং কেরু ৯৸৴৽ আনায় বেচা-কেনা হয়।

বিবিধ

এই বিভাগে বার্ম্মা করপোরেশন ৪৸৽ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ২৷৵৽ আনা, টীটাগড় পেপার ১৯৸৽ আনা, ডানলপ রবার ৪০৸৽ আনা, এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ১৭৷৽ আনা, মহীশূর পেপার ১৫৵৽ আনা, ইণ্ডিয়া পালপ ১৪৭৲ টাকা এবং ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ২১৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷৽ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২০শে জুন—৯৫৸৴৽ ৯৬৴৽; ২১শে—৯৫৸৶৽; ২৩শে—৯৪৸৵৽ ৯৬৷৽; ২৪শে—৯৫৸৽ ৯৬৶৽; ২৫শে—৯৫৸৵৽ ৯৬৵৽; ২৬শে—৯৫৸৵৽ ৯৬৲। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে জুন—৮২৷৴৽ ৮২৷৶৽। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২০শে জুন—১০১৷৷৶৽ ১০২৲; ২১শে—১০১৷৷৵৽; ২৩শে—১০১৷৷৵৽ ১০১৸৵৽; ২৪শে—১০১৸৽; ২৬শে—১০১৸৽। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১) ২৪শে জুন—১০০৷৽ ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২০শে জুন—৯৯৸৵৽ ১০০৲; ২৬শে—১০০৴৽। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৩শে জুন—৯৫৶৽; ২৪শে—৯৫৷৽ ২৬শে—৯৫৲ ৯৬৲। ৩৷৷৽ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২০শে জুন—১০২৸৽ ১০২৸৶৽; ২৪শে—১০২৸৵৽ ১০৩৲; ২৫শে—১০৩৲; ২৬শে—১০৩৸৴৽। ৩৲ সুদের সি, পি, ঋণ (১৯৪৯) ২৫শে জুন—৯৯৷৷৽। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৯) ২০শে জুন—৯৯৷৷৵৽; ২১শে—৯৯৷৶৽ ৯৯৷৷৶৽; ২৪শে—৯৯৷৶৽ ৯৯৷৷৴৽; ২৫শে—৯৯৷৽। ৩৲ সুদের ইউ, পি, ঋণ (১৯৫২) ২৪শে জুন—৯৮৷৽; ২৫শে—৯৯৷৶৽; ২৬শে—৯৮৷৷৽। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২১শে জুন—১০৯৲; ২৩শে—১১১৵৽ ১১১৷৶৽; ২৪শে—১১১৲ ১১১৷৽; ২৫শে—১১১৶৽ ১১১৷৶৽। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২০শে জুন—১১১৴৽; ২১শে—১১১৶৽; ২৩শে—১১১৵৽ ১১১৷৶৽; ২৪শে—১১১৲ ১১১৷৽; ২৫শে—১১১৶৽ ১১১৷৶৽। ৩৲ সুদের আসাম ঋণ (১৯৫২) ২৬শে জুন—৯৭৷৷৽।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ২১শে জুন—৩৯৪৲ ৩৯৬৲; ২৩শে—৩৯৩৲ ৩৯৭৲; ২৫শে—৩৯৩৲ ৩৯৫৲; (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২০শে জুন—১,৫৮০৲ ১,৫৮৬৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২০শে জুন—১০৩৲ ১০৪৲; ২৩শে—১০৩৷৷৽; ২৪শে—১০৩৲ ১০৪৷৷৽; ২৫শে—১০৪৲ ১০৫৲; ২৬শে—১০৪৲ ১০৫৲। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ) ২৬শে জুন—১৫১৷৷৽।

রেলপথ

চাপারমুখ শিলাঘাট রেলওয়ে ২১শে জুন—৮৫৲। ডিহিরি রোটাস রেলওয়ে ২৪শে জুন—১০৲ ১০।/০। ফতোয়া ইসলামপুর ২৩শে জুন—৮৯৲। হাওড়া আমতা রেলওয়ে ২০শে জুন—৯১৲; ২৪শে—৯৫৲ ৯৭৲। ময়ুরভঞ্জ রেলওয়ে ২৪শে জুন—৭৩৲ ৭৪৲। আড়া-সাসারাম রেলওয়ে ২৬শে জুন—৬৬৲ ৬৭৲।

কাপড়ের কল

বেনারস কটন এণ্ড সিল্ক ২০শে জুন—৩৵০ ৩।০; ২৩শে—৩।/০; ২৫শে—৩৵০ ৩।/০। বেঙ্গল নাগপুর ২৩শে জুন—১৪৲ ১৪।০; ২৪শে—১৪।৵০ ১৪৸৵০; ২৫শে—১৪।৵০ ১৪৸৵০। বাউরিয়া (অর্ডি) ২০শে জুন—২৫০৲; ('বি' প্রেফ) ২৪শে জুন—৭৮৲। কাণপুর টেক্সটাইলস ২০শে জুন—৬৸/০ ৭৵০; ২১শে—৬৸৵০ ৭৵০; ২৩শে—৭৲ ৭॥০; ২৪শে—৭৲ ৭।৶০; ২৫শে—৭৵০ ৭॥৵০; ২৬শে—৭।৵০ ৭॥৵০। ডানবার ২০শে জুন—২০২৲ ২১১৲; ২১শে—২১২৲ ২১৫॥০; ২৩শে—২১১॥০ ২২৫৲; ২৪শে—২১৯॥০ ২২২॥০; ২৫শে—২১৯৲ ২২২৲; ২৬শে—২২১৲ ২২৪॥০। এলগিন মিলস্ (অর্ডি) ২৩শে জুন—২০॥০ ২২৲; ২৪শে—২১।০ ২১৸০; ২৫শে—২১৸০; ২৬শে—২২।৵০ ২২৸৵০। কেশোরাম (অর্ডি) ২০শে জুন—৬৸/০ ৬৸৶০; ২১শে—৬৸৶০ ৭।০; ২৩শে—৭৶০ ৭৸/০; ২৪শে—৭।০ ৭॥৵০; ২৫শে—৭৶০ ৭॥০; ২৬শে—৭।০ ৭॥৵০। মুইর মিলস (অর্ডি) ২০শে জুন—২৭৩॥০ ২৭৫৲ (প্রেফ) ২১শে জুন—৭৬৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২০শে জুন—২।০ ২।৶০; ২১শে—২।০ ২।৶০; ২৩শে—২।৵০ ২॥/০; ২৪শে—২।৵০ ২॥/০; ২৫শে—২।৵০ ২॥/০; ২৬শে—২।৶০ ২॥৶০; (প্রেফ) ২০শে জুন—৫৸/০; ২৪শে—৫৸৵০; ২৫শে—৫॥৵০ ৫৸/০; ২৬শে—৫॥৵০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ২০শে জুন—২৫৵০ ২৫।৵০; ২১শে—২৫৵০ ২৫।৵; ২৪শে—২৪।৵০। বেঙ্গল ২৩শে জুন—৩৬৩৲ ৩৬৮৲; ২৩শে—৩৬৩৲ ৩৬৭৲; ২৪শে—৩৬০৲ ৩৬৪৲; ২৫শে—৩৪৫৲ ৩৬১৲। ভালগোড়া ২০শে জুন—৪॥/০ ৪॥৵০; ২৪শে—৪॥৶০; ২৫শে—৪॥৶০। বোকারো এণ্ড রামগড় ২০শে জুন—১৪/০ ১৪।০; ২৩শে—১৪॥০; ২৫শে—১৪।০; ২৬শে—১৪॥০। বড় ধেমো—২০শে জুন—৪৶০ ৪।০। বরাকর ২০শে জুন—১২।৵০ ১২।৶০। ধেমোমেইন ২৩শে জুন—১২৸/০ ১৩।০; ২৪শে—১২৸/০ ১৩।৵০; ২৫শে—১৩৲ ১৩।৵০। ইকুইটেবল ২০শে জুন—৩৪।/০; ২৫শে—৩৪।০ ২৬শে—৩৪৲ ৩৪।০। কাটরাস ঝরিয়া ২০শে জুন—২৬৲; ২৩শে—২৫৸০ ২৬৲; ২৪শে—২৬৲; ২৬শে—২৫৲। নাজিরা ২০শে জুন—৭॥/০ ৭৸/০; ২৩শে—৮৲ ৮।০। নিউ বীরভূম ২০শে জুন—১৫॥৵০; ২১শে—১৫॥০; ২৩শে—১৫৸০। রাণীগঞ্জ ২০শে জুন—২৫॥০। শিবপুর—২৪শে জুন—২১।০ ২১॥৵০; ২৫শে—২১৸৵০ সাউথ করণপুরা ২০শে জুন—৪/০ ৪।০; ২৩শে—৪।০ ৪॥০; ২৫শে—৪।৶০ ৪॥/০। ইউনিয়ন ২১শে জুন—৩০৵০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২০শে জুন—২৯।/ ২৯৸/; ২৪শে—২৯।০ ২৯॥০। সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ২৫শে জুন—১৩॥০; ২৬শে ১৪৲ ১৪।৵০। পেঞ্চভেলী ২৬শে জুন—৩২॥০ ৩২৸০। সাণ্ডা ২৬শে জুন—১১।০; সামলা ২১শে জুন—২৲ ২৵০; ২৬শে—২৵০। তালচেড় ২৪শে জুন—১।৵০ ১॥০; ২৬শে—১।৵০ ১॥০।

খনি

বর্ম্মা করপোরেশন ২০শে জুন—৪॥০ ৪॥৶০; ২১শে—৪॥০; ২৩শে—৪৸০ ৫।০; ২৪শে—৪৸/০ ৫৲; ২৫শে—৪॥/০ ৪৸/০; ২৬শে—৪॥৶০ ৪৸৵০। কনসোলিডেটেড টীন ২০শে জুন—২।০ ২।৵০; ২১শে—২।০ ২।৵০; ২৩শে—২৶০ ২॥৵০; ২৪শে—২।৵০ ২॥৵০; ২৬শে—২॥০। ইণ্ডিয়ান কপার ২০শে জুন—২৵০ ২।/০; ২১শে—২৶০ ২।/০; ২৩শে—২৶০ ২।৶০; ২৪শে—২।০ ২।৶০; ২৫শে—২৶০ ২।৵০; ২৬শে—২৶০ ২।৵০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ২০শে জুন—১৪২৲; ২১শে—১৪২॥০ ১৪৪৲; ২৩শে—১৪৭॥০ ১৫১৲; ২৪শে—১৪৮৲; ২৫শে—১৪৮৲; ২৬শে—১৪৬৸০ ১৪৯৲। মহীশূর পেপার ২০শে জুন—১৪।৵০ ১৪॥৵০; ২৩শে—১৪৸৵০ ১৫৵০। ওরিয়েণ্ট পেপার ২০শে জুন—১২৸০ ১২৸/০; ২১শে—১২॥০ ১২৸০; ২৩শে—১২॥৵০ ১৩৶০; ২৪শে—১২৸০ ১৩৵০; ২৫শে—১২॥৶০ ১৩৲; ২৬শে—১২॥৶০ ১৩৲। শ্রীগোপাল পেপার ২১শে জুন—১১৲; ২৩শে—১০॥৵০ ১১৵০; ২৪শে—১০৸০ ১১।০; ২৫শে—১১॥৵০; ২৬শে—১১৵০ ১১॥/০। ষ্টার পেপার ২১শে জুন—১১/০ ১১।/০; ২৪শে—১১৵০ ১১।৵০; ২৬শে—১১॥০। টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ২০শে জুন—১৮॥৵০ ১৯৲ ২১শে—১৮॥৶০ ১৯৵০; ১৩শে—১৯/০ ১৯॥৶০; ২৪শে—১৮৸৶০ ১৯।৶০; ২৫শে—১৮৸৵০ ১৯।৵০; ২৬শে—১৮৸৶০ ১৯।৵০; (প্রেফ অর্ডি) ২৪শে জুন—৫।৵০ ৫॥৶০। বেঙ্গল পেপার ২৬শে জুন—১২৫৲ ১২৮৲।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২০শে জুন—১১॥৵০ ১১৸/০; ২১শে—১১৸০; ২৩শে—১১৸০ ১১৸/০; ২৪শে—১১৸০ ১২৲; ২৬শে—১১॥৵০ ১২৵০; (প্রেফ) ২০শে জুন—১১১৲ ১১২॥০; ২৫শে—১১৩॥০; ২৬শে—১১১॥০ (ডেফার্ড) ২০শে জুন—২॥৶০; ২১শে—৩৲; ২৩শে—২॥৶০; ২৬শে—২॥/০ রিলায়েন্স ফায়ার ব্রিক ২০শে জুন—৮৸০ ৯৲; ২৪শে—৯।০ ৯॥৵০; ২৫শে—৯॥০ ৯॥৵০; ২৬শে—১০/০ ১০।/০।

ইলেকট্রীক

কটক ইলেক্ট্রীক ২০শে জুন—১০।০ ১০॥০; ২১শে—১০৸০। মীর্জ্জাপুর ইলেক্ট্রীক ২১শে জুন—৪৵০। রাওয়ালপিণ্ডি ইলেক্ট্রীক ২৩শে জুন—২৫৲ ২৪শে—২৫॥৵০। আপার যমুনা ইলেক্ট্রীক ২৪শে জুন—১০৸৵০ ১১৸০।

পাটকল

আদমজী (অর্ডি) ২০শে জুন—২৭৲ ২৭॥০; ২১শে—২৭।৶০; ২৩শে—২৬৸০ ২৭৸০; ২৪শে—২৬॥০ ২৬৸০; (প্রেফ) ২০শে জুন—১৫৭৲ ১৫৮৲। আগরপাড়া ২৩শে জুন—২৯॥০ ৩০৲; ২৫শে—২৯।০। এলবিয়ন ২৩শে জুন—২০৪৲। এলায়েন্স ২৩শে জুন—২৯১॥০ ২৯৬৲। এংলো ইণ্ডিয়া ২০শে জুন—৩৩১৲ ৩৩৪৲; ২১শে—৩৩৩৲; ২৩শে—৩৪২৲ ৩৫২৲; ২৪শে—৩৪২৲ ৩৪৬৲; ২৫শে—৩৪০৲ ৩৪৭৲; ২৬শে—৩৪৭৲ ৩৫১৲। আকল্যাণ্ড ২০শে জুন—১৭০৲; ২১শে—১৭০৲ ১৭১৲; ২৬শে—১৮০৲ ১৮৩৲; (প্রেফ) ২৪শে জুন—১৪৭৲; ২৫শে—১৪৭৲ ১৪৯৲; বালি ২০শে জুন—২৩০৲ ২৩০॥০; ২১শে—২২৩৲; ২৩শে—২৩৬৲ ২৪৫৲; ২৫শে—২৩৯৲ ২৪০৲ বরানগর ২১শে জুন—১০৫৲ ১০৭৲; ২৩শে—১০৯॥০ ১১০॥০; ২৫শে—১০৬৲ ১০৭৲। বেলভেডিয়র ২৩শে জুন—৩৯০৲ ৩৯২৲। বিরলা ২১শে জুন—২৮।৵০ ২৮॥৵০; ২৩শে—২৮॥০ ৩০।০; ২৪শে—২৮॥০ ২৮৸০; ২৫শে—২৮॥০ ২৮৸০। বজবজ ২৩শে জুন—৩৬২৲ ৩৮০৲; ২৪শে—৩৭৬॥০; ২৫শে

৩৭০৲ ৩৭৩৲ ; ২৬শে—৩৭৫৲ ৩৭৭৲ ক্যাসকাটা ২৫শে জুন—১৬।০ ; (প্রেফ) ২৪শে জুন—১১০৲। কেলিডনিয়ান ২০শে জুন—৩৮৬৲ ৩৮৮৲। চাপদানি ২০শে জুন—১৭১৲। চেভিয়ট ২৩শে জুন—২০০৲ ২০২॥০ ; ২৬শে—১৯৯৲ ২০০৲। ক্লাইভ ২৭শে জুন—২৩॥৵০ ২৪।০। ক্রেইগ ২০শে জুন—১৸০ ১৸৶০ ; ২১শে—১৸০ ১৸৶০ ; ২৩শে—১৸৵০ ২৲ ; ২৪শে—১৸৶০ ২৫শে—১৸/০ ২৲ ; ২৬শে—১৸৵০ ২/০। ডেলটা ২০শে জুন—৪০৭॥০ ; ২৪শে—৪১২॥০ ; ২৫শে—৪১৭৲। এম্পায়ার ২০শে জুন—২৬৵০ ; ২১শে—২৫৲। ফোর্ট গ্লষ্টার ২৩শে জুন—৫৩৪৲ ৫৪১৲ ; ২৫শে—৫৩০৲। ফোর্ট উইলিয়ম ২০শে জুন—২৩৭৲ ; ২১শে—২৩৫৲ ; ২৩শে—২৪১৲। গৌরীপুর (অর্ডি) ২৩শে জুন—৬৯৩৲ ; ২৪শে—৬৯৩৲ ৬৯৭৲ ; (প্রেফ) ২১শে জুন—১৪৭৲ ; ২৫শে—১৪৯৲ ১৫০৲ হেষ্টিংস (প্রেফ) ২৩শে জুন—১৩৭৲ হুগলী ২১শে জুন—৬৬৲। হাওড়া ২০শে জুন—৫২॥০ ৫৩৵০ ; ২১শে—৫২॥০ ৫২৸০ ; ২৩শে—৫৪৲ ৫৫৲ ; ২৪শে—৫৩৸০ ৫৪।/০ ; ২৫শে—৫৩॥৵০ ৫৩৸০ ; ২৬শে—৫৩৸০ ৫৪॥/০ ; ('এ' প্রেফ) ২০শে জুন—১৬২৲ ১৬৩৲। হুকুমচাঁদ (অর্ডি) ২০শে জুন—১০।৶০ ১০৸/০ ; ২১শে—১০।৵০ ১০৸০ ; ২৩শে—১১॥০ ১২।০ ; ২৪শে—১১॥০ ১২৵০ ; ২৫শে—১১॥৵০ ১২৵০ ; ২৬শে—১১৸/০ ১২।/০ ; (প্রেফ) ২০শে জুন—১৩৭॥০ ১৪২৲ ; ২৩শে—১৩৮৲ ; ২৫শে—১৩৯৲ ১৪১৲। ইণ্ডিয়া ২০শে জুন—৩৩০৲ ; ২৩শে—৩৩৪৲ ৩৩৭৲ ; ২৪শে—৩৩৬৲ ; ২৫শে—৩৩৭৲ ৩৪২৲ ; ২৬শে—৩৪২৲ ৩৪৮৲। কামারহাটি ২০শে জুন—৫০৪৲ ; ২১শে—৫০৪৲ ৫০৮৲ ; ২৩শে—৫১২৲ ৫২০৲ ; ২৪শে—৫১২৲ ৫১৮৲ ; ২৫শে—৫১২৲ ৫১৭৲ ; ২৬শে—৫১৫৲ ৫১৮৲। কাকিনাড়া ২১শে জুন—৪০৩৲ ৪০৮৲ ; ২৩শে—৪০৫৲ ৪১৯৲ ; ২৪শে—৪১৭॥০ ; ২৬শে—৪১৬৲ ৪২০৲। ল্যান্সডাউন ২০শে জুন—১৪৫৲ ; ২৩শে—১৪৯॥০ ; ২৫শে—১৫১৲ ; ২৬শে—১৫১৲ ১৫২৲। লরেন্স ২১শে জুন—৩৮৭৲ ৩৯০৲ ; ২৫শে—৪০০৲ ; ২৬শে—৪০৫৲। নিউ সেণ্ট্রাল ২৬শে জুন—৩১১৲। মেঘনা ২৩শে জুন—৪১।০ ৪৩৲ ; ২৪শে—৪২৸০ ৪৩॥০ ; ২৫শে—৪২।০ ৪৩৵০। ন্যাশনাল ২১শে জুন—২৩৵০ ২৩॥৵০। ২৩শে—২৩॥০ ২৪/০ ; ২৫শে—২৩৸/০ ২৪৶০ ; ২৬শে—২৩৸৵০ ২৪।০। নস্করপাড়া ২৪শে জুন—১৮।৵০ ; ২৫শে—১৮।০। নেলিমার্লা ২০শে জুন—৯।০ ; ২৩শে—৯।০ ; ২৬শে জুন—৯/০। নদীয়া ২০শে জুন—৫৯॥০ ; ২১শে—৫৮৸০ ৬১॥০ ; ২৩শে—৬০॥০ ৬১৲ ; ২৪শে—৬০৵০ ৬১৲ ; ২৫শে—৬০৸০ ৬১॥০ ; ২৬শে—৬২॥০। ওরিয়েণ্ট ২০শে জুন—১৯৩৲ ; ২১শে—১৯৩৲ ১৯৪৲ ; ২৩শে—১৯৫৲ ১৯৮৲ ; ২৫শে—১৯৮৲। প্রেসিডেন্সী ২০শে জুন—৪॥৵০ ৪৸/০ ; ২১শে—৪॥৶০ ৪৸০ ; ২৩শে—৪৸০ ৫৵০ ; ২৪শে—৪৸/০ ৫/০ ; ২৫শে—৪৸৵০ ৫।০ ; ২৬শে—৪৸৶০ ৫।০। রামেশ্বর ২৩শে জুন—৫৸০ ; ২৫শে—৫৸০ ৬৲। রিলায়েন্স ২৪শে জুন—৫৭॥০ ৫৪।০ ; ২৫শে—৫৭৸০ ৫৮।৵০ ; ২৬শে—৫৮৲ ৫৮॥০। ওয়েভার্লি ২০শে জুন—২৸০ ২৸৶০ ২১শে—২৸/০ ২৸৶০ ; ২৩শে—২৸৶০ ৩/০ ; ২৪শে—৩৵০ ; ২৫শে—৩৲ ৩৵০ ; ২৬শে—৩৲ ৩৶০ ; (প্রেফ) ২৫শে ৫৬৲। ইউনিয়ন ২৪শে জুন—৪০৫৲ ; ২৬শে—৪১০৲।

কেমিক্যাল

এলকালি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ২১শে জুন—১৭৲ ; ২৪শে—১৬॥০ ; ২৫শে—১৬৸০ ১৭।০ ; (প্রেফ) ২৩শে জুন—১১৯৲ ২৪শে—১১৭৲ ১২০৲। ফ্রাঙ্করস ২৪শে জুন—৫/০।

ডিবেঞ্চার

৩।০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ২৪শে জুন—৯৮॥০ ৯৯৲ ; ৫৲ সুদের (১৯৫৭-৮৭) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ২৫শে জুন—১১৫॥০ ; ৫।০ সুদের (১৯৩৮-৪৫-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২১শে জুন—১০৩৲ ; ২৩শে—১০৩৲ ; ৫॥০ সুদের (১৯৩৮-৫৩) কেক এণ্ড কোম্পানী ২৪শে জুন—১০৬৲ ; ৪৲ সুদের (১৯৩৬-৫১) এম্পায়ার জুট ২৬শে জুন—১০২৸০।

চিনির কল

বলরামপুর ২০শে জুন—৭৲ ; বুলাণ্ড ২০শে জুন—১৬৸০ ১৭।০ ; ২৩শে—১৭।০ ; ২৪শে—১৭৲ ১৭।০ ; ২৬শে—১৭।০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ২০শে জুন—৯।০ ; ২৪শে—৯॥৵০ ; ২৫শে—৯৸/০ ; (প্রেফ) ২৩শে জুন—১২০৲ ১২১৲। কাণপুর (অর্ডি) ২১শে জুন—১৭৸০ ; ২৫শে—১৮।০ ১৮॥০ ; (প্রেফ) ২৬শে জুন—১৭১॥০ ১৭২॥০। চম্পারণ ২৩শে জুন—১৪।০ ১৪৸৵০ ; ২৪শে—১৪৸০ ১৫৲ ; ২৫শে—১৪৸০। মারি ক্রয়ারী ২১শে জুন—১৪।৵০ ১৪॥৵০ ; ২৫শে—১৪৵০ ; ২৬শে—১৪।০। নিউ সাভান ২০শে জুন—৭।০ ৭।৵০ ; ২৪শে—৭।৶০ ; ২৬শে—৭।০ ৭॥০। রাজা ২০শে জুন—১৭৵০ ১৭।৵০ ; ২৩শে—১৭।০ ১৭॥৵০। সমস্তীপুর ২০শে জুন—৭।৵০ ; ২৩শে—৭।৵০ ৭॥৵০ ; ২৪শে—৬৸৵০ ৭॥০ ; ২৬শে—৭॥০।

চা বাগান

বেটিলি ২০শে জুন—৫॥০ ; ২৪শে—৫॥৵০ ৫৸৵০। বেলগাছি ২০শে জুন—১৬।০ ১৬৸০ ; ২১শে—১৭৲ ১৭।০ ; ২৪শে—১৭॥০ ১৭৸০। বিশ্বনাথ ২৩শে জুন—২৬॥০ ২৬৸০। বড়পুকুরী ২৩শে জুন—৯৵০ ; ২৫শে—৯।০ ; ২৬শে—৯৵০ ৯।৶০। সেণ্ট্রাল কাছাড় ২৪শে জুন—৫২॥০ ৫৩॥০। চ্যাংমং ২৫শে জুন—৮॥৵০। ডৌরাচেড়া ২৫শে জুন—১১৸০ ১২/০। ধূনশেরী (অর্ডি) ২০শে জুন—২।০ ; (প্রেফ) ২৩শে জুন—৩।০ ; ২৫শে—৩।০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৫শে জুন—৯৸৵০ ১০৵০। এলেনবাড়ী ২৩শে জুন—৩০৫৲ ৩০৭৲ এথেলবাড়ী ২৩শে জুন—১১৲। গিলাপুকুরী ২৩শে জুন—২০।০। গঙ্গারাম ২০শে জুন—৩৬০৲। হানসুকোয়া ২০শে জুন—১০৲ ১০॥০ ; ২১শে—১০।০ ১০॥০। হাসিমাড়া ২০শে জুন—৪২৸০ ৪৩৲ ; ২১শে—৪৩৵০ ; ২৪শে—৪৩।০ ; ২৬শে—১৯॥/০ ১৯৸/০। হাতীক্ষীরা ২১শে জুন—১৯।০ ১৯॥০ ; ২৩শে—১৯॥০ ১৯৸৵০ ; ২৪শে—১৯৸০ ২০৵০। হলদী বাড়ী ২০শে জুন—২১৸০ ২২৲। জুটলীবাড়ী ২০শে জুন—১৪॥৵০ ১৫৲। কালিটী ২৩শে জুন—৯৸৵০ ১০৵০। কিলকট ২৩শে জুন—৫২॥০। লেডো ২৩শে জুন—১৯০৲। লুবা ২০শে জুন—৪।০ ৪।৵০ ; ২১শে ; ৪।৵০ ৪॥০ ; ২৫শে—৪॥০ ৪॥৵০। মহিমা ২৫শে জুন—৮৲ ৮।০। নিউ তেরাই ২০শে জুন—৯॥০ ১০৲ ; ২১শে—১০।০ ১০৸০ ; ২৪শে—১০৸০ ; ২৫শে—১০৸০ ১১৲। পেট্রোকোলা ২১শে জুন—৮৮১॥০ ; ২৫শে—৯০০৲। রাজনগর ২৫শে জুন—৭৲ ৭॥০। রাণীচেড়া ২৪শে জুন—৯৸৶০ ১০৲ ; ২৫শে—১০৲। তেজপুর (অর্ডি) ২০শে জুন—৭৵০ ৭॥০ ; ২৪শে—৭॥০ ৮৲ ; ২৫শে—৭৸৵০ ; ২৬শে—৭॥০ ; (প্রেফ) ২৪শে জুন—১৩॥০। তিরিহানা ২০শে জুন—৩।০ ; ২৫শে—৩।/০। তুকভার ২৩শে জুন—১১॥০ ; ২৪শে—১২।০ ; ২৫শে—১২৲ ১২।০ সরুগাঁও ২৬শে জুন—৯৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ২৩শে জুন—৯৶০ ৯॥/০ ; ২৪শে—৯৶০ ৯॥৵০ ; ২৫শে—৯/০ ৯॥/০। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৫শে জুন—৭৸০ ৮৲। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৪শে জুন—১০।৵০ ১০॥৵০ ; ২৫শে—১০।৵০ ১০॥০ ; ২৬শে—১০।০ ১০॥০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২০শে জুন—৩৯০৲ ৩৯২৲ ; ২১শে—৩৯১৲ ৩৯৩৲ ; ২৩শে—৩৯৭৲ ৪০৫৲ ; ২৪শে—৩৯৭৲ ৪০৫৲ ২৪শে—৩৯৭৲ ৩৯৯৲ ; ২৫শে—৩৯২৲ ৩৯৯৲। হুকুমচাঁদ ষ্টিল (অর্ডি) ২১শে জুন—১২॥৵০ ; ২৩শে—১৩৲ ১৩।৵০ ; ২৪শে—

১৩/০ ১৩৷৴০ ; ২৫শে—১৩৶০ ১৪৶০ ; (ডেফার্ড) ২৩শে—২।/০ ২।৵০ ; ২৪শে—২।৶০ ২॥০। **ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল** ২০শে জুন—৩০।/০ ৩০।৵০ ৩০॥০ ৩০॥/০ ৩০॥৶০ ৩০॥৵০ ৩০৷৷০ ৩০৷৷/০ ৩০৷৷৶ ৩১৲ ৩১৶০ ; ২১শে—৩০৷/০ ৩০॥৶০ ৩০৷৷/০ ; ২৩শে—৩২।৶০ ৩২।৵০ ৩২॥৶০ ৩২৷৷৶০ ৩৩৲ ৩৩/০ ৩৩৶০ ৩৩৵০ ৩৩।০ ৩৩।/০ ৩৩।৶০ ৩৩॥০ ৩৩॥৶০ ৩৩৷৷০ ৩৪৲ ; ২৪শে—৩২৶০ ৩২॥৶০ ৩৩॥৵০ ৩২৷৷০ ৩২৷৷/০ ৩২৷৷৶০ ৩৩৲ ৩৩৶০ ৩৩।০ ; ২৫শে—৩২৶০ ৩২।৵০ ৩২॥৶০ ৩২॥৵০ ৩২৷৷০ ৩২৷৷/০ ৩৩৶০ ; ২৬শে—৩২৶০ ৩২।৵০ ৩২॥০। **ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস্ (অর্ডি)** ২৩শে জুন—৫৩॥০ ৫৪৲ ; ২৫শে—৫৪।০ ৫৪॥০ ; (ডেফার্ড) ২০শে জুন—৩৫॥০ ; ২৩শে—৩৫৷৷৶০ ৩৬॥০ ; ২৪শে—৩৬৷৷০ ; ২৫শে—৩৭৲ ৩৭।০। **কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি)** ২০শে জুন—৪।০ ; ২৩শে—৪৵০ ৪।৶০ ; ২৪শে—৪৶০ ৪।৶০ ; (প্রেফ) ২০শে—১২৭৲ ১২৮৲। **মার্শালস্** ২০শে জুন—১৷৷৵০ ; ২৩শে—২৲ ২৶০ ; ২৪শে—২৲ ২৶০ ; ২৫শে—২৶০। **ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল** ২৩শে জুন—৮॥০ ৮৷৷০ ; ২৪শে—৮॥৵০ ৮৷৷০। **সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং** ২৩শে জুন—৬॥০ ৬৷৷০ ; ২৪শে—৬।০ ৬॥৵০। **ষ্টিল করপোরেশন (অর্ডি)** ২০শে জুন—১৮।৶০ ১৮৷৷০ ; ২১শে—১৮।৶০ ; ২৩শে—১৯॥/০ ১৯॥৶০ ১৯॥৵০ ১৯৷৷৶০ ১৯৷৷৵০ ২০৲ ২০/০ ২০৶০ ২০৵০ ২০।০ ২০।/০ ২০।৶০ ২০।৵০ ২০॥০ ২০॥৵০ ; ২৪শে—২০৲ ২০/০ ২০৶০ ২০।০ ২০।/০ ২০।৶০ ২০॥০ ২০॥৶০ ২০৷৷০ ২৷৷/০ ২১৲ ; ২৫শে—২০৲ ২০/০ ২০৵০ ২০।০ ২০।/০ ২।৶০ ২০।৵০ ২০॥০ ২০॥৶০ ২০॥৵০ ২১৲ ; ২৬শে—২০।০ ২০।/০ ২০।৶০ ২০।৵০ ২০॥০ ২০৷৷০ ; (প্রেফ) ২৩শে জুন—১১৯॥০ ১২০॥০ ; ২৪শে—১১৯॥০ ১২১৲ ; ২৫শে—১১৮৲ ১২১৲ ; ২৬শে—১১৯৲ ১১৯॥০ ১২০৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে জুন

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজার হঠাৎ তেজী হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের মন্দার ভাব কাটিয়া গিয়া সর্ব্বত্র একটা আশা ও কর্ম্মতৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপ হইতে রুশ-জার্ম্মান সংঘর্ষের অপ্রত্যাশিত সংবাদই পাটের বাজারের এক আকস্মিক পরিবর্ত্তনের মূল কারণ। কিন্তু কলওয়ালারা পূর্ব্বের মত পাট ক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহশীল নয় এবং থলে ও চটের জন্য বিদেশগামী জাহাজের সংস্থান সন্তোষজনক নহে বলিয়া রপ্তানী বাজারে এবার বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। মহাযুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনায় এবং উহার পরিধি বিস্তৃততর হওয়ায় পাটের কিছুটা চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনেকের ধারণা। কিন্তু পূর্ব্বেকার মজুত ও উদ্বৃত্ত পাটের কথা বিবেচনা করিয়া এবং প্রাকৃতিক উদ্যোগ সত্ত্বেও দুই একটা অঞ্চল ব্যতীত পাটের ফলন সর্ব্বত্রই সন্তোষজনক হইতেছে এইরূপ সমর্থিত সংবাদ পাইয়া কলিকাতার পাটের বাজারের এই চড়তির ভাবে আশান্বিত হইবার মত কোন উপযুক্ত কারণ আমরা দেখিতেছি না। সুতরাং আলোচ্য সপ্তাহের এই আকস্মিক তেজীর ভাব বেশীদিন বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের চাঞ্চল্যকর সংবাদের ফলে পাটের বাজারে একটা কৃত্রিম অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা।

নিম্নে ফাটকা বাজারের এই সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২১শে—			
(জুন ডেলিভারী)	৪৮॥০	৪৭।৶০	৪৮॥০
(সেপ্টেম্বর „)	৫৮॥০	৫৭।৶০	৫৮॥০
২৩শে—			
(জুন „)	৫১।৶০	৪৯।৶০	৪৯।৶০
(সেপ্টেম্বর „)	৬২।৶০	৬০।৶	৬০।৶০
২৪শে—জুন			
(সেপ্টেম্বর „)	৬২৲	৬০।০	৬১।০
২৫শে—জুন			
(সেপ্টেম্বর „)	৬২৲	৬০৷৷৶০	৬১॥০
২৬শে—জুন			
(সেপ্টেম্বর „)	৬৪॥৶০	৬১॥৶০	৬৩৷৷০
২৭শে—জুন			
(সেপ্টেম্বর „)	৬৬॥০	৬৪।৶০	৬৪৷৷৶০

মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানীর গত ২১শে জুন তারিখের রিপোর্টে প্রকাশ মাঝে মাঝে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও নদীর জল অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ত্রিপুরা জেলায় কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত পাটের ফলন সর্ব্বত্রই সন্তোষজনক। ত্রিপুরায় বন্যার ফলে পাট চাষের আরও ক্ষতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। সপ্তাহের প্রথমাংশের দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া কাটিয়া গিয়া এখন প্রায় সর্ব্বত্রই আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। এখন কিছুকাল এরূপ স্বাভাবিক আবহাওয়া বজায় থাকাই বাঞ্ছনীয়।

থলে ও চট

থলে ও চটের দরে বিশেষ চড়তির ভাব দেখা গেলেও কাজকর্ম্ম বিশেষ হয় নাই। অদ্যকার বাজারে ১১ পোর্টার চটের দর জুলাই ২৪।৵০ আনা আগষ্ট ২৪॥০ আনা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২২৲ এবং জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৯৷৷০ আনায় ছিল ; ৯ পোর্টার চটের দর জুলাই ১৮৷৷/০ আনা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৮।৶০ আনা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৭৶০ আনা ও জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৬৲ টাকা ছিল।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৭শে জুন

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে সোণার দামে সামান্য নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয় এবং কাজকারবারেও মন্দার ভাব দেখা যায়। সোণার চাহিদা কম থাকার জন্য সোণার বাজারের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে রেডী সোণার দর ৪২/৯ পাই পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের বাজারে সোণার দর অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হওয়ায় বোম্বাইয়ের সোণার বাজারের অবস্থা মন্দার দিকে গিয়াছে। এই সপ্তাহের বুধবারে আগষ্ট মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে সোণার দাম তোলা প্রতি ৪২৵৬ পাই ছিল। কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোণার দর ৪২৶০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪৵০ আনা এবং প্রতিটী গিনির দর ২৮॥৶৩ পাই ছিল।

রূপা

রূপার বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব দেখা যায় এবং রূপার দরেও নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধের নূতন পরিস্থিতিও বাজারে উৎসাহের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। এসপ্তাহের বুধবারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩৲ টাকা ছিল। বোম্বাই এবং কলিকাতার বাজারে রূপা বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে, কিন্তু মজুদ রূপা বাজারে খুব কম

পরিমাণে আছে। রূপার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। রূপার বাজারে এসপ্তাহের সোমবারে সাময়িকভাবে দরে নিম্নগতি দেখা যায় এবং পরে রেডী রূপার দর কতকটা বাড়িতে থাকে। কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি ১০০ তোলা রূপার দর ৬৩।৵০ আনা এবং খুচরা প্রতি ১০০ তোলা রূপার দর ৬৩।৵০ আনা ছিল।

ধান ও চাউলের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে পাটনাই শ্রেণীর ধান ও চাউলের চাহিদা ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল:—

ধান—২৩ নং পাটনাই ৪।০ ৪।/০ আনা, রূপশাল ৪✓৬ পাই ৪।৬ পাই, কাটারীভোগ ৪॥/০ আনা, দাদশাল ৪✓০ ৪।০ আনা, হামাই ৪।০ ৪।/০ আনা, হোগলা ৪৶০ ৪✓০ আনা, যেশোয়া ৪/০ আনা, কুমাড়গোড়া (মোটা) ৩৸/০ ৩৸৵০ আনা।

চাউল—রূপশাল (কলছাটা) ৬৸০ আনা, কাটারিভোগ ৭॥০, ২৩নং নূতন পাটনাই ৬৸/০ ৬৸৵০ আনা, আতপ কাটারিভোগ ৮৵০ আনা, কামিনী আতপ ৭৲ টাকা।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৭শে জুন

এসপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে জাপানের যোগদানের সম্ভাবনা নাই, এই আশায় তুলার বাজারের কাজকারবারে বিশেষ উৎসাহ দেখা দিয়াছে। ভারতীয় তুলার দর নিম্নগামী হইবার আশঙ্কা নাই বলিয়া বাজারে দৃঢ় বিশ্বাসের ভাব দেখা যায়। ১৯৪২ সালের এপ্রিল চুক্তিতে বোরোচ তুলা সামান্য পরিমাণে বিক্রয় হইয়াছে; কিন্তু মিলসমূহে তুলার ব্যবহার ১৯৪০-৪১ সালে ৩০ লক্ষ বেলের বেশী হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং বোরোচ তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বোম্বাইয়ে নানারূপ পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও বস্ত্রের বাজারে তেজীর ভাব বজায় আছে। তুলার বাজারের উন্নত অবস্থা বস্ত্রের বাজারের উপর অনেটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতীয় কলের কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, কেননা বিদেশ হইতে ভারতে বস্ত্র আমদানীর পরিমাণ কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। কাপড়ের কলের শেয়ারের দর বৃদ্ধির লক্ষণ দেখিয়া ধারণা হইতেছে যে, ভারতীয় বস্ত্রের বাজারের ভবিষ্যত আশাপ্রদ। জাপানী বস্ত্রের বাজারে খুব কম কাজ-কারবার হইয়াছে। মধ্যম শ্রেণীর সূতার প্রচুর পরিমাণে চাহিদা ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৭শে জুন

কলিকাতা আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে চিনির দামে বিশেষ উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চিনির বেশ চাহিদা দেখা যায়। চিনির দাম মণ প্রতি ৵০ আনা ⁄০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং প্রধান প্রধান চিনি বিক্রয়ের কেন্দ্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চিনির চাহিদা দেখা যাইতেছে। পুরাতন চিনি বিক্রয়ের দ্বারা বিক্রেতারা মণ প্রতি ৵০ আনা হইতে ⁄০ আনা পর্য্যন্ত লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। বাজার বন্ধের দিকে চিনির মূল্য তেজী ছিল। অদূর ভবিষ্যতে চিনির বাজারে বেচাকেনা ব্যাপারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কলিকাতা চিনির বাজারে প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি মজুত ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনির দর নিম্নরূপ ছিল:—মতিপুর—১০৸০; চম্পারণ—১০✓৬ পাই; রাইয়াম—১০✓৬ পাই; দর্শনা—১০✓৬ পাই; তমকোহী—৯৸৵৬ পাই; রোটাস—৯৸৬ পাই; সিধোলিয়া—৯॥✓৬ পাই;

কাণপুর—কাণপুরের চিনির বাজারে এসপ্তাহের প্রথম দিকে বিশেষ উৎসাহের লক্ষণ দেখা যায়। সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক ১৯৪০-৪১ সালের মরশুমের মজুদ চিনির শতকরা ১০ ভাগ বাজারে বিক্রয়ের জন্য অনুমতি প্রদান এ সপ্তাহে চিনির বাজারের একটী বিশেষ ঘটনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর চিনির কিছু কিছু চাহিদা ছিল, কিন্তু পুরাতন মজুদ চিনি সস্তা দরে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া চিনি বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ বাড়ে নাই। 'গোলা' শ্রেণী চিনির দর জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে মণপ্রতি ⁄০ আনা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কাণপুরের বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির দর মণপ্রতি নিম্নরূপ ছিল:—

বস্তি—৯৸০ আনা; ওয়াটগঞ্জ—৯।/০ আনা; নবাবগঞ্জ—৯॥৵০ আনা; হরদই—৯॥০ আনা; জারওয়াল—৯৵০ আনা; বিশ্বন—৯॥৵০ আনা; হরগাও—৯॥/০ আনা।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে জুন

গত ২৩শে জুন চায়ের ৩নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

রপ্তানীযোগ্য চা—আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে কিছু বেশী পরিমাণে রপ্তানীযোগ্য চা বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। ইহার মধ্যে ব্যবহার উপযোগী কতক পরিমাণ আসামের চাও ছিল। বাজার খোলারদিকে চায়ের দরে তেজীর লক্ষণ দেখা যায় এবং চা বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চায়ের দরও বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু চায়ের দামে বিশেষ উঠানামা দেখা যায়। ফেনিং শ্রেণী চায়ের দর স্থির ছিল। সাধারণ শ্রেণীর পাতা চায়ের মূল্য গুড়া চায়ের চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা এবং বিশেষতঃ আসামের 'অরেঞ্জপিকো' শ্রেণী চায়ের দাম বিশেষ তেজী ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে চায়ের দর পাউণ্ডপ্রতি প্রায় /০ আনা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সাধারণ শ্রেণীর ভাল চায়ের পরিমাণ বাজারে কম ছিল।

কোটা—রপ্তানীর কোটা পাউণ্ড প্রতি ॥৵০ আনা ছিল; আভ্যন্তরীণ কোটা পাউণ্ড প্রতি /৫ পাইতে বেচাকেনা হইয়াছিল।

চামড়ার বাজার

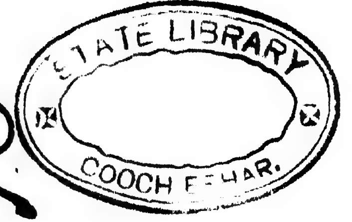
কলিকাতা, ২৭শে জুন

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে সামান্য পরিমাণ ছাগলের চামড়ার বেচাকেনা হইয়াছিল। বাজারে খুব অল্প পরিমাণ চামড়া আমদানী হইয়াছিল এবং মজুদ চামড়াও কম ছিল। গরুম চামড়া ক্রয় করিবার জন্য মাদ্রাজী চর্ম্মকারেরা আগ্রহ দেখাইয়াছিল। নিম্নরূপ দরে ছাগলের চামড়ার ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে:—

ছাগলের চামড়া—পাটনা—৭৯ হাজার টুকরা ৫০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা, ঢাকা-দিনাজপুর—২৫ হাজার টুকরা ৬৫৲ টাকা হইতে ৯৫৲ টাকা। আর্দ্র লবণাক্ত ৬৮ হাজার ৮ শত টুকরা ৬৫৲ হইতে ১২০৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত পাটনা ৯১ হাজার টুকরা, ঢাকা দিনাজপুর ১ লক্ষ ২২ হাজার টুকরা আর্দ্র লবণাক্ত ২৪ হাজার টুকরা ছাগলের চামড়া বাজারে মজুদ ছিল।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট



আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

'ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ৭ই জুলাই, সোমবার ১৯৪১ | ১০ম সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

সংরক্ষণনীতি বনাম অবাধ বাণিজ্যনীতি

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে উহার সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা যুদ্ধের পরে ভারতীয় সংরক্ষণ-নীতি ভারতীয় শিল্পের অধিকতর সহায়ক ভাবে পরিচালিত করিবার জন্য যে দাবী জানাইয়াছেন তাহাতে 'ক্যাপিটাল' পত্র তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত পত্রের মত এই যে, যুদ্ধের পরে যখন শিল্পবাণিজ্যের পুনর্গঠন সকল জাতিরই লক্ষ্য হইবে, সেই সময়ে অবাধ বাণিজ্যনীতি না হউক, অন্ততঃ বর্ত্তমানের তুলনায় অধিকতর স্বাধীন-ভাবে যাহাতে প্রত্যেক দেশের শিল্পবাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। 'ক্যাপিটাল' পত্রের এই নীতি ইংলণ্ড ও উহার পৃষ্ঠপোষক আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশ—যেখানে শিল্পবাণিজ্যের এখনও শৈশবাবস্থা বর্ত্তমান, সেই সব দেশকে যদি যুদ্ধের পরে রক্ষণশুল্কের বর্ত্তমান সুবিধা হইতেও বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে ঐসব দেশের পক্ষে উহা অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে। ইংলণ্ড যতদিন পর্য্যন্ত শিল্প-বাণিজ্যে জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ততদিন অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থক ছিল। এক সময়ে বৃটীশ শাসকগণ ভারতবর্ষেও এই অবাধ বাণিজ্যনীতি বলবৎ করিয়া ভারতীয় বহু শিল্পের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। উহার পরে বিগত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের ফলে শিল্পবাণিজ্যে ইংলণ্ডের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় এবং জাপান, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ড স্বয়ং সংরক্ষণনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও সংরক্ষণনীতি বলবৎ হয় এবং ভারতের বাজারে ইংলণ্ড যাহাতে জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে তজ্জন্য এদেশে তারতম্যমূলক শুল্কনীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

যুদ্ধের পরে ইংলণ্ড সংরক্ষণশুল্কের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজ দেশে এবং সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতে শিল্পবাণিজ্যের ব্যাপারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কিনা তাহা একটা চিন্তার বিষয়। তবে নিজ স্বার্থের পরিপন্থী হইলেও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মনস্তুষ্টির জন্য ইংলণ্ডকে সম্ভবতঃ বর্ত্তমানের তুলনায় অনেকটা অবাধ বাণিজ্যনীতির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু এজন্য ভারতবর্ষের স্বার্থে আঘাত করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। ভারতে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য যুদ্ধের পরে সংরক্ষণনীতিকে কঠোরতর করিবার জন্য ডাঃ লাহা যে দাবী করিয়াছেন তাহাতে দেশবাসীমাত্রেরই সহানুভূতি আছে। তাঁহার প্রতিবাদে 'ক্যাপিটাল' পত্র যাহা বলিতেছেন তাহা সাম্রাজ্যের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে ভারতবর্ষকে বলি দিবার নিন্দনীয় চেষ্টা ভিন্ন আর কিছু নহে।

টাটার নুতন উদ্যম

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, টাটা কোম্পানী (টাটা সন্স লিঃ) এদেশে ক্ষুদ্রাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও এই ধরণের প্রচলিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে এক কোটী টাকা আদায়ী মূলধন লইয়া

একটি নূতন কোম্পানী গঠন করিতেছেন। যে সমস্ত ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ, সেই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে এই কোম্পানী হইতে মূলধন সরবরাহ ও বিশেষজ্ঞের উপদেশ দ্বারা সাহায্য করা হইবে। প্রকাশ যে, প্রথম অবস্থায় নূতন কোম্পানীর শেয়ার সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হইবে না। তবে পরে যখন এই কোম্পানী সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইবে তখন উহার শেয়ার বাজারে ছাড়া হইবে। এই কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সমস্ত নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে তাহার পরিচালনার ব্যাপারে নূতন কোম্পানীর কোন হাত থাকিবে না—তবে কোম্পানীর প্রদত্ত অর্থ যাহাতে নিরাপদ থাকে তজ্জন্য উপযুক্তরূপ বিধিব্যবস্থা করা হইবে।

বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে কাঁচ শিল্প, মৃৎশিল্প, বেকেলাইট শিল্প, দুগ্ধজাত শিল্প প্রভৃতি বহুবিধ নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠার সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। কিন্তু মূলধনের অভাবে এই সব শিল্পের কোনটীই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে না। বাঙ্গলার ব্যাঙ্কসমূহ এরূপ স্বল্প সময়ের মেয়াদে টাকা আমানত গ্রহণ করে যাহাতে উহাদের পক্ষে এই ধরণের শিল্পে সাহায্য করা কঠিন। বাঙ্গলা দেশে যাহারা দেশের জনসাধারণ ও মূলধন সরবরাহকারীদের বিশ্বাসভাজন তাঁহারাও এই ধরণের শিল্পে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য লইয়া টাটা কোম্পানীর অনুরূপ কোন প্রচেষ্টায় ব্রতী হইতেছেন না। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলার বিপুল শিল্প-সম্ভাবনার দিকে আমরা টাটা কোম্পানীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। বাঙ্গলা দেশকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা যদি অর্থবিনিয়োগে অগ্রসর হন, তাহা হইলে এই প্রদেশে তাঁহারা যে উদ্যমী, বিশ্বাসী ও কর্ম্মকুশল বহু ব্যক্তির সন্ধান পাইবেন তাহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। টাটার মত কোম্পানী যদি বাঙ্গলার কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে উহা কেবল টাটার অর্থ ও উপদেশ দ্বারা নহে, টাটার প্রস্তুত ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি দ্বারাও বিশেষ-ভাবে সাহায্য পাইবে। এরূপ প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী জনসাধারণও অর্থবিনিয়োগ করিতে দ্বিধা করিবে না। আমরা আশাকরি, টাটা কোম্পানী যে মহৎ উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা বাঙ্গলা দেশকে বিস্মৃত হইবেন না।

ইন্সিওরেন্স এডভাইসরি কমিটি

নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে এই আইনের প্রয়োগপদ্ধতি লইয়া নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ এবং বিশেষভাবে বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার একটী এডভাইসরি কমিটি গঠন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিয়া সকলেই সুখী হইবেন। এই কমিটিতে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী চেয়ারম্যান এবং বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভাইস-চেয়ারম্যান হইবেন। উহা ছাড়া, কমিটিতে ভারতীয় বীমা কোম্পানী ও প্রভিডেণ্ট কোম্পানীসমূহের প্রতিনিধি হিসাবে পাঁচজন এবং বাহির হইতে তিনজন সদস্য রাখা হইবে। ভারতবর্ষে বীমা কোম্পানীর পলিসিগ্রাহকদের প্রতিনিধিস্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠান নাই। কাজেই কমিটিতে বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধি ছাড়া যে তিনজন সদস্য থাকিবেন পলিসিগ্রাহকদের স্বার্থরক্ষার ভার তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত হইবে। অত্রাবস্থায় যে সমস্ত ব্যক্তির উপর বীমা কোম্পানীর কোন প্রভাব নাই এবং যাহারা পলিসিগ্রাহকদের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহশীল, এরূপ তিনজন ব্যক্তিকে উক্ত তিনটি সদস্যপদ প্রদান করা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কর্ত্তব্য হইবে। বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে গবর্ণমেণ্ট যে পাঁচজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতেছেন তাহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বীমা কোম্পানীগুলির প্রতিনিধির কোন স্থান দেখা গেল না। এই সব বীমা কোম্পানীর কতকগুলি বিশেষ সমস্যা রহিয়াছে এবং বৃহদাকার বীমা কোম্পানীগুলির সহিত উহাদের স্বার্থও এক নহে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়াই বীমা আইন রচনাকালে গবর্ণমেণ্ট ক্ষুদ্রাকার বীমা কোম্পানীগুলির জন্য পৃথকভাবে প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উহাদিগকে উপেক্ষা করার কোন যৌক্তিকতা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

উদ্বৃত্ত চিনি বিক্রয়ের সমস্যা

ভারতের চিনির কলসমূহে চাহিদার অতিরিক্ত চিনি উৎপাদিত হওয়ায় ঐ উদ্বৃত্ত চিনি কাটতির সমস্যা বিশেষ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর এই অতি-উৎপাদনের সমস্যা নিয়া দেশে বিশেষভাবে আলোচনা হয় এবং তাহার ফলে অনেক চিনির কলে উৎপাদন হ্রাসের কার্য্যনীতি অনুসৃত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐরূপ চেষ্টা সত্ত্বেও এদেশের শর্করা শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে এখনও তেমন কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালের উৎপাদনের যে বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে এদেশে চিনির কলসমূহে মোট ১০॥ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে এদেশে ১২॥ লক্ষ টন কলের চিনি উৎপন্ন হয়। কিন্তু দেশে এত বেশী চিনি কাটতির সুবিধা না থাকায় ঐ চিনির মধ্যে ৫ লক্ষ টনই উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। ১৯৪০-৪১ সালে প্রায় ১০॥ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হওয়াতে পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত লইয়া ঐ বৎসরে মোট বিক্রয়যোগ্য চিনির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫॥ লক্ষ টন। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ কোন বৎসরই ৮।৯ লক্ষ টনের বেশী কলের চিনি কাটতি হয় না। সে হিসাবে ১৯৪০-৪১ সালের শেষেও যে প্রভূত পরিমাণ চিনি উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এদেশে চিনির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইলে ঐ উদ্বৃত্ত চিনি কাটতির এবং চিনির কলসমূহের বর্ত্তমান অতি-উৎপাদন সমস্যা সমাধানের একটা উপায় হইত। কিন্তু নানা কারণে দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা যেরূপ খারাপ হইয়া পড়িতেছে তাহাতে সেরূপ কোন সুযোগ শীঘ্র আসিবে বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় এদেশের উদ্বৃত্ত চিনি বিক্রয়ের জন্য রপ্তানীর সুবিধা দেখাই চিনির কলওয়ালাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। গত বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে ২ লক্ষ টন চিনি রপ্তানীর অনুমতি দেওয়ায় এদেশীয় শর্করা শিল্পের সমক্ষে একটা আশা ভরসার ভাব সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের রিপোর্টে প্রকাশ, ঐরূপ অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও গতবৎসর ভারতবর্ষ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন চিনি রপ্তানী করা সম্ভবপর হয় নাই। চিনি রপ্তানী সম্পর্কে আলোচনা সুরু হওয়ার পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মালবাহী জাহাজ পাওয়ার অসুবিধা দেখাইয়া সে আলোচনা বন্ধ করিয়া দেন। প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস মধ্যে ইংলণ্ডে ২ লক্ষ টন চিনি রপ্তানী করা সম্বন্ধে পুনরায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা চালাইয়াছেন। কিন্তু এই আলোচনাও শেষ পর্য্যন্ত সুফলপ্রদ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের প্রয়োজনে মালপত্র আমদানী ও রপ্তানীর কথা উঠিলেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জাহাজের অসুবিধাটা খুব বড় করিয়া দেখাতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলে এদেশের শর্করা শিল্পের কল্যাণে ইংলণ্ড ও সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতে চিনি রপ্তানী অত্যাবশ্যকীয় হইলেও তাহার প্রকৃত সুযোগ পাওয়া ভারতের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। তবে সুগার সিণ্ডিকেট আফগানি-স্থান, সিংহল ও ইরাণে চিনি রপ্তানীর ব্যবস্থা সম্পর্কে যে চেষ্টা

করিতেছেন তাহা অন্ততঃ কতক পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার আশা রহিয়াছে। সিণ্ডিকেটের পক্ষে ঐরূপ উদ্যম আমরা খুব প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি।

টীটাগড়ের ক্রমবর্দ্ধমান লাভ

বর্ত্তমানে যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে কাগজের আমদানী এক প্রকার বন্ধ হইয়া যাওয়াতে পুস্তক প্রকাশক এবং বহু সংবাদপত্র পরিচালক দেশীয় কাগজের কলগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছে। এই সুযোগে দেশীয় কাগজের-কলসমূহ কাগজের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়া উহাদের লাভের পরিমাণ অত্যধিক ফাঁপাইয়া তুলিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ টিটাগড় পেপার মিলের কথা উল্লেখ করা যায়। গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই সময় পর্য্যন্ত ছয় মাসে সরকারী ট্যাক্স সমেত টীটাগড় পেপার মিলের নিট লাভের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরবর্ত্তী ছয় মাসে অর্থাৎ ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ বৎসরে উহার লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। তৎপরবর্ত্তী ছয় মাসে অর্থাৎ ১৯৪০সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ বৎসরে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকায় পরিণত হয়। সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে, সরকারী ট্যাক্স বাদেই উক্ত ছয় মাসে টীটাগড়ের ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আয়কর, সুপার ট্যাক্স, অতিরিক্ত লাভকর ইত্যাদিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সরকারী ট্যাক্সের বহর যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে একথা নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে যে, আলোচ্য ছয় মাসে সরকারী ট্যাক্স সমেত টীটাগড়ের লাভের পরিমাণ ২৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা অপেক্ষাও অনেক বেশী হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী এবং পণ্যদ্রব্য বিক্রেতাগণ যাহাতে যুদ্ধের সুযোগে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র অত্যধিক লাভে বিক্রয় করিতে না পারে তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলার কাগজের কলগুলির উপর তাঁহাদের কোন দৃষ্টি পড়ে নাই। উহার ফলে লাভের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে টীটাগড় উহার প্রস্তুত কাগজের মূল্য দিন দিনই বাড়াইয়া চলিয়াছে। এজন্য দেশে প্রচারকার্য্য, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক কাজে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়াছে। টীটাগড় যাহাতে কাগজের মূল্য আর বর্দ্ধিত করিয়া জনসাধারণের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারে তজ্জন্য অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

পাটের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

এবারের মরশুমে পাট বুনা সুরু হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলা সরকার পাটচাষ সম্পর্কে একটি বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করেন। সেই নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসারে বাঙ্গলা প্রদেশে গতবারের তুলনায় এবার পাটের চাষ দুই তৃতীয়াংশ পরিমাণে কম হওয়ার কথা। কিন্তু এ বৎসরের পাটচাষ সম্পর্কে যে সরকারী পূর্ব্বাভাষ বর্ত্তমানে প্রকাশ করা হইতেছে, তাহা দৃষ্টে এ প্রদেশে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ততটুকু পরিমাণে কার্য্যকরী করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ পর্য্যন্ত যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত জেলাতেই গতবারের তুলনায় যে এবার কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। তবে আসলে অনেক জেলাতেই পাটের চাষ গতবারের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের উর্দ্ধে দাঁড়াইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সরকারী পূর্ব্বাভাষে প্রকাশ, গতবারের তুলনায় এবার কুচবিহারে পাটচাষের জমি ৪৫ হাজার একর হইতে ৩৮ হাজার ৬০০ একর, পাবনা জেলায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার হইতে ৭৭ হাজার ৭০০ একর, ঢাকায় ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার একর হইতে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার একর, দিনাজপুরে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার হইতে ৭১ হাজার একর, রংপুরে ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার একর হইতে ১ লক্ষ ৯৪ হাজার একর, নদীয়ায় ৯০ হাজার একর হইতে ৫৬ হাজার একর, বগুড়ায় ১ লক্ষ ৫৮ হাজার একর হইতে ৫৭ হাজার একর ও মুর্শিদাবাদে ৬০ হাজার একর হইতে ৩৮ হাজার একর পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, মালদহ, খুলনা, জলপাইগুড়ি ও নোয়াখালী জেলাতেও পাটের জমি অনুরূপভাবে হ্রাস পাওয়ারই বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। কেবল চট্টগ্রাম ও দার্জ্জিলিং জেলায়ই এবার গতবারের তুলনায় কিছু বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। উপরোক্ত সমস্ত জেলায় সমষ্টিগতভাবে মোট যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে গতবারের তুলনায় তাহা শতকরা ৪৭ ভাগের মত অর্থাৎ প্রায় আট আনার মত দাঁড়ায়। তবে পাটের জমি আশানুরূপ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত না হইলেও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের দরুণ এ পর্য্যন্ত পাট ফসলের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে এবার শেষ পর্য্যন্ত পাটের উৎপাদন গতবারের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না বলিয়া ধরা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয়, পাটের উৎপাদন এতদূর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইলেও আমরা পাটের ভালরূপ কাটতি হওয়ার এবং উহার মূল্য ভালরূপ চড়িবার বিশেষ কোন আশাই করিতে পারি না। আমরা পূর্ব্বে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে দেখাইয়াছি যে, এবার গতবারের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ পাট হইলেও এ বৎসর পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত পাট লইয়া মোট যোগান ১ কোটি ৩৮ লক্ষ বেলের মত দাঁড়াইবে। অথচ এবার ৬০ লক্ষ বেলের বেশী পাট কাটতি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। এই অবস্থায় সাময়িক জল্পনাকল্পনায় পাটের দর মাঝে মাঝে কিছু তেজী হইয়া উঠিলেও এবার পাটের মূল্যের স্থায়ী উন্নতি কিছুই আশা করা যায় না।

ব্রাজিলে পাটের চাষ

দক্ষিণ আমেরিকার আর্জ্জেন্টাইন, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশের আবহাওয়া অনেকটা বাঙ্গলা দেশের অনুরূপ এবং ঐ সব দেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই বাঙ্গলার অধিবাসীদের ন্যায় কৃষিজীবী ও দরিদ্র। উপরোক্ত কারণে ঐ সব দেশ কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে বরাবরই বাঙ্গলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কৃষিজীবিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছে। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতের তুলাচাষী এবং তিসি প্রভৃতি তৈলবীজের চাষীদের সহিতই উহারা অধিক প্রতিযোগিতা করিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে ব্রাজিল, আর্জ্জেন্টাইন প্রভৃতি দেশ বাঙ্গলার পাটচাষীদেরও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, আমেজান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানীর চেষ্টায় পাট চাষের ব্যাপারে ব্রাজিল দেশ বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। গত ১৯৩৭ সালে বাঙ্গলা দেশ হইতে পাটের বীজ লইয়া ব্রাজিলে পাটের চাষ আরম্ভ হয় এবং ঐ বৎসরে উক্ত দেশে ১০ টন পাট জন্মে। উহার পরিমাণ বাড়িয়া ১৯৩৮ সালে ৬০ টন, ১৯৩৯ সালে ১৬০ টন এবং ১৯৪০ সালে ৩৫০ টন দাঁড়ায়। বর্ত্তমান ১৯৪১ সালে উক্ত দেশে এক হাজার টন পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রকাশ যে, ব্রাজিলে উৎপন্ন পাট বাঙ্গলার উৎপন্ন পাটের তুলনায় উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের পক্ষে এই সংবাদ অত্যন্ত আতঙ্কজনক। পাটের জন্যই বাঙ্গলা বাঁচিয়া আছে। কিন্তু যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে আর অল্প সময়ের মধ্যে পাটের ব্যাপারে বাঙ্গলার প্রাধান্য বিলুপ্ত হইবে।

চাউল সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার

বাঙ্গলা দেশে চাউলের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে গত ৩রা জুলাই তারিখে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে দেশবাসী কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিবে না। বাঙ্গলা সরকারের বক্তব্য এই যে, অজন্মার জন্য বাঙ্গলায় বেশী ধান চাউল মজুদ নাই—এদিকে জাপান, মালয় ও হংকংয়ে অত্যধিক পরিমাণে চাউল রপ্তানী হেতু এবং জাহাজের ভাড়া বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ ব্রহ্মদেশের চাউলের মূল্য মণকরা ২ টাকারও অধিক চড়িয়া গিয়াছে। অধিকন্তু জাহাজের অভাবের জন্য এই প্রকার অতিরিক্ত মূল্যেও বাঙ্গলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাউল আমদানী হইতে পারিতেছে না। অত্রাবস্থায় ব্যবসায়িগণ যাহাতে এই সুযোগে অত্যধিক লাভের চেষ্টা না করে তৎপক্ষে বিলিব্যবস্থা করা ছাড়া চাউলের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। অবশ্য ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর সুবিধার্থ বাঙ্গলা সরকার স্থানীয় জাহাজী ব্যবসায়ীবর্গ ও জাহাজে মাল চালান দেওয়া সম্পর্কিত কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতেছেন এবং "অদূর ভবিষ্যতে আমদানী সংক্রান্ত যাবতীয় অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আশা করেন।"

চাউলের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে বাঙ্গলা সরকার যে সমস্ত কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কাহারও আপত্তি হইবে না। তবে এই সম্পর্কে উপরোক্ত কারণ ছাড়া আরও একটী নূতন কারণের উদ্ভব হইয়াছে এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। বাঙ্গলা দেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে প্রত্যেক বৎসরই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। উহার কারণ এই যে, উক্ত সময়ে বৃষ্টিবাদলের জন্য পল্লী অঞ্চলে ধান চাউল আমদানী করার পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসে বর্ষা হইলে এই সমস্যা অনেকটা কাটিয়া যায়। কেননা, ঐ সময়ে দেশের সর্ব্বত্র নৌকাযোগে ধান চাউল আমদানী হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার মূল্য হ্রাস পায়। কিন্তু এবার পর্য্যাপ্তরূপ বর্ষা হওয়া সত্বেও পল্লী অঞ্চলে ধান চাউল আমদানী হইতেছে না। কারণ লুঠপাটের ভয়ে কোন ব্যবসায়ী নৌকাযোগে ধান চাউল লইয়া মফঃস্বলে যাইতে সাহস পাইতেছে না। উহাতে মফঃস্বলের অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাহা হউক, চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করিলেই জনসাধারণের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে না। জাহাজী ব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনার ফলে অদূর ভবিষ্যতে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর ব্যবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার যে আশা দেখাইয়াছেন এবং জনসাধারণের অন্নাভাব হইবার কোন আশঙ্কা নাই বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তদ্দ্বারাও দেশবাসী সান্ত্বনা লাভ করিবে না। বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টকে কার্য্যকরী কোন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে; নচেৎ এবার যে বাঙ্গলায় বহু লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং দেশের সর্ব্বত্র যে অশান্তির সৃষ্টি হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাঙ্গলা সরকার যদি উপযুক্তরূপ চেষ্টা করেন তাহা হইলে বাঙ্গলায় বাহির হইতে চাউলের আমদানী এবং যে সব অঞ্চলে চাউলের অত্যধিক অভাব ঘটিয়াছে সেই সব অঞ্চলে তাহা বিক্রয়ের সুব্যবস্থা হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে জাহাজের অভাবের দরুণ ব্রহ্মদেশ হইতে বাঙ্গলায় চাউলের আমদানী অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেণ্টের আরও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আমদানী রপ্তানী করিবার কাজে অধিকাংশ জাহাজ নিয়োজিত হইবার জন্যই এক্ষণে চাউল আমদানীর জন্য উপযুক্তসংখ্যক জাহাজ পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও একটা প্রদেশের কোটী কোটী অধিবাসীকে অনশন হইতে রক্ষা করিবার সমস্যাও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গ যদি এই ব্যাপারে জাহাজ কোম্পানীগুলির সহিত লেখাপড়া করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ না করেন এবং ভারত সরকারকে এই ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন তাহা হইলে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উহার সুফল না হইবার কোন কারণ নাই। কেননা, শত সামরিক প্রয়োজন উপস্থিত হইলেও তজ্জন্য একটা প্রদেশের কোটী কোটী অধিবাসী যে অন্নাভাবে মরিতে পারে না, ভারত সরকার তাহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় জাহাজের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু এজন্য মন্ত্রিবর্গকে উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সকল কথা তাঁহাদের গোচরে আনিতে হইবে। বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গের সেরূপ আন্তরিক কোন চেষ্টার আমরা সন্ধান পাইতেছি না।

কিন্তু বাঙ্গলা সরকার চেষ্টা করিয়া বাহির হইতে চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করিলেই সমস্যার প্রতিকার হইবে না। ব্যবসায়িগণ যাহাতে স্থানীয় অবস্থার সুযোগ লইয়া চাউলের জন্য অত্যধিক মূল্য আদায় করিতে না পারে এবং উহারা যাহাতে নির্ভয়ে মফঃস্বলে চাউল রপ্তানী করিতে পারে গবর্ণমেণ্টকে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমোক্ত সমস্যার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেণ্টকে দেশের অভ্যন্তরস্থ প্রধান প্রধান আড়তে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চাউল বিক্রয়ের জন্য দোকান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এইসব দোকান হইতে যদি ৫, ৬ কি ৬।৷৹ টাকা—এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট মূল্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে উহার আশপাশের ব্যবসায়িগণ ইচ্ছা করিলেও উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যে চাউল বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না। চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী পন্থা। উহা একটা অভিনব প্রস্তাবও নহে। কারণ জাপানে যে এই পন্থাতেই বরাবর চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, বাঙ্গলা সরকারের উপদেষ্টাগণ নিশ্চয়ই তাহার খোঁজ খবর রাখেন। এই ব্যবস্থায় বাঙ্গলা সরকারের কোন ক্ষতিরও আশঙ্কা নাই। কারণ চাউলের বাজারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই সময় সময় চাউলের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। চাউল ব্যবসায়িগণ বর্ত্তমানে দেশের অভ্যন্তরে যাইয়া ব্যবসা চালাইতে ভীত হওয়াতে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারকে আমাদের কিছু উপদেশ দেওয়ার নাই। দেশে কিভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয় তাহা তাঁহারা ভালভাবেই জানেন। বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিগণ গত কয়েক বৎসরে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় বাঙ্গলা সরকারের যে

(৩৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জার্ম্মানির অর্থ-নৈতিক স্বপ্ন

সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মানির যুদ্ধ ঘোষণা করিবার প্রধান কারণ হইতেছে অর্থ-নৈতিক। হিটলার যে আদর্শবাদের অজুহাত দিয়াছেন এবং সাম্যবাদ-সংক্রামিত ব্যাধিগ্রস্ত সভ্যতার জন্য তিনি যে করুণ বিলাপ করিয়াছেন, তাহার সহিত নাৎসীবাদ বা নব-সাম্রাজ্যবাদের কোন সুদূর সম্পর্কও নাই। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ যে সমাজতন্ত্রবাদের পরিপন্থী এবং উভয় আদর্শের মধ্যে যে মেরু-ব্যবধান রহিয়াছে তাহা লইয়া কোন তর্ক না করাই শ্রেয়ঃ। সহজ কথা হইতেছে বৃটেনের সহিত সাম্রাজ্য-গ্রাসের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার জন্য নাৎসী জার্ম্মানি যে বিপুল সমরশক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা প্রায় দুই বৎসরের তড়িৎ যুদ্ধে নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে। নিস্তেজ হইবার অর্থ ইহা নয় যে, জার্ম্মানির ট্যাঙ্ক বা বোমারু বিমানের সংখ্যা কমিয়াছে। আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, সমরশক্তি কখনও সমরাস্ত্রের পরিমাণ, এমন কি গুণের উপরেও নির্ভর করে না। যেমন বিপুল দেহকে সঞ্চালিত করিতে হইলে উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি সমরাঙ্গনে ট্যাঙ্ক, বিমান প্রভৃতি ঠিকভাবে পরিচালিত করিতে হইলে তাহাদের রীতিমত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে এই খাদ্য হইতেছে তৈল।

তৈলকে এইজন্য বহু বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদ এ-যুগের সমর-শোণিত বলিয়াছেন। এই তৈল ও শস্যের একান্ত অভাব অনুভব করিয়াই জার্ম্মানি দেখিল যে, তাহার বিরাট সমর-যন্ত্রটি প্রায় অচল হইয়া যায়। একেবারে অচল হইবার পূর্ব্বে যখন যুদ্ধ করিতেই হইবে এবং যখন সীমান্তবর্ত্তী বিরাট শক্তিশালী সোভিয়েট ইউনিয়নের সহানুভূতির লেশটুকুও নাই নাৎসী জার্ম্মানির উপর, তখন চরম সঙ্কট ও পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া ভিন্ন নান্যঃ পন্থা। সুতরাং জার্ম্মানি যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল। উদ্দেশ্য হইল শস্যবহুল উক্রেইন এবং বৃহৎ তৈলকেন্দ্র ককেসাস্ কবলিত করা, এবং লেনিনগ্রাড হইতে মস্কোর ভিতর দিয়া ককেসাস্ পর্য্যন্ত একটি সীমারেখা টানিয়া সোভিয়েটের শিল্প ও শস্যপ্রধান পশ্চিমাংশকে জার্ম্মান রাইখের অন্তর্ভুক্ত করা। তাহা হইলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে, এবং ভবিষ্যতে আর কোনদিন ক্রেমলিনের গর্ব্বোদ্ধত নেতাদের মাথা তুলিতে হইবে না। কিন্তু জার্ম্মানির এই পরিকল্পনার সবটুকুই যে 'কল্পনা' তাহা সোভিয়েটের সাম্প্রতিক ভূগোল ও অর্থ-নৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন।

সম্প্রতি, ২৯শে জুন তারিখের লণ্ডনের 'ইকনমিষ্ট' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। যাঁহাদের সোভিয়েটের পঞ্চবার্ষিক শিল্প পরিকল্পনাগুলির ফলাফলের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁহারা 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকার মতামত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। উক্রেইন ও ককেসাস্ যদি সোভিয়েটকে হস্তান্তরিত করিতেই হয় তাহা হইলে ইতিহাসে তাহা প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইবে না। ১৯১৮ সালে এই অঞ্চল জয় করিয়া জার্ম্মানি বুঝিয়াছিল যে, দূর হইতে উক্রেইনের শস্যক্ষেত্র বা বাকুর তৈল যতই লোভনীয় মনে হউক না কেন, যুদ্ধে তাহা একবার ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া তারপর তাহা ব্যবহারের উপযোগী করা রীতিমত সময়-সাপেক্ষ ও কষ্টকর। বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহার ব্যতিক্রম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, বরং ধ্বংসস্তূপ আরও দুর্ভেদ্য হইবার সম্ভাবনা আছে।

জার্ম্মানির ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, উক্রেইন্ আর সেই ১৯১৮ সালের উক্রেইন্ নাই। উক্রেইনে শিল্প-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শস্যক্ষেত্র আরও ভিতরে পূর্ব্বদিকে পিছাইয়া গিয়াছে। উক্রেইনের কৃষি-পদ্ধতিও বৈজ্ঞানিক। ১৯৩৯ সালে প্রায় ৫০০,০০০ ট্রাক্টর, ১৬৫,০০০ কম্বাইন্ এবং ২১১,০০০ ভারী লরি চাষের জন্য নিযুক্ত হয়। ইহার কোনটিই পেট্রল ভিন্ন এক ইঞ্চিও অগ্রসর হয় না; সুতরাং উক্রেইন্ ও ককেসাস্ জয় করিলেও শস্য ও তৈল একত্রে জার্ম্মানির পক্ষে যুদ্ধের জন্য ভোগ করা সম্ভব নয়। হয় চাষ বন্ধ রাখিয়া তৈল ব্যবহার করিতে হইবে, আর না হয় তৈল দিয়া শস্য বপন করিতে হইবে। এ-সমস্যা খুব সহজ সমস্যা নয়। ককেসাস্ ও উক্রেইন জয় করিলেও এই উভয়-সঙ্কটের সমাধান করা জার্ম্মানির পক্ষে দুরূহ হইবে।

উক্রেইনে ১৯১৮ সালে সোভিয়েটের মোট কয়লার যে শতকরা ৮৭·২ ভাগ উৎপন্ন হইত তাহা তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী শতকরা ৪৮·৭ ভাগে কমানো হইয়াছে। লেনিনগ্রাড্ ও মস্কো এখন একমাত্র শিল্প-কেন্দ্র নয়। পশ্চিম সীমান্ত হইতে বহু দূরে মধ্য এশিয়ায়, কুজ্‌নেট্স্ক অঞ্চলে উরাল পর্ব্বতমালার নিকটে নূতন কয়লার খনি, লৌহ ও শিল্প-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। দূরদর্শী সোভিয়েট রাজনীতিকগণ অনেক চিন্তা করিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নব্যাপী শিল্প-কেন্দ্রগুলি এমনভাবে ছড়াইয়া রাখা হইয়াছে যাহাতে কোন শত্রু হঠাৎ জয়ে লাভবান না হইতে পারে, এবং যুদ্ধও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

তৈল উৎপাদনে সোভিয়েট রুশিয়া পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বাৎসরিক উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ ৩০ কোটী টন। ককেসাসের বাকুতেই এই তৈল-প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত। কিন্তু বর্ত্তমানে উরাল পর্ব্বতমালা এবং ভল্‌গা নদীর মধ্যস্থলে, পার্ম্মে, একটি দ্বিতীয় তৈলকেন্দ্র, অর্থাৎ দ্বিতীয় 'বাকু' প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অতি শীঘ্রই ইহার কাজ শেষ হইবে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় 'বাকুর' কাজ আরম্ভ হইলে সোভিয়েট রুশিয়ার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলা আদৌ সহজ হইবে না।

শিল্প-প্রসারের পরিকল্পনা ও কেন্দ্রনির্ণয় হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সোভিয়েট রুশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্ণধারগণ চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া দেশের শিল্প-শক্তি ও সমর-শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, এবং যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে জার্ম্মানির সমর পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। যদি ইউরোপীয় রুশিয়া জার্ম্মানির হস্তগত হয় তাহা হইলেও উরাল পর্ব্বত-মালার আশেপাশে যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে, তাহারই সাহায্যে সোভিয়েট রুশিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিতে পারিবে। সোভিয়েটের শিল্প-পরিকল্পনা এমনভাবে সুনিয়ন্ত্রিত যে, উপকরণাভাবে যুদ্ধ-বিরতির কোন সম্ভাবনা নাই, এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে যুঝিবার মত সমর-শক্তি সোভিয়েটের অতুলনীয়। সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করা আজ অবিমৃষ্যকারিতার নামান্তর মাত্র।

বাঙ্গলা সরকার ও পাটচাষীর স্বার্থ

[মিঃ এইচ পি বাগারিয়া]

বাঙ্গলা সরকারের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা এই প্রদেশের জনসাধারণের নিকট বর্তমান বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা একটা পরীক্ষামূলক কার্য্য হিসাবেই প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ঐ সময় পাট ব্যবসায়ী ও চটকলের প্রতিনিধিদের অনেকেই পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বার বার ঘোর আপত্তি জানাইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা পাটচাষীদের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না, এই বলিয়া তাঁহাদের যুক্তির সমর্থনে অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অসাফল্যের দৃষ্টান্তও তাঁহারা দেখাইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার যেরূপ কৃতকার্য্যতা দেখা গিয়াছে তাহাতে এই পরিকল্পনা গ্রহণের সার্থকতা অনেকটা প্রমাণিত হইয়াছে।

১৯১৯ সালে সর্ব্বপ্রথম পাটের দর ২৫ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে পাটের এরূপ মূল্য হ্রাস আর কখনও দেখা যায় নাই। ঐ সময় আমি এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, গবর্ণমেণ্ট যদি পাট সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। বর্ত্তমান পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইলে দেশের পাটচাষীদের পক্ষে তাহা আশা ও আনন্দের বিষয়। এই প্রসঙ্গে চটকলওয়ালাদের কার্য্যকাল হ্রাস সম্পর্কিত চুক্তির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐরূপ চুক্তির দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবর্ষের চটকলসমূহের মালিকগণ প্রচুর লাভ করিতেছেন এবং পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী বাণিজ্যে তাঁহারা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কলিকাতার রোটারি ক্লাবের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে, একদিকে পাটব্যবসায়ীদের সঙ্ঘবদ্ধতা এবং অন্য দিকে পাটচাষীদের অসহায় অবস্থার ফলেই পাটের মূল্য এরূপ নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। পাটের চাহিদা হ্রাস পাইবার ফলে পাটচাষীদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সন্তোষজনক হইলে এই দুঃসহ অবস্থা শীঘ্রই একদিন অতীতের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি বাংলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। পাটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ একটা বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। সেই উদ্দেশ্য হইতেছে পাটচাষীরা যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন পাটের ন্যায়সঙ্গত মূল্য পায় তাহারই ব্যবস্থা করা। এই মুখ্য বিষয় বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

গত বৎসর পাটের ফলন পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই হইয়াছে। অথচ চাহিদা তদনুরূপ হয় নাই। ফলে প্রচুর উদ্বৃত্ত পাট মজুত রহিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র চাহিদা বা যোগানের পরিমাণ দ্বারাই কোনও পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দর-দস্তুরের রীতি পণ্যমূল্যের অন্যতম নিয়ামক। পাট ব্যবসায়ী ও চটকলওয়ালাদের হাতে প্রচুর পরিমাণে পাট মজুত থাকায় তাহারা দরদস্তুরের ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী পক্ষ। সুতরাং বাঙ্গলা সরকার যদি এই বিষয়ে অবহিত না হন, তাহা হইলে বর্ত্তমান বৎসরে পাটের ফলন কম হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্র পাটচাষীরা যে কোন মূল্যে পাট বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। বাঙ্গলা সরকারকে বর্ত্তমান বৎসরে বিশেষভাবে সতর্ক হইতে হইবে। কেন না, তাঁহাদের অনুসৃত বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের এই প্রথম বৎসর। অল্প পরিমাণে পাট চাষ করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চাষীরা যদি অধিক মূল্যে এবার পাট বিক্রয় করিতে না পারে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সমালোচকগণ একযোগে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। মনে করুন, এক মণ পাট উৎপন্ন করিয়া আমি যদি উহা ৪৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় করি তাহা হইলে এক মণের এক-তৃতীয়াংশ পরিমিত পাট উৎপাদন করিয়া আমাকে প্রতি মণ অন্ততঃ ১২৲ টাকা দরে বিক্রয় না করিলে চলিবে না।

এবার পাটের উৎপাদন খুব কম হইবে, ইহা সত্ত্বেও পাটের দর গত বৎসর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্ন দরের অপেক্ষা এখনও নীচে রহিয়া গিয়াছে। গত জুলাই মাসে বাঙ্গলা সরকার কলিকাতার বাজারে প্রতি গাঁইট পাটের দর ৬০৲ টাকা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। নানা কারণে উহা তেমন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। কিন্তু গত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক। এই অনুকূল অবস্থার কারণ (১) আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি, (২) পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, (৩) পাটের উৎপাদন হ্রাস এবং (৪) বাধ্যতা-মূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সাফল্য।

এই সব কারণে চাষীরা এবার যাহাতে অধিক মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে পারে গবর্ণমেণ্টকে সেই বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে। এইখানে প্রশ্ন উঠে, অধিক মূল্য বলিতে কি বুঝায়? গত বৎসর যে সর্ব্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার অপেক্ষা অধিক মূল্যে পাট বিক্রয় হইলেই তাহাকে অধিক মূল্য বা ন্যায়সঙ্গত দর বলা যাইতে পারে।

কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের সাফল্য। গত বৎসর চাহিদার পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং হাতে প্রচুর মাল মজুত থাকায় চট ও থলের দর যখন অত্যন্ত পড়িয়া যায় সেই সময় উক্ত সমিতির সভ্যগণ উৎপাদন হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং যোগানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের সর্ব্বনিম্ন মূল্যও বাঁধিয়া দেন। ইহার ফলে, কয়েক মাসের মধ্যেই চটের দর বেশ বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি ১০০ গজ লিভারপুল ১২৲ (সমিতির ধার্য্য সর্ব্বনিম্ন দর) হইতে ২২৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

অবশ্য লক্ষ লক্ষ পাটচাষীর পক্ষে এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সম্ভবপর নহে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার নিম্নোক্ত উপায়গুলির আশ্রয় লইলে এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে:—

(১) ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালের ন্যায় ফাটকা বাজারে পাটের একটা সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিতে হইবে।

(২) বিভিন্ন জেলায় পাটচাষীদের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। তাহাদিগকে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সার্থকতা বুঝাইয়া দিয়া এই পরামর্শ দিতে হইবে যে, একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহারা যেন পাট হাত-ছাড়া না করে।

(৩) পাট ক্রয়ের এবং চট ও থলে বিক্রয়ের সর্ব্বনিম্ন দর সম্পর্কিত চুক্তি বজায় রাখিবার জন্য কলওয়ালাদারের সঙ্গে একটি নূতন চুক্তি করিতে হইবে।

(৪) যাহারা পুরাতন পাট মজুত করিয়া রাখিতে চায় তাহাদিগকে সেই বিষয়ে যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে শ্রমশিল্পের প্রসার

ভারত সরকারের কারিগরী শিক্ষা পরিকল্পনা অনুসারে ভারত-সরকারের শ্রম বিভাগের অধীনে কার্য্য করিবার জন্য বিলাত হইতে ১০০ জন কারিগরী শিক্ষক আনয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারিগরী শিক্ষা অনুসন্ধান কমিটীর সুপারিশ অনুসারে ভারত সরকার ১৯৪০ সালে ১৬টী টেক্‌নিকেল ইন্‌ষ্টিটিউটে মোট ৩ হাজার লোকের কারিগরী শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসের শেষ দিকে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়াইয়া যাহাতে ১৫ হাজার করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ৮৭টী কেন্দ্রে মোট ৬ হাজার কারিগর শিক্ষা লাভ করিতেছে। আরও ৬ হাজার লোক গ্রহণ করিবার জন্য ১০৪টী নূতন কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র খুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে ৩২ জন শিক্ষার্থী কারিগরী-শিক্ষাকেন্দ্র হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। ন্যাশনাল সার্ভিস লেবার ট্রাইবুন্যাল নামক প্রতিষ্ঠানগুলি কারিগরী শিক্ষার্থীদের নির্ব্বাচন করে। প্রতি প্রদেশেই ইহাদের অফিস আছে। যদি এইগুলির মারফতে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী যোগাড় না হয়, তবে শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে সরাসরিভাবে লোক সংগ্রহেরও ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে, তাহারা যথাযথভাবে শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষান্তে কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কর্ম্মগ্রহণ করিবে, অন্যথায় বৃত্তি প্রত্যার্পণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অবশ্য শিক্ষাকেন্দ্র হইতে পাশ করিলেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে চাকুরী জুটাইয়া দিবার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ভর্ত্তির পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে শিক্ষার্থীদের ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয়। শিক্ষার্থীদের রাহা খরচ দেওয়া হইয়া থাকে। ভারত সরকার শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা হইলে শিক্ষার্থীদের মাসিক ২৫ টাকা এবং ম্যাট্রিক পাশ না হইলে মাসিক ২০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। এই টাকার মধ্যে তাহাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করিতে হয়। সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাকাল ১ বৎসর নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষা-কার্য্যে বহুলোকের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এজন্য যাহাদের কলকারখানার কাজে কিছু অভিজ্ঞতা আছে এমন ৪৫০ জন ফিটার ও বহু সংখ্যক টারণারকে বাণিজ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে প্রায় ৪॥০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে আয় ৩৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫ শত ৫৫ টাকা এবং ব্যয় ৪১ লক্ষ ২২ হাজার ৮ শত ৮৪ টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। বাজেটে বর্ষের প্রারম্ভে ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩ শত ৪ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে আছে বলিয়া দেখান হইয়াছে। বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্‌লামীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের জন্য ৪২ হাজার টাকা এবং সংখ্যা বিজ্ঞান বিভাগের (ষ্ট্যাটিষ্টিক্স) ব্যয় বাবদ ১৫ হাজার ৬ শত ৫০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফি বাবদ ১৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৯০ টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে উক্ত খাতে সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ১৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৯ শত ৮ টাকা আয় হইয়াছিল বলিয়া ধরা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে (১৯৪১-৪২) বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া ধরা

(চাউল-সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার)

উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে তাহার ফলেই আজ দেশের এক শ্রেণীর লোক লুঠপাটে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। উহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার দায়িত্ব বাঙ্গলা সরকারের উপরই ন্যস্ত। এই শ্রেণীর লোকের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া কাজ করিলে ক্রমেই অধিক সংখ্যক লোক উহাদিগকে অনুসরণ করিবে এবং উহার ফলে দেশে কিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহা গবর্ণমেণ্টই ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

বাঙ্গলায় চাউলের অভাব সম্বন্ধে আপাততঃ যে সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন, আমরা তাহার কথাই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গলায় চাউলের সমস্যা একটা সাময়িক সমস্যা নহে। দশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার জনসংখ্যা যখন কিঞ্চিৎধিক ৫ কোটী ছিল সেই সময়েও বাঙ্গলাদেশ চাউলের ব্যাপারে স্বাবলম্বী ছিল না। বর্ত্তমানে এই প্রদেশের জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ছয় কোটী। কিন্তু এই প্রদেশে পোষ্যের সংখ্যা এক কোটী বাড়িলেও ধানের জমির পরিমাণ এবং জমির ফলন গত দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় একই প্রকার রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলা সরকার যদি সেচকার্য্য, উন্নততর বীজের ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ ও সার প্রয়োগ ইত্যাদির দ্বারা বাঙ্গলায় ধানের জমির ফলন ভালরূপ বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাহা হইলে বাঙ্গলায় সকল সময়েই অল্পবিস্তর বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় চাউলের দুর্ভিক্ষ থাকিয়া যাইবে। উহার শেষ পরিণতি কোথায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী ধান চাউলের ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য একটী সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘদিনব্যাপী কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

হইয়াছে, ১৯৪০-৪১ সালে উক্ত খাতে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। বাংলা সরকার গত বৎসরের মত এবৎসরও ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৩ শত ৭২ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, ১৯৪১-৪২ সালে এইরূপ ব্যয় বাবদ ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর জন্য ৬৩ হাজার ৯ শত ২৪ টাকা ব্যয় হইয়াছিল; ঐ বাবদ ১৯৪১-৪২ সালে ৭৯ হাজার ২ শত ৪ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ছাত্রমঙ্গল কার্য্যের জন্য ২৭ হাজার ৫ শত ৭৮ টাকা ব্যয় হইয়াছিল; ১৯৪১-৪২ সালে ঐ বাবদ ২৯ হাজার ৫ শত ১২ টাকা ধরা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও সংবাদ সরবরাহ বোর্ডের জন্য ১১ হাজার ৫ শত ৯৪ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, ১৯৪১-৪২ সালে এই বিভাগের জন্য ২০ হাজার ১ শত ৯০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

কেরোসিন ও পেট্রোলের কিঞ্চিৎ মুল্য বৃদ্ধি

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, পেট্রোল ব্যবসায়ীদের সহিত ভারত সরকারের একটি আলোচনা বৈঠকে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, গত ১লা জুলাই হইতে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রধান বন্দরগুলিতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিনের দর প্রতি ইম্পিরিয়াল গ্যালনে ৫/০ আনা, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিনের দর প্রতি ইম্পিরিয়াল গ্যালনে ৫৻৹/১০ আনা এবং পেট্রোলের দর প্রতি গ্যালনে ১৷৷১০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। বিগত ৩০শে জুন তারিখের ধার্য্য দরের তুলনায় প্রতি গ্যালন নিকৃষ্ট কেরোসিনের দর আধ পয়সা, উৎকৃষ্ট কেরোসিনের দর দুই পয়সা ও পেট্রোলের দর দুই পয়সা হিসাবে বাড়ান হইয়াছে।

কলিকাতায় বর্ষার জল নিষ্কাশন সমস্যা

কলিকাতা কর্পোরেশনের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে এই মর্ম্মে সংবাদ পৌছিয়াছে যে, কলিকাতা সহর হইতে বর্ষাকালীন জল বহির্গত হইবার জন্য কলিকাতার উপকণ্ঠে যে নূতন খালটি কাটা হইয়াছিল উহাতে পলি পড়িতে আরম্ভ করিয়া ইতিমধ্যেই ৪ ফুট পলি জমিয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে এইরূপ বিবেচিত হইতেছে যে, ঐ সম্পর্কে আশু কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে আগামী ৩।৪ বৎসরের মধ্যে খালটি অকেজো হইয়া পড়িবে। ফলে, কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষকে একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে। উক্ত খাল গবর্ণমেণ্ট ড্রেজার 'রোনাল্ডসে' দ্বারা প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খোদিত হয় এবং উহার খননকার্য্য গত বৎসর অক্টোবর মাসে সমাপ্ত হইয়াছে। এই নূতন খালেরই কুলটী হইতে রক্ষাতলী পর্য্যন্ত অংশে পলি পড়িয়াছে।

দোকান বন্ধ রাখার দিন সম্পর্কে ইস্তাহার

বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে:—"১৯৪১ সালের বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী আইনের ৯নং ধারায় এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক দোকানদারকে ফরম "এ" অনুযায়ী এক বিজ্ঞপ্তিতে তাহাদের দোকান সপ্তাহে কোন দিন অর্দ্ধ দিবস এবং কোন্ দিন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিবে তাহা দোকানের কোন এক প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তির একটি নকল বঙ্গীয় দোকানসমূহের চীফ ইন্সপেক্টরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। তিন মাসের মধ্যে দোকান বন্ধ রাখার দিনের কোন পরিবর্ত্তন করা চলিবে না এবং এই তিন মাস পরে এই সম্পর্কে কোন পরিবর্ত্তন করা হইলে উহা অবিলম্বে চীফ ইন্সপেক্টরকে জানাইতে হইবে। দোকানদারদের অবগতির নিমিত্ত জানান যাইতেছে যে, যাঁহারা দোকান বন্ধ রাখার দিনের কোন-রূপ পরিবর্ত্তন করিবেন, মাত্র তাঁহারাই চীফ ইন্সপেক্টরকে দোকান বন্ধ রাখার দিন জানাইতে বাধ্য থাকিবেন। যাঁহারা কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিবেন না তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া চীফ ইন্সপেক্টরকে কিছু জানাইতে হইবে না।

১৯৪১ সালের পাটচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১ সালের পাট চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে যত একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে তাহার পরিমাণ এবং তৎসঙ্গে ১৯৪০ সালের পাট চাষের জমির পরিমাণ (একরে) দেওয়া হইল:—

জেলা অথবা প্রদেশের নাম	১৯৪০ জমির পরিমাণ (একর)	১৯৪১ জমির পরিমাণ (একর)
কুচবিহার	৪৫,১০০ (সংশোধিত)	৩৮,৬০০
পাবনা	১৮০,০০০	৭৪,৭০০০
ঢাকা	৩৯৩,৭০০	১৪৪,৭৫০
দিনাজপুর	১৪৯,৭০০	৭১,৫০০
চট্টগ্রাম	২৫০	৩০০
জলপাইগুড়ি	৭৪,৭০০	৩৩,৪৫০
	(ক)	(খ)
বর্দ্ধমান	৯,০০০	৬,৩৫০
মালদহ	৬৫,০০০	৩০,৩০০
খুলনা	৫০,০০০	২৬,৯৫০
মুর্শিদাবাদ	৬০,০০০	৩৮,৫৫০
আসাম	৩৪৩,৪০০	২৭০,০০০
উড়িষ্যা	২৮,৪০০	১৫,৭০০
নোয়াখালী	৯০,৭০০	৩৮,৮৫০
রংপুর	৩৬৮,০০০	১৯৪,৩০০
দার্জ্জিলিং	১৬০০	১৮০০
২৪পরগণা	৪৫,০০০	২৬,৯০০
নদীয়া	৯০,০০০	৫৬,২৫০
বগুড়া	১৫৮,৭০০	৫৭,৭০০

(ক) গত বৎসরের চূড়ান্ত হিসাব হইতে গৃহীত।

(খ) ১৯৪০ সালের জমির তুলনায় একতৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষ করিবার জন্য বর্ত্তমান বৎসরে যে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, সামান্য পরি-বর্ত্তনের পর তাহার বিবরণ।

সিমলায় সিংহলের প্রতিনিধিদল

সিমলার সংবাদে প্রকাশ, সিংহলে প্রস্তুত যে সকল দ্রব্য ইষ্টার্ণ গ্রুপ্ সরবরাহ পরিষদের প্রয়োজনে আসিতে পারে, সেই সকল দ্রব্য পরিষদকে দিবার উদ্দেশ্যে সিংহল হইতে একটি প্রতিনিধিদল উপরোক্ত পরিষদের সদস্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। প্রকাশ, আলোচনার সময় সিংহলের প্রতিনিধিরা ইষ্টার্ণ গ্রুপ্ সরবরাহ পরিষদের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে সিংহলের ক্ষমতার বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

গ্রেট বৃটেনে মাল প্রেরণে বাধা নিষেধ

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, অর্থ-নৈতিক যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজন হেতু বৃটীশ যুক্তরাজ্যে জাহাজযোগে মাল প্রেরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আরও

বাধা নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে জাহাজে যতটা স্থান পাওয়া যায় তাহা সকল দেশ হইতে বৃটেনে মাল আমদানীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বণ্টন করা হইতেছে। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে বিশেষতঃ ভিন্ন পথে বৃটেনে মাল প্রেরণে যাহাতে অনাবশ্যক বাধা সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য সর্ব্ববিধ চেষ্টা করা হইবে। সেই জন্য রপ্তানীকারকদিগকে মাল জাহাজে তুলিবার পূর্ব্বে বৃটেনে আমদানীর লাইসেন্স সংগ্রহ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আপাততঃ স্থির হইয়াছে যে, ১৫ই জুলাই তারিখের পূর্ব্বে রপ্তানীকারকদিগকে বৃটেনে মাল পাঠাইবার জন্য কোন লাইসেন্স সংগ্রহ করিতে হইবে না।

বাংলার সাধারণ নির্ব্বাচন

এই বৎসর বঙ্গীয় আইন সভার সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা সঙ্গত হইবে কিনা কেন্দ্রীয় সরকার তাহা বাঙ্গলা সরকারের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলা দেশের সাধারণ নির্ব্বাচন অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

পরলোকে স্যার সি ওয়াই চিন্তামণি

গত ১লা জুলাই তারিখে ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও প্রবীণ সাংবাদিক স্যার সি ওয়াই চিন্তামণি হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। এলাহাবাদে "লীডার" পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি সুদীর্ঘকাল সংবাদপত্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। উদারনৈতিক দল-ভুক্ত হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অকপট অভিমতের জন্য তিনি দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

মিঃ জে সি মুখার্জ্জির নূতন পদ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ জে সি মুখার্জ্জি জামসেদপুরের প্রধান টাউন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

পাট চাষের পূর্ব্বাভাষ

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই চারিটি প্রদেশের ১৯৪১ সালের পাট চাষের মুদ্রিত প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ ১১ই জুলাই তারিখের পরিবর্ত্তে ১২ই জুলাই তারিখ প্রকাশ করা হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

প্রকাশ, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ যে সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত কমিটিতে অন্যান্য সভ্যদের সহিত নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণও থাকিবে :—স্যার যদুনাথ সরকার, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলারদ্বয় এবং ডাঃ জেঙ্কিন্স।

কলিকাতায় এ আর পি স্কুল

গত ৩০শে জুন কলিকাতায় ভারত সরকারের এ আর পি স্কুলের উদ্বোধন হইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এবং কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের এ আর পি অফিসর ও ইন্‌ষ্ট্রাক্টরদিগকে এই স্কুলে ট্রেনিং দেওয়া হইবে।

ইণ্ডিয়ান টী লাইসেন্সিং কমিটির সদস্য পদে মিঃ এস্ সি দত্ত

শ্রীযুক্ত এস্ সি দত্ত ইণ্ডিয়ান টী লাইসেন্সিং কমিটির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। সুর্ম্মা উপত্যকা, ত্রিপুরা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের দেশীয় রাজ্য এবং চট্টগ্রাম জেলার চা-বাগানের মালিকদের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কমিটির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

কাপড়ের কলের অসুবিধা সম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টা

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কাপড়ের কলগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করা বিশেষ অসুবিধাজনক হওয়ায় ভারত সরকার তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। বর্ত্তমানে মিলসমূহের প্রয়োজনীয় যে সকল জিনিষের সরবরাহ অনিশ্চিত ও অনিয়মিতভাবে হইতেছে, ভারত সরকার সরবরাহ বিভাগের মারফত মিলসমূহের নিকট ঐ সকল জিনিষের একটা তালিকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। তদনুসারে বোম্বাইএর মিল মালিক সমিতি ৩৯টি প্রয়োজনীয় জিনিষের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি যে সকল জিনিষের সরবরাহ পাইতেছে বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি তাহারও একটি তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন।

বিহারে শনের চাষ

ভারত সরকার বিহারে শনের চাষ সম্পর্কিত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ব্যয়মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকার মধ্যে ৯৯ হাজার ৫০০ টাকা বিহার সরকারকে দিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত চৌধুরীর উচ্চপদ

শর্করা শিল্প এবং অন্য শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হিসাবে শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরীর নাম সুপরিচিত। কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি ভারত সরকারের কমার্শিয়াল বিভাগের ডিরেক্টর অব সিভিল প্রডাক্সনের অফিসে একটি উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমরা সম্প্রতি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ঐ পদ হইতে তিনি এক্ষণে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেলের (কমার্শিয়াল) পার্স'নাল এসিষ্ট্যাণ্ট পদে উন্নীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর এই উন্নতিতে যে যোগ্য ব্যক্তিরই সমাদর করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যুক্তপ্রদেশে আপেলের চাষ

যুক্তপ্রাদেশিক সরকার বর্ত্তমানে কুমায়ুন পার্ব্বত্যঅঞ্চলে যে ভাবে আপেল ফলের চাষ হইতেছে তাহার চেয়ে যাহাতে আপেল চাষের আরও উন্নতি সাধন করা যায় সেই বিষয় চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ছাড়া যাহাতে আপেলের শ্রেণী বিভাগ করিয়া ইহার উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় এবং যুক্ত-প্রদেশে ও অন্যান্য স্থানে যাহাতে কুমায়ুন পার্ব্বত্যঅঞ্চলের আপেলের কাটতি বৃদ্ধি করা যায় তাহার জন্যও উক্ত সরকার উপযুক্ত পন্থা গ্রহণ করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। এইজন্য বর্ত্তমান বৎসরে 'এগমার্ক' প্রতীক

অনুযায়ী যাহাতে বিভিন্ন প্রকার আপেলের শ্রেণী বিভাগ করা হয় এবং ইহার জন্যবাজার সৃষ্টি করা যায় সেই সম্বন্ধে আলমোড়া ও নৈনিতাল জিলার অন্তর্গত রামগড়, কুতিয়া, ভিওয়ালী, মুক্তেশ্বর এবং বিনসারে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পরীক্ষামূলকভাবে কার্য্য করিবার একটী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

জাপানের কারখানাসমূহে দুর্ঘটনার সংখ্যা

১৯৪০ সালে জাপানের ৮ হাজার কারখানায় নিযুক্ত ২২ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ১ শত ৫০ জন শ্রমিক কারখানায় কাজ করিবার সময় বিভিন্ন প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এইরূপ দুর্ঘটনার পরিমাণ মোট কর্ম্মরত শ্রমিক সংখ্যার প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ দাঁড়াইয়াছে।

গ্রেটবৃটেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী বাণিজ্য

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে গ্রেটবৃটেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৪ কোটী ৬০ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল রপ্তানী করিয়াছে। এই রপ্তানীর পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিদেশে মোট রপ্তানীর ৬১ ভাগ।

স্পেনের সহিত গ্রেটবৃটেনের বাণিজ্য

১৯৪১ সালের মে মাসে ১২ খানি বৃটীশ জাহাজ দক্ষিণ স্পেনের কোন একটী বন্দরে কয়লা বহন করিয়া আনিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকখানি বৃটীশ জাহাজ স্পেনের অন্তর্গত মালাগা এবং ভেলেন্সিয়া বন্দর হইতে ৪ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ফল এবং ২ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের তরমুজ বোঝাই করিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের উদ্বৃত্ত রাজস্ব

১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সে বৎসরে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সমস্ত খরচা বাদে ১১ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব বাবদ উদ্বৃত্ত আয় হইয়াছে। দেশরক্ষা বাবদ ২ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াও এইরূপ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

বিহারে পল্লীউন্নয়ন

বিহার সরকার একটী পল্লীউন্নয়ন পরামর্শদাতা বোর্ড গঠন করিয়াছেন। পল্লীউন্নয়ন বিভাগের কার্য্য পরিচালনা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেই সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ ও পরামর্শ দান করা এই বোর্ডের একটী মুখ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে। বিভিন্ন জিলায় সরকারী এবং বেসরকারী সদস্য লইয়া জিলা পল্লীউন্নয়ন পরামর্শদাতা সমিতি স্থাপন করিবার বিষয়ও বিহার সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

বোম্বাই প্রদেশের গ্রামে রাস্তা নির্ম্মাণ

বোম্বাই সরকার বোম্বাই প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার জন্য ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকার মধ্যে উত্তর বিভাগে ৮৬ হাজার টাকা, মধ্য বিভাগে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা এবং দক্ষিণ বিভাগে ৮৮ হাজার টাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে ব্যয়িত হইবে।

বাঙ্গলার পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী

বাঙ্গলার পাট ও পাটজাত দ্রব্যের গত তিন বৎসরের রপ্তানীর হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) কাঁচা পাট, (২) থলে, (৩) চট ও (৪) অন্যান্য পাটজাত দ্রব্য।

১৯৩৭-৩৮

			(লক্ষ টাকা)
(১)	টন	৭৪৫,৭৯৪	১৪,৬৮.৮৫
(২)	সংখ্যা	৬১১,৬৩৩,২১৩	১৩,১৫.৫
(৩)	গজ	১৬৪২.০৯৩,৪৩৩	১৫,৩৫.৬
(৪)	টন	১৯,৬৩২	৫৩.০৯
মোট		১,৭৬৫,০৬৮	৪৩,৭৩.০০

১৯৩৮-৩৯

			(লক্ষ টাকা)
(১)	টন	৬৮৬,৮২৮	১৩,৩২.৩৫
(২)	সংখ্যা	৫৯৭,৪১৮,১৫৩	১২,৪৩.৬৩
(৩)	গজ	১,৫৪৫,০৭০,৫৫৩	১৩,২৯.৭৩
(৪)	টন	১৬,৮৬২	৪৫.৪০
মোট		১,৬৪০,৮৪০	৩,৯৫১.১১

১৯৩৯-৪০

			(লক্ষ টাকা)
(১)	টন	৫৬৩,১৮৪	১৯,৫৪.৯১
(২)	সংখ্যা	১,২০১,৪৭৮,৪০৩	২৫,২৭.৩৬
(৩)	গজ	১,৫৫৯,৪৩২,৪৪০	২২,৩৭.৫৬
(৪)	টন	২৬,৩৭১	৮৪.৩৫
মোট		১,৬৪১,২৭৫	৬৮,০৪.১৮

টীন উৎপাদন

১৯৪০ সালে পৃথিবীর টীন উৎপাদনের পরিমাণ ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬ শত টন। ১৯৩৯ সালে এবং ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর টীন উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩ শত টন এবং ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭ শত টন। ১৯৪০ সালের শেষভাগে পৃথিবীর মজুদ টীনের পরিমাণ ছিল ৬০ হাজার ৯ শত ৮২ টন; ১৯৩৯ সালে এইরূপ মজুদ টীনের পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার ৪ শত ৭ টন।

যুক্তপ্রদেশ হইতে ভারত সরকারের দ্রব্যাদি খরিদ

ভারত সরকারের ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট ১৯৩৯-৪০ সালে যুক্তপ্রদেশ হইতে ২ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার জিনিষপত্রাদি ক্রয় করিয়াছেন, ১৯৩৮-৩৯ সালে এইরূপ দ্রব্যাদি ক্রয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা।

বিহারে ইক্ষু চাষীদিগকে ক্ষতিপূরণ দান

বিহার সরকার বিহার প্রদেশের ইক্ষু চাষীদিগকে উদ্বৃত্ত ইক্ষু চাষের জন্য ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এইরূপ ক্ষতিপূরণের হার উৎকৃষ্ট ইক্ষু চাষের জমির জন্য একর প্রতি ৪৫ টাকা এবং সাধারণ ইক্ষু চাষের জমির জন্য একর প্রতি ২০ টাকা করিয়া ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা হইবে। উদ্বৃত্ত ইক্ষুর পরিমাণ ৪০ হাজার মণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

উড়িষ্যার আদমসুমারী

১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী উড়িষ্যা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের মোট লোকসংখ্যার হিসাব এবং ইহাদের মধ্যে কতজন পুরুষ ও কতজন স্ত্রী-লোক, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :—

উড়িষ্যা প্রদেশ ও দেশীয়রাজ্য	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
উড়িষ্যা	১৩,৩৬৯,৮১৭	৬,৫০৯,২০৭	৬,৮৬০,৬১০
খাস বৃটীশ অঞ্চল	৮,৭২৮,৫৪৪	৪,২১৮,১২১	৪,৫১০,৪২৩
কটক	২,৪৩১,৪২৭	১,৬৬৬,৬০১	১,২৬৪,৫২৬
বালেশ্বর	১,০২৯,৪৩০	৫০৮,৫৪১	৫২০,৮৮৯
পুরী	১,১০১,৯৩৯	৫৩১,৪৯৪	৫৭০,৪৪৫
সম্বলপুর	১,১৮২,৬২২	৫৮০,৮০৮	৬০১,৮১৪
গঞ্জাম	১,৩৯২,১৮৮	৬৩৭,১৪৮	৭৫৫,০৪০
গঞ্জাম এজেন্সী	৪৬৩,০৭৬	২২৭,৭০২	২৩৫,৩৭৪
কোরাপুট দেশীয়রাজ্য	১,১২৭,৮৬২	৫৬৫,৫২৭	৫৬২,৩৩৫
ইষ্টার্ণ ষ্টেটস এজেন্সী	৪,৬৪১,২৭৩	২,২৯১,০৮৬	২,৩৫০,১৮৭
বেঙ্গল ষ্টেটস্	৯৯০,৯৭৭	৪৯৪,২১০	৪৯৬,৭৬৭

চা-বাগানের নারী শ্রমিকদের জন্য প্রসূতিমঙ্গল ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আগামী বর্ষাকালীন অধিবেশনে বঙ্গীয় প্রসূতি মঙ্গল (চা বাগান সমূহের) বিল (১৯৪১) নামে একটি বিল উত্থাপন করিবেন। চা বাগান ও চায়ের কারখানাগুলিতে প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে কিছুকালের জন্য নারী শ্রমিকগণকে কর্ম্মে নিয়োগের ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে এই বিল প্রণীত হইয়াছে। বিলের বিভিন্ন ধারা গত ২৬শে জুন তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রেট বৃটেনে প্রেরিত খাদ্যদ্রব্যের ওজন নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ হইতে (অথবা অন্যকোন দেশ হইতে) গ্রেট বৃটেনে ডাকযোগে প্রেরিত খাদ্যদ্রব্যের পার্শেলের ওজন পাঁচ পাউণ্ডের অধিক হইতে পারিবে না এবং একই প্রকার খাদ্যের ওজন দুই পাউণ্ডের অধিক হইবে না—বৃটিশ সরকার এই আদেশ জারী করিয়াছেন এবং ২৯শে জুন হইতে এই আদেশ কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

ভারতে সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়

১৯৪১ সালের ১লা জুন হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত সমস্ত-সরকারী রেলওয়ে-সমূহের মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা। ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে ১৯৪১ সালের তুলনায় সরকারী রেলওয়ে সমূহে ৩৪ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত সমস্ত সরকারী রেলওয়েসমূহে ২২ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। এই আয়ের পরিমাণ ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ১ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা বেশী দাঁড়াইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় হরিতকীর চাহিদা

গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুর কাঁচা চামড়া পরিষ্কার ও মসৃণ করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় হরিতকীর প্রচুর চাহিদা দেখা যাইতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য

নিউ ইয়র্কে ভারত সরকারের যে বাণিজ্য প্রতিনিধি আছেন তাহার ১৯৪০ সালের শেষ ত্রৈমাসিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষ হইতে মোট ২ কোটী ২৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৪১ ডলার মূল্যের পণ্যদ্রব্যর আমদানী করিয়াছিল; ১৯৩৯ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানীর মূল্য ছিল ১ কোটী ৫৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ১ শত ৩৬ ডলার। ১৯৪০ সালের শেষ তিন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে ৯৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৩ শত ৬৭ পাউণ্ড তূলা আমদানী করিয়াছিল; ১৯৩৯ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৮ পাউণ্ড। ১৯৪০ সালের শেষ তিন মাসে ১৩৩৯ সালের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ভারত হইতে অনেক কম পরিমাণ চা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানী করিয়াছে। ১৯৪০ সালের শেষ তিন মাসে ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫ লক্ষ ৪২ হাজার ৫ শত ডলার মূল্যের অভ্র রপ্তানী হইয়াছিল; ১৯৩৯ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ অভ্র রপ্তানীর মূল্য ছিল ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৩ শত ৫৪ ডলার। ১৯৪০ সালের শেষ তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫৩ কোটী ১৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৫ শত ৭৩ পাউণ্ড কাঁচা রাবার রপ্তানী হইয়াছিল; ১৯৩৯ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটী ৭৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭ শত ৪৯ পাউণ্ড। ১৯৪০ সালের শেষ তিন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে ৭০ লক্ষ ১৭ হাজার ৬ শত ৪৬ পাউণ্ড শুষ্ক ছাগলের চামড়া এবং ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৫ পাউণ্ড আর্দ্র ছাগলের চামড়া আমদানী করিয়াছিল; ১৯৩৯ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৯ লক্ষ ১৭ হাজার ২ শত ২৭ পাউণ্ড এবং ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭ শত ৭৩ পাউণ্ড।

বাংলার ভুমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট

জানা গিয়াছে যে, বাংলার ভুমি রাজস্ব কমিশনের (ফ্লাউড কমিশন) রিপোর্টের সুপারিশসমূহ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে উক্ত পরিষদের বিভিন্ন দলের মতামত গ্রহণের জন্য উপস্থিত করা হইবে।

পৃথিবীতে রৌপ্য উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪০ সালে পৃথিবীতে রৌপ্য উৎপাদনের পরিমাণ ২৭ কোটী ৮০ লক্ষ আউন্স দাঁড়াইয়াছে। এই উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১ কোটী ৪০ লক্ষ আউন্স বেশী।

আমেরিকায় রুশিয়ার মালের অর্ডার

ওয়াশিংটনের রুষ রাষ্ট্রদূত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় জিনিসের অর্ডার দিয়াছেন।

বাংলার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর

প্রকাশ, ভারত সরকার বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস্, সি, মিত্রকে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ ইউটিলিজেশন কমিটীর একজন সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলুমিনিয়ম উৎপাদন

বিমানপোত প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মাণ করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলুমিনিয়ম উৎপাদন ও সংগ্রহ ব্যাপারে বিরাট প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। ১৯৩৯ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এলুমিনিয়ম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টন ; ১৯৪০ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টন। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত বৎসরে ৩ লক্ষ ১২ হাজার ৫ শত টন পরিমাণে এলুমিনিয়মের উৎপাদন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ভারত সরকারের কম্বলের অর্ডার

ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরদের মারফতে ৬ লক্ষ ৪৯ হাজার তাঁতে বোনা কম্বলের অর্ডার দিয়াছেন। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই এই অর্ডার অনুসারে মাল সরবরাহ করিতে হইবে। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং কাশ্মীররাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কম্বলের অর্ডার পাইয়াছে। বাঙ্গলা, বোম্বাই এবং মহীশূররাজ্যও বড় রকমের অর্ডার পাইয়াছে।

বঙ্গীয় বিক্রয়কর আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিগত অধিবেশনে যে বঙ্গীয় বিক্রয়কর বিল পাশ হইয়াছিল, বড়লাট সেই বিলে সম্মতি দিয়াছেন। ১লা জুলাই হইতে ঐ আইন বলবৎ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে যেসকল আমদানীকারী, প্রস্তুতকারী ও উৎপাদনকারীর বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ ১০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য যে সকল ব্যবসায়ীর বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা তাহাদিগকে প্রতি টাকায় এক পয়সা হারে কর দিতে হইবে। নিম্নলিখিত ৩১ দফা দ্রব্য এই আইনের আমলে আসিবে না :—

(১) সমস্ত খাদ্য শস্য ও ডাল (চাউল সহ), (২) ময়দা (আটা, সুজি ও ভুষি সহ), (৩) রুটী, (৪) সাধারণ মাংস, (৫) টাটকা মাছ, (৬) টিনে ভর্ত্তি নহে এরূপ তরিতরকারী, (৭) কেক্, পেষ্ট্রী ও মিষ্টান্ন ব্যতীত পাককরা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য যাহা টিনে ভর্ত্তি নহে, (৮) গুড়, চিনি ও ঝোলাগুড়, (৯) লবণ, (১০) সরিষার তৈল ও শ্বেত সরিষার তৈল এবং এই দুইয়ের সংমিশ্রণ, (১১) দুধ, (১২) গবাদি পশু (হাঁস মুরগী সহ), (১৩) কৃষির সরঞ্জাম, (১৪) জমির সার, (১৫) সুতা, (১৬) তাঁতের কাপড় (যে ব্যবসায়ী অন্যপ্রকারের কাপড় বিক্রয় করে না), (১৭) কেরোসিন তৈল, (১৮) হুঁকায় সেবনোপযোগী তামাক, (১৯) দিয়াশলাই, (২০) কুইনাইন ও ফেব্রিফিউজ, (২১) ১ম হইতে ৪র্থ শ্রেণীর পর্য্যন্ত প্রাথমিক ক্লাসসমূহের জন্য অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকসমূহ এবং যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, (২২) স্বর্ণ ও রৌপ্যের তাল, (২৩) স্বর্ণের অলঙ্কার (যেস্থলে প্রস্তুতকারক স্বর্ণের দাম ও মজুরী পৃথকভাবে লয়), (২৪) কাঁচা কয়লা ও পোড়া কয়লা, (২৫) দেশী মদ (তাড়ী ও পচাই সহ), বিদেশী মদ (ঔষধ সংযুক্ত মদ্য সহ), গাঁজা, অহিফেন, ভাঙ্গ ও চরস, (২৬) জল, যখন বোতলে বা শীলমোহর করা আধারে বিক্রীত হয়, (কিন্তু এরিয়েটেড বা খনিজ জল নহে) (২৭) বৈদ্যুতিক শক্তি, (২৮) কয়লা হইতে উৎপন্ন গ্যাস (যখন কোন গ্যাস সরবরাহ কোম্পানী গবর্ণমেন্ট বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্য বিক্রয় করিবে—বসবাসের বাড়ীতে বা অফিস বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য নহে) (২৯) মোটর স্পিরিট, (৩০) সংবাদপত্র (৩১) কাঁচা চামড়া।

১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইন বলবৎ হইলেও ১৯৪১ সালের ১লা অক্টোবরের পর যে বিক্রয় হইবে তাহার উপর কর ধার্য্য করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

টেলিফোনের 'মেসেজ রেট'

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ ভারতের কোন কোন টেলিফোন এক্সচেঞ্জে 'মেসেজ রেট' প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছে, তৎসম্পর্কে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত সমিতি উল্লেখ করিয়াছেন যে, যুদ্ধের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্কটজনক অবস্থায় অতিরিক্ত কোন ব্যয়ভার বহন করা ব্যবসায়ীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

২৮শে জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

নিখিল ভারত বেতার প্রতিষ্ঠান

নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত বেতার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি নূতন বাড়ীর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদভবনের সন্নিকটে এই বাড়ীটি ৪৪ একর জমির উপর নির্ম্মিত হইবে এবং ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। আধুনিকভাবে নির্ম্মিত এই বেতার প্রতিষ্ঠানে যেরূপ যান্ত্রিক ব্যবস্থা, নানাবিধ সরঞ্জাম ও প্রশস্ত স্থানের সুবিধা থাকিবে তাহা নাকি সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডে অন্য কোন দেশের কোন বেতার গৃহেই নাই।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীর কর্ম্মী-সমিতি

গত ২১শে জুন ভারতীয় বীমা কোম্পানীর কর্ম্মী-সমিতির পরিষদ সভায় ১৯৪১-৪২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহ করিবার জন্য নিম্নোক্ত কর্ম্মকর্ত্তাগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

সভাপতি—মিঃ এ কে সেন, সহ-সভাপতি—মিঃ এস্ বাক্চী, এ কে গাঙ্গুলী, এন আর সেন, এস এন রায় চৌধুরী ও এন সি ঘোষ। সম্পাদক—মিঃ এইচ সি নাগ, যুগ্ম-সম্পাদক—মিঃ সন্তোষ কাহালী ও এস্ আর মুখার্জ্জী।

সহ-সম্পাদক—মিঃ সুধীর দাস ও মিঃ—এন এম ভট্টাচার্য্য। কোষাধ্যক্ষ—মিঃ বি এন সেন। অনরারী অডিটার—মিঃ বিমল রায়। পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (১৯৪১-৪২) :—মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার, মিঃ এম্ এন বসু, মিঃ এস্ বি রায় চৌধুরী, মিঃ বি এন ব্যানার্জ্জি, মিঃ বিনয় বসু, মিঃ এস কে দত্ত, মিঃ কে কে ব্যানার্জ্জি, মিঃ জে এন ভট্টাচার্য্য, মিঃ বি আর বসু, মিঃ শরদিন্দু সাহা, মিঃ ডি চক্রবর্ত্তী এবং মিঃ জি এম দাশগুপ্ত।

মিঃ এ হিউজের নূতন পদ

বাঙ্গলা সরকারের বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের স্পেশ্যাল অফিসর মিঃ এ হিউজ আই সি এস্ বাঙ্গলা দেশে কেন্দ্রীয় সরকার ও রেলওয়ে কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত নহে এমন যে সব বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে তৎ-সম্পর্কে ১৯৩৮ সালের বাণিজ্য বিরোধ বিষয়ক আইন অনুসারে সালিশী অফিসর নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফেডারেল কোর্টের নূতন বিচারপতি

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, পরলোকগত স্যার সাহ সুলেমানের স্থানে ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি পদে ভারত সরকারের আইন-সচিব স্যার জাফরুল্লা খাঁর নিয়োগ ভারত সম্রাট অনুমোদন করিয়াছেন।

ধান ও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি সমস্যা

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে গত ৩রা জুলাই তারিখে নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে :—

ধান্য ও চাউল উৎপাদন বিষয়ে বাঙ্গলাকে আত্মনির্ভরশীল বলা যায় না। স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য বাঙ্গলাদেশকে ব্রহ্মদেশ হইতে বহু পরিমাণ চাউল আমদানী করিতে হয়। এই প্রদেশে বর্ত্তমান বৎসরে আবশ্যক পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয় নাই। অথচ এই বৎসরের প্রথম পাঁচ মাসে ব্রহ্মদেশ হইতে যে পরিমাণ চাউল আমদানী হইয়াছে তাহা গত বৎসরের ঐ সময়ের আমদানীর তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ কম। যুদ্ধের দরুণ জাহাজের অভাব বশতঃ এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে জাহাজ সংক্রান্ত অসুবিধা দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জাপান ও অন্যান্য দেশে ব্রহ্মের চাউল প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হওয়ার ফলে ব্রহ্মদেশেও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বর্ম্মার সিদ্ধ চাউলের মূল্য কলিকাতায় মণকরা ৩৸৵০ আনা হইতে ৩৷০ আনা ছিল। এখন উহার দর দাঁড়াইয়াছে ৫৷৷০ আনা হইতে ৫৷৷৵০ আনা। আমদানীকারককে এবং বিক্রেতাকে বর্ত্তমান অবস্থায় অতিরিক্ত অর্থনিয়োগ এবং ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী সম্পর্কে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এই জন্য ঐ অতিরিক্ত লাভকে গবর্ণমেন্ট আমদানীকারক ও বিক্রেতার পক্ষে অন্যায় লাভ বলিয়া মনে করেন না। মফঃস্বলের মূল্য সম্পর্কে মাল প্রেরণের ব্যয় ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সামান্য লাভের অঙ্ক যোগ করিয়া কলিকাতার দর অপেক্ষা প্রতি মণে।০ আনা হইতে ৷৷০ আনা বেশী ধরা যাইতে পারে। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে রেঙ্গুনের চাউলের দরের হার ইহা অপেক্ষা বেশী নহে। সুতরাং ধান ও চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া গবর্ণমেন্ট মনে করেন না। বর্ত্তমানে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে উহা দ্বারা অবস্থার জটিলতাই বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য কেহ অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ করিতেছে জানিতে পারিলে তৎসম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র রেঙ্গুনের চাউলের মূল্যের হার হ্রাস পাইলে কিংবা প্রয়োজনানুরূপ মজুদ চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই চাউলের প্রচলিত মূল্যের হার হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পুরাতন সংবাদপত্র আমদানী নিয়ন্ত্রণ

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ভারত সরকার গাঁইট ও বস্তাবন্দী পুরাতন সংবাদপত্র আমদানী নিয়ন্ত্রণমূলক দ্রব্যাদির পর্য্যায়ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ

১৯৪০ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ঐ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ২১ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৭০ টাকার নূতন বীমার জন্য ১ হাজার ৪৪৫টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ১ হাজার ৯৪টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ১৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৭০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ কিছু কমিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় আলোচ্য বৎসরে এদেশের অনেক বীমা কোম্পানীরই নূতন বীমার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। সে হিসাবে ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ কিছু কমিয়া যাওয়াতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। তাহা ছাড়া, বিশেষ সুখের বিষয় কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থার ভিতরও বর্ত্তমানে কোম্পানীর যথাসম্ভব উন্নতি সাধনে যথেষ্ট চেষ্টাযত্ন নিয়োগ করিতেছেন। আমরা অবগত হইলাম, তাঁহাদের ঐ চেষ্টার ফলে চলতি ১৯৪১ সালে কোম্পানীর নূতন কাজের অনুপাত হার অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত প্রথম ৫ মাসে কোম্পানী ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯৬০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪১ সালের উপরোক্ত ৫ মাসে সেইস্থলে কোম্পানী ৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। উহাতে অদূর ভবিষ্যতে কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৫ লক্ষ ৫ হাজার ৭২৬ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৭১ হাজার টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। এ বৎসর পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ৮৭ হাজার ৪২৬ টাকা ও পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৪৪ হাজার ৪৫৯ টাকার দাবী হয়। কার্য্যপরিচালনা বাবদ কোম্পানী ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ও এজেণ্টদের কমিশন বাবদ ৬৭ হাজার ৮০০ টাকা ব্যয় করে। অন্যান্য খরচ বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা দাঁড়ায়। আলোচ্য বৎসরে ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সম্বন্ধে একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এবার এই কোম্পানীর ব্যয়ের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে কোম্পানী কার্য্যপরিচালনা বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩১·৭ ভাগ ব্যয় করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে ঐ রূপ ব্যয়ের হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা ২৫·২ ভাগ। ব্যয়ের হারের ঐরূপ নিম্নগতি কোম্পানীর পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আলোচ্য কার্য্যবিবরণীতে গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ২১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। উহার বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাঁহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—পলিসি বন্ধকে দাদন ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, প্রদত্ত ঋণ ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা, ভারত সরকারের সিকিউরিটি ৮ লক্ষ ৪ হাজার টাকা, প্রাদেশিক সরকারসমূহের সিকিউরিটি ৪৯ হাজার টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্টট্রাষ্ট ও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৩৭ হাজার ৭৪০ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ লক্ষ ৮১ হাজার ৭০১ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। আমরা এই সুপরিচালিত ও উন্নতিশীল বীমা কোম্পানীটির উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করি।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৮ই জুন উড়িষ্যার এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি কে রায় কটকের ব্যবসায় কেন্দ্র নয়াসরকে দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নূতন শাখা আফিসের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত বি মুখার্জ্জি একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের উন্নতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, কটকে মঙ্গলাবাগে তাঁহাদের শাখা আফিস থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়ী মহল নয়াসরকে একটী শাখা স্থাপনের অনুরোধ জ্ঞাপন করায় এডভোকেট মিঃ এল কে দাসগুপ্ত দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পুরী শাখাসমূহের ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ব্যাঙ্কটির প্রতি জনসাধারণের ঐকান্তিক সহানুভূতি ও বিশ্বাসের জন্য তিনি ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পুরী ইলেকট্রিক কোম্পানীর মিঃ বি দাস জনসাধারণের পক্ষ হইতে বলেন যে, এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি কুটীর শিল্পের সহায়ক হইবে বলিয়া তিনি আশা পোষণ করেন। সমবেত অতিথিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৬শে জুন তারিখে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাশীপুর শাখার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ ব্রহ্ম সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন এন ব্যানার্জ্জি তাঁহার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন, অনেকে এরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন যে, ব্যবসা-বিমুখ বাঙ্গলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মত নিত্য নূতন ব্যাঙ্ক গজাইতেছে। মিঃ ব্যানার্জ্জি এই জাতীয় অভিমতের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, আজকাল বাঙ্গালী ব্যবসা বণিজ্যের দিকে মনঃসংযোগ করিয়াছে এবং শিল্প ব্যবসায়ের প্রসার ও প্রভাবের জন্য নূতন নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার এখনো প্রয়োজন রহিয়াছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিঃ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, স্বল্পকালের মধ্যে ব্যাঙ্কটী যেরূপ উন্নতি করিয়াছে তাহা সকলেরই আশা ও আনন্দের বিষয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার মনোজ্ঞ অভিভাষণে উক্ত ব্যাঙ্কের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া উহার আরও উন্নতি কামনা করেন। পাঁচশতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উদ্বোধন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে অতিথিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৬শে জুন তারিখে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এল এ, মহোদয়ের সভাপতিত্বে ঢেনকানলের মহারাজকুমার এন সিং সিংহদেও পটায়েৎ সাহেব কর্ত্তৃক ১৭ নং আর জি কর রোডে রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শ্যামবাজার শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ও ঢেনকানলের মহারাজকুমার ব্যতীত পাইকপাড়ার কুমার বিমল সিংহ, খান বাহাদুর সেরাজুদ্দীন আমেদ, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু প্রভৃতি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার ও প্রভাবের সঙ্গে জাতীয় উন্নতির অচ্ছেদ্য যোগাযোগ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। এই উদ্বোধন উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টার মিঃ জে, সি, সেন, বি-এ (হার্ভার্ড) ১লা জুন (১৯৪১) হইতে ডিরেক্টার ইনচার্জ্জ রূপে কোম্পানীর অফিসে যোগদান করিয়া উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আশাকরি মিঃ সেনের সুদক্ষ পরিচালনায় এই প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানটী আরও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

মিঃ এইচ্ এইচ্ মিস্ত্রি স্থায়ীভাবে বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। মিঃ মিস্ত্রি বহুকাল যাবৎ ঐ কোম্পানীর সহিত জড়িত আছেন এবং দীর্ঘকাল তিনি কোম্পানীর এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর দায়িত্বশীল কার্য্য করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

দি হাওড়া বেঙ্গল কোম্পানী লিমিটেড—ডিরেক্টর মিঃ এইচ্ আর লিউক্। পাট ব্যবসায় ও পাটের দালালী। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১নং কমার্সিয়াল বিল্ডিংস, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস চাটার্জ্জি। জমি ক্রয় ও বিক্রয় ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা।

এশিয়া ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড—ডিরেক্টর মিঃ মহেন্দ্রনাথ সাউ। ঔষধ প্রস্তুত ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—দাশনগর, হাওড়া।

রায় চৌধুরী এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড্—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি রায় চৌধুরী। বীমার এজেন্সী ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন ৩০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টোনা জুট কোম্পানী লিমিটেড—ডিরেক্টর মিঃ মঙ্গলচাঁদ ভুয়ালকা। থলে, চট ও পাটের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৭৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীহনুমান বেলিংস্ লিমিটেড—ডিরেক্টর মিঃ রামেশ্বরলাল নোপানী। থলে, চট ও পাটের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৭৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাসমল এণ্ড কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড্—গভর্ণিং ডিরেক্টর মিঃ ভোলানাথ বসু মল্লিক। চশমার ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫৬ ডি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যালকাটা ওয়েরার নেইল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কিশোরী লাল খেমকা। তার ও পেরেক তৈয়ারীর ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৬, তিলজলা রোড, কলিকাতা।

ন্যাশনাল মাইনিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিজয়কুমার চাটার্জ্জি। বালু, সিমেণ্ট ইত্যাদির ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২৪, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ডানষ্টন্ ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ—ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স সুবল দত্ত এণ্ড সন্স। নানারকম যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দি দয়ালবাগ লেদার ট্রেডিং কোং লিঃ—মিঃ গোবর্দ্ধন দাস বিনানী। নানা ধাতু দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী এবং ধাতব দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৪৩, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

রাজা-রাম এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শঙ্করদাস জয়সোয়াল। নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩৭, গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হিন্দুস্থান প্রেস সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রণধীর দাসগুপ্ত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা।

দি জুপিটার আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শেও-প্রতাপ তারতিয়া। লৌহ ও ইস্পাত নির্ম্মিত দ্রব্যাদির ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৬১-১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

এ টি হুই লিঃ—ডিরেক্টার এ, টি, হুই। এজেন্সী, দালালী ইত্যাদির কাজ। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা।

পুস্তক পরিচয়

নালন্দা ইয়ার বুক্—শ্রীতারাপদ দাশগুপ্ত এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। নালন্দা প্রেস, ২০৪, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা, বিশেষ সংস্করণ ৫৲ টাকা।

১৯৪১-৪২ সালের "নালন্দা ইয়ার বুক্" পাইয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-ব্যবসাদির প্রকৃত অবস্থা এবং সকল দেশের আর্থিক, সামরিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাদি পরিপূর্ণ বর্ষপঞ্জী প্রকাশ করিতে হইলে সুদক্ষ সম্পাদনা ও সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন। বাজারে চলিত এই জাতীয় পুস্তকে ছাপার ভুল তো থাকেই, সংখ্যা ও তথ্যাদির ভুলও বড় কম থাকে না। সুখের বিষয় "নালন্দা ইয়ার বুকে" এই ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের চোখে পড়ে নাই। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল। সেই তুলনায় ৭০৪ পৃষ্ঠার এই বর্ষপঞ্জীর মূল্য ৩৲ টাকা খুব বেশী নহে।

মেট্রোস্ ক্যালকাটা ডিরেক্টরী (১৯৪১)—প্রকাশক, মেসার্স মেট্রোস্ পাবলিসিটি সেলস এণ্ড সার্ভিস লিঃ, ১০ ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

কলিকাতা, হাওড়া এবং উহাদের উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলসমূহের সর্ব্বপ্রকার তথ্যাদি জানিতে হইলে এই জাতীয় পুস্তক একান্ত আবশ্যক। কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে বহুবিধ তথ্যাদি সম্বলিত ৩৭২ পৃষ্ঠার এই পুস্তকখানি শুধু কলিকাতাবাসীদের নিকট নহে, পরন্তু অন্যান্য প্রদেশের জিজ্ঞাসু জনসাধারণের নিকটও সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। স্থানে স্থানে ছাপার ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে এরূপ ঘটিবে না। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৪ঠা জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। বৎসরের এই সময় হইতে বাজারে একটা মন্দার ভাব আরম্ভ হয়। এক্ষণে বাজারে সেই মন্দারই সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। স্বল্প-মেয়াদী ঋণ অত্যন্ত সহজলভ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থাই বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হয়। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার কাজকারবার সামান্যই হইয়াছে এবং কলিকাতা ও বোম্বাইএর বাজারে কল টাকার সুদের হার যথাক্রমে শতকরা ৷৷০ ও ৷০ আনায় বলবৎ রহিয়াছে। বাজারে এবার কিয়ৎপরিমাণ রপ্তানী বিলের আমদানী দেখা গিয়াছিল।

এই সপ্তাহের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, বাঙ্গলা সরকার তিন মাসের মেয়াদী ৬০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিয়া ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে আশাতীরিক্ত সাড়া পাইয়াছেন। মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল কিঞ্চিদধিক ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

গত ২রা জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। ইহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে এক্ষেত্রে আবেদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই সপ্তাহের আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৬৯পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৬৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট ২ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ৶৯পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ৮ই জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে ১১ই জুলাই তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ৩রা জুলাই হইতে আগামী ৭ই জুলাই তারিখের মধ্যে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল পূর্ব্ব প্রকাশিত সর্ত্তাবলী অনুসারে ৯৯৶০ আনা দরে বিক্রয় হইবে। গত ২৫শে জুন হইতে ১লা জুলাই পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ ৫৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

গত ৩০শে জুন তারিখে তিন মাসের মেয়াদি বাঙ্গলা সরকারের ৬০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। ইহাতে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৬৩পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৶০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট যে ৬০ লক্ষ টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে উহাদের বার্ষিক শতকরা সুদের হার গড়ে ৶১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৭শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে ১৫ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এইরূপ ধার দেওয়ার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬৫ লক্ষ টাকা। এই সপ্তাহে ভারতবর্ষের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ৩৭ কোটি ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ হইতেছে ৩০ কোটি ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ৩১ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এই সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি ২৭ লক্ষ ২ হাজার টাকা; এই ক্ষেত্রে পূর্ব্ব সপ্তাহের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৯২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য গবর্ণমেন্টের আমানতের পরিমাণ ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের আমানতের পরিমাণ ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে; পূর্ব্ব সপ্তাহের উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ২২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ও ২ কোটি ৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫$\frac{১৫}{১৬}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫$\frac{১৫}{১৬}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩৷০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৪ঠা জুলাই

গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজ কারবারে বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে আন্তর্জ্জাতিক নানারূপ জটিল রাজনৈতিক অবস্থা শেয়ার বাজারে একটা বিশেষ অনিশ্চয়তার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। এ সপ্তাহের প্রথমভাগে শেয়ার বাজারের ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে কিছু উদ্ধগতি দেখা যাইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল; কিন্তু সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে বাজারের উন্নত অবস্থা অনেকটা ব্যাহত হইয়াছিল—যদিও বাজার বন্ধের দিকে ইহার অবস্থা কতকটা ভাল ছিল। রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে জাপান সরকারের যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছিল সেই জন্য সপ্তাহের শেষ তিন দিন শেয়ার বাজারে বিশেষ অনিশ্চয়তার ভাব দেখা যায়। শেয়ার বাজারে কোন এক সময় সংবাদ রটিয়াছিল যে, জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং কেহ কেহ ইহাও প্রচার করিয়াছিল যে, জাপান গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে যোগদান করিয়াছে। এইরূপ পরস্পর বিরোধী সংবাদে এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্ত্তনের জন্য বাজারে বেচাকেনার বিশেষ কোন উৎসাহ ছিল না। যাহা হউক আজ বাজার বন্ধের সময় বাজারে কতকটা তেজীর ভাব দেখা যায়। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে শেয়ার বাজারে কতকটা নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৬ টাকায় বলবৎ ছিল। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০২৶০ আনা; ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৯৸০ আনা এবং ৫৲ সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। প্রাদেশিক ঋণপত্র সমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৪ সালের ইউ, পি, ঋণপত্র ১০৬৸৶০ আনা এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের পাঞ্জাব ঋণপত্র ৯৮।৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এই সপ্তাহে নিউ ভিক্টোরিয়া ২॥৵০ আনা আনা, এলগিন ২২।০ আনা হইতে ২২৸০ আনা, কেশোরাম ৭॥০ আনা, কাণপুর টেক্সটাইলস ৭৸০ আনা, মুইর ২৭৩॥০ আনায় বেচাকেনা হয়।

কয়লার খনি

এ সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ারের দর স্থির ছিল। বেঙ্গল ৩৪৮৲ টাকা হইতে ৩৫৭৲ টাকা, নিউ বীরভূম ১৫৵০ আনা, বরাকর ১৩৲ টাকা, ইকুইটেবল ৩৪।০ আনা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২০৲ টাকা, ভালগোড়া ৪॥/০, রাণীগঞ্জ ২৪।৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

পাটকল

এ সপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় ছিল। এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩৫০৲ টাকা, বজবজ ৩৮২৲ টাকা, হাওড়া ৫৪/০ আনা, হুকুমচাঁদ ১২।০ আনা, কামারহাটী ৫১২৲ টাকা, ইণ্ডিয়া ৩৫০৲ টাকা, নস্করপাড়া ১৮৶০ আনা, ন্যাশনাল ২৪৲ টাকা, নদীয়া ৬২৸০ আনা, সুরা ১০৸০ আনা এবং ওয়েভার্লি ৩।৶০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চা-বাগান

এ বিভাগে চুনাভূতি ৪২৭॥০ আনা, বাণারহাট ৩৯২৲ টাকা, পেট্রোকোলা ৯২৫৲ টাকা, লিডো ২০৬॥/০ আনা, ডাফলাগড় ১৩৸০ আনা, এথেলবাড়ী ১১।০, জুতলিবাড়ী ১৫।০ আনা, টাঙ্গানি ৪।৶০ আনা এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১০।০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এ বিভাগে গত সপ্তাহে শেয়ারের দরে যে বৃদ্ধির ভাব দেখা গিয়াছিল তাহা আলোচ্য সপ্তাহে বজায় থাকে নাই। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৩৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল কিন্তু আজ বাজার বন্ধের দিকে ৩১৸/০ আনায় নামিয়া গিয়াছে। ষ্টিল করপোরেশন ১৯৸/০ আনা, বার্ণ এণ্ড কোং ৩৯৭৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস ৮৲ টাকা, হুকুমচাঁদ ষ্টিল ১২৸৵০ আনা, বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১০॥৶০, ন্যাশনাল আয়রণ ৮।৶০ আনা, কুমারধুবী ৪।০ আনা এবং সারণ ৬।৶০ আনায় বিকিকিনি হয়।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ার বিভাগে চম্পারণ ১৮।০ আনা, নিউ সাভান ৭॥৵০ আনা, সমস্তীপুর ৭॥৶০ আনা, বুলাণ্ড ১৭॥০ আনা, রাজা ১৭৶০ আনা এবং মারী ক্রয়ারী ১৪৸৶০ আনায় বেচাকেনা হয়।

বিবিধ

এই বিভাগে ডালমিয়া সিমেণ্ট ১২॥০ আনা, বৃটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ৪।০ আনা, গ্যাঞ্জেস রোপ ২৫৭॥০ আনা, ডানলপ রবার ৪০৸০ আনা, টিটাগড় পেপার ১৮৸৶০ আনা, মহীশূর পেপার ১৪৸৶০ আনা, ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন ৮৭॥০ আনা, ইণ্ডিয়ান কেবলস ২১৲ টাকা, বৃটিশ বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম ৩।৵০ আনা, বুরোয়া টিম্বার ১৭৲ টাকা এবং বার্ম্মা করপোরেশন ৪৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৭শে—৯৬৲ ৯৬॥৶০; ২৮শে—৯৬৲ ৯৬।৵০; ৩০শে—৯৫৸৵০ ৯৬৵০; ২রা জুলাই—৯৫৸৶০ ৯৬৵০; ৩রা—৯১৸৵০ ৯৬৶০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৭শে—১২।৵০ ৮২॥০; ৩রা জুলাই—৮২॥৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৭শে—১০১৸০ ১০১৸৶০; ২৮শে—১০১॥৵০ ১০১৸৵০; ২রা জুলাই—১০১৸০ ১০১৸৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৭শে—৯৫৶০ ৯৫।০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২৮শে—১০২৸/০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৭শে—১০৯৵০ ১০৯॥০; ২৮শে—১০৯।৵০; ২রা জুলাই—১০৯॥/০; ৩রা—১০৯৸০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৭শে—১১১৵০ ১১১।৵০; ৩০শে—১১১৶০; ২রা জুলাই—১১১।৶০ ১১১॥৶০; ৩রা—১১১৶০ ১১১।৶০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৯) ২৭শে—৯৯॥/০। ৩৲ সুদের ইউ, পি, ঋণ (১৯৫২) ৩০শে—৯৮।৶০ ৯৮॥০। ৫৲ সুদের ইউ, পি, বণ্ড (১৯৪৪) ২৮শে—১০৬॥৵০; ২রা জুলাই—১০৬৸৶০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ৩রা জুলাই—৯৮।/০ ৯৮।৵০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৭শে—১,৫৮০৲ ১,৫৮৮৲; ২রা জুলাই—১,৫৮০৲ ১,৫৮৮৲; (কণ্টি) ২৮শে—৩৯০৲ ৩৯৩৲; ২রা জুলাই—৩৯০৲ ৩৯২৲; ৩রা—৩৯২৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৭শে—১০৩॥০; ২৮শে—১০৩॥৶০; ৩০শে—১০৩।০ ১০৪॥৶০; ২রা জুলাই—১০০॥০ ১০১॥০; ৩রা—১০০॥০ ১০১॥০।

রেলপথ

আমোদপুর-কাটোয়া রেলওয়ে ২রা জুলাই—৯৫৲ ৯৬৲। আড়া-সাসারাম রেলওয়ে ৩০শে—৬৭৲। বারাসত বসিরহাট রেলওয়ে ৩০শে—৪১৲। বক্তিয়ারপুর বিহার রেলওয়ে ৩০শে—৫৩৲। ময়ূরভঞ্জ রেলওয়ে ২রা জুলাই—৭৩৲। বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলওয়ে ২রা জুলাই—৯৫৲ ৯৬৲। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ৩০শে—৬২৲। ডিহিরি রোটাস রেলওয়ে ২রা জুলাই—১০৲। হাওড়া আমতা রেলওয়ে ২রা জুলাই—৯৫৲। হাওড়া সিয়াখোলা রেলওয়ে ৩০শে—৬৪৲। কালিঘাট ফলতা রেলওয়ে ২রা জুলাই—৯৬৲। কালিম্পং রেলওয়ে ২৭শে—৯৸০ ১০৲; ২৮শে—৯৸৶০।

কাপড়ের কল

বেণারস কটন এণ্ড সিল্ক ২৮শে—৩।৵০ ; ৩০শে—৩/০ ৩।৶০ ; ২রা জুলাই—৩।০ ৩।৵০। কাণপুর টেক্সটাইল ২৭শে—৭।৵০ ৭৸০ ; ২৮শে—৭॥০ ; ৩০শে—৭।৵০ ; ২রা জুলাই—৭৵০ ৭।০ ; ৩রা—৭৸০। ডানবার ২৭শে—২২০॥০ ২২৫॥০ ; ২৮শে—২২১৲ ; ৩০শে—২১৮৲ ২২৫৲। এলগিন মিলস্ (অর্ডি) ২৭শে—২২॥০ ২২৸৵০ ; ৩০শে—২২॥০ ; ২রা জুলাই—২২।০ ২২৸০ ; ৩রা—২২॥০ ২৩।০। কেশোরাম ২৭শে—৭।/০ ৭॥৵০ ; ৩০শে—৭।/০ ; ২রা জুলাই—৭৶০ ৭॥০ ; ৩রা—৭৵০ ৭॥০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৭শে—২॥০ ২॥৶০ ; ২৮শে—২॥/০ ২৸০ ; ৩০শে—২॥৶০ ২৸০ ; ২রা জুলাই—২॥/০ ২৸০ ; ৩রা—২॥/০ ২৸০ ; (প্রেফ) ২৭শে—৫॥৵০ ; ২রা জুলাই—৫৸৶০ ; ৩রা—৫।৵০। মুইর মিলস্ (অর্ডি) ৩রা জুলাই—২৭৩॥০ ২৭৫৲।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ২৭শে —৩৫০৲ ৩৫৪৲ ; ২৮শে—৩৫৩৲ ৩৫৫৲ ; ৩০শে—৩৫৯৲ ৩৫৬৲ ; ২রা জুলাই—৩৫৫৲ ; ৩রা—৩৫৪৲ ৩৫৭৲। ভালগোরা ৩০শে —৪॥০ ৪॥৵০ ; ২রা জুলাই—৪॥/০ ৪॥৵০। বুলানবরারী ২৭শে জুন—১০।৵০ ; ৩০শে—১০৸০। বোকারো এণ্ড রামগড় ২৭শে জুন—১৪৸০। বরাকর ২৭শে জুন—১২।৵০ ১২৸০ ; ৩০শে—১২॥০ ১২৸৵০ ; ২রা জুলাই—১২৸০ ১৩৲। সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ২৭শে জুন—১৪।৵০ ১৪।৶০ ; ২রা জুলাই—১৪।০ ১৪॥০। ধেমে মেইন ২৭শে —১৩৵০ ১৩॥০ ; ৩০শে ১৩/০। ইকুইটেবল ২৭শে—৩৪।০ ; ২৮শে—৩৪॥০ ; ২রা জুলাই—৩৪৲ ৩৪।০। গ্লসিক এণ্ড মুল্লিয়া ২৭শে —৩৸/০ ৩৸৶০ ; ২রা জুলাই —৪৲। হরিলাদি ৩০শে—১২৲ ১২।/০। কাটরাস ঝরিয়া ২৭শে—২৫৲ ২৬॥০ ; ৩০শে—২৫।০ ২৬।০। লাকুরকা ৩০শে—৯৸৵০ ১০৵০ ; ২রা জুলাই—১০৸০। নিউবীরভূম ২৮শে—১৫॥০ ১৫৸০ ; ২রা জুলাই —১৪৸৵০ ১৫॥০। পেঞ্চভেলী ২৭শে—৩২॥০ ৩৩।০ ; ৩০শে—৩৩।০ সামলা ২৭শে—২৵০ ; শিবপুর ৩০শে—২১।০। সেণ্ড্রা ২৭শে—১১।৵০ ; ৩০শে—১১॥০ ১১৸/০। সাউথ করাণপুরা ২৭শে—৪।/০ ৪॥০ ; ২৮শে—৪।৶০ ৪॥০ ; ৩০শে—৪।৵০ ; ৩রা জুলাই—৪।/০ ৪॥০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৭শে—১৯।৵০ ; ২রা জুলাই—২০ ২০।০ ; ৩রা—১৯৸০ ২০৲। তালচের ২৭শে —১।৵ ১॥৵০ ; ২৮শে—১।৶০ ১॥/০ ; ৩০শে—১॥/০ ; ২রা জুলাই—১।৵০। বড় ধেমো ৩রা জুলাই—৪।৵০। রাণীগঞ্জ ৩রা জুলাই—২৪।৶০ ২৭৸০।

খনি

বার্ম্মাকরপোরেশন ২৭শে জুন—৪॥৶০ ৪৸৶০ ; ২৮শে—৪৸০ ৪৸৶০ ; ৩০শে—৪॥৶০ ৪৸৶০ ; ২রা জুলাই—৪॥৶০ ৪৸/০ ; ৩রা—৪॥৶০ ৪৸৵০। কনসোলিডেটেড টীন ২৭শে জুন—২।৵০ ; ৩০শে—২।৵০ ২৸০ ; ২রা জুলাই —২॥০ ২॥৶০ ; ৩রা—২॥০ ২॥৵০। ইণ্ডিয়ান কপার ২৭শে জুন—২।০ ২।৵০ ২৮শে—২।০ ; ৩০শে—২৵০ ২।০ ; ২রা জুলাই—২৶০ ২।৵০ ; ৩রা—২৵০ ২।/০। করাণপুরা ডেভেলপমেণ্ট ২৭শে জুন—৭॥০ ; ৩রা জুলাই—৮।০ ৮।৵০ ; টেভয় টীন ২৭শে জুন—১/০ ; ২৮শে—১৵০ ; ৩০শে—১৵০ ; ২রা জুলাই—১৵০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পালপ—২৭শে জুন—১৪৭॥০ ১৪৯৲ ; ২৮শে—১৪৯৲ ১৫০৲ ; ৩০শে—১৪৮৲ ১৪৯॥০। মহীশূর পেপার ২৭শে জুন—১৫৲ ১৫।/০ ; ২রা জুলাই—১৪৸৵০। ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ২৭শে জুন—১২॥৵০ ১২॥৶ ; ৩০শে—১২।০ ১২॥৵০ ; (নিউপ্রেফ) ২৮শে জুন—১০৪৲ ; ২রা জুলাই—১০৪॥০ ১০৬॥০ ; (ওল্ডপ্রেফ) ২৭শে জুন—১০৭॥০। শ্রীগোপাল পেপার ২৭শে জুন—১১॥৶০ ; ২৮শে—১১॥০ ; ৩০শে—১১৸০ ; ২রা জুলাই—১১।০ ১১।৵০ ; ৩রা—১১৶০ ১১॥০ ; (প্রেফ) ৩রা জুলাই—১০৯৲ ১১০৲। ষ্টার পেপার ২৭শে জুন—১১॥০ ; ৩০শে—১১॥৵০ ; ২রা জুলাই—১১॥৵০ ; ৩রা—১১।০ ১১৸০। টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ২৭শে জুন—১৯৵০ ১৯॥০ ; ২৮শে—১৯৵০ ১৯৸০ ; ৩০শে—১৮৸৵০ ১৯॥০ ; ২রা জুলাই—১৮৸৶০ ১৯।০ ; ৩রা—১৮৸৵০ ১৯।০ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ২রা জুলাই—১১৭৲ ; (প্রেফ অর্ডি) ২রা জুলাই—৫৸০।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২৭শে জুন—১২৲ ১২।০ ; ৩০শে—১১৸০ ; ২রা জুলাই—১২।০ ; ৩রা—১১॥৵০ ১২॥০ ; (প্রেফ) ২৭শে জুন—১১৪৲ ; ৩০শে—১১৪৲ ; ২রা জুলাই—১১৪৲ ১১৫৲ ; ৩রা—১১৩৲ ১১৪৲ ; (ডের্কাড) ৩০শে জুন—২॥০ ; ৩রা জুলাই —২॥৵০। রিলায়েন্স ফায়ার বৃক্স ২৭শে জুন—১০।০ ১০॥৵০ ; ২৮শে—১০।৵০ ১০৸০ ; ২রা জুলাই—৯৸৵০ ১০।৶০।

ইলেকট্রীক

আগ্রা ইলেকট্রীক ২রা জুলাই—১৩৯৲। বেণারস ইলেকট্রীক ৩০শে জুন—১৪৵০ ১৪।৵০ ; ২রা জুলাই—১৪।০। লাহোর ইলেকট্রীক (অর্ডি) ৩০শে জুন—২৭১৲। মির্জ্জাপুর ইলেকট্রীক ২রা জুলাই—৪৵০ ৪।৶০। আপার যমুনা ইলেকট্রীক ২৭শে জুন—১১।০।

পাটকল

আদমজী ২৭শে জুন—২৬॥০ ২৬৸০ ; ৩০শে—২৬॥/০ ; ২রা জুলাই—২৬॥৶ ২৬॥৵০ ; ৩রা—২৬।৵০ ২৬॥০ ; (প্রেফ) ৩০শে জুন—১৫৫॥০। আগরপাড়া ২৭শে জুন—২৯॥/০ ৩১৲ ; ৩০শে—৩০৲ ৩০।৵০ ; ৩রা জুলাই—২৯॥০। এলবিয়ন ২৭শে জুন—২১০৲ ২১৩॥০ ; ৩০শে—২১৯॥০। এলায়েন্স (অর্ডি) ২৭শে জুন—২৯৪॥০। এংলো ইণ্ডিয়ান ২৭শে জুন—৩৪৮৲ ৩৫২৲ ; ২৮শে—৩৫১৲ ৩৫৫৲ ; ৩০শে—৩৪৭৲ ৩৫১৲ ; ২রা জুলাই—৩৪৫৲ ৩৫০৲। অকল্যাণ্ড ২৭শে জুন—১৭৮॥০ ১৮১৲ ; ৩০শে—১৭৮৲। বালি ২৭শে জুন—২৪০৲ ২৪৪৲ ; ২৮শে—২৪১৲ ২৪৪॥০ ; ৩০শে—২৩৯৲ ২৪১৲ ; ২রা জুলাই—২৩৮৲ ২৪১৲ ; ৩রা—২৩৯৲ ২৪১॥০ ; (প্রেফ) ৩০শে জুন—১৫৮৲ ৩রা জুলাই—১৫৮৲। বরানগর ২৭শে জুন—১১২৲ ১১৩॥০ ; ৩০শে—১১৪৲ ; বেলভেডিয়র ২৭শে জুন—৪০০৲ ; ২৮শে—৪০৪৲ ৪০৭॥০ ; ৩০শে—৪০০৲ ৪০১৲ ; ২রা জুলাই—৪০২৲ ৪০৬॥০ ; ৩রা—৪০২৲ ৪০৭৲। বেঙ্গল (অর্ডি) ২৭শে জুন—১৬॥০ ১৬৸০ ; ২রা জুলাই—১৫৸০। বিরলা ২৭শে জুন—২৮৸০ ২৯৲ ; ৩০শে—২৮৸০। বজ বজ ২৭শে জুন—৩৮০৲ ৩৮৩৲ ;

২রা জুলাই—৩৮২৲। ক্যালকাটা (অর্ডি) ২রা জুলাই—১৭৲ ১৭।০; (প্রেফ) ২রা জুলাই—১১১৲। চেভিয়ট ২৭শে জুন—১৯৯৲ ২০৭৲; ৩০শে—২০৩৲; ২রা জুলাই—২০৪॥০ ২০৫॥০। চিতভঙ্গসা ২৭শে জুন—১২।০ ১২॥৵০; ২৮শে—১২।/০ ১২॥৵০; ৩০শে—১১৸৵০। ক্লাইভ ২৭শে জুন—২৪।০ ২৫৵০; ৩০শে—২৪।৵০ ২৪॥৵০। ক্রেইগ ২৭শে জুন—১৸৶০ ২৵০; ২৮শে—২৲ ২৶০; ৩০শে—২/০ ২৶০; ৩রা জুলাই—১৸৶০ ২৵০; (প্রেফ) ২৭শে জুন—৩২৫৲। ডালহৌসী ২৭শে জুন—৩২৫৲ ৩৩০৲; ৩০শে—৩২৫৲। ডেলটা ২৭শে—৪২০৲; ২৮শে—৪২৩৲; ২রা জুলাই—৪১৬৲ ৪২০॥০; ৩রা—৪১৭৲ ৪২০॥০। ক্যালকাটা জুট (অর্ডি) ৩রা জুলাই—১৬৸০ ১৭৲। এম্পায়ার ২৭শে—২৬।০ ২৭৲; ২রা জুলাই—২৬।৵০ ২৬।৵০; (প্রেফ) ২৮শে জুন—১৫৬॥০। ফোর্ট গ্লষ্টার ২৭শে—৫৩৫৲ ৫৮২৲; ২রা জুলাই—৫৩৫৲। ফোর্ট উইলিয়ম ২৭শে—২৫৩৲ ২৫৪৲; গ্যাঞ্জেস ৩০শে—২৮১৲ ২৮৬৲; ৩রা জুলাই—২৭৮৲। গৌরীপুর ২৭শে—৬৯২৲; ৩০শে—৬৯১৲ ৬৯৬॥০; হেষ্টিংস (প্রেফ) ২রা জুলাই—১৩৫৲ ১৩৬॥০। হুগলী (প্রেফ) ২রা জুলাই—১৮৸০ ২০৲। হাওড়া ২৭শে—৫৩৸০ ৫৪৸০; ২৮শে—৫৩॥০ ৫৪৵০; ৩০শে—৫৩।৶০ ৫৩৸০; ২রা জুলাই—৫৩।৵০ ৫৪/০; ৩রা—৫৩।৵০ ৫৩॥০। হুকুমচাঁদ—২৭শে—১২৲ ১২॥৵০; ২৮শে—১২।০; ৩০শে—১২৵০ ১২॥৵০; ২রা জুলাই—১১৸০ ১২।৵০; ৩রা—১২।০; (প্রেফ) ২৭শে—১৪০৲ ১৪০॥০; ৩০শে—১৩৮॥০ ১৪০৲; ৩রা জুলাই—১৩৮৲। ইণ্ডিয়া ২৭শে—৩৪৭৲ ৩৫৪৲; ২৮শে—৩৫০৲ ৩৫৪৲; ৩০শে—৩৪৬৲ ৩৫০৲; ২রা জুলাই—৩৪৫৲ ৩০০৲। কামারহাটী ২৭শে—৫১৫৲ ৫১৮৲; ২৮শে—৫১৬৲ ৫২০৲; ৩০শে—৫১২৲ ৫১৮৲। ২রা জুলাই—৫১২৲ ৫১৩৲; ৩রা—৫১২৲ ৫১৩৲। কাঁকিনারা ২৭শে—৪১৮৲ ৪২৪৲; ৩০শে—৪১৫৲ ৪১৮॥০। কেলভিন (প্রেফ) ২রা জুলাই—১৭৫৲। কিনিসন (প্রেফ) ২রা জুলাই—১৭৭৲; ৩রা—১৭৫৲। লরেন্স ২৭শে—৪১৮৲ ৪২৫৲; ২৮শে—৪০৩৲ (প্রেফ) ২৮শে—১৪৬৲ ১৪৭৲; ২রা জুলাই—১৪৮৲ ১৪৯৲। মেঘনা ২৭শে—৪৩।০ ৪৪৸০; ২৮শে—৪৫৲ ৪৬।০; ৩০শে—৪৪৸০ ৪৫৸০। নৈহাটী ২৭শে—৩০৭৲। নস্করপাড়া—২৮শে—১৭৸৵০; ২রা জুলাই—১৭৸/০ ১৮৸০। ন্যাশনাল ২৭শে—২৪৲; ৩০শে—২৪।০; ২রা জুলাই—২৩॥/০ ২৪৲। নৈশিমার্ণী ২৭শে—৯॥০ ৯৸০; ৩রা জুলাই—৯॥৵০। নিউ সেণ্ট্রাল ২৭শে—৩১৭৲ ৩১৯৲; ৩০শে—৩১৫৲। নদীয়া ২৭শে—৬২॥০ ৬৪৲; ২৮শে—৬৩৸০ ৬৬৲; ৩০শে—৬২॥০ ৬৫॥০; ২রা জুলাই—৬৩।০ ৬৩৸৵০; ৩রা—৬২৸০ ৬৪।০। ল্যান্সডাউন ৩রা জুলাই—১৫২॥০। নর্থব্রুক ২৭শে—৩৫।০ ৩৫৸০; ২৮শে—৩৬৲; (প্রেফ) ২রা জুলাই—১৪৮৲ ১৪৯৲। ওরিয়েণ্ট ২৭শে—২০১৲ ২০৫৲ ২৮শে—২০৭৲; ২রা জুলাই—২০২৲ ২০৬॥০। প্রেসিডেন্সী ২৭শে—৫৲ ৫।/০; ২৮শে—৫৵০ ৫।৵০; ৩০শে—৫/০ ৫।৵০; ২রা জুলাই—৪৸৶০ ৫।/০; ৩রা—৪৸৶০ ৫৶০। সুরা ২রা জুলাই—১০॥০ ১০৸০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২রা জুলাই—২৯২৲। ইউনিয়ন ২৭শে—৪১৫৲; ২রা জুলাই—৪১৩৲ ৪২২॥০। ওয়েভার্লি (অর্ডি) ২৭শে—২৸৵০ ৩৵০; ২৮শে—২৸৶০ ৩।৶০; ৩০শে—৩৵০ ৩।৵০; ২রা জুলাই—৩৵০ ৩।/০; ৩রা—৩৶০ ৩।৵০; (প্রেফ) ২৭শে—৫৮৲ ৫৯৲। মেঘনা ৩রা জুলাই—৪৩।০ ৪৪৲।

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ২রা জুলাই—১৭৲; (প্রেফ) ২রা—১২১৲। বেঙ্গল কেমিক্যাল (অর্ডি) ২৮শে—৩৮০৲।

চিনির কল

বলরামপুর ৩০শে—৭।০; ৩রা জুলাই—৬৸০। বুলাণ্ড ২৭শে—১৬॥০; ২৮শে—১৭৲ ১৭॥০। কেরু এণ্ড কোং ২৮শে—১০॥০; ৩০শে—৯॥৵০ ১০৲; (প্রেফ) ২রা জুলাই—১২১৲। চম্পারণ ২৭শে—১৪॥০ ১৪৸৵০; ২৮শে—১৪॥৵০ ১৫৲; ৩০শে—১৪॥০; ২রা জুলাই—১৪॥০ ১৫৲। মারিক্রয়ারী ৩০শে—১৪৲ ১৪।০; ৩রা জুলাই—১৪৲ ১৪।০। নিউ সাভান ২৭শে—৭॥০ ৭৸০; ৩০শে—৭॥০ ৭৸৶০; ২রা জুলাই—৭৸৵০ ৮৵০; ৩রা—৭॥৵০ ৮/০। প্রতাপপুর (প্রেফ) ২৭শে—১৬৲; ৩০শে—১৫৸০ ১৬৲। রামনগর কেইন এণ্ড সুগার (প্রেফ) ২৭শে—১২৪৲ ১২৫৲। রাজা ২৭শে—১৭।৶০ ১৭৸০; ৩০শে—১৭৶০ ১৭॥৵০; ৩রা জুলাই—১৭৵০। সমস্তীপুর ২৭শে—৭।/০ ৮৲; ৩০শে—৭।০ ৮/০; ২রা জুলাই—৮৲; ৩রা—৭॥৵০ ৮৲। কাণপুর (প্রেফ) ৩রা জুলাই—১৭৪৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার ২৮শে—১১।৵০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ২৭শে—৯৵০; ৩রা জুলাই—৯৵০। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৩০শে—৭॥০ ৭৸/০; ৩রা জুলাই—৭॥০ ৮/০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৭শে—১০।৵০ ১১৲; ৩০শে—১১৲; ২রা জুলাই—১০।৵০ ১০॥৵০; ৩রা—১০।০ ১০॥০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৭শে—৩৯৫৲ ৪০০৲; ২৮শে—৩৯৮৲ ৪০০৲; ৩০শে—৩৯৬৲ ৩৯৮৲; ২রা জুলাই—৩৯৭৲; ৩রা—৩৯৬৲ ৩৯৮৲। হুকুমচাঁদ ষ্টীল (অর্ডি) ২৭শে—১৩।৶০ ১৩৸/০; ২৮শে—১৩॥৵০ ১৩৸৶০; ৩০শে—১৩/০ ১৩৶০; ২রা জুলাই—১২৸৶০ ১৩/০; ৩রা—১২৸৶০ ১৩৲; (ডেফার্ড) ২৭শে জুন—২।০ ২।৵০; ২রা জুলাই—২।০ ২।৵০। ইণ্ডিয়ান মেলিয়েবল কাষ্টীং (অর্ডি) ৩০শে—৭।০; (ডেফার্ড) ৩রা জুলাই—২৵০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৭শে—৩২।/০ ৩২॥৵০ ৩২॥৶০ ৩২৸/০ ৩৩/০; ২৮শে—৩২॥/০ ৩২৸০ ৩২৸/০ ৩৩৵০; ৩০শে—৩১৸৵০ ৩২৲ ৩২/০ ৩২।০ ৩২।৵০ ৩২।৶০ ৩২॥০ ৩২॥৵০; ২রা জুলাই—৩১॥/০ ৩১॥৵০ ৩১৸০ ৩১৸/০ ৩১৸৶০ ৩২৵০; ৩রা—৩১॥৵০ ৩১॥৶০ ৩১৸০ ৩১৸৶০ ৩২৶০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস্ (অর্ডি) ২৭শে—৫৫৲ ৫৫॥০; ৩০শে—৫৪॥০ ৫৫৲; (ডেফার্ড) ২৭শে—৩৬৸০ ৩৭৲; (কণ্টী) ২৭শে—৭৸/০ ৭৸৶০ ৮/০; ২রা জুলাই—৮৲; ৩রা—৮।০। ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড ওয়াগণ (অর্ডি) ২৭শে—৬৩৸; ২৮শে—৬৪॥০; (প্রেফ) ৩রা

জুলাই—১৬১৲ ১৬২৲ ; ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ২৭শে—২০।৶০ ২০॥০ ২০॥/০ ২০॥৵০ ২০৸০ ২০৸৵০ ২১॥০ ; ২৮শে—২০।৵০ ২০।৶০ ২০॥/০ ২০॥৵০ ; ৩০শে—১৯৸৵০ ১৯৸৶০ ২০৲ ২০/০ ২০৵০ ২০৶০ ২০।০ ২০।/০ ২০।৵০ ২০।৶০ ২০॥০ ২০॥/০ ; ২রা জুলাই—১৯॥৶০ ১৯॥৵০ ১৯৸০ ১৯৸/০ ১৯৸৵০ ১৯৸৶০ ; ২০৵০ ; ৩রা—১৯৸০ ১৯৸/০ ১৯৸৵০ ১৯৸৶০ (প্রেফ) ২৭শে—১১৯৲ ; ৩০শে—১১৮॥০ ১১৯৲ ১২০৲ ২রা জুলাই—১১৯॥০ ১২০॥০ ; ৩রা—১২০॥০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ২৭শে—৪।৵০ ; ৩০শে—৪।০ ; (প্রেফ) ২৭শে—১২৭৲। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২রা জুলাই—৮।/০ ৮॥০। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ২৮শে—৬৲ ; ৩০শে—৫৸৵০ ৬।০। ষ্টীল প্রডাক্টস্ ২৭শে—৫॥/০।

চা বাগান

আমলকী ২রা জুলাই—৭১৲ ৩রা—৭১৲ ৭২॥০। বানারহাট ২রা জুলাই—৩৯২৲। বেটিলি ২৭শে—৫॥০। বেটজান ২৭শে—২৬।০ ; ৩০শে—২৬৸০। ভাটকোয়া ২৭শে—৪৩৸০ ৪৪৲ ; ৩০শে—৪২৲। সেন্ট্রাল কাছাড় ২রা জুলাই—৫৭৲। চুনাভুতি ২রা জুলাই—৪২৫৲ ৪২৭॥০। ডেণ্টমারা ২রা জুলাই—৮৲ ৮।০। ডোরাচেড়া ২৭শে—১২৵০। ডাফলগড় ২রা জুলাই—১৩৲ ১৩৸০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৩০শে—১০৲ ১০।০ ; ২রা জুলাই—৯৸৵০। ৩রা—১০৲ ১০।০। এথেলবাড়ী ২রা জুলাই—১০৸০ ১১৲ ; ৩রা—১১।০। গঙ্গারাম ২৭শে—৩৭৭৲ ; ৩০শে—৩৭৭৲। হুগুপাড়া ৩০শে—৩৭৬৲ ৩৭৮৲। হাতীক্ষীরা ২৭শে—২০৲ ; ২৮শে—২০৲ ৩০শে—১৯৸০ ২০।০ ; ২রা জুলাই—১৯৸০। হুগড়া জুলি ২৭শে—১৪৸০ ১৫৲ ; ৩রা জুলাই—১৪৸০ ১৫৲। জয়বীরপাড়া ৩০শে—১৯॥০ ১৯৸০। জুতলীবাড়ী ২রা জুলাই—১৫৲ ১৫।০। লেডো ২রা জুলাই—২০৫৲ ২০৬॥০ ; লুবা ২রা জুলাই—৪।৵০। মোথোলা ৩০শে—৬২৩॥০। নাগা হিলস্ ২রা জুলাই—১২।০। নাগী ফার্ম্ম ৩রা জুলাই—২০॥০। ওকাইতি ৩০শে—৭৪০৲ ; ৩রা জুলাই—৭৪০৲। পেট্রোকোলা ২৭শে—৯০৫৲ ৯১০৲ ; ২রা জুলাই—৯২৫৲। পুত্তিনবাড়ী ২রা জুলাই—১৩২৲। রাণীচেড়া ২৮শে—১০৲ ; ৩রা জুলাই—১০৲ ১০।০। সরুগাঁও ৩০শে—৮৸০ ৯৲। ২রা জুলাই—৯৲। সিয়াজুলি ২৭শে—২২৲। সিঙ্গেল ২রা জুলাই—৬৬৲ ৬৭৲। ডিজোভেলী ৩রা জুলাই—৫।০ ৫॥০। সোণাই রিভার ২৭শে—১৬।০ ১৬॥০। ডিলারাম ৩রা জুলাই—১২০৲। তেজপুর ২৭শে—৭।০ ৭৸০। টাঙ্গানি ২রা জুলাই ৪।০ ৪।৵০ ; ৩রা—৪৶০ ৪।/০। তুকভার ২৭শে—১২৲ ১২।৵০। বিশ্বনাথ ৩রা জুলাই ২৬॥০ ২৬৸০। চ্যাসং ৩রা জুলাই—৯।০।

বিবিধ

বরারি কোক ২৭শে—২২॥৵০ ২৩/০ ; ২৮শে—২৩৲ ২৩।৵০ ; ৩০শে—২৩॥০ ; ৩রা জুলাই—২৩৲ ২৩॥/০। বি, আই, করপোরেশন (অর্ডি) ২৭শে—৪।০ ৪।৶০ ; ২৮শে—৪।০ ৪।/০ ; ৩০শে—৪।০ ৪।৵০ ; ২রা জুলাই—৪।০ ৪।৵০ ; ৩রা—৪।০ ; (প্রেফ) ২৭শে—১৮০৲ ১৮২৲। বৃটানিয়া বিস্কুটস্ ৩রা জুলাই—৯।০ ৯॥৵০। বুড়োয়া টীম্বার ২৮শে—১৬॥০ ১৬৸০ ; ২রা জুলাই—১৬৸০ ১৭৲। বৃটীশ বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম ২৭শে—৩॥৵০ ৩৸/০ ; ২৮শে—৩॥৵০ ; ৩০শে—৩॥৶০ ৩৸/০ ; ২রা জুলাই—৩॥/০ ৩॥৶০। ক্যালকাটা হাইড্রোলিক প্রেস ৩০শে—১৩৫৲। ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ২৭শে—৭।০ ; ৩রা জুলাই—৬৸০ ৬৸/০। ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ (অর্ডি) ২৭শে—১৫৲। ডানলপ রাবার (অর্ডি) ২৭শে—৪০৸০ ৪১৲ ; ৩০শে—৪০॥০ ৪০৸০ ; (ফার্ষ্ট প্রেফ) ৩০শে—১৫০৲। গ্যাঞ্জেস রোপ ২রা জুলাই—২৫৭॥০ ; ৩রা—২৫৭॥০। হুগলী ফ্লাওয়ার ২৭শে—১০॥০ ১০৸০ ; ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ২৭শে—৮৮॥০ ; ২রা জুলাই—৮৬॥০ ৮৭॥০ ; ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ৩০শে—২০॥ ২৸০ ; ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস্ ২৭শে—২৮৲ মেদিনীপুর জমিদারী ২৭শে—৭২৲ ৭৩৲ ; ৩০শে—৭৩৲। স্মিথ ষ্ট্যানিসষ্ট্রিট (অর্ডি) ২রা জুলাই—৩॥০ ৩৸/ ; (প্রেফ) ২রা জুলাই—৮৫৲। স্পেন্সার এণ্ড কোং ('বি' প্রেফ) ২৭শে=৯॥০ ; ২রা জুলাই—৯॥০ ; ৩রা—৯॥৵০ ; ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার ২৭শে—৮।০ ৮॥০ ; ৩রা জুলাই—৮৸৵০ ; ম্যাকফার-লেন এণ্ড কোং ২৮শে—৫৶০ ৫।৶০ হুমায়ুন প্রপার্টি (প্রেফ) ২রা জুলাই—৯৸০ ; ৩রা—৯॥০ ; আসাম সজ ৩রা জুলাই—৩।৵০ ৩॥০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৫ই জুলাই

এ সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার পাটের বাজারে নানারূপ গুজবের ফলে পাটের দরের সমূহ অগ্রগতি দেখা গিয়াছিল। কিন্তু শেষের দিকে দাম আবার নামিয়া যাইতে থাকে। গত ২৭শে জুন আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৬৬॥০ আনা ; গত ২রা জুলাই তাহা ৭২৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু ৩রা জুলাই হইতে বাজারে আবার একটা অবসাদের ভাব সৃষ্ট হয় এবং দামও পড়িয়া যাইতে থাকে। নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৩০শে জুন	৭১॥৵০	৬৭৸৵০	৭০৸৵০
২রা জুলাই	৭২৸০	৬৯।৵০	৬৯৸০
৩রা "	৭১॥৵০	৬৮।০	৬৮৸০
৪ঠা "	৬৯৸০	৬৭॥০	৬৮॥৵০
৫ই "	৬৭।০	৬৫৸৵০	৬৬৵০

এ সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার বাজারে নানারূপ জল্পনা কল্পনার ফলে পাটের দর চড়িয়া যায়। প্রথমতঃ বাজারে এরূপ গুজব প্রচারিত হয় যে, পাটকলসমূহ ইতিমধ্যেই তাহাদের মজুত পাটের উপযোগী পরিমাণ থলে ও চটের অগ্রিম বেচাকেনা সমাধা করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে নূতন করিয়া পাট খরিদ না করিলে তাহারা আর চট বিক্রয় করিতে পারিবে না। কাজেই এখন হইতে পাটকলগুলি বেশী পরিমাণে পাট খরিদ করিবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ রাশিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণ কাঁচা পাট ও থলের জন্য অর্ডার পাওয়া গিয়াছে বলিয়া একটা জনরব সৃষ্টি হয়।

তাহাছাড়া অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের দরুণ নূতন পাট ফসলের বেশী রকম ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া খবর প্রচারিত হয়। এই সব জনরবের ফলে পাটের দামও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঐরূপ আশা ভরসার ভাব বাজারে বিশেষ স্থায়ী হয় নাই। অচিরেই লোকে নানারূপ গুজবের আসল ভিত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে আরম্ভ করে। পাটের দর ৭২ টাকার উপরে উঠিবার পর বেশী পরিমাণে পাট বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দিকেও লোকের বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত দাম পড়িয়া যাইতে থাকে।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকার এবারের পাটচাষ সম্পর্কিত পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিতেছেন। এপর্য্যন্ত ১৬টি জেলার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। উহা দৃষ্টে জানা যায়, সেই সকল জেলাসমূহের পাটের জমি কমিয়া গতবারের তুলনায় শতকরা ৪৭ ভাগ দাঁড়াইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত মন্দা ভাব লক্ষিত হইয়াছে ; বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত ও ডিষ্ট্রীক্ট বটম শ্রেণীর পাটের দর প্রতি মণ ৮।০ আনা ও ৭॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে বিশেষ বেচাকেনা হয় নাই।

থলে ও চট

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে থলে ও চটের দাম কিছু হ্রাস পাইয়াছে ; গত ২৭শে জুন বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১৮৸৴০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দাম ২৪।৶০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৮॥০ আনা ও ২৩॥৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাট চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

জেলা	গত বৎসর (একর)	এ বৎসর (একর)
ময়মনসিং	৮,১৯,০০০	৩,৩০,৬০০
ত্রিপুরা	৩,৪২,৫০০	১,৪৯,৪৫০
মেদিনীপুর	১০,৯০০	৮,১৫০
বাখরগঞ্জ	৭৮,০০০	৩৫,৩৫০
হাওড়া	১০,০০০	৫,২০০
ত্রিপুরা রাজ্য	১৮,০০০	১৭,০০০

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৪ঠা জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং সোণার বেচাকেনা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বোম্বাইয়ের বাজারে রেডি সোণার দর ছিল তোলা প্রতি ৪২৵৬ পাই। যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতির জন্য সোণা ক্রয় করিবার আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি তোলা সোণার দাম ৪২৶৯ পাই পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কলিকাতার বাজারে প্রতিভরি পাকা সোণার দর ৪২।০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪২৶০ আনা এবং প্রতিটী গিনির দর ২৮॥৵৯ পাই ছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স সোণার দর ছিল ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং।

রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের এবং কলিকাতার রূপার বাজারে রূপার দরে অতি সামান্য বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং রূপার ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ কম দাঁড়ায়। বোম্বাইয়ে রেডি রূপার দর প্রতি একশত তোলা ৬৩৴০ আনা ছিল। বর্ত্তমানে প্রচুর পরিমাণে রূপা বাজারে মজুদ থাকায় এবং রূপার চাহিদা কম হওয়ায় রূপার দরে বিশেষ কোন বৃদ্ধির ভাব দেখা যাইতেছে না। আগষ্ট মাসে ডেলিভারী দেওয়া সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দাম ছিল ৬২৸৵০ আনা, লণ্ডনে রূপার দরের অপরিবর্ত্তিত অবস্থা বোম্বাইয়ের রূপার বাজারের উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কলিকাতা রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩॥০ আনা, এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩৸০ আনা ছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩⅞ পেঃ এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪¾ সেণ্ট ছিল।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা জুলাই

কলিকাতা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে পাটনাই শ্রেণীর ধান ও চাউলের চাহিদা ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল :—

ধান—২৩ নং পাটনাই—৪।৴০ ৪।৵০ আনা ; রূপশাল—৪।৬ পাই ৪।৴৬ পাই ; কাটারিভোগ—৪॥০ ৪॥৴০ আনা ; দাদশাল—৪।০ ৪।৴০ আনা ; চামাই—৪।০ ৪।৴০ আনা ; হোগলা—৪৵০ ৪৶০ আনা ; যেশোয়া—৪৴০ আনা ; কুমড়াগোড়া মোটা—৩৸৵০ আনা ৩৸৵৬ পাই।

চাউল—রূপশাল (কলছাটা)—৭৲ টাকা ; কাটারিভোগ—৭॥০ ; ২৩ নং নূতন পাটনাই—৬৸৶০ আনা ; ৭৲ ; আতপ কাটারিভোগ—৭৵০ আনা ; কামিনী আতপ—৭৵০ আনা।

রেঙ্গুণের বাজার—এসপ্তাহে রেঙ্গুণের ধান চাউলের বাজার তেজী ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতি ১ শত ঝুড়ি (প্রত্যেকটী ঝুড়িতে ৭৫ পাউণ্ড থাকে) ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল :—

চাউল—খানানটো চলতি—৪৪০৲ ; আগষ্ট—৪৩৭॥০ আনা ; সেপ্টেম্বর—৪৩৬৲ ; অক্টোবর—৪৩৪৲ ; নভেম্বর—৪৩৪৲।

আতপ—মোটা—৪০০৲ ৪২৫৲ ; সরু—৪৪৫৲ ৪৫২৲ ; টেবিয়ান—৪৪০৲ ; সুগন্ধী—৪৬০৲ ৪৬৫৲ ; কুলফি—৪৪২৲ ৪৫০৲ ; ম্যাঙ্গালো—৪৩০৲ ৪৭৫৲ ; ভাঙ্গা—২৪০৲ ২৭০৲।

সিদ্ধ—সিদ্ধলম্বা—৪২৫৲ ৪৪০৲ ; মিলচর—৪২০৲ ৪৪৩৲ ; সঃ সিদ্ধ—৪০৫৲ ৪১৫৲ ; ভাঙ্গা—২৯০ ৩০০৲।

ধান—নাসিম শ্রেণীর—১৭৩৲ ১৭৪৲ ; মাঝারি—১৭৪৲ ১৭৫৲।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৪ঠা জুলাই

গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তূলার বাজার বেশ তেজী ছিল। কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারে চড়তির ভাব বজায় থাকা সত্ত্বেও তূলার বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তূলার দর অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে, এই সংবাদ বোম্বাই তূলার বাজারের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া মনে হয়। এই মন্দার ভাবের কথা বিবেচনা করিলে ওমরা ও বেঙ্গলএর ক্রয়-বিক্রয় ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ সম্পর্কে জাপানের মতিগতি এখও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। ইহা সত্ত্বেও জাপানের তূলার চাহিদা হ্রাস পাইবে না বলিয়াই আশা করা যাইতেছে।

কাপড়ের বাজারে পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় এবারও চড়তির ভাব বজায় আছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত বৎসরের মিলজাত বস্ত্রের মূল্য শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি বস্ত্রের চাহিদা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজারে জাপানী বস্ত্রের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইতেছে না। সূতার দর প্রতি ২ পাউণ্ডে ১৲ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বস্ত্রাদি রপ্তানীর জন্য জাহাজের যথোপযুক্ত সংস্থান করা হইতেছে, এই সংবাদে কাপড়ের বাজারে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। দেশী বস্ত্রের চাহিদা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশী বস্ত্র বিশেষতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রের আদৌ চাহিদা নাই। মোট কথা কাপড়ের বাজারের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ। তূলার বাজারের প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বস্ত্রের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ; কেননা, জনসাধারণের ক্রয়-শক্তি এবার বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই ব্যবসায়ী মহলের দৃঢ় ধারণা।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ১৪ই জুলাই, সোমবার ১৯৪১ | ১১শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতার একখানা দৈনিক সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে একটী সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার পুনরায় অর্থসচিব হিসাবে বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলীতে যোগদান করিতেছেন। যদিও শ্রীযুক্ত সরকারকে জনসাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত পত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি এই সংবাদে আমরা আনন্দিত হইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত সরকারকে আমরা যতদূর জানি, তাহাতে তিনি মন্ত্রিত্বের লোভে মাথা হেট করিবার ব্যক্তি নহেন। দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী দলের সহিত নিজকে পুরাপুরি খাপ খাওয়াইয়া চলিতে সমর্থ না হইলেও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তিনি যে হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং সমষ্টিগতভাবে দেশবাসীর স্বার্থের অনিষ্ট করিতে পারেন না—একথা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রুও স্বীকার করিবে। বাঙ্গলার অর্থ-সচিব থাকা কালে প্রতিপদে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত করা হইতেছে দেখিয়া এবং উহার প্রতিকারে অসমর্থ হইয়াই তিনি মন্ত্রিপদ ত্যাগ করেন। যতদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট হইতে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিরাপদ থাকা সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া না যাইবে ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত সরকারের পক্ষে মন্ত্রিসভায় যোগদান করা অসম্ভব। এই কারণে শ্রীযুক্ত সরকার পুনরায় অর্থসচিবের পদ গ্রহণ করিতেছেন শুনিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছিল যে, হক মন্ত্রিসভার মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বাঙ্গলা দেশ হইতে আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিদূরিত হইবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে এবং সকল সম্প্রদায় মিলিয়া জাতিগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত সরকার একটি বিবৃতি দিয়া আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন। তিনি কার্য্যতঃ উহাই বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায়বিচারে এখনও আগ্রহান্বিত নহেন—কাজেই তাঁহার পক্ষে পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্ন উঠে না। উহার অর্থ এই যে, বাঙ্গলা দেশের দুর্ভোগের এখনও অবসান হয় নাই। শ্রীযুক্ত সরকারের ন্যায় ব্যক্তিগণ যাহাতে মন্ত্রি-সভায় যোগদান করিতে পারেন, ভগবান হক মন্ত্রিমণ্ডলীকে তদনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবার মত সুমতি কবে প্রদান করিবেন ?

পাটচাষীর উপর নূতন ট্যাক্স

বাঙ্গলা সরকার ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে বেঙ্গল র' জুট টেক্সেশন বিল নামে একটী আইনের খসড়া উপস্থিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই আইনের মর্ম্ম হইতেছে যে, চটকলওয়ালারা যে পাট ক্রয় করিবে এবং বিদেশে পাট রপ্তানীর জন্য যাহারা বেলবন্দী পাট ক্রয় করিবে তাহাদের উপর প্রতিমণ পাটের জন্য দুই আনা করিয়া ট্যাক্স বসান হইবে। এই উপায়ে বাঙ্গলা সরকার বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা করেন।

নূতন আইনের হেতুবাদে এরূপ বলা হইয়াছে বটে যে, উক্ত ৫০ লক্ষ টাকা পাটের মূল্যে স্থিরতা সাধন, পাট বিক্রয়ের সুব্যবস্থা

এবং পাটচাষীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই টাকা পাটচাষীর স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে কিনা তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা একথা বলিতেছি। উহা খুবই সম্ভব যে, নূতন ট্যাক্স দ্বারা যে অর্থাগম হইবে তাহাও বাঙ্গলা সরকারের অমিতব্যয়িতার খোরাক যোগাইবার জন্যই নিঃশেষিত হইবে।

কিন্তু এই ট্যাক্স সম্বন্ধে আমাদের প্রধান আপত্তি হইতেছে যে, উহার বোঝা সম্পূর্ণভাবে পাটচাষীদের উপর পতিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে চটকলওয়ালা এবং বিদেশে পাট রপ্তানীকারকদের ক্রয় নীতির দ্বারাই পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। চটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারকগণ যদি বাজারে অধিক পাট ক্রয় করে এবং এজন্য কিছু অধিক মূল্য দেয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে পাটচাষী কিছু অধিক মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে পারে। পক্ষান্তরে চটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারক যদি বাজার হইতে সরিয়া দাঁড়ায় অথবা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পাট ক্রয় করে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলেও পাটের মূল্য তদনুপাতে কমিয়া যায়। অত্রাবস্থায় বাঙ্গলা সরকার যদি উহাদের উপর মণকরা দুই আনা ট্যাক্স বসান, তাহা হইলে উহারা নিশ্চয়ই প্রতিমণ পাট অন্ততঃ দুই আনা কম মূল্যে ক্রয় করিবে এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে পাটচাষী প্রতি মণ পাটের জন্য দুই আনা করিয়া কম পাইবে। পাটচাষী কর্ত্তৃক প্রাপ্ত মূল্য সম্বন্ধে একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই মূল্যের পরিমাণ পাটের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। চটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারকদের হস্তস্থিত মজুদ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ দ্বারাই উহা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে বাজারে চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান এত বেশী যে, চটকলওয়ালারা ইচ্ছা করিলেই বৎসরাধিক কালের খরচের উপযুক্ত পরিমাণ পাট মজুদ করিয়া রাখিতে পারে এবং এই মজুদ পাটের জোরে পাটচাষীকে ইচ্ছামত দর দিয়া প্রবোধ দিতে পারে। অত্রাবস্থায় চটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারকের উপর যত ভাবেই ট্যাক্স বসান হউক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত উহা পাটচাষীর উপরই নিপতিত হইবে। বাঙ্গলা সরকার সবেমাত্র বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ-নীতি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই নীতি ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ রাখিয়া চটকলওয়ালাদের হস্তস্থিত মজুদ পাটের পরিমাণ হ্রাস করতঃ এবং বাঙ্গলার কৃষক যাহাতে ২।৪ মাস অপেক্ষা করিয়া ধীরে-সুস্থে পাট বিক্রয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গলা সরকার যদি চটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারকদের উপর ট্যাক্স বসান, তাহা হইলেই পাটচাষীর উপর এই ট্যাক্সের বোঝা নিপতিত হইবার আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। বর্ত্তমানে বাজারে চাহিদার তুলনায় দ্বিগুণেরও অধিক পরিমাণ পাট মজুদ রহিয়াছে। পাটের মরশুমের সময়ে পাটচাষীকে কিছু টাকা ধার দিয়া সে যাহাতে ২।৪ মাস অপেক্ষা করিয়া পাট বিক্রয় করিতে পারে তৎপক্ষেও এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকার কিছুই ব্যবস্থা করেন নাই। এই সময়ে তাঁহারা যদি চটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারকের উপর কোন ট্যাক্স বসান, তাহা হইলে উহা পাটচাষীর উপর নূতন ট্যাক্সেরই নামান্তর হইবে।

দেশলাইয়ের মূল্য বৃদ্ধি

যুদ্ধের পরে দেশলাইয়ের মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে। অনেকের ধারণা যে, যুদ্ধের ফলে দেশলাই প্রস্তুতের উপাদান দুর্মূল্য হওয়ার জন্যই দেশলাইয়ের কারখানার মালিকগণ উহার মূল্য এত চড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু দেশলাই কোম্পানীসমূহের হিসাব নিকাশ দেখিলে উহাই মনে হয় যে, যুদ্ধের সুযোগে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যই দেশলাইয়ের মূল্য এত চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে দেশলাই ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রায় বার আনা ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী (উইমকো) নামক একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করিয়া থাকে। সম্প্রতি এই কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত বৎসরে কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। এই কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালে ১৩ লক্ষ ৪৫ হাজার এবং ১৯৩৮ সালে ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা মাত্র লাভ হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এই কোম্পানী দেশলাইয়ের মূল্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে—অথচ উহাদের লাভের পরিমাণ বাড়িয়াছে তিন গুণ। উহাতে কি একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না যে, বর্ত্তমানে দেশলাইয়ের মূল্য বর্দ্ধিত করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। আমরা গত সপ্তাহে এদেশের কাগজের কলগুলি যুদ্ধের সুযোগে কি ভাবে কাগজ ব্যবহারকারীদিগকে শোষণ করিয়া উহাদের লাভের পরিমাণ অত্যধিক বাড়াইয়া দিয়াছে, তৎপ্রতি বাংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি। এদেশে যত লোক কাগজ ব্যবহার করে, তাহার তুলনায় বেশী লোক দেশলাই ব্যবহার করিয়া থাকে। উহা জনসাধারণের একটি অপরিহার্য্য নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ। উহা দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেশলাই কোম্পানী যে ভাবে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করতঃ জনসাধারণের অশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে, তাহাতে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে কি বাঙ্গলা সরকারের কোন কর্ত্তব্য নাই?

বেকারের সংখ্যা নির্দ্ধারণ

বাঙ্গলা সরকারের অর্থনীতিক তদন্ত বোর্ড বাঙ্গলা দেশে কতজন লোক বেকার অবস্থায় রহিয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। পৃথিবীর সভ্যদেশ মাত্রেই কার্য্যক্ষম ব্যক্তি যাহাতে কাজের অভাবে অনশন অর্দ্ধাশনে মৃত্যুপথে ধাবিত না হয় তাহার বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সব দেশে বেকার ব্যক্তি অনশনে মরিলে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট উহার প্রতিকার না করিলে তাঁহাদের পক্ষে টিকিয়া থাকা অসম্ভব হয়। এজন্য বেকারের সংখ্যা নির্দ্ধারণ, উহাদের কাজের সংস্থান এবং যাহাদের কোনরূপেই কাজের সংস্থান হয় না তাহাদিগকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতে সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই বিশেষ আগ্রহশীল। এদেশের জনসাধারণ স্বার্থপর ও আত্মসর্ব্বস্ব। প্রতিবেশী কোন বেকার ব্যক্তি অনন্যোপায় হইয়া আত্মহত্যা করিলে অথবা উন্মাদের ন্যায় নিজের প্রাণপ্রতীম স্ত্রী-পুত্রকে হত্যা করিলেও দেশের মধ্যে কোন চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় না। এজন্য গবর্ণমেণ্টও বেকারদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে সাহস পান। এমন কি দেশে কতজন লোক বেকার অবস্থায় তিলে তিলে মরিতেছে তাহার খবর সংগ্রহ করা পর্য্যন্ত উহারা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন না। ইতিপূর্ব্বে মাথাগুণতির সময়ে বেকারের সংখ্যা স্থির করিবার জন্য কতবার গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে; কিন্তু এদেশে বেকার সমস্যার ব্যাপকতা জানিলে সমগ্র পৃথিবী স্তম্ভিত হইবে এবং বৃটীশ সাম্রাজ্যের ব্যর্থতা ঘোষণা করিবে—এই আশঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষ কোন না কোন অজুহাতে এই অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছেন। যাহা হউক, এতদিন পরে বাঙ্গলা সরকারের অর্থনীতিক তদন্ত বোর্ড যে এই জীবনমরণ সমস্যা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহে ব্রতী হইয়াছেন তজ্জন্য

আমরা উহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু বেকারের সংখ্যা জানিলেই দেশে বেকারদের দুঃখ-দুর্দ্দশার উপশম হইবে না। উহাতে রোগের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা মাত্র জানা হইবে। বেকারদের সংখ্যা নির্দ্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যাহাতে চাকুরীর নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী গত কয়েক বৎসরে যে সমস্ত নূতন নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ফলে অনেক বেকার ব্যক্তির কর্ম্মের সংস্থান হইয়াছে বটে। কিন্তু এই সব বিভাগের দ্বারা দেশের ধনসম্পদ কিছুই বর্দ্ধিত হয় নাই। ফলে এই সব বিভাগ দেশে ট্যাক্সবৃদ্ধির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়া সমষ্টিগতভাবে দেশবাসীর দুর্দ্দশাই বৃদ্ধি করিয়াছে। যেদিন এদেশে নবার্জ্জিত ধনসম্পদ দ্বারা বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হইবে, সেই দিনই বেকার সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যে কোন দিন এই ধরণের কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিবেন, তাহার কোন আশাই আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের দুরবস্থা

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বিদেশে যুদ্ধ সরঞ্জামের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য ও কাঁচামালের অত্যধিক চাহিদা হেতু প্রত্যেক মাসেই বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে অনেক বেশী পরিমাণ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইতেছিল। গত এপ্রিল মাসে এই অবস্থার হঠাৎ বিপর্য্যয় দেখা যায়। এই মাসে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বেশী টাকার মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হওয়া দূরে থাকুক, রপ্তানীর তুলনায় বিদেশ হইতে ৪ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকার বেশী মালপত্র ভারতবর্ষে আমদানী হয়। সম্প্রতি মে মাসের বহির্ব্বাণিজ্যের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি সূচিত হইয়াছে বটে। কিন্তু এই মাসেও আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে ২ কোটী ৬১ লক্ষ টাকার কম মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। আলোচ্য মাসে গত এপ্রিল মাসের তুলনায় ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে চাউল, তৈল, তূলা, রাসায়নিক দ্রব্য, কার্পাসজাত বস্ত্র ও সূতা ইত্যাদি সমস্তেরই আমদানী বাড়িয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে কলকব্জার চাহিদা অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও উহার আমদানী কমিয়াছে। পক্ষান্তরে এই মাসে চা, চামড়া এবং কার্পাস বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী বাড়িলেও কাঁচা পাট, তূলা, বীজশস্য প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষের রপ্তানীর উপর দেশের জনসাধারণের স্বার্থ বিশেষভাবে নির্ভরশীল, তাহার রপ্তানী কমিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, সামরিক কারণে ভারতবর্ষে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আমদানীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ভারতীয় কাঁচামাল রপ্তানীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না। উহার ফলে ভারতবর্ষের যে সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

পণ্যদ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য সম্বন্ধে প্রত্যেক মাসে যে হিসাব প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে মনে হয় যে বর্ত্তমানে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক হারে চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কলিকাতায় বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের গড়পরতায় যে পাইকারী মূল্য ছিল, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা চড়িতে থাকে এবং ১৯৩৯ সালে ডিসেম্বর মাসে পূর্ব্ববর্ত্তী আগষ্ট মাসের তুলনায় উহা শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। উহার পর পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য কারণে পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিতে থাকে এবং ১৯৪০ সালের জুলাই ও আগষ্ট মাসে উহার দর দাঁড়ায় ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় শতকরা ১৪ ভাগ বেশী। কিন্তু উহার পর হইতে পণ্যমূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্ত্তমানে গত জুন মাসের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পণ্যদ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় শতকরা ৩৮ ভাগ বেশী রহিয়াছে। মে মাসে উহা শতকরা ৩০ ভাগ বেশী ছিল। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় অন্ততঃ দেড় গুণ বেশী হইয়া দাঁড়াইবে।

যে সব জিনিষের মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া বাণিজ্য বিভাগ গড়পরতায় সমষ্টিগত মূল্যের পরিমাণ স্থির করেন সেই সব জিনিষের মূল্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, গত কয়েক মাস ধরিয়া খাদ্যশস্য, ডাল, চা, তৈলবীজ, কাপড় ও সূতা, চামড়া ইত্যাদি সমস্তেরই মূল্য দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু পাট, তূলা প্রভৃতি জিনিষের মূল্য সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে না। উহার অর্থ এই যে, দেশের জনসাধারণের আয়ের অনুপাতে ব্যয় বেশী হইতেছে। কারণ পাট প্রভৃতি জিনিষ অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ না হইলেও জনসাধারণকে খাদ্যশস্য, চা, কাপড়, জুতা ইত্যাদি জিনিষ অনেক বেশী মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইতেছে। উহাতে দেশবাসীর ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দ্দশাই প্রমাণিত হয়।

স্বর্ণের ভবিষ্যৎ

আমেরিকার যুক্তরাজ্য যদি যুদ্ধে যোগদান করে তাহা হইলে ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য কি দাঁড়াইবে, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমানে নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা হইতেছে। বাঙ্গলা দেশে বহু ব্যক্তি স্বর্ণের ভবিষ্যৎ মূল্য কি হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আগ্রহান্বিত বলিয়া আমরা এইসব জল্পনা কল্পনার সারমর্ম্ম পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। অনেকেই বলিতেছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্য যদি যুদ্ধে যোগদান করে তাহা হইলে ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য কমিয়া যাইবে। উহাদের প্রথম যুক্তি এই যে, আমেরিকা যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানী আমেরিকার জাহাজসমূহ ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে। এজন্য জাহাজে বোঝাই স্বর্ণের বীমার প্রিমিয়াম বর্দ্ধিত হইয়া আমেরিকার বাজারে ভারতীয় স্বর্ণের দর চড়িয়া যাইবে। ফলে আমেরিকাতে ভারতীয় স্বর্ণের রপ্তানী হ্রাস পাইবে এবং উহার ফলে ভারতের বাজারে স্বর্ণের চাহিদা হ্রাস হেতু উহার মূল্য কমিবে। দ্বিতীয়তঃ আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিলে ইংরাজের জয় সম্বন্ধে ভারতবাসী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবে। এজন্য বর্ত্তমানে যাহারা বাজার হইতে চড়ামূল্যে স্বর্ণ ও গিনি ক্রয় করিয়া তাহা মজুদ করিতেছে তাহারা আর এরূপভাবে স্বর্ণ ও গিনি মজুদ করিবে না। ফলে এদেশে স্বর্ণের চাহিদা হ্রাস পাইয়া উহার মূল্য কমিবে। তৃতীয়তঃ আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিলে ইংলণ্ডকে আমেরিকায় গৃহীত সমর সরঞ্জামের মূল্য দিতে হইবে না এবং এজন্য ইংলণ্ডের পক্ষে স্বর্ণের প্রয়োজন অনেক কমিবে। ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইংলণ্ডের জন্য ভারতের বাজার হইতে অধিক পরিমাণে স্বর্ণ ক্রয় করিতে আগ্রহান্বিত না হওয়ার জন্য উহার মূল্য হ্রাস পাইবে। চতুর্থতঃ আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিলে জাহাজের অভাবের জন্য বৃটীশ সাম্রাজ্য ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কসমূহের তরফ হইতে স্বর্ণের চাহিদা হ্রাস পাইবে। উহা এক পক্ষের কথা। অন্য পক্ষ বলিতেছেন যে, আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিলে সমুদ্রপথে বাণিজ্য অধিকতর নিরাপদ হইবে বিধায় বীমার প্রিমিয়াম বর্দ্ধিত হইবে না। এই কারণে স্বর্ণের মূল্য সাময়িকভাবে কিছু কমিলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। উহাদের বিশ্বাস যে, আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিলে ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য বর্ত্তমানের মতই রহিয়া যাইবে।

স্বর্ণের মূল্য সম্পর্কে উভয় পক্ষের যুক্তি এত অনিশ্চিত অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত যে, এই সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা কঠিন। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, গত ৩।৪ সপ্তাহ যাবত অর্থাৎ যে সময় হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, সেই সময় হইতে বোম্বাইয়ের বাজারে স্বর্ণের মূল্যে একটা মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ভারতীয় মোটর শিল্পে বিদেশীর প্রবেশ

শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদের উদ্যোগে ব্যাঙ্গালোরে মোটর গাড়ী প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল, শেষ মুহূর্তে মহীশূর সরকার এই কারখানার জন্য প্রতিশ্রুত মূলধন সরবরাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই সংবাদে ভারতবর্ষের শিল্পানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাপারের এইখানেই যবনিকাপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি এরূপ জানা গিয়াছে যে, আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ষ্টুডিবেকার মোটর কোম্পানী ভারতবর্ষে মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ১০ কোটি টাকা মূলধন লইয়া একটি কোম্পানী গঠন করিতেছেন। প্রকাশ যে, বরোদা সরকার এই কোম্পানীকে ওখা বন্দরে জমি দিয়া এবং অন্যান্য ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিতে রাজী হইয়াছেন।

শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ ব্যাঙ্গালোরে মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের জন্য যে কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার সহিত ষ্টুডিবেকার কোম্পানীর পরিকল্পিত কারখানার অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। শেঠ বালচাঁদের ইচ্ছা ছিল যে, মহীশূর সরকার এবং দেশের জনসাধারণের প্রদত্ত মূলধনের সাহায্যে দেশবাসীর পরিচালনাধীনে একটি কারখানা গড়িয়া তোলা। এই কারখানাতে বিদেশীকে কোন প্রভুত্ব দেওয়া তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। এই জন্যই ফোর্ড মোটর কোম্পানী তাঁহাকে এই কার্য্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেও তিনি উহাদের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। কারণ ফোর্ড কোম্পানী উহাদের সাহায্যের বিনিময়ে প্রস্তাবিত মোটর কোম্পানীর শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার গ্রহণ করিবার দাবী জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ষ্টুডিবেকার কোম্পানী যে কারখানা স্থাপন করিতেছেন তাহার অধিকাংশ শেয়ার তাঁহারা নিজেদের করায়ত্ত রাখিবেন এবং কোম্পানীর পরিচালনাভারও তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। উহার ফলে কোম্পানীর লাভের অধিকাংশ ষ্টুডিবেকার কোম্পানীরই হস্তগত হইবে এবং ভারতীয়দের পক্ষে এই কারখানায় মোটর শিল্প সম্বন্ধে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা লাভের কোন উপায় থাকিবে না। মোটের উপর ষ্টুডিবেকার কোম্পানী যে কারখানা স্থাপন করিতেছেন, তাহা ভারতে বিদেশী পরিচালিত অগণিত 'ইণ্ডিয়া লিমিটেড' কোম্পানীরই অন্যতম হিসাবে ভারতবাসীকে শোষণের একটি প্রধান অস্ত্র হইয়া থাকিবে।

ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে মোটরগাড়ী, বাস, ট্যাক্সি, মোটর লরী এবং মোটর সাইকেল লইয়া মোট ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫০৭টি বেসরকারী মোটরযান ছিল। উহার সহিত গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগের ট্যাঙ্ক, মোটর সাইকেল ইত্যাদি ধরিলে এদেশের প্রয়োজনে নিয়োজিত মোটরযানের সংখ্যা আড়াই লক্ষের কম হইবে না। এইসব মোটরযানের প্রত্যেকটিই বিদেশ হইতে আমদানীকৃত। এইসব মোটরযানের জন্য ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর গড়পরতায় দুই কোটি টাকার মত বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। দেশে রাস্তাঘাটের প্রসার এবং ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী মোটরযানের সংখ্যা আরও বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার মারফতে ক্রমেই দেশের অধিক পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইবে। শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশ হইতে বিদেশে অর্থ বাহির হইয়া যাওয়ার এই পথ সঙ্কুচিত হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের বহুসহস্র ব্যক্তির অন্ন সংস্থানের পথ সুগম হইত। ইংলণ্ডের মোটর শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৫ লক্ষ লোক নিয়োজিত আছে। ভারতবর্ষে সেরূপ আশা করা দুরাশা নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে ভাবে শেঠজীর পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে বিদেশীগণ ভারতীয় মোটর শিল্প অধিকার করিয়া লইবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে উপরোক্ত আশা ভরসা শূন্যে বিলীন হইল বলা চলে।

শেঠজীর এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য আপাতঃ দৃষ্টিতে মহীশূর সরকারকে দায়ী বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু এই সম্পর্কে মহীশূর দরবারের পক্ষ হইতে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় উহা উহাদের নিজস্ব অভিমত নহে—অন্য কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ট দিক হইতে ইঙ্গিতক্রমেই উহারা উক্ত পরিকল্পনা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহীশূর দরবারের প্রথম যুক্তি এই হইতেছে যে, ভারতবর্ষে লাভজনক উপায়ে একটি মোটর কারখানা পরিচালিত হইতে পারে না। কিন্তু শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ ও মিঃ অদ্বানী যখন এই বিষয় আলোচনার জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যান তখন আমেরিকার বিশিষ্ট শিল্পনায়কগণ ভারতবর্ষে উহার সাফল্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। এই সাফল্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হইয়াই ফোর্ড কোম্পানী শেঠজীর সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই প্রকার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াই ক্রাইসলার কোম্পানী শেঠজীর পরিকল্পিত কোম্পানীর সহিত চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হন এবং এই চুক্তির মেয়াদ এখনও শেষ হয় নাই। যে সমস্ত বিদেশী কোম্পানী মোটর শিল্প সম্বন্ধে চূড়ান্তরূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবসা বিস্তৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা উপেক্ষা করিয়া মহীশূর দরবারের কথা বিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। আর মহীশূর দরবার যখন শেঠজীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া তাঁহার পরিকল্পনায় অর্থ সাহায্য করিতে রাজী হন তখনও তাঁহারা উহার সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াই উহাতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে এমন কোন কারণ দেখা যাইতেছে না যাহাতে মহীশূর দরবার উহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিতে পারেন। উহাদের হঠাৎ এই মত পরিবর্ত্তন দেখিয়া উহাই মনে হয় যে উহারা অন্য কাহারও ইঙ্গিতে এই পরিকল্পনা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সম্পর্কে মহীশূর দরবার হইতে আর একটি যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আরও হাস্যাস্পদ। উক্ত দরবার বলিতেছেন যে, এক্ষণে যদি ব্যাঙ্গালোরে মোটর কারখানা স্থাপিত হয় তাহা হইলে সমর সরঞ্জাম সরবরাহকারী কারখানাসমূহ হইতে অনেক দক্ষ কারিগর উহাতে চলিয়া আসিবে এবং উহার ফলে ভারত সরকারের সমরায়োজন বাধাপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মহীশূর দরবার ভারত সরকারের স্বার্থরক্ষার যে অজুহাত দেখাইতেছেন ভারত সরকার স্বয়ং কখনও এই অজুহাতে মোটর কারখানার প্রস্তাবে বাধা দিতে সাহস পান নাই। মোটের উপর মহীশূর দরবারের এইসব যুক্তিজাল আগাগোড়াই রহস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে।

(৩৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধ শেষে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন

বর্ত্তমান যুদ্ধ কবে কি ভাবে শেষ হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। তবে আপাততঃ যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে এই যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবে না বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, যুদ্ধ যখনই শেষ হউক না কেন যুদ্ধশেষে ভারতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার উদ্ভব হইবে, তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ এখনই চিন্তা ভাবনা আরম্ভ করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবের আমরা সমর্থন করি। কারণ যে সব সমস্যা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া দেখা যাইতেছে, তাহার প্রতিকারের জন্য শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব হইতেই এই ব্যাপারে একটা কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়া রাখা দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষের সমক্ষে যে সমস্ত সমস্যা ব্যাপক আকারে দেখা দিতে পারে তাহার মধ্যে বেকার সমস্যাই সর্ব্বপ্রধান। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে বেকার সমস্যা অত্যন্ত জটিল ছিল এবং এখনও যে উহা জটিল নয় তাহা বলা যাইতে পারে না। তবে যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহের জন্য বর্ত্তমানে এদেশে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনেকগুলি নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত যুদ্ধের পূর্ব্বেকার যে সব কারখানা ছিল তাহাও অনেকগুণ সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য বে-সরকারী অনেক কারখানারও কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং নূতন অনেক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত সরকারী ও বে-সরকারী কারখানাতে সহস্র সহস্র ভারতবাসীর কর্ম্মের সংস্থান হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র এই সমস্ত কারখানার মধ্যে বহু কারখানা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং উহার ফলে বহুসহস্র ব্যক্তি বেকার হইবে। এদেশে বেকার সমস্যা যে প্রকার জটিল তাহাতে যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে যদি সহস্র সহস্র ব্যক্তি জীবিকাসংস্থানের উপায় হইতে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব যে অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধ শেষে আর একটী ব্যাপক অর্থনীতিক সমস্যা হইতেছে ভারতীয় কাঁচামাল বিক্রয়ের সমস্যা। ভারতবর্ষ হইতে তুলা, পাট, চীনাবাদাম, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানীর উপর ভারতের কোটী কোটী কৃষকের স্বার্থ একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপান জার্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশই এইসব জিনিষের সব চেয়ে বড় ক্রেতা ছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষের কাঁচামালের বাজার হইতে জার্ম্মানী ও ফ্রান্স অপসৃত হইয়াছে। জাপানও ভারতের বাজার হইতে তুলা ক্রয় অনেক কমাইয়া দিয়াছে। অবশ্য আমেরিকার বাজারে বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় বেশী পরিমাণে কাঁচামাল ও কাঁচামাল হইতে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য রপ্তানী হইতেছে। কিন্তু উহা দ্বারা জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও জাপানে রপ্তানী বন্ধের ক্ষতি পোষাইতেছে না। ফলে ভারতের কৃষক সমাজের আয় উল্লেখযোগ্য-ভাবে হ্রাস পাইয়াছে এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মোটের উপর যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষে বর্ত্তমানের তুলনায় আরও মারাত্মক রকমের বেকার সমস্যা এবং ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয় সমস্যা—এই দুইটী সমস্যাই অত্যন্ত জটিল আকারে দেখা দিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

এই সমস্ত সমস্যার প্রতিকার পন্থা উদ্ভাবনের জন্য ভারত সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে রি-কনষ্ট্রাকশান কমিটী (পুনর্গঠন কমিটী—বর্ত্তমানে উহার নাম হইয়াছে কো-অর্ডিনেশন বা যোগাযোগ কমিটী) নামে একটী কমিটী গঠন করেন। সম্প্রতি এই কমিটী উহার প্রথম অধিবেশনে ৪টী নূতন কমিটী গঠন করিয়াছেন। উহার মধ্যে প্রথম কমিটী যুদ্ধের পরে বেকার সমস্যার সমাধান, দ্বিতীয় কমিটী যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের কারখানাগুলিকে সর্ব্বসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের কারখানাতে রূপান্তরিত করা, তৃতীয় কমিটী রেলপথ বিস্তার, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, সেচকার্য্য ইত্যাদির প্রসার এবং চতুর্থ কমিটী ভারতীয় পণ্যদ্রব্য রপ্তানী ও নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনামত কৃষিকার্য্যের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে প্রতিকার পন্থার নির্দ্দেশ দিবেন। এই ৪টী কমিটী ছাড়া যুদ্ধের পরে ভারতীয় বাট্টানীতি ও মুদ্রানীতির বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য আর একটী কমিটী গঠিত হইবে। অধিকন্তু, এই সমস্ত কমিটীকে উপদেশ দিবার জন্য ভারতবর্ষের নির্দ্দিষ্ট অর্থনীতিবিদগণকে লইয়া একটী উপদেষ্টা কমিটীও গঠিত হইবে স্থির হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষের অর্থনীতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে তাহার সকল দিক চিন্তা করিয়াই বিভিন্ন কমিটী গঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে যাহাতে দেশের সরকারী ও বে-সরকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা পাওয়া যায় তৎপক্ষেও চেষ্টার কোন ত্রুটি হইতেছে না।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, গবর্ণমেণ্ট যখন দেশের কোন জীবনমরণ সম্পর্কিত সমস্যা লইয়া কোন তদন্ত কমিটী গঠন করেন, সেই সময়ে যাহারা দেশের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের মতে সায় দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতে অধিকতর ব্যগ্র, বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকেই কমিটীতে স্থান দেওয়া হয়। ফলে কমিটীর সিদ্ধান্ত অনেক সময়েই দেশের স্বার্থের পরিপোষক হয় না। কমিটীতে যে ২।১ জন দেশহিতকামী ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি থাকেন, তাঁহারা অবশ্য কমিটীর রিপোর্টে নিজেদের ভিন্নমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উহাদের কথায় কর্ণপাত করেন না। কেবল তাহাই নহে, কমিটীর মূল রিপোর্টে যে সমস্ত প্রস্তাব করা হয়, তাহাও গবর্ণমেণ্ট অনেক সময়েই কার্য্যে পরিণত করেন না। ফলে দেশের অবস্থা যথা পূর্ব্বং তথা পরং থাকিয়া যায়। এইসব কারণে বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত কোন কমিটীর উপরই দেশবাসী কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। কাজেই যুদ্ধের শেষে ভারতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রের পুনর্গঠন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে তোড়জোর আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে দেশের লোক যদি কোন উৎসাহ বোধ না করে, তাহা হইলে উহার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু হইবে না।

যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত কমিটীগুলির সিদ্ধান্ত দেশবাসীর স্বার্থের অনুকূল হইবে না—পূর্ব্ব হইতেই আমরা একথা বলিতে চাহি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, যুদ্ধের পরে দেশের উপরে যে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট যদি সত্য সত্যই তাহার প্রতিকারে আগ্রহান্বিত হইয়া

(৩৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৃষি সংশ্লিষ্ট শিল্প

[শ্রীকালীচরণ ঘোষ]

ভারতের ভাগ্যে সবই নূতন ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যখন আধুনিক সভ্যতার সম্পর্শ হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, যখন শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যতিরেকে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা অচল, তখন বক্তৃতা করিয়া দুইটা "সৎপরামর্শ" দিয়া এই ছোঁয়াচ হইতে কি ভাবে জাতিকে রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা চিন্তার বিষয়।

আজকাল রব উঠিয়াছে, সকল অভাব অভিযোগ দূর করিতে হইলে কৃষিক্ষেত্রে মনোনিবেশ করিতে হইবে। "Back to village", "back to land" হইলেই বেকার কাজ পাইবে, অন্নাভাবের সংসারে অন্ন আসিবে, কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ আসিবে এবং ভারতের লোকের বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির আর কোনও অভাব থাকিবে না; ভারতে স্বর্গরাজ্য আসিবে।

আমার মনে হয়, ইহাতে আমরা সম্পূর্ণ লক্ষ্যচ্যুত হইয়া পড়িতেছি। বিদ্বান বুদ্ধিমান বহুলোক দেখিতেছি, যাঁহাদের নিজেদের আর্থিক অভাব নাই, উপার্জ্জনের পথও বেশ উন্মুক্ত, তাঁহারা এই গোরগোলের মধ্যে পড়িয়া দেশের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য, বেকারের কাজ জুটাইবার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বহু অর্থব্যয়ে নানাস্থানে কৃষিপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ভদ্র (মধ্যবিত্ত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত) ঘরের যুবক দিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা নাই, অবান্তর বলিয়া মনে হইবে। তবে এই কথা বলা যায়, ইহার কোনটিই এখন পর্য্যন্ত আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে নাই, অনেকগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক উদ্যোক্তাই বহু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ভদ্রলোক অর্থাৎ অনভ্যস্ত চাষী যে সকল ক্ষেত্রেই অকৃতকার্য্য হইবেন তাহা ঠিক নহে, কিন্তু মূলতঃ ইহা ঠিক কিনা তাহাই বিচার্য্য।

যাহারা "রোদে জলে মানুষ", অর্থাৎ সর্ব্বরকমে কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত, পিতৃপিতামহসূত্রে চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছে, আবহাওয়ার সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত, চাষের কাল সব নখদর্পণে, বীজ ও মাটির জ্ঞান যাহাদের আয়ত্ত, মৃত্তিকা কর্ষণ হইতে চাষের সমস্ত কাজই নিজ শ্রমে করিতে সমর্থ, তাহারাও আজকাল চাষ হইতে লাভ করিতে পারিতেছে না। সুতরাং যাঁহাদের এ সকল সুবিধা নাই হঠাৎ তাহাদের টানিয়া আনিয়া মাঠে ফেলিয়া দিলেই যে চাষে সুফল দেখাইতে পারিবে, তাহা আশা করা অন্যায়।

চাষীর দ্বারা চাষের উন্নতি করিবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ। তাহাদের অনেক বিষয় স্বভাবতই জানা আছে। সুতরাং মাটির বিশ্লেষণ, অর্থাৎ কোন রাসায়নিক উপাদানের অভাব, কি সার প্রয়োজন, প্রচুর সারের ব্যবস্থা, নূতন এবং উন্নত শস্যের প্রবর্ত্তন, সেচ, বিক্রয়ের সুবিধা এবং উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি প্রভৃতির সুবিধা করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু "ভদ্র" চাষীর এ ছাড়া আরও বহু জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের উপর জোর দিতে গেলে ভুল হইবে।

এ সকল যুবকের তাহা হইলে কি কোনও গতি নাই? ইহাদের কথা যাঁহারা ভাবিতেছেন, তাঁহাদের চিন্তাধারা পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইবার পর কি করা দরকার সেই শিক্ষা দিয়া জীবিকার্জ্জনের সহায়তা করিয়া দিলে ইহারা নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করিবে এবং উন্নতির চেষ্টা করিবে। নচেৎ মাঠ হইতে কেবল "wanted" বিজ্ঞাপন দেখিয়া কেরাণীগিরির জন্য দরখাস্ত করিয়া ডাক বিভাগের অর্থাগমের সুবিধা করিবে। ইহাতে যে তাহারা বিশেষ দোষ করে তাহা নহে; কারণ তাহাদিগকে জীবন ধারণের উপায় বাহির করিতে হইবে। কৃষির সহিত শস্য সংক্রান্ত যে সকল শিল্পের সম্ভাবনা আছে, তাহারই উপর জোর দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে এই শিল্পের অভাবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অভাব। সহজেই অনুমান করা যায়, ইহার উপর নির্ভর করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠিবে। অবস্থানুযায়ী ক্ষুদ্র শিল্পে মনোনিবেশ করিয়া অপেক্ষাকৃত বড় শিল্পের জন্য অবশিষ্ট বা অধিকমাত্রায় সংগৃহীত শস্য বিক্রয় করিয়া ব্যবসায় করিলে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। চীনাবাদাম পিষিয়া তৈল নিষ্কাশন করিবার পর হইতে কত শিল্প গড়িয়া রহিয়াছে তাহার খবর আমরা রাখি না। তৈল সাধারণতঃ প্রচুর বিক্রয় করা যায়। তাহার উপর কয়লা বা ফুলার্স আর্থ (fuller's earth) এর মধ্য দিয়া চুয়াইয়া লইয়া এবং সামান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংযোগ করিয়া ইহাকে গন্ধহীন করা যায়। ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় এবং ঘৃত, সালাড অয়েল প্রভৃতি দ্রব্যে ভেজাল দিবার কাজে লাগে। টিনে মাছ বন্দী (canning industry) করা, সাবান তৈয়ারী প্রভৃতি অনেক শিল্প ইহার উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্তুজাত দ্রব্যাদিতে রং ধরাইবার জন্য টার্কি রেড অয়েল (Turkey red oil) এবং Textile soap বহুল প্রয়োজন; ইহা প্রস্তুত করা কি শিক্ষা দেওয়া এতই কঠিন ব্যাপার? মার্জ্জারিণ (margarine) আজ জগতের বাজার দখল করিয়াছে এবং এই কাজে শূকর, গরুর মস্তিষ্ক ও চর্ব্বি হইতে প্রস্তুত মার্জ্জারিণ অপেক্ষা চীনা বাদামের মার্জ্জারিণ কোন ক্রমেই হীন হইবে না। চীনাবাদামের খৈল হইতে মুখরোচক নানা প্রকার বিস্কুট প্রভৃতি জার্ম্মানীতে তৈয়ারী হয়।

এই ভাবে প্রত্যেক শস্যের সহিত শিল্প সংশ্লিষ্ট আছে; স্থানাভাবের দরুণ এখানে আরও উদাহরণ দিতে বিরত রহিলাম। একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বিদেশী এই সকল কাঁচা মাল লইয়া কি করে? নিশ্চয়ই মনে রাখিবেন, তাহারা চীনাবাদাম ভাজা খাইয়া ফুটবলের মাঠে, ষ্টিমার ঘাটে, মেলায়, দীর্ঘ পথ অতিক্রমে, যানে সময় কাটাইবার জন্য লইয়া যায় না। তাহারা এই সকল দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া শিল্প গড়িয়াছে এবং ঐ শিল্পজাত দ্রব্য দেশ বিদেশে পাঠাইয়া থাকে, তাহাতেই তাহারা ধনী হয়; আর আমরা চাষের খরচ উঠাইতে পারি না।

এখন এক চীনাবাদাম সম্পর্কে কতগুলি শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ইহার যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, আয়ের পথ বৃদ্ধি হইবার উপায় নাই বলিয়া মনে হয়। বলা যাইতে পারে ইহাদের পরস্পরে অনেকগুলি সংশ্লিষ্ট, কিন্তু তাহা বলিয়া কোনও অবস্থায় তাহা আরম্ভ করা যাইবে না, এই মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। যাঁহারা কৃষিপ্রতিষ্ঠানে অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা এদিক ভাবিয়া দেখুন। সরকারী

কৃষিবিভাগ, শিল্প বিভাগ এবং পল্লীউন্নয়ন বিভাগ (Dept. of Agriculture, Industries and Rural Reconstruction) প্রত্যেকেই মোটামুটি অন্ধকারে ঢিল ছোড়াছুড়ি করিতেছেন—"লাগে তাক, না লাগে তুক"। যদি এই জাতীয় শিল্পের উন্নতি করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে এই সকল বিভাগগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু পরিচয় পাওয়া হয়।

ইহার প্রধান সুবিধা যে অঞ্চলে যে শস্য প্রচুর জন্মে সেই অঞ্চলে তৎসংক্রান্ত শিল্প গড়িয়া উঠিবে ; একটির সহিত আর একটির যোগ টানিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। কাঁচা মাল যানবাহনে স্থানান্তর করিবার হাঙ্গামা ও অর্থব্যয় নাই। এই ভাবে দেশের মধ্যে শিল্প ছড়াইয়া পড়িলে সকলেরই কিছু কিছু অর্থের সংস্থান হইবে।

আমি মনে করি, এই জাতীয় শিক্ষা আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের এখনই প্রয়োজন। ইহা ছাড়া বহু অর্থকরী শিল্প রহিয়াছে, তাহার ভার যাহাদের উপর আছে, তাঁহারা নিজ কার্য্যে কৃতিত্ব প্রকাশ করুন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রের প্রসার ও প্রকার বৃদ্ধি করিতে না পারিলে এই অগণিত বেকার লোকের কোনও সুবিধা নাই। আর ভুলপথে চালিত করিয়া যুবকদিগের বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া এবং তাহাদের কর্ম্মশক্তির উপর বিশ্বাসহীন করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। যে যাহার কাজে শক্তি ও রুচি অনুযায়ী কর্ম্মকুশলতা দেখাইতে পারিবে, জীবিকার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিয়া সমাজের সেবা করিবে, সেই সকলের সুযোগ করিয়া দেওয়া রাষ্ট্রশক্তির বা সরকারের কাজ। আমাদের দেশে নিজ স্বার্থ প্রণোদিত বিদেশী সরকারের স্বরূপ চিনিতে আর কাহারও বাকী নাই। তাহা না হইলে, একটা প্রকাণ্ড জাতির সমস্ত শিক্ষা আজ কেরাণীগিরি, মোক্তারী, ওকালতী আর মাষ্টারী করিবার উপযুক্ত করিয়া শতাধিক বৎসর পরিচালিত হইতে পারিত না। আজ কঠোর কর্ম্মে অনভ্যস্ত, শিল্প শিক্ষায় অজ্ঞ, দারুণ অভাবে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, মৃত্যুভয়হীন যুবকের দল রাজনীতিক্ষেত্রে ভিড় বাড়াইয়া যাহাতে সরকারকে বিপদাপন্ন না করে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে গিয়া সরকার বহু লোককে এককালে কর্ম্মরত রাখিবার জন্য এই কৃষি-বুদ্ধি দিয়াছেন। জমির পরিমাণ অনেক, সুতরাং অনেকেই ব্যস্ত থাকিবে। কেরাণীগিরি শিখিতে শতাধিক বর্ষ কাটিয়াছে, এখন কৃষিক্ষেত্রে ফেলিয়া যতদিন অন্ধকারে রাখা যায় তাহারই চেষ্টা চলিতেছে। দুঃখের বিষয়, এই 'ভাঁওতায়' অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, ধনশালী ব্যক্তি পড়িয়াছেন। ইহাই চিন্তার কারণ।

(যুদ্ধ শেষে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন)

থাকেন, তাহা হইলে এত কমিটী সাব-কমিটীর সমারোহ না করিয়াও তাঁহারা নিজেদের কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়া লইতে পারেন। একথা স্কুলের বালকও জানে যে, দেশের বেকার সমস্যার প্রতিকার করিতে হইলে এবং সাধারণভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে হইলে দেশে শিল্পের প্রসারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এই শিল্পের প্রসারের পক্ষে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রাথমিক মূলধন সরবরাহে সাহায্য, অল্পসুদে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণদান, দেশের শুল্কনীতি শিল্পপ্রসারের অনুকূলভাবে নিয়ন্ত্রণ, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ট্যাক্সভার হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত করা, গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে ক্রয়, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য অল্প ভাড়ায় চালানের ব্যবস্থা, শিল্প সম্বন্ধে সরকারী ব্যয়ে গবেষণা এবং শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের বিলিব্যবস্থা প্রভৃতি যে সমস্ত সর্ব্বজনবিদিত পন্থা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে খবরাখবর গবর্ণমেণ্টের দপ্তরস্থিত বহু কমিটী ও কমিশনের রিপোর্ট হইতেই তাঁহারা অবগত হইতে পারেন। এজন্য নূতন কমিটীর আড়ম্বর দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। দেশের ভিতরে রেলপথ বিস্তার, সেচকার্য্যের প্রসার, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যও যে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের এবং শিল্পোন্নতির অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা তাহাও গবর্ণমেণ্ট জানেন এবং এইসব কাজ কি ভাবে করিতে হইবে ও কি ভাবে উহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধেও বহু পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে রহিয়াছে। দেশের ভিতরে শিল্পের প্রসার হইলে দেশে উৎপাদিত প্রধান প্রধান কাঁচামাল বিক্রয়ের ব্যাপারেও যে বিদেশের উপরে দেশবাসীর একান্ত নির্ভরতা বিদূরিত হইবে তাহাও গবর্ণমেণ্টের অজানা থাকিবার কোন কারণ নাই। মোটের উপর, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের পন্থা কি তাহা সকলের জানাই আছে এবং যাহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ণধার তাঁহারাও মুখে স্বীকার না করিলেও মনে মনে উহার উপযোগিতা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারেন। উহার পরেও গবর্ণমেণ্ট যদি নূতন করিয়া কমিটী গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এই সমস্ত কমিটীর পরিশ্রমের জন্য দেশে কিছু সুফল ফলিবে কি ? না, সেই সনাতন অর্থাভাবের দোহাই দিয়া অন্যান্য অগণিত কমিটী ও কমিশনের পরামর্শের ন্যায় উহাও সরকারী দপ্তরে চাপা পড়িয়া থাকিবে ?

(ভারতীয় মোটর শিল্পে বিদেশীর প্রবেশ)

মহীশূর দরবারের এই মনোভাবের জন্য কে দায়ী আমরা জানি না। তাহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই। তবে শুনা যাইতেছে যে, শেঠ বালচাদ হীরাচাঁদ মহীশূর দরবারের কবুল জবাবে নিরুৎসাহ হন নাই এবং বর্ত্তমানে তিনি দেশের ধনী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মাদ্রাজ বা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে একটি মোটর কারখানা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু মূলধনের সমস্যার সমাধান হইলেও শেঠজীর পরিকল্পিত কোম্পানী যাহাতে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের উপযোগী কলকব্জা আমদানী করিতে পারে তজ্জন্য ভারত সরকারকে অনুমতি দিতে হইবে। পৃথিবীর স্বাধীন দেশ মাত্রেই মোটর শিল্পের ন্যায় একটি মৌলিক শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের রাজশক্তি প্রাথমিক মূলধন সরবরাহ, অল্পসুদে ঋণদান প্রভৃতি বহুভাবে সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। শেঠ বালচাদ হীরাচাঁদ অর্থের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রত্যাশী নন। তিনি নিজের অর্থে যাহাতে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে মোটর গাড়ী প্রস্তুতের উপযোগী কলকব্জা আমদানী করিতে পারেন তজ্জন্যই গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী জানাইয়াছেন। ভারত সরকার যদি এই দাবীও প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে একথা আর একবার নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে, ভারতে শিল্পের প্রসার ভারত সরকারের কাম্য নহে এবং ভারতের বাজারে বিদেশী শিল্প পরিচালকদের প্রভুত্ব যাহাতে অব্যাহত থাকে, তাহাই তাঁহাদের অবলম্বিত কার্য্যনীতি। এই নীতি যে কতদূর অদূরদর্শী তাহা কি গবর্ণমেণ্টের এখনও হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় আসে নাই ?

ইণ্ডিয়ান টী লাইসেন্সিং কমিটি

১৪ জন সদস্য নিয়া সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান টী লাইসেন্সিং কমিটির নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সদস্যদের মধ্যে দুইজন বাঙ্গালী রহিয়াছেন। তাঁহাদের নাম মিঃ ডি সি ঘোষ ও মিঃ এস সি দত্ত।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বঙ্গীয় পরিষদের আগামী অধিবেশন

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশন ২৮শে জুলাই আরম্ভ হইবে। অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়সমূহের সূচী সংশোধন করা হইয়াছে। তদনুসারে উদ্বোধন দিবসে ভূমি রাজস্ব কমিশনের (ফ্লাউড কমিশনের) রিপোর্ট আলোচিত হইবে এবং এই আলোচনার জন্য দুই দিন নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। রিপোর্ট সম্পর্কে কোনরূপ ভোট গ্রহণ করা হইবে না বলিয়া প্রকাশ। পরিষদের আগামী অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিলগুলি উত্থাপিত হইবে :—১৯৪১ সালের কাঁচা পাট কর বিল, ১৯৪১ সালের কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ (সংশোধন) বিল, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় পুলিশ রেটস্ বিল, ১৯৪১ সালের চান্দিনা প্রজাস্বত্ব বিল, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিল, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় ফিনান্স (সংশোধন) বিল, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় পুষ্করিণী সংস্কার (সংশোধন) বিল, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) বিল, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্তশাসন (সংশোধন) বিল এবং ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় (পল্লী) প্রাথমিক শিক্ষা (সংশোধন) বিল। ১৯৪০ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) বিল আগামী ৪ঠা আগষ্ট আলোচিত হইবে এবং উহার অনুমোদনের প্রস্তাবও ঐ সময় বিবেচিত হইবে। ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল ১১ই আগষ্ট এবং ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ২৬শে আগষ্ট চূড়ান্তভাবে আলোচিত হইবে। আগামী অধিবেশন ১৮ই সেপ্টেম্বর সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এবারের অধিবেশনে বে-সরকারী প্রস্তাবসমূহ আলোচনার জন্য সাত দিন ধার্য্য করা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় পতিত ও জলাভূমিতে আবাদ

বঙ্গীয় অর্থনৈতিক তদন্ত বোর্ড এই প্রদেশের পতিত, উষর ও জলা জমি আবাদ করার উদ্দেশ্যে তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কিছুকাল যাবত এই বিষয়টি বোর্ডের বিবেচনাধীন ছিল এবং এই সম্পর্কে একটি সাব-কমিটিও নিয়োগ করা হইয়াছিল। সাব-কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট বোর্ডের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। গত ৯ই জুলাই বোর্ডের সভায় উক্ত রিপোর্ট আলোচনার পর আপাততঃ ময়মনসিংহ ও মেদিনীপুর জেলায় তদন্ত আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রতি পল্লীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট অনাবাদী জমি প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ঐ সব জমিতে কি উপায়ে বৎসরে দুইটি ফসল তোলা যায় তাহাই এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। বর্দ্ধমান বিভাগের অনাবাদী বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং পূর্ব্ববঙ্গের আড়িয়ল, চরণ ও অন্যান্য বিল সহ বিস্তীর্ণ জলাভূমি আবাদ করাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

তাঁত শিল্পে সরকারী সাহায্যের সুপারিশ

সিমলায় সম্প্রতি যে শিল্প সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে তাঁত শিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের রিপোর্টসমূহ আলোচিত হয়। উক্ত সম্মেলনে তাঁত শিল্পের উন্নতিকল্পে ১৯৪১-৪২ সালে নিম্নোক্তরূপ সরকারী সাহায্য মঞ্জুরের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে :—মাদ্রাজ ৬৮ হাজার টাকা, বোম্বাই ৩৯ হাজার টাকা, বাঙ্গলা ৯৬ হাজার টাকা, যুক্তপ্রদেশ ৮৬ হাজার টাকা, পাঞ্জাব ৪৫ হাজার টাকা, বিহার ৫৫ হাজার ৮ শত টাকা, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ২৪ হাজার ৪ শত টাকা, আসাম ২৪ হাজার ৪ শত টাকা, সিন্ধু ১২ হাজার ৪ শত টাকা, উড়িষ্যা ১৩ হাজার ৪ শত টাকা এবং দিল্লী ৭ হাজার ৪৪০ টাকা।

ভারতে তৈয়ারী প্রথম জঙ্গী বিমান

বিদেশ হইতে আমদানী করা বিভিন্ন অংশের সংযোজনা দ্বারা বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান বিমান কারখানায় তৈয়ারী প্রথম জঙ্গী বিমান পরীক্ষার জন্য শীঘ্রই উড়ান হইবে। ভারতীয় সাজসরঞ্জামের সাহায্যে বিমানপোত নির্ম্মাণ করিতে এখনও বিলম্ব আছে বলিয়া প্রকাশ।

বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারদের সংখ্যা-নির্ণয়

প্রকাশ, বাঙ্গলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারদের সংখ্যা আদমসুমারী বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের মারফৎ নির্ণয় করিবার জন্য বাঙ্গলার অর্থনৈতিক তদন্ত বোর্ড বাঙ্গলা সরকারের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবটি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়

১৯৪১ সালের ৩০ শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাজেটে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট আলোচ্য বৎসরে মোট ১২শত ৭০ কোটী ডলার গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিচালনার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। এইরূপ মোট ব্যয়ের মধ্যে দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬ শত কোটী ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আলোচ্য বৎসরে যত রাজস্ব আদায় হইয়াছে তাহার চেয়ে ৫শত ১০ কোটী ডলার বেশী ব্যয় হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৎসরে ১৫ শত ৫০ কোটী ডলার শুধু দেশরক্ষা বাবদ ব্যয় করা প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বসমেত ব্যয়ের পরিমাণ ২২ শত ২০ কোটী ডলার হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৎসরে ১২ শত ৫০ কোটী ডলার রাজস্ব বাবদ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে এবং বাজেটে ৯ শত ৭০ কোটী ডলার ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

ভারতে সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়

১৯৪১ সালের ১১ই জুন হইতে ২০শে জুন পর্য্যন্ত (দশ দিনে) ভারতের সমস্ত সরকারী রেলওয়েসমূহের আয় হইয়াছে ৩ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা।

এই আয়ের পরিমাণ ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ৬০ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০ জুন পর্য্যন্ত সমস্ত সরকারী রেলওয়েসমূহের আয় ২৬ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে এবং এইরূপ আয়ের পরিমাণ ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের চেয়ে ১ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা বেশী।

সমর ঋণ

১৯৪১ সালের ২৮শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা দেশ রক্ষা বাবদ ১ কোটী ৩৭ লক্ষ ২২ হাজার ৫ শত টাকা ঋণ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের ২৮শে জুন পর্য্যন্ত বিনাসুদী দেশ রক্ষা বণ্ডের জন্য ২ কোটী ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, ৩৲ টাকা সুদের দেশরক্ষা ঋণ বাবদ (পূর্ব্ববর্ত্তী ঋণের পরিমাণ ধরিয়া) ৫৬ কোটী ২৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং পোষ্ট অফিস মারফতে দশ বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ২ কোটী ৯৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের ২৮শে জুন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রকার দেশরক্ষা বাবদ ভারতীয় ঋণের পরিমাণ হইতেছে মোট ৬১ কোটী ৬৮ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা।

বাংলার রেশম শিল্প

বাংলার রেশম শিল্প সাব-কমিটী তুঁতগাছের চাষ, গুটীপোকা পালন, রেশমের সুতা কাটা এবং রেশমের বস্ত্রাদি বয়ন করিবার জন্য কিরূপ পন্থা অবলম্বন করা যায় তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। রেশমের বস্ত্রাদির পরীক্ষার জন্য এবং যাহাতে এইরূপ দ্রব্যাদির নিমিত্ত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মারফত বাজার সৃষ্টি করা যায়, সেই সম্বন্ধেও উক্ত কমিটী চিন্তা করিতেছেন।

ভারতে সমর ঋণের পরিমাণ

১৯৪১ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত দেশরক্ষা বাবদ বৃটিশ ভারতীয় ১১টী প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক শাসিত অঞ্চলসমূহ হইতে যে পরিমাণ ঋণ পাওয়া গিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :—

প্রদেশ	৩৲ সুদের দেশরক্ষা বাবদ ঋণ	বিনাসুদী বণ্ড	ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট	মোট
বাঙ্গলা	২৩,৭৯,২৬,৪০০	৩৫,৭২,৬৭৬	৩২,৭৮,১৬০	২৪,৪৭,৭৭,২৩৬
বোম্বাই	১৮,০৩,৮৫,৯০০	১,১০,২৬,৯৭৮	৫৯,০৪,১৮০	১৯,৭৩,১৭,০৫৮
পাঞ্জাব	৩,০৪,৪৯,৫০০	৯,৮৩,৩৮৫	৪০,০০,৭০০	৩,৫৪,৩৩,৫৮৫
যুক্তপ্রদেশ	১,৭০,৬৯,৪০০	৬,৫২,৭৭৪	৩৭,৬১,১৩০	২,১৪,৮৩,৩০৪
মাদ্রাজ	১,৬৩,৩১,৫০০	৭,৬৪,৭৯৪	২৭.৭৮,৩২০	১,৯৮,৭৪,৬১৪
সিন্ধু	৫৪,২৯,৭০০	২,৪০,৩১৬	৮,৭৮,৪৫০	৬৫,৪৮,৪৬৬
বিহার	২৫,৯১,৮০০	৪৮,৯০৭	১৩,৪০,৩৬০	৩৯,৮১,০৬৭
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৬,৩৭,৩০০	১,২৮,৬৮৪	৯,৬৯,৫৭০	২৭,৩৫,৫৫৪
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১২,৬২,৩০০	৮২,১৯৮	৩,০৮,৫৫০	১৬,৫৩,০৪৮
উড়িষ্যা	২,৭০,১০০	৩,০৬০	৩,৫৯,৩১০	৬,৩২,৪৭০
আসাম	৩,৩২,৯০০	১৬,৮০৯	২,৬৮,৮২০	৬,১৮,৫২৯
দেশীয় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত অঞ্চল	৮৯,৭৯,৫০০	৬২,৫৩,৯৮৪	...	...
মোট	৫০,২৬,৬৬,৩০০	২,৩৭,৭৪,৫৬৫	২,৩৮,৪৭,৫৫০	৫৫,০২,৮৮,৪১৫

সুদূর প্রাচ্যখণ্ডে বাঙ্গলা মিলের বস্ত্রাদির চাহিদা

যাভা, মালয়, সিঙ্গাপুর, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি বস্ত্র সরবরাহ করিতে পারিবে কিনা তাহা অবগত হইবার জন্য উক্ত দেশগুলি হইতে বঙ্গীয় কল-মালিক সমিতির নিকট পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। মহাযুদ্ধের জন্য ইউরোপ হইতে বস্ত্রাদির আমদানী অত্যন্ত অসুবিধাজনক হওয়ায় এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে।

আসামে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

আসামের ১৯৪১ সালের লোকগণনার হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, ১৯৩১ সালের তুলনায় লোকসংখ্যা ১৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৯৯১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। করদরাজ্যসহ সমগ্র আসামের জনসংখ্যা বর্ত্তমানে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৮৮ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৫৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৪৬ জন এবং নারী ৫১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬৪২ জন। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা নিম্নরূপ :—হিন্দু—৪৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৯৭ জন, (তপশীলভুক্ত শ্রেণী ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৫৬ জন এবং অন্যান্য ৩৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৪১ জন), মুসলমান—৩৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৪১ জন। খৃষ্টান—৬৭ হাজার ১৮৪ জন, উপজাতীয়—২৮ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৮৬ জন, বৌদ্ধ—৮ হাজার ৩১৭ জন, জৈন—৬ হাজার ৮৪০ জন, শিখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন, পার্শী—২, ইহুদী—৯ এবং অন্যান্য ৪৯৬৭ জন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যার তুলনায় এবার হিন্দুদের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৫৩ জন হ্রাস পাইয়াছে এবং মুসলমানদের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬২৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট দান

পরলোকগত রামগোপাল ঘোষ প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার দানপত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে বহু টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া এখন জানিতে পারা গিয়াছে। প্রায় এক মাস পূর্ব্বে তাঁহার বিধবা পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় দেড় লক্ষ টাকা পাইবার অধিকারী হইয়াছে। উহা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জমা আছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বড়লাট আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আয়ুষ্কাল আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১৯৪০ সালের ২২শে জুন তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করিয়া যে আদেশজারী করিয়াছিলেন তাহার মেয়াদ আগামী ১লা অক্টোবর উত্তীর্ণ হইবে। বড়লাট কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের আয়ুষ্কালও আগামী ১৯৪২ সালের ১লা অক্টোবর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাধারণভাবে উহার আয়ুষ্কাল আগামী ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তীর্ণ হইত।

ভারতে নির্ম্মিত প্রথম জাহাজ

গত ৭ই জুলাই তারিখে ভাইস্-এডমিরাল স্যার হারবার্ট ফিটজারবার্টের পত্নী লেডী ফিটজারবার্ট কর্ত্তৃক এইচ এম আই এস্ "ত্রিবাঙ্কুর" ভাসান হইয়াছে। "ত্রিবাঙ্কুর" জাহাজখানি নির্ম্মাণে প্রায় ৬৷৷০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই টাকার অধিকাংশই ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা প্রদান করিয়াছেন। কেবল মাত্র ইঞ্জিন ও বয়লার গ্রেট বৃটেন হইতে আমদানী করা হইয়াছে। জাহাজের অন্যান্য যাবতীয় অংশ ভারতীয় মালমসল্লার সাহায্যে নির্ম্মিত। মাইন সন্ধানী ডুব জাহাজ অনুসরণকারী জাহাজরূপে 'ত্রিবাঙ্কুরকে' সুসজ্জিত করা হইয়াছে। স্যার হারবার্ট ফিটজারবার্ট বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতীয় নৌ-বহরের ইতিহাসে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সরকারী ও বেসরকারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রেলগাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য ব্যয়

ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের জন্য রেলগাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে ১৯৪২-৪৩ সালের যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাতে মোট প্রায় ৪ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে। ইহার মধ্যে ২ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা ইঞ্জিন, ১ কোটী ১১ লক্ষ টাকা বয়লার এবং ১ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা মালগাড়ী নির্ম্মাণ করিবার জন্য ব্যয়িত হইবে।

মোটর বাস ও লরীর গন্তব্যের দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ

মোটর লরী ও বাসসমূহ সহর হইতে যাহাতে পঁয়ত্রিশ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াত করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে ভারতসরকার অবিলম্বে উহাদের গন্তব্যের দূরত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প করিতেছেন। ট্রান্সপোর্ট এডভাইসরী কাউন্সিল বা যানবাহন পরামর্শদাতৃ সমিতিতে বিষয়টী আলোচিত হইতেছে। শীঘ্রই এই সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিষয়টি বাস ও লরীর মালিক এবং চালকদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কলিকাতায় ভৃত্যদের চুরির সংখ্যা

সম্প্রতি পুলিশ কমিশনার কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি বুলেটিন দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৩৯ সালে কলিকাতায় মোট ৬৪১ স্থানে ভৃত্যেরা চুরি করে—তন্মধ্যে মাত্র ১৭৪টি চুরি ধরা পড়ে। ১৯৪০ সালে ভৃত্যদের চুরির সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৬৩টি, ধরা পড়ে মাত্র ১৯২টি। ইহা ছাড়া, ছোটখাট চুরি যে আরও অনেক হইয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। বর্ত্তমান বৎসরের এখনও অনেক বাকী কিন্তু ইতিমধ্যে মে মাসে ৯৯ জায়গায় এবং জুন মাসে ৮৫ জায়গায় গৃহ-ভৃত্যেরা চুরি করিয়াছে।

পাট নাশকারী পোকা নিবারণের উপায় আবিষ্কার

এক জাতীয় শুঁয়া পোকা পাটের অত্যন্ত ক্ষতি সাধন করে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির ঢাকাস্থ গবেষণাগারে পরীক্ষাকার্য্যের ফলে ঐ পাটনাশকারী শুঁয়া পোকার উৎপাত নিবারণের এক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় পোকা তিল গাছ সামনে থাকিলে আর কোন গাছ বা শস্যাদি আক্রমণ করে না। পাট ক্ষেতের চতুর্দ্দিকে তিল গাছের বেড়া দিয়া রাখিলে অথবা পাট বুনিবার সময় ঐ সঙ্গে তিলের বীজ বপন করিলে ঐ শুঁয়া পোকাগুলি তিল গাছই নষ্ট করিবে। পাট গাছের কাছ দিয়াও উহারা ঘেঁসিবে না। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, উহারা এক ফুটের অধিক দীর্ঘ পাটগাছগুলির কোন ক্ষতি করে না। সুতরাং পাটনষ্টকারী শুঁয়া পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে পাটের ক্ষেতের চতুর্দ্দিকে তিলের বেড়া লাগান।

সিন্ধু সরকারের নয়া ব্যবস্থা

সিন্ধু সরকার এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাহারা সহরে বাস করিতে আসিবে তাহাদিগকে মূল্যের এক-চতুর্থাংশ দিলেই সহরে জমি দেওয়া হইবে। আরও একটি সংবাদে প্রকাশ, সিন্ধুসরকার সরকারী অফিসের পিয়নদিগকে বিনা ভাড়ায় বাসস্থান দিবেন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে করাচীর গোলন্দাজ ময়দানে ১৮০টি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করার প্রস্তাব মঞ্জুর করা হইয়াছে। উহাতে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে।

পেটেণ্ট আফিসের বার্ষিক বিবরণী

পেটেণ্ট আফিস হইতে ১৯৪০ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, মহাযুদ্ধের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে নব নব বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারা ব্যাহত হইলেও কুটীর শিল্প সম্পর্কীয় আবিষ্কারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির জন্য পেটেণ্ট আফিসে ১০৬০ খানি দরখাস্ত পৌঁছিলেও আলোচ্য বৎসরে মাত্র ৭৪১ খানি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির পেটেণ্ট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭১ জন। বাঙ্গলা ও বোম্বাই হইতে নূতন পেটেণ্টের জন্য যথাক্রমে ৮৩খানি ও ৬৯খানি আবেদন পাওয়া যায়। এই আবিষ্কারকদের মধ্যে তিন জন মহিলা ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ৩৬ হাজার ৭ শত ৪২ টাকার ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবে আয় ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং ব্যয় ১০ লক্ষ ৬১ হাজার ৭ শত ৪২ টাকা ধরা হইয়াছে। চলতি বৎসরে (১৯৪০-৪১) সংশোধিত হিসাবে আয় ১০ লক্ষ ৯৫ হাজার ২ শত ১৩ টাকা হইয়াছে। ১০ লক্ষ ১ হাজার ২ শত টাকা আয়ের অনুমান করা হইয়াছিল। চলতি বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ ৮৪ হাজার ২ শত ৫১ টাকা।

ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট

সম্প্রতি কাণপুরে ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ এবৎসরের জন্য ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

রায় বাহাদুর কেদারনাথ খেটান, শেঠ জিওনলাল চুটনলাল, মিঃ ডি পি খৈতান, মিঃ নঙ্গতরাম জয়পুরিয়া, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব ভার্গব, লালা হরিরাজ স্বরূপ, স্যার শ্রীরাম, মিঃ ঘনশ্যাম দাস বিড়লা এবং করমচাঁদ আপ্পার।

কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ার

ভারতবর্ষে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর জন্য এখন পর্য্যন্ত কোন কারখানা স্থাপিত হয় নাই। মহীশূর রাজ্যে ঐরূপ যন্ত্রপাতি নিম্মাণের ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি কতিপয় ব্যবসায়ী উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে, তবে ঐ বিষয়ে কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্ব্বে শিল্পোদ্যোগীরা এতৎসম্পর্কে মহীশূর সরকারের অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। প্রকাশ, মহীশূর সরকারের বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ এণ্ড কমার্স তদুত্তরে এরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি নিম্মাণ সম্পর্কে কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্ট সমীপে উপস্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা যথারীতি বিবেচনা করিতে এবং উপযুক্ত মনে করিলে কারখানা স্থাপন সম্পর্কে প্রয়োজনমত সুযোগ সুবিধা দিতে প্রস্তুত আছেন।

রাস্তা চলাচলে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

গত ১৯৩৯ সালে রাস্তা চলাচলের সময়ে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩২ হাজার ৫০০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ঐ ধরণের মৃত্যু হ্রাস করা সম্পর্কে সারা দেশে আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪০ সালে মৃত্যু সংখ্যা ২ হাজার পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৩৪ হাজার ৫০০ জনে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

যুদ্ধজনিত ইমারত ক্ষতিপূরণ বীমা

ভারত সরকার করাচী ও সিন্ধুর অন্যান্য সহরগুলির অধিবাসীদের ইমারত-সমূহের জন্য যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা প্রবর্ত্তনের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মহাযুদ্ধের ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত ভারতবর্ষের দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকায় এরূপ বীমা ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। সিন্ধু প্রদেশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তভাগে অবস্থিত বলিয়া সিন্ধুর সমস্যাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হইতেছে।

ব্রহ্মে ভারতীয়দের বসবাস সংক্রান্ত সমস্যা

ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের বসবাস সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ব্রহ্ম প্রতিনিধি দলের দুই সপ্তাহব্যাপী আলোচনা বৈঠক শেষ হইয়াছে। এই আলোচনার ফলে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তদনুযায়ী ভারতীয় প্রতিনিধি দলের পক্ষ হইতে স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপাই ও ব্রহ্ম দলের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী ইউ স একটি চুক্তিপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। উভয় দেশের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবার পর উক্ত চুক্তির সর্ত্তাবলী প্রকাশ করা হইবে। বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, এক সপ্তাহ কাল সময়ের মধ্যে ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষে একই সময়ে উক্ত সর্ত্তাবলী প্রকাশিত হইবে।

চটকলসমূহের কাজের সময়

মজুত মাল এবং ব্যবসায়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন ৮ই জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগষ্ট মাসে তাঁহাদের সমিতির সভ্য-তালিকাভুক্ত মিলসমূহে সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা হিসাবে কাজ চলিবে। সভায় স্থির হইয়াছে যে, জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে যে কোন মুহূর্ত্তে কাজের সময় বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন শিক্ষণীয় বিষয়

এই বৎসর হইতে এম-এ ও এম,এস্-সিতে সংখ্যাতত্ত্ব (statistics) একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্ব্বপ্রথম সংখ্যাতত্ত্বকে অন্যতম প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় আশা করেন, মেধাবী ছাত্রগণ উক্ত বিষয় অধ্যয়নের দিকে আকৃষ্ট হইবেন।

ইংলণ্ডের জাতীয় আয় বৃদ্ধি

মহাযুদ্ধ বাধিবার পর ইংলণ্ডের জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শান্তির সময়ে এরূপ বৃদ্ধি জাতীয় ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। কিন্তু বর্ত্তমানে উহা যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণে জাতীয় ক্ষমতা সূচিত করে মাত্র। ইংলণ্ডের সেণ্ট্রাল ষ্ট্যাটিসটিকাল অফিস কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৮ সালের ৪৪১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড জাতীয় আয়ের তুলনায় ১৯৪০ সালের জাতীয় আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৫৮ কোটি ৮৬ লক্ষ পাউণ্ড।

যাভা হইতে ভারতে চিনি আমদানী

গত এপ্রিল মাসে যাভা হইতে ভারতবর্ষে ৫৯ হাজার ৭৫০ মেট্রিক টন (১ মেট্রিক টনের পরিমাণ ২১ মণের কিছু বেশী) পরিমিত চিনি আমদানী হইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে যাভা হইতে ভারতে চিনি আসিয়াছিল ৭২ হাজার ২২০ মেট্রিক টন।

পোর্টট্রাষ্টে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের প্রতিনিধি

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার এম, এল,এ এবং ডাঃ এস, সি, লাহা, এম, এ ; পি, এইচ, ডি, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন।

বাংলার কৃষি উন্নয়ন

বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগ যাহাতে বাংলা দেশের কৃষির উন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বিশুদ্ধ শস্য বীজ যোগান দেওয়া যায় এবং আধুনিক ও বিজ্ঞান-সম্মত পন্থায় উন্নত প্রণালীতে চাষের বন্দোবস্ত করা যায়, সেই জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকাধীন কৃষিফার্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, কৃষি বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষিশিক্ষা প্রদর্শনী কেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে একটা করিয়া কৃষি ফার্ম্ম খোলা হইবে এবং প্রত্যেক তিনটী কৃষিশিক্ষা প্রদর্শনী কেন্দ্রের জন্য একজন করিয়া শিক্ষক থাকিবেন। বর্ত্তমানে যে ২০টী জিলায় কৃষি ফার্ম্ম আছে তাহাদের সংখ্যা (একটা চট্টগ্রামে, অপরটা মেদিনীপুরে) বাড়াইয়া ২২টী করা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে ১ শত ৯০টী কৃষি ফার্ম্ম এবং ৫ শত ৪৯টী কৃষিশিক্ষা প্রদর্শনী কেন্দ্র আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজ নির্ম্মাণ

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগ উক্ত গবর্ণমেণ্টকে আরও জাহাজ নির্ম্মাণ কাজের জন্য ৫৮ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিতে অনুরোধ জানাইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৬ কোটী ডলার পুরাতন জাহাজ মেরামত করিবার জন্য ব্যয়িত হইবে।

আসামে সমবায় আন্দোলন

আসাম সরকারের সমবায় বিভাগের এক বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯২৯-৩০ সাল হইতে গত বার বৎসর ধরিয়া আসাম প্রদেশে সমবায় সমিতিগুলির অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছে। সমবায় সমিতিগুলিকে বাঁচাইতে যাহাতে এইগুলির পুনর্গঠন, উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন করা যায় তদ্বিষয়ে চেষ্টিত হইবার এবং উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য এই বিবরণীতে আলোচিত হইয়াছে। সমবায় সমিতিগুলির অবনতির কারণ দেখাইতে যাইয়া বিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গত দশ বৎসর ধরিয়া আর্থিক সঙ্কটের দরুণ দেনাদারেরা নিয়মিতরূপে দেনা পরিশোধ করিতে পারে নাই বলিয়া এবং অর্থাভাবে সময় মত উপযুক্ত ক্ষেত্রে টাকা দাদন করিতে না পারায় সমবায় সমিতিগুলির এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেণ্ট যাহাতে অনতিবিলম্বে সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থসাহায্য করেন এবং সমবায় সমিতির ব্যাপারে আন্দোলন ব্যাপকভাবে পরিচালনা করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত লোক নিয়োগের সম্বন্ধে বিবেচনা করেন, তদ্বিষয়ে এই বিবরণীতে জোর দেওয়া হইয়াছে।

সাউথ সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটী

সাউথ সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটীর ১৯৪০ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, এই বৎসর উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর ১ লক্ষ ৫৯হাজার টাকা মিউনিসিপ্যাল কর বাবদ আয় হইয়াছে। ১৯৪০ সালে এই মিউনিসিপ্যাল এলাকার লোক সংখ্যা ৬০ হাজার ৪ শত ৯৩ জন দাঁড়াইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই মিউনিসিপ্যালিটী ১৯৪০ সালে ১৭ হাজার ২ শত ৭১ টাকা ব্যয় করিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করিবার জন্য এই বৎসর (১৯৪০ সালে) ১৫ হাজার ৩ শত ৬৫ টাকা এবং চিকিৎসা ব্যাপারে সাহায্যের নিমিত্ত ৭ হাজার ২ শত ৯১ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সাল হইতে মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার উন্নতির জন্য একটী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

বাঙ্গলাদেশে সংক্রামক রোগের খতিয়ান

গত ৭ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলা দেশে কলেরা রোগে মোট ৩৬০ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কলিকাতায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৭৯ জন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৮৪ জন। কেবল বর্দ্ধমানেই আলোচ্য সপ্তাহে বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছে। দার্জ্জিলিংএ ৮৭ জন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। কলিকাতায় মেনিঞ্জাইটিস রোগের সামান্য প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল। কোন স্থান হইতেই প্লেগের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বড়লাটের শাসন পরিষদের নূতন সদস্য

স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ ফেডারেল কোর্ট বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে বিচারপতিরূপে যোগদান করায় বড়লাটের শাসন পরিষদে যে আসন শূন্য হইয়াছে তাহাতে টাটার চেয়ারম্যান স্যার হোমি মোদিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। স্যার মোদী সরবরাহ বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, স্যার সুলতান আমেদ বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহাকে আইন দপ্তরের ভার প্রদান করা হইবে।

ভারতে মোটর গাড়ীর কারখানা

মহীশূর সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের যে পরিকল্পনা অনুসারে মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা মহীশূর সরকার ও ভারত সরকারের সাহায্য ও

সহযোগিতার অভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। এই অসাফল্যে হতোদ্যম না হইয়া স্যার এম্ বিশ্বেশ্বরায়া আবার নূতন উদ্যমে মোটর শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, ভারতে মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা সম্পর্কিত পরিকল্পনার মূলে স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার যথেষ্ট দান রহিয়াছে। তিনি এই বিষয়ে পুনরায় ভারত সরকারের সহিত পত্রালাপ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

টেলিফোনে সময় জ্ঞাপক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন

বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশন উহাদের কলিকাতা, বড়বাজার, পার্ক, সাউথ ও হাওড়ার কেন্দ্রে সময় জ্ঞাপক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সময় জানিতে বা ঘড়ি মিলাইয়া লইতে হইলে ফোন করিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র ভারপ্রাপ্ত অপারেটর কলিকাতা কেন্দ্রের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুমিষ্ট স্বরে সঠিক সময় জানান হইবে। লণ্ডনেও টেলিফোনযোগে অনুরূপ সময় জ্ঞাপক ব্যবস্থার প্রচলন রহিয়াছে। কিন্তু প্রাচ্যখণ্ডে কলিকাতার এই ব্যবস্থাই নাকি এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় হিজলী বাদাম

হিজলী বা কাজু বাদাম প্রধানতঃ ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানী হয়। ১৯৩৬ সালে প্রায় ২ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের হিজলী বাদাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে যথাক্রমে ঐ বাদাম ২ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ২ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছিল।

তুরস্কের সহিত ভারতের বাণিজ্য

তুর্কী গবর্ণমেণ্টের একজন প্রতিনিধি মিঃ তিরহান বুরে ভারতের সহিত তুরস্কের বাণিজ্য সম্বন্ধ কি ভাবে দৃঢ়তর করা যায় সেই সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। তুরস্ক হইতে কোন কোন দ্রব্য ভারতে প্রেরণ করিলে তাহা বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রকৃত তথ্যাদি অবগত হওয়া তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। কিছু কাল যাবৎ আন্তর্জ্জাতিক নানা কারণে এবং ভারতীয় মুদ্রা বিনিময় ব্যাপারে অসুবিধা হেতু তুরস্ক ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য প্রসার সম্ভব হইতেছে না। সম্প্রতি তুরস্কের প্রতিনিধি পাট ক্রয় করিতেছেন। সুয়েজের পথে এবং ইরাণের মধ্য দিয়া ভারতের সহিত তুরস্কের বাণিজ্য চলিতে পারে কিনা তৎসম্বন্ধে তুর্কী ব্যবসায়ীরা চিন্তা করিতেছে। মিঃ তিরহান বুরে প্রায় পাঁচ মাস কাল ভারতে থাকিয়া বিভিন্ন ব্যবসায় কেন্দ্রে ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা অন্বেষণ করিবেন।

ভাঙ্গাচুরা লোহা হইতে ইস্পাত প্রস্তুত

একটী ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী পুরাতন ভাঙ্গাচুরা লোহা লক্কড় হইতে এসিড প্রয়োগ দ্বারা ইস্পাত প্রস্তুতের চেষ্টায় সফল হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহার ফলে রেলওয়েগুলির প্রয়োজনীয় স্প্রিং ইস্পাতের চাহিদা মিটানো সহজ হইবে। এতকাল উহা বিদেশ হইতেই আমদানী হইত।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড সরকারের বাজেট

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটে ৭ লক্ষ ডলার উদ্বৃত্ত রহিয়াছে; এবং ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ১৬ লক্ষ ডলার উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

বরোদা রাজ্যের শ্রমিক

১৯৩৯-৪০ সালে বরোদা রাজ্যে ১ শত ৪০টী কারখানায় কর্ম্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ১ শত ৪৩ জন। ১৯৩৮-৩৯ সালে কারখানার সংখ্যা ছিল ১ শত ৩০টী এবং উহাতে কর্ম্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩৪ হাজার ৩ শত ১৫ জন। ১৯৩৯-৪০ সালে কারখানায় কর্ম্মরত শ্রমিকদের মধ্যে ৩১ হাজার ৪৭ জন বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত ছিল।

হায়দরাবাদে ঋণশালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত হায়দরাবাদ রাজ্যে ২৬টী ঋণশালিসী বোর্ড ছিল। এই বৎসর বোর্ডের নিকট ৫ হাজার ৮ শত ৮৫টী মামলা মীমাংসার জন্য দায়ের হইয়াছিল। এই সকল মামলা বাবদ ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৮ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯ শত ৬৭ টাকা।

সংবাদপত্রের কাগজ নিয়ন্ত্রণের আদেশে আপত্তি

ক্যালকাটা পেপার ইম্পোর্ট এসোসিয়েশন, ক্যালকাটা পেপার ট্রেডার্স এসোসিয়েশন ও বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি ব্যবসায়ী সমিতি-সমূহ ১৯৪১ সালের সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী কাগজ নিয়ন্ত্রণের আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া ভারত সরকারের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই পত্রে বলা হইয়াছে যে, সরকারী আদেশে সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী কাগজের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অস্পষ্ট এবং অনাবশ্যকভাবে ব্যাপক। যাহাতে সংবাদপত্র মুদ্রণ ব্যতীত অপরাপর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সংবাদপত্রের কাগজকে বিধিনিষেধ হইতে রেহাই দেওয়া হয় কিংবা ব্যবসায়ীদের মজুত ঐরূপ কাগজ বিক্রয়ের জন্য অবিলম্বে অনুমতি দেওয়া হয় তজ্জন্য ঐ চিঠিতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে উক্ত আদেশ সংশোধন করিতে অনুরোধ জানাইয়া বলা হইয়াছে যে, মজুত কাগজ বিক্রয় করিতে না পারায় ব্যবসায়ীদের গুরুতর ক্ষতি হইতেছে। আরও জানান হইয়াছে যে, যে সকল শ্রেণীর কাগজ সাধারণতঃ সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত হয় না এবং দেওয়ালপঞ্জী, পত্রিকা, ধর্ম্মগ্রন্থ, ব্যবসায়ের ক্যাটালগ, বিজ্ঞাপন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নোত্তর খাতা প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সরকারী সংজ্ঞায় তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় নাই। ঐ সকল কাগজ দেশী কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে এবং ব্যবসায়ীদের নিকট এই কাগজ বহুল পরিমাণে মজুদ রহিয়াছে।

মহীশূরে বেতার প্রতিষ্ঠান

মহীশূর সহরে একটী বেতার ঘাঁটি নিৰ্ম্মাণ করিবার জন্য মহীশূর সরকার ৮৯ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় বস্ত্র উৎপাদন

যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি যোগান দিবার নিমিত্ত অষ্ট্রেলিয়া ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের একটী অর্ডার সম্প্রতি পাইয়াছে। ইহা ছাড়াও বর্ত্তমানে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্রাদি যোগান দিবার জন্য একটি অর্ডার হাতে আছে।

ব্রহ্মের বাহিরে চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ

ব্রহ্মরক্ষা বিধানানুযায়ী আরাকান বিভাগ হইতে সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশের বাহিরের যে কোনও স্থানে চাউল লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া অতিরিক্ত ব্রহ্ম গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে।

বিহারের লোকসংখ্যা

বিহারের ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুসারে এই প্রদেশের মোট লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪০ হাজার ১৫১ জন। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১ কোটি ৮২ লক্ষ ২৪ হাজার ৪২৮ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১ কোটি ৮১ লক্ষ ১৫ হাজার ৭২৩ জন। ১৯২১-৩১ সালের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১১'৫ জন; ১৯৩১-৪১ সালের বৃদ্ধির হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা ১২'৩ জন।

পুস্তক পরিচয়

মার্ক্সিজম এণ্ড দি ইণ্ডিয়ান আইডিয়াল (Marxism And The Indian Ideal)—শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, প্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং লিঃ—কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

প্রবীণ জমিদার ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় এই ইংরাজী পুস্তকটিতে ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতিগত আদর্শের দিক হইতে মার্ক্সবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মান দার্শনিক কার্লমার্ক্স বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি লইয়া সমাজের ক্রম-বিকাশের ধারা সম্বন্ধে গবেষণা করেন। দীর্ঘ দিনের সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি সমাজ জীবনের বিভেদ বৈষম্য ও দুঃখ গ্লানির প্রতিকারের জন্য এক বৈপ্লবিক কর্ম্মনীতির নির্দ্দেশ দেন। তাঁহার মতবাদ ও পরিকল্পিত কর্ম্মনীতি মার্ক্সিজম বা মার্ক্সবাদ নামে আজ সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সমাজের নিপীড়িত ও বঞ্চিত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি অধিকার, দ্বিতীয়তঃ ধনিক সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ বিলোপ, তৃতীয়তঃ প্রচলিত ধর্ম্ম ও রীতিনীতির অনাচার হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া পারস্পরিক সাহায্য, মনুষ্যত্ব ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মপ্রেরণার ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়িয়া তোলা ও চতুর্থতঃ সুসময় উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন—প্রধানতঃ এই সমস্তই হইতেছে মার্ক্সবাদের উদ্দেশ্য। এই মতবাদ প্রচারিত হওয়ার পর রাশিয়ার বলশেভিক দল উহা গ্রহণ করিয়া মানুষের সমাজ ও মানুষের জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাহা ছাড়া, অন্য অনেক দেশে এই মতবাদ বর্ত্তমানে বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে ও এই মতবাদকে ভিত্তি করিয়া সাম্যবাদী দল গড়িয়া উঠিতেছে, কিন্তু অন্যান্য দেশে যাহাই হউক না কেন, আমাদের দেশে মার্ক্সবাদের ভাবধারা ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে লোকের ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ। এদেশে এ সম্বন্ধে আলোচনাও হইতেছে কম। এই সময়ে বর্ত্তমান লেখক মার্ক্সবাদের মূলগত তাৎপর্য্য বুঝিবার ও ভারতীয় আদর্শের সহিত তাহা তুলনা করিবার যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা খুবই প্রশংসনীয়।

মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক যে কথাটি বিশেষভাবে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন তাহা এই যে, মার্ক্সবাদের প্রচার ও প্রচলন দ্বারা ভারতের লোকের সমষ্টিগত কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইতে পারে না। ভারতের ধর্ম্মনীতি ও সমাজগত আদর্শের দিক হইতে উহা পরিপোষকও নহে। বিশেষ করিয়া প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উহার জেহাদ কোনমতেই যুক্তিসহ বলা যায় না। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে লোকের যে সমষ্টিগত কল্যাণ মার্ক্সবাদের লক্ষ্য, লেখকের মতে ভারতের প্রাচীনধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থার মূলেও সেই লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই এদেশে সমাজ-জীবনের বর্ত্তমান দুঃখগ্লানি মোচনের জন্য মার্ক্সবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার কোন আবশ্যকতা নাই। তাহা ছাড়া এদেশের লোক নিজের ধর্ম্ম ও সমাজগত প্রাচীন আদর্শবাদ বিসর্জ্জন দিয়া যদি মার্ক্সবাদকে অবলম্বন করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহাতে এদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নূতন বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হইবে—অথচ আসল উদ্দেশ্য কিছুই সাধিত হইবে না। এই সমস্ত বিষয় প্রতিপন্ন করিতে গিয়া লেখক মার্ক্সবাদের অসারতা সম্বন্ধে ও ভারতীয় ধর্ম্ম ও প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার সপক্ষে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীদের অনেক উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা মানিয়া লওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর না হইতে পারে কিন্তু গ্রন্থকার এই জটিল বিষয় আলোচনা করিয়া যে গবেষণা ও অনুশীলনের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সকলেই প্রশংসা করিবেন সন্দেহ নাই।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৪০ সালের রিপোর্ট

ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে ঐ বৎসরে কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৬২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ৩ হাজার ৫১৬টি প্রস্তাব পায়। উহার মধ্যে ২ হাজার ৮৪৭টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ৪৯ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৫০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা অধিক হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থা সূচিত হওয়ায় বর্ত্তমানে দেশের অনেক বীমা কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। এই অবস্থায় ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী যে নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা ঐ কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে খুবই প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ব বৎসর প্রিমিয়াম ও অন্যান্য দফায় কোম্পানীর মোট ১৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৩৯ টাকা আয় হয়। এবৎসর ঐ প্রকার আয় ১ লক্ষ ৫ হাজার ৩৫৭ টাকা পরিমাণ বাড়িয়া মোট ১৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৯৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ আয় হইতে প্রয়োজনীয় খরচ পত্র নির্ব্বাহ করিয়া অবশিষ্ট টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৬৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৪১ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৭২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩২৩ টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু কোম্পানীর ব্যয়ের হার না বাড়িয়া পূর্ব্ববারের তুলনায় উহা শতকরা ১·৫ ভাগ পরিমাণ কম হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৭৮ লক্ষ ১ হাজার ৯৬৬ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮১১ টাকা, ভারতে জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, সরকারী সিকিউরিটি ও অন্যান্য ধরণের সিকিউরিটিতে দাদন ৫০ লক্ষ টাকা, ভারতে জমিবাড়ী ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০৯ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৩৬ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল নিরাপদমূলক বিধি-ব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ন্যাশনাল কটন মিল লিঃ

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিগত ২৭শে জুন ন্যাশনাল কটন মিলের তাঁত প্রতিষ্ঠা উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ ও এম্ মার্টিন্, সি-আই-ই, আই-সি-এস্ মহোদয় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর ইউ এল্ রায় তাঁহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে আগামী শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে বাজারে উক্ত মিলের কাপড় বাহির করার আশা প্রকাশ করেন। মিলের আশাতীত কর্ম্মোন্নতির জন্য চিটাগং চেম্বার অব্ কমার্সের পক্ষ হইতে মিঃ ম্যাক্‌ইনেস্, খান বাহাদুর ফজলুল কাদের এম-এল-এ, সিন্ধিয়া ষ্টিম্ নেভিগেশন্ কোম্পানীর মিঃ এন টি দীক্ষিত ও স্বামী কৃষ্ণানন্দজী ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও দি চিটাগং ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কে কে সেনকে মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দিত করেন এবং মিলের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। ন্যাশনাল কটন মিলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিষয় উল্লেখ করিয়া মিঃ মার্টিন্ বলেন যে, এইরূপ শিল্প-প্রচেষ্টার সাফল্যের ফলে কর্ণফুলী নদীর বিস্তীর্ণ তটপ্রান্তে নানাবিধ শিল্পের পত্তন হইবে। অতঃপর মিঃ মার্টিন মিলের শুভ প্রথম তাঁত স্থাপন করেন এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত বিশেষ উৎসাহ সহকারে বিবিধ যন্ত্রপাতির অবস্থান পরিদর্শন করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত তাঁত প্রতিষ্ঠা চট্টগ্রামে এই সর্ব্বপ্রথম এবং মাত্র বৎসরাধিক কালের চেষ্টায় উহা সম্ভব হইয়াছে।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৪ঠা জুলাই ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কিশোরগঞ্জ শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উহাতে যোগদান করেন। সভাপতি মহাশয় দেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ বর্দ্ধিত না হইলে দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভবপর হয় না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক যে উন্নতি করিয়াছে সভাপতি মহাশয় তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এইচ্ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত গনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অতিথিদিগকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

ন্যাশনেল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি কলিকাতার অন্তঃপাতী কাশীপুরে ন্যাশনেল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতার মেয়র মিঃ ফণীন্দ্র নাথ ব্রহ্ম এই শাখা অফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মিঃ ব্রহ্ম বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন যে, তিনি নিজে ন্যাশনেল সিকিউরিটি ব্যাঙ্কটির একজন পৃষ্ঠপোষক। এই ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান ডিরেক্টরদের সকলেই কৃতী ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত। ইঁহাদের সুপরিচালনায় ব্যাঙ্কটি একটি বিশেষ উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন এন ব্যানার্জ্জি এক বক্তৃতায় ব্যাঙ্কটির উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দেশে নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাও ব্যক্ত করেন। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন। প্রকাশ, শাখা অফিসটি খোলার দিনই ব্যাঙ্ক স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে শেয়ারে ও আমানতে ৩০ হাজার টাকা তুলিতে সমর্থ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

চলতি ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাস কারবার চালাইয়া ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার মোট লাভ হইয়াছে ১১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫২৪ টাকা। উহা হইতে আয়কর ও সুপারট্যাক্স বাবদ দেড় লক্ষ টাকা নিয়োগ করিয়া মোট ১০ লক্ষ ১৩ হাজার ৫ শত ২৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই টাকার সহিত পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৮৪ টাকা যোগ করিয়া উহা দাঁড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ ১২ হাজার ৩০৮ টাকা। কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড উহা হইতে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়া অংশীদারদিগকে বার্ষিক শতকরা ১১ টাকা হারে (প্রতি শেয়ারে ২৸৹ আনা) মধ্যবর্ত্তী লভ্যাংশ দেওয়া এবং ১৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৩০৮ টাকা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা স্থির করিয়াছেন।

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৪০ সালে ৭৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকার বীমার জন্য মোট ৫ হাজার ৮৩৩টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ৫ হাজার ৯৮টি প্রস্তাবে কোম্পানী এবার শেষ পর্য্যন্ত ৬৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে কার্য্য

পরিচালনা বাবদ কোম্পানী প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৪'৭২ ভাগ ব্যয় করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে ব্যয়ের হার কমিয়া শতকরা ২২'৫১ ভাগ দাঁড়াইয়াছে।

ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৮৩৫টি পলিসিতে মোট ১০ লক্ষ ৮ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে।

প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন নাকচ

গত ২১শে জুন এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন নাকচ করিয়াছেন (১) ভারতশ্রী প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ (২) একমী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ (৩) ইষ্টার্ণ প্রুডেন্সিয়াল (প্রভিডেণ্ট) ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ।

দাশ কোং'র মশক নিবারক ধূপ

আমরা ৮৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ দাশ কোং এর একচাকা লাইটব্রাণ্ড মশক নিবারক ধূপ উপহার পাইয়াছি। মশারী ব্যবহার না করিয়া এই ধূপের সাহায্যে নিরুপদ্রবে নিদ্রাসুখ ভোগ করা যায়; জনসাধারণ এই স্বদেশী ধূপটী ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ন্যাশনেল জুট ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সি আই বাজোরিয়া। ব্যবসা, পাট হইতে চট ও থলে প্রভৃতি প্রস্তুত। অনুমোদিত মূলধন ৭ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস, ৮।৯ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গোপাল ঔষধালয় লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি বসু। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ঔষধের ব্যবসা। রেজিষ্টার্ড অফিস, ছোট বাজার, ময়মনসিংহ।

ইষ্টার্ণ প্রিণ্টার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কামাখ্যা সেনগুপ্ত। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা, পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ। রেজিষ্টার্ড অফিস, ৬৫বি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জালান ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ টি পি জালান। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা, নানাশ্রেণীর বস্ত্র বিক্রয়।

মুর্শিদাবাদ সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে কে চক্রবর্ত্তী। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা, রেশম বস্ত্র প্রস্তুত ও বিক্রয়।

ভাউসিঙ্গা ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ওঙ্কারওয়াল ভাউসিঙ্গা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা, কার্পাস তুলা ও কার্পাস বস্ত্র বিক্রয়। রেজিষ্টার্ড অফিস, ৯ জগমোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা।

নিনা হোসিয়ারী এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন সি ভট্টাচার্য্য। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা—গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি তৈয়ার ও বিক্রয়। রেজিষ্টার্ড অফিস, ২নং ভর লেন, কলিকাতা।

গঙ্গাধর ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিনোদগোপাল মুখার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। কণ্ট্রাক্টর ও জেনারেল মার্চ্চেণ্ট। রেজিষ্টার্ড অফিস, কাকুলিয়া হাউস্, ২নং বিশু বাবু লেন খিদিরপুর, কলিকাতা।

নিউটন ইলেক্ট্রো ক্যামিকেল ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অচ্যুতানন্দ দাশগুপ্ত। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বিক্রয়।

কে কোঠারী ব্রাদার্স লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পান্নালাল কোঠারী। অনুমোদিত মূলধন ৪ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস, ১৬৮বি কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গত ১৯৪০-৪১ সালের হিসাবে অংশীদারদিগকে নিম্নরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন :—

(১) প্রথম প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে ৯ টাকা। (২) দ্বিতীয় প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে ৭॥০ আনা। (৩) সাধারণ শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে ২৯ টাকা। (৪) ডেফার্ড শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে ১৭২॥৵০ আনা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বেঙ্গল কোল কোং লিঃ—গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১০৲, পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ১২ টাকা। **বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **আগরপাড়া কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৩।০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ১০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **নিউ বাঙ্গদেওপুর কোল্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসে শতকরা ৭॥০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৬।০ আনা। **নিউ বীরভূম কোল্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৩॥০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১১ই জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে টাকা ও বিনিময় বাজারের আলোচনাকালে আমরা যে মন্দার ভাবের উল্লেখ করিয়াছিলাম, এই সপ্তাহে তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার কাজকারবার সামান্যই হইয়াছে এবং কলিকাতা ও বোম্বাই-এর বাজারে পূর্ব্বসপ্তাহের ন্যায় কল টাকার সুদের হার যথাক্রমে শতকরা ৷৷৹ ও ৷৹ আনায় বলবৎ রহিয়াছে। মোটকথা টাকার বাজারে অত্যধিক স্বচ্ছলতা দেখা যায়। টাকার চাহিদা একরূপ নাই বলিলেই চলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতেও বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

অবশ্য বিনিময় বাজারে কিঞ্চিৎ কাজকারবার হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে রপ্তানী বিলের আমদানী পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহার অধিকাংশই চট ও থলে রপ্তানী সংক্রান্ত বিল।

গত ৮ই জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। ইহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে এক্ষেত্রে আবেদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। এই সপ্তাহের আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৬ পাই দরের শতকরা ৯৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট ২ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ৮/৯ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ১৫ই জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ১৮ই জুলাই তারিখের মধ্যে তাহাদিগকে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ৯ই জুলাই হইতে ১৪ই জুলাই তারিখের মধ্যে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল পূর্ব্ব প্রকাশিত সর্ত্তাবলী অনুসারে ৯৯৮/০ দরে বিক্রয় হইবে। গত ৩রা জুলাই হইতে ৭ই জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এক্ষেত্রে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৫৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৪ঠা জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা; ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে চলতি নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৫৮ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে ৪ কোটি টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। এই সপ্তাহে ভারতবর্ষের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ৪৬ কোটি ৪৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এক্ষেত্রে মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৭ কোটি ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩২ কোটি ৬২ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আলোচ্য সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২ কোটি ১৭ লক্ষ ৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ২৭ লক্ষ ২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ৫ কোটি ২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা এবং ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৩ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫$\frac{১৫}{১৬}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫$\frac{১৫}{১৬}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬$\frac{৩}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩৷০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১১ই জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং সকল বিভাগের শেয়ার ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারেই একটা অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির পরস্পর বিরোধী সংবাদ শেয়ার বাজারে এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল। সপ্তাহের প্রথমভাগে জার্ম্মান রেডিওতে জার্ম্মান সৈন্য ষ্ট্যালিন লাইন আক্রমণ করিয়াছে এবং কোন কোন অংশে ষ্ট্যালিন লাইন ভেদ

করিয়াছে বলিয়া যে দাবী করা হইয়াছিল—সেইজন্য শেয়ার বাজারে বিশেষ অনিশ্চয়তার ভাব দেখা যায়। কিন্তু পরে মস্কো রেডিওতে রাশিয়ার সেনাবাহিনী সকল স্থানেই জার্ম্মানদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে এবং জার্ম্মান আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় তজ্জন্য শেয়ার বাজারে পুনরায় তেজীর ভাব দেখা যায়। এ সপ্তাহের বেশীর ভাগ সময়ই শেয়ার বাজারের অবস্থা স্থির ছিল—সপ্তাহের শেষদিকে অবস্থার সামান্য উন্নতি হইয়াছিল। পাটকল শেয়ারের বেচাকেনা সন্তোষজনক ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শেয়ারের দর মোটামুটি ভাল ছিল। কয়লার শেয়ার বিভাগের কাজকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। কাপড়ের কলের শেয়ারের দর অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল। চা বাগানের শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে কতকটা কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। চিনির কলের শেয়ারের দরে কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং ইহার ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ মোটামুটি ভাল দাঁড়াইয়াছিল।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থির ভাব দেখা যায়। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৬৲ টাকায় বলবৎ ছিল। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০২৸৶০ আনা; ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৫৪-৫৯ সালের কাগজ ১০২॥৶০ আনা; ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০১৸৶০ আনা; ৪৲ সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৯॥৵০ আনা এবং ৫৲ সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১॥৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের পাঞ্জাব ঋণপত্র ৯৮।৵০ আনা; ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬১-৬৬ সালের ইউ, পি, ঋণপত্র ৯৪॥৵০ আনা; ৩৲ সুদের ১৯৫২ সালের ইউ, পি, ঋণপত্র ৯৮।৵০ আনা এবং ৩৲ সুদের ১৯৪৪ সালের ইউ, পি, ঋণপত্র ১০৫৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এই সপ্তাহে ডানবার ২২২॥০ আনা, কেশোরাম ৭॥৶০ আনা; নিউ ভিক্টোরিয়া ২৸০ আনা; কাণপুর টেক্সটাইল ৭॥৶০ আনা; এলগিন ২২।০ আনা; বাউরিয়া ২৭৫৲ টাকা এবং বেঙ্গল নাগপুর ১৫।৵০ আনায় বেচাকেনা হয়।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের বিভাগে বেঙ্গল ৩৫৮৲ টাকা, বরাকর ১২৸০ আনা, ধেমোমেইন ১২॥৵০ আনা, হরিলাদি ১২।৶০ আনা, পেঞ্চভেলী ৩২।৵০ আনা এবং রেওয়া ২১৴০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চা-বাগান

এই বিভাগে সরুগাও ১০।৵০ আনা, বিশ্বনাথ ২৬।০ আনা, পেট্রোকোলা ৯১০৲ টাকায় কাজকারবার হইয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ার বিভাগে বুলাণ্ড ১৭।০ আনা, চম্পারণ ১৫।৵০ আনা, নিউ সাভান ৮॥০ আনা, মারিক্রয়ারী ১৪।০ আনা, রাজা ১৭॥০ আনা এবং সমস্তীপুর ৮॥৴০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল করপোরেশনের কাজকারবারের পরিমাণ অল্প ছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণ আলোচ্য সপ্তাহের সোমবারে ৩১।০ আনায় বিক্রয় হইয়াছিল। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় ৩১৸০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়া পুনরায় ৩১৶০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল। আজ বাজার বন্ধের দিকে ইহার দর ৩২।৴০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ষ্টিল করপোরেশন এ সপ্তাহে বেশীর ভাগ সময় ২০৴০ আনায় বলবৎ থাকিয়া আজ বাজার বন্ধের সময় ১৯৸৶০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বার্ণ এণ্ড কোং ৩৯৬॥০ আনা, হুকুমচাঁদ ১২৸০ আনা, কুমারধুবী ৪।০ আনা, বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১০।৵০ আনা এবং ব্রেথওয়েট ৯।০ আনায় বেচাকেনা হয়।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে টীটাগড় পেপার ১৮৲ টাকা, ওরিয়েণ্ট পেপার ১২॥৵০ আনা, ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৪৬৲ টাকা, শ্রীগোপাল পেপার ১১৵০ আনা, মহীশূর পেপার ১৪৸০ আনা, বার্ম্মা করপোরেশন ৪॥৵০ আনা, ইণ্ডিয়া কপার ২৶০ আনা, বরারি কোক ২৩॥৵০ আনা, ডালমিয়া সিমেণ্ট ১২৸০ আনা এবং এলকালি এণ্ড কেমিক্যাল ১৭॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা জুলাই—৯৫৸৵০ ৯৬।০; ৫ই—৯৫৸৶০ ৯৬৴০; ৭ই—৯৫৸৵০ ৯৬।০; ৮ই—৯৫৸০ ৯৬৴০; ৯ই—৯৬৲; ৯৬৴০; ১০ই—৯৬৲ ৯৬।০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা জুলাই—৮২॥৴০; ৮ই—৮২।৵০; ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৪ঠা জুলাই—১০১৸০; ৯ই—১০১৸৶০; ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ৪ঠা জুলাই—৯৯॥৶০ ৯৯৸৶০; ৭ই—৯৯৸০; ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৪-৫৯) ৪ঠাজুলাই—১০২॥৴০ ১০২॥৶০; ১০ই—১০২॥৵০ ১০২॥৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৪ঠা জুলাই—৯৫৶০; ৫ই—৯৫৲ ৯৫৶০; ৭ই—৯৫৴০ ৯৫৵০; ৮ই—৯৫৶০; ১০ই—৯৫৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ৪ঠা জুলাই—৯৯৸৵০ ৯৯৸৶০; ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৪ঠা জুলাই—১০২॥০; ৯ই—১০২৸৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৪ঠা জুলাই—১০৯॥৶০; ৫ই—১০৯।৶০; ৭ই—১০৯॥০ ১০৯॥৶০; ১০ই ১০৯।৶০ ১০৯॥৵০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৪ঠা জুলাই—১১১।৵০ ১১১॥৵০; ৯ই—১১১॥০ ১১১৸০; ১০ই—১১১।৶০ ১১১॥৵০। ৫৲ সুদের ইউ, পি বণ্ড (১৯৪৪) ৪ঠা জুলাই—১০৬৸০। ৩৲ সুদের ইউ, পি, ঋণ (১৯৬১-৬৬) ৫ই জুলাই—৯৪৸৵০; ৮ই—৯৪॥৵০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫৮) ৫ই জুলাই—৯৫।৵০; ৯ই—৯৫॥৵০। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ৭ই জুলাই—১১৩৶০। ৩॥০ সুদের ইউ, পি, বণ্ড (১৯৫২) ৭ই জুলাই—৯৮।৵০। ৫৲ সুদের ইউ, পি, বণ্ড (১৯৪৪) ৭ই জুলাই—১০৬৸০; ১০ই—১০৬৸০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ৮ই জুলাই—৯৮॥৶০; ৯ই—৯৮।৵০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪ঠা জুলাই—১০২॥০; ৫ই—১০১৲ ১০২৲; ৮ই—১০১॥০ ১০৩৲; ৯ই—১০২৲ ১০৩৲; ১০ই—১০২৲ ১০৩৲। ইম্পিয়িরাল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৫ই জুলাই—১,৫৮০৲ ১,৫৮৮৲; ৯ই—১,৫৯০৲ ১৫৯৮৲। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৭ই জুলাই—৪৪৸০।

রেলপথ

বাঁকুড়া-দামোদর রেলওয়ে ৭ই জুলাই—৯৫৲। ডিহিরি রোটাস রেলওয়ে ৭ই জুলাই—১০৲ ১০।০ ; ১০ই—১০৲। ময়ূরভঞ্জ রেলওয়ে ৮ই জুলাই—৭৩॥০ ৭৪॥০। হাওড়া-আমতা রেলওয়ে ৯ই জুলাই—৯৫৲ ৯৬৲। আড়া-সাসারাম রেলওয়ে ১০ই জুলাই—৬৪৲

কাপড়ের কল

নিউভিক্টোরিয়া ৪ঠা জুলাই—২॥০ ২॥৶০ ; ৫ই—২॥৵০ ; ৭ই—২।৶০ ২॥৵০ ; ৮ই—২॥০ ২॥৵০ ; ৯ই—২॥৴০ ২৸০ ; ১০ই—২॥৴০ ২৸০ ; (প্রেফ) ৪ঠা জুলাই—৫॥৴০ ৫॥৵০ ; ৮ই—৫॥৵০। ডানবার ৪ঠা জুলাই—২১৪৲ ২১৮॥০ ; ৫ই—২১১॥০ ; ৯ই—২১৭৲ ২২৬৲ ; ১০ই—২২৩॥০ ২২৯৲। এলগিন মিলস (অর্ডি) ৪ঠা জুলাই—২২।০ ২২৸০ ; ৭ই—২২।০ ২২॥০ ; ৯ই—২২॥০ ২২৸৵০। কেশোরাম ৫ই জুলাই—৬৸৵০ ; ৭ই—৭।০ ; ৮ই—৬৸৶০ ৭৵০ ; ৯ই—৬৸৵০ ৭॥৵০ ; ১০ই—৭।০ ৭॥৶০। কাণপুর টেক্সটাইল ৫ই জুলাই—৭৵০ ; ৭ই—৭৲ ৭৴০ ; ৮ই—৭।৵০ ; ৯ই—৭।০ ৭॥৵০ ; ১০ই—৭৶০ ৭৸০। বেনারস কটন এণ্ড সিল্ক ৫ই জুলাই—৩৶০ ৩।৴০ ; ৭ই—৩৶০ ৩।৵০ ; ৮ই—৩।০ ; ৯ই—৩।৴০ ৩।৶০। বেঙ্গলনাগপুর (অর্ডি) ৯ই জুলাই—১৪।৵০ ১৫৲ ; ১০ই—১৪৸০ ১৫।৵০। বাউরিয়া ১০ই জুলাই—২৭৫৲

কয়লার খনি

বেঙ্গল ৪ঠা জুলাই—৩৫১৲ ৩৫৫৲ ; ৭ই—৩৫১৲ ৩৫৬৲ ; ৮ই—৩৫৪৲ ৩৫৬৲ ; ৯ই—৩৫৬৲ ৩৫৮৲। বুলানবারী ৪ঠা জুলাই—১০॥০। বোকারো এণ্ড রামগড় ৪ঠা জুলাই—১৪।৵০ ১৪॥৵০। সাউথ করাণপুরা ৪ঠা জুলাই—৪।৴০ ; ৮ই—৪।০ ৪।৴০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৪ঠা জুলাই—২৮৸০ ২৯।০ ; ৫ই—২৮৸০ ২৯।০ ; ৭ই—২৮॥৵০। বরাকর ৫ই জুলাই—১২।০ ১২॥০ ; ৭ই—১২।০ ৮ই—১২॥০ ১২৸০ ; ৯ই—১২॥৵০ ; ১০ই—১২৸০ ; (প্রেফ) ৮ই জুলাই—১৫১৲। ইকুইটেবল ৫ই জুলাই—৩৪॥০। ভালগোড়া ৭ই জুলাই—৪।০ ৪॥০। ধেমোমেইন ৭ই জুলাই—১২৸০ ১৩৵০। ৮ই—১২॥৶০ ১২৸০ ; ৯ই—১২॥০ ; ১০ই—১২।৵০ ১২॥৵০। হরিলাদি ৭ই জুলাই—১২৲ ১২।০ ; ৯ই—১২৵০ ; ১০ই—১২।৶০। নিউ বীরভূম ৭ই জুলাই—১৪৸০ ; ৮ই—১৫।০ ; ১০ই—১৪৸৵০ ১৫।৴০। পেঞ্চভেলী ৮ই জুলাই—৩২৲ ; ১০ই—৩২।৵ ; বেঙ্গল নাগপুর ১০ই জুলাই—২৩৸০ ২৪৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ৪ঠা জুলাই—৪॥৶০ ৪৸৵০ ; ৫ই—৪॥৵০ ৪৸০ ; ৭ই—৪॥৴০ ৪৸৴০ ; ৮ই—৪॥৵০ ৪৸০ ; ৯ই—৪॥০ ৪॥৵০ ; ১০ই—৪॥৵০ ৪॥৶০ ; ইণ্ডিয়ান কপার ৪ঠা জুলাই—২৵০ ২।৴০ ; ৫ই—২৵০ ; ৭ই—২৵০ ২।৴০ ; ৮ই—২৴০ ২।৴০ ; ৯ই—২৴০ ২।৴০ ; ১০ই—২৶০ ২।৴০ ; করাণপুরা ডেভেলপমেণ্ট ৪ঠা জুলাই—৮৲ ; ৭ই—৮৲ ; ১০ই—৮৶০ ৮।৵০।

কাগজের কল

ওরিয়েণ্টাল পেপার (অর্ডি) ৪ঠা জুলাই—১২৲ ১২॥৵০ ; ৮ই—১২৵০ ; ৯ই—১২।০ ১২॥০ ; ১০ই—১২।৴০ ; (ওল্ডপ্রেফ) ৪ঠা জুলাই—১০৭৲ ; ১০ই—১০৮৲ (নিউপ্রেফ) ৮ই জুলাই—১০৫৲ ; ৯ই—১০৬॥০। শ্রীগোপাল পেপার ৪ঠা জুলাই—১১।০ ১১॥০ ; ৭ই—১১৴০ ; ৮ই—১১৵০ ১১।৵০ ; ৯ই—১১৵০ ; ১০ই—১১৶০ ১১।৶০। ষ্টার পেপার ৪ঠা জুলাই—১১।০ ১১॥০ ; ৭ই—১১।০ ; ৯ই—১০৸০ ১১৲ ; ১০ই—১০৸০ ; (প্রেফ) ৯ই জুলাই—১০০৲ ১০১৲। টীটাগড় পেপার (প্রেফ অর্ডি) ৪ঠা জুলাই—৫॥০ ৫৸০ ; ৯ই—৫৵০ ৫॥৵০ ; ১০ই—৫।০ ৫॥০ ; (প্রেফ) ৭ই জুলাই—১১৪॥০ ১১৫॥০ (অর্ডি) ৪ঠা জুলাই—১৭॥৶০ ১৮৶০ ; ৫ই—১৭৸৵০ ১৮।০ ; ৭ই—১৭৸৶০ ১৮।৵০ ; ৮ই—১৭৸৶০ ১৮।৵০ ; ৯ই—১৮৲ ১৮।৵০ ; ১০ই—১৮৴০ ১৮।৶০ মহীশূর পেপার ৫ই জুলাই—১৪॥৵০ ১৪৸৵০ ; ৮ই—১৪॥৴০ ; ১০ই—১৪৸০ বেঙ্গল পেপার ৭ই জুলাই—১২৬॥০ ১২৭॥০। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ৯ই জুলাই—১৪৬৲।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ৪ঠা জুলাই—১২৲ ১২॥০ ; ৭ই—১২৲ ১২॥০ ; ৮ই—১২।৴০ ১২॥৵০ ; ৯ই—১২৶০ ১২৸০ ; ১০ই—১২।০ ১২৸০ ; (প্রেফ) ৭ই জুলাই—১১২৲ ১১৫৲ ; ৯ই—১১৩॥০ ; ১০ই—১১২৲ ১১৬৲। রিলায়েন্স ফায়ার এণ্ড ব্রিক্স ৪ঠা জুলাই—১০৴০ ১০।৴০ ; ১০ই—১০।০।

ইলেকট্রীক

মির্জ্জাপুর ইলেকট্রিক ৭ই জুলাই—৪।৵০ ৪॥০ ; সাজাহানপুর ইলেকট্রিক ৮ই জুলাই—৬॥০ ৬৸০ ; ১০ই—৬॥০ ; পাটনা ইলেকট্রিক ৭ই জুলাই—১৬।৵০ ১৬॥৵০, মজঃফরপুর ইলেকট্রিক ৮ই জুলাই—১২॥০ ১২৸০ ; রাওয়ালপিণ্ডি ইলেকট্রিক ৮ই জুলাই—২৬॥০।

পাটকল

আদমজী ৪ঠা জুলাই—২৬॥৵০ ২৬৸০ ; ১০ই—২৬।৵০ ২৬॥৵০ ; (প্রেফ) ৫ই জুলাই—১৫৫॥০ ১৫৮॥০। এলবিয়ন ৪ঠা জুলাই—২০৯৲ ; ৯ই—২১০৲ ; (প্রেফ) ৮ই জুলাই—১৭২৲। এলায়েন্স ৪ঠা জুলাই—২৮১৲ ৯ই—২৮১৲ ২৮৩৲ ; ১০ই—২৮৪॥০। এংলো ইণ্ডিয়া ৪ঠা জুলাই—৩৪০৲ ৩৪৪৲ ; ৫ই—৩৪০৲ ৩৪২৲ ; ৭ই—৩৩৫৲ ৩৩৯৲ ; ৮ই—৩৩৭৲ ৩৩৯৲ ; ৯ই—৩৩৭॥০ ৩৪৫৲ ; ১০ই—৩৪১॥০ ৩৪৫৲। বালি ৪ঠা জুলাই—২৩৫৲ ২৩৬॥০ ; ৭ই—২৩২৲ ২৩২॥০ ; ৮ই—২৩৩॥০ ; ৯ই—২৩২৲ ২৩৪৲ ; (প্রেফ) ৪ঠা জুলাই—১৬০৲ ; ৭ই—১৬০৲ ১৬১৲। বেলভেডিয়ার ৪ঠা জুলাই—৪০১৲ ; ৭ই—৩৮৯৲ ৩৯১৲ ; ৮ই—৩৯৪৲ ৩৯৭৲ ; ৯ই—৩৯৭৲ ৩৯৯৲। ক্যালকাটা জুট (অর্ডি) ৪ঠা জুলাই—১৭৲ ; (প্রেফ) ৫ই জুলাই—১১৪৲। কেলিডনিয়া ৪ঠা জুলাই—৩৯৯॥০ ৩৯৫॥০ ; ৮ই—৩৯৮৲ ৪০০৲। ক্লাইভ ৪ঠা জুলাই—২৪৲ ৫ই—২৩॥০ ২৩৸০ ; ৭ই—২৩।৵০ ২৩৸৵০ ; ৮ই—২৩॥৵০ ২৩৸৵০ ; ৯ই—২৩॥৵০ ২৪৵০ ; ১০ই—২৪৵০ ২৪।৵০। ডেল্টা ৪ঠা জুলাই—৪১২৲। এম্পায়ার ৪ঠা জুলাই—২৬৲ ২৬।৵০ ; (প্রেফ) ৭ই জুলাই—১৫৭৲ ১৫৮৲। ফোর্ট উইলিয়াম ৪ঠা জুলাই—২৩৯৲। ডালহৌসী ১০ই জুলাই—৩২২৲ ৩২৪৲। হুগলী (প্রেফ) ৪ঠা জুলাই—১৮৸০ ; ১০ই—১৮৸০। হাওড়া ৪ঠা জুলাই—৫২॥৵০ ৫৩॥০ ; ৫ই—৫২।৵০ ৫২॥০ ; ৭ই—৫২॥০ ৫২॥৵০ ; ৮ই—৫২॥০ ৫৩।০ ; ৯ই—৫২।৵০ ৫৩৲ ; ১০ই—৫২॥৵০ ৫৩৲ ; (প্রেফ) ৭ই জুলাই—১৭৪৲। হুকুমচাঁদ ৪ঠা জুলাই—১১।৵০ ১১৸০ ; ৫ই—১১।৵০ ১১৸০ ; ৭ই—১১।০ ১২৵০ ; ৮ই—১১৸০ ১১৸৵০ ; ৯ই—১১৸৵০ ১২৲ ; ১০ই—১২৵০ ১২॥৵০ ; (প্রেফ) ৪ঠা—১৩৯৲ ৭ই—১৩৭৲ ১৩৯৲ ; ১০ই—১৩৮৲। কামারহাটী ৪ঠা জুলাই—৫০৪৲ ; ৫০৮॥০ ; ৫ই—৫০০৲ ; ৭ই—৪৯৯৲ ৫০২৲ ; ৮ই—৪৯৮৲ ৫০২৲ ; ৯ই—৪৯৮৲ ৫০৫৲ ; ১০ই—৫০২৲। কাঁকিনারা ৪ঠা জুলাই—৪০৩৲ ৪০৬৲ ; ৫ই—৪০৫৲ ; ৯ই—৩৯৯৲ ৪০০৲। লোথিয়ান ৪ঠা জুলাই—২৪০৲। গ্যাঞ্জেস ১০ই জুলাই—২৭৯৲। মেঘনা ৪ঠা জুলাই—৪২।০ ; ৭ই—৪২৲ ৪৩।০ ; ৮ই—৪২৲ ৪৩৲। নৈহাটী ৪ঠা জুলাই—৩০৬৲। নস্করপাড়া ৪ঠা জুলাই—১৭॥০ ১৮৵০ ; ৭ই—১৭॥০ ১৮৲। ন্যাশনাল ৪ঠা জুলাই—২৩।০ ২৩৸৵০ ; ৫ই—২৩॥০ ; ৭ই—২২।৵০ ২২॥০ ; ৯ই—২২॥৵০ ২২॥৵০ নদীয়া ৪ঠা জুলাই—৬২॥০ ৬৩।০ ; ৫ই—৬১॥০ ; ৭ই—৬১॥০ ৬২।০। ৮ই—৬১৸০ ৬৩৲ ; ৯ই—৬২॥০ ৬৪।০। ওরিয়েণ্ট ৪ঠা জুলাই—২০০৲ ২০১৲ ; ১০ই—২০১৲ ২০২৲। রিলায়েন্স ৪ঠা জুলাই—৫৭৲ ৫৭॥০ ; ৫ই—৫৬।৵০ ৫৭৲ ; ৭ই—৫৫॥৵০ ৫৬৸০ ; ৮ই—৫৬॥০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড (প্রেফ) ৪ঠা জুলাই—১৪৯৲ ; ৫ই—১৪৮৲। ওয়েভার্লি ৪ঠা জুলাই—৩/০ ৩।০ ; ৫ই—৩/০ ৩।০ ; ৭ই—৩৵০ ৩।০ ; ৮ই—৩/০ ৩।০ ; ৯ই—৩।/০ ; ১০ই—৩।/০ ; (প্রেফ) ৭ই জুলাই—৫৮॥০ ৫৯॥০ ; ৯ই—৫৭৲ ; ১০ই—৫৯৸/০ ; গেভিয়ট ৫ই জুলাই—১৯৮৲ ; ১০ই—২০২৲ ; ফোর্ট গ্লাষ্টার ৫ই জুলাই—৫২২৲। হেষ্টিংস (প্রেফ) ৭ই জুলাই—১৩৫৲ ; ল্যাণ্ডসডাউন (প্রেফ) ৭ই জুলাই—১৩৩॥০ ১৩৪॥০ ; ৯ই—১৫১৲ ; ১০ই—১৫১॥০ ১৫৪৲ ; নর্থব্রুক (প্রেফ) ৭ই জুলাই—১৪৭৲ ১৪৮৲ ; অক্ল্যাণ্ড ১০ই জুলাই—১৭০৲ ; বরানগর ৮ই জুলাই—১০৪৲ ; বিরলা (প্রেফ) ১০ই জুলাই—১৩১৲ ১৩৩৲ ; বজ বজ ৮ই জুলাই—৩৫৪ ; ৯ই—৩৬৪৲ ; ১০ই—৩৬২৲ ৩৬৪৲ ; ইণ্ডিয়া ৮ই জুলাই—৩৩৫৲ ৩৩৬৲ ; ৯ই—৩৩৭৲ ৩৪২৲ ; ১০ই—৩৪২৲ ৩৪৪৲ ; কিনিসন (অর্ডি) ৮ই জুলাই—৫৫০॥০ ; (প্রেফ) ৮ই জুলাই—১৮০৲ ; নিউ সেণ্ট্রাল ৮ই জুলাই—৩০৮৲ ৩১০৲ ; ৯ই—৩০৭॥০ ; আগরপাড়া ৯ই জুলাই—২৯॥৵০ ; গৌরীপুর (প্রেফ) ৯ই জুলাই—১৫৩৲। সুরা (প্রেফ) ৯ই জুলাই—১৩২৲ ১৩৬৲।

কেমিক্যাল

ক্রাঙ্করস্ ৭ই জুলাই—৫৵০ ; ৮ই—৫৵০ ; ৯ই—৫/০ ৫।৶০ ; বেঙ্গল কেমিক্যাল (অর্ডি) ৮ই জুলাই—৩৮৬৲ ; (প্রেফ) ৯ই জুলাই—১৮।০ ১৮।৵০ ; এলকালি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ৯ই জুলাই—১৭৸০ ; ১০ই—১৭৲ ১৭॥০।

চিনির কল

বুলাণ্ড ৪ঠা জুলাই—১৭।০ ১৮৲ ; ৮ই—১৭৵০ ; ৯ই—১৭৵০ ; ১০ই—১৭।০ ; কেরু এণ্ড কোং (প্রেফ) ৪ঠা জুলাই—১১৯৲ ; ১০ই—১২১॥০ ; (অর্ডি) ৮ই—৯॥৵০ ১০৲ ; কাণপুর ৪ঠা জুলাই—১৮।০ ১৮॥০ ; ৮ই—১৮৲ নিউ সাভান ৪ঠা জুলাই—৮৲ ; ৭ই—৮৵০ ; ৮ই—৮।০ ৮।৵০ ; ৯ই—৮।৵০ ৮৸০ ; ১০ই—৯।০ ৯৸০ ; প্রতাপপুর (প্রেফ) ৪ঠা জুলাই—১৬৵০ ; সারী ক্রয়ারী ৪ঠা জুলাই—১৪৲ ১৪।০ ; ৮ই—১৩৸৵০ ১৪।০ ; ৯ই—১৪৲ ১৪।০ ; ১০ই—১৪৲ ১৪।০ ; রাজা ৪ঠা জুলাই—১৭।০ ; ৫ই—১৭।০ ১৭॥০ ; ৯ই—১৭।৵০ ১৭৸০ ; চম্পারণ ৭ই জুলাই—১৪॥৵০ ১৪৸৵০ ; ৮ই—১৪৸৵০ ৯ই—১৪॥০ ১৪৸০ ; ১০ই—১৫৲ ১৫।৵০ ; সমস্তীপুর ৭ই জুলাই—৭৸০ ৮৲ ; ৮ই—৭৸০ ; ৯ই—৭৸০ ৮।৵০ ; ১০ই—৮।৵০ ৮॥/০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৪ঠা জুলাই—৯৵০ ; ৭ই—৯৵০ ৯।৵০ ; ৮ই—৯।/০ ৯ই—৯৵০ ৯।৵০ ; ১০ই—৯।০ ; বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৪ঠা জুলাই—১০৵০ ১০।৵০ ; ৮ই—৯৸৵০ ১০।০ ; ৯ই—১০।৵০ ; হুকুমচাঁদ ষ্টীল (অর্ডি) ৪ঠা জুলাই—১২৸৵০ ; ৫ই—১২৸০ ; ৭ই—১২৸০ ; ৮ই—১২৸/০ ; ৯ই—

১২৸৵০ ১২৸৶০ ; ১০ই—১২৸০ ; ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা জুলাই—৩১৷৵০ ৩১৷৶০ ৩১॥০ ৩১॥/০ ৩১॥৶০ ৩১৸৵০ ৩১৸৶০ ; ৫ই—৩০৸৶০ ৩১ ৩১/০ ৩১৷/০ ; ৭ই—৩১৵০ ৩১৶০ ৩১৷০ ৩১৷৶০ ৩১॥০ ; ৮ই—৩১৵০ ৩১৷/০ ৩১৷৵০ ৩১৷৶০ ৩১॥০ ৩১॥৵০ ৩১॥৶০ ৩১৸৶০ ; ৯ই—৩১৶০ ৩১৷০ ৩১৷৵০ ৩১৷৶০ ৩১॥০ ৩১॥/০ ৩১॥৵০ ৩১॥৶০ ৩১৸০ ; ১০ই—৩১৸০ ৩১৸/০ ৩১৸৵০ ৩১৸৶০ ৩২৵০ ৩২৶০ ; ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ওয়াগণ (অর্ডি) ৪ঠা জুলাই —৬৩ ৬৩৷০ ; কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ৪ঠা জুলাই—১২৭ ; ৫ই—১২৬ ; (অর্ডি) ৫ই জুলাই—৪ ৪৵০ ; ৯ই—৪৵০ ৪৷০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ৪ঠা জুলাই—১৯৵০ ১৯৷৵০ ১৯৷৶০ ১৯॥০ ১৯॥/০ ১৯৸০ ১৯৸৵০ ; ৫ই—১৯/০ ১৯৵০ ১৯৶০ ১৯৷০ ১৯৷৶০ ; ৭ই—১৯/০ ১৯৵০ ১৯৷০ ১৯৷৶০ ১৯॥/০ ; ৮ই—১৯৵০ ১৯৷০ ১৯৷/০ ১৯৷৵০ ১৯৷৶০ ১৯॥০ ১৯॥৵০ ১৯॥৶০ ১৯৸০ ; ৯ই—১৯৷০ ১৯৷/০ ১৯৷৶০ ১৯॥০ ১৯॥/০ ১৯॥৵০ ১৯॥৶০ ১৯৸৵০ ১৯৸৶০ ২০ ; ১০ই—১৯৸০ ১৯৸/০ ১৯৸৵০ ১৯৸৶০ ; (প্রেফ) ৪ঠা জুলাই—১২০ ; ৭ই—১১৯ ১১৯৷০ ১২০ ১২১ ; ৯ই—১১৯॥০ ১২০৸০ ; ১০ই—১১৯ ১২০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৪ঠা জুলাই—৩৮৮ ৩৯২ ; ৭ই—৩৯৪ , ৮ই—৩৯০ ৩৯৪ ; ৯ই—৩৯৪ ৩৯৬ ; ১০ই—৩৯৬॥০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৭ই জুলাই—৮৸/০; ৯ই—৮॥/০। ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস্ (অর্ডি) ১০ই জুলাই—৫৫॥০ ; (ডেফার্ড) ১০ই জুলাই—৩৬॥০।

চা বাগান

ডাফলাগড় ৪ঠা জুলাই—১৩॥০ ১৩৸০। গঙ্গারাম ৪ঠা জুলাই—৩৭৮ ৩৮০। কিলকট ৪ঠা জুলাই—৫৩॥০ ৫৪। লিডো ৪ঠা জুলাই—২০৫ ২০৬॥০। সোনাই রিভার ৪ঠা জুলাই—১৬৷০ ১৬॥০। পেট্রাকোলা ৫ই জুলাই—৯২০ ৯২৫ ; ১০ই—৯১০ ৯২০। বানারহাট (প্রেফ) ৭ই জুলাই—১৫৭ ১৬০। বিশ্বনাথ ৭ই জুলাই—২৬৷০ ২৬॥০ ; ৮ই—২৬ ২৬৷০। এলেনবাড়ী ৭ই জুলাই—৩২০ ; ৯ই—৪৩২। সেট্রাল কাছাড় ৭ই জুলাই—৫৭। নিউচুমতা ৮ই জুলাই—৩৭৷০। এথেলবাড়ী ৯ই জুলাই—১০৸৵০। নিউ চিনাডোলিয়া ১০ই জুলাই—৪২৫ ৪২৭॥০।

ডিবেঞ্চার

৫ সুদের (১৯৩৬-৪১) ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা জুলাই—১০২॥০। ৫ সুদের (১৯৩৭-৪৭) ষ্টার পেপার ৯ই জুলাই—১০২॥০ ১০৩। ৫ সুদের (১৯৫৭-৮৭) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৫ই জুলাই—১১৫৸০। ৫॥০ সুদের (১৯১৫-৩০-৫০) ডালহৌসী প্রপার্টি ১০ই জুন—১০১॥০। ৫ সুদের (১৯৫৮-৮৮) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৫ই জুলাই—১১৫৸০। ৫৷০ সুদের (১৯৩৮-৪৫-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ৫ই জুলাই—১০০ ১০৩॥০ ; ৮ই—১০৩৸০। ৪ সুদের (১৯১২-৪২) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৭ই জুলাই—১০১৷০ ১০১॥০। ৫ সুদের (১৯১৬-৪৬) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৭ই জুলাই—১০৮৸০। ৩৷০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ১০ই জুলাই—৯৮॥০। ৩॥০ সুদের (১৯৬৫) ক্যালকাটা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ৭ই জুলাই—৯৯ ৯৯৷০। ৪ সুদের (১৯১৩-৪৩) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৮ই জুলাই—১০৩৸০। ৩ সুদের (১৯৫১) ক্যালকাটা পোর্টট্রাষ্ট ৭ই জুলাই—৯৬॥০। ৫ সুদের (১৯১৬-৬৪) ক্যালকাটা পোর্টট্রাষ্ট ৮ই জুলাই—১০৮॥০ ১০৯।

বিবিধ

ডানলপ রাবার (অর্ডি) ৪ঠা জুলাই—৪০ ৪০৸০ ; ৫ই—৩৯৸০ ৪০ ; ১০ই—৪০৷০ ৪০॥০। বরারি কোক ৪ঠা জুলাই—২২৸০ ২৩৷৶০ ; ৯ই—২৩৷৵০ ২৩॥৵০ ; ১০ই—২৩॥৵০। এসোসিয়েটেড হোটেল (প্রেফ) ৪ঠা জুলাই—৮৮ ৮৯। বি, আই, করপোরেশন (অর্ডি) ৪ঠা জুলাই—৪৷০ ৪৷৶০ ; ৫ই—৪৷০ ; ৮ই—৪৷০ ; ৯ই—৪৵০ ৪৷৵০ ; ১০ই—৪ ৪৷৵০ ; (প্রেফ) ৪ঠা জুলাই—১৭৯ ; ৯ই—১৮৪। বৃটীশ বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম ৪ঠা জুলাই—৩॥৵০ ৩৸০ ; ৭ই—৩॥/০ ৩৸০ ; ৯ই—৩॥/০। বামার লরি ৭ই জুলাই—৩১১ ৩১৩। বেঙ্গল আসাম ষ্টীমসীপ (অর্ডি) ৭ই জুলাই—২৫৫ ৮ই—২৫৪॥০। ইণ্ডিয়ান কেবলস ১০ই জুলাই—২১ ২১৷০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১২ই জুলাই

গত সপ্তাহের প্রথমদিকে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দর ৭২৸০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়া শেষদিকে আবার নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে এ সপ্তাহের বাজারে পাটের দরের সেই নিম্নগতি আরও বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। গত ৭ই জুলাই বাজারে পাটের মূল্য দাঁড়ায় সর্ব্বোচ্চ ৬৫৸০ আনা। তারপর গত কয়েক দিন ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে উঠা নামা করিয়া গতকল্য পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৬৩৷০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। অন্য বাজারে পাটের মূল্য ৬২॥০ আনার উপর উঠে নাই। অথচ তাহা সর্ব্বনিম্নে ৫৯৸০ আনা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৭ই জুলাই	৬৫৸০	৬১৸০	৬১৸০
৮ই „	৬৩॥০	৬১৷৵০	৬৩৷৵০
৯ই „	৬৪৸০	৬২৸০	৬৩
১০ই „	৬৩॥৵০	৬০৷০	৬০৸০
১১ই „	৬৩৷০	৬১	৬২৸০
১২ই „	৬২॥০	৫৯৸৵০	৫৯৸৵০

এ সপ্তাহে পাটকলওয়ালাদের দিক হইতে বা রপ্তানীকারকদের দিক হইতে পাট ক্রয়ের বিশেষ কোন আগ্রহ লক্ষিত হয় নাই। উহাতে স্বভাবতঃই বাজারে একটা অবসাদের ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠে। তাহার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে পাটকর বিল উত্থাপিত হওয়ার কথায় ও

পাট চাষের জমি সঙ্কলিত বরাদ্দের তুলনায় বেশী হওয়ার সংবাদে বাজারে ঐ অবসাদের ভাব আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে পাটের দরও পড়িয়া যাইতে থাকে। এবৎসর কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে সম্প্রতি প্রাথমিক পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে। এই পূর্ব্বাভাষ যে ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে উহাকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। তবে উহা দৃষ্টে এ বারের পাটের জমি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। গত বৎসর বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা এবং আসাম, উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশে মোট ৪৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৫০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। এবারের সরকারী পূর্ব্বাভাষে পাটের জমির পরিমাণ ২২ লক্ষ ১২ হাজার ৬০০ একর অনুমিত হইয়াছে। এবার যে স্থলে গতবারের তুলনায় পাঁচ আনা পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করা স্থির হইয়াছিল সে স্থলে আট আনারও বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে, ইহা আশঙ্কার কথা।

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় ও কলিকাতার অন্তঃপাতী চটকল এলাকায় মোট ৯৪ লক্ষ ৬০ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় মধ্যে পাট আমদানী হইয়াছিল ১ কোটি ৩১ হাজার বেল।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে কাজ কারবার প্রায় বিশেষ কিছুই হয় নাই। ফাটকা বাজারের সঙ্গে পাকা বেল বিভাগেও এ সপ্তাহে দরের বেশ একটু উঠানামা লক্ষিত হইয়াছে।

থলে ও চট

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে থলে ও চটের দর কিছু চড়া লক্ষিত হইয়াছে। গত ৫ই জুলাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৮॥০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ২৩॥৵০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৯৲ টাকা ও ২৪৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

পাট চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' পাটের জমির প্রাথমিক পূর্ব্বাভাসের কতকাংশ প্রকাশ করা হইয়াছিল। এ সপ্তাহে বাকী অংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

জেলা	গত বৎসরের জমি (একর)	এবারের জমি (একর)
হুগলী	৩৫,০০০	২০,৪০০
রাজসাহী	১,২৭,৪০০	৭১,২৫০
ফরিদপুর	৩,৩৯,০০০	১,৩০,০০০
যশোহর	১,০৮,৯০০	৮০,৫০০
বিহার	২,৮২,২০০	২,৩৭,৪০০
বীরভূম ও বাঁকুড়া	——	৩০০

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১১ই জুলাই

গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে সোণার দরে বিশেষ উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, জলপ্লাবন এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের নানারূপ সংবাদ সোণার বাজারের ক্রয় বিক্রয়ের উপর অনেকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি তোলা সোণার দর ৪২।⁄০ আনা এবং প্রতিটী গিনির মূল্য ২৮॥⁄০ ছিল। কলিকাতার বাজারে প্রতি তোলা পাকা সোণার দর ৪২।০ আনা, বড়ালবার প্রতি তোলা ৪২৶০ আনা এবং প্রতিটী গিনির দর ২৮॥৵৬ পাই ছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স সোণার দর ছিল ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং।

রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে রূপার দরে বিশেষ উঠানামার ভাব দেখা যায়। এসপ্তাহের বৃহস্পতিবারে রূপার দরে কতকটা বৃদ্ধির ভাব দেখা গিয়াছিল; কিন্তু এইরূপ উন্নত অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। বোম্বাইয়ের বাজারে ২০ হাজারের উপর রৌপ্য বার মজুদ থাকায় রূপার চাহিদা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া রেডী রূপার দর প্রতি একশত তোলায় ৬৩৲ টাকার অধিক বৃদ্ধি পায় নাই। [illegible] চড়তির ভাব রূপার বাজারে কোনরূপ অনুকূল [illegible] পারে নাই। প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার জন্য বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে কাজকারবার অনেকটা ব্যাহত হইয়াছে। এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে মোটামুটী মন্দার ভাব বলবৎ ছিল।

কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত ভরি রূপার দর ৬৩।০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত ভরি রূপার দর ৬৩॥০ আনা ছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩$\frac{3}{16}$ পেন্সে এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪$\frac{3}{4}$ সেণ্টে অপরিবর্ত্তিত ছিল।

কলিকাতার বাজার দর

বাংলা সরকারের মার্কেটিং (বাজার) বিভাগ হইতে ৭ই জুলাই তারিখে কলিকাতার বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যাদির যে চলতি পাইকারী দর প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। বন্ধনীর মধ্যে যে দর দেওয়া হইল, তাহা ৭ই জুলাইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের। ইহা ছাড়া কলিকাতার বাজারে ৭ই জুলাই তারিখে গবাদি পশু যেরূপ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহার দরও মোটামুটি দেওয়া হইল :—

কৃষিজাত দ্রব্যাদির দর—গম(চান্দোসী) মণপ্রতি—৪।০ (৪॥⁄৬ পাই) ; এগমার্ক চাকী আটা মণপ্রতি—৫॥⁄০ (৫॥⁄০) ; ময়দা মণপ্রতি—৬॥০ (৬৸৵০) ; ধান (বাকতুলসী) মণপ্রতি—৪।৵০ হইতে ৪॥০ (৪।৵০ হইতে ৪॥০); ধান (মোটা) মণপ্রতি—৩৸০ হইতে ৩৸⁄০ (৩৸⁄০) ; ধান (পাটনাই) মণপ্রতি—৩৸⁄০ আনা হইতে ৪।০ (৩৸⁄০ হইতে ৪।০) ; চাউল (বাকতুলসী) মণপ্রতি—৭॥০ (৭॥০) ; চাউল (পাটনাই) মণপ্রতি—৬॥০—৭৲ (৬॥০—৭৲) চাউল (মোটা) মণপ্রতি—৬৲ (৬৲) ; সরিষার তৈল মণপ্রতি—১৩॥০—১৪৲ (১৩॥০—১৪৲) ; ঘি (সাধারণ) মণপ্রতি—৫০৲ হইতে ৭২৲ (৪৭৲ হইতে ৬৯); ঘি (শ্রেণী বিভাগ করা) মণপ্রতি ৬৩৲ হইতে ৬৮৲ (৬৩৲ হইতে ৬৮৲) ; চিনি ১নং মণপ্রতি—১০।০ (১০।০) ; চিনি ২নং মণপ্রতি—১০৲(৯৸০); গোদুগ্ধ টাকাপ্রতি—৫সের ; ডিম (মুরগী) প্রতি কুড়ি—॥০ হইতে ॥⁄০ (॥⁄ হইতে॥৵০) ডিম (হাঁস) প্রতি কুড়ি—।⁄০ (।⁄০ হইতে ॥০) ; আলু (নৈনীতাল) মণপ্রতি ৪৲ হইতে ৪।০ (৪॥০ হইতে ৪৸০) আলু প্রতি সের—৵০ হইতে ৵৬ পাই (৵০ আনা হইতে ৵৬ পাই) ; মাছ (ইলিশ) মণপ্রতি—১০৲ হইতে ১২৲ (১৫৲-১৮৲) ; মাছ (রোহিত) মণপ্রতি—২২৲ হইতে ২৫৲ (২২৲ হইতে ২৫৲) ; মাছ (চিংড়ী) মণ প্রতি—১৮৲ হইতে ২২৲ (১৬৲ হইতে ১৮৲) ফল (কলা, বড় সবরী) প্রতি ডজন—।০ হইতে ।৵০ (⁄০ আনা হইতে ।⁄০) ; কলা (সিঙ্গাপুর) প্রতি ডজন ⁄০ আনা হইতে ।⁄০ (৵৬ পাই হইতে ।৬ পাই), আপেল (নৈনিতাল) টাকা প্রতি ১৬টী হইতে ১৮টী (১২টী হইতে ১৬টি); আম (ভাগলপুরী) টাকা প্রতি—১২টী হইতে ১৮টী (১৬টী হইতে ১৮টি) ; কমলা লেবু (দার্জ্জিলিং) টাকা প্রতি—১২টি (১২টি হইতে ২০টি) ; আনারস (আসাম) প্রতি কুড়ি—৪৲ হইতে ৫৲ (৪৲ হইতে ৫৲) ; আনারস (দেশী) প্রতি কুড়ি—১॥০ হইতে ২৲ (১॥০ আনা হইতে ২৲) গবাদিপশুর দর—দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটি গাভী—১০৮৲ ; দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটি গাভী—৯০৲ ; দিন ১২ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটি মহিষ—১৮০৲ ; দিন ১০ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটি মহিষ—১৪৫৲।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট



আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ২১শে জুলাই, সোমবার ১৯৪১ | ১২শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

মিঃ আর্থার মুরের শুভেচ্ছা

'ষ্টেটসম্যান' পত্র সব সময়েই ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে উহার সম্পাদক মিঃ আর্থার মুর ভারতবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়া এই যুদ্ধে ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের সহকারী হিসাবে পরিণত করিবার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। সম্প্রতি লণ্ডনে একটী বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—'ভারতবর্ষ একটী ঘুমন্ত দানব। অষ্ট্রেলিয়ার তুলনায় ঐ দেশ আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডকে কিছুই সাহায্য করে নাই। এই দানবকে জাগাইতে হইলে আমাদিগকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে ভারতবর্ষকে অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে। আজ আমাদিগকে ভারতবর্ষ ও সমগ্র জগতের নিকট একথা প্রমাণ করিতে হইবে যে, আমরা কেবল জগতের স্বাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিতেছি না—আমরা জগতের পরাধীন দেশগুলিকেও স্বাধীন করিয়া এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি।'

মিঃ আর্থার মুরের এই অভিমত যে দূরদর্শিতামূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এই মতের মূল্য কতটুকু? কিছু দিন পূর্ব্বে 'টাইমস' পত্রে তিনি যে চিঠি দেন তদুত্তরে 'ক্যাপিটাল' পত্র বলিয়াছিলেন—'ভারতবাসী যদি মনে করে যে, মিঃ আর্থার মুরের মত ইংরাজদেরই মত, তাহা হইলে তাহারা ভুল করিবে।' ভারতবর্ষের বৃটীশ বণিক সম্প্রদায় তাঁহার এই ধরণের অভিমতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছে। আর একথা কে না জানে, বৃটীশ বণিকদের কথা মতই ভারতের শাসননীতি স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মিঃ আর্থার মুরের শুভেচ্ছা হইতে কেহ যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া উঠেন তবে তিনি ভুল করিবেন।

ভবানীপুর ব্যাঙ্কের বিপত্তি

কতিপয় প্রতারক ব্যক্তি পরস্পরের সহিত যোগসাজোসে ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন হইতে ১১ লক্ষ টাকা উঠাইয়া লওয়াতে এবং ইহা লইয়া মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হওয়াতে গত পূর্ব্ব সপ্তাহে ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের মনে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং উহার ফলে অনেক আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে আমানতী টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য ভিড় জমাইয়াছিল। ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ আমানতকারীদের দাবী পুরাপুরিভাবে মিটাইয়া দেওয়ার ফলে বর্ত্তমানে এই আতঙ্কের অবসান হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কে যথারীতি কাজকারবার চলিতেছে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে এই ধরণের ঘটনা নূতন নহে। ইতিপূর্ব্বেও অনেক ব্যাঙ্কের আমানতকারিগণ অযথা ভীতিগ্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছে এবং ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ উহাদের দাবী মিটাইয়া দেওয়ার ফলে উহারাই পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিয়াছে। তবে ২।১টী ব্যাঙ্ক এই ধরণের হুজুগের সময়ে আমানতকারীদের দাবী পূরণের জন্য নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ার দরুণ যে ফেল না

পড়িয়াছে, এরূপ নহে। ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের পরিচালকবৃন্দ বর্ত্তমান পরীক্ষায় যশের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন—এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বাঙ্গলা দেশের এ কটী বহু পুরাতন ব্যাঙ্ক এবং উহা বাঙ্গালী পরিচালিত সর্ব্ববৃহৎ ৫টী ব্যাঙ্কের অন্যতম। গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে উহাতে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল সাড়ে বিরানব্বই লক্ষ টাকা এবং এই টাকা নিরাপদ, লাভজনক ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় দাদন করা ছিল। ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল দুই লক্ষ টাকা। এতদ্ব্যতীত উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে মজুদ তহবিল, দাদনী তহবিলের ঘাটতি পূরণ তহবিল এবং অনাদায়ী হইতে পারে এরূপ দাদনী তহবিলের ক্ষতিপূরণের জন্য সৃষ্ট তহবিলে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা মজুদ ছিল। মূলধন ও মজুদ তহবিলের এই ৭ লক্ষ টাকাও ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নিরাপদ ভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে। অত্রাবস্থায় ব্যাঙ্কের যদি কয়েক লক্ষ টাকা (ব্যাঙ্কের তরফ হইতে একটী বিবৃতিপত্রে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি ব্যাঙ্কের ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম যে, শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ কিছুতেই ৫।৬ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না) ক্ষতিও হইয়া থাকে তাহা হইলেও উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। এই ক্ষতির টাকা ব্যাঙ্কের অংশীদারদের প্রাপ্য লভ্যাংশ বা আমানতকারীদের প্রদত্ত টাকার উপর কোনও প্রকারে হাত না দিয়া অনায়াসে ব্যাঙ্কের বিবিধ শ্রেণীর মজুদ তহবিল ও লাভ হইতে পূরণ করা যাইতে পারে। ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের পেছনে কলিকাতা সহরের যে সমস্ত বনিয়াদী ও ধনবান ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে শেয়ার বিক্রয় করিয়াও এই ক্ষতির ঝুঁকি অনায়াসে সামলাইয়া লইতে পারেন। মোটের উপর ভবানীপুর ব্যাঙ্কের ন্যায় এত বড় ব্যাঙ্কের ৫।৬ লক্ষ টাকা ক্ষতির জন্য উহার আমানতকারিগণ যে এরূপ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতে উহাদের অজ্ঞতাই প্রমাণিত হইতেছে। বাঙ্গলা দেশে অবিশ্রান্ত প্রচারকার্য্য দ্বারা যতদিন পর্য্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে একটা বিচারবুদ্ধিসম্মত জনমত সৃষ্টি করা না যাইবে, ততদিন কেবল ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনকে নহে—বাঙ্গলার ছোট বড় সমস্ত ব্যাঙ্ককেই সময়ে সময়ে এই ধরণের বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের পরিচালকদের নিকটও আমাদের কিছু বক্তব্য রহিয়াছে। আমাদের ধারণা যে, পরিচালকবর্গ অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন এবং বর্ত্তমান যুগের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহারা সম্যক সচেতন নহেন। নচেৎ ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন অনেক দিন পূর্ব্বেই একটী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়া উহার ব্যবসার অনেক বেশী প্রসার করিতে সমর্থ হইত। বর্ত্তমানের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে উহারা যদি ব্যাঙ্কের পরিচালনা পদ্ধতির আমূল সংস্কার সাধন করিয়া উহাকে একটী খাঁটী কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক হিসাবে চালিত করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে উহাতে কেবল ব্যাঙ্কের নহে, দেশবাসীরও অশেষ উপকার সাধিত হইবে। আশা করি, আমরা যে প্রকার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিলাম, ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য

নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল সম্প্রতি একটী প্রবন্ধে এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কের স্বার্থ সংরক্ষণ করতঃ অর্থ বিনিয়োগ করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে খাতকগণকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া যিনি ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালিত করেন তিনিই প্রকৃত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী। বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীকেই মিঃ দালালের এই সারগর্ভ উক্তিটী বারংবার চিন্তা করিয়া দেখিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। বাঙ্গলা দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা এখনও মূলতঃ মহাজনী ব্যবসাই রহিয়া গিয়াছে। খাতক টাকা লইয়া উহা কি ভাবে খরচা করে এবং ঋণলব্ধ অর্থ দ্বারা খাতকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি কি অবনতি ঘটিতেছে তৎসম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখা কোন মহাজন কোন দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নাই। কি ভাবে খাতকের নিকট হইতে সর্ব্বোচ্চহারে সুদ আদায় করা যায়, উহাই ছিল তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। উহার ফলে আজ মহাজনগণ কেবল সুদ নহে—আসলও হারাইয়াছেন। কেননা মহাজনগণ যদি কেবল কৃষকের আয়বৃদ্ধিজনক কাজের জন্য ঋণদান করিয়া এই কাজে উহাদিগকে সতত উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে উহার ফলে কৃষকের পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা দিন দিন সহজতর হইয়া উঠিত। তাহা হইলে এদেশে ঋণসালিশী আইন, মহাজনী আইন ইত্যাদি পাশ করিবার কোন প্রয়োজনই হইত না। বাঙ্গলা দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়িগণও বর্ত্তমানে অনেকটা মহাজনদের মনোভাবে আচ্ছন্ন রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি ব্যবসায়ের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা কর্জ্জ করিতেছে, তাহার পক্ষে ঐ পরিমাণ টাকায় ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব হইবে কিনা, খাতক যে হারে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছে, ঐ হারে সুদ দিলে তাহার ব্যবসা টিকিয়া থাকিবে কিনা ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করা অনেক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীই কর্ত্তব্যের ভিতর গণ্য করেন না। খাতককে কত কম টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করা যায় এবং তাহার নিকট হইতে কত বেশী সুদ আদায় করা যায়, উহাই যেন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের এই প্রকার মনোভাবের পরিবর্ত্তন না হইলে বাঙ্গলা দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প কোন দিন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিবে না। আর বাঙ্গলায় যদি বাঙ্গালীর চেষ্টা ও উদ্যোগে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া না উঠে, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহ উহাদের নিকট গচ্ছিত অর্থ নিরাপদ ও লাভজনক উপায়ে দাদন করিবার কোন ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইবে না। কলিকাতা সহরে ইউরোপীয় ও অবাঙ্গালীদের যে সমস্ত বড় বড় ব্যাঙ্ক রহিয়াছে, তাহাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, প্রত্যেকটী ব্যাঙ্ক এক বা একাধিক বৃহদাকার সওদাগরী অফিসের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। এইসব অফিসের প্রয়োজনীয় মূলধনের অধিকাংশ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক প্রদান করে এবং এক একটী ব্যাঙ্কের লাভের অধিকাংশ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক সওদাগরী অফিস হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। এইভাবে হস্তস্থিত অর্থের অধিকাংশের বিনিয়োগ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকার দরুণ ব্যাঙ্কসমূহ বাহিরের খাতকদের নিকট অপেক্ষাকৃত লাভজনক সর্ত্ত দাবী করিতে পারে। বাঙ্গলা দেশে ব্যাঙ্ক আছে এবং উহার ক্রমেই প্রসার হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গলায় ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প সেই অনুপাতে গড়িয়া উঠিতেছে না। বাঙ্গলায় ব্যাঙ্কসমূহকে জনহিতের তাগিদে নহে—নিজেদের স্বার্থের জন্যই অপেক্ষাকৃত কম সুদে প্রয়োজনানুরূপ মূলধন সরবরাহ করিয়া এবং অন্য দশভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া বাঙ্গলা দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে। মিঃ দালালের উক্তির উহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া আমরা মনে করিতেছি। উহা যে চূড়ান্তরূপ দূরদর্শিতামূলক নীতি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের জের

বাঙ্গলা দেশে ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে ফ্লাউড কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তদ্বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে বাঙ্গলা সরকার মিঃ সি ডব্লিউ গার্ণারকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মিঃ গার্ণারের সুপারিশসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। ফ্লাউড কমিশন নির্দ্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ দিয়া বাঙ্গলা দেশের ভূম্যধিকারী ও জোতদারদের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন মিঃ গার্ণার তাহা সমর্থন করিয়াছেন। তবে তাঁহার সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব এই যে, ভূম্যধিকারী ও জোতদারদের আয় হইতে উহাদের দেয় খাজনা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে নিট লাভ বলিয়া গণ্য করিয়া পরে তাঁহার ১৫ গুণ পরিমিত টাকা ক্ষতি-পূরণ হিসাবে প্রদান করা হউক। তবে এই টাকা নগদ হিসাবে না দিয়া গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপককে বণ্ড লিখিয়া দিতে পারিবেন। সংবাদপত্রে মিঃ গার্ণারের রিপোর্টের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই ধরণের বণ্ডের বা খতের টাকা কত বৎসরের মধ্যে শোধ করা হইবে এবং উহার উপর কি হারে সুদ দেওয়া হইবে তাহার উল্লেখ নাই। উহার পূর্ব্বাহ্নেই মীমাংসা হওয়া দরকার।

মিঃ গার্ণার আধি বা বর্গাদারদের নিকট হইতে ফসল আদায় করিবার ব্যাপারে উদ্ধতন জোতদার বা ভূম্যধিকারীর যে অধিকার আছে তাহার বিলোপ করিবার বিপক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভূম্যধিকারীদের ও জোতদারদের স্বত্ব বিলোপ করিবার বদলে কৃষিজাত আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য করিবার যে প্রস্তাব রহিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইলে যাহাতে বৎসরে ৫ হাজার টাকার নিম্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর কোন আয়কর ধার্য্য করা না হয় তজ্জন্যও তিনি অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার এই সব মত দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবে আশা করা হয়।

বাঙ্গলা সরকার মিঃ গার্ণারের সুপারিশসমূহ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা এখন বলা কঠিন। তবে ইতিমধ্যে শুনা যাইতেছে যে, বাঙ্গলা সরকার কৃষিজাত আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য করিবেন। তাহা হইলে কি বাঙ্গলা সরকার ভূম্যধিকারী ও জোতদারদের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন? এই সম্পর্কে মিঃ গার্ণারের একটী অভিমত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এরূপ বলিয়াছেন যে, ভূম্য-ধিকারী ও জোতদারদের স্বত্ব বিলোপ করিলে উহার ফলে ভূমিরাজস্ব বাবদ গবর্ণমেণ্টের আয় বাড়িবে না—বরং কমিবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

ট্যাক্স বৃদ্ধির আশঙ্কা

ভারত সরকারের চলতি বৎসরের প্রথম মাসে অর্থাৎ গত এপ্রিল মাসে আয়ের তুলনায় ৬ কোটী টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরে গত ৩০শে জুন তারিখে একটী প্রবন্ধে আমরা দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্সভার পতিত হইবার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি ভারত সরকারের চলতি বৎসরের দ্বিতীয় মাসের অর্থাৎ গত মে মাসের যে আয়ব্যয়ের হিসাব প্রাকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, দুই মাসে গবর্ণমেণ্টের মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা। সামরিক ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ার জন্যই ভারত সরকারের রাজস্বের এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে চলতি বৎসরে ভারত সরকারের তহবিলে ৬০।৭০ কোটী টাকার মত ঘাটতি দাঁড়াইবে।

এই সম্পর্কে 'ক্যাপিট্যাল' পত্রের সিমলাস্থিত সংবাদদাতা অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে একটী অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করা হইবে। এই বাজেটে দেশের উপর কি ভাবে নূতন নূতন ট্যাক্স ধরা হইবে তাহার এখনও কোন আভাষ পাওয়া যায় নাই। তবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে এদেশে পণ্যদ্রব্যের আমদানী অনেকটা সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়াতে ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের আয় কমিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমদানী জিনিষের উপর শুল্ক বৃদ্ধি দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধির কোন উপায় নাই। কাজেই গবর্ণমেণ্টকে আয়কর ও ডাকমাশুল বৃদ্ধি, উৎপাদনকর ধার্য্য ইত্যাদি দ্বারা আয় বৃদ্ধির চেষ্টা দেখিতে হইবে। ব্যয় সঙ্কোচের জন্য উহারা সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাসের আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে পারেন। গত ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ হইবার পরে যখন সরকারী রাজস্বের অত্যধিক দুরবস্থা ঘটিয়াছিল তখন তাঁহারা এই পন্থার আশ্রয় লইয়াছিলেন। যাহা হউক, দেশবাসীর উপর যে শীঘ্রই নূতন ট্যাক্সের বোঝা পড়িতেছে তাহা সুনিশ্চিত।

ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের উন্নতি

গত মার্চ্চ মাসে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে সম্প্রতি মোটামুটি বিবরণ জানা গিয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে মোট ৪২৬ কোটী ৯৩ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে উহার পরিমাণ কমিয়া ৪০১ কোটী ২৪ লক্ষ গজে পরিণত হয়। সুখের বিষয় যে, ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া ৪২৫ কোটী ৮৬ লক্ষ গজে দাঁড়াইয়াছে। তবে আলোচ্য বৎসরে কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন সূতার পরিমাণে কিরূপ ইতর বিশেষ হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই।

আমদানী ও রপ্তানীর দিক হইতেও আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৬৪ কোটী ৭১ লক্ষ গজ বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে উহা কমিয়া ৫৭ কোটী ৯১ লক্ষ গজে পরিণত হয়। ১৯৪০-৪১ সালে উহা আরও কমিয়া ৪৪ কোটী ৭০ লক্ষ গজে দাঁড়াইয়াছে। রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে যে স্থলে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৭ কোটী ৭০ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল, সেই স্থলে ১৯৩৯-৪০ সালে ২২ কোটী ১৩ লক্ষ গজ এবং ১৯৪০-৪১ সালে ৩৯ কোটী ১০ লক্ষ গজ বস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী বস্ত্র এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী বস্ত্রের পরিমাণ প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, বস্ত্রের ব্যাপারে এক্ষণে ভারতবর্ষ প্রায় স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে উৎপাদনের মত ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী সূতা এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী সূতার হিসাব এখনও জানা যায় নাই।

ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির একটী সুফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এই সব কলে ক্রমেই অধিক পরিমাণে ভারতীয় তূলার কাটতি হইতেছে। গত ১৯২৯-৩০ সালে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ মাত্র ২২ লক্ষ ৪৮ হাজার বেল ভারতীয় তূলা ব্যবহার করিয়াছিল। কাপড়ের কলে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতীয় কলসমূহে ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার বেল ভারতীয় তূলা ব্যবহৃত হয়। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় কলে ৩২ লক্ষ ৯৭ হাজার বেল ভারতীয় তূলা ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাতে ভারতীয় তূলা চাষীর অনেকটা সুবিধা হইতেছে। তবে ভারতবর্ষকে এখনও উহার উৎপন্ন তূলার শতকরা ৪০ ভাগের বিক্রয়ের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। কাজেই ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে আরও অধিক পরিমাণে ভারতীয় তূলা ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। উহার সুযোগ সুবিধাও রহিয়াছে। কারণ ভারতবর্ষে জনসংখ্যা যে প্রকার দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে এদেশের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক গড়পরতায় মাথাপিছু ব্যবহৃত কাপড়ের পরিমাণ না বাড়িলেও ভারতবর্ষে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ প্রতি বৎসর অন্ততঃ শতকরা

পাটের মূল্যহ্রাসে প্রধান মন্ত্রী

পাটের বাজারে নানাবিধ গুজব সৃষ্টি হওয়ার ফলে গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ফাটকা বাজারে পাটের দর ৭১৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু উহার পরেই পাটের মূল্য কমিতে আরম্ভ করে এবং গত সপ্তাহের প্রথমভাগে উহার দর দাঁড়াইয়াছিল ৬০ টাকার কাছাকাছি। দুই সপ্তাহ কালের মধ্যে পাটের দর বেলপ্রতি দশ এগার টাকা কমিয়া যাওয়ার ফলে বাজারে একটা নিরুৎসাহের ভাব সৃষ্টি হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলেও পাটের বাজার নামিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় অনেক কম পাটের চাষ হইয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে অনেক স্থানে পাট ফসলের ক্ষতিও হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পাটের মরশুমের প্রাক্কালে এইভাবে পাটের মূল্য কমিয়া যাওয়াতে কৃষকদের মধ্যে হাহাকার উঠা খুবই স্বাভাবিক। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলা সরকারও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ইতিমধ্যে বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে একটী বিবৃতি দিয়া তথ্য-তালিকার সহায়ে এরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, পাটের ভবিষ্যৎ যেরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া ফাটকাওয়ালারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা তত খারাপ নহে। সম্প্রতি বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রীও এই সম্পর্কে একটী বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি তথ্যতালিকার ধার দিয়াও যান নাই। তাঁহার বিবৃতির মর্ম্ম এই যে, পাটচাষী যাহাতে অধিক মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য উপযুক্তরূপ বিলিব্যবস্থা করিতে বাঙ্গলা সরকার বদ্ধপরিকর, ফাটকাওয়ালা ও পাট ব্যবসায়ীদের কারসাজির ফলেই পাটের মূল্য এরূপভাবে নামিয়া যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এই ধরণের অনাচার সহ্য করিবেন না—সুতরাং পাটচাষী যেন এখন পাট বিক্রয় না করিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করতঃ তাহা বিক্রয় করে।

প্রধান মন্ত্রী পাটের মূল্য হ্রাসের জন্য ফাটকাওয়ালা ও পাট ব্যবসায়ীদিগকে যে ভাবে দায়ী করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা একমত নহি। আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত এই যে, বর্ত্তমানে বাজারে চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান অত্যধিক বেশী হওয়ার জন্যই পাটের মূল্য এইভাবে নামিয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় কৃষক যদি ২।৪ মাস অপেক্ষা করিয়াও পাট বিক্রয় করে তাহা হইলেও যে উহার জন্য সে অধিক মূল্য পাইবে তাহাতে সন্দেহ আছে। পাটের চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে তথ্য তালিকা উদ্ধৃত করিলেই আমাদের এই সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হইবে। গত বৎসর জুলাই মাসে যখন নূতন পাট বাজারে বাহির হয় সেই সময়ে ২০ লক্ষ বেল কাঁচা পাট এবং ৯ লক্ষ বেল পরিমিত কাঁচা পাট হইতে প্রস্তুত থলে ও চট চটকলগুলির হাতে মজুদ ছিল। কাজেই ঐ সময়ে একমাত্র চটকলসমূহের হাতেই ২৯ লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল বলা চলে। উক্ত সময়ে মফঃস্বলের কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সহর অঞ্চলের আড়তদার, মহাজন, বেলার, শিপার এবং বিদেশের চটকলসমূহের হাতে খুব কম করিয়া ধরিলেও ১০।১১ লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল। কাজেই গত বৎসর জুলাই মাসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের উৎপন্ন পাট হইতে প্রায় ৪০ লক্ষ বেল পাট (থলে ও চট সহ) মজুদ ছিল। ইহার উপর গত বৎসর সরকারী বরাদ্দ অনুসারে ১ কোটী ২৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মজুদ পাট লইয়া গত বৎসর মোট পাটের যোগান ছিল ১ কোটী ৬৫ লক্ষ বেল। এই ১ কোটী ৬৫ লক্ষ বেলের মধ্যে চটকলসমূহ গত বৎসর অর্থাৎ গত ১৯৪০ সালের জুলাই মাস হইতে গত জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ৪৮ লক্ষ বেল পাট খরচ করিয়াছে বলিয়া কেন্দ্রীয় জুট কমিটী সম্প্রতি একটী পুস্তিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। গত জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে বিদেশে কি পরিমাণ পাট রপ্তানী হইয়াছে, তাহার সঠিক বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। তবে গত বৎসর ১২ লক্ষ বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। এই ১২ লক্ষ বেল পাটই গত বৎসরে বিদেশী চটকলসমূহ খরচ করিয়াছে এবং উহাদের হাতে বর্ত্তমান জুলাই মাসের প্রথম ভাগে কোন পাট অবশিষ্ট ছিল না—একথা ধরিয়া লইলেও গত বৎসর সমগ্র জগতের প্রয়োজনে ৬০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হয় নাই—একথা বলা যাইতে পারে। আমরা উপরে বলিয়াছি যে, গত বৎসর গত পূর্ব্ব বৎসরের মজুদ পাট লইয়া বাজারে মোটমাট ১ কোটী ৬৫ লক্ষ বেল পাটের যোগান ছিল। উহার মধ্যে গত বৎসরে ৬০ লক্ষ বেল পাট যদি খরচ হইয়া থাকে তাহা হইলে বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১লা তারিখে দেশী ও বিদেশী চটকল, বেলার, শিপার, আড়তদার, মহাজন, মধ্যবিত্তশ্রেণী ও কৃষকের হাতে কাঁচা পাট এবং পাটজাত থলে ও চট মিলিয়া মোটমাট ১ কোটী ৫ লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

উহা হইতে বর্ত্তমান বৎসরের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে যে জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা গত বৎসরে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বরাদ্দকৃত জমির অর্দ্ধেকেরও বেশী। তবে গবর্ণমেণ্ট এখন বলিতেছেন যে, গত বৎসরে পাটের জমি সম্বন্ধে তাঁহারা যে হিসাব দিয়াছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। সেই হিসাবে গত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে শতকরা ৩১ ভাগ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে। এবার অনেক স্থলে বন্যার জন্য পাট ফসলের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। এই সব কারণে এবার গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ২৮।২৯ ভাগ মাত্র পাট জন্মিবে উহাও যদি ধরিয়া নেওয়া যায়, তাহা হইলে এবার মোট ৩৫ লক্ষ বেল পাট জন্মিবে বলা চলে। উহার সহিত গত ১লা জুলাই তারিখে মজুদ ১ কোটী ৫ লক্ষ বেল পাট যোগ করিলে চলতি বৎসরে মোট পাটের যোগান দাঁড়াইতেছে ১ কোটী ৪০ লক্ষ বেল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর সমগ্র পৃথিবীর প্রয়োজনে ৬০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হয় নাই। এবার উহা অপেক্ষা বেশী পাট তো খরচ হইবেই না, বরং আমেরিকার যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশ যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িলে খরচযোগ্য পাটের পরিমাণ কমিয়া অর্দ্ধেকে পরিণত হইতে পারে। যাহাহউক, বর্ত্তমান বৎসরে গত বৎসরের সমান পাট খরচ হইলেও বাজারে চাহিদার তুলনায় যে সোয়া দুই গুণ অপেক্ষাও বেশী পাটের যোগান রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি ?

(৩৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় ভেষজ শিল্প

ভারতীয় জনসাধারণ এত দরিদ্র যে, এদেশের ৪০ কোটী অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই বিনা চিকিৎসায় বিনা ঔষধে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহারা ঔষধ ব্যবহার করে তাহাদের মধ্যেও অনেকে অকৃত্রিম ও প্রয়োজনানুরূপ ঔষধ ব্যবহার করিতে পারে না। এদেশে কবিরাজী, হাকিমী, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, বাইয়োকেমিক প্রভৃতি বহু প্রকারের চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে বটে। কিন্তু এই সব চিকিৎসারত ব্যক্তিগণ কিভাবে ঔষধ প্রস্তুত করেন অথবা কোথা হইতে উহা সংগ্রহ করেন, তাহার খোঁজখবর লইবার কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে অনেকে বিষতুল্য পেটেন্ট ঔষধ খাইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বিদেশ হইতে এদেশে সর্ব্বজনবিদিত যে সমস্ত ঔষধ আমদানী হইতেছে তাহারও বিশুদ্ধিতা পরীক্ষা করিয়া তৎপর তাহা জনসাধারণকে ব্যবহার করিতে দিবার কোন ব্যবস্থা এদেশে নাই। ফলে কুইনাইনের নামে চকের গুড়া বিক্রীত হইতেছে এবং বহুমূত্রের রোগী ইনসুলিনের নামে বিষাক্ত দ্রব্য ইনজেকশন লইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই সেই দিন বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে একথা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কলিকাতার ঔষধালয়-গুলিতে যে অলিভ অয়েল বিক্রয় হইতেছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মোটের উপর ঔষধের নামে দেশে প্রস্তুত এবং বিদেশ হইতে আমদানী বিষ ব্যবহার করিয়া এদেশের কত লোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই সমস্যার প্রতিকার করিতে হইলে ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলে যে সমস্ত অগণিত ভেষজদ্রব্য জন্মে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার, যে সমস্ত ভেষজ দ্রব্য এদেশে জন্মে না তাহার চাষ করিবার এবং যথাযথরূপে শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা এই সমস্ত ভেষজদ্রব্য হইতে নির্দ্দিষ্ট উৎকর্ষতাসম্পন্ন ঔষধ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে এদেশে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঔষধের নামে বিষ ছড়াইয়া এবং ব্যবসায়িগণ বিদেশ হইতে ঔষধের নামে বিষ আমদানী করিয়া যাহাতে দেশের লোকের মৃত্যুর কারণ হইতে না পারে, তাহারও প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা হইলে আরও সুফল এই হইবে যে, বর্ত্তমানে ঔষধের জন্য বিদেশের উপর ভারতবর্ষের পরনির্ভরতা বিদূরিত হইবে, এজন্য ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর যে কোটী কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে তাহা বন্ধ হইবে, দেশের জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে ঔষধ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে এবং ভেষজ-শিল্পের মারফতে দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী ও শিক্ষিত ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ পাইবে। এই শিল্পের মারফতে দেশের কোটী কোটী টাকার মূলধনও লাভজনকভাবে নিয়োজিত হইতে পারিবে।

ভারতবর্ষে ঔষধ সম্পর্কে যে অনাচার চলিতেছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যে তাহা ছিল না একথা নহে। কিন্তু ঐ সব দেশের গবর্ণমেন্ট বহু পূর্ব্বেই আইন করিয়া বিদেশ হইতে ভেজাল ঔষধ আমদানীর পথ রুদ্ধ করিয়াছেন এবং দেশের অধিবাসিগণকে নির্দ্দিষ্ট উৎকর্ষতাসম্পন্ন ঔষধ বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছেন। ঐসব দেশের গবর্ণমেন্ট ঔষধ সম্বন্ধে গবেষণা এবং ঔষধ প্রস্তুতের কাজে নানাভাবে সাহায্য করিয়া দেশকে এই ব্যাপারে অল্পবিস্তর স্বাবলম্বীও করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতবর্ষের রাজশক্তি অন্য দশপ্রকার জনহিতকর ব্যাপারের ন্যায় এই ব্যাপারেও উদাসীন। দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ চিকিৎসা পদ্ধতি রহিয়াছে তাহাতে কোন উৎসাহ না দিয়া উহারা বরাবর ব্যয়বহুল এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন। উহার ফলে ইংলণ্ডের ভেষজ শিল্পীগণের পক্ষে ভারতের বাজারে বৎসর বৎসর কোটী কোটী টাকা মূল্যের ঔষধপত্র ও চিকিৎসার বিবিধ সাজসরঞ্জাম বিক্রয় করা সহজ হইয়াছে বটে। কিন্তু উহা দ্বারা ব্যয়ের তুলনায় খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই উপকৃত হইতেছে। এদেশে বিদেশ হইতে কুইনাইনের নামে চকের গুড়া, ইনসুলিন ও আরও কত কিছুর নামে বিষ আমদানী হইয়া দেশের বহুব্যক্তি মৃত্যুপথে ধাবিত হইলেও তাহার সময়োচিত প্রতিকার করা পর্য্যন্ত উহারা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নাই। ভারতবর্ষে ঔষধের ব্যবহার সম্বন্ধে গত ১৯৩০ সালে ভারত সরকার যে তদন্ত কমিটী বসান তাহাতে ঔষধ সম্বন্ধে উপরোক্ত অনাচারের কথা প্রকাশিত হয়। কিন্তু দেশের এই প্রকার একটী জীবনমরণ সমস্যা সম্পর্কে সমস্ত ব্যাপার অবগত হওয়া সত্বেও ১৯৪০ সালের পূর্ব্বে এই ব্যাপারে একটী আইন পাশ করিবার গবর্ণমেন্টের সময় হয় নাই। কিন্তু উহা পাশ হওয়া সত্বেও এখন পর্য্যন্ত ঔষধ আমদানী ও বিক্রয় এবং ঔষধ প্রস্তুত সম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত অনাচারসমূহের অবসান হয় নাই। ফলে এখনও দেশবাসী পর্য্যাপ্তরূপে ঔষধ পাইতেছে না এবং ভেজাল ঔষধ খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

যাহা হউক কোন বিশেষ শ্রেণীর চিকিৎসা পদ্ধতির পক্ষে ওকালতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এদেশের অধিবাসীদের বহু প্রকার রুচি, প্রকৃতি এবং সংস্কার অনুযায়ী বহু প্রকার চিকিৎসা প্রণালী বলবৎ থাকিবেই। কিন্তু যে—যে প্রকার চিকিৎসা প্রণালীরই অনুরক্ত হউক না কেন, তাহার পক্ষে যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে অকৃত্রিম ঔষধ পাইবার ব্যবস্থা হওয়া অবিলম্বে আবশ্যক। আর এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত না হন, তাহা হইলে জনসাধারণকে অগ্রণী হইয়া তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। বড়ই সুখের বিষয় যে, ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে আগ্রহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি আমরা মিঃ জে সি ঘোষ, বি এস-সি (ম্যাঞ্চেষ্টার) প্রণীত "ইণ্ডিজেনাস ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রী ইন ইণ্ডিয়া" নামক যে একখানা পুস্তক পাইয়াছি তাহা হইতে একথা বলিতেছি। মিঃ ঘোষ ভেষজ শিল্প সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার প্রণীত "ইণ্ডিজেনাস ড্রাগস অব ইণ্ডিয়া—দেয়ার সায়েন্টিফিক কাল্টিভেশন এণ্ড ম্যানুফেকচার" নামে একখানা পুস্তক দেশ বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। কলিকাতাস্থ স্কুল অব কেমিক্যাল টেকনলজি নামক একটী প্রতিষ্ঠানের মারফতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি এদেশে ঔষধের উপযোগী গাছগাছড়ার চাষ, ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে শিক্ষাদান এবং ঔষধ প্রস্তুতের ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রচারকার্য্য করিয়াছেন। সম্প্রতি কাশীমবাজারের মহারাজার বদান্যতায় উক্ত স্কুল অব কেমিক্যাল টেকনলজির অধীনে মধুপুরে একটী উদ্যান সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই উদ্যানে ঔষধির চাষ এবং ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে গবেষণা ও শিক্ষাদান সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হইতেছে। দেশে ঔষধ প্রস্তুতের সমস্যা যে প্রকার একটী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাহাতে মিঃ ঘোষের এই উদ্যমে দেশবাসী মাত্রেই পৃষ্ঠপোষকতা করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। যাহাতে দেশের দরিদ্র জনসাধারণও এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া উহার সুফল ভোগ করিতে পারে মিঃ ঘোষ মধুপুরে তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার এই উদ্যম যে সর্ব্বথা প্রশংসনীয় ও সমর্থনযোগ্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর বেতন সমস্যা

[শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর স্বল্পবেতন সম্পর্কে তাঁহাদের দারুণ ক্ষোভ ও অসন্তোষের কথা শুনা যায়। কিন্তু কি কারণে বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক সন্তোষজনক বেতন ও ভাতাদি প্রদান করিতে পারেনা, সে বিষয়ে কাহারো অভিমত পাওয়া কঠিন। সম্প্রতি এ প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আমরা আলোচনা করিতেছি।

বাঙ্গলাদেশে অতি অল্পকাল যাবত বাঙ্গালী ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে হাত দিয়াছে। বিগত ১০ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে মহাজনী অথবা লগ্নী কারবারে দেশবাসী আকৃষ্ট ছিল। তখন বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক নামধেয় লোন কোম্পানীকেও বাধ্য হইয়া লগ্নীকারবারই করিতে হইত। ঐ সকল ব্যাঙ্ক বা লোন কোম্পানীর মুষ্টিমেয় অংশীদার থাকিত। মুষ্টিমেয় অংশীদার লইয়া ব্যাঙ্কিং ব্যবসা কখনও চলিতে পারে না। সে কালে মুষ্টিমেয় অংশীদারবিশিষ্ট কোম্পানীগুলি লগ্নী কারবার করিয়া প্রচুর অর্থ সুদ বাবদে পাইত এবং অত্যুচ্চহারে লভ্যাংশ তাহাদের সেই মুষ্টিমেয় অংশীদারগণকে বণ্টন করিয়া দিত। তখনকার লোন কোম্পানী অথবা ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন, রিজার্ভ ফাণ্ড ও অপরাপর ফাণ্ড গঠনের তেমন প্রয়োজন ছিল না। কালক্রমে বঙ্গ দেশের মহাজনী ব্যবসার অন্তর্ধান হওয়ার সঙ্গে ঐ সকল ব্যাঙ্ক বা লোন কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপ পাইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যাঙ্ক অন্যান্য বৃহৎ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সিডিউল ভুক্ত ব্যাঙ্করূপে অংশীদারগণের স্বার্থ বাঁচাইয়া রাখিতেছে। এভিন্ন অপর কয়েকটি ব্যাঙ্ক তাহাদের বহুদর্শী ও বিচক্ষণ পরিচালকের হস্তে পরিচালিত হইয়া ক্রমে ক্রমে আধুনিক পাশ্চাত্য ব্যাঙ্কিং পন্থার প্রবর্ত্তনক্রমে বৃহৎ ব্যাঙ্করূপে পরিণত হইতে সক্ষম হইতেছে। কিন্তু পুরাতন মহাজনী যুগের ব্যাঙ্ককে রূপান্তরিত করিয়া কমার্সিয়েল ব্যাঙ্কে পরিণত করিতে যে কিরূপ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী পরিচালক ব্যতীত অপর কাহারো বোধগম্য হইবে না। উক্ত প্রকারের ব্যাঙ্কের পক্ষে মুনাফা করা বঙ্গদেশে কঠিন। তজ্জন্যই ব্যাঙ্কের প্রধান অঙ্গ বা ব্যাঙ্কের নিজস্ব কর্ম্মচারীকে সন্তোষজনক বেতন দেওয়া যাইতেছে না।

এই সকল কারণ ব্যতীত বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীকে উচ্চ বেতন প্রদান করার অক্ষমতার আরও যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। যে সকল বৃহৎ বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক অধুনা বিপুলভাবে ব্যবসা বিস্তার করিয়া কার্য্য পরিচালনা করিতেছে, তাহাদের পক্ষেও উপযুক্তরূপ মুনাফা করা কঠিন। কারণ এপর্য্যন্ত বাঙ্গালীর একটী ব্যাঙ্কও তাহার ব্যবসা বিস্তৃতির অনুপাতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া ব্যবসাকার্য্য পরিচালনা করিতে পারে নাই। যে কয়েকটি ব্যাঙ্ক অধিক পরিমাণে আদায়ীকৃত মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহাদেরও আদায়ীকৃত মূলধনের অনেক গুণ অধিক টাকা জনসাধারণ হইতে আমানত লইয়া ব্যবসা করিতে হয়। এরূপ আমানতি টাকা সুদ দেওয়ার অঙ্গীকারে গ্রহণ করার পর যখন ব্যাঙ্ক অধিক সুদ ধার্য্যক্রমে দাদন করে তখন সুদের চাপেই অনেক টাকা আটক হইয়া পড়ে। কাজেই আমানতকারীর টাকা সুদে আসলে প্রত্যর্পণ করার পূর্ব্বে, উহা দাদন করিয়া ব্যাঙ্ক যে মুনাফা করিতে পারে, সেই মুনাফা সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কিংসম্মত নহে। অধিকন্তু কেবলমাত্র আমানতি টাকার জোরে, অর্থাৎ অপরের গচ্ছিত অর্থে ব্যবসা করিলে, সে ব্যাঙ্ককে স্বাধীন পন্থায় দাদন করিয়া উপযুক্ত মুনাফা করিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হয়। বাঙ্গলার নবীন ব্যাঙ্কিং ব্যবসার যুগে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের পক্ষে কেবলমাত্র আমানতি টাকার মাতব্বরীর মোহ পরিত্যাগ করা বিধেয়। ইহাতে আমানতকারীকে অধিক সুদ দেওয়া, অংশীদারকে উচ্চহারে লভ্যাংশ দেওয়া এবং ব্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যয়সাধ্য কার্য্য সঙ্কুলন করিয়া ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীকে সন্তোষজনক পারিশ্রমিক প্রদান করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু ব্যাঙ্কের প্রকৃত মঙ্গলকামী যাঁহারা, একমাত্র ব্যাঙ্কের উপর জীবিকা নির্ভর করেন, তাঁহারাই ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী। যতদিন বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কে উহার ষোল আনা ব্যবসা বিস্তৃতির অনুপাতে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণে মূলধন সংগৃহীত না হইবে, ততদিন ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী ও ব্যাঙ্ক পরিচালক কাহারও উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়ার সম্ভাবনা কম। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের প্রচুর প্ররিমাণে আদায়ীকৃত মূলধন সংগৃহীত না হইলে, কোন ব্যাঙ্কই দেশ ও জাতির বিবিধ শিল্প বাণিজ্যের পোষকতা করিতে পারিবে না। বাঙ্গালী যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। যদি কোন ব্যাঙ্ক উহার প্রকৃত মুনাফার অনুপাতে ব্যয় নির্ব্বাহ করে, তবেই সেই ব্যাঙ্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। যদি আয়ের উর্দ্ধে "ভবিষ্যতে আয় অধিক হইতে পারে" এরূপ ভরসা করিয়া ব্যবসাকার্য্য চালাইতে অধিক ব্যয় করিতে হয় কিংবা ব্যাঙ্ক পরিচালক ও কর্ম্মচারিগণকে ব্যাঙ্কের মুনাফার অধিক পরিমাণে পারিশ্রমিক প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে সেইরূপ ব্যাঙ্কের মূলতহবিল বা মেরুদণ্ড হাল্কা হইয়া ক্রমে ক্রমে ব্যাঙ্কের ব্যবসা বিপর্য্যয় ঘটে। এইরূপ দৃষ্টান্ত দেশের অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়।

অতএব বাঙ্গালীর তরুণ ব্যাঙ্কসমূহে চাকুরী দ্বারা যদি সন্তোষজনক বেতন ও ভাতাদি পাওয়ার আশা করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্যাঙ্কটিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে কার্য্য দ্বারা ব্যাঙ্কের প্রকৃত উন্নতি হয়, সেরূপ কার্য্য বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী, অংশীদার, আমানতকারী ও ডাইরেক্টর এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে সযত্নে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, তাঁহারা অফিস আদালত কিম্বা জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি সেরেস্তার কেরাণীর ন্যায় কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেবলমাত্র ব্যাঙ্কে হাজির থাকিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করিলেই হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর তরুণ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই নিয়ম বর্ত্তমানের ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়োপযোগী নহে। বাঙ্গালী এইমাত্র ব্যাঙ্ক গড়িতে উদ্যত হইয়াছে। এই গড়িবার যুগে ইহার উদ্যোক্তা ও কর্ম্মচারী এবং ব্যাঙ্ক সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণকে ব্যাঙ্কের সর্ব্ববিধ ব্যবসা সংগ্রহের জন্য ঝাঁপিয়া পড়িতে হইবে। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের স্বল্পবেতনভোগী কর্ম্মচারিগণ অর্থের প্রয়োজনে টিউসনী করেন কিংবা বিভিন্ন কার্য্যে দিনের অবশিষ্টাংশ কর্ত্তন করেন। তাহাতে দু'পয়সা উপায়ও হয়। কিন্তু সে উপায় ব্যাঙ্কের বাহিরে ব্যাঙ্কের সর্ব্ববিধ কার্য্যের উন্নতির জন্য আমানত সংগ্রহ, শেয়ার বিক্রয় অথবা ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণকে ব্যাঙ্কের সংশ্রবে কার্য্য করার নিমিত্ত যুক্ত করিলে ব্যাঙ্কের ব্যবসা বৃদ্ধি হইবে এবং তৎসঙ্গে স্থায়ীভাবে কর্ম্মচারিগণের আর্থিক উন্নতি হওয়াই সম্ভবপর।

ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীকে পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও ধৈর্য্যাবলম্বী হইতে হইবে। ব্যাঙ্কের ব্যবসা অতীব কঠিন, ইহাকে যত সহজ মনে করিয়া বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, উহা তত সহজ নহে। এই জন্যই বহু ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়াছে এবং অনেক ব্যাঙ্ক হস্তান্তরিত হইয়াছে। এই কঠিন ব্যবসাতে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা সাফল্য লাভ করিতে হইবে। ইহা প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী ও তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তির প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ রাখিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করিতে হইবে। বাঙ্গালীর জাতীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যে সকল ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী ও সংসৃষ্ট ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হন, তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্যহীনতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় প্রদান করেন। অনেকেই আপাততঃ "আমার তেমন কিছু হইতেছে না" ভাবিয়া নিরুৎসাহিত হন। উহা বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য নহে।

এই প্রসঙ্গে আমরা কেবলমাত্র ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারিগণের ব্যাঙ্কের ব্যবসা বৃদ্ধি করার বিষয়ে আলোচনা করিলাম। ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন বৃহৎ ব্যাঙ্ক পরিচালক নিজ নিজ পারিশ্রমিক তাঁহাদের যোগ্যতার ও অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া অপরিমিতভাবে গ্রহণ করেন। এইরূপে ব্যাঙ্ক পরিচালক অত্যধিক অর্থ গ্রহণ করিলে ব্যাঙ্কের সাধারণ কর্ম্মচারিগণের প্রধান কার্য্যকারকের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হয়। ইহাতে দেশবাসীরও শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া ব্যাঙ্কের উন্নতির পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর ন্যায় ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্বশ্রেণীর ব্যাঙ্ক পরিচালকেরও স্বার্থত্যাগী হইতে হইবে। এই বিষয়ে যাঁহারা উদাসীন থাকিবেন, তাঁহাদের দ্বারা ব্যাঙ্কের অবনতি ঘটিয়া দেশ ও জাতির শিল্প ব্যবসাদিরই অনিষ্ট হইবে। স্বার্থত্যাগী হইয়া জাতীয় ব্যাঙ্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা, ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর পক্ষে কর্ত্তব্য বটে—কিন্তু এই ব্যাপারে ব্যাঙ্ক পরিচালকের দায়িত্বও কম নহে।

[পাটের মূল্যহ্রাসে প্রধান মন্ত্রী]

বর্ত্তমানে কেবল যে চাহিদার তুলনায় বাজারে অনেক বেশী পাটের যোগান রহিয়াছে এরূপ নহে। বিদেশে কাঁচা পাট রপ্তানী অনেক কমিয়া যাওয়াতে চটকলসমূহই এক্ষণে পাটের প্রায় একমাত্র ক্রেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর জুলাই মাসে উহাদের হাতে কাঁচা পাট এবং থলে ও চট লইয়া মোট ২৯ লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল—উহা উপরে বলা হইয়াছে। গত বৎসরে উহারা আরও ৭০ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই ৯৯ লক্ষ বেল পাটের মধ্যে চটকলগুলির হাত দিয়া গত বৎসরে ৪৮ লক্ষ বেল পাট মাত্র খরচ হইয়াছে। কাজেই গত ১লা জুলাই তারিখে উহাদের হাতে ৫১ লক্ষ বেল অর্থাৎ উহাদের সম্বৎসরের খরচের হিসাবে প্রায় ১৩ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট মজুদ ছিল। যেখানে বাজারে চাহিদার তুলনায় সোয়া দুই গুণ অপেক্ষাও বেশী পাট মজুদ রহিয়াছে এবং পাটের প্রায় একমাত্র ক্রেতা চটকলসমূহের হাতে ১৩ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট জমিয়া আছে, সেখানে যে জলের দরে পাট বিক্রয় হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? এজন্য পাটকলওয়ালা ও পাটব্যবসায়ীকে দোষ দেওয়া নিরর্থক। উহা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই ব্যাপারে যদি কাহাকেও দোষ দিতে হয় তাহা হইলে প্রধান মন্ত্রীর নিজেকে এবং মন্ত্রিসভাস্থ তাঁহার সহকর্ম্মিগণকেই দোষ দেওয়া উচিত। গত ১৯৪০-৪১ সালের পাট ফসল বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত তাহা পরিত্যাগ করিবার ফলেই পাটচাষী আজ এত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে চলিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এই নির্ব্বুদ্ধিতার কুফল এবার নহে—আগামী বৎসরেও পাটচাষীকে ভোগ করিতে হইবে। কেননা, চলতি বৎসরের শেষেও যে বহু পাট বাজারে মজুদ থাকিয়া যাইবে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

প্রধান মন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন যে, তিনি পাটের মূল্য কমিতে দিবেন না এবং এই উদ্দেশ্যেই যে তিনি পাট বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স বসাইতেছেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার এই মন্তব্যে ফাটকা বাজারে সাময়িকভাবে পাটের মূল্য বেল প্রতি ২।৪ টাকা চড়িলেও আমাদের কাছে উহা নিতান্ত নিরর্থক বলিয়াই মনে হইতেছে। যেখানে বাজারে চাহিদা অপেক্ষা ৮০ লক্ষ বেল বেশী পাট জমিয়া আছে, সেখানে গবর্ণমেণ্ট যদি বাজার হইতে অন্ততঃ ৬০ লক্ষ বেল পাট তুলিয়া তাহা গুদামজাত করিয়া রাখেন তাহা হইলেই বর্ত্তমান বৎসরে পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য হইতে পারে। এই কাজের জন্য অন্ততঃপক্ষে ৫ কোটী টাকার প্রয়োজন। পাটের উপর ট্যাক্স বসাইয়া ৫০ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া তদ্দ্বারা পাটের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে কার্য্যকরীভাবে কিছুই করা সম্ভব নহে। প্রধান মন্ত্রী যদি সত্যসত্যই পাটচাষীকে বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চাহেন, তাহা হইলে ৫ কোটী টাকার কোন পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। নচেৎ তাঁহার কথায় পাট ধরিয়া রাখিয়া পাটচাষী আরও অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

মহীশূর রাজ্যে স্বর্ণ উৎপাদন

১৯৪১ সালের জুন মাসে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত কোলারের চারিটি স্বর্ণ খনি হইতে ২৩ হাজার ৯ শত ৪০ আউন্স পাকা সোণা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল ও মে মাসে যথাক্রমে ২৩ হাজার ৪ শত ৮ আউন্স ও ২০ হাজার ৫ শত ৪ আউন্স পাকা সোণা কোলার স্বর্ণখনিসমূহ হইতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে মহীশূর স্বর্ণখনি হইতে ৭ হাজার ২ শত ৬৭ আউন্স পাকা সোণা, চ্যাম্পিয়ন রীফ হইতে ৫ হাজার ৮ শত ৫১ আউন্স, ওরিগাম হইতে ৪ হাজার ৫ শত ৭ আউন্স ও নন্দীদুর্গ হইতে ৬ হাজার ৩ শত ৫৫ আউন্স পাকা সোণা পাওয়া গিয়াছে।

বালির বস্তার অর্ডার

প্রকাশ, ভারত সরকার ভারতীয় পাটকল সঙ্ঘের নিকট ৩ কোটী বালির বস্তার একটী অর্ডার দিয়াছেন। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক সংখ্যক বালির বস্তা আগষ্ট মাসে এবং বাকি অর্দ্ধেক সেপ্টেম্বর মাসে যোগান দিতে হইবে। এই সকল বালির বস্তার মূল্য ৩ কোটী ৩ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব

ভারত সরকারের সর্ব্বশেষ মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত বিবরণীতে (রেলওয়ে এবং ডাক ও তার বিভাগের বিষয় বাদ দিয়া) জানা যায় যে, ১৯৪১ সালের এপ্রিল ও মে এই দুই মাসে ভারত সরকারের রাজস্ব বাবদ আয়ের তুলনায় ব্যয় ১০ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। এই দুই মাসে রাজস্ব বাবদ আয় পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের চেয়ে ২ কোটী টাকা বেশী হইয়াছে এবং শাসন পরিচালনার ব্যয় পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ৭৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে; কিন্তু এই দুই মাসে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অনুরূপ সময়ের চেয়ে দেশরক্ষা বাবদ ব্যয় ২ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইরাক হইতে তুলা আমদানীর অনুমতি

ভারত সরকার ইরাক হইতে ভারতে এই সর্ত্তে কাঁচা তুলা আমদানী করিবার অনুমতি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ তুলা যেন অপর কোন দেশ হইতে পূর্ব্বে তথায় (ইরাকে) আনীত না হইয়া থাকে। সুতরাং "গেজেট অব্ ইণ্ডিয়ায়" প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্স সংশোধন করা হইতেছে।

সিংহল সরকারের নূতন ট্যাক্স

সম্প্রতি স্যার জয়তিলক সিংহল ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট পেশ করিয়া বলেন যে, এই বাজেটের বরাদ্দ অনুসারে এই বৎসরে ২ কোটী ২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য নিম্নরূপ ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে :—প্রত্যেক পাউণ্ড চায়ের রপ্তানীর উপর ১৷৹ সেণ্ট, প্রতি পাউণ্ড রাবার রপ্তানীর উপর ২৷৹ সেণ্ট, কৃষ্ণসীস (পেন্সিল নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়) রপ্তানীর উপর প্রতি হন্দরে (এক হন্দরে প্রায় এক মণ সাড়ে চৌদ্দ সের) ১ টাকা করিয়া এবং অতিরিক্ত মুনাফার উপর শতকরা ৫০ ভাগ কর। কৃষিসংক্রান্ত ও কৃষ্ণসীস উৎপাদনের ব্যাপারে অতিরিক্ত মুনাফা কর বসান হইবে না।

টীনে সংরক্ষিত ভারতীয় ফল ও শাকসব্জী

গ্রেট বৃটেনে টীনে সংরক্ষিত ভারতীয় ফল ও শাকসব্জীর চাহিদা দেখা যাইতেছে।

উদ্বৃত্ত গম

ওয়াশিংটনে আহূত আন্তর্জ্জাতিক গম চাষ সম্মেলনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ সামনার ওয়েলস্ বলেন যে, আগামী বৎসরে পৃথিবীতে ১ শত কোটী বুসেল (প্রায় ত্রিশ সেরে এক বুসেল) গম উদ্বৃত্ত রহিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই উদ্বৃত্ত গমের জন্য জগতের বাজারে এক বিরাট সমস্যার উদ্ভব হইবে। এখন হইতেই এই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত গ্রেটবৃটেন, কানাডা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জ্জেণ্টাইন গবর্ণমেণ্টে প্রতিনিধিবৃন্দ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

তাঁত শিল্পের জন্য সাহায্য

বর্ত্তমান বৎসরে আসাম প্রদেশে তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ২৪ হাজার টাকা সাহায্য প্রদান করিবেন।

জাপানে যাভা চিনি

প্রকাশ, জুলাই মাস হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে জাপানে ১ লক্ষ টন যাভা চিনি ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে রপ্তানী করা হইবে।

বন্ধকী ব্যবসায়ীদের সভা

গত ১৩ই জুলাই রবিবার কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ক্যালকাটা পন ব্রোকার্স এণ্ড বুলিয়ান মার্চ্চেণ্টস্ এসোসিয়েশনের (কলিকাতা বন্ধকী ব্যবসায়ী ও স্বর্ণকার সমিতি) উদ্যোগে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্যার হরিশঙ্কর পাল কে টি, এম এল এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় মহাজনী আইন বিধিবদ্ধ হইবার ফলে কলিকাতায় পোদ্দার সম্প্রদায়ের যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, সভায় প্রধানতঃ তাহা লইয়াই আলোচনা হয়। এই প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রেরণের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'আর্থিক জগৎ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীবিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, এডভোকেট

শ্রীবিনয়েন্দ্র প্রসাদ বাগচী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত মহাজনী আইনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনাকালে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টকে উক্ত আইনের আশু সংশোধনের দাবী জানাইতে পরামর্শ দেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি মহাজনীর ক্ষেত্রে নানা রকমের অনাচারের কথাও উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। সভান্তে সমবেত অতিথিগণকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

আমেরিকা হইতে ইস্পাত আমদানী

সরবরাহ বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, এযাবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগতভাবে ইস্পাতের অর্ডার দিবার যে সুযোগ ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে উহা রহিত করা হইয়াছে। সুতরাং ১৫ই জুলাই-এর পর ঐরূপ কোন অর্ডার দিলে ইস্পাত কণ্ট্রোলার তজ্জন্য আমদানী লাইসেন্স মঞ্জুর করিবেন না। কোন ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আমেরিকা হইতে ইস্পাত আমদানী করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে সমস্ত বিবরণ সহ এবং আমদানীর যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া ৭নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে ডেপুটি ষ্টীল কণ্ট্রোলারের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে।

চূর্ণাকারে গোমাংস

গোমাংস চূর্ণাকারে রক্ষা করিবার প্রণালী অষ্ট্রেলিয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। "অষ্ট্রেলিয়ান মিট কাউন্সিলের" ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ জে বি ক্র্যামসী বলেন, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে এইরূপ ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডে মাংসের অভাব পূরণ হইবে। এই গুড়া গোমাংস সাধারণ জাহাজ বা বিমানযোগে অনায়াসে চালান দেওয়া যায়। ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য শৈত্যযন্ত্রাদির ব্যবস্থারও কোন প্রয়োজন পড়ে না। অধিকন্তু কাটা মাংস পাঠাইতে যতটুকু জায়গার দরকার, চূর্ণ মাংস পাঠাইতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম জায়গার প্রয়োজন হয়।

ডাঃ ব্রহ্মচারীর বদান্যতা

বাঙ্গলা দেশে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণাকার্য্যের প্রসারকল্পে স্যার উপেন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ হাজার টাকা মূল্যের শতকরা তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। প্রতি এক বৎসর অন্তর যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেডিকেল ছাত্র বলিয়া গণ্য হইবেন, তাঁহাকেই গবেষণার জন্য উপরোক্ত বৃত্তি দেওয়া হইবে।

তামাক চাষের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে সৈন্যদের জন্য তামাক ও সিগারেটের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট তামাক চাষ বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ঝাঁসী সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ৩ শত একর জমিতে তামাকের চাষ হইত। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্রগুলির আরও ৬ শত একর জমিতে তামাক চাষ করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সমুদয় তামাক নির্দ্ধারিত মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য চিরগাঁও তামাকের কারখানার সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তামাকের চাষ বাড়াইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রথমিক ব্যয় হিসাবে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪ শত ৯৮ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও প্রস্তুত হইয়াছে।

মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্ট পুনর্গঠন বিল

১৯৪১ সালের মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্ট (সংশোধন) বিল সম্পর্কে কলিকাতা মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স বাঙ্গলা সরকারের বাণিজ্য বিভাগের নিকট অভিমত জ্ঞাপন প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, কোন বন্দরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ নির্দ্ধারণ কালে একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বহুসংখ্যক অ-ভারতীয় আমদানীকারী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্যই মাল আমদানী করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া উক্ত চেম্বার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্য আরও আসন নির্দ্ধারণ করা উচিত ছিল।

পাট চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা এই চারিটি প্রদেশে এবং কুচবিহার ও ত্রিপুরা এই দুইটী দেশীয় রাজ্যে ১৯৪১ সালে মোট ২২ লক্ষ ১২ হাজার ৬ শত একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছে। নিম্নে পৃথকভাবে ইহার হিসাব দেওয়া হইল:—

প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের নাম	১৯৪০ সালের আবাদী জমির পরিমাণ		১৯৪০ সালে যাহা রেকর্ড করা হইয়াছিল	১৯৪১ সালে লাইসেন্স প্রাপ্ত	১৯৪০সালের চূড়ান্ত হিসাবের সহিত ১৯৪১ সালের প্রাথমিক হিসাবের পার্থক্য
	প্রথমিক	চূড়ান্ত			
	একর	একর	একর	একর	
বাঙ্গলা	৩৩৯০৮৫০	৩৬০৭০৫০	৪৯৩৮৮৫০	১৬৩৩৯০০ (১৯৪১ সালের অনুমানিক হিসাব)	...
কুচবিহার	৪৫৬০০	৪৫১০৪*	...	৩৮৬০০	—৬৫০০
ত্রিপুরারাজ্য	১৮০০০	১৮০০০	...	১৭০০০	—১০০০
বিহার	২৮২২০০	২৮২২০০	...	২৩৭৪০০	—৪৪৮০০
উড়িষ্যা	২৮৪০০	২৮৪০০	...	১৫৭০০	—১২৭০০
আসাম	৩৪৭৭০০	৩৪৩৪০০*	...	২৭০০০০	—৭৩৪০০
মোট	৪১১২৭৫০	৪৩২৪১৫০	...	২২১২৬০০	...

*সংশোধিত

অকৃষি জমি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

অকৃষি (কৃষিকার্য্যের উপযোগী নহে এইরূপ) জমি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রদেশের অকৃষি জমির প্রজাদের অধিকার সম্পর্কে তদন্ত করিয়া কি ভাবে ভূম্যধিকারীর খেয়াল অনুযায়ী প্রজাদের উচ্ছেদ সাধন রদ করা যায়, তৎসম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৩৮ সালে এই কমিটি নিযুক্ত হয়। প্রথমে কমিটির সভাপতি ছিলেন মিঃ ডব্লিউ এইচ্ নেলসন। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে মিঃ ই এন ব্লাণ্ডি সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ রাধাবিনোদ পাল কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

কিন্তু হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইবার পর জানুয়ারী মাস হইতে তিনি আর উহাতে যোগ দেন নাই এবং রিপোর্টেও তাঁহার স্বাক্ষর নাই। ২৪ পরগণার স্পেশাল ল্যাণ্ড একুইজিশন অফিসর মিঃ ডি গুপ্ত কমিটির সেক্রেটারী এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার সদস্য :—মিঃ আবদুল লতিফ বিশ্বাস, মহম্মদ মহসীন আলি, সফিরুদ্দীন আহম্মদ, মফিজুদ্দীন আহম্মদ, আবদুল কাসেম, আবদুল হামিদ চৌধুরী, মহম্মদ ইব্রাহিম, বঙ্কুবিহারী মণ্ডল, দেবেন্দ্রনাথ দাস, মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, হামিদুদ্দীন আহম্মদ ও ডাঃ মফিজুদ্দীন আহম্মদ। প্রেসিডেন্ট মিঃ ব্লাণ্ডি, মিঃ ডি গুপ্ত, মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ও আরও পাঁচ জন সদস্য মূল রিপোর্টের সহিত স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ মন্তব্য করিয়াছেন।

আফগানিস্থানে বস্ত্র ব্যবসায়ের লাভ নিয়ন্ত্রণ

বস্ত্র ব্যবসায়ীরা যাহাতে ক্রেতাদের নিকট অধিক মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা না করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আফগানিস্থান সরকার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

বৃটেনে ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা

লণ্ডনস্থ ভারতীয় বাণিজ্য দূতের রিপোর্টে প্রকাশ, বৃটেনের বাজারে বিক্রয়ের জন্য ভারতের শুষ্ক ফল, শাকশব্জী ও অপরাপর খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট বৃটিশ প্রতিষ্ঠান খোঁজখবর লইতেছেন। ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রশ ক্রয়ের জন্যও কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোঁজ লইতেছেন।

বৃটেনে ভারতীয় তামাকের কাটতি

ভারতবর্ষে উৎপন্ন 'ভার্জিনিয়া' শ্রেণীর তামাক বিদেশে ক্রমেই সমাদৃত হইতেছে। গত ১৯৩৪-৩৫ সালের পর হইতে বৃটেনে এই শ্রেণীর তামাকের রপ্তানী খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। গত ১৯৩৪-৩৫ সালে বৃটেনে ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ ভারতীয় 'ভার্জিনিয়া' তামাক কাটতি হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে সেই স্থলে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক কাটতি হইয়াছে। এই ৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড তামাকের মূল্য ২০ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতবর্ষকে বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে তামাক ও সিগারেট বিশেষ কিছুই আমদানী করিতে হয় না। এদেশে যে সিগারেট ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে হাজারকরা পনরটিই শুধু বাহির হইতে আমদানী হয়। ভারতের বাজারে বিভিন্ন ধরণের ছাপযুক্ত যে সকল সিগারেট বর্ত্তমানে বিক্রয় হইতেছে তাহার শতকরা ৯৮ ভাগই এদেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কানাডার জীবন বীমা ব্যবসায়

গত ১৯৪০ সালে কানাডায় নূতন জীবন বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৯ কোটি ২ লক্ষ ৫ হাজার ৫৩৬ ডলার। ১৯৩৯ সালের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে নূতন জীবন বীমার পরিমাণ শতকরা ০·৩ ভাগ বাড়িয়াছে।

গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কানাডায় মোট চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ৬৯৭ কোটি ৫৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৪৬ ডলার। এই চলতি বীমার মধ্যে কানাডার বীমা কোম্পানীসমূহের অংশ ছিল ৪৬০ কোটি ৯২ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৭৭ ডলার এবং বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বীমা-কোম্পানীসমূহের অংশ ছিল ২৩৬ কোটি ৬১ লক্ষ ৪ হাজার ৩৬৯ ডলার।

পৃথিবীর উচ্চতম রেলপথ

পেরুর কেন্দ্রীয় রেলপথটিই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উচ্চতম। এই রেলপথের কোন কোন স্থানের উচ্চতা সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ১৫ হাজার ৮০০ ফুট। মোট ৪১টি সেতুর উপর দিয়া ও ৬১টি টানেলের ভিতর দিয়া এই রেলপথটি অগ্রসর হইয়াছে।

ডাক টিকিট সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত

প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এখন ২ আনা, ৩½ আনা, ৪ আনা, ৮ আনা ও ১২ আনা মূল্যের যে চিত্র সমন্বিত টিকিট প্রচলিত আছে, তাহা অতঃপর আর মুদ্রিত হইবে না ; তৎপরিবর্ত্তে উক্ত মূল্যের সাধারণ আকারের টিকিট প্রচলিত হইবে। পাঁচ পয়সা দামের চিত্রবিরহিত সাধারণ আকারের নূতন টিকিট ইতিপূর্ব্বেই বাহির করা হইয়াছে। দশ পয়সার টিকিট ব্যতীত নূতন নক্সার অন্যান্য টিকিট কতকগুলি বড় বড় সহরে ১৫ই মে হইতে বিক্রয় করা হইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে তুলা ফসল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি বিভাগ হইতে সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গত ১লা জুলাই ঐ দেশে তুলা ফসলের জন্য মোট আবাদী জমির পরিমাণ ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ১৯ হাজার একর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলা ফসল বাবদ মোট আবাদী জমির পরিমাণ ২ কোটি ৫০ লক্ষ ৭৭ হাজার একর অনুমিত হইয়াছিল। সেই হিসাবে তুলার জমি এবার শতকরা ১৩ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতীয় বীমা সমিতির অভিযোগ

গত ১৫ই জুলাই তারিখে ভারতীয় বীমা সমিতির (ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স এসোসিয়েশন) এক প্রতিনিধি দল ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালীয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। লয়েডস্ ও অপরাপর বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহের অন্যায় প্রতিযোগিতা ও কমিশন সংক্রান্ত কড়াকড়ির দরুণ বীমা কোম্পানীগুলির যে সব অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া উহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই এই প্রতিনিধি দল প্রেরিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বীমা কোম্পানীসমূহের অসুবিধাগুলি সম্যক বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন—বাণিজ্য সচিব এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।



সিকিম ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন

সিকিম প্রদেশের কালিম্পং এবং রংপু'র মধ্যে ৮ মাইল দীর্ঘ একটী ঝুলানো রাস্তা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। রাস্তাটি নির্ম্মাণ করিতে অনূন ১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে এবং উহার ফলে কেবল বৃটিশ ভারতের সহিত সিকিম রাজ্যের সংযোগই স্থাপিত হইবে না, এই উভয় স্থানের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে যানবাহন এবং লোকজন চলাচলও সম্ভব হইবে।

ফার্ম্মেসী কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা

একটী ফার্ম্মেসী কলেজ স্থাপন সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত কলেজ স্থাপনের জন্য আমেদাবাদের ডাঃ আঙ্কেল সরিয়া বাঙ্গলা সরকারকে ২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কমিটি যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী করিতে এককালীন ৪॥০ লক্ষ টাকা ও বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার এক্ষণে উক্ত কমিটির প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন।

ভারত-ব্রহ্ম চুক্তিতে ব্যবসায়ী মহলে অসন্তোষ

উপজীবিকা সংগ্রহের বা স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দিগের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উভয়দেশের সরকারের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারের নিকট এই মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছে যে, ভারতীয় জনসাধারণকে ও ব্যবসায়ী মহলকে কোনরূপ মতামত প্রকাশের সুযোগ না দিয়া এক অশোভন ব্যস্ততার সহিত ভারত-ব্রহ্ম চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। মাদ্রাজের দক্ষিণ ভারত বণিক সঙ্ঘও অনুরূপ মন্তব্য করিয়া জানাইয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশে যে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহাতে বে-সরকারী সদস্য না থাকায় ভারতের জনসাধারণ নিরাশ হইয়াছে। বাক্সটার রিপোর্ট এবং ব্রহ্মদেশে যে গোপন আলোচনা হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ না করিয়া এবং দেশবাসীকে তাহাদের মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ না দিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সঙ্গত হইবে না। চূড়ান্ত চুক্তি নিষ্পন্ন করিবার পূর্ব্বে আবশ্যক সংশোধনাদির সুযোগ দেওয়া না হইলে দেশে নানারূপ আন্দোলন দেখা দিতে পারে।

দোকান কর্ম্মচারী আইন সম্পর্কে নিয়মাবলী

প্রকাশ, নিম্নলিখিত দিবসগুলিতে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন বা আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে অতিরিক্ত সময় কাজ করিবার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার দোকান কর্ম্মচারী আইন সম্পর্কিত নিয়মাবলী সংশোধন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন :—অক্ষয়তৃতীয়া, বকরঈদ, বসন্ত পঞ্চমী, চৈত্র সংক্রান্তি, দেওয়ালী, দুর্গাপূজা, ফতেহা দোয়াজদাহম, হোলি, পহেলা বৈশাখ, ঈদলফেতর, জগদ্ধাত্রী পূজা, রামনবমী, রমজান, রথযাত্রা, বড়দিন ও ইংরাজী নববর্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকা

বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উহাদের নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর (বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ সম্পর্কে) নূতন তালিকা প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্ট পুরাতন তালিকার মেয়াদ শেষ হইবে।

বৃত্তিকরের হার সম্পর্কে কর্পোরেশনের আপত্তি

বৃত্তি সম্পর্কিত করের সর্ব্বোচ্চ হার বার্ষিক ৫০্ টাকা ধার্য্য করার উদ্দেশ্যে স্যার এফ্ ই জেমস্ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বিল উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা আইনে পরিণত হইলে কলিকাতা কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রায় তিন লক্ষ টাকা লোকসান হইবে। কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল কমিটিতে সাক্ষ্যদান কালে কর্পোরেশনের চীফ একাউন্ট্যান্ট উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বাঙ্গলার স্বাস্থ্য সংবাদ

গত ১৪ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গলা দেশে মোট ৪৮২ জন কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কলিকাতায় ২২৫ জন, হাওড়ায় ৭৩ জন, এবং বাখরগঞ্জে ৭০ জন। উক্ত সপ্তাহে মোট ১৮৭ জন, বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০৭ জন বাখরগঞ্জে এবং ৮০ জন বর্দ্ধমানে। দার্জ্জিলিংএ ৯৫ জন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়াছে।

মিঃ ডি এন ঘোষের নূতন পদ

বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের প্রচার ও সংখ্যাতত্ত্বের ভারপ্রাপ্ত অফিসর (ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল এণ্ড ইণ্টেলিজেন্স অফিসার) মিঃ ডি এন ঘোষ বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটির সহকারী সম্পাদক (এ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী) নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী

বাঙ্গলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী মিঃ ই এন ব্লাণ্ডি অবকাশ গ্রহণ করায় রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ জে ড্যাশ গত ১৪ই জুলাই হইতে বাঙ্গলা সরকারের চীফ সেক্রেটারীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আসামে তামাকের চাষ

আসামের অন্তর্গত জোড়হাট এবং অন্যান্য স্থানে 'ভার্জিনিয়া' শ্রেণীর তামাক চাষের উপযুক্ত জমি প্রচুর পরিমাণে আছে। তামাক সংক্রান্ত শিল্পের যাহাতে উন্নতি করা যায়, সে বিষয়েও আসামে চেষ্টা চলিতেছে। তামাক শীতকালে চাষ হইয়া থাকে এবং যে সকল জমিতে পাট চাষ করা হয়, সে সকল জমিতেও তামাকের চাষ করা যাইতে পারে।

কলিকাতা ও হাওড়ার জনসংখ্যা

১৯৪১ সালে কলিকাতা সহরের যে আদমসুমারী লওয়া হইয়াছে, তৎসম্পর্কিত এক পূর্ব্বাভাযে জানা যায়, কলিকাতা সহরের হিন্দু জনসংখ্যা ১৯৩১ সালের তুলনায় শতকরা প্রায় ৮৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে হিন্দুদের লোক সংখ্যা ১৫ লক্ষের অধিক দাঁড়াইয়াছে; ১৯৩১ সালের লোক গণনায় ঐ সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষাধিক। মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন হিসাবে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতায় মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ হইয়াছে; ১৯৩১ সালে ঐ সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ। ১৯৩১ সালের লোক গণনায় হিন্দু স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল প্রতি হাজার পুরুষ পিছু ৫০২জন; ১৯৪১ সালে তাহা কমিয়া ৪৯০ জনে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩১ সালের লোক গণনায় মুসলমান রমণীর সংখ্যা ছিল প্রতি হাজার পুরুষ পিছু ৩৫৪ জন; ১৯৪১ সালে ঐ সংখ্যা হইয়াছে ৩৩০ জন। কলিকাতায় শিখ অধিবাসীর সংখ্যা, পুরুষ ৬ হাজার জন এবং নারী ২ হাজার ৫ শত জন দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতায় জৈনদের সংখ্যা মোট প্রায় ৬ হাজার ৬ শত জন হইয়াছে—তাহার মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা নারী সংখ্যার দ্বিগুণ। কলিকাতায় ফিরিঙ্গিদের সংখ্যা ২০ হাজারের অধিক দাঁড়াইয়াছে—এক্ষেত্রেও পুরুষের সংখ্যা নারী সংখ্যার অধিক। হাওড়ার মোট জন সংখ্যা ১৯৪১ সালে প্রায় ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার জন দাঁড়াইয়াছে—তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ ১১ হাজার জন এবং মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার জন।

১৯৩১ সালে নোয়াখালী জিলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানগণ শতকরা ৭৮'৫ জন হিসাবে ছিল। ১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা প্রায় ৮১ জন। বগুড়া, রংপুর, পাবনা, খুলনা, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং দার্জ্জিলিংয়ে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা একেরও ভগ্নাংশ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজসাহী, দিনাজপুর এবং বর্দ্ধমান জিলায় মুসলমানদের জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ১ জন হিসাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯৩১ সালে মুর্শিদাবাদ জিলায় মুসলমানগণের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৫'৫৬ ভাগ ছিল; ১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে তাহাদের সংখ্যা হইয়াছে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬'৫ ভাগ।

অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য

ভারত সরকারের যে বাণিজ্য প্রতিনিধি অষ্ট্রেলিয়ায় আছেন তিনি সংবাদ দিয়াছেন যে, ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালাদের মধ্যে কেহ কেহ অষ্ট্রেলিয়ায় স্ব স্ব এজেণ্ট পাঠাইয়াছেন। ভারতীয় কাপড়ের কলের মালিকগণ যদি তাহারা কি পরিমাণ বস্ত্রাদি অষ্ট্রেলিয়ায় যোগান দিতে পারিবেন তাহা পূর্ব্বে জানাইয়া দেন, তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া হইতে অর্ডার পাঠাইবার সুবিধা হয়।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে বস্ত্রের অর্ডার

বিছানার প্রয়োজনীয় 'টিকিং' প্রভৃতি কয়েক প্রকারের প্রায় ১০ লক্ষ গজ বস্ত্র সরবরাহের অর্ডার অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের হাতে পৌছিয়াছে।

গোয়ালিয়র রাজ্যের বাজেট

গোয়ালিয়র রাজ্যের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে রাজস্ব বাবদ ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, ১৯৪০-৪১ সালে রাজস্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। ১৯৪১-৪২ সালে ২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে; ১৯৪০-৪১ সালে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা।

হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যয়

হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর এক বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৩৯-৪০ সালের শেষ ভাগে এই মিউনিসিপ্যালিটীর হাতে ১৪ হাজার ২০ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। এই বৎসর মিউনিসিপ্যালিটী শিক্ষার জন্য ১২ হাজার ৬৬ টাকা, রাস্তাঘাট প্রভৃতি পরিষ্কারের জন্য ৪৪ হাজার ২ শত ৮১ টাকা, পয়ঃপ্রণালীর জন্য১২ হাজার ২ শত ৭০ টাকা, রাস্তায় আলো দিবার জন্য ২০ হাজার ৬ শত ২১ টাকা এবং সাধারণ কর্ম্মপরিচালনার জন্য ১০ হাজার ২ শত ৯৫ টাকা ব্যয় করিয়াছে। ইহা ছাড়া কলের জল সরবরাহ করিবার জন্য ৭৪ হাজার ১ শত ১৮ টাকা এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের জন্য উক্ত মিউনিসিপ্যালিটী ২১ হাজার ৩ শত ৮৮ টাকা আলোচ্য বৎসরে ব্যয় করিয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশনের কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা

কলিকাতা করপোরেশনের সদস্য মিঃ হরিদাস চৌধুরী এবং মিঃ জিয়াদ্দিন আহম্মদ করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন যে, করপোরেশনের অধস্তন কর্ম্মচারিবৃন্দ যাহারা মাসিক ৩০৲ টাকার কম বেতন পায় তাহাদের মাথাপিছু মাসিক ৪৲ টাকা করিয়া মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হউক।

কৃষি আয়কর বিল সম্পর্কে তদন্ত

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত কৃষি আয়কর বিলের প্রধান দুইটি বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য ফাইনান্স বিভাগের একজন কর্ম্মচারীকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত বিল পরিষদের আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হইবে মাত্র; পরবর্ত্তী অধিবেশনে উহা বিবেচনা করা হইবে। উক্ত বিলের আওতা হইতে কোন ধরণের কৃষিজাত দ্রব্য বাদ দেওয়া যাইতে পারে এবং ধার্য্য করের হার কিরূপ হইবে তাহাই তদন্ত করার জন্য উক্ত কর্ম্মচারীকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

শিল্প সম্পর্কে গবেষণা

ভ্যাকুয়াম ও কমপ্রেসার পাম্প প্রস্তুত করা সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বোর্ড ডাঃ মেঘনাদ সাহাকে অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে ডাঃ সাহার অধীনে দুইজন সহকারী গবেষক ৮ মাস ধরিয়া কার্য্য করিবেন। উক্ত বোর্ড ডাঃ এস সি রায় ও ডাঃ বি সি রায়কে ভারতে চশমার গুণাগুণ পরীক্ষা করার উপায় এবং রঙ শিল্পের উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করার জন্যও অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ঔষধ প্রস্তুত নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন

ঔষধ প্রস্তুতকারকের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত সরকার নিখিল ভারত ভৈষজ্য আইনের অনুরূপ নিখিল ভারত ফার্ম্মেসী বিল প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ ঔষধ প্রস্তুত, বিক্রয় বা সংমিশ্রণ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই বিলটি রচিত হইবে। ১৯৩০-৩১ সালে ভারত সরকার যে ভৈষজ্য তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, ভৈষজ্য আইনের সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধ প্রস্তুত আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক। তাঁহাদের সুপারিশ অনুসারেই গবর্ণমেণ্ট এই নূতন আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন।

বরোদা রাজ্যে কুটীর শিল্পের সাহায্য

বরোদা রাজ্যে ক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্প উন্নয়নের জন্য বরোদা রাজসরকার বিশেষভাবে সাহায্য দান করিতেছেন। যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান কারখানা আইনের আমলে আসে না তাহাদিগকে শতকরা ৩৲ টাকা সুদে ৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ধার দেওয়া হইবে। ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ৮ বৎসর সময় দেওয়া হইবে এবং ১ হাজার টাকার উপরে যে ঋণ দান করা হইবে তাহা বার বৎসরের মেয়াদে পরিশোধ করা চলিবে।

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল কমিটির বৈঠক

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে যে সকল সমালোচনা হইয়াছে তৎ-সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন, গত ১৫ই জুলাই বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সরকারী দপ্তরখানায় উক্ত কমিটির এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। প্রাথমিক আলোচনার পরে কমিটির বৈঠক আগামী ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলারদ্বয়, ডাঃ বি সি রায়, স্যার যদুনাথ সরকার, অধ্যক্ষ বি এম সেন, ডাঃ ডব্লিউ এ জেঙ্কিন্স্, রেঃ এ ক্যামেরন ও ডাঃ এম হাসানকে লইয়া উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জেনারেল কাউন্সিল এণ্ড ষ্টেট্ ফ্যাকাল্‌টি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিবেন তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের মান স্থির করা বা অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যে তাঁহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা, উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রিগণকে ডিপ্লোমা দেওয়া, ব্যবসায়ী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের নাম রেজেষ্ট্রিভুক্ত করা বা তাঁহাদের লাইসেন্স মঞ্জুর করা প্রভৃতির দায়িত্ব এখন হইতে উক্ত কাউন্সিল এণ্ড ষ্টেট্ ফ্যাকাল্‌টির হাতে যাইবে—এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

১৯৪০-৪১ সালে চটের উৎপাদন

গত ১৯৪০ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ভারতীয় চটকল সমিতির অন্তর্ভুক্ত চটকলগুলিতে মোট ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৯৫ টন পরিমিত চট ও থলে ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর চটকলগুলির মোট উৎপাদন দাঁড়াইয়াছিল ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৭১ টন।

গত জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে চটকলগুলি মোট ৫৫ লক্ষ ১০ হাজার বেল পরিমাণ পাট ব্যবহার করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর কলগুলিতে মোট ৭০ লক্ষ ৭৪ হাজার বেল পরিমাণ পাট ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বঙ্গীয় মহাজনী আইন

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার বঙ্গীয় মহাজনী আইন সংশোধন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহাজনী আইন আমলে আসার পর যে সকল মোকদ্দমা হাইকোর্টে দায়ের হইয়াছে, ঐ সকল মামলার সিদ্ধান্ত অনুসারে মহাজনী আইনের সংশোধন করা হইবে। কি ভাবে আইনের সংশোধন করা হইবে, তাহা বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলীর এক সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। উহাকে ভিত্তি করিয়া সংশোধন আইনের খসড়া রচনা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন বিভাগকে (লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেণ্ট) নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে।

ত্রিপুরার মহারাজার বদান্যতা

ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণকারীরা যাহাতে তাহাদের কুটির শিল্প পুনর্গঠন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে শিল্প-ঋণ হিসাবে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

কাঁচা পাটকর বিল

বাঙ্গলা সরকারের অর্থনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দ্দী ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে বঙ্গীয় কাঁচা পাট কর বিল উত্থাপন করিবেন। প্রকাশ, তিনি এরূপ প্রস্তাব করিবেন যে, বিলটি নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত একটি সিলেক্ট কমিটি সমীপে উত্থাপন করা হউক :—মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইল, খানবাহাদুর মৌলবী হাসেমালী খান, মৌলবী এম মোস্লেম আলী মোল্লা, মৌলবী মহম্মদ ইসাক, মিঃ ইউসুফ মীর্জ্জা, মিঃ এম এ এইচ ইস্পাহানী, খান বাহাদুর এ এম্ এল্ রহমান, মিঃ আব্দুল হোসেন আহম্মদ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, মিঃ আই জি কেনেডি, মিঃ জে আর ওয়াকার, মিঃ সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী এবং প্রস্তাবক স্বয়ং। আরও প্রকাশ যে, উক্ত কমিটিকে ১১ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হইবে।

অর্থনৈতিক তদন্ত বোর্ড

অর্থনৈতিক তদন্ত বোর্ডের বিশেষ কমিটি প্রধানতঃ যে সকল বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার সমীপে সুপারিশ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি হইতেছে কৃষিজাত দ্রব্যাদি রাখার জন্য বে-সরকারী মাল মজুতের গুদাম প্রতিষ্ঠা। লাইসেন্সের মারফৎ সরকার এই সকল গুদাম নিয়ন্ত্রণ করিবেন। উক্ত কমিটি এই মর্ম্মে আর একটি সুপারিশ করিবেন যে, সরকারের সমবায় বিভাগকে অধিকতর সংখ্যায় বিক্রয় সমিতি (মাল মজুতের গুদামসহ) স্থাপন করিতে হইবে।

দেশরক্ষা পরামর্শ পরিষদ

গত ১৭ই জুলাই সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের জঙ্গীলাট স্যার আর্চ্চিবল্ড ওয়াভেল ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্রীয় আইন সভার নিম্নোক্ত সদস্যগণ দেশরক্ষা পরামর্শ পরিষদের সদস্য হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন :—

রাষ্ট্রীয় পরিষদের চারিজন সদস্য—লালা রামশরণ দাস, মিঃ ভি ভি কালীকর, স্যার মহম্মদ ইয়াকুব ও সর্দ্দার ভুটাসিং। কেন্দ্রীয় পরিষদের ছয় জন সদস্য—মিঃ যমুনা দাস মেটা, স্যার হেনরী গিডনী, মিঃ এল সি ব্যাস্, লেঃ কর্ণেল এম এ রহমান, স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর ও ক্যাপ্টেন দলপৎ সিং। স্যার ওয়াভেলের ঘোষণায় আরও প্রকাশ, বর্ত্তমান ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার গুরুনাথ বিউর আই সি এস্-কে দেশরক্ষা বিভাগের এডিশনাল সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। স্যার গুরুনাথ বিউর পরিষদের দেশরক্ষা বিভাগের মুখপাত্র থাকিবেন এবং দেশরক্ষা পরামর্শ পরিষদের সেক্রেটারী হইবেন। আগামী ৩১শে জুলাই উক্ত দেশরক্ষা পরামর্শ পরিষদের প্রথম অধিবেশন হইবে।

বঙ্গীয় পত্তনি তালুক সংশোধন বিল

স্যার বি, পি, সিংহ রায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে 'বঙ্গীয় পত্তনি তালুক বিধান (সংশোধন) বিল ১৯৪১' নামক একটী বিল উত্থাপন করিবেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মোহিনী মিলস্ লিঃ

১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী

সম্প্রতি আমরা কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী ও হিসাবপত্র রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর ১নং মিলে ৩ মাস কাল শ্রমিক ধর্ম্মঘট চলিয়াছিল এবং উহার ফলে কোম্পানীর কাজের বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। তাহা ছাড়া যুদ্ধের জন্য বস্ত্র উৎপাদনের খরচপত্র বৃদ্ধি পাওয়াতেও কোম্পানীকে অনেকটা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। উহা সত্ত্বেও মোহিনী মিলস্ লিমিটেড আলোচ্য বৎসরে ভালরূপ লাভ দেখাইয়া কোম্পানীর অংশীদারদিগকে পূর্ব্ববারের তুলনায় অধিক লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতারই পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর হাতে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার ৮৩২ টাকার বস্ত্র ও সূতা মজুত ছিল। উহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মিলে ৪০ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৭৩ টাকার বস্ত্র ও সূতা প্রস্তুত হয়। এ সমস্তের মধ্যে এবার ৩৯ লক্ষ ৩১ হাজার ১৫ টাকার বস্ত্র ও ৯৭ হাজার ৮৬ টাকার সূতা বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানীর বস্ত্র ও সূতা বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ২৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৪৩ টাকা ও ২৮ হাজার ৪৬০ টাকা। এই বৎসর মিলের জন্য প্রয়োজনীয় তুলা, সূতা প্রভৃতি ক্রয়, আসবাব পত্রের সংস্কার ও উন্নতিবিধান, পরিচালনা ব্যয় ও কমিশন ইত্যাদি বাবদ ব্যয় বাদ দিয়া শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৭৯ টাকা মুনাফা হয়। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত লাভ ২০ হাজার ৫০৫ টাকা যোগ করিয়া ও তাহা হইতে মিলের ইমারত, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের মূল্যাপকর্ষ বাবদ ২ লক্ষ ৪ হাজার ৪৯৯ টাকা বাদ দিয়া কোম্পানীর লাভ দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৪ হাজার ৭৮৫ টাকা। ঐ টাকা হইতে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৯৯৮ টাকা নিয়োগ করিয়া কোম্পানীর অংশীদার-দিগকে শতকরা ৭৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে ৩৮ হাজার ৭৫ টাকা ডিবেঞ্চার ঋণ পরিশোধ তহবিলে, ২১ হাজার টাকা লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলে, ১৮ হাজার ২৫ টাকা মজুত তহবিলে ও ২২ হাজার ৬৮৬ টাকা পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইবে।

বর্ত্তমানে মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের ১নং মিলের মত নূতন ২ নং মিলটিতেও পূরাদমে কাজ হইতেছে। আলোচ্য বৎসরে ২ নং মিলে শ্রমিকদের জন্য অতিরিক্ত বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জামের দিক দিয়া মিলটিকে সুসমৃদ্ধ করা হইয়াছে। আমরা মোহিনী মিলস লিমিটেডের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১২ই জুলাই শিলিগুড়িতে দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটী শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। দার্জ্জিলিংএর সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সান্যাল এম-এ, বি এল মহাশয় এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত সান্যাল ১৯৩৮ সালে ভারতীয় কোম্পানী আইনের সংশোধনের পূর্ব্বে বাঙ্গলার দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা কি ছিল এবং উক্ত আইন সংশোধনের ফলে বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় 'সিডিউল্ড' ব্যাঙ্কসমূহের উদ্ভব হইয়া অবস্থার কতদূর উন্নতি হইয়াছে তাহা আলোচনা করেন। পরিচালকবর্গের ও আমানতকারীদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ও বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া অতঃপর বক্তা কর্ম্মবীর আলামোহন দাশের আদর্শ অনুযায়ী বাঙ্গালী জাতিকে এক্ষণে ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা জাতিগত স্বার্থের প্রতি সমধিক সজাগ হইতে পরামর্শ দেন। উক্ত ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমাগত ভদ্রলোকদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

গত ১৩ই জুলাই মিঃ রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জির সভাপতিত্বে ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের আমানতকারীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে :—(১) ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের আমানতকারীদের এই সভা ব্যাঙ্কের উপর তাহাদের আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে এবং ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ যে আমানতকারীদের কয়েক-জন প্রতিনিধি নিয়া একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। (২) এই সভা আমানতকারীদের পক্ষ হইতে মিঃ রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, মিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস, মিঃ কালীমোহন সেন, মিঃ অনাদিনাথ রায়, মিঃ নলিনীচন্দ্র দত্ত, মিঃ তৃপ্তি কুমার রায় চৌধুরী এবং মিঃ রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে নিয়া একটি পরামর্শ সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিতেছে এবং ব্যাঙ্কের পরিচালকদিগকে ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ কার্য্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এই সমিতির পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছে। (৩) এই সভা উপরোক্ত পরামর্শ সমিতিকে এক মাস মধ্যে আমানতকারীদের এক সভায় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট পেশ করিতে অনুরোধ করিতেছে। (৪) ব্যাঙ্কের আগামী বার্ষিক সভা না হওয়া পর্য্যন্ত এই পরামর্শ সমিতির কাজ চালান যাইতে পারে।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক

গত ১৬ই জুলাই ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর এফ আর জি এস মহাশয়ের উপস্থিতিতে ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ অফিসে এক প্রীতিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্যের কর্ম্মকুশলতা বিশ্লেষণ করিয়া ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বিরজানাথ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ চৌধুরীও ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। ব্যাঙ্কের স্থানীয় এজেন্ট শ্রীযুক্ত পরিমল সোম সমাগত ভদ্রমহোদয়দিগকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

কুমিল্লা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই লিঃ

সম্প্রতি কুমিল্লা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আলোচ্য বৎসরে এই কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব্ব বৎসর ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৪০'৫ ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রয় হয়। এ বৎসর ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৯৩ ইউনিটের উপর বিদ্যুৎ বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানীর মোট আয় হয় ৫০ হাজার ১৬৪ টাকা। আলোচ্য বৎসরে আয়ের পরিমাণ ৫৮ হাজার ৪৯১ টাকা দাঁড়ায়। ক্ষয়পূরণ বাবদ এবার ১০ হাজার ৪৫৫ টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য খরচপত্র বাদে পূর্ব্ব বৎসরের ৪১৫ টাকা উদ্বৃত্ত সহ কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে ১১ হাজার ৮ টাকা। উহা হইতে ১০ হাজার ৮৬০ টাকা নিয়োগ করিয়া কোম্পানীর অংশীদার-দিগকে শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। বাকী ১৪৮ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইবে। সুবিখ্যাত কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড ম্যানেজিং এজেন্টসরূপে এই কোম্পানীটির কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। উঁহাদের সুপরিচালনায় কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি আশা করা যায়।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসে পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত লাভ লইয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মোট লাভ দাঁড়াইয়াছে ২১ লক্ষ ৮ হাজার ১৪৫ টাকা। উহা হইতে ৫ লক্ষ ৪ হাজার ৩৯৬ টাকা নিয়োগ করিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হারে মধ্যবর্ত্তী লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। বাকী ১৬ লক্ষ ৩ হাজার ৭৪৯ টাকা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

ন্যাশনেল সিকিউরিটি ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

অগ্নি বীমার ব্যবসা চালাইবার জন্য সম্প্রতি পাঞ্জাবে ন্যাশনেল সিকিউরিটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। মিঃ এইচ ডি বাসুদেব এই কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর ও মিঃ ডি ডি বাসুদেব উঁহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

গ্রেট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি ৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতায় গ্রেট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কেন্দ্রীয় আফিস স্থাপিত হইয়াছে।

বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডিয়া জুট বেলিংস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ফুলচাঁদ শরাফী। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—পাট বেলবন্দী করা ও পাট হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিষ তৈয়ার করা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৮ নং নলিনী শেঠ রোড, কলিকাতা।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্যামিকেল কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আনন্দীলাল পোদ্দার। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ ইত্যাদি বিক্রয়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫ নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স সাপ্লাই কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কিষেনলাল পোদ্দার। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। কণ্ট্রাক্টার ও মাল সরবরাহের ব্যবসা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫ নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

চটাগাং পটারিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি এন পাল। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—নানা রকমের মৃৎদ্রব্য তৈয়ার। রেজিষ্টার্ড অফিস—যতীন্দ্র মোহন এভেনিউ, চট্টগ্রাম।

লিওনার্ডস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি রায়। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫ নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ক্যালকাটা ফার্নিসার্স ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ সলিলেন্দ্রনাথ দত্ত। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—আসবাবপত্র নির্ম্মাণ ও বিক্রয়। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৭২ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পোদ্দার ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কেদারনাথ পোদ্দার। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা শেয়ার ক্রয় ও মজুত। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

জুট ট্রেডার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নির্ম্মল কুমার সরোগী। অনুমোদিত মূলধন ১লক্ষ টাকা। ব্যবসা—চট ও থলে প্রভৃতি তৈয়ার, খরিদ এবং আমদানী ও রপ্তানী। রেজিষ্টার্ড আফিস—২১নং আর্ম্মিনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ন্যাশনেল কমার্স হাউস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ্ পি আর্য্য। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—চা, কফি, সিঙ্কোনা প্রভৃতির চাষ ও বিক্রয়।

সেণ্ট্রাল প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মিঃ প্রফুল্ল কুমার বসু। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। প্রভিডেণ্ট বীমার ব্যবসা।

কোষ্টেল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অমরেন্দ্র মোহন নাহা। জমি ক্রয় বা ইজারা লইয়া চাষাবাদের ব্যবস্থা।

ইউনাইটেড সাপ্লাই এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মেথরাজ পাচিদিয়া। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্রোকার্স, মার্চ্চেণ্টস্, ব্যাঙ্কার্স, ম্যানুফ্যাকচারার্স। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৭।৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **বিসরা ষ্টোন এণ্ড লাইম কোং লিঃ**—গত ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২৭৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয়মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **অরিয়েণ্ট পেপার মিলস্ লিঃ**—গত ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। **হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৮ই জুলাই

এসপ্তাহেও টাকার বাজারে পূর্ব্বের ন্যায় মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার কাজকারবার একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বাজারে কল টাকার সুদের হার যথাক্রমে ॥০ আনা, ।০ আনা ও ৵০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। স্বল্প মেয়াদী ঋণের প্রাচুর্য্য, টাকার চাহিদার অভাব, টাকার অত্যন্ত স্বচ্ছলতা—এক কথায় ইহাই আলোচ্য সপ্তাহের টাকার বাজারের প্রকৃত অবস্থা।

বিনিময় বাজারের অবস্থা তুলনায় ভাল বলা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে কিয়ৎপরিমাণ রপ্তানীর বিলের আমদানী হইয়াছিল।

গত ১৫ জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। ইহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এ ক্ষেত্রে আবেদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই সপ্তাহের আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৬ পাই দরের শতকরা ৪২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। অল্প দরের টেণ্ডার সব অগ্রাহ্য করা হয়। মোট ২ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ৮/৮ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ২২শে জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে ২৫শে জুলাই তারিখের মধ্যে তাহাদিগকে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ৯ই জুলাই হইতে ১৪ই জুলাই তারিখের মধ্যে তিন মাসের মেয়াদী ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ৩রা জুলাই হইতে ৭ই জুলাইয়ের মধ্যে এ ক্ষেত্রে বিক্রয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১১ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটি ৭১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা; ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৫৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে ৯২ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৪ কোটি টাকা। এই সপ্তাহে ভারতবর্ষের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ৪৩ কোটি ১ লক্ষ ২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪৬ কোটি ৪৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৮ কোটি ৬২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উক্ত আমানতের পরিমাণ ছিল ৩২ কোটি ৬২ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আলোচ্য সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটি ১০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৯২ কোটি ১৭ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ হইতেছে ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫ কোটি ২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকারের আমানতের মোট পরিমাণ হইতেছে ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে সে ক্ষেত্রে মোট পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫২৯/৩২ পে
টেলিঃ হুণ্ডি		১শি ৫১৫/১৬ পে
ঐ দর্শনী	”	১শি ৬১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	”	

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৮ই জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি কতকটা অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। এ সপ্তাহের প্রথম ভাগে বাজারে যে কিছু উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, তাহা জাপানের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করায় এবং জাপান ভিসি গবর্ণমেণ্টের নিকট ইন্দোচীনের নৌঘাটি সমর্পণ করিবার দাবী জানাইয়াছে এইরূপ সংবাদে অনেকটা ব্যাহত হইয়াছিল। যাহা হউক, ইঙ্গ-রুশ সন্ধি, সিরিয়ায় যুদ্ধ বিরতির চুক্তি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক আইসল্যাণ্ড দখল প্রভৃতি সংবাদ এ সপ্তাহের শেষ তিনদিনে বাজারে অনেকটা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধের ব্যাপারে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে যেরূপ অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে শেয়ার বাজারের কাজকারবারে বিশেষ একটা সতর্কতার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যেও বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দরে উর্দ্ধগতি দেখা গিয়াছে এবং বেচাকেনার পরিমাণ বাড়িয়াছে। পাটকলের শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কাপড়ের কলগুলিকে বিস্তর অর্ডার দেওয়ার জন্য কাপড়ের কলের শেয়ার কিনিবার দিকে ঝোঁক বাড়িয়াছে। কাপড়ের কলগুলি বিশেষ লাভবান হইতেছে, এই আশায়ই কাপড়ের কলের শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে বিক্রেতার সংখ্যা খুব কম ছিল এবং বেচাকেনার ব্যাপারে অসুবিধার ভাব দেখা গিয়াছিল। ৩৸৹ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৬৲ টাকায় অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৮২।৵৹ আনা। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৴৬ পাই; ৩৸৹ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৩৶৹ আনা; ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৲ টাকা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১৸৵৹ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগের বেচাকেনায় বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় এবং কাণপুরে কাপড়ের কলে শ্রমিক ধর্ম্মঘট হওয়া সত্ত্বেও ইহার শেয়ারের দরে উর্দ্ধগতি দেখা যায়। ডানবারের দর ২৩০৲ টাকা হইতে ২৪১৸৹ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কাণপুর ৮৵৹ আনা, নিউ ভিক্টোরিয়া ৩৵৹ আনা, এলগিন ২৩৶৹ আনা, কেশোরাম ৬৷৵৹ আনা, বেঙ্গল নাগপুর ১৬৸৹ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং শেয়ারের দরেও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এমালগেমেটেড ২৪।৹ আনা, বেঙ্গল ৩৫৪৲ টাকা, বরাকর ১৩।৹ আনা, ধেমোমেইন ১৩৶৹ আনা, তালচেড় ১৸৶৹ আনা, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৯৲ টাকা, ভালগোড়া ৫৵৹ আনা এবং দেওলি ১০৷৴৹ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

পাটকল

চটের দাম বৃদ্ধির জন্য পাটকলের শেয়ার ক্রয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং শেয়ারের দরও চড়িয়াছিল। হাওড়ার দর ৫৩৷৹ আনা হইতে ৫৪৷৶৹ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এংলো ইণ্ডিয়া ৩৫৪৲ টাকা, ইণ্ডিয়া ৩৫৩৲ টাকা, আদমজী ২৭৶৹ আনা, আগরপাড়া ৩০৷৹ আনা, মেঘনা ৪৬৲ টাকা, কামারহাটী ৫১৫৲ টাকা, কাঁকনারা ৪২৪৲ টাকা, ক্রেইগ ২৵৹ আনা, প্রেসিডেন্সী ৫।৵৹ আনা এবং ওয়েভার্লি ৩৷৹ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

চা-বাগান

এই বিভাগে বিশ্বনাথ ২৬।৹ আনা, হাণ্ডাপাড়া ৩৪২৲ টাকা, হাতীক্ষীরা ১৯৷৹ আনা, হুলদীবাড়ী ২১।৹ আনা, লুবা ৪৷৶৹ আনা, নিউ সমনবাগ ২৪৲ টাকা, তেজপুর ৮৶৹ আনা এবং তুকভার ১১৸৶৹ আনায় বিকিকিনি হয়।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবার ভাল ছিল। কেরু ১১।৴৹ আনা, কাণপুর ১৯৸৹ আনা, চম্পারণ ১৫৷৹ আনা, নিউ সাভান ৯।৶৹ আনা, রাজা ১৮।৹ আনা এবং রামগড় কেইন ৯৸৹ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ সপ্তাহের প্রথমভাগে ৩২৲ টাকায় আরম্ভ হইয়া সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় ৩২৷৹ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে আবার ৩২৶৹ আনায় নামিয়া যায়। ষ্টীল করপোরেশন ২০।৶৹ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া আবার ১৯৷৵৹ আনায় নামিয়াছে। বার্ণ এণ্ড কোং ৪০৩৸৹ আনা, হুকুমচাঁদ ষ্টিল ১৪৸৴৹ আনা, ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ২৯।৴৹ আনা, আর্থার বাটলার ১২৲ টাকা, কুমারধূবী ৪।৵৹ আনা, বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১০।৶৹ আনা, সারণ ৬৶৹ আনা, ন্যাশনাল আয়রণ ৯।৹ আনা, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ ৬৪৸৹ আনা এবং ইণ্ডিয়ান ষ্টিল ওয়েয়ার প্রডাক্টস ৫৫৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ওরিয়েণ্ট পেপার ১৩৸৴৹ আনা, ইণ্ডিয়া পাল্প ১৪৮৲ টাকা, মহীশূর পেপার ১৫।৶৹ আনা, টীটাগড় পেপার ১৮৸৶৹ আনা, বার্ম্মা করপোরেশন ৪৸৴৹ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার ২।৹ আনা, কনসোলিডেটেড টিন ২৷৴৹ আনা, টেভয় টীন ১৲ টাকা, ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৩৲ টাকা, এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ১৮৶৹ আনা, বরারি কোক ২৪৴৹ আনা, বৃটীশ সিলোন করপোরেশন ৪৲ টাকা, ডানলপ রবার ৪১৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান কেবল্‌স্ ২৩।৹ আনা, ইণ্ডিয়ান রবার ম্যানুফ্যাকচারারস ২৯৸৹ আনা, রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২২।৹ আনা, ক্যালকাটা ষ্টিম ১৯৫৲ টাকা, মেদিনীপুর জমিদারী ৭২৲ এবং বৃটানিয়া বিস্কুটস ৯০।৶৹ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩া০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১১ই জুলাই—৯৬৲ ৯৬৶০ ; ১২ই—৯৬৲ ; ১৪ই—৯৬৲ ৯৬৵০ ; ১৫ই—৯৬৲ ৯৬।০ ; ১৬ই—৯৫৸৶০ ৯৬৵০ ; ১৭ই—৯৬৲ ৯৬৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১১ই জুলাই—৯৫৶০ ; ১২ই ৯৫/০ ৯৫৶০ ; ১৫ই—৯৫৲ ৯৫৵০ ; ১৬ই—৯৫/০ ৯৫৶০ ; ১৭ই—৯৫/০ ৯৫৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১১ই জুলাই—৯৯৸/০ ; ১৪ই—৯৯৸/০ ১৫ই—৯৫৸৶০ ১০১৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১১ই জুলাই—১০১৸৶০ ১০২৲ ; ১৪ই—১০১৸৶০ ; ১৫ই—১০১৸৵০ ; ১৬ই—১০২৶০ ; ১৭ই ১০২৶০ ; ৩॥০ সুদের ঋণ(১৯৫৪-৫৯) ১১ই জুলাই—১০২॥৵০ ; ১২ই—১০২॥/০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১১ই জুলাই—১০৯৸০ ; ১৫ই—১০৯৸৵০ ; ১৬ই—১১০৲। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১১ই জুলাই—১১১॥০ ১১১॥৶০ ১২ই—১১০॥৵০ ১১১॥৶০ ; ১৪ই—১১১।৶০ ; ১৫ই—১১১।৶০ ১১১॥/০ ১৬ই—১১১॥০ ১১১॥৵০ ; ১৭ই—১১১॥৶০ ১১১৸০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১২ই জুলাই—১০৩৶০ ; ১৫ই—১০৩৲ ; ১৬ই—১০৩৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ১৪ই জুলাই—৯৯৸৵০। ৫৲ সুদের ইউ, পি, বণ্ড (১৯৪৪) ১৪ই জুলাই—১০৬৸০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৫ই জুলাই—৮২॥৵০ ; ১৬ই—৮২।০ ৮২।৶০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৯) ১৫ই জুলাই—৯৯॥৵০। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫০-৬০) ১৫ই জুলাই—১১৩।৶০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১২ই জুলাই—১০৩৲ ; ১৪ই—১০২।০ ১০২॥০ ; ১৫ই—১০২৲ ১০৩॥০ ; ১৬ই—১০২॥০ ১০৩॥০। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৬ই জুলাই—৪৫॥০ ৪৬৲ ; ১৭ই—৪৫॥০ ৪৬৲। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৭ই জুলাই—১,৬০০৲ ১,৬০৮৲।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে (অর্ডি) ১১ই জুলাই—৬৫৲ ; ১৫ই—৬৪৲ ৬৫৲। আড়া-সাসারাম রেলওয়ে ১২ই জুলাই—৬৫৲। ময়ুরভঞ্জ রেলওয়ে ১৬ই জুলাই—৭৫৲ ৭৬৲। বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে ১২ই জুলাই—৯৫॥০। ডিহিরি রোটাস রেলওয়ে ১৭ই জুলাই—১০৸০। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ১২ই জুলাই—১০১। কাটাখাল লালাবাজার রেলওয়ে ১৪ই জুলাই—৯৪৲ ৯৫৲। সাহাদারা (দিল্লী) সাহারাণপুর রেলওয়ে ১৪ই জুলাই—১৬২৲ ১৬৫৲। বারাসত বসিরহাট রেলওয়ে ১০ই জুলাই—৪১॥০ ৪২৲

কাপড়ের কল

বেণারস কটন এণ্ড সিল্ক ১১ই জুলাই—৩া৵০ ৩া০ ; ১৪ই—৩া৶০ ; ১৫ই—৩॥/০ ; ১৬ই—৩া৶০ ; ১৭ই—৩া৵০ ৩॥/০। বেঙ্গল নাগপুর ১১ই জুলাই—১৫।৵০ ১৬৵০ ; ১২ই—১৫৸৵০ ১৬৵০ ; ১৪ই—১৬৲ ১৬।৵০ ; ১৫ই—১৬॥০ ১৭৲ ; ১৬ই—১৬॥০ ; ১৭ই—১৬৲ ১৬॥০। কাণপুর টেক্সটাইল ১১ই জুলাই—৭॥/০ ৮৲ ; ১২ই—৭৸০ ৮/০। ১৪ই—৭॥৵০ ৮।০ ১৫ই—৭৸/০ ৮।০ ; ১৬ই—৭৸/০ ৮৶০ ; ১৭ই—৮৶০। ঢাকেশ্বরী কটন ১১ই জুলাই—১৪।৶০ ১৫৲ ; ১২ই—১৪৲, ১৪ই—১৫৲ ১৫।০। ভানবার ১১ই জুলাই—২২৭৲ ২৩১৲ ; ১২ই—২২১॥০ ২২৯৲ ; ১৪ই—২৩০৲ ২৩৬৲ ১৫ই—২৩৭৲ ২৪১॥০ ; ১৬ই—২৩৫৲ ২৪০ ; ১৭ই—২৩৩৲ ২৩৭॥০। এলগিন মিলস ১১ই জুলাই—২২৸৶০ ; ১৪ই—২২৸৵০ ২৩।৵০ ; ১৫ই—২৩।০ ২৩॥০ ; ১৬ই—২২৸৵০ ২৩।০ ; ১৭ই—২৩৲ ২৩।৵০। কেশোরাম ১১ই জুলাই—৭।৵০ ৮৲ ; ১২ই—৭॥০ ৮/০ ; ১৪ই—৭৸০ ৮।০ ; ১৫ই—৭৸৵০ ৮।০ ; ১৬ই—৭৸৶০ ৮৶০ ; ১৭ই—৭৸৵০ ৮৶০ ; (প্রেফ) ১৪ই জুলাই—১৪০৲। মোহিনী মিলস্ ১১ই জুলাই—১২॥০। বঙ্গলক্ষ্মী ১৭ই জুলাই—৪৭৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১১ই জুলাই—২॥৵০ ২৸৵০ ; ১২ই—২॥৶০ ২৸৵০ ; ১৪ই—২৸০ ৩/০ ; ১৫ই—২৸৵০ ৩৶০ ; ১৬ই—২৸৶০ ৩৶০ ; ১৭ই—৩৲ ৩।০ ; (প্রেফ) ১৫ই জুলাই—৫৸০ ; ১৭ই—৫৸০ ৬।/০। বাউরিয়া ১৫ই জুলাই—৩০০৲ ; ১৬ই—২৯৮৲। বাসন্তী ১৫ই জুলাই—৩৶০ ; ১৬ই—৩৶০ ৩।০ ; ১৭ই—৩।০।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ১১ই জুলাই—৩৫৬৲ ৩৫৮৲ ; ১৪ই—৩৫৯৲ ৩৬০৲। ১৫ই—৩৫৭৲ ; ১৬ই—৩৬১৲ ৩৬৪৲ ; ১৭ই—৩৫২৲ ৩৫৪৲। বরাকর ১১ই জুলাই—১২৸০ ১৩।০ ; ১৫ই—১২৸০ ১৩॥০ ; ১৬ই—১৩॥০ ; ১৭ই—১৩।০ (প্রেফ) ১৬ই জুলাই—১৫০৲। সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ১১ই জুলাই—১৪৶০ ১৪৸০ ; ১২ই—১৪৶০ ১৪।৶০ ; ১৭ই—১৪৶০ ১৪।০। ভুলানবাড়ী ১৬ই জুলাই—১১৸০ ; ১৭ই—১১৸০ ১২।৵০। ধেমো মেইন ১১ই জুলাই—১২॥০ ১২৸৵০ ; ১৫ই—১২৸৵০ ১৩॥০ ; ১৬ই—১৩৵০ ১৩॥০ ; ১৭ই—১৩।০। ওরিয়েণ্টাল ১১ই জুলাই—১৫।০। নাজিরা ১৫ই জুলাই—৮৵০ ৮।৶০ ; ১৬ই—৮।৵০ ৮৸০। রাণীগঞ্জ ১১ই জুলাই—২৪॥০ ২৪৸০ ; ১২ই—২৪৸০ ২৫৲। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৬ই জুলাই—২০৲ ; ১৭ই—১৯॥০ ২০৵০। রেওয়া ১১ই জুলাই—২১৲ ২১।৵০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৫ই জুলাই—২৮৲ ২৯।০ ; ১৬ই—২৯৲। সেণ্ট্রা ১১ই জুলাই—১২।০ ১৩৲ ; ১২ই—১২৸০ ১৩৲ ; ১৪ই—১২৸০ ১৩৲ ; ১৫ই—১৩৶০ ১৩।০। ১৬ই—১৩৵০ ১৩।৵০ ; ১৭ই—১৩৲ ১৩।/০। বোরিয়া ১২ই জুলাই—১৫।০ ; ১৪ই—১৫॥০। দেউলি ১২ই জুলাই—৯৵০ ; ১৪ই—৯।০ ১০।৵০ ; ১৫ই—১০।/০ ১০৸/০। হরিলাদি ১২ই জুলাই—১২৸০ ; ১৬ই—১৩৵০। ইকুইটেবল ১৬ই জুলাই—৩৪॥৵০ ৩৪৸৵০। ইউনিয়ন ১২ই জুলাই—৩০॥০ ; ১৪ই—৩০।০। এমালগেমেটেড ১৪ই জুলাই—২৪।০ ২৪॥০ ; ১৫ই—২৫৲ ; ১৬ই—২৪।০। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৪ই জুলাই—১৪৸৵০ ; ১৭ই—১৫।০ ১৫॥০।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ১১ই জুলাই—৪॥/০ ৪৸০ ; ১২ই—৪॥৵০ ৪৸০ ; ১৪ই—৪॥/০ ৪৸০ ; ১৫ই—৪॥৵০ ৪৸/০ ; ১৬ই—৪॥৵০ ৪৸/০ ; ১৭ই—৪॥/০ ৪৸০। কনসোলিডেটেড টীন ১১ই জুলাই—২॥০ ২॥৶০ ; ১২ই—২৸০

২৬৶০ ; ১৫ই—২॥/০ ২॥৵০ ; ১৬ই—২॥৵০ ২৸৵০ ; ১৭ই—২৷৶০ ২৸০। ইণ্ডিয়ান কপার ১১ই জুলাই—২৵০ ২৶০ ; ১২ই—২৶০ ২৷৵০ ; ১৪ই—২৶০ ২৷/০ ; ১৫ই—২৶০ ২৷৵০ ; ১৬ই—২৶০ ; ১৭ই—২৵০ ২৷/০। করাণপুরা ডেভেলপ্‌মেণ্ট ১১ই জুলাই—৮৷০ ৮॥০ ; ১২ই—৮৷৵০ ।

কাগজের কল

ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ১১ই জুলাই—১২৷/০ ১২॥০ ; ১২ই—১২৷৶০ ১২॥৶০ ; ১৪ই—১২॥০ ১৩/০ ; ১৫ই—১৩৵০ ১৪৲ ; ১৬ই—১৩৵০ ১৩॥/০ ; ১৭ই—১৩৷০ ১৩॥০ (ওল্ড প্রেফ) ১৪ই জুন—১০৭॥০ ১০৮॥৵০ ; ১৬ই—১০৮৲। শ্রীগোপাল পেপার ১১ই জুলাই—১১৷০ ১১॥০ ; ১৪ই—১১৷/০ ১১॥৵০ ; ১৬ই—১১॥৵০ ১২৷৶০ (প্রেফ) ১৭ই—১১০॥০। টীটাগড় পেপার (প্রেফ অর্ডি) ১১ই জুলাই—৫৷/০ ; ১২ই—৫৷০ ৫॥০ ; ১৬ই—৫॥৵০ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ১৫ই জুলাই—১১৬৲ ; (অর্ডি) ১১ই জুলাই—১৮৲ ১৮॥০ ; ১২ই—১৮৵০ ১৮॥০ ; ১৪ই—১৮৵০ ১৮॥৵০ ; ১৫ই—১৮৷০ ১৮॥৵০ ; ১৬ই—১৮৷০ ১৮॥৵০ ; ১৭ই—১৮৷০ ১৯৲। মহীশূর পেপার ১৪ই জুলাই—১৪৸/০ ১৫/০ ; ১৫ই—১৪৸৵০ ; ১৬ই—১৪৸৶০ ১৫৶০ ; ১৭ই—১৫৵০ ১৫৷৵০। ষ্টার পেপার ১৪ই জুলাই—১১৲ ; ১৫ই—১০৸০ ১১৵০ ; ১৬ই—১০৸৵০ ১১৷৵০ ; ১৭ই—১১৶০ ১১৷৶০। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৬ই জুলাই—১৪৮৲।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ১২ই জুলাই—১২৸৵০ ; ১৪ই—১২৷৵০ ১২৸৵০ ; ১৫ই—১২॥/০ ১৩৲ ; ১৬ই—১২৸০ ১৩৲ ; ১৭ই—১২॥০ (প্রেফ) ১৪ই জুলাই—১১৬৲ ; ১৫ই—১১৬৲ ১১৭৲। বেঙ্গল পটারীজ ১৪ই জুলাই—৮৷০ ৮॥০ ; ১৫ই—৮৷৵০ ৯৲।

ইলেকট্রীক

বেনারস ইলেকট্রীক ১১ই জুলাই—১৪৲ ; ১৬ই—১৪৷০ ১৪॥০। আপার গ্যাঞ্জেস ১৬ই জুলাই—১২৵০। পাটনা ইলেকট্রীক ১১ই জুলাই—১৬৷৵০ ১৭৵০ ; ১৫ই—১৭॥৵০ ; ১৭ই—১৭৲। মথুরা ইলেকট্রীক ১২ই জুলাই—৮৲। মির্জ্জাপুর ইলেকট্রীক ১৪ই জুলাই—৪৷০ ; ১৬ই—৪॥০ ৪॥৵০। রাওয়ালপিণ্ডি ইলেকট্রীক ১৪ই জুলাই—২৬॥০। সাজাহানপুর ইলেকট্রীক ১৪ই জুলাই—৬॥০। বেরিলি ইলেকট্রীক ১৫ই জুলাই—১২॥/০ ; ১৬ই—১২॥৵০ ১২৸৵০ ; ১৭ই—১২॥৵০ ।

পাটকল

আদমজী (প্রেফ) ১১ই জুলাই—১৫৭৲ ; ১৫ই—২৬৸০ ২৭৷০ ; ১৬ই—২৬॥৵০ ২৭৵০। আগড়পাড়া ১১ই জুলাই—২৯৸০ ৩০৵০ ; ১২ই—৩০৲ ৩০৷০ ; ১৪ই—৩০৲ ৩০৸০ ; ১৫ই—৩০৸৵০ ৩১॥০ ; ১৬ই—৩০৸৵০ ৩১৷০ ; ১৭ই—৩০৸০ ৩১৷০। এলায়েন্স ১১ই জুলাই—২৮৫৲ ; ১৪ই—২৯৭৲ ; ১৬ই—২৯৭৲ ৩০০৲ ; ১৭ই—২৯৬॥০। এংলো ইণ্ডিয়া ১১ই জুলাই—৩৪৩৲ ৩৪৮৲ ; ১২ই—৩৪৮৲ ৩৫০৲ ; ১৪ই—৩৪৮৲ ৩৫০৲ ; ১৫ই—৩৫০৲ ৩৫৩৲ ; ১৬ই—৩৫১৲ ৩৫৪৲। বালি (প্রেফ) ১১ই জুলাই—১৬১৲ ১৬৩৲ ; (অর্ডি) ১৪ই—২৪১৲ ২৪৩৲ ; ১৫ই—২৩৯৲ ২৪১৲। ১৬ই—২৩৯৲ ২৪০৲ ; ১৭ই—২৩৯৲। বরানগর ১১ই জুলাই—১০৬৲ ; ১২ই—১০৫৲ ; ১৬ই—১০৭৲ ১০৯৲। ডালহৌসী ১৫ই জুলাই—৩২৩৲। বিরলা ১১ই জুলাই—২৮৵০ ; ১৫ই—২৮॥০ ২৯৷০ ; ১৬ই—২৯॥৵০ ; ১৭ই—২৯৷৵০ ২৯৸৵০। বজবজ ১১ই জুলাই—৩৬২৲ ৩৬৩৲ ; ১৬ই—৩৭০৲ ৩৭৩৲ (প্রেফ) ১৫ই জুলাই—১৭৯॥০। ক্লাইভ ১১ই জুলাই—২৪৲ ২৪॥০, ১২ই—২৪৶০ ২৪৷০ ; ১৪ই—২৪॥৶০ ২৫৵০ ; ১৫ই—২৫৲ ২৫॥৵০ ; ১৬ই—২৫৵০ ২৫॥০ ; ১৭ই—২৫৷০ ২৫॥০ (প্রেফ) ১১ই জুলাই—১৪০॥০ ১৪১৲। চিতভগসা ১২ই জুলাই—১০॥০ ১০৸৵০ ; ১৫ই—১২৷০ ১২॥৵০ ; ১৬ই—১২॥০। ডেল্টা ১১ই জুলাই—৪১৪৲ ৪১৮৲ ; ১৪ই—৪১৮৲ ; ১৫ই—৪২৬৲ ৪২৮॥০ ; ১৬ই—৪২৮॥০ ৪২৯৲ ; ১৭ই—৪১৭৲ ৪৩০॥০। গ্যাঞ্জেস ১১ই জুলাই—২৭৭৲ ; ১৭ই—২৯৫৲ ৩০০৲। এম্পায়ার ১৬ই জুলাই—২৬৸০ ; ১৭ই—২৭৲ হুগলী ১১ই জুলাই—৬১॥০ ৬২॥০ ; ১৭ই—৬৩॥০ ; (প্রেফ) ১৪ই জুলাই—১৮৸০ ১৯৲। হাওড়া ১১ই জুলাই—৫২৸০ ৫৩৷০ ; ১২ই—৫৩৲ ৫৩৷০ ; ১৪ই -

৫৩৲ ৫৪॥০ ; ১৫ই—৫৪৲ ৫৪৸০ ; ১৬ই—৫৪৲ ৫৪৸৵০ ; ১৭ই—৫৪৲ ৫৪॥৵০। হুকুমচাঁদ ১১ই জুলাই—১২।০ ১২।/০ ; ১২ই—১২।/০ ; ১৪ই—১২/০ ১২॥০ ; ১৫ই—১২৲ ১২॥০ ; ১৬ই—১২।৶০ ১২॥/০ ; ১৭ই—১২।০ ১২।৵০ ; (প্রেফ) ১১ই জুলাই—১৩৮৲ ১৩৯৲ ; ১৫ই—১৩৯৲ ১৪০৲ ; ১৬ই—১৪০৲ ; ১৭ই—১৪০৲। ইণ্ডিয়া ১১ই জুলাই—৩৪২৲ ৩৪৮৲ ; ১৪ই—৩৪৭৲ ৩৪৯৲ ; ১৫ই—৩৪৯৲ ৩৫৪৲ ; ১৬ই—৩৫১৲। সেভিয়ট ১৪ই জুলাই—২০৩৲ ; ১৫ই—২০৭৲ ২০৮৲ ; ১৭ই—২১০৲। কামারহাটী ১১ইজুলাই—৫০৩৲ ৫০১৲ ; ১২ই—৫১০৲ ৫১২৲। ১৬ই—৫১৫৲ ৫১৯৲ ; ১৭ই—৫১৫৲। কাঁকনারা ১১ই জুলাই—৪০৯৲ ৪১২৲ ; ১৪ই—৪১০৲ ; ১৫ই—৪১৫৲ ; ১৭ই—৪২০৲ ৪২৪৲। ল্যান্সডাউন (প্রেফ) ১১ই জুলাই—১৩৫৲ ; ১৫ই—১৩৬৲ ১৩৭৲ (অর্ডি) ১৫ই জুলাই—১৫৪৲। বেলভেডিয়র (প্রেফ) ১৪ই জুলাই—১৭৯৲ ; ফোর্ট উইলিয়াম ১৫ই জুলাই—২৪৮৲ ; ১৭ই—২৪৮৲ ২৫১॥০। ন্যাশনাল (প্রেফ) ১১ই জুলাই—১৭৯৲ ১৮০৲ ; ১৪ই—২৩।০ ২৩৸০ ; ১৫ই—২৩॥০ ২৪৲ ১৬ই—২৩৸৵০ ; (অর্ডি) ১২ই জুলাই—২৩৵০ ২৩॥/০। নৈলিমাটি ১১ই জুলাই—৯॥০ ৯॥/০ ; ১৫ই—৯৸/০ ১০৵০ ; ১৬ই—১০৲ ১০।/০ ; ১৭ই—৯৸৵০ ১০৲। নর্থব্রুক ১১ই জুলাই—৩৫৸০ ; ১৪ই—৩৬৲ ; ১৫ই—৩৬৸০ ৩৭৲ ; (প্রেফ) ১৪ই জুলাই—১৪৮৲ ১৪৯৲। নদীয়া ১১ই জুলাই—৬৩।০ ৬৪৸০ ; ১২ই—৬৩৸০ ৬৫৲ ; ১৪ই—৬৪।০ ৬৫৲ ; ১৫ই—৬৫৲ ৬৬৲ ; ১৬ই—৬৪৸৵০ ৬৫৸০ ; ১৭ই—৬৫।০ ৬৬৲। ওরিয়েণ্ট ১১ই জুলাই—২০১॥০ ১৪ই—২০৫৲ ২০৭৲ ; ১৫ই—২০৫৲ ২০৯৲ ; ১৭ই—২০৯॥০। প্রেসিডেন্সী ১১ই জুলাই—৪৸৶০ ৫॥/০ ; ১২ই—৫।০ ৫॥/০ ; ১৪ই—৫।০ ৫॥/০ ; ১৫ই—৫৲ ৫॥৶০ ; ১৬ই—৫।/০ ৫॥৵০ ; ১৭ই—৪।/০ ৫।৶০। রিলায়েন্স ১১ই জুলাই—৫৭৲ ; ১২ই—৫৭॥০ ৫৯॥০ ; ১৪ই—৫৭।০ ৫৭৸৵০ ; ওয়েভার্লি ১১ই জুলাই—৩।০ ৩।৵০ ; ১২ই—৩।/০ ৩।৶০ ; ১৪ই—৩।০ ৩॥/০ ১৫ই—৩॥০ ৩৸৵০ ; ১৬ই—৩৸০ ; (প্রেফ) ১২ই জুলাই—৫৯॥০ ৬০৲ ; ১৫ই —৬০৲ ৬৩৲ ; ১৬ই—৬৩৲ ৬৫৲। অকল্যাণ্ড ১২ই জুলাই—১৭৬৲ ; ১৭ই —১৮৪৲ ১৮৬৲। হেষ্টিংস (প্রেফ) ১২ই জুলাই—১৩৭৲ ১৩৮॥০ ; ১৪ই—১৩৫৲ ১৩৬৲ ; ১৬ই—১৩৫॥০ ১৩৬॥০ ; ১৭ই—১৩৫॥০ ১৩৬॥/০। ক্যালকাটা জুট ১৪ই জুলাই—১৭॥০ ; (প্রেফ) ১৫ই জুলাই—১১৪৲ ১১৫৲। গৌরীপুর ১৪ই জুলাই—৬৯২৲ ৬৯৩॥০ ; (প্রেফ) ১৬ই জুলাই—১৫২৲। মেঘনা ১৪ই জুলাই—৪৩৸০ ৪৫॥০ ; ১৫ই—৪৫৵০ ৪৫৸০ ; ১৬ই—৪৫।০ ৪৬॥০। নিউ সেণ্ট্রাল ১৪ই জুলাই—৩১৮৲ ; ১৫ই—৩২১৲ ; ১৬ই—৩২২৲ ; ১৭ই—৩১৮৲ আপেক জেণ্ডা (প্রেফ) ১৫ই জুলাই—১৩৪৲।

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ১১ই জুলাই—১৭॥০ ১৭৸০ ; ১৫ই—১৭।৵০ ১৮৲ ; ১৭ই—১৮৵০ (প্রেফ) ১৪ই জুলাই—১২৩৲ ; ১৫ই—১২২৲ ; ১৬ই—১২৩৲ ১২৪৲ ; ১৭ই—১২২৲। বেঙ্গল এরিয়েটিং গ্যাস ১৬ই জুলাই—৬৫৲ ৬৬৲। লিষ্টার এনটিসেপটীক (অর্ডি) ১৭ই জুলাই—৮৫৲ ৮৬৲।

ডিবেঞ্চার

৫॥০ সুদের (১৯১৫-৩০-৫০) ডালহৌসি প্রপার্টি ১১ই জুলাই—১০১॥০। ৫॥০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৪ই জুলাই—১০৪৲ ১০৪॥০ ; ১৭ই—১০৪॥০ ১০৫৲। ৫।০ সুদের (১৯৩৮-৪৫-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ১৪ই জুলাই—১০৩॥০ ১০৪৲ ; ১৫ই—১০৪৲ ; ১৬ই—১০৪৲ ১০৪॥০ ; ১৭ই—১০৪৲ ১০৪॥০। ৫॥০ সুদের (১৯৫০) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ১৫ই জুলাই—১১৭।০। ৫৲ সুদের (১৯৪৬) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ১৫ই জুলাই—১০৮৸০। ৪॥০ সুদের (১৯৩৭-৫২) ল্যাণ্ডসডাউন জুট ১৭ই জুলাই—১০৭॥০। ৫৲ সুদের (১৯৩৮-৪৮) ষ্টার পেপার ১৫ই জুলাই—১০৩॥০।

চিনির কল

বলরামপুর ১১ই জুলাই—৭।৵০ ৮৲ ; ১৪ই—৬৸০ ৭।০ ; ১৫ই—৭॥০ ৮।০ ; ১৬ই—৭৸৶০ ৮৵০ ; ১৭ই—৮।০ ৮॥০। বুলাণ্ড ১১ই জুলাই—১৭।৵০ ১৭॥৵০ ; ১৫ই—১৭॥০ ; ১৭ই—১৭৸৵০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ১১ই জুলাই—১০৲ ১০।৶০ ; ১২ই—১০৵০ ১০।৶০ ; ১৪ই—১০।০ ১১৲ ; ১৫ই—১০৸০ ১১।০ ; ১৬ই—১০৸৵০ ১১।/০ ; ১৭ই—১১৲ ১১।৵০ ; (প্রেফ) ১১ই জুলাই—১২১৲ ১২২৲ ; ১২ই—১২২৲। কাণপুর ১১ই জুলাই—১৮৸০ ১৯॥০ ; ১২ই—১৯।০ ১৯॥০ ; ১৪ই—১৯৸০ ; ১৫ই—২০৲ ; ১৬ই—১৯॥০ ; ১৭ই—১৯॥০ ; (প্রেফ) ১১ই জুলাই—১৭৫৲ ১৭৬৲ ; ১৬ই—১৭৫৲। চম্পারণ ১১ই জুলাই—১৫৶০ ১৫॥০ ; ১২ই—১৫।০ ; ১৪ই—১৫।০ ১৫॥/০ ; ১৫ই—১৫।৵০ ১৫৸০ ; ১৬ই—১৫॥/০ ১৬৲ ; ১৭ই—১৫৸০। নিউ সাভান ১১ই জুলাই—৯৲ ৯॥৵০ ; ১৪ই—৯৵০ ৯॥/ ; ১৫ই—৯৵০ ৯॥০ ; ১৬ই—৯।০ ৯॥৵০ ; ১৭ই—৯।৵০। রাজা ১১ই জুলাই—১৭৸০ ১৮৵০ ; ১৫ই—১৮৲ ; ১৬ই—১৮৲ ১৮।০। সমস্তীপুর ১১ই জুলাই—৮।০ ৮৸/০ ১২ই—৮॥/০ ৮॥৵০ ; ১৪ই—৮।৶০ ৮॥৶০ ১৫ই—৮॥৶০ ৮৸০ ; ১৬ই—৮॥০ ৮॥/০ ১৭ই—৮॥৵০। শ্রীসীতারাম ১১ই জুলাই—৮॥০ ; ১৭ই—৯॥০। মারী-ক্রয়ারী ১৪ই জুলাই—১৪৲ ; ১৫ই—১৪৲ ১৪॥০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার ১১ই জুলাই—১১॥০ ১১৸০ ; ১৬ই—১২৲। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১১ই—জুলাই—৮।০ ৮॥০ ; ১৬ই—৮॥০ ; ১৭ই—৮॥০ ৮৸০ বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১১ই জুলাই—১০।৵০ ১০॥০ ; ১৬ই—১০।০ ১০॥০ ; ১৭ই—১০।৵০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১১ই জুলাই—৩৯৭৲ ৪০২৲ ; ১২ই ৪০২॥০ ; ১৪ই—৩৯৮॥০ ৪০৪৲ ; ১৫ই—৪০২৲ ৪০৩৲ ; ১৬ই—৪০২৲ ৪০৩৲ ১৭ই—৪০২৲ ৪০৩॥০। হুকুমচাঁদ ষ্টীল (অর্ডি) ১১ই জুলাই—১৩৵০ ১৩।০ ; ১২ই—১৩৸/০ ; ১৪ই—১৩৸০ ১৪৵০ ; ১৫ই—১৪৵০ ১৪॥৵০, ১৬ই—১৪।০ ১৪॥০ ; ১৭ই—১৪।০ ১৪॥/০ ; (ডেফার্ড) ১৫ই জুলাই—২৶০ ২।০ ; ১৬ই—২।/০ ২॥/০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১১ই জুলাই—৩২/০ ৩২৶০ ৩২।০ ৩২।/০ ৩২।৶০ ৩২॥০ ৩২॥/০ ; ১২ই—৩১৸৶০ ৩২৲ ৩২৵০ ৩২৶০ ৩২।০ ৩২।৵০ ; ১৪ই—৩১৸৶০ ৩২৲ ৩২৶০ ৩২।০ ৩২।৶০ ৩২॥০ ৩২॥৶০ ৩২৸৶০ ১৫ই—৩২।০ ৩২।৶০ ৩২॥০ ৩২॥৵০ ; ১৬ই—৩২।০ ৩২।/০ ৩২।৵০ ৩২॥০ ৩২॥/০ ৩২৸০ ; ১৭ই—৩২/০ ৩২৵০ ৩২।০ ৩২।/০ ৩২॥/০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস (কণ্টী) ১১ই জুলাই—৮।৵০ ; (অর্ডি) ১৪ই জুলাই—৫৫৲ ; ১৫ই—৫৫৲ ৫৫॥৵০ ; (ডেফার্ড) ১৪ই জুলাই—৩৬।৵০ ৩৬॥৵০ ; ১৬ই—৩৭।০ ; ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ১২ই জুলাই—২৯॥/০ ; ১৪ই—২৯৵০ ২৯॥০ ; ১৫ই—২৯।০ ; ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ১১ই জুলাই—২০৲ ২০/০ ২০৵০ ২০৶০ ২০।০ ২০।/০ ২০।৶০ ২০॥৶০ ; ১২ই—১৯৸৵০ ২০৲ ২০৵০ ২০৶০ ২।/০ ২০৸৶০ ; ১৪ই—১৯৸৶০ ২০৲ ২০/০ ২০৵০ ২০৶০ ২০।০ ২০।/০ ২।৵০ ২০।৶০ ; ১৫ই—২০৵০ ২০৶০ ২০।০ ২।/০ ২০॥০ ২০॥/০ ; ১৬ই—২০/০ ২০৵০ ২০।/০ ২০।৵০ ; ১৭ই—২০৲ ২০/০ ২০৵০ ২০।৵০ ; (প্রেফ) ১১ই জুলাই—১২১৲ ; ১৫ই—১২০৲ ১২১৲ ; ১৬ই—১১৯॥০ ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১২ই জুলাই—৮॥৵০ ৮৸৵০ ; ১৪ই—৮৸০ ৯/০ ; ১৫ই—৯।৶০ ; ১৬ই—৯৶০

৯।৶০ ; ১৭ই—৯৵০ ৯।০ ; বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১৪ই জুলাই—৮॥০ ; ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১৫ই জুলাই—৯।০ ৯॥০ ; কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ১৬ই জুলাই—৪।০ ৪।/০ ; ১৭ই—৪।৶০ ; (প্রেফ) ১৬ই জুলাই—১৩৪৲ ১৩৭৲ ; ১৭ই—১৪০৲ ।

চা বাগান

বাসমাতিয়া ১১ই জুলাই—১৬৲ ১৬।০ ; ১৫ই—১৬৲ ১৬।৶০ ; বেলগাছি ১২ই জুলাই—২০৲ ; বিশ্বনাথ ১১ই জুলাই—২৬।০ ২৭৲ ; ১৬ই—২৭৲ ২৭।০ ; ১৭ই—২৬।০ ; চণ্ডীচেড়া ১১ই জুলাই—৬৪৲ ৬৫৲ ; লিডো ১২ই জুলাই—২০৭॥০ ; ১৫ই—২০৬॥০ ; ১৬ই—২০৯৲ ; ডাফলা ঘর ১১ই জুলাই—১৩৲ ১৩।০ ; ১২ই—১৩/০ ১৩।/০ ; এথেলবাড়ী ১১ই জুলাই—১০৸৵০ ১১॥০ ; ১৪ই—১১॥০ ; হাসিমারা ১১ই জুলাই—৪৪।০ ; ১৫ই—৪০।০ ; হলদীবাড়ী ১৪ই জুলাই—২১॥০ ২১৸০ ; জুতলিবাড়ী ১১ই জুলাই—১৫।০ ১৫॥০ ; ১৪ই—১৬৲ ; ১৫ই—১৫॥০ ১৬।০ ; ১৭ই—১৬।০ ; ভাটকাওয়া ১৪ই জুলাই—৪৩।০ ৪৩॥০ ; নাগরীফারাম ১১ই—২১৲ ; সেণ্ট্রাল কাছাড় ১৪ই জুলাই—৬০৲ ; নিউ চুমতা ১১ই জুলাই—৩৭৸০ ৩৮৲ ; গোপালপুর ১৪ই জুলাই—২৭০৲ ; পেট্রোকোলা ১১ই জুলাই—৯৩৫৲ ; ১৪ই—৯৪৫৲ ৯৫০৲ ; ডিলারাম ১২ই জুলাই—১২৫৲ ১২৬৲ ; সঙ্গাঁও ১১ই জুলাই—১০৲ ১০।০ ; ১৪ই—১০।০ ; ১৫ই—৯৸৶০ ১০৶০ ; ১৬ই—৯৸৶০ ১০।০ ; সিঙ্গেল ১১ই জুলাই—৭০৲ ৭১৲ ; তেজপুর ১১ই জুলাই—৭।০ ৮৲ ; ১৫ই—৭॥০ ৮৲ ; ১৬ই—৭৸০ ৮৵০ ; ১৭ই—৭৸/০ ৮৵০ ; (প্রেফ) ১১ই জুলাই—১৩৸০ ।

বিবিধ

বামারলরি ১১ই জুলাই—৩১৮৲ ৩২০৲ ; ১৭ই—৩২২৲ ৩২৪৲ । বরারিকোক ১১ই জুলাই—২৩।০ ২৩৸০ ; ১৪ই—২৩॥৵০ ২৩৸৶০ ; ১৬ই—২৩।/০ ২৪৲ ; ১৭ই—২৩৸০ ২৪।০ । বি, আই, করপোরেশন (অর্ডি) ১১ই জুলাই—৪।০ ৪।৶০ ; ১২ই—৪।৵০ ৪॥০ ; ১৪ই—৪।৵০ ৪॥৵০ ; ১৫ই—৪।৶০ ৪॥৶০ ; ১৬ই—৪।৶০ ৪॥/০ ; ১৭ই—৪।৵০ ৪॥/০ । ক্যালকাটা ট্রামওয়ে (অর্ডি) ১১ই জুলাই—১৪।০ ১৫৵০ । ডানলপ রাবার (অর্ডি) ১১ই জুলাই—৪০।০ ৪০॥০ ; ১২ই—৪০॥০ ৪০৸০ ; ১৪ই—৪০৵০ ৪০৸০ ; ১৫ই—৪০৸০ ; ১৬ই—৪১৲ । রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (অর্ডি) ১১ই জুলাই—২১।০ ২১॥০ ; ১২ই—২১৸০ ; ১৪ই—২১৸০ ২২৲ ; ১৫ই—২২৵০ ; ১৬ই—২১।০ ২২।০ ; ১৭ই—২২৲ ২২।০ (প্রেফ) ১৪ই জুলাই—১৫৪৲ ১৫ই—১৫২৲ ১৫৪৲ ; ১৬ই—১৫৫৲ ; ১৭ই—১৫৪৲ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৯শে জুলাই

এ সপ্তাহের শেষভাগে বাজারে পাটের দরের একটা উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ১২ই জুলাই আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৬২॥০ আনা। এসপ্তাহে গত ১৪ই ও ১৫ই জুলাই বাজারে পাটের দর সে তুলনায় আরও নামিয়া যায়। তৎপর পাট সম্পর্কে প্রথমতঃ সরকারী বিবৃতি ও দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে বাজারে নূতন করিয়া একটা উৎসাহ তৎপরতার ভাব সৃষ্ট হয়। পাটের দরেরও উন্নতি দেখা যায়, যদিও সর্ব্বোচ্চ দর শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বজায় থাকে নাই। গত ১৭ই জুলাই পাটের দর ঊর্দ্ধে ৬৫৸৵০ আনা উঠিয়াছিল। অদ্য বাজারে পাটের দর সর্ব্বোচ্চে ৬৫ টাকা হইয়া ও নিম্নে ৬৪।৵০ আনা হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ৬৪॥০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৪ই জুলাই	৬০৸০	৫৮৸০	৫৯৵০
১৫ই ,,	৬১।০	৫৯৵০	৬১৵০
১৬ই ,,	৬৪৵০	৬১৸০	৬৪৵০
১৭ই ,,	৬৫৸৵০	৬৩।৵০	৬৩॥০
১৮ই ,,	৬৪॥০	৬৩৲	৬৩।০
১৯ই ,,	৬৫৲	৬৪।৵০	৬৪॥০

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী গত ১৬ই জুলাই এক বিবৃতি প্রসঙ্গে পাট চাষীদের জন্য তাঁহার পরিপূর্ণ দরদ প্রকাশ করেন এবং এবার পাটের মূল্য চড়ান সম্পর্কে তিনি উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। এবার নিয়ন্ত্রণকার্য্য চালাইবার ফলে পাটের চাষ গতবারের তুলনায় শতকরা ৩১ ভাগের মত দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া, দৈবদুর্ব্বিপাক হেতুও এবার পাটের উৎপাদন কম হইবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। এই অবস্থায় এবার পাটের দর নামিয়া যাওয়ার কোন কথা নাই বলিয়াই প্রধান মন্ত্রী মনে করেন। পাট ব্যবসায়ীরা ও ফাটকাওয়ালারাই তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সময় বুঝিয়া পাটের দর নামাইয়া দিয়া থাকে। এইরূপ কারসাজী ব্যর্থ করিবার ও পাটের দর চড়া রাখিবার জন্য বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। আর সেই বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সুবিধার্থ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে কাঁচা পাটের উপর কর নির্দ্ধারণের জন্য একটি বিল উপস্থাপিত করা স্থির হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর এইরূপ ঘোষণার ফলে পাটের বাজারে স্বভাবতঃই একটা উৎসাহের ভাব সৃষ্ট হয় এবং পাটের দরও তেজী হইয়া উঠে। কিন্তু পাটের বাজারের ঐ তেজী ভাব নিতান্ত সাময়িক বলিয়াই আমরা মনে করি। পূর্ব্ব বৎসরের অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য ইতিমধ্যে এত বেশী পাট উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে যে, এবৎসর পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও পাটের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছেনা বরং সম্ভবপর চাহিদা ও সম্ভবপর যোগানের

কথা ভাবিয়া পাটের দরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হওয়ারই যথেষ্ট কারণ আছে (বর্ত্তমান সংখ্যা 'আর্থিক জগতে' একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি)।

ভারতীয় চটকল সমিতির প্রকাশিত হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৪০ সালের জুলাই মাস হইতে চলতি ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে চটকলসমূহ মোট ৫৫ লক্ষ ১০ হাজার বেল পাট ব্যবহার করিয়াছে এবং মোট ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৯৫ টন পরিমিত চট ও থলে প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর চটকলগুলি ৭০ লক্ষ ৭৪ হাজার বেল পাট ব্যবহার করিয়াছিল ও ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৭১ টন জিনিষ প্রস্তুত করিয়াছিল।

আলগা পাটের বাজারে ও পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে বেচাকিনা হইয়াছে সামান্য। পাটের দর সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই।

থলে ও চট

গত সপ্তাহে ৩ কোটি গজ পরিমাণ থলের অর্ডার আসায় এবং এ সপ্তাহে সিরিয়া হইতে যুদ্ধবিরতির খবর প্রচারিত হওয়ায় থলে ও চটের বাজারে দরের তেজীভাব লক্ষিত হইয়াছে। গত ১১ই জুলাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৯৲ টাকা ও ১১ পোর্টার চটের দর ২৪৲ টাকা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৯৸০ আনা ও ২৫ টাকা দাঁড়ায়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৮ই জুলাই।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। সোণা ক্রয়ের জন্য আগ্রহ দেখা যায় নাই। এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি তোলা রেডী সোণার দর ৪২।০ আনার অধিক বৃদ্ধি পায় নাই। বোম্বাইয়ের বাজারে গিনি সোণারও বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না। গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে সোণার দরে নিম্নগতি দেখা গিয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি তোলা পাকা সোণার দর ৪২৶০ আনা, বড়ালবার প্রতি তোলা ৪২৵০ আনা এবং প্রতিটী গিনির দর ২৮৷৵০ আনা ছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স সোণার দর ছিল ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং।

রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে রূপার দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয় এবং প্রতি ১ শত ভরি রেডী রূপার দর ৬৩৲ টাকায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। রূপার দরে এইরূপ মন্দার ভাব থাকা সত্ত্বেও রূপা ক্রয়ের জন্য বিশেষ কোন চাহিদা দেখা যায় নাই এবং রূপা বিক্রয়ের পরিমাণও বাড়ে নাই। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে রূপার দরে অতি সামান্য ঊর্দ্ধগতি দেখা গিয়াছে।

কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত ভরি রূপার দর ৬৩।০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত ভরি রূপার দর ৬৩৷০ ছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩৳ পেন্স এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪৳ সেণ্ট ছিল।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই জুলাই

গত ১৪ই এবং ১৫ই জুলাই চায়ের ৬নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

রপ্তানীযোগ্য চা—১৯৩৯-৪০ সালের মরশুমের পর গত ১৪ই জুলাই রপ্তানীযোগ্য চায়ের সবচেয়ে বেশী পরিমাণ বিক্রয় হইয়াছে। যে সকল স্থানে চা উৎপন্ন হয় সেই সকল অঞ্চলের প্রায় সব জায়গার চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং এই সকল চা মোটামুটী উৎকৃষ্ট ধরণের ছিল। পাতা চায়ের বিক্রয় ছিল সর্ব্বোচ্চ। গুঁড়া 'অরেঞ্জ পিকো' শ্রেণীর চায়ের দরও ভাল ছিল। 'ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের কোন চাহিদা ছিল না।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—সবুজ এবং গুঁড়া চায়ের দর তেজী ছিল। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মধ্যে 'ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের দর মোটামুটী ভাল ছিল এবং 'দার্জ্জিলিং' শ্রেণীর চায়ের দরে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। ১৯৪১ সালের জুন মাসে ৪ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। গত বৎসরে অনুরূপ সময়ে এইরূপ উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ ছিল ৪ কোটী ৯০ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড।

কোটা—রপ্তানীযোগ্য চায়ের কোটার দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ॥৵৩পাই ; আভ্যন্তরীণ কোটার দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৴৫ পাই হইতে ৴৬ পাই পর্য্যন্ত। আভ্যন্তরীণ কোটার জন্য পাতা চা ২৯শে জুলাই এবং গুঁড়া চা ২২শে জুলাই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৮ই জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজার পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় ভাল বলিতে হইবে। অবশ্য তূলার দর সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করিবার মত সুনিশ্চিত অবস্থা এখনও দেখা দেয় নাই। তূলার ফলন সম্পর্কে এখনও সঠিক ও বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ঝড়বৃষ্টি ও প্লাবনের ফলে বোরোচ তূলার যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ রটিয়াছিল, আসলে ক্ষতি সেরূপ মারাত্মক নহে। সুতরাং বোরোচ এপ্রিল-মে তূলার দরে যে চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে তাহার কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তূলার চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রুশ-জার্ম্মান ও সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে জাপানের অনিশ্চিত মতিগতি সত্ত্বেও ১৭ই জুলাই তূলার বাজার তেজী হইয়া উঠে। কিন্তু টোকিও হইতে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তের খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত তূলার বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব থাকিবে বলিয়া মনে হয় এবং ইতিমধ্যে তূলার দর আর চড়িবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। তূলার দর পড়িয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কারও কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। মোটকথা, তূলার বাজারের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ, অবশ্য যদি ইতিমধ্যে আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে নূতন কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ এপ্রিল-মে'র দর ১০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কাপড়

তূলার বাজারে দরের উঠানামা ও অনিশ্চিত আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি কাপড়ের বাজারে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সুদূর প্রাচ্যে জাপান ও মিত্রশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ বাধিলে কাপড়ের বাজারের অবস্থা বরং ভালই হইবে বলিয়া মিল মালিক মহলের দৃঢ় ধারণা। সম্প্রতি বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানে প্লাবন ও ঝড়বৃষ্টির ফলে রেল ও অন্যান্য যানবাহন চলাচলের পথে যে বিঘ্নের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কাপড়ের বাজারে কিঞ্চিৎ নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য এরূপ অবস্থা সাময়িক। টোকিও হইতে জাপানী মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন সংবাদে তূলা ও সূতার বাজারে কিছু প্রভাব বিস্তার করিবে বলিয়া মনে হয়। কানপুর কাপড়ের কলসমূহের শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সংবাদও এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাপড়ের যোগান কম হইলে উহার দর স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইবে। মফঃস্বল হইতে কাপড়ের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পায় নাই। ছাপা শাড়ী ও সৌখীন বস্ত্রাদির চাহিদা অবশ্য বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপানী বস্ত্রের দরে চড়তির ভাব বজায় থাকায় দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীদের পক্ষে তাহা সুবিধাজনক হইয়াছে। বাজারে বিলাতী বস্ত্র না থাকায়ও ভারতীয় বস্ত্রের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। সূতার বাজারে একটা স্থিরভাব বলবৎ রহিয়াছে।

কলিকাতার বাজার দর

বাঙ্গলা সরকারের মার্কেটিং (বাজার) বিভাগ হইতে ১৪ই জুলাই তারিখের কলিকাতার বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যাদির যে চলতি দরের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল। ইহা ছাড়া ঐ তারিখের কলিকাতার বাজারে গবাদি পশুর চলতি দরও দেওয়া হইল :—

গম প্রভৃতি—গম (চান্দৌসী) প্রতিমণ—৪॥৵০ আনা ; 'এগমার্ক' চাকী আটা প্রতিমণ—৫॥৵০ আনা। ধান—বাকতুলসী প্রতিমণ—৪।৵০ হইতে ৪॥০ আনা ; পাটনাই ধান প্রতিমণ—৪৵০ হইতে ৪।৴০ আনা ; মোটা ধান প্রতিমণ—৩।৵০ হইতে ৩॥০ আনা। চাউল—বাকতুলসী প্রতিমণ—৬৸৵০ আনা হইতে ৭॥০ আনা ; পাটনাই চাউল প্রতিমণ—৬৸০ হইতে ৭।০ আনা ; মোটা চাউল প্রতিমণ—৬৵০ হইতে ৬।০ আনা। সরিষার তৈল—সাধারণ শ্রেণীর প্রতিমণ—১৩॥০ আনা হইতে ১৪।০ আনা ; 'এগমার্ক' শ্রেণীর প্রতিমণ—১৫।০ আনা। ঘি—সাধারণ শ্রেণীর প্রতিমণ—৫০৲ টাকা হইতে ৭০৲ টাকা ; 'এগমার্ক' প্রতিমণ—৬৩৲ হইতে ৬৮৲ টাকা। চিনি—১নং প্রতিমণ—১০।০ ; ২নং প্রতিমণ ১০৲ টাকা। গোদুগ্ধ—টাকায় ৫ সের। ডিম—প্রথম শ্রেণীর মুরগীর ডিম এক কুড়ি—৸০ আনা ; দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কুড়ি—॥৵০ আনা ; তৃতীয় শ্রেণীর এক কুড়ি—॥৴০ আনা ; চতুর্থ শ্রেণীর এক কুড়ি—।৶০ আনা ; সাধারণ শ্রেণীর মুরগীর ডিম এক কুড়ি—॥৴০ আনা হইতে ॥৵০ আনা ; সাধারণ শ্রেণীর হাঁসের ডিম এক কুড়ি—।৶০ আনা। আলু—দেশী নৈনিতাল প্রতিমণ—৫॥৵০ আনা ; প্রতিসের ৵৩ পাই হইতে ৵৯ পাই। মাছ—ইলিস প্রতিমণ—১৫॥০ আনা ; রোহিত প্রতিমণ—২৬৲ টাকা ; চিংড়ী প্রতিমণ—১৮৲ টাকা। ফল—সবরীকলা প্রতি ডজন—৷৬পাই ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—৴৬ পাই ; আপেল (নৈনিতাল) টাকায় ১২টী হইতে ১৮টী ; আম (লেংড়া) টাকায় ১২টী, আম (ফজলী) টাকায় ৮ হইতে ১০টী, কমলালেবু (আমেদনগর) টাকায় ১২ হইতে ১৬টী, আনারস (আসাম) টাকায় ৩টী হইতে ৫টী ; আনারস (দেশী) টাকায় ১২টী। গবাদি পশু—দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—১০৮৲ টাকা, দিন ৬সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—৯৮৲ টাকা, দিন ১২ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মহিষ—১৮৫৲ টাকা, দিন ১০ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মহিষ—১৫০৲ টাকা।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই জুলাই

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ২॥৵০ আনা হইতে ২৸০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারেরা প্রতি দুই মণী বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি প্রত্যেকটা থলের জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৫৸০ আনা হইতে ৬৲ টাকা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। খৈলের চাহিদা ভাল ছিল ; কিন্তু খৈলের আমদানীর পরিমাণ বাজারে কম ছিল।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার তেজী ছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১॥৴০ আনা হইতে ১॥৶০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। অপরদিকে আড়তদারেরা প্রতি দুই মণী বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি প্রত্যেকটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা ধার্য্য করিয়া) ৩॥৵০ আনা হইতে ৩৸৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা সরিষার খৈল ক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। সরিষার খৈলের কোনরূপ রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট



আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ২৮শে জুলাই, সোমবার ১৯৪১ | ১৩শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

বড়লাটের শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ

বড়লাটের শাসন পরিষদে সম্প্রতি যে কয়েকজন নূতন ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সামরিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে 'উপদেশ' দিবার জন্য যে কমিটী গঠন করা হইয়াছে তাহার বিন্দুমাত্র রাজনীতিক গুরুত্ব নাই। বড়লাট যে শ্রেণীর ব্যক্তিকে শাসন পরিষদে গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে শ্রেণীর ব্যক্তি দ্বারা সামরিক ব্যাপারের জন্য উপদেষ্টা কমিটী গঠন করিয়াছেন সেই শ্রেণীর ব্যক্তি লইয়া গত বৎসর আগষ্ট মাসেই এই ভাবে শাসন পরিষদ সম্প্রসারিত ও উপদেষ্টা কমিটী গঠিত হইতে পারিত। ভারতবর্ষের ৪০ কোটী অধিবাসীর মধ্য হইতে বড়লাট শাসন পরিষদের জন্য এক ডজন এবং উপদেষ্টা কমিটীর জন্য ২।৩ ডজন ভারতবাসীকে নিজের কাজে লাগাইতে সমর্থ হইবেন না, উহা মনে করাই বাতুলতা মাত্র। শাসন পরিষদের সম্প্রসারণের ফলে ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপারে এক বিন্দুও নূতন ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে আসে নাই এবং উপদেষ্টা কমিটী গঠনের জন্য সামরিক বিভাগে ভারতবাসীর বিন্দুমাত্রও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পূর্ব্বে বড়লাটের শাসন পরিষদের ৩ জন ভারতীয় সদস্যের হাতে যে একটু সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল নূতন ব্যবস্থা মতে তাহাই এখন ৮ জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। উহার ফলে পূর্ব্বে যে স্থলে পরিষদের ভারতীয় সদস্যদের বেতনের জন্য বৎসরে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খরচ হইত, সেই স্থলে এখন বৎসরে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা খরচা হইবে। নূতন শাসন পরিষদে ভারতবাসীর সংখ্যাধিক্য হইয়াছে বলিয়া ভারতবাসীকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত শাসনতন্ত্রগত সমস্ত ব্যাপার শাসন পরিষদের ভারতীয় ও অভারতীয় সদস্যদের অধিকাংশের ভোটের দ্বারা নির্দ্ধারিত না হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত পরিষদের সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত বড়লাটের পক্ষে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত শাসন পরিষদে ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্যের আধ পয়সাও মূল্য নাই।

কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি

বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য এদেশে ইংলণ্ড ও জাপান উভয় দেশ হইতেই বস্ত্র ও সূতার আমদানী উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে। এদিকে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলির মধ্যে অনেকগুলি কল সামরিক বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রস্তুতে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য দেশেও জাপান ও ইংলণ্ড হইতে বস্ত্র আমদানী কমিয়া যাওয়াতে ঐ সব দেশে ভারতীয় বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব কারণে ভারতবর্ষে প্রয়োজনের তুলনায় বস্ত্রের যোগান কমিয়া যাওয়ায় যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের তুলনায় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মিলের কাপড়ের দর জোড়া পিছু ৷৵০ আনা হইতে ১৷৵০ আনার মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সূতার দর বৃদ্ধির জন্য তাঁতের কাপড়ের মূল্যও অনুরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য দেশের জনসাধারণের যে বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি ভারত সরকার

এই অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। গত সপ্তাহের “ইণ্ডিয়া গেজেটে” উহারা জাপান হইতে আমদানী কার্পাস সূতা, কৃত্রিম রেশমের সূতা, কার্পাস বস্ত্র, কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত জিনিষের উপরই আমদানী শুল্ক বর্দ্ধিত হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাজারে মিল ও তাঁতের কার্পাস এবং কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত সরকার জাপানের সহিত ভারতের ‘প্রতিকূল বাণিজ্যের’ প্রতিকারের জন্যই এই ভাবে শুল্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু যে সময়ে কাপড়ের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে বিশেষভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছে সেই সময়ে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্যের প্রতিকারের জন্য এত ব্যগ্র না হইলে কি চলিত না? ইতিপূর্ব্বে অনেকবার অনেক দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য প্রতিকূল হইয়াছে—অর্থাৎ ঐ সব দেশে ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে তাহার তুলনায় ঐ সব দেশ হইতে বেশী টাকার মালপত্র ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। কিন্তু সেই সময়ে ভারত সরকারকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায় নাই।

লবণ শিল্প সম্বন্ধে তদন্ত

বাঙ্গলা দেশে লবণ শিল্পের সম্ভাবনা বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের শিল্প জরীপ কমিটী তদন্ত করিবেন শুনিয়া আমরা বিন্দুমাত্রও উৎফুল্ল হই নাই। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে যখন স্থির হয় যে, ভারত সরকার অতিরিক্ত লবণ শুল্ক হইতে প্রাপ্ত টাকার কতকাংশ বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের প্রসারে সাহায্যের জন্য বাঙ্গলা সরকারের হাতে প্রদান করিবেন, সেই সময় হইতে বাঙ্গলা দেশে প্রতিষ্ঠিত লবণ কোম্পানী-গুলিকে সাহায্যের জন্য দেশবাসী দাবী জানাইয়া আসিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এই বাবদ ভারত সরকারের নিকট হইতে লক্ষাধিক টাকা পাইলেও উহার এক কপর্দ্দকও লবণ শিল্পের সাহায্যের জন্য ব্যয় করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গলা সরকারের সেচ বিভাগ লবণ কোম্পানীগুলিকে নানাভাবে বিব্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সব কারণে বাঙ্গলা দেশ লবণ শিল্পে আজ পর্য্যন্ত কিছুই অগ্রসর হয় নাই—অথচ এই কয় বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে উক্ত দেশ লবণের ব্যাপারে একপ্রকার স্বাবলম্বী হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের সম্ভাবনা বিষয়ে শিল্প জরীপ কমিটীর তদন্তের ফলে কি সুফল হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকারের নিযুক্ত একাধিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বাঙ্গলায় লবণ শিল্প সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিবার সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার উহাদের অভিমত গ্রহণ করিয়া এই শিল্পের সাহায্যে অগ্রসর হন নাই। এক্ষণে শিল্প জরীপ কমিটীর তদন্তের ফলে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মত যদি সমর্থিত হয়, তাহা হইলেও যে বাঙ্গলা সরকার লবণ শিল্প সম্বন্ধে উহাদের কর্ত্তব্যে অবহিত হইবেন এবং এজন্য অর্থসাহায্য, বিনামূল্যে জ্বালানী কাঠ প্রদান, লবণ চালানের ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রকার সাহায্যে অগ্রসর হইবেন তাহার কি সম্ভাবনা রহিয়াছে?

কাটুনী সঙ্ঘের বিরুদ্ধে মিথ্যা উক্তি

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ সিদ্দিকী বেফাঁস কথা বলিতে একজন ওস্তাদ ব্যক্তি। গত বৎসর বৌবাজারস্থিত ‘রিফিউজ’ নামক সুপ্রসিদ্ধ অনাথাশ্রম সম্বন্ধে তিনি এরূপ এক মন্তব্য করেন যাহার ফলে প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হককে এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া তাঁহার মন্তব্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ সম্বন্ধে এরূপ এক মন্তব্য করিয়া বসিয়াছেন যে, উহা জাপান হইতে মোটা কাপড় আমদানী করতঃ তাহা খদ্দর বলিয়া চালাইয়া থাকে। কাটুনী সঙ্ঘের মত একটী সর্ব্বজন শ্রদ্ধাভাজন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উহা অপেক্ষা মারাত্মক অভিযোগ আর কিছু হইতে পারে না। এই অভিযোগের উত্তরে সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী সংবাদপত্রে একটী বিবৃতি দিয়া এরূপ জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে সঙ্ঘের অধীনে ২ লক্ষ ৮০ হাজার কাটুনী রহিয়াছে এবং উহারা যে নিয়মিতভাবে সূতা ও খদ্দর সরবরাহ করিয়া সঙ্ঘ হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক পাইতেছে তাহা মিঃ সিদ্দিকী ইচ্ছা করিলে স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। মিঃ সিদ্দিকী যে অভিযোগ করিয়াছেন মিঃ চৌধুরীর বিবৃতির পরেও যদি তাহা সত্য বলিয়া মনে করেন তবে জনসাধারণের নিকট তিনি উহার স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করুন। আর তিনি যদি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার উক্তি মিথ্যা তাহা হইলে ভদ্রতার খাতিরে কাটুনী সঙ্ঘের নিকট তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। অবশ্য কাটুনী সঙ্ঘ সমগ্র ভারতে প্রায় ৩ লক্ষ দরিদ্র ব্যক্তির যে ভাবে অন্ন সংস্থান করিতেছে এবং দেশবাসীর যেরূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে মিঃ সিদ্দিকীর ন্যায় ব্যক্তির মিথ্যা উক্তি দ্বারা উহার কোন ক্ষতি হইবে না এবং তিনি ক্ষমা প্রার্থনা না করিলেও উহা উহার পূর্ব্বগৌরব বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট

সম্প্রতি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে দুইটী বিষয় খুব বড় করিয়া জনসাধারণের চক্ষে ধরা পড়ে। প্রথমতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রমেই অধিক সংখ্যায় একস্থানে এবং অল্প সংখ্যক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে এবং দ্বিতীয়তঃ এই ব্যাঙ্কের মারফতে গবর্ণমেণ্ট ক্রমেই অধিক পরিমাণে লাভ করিতেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে যাহাতে উহার শেয়ার একই অঞ্চলে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির করায়ত্ত হইতে না পারে তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে শেয়ার বিক্রয় সম্বন্ধে নানা বিধি-নিষেধমূলক বিধান রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার সময়ে উহার বেশী সংখ্যক শেয়ার করায়ত্ত করিতে সমর্থ না হইলেও বর্ত্তমানে বোম্বাই অঞ্চলের শেয়ার হোল্ডারগণ অন্যান্য অঞ্চলে বিক্রীত শেয়ার স্বনামে ও বেনামে ক্রয় করিয়া লইয়া ক্রমেই অধিক সংখ্যক শেয়ার নিজেদের করায়ত্ত করিতেছেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই এই অবস্থা চলিতেছে এবং উহার বিরুদ্ধে সতর্কতা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করা হইলেও তাহাতে কোন সুফল হয় নাই। গত ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৫ লক্ষ শেয়ারের মধ্যে ২ লক্ষ ১০ হাজার ৫১৫টী শেয়ারই বোম্বাই অঞ্চলের ১৯৮১৫ জন শেয়ার হোল্ডারের করায়ত্ত ছিল। ১৯৪০-৪১ সালের শেষে দেখা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কের ২ লক্ষ ১২ হাজার ৮২৩টী শেয়ার বোম্বাই অঞ্চলের ১৯ হাজার ৭২ জন শেয়ার হোল্ডারের হস্তগত হইয়াছে। এইভাবে চলিলে কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বোম্বাইয়ের মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির করায়ত্ত হইবে এবং উহার কার্য্যপ্রণালী মাত্র বোম্বাইয়ের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পরিচালিত হইবার আশঙ্কা হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন স্থাপিত হয় সেই সময়ে উহাকে একটী সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থাপন করিবার জন্য কংগ্রেসের তরফ হইতে দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল। কিন্তু সরকারী অর্থে এই

ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে আইন সভায় যখন যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবেন তখন সেই দলের খামখেয়ালীমত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি ও কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত হইবে এবং উহার ফলে দেশের সমষ্টিগত স্বার্থের হানি হইবে—এই অজুহাত দেখাইয়া উহাকে সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে গঠিত না করিয়া অংশীদারের ব্যাঙ্ক হিসাবে গঠন করা হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে যে ভাবে এই ব্যাঙ্কটী দেশের এক অঞ্চলের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে চলিয়া যাইতেছে তাহাতে উহার কুফল আরও বেশী হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪৭ ধারা অনুসারে উহার অংশীদারগণের প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। এই বিধানের উদ্দেশ্য ছিল যে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ যদি উহার লাভ হইতে ইচ্ছামত লভ্যাংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী দেশের সমষ্টিগত স্বার্থ অপেক্ষা অংশীদারদের লাভের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত হইবে এবং উহার ফলে দেশবাসীর সমষ্টিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ তাঁহাদের শেয়ারের জন্য শতকরা বার্ষিক ৩৸০ টাকার বেশী লভ্যাংশ না পাইলেও গবর্ণমেণ্টের লাভের পরিমাণ অত্যধিকভাবে বাড়িয়া যাইতেছে। গত বৎসর জুন মাসে ব্যাঙ্কের যে অর্দ্ধ বৎসর শেষ হয় তাহাতে উহার মোট ২৯ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা লাভ হইয়াছিল এবং উহার মধ্যে অংশীদারগণকে লভ্যাংশ হিসাবে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দিয়া বাকী ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার জুন মাসে যে এক বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্কের লাভ হইয়াছে ২ কোটী ৭৯ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। উহার মধ্যে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অংশীদারগণকে লভ্যাংশ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী ২ কোটী ৬১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের সমষ্টিগত স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে উহার অল্প সংখ্যক অংশীদারের স্বার্থের জন্য পরিচালিত না হয় তজ্জন্য ব্যাঙ্কের ৪৭ ধারায় উহার অংশীদারগণের প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া ভালই হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উহাদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেশের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থসাধনে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন কিনা তাহাও একটা চিন্তনীয় বিষয়।

ব্রহ্মদেশে ভারতীয়ের প্রবেশ

ব্রহ্মদেশ ইংরাজ অধিকারে আসার পর চাকুরী, আইন চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যবসা, দাদনী কারবার, কলকারখানা স্থাপন, আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য, মজুরী ইত্যাদি ব্যাপদেশে বহু ভারতবাসী উক্ত দেশে গমন করে। ব্রহ্মদেশের অধিবাসিগণ তখন এই সব কাজে তেমন অভিজ্ঞ ছিল না বলিয়া বর্ত্তমানে উক্ত দেশের আবাদী জমি, চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি কিছুতেই ব্রহ্মবাসীর তেমন আধিপত্য নাই। ইদানীং ব্রহ্মবাসিগণ শিক্ষিত হইয়াছে এবং চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ভারতবাসীর জন্য উহাদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রই অল্পবিস্তর অবরুদ্ধ। এজন্য ইদানীং ব্রহ্মদেশে ভারতীয় বিদ্বেষ প্রবলাকার ধারণ করিতেছে এবং ব্রহ্মবাসী ও ভারতীয়ের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে বহু রক্তপাত ও জীবনহানিও ঘটিয়াছে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য উভয় দেশের গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আলোচনার ফলে সম্প্রতি একটী চুক্তিপত্র স্থির হইয়াছে। উক্ত চুক্তির সর্ত্ত আগামী ১লা অক্টোবর তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। নূতন চুক্তি অনুযায়ী ১লা অক্টোবরের পরে ছাড়পত্র না লইয়া কোন ভারতবাসী ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যাহারা ঐ তারিখের পরে ব্রহ্মদেশে বেড়াইতে যাইবে তাহারা ৩ মাসের বেশী এবং বিশেষ অনুমতি লইয়া এক বৎসরের অধিক কাল উক্ত দেশে থাকিতে পারিবে না। যাহারা উক্ত দেশে অধ্যয়ন করিতে যাইবে তাহাদিগকে ৫ বৎসর এবং যাহারা বিশেষ শ্রেণীর অনুমতি লইয়া ব্রহ্মদেশে মজুরী করিতে যাইবে তাহারা ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশে থাকিতে পারিবে। ব্রহ্মদেশে প্রবেশ ও অবস্থানের এই সব নিয়ম ছাড়া নূতন চুক্তিতে ছাড়পত্রের জন্য ফি, ব্রহ্মদেশে অবস্থানের জন্য বার্ষিক চাঁদা, পোষ্যবর্গের জন্য খরচার ব্যবস্থা ইত্যাদি আরও অনেক কড়াকড়ি নিয়ম করা হইয়াছে।

নূতন চুক্তির ফলে ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীর পক্ষে অবাধে প্রবেশ করিয়া তথায় ইচ্ছামত বসবাস এবং চাকুরী, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য, দাদনী কারবার ইত্যাদি পরিচালনা বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু উহাতে ভারতবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও দেশের দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রই নূতন চুক্তি সমর্থন করিবেন। ব্রহ্মদেশে একটী বিশেষ সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম রহিয়াছে। উহার বিশুদ্ধিতা রক্ষা করিতে এবং ব্রহ্মবাসীকে শোষণের হাত হইতে উদ্ধার করিতে নূতন চুক্তির মত একটী চুক্তি অপরিহার্য্য ছিল। স্বার্থবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া কেহ যদি এই চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির শোষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার মতও তাঁহার কোন নৈতিক অধিকার থাকিবে না।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার দেনাপাওনা

গত ১৯১৪ সালে ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই সময়ে ইংলণ্ড সমরব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমেরিকার নিকট হইতে ৮৪ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড (১১১২ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা) ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। যুদ্ধ বিরতির পরে সুদে আসলে এই ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৬ কোটী পাউণ্ড। উহার মধ্যে ইংলণ্ড ৩৩ কোটী পাউণ্ড পরিশোধ করিয়াই বাকী ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করে। আমেরিকা এইভাবে উহার প্রদত্ত ঋণের ১০৩ কোটী পাউণ্ড (১৩৭৩ কোটী টাকা) হইতে বঞ্চিত হওয়াতে আমেরিকার আইনসভায় এই মর্ম্মে একটী আইন পাশ হয় যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিলে আমেরিকা ইউরোপের কোন দেশকে নগদ হিসাবেই হউক আর মালপত্রের দ্বারাই হউক কোন টাকা ধার দিবে না। উহাই জনসন আইন নামে খ্যাত। আমেরিকাতে এই আইন বলবৎ থাকার জন্য বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ইংলণ্ডকে আমেরিকা হইতে নগদ মূল্য দিয়া এবং বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত কতিপয় স্থান ইজারা দিয়া সমর সরঞ্জাম ক্রয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের পক্ষে এইভাবে নগদ মূল্যে মালপত্র ক্রয় করা অসম্ভব হইয়া উঠায় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট "লীজ এণ্ড লেণ্ড" আইন নামে একটী বিধান জারী করিয়াছেন। এই বিধান অনুসারে ইংলণ্ড এক্ষণে আমেরিকা হইতে বিনামূল্যে যে সমস্ত জাহাজ, বিমানপোত ইত্যাদি পাইতেছে যুদ্ধ বিরতির পরে ইংলণ্ডকে তদনুরূপ জিনিষ আমেরিকাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু এই বিধান বলবৎ হইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে যে সমস্ত সমর সরঞ্জাম পাইয়াছিল তজ্জন্য এখনও আমেরিকার ৪২॥ কোটী ডলার (আমাদের দেশের হিসাবে প্রায় ১৩০ কোটী টাকা) পাওনা হইয়াছে। এই পাওনার বদলে সম্প্রতি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ১০৭টী আমেরিকান কোম্পানীতে ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক ক্রীত সমস্ত শেয়ার, আমেরিকাতে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের অর্থে প্রতিষ্ঠিত ৪১টী বীমা কোম্পানীর সমস্ত শেয়ার এবং ইংলণ্ডের যে ৪১টী বীমা কোম্পানী আমেরিকাতে ব্যবসা চালায় তাহাদের সমস্ত আয় আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের নিকট বন্ধক দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত বন্ধকী সম্পত্তির মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণীর বন্ধকী সম্পত্তির বাজার মূল্যই ৫০ কোটী ডলার। স্থির হইয়াছে যে আমেরিকা উহার ৪২॥ কোটী ডলার পাওনার জন্য শতকরা বার্ষিক ৩ ডলার হিসাবে সুদ পাইবে এবং ১৫ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডকে আসল টাকা শোধ করিতে হইবে।

বিগত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে আমেরিকা কোন সম্পত্তি বন্ধক না রাখিয়া ইংলণ্ডকে টাকা ধার দিয়া ১৩৭৩ কোটী টাকা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। সেই শিক্ষার ফলেই এবার উক্ত দেশ ইংলণ্ডের সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া উহাকে টাকা ধার দিতেছে। দেখা যাইতেছে যে সাধারণ খাতক ও মহাজনের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঋণদানের ব্যাপারেও তাহাই বলবৎ হইতেছে।

বাঙ্গলায় ধান চাউলের সমস্যা

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশে চাউলের মূল্য যে প্রকার অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে বাঙ্গলা সরকার আপাততঃ কি করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে গত ৭ই জুলাই তারিখের "আর্থিক জগতে" 'চাউল-সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার' শীর্ষক একটী প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা এরূপ অভিমত প্রকাশ করি যে, বাঙ্গলায় চাউলের সমস্যা একটা সাময়িক সমস্যা নহে—এই প্রদেশে জনসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে কিন্তু তদনুপাতে ধানের জমির পরিমাণ বা জমিতে ফলন কিছুই বাড়িতেছে না—এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলায় ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যদি কোন সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘদিনব্যাপী কর্ম্মপন্থা অবলম্বিত না হয়, তাহা হইলে এই প্রদেশে বরাবরই বর্ত্তমানের ন্যায় চাউলের দুর্ভিক্ষ থাকিয়া যাইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়টী একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতেছি।

একথা বোধহয় অনেকেই অবগত আছেন যে, বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা এই প্রদেশের অধিবাসীদের সম্বৎসরের খোরাকী চলে না। বাঙ্গলা সরকারের অর্থনৈতিক তদন্ত বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ এন সি চক্রবর্ত্তী কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলায় চাউলের সমস্যা (The Problem of Bengal's Rice Supply) শীর্ষক যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে এই বিষয়টী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। মিঃ চক্রবর্ত্তী বলেন যে, গত ১৯৩১ সালে বাঙ্গলা দেশের ৫ কোটী ১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ভাত খাইয়া জীবনধারণ করে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল ৪ কোটী ৮০ লক্ষ। উহাদের প্রত্যেকের জন্য বৎসরে গড়পরতায় কিঞ্চিদধিক ৯ মণ ধান্যের (৬ মণ চাউল) প্রয়োজন হয় এরূপ ধরিলে ১৯৩১ সালে বাঙ্গলা দেশের উপরোক্ত ৪ কোটি ৮০ লক্ষ অধিবাসীর খোরাকীর জন্য ৪৬ কোটী ৪৫ লক্ষ মণ ধান্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালের পর প্রত্যেক বৎসরই বাঙ্গলা দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় মিঃ চক্রবর্ত্তীর মতে গত ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলার আনুমানিক ৫ কোটী ৪০ লক্ষ অধিবাসীর খোরাকীর জন্য ৪৮ কোটী ৬০ লক্ষ মণ ধান্যের প্রয়োজন ছিল। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গলায় বীজের জন্য প্রত্যেক বৎসর ১ কোটী ৪০ লক্ষ মণ ধান্যের প্রয়োজন হয়। কাজেই ঐ বৎসরে বাঙ্গলায় ধান্যের মোট প্রয়োজন ছিল ৫০ কোটী মণ। কিন্তু কৃষি বিভাগের হিসাবে দেখা যায় যে, বাঙ্গলায় গড়পরতায় প্রতি বৎসর ৩৬ কোটী ৯০ লক্ষ মণের বেশী ধান্য জন্মে না। সুতরাং গত ১৯৩৮ সালেই বাঙ্গলাদেশে উহার প্রয়োজনীয় ধান্যের তুলনায় ১৩ কোটী ১০ লক্ষ মণ কম ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। মিঃ চক্রবর্ত্তীর এই বরাদ্দের পরে আরও তিন বৎসর কাল অতীত হইয়াছে। এই তিন বৎসরে বাঙ্গলায় ভাত খাইয়া জীবনধারণ করে এরূপ লোকের সংখ্যা অন্ততঃ ১২।১৩ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহাদের জন্য আরও অন্ততঃ ১ কোটী মণ ধান্যের প্রয়োজন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় প্রয়োজনের তুলনায় ১৪ কোটী মণ কম ধান্য উৎপন্ন হইতেছে বলা চলে।

কিন্তু সমস্যার এখানেই শেষ নহে। বাঙ্গলা দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন ধান্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইরূপ অন্যদিকে বাঙ্গলায় ধান্যের ফলন দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। খান বাহাদুর আজিজুল হক তাঁহার প্রণীত 'ম্যান বিহাইণ্ড দি প্লাউ' নামক পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, বাঙ্গলায় গত ১৯০৬-৭ সালে প্রতি একর জমিতে গড়ে ১২৩৪ পাউণ্ড (১৫ মণের কাছাকাছি) ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই স্থলে গত ১৯৩০-৩১ সালে প্রতি একর জমিতে গড়ে ১০০১ পাউণ্ড (১০।০ মণ) ধান্য উৎপন্ন হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে উহা কমিয়া প্রতি একরে উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ৯ মণের কিছু উপর। এই বিবরণ হইতে বাঙ্গলা দেশে ধান চাউলের সমস্যা কি প্রকার শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বাঙ্গলা বর্ত্তমানে ধান চাউলের জন্য ক্রমেই ব্রহ্মদেশের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে। উহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলায় চাউলের মূল্য ক্রমাগত চড়িতেছে। বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ধান্য ও চাউল তদন্ত কমিটীর (Bengal Paddy & Rice Enquiry Committee) রিপোর্টের ২৪ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, গত ১৯৩৩-৩৪ সালে এই প্রদেশে সাধারণ শ্রেণীর প্রতি মণ বালাম চাউলের গড়পরতা মূল্য ছিল ২॥৵০ আনা। উহা ১৯৩৪-৩৫ সালে ৩ টাকায়, ১৯৩৫-৩৬ সালে ৩।০ আনায়, ১৯৩৬-৩৭ সালে ৩॥০ আনায় এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ৩॥৵০ আনায় পরিণত হয়। উহার পরে চাউলের মূল্য কি ভাবে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বাভাবিক সময়েও বাঙ্গলায় বৎসরের পর বৎসর চাউলের মূল্য চড়িতেছিল। উহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইতিমধ্যেই বহুলোক দুই বেলার পরিবর্ত্তে এক বেলা, পেট ভরিবার পরিবর্ত্তে আধ পেটা খাইয়া কোনওরূপে জীবন ধারণ করিতেছে। কিন্তু অবস্থা দিন দিন যে প্রকার জটিল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলার অধিবাসিগণ এক বেলারও অন্ন জুটাইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। যে দেশে খাদ্যাভাব এত বেশী এবং যে দেশে এই সমস্যা দিন দিন অধিকতর জটিল হইয়া উঠিতেছে, সেই দেশের গবর্ণমেন্ট যদি উহার স্থায়ী প্রতিকারব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিপ্লব ও নিজেদের মরণই ডাকিয়া আনিবেন। বাঙ্গলায় এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য ব্যাপক ও দীর্ঘদিনব্যাপী কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করা আশু প্রয়োজন।

বাঙ্গলা সরকার কি উপায়ে চাউলের ব্যাপারে বাঙ্গলাদেশকে স্বাবলম্বী করিতে পারেন ? বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে আবাদযোগ্য জমির অধিকাংশ আবাদী জমিতে পরিণত হইয়াছে। এই প্রদেশে যে জমি আবাদ হইতেছে তাহারও শতকরা ৯০ ভাগ জমিতে ধান্যের চাষ হইতেছে। বাকী ১০ ভাগ জমিতে মাত্র পাট, সরিষা, কলাই, তামাক ইত্যাদির চাষ হইয়া থাকে। এই প্রদেশের অধিবাসিগণকে কাপড়, লবণ, কেরোসিন, তামাক, গৃহনির্ম্মাণের সরঞ্জাম ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য কিছু কিছু জমিতে অবশ্যই পাট জাতীয় অর্থকরী ফসলের চাষ করিতে হইবে। এদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাড়ীঘর,

(৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বঙ্গীয় মহাজনী আইনের সংশোধন

গত বৎসর ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় মহাজনী আইন (The Bengal Money Lenders Act) বলবৎ হওয়ার পর এক বৎসর কালও অতিবাহিত হয় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই উক্ত আইনের বহু গলদ ধরা পড়িয়াছে এবং হাইকোর্টের একাধিক বিচারপতি এই আইনের বিভিন্ন ধারার সম্পর্কে নানাপ্রকার অপ্রিয় মন্তব্য করিয়াছেন। প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকার এজন্য উক্ত আইনের রদবদল করিতে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন।

বাঙ্গলা সরকার মহাজনী আইনের কিভাবে রদবদল করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা উক্ত আইনের সংশোধক বিল প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝা যাইবে না। ইত্যবসরে এই আইন সম্বন্ধে আমাদের অভিমত গবর্ণমেন্ট সকাশে উপস্থিত করিতেছি। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, আমরা এই আইনের মূলনীতির বিরোধী নহি। বর্ত্তমান আইনে সুদের সর্ব্বোচ্চ হার নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াতে এবং মহাজন কোন অবস্থাতেই সুদেআসলে আসলের দ্বিগুণ পরিমিত টাকা আদায়ের অধিকার পাইবে না বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে এদেশের বহু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণভার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে। সেই হিসাবে এই আইনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং আছে—উহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই আইনে অনেক ক্ষেত্রে অনাবশ্যকরূপে মহাজনদের পক্ষে এরূপ বিরক্তিকর বিধান সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং পাওনা টাকা আদায় সম্বন্ধে এরূপ অন্যায় বিধান দেওয়া হইয়াছে, যাহার ফলে বাঙ্গলায় দাদনী কারবার বর্ত্তমানে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। খাতককে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা করা যেরূপ প্রয়োজন, খাতক যাহাতে বিপদের সময়ে টাকা ধার পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও সেইরূপ প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমান আইনে খাতকের সুবিধার দিকে এরূপ অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে, যাহার ফলে দেশে দাদনী কারবার বন্ধ হইয়া খাতকেরই অধিক অনিষ্ট হইতেছে। এই বিষয়টীর প্রতি ইতিপূর্ব্বে আমরা একাধিকবার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি। বর্ত্তমানে দাদনী কারবার বন্ধ হওয়ার জন্য দেশের আবাদী জমি অকৃষকের হাতে চলিয়া যাইতেছে, জনসাধারণের খরচের পরিমাণ কৃত্রিমভাবে সঙ্কুচিত হইবার ফলে মজুর ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে এবং জনসাধারণ আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে হাত দিতে পারিতেছে না। উহার সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়ায় দেশের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই অধিকতর শোচনীয় হইতেছে। গবর্ণমেণ্টই হউক আর জনসাধারণই হউক, কাহারও পক্ষে ঋণ গ্রহণ না করিয়া কোনও বড় রকম জাতিগঠনমূলক বা আয়বৃদ্ধিজনক কাজে হাত দেওয়া সম্ভব নহে। যে দেশে ঋণ পাওয়া যায় না, সেই দেশে কৃষি শিল্প বাণিজ্য কিছুরই উন্নতি হইতে পারে না। বাঙ্গলায় মহাজনগণ ঋণদান না করিলে এই প্রদেশে লক্ষ লক্ষ একর অনাবাদী ও জঙ্গলাকীর্ণ জমি শস্য-শ্যামল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারিত না এবং দেশে জনসাধারণের চেষ্টায় এত বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইত না। বাঙ্গলা সরকার ঋণ না পাইলে বাঙ্গলার কৃষকগণকে কৃষিঋণ দিয়া সাহায্য করিতে পারিতেন না। ভারত সরকার যদি ঋণ না পাইতেন তাহা হইলে এদেশে রেলপথ, সেচকার্য্য, ডাকবিভাগ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি কিছুরই প্রসার হইত না। ব্যবসায়ী সমাজ ঋণ না পাইলে দেশে আজ এত কলকারখানা স্থাপিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তির অন্নসংস্থানের পথ হইত না। বাঙ্গলায় কৃষক, ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত সমাজ, জমিদার সকলেরই ঋণের প্রয়োজন আছে এবং মহাজনী আইনের ফলে বাঙ্গলায় মহাজনী কারবার উঠিয়া যাওয়াতে সকলেরই ক্ষতি হইতেছে।

সুতরাং মহাজনগণ যাহাতে খাতকের সর্ব্বনাশ সাধন না করিতে পারে, তদ্রূপ ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া মহাজনী আইনের যে সব ধারার অনাবশ্যক কঠোরতার জন্য মহাজনগণ দাদনী ব্যবসা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সব ধারার সংশোধন করাই বাঙ্গলা সরকারের কর্ত্তব্য হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা বিশেষভাবে উক্ত আইনের ২৫, ২৭, ৩০, ৩৪ ও ৩৫ —এই কয়টী ধারার কথা উল্লেখ করিতে পারি। উক্ত আইনের ২৫ ধারায় প্রতি বৎসর খাতককে তাহার নিকট পাওনা টাকা সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট ফরমে একটী বিবরণ দেওয়া প্রত্যেক মহাজনের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং ২৭ ধারায় বলা হইয়াছে যে, মহাজন যদি এই বিধানের ব্যতিক্রম করে তাহা হইলে সে প্রদত্ত টাকার সুদ বা খরচা ডিক্রী পাইবে না। এই বিধান অত্যধিক কঠোর বলিয়াই মনে হয়। মহাজন যাহাতে খাতকের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারে তজ্জন্য টাকা দাদন করার সময়ে খাতককে প্রদত্ত টাকা ও সুদের বিবরণ সহ একটী বিবৃতি দেওয়া তাহার পক্ষে বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে। কিন্তু খাতক না চাহিলেও মহাজনকে বৎসর বৎসর একটী বিবৃতি দিতে হইবে এবং এই বিবৃতি না দিলেই সে সুদ ও মামলার খরচা ডিক্রী পাইবে না, উহার কোন অর্থই হয় না।

প্রচলিত আইনের ৩০ ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন মহাজন সুদে-আসলে আসলের দ্বিগুণ পরিমাণ বেশী টাকা আদায় করিতে পারিবে না। উহার যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু টাকার বাজারের অবস্থা নির্ব্বিশেষে সব সময়েই সুদের সর্ব্বোচ্চ হার রেহানী খতে শতকরা বার্ষিক ৮ টাকা এবং রেহানী ভিন্ন অন্য খতে শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা হইবে বলিয়া এই ধারায় যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন যৌক্তিকতাই নাই। টাকার বাজারের অবস্থা অনুযায়ী সুদের এই হারে তারতম্য হওয়া আবশ্যক। নচেৎ যে সময়ে মহাজন কোম্পানার কাগজে বা কলকারখানার শেয়ারে টাকা খাটাইয়া শতকরা বার্ষিক ৬।৭ টাকা সুদ আদায় করিতে সমর্থ হইবে, সেই সময়ে সে কখনও ৮।১০ টাকা সুদে সাধারণের মধ্যে টাকা দাদন করিতে অগ্রসর হইবে না। প্রচলিত আইনের ৩৪ ধারায় ডিক্রীর টাকা আদায়ের জন্য আদালতকে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কিস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ৩৫ ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন খাতক যদি কোন কিস্তির টাকা না দেয় তাহা হইলে মহাজন খাতকের সম্পত্তি হইতে মাত্র কিস্তির টাকার সমপরিমাণ মূল্যের সম্পত্তি নীলাম করাইতে পারিবে। এই নীলাম যদি কিস্তির টাকার সমপরিমাণ মূল্যে ডাক না হয় তাহা হইলে তজ্জন্য মহাজনের ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থা নাই। অধিকন্তু কিস্তি খেলাপ করিলে খাতকের সম্পত্তি নীলাম সম্বন্ধে অনেক বিধি নিষেধ সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই সব বিরক্তিকর ও ক্ষতিজনক ব্যবস্থার

(৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৃষিবহির্ভূত জমিতে প্রজার স্বত্বাধিকার

বাঙ্গলাদেশে ভূম্যধিকারীকে খাজানা দিবার সর্ত্তে কৃষিকার্য্যের জন্য যে জমি ব্যবহৃত হয় তাহাতে কৃষকদের স্বত্ব-স্বামিত্ব বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে সুনির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই আইনে কৃষককে কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত জমি ইচ্ছামত পুরুষানুক্রমে ভোগদখল ও দান বিক্রয় করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ভূম্যধিকারীকে খামখেয়ালীভাবে জমির খাজানা ধার্য্য ও বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, জমিতে পুষ্করিণী খনন ইমারত নির্ম্মাণ জমির উপরিস্থিত বৃক্ষ কর্ত্তন ইত্যাদি ব্যাপারে প্রজার উপর যে বিধিনিষেধ ছিল তাহা অপসৃত হইয়াছে, জমি হস্তান্তর কালে যে নজরানা ও অগ্রক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং প্রজার নিকট হইতে কোনও প্রকার আবওয়াব গ্রহণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত জমির দখিলকার প্রজাকে এই সমস্ত অধিকার দেওয়া হইলেও এবং মৌরসী মোকররী স্বত্বে জমির উপর বসবাসকারী প্রজাকে তাহার বাসস্থান সম্পর্কে অনুরূপ অধিকার দেওয়া হইলেও এই প্রদেশে নির্দ্দিষ্ট খাজানা দিবার সর্ত্তে সহর, বাজার ও পল্লী অঞ্চলে বসবাস, ব্যবসাকার্য্য পরিচালনা, কলকারখানা স্থাপন, মাছ ধরা এবং অন্যান্য কৃষিবহির্ভূত কাজের জন্য যে জমি ব্যবহৃত হয় তাহাতে অবস্থিত প্রজার স্বত্বাধিকার কোন আইন দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট নাই। এজন্য ভূম্যধিকারী এই সব জমির জন্য ইচ্ছামত নজরানা গ্রহণ ও খাজনা ধার্য্য ও বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং প্রজাকে যে কোন সময়ে জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন। জমিতে বসবাস ও ব্যবসাদির জন্য ইমারত নির্ম্মাণ, কূপ খনন ইত্যাদিতেও প্রজার কোন অধিকার নাই। এই ধরণের জমি হস্তান্তরিত হইলে নূতন প্রজাকে জমিতে ভোগ দখলের অধিকার দেওয়াও ভূম্যধিকারীর ইচ্ছাধীন। এই সব কারণে বর্ত্তমানে সহর, বাজার ও পল্লী অঞ্চলে বসবাস, ব্যবসা পরিচালনা এবং কলকারখানা স্থাপনের জন্য জমি সংগ্রহ একটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকন্তু জমির উপর অধিকারে অনিশ্চয়তার জন্য অনেকেই সাহস করিয়া জমির উপর ইমারত ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে সাহস পাইতেছেন না। এজন্য সহরগুলির উন্নতি এবং দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গলা সরকার এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য গত ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে মিঃ ই এন ব্লাণ্ডি আই সি এসকে সভাপতি করতঃ অন্য ১৪ জন সদস্যসহ "কৃষিবহির্ভূত জমির প্রজাদের অধিকার সম্বন্ধে তদন্ত এবং ভূম্যধিকারী যাহাতে ইচ্ছামত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে না পারে" তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য একটী কমিটী (Non-Agricultural Land Enquiry Committee) গঠন করেন। সম্প্রতি এই কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত কমিটী কৃষিবহির্ভূত জমির (Non-Agricultural Land) যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কমিটীর মতে আদতে যে উদ্দেশ্যেই জমি ইজারা দেওয়া হউক না কেন, ঐ জমি যদি বর্ত্তমানে কৃষিকার্য্য ও উদ্যানের জন্য ব্যবহৃত না হয় তাহা হইলে উহা এবং যে জমি কৃষিকার্য্য ও উদ্যানের কাজ ব্যতীত অন্য কাজের জন্য ইজারা লওয়া হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমানে যে কাজের জন্যই ব্যবহৃত হউক না কেন তাহা কৃষিবহির্ভূত জমি বলিয়া গণ্য হইবে। তবে বাসগৃহের জন্য ব্যবহৃত যে জমিতে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১৮২ ধারা প্রযোজ্য এবং দার্জ্জিলিং জলপাইগুড়ি ও চট্টগ্রাম জেলার যে সমস্ত জমিতে চায়ের আবাদ ও চা প্রস্তুত হয় তাহা কৃষিবহির্ভূত জমি বলিয়া গণ্য হইবে না। কমিটী তাঁহাদের দ্বারা নির্দ্ধারিত 'কৃষিবহির্ভূত জমিকে' নিম্নলিখিত ৪টী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা (১) বসবাসের জন্য ব্যবহৃত জমি (২) ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত জমি (৩) কলকারখানা স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত জমি এবং (৪) উপরোক্ত ৩ শ্রেণীর কাজ ছাড়া অন্য কৃষিবহির্ভূত কাজে ব্যবহৃত জমি। এই ৪ শ্রেণীর জমির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর জমি সম্বন্ধে কমিটী শ্রেণীভেদে এরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, (ক) উক্ত জমি লিখিত চুক্তিমূলেই হউক আর চুক্তি না করিয়াই হউক যদি এক বৎসরের অনধিককাল প্রজার দখলে থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উহাতে প্রচলিত ব্যবস্থাই বলবৎ থাকিবে। (খ) এই জমি যদি কোনও চুক্তি না থাকা সত্ত্বেও ১৮৮২ সালের পূর্ব্ব হইতে প্রজার দখলে থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উহাতে প্রজা ওয়ারিশানক্রমে চিরস্থায়ী দখিলকার হইবে এবং প্রজা এই স্বত্ব অবাধে বিক্রয় করিবার অধিকারী হইবে। (গ) এই জমি কোনও চুক্তি না করিয়াও ১৮৮২ সালের পরবর্ত্তীকালে যদি প্রজার দখলে আসিয়া এক বৎসরের অধিক কাল তাহা বলবৎ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাতেও প্রজা ওয়ারিশানক্রমে চিরস্থায়ী দখিলকার হইবে। তবে এই শ্রেণীর জমি দান বা বিক্রয়সূত্রে হস্তান্তরিত হইলে ঐ সময়ে ভূম্যধিকারী ন্যায্যমত নজরানা পাইবেন এবং জমির কোন অংশীদার থাকিলে তাঁহারা ও জমির আশে পাশের জমির মালিকগণ উহা অগ্রক্রয়ের অধিকার পাইবেন। এই শ্রেণীর জমির দখিলকারগণ যদি জমি বসবাস ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করেন তাহা হইলে ভূম্যধিকারী তাঁহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন (ঘ) এই শ্রেণীর যে জমি লিখিত চুক্তিমূল্যে এক বৎসরের অধিক-কাল যাবৎ প্রজার দখলে রহিয়াছে অথবা চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পরেও যে জমি প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে ভোগ করিতেছে তাহাতেও প্রজার ওয়ারিশানক্রমে স্থায়ী অধিকার বর্ত্তিবে। তবে এই জমি হস্তান্তর কালে উপরোক্ত "গ" ধারায় উল্লিখিত জমির উপর প্রযোজ্য সর্ত্ত উহাতেও বলবৎ হইবে। (ঙ) এই শ্রেণীর যে জমিতে প্রজা লিখিত চুক্তি অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোগদখলকার আছে তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তাহাতে প্রজার ওয়ারিশানক্রমে স্থায়ী অধিকার বর্ত্তিবে। তবে উহা হস্তান্তরিত হইলে এই জমির জন্য আদালত যে পরিমাণ নজরানা সাব্যস্ত করিয়া দিবেন তাহা নূতন প্রজাকে প্রদান করিতে হইবে। এই জমি যদি অভীপ্সিত উদ্দেশ্য অর্থাৎ বসবাস ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী উহা হইতে প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন।

ব্যবসায়ের জন্য যে জমি ব্যবহৃত হইতেছে তৎসম্বন্ধে কমিটীর নির্দ্দেশ এইরূপ—(ক) যে জমি কোন লিখিত চুক্তি ব্যতিরেকে ১৮৮২ সালের পূর্ব্ব হইতে ব্যবসায়ী দখল করিতেছে তাহাতে তাহার ওয়ারিশানক্রমে স্থায়ী অধিকার বর্ত্তিবে এবং সে উহা ইচ্ছামত দান

বিক্রয় করিতে পারিবে। ভূম্যধিকারী এই জমি হস্তান্তর কালে আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে উহা অগ্রক্রয়ের অধিকার পাইবেন। এই শ্রেণীর জমি যদি ব্যবসায় ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে উহা হইতে ভূম্যধিকারী প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। (খ) এই শ্রেণীর যে জমি কোন লিখিত চুক্তি ছাড়া ১৮৮২ সালের পরবর্ত্তী কালে ব্যবসায়ীর দখলে আসিয়াছে তাহাতেও উপরোক্ত 'ক' ধারার ব্যবস্থা বলবৎ হইবে। (গ) যে জমি লিখিত চুক্তিমূলে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রজাকে ভোগ দখল করিতে দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও উপরোক্ত 'ক' ধারার বিধান বলবৎ হইবে। (ঘ) যে জমি লিখিত চুক্তিমূলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পত্তন দেওয়া হইয়াছে তাহাতে চুক্তির মেয়াদ বলবৎ থাকা পর্য্যন্ত উপরোক্ত 'ক' ধারার বিধান বলবৎ থাকিবে। চুক্তির মেয়াদঅন্তে উহার দখিলকার আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য ন্যায্য সর্ত্তে পুনঃ পুনঃ (in successive renewals) উহা ভোগ-দখল করিবার অধিকার পাইবে। উহাই ব্যবসায়ের জন্য পত্তনীকৃত জমি সম্বন্ধে কমিটীর সুপারীশ। কলকারখানা স্থাপনের জন্য যে জমি পত্তন লওয়া হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কমিটী ঐরূপ ব্যবসায়ের জন্য পত্তনীকৃত জমির অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারীশ করিয়াছেন। বসবাস, ব্যবসায় এবং কলকারখানা স্থাপন ছাড়া অন্যান্য ভাবে কৃষি-বহির্ভূত কাজে ব্যবহৃত জমির মধ্যে জলমহাল সম্বন্ধে কমিটী কোন সুপারিশ করেন নাই। কারণ এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট একটী পৃথক আইন প্রণয়ন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। জলমহাল ছাড়া অন্যান্য জমি সম্বন্ধে ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত জমির অনুরূপ ব্যবস্থা হউক—উহাই কমিটীর অভিমত। কমিটীর আরও অভিমত এই যে, কৃষি-বহির্ভূত যে জমিতে প্রজা ওয়ারিশানক্রমে স্থায়ী অধিকার পাইবে সেই জমিতে ইচ্ছামত বাসগৃহ নির্ম্মাণ, পুকুর খনন এবং জমির উপরিস্থিত বৃক্ষ কর্ত্তন সম্বন্ধে প্রজার অবাধ অধিকার জন্মিবে। তবে কমিটী এরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, কোন প্রজা তাহাদের (কমিটীর) নির্দ্দেশ অনুযায়ী অধিকার পাওয়ার পর সে যদি তাহার অধিকৃত জমি অন্য কাহাকেও পত্তন (Sub-lease) দেয়, তবে সে আপনা হইতে জমির উপর সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

কমিটীর এই সমস্ত সুপারীশ সম্বন্ধে উহার অনেক সদস্য ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছেন। খান সাহেব হামিদুদ্দীন আহম্মদ, মৌলবী আবদুল লতিফ বিশ্বাস ও মৌলবী মফিজুদ্দীন আহম্মদ এরূপ ভিন্ন মত দিয়াছেন যে, ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত 'ঘ' শ্রেণীর জমির দখল সম্বন্ধে মেয়াদ শেষ হইলে এই শ্রেণীর যে জমি সেলামী দিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহাতে উহার দখিলকারকে ন্যায্যমত নজর সেলামী লইয়া চিরস্থায়ী অধিকার দেওয়া হউক। মৌলবী মফিরুদ্দীন আহম্মদ এরূপ বলেন যে, বসবাসের জন্য গৃহীত 'ঙ' শ্রেণীর এবং ব্যবসায়ের জন্য গৃহীত 'ঘ' শ্রেণীর জমির পত্তনের মেয়াদ শেষ হইলে প্রজাকে ন্যায্যমত নজর দিয়া উহা পুনরায় পত্তন লওয়ার মাত্র অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার মতে উক্ত ব্যবস্থায় এই শ্রেণীর জমির উপর প্রজার অধিকার চিরদিন অনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া যাইবে এবং উহাদিগকে চিরদিন ভূম্যধিকারীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এই অবস্থায় এরূপ ব্যবস্থা হউক, যাহাতে কোন প্রজা এই শ্রেণীর জমিতে দশ বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত দখিলকার থাকিলে তাহাকে ওয়ারিশানক্রমে স্থায়ী ও হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব দেওয়া হইবে। খান বাহাদুর মহম্মদ ইব্রাহিম বলেন যে, ভূম্যধিকারিগণ বরাবর উচ্চহারে সেলামী আদায় করিয়া আসিয়াছেন—কাজেই এখন উহাদিগকে আর সেলামী দেওয়ার ব্যবস্থা করিবার কোন হেতু নাই। তিনি প্রতিবেশীকে অগ্রক্রয়ের অধিকার দেওয়ারও বিরোধী। তিনি আরও বলেন যে, কোন প্রজা যদি এরূপ কোন ভাবে তাহার দখলীকৃত জমি ব্যবহার করে, যাহাতে যে উদ্দেশ্যে এই জমি পত্তন দেওয়া হইয়াছে ভবিষ্যতে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার পক্ষে উহাতে বাধা না জন্মে তাহা হইলে ঐ প্রজাকে উচ্ছেদ করা হইবে না। ময়মনসিংহের মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী উক্ত রিপোর্টের মূল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটী সুদীর্ঘ রিপোর্ট দিয়াছেন। প্রথমতঃ কমিটী যে ভাবে কৃষিবহির্ভূত জমির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি সেইভাবে উহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশে প্রস্তুত নহেন। দ্বিতীয়তঃ কমিটীর আলোচ্য বিষয় ছিল, প্রজা যাহাতে জমি হইতে খামখেয়ালীভাবে উচ্ছেদ না হইতে পারে। এই অবস্থায় কমিটী প্রজাকে ওয়ারিশানক্রমে স্থায়ী অধিকার দেওয়া এবং জমি হস্তান্তর করা সম্পর্কে যে সমস্ত অধিকার দিবার সুপারিশ করিয়াছেন তাহা তিনি অবান্তর বলিয়া মনে করেন। তাঁহার প্রধান সুপারীশ এই যে, কোন জমিতে প্রজা যদি ২০ বৎসরের অধিককাল দখিলকার থাকিয়া থাকে, এই জমি যদি ভূম্যধিকারীর নিজের বা তাহার পরিবারের জন্য প্রয়োজন না হয়, এই জমির উপর প্রজাকে স্থায়ী অধিকার দিলে যদি ভূম্যধিকারীর সম্পত্তির বিলিব্যবস্থায় ব্যাঘাত না ঘটে এবং প্রজা যদি বারম্বার খাজনা বাকী না রাখে, তাহা হইলেই ভূম্যধিকারী নির্দ্দিষ্ট সেলামী লইয়া নির্দ্দিষ্ট খাজনায় এই জমিতে প্রজাকে স্থায়ীভাবে অধিকার প্রদান করিবেন।

আমাদের মনে হয় যে, কমিটীর মূল সুপারীশ সম্বন্ধে যে সমস্ত ভিন্নমত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রজার উপর এবং কতকগুলি ভূম্যধিকারীর উপর পক্ষপাতদুষ্ট। কৃষি-বহির্ভূত জমিতে প্রজার সুনির্দ্দিষ্ট অধিকার না থাকার জন্য এদেশে সহর-সমূহের উন্নতি এবং ব্যবসা ও শিল্পের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে—উহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বর্ত্তমানে সহর, বাজার ও পল্লীঅঞ্চলের জমি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হস্তগত—অথচ সহরে, বাজারে ও পল্লীতে বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য বহুব্যক্তির পক্ষে জমি অত্যাবশ্যক। এই অবস্থায় প্রচলিত আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই শ্রেণীর জমিতে প্রজাগণকে স্থায়ী অধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বহু ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিয়া অল্প সংখ্যক ব্যক্তির একাধিপত্য বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। সেই হিসাবে কমিটীর মূল সিদ্ধান্তগুলি আমরা মোটামুটিভাবে সমর্থন করি। তবে এইসব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কমিটীর সভাপতি মিঃ ব্রাণ্ডি এবং সেক্রেটারী মিঃ গুপ্ত যে ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয়। মিঃ ব্রাণ্ডি এবং মিঃ গুপ্ত বলেন যে, বাসগৃহের জন্য লিখিত চুক্তিপত্র ব্যতিরেকে সংগৃহীত জমি (উপরি লিখিত গ ও ঘ শ্রেণীর জমি) এক বৎসরের অধিককাল সময় প্রজার দখলে থাকিলেই যদি প্রজাকে ওয়ারিশান-ক্রমে স্থায়ী অধিকার দেওয়া হয় এবং সর্ব্বাধীনভাবে তাহাকে যদি এই জমি হস্তান্তরের অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাতে বর্ত্তমানে যাহারা এই শ্রেণীর প্রজা রহিয়াছে তাহাদের সুবিধা হইবে বটে—কিন্তু এই ব্যবস্থা বলবৎ হইলে ভবিষ্যতে আর কেহ বসবাসের জন্য এইভাবে জমি পত্তন পাইবে না। এরূপ অবস্থায় এই শ্রেণীর জমি দ্বাদশ বৎসরের অধিককাল প্রজার দখলে না থাকিলে তাহাকে স্থায়ী অধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে না। বসবাসের জন্য ব্যবহৃত 'ঙ' শ্রেণীর জমির দখিলকারগণকে চুক্তির মেয়াদঅন্তে জমিতে ওয়ারিশানক্রমে স্থায়ী ও হস্তান্তরযোগ্য অধিকার দেওয়ার বিষয়ে

যে সুপারীশ করা হইয়াছে মিঃ ব্লাণ্ডি ও মিঃ গুপ্ত তাহাও সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে, ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত 'ঘ' শ্রেণীর জমির প্রজাগণকে চুক্তির মেয়াদঅন্তে পুনঃ পুনঃ পত্তন লইবার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে এই শ্রেণীর জমির প্রজাগণকেও তদনুরূপ অধিকার দেওয়া হউক। মিঃ ব্লাণ্ডি এবং মিঃ গুপ্তের এইসব যুক্তি ও অভিমত আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। তাঁহাদের এই সুপারীশসহ যদি কমিটীর মূল সুপারীশগুলি আইনে পরিণত হয় তাহা হইলে বর্ত্তমানে সহর, বাজার ও পল্লীঅঞ্চলে বসবাস, ব্যবসা-কার্য্য ও কলকারখানা স্থাপনে যে অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এজন্য সহরগুলির উন্নতি ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে যে ব্যাঘাত জন্মিতেছে তাহার প্রতিকার হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

(বাঙ্গলায় ধান চাউলের সমস্যা)

স্কুল, খেলার মাঠ, রাস্তাঘাট ইত্যাদির প্রয়োজনে ক্রমেই অধিক পরিমাণে আবাদী জমি অনাবাদী জমিতে পরিণত হইবে। সুতরাং শত চেষ্টা করিলেও বাঙ্গলায় ধানের জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপে বর্দ্ধিত করা সম্ভবপর নহে। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলায় ধানের জমিতে ফলন বৃদ্ধি করিবার জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা করা ছাড়া বর্ত্তমানে গত্যন্তর নাই। স্পেনে প্রতি একর জমিতে গড়পরতায় ৫৫৪২ পাউণ্ড, ইটালীতে ৪৭৯৩ পাউণ্ড, মিশরে ৩১৭৯ পাউণ্ড এবং জাপানে ২৯৮৮ পাউণ্ড (ধান্য ও চাউল তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট ৭১ পৃঃ) ধান্য জন্মে। কিন্তু বাঙ্গলায় প্রতি একরে গড়ে ৭৬৫ পাউণ্ডের অধিক ধান্য উৎপন্ন হয় না। বাঙ্গলাদেশে ধান্যের ফলন বর্ত্তমানের তুলনায় ৫।৬ গুণ বর্দ্ধিত না হউক, উহা অন্ততঃ যদি দেড়গুণও (শতকরা ৫০ ভাগ) করা যায় তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিগণ ছ'বেলা পেট ভরিয়া খাইয়াও প্রত্যেক বৎসর বাঙ্গলার বাহিরে চাউল রপ্তানী করিয়া অর্থাগম করিতে সমর্থ হইবে।

বাঙ্গলায় কি ভাবে ধান্যের ফলন বৃদ্ধি করা যায়, তাহার এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেচকার্য্য, ফসলের ক্ষতি নিবারণ, উৎকৃষ্টতর বীজের ব্যবস্থা, জমিতে সার প্রয়োগ ইত্যাদি বহুবিদিত পন্থার কথা সকলেই এক নিশ্বাসে বলিয়া দিতে পারেন। পথ জানাই আছে; কিন্তু কাজ করিবার কেহ নাই। বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রিত্ব গ্রহণকালে দেশবাসীর 'ডালভাতের' সমস্যার সমাধান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁহার মন্ত্রিত্বের আমলেই বাঙ্গলায় ভাতের সমস্যা একটা জীবনমরণ সমস্যা-রূপে দেখা দিয়াছে। তিনি যদি উহার সমাধানের জন্য কিছুমাত্র আগ্রহান্বিত হন তাহা হইলে বাঙ্গলাদেশকে কিভাবে ধান চাউলের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করা যায় তদ্বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য অবিলম্বে তাঁহাকে একটী বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে তিনি যে ধান চাউল তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছিলেন তাঁহারা ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী চাউলের উপর শুল্ক বসাইবার পরামর্শ দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। উহা সমস্যার সমাধান নহে—বরং উহাকে জটিলতর করিবার চেষ্টা মাত্র। এই ধরণের কমিটীর কোন প্রয়োজন নাই। প্রধান মন্ত্রীকে এরূপ একটী কমিটী গঠন করিতে হইবে যাহা একটী পঞ্চবার্ষিকী কি সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনা দ্বারা বাঙ্গলা দেশকে ধান চাউলের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিবার জন্য সুনিশ্চিত পন্থার নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। এই কমিটীর রিপোর্ট ছয় মাসকাল সময়ের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। উক্ত রিপোর্টের প্রস্তাবমত কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে বাঙ্গলা সরকারের সেচবিভাগ, কৃষিবিভাগ, সমবায় বিভাগ, শিল্পবিভাগ ইত্যাদিকে একযোগে কার্য্য করিতে হইবে এবং এজন্য গবর্ণমেণ্টকে এক কি দেড় কোটী টাকার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের সমস্তগুলি বিভাগ যদি একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করে এবং বাঙ্গলা সরকার যদি প্রয়োজনীয় অর্থবিনিয়োগে অগ্রসর হন, তাহা হইলে ৫ বৎসর কালের মধ্যে বাঙ্গলাদেশকে যে ধান চাউলের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা যাইতে পারে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট এরূপ কোন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিবেন—না দেশে বিপ্লব ডাকিয়া আনিবেন ?

(বঙ্গীয় মহাজনী আইনের সংশোধন)

মধ্যে কোন ব্যক্তিই হাতের টাকা দাদন করিতে অগ্রসর হইতে পারে না। বর্ত্তমান আইন সংশোধন করিয়া কিস্তির মেয়াদ সর্ব্বোচ্চে ৫ বৎসর ধার্য্য করিলে এবং কিস্তি খেলাপ হইলে তজ্জন্য মহাজনকে খাতকের সম্পত্তি নীলামের অবাধ অধিকার দিলে বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি ঘটিতে পারে। বর্ত্তমান মহাজনী আইনের ৩৬ ধারায় বহু পূর্ব্বে নিষ্পত্তিকৃত দাদনী টাকার সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচারের যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অবিচারমূলক। এই ধারাটী সম্পূর্ণভাবে বাতিল হওয়া আবশ্যক।

আমাদের মনে হয় যে, মহাজনী আইনের উপরোক্ত ধারাগুলি যদি এইভাবে সংশোধিত হয় তাহা হইলে উভয়কূল রক্ষা পাইবে। উহার ফলে খাতকও প্রয়োজনের সময়ে টাকা পাইবে এবং মহাজনও নিশ্চিন্তমনে টাকা ধার দিতে পারিবে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ব্রহ্ম-ভারত চুক্তির সর্ত্তাবলী

স্থায়ীভাবে বসবাসের অথবা জীবিকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশে ভারতীয়গণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে সম্প্রতি যে চুক্তি হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ এবং তৎসম্পর্কে উভয় দেশের সরকারের মন্তব্য ও ব্যাখ্যা গত ২১শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী ১লা অক্টোবর হইতে এই ব্রহ্ম-ভারত চুক্তি কার্য্যকরী হইবে এবং পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে। এই চুক্তি অনুসারে উপযুক্ত ছাড়পত্র বা পাসপোর্ট ব্যতীত কোন ভারতীয় ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদি কোন ভারতীয় প্রমাণ করিতে পারে যে, ১৯৩২ সালের ১৫ই জুলাই হইতে ৯ বৎসরের মধ্যে ৭ বৎসর কাল সে ব্রহ্মদেশে বাস করিয়াছে তাহা হইলে ভারত ও ব্রহ্মদেশে যাতায়াত সম্পর্কে তাহার অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে। অধিকন্তু ব্যবসা, সম্পত্তি প্রভৃতির মালিকানার ব্যাপারে তাহার অধিকার কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইবে না। যাহারা ব্রহ্মদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাদের ব্রহ্মদেশে স্থায়ী স্বার্থ আছে তাহারা ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মদেশের স্থায়ী বাসিন্দার অধিকার পাইবে। ২১শে জুলাই হইতে সাধারণ ভারতীয় শ্রমিকদের ব্রহ্মদেশে গমন বন্ধ করা হইয়াছে। তবে ব্রহ্ম ও ভারত সরকার পারস্পরিক আলোচনায় যেরূপ স্থির করিবেন সেইরূপ সংখ্যক শ্রমিক ব্রহ্মদেশে যাইতে পারিবে। ব্রহ্ম সরকার ইউরোপীয়, ভারতীয় ও ব্রহ্মদেশবাসীদের লইয়া একটি ইমিগ্রেশন বোর্ড গঠন করিবেন।

ভারতীয়দিগের ব্রহ্মদেশে আগমন ও বসবাস সম্পর্কিত বিষয় বিবেচনার উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম সরকার ১৯৩৯ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে মিঃ জেমস্ ব্যাক্সটারকে নিযুক্ত করিয়াছেন। গত বৎসর অক্টোবর মাসে মিঃ ব্যাক্সটার রিপোর্ট প্রদান করেন। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী ব্রহ্ম সরকার ভারত সরকারের একটি প্রতিনিধিদলকে ব্রহ্মদেশে আমন্ত্রণ করেন। ব্রহ্ম-ভারত চুক্তির সঙ্গে উক্ত ব্যাক্সটার রিপোর্টও গত ২১শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন পরিষদ

গত ২১শে জুলাই তারিখের একটি সরকারী ইস্তাহারে বড়লাটের শাসন সম্প্রসারণ এবং জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠনের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। সম্রাট বড়লাটের শাসন পরিষদের জন্য নিম্নলিখিত পাঁচ জন নূতন সদস্যের নাম অনুমোদন করিয়াছেন :—সরবরাহ সচিব—স্যার হোরমুসজী পি মোদী কে বি ই, এম-এল-এ (কেন্দ্রীয়); প্রচার সচিব—মাননীয় স্যার আকবর হায়দরী, প্রিভি কাউন্সিলর; অসামরিক দেশরক্ষা সচিব—মিঃ ই রাঘবেন্দ্র রাও; শ্রম সচিব—মালিক স্যার ফিরোজ খাঁ নুন কে-সি-আই-ই এবং প্রবাসী ভারতীয় সংক্রান্ত বিভাগের সচিব—মিঃ এম এস আনে এম-এল-এ (কেন্দ্রীয়)। স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ এবং স্যার গিরিজা শঙ্কর বাজপেয়ী তাঁহাদের নূতন পদে যোগ দিলে তাঁহাদের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য সম্রাট নিম্নলিখিত দুই জনের নাম অনুমোদন করিয়াছেন :—আইন সচিব—স্যার সুলতান আমেদ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগীয় সচিব—মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার।

জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ

বড়লাটের সুপারিশ অনুযায়ী একটি জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠনের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন : বৃটিশ ভারত—ডাঃ আম্বেদকর, মৌলবী সৈয়দ স্যার মহম্মদ সাদুল্লা, স্যার মহম্মদ আহম্মদ সৈয়দ খাঁ, কুমার রাজা স্যার মুথিয়া চেট্টিয়ার, দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ, মিঃ মাধব রাও দেশমুখ, লেঃ কর্ণেল স্যার হেনরী গিডনী, স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, খাল্লিকোটের রাজা বাহাদুর, মালিক খুদাবক্স খাঁ, মিঃ যমুনাদাস মেটা, মিঃ জি বি মর্টন, মিঃ বীরেন মুখার্জ্জি, লেঃ সর্দ্দার নৌনেহাল সিংমান, বেগম শা নওয়াজ, স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান, রাও বাহাদুর এম সি রাজা, অধ্যাপক ই, আমেদ শা, খান বাহাদুর আল্লাবক্স, স্যার জ্বালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, মিঃ এ কে ফজলুল হক, স্যার মহম্মদ ওসমান। দেশীয় রাজ্যের সদস্যদের নাম পৃথকভাবে প্রকাশিত হইবে। আগামী মাসে উক্ত জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদের প্রথম অধিবেশন হইবে।

সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার

বাঙ্গলার সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার কর্ণেল জে পি ম্যারিয়ট অবকাশ গ্রহণ করায় তাঁহার স্থলে মিঃ এম পি গান্ধীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

পাঞ্জাব সরকারের বাজেট

পাঞ্জাব সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটে ২৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে পাঞ্জাব সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের আয়-ব্যয়ের যে চূড়ান্ত হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, শুধু রাজস্ব বাবদই পূর্ব্ব বরাদ্দের তুলনায় ৬৬ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। ২৮ লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষের জন্য, ৫ লক্ষ টাকা বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াও ৬৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দে ১১ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা আয় এবং ১২ কোটী ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল এবং সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে ১২ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা আয় এবং ১২ কোটী ৩৯ লক্ষ ব্যয় ধরা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যে চূড়ান্ত হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটে আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইয়াছে ১২ কোটী ২০ লক্ষ টাকা।

ভারতীয় শুল্ক বিভাগের আয়

১৯৪১ সালের জুন মাসে সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং স্থলপথ বাণিজ্যের উপর শুল্ক বাবদ (লবণ শুল্ক বাদ দিয়া) বৃটীশ ভারতে ৩ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। ১৯৪০ সালের জুন মাসে ৩ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা এইরূপ শুল্ক বাবদ আদায় হইয়াছিল। মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি, দেশলাই প্রভৃতি জিনিসের উপর উৎপাদনকর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪১ সালের জুন মাসে ৭৭ লক্ষ টাকা আয় করিয়াছেন; ১৯৪০ সালের জুন মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৬৪ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে জুন— এই তিন মাসে বাণিজ্য শুল্ক এবং উৎপাদন কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার ১২ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা আয় করিয়াছেন; ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা।

কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা

বাংলাদেশে কৃষি বিষয়ে শিক্ষালাভ ও গবেষণা চালাইবার ব্যাপারে কিরূপ সুযোগ সুবিধা আছে এবং উচ্চ ও মাধ্যমিক ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার কোনরূপ ব্যবস্থা আছে কিনা এই সকল বিষয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিবার জন্য বাংলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগ একটী বিশেষ কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই কমিটীর সভ্য হইবেন :—মিঃ ফজলুর রহমান এম্, এল, এ (সভাপতি), অধ্যাপক জে, এন্, মুখার্জ্জি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডাঃ এ, টি, সেন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ডাঃ কুদরত-ই খুদা এবং ঢাকা কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (এই কমিটীর সম্পাদক)।

বাংলা সরকার শস্যবীজ সরবরাহ করিবার এবং কৃষি বিষয়ে গবেষণার জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্র স্থাপন করিবার নিমিত্ত কিরূপ পন্থা অবলম্বন করা যায় তদুদ্দেশ্যে আরও একটী বিশেষ কমিটী গঠন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই কমিটীর সভ্য হইয়াছেন :—মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী এম্, এল, সি (সভাপতি), কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার; দিঘাপাতিয়ার কুমার সনৎ কুমার রায় চৌধুরী, মিঃ জি, মরগ্যান সি, আই, ই, এম্, এল, এ; মিঃ আব্দার রসিদ খান, এম, এল, এ; দৌলতপুর কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং পশ্চিম অঞ্চলের কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার (এই কমিটীর সম্পাদক)।

বাংলার লবণ শিল্প

বাংলা সরকারের শিল্প জরীপ কমিটী বাংলা দেশের লবণ শিল্প সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য এবং এই শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার বিষয় অবগত হইবার উদ্দেশ্যে একটী নির্দ্ধারিত কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাংলা সরকার এই কমিটীকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, বাংলা দেশে লবণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য কি ভাবে সরকারী সাহায্য বিতরণ করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধেও যেন উক্ত কমিটী অনুসন্ধান করেন।

বরোদা রাজ্যের বাণিজ্য বিভাগ

বরোদা রাজ্যের বাণিজ্য বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে এই রাজ্যের অন্তর্গত ওখা বন্দরে ৯ শত ৮৩ খানি উপকূলগামী এবং সমুদ্রগামী জাহাজ উক্ত বন্দরে আসাযাওয়া করিয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ যাতায়াতকারী জাহাজের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫৭ খানি। আলোচ্য বৎসরে ওখা বন্দরের মারফতে বরোদা রাজ্যে ৮৪ হাজার ৪ শত ৫৫ টন মাল আমদানী হইয়াছিল এবং ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৯ শত ৫৩ টন মাল বরোদা রাজ্য হইতে বাহিরে রপ্তানী হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৫ হাজার ৫ শত ৪৬ টন এবং ১ লক্ষ ৯ হাজার ৬ শত ৩৬ টন। আলোচ্য বৎসরে ওখা বন্দরের রাজস্ব বাবদ ৩ কোটী ১৭ লক্ষ ১ শত ৩৩ টাকা আয় হইয়াছিল এবং এই বন্দরের কার্য্যপরিচালনার জন্য ব্যয় হইয়াছিল ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ১ শত ১৫ টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালে বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন বৈদ্যুতিক কারখানাসমূহ হইতে ৫৫ লক্ষ ৭ হাজার ৩ শত ১২ ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছিল—ইহার মধ্যে ২৯ লক্ষ ৬২ হাজার ৩ শত ৭২ ইউনিট আলোর জন্য, ২৪ লক্ষ ১০ হাজার ১ শত ইউনিট শিল্প কার্য্যে এবং ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪ শত ৩০ ইউনিট কৃষিকার্য্যের জন্য খরচ হইয়াছিল।



তিব্বত হইতে ভারতে সোহাগা আমদানী

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর তিব্বত হইতে প্রায় ৬ হাজার হইতে ৭ হাজার হন্দর (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ সাড়ে চৌদ্দ সের) অপরিশোধিত সোহাগা আমদানী হইয়া থাকে। এইরূপ অপরিশোধিত সোহাগা হইতে প্রায় ৫ হাজার হইতে ৬ হাজার হন্দর পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ সোহাগা প্রস্তুত করা যায়।

চীনদেশে তূলা উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪০ সালে চীন দেশে (মাঞ্চুরিয়া ধরিয়া) ২০ লক্ষ ৩০ হাজার বেল (পাঁচ শত পাউণ্ডে এক বেল) তূলা উৎপন্ন হইয়াছে। চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে চীনে গড়ে বৎসরে ৩০ লক্ষ বেল তূলা উৎপন্ন হইত। ১৯৩৬ সালে ৩০ লক্ষ ৭০ হাজার বেল তূলা চীন দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল।

কাছাড় ও শ্রীহট্টে অন্নকষ্ট

সুরমা উপত্যকায় বন্যার ফলে শ্রীহট্টে অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আনয়নের উদ্দেশ্যে জাহাজ সংস্থানের জন্য আসাম সরকার ভারত সরকারকে অনুরোধ করিবেন বলিয়া প্রকাশ। এই মর্ম্মে এক প্রেস নোট প্রকাশ করা হইয়াছে যে, আসাম হইতে রপ্তানী বন্ধ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বহু লোক অনুরোধ জানাইতেছেন; কিন্তু এই দুইটি প্রশ্নের সহিত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা বিজড়িত। অধিকন্তু, উক্ত পরিকল্পনা ভারত সরকারের সম্মতিসাপেক্ষ। কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার বন্যা সম্পর্কে সরকার বীজ সংগ্রহের জন্য ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫ শত টাকা ঋণ এবং ৯৫ হাজার টাকা খয়রাতী দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও টাকার প্রয়োজন হইবে। এই উদ্দেশ্যে সাহায্য কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলায় অনাবাদী জমি নীলাম জানুয়ারী পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

আমেরিকার শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস

নাগরিকদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ লিও হেণ্ডারসন মোটর গাড়ী, রেফ্রিজারেটার, বাস-গৃহ ও লণ্ড্রির সরঞ্জামাদি নির্ম্মাণ শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিবার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। অন্যান্য শিল্প সম্পর্কেও এইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় আগামী তিন মাসে প্রথমতঃ শতকরা ২০ ভাগ মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ হ্রাস করা হইবে। ইস্পাত, নিকেল, রবার প্রভৃতি কাঁচা মালের অভাবের জন্যই এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের এজেণ্ট জেনারেল

সিমলা হইতে একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের পক্ষে এজেণ্ট জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। যুদ্ধের বিশেষ জরুরী অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টও ভারতের জন্য একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহার নাম পরে প্রকাশিত হইবে। স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী শরৎ কালের প্রথমভাগে তাঁহার নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

রুশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে হীরক ও প্ল্যাটিনাম বিনিময়

সম্প্রতি গ্রেট বৃটেন ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে হীরক ও প্ল্যাটিনাম বিনিময় হইয়াছে। হীরকগুলি সোভিয়েট রুশিয়ার শিল্প কারখানার উদ্দেশ্যে বৃটেন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে এবং গ্রেট বৃটেনে বোমা ও গোলা প্রস্তুতের জন্য রুশিয়া প্ল্যাটিনাম প্রেরণ করিয়াছে। বিমানপোতের সাহায্যে এই বহু মূল্য পণ্যসম্ভারের বিনিময় হইয়াছে। প্রকাশ, এমন মূল্যবান বস্তুসম্ভার আর কোন যানবাহন কখনও বহন করে নাই।

মহাযুদ্ধে ভারতের শিল্প বিস্তার

সম্প্রতি স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খান কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক বেতার বক্তৃতায় প্রকাশ, বর্ত্তমানে ভারতের ২৫০টি বে-সরকারী ব্যবসায়ী কারখানা ও ২৩ টি রেলওয়ে কারখানা ভারতীয় সামরিক কারখানাগুলির সহিত সহযোগিতা করিতেছে। এই সকল কারখানায় বর্ত্তমানে ৭ শত প্রকারের সামরিক প্রয়োজনের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। ৫৪ টি কোম্পানী কলকারখানার জিনিষ তৈয়ার করিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতিই বিদেশ হইতে আমদানী হইত। যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে যে সকল কল-কব্জা দরকার এবং যেরূপ বিশেষজ্ঞ দরকার ভারতে তাহার কোনটাই নাই। তথাপি ৫৪ টি কোম্পানীকে নানাবিধ যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে এবং বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। ভারতের একটি কোম্পানী ৩৪ হাজার ৪ শত মাইল তামার বৈদ্যুতিক তার ও ১৬ হাজার মাইল টেলিফোনের তার প্রস্তুত করিতেছে। রেলওয়ে লাইন ও মালগাড়ী প্রভৃতিও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নির্ম্মিত হইতেছে।

আসামের চা-বাগান অঞ্চলসমূহের জনসংখ্যা

১৯৪১ সালের আদম-সুমারী অনুসারে আসামের চা-বাগান অঞ্চলসমূহের (খনি অঞ্চলগুলি সহ) অধিবাসীদের মোট সংখ্যা ১১ লক্ষ ৩৪ হাজার জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৬ লক্ষ ৬ শত ৫৩ জন এবং স্ত্রীলোক ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩ শত ৮১ জন।

আসামে স্ত্রীলোকের সংখ্যা হ্রাস

আসামের ১৯৪১ সালের আদমসুমারীর বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে জানা যায়, আসামে স্ত্রীলোকের সংখ্যা গত দশ বৎসরে হ্রাস পাইয়াছে। ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া যে সব সম্প্রদায় গঠিত, বিশেষ করিয়া তাহাদের মধ্যেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা এবার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

তপশিলভুক্ত জাতিদের বাদ দিলে হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার অপেক্ষা ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯ শত ৩০ জন কম। কিন্তু তপশিলভুক্ত জাতিদের মধ্যে স্ত্রীলোক পুরুষের অপেক্ষা ৪২ হাজার ১ শত ৮ জন কম। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪ শত ৫৫ জন কম। খৃষ্টানদের মধ্যেও স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষ ২ হাজার ৫শত ৮২ জন বেশী। আসামের পল্লী অঞ্চলের জনসংখ্যা ৯৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ২ শত ৩ জন এবং সহর অঞ্চলের অধিবাসীদের সংখ্যা ৪০ লক্ষ ৫ হাজার ৩ শত ২৮ জন। আসামে যাযাবর বা ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়ের মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২১ হাজার ৪ শত ৭৮ জন।

ব্রাজিলে কাফির চাষ

১৯৪০-৪১ সালে ব্রাজিলে ২ কোটি ৮ লক্ষ ৫০ হাজার বস্তা কাফি উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

কানাডায় কয়লা উত্তোলন

১৯৪০ সালের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে কানাডায় ৩৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬ শত ৫১ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। এইরূপ কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের অনুরূপ সময়ের উত্তোলিত কয়লার তুলনায় শতকরা ৬ ভাগ বেশী দাঁড়াইয়াছে। কানাডার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশের কয়লার খনি হইতে ১৯৪০ সালের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে যে পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল :— নোভাস্কসিয়া ১৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫ শত ৪২ টন, এলবার্টা ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮ শত ৬১ টন, বৃটিশ কলম্বিয়া ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩ শত ৭৩ টন, স্যাসকাট-চিওয়ান ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত ৩২ টন এবং নিউ ব্রান্সউইক ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৪ শত ৩৩ টন। ১৯৪০ সালের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ৬৯ লক্ষ ২২ হাজার ৩ শত ৩১ টন কয়লা কানাডায় আমদানী হইয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গ্রেট বৃটেনের জন্য তূলা ও তামাক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইজারা এবং ঋণদান বিল পাশ হইবার পর এই আইনের একটী বিধান মতে জার্ম্মান আক্রমণে গ্রেট বৃটেনের যে সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের সাহায্যের জন্য ৭৫ হাজার বেল তূলা, ৩ কোটী পাউণ্ড তামাক এবং ২৫ লক্ষ ৪৪ হাজার বুসেল (এক বুসেলে প্রায় ত্রিশ সের) খাদ্যাদি শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গ্রেট বৃটেনে প্রেরণ করা হইবে।

ভারতে রাবার শিল্প

১৯৪০ সালে ভারতীয় কারখানাসমূহ ১১ হাজার ৪৭ টন রাবার বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করিয়াছে। ১৯৩৯ সালে এইরূপ ব্যবহৃত রাবারের পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ৯ শত ৫২ টন।

সমর ঋণ

১৯৪১ সালের ৫ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা বাবদ ঋণ প্রাপ্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটী ২৭ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯ শত টাকা। ১৯৪১ সালের ৫ই জুলাই পর্য্যন্ত বিনাসুদী দেশরক্ষা বণ্ডের জন্য ২ কোটী ৪৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা, ৩৲ সুদের দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা বাবদ ১৬ কোটী ৭১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮ শত টাকা এবং পোষ্ট অফিস মারফতে দশ বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ৩ কোটী ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ঋণ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের ৫ই জুলাই পর্য্যন্ত সকল প্রকার দেশরক্ষা বাবদ ভারতীয় ঋণের পরিমাণ হইতেছে মোট ৬৭ কোটী ২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা।

কুচবিহারে কুটীর শিল্প

কুচবিহার রাজ সরকার উক্ত রাজ্যে কুটীর শিল্পের উন্নয়নের জন্য পল্লীবাসীদিগকে কাঁসা, পিতলের বাসন, সাবান প্রস্তুত প্রণালী এবং পাট বয়ন, বিড়ি প্রস্তুত, সূতা কাটা, গুটী পোকার চাষ, গেঞ্জী ও মোজা বোনা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহা ছাড়া পল্লীঅঞ্চলে ভ্রাম্যমান শিক্ষা-প্রদর্শনী প্রেরণ করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কুচবিহার সহরে একটী স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনীও স্থাপন করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

যুদ্ধের জন্য সাজসরঞ্জাম ক্রয়

ভারতগবর্ণমেণ্ট গত ১৯৪০-৪১ সালে সরকারী মাল সরবরাহ বিভাগের মারফতে ৭৬ কোটী টাকা বা ও বেশী মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিয়াছেন। যুদ্ধের প্রয়োজনেই বেশীর ভাগ মাল ক্রয় করা হইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সমস্ত মাল ক্রয় করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটীর পরিমাণ (মূল্যের দিক দিয়া) নিম্নে দেওয়া হইল :—বস্ত্র ১৫ কোটী ১০ লক্ষ টাকা, তাঁবু প্রভৃতি ৭ কোটি ৮ লক্ষ টাকা, পাটজাত জিনিষ ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা, ইস্পাত ৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা, লোহালক্কর ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা, মোটরযান ও কলকব্জা ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা, কম্বল ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা, জাহাজ ও জাহাজ তৈয়ারের সরঞ্জাম ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি ৯৭ লক্ষ টাকা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ৮৭ লক্ষ টাকা।

সরকারী সরবরাহ বিভাগের মারফতে ১৯৪০-৪১ সালে অন্যান্য জিনিষের মধ্যে ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার খাদ্য সামগ্রী ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার তৈল ও পেট্রোল, ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার চামড়া ও চামড়ার জিনিষ, ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার কাঠ ও বাঁশ এবং ৬৫ লক্ষ টাকার সাবান ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতিও ক্রয় করা হইয়াছে। এই সমস্ত জিনিষের মধ্যে স্বাভাবিক প্রয়োজনে ও যুদ্ধের প্রয়োজনে কি কি পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করা হইয়াছে তাহার আলাদা বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

ভারতে প্রাদেশিক নির্ব্বাচন

পার্লামেণ্টে শীঘ্রই ভারতের প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা সম্পর্কে ঘোষণা করা হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে দুইটি প্রস্তাবের কথা শুনা যাইতেছে। প্রথম প্রস্তাব হইতেছে এই যে, যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন এবং তৎপর এক বৎসরকাল নির্ব্বাচন স্থগিত রাখার ঘোষণা করা। দ্বিতীয় প্রস্তাব হইতেছে, বড়লাটের ন্যায় প্রাদেশিক গবর্ণরদিগকেও প্রতি বৎসর নির্ব্বাচন স্থগিত রাখার ক্ষমতা দেওয়া। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ শেষোক্ত প্রস্তাবের পক্ষপাতী এবং বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়িগণও উহার সমর্থক বলিয়া প্রকাশ।

বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনের হিসাব

১৯৪০-৪১ সালে ভারতে কোন কোন শিল্পে কি পরিমাণ পণ্যের উৎপাদন হইয়াছে সম্প্রতি বোম্বাইএর "কমার্স" পত্রিকায় তাহার এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণ হইতে নিম্নে ভারতীয় শিল্পের ১৯৪০-৪১ সাল ও ১৯৩৯-৪০ সালের উৎপাদনের এক তুলনামূলক হিসাব প্রদত্ত হইল :—

পণ্য	পরিমাণ	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১
বস্ত্র	দশলক্ষ গজ হিসাবে	৪,০১২	৪,২৫৯
পাট	টন	১,২৭৬,৯০০	১,০৯৯,২০০
লৌহ ও ইস্পাত :			
(১) ঢালাই লোহা	,, ,,	১,৮৩৭,৬০০	১,৮৯৫,৮০০
(২) ইস্পাতের টুকরা	,, ,,	১,০৭০,৪০০	১,২১৬,৬০০
(৩) ইস্পাত নির্ম্মিত দ্রব্য	,, ,,	১,০৬৫,৬০০	১,১৭৮,৪০০
চিনি	হন্দর ,,	১,২৪১,৬০০	১,০৮২,৫০০
কয়লা	টন ,,	২৫,০৫৬,০০০	২৫,৮১৫,০০০
চা	দশলক্ষ পাউণ্ড হিসাবে	৩৮৫	৩৮৫
কাগজ	হন্দর ,,	১,৩৯৬,৬৯০	১,৬৭৫,০৭০
রাসায়নিক দ্রব্য :			
(১) সালফিউরিক এসিড	হন্দর	৬০৮,১৮০	৭১৪,৯২০
(২) সালফেট্ অব	,,	২০,০৮৯	২৬,১৩৭
এ্যামোনিয়া	,,	২০,০৭৯	২৬,১৩৭
দেশলাই	দশলক্ষ গ্রোস্ হিসাবে	২২	২৪
কেরোসিন	দশলক্ষ গ্যালন হিসাবে	২৮	৩৭
পেট্রোল	,, ,,	২১	২০
ময়দা	টন ,,	১৬,১৫৭,৬৯০	১৫,৮৪৩,৮৫০

যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে চিনির উৎপাদন

প্রকাশ, ১৯৪০-৪১ সালের মরশুমে যুক্তপ্রদেশে এবং বিহারে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার টন।



মানব কল্যাণে সোভিয়েটের অবদান

বর্ত্তমান রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অধ্যক্ষ রবীন্দ্র নারায়ন ঘোষ, ডাঃ কালিদাস নাগ ও ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ প্রমুখ বাঙ্গলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে সাম্যবাদীদের আমলে রাশিয়ার অভাবনীয় উন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করিয়া ভারতবাসীর পক্ষ হইতে সোভিয়েট রাশিয়ার জন্য শুভকামনা জানান হইয়াছে। নিম্নে এই বিবৃতির কতকাংশ উদ্ধৃত করা হইল:—

"সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। এই সঙ্কটকালে নৈতিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল কীর্ত্তির প্রতি সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা আমরা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। 'জার' আমলের কুশাসনের যে কুৎসিত উত্তরাধিকার সোভিয়েট ইউনিয়নকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং তারপর সদ্যোজাত সোভিয়েটের বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের যে মারাত্মক আক্রমণ চলিয়াছিল তাহা যখন স্মরণ করা যায় তখন সোভিয়েটের বর্ত্তমান কীর্ত্তিকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সোভিয়েট ইউনিয়নে সমস্ত কারখানা, খনি, রেলওয়ে, জাহাজ, জমি ও ব্যবসায় বাণিজ্য বর্ত্তমানে জনসাধারণের সম্পত্তি। দেশের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক জীবন সকলের মঙ্গলের জন্য পরিকল্পিত—কয়েকজন লোকের মুনাফার জন্য নয়। সেখানে সকলেরই শিক্ষার সমান সুযোগ; প্রত্যেককে সতেরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সরকারী ব্যয়ে অধ্যয়ন করে। সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে কোনও বেকার নাই। অন্য সমস্ত স্থানে বার বার যে অর্থ-নৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়া থাকে, রাশিয়ায় তাহা লুপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বাধিক খাটুনির সময় দিনে আট ঘণ্টা,—গড়ে দিনে সাত ঘণ্টার কম। সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকেরা পীড়িত অবস্থায় পূরা মজুরী পায়; এতদ্ব্যতীত তাহারা প্রতি বৎসর বেতনসহ ছুটী পায়। সোভিয়েট ইউনিয়নে নারী ও শিশুর যেরূপ যত্ন লওয়া হয় জগতে আর কোথাও সেরূপ যত্ন লওয়া হয় না। যেখানে একদিন কুসংস্কার ও ধর্ম্মতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব ছিল সেখানে আজ এক নূতন মানবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের ১৮৫টি জাতি ও ১৪৭টি ভাষার মধ্যে কোন বিশেষ জাতি বা ভাষার কৃত্রিম প্রাধান্য নাই। সোভিয়েট ইউনিয়ন চায় সমগ্র জাতিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া সমুন্নত করিয়া তুলিতে। উহা সকলকেই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ দিতে চায়। কুড়ি বৎসরে প্রবল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সভ্যতা যখন আজ বিপন্ন তখন আমরা বহু যুগব্যাপী অন্নাভাবে জীর্ণ, হীনতায় নিমজ্জিত ভারতবাসীরা নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারি না। আমরা অসহায় ও পরাধীন তথাপি সোভিয়েটকে অন্ততঃ আমাদের শুভকামনা প্রেরণ করিতে পারি। সোভিয়েট ইউনিয়ন যে দিন তাহার বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জকে পরাভূত করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবে, সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া থাকিব।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বৃটেনকে ঋণদান

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক গ্রেট বৃটেনকে ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ দানের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উক্ত ঋণের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৩ ডলার। ইজারা ও ঋণদান বিল পাশের পূর্ব্বে সমরোপকরণ সরবরাহের জন্য বৃটেন যে চুক্তি করে, সেই চুক্তির অর্থ পরিশোধের জন্য বৃটেনকে বিনিময়ে উপযোগী অর্থ সরবরাহ করাই এই ঋণদানের উদ্দেশ্য। ১৫ বৎসরান্তে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। তবে ১৫ বৎসরের শেষে যদি মোট ঋণের দুই তৃতীয়াংশ শোধ হইয়াছে দেখা যায়, তাহা হইলে বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করিলে ঋণ পরিশোধের জন্য আরও ৫ বৎসর অতিরিক্ত সময় লইতে পারিবেন।

পুস্তক পরিচয়

Life Assurance: What an Agent should know—মিঃ বি, এন সেন এম-এ বি-ল, এ সি আই আই প্রণীত। লেখক কর্ত্তৃক ৩/১নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। দাম—আড়াই টাকা।

এদেশে জীবন বীমার প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের পক্ষে বীমা সম্বন্ধীয় তথ্য ও খুঁটিনাটি জানিবার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে। যে সব লোক বীমার দালালরূপে জীবিকা সংস্থানের সুযোগ দেখিতে চান তাঁহাদের পক্ষে বীমা ব্যবসায়ের মূল তথ্যাদি ও বীমা কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কে ভালরূপ জ্ঞানলাভ করা একান্ত আবশ্যক বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সুপরিচিত বীমাকর্ম্মী ও বীমা বিশেষজ্ঞ মিঃ বি এন সেন সেই আবশ্যকতা মিটাইবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। উহাতে প্রথমতঃ জীবনবীমা কি এবং তাহার সার্থকতা কি তাহা দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আজীবন বীমা ও মেয়াদী বীমার বিভাগ অনুসারে প্রচলিত বিবিধ প্রকারের বীমা পলিসির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ প্রিমিয়াম, বোনাস, ভেলুয়েশন, পলিসি প্রত্যর্পণ প্রভৃতি সম্পর্কে বীমা কোম্পানীসমূহের নিয়ম ও অনুসৃত কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বীমা পলিসি বিক্রয় সম্পর্কে বিশেষভাবে এজেণ্টদের জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। সমস্ত বিষয়েই বর্ত্তমান লেখকের কার্য্যকরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। আর তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া সমস্ত বিষয়ই তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই পুস্তকটি পাঠ করিলে বীমার এজেণ্টগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। উহা বীমা সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত সমাজের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইতেও সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা এই পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী

সম্প্রতি আমরা বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটির গত ১৯৪০ সালের একখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ১০ হাজার ২৬৮টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ৯ হাজার ৬৬৪টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এই নূতন বীমার জন্য কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় বৎসরে ৮ লক্ষ ৭ হাজার ৬৬৬ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইবে। এবারকার নূতন বীমা লইয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ কোটি ৯০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা।

গত ১৯৩৯ সালে বোম্বে মিউচুয়াল সোসাইটির নূতন বীমার পরিমাণ ২ কোটি টাকার কিছু উপর দাঁড়াইয়াছিল। সে হিসাবে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। ইহা পরিতাপের বিষয় হইলেও ইহাতে বিস্মিত হওয়ার তেমন কোন কারণ নাই। যুদ্ধের জন্য নানারূপ প্রতিকূল অবস্থা সৃচিত হওয়ায় ইতিমধ্যে দেশে অনেক কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধের প্রাথমিক আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা মন্দীভূত হইয়া আসিলে বীমা কোম্পানীগুলির নূতন কাজের পরিমাণ আবার বাড়িতে আরম্ভ করিবে। বোম্বে মিউচুয়ালের মত সুপরিচালিত ও সুপ্রতিষ্ঠ কোম্পানী সম্পর্কে সেরূপ ভরসা আমরা খুবই পোষণ করিতে পারি।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৫৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮০০ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ৭০ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। এবার পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ৮ লক্ষ ১১ হাজার ৫০০ টাকা ও পলিসির মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বাবদ ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬০০ টাকা দাবী হয়। কমিশন বাবদ কোম্পানী ৮ লক্ষ ২১ হাজার ৮০০ টাকা ব্যয় করে। কার্য্য-পরিচালনা বাবদ ব্যয় ও অন্যান্য ধরণের ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা দাঁড়ায়। গত ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে বোম্বে মিউচুয়াল কোম্পানীর বাতিল বীমার সংখ্যা ও কার্য্যপরিচালনা বাবদ ব্যয় এই উভয়ই উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানীর বাতিল বীমার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল শতকরা ৬·৮৫ ভাগ ও কার্য্যপরিচালনা বাবদ কোম্পানী ব্যয় করিয়াছিল প্রিমিয়ামের আয়ের শতকরা ২৭·৬১ ভাগ। আলোচ্য বৎসরে তাহা কমিয়া যথাক্রমে শতকরা ৬·২৯ ভাগ ও শতকরা ২২·৮৩ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। এসমস্তই কোম্পানীর পরিচালকদের সতর্ক কার্য্যনীতি ও কর্ম্মকুশলতার পরিচায়ক বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ২ কোটি ২২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—ভারত সরকারের সিকিউরিটি ৬৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা, প্রাদেশিক সরকারের সিকিউরিটি ৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্ট ট্রাষ্ট ও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৪০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, রেলওয়ে ডিবেঞ্চার ৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮১৭ টাকা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার ১০ লক্ষ ৭ হাজার ৬৭০ টাকা, ভারতে পলিসি বন্ধকে দাদন ২২লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, ভারতে জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ও ভারতে জমি বাড়ী ২৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৮০ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী

পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে বিভিন্ন দিক দিয়া এই ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে নানা স্থানে এই ব্যাঙ্কের ১৩টি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে চট্টগ্রামে ও আসামের শিলচর, গৌহাটী, নওগা ও জোড়-হাটে ৫টি নূতন শাখা আফিস গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ সমস্ত শাখা আফিসের মারফতে দিন দিনই ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা বিশেষভাবে প্রসারিত হইতেছে। গত ১৯৩৯ সালে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুত তহবিলের সমষ্টিকৃত পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭৩৪ টাকা। ১৯৪০ সালের শেষে তাহা বাড়িয়া ৭ লক্ষ ২১ হাজার ২৮০ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ২৬ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে তাহা শতকরা ৩৩ ভাগ পরিমাণে বাড়িয়া ৩৩ লক্ষ টাকার মত দাঁড়াইয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে শেয়ার মূলধন ও আমানতী জমা প্রভৃতির এইরূপ বৃদ্ধি পাইওনীয়ার ব্যাঙ্কের পরিচালকদের পক্ষে প্রশংসার কথা। বর্ত্তমান যুদ্ধ-কালীন অবস্থায়ও ব্যাঙ্কটির অব্যাহত উন্নতি উহার উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তাই সূচিত করিতেছে।

আদায়ীকৃত মূলধন, আমানতী জমা ও মজুত তহবিল বাবদ উপরোক্ত দায় এবং অন্যান্য দফার দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৫৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬০০ টাকা। ঐরূপ দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—ঋণ, ক্যাশক্রেডিট ও ওভারড্রাফট ২২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজে দাদন ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫৫০ টাকা, শাখা আফিসসমূহের নিকট প্রাপ্তব্য ১৬ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা, আদায়যোগ্য বিল ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। ঐ সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল যে ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে

[illegible] বুঝা যায়। ব্যাঙ্কের মোট তহবিলের একটা উপযুক্ত অংশ যেভাবে নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে তাহাতে উহার বিশেষ নির্ভরযোগ্যতাও প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য বৎসরে দাদনী তহবিলের সুদ, কমিশন ও ডিস্‌কাউণ্ট প্রভৃতি দফায় ব্যাঙ্কের মোট ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩২২ টাকা আয় হয়। উহা হইতে প্রয়োজনীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া এ বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে ১৯ হাজার ৬৫৯ টাকা। অতিরিক্ত লাভের দিকে ঝোঁক না দিয়া নিরাপদমূলকভাবে তহবিল দাদন এবং বেশী পরিমাণ অর্থ নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় সংরক্ষণ করা প্রভৃতি দিকেই এবার পরিচালকদের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবদ্ধ হইয়াছিল। নতুবা তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এবার আরও বেশী লাভ দেখাইতে পারিতেন। অত্যধিক লাভের চেয়ে বর্ত্তমান সময়ে তহবিলের নিরাপত্তা রক্ষার দিকে পরিচালকদের এই সতর্ক দৃষ্টি খুবই প্রশংসনীয়। এবারকার নিট লাভ হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে শতকরা ৭।০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। গত ৫ বৎসর যাবৎ অংশীদারদিগকে সমভাবে ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। উহা এই ব্যাঙ্কটির জয়যাত্রার পরিচায়ক। আমরা এই সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার গত ৩১শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য ছয় মাসে পূর্ব্বেকার ৩৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৬০০ টাকা উদ্বৃত্ত লইয়া ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৮০ লক্ষ ৭১ হাজার ৬০০ টাকা। উহা হইতে ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা ১২ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে। ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭০০ টাকা পেন্সন তহবিলে নিয়োগ করা হইয়াছে এবং বাকী ৪৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৯০০ টাকা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইবে।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১১ই জুলাই শিবসাগরে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত কে চালিহা এম-এল-এ (সেণ্ট্রাল) এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বর্ত্তমান ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ পি এন ব্যানার্জ্জি এক বক্তৃতায় ব্যাঙ্কটির উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। মিঃ চালিহা বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার কামনা করেন। আগামী ১৫।২০ বৎসরে শিবসাগরে অঞ্চলে লোকের আর্থিক অবস্থার সমধিক উন্নতি দেখা যাইবে এবং তাহাতে এই স্থানে নূতন নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সার্থকতা প্রমাণিত হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। বর্ত্তমান ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কটি শীঘ্রই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ন্যাশনেল সিকিউরিটী ব্যাঙ্ক লিঃ

আমরা অবগত হইলাম চলতি বৎসরে প্রথম ছয় মাসে ন্যাশনেল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৫ হাজার টাকার উপর লাভ দাঁড়াইয়াছে। ন্যাশনেল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মত একটি নূতন ব্যাঙ্কের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে ঐরূপ লাভ দেখাইতে সমর্থ হওয়া প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই।

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ও এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেডের যুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর মান্যবর রাজা রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর এফ আর জি এস গত ১৯শে জুলাই ঐ ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখা পরিদর্শন করেন। কলিকাতা আফিসের এজেণ্ট মিঃ সুধীর কুমার চ্যাটার্জ্জি তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। তাঁহাকে ও সমাগত ব্যক্তিদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

আর্য্য ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

মিঃ মণীন্দ্র ভূষণ দত্ত সম্প্রতি আর্য্য ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন (বিজনেস ম্যানেজার হিসাবে) জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। মিঃ দত্ত দীর্ঘকাল ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার গুণে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম অঞ্চলে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার কার্য্য ভালরূপ প্রসারিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তিনি আর্য্য ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে যোগদান করাতে তাঁহার চেষ্টায় এই কোম্পানীর ভালরূপ উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

সুক্কুর বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং

মিঃ কিষণ চাঁদ সুপরিচিত সুক্কুর বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর কলিকাতা শাখার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

বেঙ্গল জুট সাপ্লাই কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গজরাজ গাঙ্গওয়াল। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। পাটের ব্যবসা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৬৮ নং নলিনী শেঠ রোড, কলিকাতা।

অমর টেক্সটাইলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর এন ভজনাগরওয়ালা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—বস্ত্র চট প্রভৃতি বিক্রয়। রেজিষ্টার্ড আফিস—১২নং নূরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্রোড ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ই আর ক্রোমার। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১১নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রাহাম ট্রেডিং কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে ডাব্লিউ এণ্ডার্সন। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৬নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

ভারত হোসিয়ারী মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ টি চক্রবর্ত্তী। ব্যবসা হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুত করা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৭এ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ (সাউথ), কলিকাতা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

হোগ্রাজুলি (আসাম) টি কোং লিঃ—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১২॥০ আনা। **কোদালা লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা। **ভলকান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। **বড়োয়া টিম্বার কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ১২ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ৯ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৬ টাকা। **বিসরা ষ্টোন এণ্ড লাইম কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয়মাসের হিসাবে শতকরা ২৭॥ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৫শে জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজারের আলোচনায় সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, গত সপ্তাহ হইতে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং আগামী সপ্তাহ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের পরিমাণ ২ কোটি টাকার স্থলে ১ কোটি টাকা করা হইবে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট অচিরেই নূতন ঋণ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

টাকার বাজারে পূর্ব্ববৎ মন্দার ভাব বিরাজ করিতেছে। কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইয়া বরং হ্রাস পাইতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বাজারে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে ॥০ আনা, ।০ আনা ও ৵০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে জাপানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কোম্পানীর কাগজের বাজার বেশ তেজী ছিল। বিনিময় বাজারের অবস্থার গত সপ্তাহের তুলনায় অবনতি ঘটিয়াছে। রপ্তানী বিলের আমদানী একরূপ ছিল না বলিলেই চলে।

গত ২২শে জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪ কোটি ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদন সমূহের মধ্যে ৯৯৮৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ২২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট ২ কোটির টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ৮/৩ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ২৯শে জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে ১লা আগষ্ট তারিখের মধ্যে তাহাদিগকে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাবলী পূর্ব্ববৎ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৮ই জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৫৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটি ৭১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে ১২ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহেও এই ধারের পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ টাকা। এই সপ্তাহে ভারতবর্ষের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা; এক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মোট পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি ১ লক্ষ ২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০ কোটি ১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এই আমানতের পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ৬২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ১০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য সরকারের আমানতের মোট পরিমাণ হইতেছে ৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা এবং ব্রহ্ম সরকারের আমানতের পরিমাণ ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে অন্যান্য সরকার ও ব্রহ্ম সরকারের আমানতের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫ ৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬ ১/২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৬শে জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা অনেকটা নৈরাশ্যব্যঞ্জক ছিল। এ সপ্তাহে সোমবার এবং মঙ্গলবার শেয়ারের দরে কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল—কিন্তু ইহার পরে বাজারে প্রতিক্রিয়ার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং শেয়ারের দরে বিশেষ উঠানামা হইতে থাকে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি শেয়ার বাজারের এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী বলা যাইতে পারে। ইন্দো-চীন ব্যাপারে ভিসি সরকার জাপানের দাবী মানিয়া লইয়াছে এই সংবাদে শেয়ার বাজারের উপর একটা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা হউক সপ্তাহের শেষ ভাগে শেয়ার বাজারের অবস্থায় কতকটা স্থির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন জাপানের সম্পত্তি আটক করিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে শেয়ার বাজারের কোন কোন বিভাগে দরের অবনতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। কিন্তু রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির জন্য শেয়ার বাজারে অনিশ্চয়তার ভাব বজায় থাকিবে বলিয়াই আশঙ্কা করা যাইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থির অবস্থার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং কোম্পানীর কাগজ বিক্রেতার সংখ্যা খুব কম দেখা গিয়াছিল। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর সপ্তাহের বেশীর ভাগ সময়ই ৯৬৲ টাকায় অপরিবর্ত্তিত ছিল কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে ৯৫৸৵০ আনায় নামিয়া গিয়াছে। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০।৵০ আনা ; ৪৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১॥৵০ আনা ; ৪৲ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩॥৵০ আনা ; ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের দেশরক্ষা বাবদ ঋণপত্র ১০২৵০ আনা এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের ঋণপত্র ৯৯৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৪৲ টাকা সুদের ১৯৪৮ সালের পাঞ্জাব ঋণ ১০৫৸০ আনা ; ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের পঞ্জাব ঋণ ৯৯৲ টাকা এবং ৩৲ টাকা এন্, ডব্লু, এফ, পি ঋণ ৯৮৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগের কর্ম্মতৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ডানবার ২৩৭৲ টাকা, কেশোরাম ৭৸৴০ আনা, নিউ ভিক্টোরিয়া ৩॥০ আনা, কাণপুর টেক্সটাইল ৮।৴০, বেঙ্গল নাগপুর ১৬৵০ আনা, বাউরিয়া ২০২৲ টাকা এবং এলগিন ২৩।০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে বেঙ্গল ৩৫৯৲ টাকা, সেন্ট্রাল কুরকেণ্ড ১৪৸০ আনা, এমালগেমেটেড ২৫।০ আনা, ইকুইটেবল ৩৫৸০ আনা, ধেমো মেইন ১৩৸০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৬।৵০ আনা, ইউনিয়ন ৩০॥০ আনা, নিউ মানভূম ৩৯৸০ আনায় কাজকারবার হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ার দরে এ সপ্তাহের প্রথম ভাগে যেরূপ ঊর্দ্ধগতি দেখা গিয়াছিল তাহা বেশী সময় বজায় থাকে নাই। বর্ত্তমানে পাটকলের শেয়ারের দর কতকটা নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। হাওড়া ৫৪৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩৬২৲ টাকা, কামারহাটী ৫২৯৲ টাকা, কাকনারা ৪৩২॥০ আনা, ইণ্ডিয়া ৩৭২৲ টাকা, রিলায়েন্স ৫৮৸০ আনা, ক্লাইভ ২৫৲ টাকা, বেঙ্গল জুট ১৬৸৴০ আনা, বিড়লা ২৯।৴০ আনা, হুকুমচাঁদ ১২৵০, নদীয়া ৬৭৲ টাকা এবং মেঘনা ৪৫৸৴০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

চা বাগান

চা বাগানের শেয়ার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হইয়াছিল। সোনাই রিভার ১৭৲ টাকা, তেজপুর ৮৲ টাকা, বানারহাট ৪২৩৲ টাকা, হন্তপাড়া ৩৮৫৲ টাকা, মনাবাড়ী ২২৬॥০ আনা এবং গঙ্গারাম ৩৮০৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

চিনির কল

এই বিভাগে বলরামপুর ৮।৵০ আনা, বুনাগু ১৭৸০ আনা, মারীক্রয়ারী ১৮।০ আনা, রাজা ১৮।৴০ আনা, সমস্তীপুর ৮৸০ আনা, নিউসাভান ৯৲ টাকা কেরু ১০৸০ আনা, পাঞ্জাব সুগার ১৬॥০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১৸৴০ আনা হইতে ৩৩৴০ আনা, ষ্টিল করপোরেশন ১৯।৴০ আনা হইতে ২০।৵০ আনা, বার্ণ এণ্ড কোং ৪০৩॥০ আনা হইতে ৪০৭॥০ আনা. হুকুমচাঁদ ষ্টিল ১৪৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন ৬৫৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান ষ্টিল ওয়েয়ার প্রডাক্টস ৫৬৲ টাকা, কুমারধুবী ৪।০ আনা, ইণ্ডিয়ান মেলেবেল কাষ্টিং ৮৴০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বাম্মা কর্পোরেশন ৪॥৴০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার ২৵০ আনা, কনসোলিডেটেড টীন ২॥০ আনা, ডালমিয়া ১৩।০ আনা, টীটাগর পেপার ১৯৵০ আনা, ওরিয়েন্ট ১৩৸০ আনা, মহীশূর পেপার ১৫।০ আনা, ইণ্ডিয়ান পাল্প ১৪৮॥০ আনা, শ্রীগোপাল ১২।৵০ আনা, এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ১৯৲ টাকা, বরাবিকোক ২৬॥০ আনা, ইণ্ডিয়ান রবার ম্যানুফ্যাকচার্স ২৮॥০ আনা. ইণ্ডিয়ান কেবেলস ২৫॥৴০ আনা, মেদিনীপুর জমিদারী ৭৩॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই জুলাই—৯৫৸৶০ ৯৬৴০ ; ১৯শে—৯৫৷৷৶০ ৯৬৲ ; ২১শে—৯৬৲ ৯৬৶০ ; ২২শে—৯৬৲ ; ২৩শে—৯৫৸৴০ ৯৬৲ ; ২৪শে—৯৫৸৶০ ৯৬৲। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই জুলাই—৮২৷৶০ ; ১৯শে -৮২৷০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১৮ই জুলাই—৯৯৸৴০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৮ই জুলাই—১০১৸৶০ ১০২৶০ ; ১৯শে—১০১৸০ ; ২১শে—১০১৸৶০ ; ২২শে—১০২৶০ ; ২৪শে—১০১৸৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৮ই জুলাই—৯৫৶০ ; ২১শে—৯৫৲ ৯৫৶০ ; ২২শে—৯৫৶০ ; ২৩শে—৯৫৲ ৯৫৶০ ; ২৪শে—৯৫৶০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৮ই জুলাই—১১১৷০ ১১১৷৷৶ ; ১৯শে—১১১৷৷০ ; ২১শে—১১১৷৶০ ; ২২শে—১১৩৷৷৶০ ; ২৩শে—১১১৷৷০ ১১১৷৷৶০। ৩৲ সুদের ইউ, পি, ঋণ (১৯৬১-৬৬) ১৮ই জুলাই—৯৫৷০ ৯৫৷৷০। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ১৮ই জুলাই—১০৫৸৶০ ; ২৩শে—১০৫৸০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ১৮ই জুলাই—৯৯৶০ ; ২২শে—৯৯৶০ ; ২৩শে—৯৯৲। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৯শে জুলাই—১০৩৲ ১০৩৶০ ; ২২শে—১০২৸৶০ ১০৩৶০। ৪৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১৯শে জুলাই—১১৩৷৷০ ; ২২শে—১১১৷৷৶০ ; ২৪শে—১১৩৷৷৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১৯শে জুলাই—১০৯৸৶০ ১১০৷৴০ ; ২১শে—১১০৴০ ১১০৷৶০ ; ২২শে—১১০৲ ১১০৷৶০, ২৩শে—১১০৶০ ১১০৷৶০ ; ২৪শে—১১০৷৴০ ১১০৷৶০। ৩৲ সুদের এন, ডব্লিউ, এফ, পি (১৯৫২) ২২শে জুলাই—৯৮৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ২৪শে জুলাই—৯৯৸০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৮ই জুলাই—১,৬০০ ; ১৯শে—১,৫৯০৲ ; ২১শে—১৫৯০৲ ১৫৯৮৲ ; ২২শে—১৫৯০৲ ১৫৯৮৲ ; ২৩শে—১৫৬২৲ (কন্টি) ২১শে জুলাই—৩৮৪৷৷০ ; ২২শে—৩৮৬৷৷০ ; ২৩শে—৩৮৫৲ ৩৮৭৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৮ই জুলাই—১০২৷৷০ ১০৪৲ ; ১৯শে—১০২৷০ ; ২১শে—১০২৲ ১০৩৲ ; ২২শে—১০২৸০ ১০৪৷৷০ ; ২৩শে—১০৩৸০ ১০৪৷৷০ ; ২৪শে—১০৩৲ ১০৪৷৷০। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া—২৪শে জুলাই—১৪৪৷৷০।

রেলপথ

বারাসত বসিরহাট রেলওয়ে ১৮ই জুলাই—৪৩৲। ডিহিরী রোটাস রেলওয়ে ২২শে জুলাই—১১৲। হোসিয়ারপুর দোয়াব রেলওয়ে ২২শে জুলাই—১০২৷৷০ ১০৩৷৷০। ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার রেলওয়ে ২২শে জুলাই—১০৪৲ ১০৫৲। হাওড়া আমতা রেলওয়ে ২৪শে জুলাই—৯৬৲।

কাপড়ের কল

বেনারস কটন এণ্ড সিল্ক ১৮ই জুলাই—৩৷৴০ ৩৷৶০ ; ২১শে—৩৷৷৴০ ; ২২শে—৩৷৷৶০ ; ২৩শে—৩৷৷৴০। মুয়ের মিল (প্রেফ) ২২শে জুলাই—১৫৲। বেঙ্গল নাগপুর ১৮ই জুলাই—১৫৸০ ; ১৯শে—১৫৸৶০ ১৬৶০ ; ২১শে—১৫৸৶০ ১৬৷০ ; ২২শে—১৬৶০ ১৬৷০ ; ২৩শে—১৬৲ ১৬৶০ ; ২৪শে—১৫৷৷৶০ ১৬৶০। কাণপুর টেক্সটাইল ১৮ই জুলাই—৮৶০ ; ১৯শে—৭৸৶০ ৮৷০ ; ২১শে—৮৲ ৮৷৴০ ; ২২শে—৮৴০ ৮৷৶০ ; ২৩শে—৮৶০ ৮৷৶০ ; ২৪শে—৮৷০। ডানবার ১৮ই জুলাই—২৩২৲ ২৩৫৲ ; ১৯শে—২৩২৲ ২৩৭৲ ; ২১শে—২৩৫৲ ২৩৮৷৷০ ; ২২শে—২৩৭৷৷০ ২৪১৷৷০ ; ২৩শে—২৩৬৲ ২৩৮৲ ; ২৪শে—২৩২৲ ২৩৭৲। এলগিন মিল ১৮ই জুলাই—২৩৲ ২৩৷৶০ ; ২১শে—২৩৷৶০ ; ২২শে—২৩৷৷৶০ ; ২৩শে—২৩৷৴০ ২৩৷৷৶০ ; ২৪শে—২৩৶০ ২৩৷০। কেশোরাম ১৮ই জুলাই—৭৸০ ৮৶০ ; ১৯শে—৭৸৶০ ৮৶০ ; ২১শে—৭৸৶০ ৮৲ ; ২২শে—৮৴০ ৮৷০ ; ২৩শে—৮৲ ৮৷০ ; ২৪শে—৭৸৴০ ৭৸৶০ ; (প্রেফ) ২১শে জুলাই—১৪২৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১৮ই জুলাই—৩৲ ৩৷০ ; ১৯শে—৩৴০ ৩৷০ ; ২১শে—৩৷০ ৩৷৷৴০ ; ২২শে—৩৷৶০ ৩৷৷৶০ ; ২৩শে—৩৷৶০ ৩৷৷৶০ ; ২৪শে—৩৷০ ৩৷৷০ ; (প্রেফ) ১৮ই জুলাই—৬৲ ৬৶০ ; ১৯শে—৬৶০ ৬৷৷০ ; ২১শে—৬৷৷০ ; ২২শে—৬৷০ ৬৷৷৴০ ; ২৩শে—৬৷৴০ ৬৷৷৴০ ; ২৪শে—৬৷০ ৬৷৶০।

কয়লার খনি

ভালগোড়া ১৮ই জুলাই—৫।০ ; ২১শে—৪৸৶০ ; ২২শে—৫৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৮ই জুলাই—১৫৲ ১৫।/০ ; ২১শে—১৪৸০ ১৫৶০ ২৪শে—১৫।০। বেঙ্গল ১৮ই জুলাই—৩৪৯৲ ৩৫৪৲ ; ১৯শে—৩৫০৲ ৩৫৪৲ ২১শে—৩৫৭৲ ; ২২শে—৩৫৬৲ ৩৬০॥০ ; ২৩শে—৩৫৬৲ ; ২৪শে—৩৫৪৲ ৩৫৫৲। বেঙ্গল ভাঙ্গী ১৮ই জুলাই—২৸০। বোরিয়া ১৮ই জুলাই—১৬৲ ১৬।০ ; ২২শে—১৬।০ ; ২৪শে—১৬।০। বড়ধেমো ১৮ই জুলাই—৪।০ ৪।/০ ; ২২শে—৪।০ ; ২৩শে—৪/০ ৪।/০ ; ২৪শে—৪/০ ৪৷০। ইকুইটেবল ১৮ই জুলাই—৩৫৲ ৩৫।৶০ ; ২২শে—৩৫॥০ ৩৫৸০। দেশো-মেইন ১৯শে জুলাই—১৩৶০ ; ২১শে—১৩৶০ ১৩।৶০ ; ২২শে—১৩৶০ ; ২৪শে—১২৸৶০ ১৩৶০। বরাকর ১৯শে জুলাই—১৩৶০ ; ২৪শে—১২৸৶০ ১৩।০ ; (প্রেফ) ২২শে জুলাই—১৫০৲ ; সেন্ট্রাল কুরকেণ্ড (প্রেফ) ১৯শে জুলাই—১১৬৲ ; (অর্ডি) ২৩শে জুলাই—১৪৸০ ; নর্থ দামুদা ১৮ই জুলাই—৫॥০ ৫৸/০ ; ১৯শে জুলাই—৫৸/০ ; ২৩শে—৫।৷০ ৫॥৷০ ; নিউ বীরভূম ১৯শে জুলাই—১৫।০ ; ২৪শে—১৪॥/০ ; লাকুরকা ২১শে জুলাই—১০।৷০ ; রাণীগঞ্জ ২৩শে জুলাই—২৫৲ ; ২৪শে—২৫॥৶০ ২৬।৶০ ; ইউনিয়ন ২৩শে জুলাই—৩০।০ ; ২৪শে—৩০।০ ৩০॥০।

খনি

বাৰ্মা করপোরেশন ১৮ই জুলাই—৪॥/০ ৪৸০ ; ১৯শে—৪॥৶০ ; ২১শে—৪॥/০ ৪৸/০ ; ২২শে—৪॥৶০ ৪৸৷০ ; ২৩শে—৪॥/০ ৪৸০ ; ২৪শে—৪।৷০ ৪॥৶০ ; ইণ্ডিয়ান কপার ১৮ই জুলাই—২৷০ ২।৶০ ; ১৯শে—২৷০ ২।৶০ ২১শে—২৶০ ২।৶০ ; ২২শে—২/০ ২।/০ ; ২৩শে—২৶০ ২।০ ; ২৪শে—২/০ ২।০ ; কনসোলিডেটেড টীন ১৯শে জুলাই—২৸০ ২৸৶০ ; ২১শে—২॥০ ; ২২শে—২॥৶০ ২৸৶০ ; ২৩শে—২॥০ ; ২৪শে—২।৷০ ২॥/০।

কাগজের কল

ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ১৮ই জুলাই—১৩।/০ ১৩৸৶০ ; ১৯শে—১৩।০ ১৩৸০ ; ২১শে ১৩।৶০ ১৩৸০ ; ২২শে—১৩॥০ ১৪৲ ; ২৩শে—১৩॥/০ ১৩৸/০ ২৪শে ১৩।৶০ ১৩৸০ ; (ওল্ড প্রেফ) ১৮ই জুলাই—১১০॥০। মহীশূর পেপার ২২শে জুলাই—১৫৶০ ১৫।৶০ ; ২৩শে—১৫৲ ১৫।০। শ্রীগোপাল পেপার ১৮ই জুলাই—১২৶০ ১২।৷০ ২১শে—১২৷০ ১২।৶০ ; ২২শে—১২৷০ ; ২৩শে—১২।৶০ ; ২৪শে—১২/০ ১২॥০ ; (প্রেফ) ২১শে জুলাই—১১৫৲। ষ্টার পেপার ১৮ই জুলাই—১১।৷০ ১১॥৷০ ; ১৯শে—১১॥০ ১১॥৶০ ; ২১শে—১১।৶০ ১১॥৷০ ; ২২শে—১১৸০ ; ২৩শে—১১॥/০ ; ২৪শে—১১।০ ১১॥০। টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ১৮ই জুলাই—১৮॥০ ১৮৸০। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৯শে জুলাই—১৪৭৲ ; ২১শে—১৪৭৲ ; ২২শে—১৪৯৲ ১৫০৲ ; ২৩শে—১৪৭॥০ ১৫০৲। টীটাগড় পেপার ১৯শে জুলাই—১৮॥০ ১৮৸৷০ ; ২১শে—১৮॥০ ১৯৶০ ; ২২শে—১৮৸০ ১৯।/০ ; ২৩শে—১৮৸০ ১৯।০ ; ২৪শে—১৮॥৶০ ১৯৶০ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ১৯ই জুলাই—১১৯॥০ ; ২২শে—১১৭৲ ; (ফার্ষ্ট প্রেফ) ২২শে জুলাই—২০০৲ ; (প্রেফ অর্ডি) ২১শে জুলাই—৫।৶০ ৫॥৶০।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ১৮ই জুলাই—১২॥৷০ ১৩৸০ ; ১৯শে—১৩।৶০ ১৩॥৷০ ; ২১শে—১৩৲ ১৩॥৶০ ; ২২শে—১৩।০ ১৩৸০ ; ২৩শে—১৩৲ ১৩॥০ ২৪শে—১২৸০ ১৩।০ ; (প্রেফ) ১৮ই জুলাই—১১৭৲ ১১৮৲ ; ২১শে—১১৭৲ ১১৯৲ ; ২২শে—১১৮৲ ১১৯॥০ ; ২৩শে—১১৭৲ ১১৯৲ ; ২৮শে—১১৯৲ ; (ডেফার্ড) ১৮ই জুলাই—২৸০ ; ২১শে—২॥৶০ ; ২৩শে—২৸/০ ৩৲।

ইলেকট্রীক

মথুরা ইলেকট্রীক ১৮ই জুলাই—৮৲ ৮।০। বেরিলি ইলেকট্রীক ২২শে—১২॥০। বেনারস ইলেকট্রীক ২৩শে জুলাই—১৪৲ ১৪।/০ ; ২৪শে—১৪।০ ১৪৸০। আপার গ্যাঞ্জেস ২৩শে জুলাই—১২৶০। কটক ইলেকট্রীক ২৪শে জুলাই—১০৸৶০। মজঃফরপুর—ইলেকট্রীক ২৪শে জুলাই—১২।০ ১৩।৶০ রাওয়ালপিণ্ডি ইলেকট্রীক ২৪শে জুলাই—২৬।০। ইউ, পি, ইলেকট্রীক ২৪শে জুলাই—১৮৭৲ ১৮৮৲।

পাটকল

আগরপাড়া ১৮ই জুলাই—৩১।০ ৩১।/০ ; ২২শে—৩১৲ ৩১॥০ ; ২৩শে—৩১৲ ৩১।০। এংলোইণ্ডিয়া ১৮ই জুলাই—৩৪৮৲ ৩৫২৲ ১৯শে—৩৪৯৲ ৩৫৬৲ ; ২১শে—৩৫২৲ ৩৫৬৲ ; ২২শে—৩৫৬৲ ৩৬২৲ ; ২৩শে—৩৫১৲ ৩৫৬৲ ; ২৪শে—৩৪৪৲ ৩৫২৲ ; (প্রেফ) ২২শে জুলাই—১৭০৲। অকল্যাণ্ড ১৮ই জুলাই—১৮২৲ ১৮৬॥০ ; (প্রেফ) ২৪শে জুলাই—১৪৯৲। বেঙ্গল ১৮ই জুলাই—১৬।০ ১৬॥০ ; ১৯শে—১৬।০ ১৬৸০ ; ২২শে—১৭।০ ; ২৪শে—১৬৸/০। বিরলা ১৮ই জুলাই—২৯।০ ২৯॥০ ; ২২শে—২৯৸০ ৩০৲ ; ২৩শে ২৯।/০ ; (প্রেফ) ২১শে—জুলাই—১৩০॥০ ১৩৩॥০। গোভিয়াট ১৮ই জুলাই ২০৬৲ ; ২২শে—২১৪৲ ; ২৩শে—২১৩ ; ২৪শে—২০৪॥০ ২০৬৲। চিতা-ভলমা ১৮ই জুলাই—১২।০ ১২॥০ ১৯শে—১২॥০ ; ২২শে—১২।০ ১৩৶০ ; ২৩শে—১২৸০ ১৩৶০ ; ২৪শে—১২৸০ ১৩।০ ; (প্রেফ) ১৯শে জুলাই—১৩১৲ ; ক্লাইভ ১৮ই জুলাই—২৪॥৶০ ; ১৯শে—২৪৸০ ২৫।০ ; ২২শে—২৫।/০ ২৬৲ ২৩শে—২৫॥৶০ ; ২৪শে—২৪৸৶০ ২৪৶০। এম্পায়ার ১৮ই জুলাই—২৬৸০

২২শে—২৭।৶০ ২৭৸০। ফোর্টগ্লষ্টার ১৮ই জুলাই—৫৩৫৲ ২২শে—৫৪৩৲ ২৮শে ৫৩২৲; ফোর্ট উইলিয়ম ১৮ই জুলাই—২৪৫৲; ২৫০৲ ১৯শে—২৫০৲ ; ২১শে—২৫২৲ ; ২২শে—২৫১৲ ; ২৩শে—২৫৪৲ ; ২৪শে—২৪৯৲ ২৫২৲ ; (প্রেফ) ২৩শে জুলাই—১৭৪॥০। গ্যাঞ্জেস ১৮ই জুলাই—২৯৩৲ ২৯৭৲ ; ২১শে—২৯৪৲ ২৯৮৲ ; ২৩শে—২৯৫৲ ২৯৬৲। গৌরীপুর (প্রেফ) ১৮ই জুলাই—১৫৫৲ ১৯শে—১৫২৲ ; ২৩শে—১৫৪৲ ১৫৬৲ (অর্ডি) ২১শে জুলাই—৬৯৬৲ ৬৯৮৲ ; ২২শে—৭০৫৲ ৭০৯॥০ ; ২৪শে—৬৯৪॥০। হেষ্টিংস (প্রেফ) ১৮ই জুলাই—১৩৬॥০ ১৩৭॥০ ; ১৯শে—১৩৭৲ ১৩৮৲ ; ২১শে—১৩৭॥০ ১৩৯॥০ ; ২২শে—১৩৯॥০। হাওড়া ১৮ই জুলাই—৫৩॥০ ৫৪॥০ ; ১৯শে—৫৩৸০ ৫৪॥৵০ ; ২১শে—৫৪৲ ৫৪৸০ ; ২২শে—৫৪।৵০ ৫৫।০ ; ২৩শে—৫৪।০ ; ৫৫৲ ; ২৪শে—৫৩।০ ৫৪৵০। হুকুমচাঁদ ১৮ই জুলাই—১২।৴০ ১২॥৵০ ; ১৯শে—১২।০ ১২॥৵০ ; ২১শে—১২।০ ; ২২শে—১২।৴০ ১২॥৵০ ; ২৩শে—১২।০ ১২॥৴০ ; ২৪শে—১২৲ ১২৵০ ; (প্রেফ) ১৮ই জুলাই—১৪০৲ ; ২২শে—১৪০৲ ১৪১৲ ; ২৩শে—১৪১৲। ইণ্ডিয়া ১৮ই জুলাই—৩৫২৲ ; ১৯শে—৩৫৫৲ ৩৫৬৲ ; ২২শে—৩৭০৲ ৩৭২৲ ; ২৩শে—৩৬৫৲ ৩৭১৲ ; ২৪শে—৩৫৮৲ ৩৬৩৲। কামারহাটী ১৮ই জুলাই—৫১২৲ ৫১৩৲ ১৯শে—৫১৪৲ ৫১৮৲ ; ২১শে—৫১৫৲ ৫২৩৲ ; ২২শে—৫২০৲ ৫২৯৲ ; ২৩শে—৫২০৲ ৫২৬৲ ; ২৪শে—৫১০৲ ৫১৮৲ কাকনাড়া ১৮ই জুলাই—৪২০৲ ৪২৪৲ ১৯শে—৪২২৲ ৪২৬॥০ ; ২১শে—৪২৮৲ ; ২২শে—৪৩২॥০ ; ২৩শে—৪২৭॥০। কিনিসন ১৮ই জুলাই—৫৯৫৲ ; ২৩শে—৫৮৫৲ ৫৯০৲। নিউ সেণ্ট্রাল ২২শে—জুলাই—৩২২৲ ২৩শে—৩২০৲ ৩২৮৲ ; ২৪শে—৩১৭৲ ৩২৪৲। মেঘনা ১৮ই জুলাই—৪৫॥০ ৪৬॥০ ; ১৯শে—৪৬।০ ৪৬৸০ ; ২২শে—৪৬॥০ ৪৭॥০ ২৩শে—৪৬।৵০ ৪৭৲ ; ২৪শে—৪৫৸০ নস্করপাড়া ১৮ই জুলাই—১৮॥৵০ ; ১৯শে—১৮।৵০ ১৮॥৵০ ; ২২শে—১৮॥০ ১৮৸০। ন্যাশনাল ১৮ই জুলাই—২৩।৴০ ২৩৸০ ; ২২শে—২৩৸০ ২৪৲ ; ২৩শে—২৩॥৵০ ২৪৵ ; ২৪শে—২৩৵০ ২৩॥৵০। নেকিমার্লী ১৮ই জুলাই—১০৴০ ১০।৴০ ; ১৯শে—১০।৵০ ; ২২শে—১০।৵০ ; ২৪শে—১০।০ ১০॥০। নদীয়া ১৮ই জুলাই—৬৪৸০ ৬৫৸০ ; ১৯শে—৬৫৸০ ৬৭৸০ ; ২১শে—৬৬॥০ ৬৭॥০ ; ২২শে—৬৭॥০ ৬৮৲ ; ২৩শে—৬৭৲। ওরিয়েণ্ট ১৮ই জুলাই—২০৬॥০ ২০৮ ; ২২শে—২১০॥০ ; ২৩শে—২১৩৲ ; ২৪শে—২০৪॥০ ২০৮॥০। প্রেসিডেন্সী ১৮ই জুলাই—৫৶০ ৫॥৴০ ; ১৯শে—৫।৴০ ৫।৶০ ; ২১শে—৫।০ ; ২২শে—৫।৵০ ৫৸০ ; ২৩শে—৫।০ ৫॥৴০ ; ২৪শে—৫৵০ ৫॥০। রামেশ্বর ১৮ই জুলাই—৬৶০ ৬।৶০ ; ১৭ই—৬।৶০ ৬৸০ ; ২১শে—৬॥০ ৬৸৵০ ; ২২শে—৬৸০ ৭।৵০ ; ২৩শে—৬৸৶০ ৭৶০। রিলায়েন্স ১৮ই জুলাই—৫৮।০ ২১শে—৫৮।০ ৫৮৸০ ; ২২শে—৫৭৸০ ৫৮৸০ ; ২৩শে—৫৮॥০। এলবিয়ন ১৯শে জুলাই—২১৭৲ ; ২২শে—২১৭৲ ; ২৪শে—২০৯॥০ (প্রেফ) ২২শে জুলাই—১৬৮৲। আলেকজেণ্ড্রা—(প্রেফ) ১৯শে জুলাই—১৩৩৲ ; ২৪শে—১৩৩॥০। বালি ১৯শে জুলাই—২৪০৲ ২৪১৲ ; ২২শে—২৪২৲ ২৪৬॥০ ; ২৩শে—২৪০৲ ; ২৪শে—২৩৬৲ ২৪১ ; (প্রেফ) ২১শে জুলাই—১৬৪৲ ; ২৩শে—১৬৫৲। বরানগর ১৯শে জুলাই—১০৯৲ ; ২২শে—১০৯৲ ; ২৪শে—১০২৲ ১০৭৲। বেলভেডিয়র ১৯শে জুলাই—৪০৬৲ ৪০৮॥০ ; ২৩শে—৪০৫৲। বজবজ ১৯শে জুলাই—৩৬৯৲ ৩৭৬৲ ; ২১শে—৩৭২৲ ৩৭৬৲ ; ২৪শে—৩৬০৲ ৩৬২৲ (প্রেফ) ২২শে জুলাই—১৭৭৲। ডালহৌসী ১৯শে জুলাই—৩৪৯॥০ ; ২১শে—৩৩৯॥০। ইউনিয়ন ১৯শে জুলাই—৪৩১৲ ; ২২শে—৪৪২॥০ ৪৪৭॥০ ; ২৪শে—৪৩০৲। ওয়েভার্লি ১৯শে জুলাই—৩।৴০ ৩॥৴০ ; ২১শে—৩॥৴০ ; ২২শে—৩।৶০ ৩॥৵০ ; ২৩শে—৩।৵০ ৩॥৴০ ; ২৪শে—৩।০ ৩।৵০। কেলিডোনিয়ান ২১শে জুলাই—৩৯৮৲ ৪০১৲ ; ২২শে—৪০৩॥০ ; ২৩শে—৪০১৲ ৩০৪॥০। ডেল্টা (অর্ডি) ২১শে জুলাই—৪২৮৲ ৪৩১৲ ; ২২শে—৪২৮৲ ৪৩৬৲ ; ২৩শে—৪৩২৲ ; ২৪শে—৪২৮৲ ৪৩০॥০। হুগলী (প্রেফ) ২১শে জুলাই—২০৲।

কেমিক্যাল

এলকালি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ১৮ই জুলাই—১৮৲ ১৮৸০ ; ১৯শে—১৮৲ ১৮৸৶০ ; ২৩শে—১৮৸৵০ ১৯৲ ; ২৪শে—১৮॥৴০ ; (প্রেফ) ১৮ই—১২৩॥০ ; ২২শে—১২৩৲ ১২৪৲ ; ফ্রাঙ্করস ১৮ই জুলাই—৫।০ ৫॥০ ; স্মিথ ষ্ট্যানিস্ট্রীট (অর্ডি) ১৯শে জুলাই—৩॥৵০ ৩৸০ ; ২১শে—৩৸৵০ ৪৲।

ডিবেঞ্চার

৫॥০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৮ই জুলাই—১০৪॥০ ১০৫৲; ২॥০ সুদের (১৯৪১-৫০) রামনগর কেন এণ্ড সুগার ২০শে জুলাই—১০০৲ ; ৫৲ সুদের (১৯৩৮-৪৮) ষ্টার পেপার ১৮ই জুলাই—১০৩৸০ ; ৪।০ সুদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২৪শে জুলাই—১০৪॥৵০ ; ৫৲ সুদের (১৯১৫-৪৫) ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেসন ১৯শে জুলাই—১০৪৲ ; ৪।০ সুদের (১৯৩৬-৪৬) টীটাগড় পেপার মিল ১৯শে জুলাই—১০২৸০ ১০৩।০ ; ৫॥০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৯শে জুলাই—১০৪৸০ ১০৫৲ ; ৪॥০ সুদের (১৯৩৭-৫৭) বেঙ্গল পেপার ২৪শে জুলাই—১০৫৲ ১০৫॥০ ; ৪৲ সুদের (১৯৩৬-৬১) ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২২শে জুলাই—১৯৲ ; ৪৲ সুদের (১৯৪৭) রেঙ্গুন পোর্টট্রাষ্ট ২২শে জুলাই—১০৩।০ ; ৫।০ সুদের (১৯৩৮-৪৫-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২২শে জুলাই—১০৪॥০।

চিনির কল

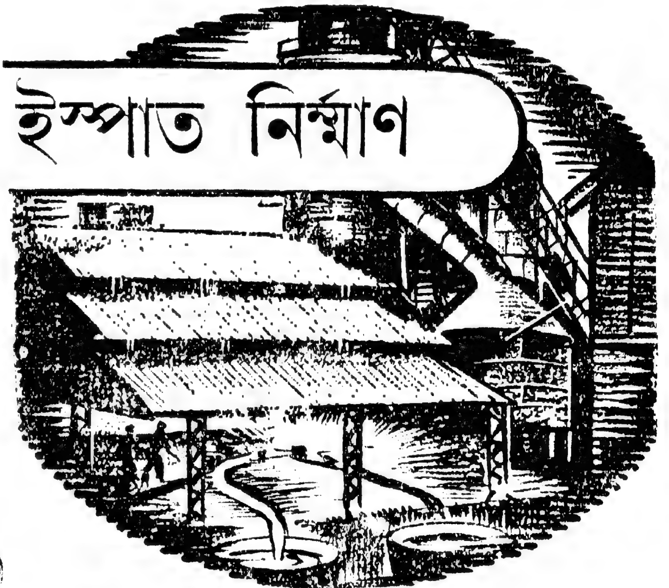
বলরামপুর ১৮ই জুলাই—৮।৵০ ; ২১শে—৮৶০ ৮।৴০ ; ২৩শে—৮।০ ৮।৵০ ; ২৪শে—৮।৵০ ; বুল্যাণ্ড ১৮ই জুলাই—১৭॥০ ১৭৸০ ; ২৩শে—১৭৸০ ১৮৵০ ; কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৮ই জুলাই—১০৸৴০ ; ২২শে—১০৸০ ১১৵০ ; (প্রেফ) ২২শে—১২২৲ ; নিউসাভান ১৮ই জুলাই—৯।০ ৯॥০ ; ২৩শে—৮৸০ ৯।৵০ ; রাজা ২৩শে জুলাই—১৮৵০ ১৮।৵০ ; ২৪শে—১৮৲ ১৮।৶০ ; প্রতাপপুর (অর্ডি) ১৮ই জুলাই—৭॥০ ৮।০ ; ২১শে—৮৲ ৮।০ ; ২২শে—৮।০ ৮।৵০ (প্রেফ) ২১শে জুলাই—১৬॥৵ ১৭৲ ; ২৩শে—১৬॥০ ; ডায়ার মিকিন ব্রুয়ারীজ ১৯শে জুলাই—৭।৵০ ৭॥৵০ ; ২২শে—৭।৵০ ৭॥৵০ ; কাণপুর (অর্ডি) ২১শে জুলাই—১৯।০ ১৯॥০ ; (প্রেফ) ২২শে—১৭৮৲ ; চম্পারণ ২১শে জুলাই—১৪৸৵০ ১৫।০ ; ভারত ২৪শে জুলাই—৭॥৵০ ; রামগড় কেন এণ্ড সুগার (অর্ডি) ২১শে জুলাই—৯॥০ ; সমস্তীপুর ২৩শে জুলাই—৮৸০ ; ২৪শে—৮॥০ ৮৸০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১৮ই জুলাই—৯৷৵০ ; ২১শে—৯৷৵০ ; ২৩শে—৯৵০ ৯৷৶০। বার্ণ এণ্ড কোং ১৮ই জুলাই—৪০৩৲ ১৯শে—৪০২৲ ; ২১শে—৪০২॥০ ৪০৫॥০ ; ২২শে—৪০৩॥০ ৪০৭॥০ ; ২৩শে—৪০২৲ ৪০৭॥০ ; ২৪শে—৪০০৲ ৪০৩॥০ ; (প্রেফ) ১৯শে জুলাই—১৭৫৲। হুকুমচাঁদ ষ্টীল (অর্ডি) ১৮ই জুলাই—১৪৲ ১৪॥৵০ ; ১৯শে—১৪৵০ ; ২১শে—১৪৲ ১৪৵০ ; ২২শে—১৪৲ ১৪৷৵০ ; ২৩শে—১৩৸০ ১৪৷০ ; ২৪শে—১৩॥৵০ ১৪৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৮ই জুলাই—৩১৸৶০ ৩২/০ ৩২৵০ ৩২৷৵০ ; ১৯শে—৩২৵০ ৩২৶০ ৩২৷০ ৩২৷/০ ৩২৷৵০ ৩২॥৵০ ; ২১শে—৩২৶০ ৩২৷০ ৩২৷/০ ৩২॥০ ২২শে—৩২৸০ ৩২৸৵০ ৩২৸৶০ ৩৩৲ ৩৩৶০ ৩৩৷০ ; ২৩শে—৩২৷০ ৩২৷৵০ ৩২৷৶০ ৩২॥৶০ ; ২৪শে—৩১৷৶০ ৩১॥০ ৩১॥/০ ৩১॥৵০ ৩১৸০ ৩১৸৵০ ৩১৸৶০ ৩২৲ ৩২৵০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রোডাক্টস (ডেফার্ড) ১৮ই জুলাই—৩৬॥০ ৩৬৸০ ; ১৯শে—৩৬৸০ ; ২১শে—৩৭৷০ ; ২২শে—৩৭৲ ৩৭৷০ ; ২৩শে—৩৬৸০ ; (অর্ডি) ২২শে জুলাই—৫৫॥০ ৫৬৲। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ১৮ই জুলাই—১৩৬৲ ১৩৭৲ ; ২২শে—১৪১৲ ১৪২॥০ ; (অর্ডি) ২১শে জুলাই—৪৷৵ ৪॥০ ; ২২শে—৪॥০ ; ২৪শে—৪৷০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৮ই জুলাই—৯৵০ ৯॥০ ; ১৯শে—৯॥/০ ; ২৪শে—৮৸৵০ ৯৷০। ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ১৮ই জুলাই—১৯৸৶০ ২০/০ ২০৵০ ২০৷০ ২০৷৵০ ; ১৯শে—২০৲ ২০৵০ ২০৶০ ২০॥/০ ; ২১শে—১৯৸৵০ ১৯৸৶০ ২০৲ ২০/০ ২২৵০ ; ২২শে—২০৷০ ২০৷/০ ২০৷৵০ ; ২৩শে—১৯৸৶০ ২০৲ ২০৷৵০ ; ২৪শে—১৯৷৶০ ১৯॥০ ১৯॥/০ ১৯৸০ ১৯৸/০ ১৯৸৵০ ২০/০ ২০৷/০ ; (প্রেফ) ১৮ই জুলাই—১২০৲ ; ১৯শে—১২০৲ ; ২২শে—১২১৲ ; ২৩শে—১১৯৲ ১২০॥০ ১২১৲ ; ২৪শে—১২০৸০। ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রোডাক্টস ২৪শে জুলাই—৫৫॥০ ৫৬৲। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২১শে জুলাই—১০৷/০ ; ২২শে—১০৷৶০ ১০৸০ ; ২৩শে—১০৷৵০ ১০॥৵০। ইণ্ডিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ (প্রেফ) ২২শে জুলাই—১৬৭৲ ; (অর্ডি) ২৩শে জুলাই—৬৫৲ ; ২৪শে—৬৫৲ ; মার্শালস ২২শে জুলাই—২৲ ২৶০।

চা-বাগান

বিশ্বনাথ ১৮ই জুলাই—২৭৲ ২৭৷০ ; আরকুতিপুর ২৩শে জুলাই—১২॥০ ; ২৪শে—১২৷০ ১২॥০ ; ধনসেরী (প্রেফ) ১৮ই জুলাই—৩৷৵০ ৩॥০ ; ২২শে—২৷৵০ ২॥৵০ ; ২৩শে—২॥/০ ২॥৶০ ; ডাফলাঘর ১৮ই জুলাই—১২৷০ ; ১৯শে—১২৸০ ১৩৲ ; ২৪শে—১২৸০ ১৩৲ ; গেইলী ১৮ই জুলাই—১৬৷৵০ ১৬॥৵০ ; ২১শে—১০৷০ ১০॥০ ; ২৪শে—১০॥০ ১১৲ ; হুগুপাড়া ১৮ই জুলাই—৩৮০৲ ৩৮৭৲ ; ২২শে—৩৮৫৲ ; ঢোলাখাট ২২শে জুলাই—২৪৷০ ; হাসিমারা ১৮ই জুলাই—৪৪৸০ ৪৫৲ ; ২২শে—৪৫॥০ ; ২৩শে—৪৫॥০ ৪৬৸০ ; ২৪শে—৪৫৸০ ; ডৌরাচেড়া ২২শে জুলাই—১১৸০ ১২৸০ ; ২৩শে—১২৶০ ১২॥৵০ ; ২৪শে—১২৶০ ১২॥০ ; [illegible] ১৮ই জুলাই—১৯॥০ ২০৲ ; ২২শে—২০॥০ ২০৸০ ; ২৩শে—২০৷৵০ ২॥৵০। জলদীবাড়ী ১৮ই জুলাই—২১৸০ ; ২১শে—২১৸০ ২২৲ ; ২৩শে—২২৷০। জুতলিবাড়ী ১৮ই জুলাই—১৫৸০ ১৬৷০ ; ২১শে—১৬৷০ ১৬॥০ ; ২৩শে—১৬৷০ ; নর্থওয়েষ্টার্ণ কাছাড় ১৮ই জুলাই—২২৭৲ ; গঙ্গারাম ২৪শে জুলাই—৩৮০৲ ; [illegible] ১৮ই জুলাই—২২৸০ ; ২২শে—২৪॥০ ; বেটজান ২১শে জুলাই—২৮০ ; [illegible] ১৮ই জুলাই—১০৷০ ; ১৯শে—১০৵০ ; ২৪শে—১০৲। তেজপুর (প্রেফ) ১৮ই জুলাই—১৪৲ ১৪৷০ ; ২৪শে—১৪৷০ ১৪॥০ ; (অর্ডি) ১৯শে জুলাই—৮৲ ; ২১শে—৮৵০ ; ২৩শে—৭॥৵০ ৮৲ ; ২৪শে—৭॥৵০ ৮৲। তুকভার ১৮ই জুলাই—১২/০ ১২৷/০। [illegible] ১৯শে জুলাই—২০৸০ ২১৲। মতিমা ১৯শে জুলাই—৮॥০ ৮৸০ ; ২১শে—৮৷৶০ ৮॥৶০ ; ২২শে—৮৷৶০ ৮॥৶০ ; ২৩শে—৮৸/০ ; নিউ চুমতা ১৯শে জুলাই—৪০৷০ ; ২২শে—৪০৷৵০। [illegible] ১৯শে জুলাই—৯৷৵০ ৯॥৵০ ; ২১শে—৯৸৵০। টাইরুণ ১৯শে জুলাই—১২৷৵০ ১২॥৵০ ; ২১শে—১২॥০ ১৩৷০। [illegible] ২১শে জুলাই—৯৸০ ১০৲ ; ২২শে—১০৲ ১০৷০ ; ২৪শে—৯৸/০ ৯৸৵০ ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২১শে জুলাই—৯৸০ ১০৲ ; ২২শে—৯৷৶০ ৯৸০। এথেলবাড়ী ২২শে জুলাই—১১॥০ ১১॥/০ ; ২৩শে—১১৷০ ১১॥৵০ মনাবাড়ী ২২শে জুলাই—২২৫৲ ২২৬॥০। মারকুলাণি (প্রেফ-অর্ডি) ২২শে জুলাই—৯৷০ ; পেটোকোলা (প্রেফ) ২২শে জুলাই—১৫৩৲ ১৫৪॥০ ; সাপয় ২২শে জুলাই—১১/০ ১১৷৵০ ; ২৪শে ১১৷০ ১১৸০ ; টেঙ্গাপানি ২২শে জুলাই—১৮৲ ১৮৷০ টাঙ্গাণি ২২শে জুলাই—৫৷০ ৫॥৵০ রাণাহাট ২৩শে জুলাই—৪০৭৲ ৫২৬৲ ; টেলয়জান ২৪শে জুলাই—৭৲ ৭৷৶০ চুণাভুতী ২৩শে জুলাই—৪৩৭৲ চণ্ডীচেড়া ২৩শে জুলাই—৬৫৲। কর্ণফুলী ২৩শে জুলাই—১২॥৵০ ; ২৪শে—১৩৸০ ১৮৲ ; লংডিও ২৩শে জুলাই—১০॥০ ১০৸ ; নিউ সিনাতোলিয়া ২৩শে জুলাই ৪১২॥০। সোনাই রিভার ২৩শে জুলাই—১৭৲ ১৭৷০।



পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৬শে জুলাই

পাট সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর গত সপ্তাহের মধ্যভাগ হইতে পাটের বাজারে দরের একটা তেজীভাব লক্ষিত হয়। পাটের দর চড়া রাখা সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্কল্প অনেককে আশান্বিত করিয়া তুলে। কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে থাকেন যে, কাঁচা পাটের উপর ট্যাক্স বসাইয়া যদি গবর্ণমেণ্ট ৫০ লক্ষ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করেন তবে ঐ টাকা দিয়া তাঁহাদের পক্ষে পাটের দর চড়াইবার একটা ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না। ফলে স্বভাবতঃই গত সপ্তাহের ফাটকা বাজারে পাটের দর চড়িয়া যায়। এ সপ্তাহের প্রথমদিকে পাটকলওয়ালারা বাজার হইতে কিছু বেশী পরিমাণ পুরাতন পাট খরিদ করাতে পাটের দর সেই তুলনায় আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গত ১৯শে জুলাই আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ছিল ৬৫ টাকা। গত ২২শে জুলাই তাহা ৬৭৸৴০ আনা পর্য্যন্ত উঠে; যদিও নানা কারণে ঐ দর শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে নাই। নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২২ শে জুলাই	৬৭৸৴০	৬৫৶০	৬৭৷০
২৩ শে „	৬৭।৶০	৬৪৸৶০	৬৫৶০
২৪ শে „	৬৫।০	৬৩।০	৬৪৶০
২৫ শে „	৬৫৶০	৬৩৸০	৬৩৸০
২৬ শে „	৬৩।৶০	৬১৸০	৬২৲

এ সপ্তাহের শেষ দিকে পাটের দর আবার নামিয়া যাওয়ার মূলে যে সব কারণ নিহিত রহিয়াছে তাহার মধ্যে সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের আশঙ্কাই সর্ব্বপ্রধান। জাপান ইন্দোচীনের দিকে সামরিক অভিযান চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে; আর জাপানের ঐ মতিগতি লক্ষ্য করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যুগপৎ জাপানের বিরুদ্ধে নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বাজারে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে অদূর ভবিষ্যতে পাট ও চট চালান দেওয়া খুবই কঠিন হইবে, এই আশঙ্কায় বাজারে পাটের দর নামিয়া যাইতেছে। অদ্য ফাটকা বাজারে পাটের দর সর্ব্বোচ্চ ৬৩।৶০ আনার বেশী উঠে নাই। অপরদিকে তাহা ৬১৸০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল।

এ বৎসর বাজারে পাটের মোট যোগান কিরূপ দাঁড়াইবে এবং পাটের কাটতি সম্ভাবনাই বা কিরূপ তৎসম্পর্কে 'ক্যাপিটল' পত্র সম্প্রতি একটি বরাদ্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পত্র বলিতেছেন—গত বৎসর পাটকলগুলি ২০ লক্ষ বেল মজুত পাট লইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছিল এবং অতিরিক্ত মোট ৭০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিয়াছিল। গত বৎসর পাটকলগুলি মোট ৫৫ লক্ষ বেল পাট খরচ করে। ফলে বৎসরের শেষে অর্থাৎ গত জুন মাসের শেষে তাহাদের মজুত পাটের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫ লক্ষ বেল। এইরূপ মজুত পাট ছাড়া গত জুন মাসের শেষে কলিকাতার বিভিন্ন গুদামে ১৫ লক্ষ বেল ও মফঃস্বলে ৩০।৪০ লক্ষ বেল পাট অবিক্রীত ছিল। এ বৎসর দেশে অন্ততঃপক্ষে ৬০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, যদিও কেহ কেহ উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৮০ লক্ষ বেল দাঁড়াইবে বলিয়া মনে করিয়াছেন। উহাতে পাটকলের মজুত পাট যোগ না করিয়াও এ বৎসর পাটের মোট যোগান কমপক্ষে ১ কোটী ৫ লক্ষ বেল এমন কি ১ কোটি ৩৫ লক্ষ বেল পর্য্যন্ত দাঁড়াইবে বলিয়া বরাদ্দ করা যাইতে পারে। অপরদিকে পাটকলগুলি যদি বর্ত্তমানের ন্যায় সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা হিসাবে কাজ চালাইতে থাকে তবে তাহাদের দিক হইতে আমরা এবার ৬০ লক্ষ বেলের বেশী পাটের চাহিদা আশা করিতে পারি না। বিদেশে রপ্তানীর জন্য পাটের চাহিদাও এবার ১২ লক্ষ বেলের বেশী হইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই দেখা যায়, পাটকলগুলির মজুত পাট বাদ দিলেও এবার বাজারে পাটের যে যোগান হইবে তাহাতে পাটকলগুলির দেড় বৎসরের ত বটে-ই হয়ত দুই বৎসরেরও চাহিদা মিটান যাইবে। এই অবস্থা আলোচনা করিলে পাটের বর্ত্তমান দর ভালই বলিতে হইবে।

থলে ও চট

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর কিছু বাড়িয়াছে; অপরদিকে ১১ পোর্টার চটের দর কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯শে জুলাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ছিল ১৯৸০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ছিল ২৫ টাকা। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ২০৶০ আনা ও ২৯৸৶০ আনায় দাঁড়াইয়াছিল।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৫শে জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার দর নিম্নরূপ ছিল :—

বোম্বাই—রেডী সোণা প্রতি ভরি ৪২৶৩ পাই হইতে ৪২৶৬ পাই ; আগষ্ট ডেলিভারী সোণা প্রতি ভরি—৪২।০ আনা ; সেপ্টেম্বর ডেলিভারী সোণা প্রতি ভরি—৪২।৬ পাই হইতে ৪২।৯ পাই।

কলিকাতা—পাকা সোণা প্রতিভরি ৪২৶০ আনা ; বড়াপবার প্রতিভরি—৪২৵০ আনা ; প্রতিটী গিনি—২৮৷৵৩ পাই ;

লণ্ডন—প্রতি আউন্স পাকা সোণা—৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং।

রূপা

এ সপ্তাহে রূপার দর নিম্নরূপ ছিল :—

বোম্বাই—রেডীরূপা প্রতি একশত ভরি—৬৩৲ টাকা ; আগষ্ট ডেলিভারী প্রতি একশত ভরি রূপা—৬৩৲ টাকা ৬ পাই ; সেপ্টেম্বর ডেলিভারী প্রতি একশত ভরি রূপা—৬৩/৬ পাই।

কলিকাতা—প্রতি একশত ভরি রূপা—৬৩।৶০ আনা ; খুচরা রূপা প্রতি একশত ভরি—৬৩৷৵০ আনা।

লণ্ডন—প্রতি আউন্স স্পট রূপা ২৩$\frac{5}{16}$ পেন্স।

নিউইয়র্ক—প্রতি আউন্স স্পট রূপা—৩৪$\frac{3}{4}$ সেণ্ট।

ভারতে কৃষিপণ্যের দর

ভারত সরকারের কৃষিপণ্য মার্কেটীং (বাজার সংক্রান্ত ব্যাপারের) পরামর্শদাতা ১৯৪১ সালের ১৯শে জুলাই, শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার সেই সাপ্তাহিক বিবরণীতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের কৃষিপণ্যের বাজার দর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইতেছেন :—

গম—ভারতীয় গমের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে তেজী ছিল এবং সকল শ্রেণীর গমের দরই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আন্তঃপ্রাদেশিক কাজকারবারের উন্নত লক্ষণ এবং উত্তর ভারতের অনুকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়া গমের ক্রয় বিক্রয়ের এইরূপ উন্নত অবস্থার কতকটা কারণ বলা যাইতে পারে। গমের বাজারের ভবিষ্যত আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। করাচীতে রেডীগম মণপ্রতি ৵২ পাই, জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়া সত্তে যথাক্রমে ৵৫ পাই এবং ৵৬ পাই মণপ্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল—রেডী গম মণপ্রতি ৪/৮পাই, জুলাই ৪/৭ পাই এবং সেপ্টেম্বর ৪৵১১ পাই দরে বাজার বন্ধের সময় বিক্রয় হইয়াছিল। বাজার বন্ধের দিকে কলিকাতায় গমের দর ছিল মণ প্রতি রেডী-কাণপুর ৪৷৵ আনা ; রেডী পাঞ্জাব ৪৷৶০ আনা ; মে এবং সেপ্টেম্বর কাণপুর ৪৸৵৩ পাই। বোম্বাইয়ের বাজারে গমের দর ছিল মণ প্রতি রেডী করাচী বাংলা ৪৷১১ পাই ; জানুয়ারী ৪৸৵৩ পাই ; মে ৪৷৶১০ পাই ; এবং সেপ্টেম্বর ৪৷/৬ পাই। কাণপুরের বাজারে গমের দর ছিল মণপ্রতি কাণপুর রেডী দারা ৪৷০ আনা এবং রেডী সরবতী ৪৷৶৩ পাই। হাপুরে গমের দর ছিল মণপ্রতি রেডী আলগা ৩৸০ আনা, রেডী ৩৷৶৫ পাই ; ভাদন ৩৷৶১১ পাই ; সংশির ৩৸১১ পাই ; লায়ালপুরে গমের দর ছিল মণ প্রতি—রেডী ৩৷/৯ পাই এবং আসুজ ৩৷৵১ পাই। আলোচ্য সপ্তাহে করাচী সহরে ৮৩ হাজার টন, বোম্বাইয়ে ২২ হাজার টন, লায়ালপুরে ৭ হাজার টন এবং হাপুরে ৩২ হাজার টন গম মজুদ ছিল।

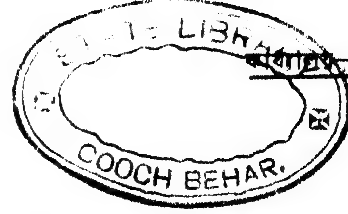
চাউল—এসপ্তাহে বিভিন্ন চাউল বিক্রয়ের কেন্দ্রে চাউলের দর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। কাণপুরে সাধারণ শ্রেণীর চাউলের দর মণপ্রতি গত সপ্তাহের তুলনায় ।০ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৸০ আনা পর্যান্ত উঠিয়াছিল। দিল্লীতে শিয়ালকোট সেলা (বাসমাতি) শ্রেণীর চাউল মণপ্রতি ।০ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছিল। কলিকাতার বাজারেও চাউলের দরে উদ্ধগতি পরিলক্ষিত হয়। বাজার বন্ধের দিকে কলিকাতায় চাউলের দর ছিল মণপ্রতি—সীতা (পাটনাই সাদা)—৭৸০ আনা, পাটনাই সিদ্ধ—৭৵০ আনা, বালাম—৬৷০ আনা ; নাগরা—৭৲ টাকা ; সরু কলছাটা রেঙ্গুন চাউল—৫৸/০ আনা, মিলচর রেঙ্গুন চাউল—৫৸৵০ আনা।

তিসি—তিসির বাজারও আলোচ্য সপ্তাহে তেজী ছিল। বোম্বাইয়ে রেডি তিসির দর মণপ্রতি ।৫ পাই বৃদ্ধি পাইয়া ৫৸৶১১ পাই দাঁড়াইয়াছিল। মে এবং সেপ্টেম্বরের দর ছিল যথাক্রমে মণপ্রতি ৬৷/৩ পাই ও ৬৵৩ পাই। কলিকাতার বাজারে রেডী তিসির দর ছিল মণপ্রতি ৫৸/৬ পাই এবং মে ও সেপ্টেম্বরের দর ছিল যথাক্রমে ৬।৶০ আনা ও ৬/০ আনা। কাণপুরে কলসমূহ প্রতিমণ তিসির তৈল ১২৷০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। বোম্বাইয়ের বাজারে ২৫ হাজার টন তিসি মজুদ ছিল।

চীনাবাদাম—চীনাবাদামের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে স্থির ছিল। বোম্বাইয়ের বাজারে চীনাবাদামের দর ছিল মণপ্রতি রেডী—৪৸৶৪ পাই ; ফেব্রুয়ারী—৫৷৵৭ পাই ; সেপ্টেম্বর—৫/৭ পাই ; মাদ্রাজে রেডী চীনা বাদামের দর ছিল মণপ্রতি ৪৷/২ পাই এবং প্রতিমণ চীনাবাদাম তৈলের দর ছিল বাজার বন্ধের দিকে ১০৶৩ পাই। বোম্বাইয়ের বাজারে ৩৩ হাজার টন চীনাবাদাম মজুদ ছিল।



ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮১



কার্য্যালয়—১২২নং বড়বাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ৪ঠা আগষ্ট, সোমবার ১৯৪১ | ১৪শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার

কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে একটী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রের দর শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ চড়া ছিল। তুলা, কাপড়ের কলের সরঞ্জাম ও রঞ্জন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং কাপড়ের অত্যধিক চাহিদাই উহার কারণ বলিয়া বাঙ্গলা সরকার উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধের সম্ভাবনার ফলে 'ফাটকাওয়ালারা' মজুদ কাপড় বিক্রয় করিতেছে না এবং কৃত্রিম উপায়ে কাপড়ের মূল্য চড়াইয়া দিতেছে। বাঙ্গলা সরকার জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা এই ধরণের অনাচার সহ্য করিবেন না এবং প্রয়োজন হইলে কৃত্রিম উপায়ে যাহাতে কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে না পারে তাহার প্রতিকার পন্থা অবলম্বন করিবেন।

বাঙ্গলা সরকারের এই অভিপ্রায়ের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে কাপড়ের মূল্য যে ভাবে চড়িয়াছে তজ্জন্য 'ফাটকাওয়ালারা' কতদূর দায়ী তাহা বিবেচ্য বিষয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইংলণ্ড ও জাপান হইতে ভারতে বস্ত্রের আমদানী হ্রাস, জাপানী বস্ত্রের উপর শুল্ক বৃদ্ধি, ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির মধ্যে অনেক কল যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহে ব্যাপৃত থাকার দরুণ ভারতে সাধারণের ব্যবহার উপযোগী বস্ত্রের যোগান হ্রাস এবং ভারতীয় কলে প্রস্তুত বস্ত্র ক্রমেই অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হওয়ার ফলেই বস্ত্রের মূল্য আজ এত চড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্তের প্রতিকার করা বাঙ্গলা সরকারের সাধ্যায়ত্ত নহে। একমাত্র ভারত সরকারই উহার প্রতিকার করিতে পারেন। ইতিমধ্যে উহার একটা ক্ষীণ আশাও দেখা যাইতেছে। সিমলার সংবাদে প্রকাশ যে, কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকারকল্পে ভারত সরকার ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে কাপড় রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। ব্রহ্মদেশ, পূর্ব্ব আফ্রিকা, মালয়, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলে ইংলণ্ডজাত ও জাপানী বস্ত্রের আমদানী কমিয়া যাওয়ার ফলে ইদানীং ভারতবর্ষ হইতে ঐ সব দেশে কাপড়ের রপ্তানী ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে ২২ কোটী ২৩ লক্ষ গজ বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল—সেই স্থলে ১৯৪০-৪১ সালে ৩৯ কোটী ১০ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে। চলতি বৎসরে এই রপ্তানীর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে সমর সরঞ্জাম সরবরাহের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিতে পারেন না। বিদেশ হইতে কাপড় আমদানীর ব্যবস্থা করা সম্ভবপরও নহে, সমীচীনও নহে। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থায় বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকারের জন্য ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে বস্ত্রের রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়াই একমাত্র পন্থা। উহাতে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিরও আপত্তি করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত হেতু নাই। কারণ বর্ত্তমানে তুলার দর যে হারে রহিয়াছে তাহার তুলনায় বস্ত্রের দরের হার অনেক বেশী। কাজেই রপ্তানী বন্ধ হইলে উহাদের লাভের

পরিমাণ সঙ্কুচিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। বাঙ্গলা সরকার মাত্র ফাটকাওয়ালাদিগকে ধমক দিয়া কর্ত্তব্য শেষ না করিয়া যদি এই বিষয়ে ভারত সরকারের উপর চাপ দেন, তাহা হইলে সমস্যার মীমাংসা অনেক সহজ হইবে।

কলিকাতায় পেট্রলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

যুদ্ধরত দেশসমূহে যাহাতে যুদ্ধ সরঞ্জাম অথবা সাধারণের জীবন-ধারণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাব না ঘটে, তজ্জন্য ঐ সব দেশের গবর্ণমেন্ট প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে এরূপ কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি হাতে অর্থ থাকা সত্ত্বেও গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত ময়দা, মাংস, ফল, সিগারেট প্রভৃতি জিনিষ পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে সমর্থ নহে। জার্ম্মানী ও উহার দলভুক্ত দেশসমূহে এই ধরণের কড়াকড়ি আরও বেশী হওয়াই সম্ভব। ভারতবর্ষ এতদিন পর্য্যন্ত এই প্রকার নিয়ন্ত্রণনীতি হইতে মুক্ত ছিল। এখনও হাতে অর্থ থাকিলে ভারতবাসী ইচ্ছামত ভোজ্য, পানীয়, পরিচ্ছদ, বিলাসসামগ্রী ইত্যাদি ক্রয় করিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে পেট্রলের ব্যাপারে ভারতবর্ষও এই নিয়ন্ত্রণ-নীতির প্রভাবাধীন হইল। গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন, আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখ হইতে কোন ব্যক্তি গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পেট্রল ক্রয় করিতে পারিবে না। এই বিষয়ে গবর্ণমেন্টের ইস্তাহার হইতে মনে হয় যে, মাল ও যাত্রীবহন কার্য্যে নিযুক্ত বাস, ট্যাক্সি ও লরীসমূহকে প্রয়োজনানুরূপভাবে পেট্রল ক্রয় করিবার জন্য অধিকার দেওয়া হইবে। কিন্তু সাধারণের ব্যবহৃত মোটর গাড়ীর জন্য যে পরিমাণ পেট্রল দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত। এই ধরণের গাড়ীকে শ্রেণীভেদে মাসে মাত্র ২ হইতে ১২ গ্যালন পেট্রল দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এরূপ ব্যবস্থায় কলিকাতা সহরের অধিকাংশ মোটর গাড়ীর মালিকগণ মাসে ৬ হইতে ১০ গ্যালনের বেশী পেট্রল পাইবেন না। অথচ যে সমস্ত মোটরগাড়ী প্রাইভেট বা সাধারণের ব্যবহৃত গাড়ীর সংজ্ঞায় পড়িবে সেইসব গাড়ীর মধ্যে অধিকাংশ গাড়ীই ব্যবসা-গত প্রয়োজনে চালিত হইয়া থাকে এবং এই সব গাড়ীর মালিকের মধ্যে অনেককেই প্রত্যহ কমপক্ষে দেড় বা দুই গ্যালন পেট্রল খরচ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় কোন প্রাইভেট গাড়ীকেই যদি মাসে ১২ গ্যালনের বেশী পেট্রল না দেওয়া হয় এবং সহরের অধিকাংশ গাড়ীকেই যদি মাসে ৬ হইতে ১০ গ্যালন পেট্রল লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয় তাহা হইলে সহরের ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়টী বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

বেঙ্গল কো-অপারেটীভ ইন্‌সিউরেন্স সোসাইটী

বেঙ্গল কো-অপারেটীভ ইন্‌সিউরেন্স সোসাইটী ভারতীয় সমবায় আইন অনুসারে রেজেষ্টরীকৃত এবং বাঙ্গলার সমবায় বিভাগের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উহা পরিচালিত হইতেছে। আমরা অবগত হইলাম যে, এই কোম্পানীর সম্প্রতি যে প্রথম ভ্যালুয়েশন হইয়াছে তাহাতে কোম্পানীর তহবিলে বহুল পরিমাণ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় কোম্পানীর পলিসিগ্রাহকদের এক সভায় কোম্পানীতে উহাদের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কমাইয়া অর্দ্ধেকে পরিণত করিবার জন্য একটী প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, পলিসিগ্রাহকগণ এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই এবং কোম্পানীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একমাস কালের মধ্যে অন্য কোন পন্থা অবলম্বনের জন্য একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

বেঙ্গল কো-অপারেটীভ ইনসিউরেন্স সোসাইটী একটী অল্প দিনের কোম্পানী। পরিচালকদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য উহার ব্যবসার কিছুমাত্র প্রসার হয় নাই। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্রাবয়ব কোম্পানীর জন্য সমবায় বিভাগের অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিদের বেতন, এলাউন্স, রাহা-খরচ, বাড়ীভাড়া, টেলিফোন ইত্যাদিতে এত অপরিমিত অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, যাহার ফলে আজ কোম্পানীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উহার দরিদ্র পলিসিগ্রাহকগণের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু উহার পরিচালকগণ কোম্পানীর ব্যাধির জন্য যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে চাহিতেছেন তাহাতে উহা বিপদমুক্ত না হইয়া আরও মারাত্মক অবস্থায় উপনীত হইবে। পলিসিগ্রাহকদের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কমাইয়া যদি অর্দ্ধেকে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর আয়ও অর্দ্ধেকে পরিণত হইয়া উহার তহবিলে ঘাটতি আরও বাড়িয়া চলিবে। বর্ত্তমান অবস্থায় কোম্পানীর সমক্ষে দুইটী পন্থা রহিয়াছে। উহার পরিচালকগণ ইচ্ছা করিলে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোম্পানীর ঘাটতি পূরণ করিতে পারেন। অথবা এই কোম্পানীর কাজ অন্য কোন বীমা কোম্পানীতে হস্তান্তরিত করিতে পারেন। তবে প্রথমোক্ত পন্থায় কার্য্য করিলে কোম্পানীর ব্যয় খুব বেশী পরিমাণে কমাইতে হইবে। এই ধরণের একটী কোম্পানীর পক্ষে বাড়ী ভাড়া বাবদ ৩০।৪০ টাকা এবং উহার প্রধান অফিসারের বেতন হিসাবে ৭০।৭৫ টাকার অধিক ব্যয় করিবার সামর্থ্য নাই। দ্বিতীয় পন্থায় কার্য্য করিলে পলিসিগ্রাহকগণকে তাহাদের প্রাপ্য টাকা এক সঙ্গে গ্রহণ না করিয়া দীর্ঘ দিনের কিস্তিতে গ্রহণ করিবার সর্ত্তে রাজী হইতে হইবে। আমাদের মনে হয় যে, পলিসিগ্রাহকগণ 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে'—এই ব্যবস্থায় আপত্তি করিবেন না এবং এই ব্যবস্থামতে অন্য কোন বীমা কোম্পানী এই কোম্পানীর চলতি বীমার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন।

বেঙ্গল কো-অপারেটীভ ইন্‌সিউরেন্স সোসাইটীর পরিচালকবর্গের বর্ত্তমানে যেরূপ মতিগতি দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, শেষ পর্য্যন্ত উহার পলিসিগ্রাহকগণ সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। বাঙ্গলায় সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি আজ পথে বসিবার উপক্রম হইয়াছে। এক্ষণে সমবায় বীমা কোম্পানীতে বীমা করিয়াও বহু ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যতে বাঙ্গলাদেশে কেহ যদি কোন সমবায় সমিতির ধারেকাছেও না যায়, তাহা হইলে তাহাতে দোষের কিছু হইবে না।

মিঃ দালালের প্রস্তাব

নোয়াখালীর বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যাক্লিষ্ট জনসাধারণের সাহায্যার্থ নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল বাঙ্গলার মন্ত্রী সভার সমক্ষে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা আমরা খুব সমীচীন ও সময়োচিত বলিয়া মনে করি। নোয়াখালী সহর নদীতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বাঙ্গলা সরকার উক্ত জেলার প্রধান কেন্দ্র বেগমগঞ্জ অঞ্চলের একটী স্থানে স্থানান্তরিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং এজন্য ৬।৭ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মিঃ দালাল গবর্ণমেন্টকে এই কার্য্যে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গবর্ণমেন্ট যদি এই স্থানে একটী সহর নির্ম্মাণে ৬।৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন তাহা হইলে উহাতে বাড়ীঘর নির্ম্মাণের জন্য জনসাধারণ অন্ততঃপক্ষে আরও তিন লক্ষ টাকা

ব্যয় করিবে। উহার ফলে ৪১৫ হাজার ব্যক্তি ২১৩ বৎসরের জন্য জীবিকানির্ব্বাহের সমস্যা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে।

পৃথিবীর সকল দেশেই অজন্মা, বন্যা প্রভৃতি কারণে জনসাধারণ বিপন্ন হইলে তাহাদের সাহায্যের জন্য গবর্ণমেন্ট রাস্তা নির্ম্মাণ, সেচকার্য্য ইত্যাদি কাজ আরম্ভ করেন এবং এই সব কাজে নিযুক্ত থাকিয়া জনসাধারণের মধ্যে বহু ব্যক্তি জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিতে পারে। ভারতবর্ষেও গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক এই নীতির উপকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে। জনসাধারণকে সাহায্যের উহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। ভিক্ষা দ্বারা উহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম ও অর্থের অপচয় মাত্র। বাঙ্গলা সরকার যখন বেগমগঞ্জ অঞ্চলে একটী সহর নির্ম্মাণে সঙ্কল্পবদ্ধ তখন উহা আরম্ভ করিতে দেরী না করিয়া এখনই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। উহাতে গবর্ণমেন্টেরও কাজ হইবে এবং কয়েক সহস্র দুর্গত ব্যক্তিও অন্নসংস্থানের উপায় করিতে পারিবে। আমরা আশাকরি, বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা মিঃ দালালের এই প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নূতন নূতন শিল্পদ্রব্য আবিষ্কার, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধন, প্রচলিত শিল্পদ্রব্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য গবেষণাকার্য্যে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্ট যে প্রকার মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যে ভাবে গবর্ণমেন্টের সহযোগিতা করিয়াছে তাহার সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিলে ভারতীয় শিল্পগবেষণা একটা ছেলেখেলা বলিয়া মনে হইবে। এদেশের গবর্ণমেন্ট কোন দিনই দেশের শিল্পের প্রসারে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন নাই এবং এজন্য গবেষণাকার্য্যে উপযুক্তরূপ অর্থ সাহায্যে অগ্রসর হন নাই। গত ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ ব্যুরো গঠন করেন তাহারও উদ্দেশ্য ছিল গবেষণাকার্য্যে বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সহযোগিতা করা মাত্র। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে গবর্ণমেন্ট দেখিলেন যে এদেশে যুদ্ধ পরিচালনার কার্য্যে প্রয়োজনীয় বহু প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইবার সুযোগ রহিয়াছে, কিন্তু গবেষণার অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। তখন উহারা প্রাণের দায়ে বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ নামে একটী কমিটী গঠন করেন। কিন্তু উহারও মূলগত উদ্দেশ্য দেশে যাহাতে সমর সরঞ্জাম অধিকতর পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে তজ্জন্য পরামর্শ দেওয়া—দেশে শিল্পের প্রসার উহার উদ্দেশ্য নহে। যাহা হউক, ভারতবর্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সমর সরঞ্জাম পাওয়ার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান যুদ্ধে গবর্ণমেন্ট এদেশ হইতে প্রয়োজনের তুলনায় যুদ্ধ সামগ্রী পাইতেছেন না দেখিয়া গবেষণাকার্য্যে তাঁহাদের একটু কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার এদেশে শিল্প সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের অনুরূপ একটী ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ গঠন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকাশ যে, আগামী অক্টোবর মাসের শেষভাগে দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের যখন অধিবেশন বসিবে সেই সময়ে গবর্ণমেন্ট উপরোক্ত উদ্দেশ্যে একটী আইন পাশ করাইয়া লইবেন। আরও প্রকাশ যে, কৃষিগবেষণা সমিতির ন্যায় শিল্প গবেষণা সমিতিও সরকারী ও বে-সরকারী সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গবেষণার ভার বিভিন্ন প্রকার সাব কমিটীর উপর অর্পিত হইবে।

ভারত সরকার এদেশে যে সামান্য ২১৪টী জনহিতকর উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন তাহার মধ্যে কৃষিগবেষণা সমিতি অন্যতম। এই সমিতির গবেষণার ফলে দেশের অনেক স্থানে উন্নততর শ্রেণীর ফসল উৎপন্ন হইয়া এবং জমির ফলন বৃদ্ধি পাইয়া কৃষক সমাজের আয় বহু কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহাদের গবেষণার জন্য পোকার উপদ্রব এবং ফসলের রোগ নিবারিত হওয়াতেও কৃষক বহু কোটী টাকার ক্ষতি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। শিল্প গবেষণা সমিতিও যদি উহার অনুরূপভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তাহা হইলে এদেশে যে শিল্পোন্নতির পথ সুগম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নূতন সমিতির ব্যয়ের জন্য গবর্ণমেন্ট কিরূপ পরিমাণ অর্থের সংস্থান করেন তাহার উপরই উহার সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে।

ইণ্ডিয়ান মেসিনটুল ম্যানুফেকচারিং কোং লিঃ

ইণ্ডিয়ান মেসিন টুল ম্যানুফেকচারিং কোং লিঃ গত ১৯৩৭ সালে রেজেষ্টরীকৃত হইয়া ১৯৩৮ সাল হইতে কাজ আরম্ভ করে। এই অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত কোম্পানী উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া উহার অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। অন্যত্র উক্ত কোম্পানীর গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব-পত্রের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে সকলেই উহার আর্থিক অবস্থা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

ইণ্ডিয়ান মেসিনটুল ম্যানুফেকচারিং কোং লিঃ যে ধরণের শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহা দেশের স্বার্থের দিক হইতে চূড়ান্তরূপ গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে কারখানা স্থাপনের জন্য যে কলকব্জা ব্যবহৃত হয় তাহার প্রায় ষোলআনা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে এবং এজন্য প্রত্যেক বৎসর দেশবাসীকে ১৮ হইতে ২০ কোটী টাকা বিদেশে প্রেরণ করিতে হয়। অথচ এদেশে কলকব্জা প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় লৌহ ইত্যাদির কোন অভাব নাই। ইদানীং এদেশে কলকব্জা প্রস্তুতের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কলকব্জা প্রস্তুতের জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় এবং যাহা মেসিনটুল নামে অভিহিত হইয়া থাকে তাহা এদেশে দুর্ল্লভ। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য এইসব জিনিষ পাওয়া আরও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। ইণ্ডিয়ান মেসিনটুল ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী কলকব্জা নহে—কলকব্জা প্রস্তুতের উপযোগী লেদ, ড্রিল প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুতের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশে শিল্পের প্রসারের সর্ব্বাপেক্ষা মূল-গত সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইয়াছে।

বড়ই সুখের কথা যে, শ্রীযুক্ত ইন্দু ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ব্যক্তিদের সুদক্ষ পরিচালনার গুণে এই প্রতিষ্ঠানটী অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উহাদের প্রস্তুত লেদ, ড্রিল প্রভৃতি জটিল ধরণের যন্ত্রসমূহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চূড়ান্তরূপ সমাদর লাভ করিতেছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ এই কোম্পানীর কারখানায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতির জন্য ফরমাইস দিয়াছেন। উহা হইতে কোম্পানীর প্রস্তুত যন্ত্রপাতি যে সঠিক এবং কার্য্যক্ষম হইতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা দেশে শিল্পের প্রসার না হওয়ার একটী প্রধান কারণ হইতেছে যে, বিদেশ হইতে অত্যধিক চড়া মূল্য দিয়া কলকব্জা ক্রয় করিবার মত বাঙ্গালীর অর্থসঙ্গতি নাই। ইণ্ডিয়ান মেসিনটুল ম্যানুফেকচারিং কোম্পানীর কার্য্যের প্রসার হইলে বাঙ্গলায় কলকব্জা প্রস্তুতের শিল্প গড়িয়া উঠিবার পথ প্রশস্ত হইবে এবং উহার ফলে বাঙ্গালী অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে ও সহজ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সর্ত্তে কলকব্জা ক্রয় করিবার সুযোগ পাইবে। এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইলে বাঙ্গলায় শিল্পের প্রসারে একটী প্রধান অন্তরায় বিদূরিত হইবে। সেই হিসাবে ইণ্ডিয়ান মেসিনটুল ম্যানুফেকচারিং কোম্পানীকে একটী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান না বলিয়া একটী চূড়ান্তরূপ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। এরূপ একটী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করা দেশবাসীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। দেশবাসী উহাতে মুক্তহস্তে অর্থ বিনিয়োগ করিলে উহার ফলে তাহারা কেবল যে নিয়োজিত মূলধনের উপর ক্রমবর্দ্ধমান হারে লভ্যাংশ পাইবেন এরূপ নহে—উহা দ্বারা তাঁহারা অন্যদিকে দেশের শিল্পের প্রসারেও সাহায্য করিবেন।

মিঃ এমেরীর বিবৃতি

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা সম্বন্ধে ভারত সচিব মিঃ এমেরী বৃটীশ পার্লামেন্টে যে সর্ব্বশেষ বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে ২।১টী নূতন কথা থাকিলেও মূলতঃ উহা তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবৃতিরই অনুরূপ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এই বিবৃতির মধ্যেও এত অর্দ্ধসত্য, কপটতা এবং ভারতবাসীকে ধাপ্পা দেওয়ার এরূপ অপচেষ্টা রহিয়াছে যাহাতে কোন আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসী তাঁহার কথার উপর কোন মূল্য দিতে পারে না।

ভারত সচিবের বিবৃতির স্থূলমর্ম্ম এই যে, বড়লাটের নূতন শাসন পরিষদে দেশের স্বার্থের চাবিকাঠি স্থানীয় বিভাগগুলি (Key positions) ভারতীয় সদস্যদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং শাসন পরিষদে ভারতীয়গণকে সংখ্যাধিক্য দেওয়া হইয়াছে। ভারত সচিবের ন্যায় এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কোন ভদ্র ব্যক্তি যে এরূপভাবে ধাপ্পা দিতে পারেন তাহা আমাদের কল্পনার মধ্যে ছিল না। শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যাহার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই এরূপ ব্যক্তিও একথা জানে যে, প্রত্যেক দেশের সামরিক বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ এবং যানবাহন ও সংবাদ আদান প্রদান বিভাগই দেশের স্বার্থের দিক হইতে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এই সব বিভাগ বরাবর ইংরাজদের হাতে একচেটিয়াভাবে সংরক্ষিত ছিল এবং এখনও কোন ভারতবাসীকে এই সব বিভাগের কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হয় নাই। ভারত সরকারের অধীনস্থ যে কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় বিভাগ এতদিন ৩ জন ভারতীয় সদস্যের হাতে রাখা হইয়াছিল সেই সব বিভাগের দায়িত্বই বর্ত্তমানে ৮ জন ভারতবাসীর মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে এইবার সিভিল ডিফেন্স, ইনফরমেশন ইত্যাদি কতকগুলি নূতন মুখরোচক বিভাগ সৃষ্টি করিয়া তাহার পরিচালনাভার ভারতবাসীর হাতে দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় দেশের স্বার্থের চাবিকাঠি স্থানীয় বিভাগগুলি ভারতীয়দের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে একথা বলিয়া ভারত সচিব যে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহের অবসর নাই।

কিন্তু ইহা লইয়া বিতর্ক করা বৃথা। বড়লাটের শাসন পরিষদের সব কয়টী সদস্যপদই যদি ভারতবাসীকে দেওয়া হইত এবং সামরিক বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ ইত্যাদিও যদি ভারতবাসীর হস্তে ন্যস্ত হইত তাহা হইলেও উহাতে ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইত না। ভারতবাসী দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিবার জন্য বৃটীশ পার্লামেন্ট, ভারত সচিব এবং বড়লাটের অধীনে চাকুরী চাহে না। ভারতবাসী দেশ শাসন ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাহে। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণ যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর দ্বারা নির্ব্বাচিত আইন সভার দ্বারা মনোনীত না হইবেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত আইন সভার নির্দ্দেশ মত কাজ করা তাঁহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত শাসন পরিষদের সদস্যদের হাতে সামরিক বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইলেও এবং শাসন পরিষদে যুক্ত দায়িত্বসহ সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ভারতবাসীর সংখ্যাধিক্য হইলেও তাহার কোন রাজনৈতিক মূল্য নাই। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে সদস্যগণ বড়লাট, ভারত সচিব, বৃটীশ পার্লামেন্ট এবং পরিশেষে বৃটীশ জনসাধারণের ভৃত্যমাত্র হইবেন। উহাদিগকে বাধ্য হইয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে এবং উহাদের মধ্যে যদি কেহ ইংলণ্ডের স্বার্থহানি করিয়া ভারতবাসীর স্বার্থ-সাধনে অগ্রসর হন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চাকুরী যাইবে। সুতরাং উহারা যত যোগ্য ব্যক্তিই হউন না কেন ভারত সচিবের ভাষায় উহারা 'yes man'---'জো হুকুম' ব্যক্তি ভিন্ন আর কিছু হইতে পারেন না। নবগঠিত শাসন পরিষদের সম্বন্ধে যাহা সত্য ডিফেন্স কাউন্সিল সম্বন্ধে তাহা ততোধিক সত্য। বড়লাটকে 'উপদেশ' দেওয়াই উহাদের কাজ এবং বড়লাট যে উহাদের উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া চলিবেন তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই।

বর্ত্তমান শাসন পরিষদ ও ডিফেন্স কাউন্সিল সম্বন্ধে ভারত সচিব যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমাদের উহাই সুনিশ্চিত অভিমত। কিন্তু ভারত সচিব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আরও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি একথা বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস প্রদান এবং বৃটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীন ও ইংলণ্ডের সমান মর্য্যাদা দেওয়া বৃটীশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায়। কিন্তু ভারত সচিব 'যতদূর তাড়াতাড়ি' অর্থে কত বৎসর—১০, ২০, ২৫ না ৫০ বৎসর বুঝাইতে চাহেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও তাহা কিছু খুলিয়া বলেন নাই। এবারও তিনি "ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংলণ্ডের দায়িত্ব পালন" এবং "সামরিক ব্যাপারে ইংলণ্ডের উপর ভারতবর্ষের নির্ভরতার" কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ ভারতবাসী উহার অর্থ এই বুঝে যে, ভারতবর্ষে ইংরাজদের ব্যবসাবাণিজ্য ও দাদনী কারবারগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে যে সমস্ত রক্ষাকবচ রাখা হইয়াছে মিঃ এমেরীর ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসে তাহাই বলবৎ থাকিবে এবং বর্ত্তমানে ভারতীয় সামরিক বিভাগ যে ভাবে ভারতবাসীর প্রভাব হইতে বহুদূরে সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে তাহারও কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। এই ধরণের ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের আধপয়সাও মূল্য নাই এবং ভারতবাসী স্বভাবতঃই উহা ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিবে। এই জন্যই পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্য ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের সংজ্ঞা নির্দ্দেশের জন্য মিঃ এমেরীকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ এমেরী উহার কোন সদুত্তর দিতে সক্ষম হন নাই।

কিন্তু মিঃ এমেরীর পরিকল্পিত ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস যাহাই হউক না কেন তাহাও পাইতে হইলে ভারতবাসীকে এক অপূরণীয় সর্ত্ত (মিঃ এমেরীর ভাষায় এভারেষ্ট গিরি শৃঙ্গে উঠার মতই উহা অসাধ্য) পূরণ করিতে হইবে। সেই সর্ত্তটী হইতেছে—একদিকে মিঃ জিন্না এবং অন্যদিকে দেশীয় রাজাদের সহিত কংগ্রেসের একটা বুঝাপড়া। মিঃ জিন্না ভারতবর্ষকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিবার দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। দেশীয় রাজাগণও এই সুযোগে বৃটীশ এজেন্টদের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া নিজ নিজ রাজ্যে স্বৈরাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার জন্য ব্যগ্র। উহাদের সহিত যে কোন দেশহিতকামী প্রতিষ্ঠানের মিটমাট হইতে পারে না—উহা মিঃ এমেরী জানেন এবং জানেন বলিয়াই ভারতবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার উপায় হিসাবে তিনি এই সর্ত্ত উপস্থিত করিতেছেন। কেবল

(৪৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জাপ-ভারত বাণিজ্যের অবসান ?

বর্ত্তমান ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে জাপান ফরাসী অধিকার-ভুক্ত ইন্দোচীনের সামরিক ও বিমান ঘাটিগুলি দখল করিয়া লওয়াতে ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য—উভয় দেশই জাপানের উপর অত্যন্ত খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছে। উহার একটী ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, জাপানের সহিত গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ভারতবর্ষের যে নূতন বাণিজ্য চুক্তি বলবৎ হইয়াছিল এবং ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে উহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও যাহা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বলবৎ রাখা হইয়াছিল বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এজন্য বর্ত্তমানে জাপান ও ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক এক অনিশ্চিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। তবে এই ব্যাপারের এখানেই পরিসমাপ্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে জাপান ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অসম্ভব নহে। যদি এরূপ ঘটে তাহা হইলে জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবে। জাপানের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য যদি বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে তাহাই বর্ত্তমানের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে একটী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইতেছে যে, বর্ত্তমানে চীনের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে এবং গত ১৯৪০-৪১ সালে জাপান ভারতবর্ষ হইতে যত টাকা মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিয়াছিল চীন তাহা অপেক্ষাও বেশী পরিমাণ টাকার মালপত্র ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিয়াছে। কিন্তু চীনের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চল এক্ষণে জাপানের অধিকৃত। স্থলপথে চীনের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের কোন সুবিধা নাই। এরূপ অবস্থায় জাপান যদি ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে কেবল জাপানের সহিত নহে, চীনের সহিতও ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে।

জাপান ও চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য যদি বন্ধ হয় তাহা হইলে উহা ভারতবর্ষের পক্ষে সমধিক ক্ষতির কথা। গত ১৯৩৯-৪০ সালে জাপান ও চীন হইতে ভারতবর্ষে ২১ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে উক্ত দুই দেশে ২২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হয়। ১৯৪০-৪১ সালে উক্ত দুই দেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী এবং ভারতবর্ষ হইতে উক্ত দুই দেশে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৪ কোটী ৪০ লক্ষ ও ১৮ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা। চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম দুই মাসে (উহার পরের বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই) উক্ত দুই দেশ হইতে ভারতবর্ষে ৫ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে উক্ত দুই দেশে ২ কোটী ২২ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। তবে যদিও ইদানীং এই দুই দেশের সহিত বাণিজ্য ভারতবর্ষের স্বার্থের দিক হইতে **'প্রতিকূল' হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি বর্ত্তমানে এই দুই দেশের সহিত ভারতবর্ষের সমষ্টিগত বাণিজ্য ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ব্রহ্মদেশের পরেই সবচেয়ে বেশী। এই বাণিজ্য বন্ধ হইলে উহাতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপুল প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।**

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যে সমস্ত জিনিষ আমদানী ও রপ্তানী হইতেছে তাহার মধ্যে বিভিন্ন দেশে কোন শ্রেণীর জিনিষ কি পরিমাণ আমদানী ও রপ্তানী হইতেছে তাহার বিবরণ বাণিজ্য বিভাগের মাসিক রিপোর্টে বর্ত্তমানে প্রকাশ করা হইতেছে না। এজন্য জাপান ও চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হইলে ভারতীয় বিভিন্ন পণ্যের বাজারে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা এক্ষণে সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে গত ১৯৪০-৪১ সালের হিসাব হইতে তৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঐ বৎসরে জাপান ও চীনে ভারতবর্ষ হইতে বেশী টাকা মূল্যের যে সমস্ত জিনিষ রপ্তানী হয় এবং উক্ত দুই দেশ হইতে বেশী টাকা মূল্যের যে সব জিনিষ ভারতবর্ষে আমদানী হয় তাহার হিসাব নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

জাপান ও চীনে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী

তূলা	১৭ কোটী	৪৪ লক্ষ	টাকা
লৌহ ও ইস্পাত	১ ,,	৬১ ,,	,,
পাট		৫৮ ,,	,,
থলে ও চট		২৮ ,,	,,
শস্য		২৪ ,,	,,

জাপান ও চীন হইতে ভারতে আমদানী

কার্পাসজাত দ্রব্য	৮ কোটী	৭৪ লক্ষ	টাকা
কৃত্রিম রেশম	৩ ,,	৭৮ ,,	,,
রেশম	১ ,,	৪৬ ,,	,,
পশমী জিনিষ		৭০ ,,	,,
রাসায়নিক দ্রব্য		৩৭ ,,	,,

এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে জাপান ও চীন হইতে কাপড় ও কৃত্রিম রেশমই সবচেয়ে বেশী টাকার আমদানী হইয়া থাকে এবং ভারতবর্ষ হইতে চীন ও জাপানে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ টাকার তূলা রপ্তানী হইয়া থাকে। এইসব আমদানী ও রপ্তানী যদি বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে ভারতীয় তূলার মূল্য অত্যধিক হ্রাস পাইবে এবং ভারতবর্ষে কাপড়ের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। ইতিমধ্যেই তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। জাপান ও চীন বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রায় এক কোটী টাকা মূল্যের পাট ও পাটজাত থলে চট প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে। এই বাণিজ্য বন্ধ হইলে বাঙ্গলার পাটের উপরও উহার অনিষ্টকর প্রভাব পতিত হইবে।

জাপান ও চীনের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য বন্ধ হইলে এদেশের অধিবাসীদের নিত্য ব্যবহার্য্য আরও অনেক জিনিষের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আছে। এদেশে যে কর্পূর ব্যবহৃত হয় তাহার সাকুল্য অংশ জাপান হইতে আসিয়া থাকে। ব্রাস, বোতাম, রবারের জুতা, ট্রাইসাইকেল, বাইসাইকেল, আসবাবপত্র, কাঁচ নির্ম্মিত দ্রব্য, ষ্টেশনারী দ্রব্য, দেশলাই, রং, পোষ্টকার্ড, বিস্কুট, প্রসাধন সামগ্রী, **খেলনা ইত্যাদি বহু দ্রব্যের প্রয়োজনও জাপানই মিটাইয়া থাকে। উক্ত দেশের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইলে এইসব জিনিষের মূল্যও**

(৪৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বৎসরাধিককাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার আজ পর্য্যন্ত উহার সম্পর্কে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বাঙ্গলা দেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে এমন কতকগুলি পরিবর্ত্তন সাধনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, যাহা এপ্রদেশবাসীর সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনযাত্রার দিক দিয়া খুবই গুরুত্বব্যঞ্জক বলা চলে। এই অবস্থায় কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন তাহা জানিবার জন্য সকলেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট এখনও তাঁহাদের মনোভাব জ্ঞাপন করিতেছেন না। কমিশনের সুপারিশ-সমূহ বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহারা মিঃ সি ডব্লিউ গার্ণারকে নিযুক্ত করেন। মিঃ গার্ণারের অভিমত প্রকাশিত হওয়ার পর গত সপ্তাহে সমস্ত রিপোর্টই আবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়। এই আলোচনায় গবর্ণমেণ্ট পক্ষ নীরব থাকায় তাঁহাদের মনোভাব অপ্রকাশিতই রহিয়া গিয়াছে। তবে এই আলোচনার ফলে ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের সদস্যদের যে অভিমত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ফ্লাউড কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলির মূল্য ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে এক্ষণে অনেকটা সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া যায়।

ফ্লাউড কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে যে কয়টি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ করিয়া জমিদারী ও তালুকদারীর সমস্ত স্বত্ব সরকারে খাস করিয়া লওয়ার প্রস্তাবই সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, উহার মূলনীতি সমর্থনযোগ্য হইলেও উহা সম্পূর্ণতঃ প্রয়োগ করিবার সুযোগ ও সুসময় এপ্রদেশে এখনও আসিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। প্রায় দেড়শত বৎসর যাবত এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ রহিয়াছে। উহার ফলে দেশের গবর্ণমেণ্ট ও প্রজা-সাধারণের ভিতর প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপনের অসুবিধা হইতেছে। দেশের ভূমি সম্পর্কে অসংখ্য ধরণের স্বত্বাধিকার সৃষ্ট হইয়া কৃষক ছাড়াও ভূমির উপর নির্ভরশীল এক শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অহেতুকভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। দেশের কৃষি-ভূমির প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধন সম্পর্কে প্রকৃত দায়িত্ব গ্রহণের গরজ কাহারও বিশেষ নাই। ফলে সমগ্র প্রদেশের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ যে কৃষি—তাহার উন্নতি সাধনের প্রশ্ন ক্রমাগতভাবে অবহেলিত হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় দেশের ভূমি সরকারে খাস করিয়া লওয়া, চাষীদের ভিতর তাহা পুনর্ব্বণ্টনের ব্যবস্থা করা এবং সরকারী প্রচেষ্টায় তাহার সম্যক উৎকর্ষতা বিধান প্রভৃতি ধরণের প্রস্তাব খুবই বিবেচনার যোগ্য। উপরোক্ত প্রণালীতে জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশে ইতিমধ্যে কৃষি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সুফলও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এদেশে ঐরূপ যুগোপযোগী প্রস্তাব কার্য্যকরী করার পক্ষে একটা বড় প্রতিবন্ধক এই যে, এদেশের গবর্ণমেণ্টকে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বলা চলে না—উহা জাতীয় কল্যাণ সাধনের সুমহান আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধও নহে। ফ্লাউড কমিশন বলিয়াছেন—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ করিয়া ভূমির স্বত্ব সরকারে খাস করিয়া লইলে দেশের গবর্ণমেণ্ট ও প্রজা-সাধারণের ভিতর একটা প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপিত হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট তখন উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কৃষির আবশ্যকীয় উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। কিন্তু কমিশন ঐরূপ আশা করিলেও দেশের লোকের পক্ষে সেরূপ আশা পোষণ করা কঠিন। ব্যবস্থা পরিষদের আলোচনায় কংগ্রেসীদল ও কৃষক প্রজাদল ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশসমূহের মূলনীতির প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আমলে উহা যথাযথ কার্য্যে পরিণত করা হইবে এবং উহা দ্বারা সত্যই সুফল পাওয়া যাইবে এরূপ ভরসা তাঁহারাও দিতে পারেন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ থাকা সত্ত্বেও এদেশের ভূমি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব গ্রহণের ও নানা বিধিব্যবস্থা দ্বারা কৃষির উন্নতি সাধনের সুযোগ যে গবর্ণমেণ্টের না ছিল তাহা নহে; কিন্তু তাঁহারা সে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কতদূর পালন করিয়াছেন? সকল অঞ্চলের কৃষকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান দূরের কথা, খাসমহলের প্রজাদের সুখ সুবিধা বৃদ্ধিরও কোন সুবন্দোবস্ত তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকাধীন অঞ্চলসমূহে চাষীরা যে খাজানা দিয়া থাকে খাসমহলে খাজনার হার তাহার তুলনায় অনেক বেশী। অথচ জমির সেচ ব্যবস্থা, উন্নত শ্রেণীর ফসল চাষের বন্দোবস্ত ও উৎপন্ন ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধান কিছুই সেখানে অবলম্বিত হয় নাই। কৃষির উন্নতি সম্পর্কে যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট ক্রমাগতভাবে উপেক্ষা ও উদাসীনতার ভাব দেখাইয়া আসিতেছেন সেস্থলে দেশের জমিদারী ও তালুকদারী হাতে লওয়ার সুবিধা দিলেই তাঁহারা রাতারাতি প্রজাদরদী ও দেশদরদী হইয়া উঠিবেন এরূপ আশা করা যায় না। বরং তাহাতে অত্যাচার ও অবিচারের পথই অনেকদূর প্রসারিত হইবে বলিয়া মনে হয়। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে এরূপ আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। এই অবস্থায় ভূমির স্বত্ব সরকারে খাস করিয়া জনকল্যাণের ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রকৃত সুদিনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

জমিদারী ও তালুকদারী স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার আর্থিক বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে ফ্লাউড কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন তাহাও অনেক দিক দিয়াই আপত্তিজনক। স্বেচ্ছাচারীভাবে জমিদার ও তালুকদারদের একটা প্রাপ্য সাব্যস্ত করিয়া ৬০ বৎসরের মিয়াদী খত দ্বারা যে ভাবে তাঁহাদের পাওনা পরিশোধের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে অনেক ভূম্যধিকারীর পক্ষেই তাহা মানিয়া লওয়া কঠিন হইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট আলোচনার সময়ে জমিদার শ্রেণীর সদস্যেরা ত বটেই অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাও ইহার অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। জমিদারীসমূহ সরকারে খাস করিতে হইলে তজ্জন্য একটা ক্ষতিপূরণ দেওয়া নূতন ভারত শাসন আইনের ২৯৯ ধারা অনুসারে বাধ্যতামূলক। উক্ত ধারায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে কোন নির্দ্দেশ নাই সত্য, তবু দেশের ভূম্যধিকারী-দিগকে তাহাদের মূল অবলম্বনস্বরূপ ভূমিস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে সে জন্য তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া খুবই সঙ্গত।

কিন্তু সারা বাঙ্গলার জমিদার ও তালুকদারদের নিট আয়ের পরিমাণ ৭।৮ কোটি টাকা নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে উহার ১০।১২ গুণ অর্থ দিয়া বিদায় করিতে গেলে সে সঙ্গতি রক্ষিত হইবে না। এজন্য ব্যবস্থা পরিষদে জমিদারদের পক্ষ হইতে ও ইউরোপীয় দলের পক্ষ হইতে এবিষয়ে জোর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

উপরোক্ত স্কীম অনুসারে ভূম্যধিকারীদের যে প্রাপ্য নির্দ্ধারিত হইবে তাহা নগদ না দিয়া ৬০ বৎসরের মিয়াদী খত দিয়া তাহা পরিশোধ করিবার যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাও অধিকাংশের মনঃপূত হইবে বলিয়া মনে হয় না। এককালীন ভাবে সমস্ত টাকা পাইলে জমিদারেরা নিজের ও পরিবার পরিজনের ভবিষ্যৎ সংস্থান হিসাবে ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহার কোন সুবিধা হইবে না। এ অবস্থায় ভূম্যধিকারিগণ যে কমিশনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবেন তাহা স্বাভাবিক। উহাদের ও ইউরোপীয় দলের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার মত সাহস বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আছে কি?

এইরূপ অবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল করিয়া এ প্রদেশের সমস্ত জমিদারী ও তালুকদারী স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব বর্ত্তমানে অর্থহীন বলিয়াই মনে হয়। তবে কমিশন কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্য করিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে কার্য্যতঃ গ্রহণ করা কঠিন নহে। বাঙ্গলা সরকারের ভাবগতিক লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ দিক দিয়াও দেশের জনসাধারণের দিক হইতে যথেষ্ট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। দেশে কৃষি উন্নতির কার্য্য চালাইবার সুবিধার্থেই কমিশন কৃষিজাত আয়ের উপর কর নির্দ্ধারণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার ঐরূপ কর ধার্য্য করিলে তৎলব্ধ আয় যে তাহারা সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবেন তাহাতে সন্দেহ আছে। ইতিপূর্ব্বে দেশবাসীর স্কন্ধে অনেক প্রকারের কর চাপান হইয়াছে। কিন্তু তৎলব্ধ আয়ের খুব কম অংশই জাতিগঠনমূলক কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। কৃষিজাত আয়ের উপর কর বসাইলে উহার ফলে সরকারী অপব্যয়ের শোচনীয় গতিই অধিকতর মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে—আসল কাজ কিছুই সাধিত হইবে না। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা যতদিন শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিবেন ততদিন জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য সরকারী আয়বৃদ্ধির প্রস্তাব অবাস্তর ও অর্থহীন।

(জাপ-ভারত বাণিজ্যের অবসান?)

অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। কেবল তাহাই নহে, প্রাচ্যদেশসমূহে বর্ত্তমানে যে যুদ্ধের আশঙ্কা হইয়াছে তাহার ফলে মশলা, নারিকেল তৈল, সুপারি ইত্যাদি জিনিষেরও মূল্য চড়িয়া যাইতেছে। কারণ এই সব জিনিষ প্রাচ্যদেশসমূহ হইতেই আমদানী হইয়া থাকে।

জাপান ও চীন হইতে এদেশে যে সমস্ত জিনিষ আমদানী হয় তাহার মধ্যে বিলাস সামগ্রীর সংখ্যা খুব বেশী নহে—এইসব দেশ হইতে আমদানী অধিকাংশ জিনিষই আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় এইসব জিনিষের দর চড়িয়া যাওয়ার অর্থ এদেশের অধিবাসীদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি। যে সময়ে পাট, তূলা প্রভৃতি কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস হেতু জনসাধারণের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে, সেই সময়ে এইভাবে জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি যে জনসাধারণের অশেষ কষ্টের কারণ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

(মিঃ এমেরীর বিবৃতি)

তাহাই নহে—তিনি এরূপ অভিমতও ব্যক্ত করিতেছেন যে, ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের ন্যায় গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি চলিতে পারে না। কেননা প্রদেশসমূহের শাসন ব্যাপারে নাকি এরূপ দেখা গিয়াছে যে, মন্ত্রিগণ প্রাদেশিক আইন সভার নির্দ্দেশমত কাজ না করিয়া আইন সভার বাহিরে উহাদের যে দল রহিয়াছে তাহাদের কথামত শাসনকার্য্য চালাইয়াছেন। আমরা যতদূর জানি তাহাতে ইংলণ্ডেও কনসারভেটীভ, লিবারেল বা শ্রমিক—যখন যে দল সংখ্যাধিক্য হইয়া দেশ শাসনের অধিকার পায় তখন সেই দলভুক্ত মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের বাহিরে অবস্থিত দলের নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিয়া থাকেন। যাহা ইংলণ্ডের ব্যাপারে দোষাবহ নহে—ভারতবর্ষের ব্যাপারে তাহাই একটি অপরাধ। এজন্য ভারতবাসীকে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে যদি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলবৎ না হয় তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তে কিরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হইবে তৎসম্বন্ধেও ভারত সচিব কিছু বলিতেছেন না। ভারতবর্ষকে মিশর, ইরাক বা ট্রান্সজর্ডানের মত একটী রাজতন্ত্রীয় প্রটেক্টরেটে পরিণত করিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহপুষ্ট কাহাকেও সিংহাসন দান, ভারতবর্ষে পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদের মধ্যে অর্দ্ধেক মন্ত্রীকে লীগের মনোনীত ব্যক্তিগণ হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান, অথবা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে সামরিক বিভাগ, যানবাহন ও সংবাদ আদান প্রদান বিভাগ, শুল্ক বিভাগ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির পরিচালনাভার প্রদান করতঃ ভারতবর্ষের সংহতি বিনষ্ট করা—উহার যে কোন একটী তাৎপর্য্য হইতে পারে। নিঃসন্দেহে ভারত সচিব ভারতবর্ষের স্বার্থের বিরুদ্ধে একটা বড় রকম ষড়যন্ত্র আঁটিতেছেন। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশহিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

প্রয়োজনীয় সমর সরঞ্জামের নমুনা

যুদ্ধের জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট সরকারী সরবরাহ বিভাগের মারফতে বর্ত্তমানে অনেক প্রকার সাজ সরঞ্জাম ক্রয় করিতেছেন। এই সকল সাজ সরঞ্জামের ভিতর অনেকগুলি এ দেশেই উৎপন্ন হইতেছে; আবার কতক প্রকারের জিনিষ বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হইতেছে। প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জামের মধ্যে এদেশে কি সমস্ত জিনিষের জোগান পাওয়ার অসুবিধা হইতেছে এবং যুদ্ধের জন্য কি সমস্ত জিনিষ তৈয়ারের ব্যবস্থা করিয়া এদেশীয় শিল্প ব্যবসায়ীদের পক্ষে লাভবান হওয়ার সুযোগ রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে সাধারণের অবগতির জন্য ভারত সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগ কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, করাচী, লাহোর ও কাণপুর এই ছয়টি কেন্দ্রে ছয়টি নমুনা প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সব প্রদর্শনীতে নিম্নোক্ত তিন প্রকারের নমুনা দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইবে:—(১) যে সমস্ত জিনিষ যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম হিসাবে প্রয়োজনীয়; অথচ যাহা এদেশে বর্ত্তমানে প্রস্তুত হয় না। (২) এদেশে উৎপাদিত যে সমস্ত জিনিসের পরিমাণ এখনও প্রকৃত চাহিদা মিটাইবার পক্ষে অনুপযুক্ত। (৩) পূর্ব্বে সমরাস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানায় প্রস্তুত হইত কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে পারে এরূপ জিনিষ।

লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

দেশরক্ষা ও সামরিক প্রয়োজন এবং বিশেষ জরুরী অবস্থায় অসামরিক প্রয়োজন ব্যতীত ভারতে উৎপন্ন লৌহ ও ইস্পাত যাহাতে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে নূতন আদেশ জারী করিয়াছেন তাহা ১লা আগষ্ট তারিখ হইতে আমলে আসিয়াছে। উক্ত আদেশ অনুসারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, টাটা কোম্পানীর সেলস্ ম্যানেজার এবং বর্ত্তমানে ইস্পাত সরবরাহ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের উপদেষ্টা মিঃ জে সি মাহীন্দ্র লৌহ ও ইস্পাত কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রধান প্রধান ইস্পাত কোম্পানী, মজুতকারী এবং জাহাজ নির্ম্মাতা কোম্পানীগুলির প্রতিনিধিগণ মিঃ মাহীন্দ্রের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য পালনে তাঁহাকে পরামর্শ দিবেন। কণ্ট্রোলারের সভাপতিত্বে যে বোর্ড গঠিত হইবে তাহা গবর্ণমেণ্টকে লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন। যাহাতে কেহ বিনা লাইসেন্সে এই দুই প্রকার মাল মজুত না করিতে পারে এবং লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে তাহাই এই আদেশের উদ্দেশ্য।

শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিরাট যৌথ কোম্পানী গঠন

ভারত সরকারের নিযুক্ত বোর্ড অব্ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ কিছুকাল পূর্ব্বে এরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন যে, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার কতকগুলি পরিকল্পনা তাঁহাদের হাতে রহিয়াছে এবং এদেশের শিল্পোদ্যোগীরা ইচ্ছা করিলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার পর কিছুকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যে পরিণত করা সম্পর্কে শিল্পোদ্যোগীদের নিকট হইতে উপযুক্ত সংখ্যক আবেদন এখনও পাওয়া যাইতেছে না। প্রকাশ, এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সম্প্রতি ফেডারেসন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্স উক্ত বিষয়ে একটা কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হইয়াছেন। বোর্ড অব্ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ তাঁহাদের গবেষণা দ্বারা যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা কি ভাবে কার্য্যে সার্থক করিয়া তোলা যায় তৎসম্পর্কে একটি স্কীম প্রস্তুত করিবার জন্য স্যার শ্রীরাম ও মিঃ কস্তুরভাই লালভাইয়ের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, চলতি মাসের মধ্যভাগে দিল্লীতে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর এক বিশেষ অধিবেশনে ১ কোটি টাকা মূলধন লইয়া সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি যৌথ কোম্পানী গঠন করার প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। এই কোম্পানী সমস্ত প্রদেশ হইতে শেয়ার মূলধন সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করিবে।

মার্কিন ও বৃটেন কর্ত্তৃক জাপ সম্পত্তি আটক

জাপান ফরাসী ইন্দো-চীনের ঘাঁটি অধিকার করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন জাপানের অর্থ ও সম্পত্তি আটক করিয়াছেন। পাল্টা জবাবে জাপ সরকারও জাপানে সমস্ত মার্কিন ও বৃটিশ ধনসম্পত্তি আটক করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের হিসাব অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাপ ধনসম্পত্তির মোট পরিমাণ প্রায় ১৩ কোটি ডলার। অপর পক্ষে জাপানে মার্কিন ধনসম্পত্তির পরিমাণ ২১৭ কোটি ডলার।

কেন্দ্রীয় পাট কমিটির সিদ্ধান্ত

গত ২৬শে জুলাই কেন্দ্রীয় পাট কমিটির সর্ব্বশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত কমিটির অধিবেশনে পাটের আঁশের উন্নতি, পাটের যে অংশ অব্যবহার্য্য বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহার রাসায়নিক ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা, প্রাথমিক নিয়োগের পর উহার আঁশের যে অবস্থা হয় সেই অবস্থা বিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি পরিকল্পনা সাময়িকভাবে গৃহীত হইয়াছে। বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ, ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কাহারা কোন্ কোন্ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করিবার জন্য একটি সাব কমিটি গঠিত হইয়াছে। স্যার এস্ ভাটনগর, ডাঃ এইচ কে সেন, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক ডাঃ বীরেশ গুহ প্রমুখ নয় জন সভ্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। টেকনোলজিক্যাল

রিসার্চ্চ এক্‌স্‌টেনসনের কর্ম্মনীতি স্থির করার ভারও এই কমিটির উপর অর্পিত হইয়াছে। উপরোক্ত গবেষণাদির ফলাফল ভবিষ্যতে কিরূপে কর্ম্মনীতি নিয়ন্ত্রিত করিবে সে কথাও আলোচিত হইয়াছে। রঞ্জনরশ্মীর সাহায্যে কৃত্রিম রেশম ও পশমের আঁশ সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রত্যয়ীভূত হইয়াছে উহার সাহায্যে পাটের আঁশ সম্বন্ধেও সেইরূপ অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ধরা পড়িবে আশা করিয়া যে কর্ম্মপন্থা নির্ণয়ের প্রস্তাব ডাঃ বি বি রায়এর সহিত পরামর্শ করিয়া ডাঃ মেঘনাদ সাহা গত জানুয়ারী মাসে উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাবটিও পুনরায় আলোচনান্তে গৃহীত হইয়াছে। সকল দিক হইতে বিচার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষাদি দ্বারা পাট সম্পর্কীয় সমস্যাগুলির সমাধান করাই কমিটির উদ্দেশ্য।

আশুতোষ মিউজিয়াম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম যাহাতে ছাত্র সম্প্রদায় ব্যবহার করিতে পারে তজ্জন্য জনৈক অভিজ্ঞ অধ্যাপকের নেতৃত্বাধীনে বিভিন্ন কলেজ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ছাত্রদের মিউজিয়াম দেখাইবার একটি পরিকল্পনা করা হয়। জুলাই মাস হইতে উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার

গত ১৯৪০ সালের জুন মাসের তুলনায় ১৯৪১ সালের জুন মাসে ভারতের কোন কেন্দ্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ও শেয়ার ক্রেতার সংখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল নিম্নে তাহার বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল :—

কেন্দ্রের নাম	১৯৪০		১৯৪১	
	শেয়ারের সংখ্যা	শেয়ার ক্রেতার সংখ্যা	শেয়ারের সংখ্যা	শেয়ার ক্রেতার সংখ্যা
বোম্বাই	২,১০,৫১৫	১৯,৮১৫	২,১২,৮২৩	১৯,০৭২
কলিকাতা	১,১৯,৬৭১	১২,৮৪৯	১,২১,৫০১	১২,২৪৬
দিল্লী	৯১,০৬৩	১৩,৭১৯	৮৭,১৬৮	১২,৮১৩
মাদ্রাজ	৬০,২৪৯	৮,২৩৭	৫৯,৮২৬	৭,৯৭৩
রেঙ্গুন	১৮,৫০২	১,৪৩৭	১৮,৬৮২	১,৩৬৪
মোট	৫০,০০,০০০	৫৬,০৫৭	৫,০০,০০০	৫৩,৪৬৪

বর্দ্ধমান জিলা বোর্ডের কার্য্যবিবরণী

১৯৩৯-৪০ সালের বর্দ্ধমান জিলাবোর্ডের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত জিলাবোর্ড ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৭ শত ২২ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ৩৪ হাজার ৬ শত ৯০ টাকা সাধারণ কার্য্যপরিচালনার জন্য, ২৮টী দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ৬৬ হাজার ৩ শত ৬ টাকা, বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণের জন্য ৬ হাজার ২ শত ৫০ টাকা এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ৭৭ হাজার ৫৮ টাকা জিলাবোর্ডের ব্যয় হইয়াছে।

বাঙ্গলার কাগজ শিল্প

সম্প্রতি কলিকাতার কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে অধ্যাপক বিনয় সরকারের সভানেতৃত্বে একটী সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই সভায় বাঙ্গলার বর্ত্তমান কাগজ শিল্পের অবস্থা এবং কি ভাবে এই শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার বৃদ্ধি করা যায় তদ্বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। অধ্যাপক সরকার এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বাঙ্গলায় কাগজ শিল্পের সম্ভাব্যতার বিষয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বাঙ্গলা দেশে কাগজ শিল্পের উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা বর্ত্তমান এবং কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য এখানে কাঁচামালেরও অভাব নাই। কুটীর শিল্প হিসাবেও কাগজ প্রস্তুত করিবার সুযোগ আছে এবং এইরূপ প্রচেষ্টা দ্বারা বেকার সমস্যারও কতকটা সমাধান হইতে পারে। বাঙ্গলায় যে সকল কাগজের কল আছে তাহারা যাহাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ও ছাত্রদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট সুবিধা দরে কাগজ যোগান দেয় সেইজন্য কাগজ কলের মালিকদিগকে অবহিত করিবার জন্য একটী প্রস্তাব পাশ হয় এবং এই প্রস্তাবটীকে কার্য্যকরী করিবার জন্য উক্ত সভায় একটী সাব-কমিটী গঠিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা

নিউইয়র্কস্থ ভারত সরকারের ট্রেড কমিশনার ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে জানা যায়, আমেরিকায় পাটের যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও জাহাজ সংস্থানের অভাবে সরবরাহ করা সম্ভবপর হইতেছে না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত আদেশানুসারে মোট ২০ লক্ষ টনের জাহাজ যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ কার্য্যে নূতনভাবে নিযুক্ত হইবে এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় কলিকাতা হইতে যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল জাহাজ পণ্য বহন করে সেগুলি পাওয়া যাইবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দেয়। চা সম্পর্কেও ঐ একই কথা। কলিকাতা ও কলম্বো হইতে যে সকল মালবাহী জাহাজ রওনা হইবে তাহাতে চা-এর প্রয়োজনানুযায়ী স্থানের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয়। মালবাহী জাহাজের অভাব সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরে অনুভূত হওয়ায় ভাড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সকল দ্রব্য বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশ হইতে আমেরিকায় প্রেরিত হইত, ভারতবর্ষে সেগুলি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইতে পারিবে।

আসামে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে ব্যয়

আসামে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য ১৯৩৮-৪৫ সালের রাস্তাঘাট উন্নয়ন পরিকল্পনানুযায়ী কেন্দ্রীয় রাস্তা নির্ম্মাণ তহবিল হইতে ৩৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৬ শত ৯৭ টাকা ব্যয় করিবার জন্য ভারত সরকার অনুমতি দিয়াছেন। ইহার মধ্যে আসামে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য ২০ লক্ষ ৬০ হাজার ২ শত ৩৭ টাকা এবং সুর্ম্মাভ্যালিতে ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪ শত ৬০ টাকা ব্যয়িত হইবে। ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের ব্যাপারে ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬ শত ৮০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে; বাকী রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ১৯৪৪-৪৫ সালের শেষ ভাগে সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

মহীশূর রাজ্যে শিল্প বাণিজ্য

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে মহীশূর রাজ্যে ৩৭ লক্ষ ৬৮ হাজার গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। মহীশূরের বিভিন্ন কলে সুতা কাটার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড। চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে এই মাসে ৩ হাজার ৩ শত ২৬ টন এবং দিয়াশলাই প্রস্তুত হইয়াছে ১১ শত গ্রোস বাক্স। এপ্রিল মাসে মোট ৩ লক্ষ ১৫ হাজার পাউণ্ড গরু ও ছাগলের চামড়া শোধন করা হইয়াছে। এই মাসে মহীশূর রাজ্যের সরকারী রেলওয়ের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ১ শত টাকা। এপ্রিল মাসে ২ কোটী ৫১ লক্ষ ৪০ হাজার ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হইয়াছে এবং ২ কোটি ৭১ হাজার ৮ শত ৬৬ ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ হইয়াছে।

আমেরিকায় দেশরক্ষা শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা

আমেরিকার দেশরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন শিল্পে বর্ত্তমানে ২৭ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। এক বৎসর পূর্ব্বে এ ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ লক্ষ। আগামী বৎসরে উক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৫৭ লক্ষের বেশী হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি

এক সরকারী বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে ১৯৪০-৪১ সালের উৎপন্ন চিনির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার টন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গবর্ণমেণ্ট ৭ লক্ষ ২০ হাজার টন চিনির উৎপাদন আশা করিয়াছিলেন। সেই তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ ৩৬ হাজার টন অধিক হইয়াছে।

ঢাকায় তাঁতীদের দুরবস্থা

প্রকাশ, ঢাকা জিলার শতকরা ৮০টী তাঁতের কার্য্য বন্ধ হওয়ায় প্রায় ৫০ হাজার তাঁতী বেকার হইয়াছে। ইহার কারণ গত পাঁচ মাসে সুতার দাম অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি বাণ্ডিল ৬৷৷০ আনা হইতে বাড়িয়া ১২৲ টাকায় উঠিয়াছে। কাপড়ের দাম সুতার দরের অনুপাতে না বাড়ার জন্য এইরূপ বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্যার যাহাতে সমাধান করা যায়, তদুদ্দেশ্যে সম্প্রতি ঢাকা জিলার তাঁতিগণের পক্ষ হইতে একটী প্রতিনিধি দল বাংলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজুদ্দিন খান-এর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার নিকট খয়রাতি দান, মূলধন বাবদ শিল্প ঋণ, সুতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং কাপড়ের কলগুলিতে কতকগুলি ধরণের শাড়ী ও লুঙ্গি বোনা যাহাতে নিষিদ্ধ করা হয় তজ্জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে এক আবেদন জানাইয়াছেন।

জাহাজ ক্ষতির হিসাব

১৯৪১ সালের জুন মাসে বৃটীশ, মিত্রশক্তি ও নিরপেক্ষ দেশসমূহের সওদাগরী জাহাজ ক্ষতির পরিমাণ ৭৯ খানি দাঁড়াইয়াছে এবং এই জাহাজগুলি মোট ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ২ শত ৯৭ টনের। বর্ত্তমান যুদ্ধের আরম্ভ হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ ক্ষতির পরিমাণ হইতেছে মোট ৭১ লক্ষ ১৮ হাজার ১ শত ২২ টনের—১ হাজার ৭ শত ৩৮ খানি। ইহার মধ্যে মোট ৪৬ লক্ষ ৫ হাজার ১ শত ৩২ টনের বৃটীশ জাহাজ ১ হাজার ৭৮ খানি, মোট ১৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪৭ টনের মিত্রশক্তির জাহাজ ৩ শত ৩৪খানি এবং মোট ১০ লক্ষ ১৪ হাজার ৯ শত ৪৩ টনের ৩ শত ২৬ খানি নিরপেক্ষ দেশসমূহের জাহাজ ধরা হইয়াছে। জুন মাসে যে ৭৯ খানি জাহাজ খোয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে মোট ২ লক্ষ ২৮ হাজার ২ শত ৬৪ টনের ৫২ খানি বৃটীশ জাহাজ, ৮২ হাজার ৭ শত ২৭ টনের ১৯ খানি মিত্রপক্ষীয় জাহাজ এবং ১৮ হাজার ২ শত ৮৫ টনের ৪ খানি নিরপেক্ষ দেশসমূহের জাহাজ আছে।

বাংলার যৌথ কোম্পানী

১৯৪১ সালের মে মাসে বাংলা দেশে মোট ৩৯টী যৌথ কোম্পানী ১ কোটী ৩৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া রেজীষ্ট্রীকৃত হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে ইক্ষু চাষের উন্নয়ন

১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সে বৎসরের যুক্তপ্রদেশের ইক্ষুচাষ উন্নয়ন পরিকল্পনার যে বার্ষিক বিবরণী বাহির হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম অঞ্চল হইতে ইক্ষু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ চিনির কলগুলিতে ৪ কোটী ৩৪ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা মূল্যের ৭ কোটী ৫৮ লক্ষ ৩৮ হাজার মণ ইক্ষু যোগান দিয়াছিল। এই সকল সমবায় সমিতিগুলির কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল আলোচ্য বৎসরে ১২ লক্ষ ৭০ হাজার ১ শত ৪৯ টাকা। আলোচ্য বৎসরে এই প্রদেশের পূর্ব্ব অঞ্চলে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৪ শত ৭ একর জমিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষু চাষ হইয়াছিল এবং সমবায় সমিতিগুলি হইতে ইক্ষুচাষীদিগকে ১৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪ শত ৪ টাকা দাদন দেওয়া হইয়াছিল।

আর্জ্জেণ্টাইন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য

যুদ্ধের সময় বিশেষ কাজে লাগে এমন কতকগুলি খনিজ ধাতব দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে খরিদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর্জ্জেণ্টাইনের সঙ্গে আলোচনা চালাইয়াছেন। মেক্সিকো, চিলি, ব্রাজিল এবং বলিভিয়ার সঙ্গেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা চলিতেছে।

আবর্জ্জনা হইতে জ্বালানি গ্যাস প্রস্তুত

খরকুটা, শুষ্ক পাতা, শুকনো কাদা, গোময় প্রভৃতি পল্লীর আবর্জ্জনা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কিভাবে জ্বালানি গ্যাস প্রস্তুত করা যায় সেই সম্বন্ধে দিল্লীতে ভারত সরকারের কৃষি গবেষণাগারে পরীক্ষামূলক কার্য্য চলিতেছে।

বিমান হানায় বৃটেনের হতাহতের সংখ্যা

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে, গত বৎসর জানুয়ারী মাস হইতে এই বৎসর জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত বিমান হানায় আনুমানিক ৪১ হাজার ৯ শত বৃটিশ বে-সামরিক প্রজা নিহত ও ৫২ হাজার ৬ শত ৭৮ জন আহত হইয়াছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প

সম্প্রতি রায় বাহাদুর চুনীলালের নেতৃত্বে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারক সঙ্ঘ, ভারতীয় চলচ্চিত্র বিতরণকারী সঙ্ঘ এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র সমিতির একটি প্রতিনিধি দল বোম্বাইয়ে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব স্যার জেরিমি রাইসম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দল চলচ্চিত্র উৎপাদন ব্যাপারে বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যয় যে প্রায় শতকরা ৪০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই বিষয়ের প্রতি অর্থ-সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিনিধি দল চলচ্চিত্রের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় ও আলোকচিত্রের জন্য যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য দরকারী তাহার উপর আমদানী শুল্ক রহিত করিবার জন্য, এবং অতিরিক্ত মুনাফা কর হইতে চলচ্চিত্র শিল্প-পতিদিগকে রেহাই দিবার নিমিত্ত অর্থ-সচিবকে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে অর্থ-সচিব উক্ত প্রতিনিধি দলের প্রস্তাবগুলি সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন এবং অতিরিক্ত মুনাফা কর ব্যাপারে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের বিষয় কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট উপস্থিত করিতে উপদেশ দেন।

বিভিন্ন জিলায় বাংলা সরকারের সাহায্য

বাংলা সরকার মেদিনীপুর, খুলনা, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং দার্জ্জিলিং জিলায় বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যের জন্য ১৩ হাজার ২ শত ৮৬ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

বরিশাল জিলায় নলকূপ খনন

বরিশাল জিলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে নলকূপ খনন করিবার জন্য বাংলা সরকার ৩৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সকল অঞ্চলে অন্ততঃপক্ষে ৮০টি নলকূপ বসান হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলুমিনিয়াম সংগ্রহ

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলুমিনিয়াম সংগ্রহ করিবার জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে প্রথম দিনেই প্রচুর পরিমাণে এলুমিনিয়ামের পাত্র প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে, ৪ কোটি পাউণ্ড পরিমাণ এলুমিনিয়াম সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তূলা, গম ও তিসির চাষ

১৯৪১ সালের বর্ত্তমান মরশুমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ১৯ হাজার একর জমিতে তূলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪০ সালে তূলা চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬১ হাজার একর। ১৯৪১ সালের বর্ত্তমান মরশুমে ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮৩ হাজার একর জমিতে গম এবং ৩২ লক্ষ ২৮ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪১ সালের এই মরশুমে ৯২ কোটি ৩৬ লক্ষ ১৩ হাজার বুসেল (এক বুসেল প্রায় ত্রিশ সের) অর্থাৎ (২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪০ হাজার টন গম) এবং ৩ কোটি ১৮ হাজার বুসেল (৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন) তিসি উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ১৯৪০ সালে ৫ কোটি ২৬ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে গমের চাষ ও গমের ফলন ৭২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪৪ হাজার বুসেল (১ কোটি ৯৫ লক্ষ ১৭ হাজার টন) এবং ৩১ লক্ষ ৬৮ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ ও তিসির ফলন ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ১ হাজার বুসেল (৭ লক্ষ ২০ হাজার টন) হইয়াছিল।

ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল

স্যার গুরুনাথ বিউর আগামী ১লা সেপ্টেম্বর দেশরক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারীর কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। স্যার গুরুনাথ বিউর গত ২১শে জুলাই মিঃ ডব্লিউ এইচ সোবাটকে ভারতের ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া পাঁচ সপ্তাহের ছুটি লইয়াছেন।

সিটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগ

এই বৎসর হইতে কলিকাতা সিটি কলেজ বাণিজ্য বিভাগ প্রাতঃকালে বি-কম্ ক্লাশ খুলিয়াছে। যাহাদের পক্ষে দ্বিপ্রহরে বা রাত্রিকালে কলেজে অধ্যয়ন করা সম্ভবপর নহে তাহারা এই প্রাতঃকালীন ক্লাশে যোগদান করিয়া পড়াশুনা করিতে পারিবেন। প্রাতঃকালে ৬-৩০ মিনিট হইতে ১০-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত ক্লাশ খোলা থাকিবে।

লৌহ ও ইস্পাতের ক্রয়বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ

সিমলা হইতে সরবরাহ বিভাগ ভারতের লৌহ ও ইস্পাত বেচাকেনা সম্পর্কে একটি প্রেস নোট প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে প্রকাশ, বর্ত্তমানে মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে লৌহ ও ইস্পাতের আবশ্যকতা এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, অনাবশ্যক ব্যাপারে যাহাতে লৌহ বা ইস্পাতের অপচয় না ঘটে অথচ জনসাধারণ তাহাদের প্রয়োজনীয় কাজে ঐ সকল জিনিষ ব্যবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাত বিকিকিনি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের ১লা আগষ্ট হইতে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইয়াছে। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দিষ্ট অফিসের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র না লইয়া কেহ লৌহ বা ইস্পাত ক্রয়বিক্রয় করিতে পারিবে না। বিভিন্ন প্রয়োজনে লাইসেন্স দেওয়ার ভার বিভিন্ন অফিসের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। কোন বিভাগের মারফৎ কতটা লৌহ ও ইস্পাত বেচাকেনার লাইসেন্স দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিবেন মাষ্টার জেনারেল অব দি অর্ডন্যান্স। লৌহ, ইস্পাত, লোহার পাত, লোহার বল্টু, স্ক্রু, গ্যালভেনাইজড সীট, লোহার তার ইত্যাদি লৌহ ও ইস্পাতের বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য সম্পর্কে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদক কারখানাগুলি ও উহার বিক্রেতারা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কণ্ট্রোলারের লাইসেন্স ব্যতীত কাহারো নিকট জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিবে না।

সিংহলের রাবার রপ্তানী

১৯৪০ সালে সিংহল হইতে বিভিন্ন দেশে মোট ৮৯ হাজার ৮ শত ৮৯ টন রাবার রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে সিংহল হইতে এইরূপ রাবার রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৬০ হাজার ২ শত ৪৩ টন। ১৯৪০ সালে এবং ১৯৩৯ সালে সিংহল হইতে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী রাবারের মূল্য বাবদ সিংহলের আয় হইয়াছিল যথাক্রমে ১১ কোটি ৩১ লক্ষ ১২ হাজার ১ শত ১৩ টাকা ও ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭ শত ৩১ টাকা।

ভারতীয় ক্রয় কমিশন

সিমলার সংবাদে প্রকাশ, স্যার সমুখম চেটি ভারতীয় ক্রয় মিশনের প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতীয় ট্রেড কমিশনার মিঃ এইচ এস্ মালিক উক্ত কমিশনের সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন।

ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের উন্নতি

১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালের ভারত ও ব্রহ্মদেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত বিশেষ অবস্থার মধ্যেও সকলেই সতর্কতার সহিত ব্যবসায় চালাইয়া সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। বিশেষতঃ ১৯৪০ সালে প্রায় সকল শ্রেণীর ব্যাঙ্কের আমানতী অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের জরুরী অবস্থা সত্ত্বেও সিডিউল ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের ২৫৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪০ সালে ২৮৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছে। সিডিউল ব্যাঙ্কসমূহের এই উন্নতির ফলেই সমস্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯৪০ সালের শেষে সিডিউল ব্যাঙ্ক ও সিডিউল ব্যাঙ্কসমূহের শাখা অফিসের সংখ্যা ছিল ১৩৪৮টী। ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন অসাফল্য দেখা যায় নাই। সিডিউলভুক্ত হয় নাই এইরূপ ৬০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক আলোচ্য বর্ষে তাহাদের কাজ বন্ধ করে। ইহাদের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। ১৯৪০ সালের শেষে যৌথ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা ছিল ১০০২। ইহার মধ্যে সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৬২টি এবং সিডিউলভুক্ত নহে এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৯৪০টি। ইহার মধ্যে ২৬০টি ব্যাঙ্কের প্রদত্ত মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার টাকার উর্দ্ধে। অবশিষ্ট ৬৮০টি ব্যাঙ্কের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকার কম। ৩১৮টি সমবায় ব্যাঙ্ক আলোচ্য বর্ষে কাজ চালায়। ইহাদের প্রদত্ত মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ছিল।

ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়

১৯৪১ সালের ২১শে জুন হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত (দশ দিনে) ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের মোট আয় হইয়াছে ৩ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা। এই আয়ের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের আয়ের তুলনায় ৬৮ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের মোট আয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :—

রেলওয়ে	মোট আয় (১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত)
এ,বি,	৪,৮০০,০০০
বিএন,	৩০,৭০০,০০০
বি, বি, এণ্ড সি, আই	৩৭,২০০,০০০
ই, বি,	১৭,৫০০,০০০
ই, আই,	৬৩,১০০,০০০
জি, আই, পি	৪৬,৪০০,০০০
এম, এণ্ড এস, এম	২৩,৫০০,০০০
এন, ডব্লু	৪৮,৮০০,০০০
এস,আই	১৬,০০০,০০০
রোহিলখণ্ড এণ্ড লক্ষ্ণৌ-বেরিলী	৬,৩০০,০০০
অন্যান্য রেলওয়ে	১,৬০০,০০০
	মোট ২৯৫,৯০০,০০০

ভারতে সরকারী রেলওয়েসমূহের ব্যয়

১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত ভারতের রেলওয়েসমূহের কার্য্য পরিচালনার জন্য ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :—

রেলওয়ে	ব্যয় (১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত)
এ, বি	২,২০০,০০০
বি,এন	১০,৯০০,০০০
বি, বি, এণ্ড সি, আই	৯,৬০০,০০০
ই, বি,	৭,২০০,০০০
ই, আই,	১৯,৩০০,০০০
জি, আই, পি	১২,৪০৯,০০০
এম, এণ্ড এস, এম	৬,০০০,০০০
এন ডব্লু	১৪,৭০০,০০০
এস, আই	৪,৮০০,০০০
রোহিলখণ্ড এণ্ড লক্ষ্ণৌ বেরিলি	১,৪০০,০০০
অন্যান্য রেলওয়ে	৩,০০০,০০০
	মোট ৮৮,৮০০,০০০

পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

গত ৩১শে জুলাই ইণ্ডিয়া গেজেটে ভারত সরকার পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশ অনুসারে কোন ব্যক্তি রেশনিং কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক মঞ্জুরীকৃত স্পেশাল, সাধারণ বা অতিরিক্ত কুপন ব্যতীত কোন পেট্রোল ব্যবসায়ী বা সরবরাহকারীর নিকট হইতে পেট্রোল ক্রয় করিতে পারিবেন না। কতিপয় সামরিক ও অসামরিক বিভাগ, মিউনিসিপ্যালিটি, এ্যাম্বুলান্স, ভ্রাম্যমান হাসপাতাল, স্কুলের বাসের জন্য স্পেশাল কুপন মঞ্জুর করা হইবে। জনসাধারণের জন্য মোটর গাড়ী এবং মোটর বোটে ব্যবহারের জন্য সাধারণ কুপন মঞ্জুর করা হইবে। আগামী ১৫ই আগষ্ট হইতে বাঙ্গলা দেশে এই নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রবর্ত্তিত হইবে। ইতিমধ্যে কেহ যাহাতে পেট্রোল মজুত করিতে না পারে তজ্জন্য প্রত্যেক তৈল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে বাজারে পেট্রোল বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত মোটর গাড়ী সম্পর্কে নিম্নোক্ত হারে পেট্রোল ক্রয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে। তিন বা তন্নিম্ন অশ্বশক্তিবিশিষ্ট মোটর গাড়ীর জন্য প্রতি মাসে ২ গ্যালন; তিন অশ্বশক্তির অধিক কিন্তু চার অশ্বশক্তির অনধিক প্রতি মাসে ৩ গ্যালন; চার অশ্বশক্তির অধিক কিন্তু সাত অশ্বশক্তির অনধিক প্রতি মাসে ৫ গ্যালন; সাত অশ্বশক্তির অধিক কিন্তু নয় অশ্বশক্তির অনধিক প্রতি মাসে ৬ গ্যালন; নয় অশ্বশক্তির অধিক কিন্তু বার অশ্বশক্তির অনধিক প্রতি মাসে ৮ গ্যালন; বার অশ্বশক্তির অধিক কিন্তু পনের অশ্বশক্তির অনধিক প্রতিমাসে ৯ গ্যালন; পনের অশ্বশক্তির অধিক কিন্তু উনিশ অশ্বশক্তির অনধিক প্রতিমাসে ১০ গ্যালন; এবং উনিশ অশ্বশক্তির অধিক মোটর গাড়ীর জন্য প্রতিমাসে ১২ গ্যালন পেট্রোল ধার্য্য হইয়াছে। কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলের মোটর মালিকগণকে কলিকাতায় রেশনিং অফিসের মিঃ পি ডি এগ কেলীর নিকট হইতে এই নিয়ন্ত্রণাদেশ সংক্রান্ত নির্দ্দেশ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। ৭৭ বি, পার্ক ষ্ট্রীটে রেশনিং অফিসারের কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

প্রতাপচন্দ্র শেঠের স্মৃতি বার্ষিকী

গত ২৮শে জুলাই উল্টাডিঙ্গিতে লিলি বিস্কুট কোম্পানীর কারখানায় প্রতাপ ভবন সংলগ্ন নবনির্ম্মিত গৃহে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠের তৃতীয় স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, পণ্ডিত অশোক নাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ব্যবসায় ক্ষেত্রে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্রের অবদান স্মরণ ও তাহার অসামান্য গুণাবলীর আলোচনা করিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। কর্ম্মবীর প্রতাপচন্দ্র তাঁহার একনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয় কৃষ্ণের সহযোগিতায় লিলি বিস্কুট কোম্পানীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানজাত ছাপান্ন রকমের বিস্কুট ও বার্লী আজ গুণে ও গৌরবে ধনী দরিদ্রের ঘরে অসামান্য সমাদর লাভ করিয়া দেশের অর্থ দেশে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ শেঠ এক বক্তৃতায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র শেঠ, শ্রীযুক্ত প্রবোধ শেঠ ও শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার বসু সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৪০ সালের রিপোর্ট

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বাঙ্গলা দেশের একটী দ্রুত উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক। গত ১৯৩৬ সালে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুদ তহবিলের পরিমাণ ১৪ হাজার টাকা এবং উহাতে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা মাত্র ছিল। ১৯৪০ সালের শেষে উহার আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুদ তহবিল ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার এবং উহাতে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ প্রায় ২১ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামান্য ৪ বৎসর কালের মধ্যে এরূপ উন্নতি সচরাচর বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এই অনন্যসাধারণ উন্নতির জন্য আমরা উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস সি পাল ও অন্যান্য পরিচালকগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

আলোচ্য ১৯৪০ সালের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ৬ লক্ষ ১৫৬ টাকা, মজুদ তহবিল ৫৮ হাজার ৮১৭ টাকা এবং ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানত হিসাবে গচ্ছিত ২০ লক্ষ ৭১ হাজার ৯১৫ টাকা লইয়া উহার মোট কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬১০ টাকা। বৎসরের শেষে এই টাকা যে ভাবে নিয়োজিত ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ —হস্তস্থিত নগদ ও অন্য ব্যাঙ্কে আমানত ৬ লক্ষ ২১ হাজার ৯৪ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার ৫ হাজার ২৬৪ টাকা, দাদন ১০ লক্ষ ৩১ হাজার ৬ টাকা, ব্যাঙ্কের শাখা অফিসসমূহেস্থিত ৯ লক্ষ ৯২ হাজার ২৯৯ টাকা, ডিসকাউণ্ট করা চেক ও ড্রাফট ২৯ হাজার ২০৬ টাকা, আদায়যোগ্য বিল ৯৩ হাজার ৫৫৭ টাকা। এই হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কের টাকা নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এরূপ অবস্থায় নিয়োজিত করা হইয়াছে, যাহাতে উহা যে কোন সময়ে আমানতকারীদের যে কোন প্রকার দাবী অনায়াসে শোধ করিতে পারে।

আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচা বাদে মোট ৪৫ হাজার ৯৪৩ টাকা লাভ হইয়াছে। উহা হইতে প্রেফারেন্স শেয়ারের মালিকগণের প্রাপ্য লভ্যাংশ দিয়া যে টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা হইতে ১১ হাজার ১৮২ টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং বাকী টাকা হইতে উহার সাধারণ অংশীদারগণকে আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৭॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে নোয়াখালী স্বদেশী ষ্টোরস এণ্ড লোন কোম্পানী নামক একটী প্রতিষ্ঠান নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ হেড অফিস ছাড়া বাঙ্গলা, বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশে ১৭টী শাখা ছিল। কলিকাতায় ১০ নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে উহার হেড অফিস অবস্থিত। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর উত্তরোত্তর আরও উন্নতি কামনা করি।

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

১৯৪০ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা কুমিল্লার ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই কোম্পানীটির বয়স মাত্র চারি বৎসর। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই উহা একটি উন্নতিশীল ও নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে কোম্পানী মোট ১০ লক্ষ ৪ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। আলোচ্য কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, এ বৎসর ১৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮০০ টাকার নূতন বীমার জন্য ৮৯৪টি প্রস্তাব পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানী ৭০৮টি প্রস্তাবে মোট ১০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বর্ত্তমানে যেস্থলে অনেক বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে, সে স্থলে ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া তাহার নূতন কাজের পরিমাণ বজায় রাখিয়াছে, এমন কি তাহা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে খুবই প্রশংসার কথা।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৯৫ হাজার ৫৪৩ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৬ হাজার ৩৩৩ টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ২ হাজার ৩৬৪ টাকা আয় হয়। অপর দিকে এবার পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১৪ হাজার ৭২৪ টাকা দাবী দাঁড়ায়। কমিশন বাবদ ১২ হাজার ৭৬১ টাকা ও কার্য্যপরিচালনা বাবদ ২৪ হাজার ২৫০ টাকা কোম্পানী ব্যয় করে। অন্যান্য খরচ বাদে বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৯৬ হাজার ৫৪৬ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১ লক্ষ ৪২ হাজার ২৫০ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৯০ হাজার টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ও অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ২ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৯৩ টাকা। ঐরূপ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর কাগজে দাদন ২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ১০ হাজার ৩৪৭ টাকা, ব্যাঙ্কের স্থায়ী ও চলতি আমানত ১৯ হাজার ৫১০ টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ৫ হাজার ৯০০ টাকা। কোম্পানীর মোট তহবিলের মধ্যে ২ লক্ষ ৭ হাজার টাকাই কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত রহিয়াছে; ইহাতে কোম্পানীর দাদনী তহবিলের নিরাপত্তা ও কোম্পানীটির নির্ভর-যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। ব্যয়ের হার উল্লেখযোগ্যরূপ কম রাখিয়া ও নূতন কাজ ও জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করিয়া এবং সতর্কতার সহিত তহবিল দাদন করিয়া ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া প্রথম চারি বৎসরেই একটা উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। আমরা এই সুপরিচালিত তরুণ বীমা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

গত ৩১শে জুলাই ভিক্টোরিয়া হাউসের সম্মুখস্থ চৌরঙ্গী স্কোয়ারে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পৌরোহিত্যে বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেডের নিজস্ব ভবনের ভিত্তি স্থাপন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার

বক্তৃতায় বলেন—"বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট যে ধরণের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে বাঙ্গলা দেশে তাহার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে গত ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় ব্যবসা ও শিল্প বাণিজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত যৌথ কারবার পতন হেতু বাঙ্গালী সমাজের ৪০ কোটি টাকার অধিক পরিমাণে মূলধন বিনষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালী সমাজের অর্থ যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় অপচয় হইতে না পারে তৎপ্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পৃথিবীর উন্নততর দেশসমূহে জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ যাহাতে নিরাপদ ও লাভজনক কাজে নিয়োজিত হইতে পারে তজ্জন্য উপদেশ দিবার বহু বিশ্বাসভাজন প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। উহার ফলে ঐ সব দেশে সাধারণের সঞ্চিত অর্থের খুব কমই অপচয় হইয়া থাকে। রোগে যেরূপ বহুদর্শী চিকিৎসকের উপদেশ প্রয়োজন—মামলা মোকদ্দমায় যেমন অভিজ্ঞ আইন ব্যবসায়ীর পরামর্শ আবশ্যক, সেইরূপ সঞ্চিত অর্থ দাদনের ব্যাপারেও জনসাধারণের এই সব প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে এবং বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড এই ধরণেরই একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। তাঁহাদের এই নবনির্ম্মিত ভবন বাঙ্গালী জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ কিরূপে বাঙ্গালীর পরিচালিত বিশ্বাসযোগ্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নিয়োজিত হয় তাহার পথ প্রদর্শক হইবে বলিয়া আমি আশা করি। তাহাদের সমস্ত কার্য্য জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত হউক আজিকের দিনে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।"

ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মুরারকা প্রতিষ্ঠানের শুভ কামনা করিয়া বক্তৃতা করেন। সিণ্ডিকেটের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এস চ্যাটার্জ্জি সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

বড়লাটের শাসন পরিষদের নব মনোনীত সদস্য মাননীয় মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার গত ১লা আগষ্ট তারিখে আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর হেড অফিস পরিদর্শন করেন। মিঃ সরকার 'আর্য্যস্থানের' ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ কলিকাতাস্থ ভবনে উপস্থিত হইলে উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান খাঁন বাহাদুর এম এ মোমিন, জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এস সি রায় এবং সেক্রেটারী মিঃ পি কে বসু তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। মিঃ সরকারের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনার্থে ঐ দিন বাকী সময়ের জন্য আর্য্যস্থানের অফিস বন্ধ রাখা হয়।

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের গত ১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে এই নূতন ব্যাঙ্কটির উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যাঙ্কটির কার্য্য সুরু হওয়ার পর ক্রমে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে উহার কতকগুলি শাখা অফিস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল আফিসের মারফতে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই উহার কার্য্যধারা প্রসারিত হইতেছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ঐ ব্যাঙ্কটির আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। সাধারণের মোট আমানতের পরিমাণ ২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছিল। নানা শ্রেণীর মজুত তহবিলে ব্যাঙ্কের মোট ৯৭ হাজার ৯০০ টাকার উপর নিয়োজিত ছিল। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে এই নূতন ব্যাঙ্কটির উন্নতি সম্বন্ধে খুবই আশা পোষণ করা যায়।

উপরোক্ত শ্রেণীর দায় ও অন্যান্য ছোটখাট দায় লইয়া বর্ত্তমান কার্য্য-বিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৯ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—প্রদত্ত ঋণ ও ওভার ড্রাফট্ ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭১৫ টাকা। যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ৫ হাজার ১৩৫ টাকা, আসবাবপত্র ৬ হাজার ৪৪৭ টাকা। হাতে ও ব্যাঙ্কে ৯৯ হাজার ৬০ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়।

আলোচ্য বৎসরে ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট ৯ হাজার ৭৩৪ টাকা আয় হয়। ঐ টাকা হইতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ব্যাঙ্কের নিট লাভ হয় ৫১২ টাকা। উহা হইতে এ বৎসরের হিসাবে ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। কতিপয় সঙ্গতিপন্ন জমিদার ও ব্যবসায়ী উৎসাহ তৎপরতার সহিত ঐ ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতায় দিন দিনই এই ব্যাঙ্কটি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক

গত ২৭শে জুলাই তারিখে কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক ভেড়ামারায় উহার একটি শাখা স্থাপন করিয়াছেন। স্থানীয় সার্কেল অফিসার মিঃ এস জেড রহমান শাখাটির উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। ভেড়ামারা একটি ব্যবসাবহুল স্থান। উক্ত স্থানে একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়াতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা হইবে আশা করা যায়। এই শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ মৈত্র ভেড়ামারা গমন করিয়াছিলেন।

পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৮শে জুলাই তারিখের 'আর্থিক জগতে' পাইওনীয়ার ব্যাঙ্কের কার্য্যবিবরণী আলোচনায় মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে ঐ ব্যাঙ্কের দাদনের পরিমাণ ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫৫০ টাকা বলিয়া ছাপা হইয়াছে। আসলে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে ঐ ব্যাঙ্কের মোট দাদনের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৫০ টাকা।

বাজারের হলচল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১লা আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে বলিবার মত নূতন কিছু নাই। টাকার বাজারে পূর্ব্ববৎ মন্দার ভাব বিরাজ করিতেছে। কাজকারবারের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইএর বাজারে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার যথাক্রমে ॥০ আনা ও ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও টাকার বাজারে একটানা স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হয়।

বিনিময় বাজারের অবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় সন্তোষজনক বলিতে হইবে। এই সপ্তাহের বিনিময় বাজারে রপ্তানী বিলের আমদানী পূর্ব্বাপেক্ষা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে জাপানী মুদ্রা ইয়েনের কাজকারবার নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও ডলার ও ষ্টার্লিং এর কাজকর্ম্মের পরিমাণ সন্তোষজনক হওয়ায় বিনিময়বাজার এবার গত সপ্তাহের অবনতির ভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে, একথা বলা চলে।

গত ২৯শে জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸৴৩ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৸৴ আনা দরের শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট ১ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ॥৴৯ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ৫ই আগষ্ট তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে আগামী ৮ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে তাহাদিগকে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাবলী পূর্ব্ববৎ।

গত ১লা আগষ্ট তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৭৫ লক্ষ টাকার বেঙ্গল ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। এই আবেদন-গুলির মধ্যে ৯৯৸৴০ আনা দরের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯৸৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট ৭৫ লক্ষ টাকার টেণ্ডার গৃহীত হয় এবং উহাদের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ৸৴০ আনা ধার্য্য হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৫শে জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৫৪ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে চলতি নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৫৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে ১০ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ১২ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। এই সপ্তাহে ভারতবর্ষের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৩ কোটি ১৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে এক্ষেত্রে মোট পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০ কোটি ৬০ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে এই আমানতের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ হইতেছে ১৭ কোটি ১০ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। এই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের ও ব্রহ্ম সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৬ কোটি ২১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উক্ত দুই খাতে যথাক্রমে ৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ও ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

ষ্টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫$\frac{১}{২}\frac{১}{১৬}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫$\frac{১}{২}\frac{১}{১৬}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১লা আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহের বেশীর ভাগ সময়েই কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দর অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল; কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে শেয়ারের দরে কতকটা উদ্ধগতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির জন্য বাজারে অনিশ্চয়তা ও সতর্কতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এবং শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ সীমাবদ্ধ ছিল। যাহাহউক এ সপ্তাহে প্রত্যহই শেয়ারের ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ মোটামুটি সন্তোষজনক হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থির ভাব দেখা গিয়াছিল এবং কোম্পানীর কাগজের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল। ৩।০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬৲ টাকায় বলবৎ ছিল। মেয়াদী ঋণ-সমূহের মধ্যে ২৸০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৭৸০ আনা; ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫।৴০ আনা; ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ৯৯৸৶০ আনা; ৫৲ সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১॥৶০ আনা; ৪৲ সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৶০ আনা এবং ৩৲ সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০১৸৶০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬১-৬৬ সালের ইউ, পি, লোন ৯৫৲ টাকা এবং ৩৲ সুদের ১৯৪৯ সালের ইউ, পি, লোন ৯৯॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এ সপ্তাহের কাপড়ের কলের শেয়ারের ভালরূপ চাহিদা দেখা গিয়াছে। ডানবার এবং নিউ ভিক্টোরিয়ার দর তেজী ছিল। ডানবার এবং নিউ ভিক্টোরিয়ার শেয়ারের দর যথাক্রমে ২৫০৲ টাকা হইতে ২৫৩৲ টাকা এবং ৪৲ হইতে ৪৶০ আনার মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল। মুইয়ারের শেয়ারের চাহিদা খুব বেশী ছিল এবং সোমবার ইহার দর ৩১০৲ টাকায় আরম্ভ হইয়া আজ ৩২৩৷০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের দর ভাল ছিল, যদিও কাজকারবারের পরিমাণ ছিল কম। বেঙ্গল ৩৪৬৲ টাকা, বরাকর ১৪/০ আনা, ভুলানবারি ১৩৸০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৭৷০ আনা, বোকারো এণ্ড রামগড় ১৫৷০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৯৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

পাটকল

এ সপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের দর বিশেষ তেজী ছিল। হাওড়া ৫৫৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া ৫৩৶০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। এংলো ইণ্ডিয়া ৩৫৫৲ টাকা, কামারহাটী ৫২০৲ টাকা, কাকনারা ৪২৭৷০ আনা, ইণ্ডিয়া ৩৬৩৲ টাকা এবং কেলভিন ৫০৪৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চা-বাগান

চা বাগানের শেয়ারের ভাল চাহিদা দেখা গিয়াছিল কিন্তু শেয়ার বিক্রেতার সংখ্যা ছিল খুব কম।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের দর ভাল ছিল। কেরুর শেয়ার ১২৷৴০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। নিউ সাভানের শেয়ারের প্রচুর পরিমাণে কাজকারবার হইয়াছে এবং ইহার শেয়ারের দর ৯৶০ আনা হইতে ১০৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। চম্পারণ ১৫৷০ আনায় আরম্ভ হইয়া ১৬৷/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; কিন্তু পরে ১৪৸০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। আজ বাজার বন্ধের দিকে পুনরায় ১৬৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল করপোরেশনের শেয়ারের দরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাজার বন্ধের দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল করপোরেশনের শেয়ারের দর ছিল যথাক্রমে ৩২৴০ আনা ও ২০৲ টাকা। বার্ণ এণ্ড কোং ৪১৩৲ টাকা, হুকুমচাঁদ ১৪৷৴০ আনা, বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১০৸৶০ আনায় বেচাকেনা হয়।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বরারিকোক ২৬৷০ আনা এবং ইণ্ডিয়ান কেবেল ২৫৸৴০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। টীটাগড় পেপারের দর ১৮৸৴০ আনা হইতে ১৯৸/০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। বৃটানিয়া বিস্কুটের শেয়ারের চাহিদা খুব বাড়িয়া ছিল এবং ইহার দর ১০৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে জুলাই—৯৫৸৴০ ৯৬৶০; ২৬শে—৯৬৲; ২৮শে—৯৬৲; ২৯শে—৯৫৸০ ৯৬৷/০ ৩০শে—৯৫৸৴০ ৯৬৶০; ৩১শে—৯৫৸৶০ ৯৬/০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে জুলাই—৮২৷০; ২৮শে—৮২৷/; ২৯শে—৮২৶০ ৮২৷/০; ৩০শে—৮২৷৴০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৫শে জুলাই—১০১৸৶০; ২৮শে—১০১৸৶০; ২৯শে—১০১৸/০ ১০১৸৴০; ৩০শে—১০১৸৶০; ৩১শে—১০১৸৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৫শে জুলাই—১১০৶০ ১১০৷০; ২৬শে—১১০৷/০ ২৮শে—১১০৷/০; ২৯শে—১১০৴০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৫শে জুলাই—১১১৷০ ১১১৷৶০; ২৮শে—১১১৷৶০ ২৯শে—১১১৷৴০ ১১১৷৶০; ৩০শে—১১১৷৴০; ৩১শে—১১১৷৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৫শে জুলাই—৯৪৸৴০; ২৮শে—৯৫৲ ৯৫৴০; ২৯শে—৯৫/০ ৯৫৶০; ৩০শে—৯৫৴০ ৯৫৷/০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২৫শে জুলাই—৯৯৷৶০ ৯৯৸/০; ২৮শে—৯৯৷০। ২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ২৯শে জুলাই—৯৭৷৴০; ৩০শে—৯৭৸০। ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ২৯শে জুলাই—৯৯৸৶০; ৩০শে—৯৯৸৶০। ৩৲ সুদের ইউ, পি, ঋণ (১৯৫২) ২৯শে জুলাই—৯৯৲। ৩৲ সুদের ইউ, পি, ঋণ (১৯৬১-৬৬) ৩০শে জুলাই—৯৫৲। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৯) ৩০শে জুলাই—৯৯৷০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৫শে জুলাই—১,৫৬৭৲ ২৯শে—১,৫৫৬৲ ১,৫৬৪৲ (কণ্টি) ২৯শে জুলাই—৩৮৬৲; ৩১শে—৩৮৩৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৫শে জুলাই—১০৩৷০ ১০৪৷০; ২৬শে—১০৩৷০ ১০৪৷০; ২৮শে—১০৩৲ ১০৪৸০; ২৯শে—১০৩৷০ ১০৫৲; ৩০শে—১০৪৲ ১০৫৷০; ৩১শে—১০৩৷০ ১০৬৲।

রেলপথ

সাহাদারা (দিল্লী) সাহারণপুর রেলওয়ে ২৬শে জুলাই—১৬৮৲ ১৬৯৲; ২৮শে—১৭০৲ ১৭১৲; ৩০শে—১৭১৲; ৩১শে—১৭১৷০। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ৩০শে জুলাই—১০৩৷০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ২৫শে জুলাই—৩৷৶০ ৩৷০; ২৮শে—৩৸০; ২৯শে—৩৷৶০ ৩৸৴০; ৩০শে—৩৸৴০ ৪৷০; ৩১শে—৪৷৶০ ৪৷০; (প্রেফ) ২৮শে জুলাই—৪৷৶০ ৪৸০; ৩০শে—৫৸৶০ ৬/০; ৩১শে—৬৷০ ৬৷৶০। বেণারস কটন এণ্ড সিল্ক ২৫শে জুলাই—৩৷৴০ ৩৷৴০; ২৮শে—৩৸/০ ৪৷/০; ২৯শে—৪৷০ ৫৶০; ৩০শে—৪৷৴০ ৫৷৴০; ৩১শে—৪৸/০ ৫৴০। বেঙ্গল নাগপুর ২৫শে জুলাই—১৬৷/০; ২৮শে—১৫৷৴০ ১৭৷০; ২৯শে—১৬৸০ ১৭৶০; ৩০শে—১৬৷৴০ ১৭/০; ৩১শে—১৬৸০ ১৭৲। কাণপুর টেক্সটাইল ২৫শে জুলাই—৮৷০ ৮৷৴০; ২৬শে—৮৷০ ৮৷০; ২৮শে—৮৷০ ৯/০; ২৯শে—৮৷৶০ ৯৲; ৩০শে—৮৷৶০ ৯/০; ৩১শে—৮৷০ ৯৲। ডানবার ২৫শে জুলাই—২৩৮৲ ২৪১৲; ২৬শে—২৩৬৲ ২৩৯৲; ২৮শে—২৪২৲ ২৫১৲; ২৯শে—২৪৬৲ ২৫১৲; ৩০শে—

২৪৭৲ ২৫৩৲ ; ৩১শে—২৪৮৲ ২৫১৲। এলগিন মিলস্ (অর্ডি) ২৫শে জুলাই—২৩৲ ২৩৷৷৵০ ; ২৮শে—২৩৸৵০ ২৫৲ ; ২৯শে—২৪৸০ ২৫৵০ ; ৩০শে—২৪৷৷০ ২৫৲ ; ৩১শে—২৪৸০ ২৫৷৵০। কেশোরাম ২৫শে জুলাই—৭৸৶০ ৮৷৴০ ; ২৬শে—৮৲ ৮৷০ ; ২৮শে—৮৶০ ৮৸৵০ ; ২৯শে—৮৷৴০ ৮৷৷৵০ ; ৩০শে—৮৷৷০ ৮৸৴০ ; ৩১শে—৮৷৷৵০ ৮৸০। নিউভিক্টোরিয়া ২৫শে জুলাই—৩৷৷০ ৩৸৴০ ; ২৬শে—৩৷৷০ ৩৷৷৵০ ; ২৮শে—৩৷৷৵০ ৪৲ ; ২৯শে—৩৷৷৶০ ৪৴০ ; ৩০শে—৩৸৵০ ৪৵০ ; ৩১শে—৩৸৴০ ৪৵০। বাউরিয়া ২৬শে জুলাই—২৮৫৲ ; (বি প্রেফ) ৩১শে জুলাই—৯১৲ ৯৩৲। বঙ্গলক্ষ্মী ২৮শে জুলাই—৫২৲ ৫৮৲ ; ২৯শে—৫৮৲ ; ৩০শে—৫৮৲ ৬৩৲ ; ৩১শে—৬০৲ ৬৩৲। ঢাকেশ্বরী ২৮শে জুলাই—১৫৷৶০ ১৬৷৵০ ; ২৯শে—১৬৷০ ১৬৷৷০ ; ৩০শে—১৬৸৵০ ১৭৲।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ২৫শে জুলাই—৩৫৭৲ ; ২৬শে—৩৫৮৲ ৩৬৩৲ ২৮শে—৩৬২৲ ৩৬৪৲ ; ২৯শে—৩৬২৲ ; ৩০শে—৩৬২৲ ৩৬৫৲ ; ৩১শে—৩৬৩৲ ৩৬৬৲। বরাকর ২৫শে জুলাই—১৩৷৷৵০ ১৩৸৵০ ; ২৬শে—১৩৷০ ; ২৯শে—১৩৷৷৵০ ১৩৸৵০ ; ৩০শে—১৩৷৷৵০ ১৪৴০ ; ৩১শে—১৩৸০ ৩০শে—১৩৷৷৵০ ১৪৴০ ; ৩১শে—১৩৸০ ১৪৴০। খেমোমেইন ২৫শে জুলাই—১২৸৵০ ১৩৷০ ; ২৬শে—১২৸০ ১৩৲ ; ২৮শে—১২৷৷৶০ ১৩৲ ; ২৯শে—১২৷৷৴ ১৩৴০ ; ৩০শে—১২৷৶০ ১২৸৵০ ; ৩১শে—১২৷০ ১২৸৴০। রাণীগঞ্জ ২৫শে জুলাই—২৫৸০ ২৬৷৵০ ; ২৬শে—২৬৷৵০ ২৭৷০ ; ২৯শে—২৬৷৷৶০ ২৭৷০ ; ৩০শে—২৭৵০ ২৭৷৷৵০ ; ৩১শে—২৭৷০। সেগুা ২৫শে জুলাই—১২৸০ ১৩৲ ৩০শে—১৩৴০ ১৩৷৵০। পেঞ্চভেলী ২৯শে জুলাই—৩২৷৷০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৫শে জুলাই—২৮৸৶০ ২৯৷০ ; ৩১শে—২৮৷৷৶০ ২৯৲। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২৯শে জুলাই—১৬৸০ ১৭৲। রেওয়া ২৫শে জুলাই—২২৷৵০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৮শে জুলাই—২৮৸৶০ ২৯৲ ; ৩০শে—২৮৸৵০ ২৯৷০। বোকারো এণ্ড রামগড় ২৬শে জুলাই—১৫৷৷০ ; ২৮শে—১৫৷৵০ ১৫৷৷০ ; ২৯শে—১৫৷৵০ ১৫৸০ ; ৩০শে—১৫৸০ ; ৩১শে—১৫৷০। বোরিয়া ২৬শে জুলাই—১৬৷৷০ ; ৩০শে—১৭৲। সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ৩০শে জুলাই—১৪৸৵০ ১৫৵০ ; ৩১শে—১৫৵০। ভুলানবারি ২৬শে জুলাই—১২৸০ ১৩৲ ; ২৮শে—১২৸০ ১৩৷০ ; ২৯শে—১৩৷৷০ ১৩৸০ ; ৩০শে—১৩৷৶০ ১৩৸৵০ ; ৩১শে—১৩৷৷০ ১৩৸০ ; নিউবীরভুম ২৬শে জুলাই—১৫৸০ ; ৩১শে ১৬৷০ ১৬৸০। ইকুইটেবল ২৮শে জুলাই—৩৫৷৷০ ৩৬৴০ ; ২৯শে—৩৫৷৷০ ৩৫৷৷৵০ ; ৩১শে—৩৫৲ ৩৫৸৵০।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ২৫শে জুলাই—৪৷৵০ ৪৷৷৵ ; ২৬শে—৪৷৴০ ৪৷৷০ ; ২৮শে—৪৵০ ৪৷৶০ ; ২৯শে—৪৵০ ৪৷৵০ ; ৩০শে—৪৵০ ৪৷৷০ ; ৩১শে—৪৵০ ৪৷৵০। ইণ্ডিয়ান কপার ২৫শে জুলাই—২৴০ ২৶০ ; ২৬শে—২৲ ২৵০ ; ২৮শে—২৴০ ২৶০ ; ২৯শে—২৴০ ২৷০ ; ৩০শে—২৴০ ২৶০ ; ৩১শে—২৴০। কনসোলিডেটেড টিন ২৬শে জুলাই—২৷৷৵০ ২৸০। করাণপুরা ডেভেলপমেণ্ট ২৯শে জুলাই—৮৲ ৮৷৵০ ; ৩০শে—৮৷৷০ ৯৴০।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ২৫শে জুলাই—১২৭৲ ; ২৬শে—১২৮৲ ১২৯৲। ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ২৫শে জুলাই—১৩৷৷৴০ ১৩৸৵০ ; ২৬শে—১৩৷৷০ ১৩৸৵০ ; ২৮শে—১৩৷৷৵০ ১৪৲ ; ২৯শে—১৩৷৷০ ১৩৸৶০ ; ৩০শে—১৯৷৷৴০ ; ৩১শে—১২৷৷৵০ ১৪৵০। শ্রীগোপাল পেপার ২৫শে জুলাই—১২৵০ ১২৷৵০ ; ২৮শে—১২৷৷০ ; ২৯শে—১১৷৷০ ১২৷৷০ ; ৩১শে—১২৷৴০ ১২৷৶০ ; (প্রেফ) ২৮শে জুলাই—১১৬৲ ; ২৯শে—১১৫৲ ; ৩০শে—১১৬৷৷০ ; ৩১শে—১১৫৲ ১১৭৲। ষ্টার পেপার ২৫শে জুলাই—১১৷০ ১১৷৷০ ; ২৮শে—১১৷৴০ ১১৷৷৶০ ; ২৯শে—১১৷৶০ ১১৸০ ; ৩০শে—১১৶০ ১১৷৷০ ; ৩১শে—১১৷৴০ ১১৸০। টিটাগড় পেপার (অর্ডি) ২৫শে জুলাই—১৮৸৶০ ১৯৷০ ; ২৬শে—১৮৸৴০ ১৯৶০ ; ২৮শে—১৮৸৵০ ১৯৷৶০ ; ২৯শে—১৮৸৶০ ১৯৷৵০ ; ৩০শে—১৮৸৵০ ১৯৸০ ; ৩১শে—১৯৵০ ১৯৸৴০। মহীশূর পেপার ২৫শে জুলাই—১৫৲ ; ২৮শে—১৫৵০ ১৫৷৷৵০ ; ২৯শে—১৫৲ ১৬৲ ; ৩০শে—১৫৷০ ১৫৷৷০ ; ৩১শে—১৬৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২৯শে জুলাই—১৪৮৲ ১৫১৲ ; ৩০শে—১৪৮৷৷০ ১৪৯৷৷০ ; ৩১শে—১৪৮৲ ১৪৮৷৷০।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২৭শে জুলাই—১২৸০ ১২৸৵০ ; ২৯শে—১২৷৷৵০ ১২৸০ ; ৩১শে—১২৸০ ; (প্রেফ) ২৮শে জুলাই—১১৮৲ ১২০৲ ; ২৯শে—১১৯৲ ১২১৷৷০ ; ৩১শে—১১৯৲ (ডেফার্ড) ২৯শে জুলাই—২৷৷৵০ ২৸৵০ ; ৩০শে—২৸০ ২৸৵০ ; ৩১শে—২৸/০। বেঙ্গল পটারীজ ৩০শে—৯।০।

ইলেকট্রীক

কটক ইলেকট্রীক ২৫শে জুলাই—১১৵০ ; ২৮শে—১০৸০ ; ৩০শে—১১৲ ১১।০ ; ৩১শে—১১৲ ১১।৵০। বেণারস ইলেকট্রীক ২৬শে জুলাই—১৪৸০। মির্জাপুর ইলেকট্রীক ২৮শে জুলাই—৪৸৵০ ; ২৯শে—৫/০। আগ্রা ইলেকট্রীক ২৯শে জুলাই—১৩৯৲ ১৪০৲। লাহোর ইলেকট্রীক ("এ") ২৯শে জুলাই—২৭৫৷৷০। জব্বলপুর ৩০শে জুলাই—১৬৲ ১৬।০।

পাটকল

আগরপাড়া ২৫শে জুলাই—৩১৲ ৩১।/০ ; ২৮শে—৩১৵০ ; ২৯শে—৩০৸৶০ ৩১।/০ ; ৩০শে—৩১/০ ৩১।৵০ ; ৩১শে—২৯৸৶০ ৩১।০। এংলো ইণ্ডিয়া ২৫শে জুলাই—৩৫১৲ ৩৫৩৲ ; ২৬শে—৩৫১৲ ৩৫২৲ ; ২৮শে—৩৫১৲ ৩৫৪৲ ; ২৯শে—৩৫১৲ ৩৫৩৲ ; ৩০শে—৩৫০৲ ৩৫৪৲ ; ৩১শে—৩৫১৲ ৩৫৫৲। বালি ২৫শে জুলাই—২৩৭৲ ; ২৬শে—২৪১৲ ২৪৩৷৷০ ; ২৮শে—২৪০৲ ২৪১৷৷০ ; ২৯শে—২৩৭৲ ২৪১৷৷০ ; ৩১শে—২৪২৲। বেঙ্গল জুট ২৫শে জুলাই—১৬।৵০ ১৬৸০ ; ৩১শে—১৬।৵০। এলবিয়ন ২৮শে জুলাই—২০৮৲। বিরলা ২৫শে জুলাই—২৯।০ ২৯৷৷০ ; ২৮শে—২৯/০ ২৯।০ ; ২৯শে—২৯৵০ ২৯।০ ; ৩০শে—২৮৸৵০ ; ৩১শে—২৮৷৷৶০ ২৯৵০ ; (প্রেফ) ২৫শে জুলাই—১৩১৲ ১৩৩৲ ৩১শে—১৩২৲ ১৩৮৷৷০। নেলিমালা ২৮শে জুলাই—১০৷৷০ ; ৩১শে—১১৲ ১১।৵০। ক্লাইভ ২৫শে—২৫।/০ ২৬৷৷/০ ; ২৬শে—২৫৸৵০ ২৬।৵০ ; ২৮শে—২৬।০ ২৬৷৷০ ; ২৯শে—২৫৷৷৶০ ২৬৵০ ; ৩০শে—২৫৷৷৵০ ; ৩১শে—২৫৷৷৶০ ২৬৸৵০। ডেল্টা ২৫শে জুলাই—৪৩৪৲ ৪৩৬৲ ; ৩১শে—৪৩৪৲। চাপদানী ৩০শে জুলাই—১৭৩৲ ১৭৪৲। এম্পায়ার ২৫শে জুলাই—২৮৲ ; ২৬শে—২৭৷৷৶০ ২৭৸৶০ ; ২৮শে—২৭৷৷৵০ ২৭৸৵০। ফোর্ট উইলিয়াম ২৫শে জুলাই—২৫০৲ ২৫৪৲ ; ২৬শে—২৫০৲ ; ৩১শে—২৪৯৲ ২৫০৲। ফোর্টগ্লষ্টার ২৫শে জুলাই—৫৪৪৲ ; ২৯শে—৫৩২৲ ; ৩১শে—৫৩৩৲। গৌরীপুর ২৫শে জুলাই—৬৯৭৲ ; ২৬শে—৬৯৪৲ ; ২৮শে—৬৯৬৲ ; ৩১শে—৬৯৩৷৷০ ৬৯৫৲। গেঞ্জিয়াটি ২৬শে জুলাই—২০৬৲ ২০৯৷৷০ ; ২৮শে—২০৪৷৷০। হাওড়া ২৫শে জুলাই—৫৩৷৷৵০ ৫৪৸০ ; ২৬শে—৫৩৸০ ৫৪৷৷০ ; ২৮শে—৫৩।৵০ ৫৪৷৷০ ; ২৯শে—৫৩৸০ ৫৪৷৷০ ; ৩০শে—৫৪৵০ ৫৪৸৵০ ; ৩১শে—৫৪৵০ ৫৫৸০। হুকুমচাঁদ ২৫শে জুলাই—১২৵০ ১২।৵০ ; ২৮শে—১২৲ ১২।০ ; ২৯শে—১২৲ ১২/০ ; ৩০শে—১২৶০ ১২।০ ; ৩১শে—১২৶০ ১২৷৷৵০ (প্রেফ) ২৫শে জুলাই—১৪০৷৷০ ১৪২৲ ; ২৮শে—১৪৩৲ ; ২৯শে—১৪৩৲ ১৪৬৲ ৩১শে—১৪৩৲ ১৪৬৲। ইণ্ডিয়ান ২৫শে জুলাই—৩৬১৲ ৩৬৫৷৷০ ; ২৬শে—৩৬০৲ ৩৬৮৷৷০ ; ২৮শে—৩৬২৲ ; ২৯শে—৩৬১৲ ৩৬৩৲ ; ৩০শে—৩৬২৲ ৩৬৩৲ ; ৩১শে—৩৬১৲ ৩৬৮৲। কামারহাটী ২৫শে জুলাই—৫১৭৲ ৫২১৲ ; ২৬শে—৫১৫৲ ৫২০৲ ; ২৮শে—৫১৮৲ ৫২৪৲ ; ২৯শে—৫১৮৲ ৫২০ ; ৩০শে—৫১৭৲ ; ৩১শে—৫১৫৲ ৫২৩৲। কাকনারা ২৫শে জুলাই—৪২২৷৷০ ; ২৮শে—৪২৭৷৷০। নস্করপাড়া ২৫শে জুলাই—১৮৷৷০ ১৮৷৷৶০ ৩০শে—১৮৲ ১৮।০ ; ৩১শে—১৮।০। ন্যাশনাল ২৫শে জুলাই—২৩৸০ ২৪৲ ; ২৯শে—২৩।/০ ; ৩০শে—২৩৷৷/০ ; ৩১শে—২৩৷৷৵০ ২৪৲। কেলভিন ২৮শে জুলাই—৫০১৲ ৫০৪৲। নদীয়া ২৫শে জুলাই—৬৬।০ ৬৬৷৷০ ; ২৬শে—৬৬।৵০ ; ৩০শে—৬৫৷৷০ ৬৬৷৷০ ; ৩১শে—৬৬৲ ৬৬৷৷০। প্যাঞ্জেস ২৬শে জুলাই—২৯৭৲। ওরিয়েণ্ট ২৫শে জুলাই—২০৭৲ ১১০৷৷০ ; ২৯শে—২০৫৲ ২০৬৷৷০ ; ৩০শে—২০৪৲ ২০৭৷৷০ ; ৩১শে—২০৯৷৷০। রিলায়েন্স—২৮শে জুলাই—৫৮৲ ৫৮৷৷৵০ ; ৩০শে—৫৭৷৷৵০। ওয়েভার্লি ২৫শে জুলাই—৩।৶০ ; ২৮শে—৩৷৷০ ; ২৯শে—৩৶০ (প্রেফ) ২৮শে জুলাই—৬৩৲ ; ২৯শে—৬৪৲ ; ৩০শে—৬৪৲। গোথিয়ান ২৫শে জুলাই—২৫৪৲ ২৫৫৷৷০। মেঘনা ২৮শে—জুলাই—৪৬৷৷০ ; ৩০শে—৪৬৷৷০ ৪৬৸০ ; ৩১শে—৪৭৲ ৪৭৷৷০। কিনিসন ২৫শে জুলাই—৬০০৲। বরানগর ২৬শে জুলাই—১০৭৲ ১০৯৲ ; ২৯শে—১০৭৲ ১০৯৲।

কেমিক্যাল

লিষ্টার এন্‌টীসেপ্‌টীক (প্রেফ) ২৫শে জুলাই—৯৫৲ ৯৬৲ ; ২৬শে—৯৭৲ ৯৮৲ ; ২৮শে—১০০৲ ; ২৯শে—৯৮৲ ৯৯৲। এলকালী কেমিক্যাল (অর্ডি) ২৬শে জুলাই—১৮।৵০ ১৮৷৷৵০ ; ২৮শে—১৮৷৷০ ১৮৸৵০ ; ২৯শে—১৯৵০ ; ৩০শে—১৯।০ ; ৩১শে—১৮৷৷৵০ ১৯।০ ; (প্রেফ) ২৮শে জুলাই—১২২৷৷০ ১২৩৷৷০ ; ৩১শে—১১৯৲ ১২০৲। বেঙ্গল কেমিক্যাল (অর্ডি) ২৬শে—৪০০৲ ৪০২৲ ; ২৮শে—৪০০৲ ৪০২৷৷০ ; ৩০শে—৪০২৲ ৪০৫৲। বেঙ্গল এরিয়েটাং গ্যাস ৩০শে জুলাই—৬৭৲ ; ৩১শে—৬৮৲।

ডিবেঞ্চার

৩।০ সুদের (১৯৬১-৬৬) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ২৮শে জুলাই—১০০।/০ ; ৩৷৷০ সুদের (১৯৬৫) ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ৩০শে জুলাই—৯৯৲। ৪৷৷০ সুদের (১৮৩৬-৮৬) ক্লাইভ বিল্ডিংস ৩০শে জুলাই—১০২৲। ৪৲ সুদের (১৯৫১) ক্যালকাটা পোর্টট্রাষ্ট ৩১শে জুলাই—৯৭৸০। ৪।০ সুদের (১৯১৬-৫৬) এসোসিয়েটেড হোটেল ৩১শে জুলাই—১০৬৷৷০।

চিনির কল

কেক এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৫শে জুলাই—১০৷৷৵০ ১১৲ ; ২৬শে—১০৸০ ১১৲ ; ২৮শে—১০৸৵০ ১১৷৷০ ; ২৯শে—১১।০ ১১৸/০ ; ৩০শে—১১৷৷৶০ ১২।৵০ ৩১শে—১২৲ ১২৷৷৵০ ; (প্রেফ) ৩০শে জুলাই—১২২৷৷০ ৩১শে—১২০৲। মারী ক্রয়ারী ২৫শে জুলাই—১৪৷৷০ ১৪৸০ ; ২৬শে—১৪৷৷০। রাজা ২৫শে জুলাই—১৮।০ ১৮৷৷০ ; ২৮শে—১৮।০ ১৮৷৷০ ; ২৯শে—১৮।০ ১৮৷৷০ ;

৩১শে—১৮॥০ ১৮৸০। সমস্তীপুর ২৬শে জুলাই—৮॥৵০ ৮৸৵০ ; ২৮শে—৮॥৵০ ৯৲ ; ২৯শে—৯।০ ; ৩০শে—৮৸৶০ ৯॥০ ; ৩১শে—৯৵০ ৯।৶০। বলরামপুর ২৮শে জুলাই—৯৵০ ৯।৵০ ॥ ২৯শে—৯৲ ; ৩০শে—৯৵০ ৯॥০ ; ৩১শে—৯।০ ৯৸০। কাণপুর ২৮শে জুলাই—১৯৸০ ২০।০ ; ২৯শে—১৯॥৶০ ২০।০ ; ৩০শে—২০৶০ ২০॥৵০ ; ৩১শে—২০॥০ ২১৲। ভারত ৩১শে জুলাই—৮।০। চম্পারণ ২৮শে জুলাই—১৫।০ ১৫॥৵০ ; ২৯শে—১৪৸০ ১৫॥৶০ ; ৩০শে—১৫৸৵০ ১৬।৶০ ; ৩১শে—১৫৸০ ১৬।৴০। নিউ সাভান ২৮শে জুলাই—৯।৵০ ; ২৯শে—৯৶০ ৯৸৵০ ; ৩০শে—৯॥৵০ ১০।০। রামগড় কেন এণ্ড সুগার (অর্ডি) ২৮শে জুলাই—৯।০ ; ২৯শে—৯।৴০ ; ৩০শে—৯৵০ ৯॥০ ; ৩১শে—৯॥০ ৯৸০। রাইয়াম ২৮শে জুলাই—১৮৸৵০ ; ৩০শে—১৯৵০ ১৯।৶০ ; ৩১শে—২০॥০। বুলাণ্ড ৩০শে জুলাই—১৮৵০। প্রতাপপুর ৩০শে জুলাই—৮৸৶০ ৯৶০ ; ৩১শে—৯।০ ৯।৶০ ; (প্রেফ) ৩০শে জুলাই—১৭৵০ ৩১শে—১৬৸৵০ ১৭।০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৫শে জুলাই—৪০৬॥০ ; ২৬শে—৪০২॥০ ৪০৫৲ ; ২৯শে—৪০২॥০ ৪০৭॥০ ; ৩০শে—৪০৬৲ ৪১০॥০ ; ৩১শে—৩০৭৲ ৪১৩৲। হুকুমচঁাদ ষ্টীল (অর্ডি) ২৫শে জুলাই—১৩৸০ ১৪।৴০ ; ২৬শে—১৪৲ ; ২৮শে—১৪৵০ ; ২৯শে—১৪৵০ ১৪॥০ ; ৩১শে—১৪৲ ১৪।৶০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ২৫শে জুলাই—৩১৸৶০ ৩২৲ ৩২৴০ ৩২৵০ ৩২৶০ ৩২।৵০ ৩২।৶০ ; ২৬শে—৩১।০ ৩১॥০ ৩১॥৴০ ৩১॥৵০ ৩১৸০ ৩১৸৴০ ; ২৮শে—৩১৶০ ৩১।০ ৩১।৵০ ৩১।৶০ ৩১॥৵০ ৩১॥৶০ ; ২৯শে—৩১॥৵০ ৩১॥৶০ ; ৩০শে—৩১॥৵০ ৩১॥৶০ ৩১৸৶০ ৩২৲ ; ৩১শে—৩১॥০ ৩১॥৵০ ৩১৸৵০ ৩১৸৶০ ৩২৶০ ৩২।০। ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস (অর্ডি) ২৫শে জুলাই—৫৫৸০ ৫৬।০ ; ৩০শে—৫৫।০ ৫৬৲ ; ৩১শে—৫৬৲ ৫৬॥০ ; (ডেফার্ড) ৩১শে জুলাই—৩৭।০। ষ্টিল করপোরেশন (অর্ডি) ২৫শে জুলাই—১৯৸৴০ ১৯৸৶০ ২০৶০ ২০।০ ২০।৶০ ; ২৬শে—১৯।৵০ ১৯॥০ ১৯৸০ ; ২৮শে—১৯।৵০ ১৯॥০ ; ২৯শে—১৯॥৵০ ১৯॥৶০ ১৯৸০ ২০৲ ; ৩০শে—১৯॥৵০ ১৯॥৶০ ; ৩১শে—১৯॥৴০ ১৯॥৵০ ১৯॥৶০ ১৯৸৴০ ২০৲ ; (প্রেফ) ২৫শে জুলাই—১২০৲ ১২১৲ ; ২৬শে—১২০৲ ; ২৮শে—১২০৲ ; ২৯শে—১১৯॥০ ১২০॥০ ১২০৸০ ১২১॥০। ইণ্ডিয়ান মেলেবেল এণ্ড কাষ্টিং (ডেফার্ড) ২৫শে জুলাই—২॥৴০ ২॥৶০ ; ২৮শে—২।৵০ ২॥৵০ ; ৩০শে—৮।০ ৮॥৴০ ; ৩১শে—২॥৵০ ২৸০ ; (অর্ডি) ২৮শে জুলাই—৮।০ ; ২৯শে—২।০ ২॥০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৬শে জুলাই—১০৸৴০ ; ২৯শে—১০॥০ ১০৸০ ; ৩০শে—১০॥০ ১০৸০ ; ৩১শে—১০॥৵০ ১০৸৵০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৬শে জুলাই—৯৲ ; ২৮শে—৮৸০ ৯৵০ ; ২৯শে—৯৲ ৯।০ ; ৩০শে—৯৶০ ৯।৶০ ; ৩১শে—৯৵০ ৯॥০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ২৮শে জুলাই—৯৵০ ৯।৵০ ; ২৯শে—৯।৵০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ২৮শে জুলাই—৪।০ ৪।৵০ ; (প্রেফ) ২৮শে জুলাই—১৪১৲। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৩০শে জুলাই—৯।৴০ ৯৸০ ; ৩১শে—৯॥০ ৯৸৴০। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৩০শে জুলাই—৫৸৴০ ৬৶০ ; ৩১শে—৫৸৶০ ৬।০। ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ৩১শে জুলাই—২৮৸৵০ ৩০৲। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ (অর্ডি) ৩১শে জুলাই—৬৫৲ ৬৫॥০।

চা বাগান

বিশ্বনাথ ২৫শে জুলাই—২৭।০ ২৭৷৷০। চণ্ডীচেড়া ৩১শে জুলাই—৬৪৷৷০ ৬৫৲। ডোরাচেড়া ২৫শে জুলাই—১২।০ ১২৷৷৵০; ২৯শে—১২।০ ১২৸০; ৩০শে—১২৷৷৵০ ১৩৲। ডাফলাঘর ২৫শে জুলাই—১২৸০ ১২৸৵০; ২৮শে—১৩৲; ৩০শে—১২৸০ ১২৸৵০; ৩১শে—১৩৲ ১৩৵০। এথেলবাড়ী ২৫শে জুলাই—১১৸০; ২৯শে—১১৷৶০ ১১৸০; ৩০শে—১১৸০ ৩১শে—১১৸০। হন্তুপাড়া ২৫শে জুলাই—৪০০৲। সেপয় ২৯শে জুলাই—১১৷৷০ ১১৸০। পেট্রোকোলা ২৫শে জুলাই—৯৪৫৲ ৯৫০৲। বাণারহাট ২৯শে জুলাই—৪২৯৲। হাতীকীরা ২৫শে জুলাই—২০।৵০; ২৯শে—২০।০ ২৸০। সেটজান ৩০শে জুলাই—২৯।০ ২৯৷৷০। ইষ্টার্ণ কাছাড় ২৫শে জুলাই—৮।০ ৮৷৷৵০; ৩০শে—৯৲ ৯।০। ধুনসেরী ৩১শে জুলাই—২৷৷৵০ ৩৲। পুলদীবাড়ী ২৫শে জুলাই—২২৲ ২২।০। হাসিমারা ৩০শে জুলাই—৪৫৲। তেজপুর ২৬শে জুলাই—৭৸০ ৮৲; ২৮শে—৭৸৵০ ৮৵০; ৩১শে—৮৲ ৮।০; (প্রেফ) ২৯শে জুলাই—১৪।০ ১৪৷৷০। সেণ্ট্রাল কাছাড় ২৮শে জুলাই—৬৫৲ ৬৬৲; ৩০শে—৬৫৲। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৮শে জুলাই—৯৷৷০ ৯৸০; ২৯শে—৯।০ ৯৸০; ৩১শে—৯৸০ ১০৵০। মরুগাও ২৮শে জুলাই—১০৲ ১০।৵০; ৩১শে—১০৵০ ১০।৵০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২রা আগষ্ট

সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের আসন্ন সম্ভাবনা দেখা যাওয়ায় গত সপ্তাহের শেষ দিকে পাটের বাজারে একটা অবসাদের ভাব সৃষ্ট হয়। ফলে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দর পড়িয়া গিয়া সর্ব্বোচ্চে ৬৩।৵০ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৬১৸০ আনা দাঁড়ায়। এ সপ্তাহের প্রথমদিকে বাজারে পাটের দর আরও বেশী পরিমাণে নামিয়া যায়। গত ২৬শে জুলাই ফাটকা বাজারে পাটের দর ৬০৷৷৵০ আনার বেশী চড়ে নাই। অপরদিকে তাহা নিম্নে ৫৮৸০ আনা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। যাহা হউক পাটের দর ৩।৪ দিন ঐরূপ নীচু স্তরে বজায় থাকিয়া এ সপ্তাহের শেষ দিকে তাহা আবার কিছু পরিমাণে তেজী হইয়া উঠিয়াছে। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুগপৎ কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে প্রথমে উহাকে একটা বেশী রকম রাজনৈতিক ঘনঘটার সূচনা বলিয়াই অনেকে মনে করিয়াছিল। কিন্তু পরে অবস্থার জটিলতা সে অনুপাতে অনেকটা কম বলিয়াই অনুভূত হইয়াছে। সে জন্যই বাজারে চট ও থলের মূল্য হ্রাস পায় নাই। বরং তাহা কিছু তেজীই দেখা গিয়াছে। চট ও থলের মূল্যের এই তেজীভাব পাটের বাজারে নূতন করিয়া উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে। সে কারণে এ সপ্তাহের শেষ দিকে ফাটকা বাজারে পাটের দরও আবার ৬৩৲ টাকার উর্দ্ধে উঠিয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৮ শে জুলাই	৬০৷৷৵০	৫৮৸০	৬০৲
২৯ শে „	৬১৷৷০	৬০।৵০	৬১৵০
৩০ শে „	৬১।৵০	৬০৷৷৵০	৬০৷৷৵০
৩১ শে „	৬২৸৵০	৬০৸০	৬২৸৵০
১লা আগষ্ট	৬৩।০	৬১৷৷০	৬২৲
২রা „	৬৩৶০	৬২৷৷৵	৬২৸০

মফঃস্বলে আবহাওয়ার বর্ত্তমান অবস্থা নূতন পাট ফসলের অনুকূল বলিয়া মনে হইতেছে। নীচু জমির পাট অধিকাংশ স্থলেই কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। উঁচু জমির পাট ফসলের অবস্থা সম্পর্কে গত এক পক্ষকালের মধ্যে সমূহ উন্নতি দেখা গিয়াছে। এখনও উঁচু জমির পাট বেশী পরিমাণে কাটা আরম্ভ হয় নাই। কোন কোন জেলায় আউস ধান কাটিবার সময় হইয়াছে বলিয়া পাট কাটা সম্পর্কে স্বভাবতঃই কিছু বিলম্ব হইতেছে। যে সমস্ত অঞ্চলে উপযুক্ত মাত্রায় পাট কাটা হইয়াছে সে সমস্ত অঞ্চল হইতে এখনও বেশী পরিমাণ পাট বিক্রয়-কেন্দ্রে আসিতেছে না। সরকারী নির্দ্দেশ মত অনেক কৃষকই ভবিষ্যতে বেশী মূল্য পাওয়ার আশায় পাট ধরিয়া রাখার চেষ্টা করিতেছে।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে দর অনেকটা স্থির দেখা গিয়াছে। গত কল্য নূতন পাট প্রথম শ্রেণী প্রতিমণ ১৩ টাকা ও মাঝারী শ্রেণীর পাট প্রতিমণ ১১ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে ফার্ষ্ট পাটের দর প্রতি বেল ৫১ টাকা ও 'লাইটনিংস্' পাটের দর প্রতি বেল ৪১ টাকা দাঁড়াইয়াছিল।

থলে ও চট

সুদূর প্রাচ্যে রাজনৈতিক ঘনঘটা সত্ত্বেও এ সপ্তাহে চট ও থলের দর বেশ স্থির দেখা গিয়াছে। গত ২১শে জুলাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ২০৵০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ২৪৷৷৵০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ২০।০ আনা ও ২৪৷৷৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১লা আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে সোণার দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং প্রতিভরি সোণার দর ৪২৵০ আনা হইতে ৪২৴০ আনায় নামিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দরের এইরূপ অবনতির কারণ বলিয়া মনে হয়। এসপ্তাহের সোমবারে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি রেডী সোণার দর ৪১৷৷৶৬ পাই পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল, পরে বুধবারে ৪২৴০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বোম্বাইয়ের বাজারে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি ভরি সোণার দর ছিল যথাক্রমে ৪২৴৬ পাই এবং ৪২৴৩ পাই। কলিকাতার বাজারে প্রতি তোলা পাকা সোণার দর ৪২৲ টাকা, বড়াল বার প্রতি তোলা ৪১৸৶০ আনা এবং প্রতিটী গিনির দর ২৮৷৷৴০ আনা ছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স সোণার দর ছিল ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং।

রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে রূপার দরে কিঞ্চিৎ উঠানামার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। এসপ্তাহে বুধবারে বোম্বাইয়ে রেডী রূপার

দর প্রতি একশত তোলা ৬২৸৵০ আনা, আগষ্ট মাসে ডেলিভারী দেওয়া সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬২৸৴০ আনা এবং সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬২৸৵৬ পাই ছিল। বৃহস্পতি-বারে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে আরও মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। এই দিন রেডী রূপার দর প্রতি একশত তোলা ৬২৸৴০ আনায় নামিয়াছিল পরে ৬২৸৶ পাই পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩।৵০ আনা, এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩৷৵০ আনা ছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩১/২ পেন্স ও নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪৩/৪ সেন্ট ছিল।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১লা আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। তুলার দরের ঘন ঘন উঠানামা হওয়ায় বাজারে একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারের সুস্পষ্ট অবনতি ঘটে। প্রথম দিকে ওমরার দর নামিয়া গেলেও বোরোচের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরে বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ২৫৫৷৷০ আনা হইতে ২৪৩৷৷০ আনায় নামিয়া আসে। ওমরার দরও ২১১।০ আনা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৭৷৷০ আনায় আসিয়া দাড়ায়। এই আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মূল্য হ্রাসের মূলে রহিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের অনুসৃত নীতি অনুসারে ভারত সরকার কর্ত্তৃক জাপানী ধনসম্পত্তি আটক। জাপান ভারতীয় তুলার প্রধান ক্রেতা—বিশেষতঃ জাপান ব্যতীত ওমরার আর কোন বিদেশী ক্রেতা নাই। এরূপ অবস্থায় ওমরার দ্রুত মূল্য হ্রাস একরূপ অবধারিত। নিউ-ইয়র্কের বাজারে চড়তির সংবাদ সত্ত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে এতটুকু আশার সঞ্চার হইতে পারে নাই। অদ্যকার (১লা আগষ্ট) তারিখের নিম্নরূপ দর হইতেই তুলার বাজারের গতি-প্রকৃতি বেশ বুঝা যাইবে:—বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৪২৷৷০ আনা ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১১৯৷০ আনা, বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ২৩৯৲ টাকা এবং বোরোচ এপ্রিল-মে ২৭০।০ আনা।

কাপড়

জাপানের ধনসম্পত্তি আটক করার সংবাদ পাইয়া সূতার দর আকস্মিক ভাবে শতকরা ১০৲ টাকা বৃদ্ধি পায়। কলিকাতা ও বোম্বাইএর কাপড়ের বাজারে সর্ব্ব বিভাগে এবার বিশেষ চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। সুদূর প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিই ইহার একমাত্র না হইলেও প্রধানতম কারণ; দেশী বস্ত্রের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। কাপড়ের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম। সুতরাং তুলার বাজারের মন্দার ভাব সূতা ও কাপড়ের বাজারের মূল্য বৃদ্ধির উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।

জাপানের সঙ্গে ভারতের স্বাভাবিক বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় না থাকিলে স্বভাবতঃই জাপানী বস্ত্রাদির অভাবে দেশীয় বস্ত্রের আরও চাহিদা তথা মূল্য । এই অবস্থার সুযোগ লইয়া কোন কোন ব্যবসায়ী কাপড় ।। কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন এই মর্ম্মে ...ার এই সপ্তাহে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া উক্ত ব্যবসায়ী ...র্ক করিয়া দিয়াছেন।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১লা আগষ্ট।

...তা—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে যদিও চিনির দরে ...ন উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় নাই, তবুও চিনির জন্য চাহিদা ...খা গিয়াছিল। গত ২৩শে জুলাই সিণ্ডিকেট মজুদ চিনির যে ...শভাগ বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, ...ণ্ডিকেট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দরের চেয়ে মণ প্রতি ৴০ আনা হইতে ৵০ ...ধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল বলিয়া চিনির চাহিদা বৃদ্ধি ...ল। ভারত সরকার ২ লক্ষ টন চিনি বাহিরে রপ্তানীর জন্য ক্রয় এইরূপ সংবাদ, বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে আগামী মরশুমে ইক্ষুর কম হইবে এইরূপ আশঙ্কার ভাব, কাফিয়ার, সিংহল ও ইরাকে চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির অনিশ্চিত অবস্থা প্রভৃতি নানারূপ কারণে এসপ্তাহে চাহিদা বাড়িয়াছিল বলা যাইতে পারে। বাঙ্গলার চিনির কলের চিনি বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং জানুয়ারী মাসে ...রী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতিমণ চিনির দর ছিল ১০৷৷০ আনা হইতে ১১৲ ...র্য্যন্ত। যদি সিণ্ডিকেট মজুদ চিনি বাজারে বিক্রয়ের জন্য অধিক ...ে বাহির না করে, তাহা হইলে চিনির বাজারে উন্নত অবস্থা দেখা ...বলিয়াই আশা করা যাইতেছে। কলিকাতার বাজারে এ সপ্তাহে ১ লক্ষ বস্তা ভারতীয় চিনি মজুদ ছিল। প্রতিমণ চিনির দর নিম্নরূপ

...তিপুর—১১৲ ; রাইয়াম—১০৷৷০ আনা ; চম্পারণ—১০৷৷০ আনা ; ...য়া—১০৷৷০ আনা ; পলাশী—১০৷৷০ আনা ; তমকোহী—১০।০ আনা ; ...ভান—১০।০ আনা ; সমস্তীপুর—১০৵৬ পাই ; পুরসা—১০৵০ আনা ...—১০৵০ আনা ; রোটাস—৯৷৷০ আনা ; হাতোয়া—৯৷৷০ আনা।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১লা আগষ্ট

গত ২৮শে এবং ২৯শে জুলাই চায়ের ৮ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। ...প্তানীযোগ্য চা—আলোচ্য সপ্তাহে যে সকল শ্রেণীর চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত ...। হইয়াছিল তাহা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ধরণের। শুধু আসামের চা একটু ...ষ্ট ধরণের ছিল। ডুয়ার্স হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা আমদানী হইয়াছিল। ...ারে চায়ের দরে ঊর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং পাউণ্ড প্রতি ১৵০ ...নার কমে কোন প্রকার চা বিক্রয় হয় নাই। চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৵০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 'পিকো' চা পাউণ্ড প্রতি ১৷৴০ ...না দরে বিক্রয় হইয়াছিল।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—এই বিভাগে সবুজ চা এবং গুড়া চা ভাল চাহিদা দেখা গিয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীর চাও পর্য্যাপ্ত পরি... বাজারে বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটা বিভাগে ভাল কাজকারবার হইয়াছিল। চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৵৩ পাই হইতে ৵৬ পাই পর্য্যন্ত। আভ্যন্তরীণ কোটা পাউণ্ড প্রতি ⁄৬ পাইতে ⁄৮ পাই দরে বেচা... হইয়াছিল।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১লা আ...

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে শুকনো এবং আর্দ্র-লবণ... ছাগলের চামড়ার ভাল চাহিদা দেখা গিয়াছিল। বর্ষার জন্য শুক... লবণাক্ত ছাগলের চামড়া খুব কম পরিমাণে বাজারে আমদানী হইয়াছি... গরুর চামড়ার আমদানী কম ছিল এবং ইহার বাজারও ছিল খুব ম... চামড়ার দর নিম্নরূপ ছিল :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬ শত টুকরা ৪৫৲ টা... হইতে ৬০৲ টাকা। ঢাকা-দিনাজপুর ৩৬ হাজার ৯ শত টুকরা ৭০৲ টা... হইতে ১০৭৲ টাকা; আর্দ্র-লবণাক্ত ৬৪ হাজার ১ শত টুকরা ৭৭৲ টা... হইতে ১২৫৲ টাকা।

গরু ও মহিষের চামড়া—দারভাঙ্গা-গয়া আর্সেনিক শুকনো ২ ... টুকরা ৬৷০ আনা, দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৪ হাজার টুকরা ... আনা হইতে ৬৷০ আনা; রাঁচি সাধারণ ৩ শত টুকরা ৪৲ টাকা, ঢা... দিনাজপুর লবণাক্ত ৫ শত টুকরা ৫৷৵০ আনা; আর্দ্র-লবণাক্ত ৩ হাজ... ৮ শত টুকরা ৵৩ পাই হইতে ৵৯ পাই; কসাইখানার আর্দ্র-লবণ... ২ হাজার ৫ শত টুকরা (প্রতি কুড়ি হিসাবে) ১১৫৲ টাকা হইতে ১২... টাকা।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১লা আগ...

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল... মিলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ২৸০ আনা হইতে ২৸৵০ আনা দরে বিক্র... করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা খৈল (বস্তা প্র... প্রতিটী থলের জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৫৸৵০ আনা হইতে ... ৬৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় বাজারে খৈলে... চাহিদা স্থির অবস্থায় ছিল।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার স্থির ছিল... মিলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৸৵০ আনা হইতে ১৸০ আনা দরে বিক্র... করিতে প্রস্তুত ছিল। অপরপক্ষে আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা খৈ... (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৩৸... আনা হইতে ৪৲ টাকা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। অল্প পরিমা... সরিষার খৈল বাজারে মজুদ ছিল। সরিষার খৈলের কোনরূপ রপ্তানী... বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

কলিকাতার বাজার দর

বাংলা সরকারের মার্কেটিং (বাজার) বিভাগ হইতে ২৮শে জুলাই তারিখের কলিকাতার বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যাদির যে চলতি পাইকারী দর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :—

কৃষিজাত দ্রব্যাদির দর—গম (চান্দৌসী) প্রতিমণ—৫৲; বিশেষ ...র 'এগমার্ক' আটা প্রতিমণ—৬৷৵০ [আনা; 'এগমার্ক' চাকী আটা ...মণ—৫৸৵০ আনা; ধান (বাকতুলসী) প্রতিমণ—৪।⁄০ হইতে ৪।৵০ ...; ধান (পাটনাই) প্রতিমণ—৪৵০ আনা হইতে ৪৷০ আনা; ধান ...) প্রতিমণ—৩৸৵০ আনা; চাউল (বাকতুলসী)—প্রতিমণ—৭৷০ আনা; ...ল (পাটনাই) প্রতিমণ—৬৸৵০ আনা হইতে ৭।৵৬ পাই; চাউল (মোটা) ...তিমণ—৬৷০ আনা; সরিষার তৈল ('এগমার্ক' শ্রেণী) প্রতিমণ—১৫৷০ আনা ... খুচরা (আড়াই সের টীন)—১৵০ আনা; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতিমণ ... টাকা হইতে ৭২৲ টাকা; ঘি (এগমার্ক শ্রেণী) প্রতিমণ—৬৪৲ টাকা ...তে ৬৯৲ টাকা; চিনি ১নং প্রতিমণ—১০৸০ আনা; চিনি ২নং প্রতিমণ— ...৵০ আনা; গোদুগ্ধ টাকা প্রতি—৫ সের; মুরগীর ডিম—(ক) শ্রেণী প্রতি ...—৸৵০ আনা, (খ) শ্রেণী প্রতিকুড়ি—৸০ আনা; (গ) ...ণী প্রতিকুড়ি— ৷৵০ আনা, (ঘ) শ্রেণী প্রতিকুড়ি—৷০ আনা, সাধারণ ...ণীর ডিম প্রতিকুড়ি —৷⁄০ আনা, সাধারণ হাঁসের ডিম ...তিকুড়ি—৷০ আনা; আলু (দেশীয় নৈনিতাল) প্রতিমণ—৭৷০আনা; ...জ প্রতিসের (খুচরা)—৵৩ পাই হইতে ৵৬ পাই; ইলিশ মাছ প্রতিমণ— ...৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা; রোহিত মাছ প্রতিমণ—২৫৲ টাকা হইতে ...৲ টাকা; চিংড়ীমাছ প্রতি মণ—১৫৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা;

ফল—সবরী কলা প্রতিডজন—।৬ পাই; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতিডজন— ...চরা)—৵৬ পাই; আপেল (নৈনিতাল) প্রতি টাকায়—১৪টী এবং ১৫০টী ...পেল পূর্ণ ঝুড়ি—১০৲ টাকা; ফজলী আম ৩৫টী (ঝুড়িতে)—৩৷০ আনা ...ং প্রতি টাকায় ৬টী হইতে ৮টী; আম (রাখুয়া) ১২০টী (ঝুড়িতে)—২৷০ ...আনা এবং প্রতি টাকায় ২৫টী হইতে ৩০টী, কমলালেবু (আমেদনগর) প্রতি ...ডজন—২৷০ আনা হইতে ২৷০ আনা এবং প্রতি টাকায় ১২টী; আনারস (আসাম) ১০০টী—২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা এবং প্রতি টাকায় ২টী হইতে ...টী; আনারস ১০০টী—৭৷০ আনা এবং প্রতি টাকায় ৮টী হইতে ১২টী।

কাপড়ের কলে তৈল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

ভারতের কাপড়ের কলগুলিকে পূর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণ জ্বালানি তেল ব্যবহারের জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ...বার্ষিক ২ কোটি টাকার জ্বালানি তৈল ব্যবহৃত হয়।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট



আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ১১ই আগষ্ট, সোমবার ১৯৪১ | ১৫শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

শাসন পরিষদে অদল বদল

বড়লাটের নূতন শাসন পরিষদ কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই উহাতে নানাবিধ অদল বদলের কথা শুনা যাইতেছে। প্রকাশ যে, ভারত সরকারের যানবাহন বিভাগের সদস্য স্যার এণ্ড্রু ক্লো আগামী অক্টোবর মাসে ছুটী লইতেছেন। ছুটীর পরে তিনি আসামের গবর্ণর পদে অভিষিক্ত হইবেন। কাজেই আগামী অক্টোবর মাসেই বড়লাটের শাসন পরিষদে তাঁহার স্থলে একজন নূতন ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকাশ যে, এই পদে একজন ভারতবাসীকে গ্রহণ করিয়া—ভারতীয় সদস্যগণকে গবর্ণমেণ্টের জরুরী বিভাগগুলির দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ করা হইতেছে তাহা খণ্ডনের চেষ্টা করা হইবে। আরও প্রকাশ যে, নব নিযুক্ত সদস্যগণের মধ্যে একজন কিছুদিন কাজ করিবার পরই অবসর গ্রহণ করিবেন এবং তৎস্থলে বাঙ্গলাদেশ হইতে আরও একজন সদস্য গ্রহণ করা হইবে।

যানবাহন বিভাগের মন্ত্রিত্ব একজন ভারতবাসীকে দেওয়া হইলেও এবং বাঙ্গলা দেশ হইতে একজনের পরিবর্ত্তে দুইজন সদস্য গ্রহণ করা হইলেও উহাতে অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত আইন সভার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিগণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিপদে মনোনীত না হইবেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত ব্যবস্থা পরিষদের মত মানিয়া চলা এই সব মন্ত্রীর পক্ষে বাধ্যতামূলক না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত যে বিভাগই ভারতবাসীর হাতে দেওয়া হউক না কেন এবং যতজন মন্ত্রীই গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহাতে ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইবে না। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডবাসীর মনোনীত ব্যক্তিগণ—উহারা ভারতবাসী অথবা ইংরাজ যাহাই হউন না কেন—তাঁহাদের দ্বারা শাসিত হইতে চাহে না। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর মনোনীত ও ভৃত্যস্থানীয় ব্যক্তিদের (উহারা ইউরোপীয় বা ভারতীয় যাহাই হউন না কেন) দ্বারা শাসিত হউক, উহাই দেশের রাজনীতিক আদর্শ।

নূতন ট্যাক্সের আশঙ্কা

সামরিক প্রয়োজনে অপরিমিত অর্থব্যয় হেতু ভারতসরকারের তহবিলে কি ভাবে ঘাটতি পড়িতেছে এবং এই ঘাটতি পূরণের জন্য অদূর ভবিষ্যতে দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্স বসিবার কিরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে তৎপ্রতি আমরা একাধিকবার দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি। সম্প্রতি জাপানের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য এক প্রকার বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে এবং ভারতসরকার এদেশে পেট্রলের ব্যবহার কমাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। জাপান হইতে ভারতে যে সমস্ত জিনিষ আমদানী হয় তাহার উপর অত্যধিক হারে আমদানী শুল্ক আদায় করা হইয়া থাকে। পেট্রলের উপরেও গবর্ণমেণ্ট প্রতি গ্যালনে ৮৹ আনা করিয়া আমদানী ও উৎপাদন শুল্ক আদায় করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় এক্ষণে জাপান হইতে আমদানী যদি বন্ধ হয় এবং পেট্রল বিক্রয়ের পরিমাণ যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের সমূহ ক্ষতি হইবে। এই সব কারণে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দেশবাসীর উপর

নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ যে, এজন্য কেন্দ্রীয় পরিষদে শীঘ্রই একটী অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করিয়া নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট কোন কোন দিকে ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবেন তাহার নির্ভরযোগ্য বিবরণ এখনও কিছু প্রকাশ হয় নাই। তবে শুনা যাইতেছে যে, লবণের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে এবং কাপড়ের উপর উৎপাদনশুল্ক ধার্য্য হইবে। কেহ কেহ পেট্রলের উপর শুল্কবৃদ্ধির কথাও বলিতেছেন। এদিকে এক হাজার টাকা আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য হওয়া এবং আয়করের হার বৃদ্ধি করার কথাও কেহ কেহ উল্লেখ করিতেছেন। এই সব নূতন ট্যাক্স যদি ধার্য্য হয় তাহা হইলে দেশের জনসাধারণকে বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যের উপর আরও অধিক মূল্য দিয়া কাপড় ও লবণ ক্রয় করিতে হইবে এবং পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধি ও আয়করবৃদ্ধি হেতু দেশের ব্যবসা বাণিজ্য আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু এজন্য 'হা হতোস্মি' করিয়া লাভ নাই। সামরিক প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্টকে অর্থ ব্যয় করিতেই হইবে এবং দেশবাসীর ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক তাহাদিগকে উহা যোগাইতেই হইবে।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংস্কার

ভারতবর্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কোন পৃথক আইন নাই। নূতন ভারতীয় কোম্পানী আইনের ১০ক অধ্যায়ে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে কয়টী ধারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তদ্দারাই বর্ত্তমানে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কিন্তু এই সব বিধান ব্যাঙ্ক ব্যবসার মত একটী ব্যাপক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। এজন্য এদেশে একটী ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্যে গত ১৯৩৯ সালে ভারত সরকার দেশবাসীর সমক্ষে একটী আইনের খসড়া উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং আমরা ঐ সময়ে এই আইনের বিভিন্ন বিধান সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু এই আইনের খসড়া প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে উহা আপাততঃ স্থগিত আছে।

প্রকাশ যে, ব্যাঙ্ক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পিত আইন প্রণয়ন আপাততঃ স্থগিত রাখা হইলেও ভারত সরকার ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্পর্কে কতকগুলি অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ভারতীয় কোম্পানী আইনে সন্নিবেশিত ব্যাঙ্কসংক্রান্ত বিধানগুলির কিছু রদ বদল করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। গত জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোম্বাইয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের যে সভা হইয়াছে তাহাতে এই বিষয়টী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল। এই আলোচনার ফলে ভারত সরকার ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে ভারতীয় কোম্পানী আইনের ১০ক অধ্যায়স্থিত ব্যাঙ্কসংক্রান্ত বিধানগুলির পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে একটী সংশোধক বিল আনয়ন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রধান অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা লইয়া। ভারতীয় কোম্পানী আইনে, যে কোম্পানীর প্রধান ব্যবসা চলতি হিসাবে ও অন্যান্য ভাবে টাকা আমানত গ্রহণ এবং যাহাতে আমানতী টাকা চেক, ড্রাফ্‌ট ইত্যাদি দ্বারা তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে, সেই কোম্পানীকেই ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু টাকা আমানত গ্রহণ কোন কোম্পানীর 'প্রধান ব্যবসা' কিনা এবং উহা ব্যাঙ্ক কিনা তাহার বিচারের ভার দেওয়া হইয়াছে আদালতের উপর। উহার ফলে অনেক ব্যাঙ্ক উহাদের প্রধান ব্যবসা টাকা আমানত গ্রহণ নহে—এরূপ বলিয়া ব্যাঙ্কসংক্রান্ত বিধিনিষেধ এড়াইয়া চলিতে সমর্থ হইতেছে। প্রকাশ, যে কোম্পানী চলতি ও অন্যান্য হিসাবে টাকা আমানত গ্রহণ করে এবং যাহা আমানতী টাকা চেক ও ড্রাফ্‌ট দ্বারা তুলিয়া লওয়া যায়, সেই কোম্পানীই যাহাতে ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য হয় এবং ব্যাঙ্কসংক্রান্ত বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে বাধ্য হয় তজ্জন্য সংশোধন আইনে বিধান দেওয়া হইবে। এই বিধানটী দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবে আশা করা যায়। কিন্তু ব্যাঙ্কের পরিচালনাসংক্রান্ত ব্যাপারেও সংশোধন আইনে কোন কোন বিধান প্রণয়ন করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এই বিধানগুলি কি তাহা এখনও কেহ অবগত নহে। এই সম্পর্কে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের মতামত গ্রহণ করিবার পর তৎপর তাহা আইনে পরিণত করাই কি যুক্তিসঙ্গত পন্থা নহে?

কৃত্রিম রেশম শিল্প

ভারতবর্ষে একমাত্র কৃত্রিম রেশমের সূতা হইতে বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য শতাধিক কাপড়ের কল রহিয়াছে এবং কার্পাসজাত সূতা হইতে বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য দেশে যে সব কাপড়ের কল আছে তাহারও অনেকগুলিতে কৃত্রিম রেশমের সূতা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে এদেশে ৬১৭ হাজার বিদ্যুৎ পরিচালিত তাঁতে কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হয় এবং এই শিল্পে এক হইতে দেড় কোটী টাকা মূলধন নিয়োজিত আছে। এতদ্ব্যতীত এদেশে অনেক তাঁতীও হস্তচালিত তাঁতে কৃত্রিম রেশমের সূতা হইতে বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু এদেশে কৃত্রিম রেশমের সূতার এত চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এবং এই চাহিদা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়াও কেহ আজ পর্য্যন্ত কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপনে মনোনিবেশ করেন নাই। এজন্য ভারতের প্রয়োজনীয় কৃত্রিম রেশমের চাহিদা এতদিন জাপানই মিটাইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য কৃত্রিম রেশমের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে জাপান হইতে কৃত্রিম রেশমের আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এজন্য দেশে যাহারা কৃত্রিম রেশমের শিল্প পরিচালনা করিতেছিলেন তাঁহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দেশের সমস্ত কৃত্রিম রেশমের কারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে।

গত বৎসর জুলাই মাসে 'বাঙ্গলায় কৃত্রিম রেশম শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা' শীর্ষক একটী প্রবন্ধে এই শিল্পের প্রতি আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম। কিন্তু উহাতে আশানুরূপ কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে পুনরায় এই শিল্পের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা আমরা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য দেবদারু, পাইন ইত্যাদি নরম কাঠ, তুলা, ঘাস, বাঁশ ইত্যাদি কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলা এবং উহার আশপাশে এই সব জিনিষের অফুরন্ত যোগান রহিয়াছে। এই শিল্পের জন্য মাৎগুড়, সাজিমাটী, সালফিউরিক এসিড, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ আবশ্যক তাহাও বাঙ্গলায় দুষ্প্রাপ্য নহে। বাঙ্গলায় এই ধরণের একটী কারখানা চালাইতে শিক্ষিত কারিগর, মজুর ইত্যাদিরও অভাব নাই। প্রত্যহ দেড় টন হইতে দুই টন পর্য্যন্ত কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের উপযোগী একটী কারখানা বসাইলে তাহা লাভজনক হইতে পারে এবং এই ধরণের কারখানার জন্য জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও কারখানার কার্য্য পরিচালনার্থ সর্ব্বসাকুল্যে ১৫ লক্ষ টাকা মূলধনই যথেষ্ট। বাঙ্গলায় মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন হইলেও এই

পরিমাণ মূলধন কিছুতেই সংগ্রহ করা যাইবে না—উহা আমরা মনে করিতে পারি না। বাঙ্গলার শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি বর্ত্তমানে কার্পাস শিল্পের দিকে অত্যধিক নিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়াই উহারা এই শিল্পটার প্রতি মনোযোগ দিতেছেন না। অথচ এই শিল্পের প্রসারের পক্ষে বাঙ্গলায় যেরূপ সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে, সেরূপ সুবিধা খুব কম শিল্পেরই আছে। বাঙ্গলা দেশ অনেক প্রকার নূতন নূতন শিল্পে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। কৃত্রিম রেশম শিল্পের দিকে কি কোনদিনই বাঙ্গলার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না?

স্থাবর সম্পত্তির বীমা

বিমান আক্রমণ ও যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে বাড়ীঘর, কারখানা ইত্যাদি বিনষ্ট হইলে উহার মালিক যাহাতে সর্ব্বস্বান্ত না হয় তজ্জন্য ইংলণ্ডে অনেক পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একটা বীমাব্যবস্থা বলবৎ হইয়াছে। ভারতবর্ষে গুদামজাত মালপত্রের সম্পর্কে এরূপ একটা বীমা ব্যবস্থা বলবৎ হইলেও আজ পর্য্যন্ত স্থাবরসম্পত্তি সম্পর্কে কোন বিলিব্যবস্থা হয় নাই। অথচ ভারতবর্ষের বড় বড় সহরে এরূপ বহু ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহাদের বাড়ীঘর, কলকারখানা ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তি সহরের অভ্যন্তরেই অবস্থিত এবং বিমান আক্রমণ বা যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট অন্য কারণে এই সব সম্পত্তি বিনষ্ট হইলে উহাদের বাঁচিয়া থাকিবার কোন উপায় নাই। এই কারণে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্থাবর সম্পত্তির জন্য একটা বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয় বণিক সমাজের প্রতিনিধি সভা এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারের নিকট যে দাবী জানাইয়াছেন, তাহা দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। এরূপ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক না করিয়া উপায় নাই। কেননা এই ব্যবস্থা অনুযায়ী খুব বেশী সংখ্যক ব্যক্তি যদি উহাদের সম্পত্তি বীমা করিতে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া কাজ করিতে হইবে।

এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব এই যে, (১) স্থাবর সম্পত্তির বীমার জন্য একটা কার্য্যক্রম দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করতঃ দেশের লোকের মতামত জানিয়া তৎপর তাহা আইনে পরিণত করিতে হইবে, (২) বীমার প্রিমিয়াম যথাসম্ভব কম করিয়া ধার্য্য করিতে হইবে, (৩) গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে এই আইন কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন পূর্ব্ব হইতেই তাহা দেশবাসীকে জানাইয়া দিতে হইবে, (৪) এই পরিকল্পনার মধ্যে কলকারখানা, লঞ্চ, টাগ ও ছোট ছোট জলযানকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, (৫) যুদ্ধের পরে আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট যাহাতে এই পরিকল্পনা বলবৎ না রাখেন তৎসম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স সতর্কতা হিসাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সব সর্ত্ত পেশ করিয়াছেন তাহা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। তবে সমগ্র দেশে এই ব্যবস্থা বলবৎ না করিয়া ভারতবর্ষের যে সমস্ত সহরে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা খুব বেশী প্রথমতঃ সেই সব সহর লইয়া কাজ আরম্ভ করা সমীচীন কিনা তাহা একটা বিবেচ্য বিষয়। যেখানে বিমান আক্রমণের কোন আশঙ্কা নাই সেখানেও যদি বাধ্যতামূলক ভাবে বীমা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা অনেককে উৎপীড়িতই করা হইবে।

বিদ্যুৎ ব্যবহারে বিপদ

বেতার যন্ত্রসংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক তারের স্পর্শে নির্ম্মল কুমার ঘোষ নামক বালীগঞ্জের জনৈক ভদ্রলোক ও তদীয় পত্নী সম্প্রতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। একজন উপার্জ্জনশীল সুস্থকায় ব্যক্তি ও তাঁহার স্ত্রী পাঁচটি সন্তান রাখিয়া এইরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনায় অকালে পরলোক গমন করিলেন, ইহা সাধারণের নিকট খুবই শোচনীয় বলিয়া মনে হইবে। তাহা ছাড়া অন্য যে কারণে অনেকেই এই ব্যাপারে বিশেষ আতঙ্কিত হইবেন তাহা এই যে, দক্ষিণ কলিকাতায় বৈদ্যুতিক তার সংস্পর্শে ঐরূপ বিপদাপদ প্রায় প্রতি বৎসরই দুই একটি করিয়া সংঘটিত হইতেছে। আধুনিক যুগে নাগরিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার দিন দিনই খুব বৃদ্ধি পাইতেছে। রেডিও, আলো, পাখা, টেলিফোন প্রভৃতির জন্য বিদ্যুৎ বর্ত্তমানে বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে। ধনী গৃহস্থদের ঘরে রন্ধন ও কাপড় কাঁচা প্রভৃতি কাজেও বর্ত্তমানে বিদ্যুতের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিদ্যুৎশক্তিকে ঐ ভাবে মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগান সকল দিক দিয়াই হিতকর সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐভাবে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়াইতে গিয়া মানুষের জীবনের নিরাপত্তা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সেজন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে যাহাতে কোনরূপ গলদ না থাকে তাহা দেখা দরকার। বর্ত্তমান দুর্ঘটনা নিয়া বৈদ্যুতিক তার স্পর্শে দক্ষিণ কলিকাতায় এপর্য্যন্ত কয়েকটী দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। ইহাতে কলিকাতার ঐ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে গলদমুক্ত কিনা তদ্বিষয়ে লোকের মনে ক্রমেই একটা সন্দেহের সৃষ্টি হইতেছে। কেহ কেহ এরূপও বলিতেছেন যে, কলিকাতার বিদ্যুৎ কোম্পানী অধিক লাভের সুবিধার্থে ডি সি কারেণ্টের বদলে দক্ষিণ কলিকাতায় এ সি কারেণ্ট বলবৎ রাখাতেই উপরোক্ত ধরণের দুর্ঘটনা ও বিপদাপদ ঘটিতেছে। ইহা কতদূর সত্য তাহা আমরা অবগত নহি। তবে দুর্ঘটনা যেস্থলে সত্য সত্যই ঘটিতেছে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের সুব্যবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে যেস্থলে সন্দেহ জাগ্রত হইয়াছে, সেস্থলে প্রকৃত ব্যাপার লোক সমক্ষে প্রকাশ করা বিদ্যুৎ কোম্পানীর পক্ষে সঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে করি। সম্প্রতি যে দুর্ঘটনা হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের অভাবে ঘটিয়াছে কিংবা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদমূলক না হওয়ার দরুণই উহা ঘটিয়াছে, তৎসম্পর্কে একটা তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তদন্তের ফলে যদি এ সি কারেণ্টের প্রচলনই ঐরূপ দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তবে তাহার বদলে দক্ষিণ কলিকাতায় ডি সি কারেণ্ট বলবৎ করা সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিদ্যুৎ কোম্পানীর পক্ষে কর্ত্তব্য হইবে।

চট্টগ্রাম ন্যাশন্যাল কটন মিল

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, চট্টগ্রামস্থ ন্যাশন্যাল কটন মিলের জন্য প্রয়োজনীয় ইমারত নির্ম্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে এবং উহাতে প্রিপারেটরি, সাইজিং, ডাইং ও ফিনিশিং মেশিন বসান হইয়াছে। বর্ত্তমানে মিলের বাড়ীতে ১২০টী তাঁত বসাইবার কাজও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে উক্ত মিলের বয়ন বিভাগের উদ্বোধন হইবে এবং পূজার বাজারে এই মিলে প্রস্তুত বস্ত্রাদি বাজারে বাহির হইবে। মিল কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, মিলে প্রথম হইতে দুই দল শ্রমিকের সাহায্যে কাজ চালাইয়া ধুতি, সাড়ী, বিছানার চাদর, মার্কিনের থান এবং ব্রহ্মদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 'উড়িয়া ধুতি' প্রস্তুত করা হইবে। মিল কর্ত্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই মিলে প্রস্তুত এই সব জিনিষ বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম ন্যাশন্যাল কটন মিল কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর কাল হইল রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে মিল কর্ত্তৃপক্ষ ৬।৷০ লক্ষ টাকারও অধিক টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া সোয়া তিন লক্ষ টাকার মত সংগ্রহ করতঃ উহার সাহায্যে উপরোক্তরূপভাবে মিলের কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিয়াছেন। বয়ন বিভাগের জন্য এক্ষণে মিল কর্ত্তৃপক্ষের আর কোন মূলধনের প্রয়োজন নাই। তবে উহারা শীঘ্রই যাহাতে মিলে ৭ হাজার টাকু বসাইয়া উহাতে সূতা কাটার ব্যবস্থা করিতে পারেন তজ্জন্য শেয়ার বিক্রয় করিতেছেন। কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে উহারা আরও ৩।৷০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন।

বাঙ্গলা দেশে কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য এই পর্য্যন্ত তিন শতাধিক কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু উহার মধ্যে অধিকাংশ কোম্পানীই মূলধন সংগ্রহ করিয়া অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। চট্টগ্রাম ন্যাশন্যাল কটন মিল যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে ৬।৷০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া কলের জন্য জমি, বাড়ী ও আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল। কলের কর্ণধার মিঃ কে কে সেনের প্রতিপত্তি, কার্য্যকুশলতা এবং ব্যবসা-বুদ্ধিই উহার কারণ। এই মিলটার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। দেশবাসী উহাতে পৃষ্ঠপোষকতা করিলে যে খুব লাভবান হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ

গত ৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে !

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। রবীন্দ্রনাথ ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী। কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে—আমাদের কাছে তাঁহার আসল পরিচয়—তিনি আমাদের ঘরের লোক—আমাদের মনের মানুষ। গত অর্দ্ধ-শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাসের সঙ্গে—বাঙ্গালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি তথা রবীন্দ্রনাথের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথকে কবি, দার্শনিক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী—কোনরূপেই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জীবনের মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত জুড়িয়া রহিয়াছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাই বাঙ্গালীর শোকের যেন ভাষা নাই।

রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল্য নিরূপণের দিন আজ নয়। এই সর্ব্বতোমুখী মনীষার সঠিক মূল্য যাচাই করা পঙ্গু, পরাধীন, অবসন্ন একটা জাতির পক্ষে বোধহয় সম্ভবপরও নয়। আজ সদ্য বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যে যে অভাবটা আমরা সবচেয়ে বেশী অনুভব করিতেছি তাহা সাময়িক প্রয়োজন দ্বারা সীমাবদ্ধ। কথাটা খোলাসা করিয়া বলা দরকার। পরাধীনতা অমর নয়। ভারতের একটানা দুর্ভাগ্যেরও মৃত্যু আছে। আজ হউক, কাল হউক আমরা স্বাধিকার লাভ করিব, বিশ্বের দরবারে জাতি হিসাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হইব। আমাদের কাছে 'পূর্ণ' রবীন্দ্রনাথ সেইদিনই প্রকটিত হইতে পারেন। আজ 'ভগ্নাংশ' রবীন্দ্রনাথকে—জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথকেই আমরা বড় করিয়া দেখিব। আজ তাই বার বার মনে পড়ে শুধু বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথকে—মনে পড়ে বঙ্গভঙ্গ যুগের চারণ-কবি রবীন্দ্রনাথকে; জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে মর্ম্মাহত ঋষি রবীন্দ্রনাথকে; হিজলী বন্দিশালায় নির্ব্বিচারে গুলীচালনায় বিক্ষুব্ধ, বিচলিত, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে; মিস্ র‍্যাথবোনের অশিষ্ট চিঠির জবাবে রোগশয্যায় জরাজীর্ণ কাতর, নির্ভীক, তেজস্বী বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে। আজ অশীতিপর বৃদ্ধ কবিকে হারাইয়া আমরা যে গভীর শোক ও অপূরণীয় ক্ষতির ভাবনায় মুহ্যমান তাহার প্রধানতম কারণ এই যে, নিরস্ত্র জাতির হইয়া বিশ্বের দরবারে ন্যায় বিচারের দাবী জানাইবার, শোষিত জনগণের পক্ষ হইতে ক্ষমতামত্ত শাসিতের কাছে বাঁচিবার অধিকার ঘোষণা করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুখপাত্র চিরতরে নীরব হইয়া গেল।

ভরসা এই, রবীন্দ্রনাথের আজীবনের সাধনা ব্যর্থ হয় নাই; তাঁহার প্রেরণা, তাঁহার তেজস্বিতা, তাঁহার বলিষ্ঠ চিন্তাধারা জাতীয় জীবনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ব্যষ্টি রবীন্দ্রনাথের এই সমষ্টিগত রূপান্তরই আজ আমাদের জাতীয় উত্তরাধিকার। তাই তো তিনি মহাকবি। তাঁহার কাব্য ও সাহিত্য এবং তাঁহার সমসাময়িক সমাজ-জীবন এক অবচ্ছিন্ন ধারায় বহিতে সুরু করিয়াছে। শোকসন্তপ্ত দেশবাসীর কাছে ইহাই আজ মস্ত বড় সান্ত্বনা।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এক যুগ-সন্ধিক্ষণে। ভারতের সামন্ত-তান্ত্রিক কাঠামোর উপর বৈদেশিক শাসন ব্যবস্থার শক্ত ভিত্ নড়িয়া উঠিয়াছে। কায়েমী স্বার্থের সতর্ক ব্যবস্থার ফাঁটল দিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার আলো আসিয়া এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক অংশকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে ক্ষুধিত, নিপীড়িত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ও মধ্যযুগীয় ভাবধারায় পরিপুষ্ট ভারতবর্ষ; আর একদিকে উদ্বুদ্ধ বঞ্চিত, গণতান্ত্রিক আদর্শের আকস্মিক প্লাবনে দিশাহারা দেশ। এই উভয় সঙ্কটের মাঝখানে সুরু হইল সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবন। একদিকে তিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবী জানাইয়াছেন, দেশবাসীকে কুসংস্কারের অচলায়তন ভাঙ্গিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার সুফলগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য সচেতন করিতে চাহিয়াছেন—আর একদিকে তিনি ভারতের অতীত ঐতিহ্য, অতীত সম্পদ—এক কথায় ভারতের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের অশ্রান্ত লেখনী আমাদের মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির উপর আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছে। বহু প্রচলিত বিধিবিধান ও অসংখ্য অর্থহীন অনুশাসন যে আমাদের জাতীয় জীবন পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে—আমাদের অগ্রগতির পথে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, এই বোধ ও এই বিদ্রোহাত্মক চিন্তাধারার জন্য বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথের কাছে যতখানি ঋণী এত আর কাহারও কাছে নয়। রবীন্দ্রনাথ তরুণ বাঙ্গলাকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছেন। তাহারই ফলে পথ অনেকখানি সুগম হইয়াছে, বাধা অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে। পায়ের শিকলের অপেক্ষাও মনের শিকল বড় বিপদ। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার সেই প্রধান বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। দিয়াছেন বলিয়াই শুদ্ধ মন ও বলিষ্ঠ চিন্তার অভাব আজ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের ন্যায় আর পর্ব্বতপ্রমাণ নয়। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় অভ্যুন্নতির পটভূমিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এইদিক হইতে বিচার করিলে স্বীকার করিতে হইবে, আজ শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা রাজনীতি—সব দিকেই যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; ইহার পিছনে রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ দান বড় কম নয়। যে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি না হইলে একটা জাতির সর্ব্বাঙ্গীন অগ্রগমনের ইতিহাস রচনা হয় না—কবি রবীন্দ্রনাথ সেই উদার আবেষ্টনের অন্যতম প্রধান স্রষ্টা।

বাঙ্গলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান শুধু অক্ষয় নয়, চিরকাল পরম বিস্ময়ের বিষয় হইয়াও থাকিবে। তাঁহার হাতে একটা ভাষা ও সাহিত্যের যেন এক শতাব্দীর ক্রমবিকাশ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর আর কোন দেশের আর কোন ভাষা ও সাহিত্যের এতখানি উন্নতি শুধু একজন মনীষীর দ্বারা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, পত্র-সাহিত্য, নৃত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, ভাষাতত্ব, ছন্দতত্ব, জীববিদ্যা, পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ ও এমন কোন বিষয় নাই, জীবনের এমন কোন দিক নাই যাহা রবীন্দ্রনাথের ভাবানুবেগ ও চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হয় নাই। জার্ম্মাণ মনীষী গ্যাটে ছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আর কোন কালে দেখা যায় নাই।

রবীন্দ্রনাথকে সমগ্র পৃথিবী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই আজ বাঙ্গলা সাহিত্য বড় নয়, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়াই বাঙ্গলা ভাষা সমৃদ্ধ নয়; বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সাধনায়

(৪৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শেয়ার ক্রয়ে সতর্কতা

দুই বৎসরকাল পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগ হইতে বাঙ্গলায় লিমিটেড কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে বিগত ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর কালের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে ২১২৫টী লিমিটেড কোম্পানী লিকুইডেশনে যাওয়ার জন্য এইসব কোম্পানীর অংশীদারদের প্রায় ৪১ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়াছে—একথা জানিতে পারিয়া বাঙ্গলা দেশ বিস্মিত হইয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে অনেক আলোচনাও হইয়াছিল। কিন্তু ভাববিলাসী বাঙ্গালী জাতির উহাতে বিন্দুমাত্র চৈতন্য সম্পাদিত হয় নাই। শেয়ার বিক্রয়কারী এজেন্টের কথায় লুব্ধ হইয়া নিজের কষ্টার্জ্জিত অর্থ দ্বারা শেয়ার ক্রয়ের পূর্ব্বে কোম্পানীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে একটু খোঁজ-খবর লওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া এদেশে কেহ মনে করে না। এক একটা কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইতে যে সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন আছে, তাহা অর্জ্জন করিবার মত একটু কষ্ট স্বীকার করিতেও কেহ প্রস্তুত নহে। উহার ফলে এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, অনেক লিমিটেড কোম্পানী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট হইতে শেয়ার, আমানত, প্রিমিয়াম ইত্যাদি হিসাবে টাকা আদায় করিতেছে—অথচ ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহাদের সামান্য একটু জ্ঞান আছে তাহারাই একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন যে, এইসব কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত। সাধারণের কাছে এই সব কোম্পানীর নাম প্রকাশ করিতে গেলে তাহাতে বিপদ আছে। কাজেই কোন কোম্পানীর নাম উল্লেখ না করিয়া শেয়ার ক্রয় কালে কোম্পানী সম্বন্ধে কি কি বিষয় বিবেচনা করা উচিত, তৎসম্বন্ধে সাধারণভাবে আমরা ২।৪ কথা উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের দেশে অনেকেই এক একটা লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নাম দেখিয়া ঐ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া থাকেন। এইসব নাম দেখিয়া শেয়ার ক্রেতাগণ মনে করেন যে, 'অমুক' 'অমুক' ব্যক্তি যখন কোম্পানীর ডিরেক্টর রহিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে যে সমস্ত "বড়" লোক কোম্পানীতে ডিরেক্টর হন, তাঁহারা অনেকেই ডিরেক্টর হইবার যোগ্যতালাভের পক্ষে যে পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করা আবশ্যক, তাহা পর্য্যন্ত ক্রয় করেন না। কোম্পানীর পরিচালকগণ উহাদের নাম ভাঙ্গাইয়া খাইবার উদ্দেশ্যে উহাদিগকে উপযুক্ত পরিমাণ শেয়ার দিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর করিয়া থাকেন। উহার ফলে ডিরেক্টরগণ ডিরেক্টর বোর্ডের প্রত্যেক সভায় ১০।১৫ টাকা ফি পান এবং কোম্পানীর খরচে সংবাদপত্রে উহাদের নাম জাহির হইয়া থাকে। উহাতেই উহারা সন্তুষ্ট। কোম্পানীর কাজ কি ভাবে চলিতেছে, পরিচালকগণ, শেয়ার হোল্ডারদের অর্থ আত্মসাৎ করিতেছেন কিনা, কোম্পানীর কার্য্যের যথাযথভাবে উন্নতি হইতেছে কিনা, এই সম্বন্ধে উহারা কোন খোঁজখবর নেন না। পরিচালকদের কার্য্যপ্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধিও অনেকেরই নাই। যদি কাহারও এরূপ যোগ্যতা থাকে এবং অংশীদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য উহাদের মধ্যে কেহ যদি পরিচালকদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন, তাহা হইলে উহারা পরবর্ত্তীবারে ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হন না। কারণ ডিরেক্টর নির্ব্বাচনের জন্য যে ভোটাভুটি হয় তাহার অধিকাংশ ভোট সব সময়ই পরিচালকদের হস্তগত থাকে। মোটের উপর, বাঙ্গলা দেশের লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই চতুর ও স্বার্থপর কোম্পানীপরিচালকদের হাতের পুতুল মাত্র। এরূপ অবস্থায় মাত্র ডিরেক্টরের নাম দেখিয়া যাহারা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিতে অগ্রসর হয় তাহাদের মত নির্ব্বোধ কেহ নাই। বাঙ্গলায় গ্রেট ইণ্ডিয়া ইনসিউরেন্স কোম্পানী যখন ফেল পড়ে সেই সময়ে বাঙ্গলা দেশের ৮।১০ জন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি উহার ডিরেক্টর ছিলেন। কিন্তু উহারা কোম্পানীকে রক্ষা করিয়া উহার অংশীদার ও বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষা করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। উহা হইতেও ডিরেক্টর বোর্ড সম্পর্কে বাঙ্গালী জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণার যে অপনোদন হইতেছে না, উহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

কোম্পানী লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে—উহা দেখিয়াও অনেকে নির্ব্বিচারে শেয়ার ক্রয় করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। কিন্তু উহারা জানেন না যে, যে কোম্পানীর এক পয়সাও লাভ হয় না—হিসাবের মারপ্যাচ দ্বারা তাহাতেও লাভ দেখাইয়া অংশীদারগণকে ডিভিডেণ্ড প্রদান করতঃ অনেক কোম্পানীর পরিচালকগণই শেয়ার বিক্রয়ের চেষ্টা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক কোম্পানীর প্রথম অবস্থায় আদায়ী মূলধনের পরিমাণ কম থাকে এবং এই মূলধনের উপর ৫।৭ কি ১০ টাকা লভ্যাংশ দিতে বেশী কিছু টাকার দরকার হয় না। আর প্রত্যেক কোম্পানীর প্রাথমিক মূলধনের অধিকাংশ পরিচালকগণই সরবরাহ করেন বলিয়া এই লভ্যাংশের টাকার বেশীর ভাগ পরিচালকগণেরই হস্তগত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যে কোম্পানীর লাভ হয় না—হিসাবের মারপ্যাচ দ্বারা তাহাতে লাভ দেখাইয়া অংশীদারগণকে ৫।৭ টাকা করিয়া লভ্যাংশ দিলে তাহাতে পরিচালকদের কোন ক্ষতি নাই। বরং লাভ আছে—এই জন্য যে অজ্ঞ জনসাধারণ কোম্পানী লভ্যাংশ দিতেছে দেখিয়া উহার শেয়ার ক্রয়ের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। অথচ লিমিটেড কোম্পানীর হিসাব-পত্র সম্বন্ধে যাহাদের সামান্য কিছু জ্ঞান আছে, তাঁহারাই জানেন যে কোম্পানীর ক্ষতি হইলেও উহার ব্যয়ের অধিকাংশ প্রাথমিক ও অর্গেনাইজেশন ব্যয়, শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন, ডেভেলপমেণ্ট একাউণ্ট ইত্যাদি হিসাবে কোম্পানীর সম্পত্তি বলিয়া প্রদর্শন করতঃ এবং কোম্পানীর সম্পত্তির অধিকতর মূল্য নির্দ্ধারণ ও উহার কম করিয়া মূল্যাপকর্ষ ধরিয়া যে কোন কোম্পানী-পরিচালক উহাকে একটী লাভজনক কোম্পানী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিতে পারেন। এরূপ ব্যাপার অহরহঃই এদেশে চলিতেছে। এদেশে অনেক কোম্পানী শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত হিসাবের মারপ্যাচ দ্বারা উহার অংশীদারগণকে ভালরূপ ডিভিডেণ্ড দিয়া শেয়ার বিক্রয় করিয়াছেন এবং প্রয়োজন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লভ্যাংশের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। উহার ফলে যাহারা বেশী লভ্যাংশের আশায় কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়

(৪৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের শোচনীয় অবনতি

চলতি সরকারী বৎসরের জুন মাস পর্য্যন্ত প্রথম তিন মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে উহার শোচনীয় অবনতিই প্রমাণিত হইতেছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১৬৫ কোটী ২৮ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু ঐ বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ২১৩ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকার মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৯৪০-৪১ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৬ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা ও ১৯৮ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা। কাজেই যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে তাহার তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে অনেক বেশী টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য বৎসরের প্রথম তিন মাসের হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী বেশী হওয়া দূরে থাকুক বরং কম হইতেছে। এই তিন মাসে বিদেশ হইতে এদেশে মোটমাট ৫২ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে—কিন্তু এই তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে মাত্র ৪৩ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। অর্থাৎ তিন মাসের মধ্যে রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর আধিক্য হইয়াছে ৯ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা। এইভাবে চলিলে পূরা এক বৎসরে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যে মালপত্রের হিসাবে বিদেশের নিকট ভারতবর্ষ প্রায় ৪০ কোটী টাকার মত ঋণী হইবে।

তবে ভারতবর্ষের সহিত বিদেশের দেনাপাওনার হিসাব মাত্র মালপত্রের আমদানী রপ্তানী দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। উহার সহিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী রপ্তানীর হিসাবও বিবেচনা করা আবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী রপ্তানীর কোন হিসাব প্রকাশিত হয় না। কাজেই পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানীতে ভারতবর্ষ বিদেশের নিকট যে পরিমাণ টাকার জন্য ঋণী হইতেছে স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা তাহা শোধ হইতেছে কিনা এবং হইলেও কতটা শোধ হইতেছে তাহা বুঝা কঠিন। এই প্রসঙ্গে আরও একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, বর্ত্তমানে সামরিক প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষে যে মালপত্রের আমদানী রপ্তানী হইতেছে তাহারও হিসাব বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে না। এই দিক দিয়া ভারতবর্ষের অবস্থার কতটা উন্নতি কি অবনতি ঘটিতেছে তাহাও বলা কঠিন। আপাততঃ মাত্র মালপত্রের হিসাব হইতে যাহা বুঝা যাইতেছে, তাহাতে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকেই নিরাশ হইবেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে বিদেশে ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী যে ভাবে কমিয়া যাইতেছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা আতঙ্কজনক ব্যাপার। চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম তিন মাসে গত বৎসর এই তিন মাসের তুলনায় বীজশস্যের রপ্তানী ২ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা, তুলার রপ্তানী ২ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা, পাটের রপ্তানী ১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা এবং চামড়ার রপ্তানী ২ কোটী ৩ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। এই তিন মাসে পাটজাত থলে ও চটের রপ্তানী ৬ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং উহার ফলে দরিদ্র পাটচাষীই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে তামাকের রপ্তানী ৫০ লক্ষ টাকা, কয়লার রপ্তানী ৩১ লক্ষ টাকা, খৈলের রপ্তানী ২৪ লক্ষ টাকা এবং পশমী জিনিষের রপ্তানী ১৮ লক্ষ টাকা কমিয়াছে এবং উহার ফলেও দেশের কৃষক ও শ্রমিকসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মোটের উপর ভারতবর্ষের জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে চলতি বৎসরের প্রথম তিন মাসের রপ্তানীবাণিজ্য যে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই তিন মাসে ভারতবর্ষের আমদানী বাণিজ্যের অবস্থাও সন্তোষজনক হয় নাই। গত বৎসর ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে ধান্য ফসল ভালরূপে না হওয়াতে এদেশে চাউলের মূল্য বর্ত্তমানে অত্যধিক চড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আলোচ্য তিন মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে শস্য ডাল ও ময়দার দফায় (উহার মধ্যে ধান চাউলের আমদানীই বেশী) আমদানী ১ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। অথচ মদ, কেক বিস্কুট প্রভৃতি জিনিষের আমদানী ১৭॥ লক্ষ টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানে রপ্তানী হ্রাসের জন্য ভারতীয় তুলা বর্ত্তমানে বিক্রয় হইতেছে না। কিন্তু আলোচ্য তিন মাসে বিদেশ হইতে তুলার আমদানী ১ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে বহুবিধ শিল্পের প্রসার এবং নূতন নূতন আরও অনেক শিল্পের প্রতিষ্ঠার সুযোগ সম্ভাবনা হওয়াতে এদেশে রাসায়নিক দ্রব্য এবং কল-কব্জার চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আলোচ্য তিন মাসে এই সব জিনিষের আমদানী তো বাড়েই নাই বরং রাসায়নিক দ্রব্যের আমদানী ১২॥ লক্ষ টাকা এবং কলকব্জার আমদানী ৩১ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। এই তিন মাসে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির আমদানীও ২৭ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। এদিকে আলোচ্য তিন মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোটর গাড়ীর আমদানী ২ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা, কার্পাসজাত বস্ত্র ও সূতার আমদানী ৪৭ লক্ষ টাকা, পশমী বস্ত্রের আমদানী ৩৮ লক্ষ টাকা এবং কৃত্রিম রেশম ও অন্যান্য শ্রেণীর বস্ত্রের আমদানী ৮৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব হিসাব হইতে মনে হয় যে, রপ্তানীর ন্যায় ভারতীয় আমদানী বাণিজ্যের গতিও ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতিকূল পথে ধাবিত হইতেছে।

ভারতবর্ষের সহিত বর্ত্তমানে ইংলণ্ড, ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য—এই চারিটী দেশের সহিতই বেশী টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বৎসরে দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র ইংলণ্ড ব্যতীত আর সকল দেশের সহিতই ভারতবর্ষের বাণিজ্য 'প্রতিকূল' হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অর্থাৎ ঐ সব দেশ ভারতবর্ষে যে পরিমাণ টাকার মালপত্র বিক্রয় করিতেছে তদনুপাতে ভারতবর্ষ হইতে মালপত্র ক্রয় করিতেছে না। আলোচ্য তিন মাসে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ৯ কোটী ১৬ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে ১১ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হয়। কিন্তু এই তিন মাসে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষে ৯ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকার মালপত্র বিক্রয় করিলেও ভারতবর্ষ হইতে মাত্র ৩ কোটী ৪২ লক্ষ টাকার মালপত্র

ক্রয় করিয়াছে। এই তিন মাসে চীন ও জাপান ভারতবর্ষে ৮ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র বিক্রয় করিলেও ভারতবর্ষ হইতে ৩ কোটী ৩০ লক্ষ টাকার বেশী মালপত্র ক্রয় করে নাই। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই তিন মাসে ভারতবর্ষে ১০ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার মালপত্র বিক্রয় করিয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে ১০ কোটী ১১ লক্ষ টাকার মালপত্র ক্রয় করিয়াছে। অথচ যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকা বরাবরই ভারতবর্ষে বিক্রীত মালপত্রের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে ৩।৪ কোটী টাকার বেশী মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিত।

মোটের উপর কি ভারতবর্ষের সমষ্টিগত বাণিজ্য, কি আমদানী ও রপ্তানীকৃত বিভিন্ন জিনিষের গতি ও প্রকৃতি এবং কি বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক—সকল দিক হইতেই চলতি বৎসরের প্রথম তিন মাসে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের শোচনীয় অবনতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। উহার সময়োচিত প্রতিকার না হইলে দেশবাসীর দারিদ্র্য ও দুঃখদুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি পাওয়া যে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(শেয়ার ক্রয়ে সতর্কতা)

করিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যর্থকাম হইয়াছেন। এরূপও দেখা গিয়াছে অনেক কোম্পানী এই ভাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়া শেয়ার বিক্রয় করতঃ তৎপর লিকুইডেশনে গিয়াছে। সুতরাং কোম্পানী লভ্যাংশ ঘোষণা করিলেই উহার শেয়ার ক্রয় করা যে লাভজনক তাহা মনে করা ভুল। এই ক্ষেত্রে কোম্পানীর প্রকৃত লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে—না শেয়ার ক্রেতাগণকে প্রলোভিত করিবার জন্য হিসাবের মারপ্যাঁচ দ্বারা দেউলিয়া দশাপন্ন কোম্পানীকে লভ্যাংশ প্রদানকারী কোম্পানী বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইতেছে, তাহা বিশেষ—ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে দেখিয়াই শেয়ার ক্রেতা উহার সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা করিয়া বসেন। কিন্তু এই বাড়ী নির্ম্মাণের টাকা কি ভাবে সংগ্রহ হইতেছে, বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে গিয়া ব্যাঙ্কের কাছে অংশীদারদের সমগ্র স্বার্থ চিরতরে বাঁধা পড়িতেছে কিনা, এই ক্ষেত্রে তাহা বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় একটী বীমা কোম্পানী উহার নিজস্ব বাড়ী প্রস্তুত করিয়া খুব হৈ চৈ করিয়াছিল এবং উহার ফলে বহু ব্যক্তি নির্ভয়ে উহাতে বীমা করিয়াছিল। কিন্তু আজ কেবল কোম্পানীর সেই বাড়ী দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যায় নাই—কোম্পানীতে বীমাকারীদের স্বার্থও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সব ব্যাপার হইতে জনসাধারণের একটু চৈতন্য হওয়া আবশ্যক।

লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় কালে শেয়ার ক্রেতাদের আরও অনেক বিবেচ্য বিষয় রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধে বারান্তরে আমরা আলোচনা করিব।

(রবীন্দ্রনাথ)

বাঙ্গলা ভাষা আজ দেশ-বিদেশের সুগভীর চিন্তাধারার ধারক ও বাহক হইয়াছে। আজ বাঙ্গলা ভাষায় যে রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনা করা সম্ভবপর হইতেছে তাহার মূলে রহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। সংস্কৃত ভাষার অনাবশ্যক বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বাঙ্গলাকে রবীন্দ্রনাথই এক স্বয়ং-স্বতন্ত্র ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আজ বাঙ্গলা ভাষা একাধারে কাব্য ও রাজনীতির ভাষা, বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা। বাঙ্গলা ভাষার এখনো বিস্তর দৈন্য আছে স্বীকার করি। বহু বিদেশী বস্তু ও বিষয়ের ভাব বহন করিতে তাহা এখনো সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়া উঠে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে সংস্কৃতের বন্ধন ও ইংরাজীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া যে শক্তি ও মর্য্যাদা দিয়া গেলেন, তাহাতে বাঙ্গলা ভাষার একটা পরনিরপেক্ষ নিজস্ব ঐতিহ্য সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই ভাষা এখন প্রয়োজনের তাগিদে অনেক কিছুই বহন করিতে সক্ষম হইবে। ইহাই তো প্রকৃত জাতীয়তা—রবীন্দ্রনাথের এই স্বাদেশিকতা আজ বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণা।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার ধৃষ্টতা আমাদের নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেরূপ ব্যাপক প্রচেষ্টার সময় আজও আসে নাই। আজ আমরা সমস্যাপ্রপীড়িত, বিক্ষুব্ধ, বঞ্চিত। দেশব্যাপী দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অপমানের মাঝখানে বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথকেই আজ আমাদের বড় বেশী প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদের আজীবন পূজারী রবীন্দ্রনাথের আশা ও আদর্শ সমগ্র দেশবাসীর মনে-প্রাণে আরও সঞ্চারিত হউক তাহা হইলেই অকপটে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ মরেন নাই। এরূপ উক্তি দার্শনিক ব্যাখা নয়, কাব্যিক ভাবানুবেগও নয় বা পরম ক্ষতির মুখে একটা ফাঁকা সান্ত্বনাও নয়। সত্যই কবি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু নাই।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

যন্ত্রচালিত নৌকার ব্যবহার

মেসার্স এ ভি টমাস এণ্ড কোং লিমিটেড নামক সুপরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এ ভি টমাস সম্প্রতি কোচিনে এক বক্তৃতায় ভারতের উপকূল বাণিজ্যের জন্য যন্ত্রচালিত নৌকা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে যেরূপ বেশী সংখ্যায় জাহাজ বিনষ্ট হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ পাওয়া খুবই কঠিন হইবে। কাজেই এখন হইতে যদি পাঁচ শত হইতে এক হাজার টন পরিমিত যন্ত্রচালিত নৌকার ব্যবহার আরম্ভ করা যায় তবে সকল দিক দিয়াই বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। ভারতবর্ষে বাৎসরিক উপকূল বাণিজ্যের পরিমাণ বিপুল। এ দেশে বড় বড় নৌকা তৈয়ারের উপযুক্ত কাঠ বিস্তরই রহিয়াছে। কাজেই যন্ত্রচালিত নৌকা ব্যবহারের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। জাহাজের তুলনায় যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে ঐরূপ নৌকা ব্যবহারের সার্থকতা এই যে, উহার নির্ম্মাণ খরচ কম এবং তাহাতে চলাচল করাও সুবিধাজনক।

মাথাপিছু ভূমি রাজস্ব ও আয়কর

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ত্তমানে মাথাপিছু ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বিভিন্নরূপ দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা প্রদেশে গড়ে জনপিছু ॥৵০ আনা হারে ভূমি রাজস্ব আদায় হইতেছে। অপরদিকে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে উহা যথাক্রমে ১৵০ আনা ও ১৸৵০ আনা। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে জনপিছু ভূমি রাজস্বের হার হায়দরাবাদে ১৸০ আনা, মহীশূরে ১৸০ আনা, ত্রিবাঙ্কুরে ॥৵০ আনা, বরোদায় ৩।৵০ আনা, কোচিনে ১ টাকা, ইন্দোরে ৪॥০ আনা ও বিকানীরে ৮৵০ আনা। বৃটিশ ভারতে গড়ে মাথাপিছু ॥৴৮ পাই হারে আয়কর আদায় হইতেছে। মহীশূর রাজ্যে তাহার পরিমাণ ।৵১১ পাই। ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা ও কাশ্মীরে তাহা যথাক্রমে ৶৩ পাই, ।১ পাই ও ১৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। ভূমি রাজস্ব ও আয়কর সংক্রান্ত উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিবার সময় ইহা মনে রাখা দরকার যে, মাথাপিছু ভূমি রাজস্ব ও আয়করের পরিমাণ বেশী থাকিলেই উহা দ্বারা লোকের অপেক্ষাকৃত দুঃখ দুর্দ্দশা প্রমাণিত হয় না। নানাভাবে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া লোকের নিকট হইতে বেশী পরিমাণ কর আদায় করা আধুনিক যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবলম্বিত নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেজন্য জনপিছু আদায়ী করের পরিমাণ বেশী হইলে অনেক ক্ষেত্রে তাহা লোকের বেশী স্বাচ্ছন্দ্যের ও সামর্থ্যের পরিচায়ক বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

বরোদা রাজ্যের শিল্পোন্নতি

গত ১৯৩৯-৪০ সালে বরোদা রাজ্যে চলতি কারখানার সংখ্যা ছিল ১৪০টি এবং ঐ সকল কারখানায় কর্ম্মরত লোকের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ১৪৩ জন। পূর্ব্বে কারখানায় কর্ম্মরত লোকের সংখ্যা ৩৪,৩১৫ জন ছিল।

আলোচ্য বৎসরের শেষে বরোদা রাজ্যে চালু কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ১৬টি। ঐ সকল কলে ৮ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ব বৎসর মাত্র ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

মহীশূর রাজ্যে শিল্পের অবস্থা

১৯৩৯-৪০ সালের মহীশূর রাজ্যের শিল্পের অবস্থার বিষয় যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে মহীশূরে ২২৫টী কারখানায় সম্বৎসরে এবং ৫২টী কারখানায় বৎসরের কোন কোন সময় কাজ হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে এই সকল কারখানায় কর্ম্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার ৪২ জন; ১৯৩৮-৩৯ সালে এইরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২৬ হাজার ৮৯ জন দাঁড়াইয়াছিল। ত্রৈ-বার্ষিকী শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনানুযায়ী মহীশূর সরকার পল্লী এবং কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্য আলোচ্য বৎসরে ৪৩ হাজার ৩ শত টাকা খরচ করিয়াছেন। ১৯৩৯-৪০ সালে মহীশূরের অন্তর্গত বানিভাল কেন্দ্রে ৫৫ হাজার ৬ শত ৭৫ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৪ শত ৩৬ বর্গ গজ খাদী প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে খাদী প্রস্তুতের পরিমাণ ছিল ৫৮ হাজার ৯ শত ২৪ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ১২ হাজার ২ শত ৯ বর্গ গজ। ১৯৩৯-৪০ সালে মহীশূর সরকারের বিভিন্ন বিভাগ হইতে ১৬ হাজার ৮ শত ৯৫ টাকা মূল্যের খাদী খরিদ করা হইয়াছিল। মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত বেলগোলা নামক স্থানে বাইক্রোমেট প্রস্তুত করিবার জন্য একটী কারখানা স্থাপন করিবার খরচ বাবদ মহীশূর সরকার ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

রাস্তা চলাচলের সময় আকস্মিক দুর্ঘটনা

গত ১৯৩৮ সালে মাঞ্চেষ্টার সহরের রাস্তাসমূহে ৩ হাজার ৯৯৪টি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। গত ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে ঐরূপ দুর্ঘটনার সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩ হাজার ২১৪টি ও ২ হাজার ৭৮৫টি।

উৎপাদন শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের আয়

গত ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে উৎপাদন শুল্কের দফায় ভারত সরকারের আয় ২ কোটি টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। উত্তর ভারতে বেশী পরিমাণ চিনি অবিক্রিত থাকিয়া যাওয়ায় এবং আসাম প্রদেশের ডিগবয়ে শ্রমিক ধর্ম্মঘট হেতু পেট্রোলের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় আয় ঐরূপ-ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে উৎপাদন শুল্ক বাবদ শর্করা শিল্প হইতে ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা, দিয়াশলাই শিল্প হইতে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, পেট্রোল হইতে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা, কেরোসিন হইতে ৫০ লক্ষ টাকা ও ইস্পাত শিল্প (টুকরা ইস্পাত) হইতে ৪২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।

ভারতে সমর ঋণের পরিমাণ

১৯৪১ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত দেশরক্ষা বাবদ বৃটীশ-ভারতীয় ১১টী প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক শাসিত অঞ্চলসমূহ হইতে যে পরিমাণ ঋণ পাওয়া গিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :—

প্রদেশ	ঋণের পরিমাণ
বাঙ্গলা	২৪,৯৫,৩২,৮৩৭
বিহার	৪১,৫৯,৬০২
উড়িষ্যা	৬,৭৭,৩৪০
আসাম	৭,০০,৩২০
যুক্তপ্রদেশ	২,২৬,২৬,৯৭৬
পাঞ্জাব	৩,৬৫,০৫,২০৬
উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ	১৯,৮৮,৭৮৭
বোম্বাই	২০,৮৮,৭৮,৮০৮
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	২৯,১৯,২১৬
সিন্ধু	৬৬,৪২,৮৩৬
মাদ্রাজ	২,৩২,০৩,৮৫৯
দেশীয় রাজ্য ও ভারত সরকার শাসিত অঞ্চল	১,৮৫,৮৭,৬৮৮
	৫৭,৬৪,২৩,৪৭৫৲

ত্রিবাঙ্কুরে চায়ের উপর রপ্তানী শুল্ক

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য হইতে প্রতি ১০০ শত পাউণ্ড চায়ের রপ্তানীর উপর বর্ত্তমানে যে ১৷৹ আনা শুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল, সেই স্থলে রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া ২৲ ধার্য্য করা হইয়াছে।

কানাডার আমদানী বাণিজ্য

১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল, এই চারি মাসে কানাডায় আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪০ কোটী ২০ লক্ষ ডলার। ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটী ৪০ লক্ষ ডলার। ১৯৪১ সালের প্রথম চারি মাসে বৃটীশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ হইতে কানাডায় আমদানীর পরিমাণ ছিল ৯ কোটী ১০ লক্ষ ডলার। ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায়াছিল ৭ কোটী ২০ লক্ষ ডলার।

বরোদা রাজ্যের আর্থিক অবস্থা

বরোদা রাজ্যের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ২ কোটী ৫৫ লক্ষ ৩ হাজার টাকা আয় এবং ২ কোটী ৪৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বাজেটে যে সকল ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে রেলপথ, সেচ বিভাগ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার জন্য ১২ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা, যন্ত্র শিল্প ও কুটীর শিল্প উন্নয়নের জন্য ১০ লক্ষ ৫ হাজার টাকা এবং পল্লী সংস্কার ও কৃষকদিগকে ঋণদান করিবার জন্য আলোচ্য বৎসরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে শিক্ষা বিভাগের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ও চিকিৎসা বিভাগের জন্য ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং ইক্ষু চাষের উন্নয়ন, গবাদি পশুপালন ও গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য ৫০ হাজার টাকা ব্যয় অনুমোদন করা হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে, এই বৎসরের শেষে বরোদা সরকারের নগদ সম্পত্তির মধ্যে ৫ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা রেলপথে, ৩৭ লক্ষ টাকা বৈদ্যুতিক কারখানায়, ৪৭ লক্ষ টাকা ওখা বন্দর নির্ম্মাণের ব্যাপারে এবং ১৬ লক্ষ টাকা অন্যান্য শিল্পে মূলধন বাবদ খাটান হইয়াছে।

সমর ঋণ

১৯৪১ সালের ২৬শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা ঋণ বাবদ ৩ কোটী ৬১ লক্ষ ১ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের ২৬শে জুলাই পর্য্যন্ত ঋণ প্রাপ্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে—বিনা-সুদী দেশরক্ষা বণ্ডের জন্য ২ কোটী ৪৪ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা, শতকরা ৩৲ টাকা সুদের দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা ঋণ বাবদ ২১ কোটী ২৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা এবং পোষ্ট অফিস মারফতে দশ বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ৩ কোটী ১৮ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। ১৯৪১ সালের ২৬শে জুলাই পর্য্যন্ত দেশরক্ষা বাবদ সকল প্রকার ভারতীয় ঋণের মোট পরিমাণ হইতেছে ৭১ কোটী ৭৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদ

আগামী ২১শে অক্টোবর, মঙ্গলবার নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

চাউলের মূল্য হ্রাস

চাউল ও ধান্যের মূল্য সম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলা সরকার এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণেই মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং এই ব্যাপারে ধান চাউলের সর্ব্বনিম্ন দর ধার্য্য করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে অনাবশ্যক। সম্প্রতি বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর একখানি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেন্ট বরাবরই এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং সকল প্রকার সম্ভবপর উপায়ে ধান চাউলের মূল্যের সমতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ইস্তাহারে আরও জানান হইয়াছে যে, বাংলা দেশের কোন কোন জিলায় আউস ধান কাটা হইতেছে এবং বাংলা সরকারের অনুরোধে ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক আকিয়াব হইতে চাউল রপ্তানীর উপর যে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহৃত হওয়ায় কলিকাতা তথা বাংলার মজুদ চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার দরও কিছু কিছু কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। এসময়ে ব্যবসায়ীরা যাহাতে অত্যধিক লাভ না করিতে পারে তৎপ্রতি বাংলা সরকার বিশেষ নজর রাখিয়াছেন। লাভের সর্ব্বোচ্চ অঙ্ক শতকরা ৫৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এবং উহার অতিরিক্ত লাভ অত্যধিক লাভের পর্য্যায়ে পড়িবে বলিয়া ব্যবসায়ীদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিক্রেতারা অসঙ্গত মূল্য দাবী করিতেছে বলিয়া সন্দেহ হইলেই ক্রেতারা মফঃস্বলে স্থানীয় কর্ম্মচারীদের নিকট এবং কলিকাতায় চীফ কণ্ট্রোলার অব

প্রাইস-এর নিকট জানাইলে উক্তরূপ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া ইস্তাহারে জানান হইয়াছে। ২রা আগষ্ট, শনিবার কলিকাতার বাজারে বাজার চলতি কয়েক প্রকার চাউলের দর মণ প্রতি নিম্নরূপ ছিল বলিয়া ইস্তাহারে উল্লেখ করা হইয়াছে :—

রেঙ্গুন চাউল	(সম্পূর্ণ সিদ্ধ)	প্রতিমণ—৫৷০ আনা।
,,	(আতপ)	,, —৫৷/০ আনা।
কোকোনদ	(মোটা)	,, —৫৷৷০ আনা।
কটক	(,,)	,, —৫৸০ আনা।
বাংলা	(,,)	,, —৬৲ টাকা।

খুচরা দর হিসাবে, পূর্ব্বোক্ত দর হইতে ক্ষেত্র বিশেষে মণ করা ৵০ হইতে ।০ আনা অধিক লওয়া যাইতে পারিবে বলিয়া ইস্তাহারে জানান হইয়াছে।

সাবান প্রস্তুতকারকদের অসুবিধা

সম্প্রতি "ইণ্ডিয়ান সোপ জার্ণাল" নামক পত্রিকার অষ্টম বার্ষিকী উৎসবের জন্য আহুত এক সভায় মিঃ জি, এল, মেটা, তাঁহার বক্তৃতায় ভারতীয় সাবান প্রস্তুতকারক সম্প্রদায় বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের দরুণ বিদেশ হইতে সাবান প্রস্তুতের আনুষঙ্গিক রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমদানীর অভাবের জন্য যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতেছেন তাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিদেশী শিল্পপতিগণ ভারতে সাবান কারখানা স্থাপন করায় এবং ভারতীয় সাবান প্রস্তুতকারকদের সহিত প্রতিযোগিতা করায় ভারতীয় সাবান শিল্পপতিগণ যে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন তাহার উপর জোর দেন। যাহাতে সাবান প্রস্তুতের জন্য উৎকৃষ্ট ধরণের কাঁচা মাল সুবিধায় পাওয়া যায় এবং উপযুক্তরূপ প্রচারের দ্বারা বাজারে ভারতীয় সাবানের কাটতি বৃদ্ধি করা যায়, তদ্বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য মিঃ জি, এল, মেটা. ভারতীয় সাবান প্রস্তুতকারকদের পরামর্শ দেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেশমের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেশমের স্বল্পতাবশতঃ এবং জাপান হইতে রেশম আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইবার আশঙ্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেশমের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ রেশম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুদ আছে তাহা সামরিক ব্যবহারের জন্য রক্ষিত হইবে। ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারখানা ও গুদামসমূহে মাত্র ৮০ হাজার বেল রেশম মজুদ ছিল। সাধারণতঃ প্রতি সপ্তাহে ৫ হাজার বেল রেশম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গত মহাযুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের পেন্‌সন্

১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে গ্রেট বৃটেনের যে সকল লোক আহত হইয়াছে এবং যাহারা যুদ্ধে মারা গিয়াছে তাহাদের পরিবারবর্গের পেনসনের জন্য এপর্য্যন্ত মোট ১০৯ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড পেনসন বাবদ দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে এইরূপ পেনসন ভোগকারীদের সংখ্যা হইতেছে ৮ লক্ষ ১৮ হাজার জন। ৪ শত ৪৬ জন পেনসনভোগী তাহাদের ১৫ হাজার ৫ শত পাউণ্ড পরিমাণ পেনসনের দাবী প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং ইহা ছাড়া পেনসন্-ভোগীরা ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউণ্ড সমর ঋণ বাবদ প্রদান করিয়াছেন।

রেঙ্গুন চাউলের মূল্য হ্রাস

সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করায় রেঙ্গুন চাউলের দর বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। সাইগন (থাইল্যাণ্ড) হইতে চাউল ক্রয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এবং ম্যানিলার (ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে) ক্রীত চাউলের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় দর নামিয়া আসিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, জাপান ব্রহ্মদেশের চাউলের অন্যতম প্রধান ক্রেতা।

কেন্দ্রীয় সৈন্য সংগ্রহ বোর্ডের হিন্দু সদস্য

গত ২রা আগষ্ট বড়লাট মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী স্যার এ পি পাত্রকে কেন্দ্রীয় সৈন্য সংগ্রহ বোর্ডের সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উক্ত বোর্ডে একজন হিন্দু সদস্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইয়া এক পক্ষ কাল পূর্ব্বে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পি বরদারাজুলু নাইডু বড়লাটকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাটের চাহিদা

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটি জুলাই মাসে যে বুলেটিন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জাপানের প্রধান ৮টি চটকলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, উহার মধ্যে একটি চটকলে ফরমোসায় উৎপন্ন পাট ব্যবহৃত হয়। জাপানে ও মাঞ্চুকোতে পাটের পরিবর্ত্তে অন্যান্য দ্রব্যাদি চাষের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। গম, ধান্য, যব, ছোলা, বালি প্রভৃতি বস্তাবন্দী করিবার কাজে চটের থলিয়ার পরিবর্ত্তে ছোবড়ার তৈয়ারী থলিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে কিছুকাল যাবৎ চটকলের কাজ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ব্রেজিলে উৎপন্ন পাট ও পাটের পরিবর্ত্তে অপরাপর দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রেজিল সরকার চটকলসমূহে ক্যারোয়ার আঁশ নামে এক প্রকার জিনিষ পাটের সহিত ব্যবহার করিবার জন্য বাধ্যতামূলক নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থলিয়া তৈয়ারীর কাজে পাটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য মিঃ ফুলমার সম্প্রতি একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবিত বিলে পাটের উপর ট্যাক্স ধার্য্যের সুপারিশ করা হইয়াছে। আর্জেন্টাইনে চটের থলিয়ার অভাব ও দরবৃদ্ধি সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ শুনা যাইতেছে। কাঠকয়লার উৎপাদনকারীরা একযোগে এই আবেদন জানাইয়াছেন যে, চটের থলিয়ার অত্যধিক দর বৃদ্ধির দরুণ তাহাদিগকে থলিয়া ব্যবহারের হাত হইতে রেহাই দেওয়া হউক।

পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ফল

আগামী ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতে পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রতি মাসে ভারতে ব্যবহৃত পেট্রোলের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য থাকিবে শতকরা ২৫ হইতে ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করা।

জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর

বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর ডাঃ বি সি মুখার্জ্জী উক্ত বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ বিভাগের ডিরেক্টর লেঃ কর্ণেল এ সি চ্যাটার্জ্জিকে যুদ্ধের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব হ্রাস

জাপানের ধনসম্পত্তি আটকের দরুণ জাপ-ভারত বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে শুল্ক বিভাগের আয় তথা কেন্দ্রীয় সরকারের আয় বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে। এই দুইটি ব্যাপারে রাজস্বের যে ঘাটতি দাঁড়াইবে অর্থ-সচিব কি উপায়ে তাহা পূরণ করিবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। প্রকাশ, ভারত সরকার একটি অতিরিক্ত বাজেট উত্থাপন করিয়া নূতন ট্যাক্স ধার্য্যের ব্যবস্থা করিবেন। রাজস্বের ঘাটতি পূরণের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে আয়-করের হার বৃদ্ধির কথাটাই অনেকে অনুমান করিতেছেন।

অতিরিক্ত পেট্রোল ব্যবহারের অনুমতি

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর জানাইতেছেন, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পেট্রোলের উপর অতিরিক্ত পেট্রোল ব্যবহারের অনুমতিলাভ সম্পর্কে জনসাধারণের পক্ষ হইতে অনুসন্ধান করা হইতেছে; তাহাদের সুবিধার জন্য জানান যাইতেছে :—পেট্রোল ব্যবহারকারীকে কি পরিমাণ অতিরিক্ত পেট্রোল দেওয়া যাইতে পারে তাহা স্থির করিবেন নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ। একবারে মাত্র এক মাসের ব্যবহার উপযোগী অতিরিক্ত কুপন দেওয়া হইবে। প্রকৃত প্রয়োজন নির্দ্ধারণের জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কতটা পেট্রোল প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারীকে গত এক বৎসরে প্রতি মাসে গড়ে কোন গাড়ীতে কি পরিমাণ পেট্রোল ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আবেদনপত্রে ('কে' ফরমে) উল্লেখ করিতে বলা হইতেছে। মোটামুটি একটা হিসাব দিলেই চলিবে। নির্দ্ধারিত সাধারণ পরিমাণের দ্বারা কেন প্রয়োজন মিটিবে না এবং অতিরিক্ত পেট্রোল কেন প্রয়োজন হইবে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। প্রকৃতই প্রয়োজন রহিয়াছে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া অতিরিক্ত পেট্রোল ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হইবে। ব্যক্তিগত সুবিধা অপেক্ষা জনসাধারণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা হইবে না। সমগ্র পেট্রোল সরবরাহের মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ অতিরিক্ত দাবী পূরণের জন্য রিজার্ভ রাখা হইয়াছে। আশা করা যায় ব্যবহারকারীরা পরবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে এবং কেবলমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত পেট্রোল চাহিবে।

ভারতে খদ্দর বিক্রয়

১৯৪০ সালে ভারতে নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের অনুমোদিত খদ্দর ৭৬ লক্ষ টাকা বিক্রয় হইয়াছে; ১৯৩৯ সালে ৬৫ লক্ষ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে কাটুনির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মোট ২ লক্ষ ৪৩ জন—ইহার মধ্যে হিন্দু ১ লক্ষ ৪০ হাজার জন। মুসলমান ৫১ হাজার জন এবং অবশিষ্ট কাটুনিগণ হরিজন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত। বাংলায় ১১ হাজার জন কাটুনি আছে—তন্মধ্যে হিন্দু ২ হাজার ২ শত জন এবং মুসলমান ৮ হাজার ৮ শত জন।

মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স

সম্প্রতি বাংলা সরকার বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, সেই বিবৃতির সমালোচনা করিয়া মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স বলিয়াছেন যে, কলিকাতার বস্ত্রের বাজারে কোনরূপ 'ফাটকা' নাই এবং উক্ত ব্যবসায়ে ভবিষ্যতের বাজার নিয়া কোনরূপ 'স্পেকুলেশন' করিয়া বেচাকেনার পদ্ধতিও নাই। মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স আরও বলিয়াছেন যে, কলিকাতার বাজারে ভারতীয় বা জাপানী বস্ত্রের মজুতের পরিমাণ সামান্য। কলিকাতার বাজারে বোম্বাইয়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে জাপানী বস্ত্রের বেচাকেনা হইয়া থাকে এবং বিগত কয়েক মাসে হাজার হাজার গাইট জাপানী বস্ত্র কলিকাতার বাজার হইতে বোম্বাইয়ে চালান দেওয়া হইয়াছে। মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স-এর মতে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বস্ত্রের বাজার বোম্বাই ও আমেদাবাদের উপর নির্ভর করে। অতএব, ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা না করিয়া যদি বাংলা সরকার কোন প্রকার পন্থা অবলম্বন করেন তাহা হইলে পূজার বাজারে বাঙ্গলায় বস্ত্র-সঙ্কট দেখা দিবে।

ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা

১৯৪১ সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অষ্ট্রেলিয়া, মালয়, নিউজিল্যাণ্ড, এবং সিংহল প্রভৃতি স্থান হইতে ৮০ লক্ষ গজ কাপড় সরবরাহের জন্য ভারতে অর্ডার পাওয়া গিয়াছে।

মধ্য প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক অবস্থা

মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটের চূড়ান্ত হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত সরকারের ৫ কোটী ২৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা আয় হইয়াছে এবং ৪ কোটী ৯৬ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১ কোটী ৪৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা বাজেটে উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

সর্ব্বাধিক পেট্রোল ব্যবহার

সিমলার এক সংবাদে ভারত সরকার কর্ত্তৃক পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কঠোরতা অবলম্বনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি দৈনিক মাত্র এক গ্যালন পেট্রোল খরচ করিতে পারিবেন। এমন কি প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীর ন্যায় ব্যক্তিকেও এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। শুধু দেশরক্ষা বিভাগের সদস্যবৃন্দ এই নিয়মের আওতায় পড়িবেন না। পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই কঠোর ব্যবস্থা শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হইবে। বর্ত্তমানে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আর্থিক দিক বিবেচনা করা হইতেছে। কেন না, এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে কেন্দ্রীয় রাজস্বের ক্ষতি ছাড়াও প্রাদেশিক সরকারসমূহেরও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভারত ব্রহ্ম সাধারণ নির্ব্বাচন

লর্ড সভায় ভারত ও ব্রহ্ম নির্ব্বাচন স্থগিত বিলের দ্বিতীয় দফার আলোচনা উত্থাপন করিয়া সহকারী ভারত ও ব্রহ্ম সচিব ডিউক অব ডিভনশায়ার বলেন যে, সুদুর প্রাচ্যের ঘটনাবলীর দ্রুত পরিবর্ত্তনের ফলে ব্রহ্মদেশ শীঘ্রই যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়া পড়িতে পারে। এই বিলে গবর্ণরকে যুদ্ধ সমাপ্তির পর একবৎসর পর্য্যন্ত ভারত ও ব্রহ্মদেশের আইন সভাসমূহের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ভারত সম্পর্কে ডিউক অব ডিভনশায়ার বলেন যে, ভারতে বর্ত্তমানে নির্ব্বাচনপর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইলে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ; অধিকন্তু ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে যে বিরাট যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছে তাহা ব্যাহত হইবে। ব্রহ্মদেশে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ নাই বটে ; কিন্তু তথাকার অবস্থা নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের উপযোগী থাকিবে কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

চটকলসমূহের কার্য্যকাল

গত ৫ই আগষ্ট তারিখে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের কমিটির এক সভায় চটকলসমূহের কার্য্যকাল সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। গত জুলাই মাসে যে পরিমাণ জাহাজ সংস্থানের আশা করা গিয়াছিল কার্য্যকালে তদনুরূপ না হওয়ায় এবং চটকলসমূহের হাতে মজুত পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত কমিটি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের সকল সপ্তাহেই কাজ হইবে এবং কার্য্যকাল সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমান মাসের (আগষ্ট) শেষভাগে অবস্থা সম্যক বিবেচনা করিয়া যদি কমিটি সঙ্গত মনে করেন তাহা হইলে কার্য্যকাল বৃদ্ধি করা যাইবে। ইতিমধ্যে কোনরূপ জরুরী অবস্থার উদ্ভব না হইলে কমিটি আশা করেন যে, সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা কার্য্যকাল ১৯৪১ সালের শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখা সম্ভব হইবে এবং মাসের সবগুলি সপ্তাহেই মিলের কাজ চলিতে থাকিবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করবৃদ্ধি

গত ৪ঠা আগষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে যে নূতন ট্যাক্স বিল পাশ হইয়াছে তাহাতে মোট ৩২০ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার আয় হইবে। তন্মধ্যে ব্যক্তিগত আয়ের উপর হইতে প্রায় ৮২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার, কর্পোরেশনসমূহের মারফৎ অন্যূন ১৩৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলার এবং বিভিন্ন পণ্য হইতে শুল্ক বাবদ প্রায় ৮৮ কোটি ডলার পাওয়া যাইবে।

বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন

গত ৫ই আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় চাষী খাতক (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল পাশ হইয়াছে। বিলের উদ্দেশ্য প্রকরণে বলা হইয়াছে যে, ১৯৩৫ সালের বঙ্গীয় চাষী খাতক আইনের ধারাগুলি আইন সভায় আলোচিত হওয়ার সময় জমিদার ও মহাজনদিগের মনে নানা আশঙ্কার উদয় হয় ; তজ্জন্য অনেকে বাহাল মোকদ্দমায় তাড়াতাড়ি ডিক্রী পাইতে এবং ঐ ডিক্রীগুলি সঙ্গে সঙ্গে জারী করিতে সচেষ্ট হন। ইহার ফলে কোন ঋণসালিশী বোর্ডের সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই বহু খাতকের সম্পত্তি ডিক্রীর দায়ে বিক্রয় হইয়া যায়। কতকগুলি মোকদ্দমায় উক্ত আইনের ৩৪ ধারা মতে নোটিশ জারী করা সত্ত্বেও দেওয়ানী আদালত ডিক্রী আদায় বাবদ জমি বিক্রয় গ্রাহ্য করেন। বর্ত্তমান বিলের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, এমন একটি পন্থা উদ্ভাবন করা যাহাতে উপরোক্ত প্রকার বহু সম্পত্তি ডিক্রীর মালিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরে পূর্ব্বের অধিকারীদিগের হাতে ফিরিয়া আসিতে পারে।

বাঙ্গলা সরকারের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদ

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স বাঙ্গলার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ঔষধপত্রাদির উৰ্দ্ধতন মূল্য নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে তিনি ইউরোপীয় ঔষধ ব্যবসায়ীদিগকে শতকরা ১০৲ টাকা অতিরিক্ত দর গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। উক্ত সঙ্ঘ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছেন। দর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ব্যবসায়ীর মধ্যে জাতিগত পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গলা সরকার যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স তাহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বলে একথা বলা যায় যে, এই ধরণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। সুতরাং ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স প্রদত্ত আদেশ প্রত্যাহার করিয়া অভিযোগ দূরীকরণের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার গত ৬ই আগষ্ট বুধবার কলিকাতায় পৌছিলে সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ আমদানী-কারকদের একটি প্রতিনিধিদল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ শ্রেণীর কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। রঙ ও বার্ণিশ উৎপাদকদিগের একটি ডেপুটেশনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লিয়োপোন আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। গত ৬ই আগষ্ট তারিখ অপরাহ্নে ভারতীয় জাহাজীদিগের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের সভাপতি ও জাহাজ কোম্পানীগুলির প্রতিনিধিদের সহিত তাঁহার প্রাথমিক আলোচনা হইয়াছে। ভারতীয় জাহাজীদিগের বাসের জন্য একটি উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কে কমিটি সম্প্রতি যে রিপোর্ট দিয়াছেন, ২রা আগষ্ট তাহা আলোচনার জন্য যে অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে বাণিজ্য সচিব উপস্থিত ছিলেন।

ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে বাণিজ্য

পেশোয়ারের ব্যবসায়ী মহলের মতে সুদূর প্রাচ্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতির ফলে জাপান এবং আফগানিস্থানের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। উভয় দেশের মধ্যে একটা বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা আপাততঃ সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়। কারণ সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতির আরও কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে আফগানিস্থানে মালপত্র সরবরাহ করিবার পক্ষে জাপানের কোন নিরাপদ পথ থাকিবে না। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের জন্য রাশিয়াকেও হয়তো আফগানিস্থানে তাহার রপ্তানী বণিজ্য হ্রাস করিতে হইবে। ইহার ফলে ভারতীয় শিল্পগুলির পক্ষে আফগানিস্থানের বাজার দখল করিয়া বসিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে একটা বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ইহাই উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে হয় এবং উহাতে উভয়েরই সুবিধা হইতে পারে। প্রকাশ, প্রতি বৎসর প্রায় চার কোটি আফগানী মুদ্রার জাপানী মাল বিশেষতঃ জাপানী বস্ত্রাদি আফগানিস্থানে আমদানী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে গত বৎসর রুশ-আফগান বাণিজ্য চুক্তির ফলে আফগানিস্থান এবং রাশিয়ার মধ্যে যে মাল আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে তাহার মোট মূল্য প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ আফগানী মুদ্রা হইবে।

সম্পত্তির ক্ষতি-পূরণ বিধান

ভারত রক্ষা আইনের ৯৭ ধারায় বিধান আছে যে, যদি কোন সম্পত্তি কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত, বিধ্বস্ত, অকেজো হয় অথবা ব্যবহৃত হয়, কিংবা উপরোক্ত কোন গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ধারা অনুসারে সম্পত্তির মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। বাঙ্গলা সরকার এই আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ দানের প্রণালী সম্পর্কে নিম্নোক্ত আদেশ জারী করিয়াছেন :—যথাসত্বর কালেক্টরের নিকট লিখিতভাবে ক্ষতিপূরণের দাবী জানাইতে হইবে। কোনও সম্পত্তি প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত, বিধ্বস্ত বা অকেজো করা হইলে কিংবা অপর কোন রকমে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন হইলে তাহার ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্বন্ধে যদি গবর্ণমেণ্ট ও সম্পত্তির মালিকের মধ্যে মতৈক্য হয় এবং নির্দ্দিষ্টভাবে মেরামত করিয়া উক্ত সম্পত্তি মালিককে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে ইহা স্থির হওয়ার পরেও যদি এই মর্ম্মে আরও ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয় যে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেরামত করিয়া উক্ত সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়া হয় নাই, তাহা হইলে মালিককে সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করার পর যথাসত্বর কালেক্টরের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে। প্রাদেশিক সরকার ও সম্পত্তির মালিকের মধ্যে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে মিটমাট না হইলে গবর্ণমেণ্ট সালিশ নিযুক্ত করিবেন। সালিশ কোন দাবী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণার পূর্ব্বে কালেক্টরকে উক্ত দাবী সম্পর্কে বিবৃতি দানের সুযোগ দিবেন।

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন

গত ২৬শে জুলাই তারিখে মিঃ এস, সি, ঘোষের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের এক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪১ সালের জন্য উক্ত ফেডারেশনের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

মেসার্স এন, এইচ, ওঝা; এইচ, কে, নাগ; এস, সি, ঘোষ; কে, দত্ত; বি, এন, সান্ন্যাল; বি, এন, মণ্ডল; পি, সি, মুখার্জ্জি; পি, বসু; এ, ফারকুহার; এস, বি, ভসিংকা; এম, এন, মুখার্জ্জি; অমৃতলাল চনচনি; রামশরণ দাস; রাও বাহাদুর ডি ডি থ্যাকার (পদাধিকার বলে) এবং রায় বাহাদুর এইচ, পি, ব্যানার্জ্জি (পদাধিকার বলে)। মাইনিং ফেডারেশনের ৪ঠা আগষ্টের কার্য্যকরী সমিতির সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে মিঃ এন এইচ ওঝা, এম্ আই, এম্ ই এবং মিঃ এইচ কে, নাগ, এম, এম, জি, আই, যথাক্রমে ফেডারেশনের সভাপতি এবং সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কানাডায় ভারতীয় ট্রেড কমিশনার

মিঃ আহুজা কানাডায় ভারতীয় ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি পূর্ব্বে হামবুর্গের ট্রেড কমিশনার ছিলেন এবং বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আছেন। দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কানাডায় প্রস্তাবিত ট্রেড কমিশনারের পদ সৃষ্টির পর এই প্রথম নিয়োগ।

বোম্বাই প্রদেশে সমবায় অন্দোলন

বোম্বাই প্রদেশের ১৯৩৯-৪০ সালের সমবায় অন্দোলনে ক্রমোন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ২ শত ৮৯ টী এবং ইহার সভ্যসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৩ শত ৪৬ জন। এবৎসর এই সকল সমবায় সমিতিগুলির শেয়ার বিক্রয়লব্ধ মূলধন ২ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা এবং মজুদ ও অন্যান্য তহবিলের পরিমাণ ২ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সাউথ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

১৯৪০ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা চট্টগ্রামের সাউথ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের একখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে নানাদিক দিয়া ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। গত ১৯৩৯ সালে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৩ হাজার ৬০০ টাকা। ১৯৪০ সালে তাহা বাড়িয়া ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকার মোট পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। এবৎসরে তাহা ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় দেশে অনেক ব্যাঙ্কের কাজ কারবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় সাউথ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার মত একটি নূতন ব্যাঙ্ক এবার উহার আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতী জমা ভালরূপ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে উহা এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতী জমার দফায় উপরোক্ত দায় এবং অন্যান্য ধরণের ছোটখাট দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৫ লক্ষ ২ হাজার টাকা। উহার বদলে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :— হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ লক্ষ টাকা, ঋণ, ওভারড্রাফ্ট, ক্যাশক্রেডিট ও বিল ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫০০ টাকা, আসবাবপত্র ২৩ হাজার ৩৯৬ টাকা এবং আদায়যোগ্য বিল ১৫ হাজার ২৬৫ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া সাউথ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মোট ২৭ হাজার ৪৫৯ টাকা আয় হয়। ঐরূপ আয় হইতে প্রয়োজনীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়ায় ১ হাজার ২৮৯ টাকা। উহা হইতে ৮৩৯ টাকা ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলে ন্যস্ত করা হইবে। বাকী টাকা দ্বারা ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের কতিপয় বিশিষ্ট জমিদার ও ব্যবসায়ী এই ব্যাঙ্কের পরিচালকবোর্ডে রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী সেনগুপ্ত, জেনারেল ম্যানেজাররূপে উহার কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। উহাদের উদ্যোগশীল কর্ম্মতৎপরতায় সাউথ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

১৯৪০ সালের রিপোর্ট

১৯৩৬ সাল হইতে উচ্চতর জীবন বীমার কাজ আরম্ভ করিবার পর হইতে বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি, তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ৫০০ টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত এবার ৪ লক্ষ ৬২ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। ঐ নূতন বীমা লইয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ লক্ষ ২৬ হাজার ৩১৭৲ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৪২ হাজার ৫৮৬ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ১ হাজার ৪৪২ টাকা ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৪৪ হাজার ২৩৮ টাকা আয় হয়। এবার পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ২ হাজার ৮০৬ টাকা দাবী দাঁড়ায়। এজেন্টদের কমিশন বাবদ কোম্পানী ৭ হাজার ৮৩০ টাকা ও কার্য্যপরিচালনা বাবদ ২৩ হাজার ৫৮৪ টাকা ব্যয় করে। অন্যান্য খরচ বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫ হাজার ৭৭৬ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৩ হাজার ৪৯৮ টাকা দাঁড়ায়। এক বৎসরে জীবন বীমা তহবিলের শতকরা ১৩০ ভাগ বৃদ্ধি খুবই উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ভালরূপ বৃদ্ধি পাইয়া কোম্পানীটির আর্থিক সংস্থান অধিকতর দৃঢ় হইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের শেষে কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪৩ হাজার ৪০৪ টাকা। ১৯৪০ সালের শেষে তাহা শতকরা ১৫০ ভাগ পরিমাণে বাড়িয়া মোট ১ লক্ষ ৩ হাজার ৭৭১ টাকা দাঁড়াইয়াছে। জীবন বীমা তহবিল, আদায়ীকৃত মূলধন ও অন্যান্য ধরণের দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। ঐ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার মধ্যে ১ লক্ষ ৬ হাজার টাকাই সরকারী সিকিউরিটিতে নিয়োজিত ছিল। দাদনী তহবিলের নিরাপত্তা রক্ষা ও সম্ভাবিত ক্ষতি পূরণের জন্য কোম্পানী ৫ হাজার ৮৩৮ টাকার একটি মজুত তহবিল গঠন করিয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবীদাস রায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত শিশির আচার্য্য চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাহাতে এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে বেশ আশা ভরসা পোষণ করা যায়। ৯এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় এই কোম্পানীর হেড আফিস অবস্থিত।

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একাশীতম জন্মতিথি উপলক্ষে গত ৩রা আগষ্ট আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স বিল্ডিংসএ একটি সম্বর্দ্ধনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একটি প্রকোষ্ঠ প্রাচ্য প্রথানুযায়ী আলপনা, আম্রপল্লব ও পত্রপুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। আচার্য্যদেব উপস্থিত হইলে মহিলাগণ শঙ্খধ্বনি করেন। তিনি পুষ্পসজ্জিত বেদীর উপর উপবেশন করিলে তাঁহাকে মাল্যভূষিত করা হয়। তৎপরে তাঁহাকে একজোড়া খদ্দরের ধুতি ও চাদর এবং একটি শাকসব্জির ডালি উপহার দেওয়া হয়। অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হইলে পর কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান খাঁন বাহাদুর আব্দুল মোমিন সি আই ই

মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী বেগম হামিদা মোমিন ও শ্রীযুক্ত রাজা ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহাদুর আচার্য্যদেবকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন। কোম্পানীর সহকারী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জে কে বর্ম্মণ এই উপলক্ষে রচিত একটি ইংরাজি কবিতা পাঠ করেন ও কোম্পানীর কর্ম্মিবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ একটি অভিনন্দন পাঠ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণকে পরিশেষে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় ও তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা প্রতিমা রায় এবং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার বসু ও সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুনীলরঞ্জন সেন মহোদয়গণের চেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ

গত ৩০শে জুলাই রাজসাহীতে ফেডারেল ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর উত্তরবঙ্গের অর্গেনাইজেসন আফিসের প্রতিষ্ঠা উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। রাজসাহীর জমিদার খ্যাতনামা আইনজীবী শ্রীযুক্ত সরল কুমার সেন এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কোম্পানীর অর্গেনাইজেসন ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এস এন ব্যানার্জ্জি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, আড়াই বৎসরের মধ্যে 'ফেডারেল ইণ্ডিয়া' যে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে কোম্পানীর চলতি বীমার পরিমাণ প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ শতকরা ৩৩ গুণ বাড়িয়াছে। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

কলিকাতা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ

আমরা কলিকাতা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিমিটেডের ১৯৪০ সালের কার্য্য-বিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব আলোচনার জন্য পাইয়াছি। এই কার্য্য-বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই কোম্পানীর আদায়ী মূলধন দাঁড়াইয়াছে ২৯,১১৭৲ টাকা। আলোচ্য বৎসরে ট্রাষ্টের নিট লাভ হইয়াছে ২,০২৭ টাকা (আদায়ী মূলধনের প্রায় শতকরা ৭ ভাগ)। উহা হইতে কোম্পানী অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও অংশীদারদের শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। আদায়ী মূলধনের পরিমাণ তেমন বেশী না হইলেও কলিকাতায়—৩২ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে এই কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী 'ট্রাষ্ট হাউস' অনুসন্ধানীর বিস্ময় উদ্রেক করিবে সন্দেহ নাই। ইহার জমি ও বাড়ীর মূল্য এক লক্ষ টাকারও উপরে। ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ ব্যবসায়িক প্রতিভার গুণেই যে ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিমিটেড প্রধানতঃ কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া বলিয়া দেওয়া, বাড়ী ভাড়া আদায় এবং বাড়ীর মালিকের পক্ষ হইতে বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সাধন এবং জমি ও বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের কাজ করিয়া থাকে। এরূপ কাজে কলিকাতা ল্যাণ্ড ট্রাষ্টই পথ প্রদর্শক।

যোগেশ বাবুর সুদক্ষ পরিচালনার গুণে তাঁহার কলিকাতা বিল্ডার্স ষ্টোর্স লিঃ এবং ষ্টাণ্ডার্ড কেবিনেট কোম্পানীর ন্যায় কলিকাতা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিমিটেডও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২রা আগষ্ট বড়বাজারে (কলিকাতা) সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। স্যার হরিশঙ্কর পাল কে টি ঐ আফিসের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সভায় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সি এন মুখার্জ্জি সমবেত ব্যক্তিবর্গকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং আধুনিক ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর ব্যাঙ্কের হেড আফিস ম্যানেজার মিঃ জে বি ঘোষ দস্তিদার ও ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখার এজেন্ট মিঃ রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার ইতিহাস ও তাহার উন্নতির বিবরণ বর্ণনা করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল বক্তৃতা দিতে উঠিয়া এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমস্যা আলোচনা করেন। তিনি সিটাডেল ব্যাঙ্কের উন্নতি দেখিয়া ও ঐ ব্যাঙ্কের পরিচালকদের উদ্যোগশীলতা এবং কর্ম্মকুশলতা লক্ষ্য করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দেশের লোক অধিক মাত্রায় উহার সহিত সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আশা করেন।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

স্যার এইস, পি মোদী বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য মনোনীত হওয়ায় মিঃ হরিদাস মাধবদাস তৎস্থলে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়াছেন। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এইচ সি ক্যাপটেন উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ফুলচাঁদ ত্রিভুবন। ব্যবসা—জমিবাড়ী ক্রয় ও ইজারা গ্রহণ। অনুমোদিত মূলধন, ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৮।১নং রূপচাঁদ রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গঙ্গারামপুর ভিলেজ লোন কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ যোগেশচন্দ্র সরকার। ব্যবসা—ঋণ প্রদান। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—গঙ্গারামপুর, বর্দ্ধমান।

মাধব ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ভীম সেন। ব্যবসা—পাট ও চট প্রভৃতি ক্রয় এবং বিক্রয়। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১২৬নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

গ্লোব ক্যামিকেল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এন এন চ্যাটার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈয়ার। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৫৯বি, রসা রোড, কলিকাতা।

কোল মার্কেটিং কোং অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ লেসলি। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্যবসা—খনি পরিচালনা ও কয়লা উৎপাদন।

জয়পুরিয়া ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শেঠ মঙ্গতুরাম জয়পুরিয়া। অনুমোদিত মূলধন—২০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—পি ২৩ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। ব্যবসা—এজেন্সী।

ইণ্ডিয়া জুট ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সি এল বাজোরিয়া। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৮।৯ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পাটের ব্যবসা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট

কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও পূর্ব্ববৎ মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। পূর্ব্বের ন্যায় টাকার বাজারে একটানা স্বচ্ছলতা দেখা যায়। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতার বাজারে ॥০ আনা এবং বোম্বাইএর বাজারে ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কিন্তু ঋণ গ্রহণকারী একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। টাকার বাজারের এই মন্দারভাবের অন্যতম সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার পূর্ব্ব সপ্তাহের ॥৴৯ পাই হইতে নামিয়া এবার ॥৴৪ পাইতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অবশ্য বিনিময় বাজারের অবস্থা পূর্ব্বের তুলনায় বেশ সন্তোষজনক বলিতে হইবে। এই অনুকূল অবস্থার মূলে রহিয়াছে বোম্বাইএর বাজারে স্বর্ণের বিকিকিনি, ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলের নিকট হইতে বাজারে বেশ কিছু রপ্তানী বিলের আমদানী এবং সর্ব্বোপরি জাপানী ব্যাঙ্কসমূহের সঙ্গে কাজ কারবার বন্ধ। বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমেই যেরূপ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে এবং জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা যেরূপ বিঘ্নবহুল হইয়া পড়িতেছে তাহাতে বিনিময় বাজারের এই তেজীর ভাব যে কতকাল বজায় থাকিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

গত ৫ই আগষ্ট মঙ্গলবার তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮/৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৴৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। মোট ১ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ॥৴৪ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ১২ই আগষ্ট মঙ্গলবার তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে ১৫ই আগষ্ট শুক্রবারের মধ্যে অথবা যে স্থানে এই তারিখ ছুটির দিন থাকিবে সেখানে ১৪ই আগষ্ট বৃহস্পতিবারের মধ্যে টাকা প্রদান করিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাবলী পূর্ব্ববৎ।

গত ১লা আগষ্ট তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৭৫ লক্ষ টাকার বেঙ্গল ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৮/০ আনা দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট ৭৫ লক্ষ টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ৮/০ আনা ধার্য্য হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১লা আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৫৫ কোটি ২২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে এই চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৫৪ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। এই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে ১৫ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এই ধারের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতবর্ষের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি ১৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। এই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ৬০ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। এই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট আমানতের পরিমাণ হইতেছে ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এক্ষেত্রে মোট পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি ১০ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট ও ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫ কোটি ৯১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ও ২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উক্ত দুই খাতে যথাক্রমে ৬ কোটি ২১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ছিল।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫ ২৯/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬ ৭/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে দুই দিন কোনরূপ কাজ-কারবার হয় নাই। গতকল্য (বৃহস্পতিবার) রাখী পূর্ণিমার জন্য বাজার ছুটি দেওয়া হইয়াছিল—আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর নিমিত্ত তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ বাজার বন্ধ রহিয়াছে। যাহা হউক শেয়ার বাজারে কয়েকটি

বিভাগের শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং বেচাকেনার পরিমাণও কোন কোন স্থলে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজারে মোটের উপর একটা আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যদি সুদূর প্রাচ্যের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোনরূপ জটিল আকার ধারণ না করে, তাহা হইলে শেয়ার বাজারের অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়াই মনে হয়।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬৲ টাকা এবং ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮২।/০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৵০ আনা; ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০১॥৶০ আনা, ২৸০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৭॥৶০ আনা, ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৩।/০ আনা, ৪৲ সুদের ১৯৪৩ সালের কাগজ ১০৪।/০ আনা, ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১॥০ আনা এবং ৪॥০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৸০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ সুদের ১৯৫২ সালের মাদ্রাজ ঋণপত্র ৯৯॥৵০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৪ সালের ইউ, পি, ঋণপত্র ১০৬৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা ছিল না; কিন্তু গত সপ্তাহে এই বিভাগে যে তেজীর ভাব দেখা গিয়াছিল তাহা বলবৎ রহিয়াছে। বাউরিয়া ৩২০৲ টাকা, কাণপুর টেক্সটাইল ৮৸৵০ আনা, মুইয়ের মিল ৩১৯৲ টাকা, এলগিন মিল ২৫৸০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

পাটকল

এই সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বিভাগে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং কাজকারবারের পরিমাণও ভাল হইয়াছে। পাটকলের শেয়ারের দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় পাটকল সঙ্ঘ সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা করিয়া পাটকলের কাজ চালাইবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—তাহাতে পাটকলের শেয়ারের দরে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আদমজী ২৬৸৵০ আনা, আগপাড়া ৩০৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩৫৪৲ টাকা, হাওড়া ৫৬।০ আনা, কামারহাটী ৫২৫৲ টাকা এবং কাকনাড়া ৪২২৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের ভালরূপ চাহিদা ছিল। বলরামপুর ১০৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। চম্পারণ ১৬॥৵০ আনা, নিউ-সাভান ১০॥০ আনা এবং প্রতাপপুর ১১৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

চা-বাগান

এসপ্তাহের চাবাগানের শেয়ারের ভালরূপ চাহিদা দেখা গিয়াছিল। বাগারহাট ৪৩৭॥০ আনা এবং ডোয়াচেড়া ১৩৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ৩২৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ষ্টীল করপোরেশনের দর ২০৲ টাকায় স্থির ছিল। বার্ণ এণ্ড কোম্পানীর শেয়ারের ভালরূপ চাহিদা ছিল এবং ইহার দর৪১৪৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ক্যালকাটা ট্রামের শেয়ারের দর ১৮॥০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ইণ্ডিয়ান কেবেল ৩০৲ পর্য্যন্ত চড়িয়া পুনরায় ২৪ টাকায় নামিয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া টীটাগড় পেপার ১৯॥০ আনা, ডানলপ রবার ৪১॥০ আনা, এলকালী কেমিক্যাল ১৯।৵০ আনা এবং ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৫৩॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১লা আগষ্ট—৯৫৸৶০ ৯৬।০; ২রা—৯৫৸৶০ ৯৬৲। ৪ঠা—৯৫৸৶০ ৯৬৵০; ৫ই—৯৬৲; ৬ই—৯৬৲ ৯৬৵০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১লা আগষ্ট—৮২॥০; ৬ই—৮২।/০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১লা আগষ্ট—৯৯৸৶০; ৪ঠা—৯৯৸০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১লা আগষ্ট—১০১৸৵০ ১০২৲; ২রা—১০১॥৶০ ১০১৸/০; ৪ঠা—১০১॥৶০; ৫ই—১০১৸৵০ ১০১৸৶০; ৬ই—১০১॥৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ১লা আগষ্ট—৯৯৸৵০ ৯৯৸৶০; ৪ঠা—৯৯৸/০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১লা আগষ্ট—৯৫৶০; ২রা—৯৪৸৶০ ৯৫৵০; ৪ঠা—৯৫৵০; ৫ই—৯৫৵০; ৬ই—৯৫৲ ৯৫৵০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১লা আগষ্ট—১০৩৶০ ১০৩।/০; ৫ই—১০৩।০ ১০৩।/০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১লা আগষ্ট—১১০।০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১লা আগষ্ট—১১১॥০ ১১১॥৵০; ৪ঠা—১১১॥০ ১১১॥৵০; ৫ই—১১১।৵০ ১১১॥০। ৫৲ সুদের ইউ, পি, বণ্ড (১৯৪৪) ১লা আগষ্ট—১০৬৸৵০; ৪ঠা—১০৭৲; ৫ই—১০৬৸০ ১০৭৵০। ৩৲ সুদের ইউ, পি, বণ্ড (১৯৫২) ১লা আগষ্ট—৯৯৲; ৪ঠা—৯৯।৵০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ৪ঠা আগষ্ট—৯৯।/০। ২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ৪ঠা আগষ্ট—৯৭॥৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ৫ই আগষ্ট—১০৪৲। ৩৲ সুদের মাদ্রাজ ঋণ (১৯৫২) ৫ই আগষ্ট—৯৯॥৵০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১লা আগষ্ট—১,৫৫০৲; ২রা—১,৫৫৮৲; (কণ্টি) ১লা আগষ্ট—৩৮২৲ ৩৮৫৲। এলাহাবাদ (প্রেফ) ৬ই

আগষ্ট—১৫৭৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১লা আগষ্ট—১০৪৲ ১০৬৲; ২রা—১০৫৲ ১০৬॥০; ৪ঠা—১০৫৲ ১০৬॥০; ৫ই—১০৪৸০ ১০৬।০; ৬ই—১০৫॥০ ১০৭৲।

রেলপথ

হাওড়া আমতা রেলওয়ে ১লা আগষ্ট—৯৮॥০। ময়মনসিংহ ভৈরব-বাজার রেলওয়ে ১লা আগষ্ট—১০৫৲ ১০৬৲। আড়া সাসারাম রেলওয়ে ৪ঠা আগষ্ট—৬৮৲ ৬৯৲। সাহাদারা-দিল্লী-সাহারাণপুর রেলওয়ে ৫ই আগষ্ট—১৭৪৲ ১৭৫৲।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ১লা আগষ্ট—৪॥০ ৫।০; ২রা—৫৵০ ৬৵০; ৪ঠা—৫॥৵০ ৬।০; ৫ই—৫॥/০ ৬৲; ৬ই—৪॥৶০ ৫।০; (প্রেফ) ১লা—৬৸০; ২রা—৬৸০ ৭।৵০; ৪ঠা—৭৵০ ৭॥০; ৫ই—৭।০ ৭৸০; ৬ই—৭॥০ ৮/০। বেনারস কটন এণ্ড সিল্ক ১লা আগষ্ট—৪৸০ ৪৸৶০; ২রা—৪॥৵০ ৪৸৵০; ৪ঠা—৪॥/০ ৪৸০; ৫ই—৪॥৶০ ৫৲; ৬ই—৪॥৵০ ৪৸৵০। ঢাকেশ্বরী ৬ই আগষ্ট—১৭।০ ১৭॥০। বাউরিয়া (অর্ডি) ১লা আগষ্ট—২৯৫৲; ৪ঠা—৩০২; ৫ই—২৯৫॥০ ২৯৯৲; ৬ই—৩০২৲ ৩০৪৲; ('বি' প্রেফ) ১লা—৯২৲ ৯৫৲; ৪ঠা—৯৩৲; ৬ই—৯২৲ ৯৩৲। বেঙ্গল নাগপুর ২রা আগষ্ট—১৬৸০ ১৭৲; ৬ই—১৬৸/০ ১৭/০। কাণপুর টেক্সটাইল ১লা আগষ্ট—৮॥/০ ৮৸৶০; ২রা—৮৸৶০ ৫ই—৮॥০ ৯৲; ৬ই—৮॥০ ৮৸৵০। বঙ্গলক্ষ্মী ৫ই আগষ্ট—৬৩৲ ৬৪৲। ডানবার ১লা আগষ্ট—২৪৫৲ ২৪৯৲; ৪ঠা—২৫০৲ ২৫১৲; ৫ই—২৪৭৲; ৬ই—২৪৪৲ ২৪৭৲। এলগিন মিল ১লা আঃ—২৫৵০ ২৫।৵০; ২রা—২৫৵০ ২৫।৵০; ৪ঠা—২৫৶০ ২৫॥৵০; ৫ই—২৪৸৶০ ২৫।৶০; ৬ই—২৫৲ ২৫।৵০। কেশোরাম ১লা আঃ—৮।৵০ ৮॥৶০; ২রা—৮॥০ ৮৸০; ৪ঠা—৮।৵০; ৫ই—৮।৵০ ৮।৶০; ৬ই—৮।৵০ ৮।৶০। মোহিনী মিল ১লা আঃ—১৪৲; ৪ঠা—১৫৸৵০ ১৬৲; ৫ই—১৫৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১লা আঃ—৩৸৵০ ৪৵০; ২রা—৩৸৵০ ৪/০; ৪ঠা—৩৸৵০ ৪/০; ৫ই—৩৸৶০ ৪/০; ৬ই—৩৸/০ ৪৲; (প্রেফ) ১লা আঃ—৬।৶০ ৬৸৵০।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ১লা আগষ্ট—৩৬৩৲; ৪ঠা—৩৬৪৲ ৩৬৬৲; ৫ই—৩৬২৲ ৩৬৩৲; ৬ই—৩৬২৲ ৩৬৫৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ১লা আগষ্ট—১৫৸০; ৪ঠা—১৫।০। বোরিয়া ১লা আগষ্ট—১৭।৶০ ১৭॥৶০; ৫ই—১৬৸০; ৬ই—১৭৲। বরাকর ১লা আগষ্ট—১৩॥৵০; ৪ঠা—১৩৸৶০ ১৪৶০। ধেমোমেইন ১লা আগষ্ট—১২।৵০ ১২॥৵০; ৪ঠা—১২৵০ ১২॥৶০; ৫ই—১২৶০ ১২।৶০; ৬ই—১২৶০ ১২॥০। ইকুইটেবেল ১লা আগষ্ট—৩৪৸৶০ ৩৫॥/০; ৬ই—৩৬৲। কাতরাস ঝরিয়া ৫ই আগষ্ট—২৬॥০। খুসিক এণ্ড মুশ্লিয়া ১লা আগষ্ট—৪।৵০; ৫ই—৪।৵০ ৪৸/০; ৬ই—৪॥০ ৪॥৵০। ভুলানবাড়ী ৪ঠা আগষ্ট—১৩।৵০। সুরিসাদি ১লা আগষ্ট—১২৸৶০ ১৩৲; ৬ই—১৩।০ ১৩॥০। বড়ধেমো ৬ই আগষ্ট—৪॥০। কালাপাহাড়ী ১লা আগষ্ট—১২৲ ১২।০; ২রা—১২৸০; ৪ঠা—১৩৲ ১৩॥০; ৬ই—১৩॥০। নিউবীরভূম ১লা আগষ্ট—১৬৸০ ১৬৸৵০; ৫ই—১৬॥৵০ ১৭৲; ৬ই—১৬।০ ১৬৸০। নিউমানভূম ১লা আগষ্ট—৪২।০; ৫ই—৪২॥০ ৪২৸০; ৬ই—৪২৸০ ৪৩৲। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪ঠা আগষ্ট—২০৸০ ২১।০। রেওয়া ১লা আগষ্ট—২৪৲; ৪ঠা—২৩৸০ ২৪৵০; ৫ই—২৪৲ ২৪।০। ভালগোড়া ১লা আগষ্ট—৫/০ ৫।/০; ২রা—৫৲ ৫।৵০; ৫ই—৪৸৶০ ৫।৵০; ৬ই—৫৵০ ৫।৵০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৬ই আগষ্ট—১৭৵০ ১৭।৵০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২রা আগষ্ট—২৯।০; ৫ই—২৯৲। নাজিরা ৪ঠা আগষ্ট—৮৸৶০; ৬ই—৮।৵০ ৯৵০।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ১লা আগষ্ট—৪৶০ ৪।৶০; ২রা—৪।০; ৪ঠা—৪।০ ৪।/০; ৫ই—৪।/০ ৪॥০; ৬ই—৪।০ ৪।৶০। ইণ্ডিয়ান কপার ১লা আগষ্ট—

২৴০ ২৷০ ; ২রা—২৴০ ২৵০ ; ৪ঠা—২৵০ ২৶০ ; ৫ই—২৵০ ; ৬ই—২৵০ । কনসোলিডেটেড টীন ৫ই আগষ্ট—২৶০ ২৷৵০ ; ৬ই—২৷০ । করাণপুরা ডেভলপমেণ্ট ৬ই আঃ—৯৲ ৯৷০ ।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১লা আগষ্ট—১৫১৲ ; ২রা—১৫০॥০ ১৫১॥০ ; ৪ঠা—১৫১৲ ১৫৩৲ ; ৫ই—১৫২৲ ১৫৪৲ ; ৬ই—১৫৩৲ ১৫৬৲ । মহীশূর পেপার ১লা আঃ—১৬৲ ১৬৷০ ; ৪ঠা—১৬॥৵০ ১৭৴০ ; ৫ই—১৬॥৶০ ১৭৷০ ; ৬ই—১৭৷০ ১৭॥০ । ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ১লা আঃ—১৩৸৴০ ১৪৵০ ; ৫ই—১৩৸০ ১৪৵০ ; ৬ই—১৩৸৴০ ১৪৵০ ; (নিউপ্রেফ) ২রা আঃ—১০৭৲ । শ্রীগোপাল পেপার ১লা আঃ—১২৷৵০ ১২৸৴০ ; ৪ঠা—১২॥৵০ ১৩৲ ; ৫ই—১৩৲ ; ৬ই—১৩৲ ১৩৴০ ; (প্রেফ) ৫ই আঃ—১১৬৲ ১১৭৲ । ষ্টার পেপার ১লা আঃ—১১৷৵০; ৪ঠা ১১॥৵০ ১১৸৵০ ; ৫ই—১১॥৵০ ১১৸৵০ ; ৬ই—১১॥৵; (প্রেফ) ২রা আঃ—১২০৲ । টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ১লা আঃ—১৯॥৵০ ; ২রা—১৯৷৵০ ১৯॥৵০ ; ৪ঠা—১৯॥০ ২০৵০ ; ৫ই—১৯॥৵০ ২০৲ ; ৬ই—১৯॥০ ১৯৸৶০ ; (প্রেফ অর্ডি) ৬ই আঃ—৫॥০ ৫৸০ । বেঙ্গল পেপার ৪ঠা আঃ—১২৮৲ ; ৫ই—১৩০৲ ১৩১৲ ।

সিমেণ্ট

বেঙ্গল পটারীজ ১লা আগষ্ট—৯৷০ । ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ১লা আঃ—১৩৴০; ৪ঠা—১৩৵০ ; ৫ই—১৩৴০ ১৩॥০ ; ৬ই—১৩৷০ ; (ডেফার্ড) ১লা আঃ—২॥৵০ ৩৲ ; ৫ই—২৸৶০ ; ৬ই—২৸৴০ ৩৴০ । রিলায়েন্স ফায়ার বৃক্স ১লা আঃ—১০৵০ ১০॥০ ।

ইলেকট্রীক

ভাগলপুর ইলেকট্রিক ১লা আগষ্ট—১০॥০ ১০৸০ । আগ্রা ইলেকট্রিক ৪ঠা আঃ—১৪২৲ । বেনারস ইলেকট্রিক ৫ই আঃ—১৪৸৶০ ১৫৶০ । মির্জ্জাপুর ইলেকট্রিক ৫ই আঃ—৫৷০ ৫॥০ ।

পাটকল

আগড়পাড়া ১লা আগষ্ট—৩০৵০ ৩১॥০ ; ২রা—৩০৵০ ৩০৷৵০ ; ৫ই—৩০৷০ ৩০৸ ; ৬ই—৩০৷০ ; (প্রেফ) ৬ই আঃ—১৫৯৲ । এলায়েন্স ১লা আঃ—২৯২৲ ; ২রা—২৯৬৲ ২৯৭॥০ ; ৫ই—২৯৬৲ ৩০১৲ ; ৬ই—৩০০৲ ৩১৫৲ । এংলো ইণ্ডিয়া ১লা আঃ—৩৫৪৲ ৩৫৯৲; ৪ঠা—৩৫৬৲ ৩৬০৲ ; ৫ই—৩৫৪৲ ৩৫৯৲ ; ৬ই—৩৫৪৲ । বরানগর ১লা আঃ—১০৯৲ ১১০৲ ; ২রা—১১১৲ ; ৪ঠা—১০৯॥০ ১১৩৲ ; ৬ই—১১০৲ । বিরলা ১লা আঃ—২৯৵০ ; ২রা—২৮৸৴০ ২৯৵০ ; ৫ই—২৯৲ ; ৬ই—২৮৸০ । চিতভলসা ১লা—১৫৷০ ১৫৸০ ; ২রা—১৫॥৵০ ১৫৸৶০ ; ৪ঠা—১৫৷৵০ ১৬৲ ; ৬ই—১৫৸৴০ ১৬৴০ । ক্লাইভ ১লা আঃ—২৬৸০ ২৭॥০ ; ২রা—২৬৸০ ২৭৷৵০ ; ৪ঠা—২৭৵০ ২৭॥০ ; ৫ই ২৬৸৵০ ২৭৷৵০ ; ৬ই—২৬৸০ ২৭৲ । ডেল্টা ১লা আঃ—৪৩৯৲ ৪৪১৲ ; ২রা—৪৪০৲ ৪৪২॥০ ; ৪ঠা—৪৪৪॥০ ৪৪৫৲ ; ৫ই—৪৩৭৲ ৪৪৪৲ ; ৬ই—৪৪৩৲ । ফোর্টগ্লষ্টার ১লা আঃ—৫৪০৲ ; ৪ঠা—৫৫৮৲ ; ৫ই—৫৪৪৲ ; ৬ই ৫৪৩৲ । হাওড়া ১লা আঃ—৫৫৲ ৫৬৲ ; ২রা—৫৫৷০ ৫৬৷০ ; ৪ঠা—৫৫৸০ ৫৬৸৵০ ; ৫ই—৫৫৸৵০ ৫৬৸০ ; ৬ই—৫৫৸০ ৫৬৸০ । হুকুমচাঁদ ১লা আঃ—১২৷৵০ ১২॥৵০ ; ২রা—১২৷৵০ ; ৪ঠা—১২॥০ ১২৸০ ; ৫ই—১২৷৴০ ১২৷৵০ । ইণ্ডিয়া ১লা আঃ—৩৬৮৲ ৩৭৬৲ ; ২রা—৩৭২৲ ৩৭৪৲ ; ৪ঠা—৩৭১৲ ৩৭৪৲ ; ৫ই—৩৬৬॥০ ৩৭৪৲ ; ৬ই—৩৬৭৲ ৩৭২৲ ; ৫ই—৩৬৬॥০ ৩৭৪৲ ; ৬ই—৩৬৭৲ ৩৭২৲ । কামারহাটী ১লা আঃ—৫২০৲ ৫২৭৲ ; ২রা—৫২২৲ ৫২৫৲ ; ৪ঠা—৫২৫৲ ৫২৯৲ ; ৫ই—৫২০৲ ৫৩০৲ ; ৬ই—৫২২৲ ৫২৫৲ । মেঘনা ১লা আঃ—৪৮॥৵০ ৫০৲ ; ৪ঠা—৪৯৷০ ৫০৲ ; ৫ই—৪৮৸০ ৪৯॥০ । কাকনারা ২রা আঃ—৪২৫৲ ; ৪ঠা—৪২৭॥০ ; ৫ই—৪২৭৲ ৬ই—৪২২৲ ৪২৩৲ । নস্করপাড়া ১লা আঃ—১৮৷৵০ ১৮৸০ ; ৪ঠা—১৮৷০ ১৮॥০ ; ৫ই —১৮৷০ ১৮৸০ ; ৬ই—১৭॥৵০ ; ন্যাশনাল ১লা আঃ—২৩৸০ ২৪৷০ ; ২রা—২৪৲ ২৪৷০ ; ৪ঠা—২৪৵০ ২৪৷৵০ ; ৫ই—২৪৲ ২৪৷০ ; ৬ই—২৩৸০ ২৪৷০ ; নিউ সেণ্ট্রাল ১লা আঃ—৩২৭৲ ; ২রা—৩২৫৲ ; ৪ঠা—৩৩০৲ ৩৩২৲ ; নদীয়া ১লা আঃ—৬৭৲ ; ২রা—৬৭৲ ; ৫ই—৬৭৲ ৬৭॥০ ; প্রেসিডেন্সী ১লা আঃ—৫॥০ ৫৸৵০ ; ২রা—৫॥০ ৫৸৴০ ; ৪ঠা—৫৷৵০ ৫৸০ ; ৫ই—৫॥০ ৫৸৴০ ; ৬ই—৫॥৴০ ৫৸৴০ ; ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১লা আঃ—২৯০৲ ; ৫ই—২৮৭৲ ২৯৩৲ ; ৬ই—২৮৬৲ ২৯০৲ ; ওয়েভার্লি ১লা আঃ—৩৷৴০ ৩॥৵০ ; ২রা—

৩৵৹ ; ৫ই—৩৵৹ ৩৷৴৹ ; (প্রেফ) ১লা আঃ—৬৫৲ ৬৬৲ ; বেলভেডিয়র ৪ঠা আঃ—৪০৬৲ ; অকল্যাণ্ড ২রা আঃ—১৮৩৲ ; ৫ই—১৮১৲ ১৮৭৲ ; ৬ই—১৮২৲ ; বালি ২রা আঃ—২৪৪৲ ; ৬ই—২৪০৲ ২৪০৷৹ ; (প্রেফ) ৫ই আঃ—১১৭৲ ১১৮৲ ; বঙ্গবঙ্গ ২রা আঃ—৩৬৮৲ ৩৭৬৲ ; ৪ঠা—৩৭৫৲ ৩৭৮৲ ; সেভিয়ট ২রা আঃ—২০৩৲ ; ডালহৌসী ৬ই আঃ—৩৩৯৲ ৩৪০৲ ; এম্পায়ার ২রা আঃ—২৭৸৹ ২৮৷৹ ; ৫ই—২৮৷৹ ; নেলিমার্লা ২রা আঃ—১১৷৹ ১১৷৵৹ ; ৪ঠা—১১৷৹ ; ১১৷৹।

কেমিক্যাল

এলক্যালি কেমিক্যাল (অর্ডি) ১লা আঃ—১৮৸৹ ; ২রা—১৯৷৹ ; ৪ঠা—১৯৲ ১৯৷৵৹ ; (প্রেফ) ৬ই আঃ—১২২৲ ; বেঙ্গল এরিয়েটিং গ্যাস ১লা আঃ—৬৭৲ ৭০৲ ; ২রা—৬৯৲ ৭১৲ ; ৪ঠা—৭১৲ ৭০৲ ; ৫ই—৭১৲ ৭২৲ ; ৬ই—৭১৲ ৭২৲ ; ফ্রাঙ্করস ১লা আঃ—৫৸৹ ৫৸৵৹।

ডিবেঞ্চার

৩৷৹ সুদের (১৯৬১-৬৬) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ১লা আগষ্ট—১০০৷৹। ৬৲ (১৯২৫) সুদের ক্যালকাটা পোর্টট্রাষ্ট ৫ই আঃ—১২০।

চিনির কল

বলরামপুর ১লা আঃ—৯৷৹ ; ২রা—১০৵৹ ; ৪ঠা—১০৲ ১০৷৵৹ ; ৫ই—৯৸৵৹ ১০৷৴৹ ; ৬ই—৯৸৵৹ ১০৶৹। ভারত ১লা আঃ—৮৷৹ ৯৵৹ ; ৫ই—৯৷৹ ৯৷৶৹। কেরু এণ্ড কোং ১লা আঃ—১২৷৹ ১২৸৹ ; ২রা—১২৶৹ ১২৷৹ ; ৪ঠা—১২৲ ১২৷৹ ; ৫ই—১২৴৹ ১২৷৹ ; ৬ই—১২৵৹ ১২৷৵৹ ; (প্রেফ) ১লা আঃ—১২২৷৹। ৬ই—১২২৲ ১২৫৲। কাণপুর ১লা আঃ—২০৸৹ ২১৷৹। চম্পারণ ১লা আঃ—১৬৷৹ ; ২রা—১৬৷৹ ১৬৸৹ ; ৫ই—১৬৶৹ ১৬৷৶৹ ; ৬ই—১৫৸৵৹ ১৬৷৵৹। নিউ সাভান ১লা আঃ—১০৲ ১১৵৹ ; ২রা—১০৸৹ ১১৲ ; ৪ঠা—১০৸৹ ১১৵৹ ; ৫ই—১০৷৶৹ ১১৴৹ ; ৬ই—১০৷৹ ১১৲। প্রতাপপুর ১লা আঃ—৯৷৹ ; ২রা—৯৸৹ ১০৲ ; ৪ঠা—১০৸৹ ১১৲ ; (প্রেফ) ১লা আঃ—১৭৷৹ ; ২রা—১৭৷৹ ; ৪ঠা—১৮৷৹ ১৮৸৹ ; ৫ই—১৮৷৹ ১৮৸৹ ; ৬ই—১৮৸৹ ১৯৷৹। রামনগর কেন এণ্ড সুগার (অর্ডি) ১লা আগঃ—৯৷৵৹ ৯৸৹ ; ৪ঠা—৯৷৵৹ ১০৴৹ ; ৫ই—৯৸৹ ১০৲ ; ৬ই—১০৵৹ ১০৶৹। সমস্তীপুর ১লা আঃ—৯৷৹ ১০৵৹ ; ২রা—৯৷৵৹ ৯৸৵৹ ; ৪ঠা—৯৷৶৹ ৯৸৶৹ ; ৫ই—৯৷৴৹ ১০৲ ; ৬ই—৯৷৴৹ ৯৷৶৹। রাজা ২রা আঃ—১৯৲ ১৯৷৴৹ ; ৪ঠা—১৮৸৶৹ ১৯৷৹ ; ৫ই—১৮৸৴৹ ১৯৵৹। বুলাণ্ড ৪ঠা আঃ—১৮৸৹ ১৯৷৹ ; ৬ই—১৮৷৵৹।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার ১লা আঃ—১১৸৹ ; (প্রেফ) ৬ই—১৪৷৹ ; বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১লা আঃ—৯৷৵৹ ৯৸৶৹ ; ২রা—১০৷৹ ; ৫ই—১০৶৹ ১০৷৵৹ ; ৬ই—১০৷৹ ; বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১লা আঃ—৪১০৲ ৪১৩৲ ; ২রা—৪১০৲ ৪১২৲ ; ৪ঠা—৪১৩৲ ৪২০৲ ; ৫ই—৪১৮৲ ৪২০৲ ; ৬ই—৪১৪৲ ৪২০৲। হুকুমচাঁদ ষ্টীল (অর্ডি) ১লা আঃ—১৩৸৵৹ ১৪৷৵৹ ; ৪ঠা—১৩৸৵৹ ১৩৸৶৹ ; ৫ই—১৪৲ ১৪৷৵৹ ; ৬ই—১৪৷৹ ১৪৷৵৹। ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ১লা আঃ—২৯৵৹। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১লা আঃ—৩১৸৶৹ ৩২৲ ৩২৴৹। ২রা—৩২৴৹ ৩২৵৹ ৩২৶৹ ৩২৷৵৹ ৩২৷৶৹ ৩২৷৹ ৩২৸৹ ; ৪ঠা—৩১৸৶৹ ৩২৴৹ ৩২৵৹ ৩২৷৴৹ ৩২৷৵৹ ৩২৸৴৹ ; ৫ই—৩১৸৶৹ ৩২৲ ৩২৷৹ ৩২৷৴৹ ৩২৷৴৹ ৩২৷৵৹ ; ৬ই—৩১৸৶৹ ৩২৵৹ ৩২৶৹ ৩২৷৵৹। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ (অর্ডি) ১লা আঃ—৬৫৷৹ ; ৪ঠা—৬৫৷৹ ৬৭৲ ; ৬ই—৬৯৲। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস্ (অর্ডি) ১লা আঃ—৫৬৸৹। ৪ঠা—৫৬৷৹ ৫৭৲ ; ৫ই—৫৭৲ ৫৮৲ ; ৬ই—৫৭৷৹ ৫৮৲ ; (ডেফার্ড) ৫ই আঃ—৩৭৷৹ ; ৬ই—৩৭৷৹ ৩৮৷৹ ; (কণ্টি) ৫ই আঃ—৮৷৹ ৮৸৴৹। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ১লা আঃ—৪৷৹ ; ২রা—৪৷৴৹ ; ৫ই—৪৷৴৹ ৫৷৹ ; ৬ই—৫৴৹ ৫৸৵৹ ; (প্রেফ) ৫ই আঃ—১৪২৲ ; ৬ই—১৪৪৲ ১৪৬৲। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১লা আঃ—৯৷৶৹ ; ৬ই—৯৷৹ ৯৷৴৹। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ১লা আগষ্ট—১৯৸৵৹ ২০৷৵৹ ; ২রা—২০৲ ২০৴৹ ২০৵৹ ২০৷৴৹ ২০৷৵৹ ; ৪ঠা—১৯৸৵৹ ১৯৸৶৹ ২০৴৹ ২০৷৴৹ ; ৬ই—২০৲ ২০৷৹ ২০৷৴৹ ২০৷৵৹ ; (প্রেফ) ১লা আঃ—১২০৲ ১২১৷৹ ; ২রা—১২০৲ ; ৫ই—১২১৲ ১২২৲ ; বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২রা আঃ—১০৸৹ ১১৸৹ ; ৪ঠা—১১৷৹ ১১৸৵৹ ; ৫ই—১১৷৹ ১১৸৵৹ ; ৬ই—১১৷৹ ; ইণ্ডিয়ান মেলেবেল এণ্ড কাষ্টীং (ডেফার্ড) ৪ঠা আঃ—২৸৹ ২৸৵৹ ; ৬ই—২৸৹ ২৸৵৹ (অর্ডি) ৫ই আঃ—৮৷৵৹ ৮৸৵৹ ; ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৫ই আঃ—৯৷৹ ৯৸৵৹ ; ৬ই—৯৷৴৹ ১০৷৴৹।

চা বাগান

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১লা আগষ্ট—৯৷৵৹। ইষ্টার্ণ কাছাড় ১লা আঃ—৯৲ ৯৷৹ ; ৪ঠা—৯৵৹। হানসকোয়া ১লা আঃ—১০৷৹ ১০৸৹ ; ৫ই—১০৸৹ ১১৲ ; ৬ই—১০৷৵৹ ১১৲। হাসিমারা ১লা আঃ—৪৪৸৹ ; ৬ই—৪৫৸৹ ৪৬৷৵৹। চুনাভুতি ৬ই আঃ—৪৪২৲ ৪৪৪৷৹। সেপয় ১লা আঃ—১১৷৵৹। সোনাই রিভার ৬ই আঃ—১৮৲ ১৮৷৹। তেজপুর ১লা আঃ—৮৲ ৮৷৵৹ ; ২রা—৮৵৹ ৮৷৹ ; ৪ঠা—৮৷৹ ৮৷৴৹ ; ৫ই—৮৷৵৹ ৮৷৴৹ ; ৬ই—৮৷৴৹ ৮৷৶৹ ; (প্রেফ) ১লা আঃ—১৪৷৵৹। টাঙ্গানী ৬ই আঃ—৫৷৵৹। বাণারহাট (অর্ডি) ২রা আঃ—৪৩২৷৹ ; ৬ই—৪৩৫৲ ৪৩৭৷৹ ; (প্রেফ) ৬ই আঃ—১৭০৲ ১৭১৲। বেটজান ২রা আঃ—৩০৲। রাজনগর ৬ই আঃ—৭৸৵৹ ৮৵৹। সরুগাও ২রা আঃ—১০৶৹ ১০৷৶৹ ; ৫ই—১০৶৹ ১০৷৹ ; ৬ই—১০৷৹ ১০৷৹। জয়বীরপাড়া ২রা আঃ—২০৵৹ ২০৷৹। আরকুটীপুর ৪ঠা আঃ—১৩৷৹। বাণারহাট (প্রেফ) ৫ই আঃ—১৬৮৲ ১৬৯৲।

বিবিধ

বরারি কোক ১লা আ:—২৬৷০ ২৬৷৷০ ; ৫ই—২৬৶০ ২৭৲। এসো-সিয়েট হোটেল (প্রেফ) ১লা আ:—৯৫৲ ৯৬৲ ; ২রা—৯৪৲ ; ৬ই—৯৬৲ ৯৭৲। বি, আই, করপোরেশন (অর্ডি) ১লা আ:—৪৷৷৴০ ৪৷৷৵০ ; ২রা—৪৷৷৵০ ৪৸০ ; ৫ই—৪৸০ ৪৸৶০ ; ৬ই—৪৸০ ৪৸৵০। ডানলপ রবার (অর্ডি) ১লা আ: —৪১৲ ; ৫ই—৪১৷৷০ ৪২৲ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ১লা আ:—১২০৲ ১২১৸০ ; ২রা—১২২৲। গ্যাঞ্জেস রোপ ১লা আ:—২৬৭৷৷০ ২৬৯৲ ; ৫ই—২৬৫৲। ইণ্ডোবার্ম্মা পেট্রোলিয়াম ৬ই আ:—১১৮৲ ১২০৷৷০। ইণ্ডিয়ান কেবেলস ১লা আ:—২৪৸৶০ ২৬৸৵০ ; ২রা—২৮৷০ ২৮৸০ ; ৫ই—২৮৷০ ২৮৷৵০ ; ৬ই—২৮৷০ ২৮৷৷৵০। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (প্রেফ) ১লা আ:—১৬১ ১৬৬৲ ; ২রা—১৬২৲ ১৬৬৷৷০। কবি জেনারেল ইনসিওরেন্স ৬ই আ:—৮৲ ৮৵০। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ১লা আ:—৮৭৲ ৮৮৲। হিমালয়ান এসুরেন্স ৬ই আ:—১৬৷৷০। হুমায়ুন প্রপার্টিস (প্রেফ) ২রা আ:—১০৷৵ ; ৫ই—১০৸০ ১১৲ ; ৬ই—১০৷০। মেদিনীপুর জমিদারী ৫ই আ:—১০৷৷০ ১১৷৷০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৯ই আগষ্ট

সুদুর প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া পাটের বাজারে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে এবং সেই জল্পনা কল্পনার সঙ্গে পাটের দরেরও উঠানামা ঘটিতেছে। জাপান ইন্দোচীনে বিমান ও নৌ-ঘাটী স্থাপন করিবার পর বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুগপৎ কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করে। উহার পর কয়েকদিন জাপানের পক্ষ হইতে নূতন কোন অভিযানের নমুনা দেখা যায় নাই। অবস্থার জটিলতা এইভাবে প্রশমিত হওয়ায় পাটের বাজারে নূতন করিয়া আশাভরসার ভাব সৃষ্ট হয়। ফলে এ সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজারে পাটের দর চড়িয়া ৬৪৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু পরে সুদুর প্রাচ্যে রাজনৈতিক অবস্থার গতি প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবার ফলে বাজারে পাটের মূল্য আবার পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে। গতকল্য (৮ই আগষ্ট) বাজারে পাটের দর সর্ব্বোচ্চে ৬১৸০ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৬০৷৷৵০ আনায় দাঁড়াইয়াছিল। অদ্য বাজারে পাটের দর সর্ব্বোচ্চে ৬০৶০ আনার বেশী চড়ে নাই এবং অপরদিকে তাহা ৫৯৵০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। সুদুর প্রাচ্যের অবস্থা সম্পর্কে অদ্যকার সংবাদপত্রে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে বুঝা যায়, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যাণ্ড অধিকারের বিরুদ্ধে জাপানকে সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও জাপানী সৈন্যরা থাইল্যাণ্ডের দিকে অভিযান সুরু করিয়াছে। এদিকে সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনীও জাপানের অভিযান আশঙ্কায় প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে থাইল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া সুদুর প্রাচ্যে অচিরেই যুদ্ধ বাধিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যুদ্ধ বাধিলে ভারত হইতে পাট ও থলে চালান দেওয়ার বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে। এই অবস্থায় বাজারে যে পাটের দর হ্রাস পাইবে তাহা স্বাভাবিক। নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৪ঠা আগষ্ট	৬৩৷৷০	৬২৷৷০	৬৩৷৷০
৫ই ,,	৬৪৵০	৬৩৲	৬৩৸৵০
৬ই ,,	৬৩৷৷৵০	৬২৷৷৵০	৬২৷৷৵০
৭ই ,,	(বাজার বন্ধ ছিল)		
৮ই ,,	৬১৸০	৬০৷৷৵০	৬০৸৵০
৯ই ,,	৬০৶০	৫৯৶০	৫৯৸০

মফঃস্বল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় গ্রামাঞ্চল হইতে সহর কেন্দ্রে এখনও নূতন পাট বিশেষ কিছুই আমদানী হইতেছে না। বর্ত্তমানে অনেক-স্থলেই কৃষকেরা আউস ধান কাটা নিয়া ব্যস্ত আছে। পাট কাটা সম্বন্ধে তাহারা তেমন মনোযোগ দিতে পারিতেছে না। যে সমস্ত অঞ্চলে পাট কতক পরিমাণে কাটা হইয়াছে সেই সব অঞ্চলেও লোকে অধিক মূল্যের আশায় পাট ধরিয়া রাখিবারই চেষ্টা করিতেছে।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা পাটক্রয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখায় নাই। ফার্ষ্ট পাট প্রতি বেল ৫১৲ টাকা ও লাইটনিং শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৪১৲ টাকা দরে পাটকলওয়ালাদের সহিত সামান্য পরিমাণে কারবার হইয়াছে। আলগা পাটের বাজারে বিকিকিনি বিশেষ কিছুই হয় নাই।

থলে ও চট

থলে ও চটের বাজারে এ সপ্তাহে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। গত ১লা আগষ্ট বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ২০৷০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ২৪৷৷৵০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৯৷৷৵০ আনা ও ২৪৸০ আনা দাঁড়ায়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে কোনরূপ স্থির ভাব দেখা যায় নাই। সপ্তাহের প্রথম ভাগে যদিও সোণার দরে সামান্য কিছু ঊর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সপ্তাহের শেষভাগে বজায় থাকে নাই। বোম্বাইয়ে রেডী সোণার দর ভরি প্রতি ৪২৶০ আনায় উঠিয়া আবার সপ্তাহের শেষে ৪২৴৬ পাইতে নামিয়া গিয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোণার দর ৪২৴০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪২৲ টাকা এবং প্রতিটী গিনির দর ২৮৷৷৴০ আনা ছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ছিল ৮ পাঃ ৮ শিলিং।

রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজ-কারবার হয় নাই। রূপা চাহিদা খুব কম ছিল এবং রূপার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডী রূপার দর ৬২৸৵০ আনা এবং সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬২৸৶৬ পাই ছিল। কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩।৵০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩॥৵০ আনা ছিল। লণ্ডনে সপ্তাহের প্রথম ভাগে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩½ পেন্স, কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে ২৩⅛ পেন্সে নামিয়া গিয়াছে। নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ৩৪¾ সেণ্ট।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট

গত সপ্তাহের বোম্বাইএর তুলার বাজারের যে আকস্মিক অবনতির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের অবস্থা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, জাপান কর্ত্তৃক ইন্দোচীনে ঘাঁটি স্থাপন লইয়া যে সংঘর্ষ বাধিবার শঙ্কা দেখা দিয়াছিল আপাততঃ তাহার সম্ভাবনা দেখা যায় না। অবশ্য সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা এখনও অস্পষ্ট; সুতরাং তুলার বাজারের আবহাওয়াও অনিশ্চিত। জাপানের সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধ না বাধিলেও জাপানী ধনসম্পত্তি আটক করার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্বন্ধ ও জাহাজ সংস্থানের ব্যবস্থা যেরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তুলার বাজারের সম্মুখে কোন আশার আলো দেখা যায় না। এই সব কারণেই তুলা উৎপাদক অঞ্চলসমূহ হইতে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও ওমরার দরে এতটুকু চড়তির ভাব দেখা যায় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ এপ্রিল-মে ২৭০।০ আনা, বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ২৩৪৲ টাকা, ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ২০৫৲ টাকা এবং বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১২৩।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ২৭০।০ আনা, ২৩৯৲ টাকা, ১১৯।০ আনা এবং ১৪২॥০ আনা।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক জাপানের ধনসম্পত্তি আটকের আদেশ দেওয়ার ফলেই সূতা ও কাপড়ের মূল্য আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুলার বাজারের অবনতি সত্ত্বেও কাপড়ের ক্রয় বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায়ী মহল বেশী লাভের আশায় কাপড় মজুত করিবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। কাপড়ের বাজারের বর্ত্তমান চড়তির ভাব শিথিল হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। কেননা, ভারতের বাজারে জাপানী বস্ত্রের আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিও যুদ্ধের সরবরাহেই সমধিক ব্যাপৃত রহিয়াছে।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট

কলিকাতা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে পাটনাই ধান ও চাউলের চাহিদা ছিল। প্রতিমণ ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল :—

ধান—২৩ নং পাটনাই—৪।/০ আনা, ৪॥/৬ পাই; রূপশাল—৪।/৬ পাই ৪।৵০ আনা; কাটারিভোগ—৪॥৵০ আনা; দাদশাল—৪।০ ৪।/০ আনা; ছামাই—৪/০ আনা; ৪৵০ আনা; হোগলা—৪৲ ৪৵০ আনা; যশোয়া—৪৲; কুমরাগোড়া মোটা—৩॥৵০ আনা; ৩॥৵০ আনা।

চাউল—রূপশাল (কলছাঁটা)—৭।০ আনা; কাটারিভোগ—৭॥০ আনা; ২৩ নং পাটনাই—৭/৬ পাই ৭৵০ আনা; **আতপ কাটারিভোগ—৮৵০**; কামিনী আতপ—৭।০ আনা ৭॥০ আনা।

রেঙ্গুণ—আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুণের ধান ও চাউলের বাজারে মন্দারভাব দেখা গিয়াছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (এক ঝুড়িতে ৭৫ পাউণ্ড থাকে) ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল :—

চাউল—খানানটো চলতি—৩৭৯৲; আগষ্ট—৩৬৯৲; সেপ্টেম্বর—৩৭৯৲; অক্টোবর—৩৮০৲।

আতপ চাউল—মোটা—৩৫৪৲ ৩৬৫৲; সরু—৩৮৫৲ ৩৯৫৲; টেবিয়ান—৪৩০৲ ৪৪০৲; সুগন্ধি—৪২০৲ ৪৪০৲; কুলফি—৪১০৲ ৪২০৲; ম্যাণ্ডালে—৪৩০৲ ৪৭০৲; ভাঙ্গা—২৫৫৲ ২৭০৲।

সিদ্ধ চাউল—লম্বা—৩৯৭৲ ৪০৫৲; শীলচর—৩৮৫৲ ৩৯৫৲; সমসিদ্ধ—৩৭৫৲ ৩৮০৲; ভাঙ্গা—২৭০৲ ৩০০৲।

ধান্য—নাসিম শ্রেণী—১৪০৲ ১৪৫৲; মাঝারি—১৫৫৲ ১৫৭৲।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট।

কলিকাতা—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে স্থানীয় চিনির বাজার বিশেষ তেজী ছিল এবং কোন কোন শ্রেণীর চিনির দর সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে মণপ্রতি ।/০ আনা হইতে ।৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু সিণ্ডিকেট মজুদ চিনির শতকরা বিশ ভাগ বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করিবার অনুমতি দেওয়ার পর বাজারে চিনির দরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং চিনির দর সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্যের স্তরে নামিয়া আসে। মাত্র কয়েকটী বিশেষ শ্রেণীর চিনি স্বল্প পরিমাণে সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে মণ প্রতি ৵০ আনা হইতে ৶০ আনা পর্য্যন্ত অধিক দরে বিক্রীত হইয়াছিল। চিনির দর কমাইবার জন্য সিণ্ডিকেট যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে চিনির দর বৃদ্ধি পাইবে না বলিয়াই বাজারের দৃঢ় ধারণা। সংবাদ রটিয়াছে যে, শীঘ্রই সিণ্ডিকেট মজুদ চিনির আরও কতকাংশ বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করিবার অনুমতি দান করিবে এবং তাহা হইলে বাজারে চিনির দরে আরও মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রায় ৮০ হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি মজুদ ছিল। চিনির দর প্রতিমণ নিম্নরূপ ছিল :—মতিপুর—১১৵০; পলাশী—১০॥৵০ আনা; রাইয়াম—১০॥৶৩ পাই; চম্পারণ—১০॥৶৩ পাই; তমকোহী—১০।৵০ আনা; পুরণা—১০।০; জাফা—১০।০ আনা; সমস্তীপুর—১০।০ আনা; হাতোয়া—৯৸০ আনা; হারখোয়া—৯৸০ আনা।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ২৸৵০ আনা হইতে ২৸৶০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৩৵০ আনা হইতে ৩।৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় বাজারে মজুদ খৈলের পরিমাণ সীমাবদ্ধ ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা তাঁহাদের প্রয়োজন মত খৈল ক্রয় করিয়াছে।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। মিলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৷৷/০ আনা হইতে ১৷৷৶০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। অপরপক্ষে আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৩৷৷৵০ আনা হইতে ৩৸০ টাকা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা অল্প পরিমাণে সরিষার খৈল ক্রয় করিয়াছে। সরিষার খৈলের কোনরূপ রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে ছাগল ও গরুর চামড়ার বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল এবং চামড়ার দরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাজারে চামড়ার আমদানী ছিল খুব কম। চামড়ার দর নিম্নরূপ ছিল :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ২২ হাজার ৪ শত টুকরা ৫০৲ টাকা হইতে ৭০৲ টাকা। ঢাকা-দিনাজপুর ৩২ হাজার ৫ শত টুকরা ৮০৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা ; আর্দ্র লবণাক্ত ২৭ হাজার ১ শত টুকরা ৮০ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত।

গরু ও মহিষের চামড়া—আগ্রা আর্সেনিক শুকনো ১ হাজার ৯ শত ৫০ টুকরা ১১৲ টাকা হইতে ১১৷৷০ আনা ; দারভাঙ্গা-রাঁচি আর্সেনিক শুকনো ৯ শত টুকরা ৫৷৷০ হইতে ৬৲ টাকা ; দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৪ শত টুকরা ৪৷৷০ আনা হইতে ৫৷৷০ আনা ; রাঁচি সাধারণ ২ শত টুকরা ৪৷৷০ আনা। ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ২ শত টুকরা ৬৲ টাকা ; আদ্র্র-লবণাক্ত ১ হাজার ২ শত টুকরা ৶৩ পাই হইতে ৶৯ পাই ; কসাইখানার আদ্র্র-লবণাক্ত ২ শত টুকরা (প্রতি কুড়ি হিসাবে) ১২৫৲ টাকা।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট

গত ৪ঠা এবং ৫ই আগষ্ট চায়ের ৯নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

রপ্তানীযোগ্য চা—আলোচ্য সপ্তাহে যে সকল শ্রেণীর চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা উৎকৃষ্ট ধরণের ছিল। বাজার খোলার দিকে চায়ের দরে বিশেষ মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল, পরে কিছু সময় দর তেজী ছিল—কিন্তু বাজার বন্ধের দিকে চায়ের দরে পুনরায় নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 'পাতা' চায়ের দরে স্থির অবস্থা বর্ত্তমান ছিল—'পিকো' শ্রেণীর চা পাউণ্ড প্রতি পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে ৬ পাই কম দরে বিক্রয় হইয়াছিল। মাঝারি রকমের গুঁড়া চা পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হইতে /৬ পাই এবং 'ফেণিং' শ্রেণীর চা পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে কম দরে বেচাকেনা হইয়াছিল।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—গুড়া চায়ের খুব চাহিদা ছিল এবং ইহার দর পাউণ্ড প্রতি ।৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। সবুজ এবং অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের এই বিভাগে কোন কাজ কারবার হয় নাই।

কোটা—রপ্তানী কোটা বিভাগে চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৸/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ কোটা বিভাগে চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি /৮ পাই।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিমানপোত নির্ম্মাণ

১৯৪১ সালের ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ায় সামরিক কার্য্যের জন্য ১ হাজার বিমানপোত নির্ম্মিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়

জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণের নগদ ব্যয় ঠিক একশত কোটি ডলারে দাঁড়াইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর এই বাবদ এত টাকা আর কখনও ব্যয় হয় নাই। গত মে মাসে ব্যয় হইয়াছিল ৯০ কোটি ৩৭ লক্ষ ডলার। জুলাই মাসে ইজারা ও ঋণ আইনে মোট ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ব্যয়িত হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা অনুমান করেন যে, এক বৎসর পর দেশরক্ষা বাবদ মাসিক ব্যয় ২০০ কোটি ডলারে দাঁড়াইবে।

চিনির কল-সঙ্ঘের অধিবেশন

আগামী ১৭ই আগষ্ট দিল্লীতে ভারতীয় চিনির কল সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। চিনির ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে উক্ত সভায় জরুরী আলোচনা হইবে।

সিংহলে ভারতীয়দের বসবাসের সমস্যা

ভারতবাসীদের সিংহলে গমন ও তথায় বসবাস স্থাপন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে পুনরায় নূতন করিয়া আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা সিংহলের কখন সুবিধা-জনক হইবে তাহা জানাইবার জন্য ভারত সরকার সিংহল সরকারের নিকট এক অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট



আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড | কলিকাতা, ২৬শে আগষ্ট, সোমবার ১৯৪০ | ১৭শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত

ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বড়লাট যে বিবৃতি দিয়াছেন এবং বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারত-সচিব উহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে কংগ্রেস যে উহা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারে না তাহা আমরা গত সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছি। আমরা তখন বলিয়াছিলাম যে ভারতের সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থরক্ষার অজুহাতে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসননীতির বিলোপ এবং ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বৃটিশ শাসকগণের চিরস্থায়ী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাই যে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য তাহা বড়লাটের বিবৃতি এবং ভারত-সচিবের বক্তৃতা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী বড়লাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়টীর উপরই সমধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রস্তাব হইতে উহাও মনে হইতেছে যে ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার পণ্ড করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যে চক্রান্তজাল সৃষ্টি করিয়াছেন কংগ্রেস তাহা আর নীরবে সহ্য করিবে না। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনসভায় এবং 'অন্যান্য পন্থায়' সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য ওয়ার্কিং কমিটী দেশবাসী এবং দেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ওয়ার্কিং কমিটী নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির যে বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে দেশবাসীকে সম্ভবতঃ আরও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। রাজশক্তি কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কি প্রকার মনোভাব অবলম্বন করিবেন তাহার এখনও কোন আভাষ পাওয়া যায় নাই। তবে উহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা-প্রসূত স্বার্থপর মনোবৃত্তি যে প্রকার চরমে উঠিয়াছে তাহাতে উহারা যে ভারতবাসীর দাবী মানিয়া লইবেন না এবং কংগ্রেসের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবেন তাহাই মনে হয়। কংগ্রেসের নূতনতম কর্ম্মপন্থা সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থের পরিপন্থী—এরূপ অজুহাত দেখাইয়া এই শক্তিপরীক্ষায় মুসলীম লীগ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত যোগদান করিবেন সেরূপ আশঙ্কাও রহিয়াছে। কাজেই দেশ বর্ত্তমানে এক নূতন সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। আগামী একমাস কালের মধ্যে যদি মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ কারাগারে আবদ্ধ হন এবং দেশের সর্ব্বত্র অশান্তির সৃষ্টি হয় তাহা হইলে আমরা বিস্মিত হইব না।

রৌপ্য মুদ্রা সঞ্চয়ের অপরাধে শাস্তি

আমরা অবগত হইলাম বিগত কয়েকমাসে অহেতুক আশঙ্কায় যাহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত রৌপ্য মুদ্রা মজুদ করিয়াছেন তাহাদিগকে ঐ টাকা নোটে পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করার নিমিত্ত ভারতসরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। প্রকাশ, সন্দেহ উপস্থিত হইলে যে কোন ব্যক্তিকে মজুদ কাঁচা টাকা নোটে পরিবর্ত্তিত করার জন্য মাত্র ১৫ দিনের নোটীশ দেওয়া হইবে। এই সময়ের মধ্যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সঞ্চিত রৌপ্যমুদ্রা নোটে পরিবর্ত্তিত করিয়া না নিলে তাহার মজুদ টাকা সরকারকর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইবে এবং তাহাকে ভারতরক্ষা আইনের বিধান অনুযায়ী

অভিযুক্ত করা হইবে। এক টাকার নোট প্রচলিত হওয়ার পর বাজারে কি পরিমাণ রৌপ্য মুদ্রার পুনরাগমন হয় ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থা পর্য্যালোচনার পর উক্ত ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইলেও ভারতসরকারের এই অভিনব শাস্তির প্রস্তাবে আমরা বিস্মিত না হইয়া পারি নাই। যুদ্ধবিগ্রহের সময় জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কেহ কাঁচা টাকা মজুদ করিয়া কোনরূপ বে-আইনী কাজ করে নাই, কারণ নোটের বদলে কাঁচা টাকা দিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনতঃ বাধ্য। কিন্তু ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে শাস্তির প্রস্তাব করিয়াছেন অপরাধের তুলনায় তাহা যে অত্যন্ত কঠোর কেবল তাহাই নহে নীতির দিক্ দিয়াও উহা সমর্থন করা যায় না। এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইলে অনেক "নিরপরাধ" ব্যক্তিও যে অনর্থক হয়রাণি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যাঙ্ক টাকা পরিশোধে অসমর্থ হইলে লিকুইডেশনে যায়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। অবস্থার প্রতিবিধানকল্পে গবর্ণমেণ্ট এক টাকার নোট বাহির করিয়াছেন এবং এই এক টাকার নোটের বদলে কাঁচা টাকা দিতে গবর্ণমেণ্ট কিংবা রিজার্ভব্যাঙ্ক বাধ্য নন। গবর্ণমেণ্টের আর্থিক সংস্থান সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়া আসিলে রৌপ্যমুদ্রার গোপন সঞ্চিত তহবিল নিজ হইতেই পুনরায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতেও ইহা বলা চলে। এক টাকার নোট প্রবর্ত্তনের পর কাঁচা টাকার চাহিদাও অনেকটা হ্রাস পাইয়া স্বাভাবিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া আসিতেছে ইহা সকলেই অনুভব করেন। অত্রাবস্থায় গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত প্রস্তাব নিতান্ত অবিবেচনা প্রসূত বলিলেও নিন্দা করা হয় না। ভারতসরকার উপরোক্ত শাস্তির ব্যবস্থা বর্ত্তমান অবস্থায় কার্য্যকরী করিতে প্রয়াসী হইলে পুনরায় দেশব্যাপী আতঙ্ক সৃষ্টি হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ

পৃথিবীর সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। দেশের ব্যাঙ্কসমূহকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা, পণ্যমূল্যের স্থিরতা সাধন, ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে অল্পসুদে টাকা ধার পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, বাট্টার হারে হটাৎ উঠতি পড়তি নিবারণ ইত্যাদিই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। এই সব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ সব সময়েই নিজের লাভ অপেক্ষা দেশের সমষ্টিগত স্বার্থকে অগ্রগণ্য বলিয়া মনে করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ উহার অংশীদারগণের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দেশের সমষ্টিগত স্বার্থের কোনওরূপ অনিষ্ট করেন—এই ভয়েই সকল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অংশীদারদের প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় তখনও উপরোক্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই উহার অংশীদারদের প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা যে সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪৭ ধারায় ব্যাঙ্কের লাভ হইতে অংশীদারদিগকে প্রদত্ত লভ্যাংশ বাদে বাকী অংশ গবর্ণমেণ্ট পাইবেন বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং এই ভাবে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাপ্য টাকার কোন সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হয় নাই। এই ব্যবস্থা অনুসারে ভারতসরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ হইতে গত ১৯৩৭ সালে ১০ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা, ১৯৩৮ সালে ২০ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা এবং ১৯৩৯ সালে ৫ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি ১৯৪০ সালের প্রথম ছয় মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এই ছয় মাসেই ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ হইতে ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা পাইয়াছেন। অথচ এই ছয় মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশীদারদের প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ পূর্ব্ববৎ শতকরা বার্ষিক ৩৷৷০ টাকাই রাখা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ভারতসরকার ১৯৩৯ সালের সারা বৎসরে যাহা পাইয়াছেন—১৯৪০ সালের প্রথম ছয় মাসেই তাহার পরিমাণ চতুর্গুণ বেশী হইয়াছে। উহাতে সাধারণের মনে এরূপ একটা ধারণা জন্মিতে পারে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ দেশের সমষ্টিগত স্বার্থ অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের লাভের দিক হইতে বিবেচনা করিয়াই ব্যাঙ্কটিকে পরিচালনা করিতেছেন। এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে—যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশীদারদের প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয়ের হিসাব হইতে এই ধারণা কতদূর সত্য তাহা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। কারণ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ উহার আয়ের বিভিন্ন দফা পৃথকভাবে উল্লেখ না করিয়া আয়ব্যয়ের হিসাবে একটি দফায় সমষ্টিগত আয়ের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। চলতি বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ব্যাঙ্কের আয় হঠাৎ কি ভাবে এত বাড়িয়া গেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণরের প্রদত্ত রিপোর্টেও তাহার কোন কারণ উল্লিখিত হয় নাই। অথচ এই ব্যাপারের সহিত দেশের স্বার্থ এরূপ ঘনিষ্টভাবে জড়িত যে দেশবাসীর নিকট উহা পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক।

বাঙ্গলায় মৎস্যবিভাগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

মাদ্রাজের মৎস্যবিশেষজ্ঞ ডাঃ আর, নাইডুর সুপারিশ অনুসারে বাঙ্গলা সরকার মৎস্যবিভাগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সংবাদে বাঙ্গালীমাত্রেই আনন্দ অনুভব করিবে। এই উদ্দেশ্যে এক একজন বিশেষজ্ঞের অধীনে সমগ্র বাঙ্গলাপ্রদেশকে ছয়টী বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত করা হইবে এবং এই বিভাগের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ আগামী বাজেটে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইবে। সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্যতালিকায় মৎস্যই সর্ব্বপ্রধান উপাদান। এ প্রদেশের আবহাওয়া মাংসভোজনের তেমন অনুকূল নহে। দ্বিতীয়তঃ গোচারণ-ভূমি ও ঘাসের অভাব এবং বর্ষাকালে ছাগাদি পশুপালনের যেরূপ অসুবিধা হয় তাহাতে ব্যাপক ভাবে সস্তায় মাংস ভোজনের বিশেষ অন্তরায় আছে। দুগ্ধও দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় দেশে মৎস্যের চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গলার মৎস্যসম্পদ প্রধানতঃ নদী নালা এবং খালবিলেই জন্মিয়া থাকে। কাজেই সেচ বিভাগের সহায়তায় নদী নালার সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণ না হইলে এই সমস্ত জলাশয়ে মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাবিত মৎস্যবিভাগ কতটুকু সমর্থ হইবেন তাহা বলা কঠিন। তবে চট্টগ্রাম, সুন্দরবন এবং মেদিনীপুরের সমুদ্রপোকূলে মৎস্যশিকার, মৎস্যসংরক্ষণ এবং এ প্রদেশে একটী মৎস্যরপ্তানীর ব্যবসায় যাহাতে গড়িয়া উঠিতে পারে প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে প্রস্তাবিত সরকারী মৎস্যবিভাগ এই সমস্ত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন।

শ্রমিকদের জন্য রোগ বীমা

ভারতীয় কলকারখানাতে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে তাহাদের আয় এত সামান্য যে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উহাদের কিছুই সঞ্চয় হয় না। অত্রাবস্থায় কোন শ্রমিক রোগাক্রান্ত

হইয়া উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া পড়িলে তাহার ও তাহার পোষ্যবর্গের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। অন্যান্য দেশে শ্রমিকদের এই ধরণের বিপদে উহাদিগকে সাহায্যের জন্য বীমার ব্যবস্থা আছে এবং এজন্য যে অর্থব্যয় হয় তাহা শ্রমিকগণ, কলকারখানার মালিক ও গবর্ণমেণ্ট জোগাইয়া থাকেন। ভারতবর্ষে এখন পর্য্যন্ত এই ধরণের কোন বীমা ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই। তবে সম্প্রতি ভারতসরকার এই বিষয়ে কতকটা অবহিত হইয়াছেন এবং শ্রমিকদের জন্য পরিকল্পিত রোগ বীমা তহবিলে কলকারখানার মালিকগণ অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা জানিবার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত কলকারখানার প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির তরফ হইতে যে সমস্ত জবাব পাওয়া গিয়াছে তাহা একেবারেই আশাপ্রদ নহে। বোম্বাই মিলওনার্স এসোসিয়েশন জানাইয়াছেন যে বর্ত্তমান সময় এই ধরণের একটি প্রস্তাবের উপযোগী নহে। বিশেষতঃ শ্রমিকদের সম্পর্কে বেতনসহ ছুটি, কাজের সময় ইত্যাদি অন্যান্য প্রস্তাবের সমষ্টিগত ফল মিলিয়া কলগুলির সমষ্টিগত খরচা কিরূপ বৃদ্ধি পাইবে তাহা না জানা পর্য্যন্ত রোগ বীমা সম্পর্কে কিছু বলা কলগুলির পক্ষে অসম্ভব। আহম্মদাবাদ মিলওনার্স এসোসিয়েশন জানাইয়াছেন যে বর্ত্তমানে বস্ত্রশিল্পের উপর নানাদিক দিয়া এরূপ ব্যয়ভার চাপান হইয়াছে যাহাতে উহার পক্ষে এই নূতন প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া সম্ভব নহে। বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশন প্রস্তাবটি বস্ত্রশিল্পের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে যেরূপ মন্দা যাইতেছে তাহাতে নূতন কোন আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে কাপড়ের কলগুলির আপত্তি হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এখনই হউক দু'দিন পরেই হউক ভারতবর্ষে শ্রমিকদের জন্য যদি রোগবীমা প্রবর্ত্তন করিতে হয় তাহা হইলে এজন্য হারাহারিমত অর্থ সাহায্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে প্রস্তুত হইতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের মনোভাব এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানা যায় নাই।

ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বাণিজ্য

ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করিবার সময় উভয় দেশের বাণিজ্য সম্পর্কে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট একটা সাময়িক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং উভয় দেশের মধ্যে কোন দেশ ছয় মাস পূর্ব্বে নোটীশ দিলে ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই ব্যবস্থা বাতিল হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট ছয় মাসের নোটীশ দিয়াছেন। কাজেই আগামী মার্চ্চ মাসের পর ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষের সাময়িক বাণিজ্য ব্যবস্থার অবসান ঘটিবে। প্রকাশ যে উহার পরবর্ত্তী সময়ে ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক কিরূপ হইবে তদ্বিষয়ে ভারতসরকার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহার বিবেচনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে ভারতবাসী এবং ভারতীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের সহিত বিদেশের যে বাণিজ্য হয় তাহার মধ্যে ব্রহ্মদেশের স্থান দ্বিতীয়। ইংলণ্ড ছাড়া আর কোন দেশের সহিত ভারতবর্ষের এত বেশী টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান হয় না। কিন্তু গত দুই তিন বৎসর যাবত ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইতেছে—অথচ সেই তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে রপ্তানী কিছুই বাড়িতেছে না। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে ২৪ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে ১০ কোটী ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া ৩১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে—কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ১২ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা। চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম তিন মাসে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৯ কোটী ৭১ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে ৩ কোটী ৭১ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মদেশের সহিত বাণিজ্যে ভারতবর্ষের যে কেবল ক্ষতি হইতেছে এরূপ নহে—এই ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অত্রাবস্থায় ব্রহ্মদেশ যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে আরও অধিক পরিমাণে বস্ত্র, চিনি, প্রসাধন সামগ্রী, পাটজাত দ্রব্য, তামাক ইত্যাদি ক্রয় করে নূতন বাণিজ্য চুক্তিতে তাহার যথাযথ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু ব্রহ্মদেশের শিল্প বাণিজ্যে ইংরাজদের প্রভাব খুব বেশী এবং বৃটীশ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্রহ্মদেশের সহিত প্রচলিত বাণিজ্য ব্যবস্থা বলবৎ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যে প্রকার সঙ্গোপনে নূতন বাণিজ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হইতেছে তাহাতে উহার মধ্যেও যে ভারতীয় শিল্পের কোন স্বার্থ স্থান পাইবে তাহার সম্ভাবনা কম।

ভারতে যৌথ কোম্পানীর প্রসার

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও বিবিধ প্রকার শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অধিকাংশ যৌথ কোম্পানীর মারফতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও যৌথ কোম্পানীর প্রসার ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি অবনতি বিচার করা যায়। সম্প্রতি গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে কিরূপ মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া কতগুলি যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ একেবারেই উৎসাহব্যঞ্জক নহে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে ৯৯৬টী যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ১০০৫টি কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে। কাজেই এক বৎসরের মধ্যে দেশে নূতন যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু মূলধনের দিক দিয়া অবস্থা আরও শোচনীয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের ৯৯৬টি যৌথ কোম্পানী ৪৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া রেজেষ্টরীকৃত হয়। কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালের ১০০৫টি যৌথ কোম্পানীর অনুমতি প্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৫ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। এই বিবরণ হইতে মনে হয় যে ১৯৩৯-৪০ সালে বেশী পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া বৃহদাকার শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে দেশবাসীর উৎসাহ অনেক কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের এই অনিশ্চয় অবস্থার মধ্যে হয়তঃ অনেকেই কোন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে মোটা পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগে ইতস্ততঃ করিতেছেন। ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে সমস্ত নূতন বিধিবিধান প্রণয়নে তোড়জোড় হইতেছে তাহাতেও এই দুইটি ব্যবসায়ের জন্য নূতন যৌথ কোম্পানী বড় একটা স্থাপিত হইতেছে না। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই গবর্ণমেণ্ট দেশের শিল্প বাণিজ্যের পক্ষে যে সমস্ত অনিষ্টকর বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য যেরূপ প্রয়াস দেখা যাইতেছে তাহাতে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে অর্থবিনিয়োগে যে কেহ বড় একটা অগ্রসর হইতে সাহস পাইবে না তাহা বলাই বাহুল্য। যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের একটা চূড়ান্তরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট যদি এই ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া অনুকূল বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতেন তাহা হইলে ১৯৩৯-৪০ সালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ মূলধন লইয়া যে অনেক বেশী সংখ্যক যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরী হইত তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ সহানুভূতি ও সাহায্যের আশা বৃথা। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতবর্ষে যে সমস্ত যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরী হয় তাহার সমষ্টিগত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০৯ কোটী টাকা। উহা ক্রমশঃ কমিয়া ৪ বৎসরের মধ্যে ৩৫ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের মনোভাব পরিবর্ত্তিত না হইলে ভবিষ্যতে উহা যে আরও হ্রাস পাইবে তাহা এক প্রকার নিশ্চিত।

ভারতীয় উপকূল বাণিজ্য

গত ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে ১৬৫ কোটী টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২০৪ কোটি টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্বের তুলনায় বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য আদান প্রদানের পরিমাণ বর্ত্তমানে অনেক কমিয়া গেলেও এখনও ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের সমষ্টিগত পরিমাণ নগণ্য নহে। কিন্তু মাত্র বহির্ব্বাণিজ্য দ্বারাই ভারতবর্ষের বাণিজ্যের পরিমাণ করা যায় না। ভারতবর্ষে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে অনেক পণ্যদ্রব্য রেলপথে ও সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। উহার মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীর বাণিজ্য—অর্থাৎ জাহাজ যোগে ভারতবর্ষের এক প্রদেশের বন্দর হইতে অন্য প্রদেশের বন্দরে যে পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান হয় তাহা সাধারণতঃ উপকূল বাণিজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই বাণিজ্যের পরিমাণ কিরূপ তৎসম্বন্ধে অনেকেরই কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের উপকূল বাণিজ্য সম্বন্ধে সম্প্রতি ১৯৩৯-৪০ সালের যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উক্ত বৎসরে ভারতীয় বিভিন্ন বন্দরে ভারতবর্ষেরই অন্যান্য বন্দর হইতে মোট ৩১ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ভারতীয় পণ্যদ্রব্য এবং ৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছিল। পক্ষান্তরে এই বৎসরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দর হইতে ভারতবর্ষেরই অন্যান্য বন্দরে ৩১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ভারতীয় পণ্যদ্রব্য এবং ৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে গত ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতীয় বন্দর-সমূহে ভারতের অন্যান্য বন্দর হইতে আমদানী এবং ভারতীয় বন্দর-সমূহ হইতে ভারতীয় অন্যান্য বন্দরে রপ্তানী—উভয়ই উল্লেখযোগ্য-ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্য একটা অনিশ্চিত অবস্থা, জাহাজের অভাব ও তজ্জনিত জাহাজের ভাড়া বৃদ্ধিই উহার কারণ বলিয়া মনে হয়।

ভারতবর্ষের উপকূল বাণিজ্যে বিভিন্ন প্রদেশের বন্দরের অংশ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এই বিষয়ে বোম্বাইএর স্থানই সকলের উপরে। উহার পরে সিন্ধুর করাচী বন্দর এবং তৎপর মাদ্রাজ প্রদেশের বন্দরের মারফতে সবচেয়ে বেশী টাকার মালপত্র আদান প্রদান হয়। এই বিষয়ে বাংলার বন্দরসমূহের স্থান চতুর্থ এবং উড়িষ্যার বন্দরসমূহের স্থান সকলের নিম্নে অবস্থিত। আলোচ্য ১৯৩৯-৪০ সালে দেশী ও বিদেশী মাল লইয়া বোম্বাইএর বন্দর-সমূহের মধ্য দিয়া ১২ কোটি ৮ লক্ষ টাকার, করাচীর মারফতে ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার, মাদ্রাজের মারফতে ৮ কোটি ৭ লক্ষ টাকার, বাঙ্গলার বন্দরগুলির মারফতে ৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার এবং উড়িষ্যার বন্দরগুলির মারফতে ৮ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দর হইতে আমদানী হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই বৎসরে বোম্বাই হইতে ১৭ কোটি ৩ লক্ষ টাকার, করাচী হইতে ৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার, মাদ্রাজ হইতে ৬ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার, বাঙ্গলা হইতে ৪ কোটি ২ লক্ষ টাকার এবং উড়িষ্যা হইতে ১৭ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে রপ্তানী হইয়াছে।

ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের হিসাবে বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে দেশী ও বিদেশী জিনিষের আদান প্রদানের হিসাব পৃথক ভাবে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই হিসাব হইতে বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক বৎসর ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরের মধ্য দিয়া কি পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশ-জাত পণ্যদ্রব্য আমদানী হয় এবং বাঙ্গলা হইতে কি পরিমাণ রপ্তানী হয় তাহার একটা ধারণা করা যাইতে পারে। অবশ্য এই হিসাব হইতে বাঙ্গলা দেশ প্রত্যেক বৎসর অন্যান্য প্রদেশ হইতে কি পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে এবং অন্যান্য প্রদেশে বিক্রয় করে তাহা সম্যকরূপে বুঝিবার উপায় নাই। কারণ সমুদ্রপথ ছাড়া রেলপথ দিয়াও বাঙ্গলার সহিত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কোটি কোটি টাকার মালপত্র আদান প্রদান হয়। যাহা হউক, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সমুদ্রপথ দিয়া ঐ ঐ প্রদেশজাত কি পরিমাণ টাকার মালপত্র বাঙ্গলায় আমদানী হয় এবং বাঙ্গলা হইতে রপ্তানী হয় তাহার একটা মোটামুটি হিসাব আমরা এখানে উপস্থিত করিতেছি।

বাঙ্গলায় সমুদ্রপথে অন্যান্য প্রদেশজাত পণ্যদ্রব্যের আমদানীর হিসাব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই শ্রেণীর আমদানীর মধ্যে কাপড় ও সূতাই সবচেয়ে বেশী টাকার আমদানী হইয়া থাকে। ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলায় এই পথে ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার সূতা, ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার কোরা কাপড়, ৭৮ হাজার টাকার ধোলাই কাপড়, এবং ২৪ লক্ষ টাকার রঙ্গীন ও ছাপা কাপড় আমদানী হইয়াছে। এই পথে বেশী টাকা মূল্যের অন্যান্য যে সমস্ত জিনিষ আমদানী হইয়া থাকে তাহার কয়েকটী জিনিষের আমদানীর হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—সিমেণ্ট ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, রাসায়নিক দ্রব্য ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, নারিকেলের ছোবড়া হইতে প্রস্তুত জিনিষ ২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা, ঔষধ ২০ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, হলুদ ২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা, ফল ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, ধান ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা, চাউল ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা, গম ৩৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, ময়দা ২০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা, বিবিধ শ্রেণীর লৌহজাত দ্রব্য ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা, চীনাবাদামের তৈল ১৬ লক্ষ টাকা, নারিকেলের তৈল ৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, মাখন ২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, বিবিধ শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য ৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, কাঁচা রবার ২০ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা, লবণ ৬১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, চীনাবাদাম ২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা, সরিষা ১৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা, এলাচ ২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা, গোলমরিচ ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা, তূলা ১৩ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, তামাক ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা।

বাঙ্গলা দেশ হইতে সমুদ্রপথে যে সমস্ত জিনিষ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অন্তর্গত বন্দরসমূহে রপ্তানী হইয়া থাকে তাহার মধ্যে কয়লার স্থান সর্ব্বোচ্চে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলা হইতে এই পথে ৭৩ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা মূল্যের কয়লা রপ্তানী হয়। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি উল্লেখ-যোগ্য—বিড়িপাতা ২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা, পুস্তক ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা, রাসায়নিক দ্রব্য ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা, দড়ি ৩ লক্ষ ৯ হাজার টাকা, ঔষধ ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, ডাল ৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা, চাউল ১৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা, লৌহ-নির্ম্মিত দ্রব্য ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, চামড়া ৫ লক্ষ ২ হাজার টাকা, ছাগলের চামড়া ৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, দেশলাই ২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, কড়ি বরগা ইত্যাদি ২৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, লোহার পাত ১১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা, লৌহ নির্ম্মিত অন্যান্য জিনিষ ১০ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা, টিন ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, তিসি ৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, সরিষা ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা, রং ও রঞ্জনদ্রব্য ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা, কাগজ ও পেষ্টবোর্ড ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, লবণ ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা, তূলা ১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, সাবান ২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, সুপারি ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, লঙ্কা ১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, চিনি ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা, চা ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, চট ২২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, পশম ১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা।

১৯৩৯ সালে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত মালপত্র লইয়া ছোটবড় মোট ৬৬ হাজার ১১৪টী জাহাজ বিভিন্ন বন্দরে প্রবেশ করে এবং ৫৫ হাজার ৩২১টী জাহাজ বিভিন্ন বন্দর হইতে মালপত্র লইয়া অন্য বন্দরে রওনা হয়। এই সমস্ত জাহাজের মাল বহনের ক্ষমতা যথাক্রমে ১ কোটী ৩৭ লক্ষ ও ১ কোটী ২১ লক্ষ টন ছিল।

খাদ্য হিসাবে চাউলের গুণাগুণ

একটি প্রধান খাদ্য সামগ্রী হিসাবে জগতে চাউলের স্থান সকল দিক দিয়াই বিশেষ অগ্রগণ্য। হিসাব লইয়া জানা গিয়াছে প্রতি বৎসর পৃথিবীতে গড়ে ১০ হাজার কোটি পাউণ্ডের (১ পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সেরের সমান) মত চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর জগতের অর্দ্ধেক সংখ্যক লোক তাহাই প্রধান খাদ্যদ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। চীন, জাপান, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলি ধান উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। জগতের মোট উৎপাদিত চাউলের শতকরা ৯০ ভাগ ঐ সব অঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আলাদাভাবে ভারতবর্ষের কথা বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় এদেশে মোট আবাদী জমির শতকরা ৩৩ ভাগেই ধানের চাষ হয়। কেবল মাত্র মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশের কথা ধরিলে ধান্য ফসলের স্থান আরও অধিক অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। ঐ সব প্রদেশে যে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্যের চাষ হয় তাহার মধ্যে ধানই শতকরা ৭৫ ভাগ। কাজেই ঐ সব অঞ্চলের লোক যে খাদ্যসামগ্রী হিসাবে মুখ্যতঃ চাউলই ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা বুঝা যায়।

জগতের অর্দ্ধেক সংখ্যক লোক প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল ব্যবহার করিয়া থাকে। ফলে উহার উপর তাহাদের স্বাস্থ্যও অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। অথচ খাদ্য হিসাবে চাউল বা ভাতের গুণাগুণ সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান অতীব সীমাবদ্ধ। এই অবস্থায় চাউলের গুণাগুণ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিবার ও তাহার ফলাফল সাধারণের গোচরীভূত করিবার জন্য সর্ব্বত্রই একটা সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। তাহা ছাড়া অন্য যে কারণে চাউলের গুণাগুণ সম্বন্ধে ভালরূপ তথ্য নির্দ্ধারণের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে তাহা এই যে প্রাচ্য দেশে প্রধানতঃ চীন, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষে দরিদ্র শ্রেণীর অসংখ্য লোক জীবনধারণের জন্য অনেকক্ষেত্রে একান্তভাবে কেবল ভাতের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। ভাতের সঙ্গে তরিতরকারী, ডাল, মাছ, মাংস ও দুধ ইত্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিবার সঙ্গতি, সুবিধা বা অভ্যাস উহাদের অনেকেরই কম। সেজন্য চাউল বা ভাতে খাদ্যপ্রাণের তথা পুষ্টিকর খাদ্যোপাদনের ন্যূনতা থাকিলে অন্যভাবে তাহা পরিপূরণের সুবিধা হয় না। কাজেই অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিতে হইলে চাউল বা ভাতের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা ও সেই আলোচনার ফলাফল সাধারণের অবগতির জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সুখের বিষয় এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জাতি সঙ্ঘের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৩৭ সালে জাভাতে জাতি সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রাচ্য দেশের বিভিন্ন গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের লইয়া পল্লী স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলন প্রাচ্য দেশবাসীর খাদ্য বিষয়ক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রাচ্য গবর্ণমেন্টকে চাউল বা ভাতের প্রকৃত গুণাগুণ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব পাশ করেন। ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতসরকারের অনুপ্রেরণায় ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফণ্ড এসোসিয়েসন ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে চাউল বা ভাতের গুণাগুণ সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। সম্প্রতি সেই গবেষণার ফলাফল ভারত সরকার কর্তৃক মুদ্রিত হইয়া একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর কি সব খাদ্যোপাদান সাধারণ অবস্থায় চাউলের মধ্যে কি কি মাত্রায় রহিয়াছে এই পুস্তিকাতে তাহারই একটা বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে প্রোটিন বা যবক্ষারজান বিশিষ্ট উপাদান বেশী থাকিলে তাহা শরীরের পুষ্টির পক্ষে বিশেষ উপাদেয় হয়। কিন্তু গবেষণার ফলে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে গম প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রীর তুলনায় চাউলে প্রোটিনের ভাগ খুবই কম। ১০০ গ্র্যাম পরিমাণ (১৪ গ্র্যাম প্রায় ১ তোলার সমান) চাউলের ভিতর সাধারণতঃ মাত্র ৬ হইতে ৭ গ্র্যাম পরিমাণ প্রোটিন থাকে। তবে সুখের বিষয় চাউল বা ভাতের মধ্যে প্রাপ্ত প্রোটিনের গুণ অন্য অনেক শ্রেণীর খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে প্রাপ্তব্য প্রোটিনের তুলনায় বেশী বলিয়া কম প্রোটিন সত্ত্বেও ভাত ঐ দিক দিয়া সহজেই উপকারী। গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের ন্যায় চাউলে চর্ব্বিজাতীয় উপাদানের স্বল্পতা লক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকে দৈনিক যে পরিমাণ চাউল আহার করে তাহাতে ২০ গ্র্যাম পরিমাণের বেশী চর্ব্বি থাকে না। অথচ বিশেষজ্ঞরা প্রতি লোকের পক্ষে দৈনিক ৬০ গ্র্যাম পরিমিত চর্ব্বিজাতীয় খাদ্যোপকরণ গ্রহণ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। চাউল ও ভাত সম্বন্ধে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে উহাতে ভাইটামিন 'এ'র খুব অভাব আছে। শরীরের পুষ্টির জন্য ও শরীরকে রোগমুক্ত রাখিবার জন্য ভাইটামিন 'এ'র আবশ্যকতা খুব বেশী। কিন্তু ভাতের মধ্যে উহা খুব কমই লক্ষিত হইয়া থাকে। এজন্য লোকের ভিতর চক্ষুরোগ ও অন্যান্য রোগের বেশী প্রচলন দৃষ্ট হয়। তাহাছাড়া ভাতের মধ্যে ক্যালসিয়ামের ভাগও বিশেষ কিছুই থাকে না। শরীরের হাড় গঠন ও হাড়ের পুষ্টির জন্য আহার্য্য দ্রব্যে ক্যালসিয়াম থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণতঃ শরীরের পক্ষে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম দরকার খাদ্য হিসাবে ভাতের উপর নির্ভর করিলে লোকে তাহার এক দশমাংশের বেশী পায় না। এই সব ধরণের ন্যূনতা পূরণের জন্য ভাতের সঙ্গে দুধ ও অন্য পুষ্টিকর খাদ্যাদি আহার করাই নিয়ম। সেই নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলে ভাত একটি বিশেষ উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাতকে সেই ভাবে উপাদেয় খাদ্য হিসাবে পরিণত করিতে বর্ত্তমানে সাধারণ লোকদের বড় একটা লক্ষ্য নাই। সঙ্গতিরও অনেক সময়ই অভাব দেখা যায়। তাহাছাড়া চাউল বা ভাতের ভিতর সাধারণ অবস্থায় যেটুক পুষ্টিকারীতা থাকে ধান হইতে চাউল প্রস্তুত ও চাউল হইতে ভাত রন্ধনের নানারূপ গলদপূর্ণ বিধি ব্যবস্থার দরুণ তাহাও আজ লোকে পরিপূর্ণরূপ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। প্রথমতঃ বলা যায় কল দ্বারা ধান হইতে চাউল প্রস্তুতের বর্ত্তমান রীতি চাউলের পুষ্টিকারীতা বিশেষভাবে খর্ব্ব করিয়াছে। পূর্ব্বে এদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ধান সিদ্ধ করিয়া ঢেঁকি দ্বারা তাহা চাউলে পরিণত করার রীতি বলবৎ ছিল। এই প্রথায় ধানের খোসাটা ছড়ান হয়। কিন্তু চাউলের বাহিরের আবরণ

(৪৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বঙ্গীয় মহাজনী আইন (৩)

ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় মহাজনী আইনের প্রথম ১৫টি ধারার বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই আইনের আরও কতিপয় ধারার কথা উল্লেখ করা যাইতেছে।

১৬নং ধারা—এই ধারায় কি কি কারণ বর্ত্তমান থাকিলে মহাজনী ব্যবসার জন্য প্রার্থিত লাইসেন্স প্রত্যাখ্যাত হইবে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণগুলি এই—(১) (ক) বর্ত্তমান আইনে বা উহার অন্তর্ভুক্ত নিয়মাবলীতে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিবার যে সমস্ত সর্ত্ত দেওয়া হইবে তাহা পূরণ না করিলে। (খ) আবেদন-কারী বা উহার স্থলবর্ত্তী হইয়া যিনি দাদনী ব্যবসা পরিচালনা করেন তিনি যদি বর্ত্তমান আইন অনুসারে লাইসেন্স পাইবার অযোগ্য বলিয়া ধার্য্য হন (১৪নং ধারা দ্রষ্টব্য)। (২) (১) কোন সাব রেজিষ্ট্রার যদি উপরোক্ত (১) (ক) উপধারা অনুসারে লাইসেন্স প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন তবে তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন। (২) (২) যদি উপরোক্ত (১) (খ) উপধারা অনুসারে লাইসেন্স প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে লাইসেন্স প্রার্থীর অযোগ্যতা সম্বন্ধে সাব-রেজিষ্ট্রারকে সাক্ষ্যসাবুদ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। (৩) সাব-রেজিষ্ট্রারের নির্দ্দেশের পর ৩০ দিনের মধ্যে এই বিষয়ে রেজিষ্ট্রারের নিকট আপীল করা চলিবে। (৪) রেজিষ্ট্রার এই বিষয়ে যে নির্দ্দেশ দিবেন তাহা সাব রেজিষ্ট্রারকে মানিয়া চলিতে হইবে। (৫) রেজিষ্ট্রার যে রায় দিবেন তাহার বিরুদ্ধেও ৯০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত আদালতে আপীল করা চলিবে। (৬) উপযুক্ত আদালতে অথবা রেজিষ্ট্রারের আদালতে আপীলের বিচার বর্ত্তমান আইনের অন্তর্গত নিয়মাবলী অনুযায়ী পরিচালিত হইবে। (৭) এই ধারা অনুযায়ী যে সমস্ত আপীলের বিচার হইবে তাহাতে ভারতীয় তামাদি আইনের ৪, ৫ ও ১২ ধারা বলবৎ হইবে।

১৭নং ধারা—কোন সাব-রেজিষ্ট্রার লাইসেন্স দিবার পর যদি এরূপ প্রমানিত হয় যে লাইসেন্স লইবার কালে মহাজন লাইসেন্স পাইবার যোগ্য ছিল না তাহা হইলে মহাজনকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া লাইসেন্স কাটিয়া দেওয়া হইবে। এবং এরূপ ক্ষেত্রে তাহার উপর উপরোক্ত (২) (২) উপধারা এবং ১৬নং ধারার ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ উপধারা প্রযোজ্য হইবে।

১৮নং ধারা—লাইসেন্স পাইবার অযোগ্যতা সম্বন্ধে তদন্তকালে রেজিষ্ট্রার অথবা সাব-রেজিষ্ট্রার যে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া হলপক্রমে সাক্ষ্য দিবার জন্য বাধ্য করিতে পারিবেন।

১৯নং ধারা—যে কোন খাতক তাহার যে কোন মহাজনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে এরূপ অভিযোগ করিতে পারিবে যে উক্ত মহাজন বর্ত্তমান আইনের বিধিনিষেধ অমান্য হেতু মহাজনী কারবার চালাইবার যোগ্য নহে। এরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত আদালত প্রয়োজনীয় তদন্ত করিতে পারিবেন।

২০নং ধারা—(১) ১৯ ধারা মতে আবেদন পাইবার পর উপযুক্ত আদালত সাক্ষ্যসাবুদ গ্রহণান্তে যদি মহাজনকে দোষী বলিয়া সাব্যস্থ করেন তাহা হইলে আদালত (ক) মহাজন কর্ত্তৃক প্রাপ্ত লাইসেন্সের মধ্যে তাহার দণ্ডের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন (খ) অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মহাজনের লাইসেন্স বাতিল করিয়া দিবেন। তবে জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ এবং ছোট আদালত ছাড়া অন্য কোন আদালত এই সময়ের পরিমাণ এক বৎসরের বেশী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না। (২) যদি জেলা জজ ছাড়া অন্য কেহ এক বৎসরের বেশী সময়ের জন্য লাইসেন্স বাতিল করা উপযুক্ত মনে করেন তবে তিনি এই বিষয়ে জেলা জজের নিকট সুপারিশ করিয়া পাঠাইবেন। (৩) জেলা জজ এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধ করিলে সাক্ষ্যসাবুদ গ্রহণ করিয়া এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবেন। (৪) এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল করা চলিবে। (৫) চূড়ান্ত আদালতে যে সিদ্ধান্ত হইবে বর্ত্তমান আইনের আমলাধীন রেজিষ্ট্রারগণ তন্মতে কাজ করিবেন। (৬) আদালত কোন মহাজনকে লাইসেন্স উপস্থিত করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিলে মহাজন যদি তাহা দাখিল না করে তবে নির্দ্দিষ্ট তারিখের পরবর্ত্তী প্রত্যেক দিনের জন্য তাহার ৫০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। (৭) ১ উপধারা অনুসারে আদালতকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে আপীল আদালতেরও সেই ক্ষমতা বর্ত্তিবে।

২১নং ধারা—কোন ব্যক্তির লাইসেন্স কাটিয়া দিলে তজ্জন্য সে কোন ক্ষতিপূরণের অথবা লাইসেন্স ফি ফিরাইয়া পাইবার অধিকারী হইবে না।

২২নং ধারা—বর্ত্তমান আইনে যে লাইসেন্স ফি ধার্য্য হইবে এবং যে সমস্ত জরিমানা হইবে তাহা সরকারী রাজস্ব বলিয়া গণ্য করিয়া তদনুযায়ী সরাসরিভাবে উহা আদায় করা হইবে।

২৩নং ধারা—(১) কোন ব্যক্তির লাইসেন্স কাটিয়া দিবার পর সে যদি উহা গোপন করিয়া পুনরায় লাইসেন্স গ্রহণ করে তবে তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত জেল অথবা ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারিবে। (২) কোন ব্যক্তি যদি লাইসেন্সে প্রদত্ত সর্ত্ত মুছিয়া ফেলে অথবা এই কার্য্যে কাহাকেও সাহায্য করে তবে তাহারও উপরোক্ত মত দণ্ড হইবে।

বর্ত্তমান আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে ২৪ হইতে ২৭—এই চারিটি ধারায় মহাজনগণকে কি ভাবে হিসাব পত্র রাখিতে হইবে, কি ভাবে উহা সরকারে দাখিল করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইতেছে—

২৪নং ধারা—(১) প্রত্যেক মহাজনকে নির্দ্দিষ্ট ফরমে একটী ক্যাশ বহি, লেজার ও রসিদ বহি রাখিতে হইবে। উহা ইংরাজী অথবা বাঙ্গলা যে কোন ভাষাতে লিখিলে চলিবে। (২) প্রত্যেক মহাজন (ক) ঋণ দিবার সময়ে খাতকের অভিপ্রায় মত ইংরাজী অথবা বাঙ্গলা ভাষাতে তাহাকে একটী বিবৃতিপত্র প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে। এই বিবৃতিপত্রে ঋণের সর্ত্তাবলী এবং গবর্ণমেণ্ট অন্য যে সমস্ত বিষয়ের নির্দ্দেশ দিবেন সেইসব বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে। (খ) খাতক মহাজনকে যখন যে টাকা দিবে সেই টাকার জন্য মহাজন তাহাকে একটী পুরা রসিদ দিবে। (গ) ঋণের সুদসহ সাকুল্য টাকা পরিশোধ হইলে খাতকের প্রদত্ত সমস্ত দলীলপত্র বা বন্ধকী সম্পত্তি ফেরৎ দিতে হইবে এবং তাহার নিকট প্রাপ্য সাকুল্য টাকা শোধ হইল বলিয়া সুনির্দ্দিষ্টরূপ রসিদ দিতে হইবে। (৩) ভারতীয় সাক্ষ্য আইনে যাহাই থাকুক না কেন বর্ত্তমান ধারার ১ উপধারা

অনুসারে মহাজন যে বিবৃতি দিবে তাহা ঐ ঋণ সম্পর্কে একটি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

২৫নং ধারা—(১) প্রত্যেক বৎসর আরম্ভ হইবার পরবর্ত্তী দুই মাস কালের মধ্যে মহাজনগণ তাহাদের খাতকগণকে তাহাদের নিকট মহাজনের প্রাপ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাষায় লিখিত একটী বিবৃতিপত্র প্রদান করিবে। উক্ত বিবৃতিপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকিবে—(ক) বৎসরের প্রথমে মহাজনের প্রাপ্য আসল ও সুদের পরিমাণ। (খ) বৎসর আরম্ভ হইবার পর খাতককে কোন্ সময়ে এবং কোন্ তারিখে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে। (গ) মহাজন খাতকের নিকট হইতে কোন্ তারিখে কত টাকা পাইয়াছে। (ঘ) কোন্ তারিখে খাতকের নিকট কত টাকা প্রাপ্য ছিল এবং উহার মধ্যে কত টাকা শোধ হইয়াছে ও কত টাকা বাকী পড়িয়াছে। (ঙ) খাতকের নিকট দাবীর টাকার কখন মেয়াদ উপস্থিত হইবে এবং উহার পরিমাণ কিরূপ। (চ) অন্যান্য বিষয় যাহা গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। (২) বর্ত্তমান আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী সমস্ত ঋণ সম্পর্কে মহাজনের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে কোন খাতক যদি লিখিতভাবে মহাজনের নিকট আবেদন করে তবে মহাজনকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ১ উপধারায় উল্লিখিত সমস্ত বিবরণযুক্ত একটী বিবৃতি খাতককে প্রদান করিতে হইবে। তবে কোন খাতক একবার এই বিবরণ লইয়া তাহার পরবর্ত্তী ছয় মাস কালের মধ্যে এরূপ দাবী করিতে পারিবে না। (৩) খাতক বা খাতকের এজেণ্ট লিখিতভাবে আবেদন করিলে মহাজন তাহাকে ঋণ সম্পর্কিত যে কোন দলীলের একটী নকল প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। তবে এজন্য মহাজন নির্দ্দিষ্টমত ফি গ্রহণ করিতে পারিবে। (৪) এই ধারায় বৎসর অর্থে মহাজন যে সময় হইতে বৎসর গণনা করে সেই সময়কে বুঝাইবে।

২৬নং ধারা—খাতক মহাজনের নিকট হইতে যে বিবৃতিপত্র পাইবে তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করা তাহার পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে না এবং খাতক যদি উহা অস্বীকার নাও করে তথাপি ঋণ সম্পর্কে উহাকেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

২৭নং ধারা—অন্য আইনে যাহাই থাকুক না কেন বর্ত্তমান আইনে কোন মামলার বিচার কালে (ক) আদালত প্রথমেই দেখিবেন যে মহাজন ২৪ ও ২৫ ধারা মান্য করিয়া চলিয়াছিল কি না। (খ) যদি আদালত দেখিতে পান যে মহাজন এইসব ধারা মান্য করিয়া চলে নাই তাহা হইলে আদালত ইচ্ছামত সুদ মকুব করিয়া দিতে এবং মামলার খরচ ডিক্রী না দিতে পারিবেন।

অবশ্য মহাজন যদি একথা প্রমাণ করিতে পারে যে উক্ত ধারাগুলি মান্য না করার পক্ষে তাহার যথোপযুক্ত কারণ ছিল তাহা হইলে আদালত এই সময়ের জন্যও সুদ ডিক্রী দিতে পারেন। মহাজন ২৪ ও ২৫ ধারা মতে যে সমস্ত বিবৃতি দিবে তাহাতে যদি কোন ভুল থাকে এবং আদালত যদি বুঝিতে পারেন যে এই ভুল ইচ্ছাকৃত নহে তাহা হইলে মহাজন উক্ত দুই ধারা মান্য করিয়া চলিয়াছে বলিয়া আদালত ধরিয়া লইবেন। (ক্রমশঃ)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

রেল কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা সম্পর্কে তদন্ত

যুদ্ধের দরুণ জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় রেলকর্ম্মচারীদিগকে অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া সম্পর্কে ভারতসরকার ১৯২৯ সালের শ্রমিকবিরোধ আইনের ৩নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়া একটী তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছেন :---মাননীয় জাষ্টিস মিঃ বি, এন, রাও (সভাপতি), স্যর সাফাৎ আহম্মদ খাঁ, এবং মিঃ আর্থার হিউজেস্। মিঃ হিউজেস্ সেক্রেটারীর কার্য্যও করিবেন। বর্ত্তমান মাসেই কমিটীর কাজ আরম্ভ হইবে। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে সম্পর্কেই তদন্ত হইবে। তদন্তের ফলে বর্দ্ধিত ভাতা দেওয়ার কোন নীতি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে সকল রেলওয়ে সম্পর্কেই এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য হইবে। কমিটী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন :—(১) যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের কিরূপ ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। (২) যুদ্ধের পূর্ব্বেকার বেতন ও পণ্য মূল্যের গতি বিবেচনার পর অল্প বেতনের কর্ম্মচারীগণকে যুদ্ধভাতা দেওয়া সমুচিত কিনা। (৩) যুদ্ধভাতা দেওয়া স্থির হইলে কোন্ কোন্ স্থানে এবং কি কি সর্ত্তাধীনে ইহা দেওয়া হইবে এবং (৪) ভবিষ্যতে জীবন যাত্রার ব্যয় হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি পাইলে কি নিয়মে যুদ্ধভাতার পরিমাণ পরিবর্ত্তন করা উচিত।

বস্ত্রশিল্পের বিপদ

চাহিদার অভাবে বস্ত্রশিল্পে দিন দিন সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে বলিয়া বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কাপড়ের কলসমূহে মজুদ মালের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার ফলে কোন কোন মিলের কর্ত্তৃপক্ষ রাত্রির 'সিফ্‌ট্' তুলিয়া দিবার নোটিশ দিতে সিদ্ধান্ত করেন। জুন মাসের তুলনায় জুলাই মাসে কাজের সময় শতকরা ৯ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। তন্মধ্যে রাত্রির 'সিফ্‌ট্' তুলিয়া দেওয়ায় শতকরা ৫ ভাগ এবং দিবাভাগের কাজের সময় হ্রাস করায় শতকরা ৪ ভাগ মিলের মোট কাজের সময় হ্রাস পাইয়াছে।

বাইসাইকেলের উপর ট্যাক্স

আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কটক সহরে প্রত্যেক বাইসাইকেলের জন্য এক টাকা হারে লাইসেন্স ফি ধার্য্য করা হইবে। প্রকাশ, কটক সহরে বর্ত্তমানে প্রায় ৫ হাজার বাইসাইকেল আছে।

লভ্যাংশের সমহারে বোনাস্ প্রদান

বাঙ্গালোর উলেন, কটন এণ্ড সিল্ক মিলস্ কোম্পানী শ্রমিক এবং কর্ম্মচারীদিগকে লভ্যাংশের সমহারে বোনাস্ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

চলচ্চিত্র এবং ফটোগ্রাফের মালপত্র আমদানী

বর্ত্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাই বন্দরে ইংলণ্ড হইতে আনুমানিক ৮৫ হাজার টাকা মূল্যের ফটোগ্রাফির উপাদান এবং চলচ্চিত্র (Raed) নিয়া একখানি জাহাজ পৌছিয়াছে। ইহাতে বোম্বাইর সিনেমাশিল্প বিশেষ উপকৃত হইবে।

ভেজাল চা রপ্তানী বন্ধের প্রয়াস

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানসান বোর্ডের সহকারী সভাপতি বলিয়াছেন যে রপ্তানীর পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে কোন কোন শ্রেণীর চা-তে নানারূপ ভেজাল দেওয়া হয় (Black Gram Husk)। ইহার রপ্তানী বন্ধের জন্য ভারতসরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সরকারী আদেশ প্রকাশিত হয় নাই। এক্সপান্‌সান্ বোর্ড ভারতসরকারের নিকট এই বিষয়ে স্মারকলিপি প্রেরণ করিবেন।

যুক্তপ্রদেশে সমবায়ের উন্নতি

সমবায় প্রথায় বস্ত্র ও অন্য শিল্প দ্রব্যাদি উৎপাদন ও বিক্রয় বিষয় যুক্তপ্রদেশের বড়বাঁকি ও মান্দিলা নামক দুইটী ইউনিয়ন উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইয়াছে। মান্দিলা ইউনিয়নের উৎপন্ন দ্রব্য, নানাপ্রকার নক্সা ও নিখুঁত শিল্প চাতুর্য্যের জন্য বিখ্যাত। মান্দিলা সমিতি সূক্ষ্ম ব্যাণ্ডেজ কাপড় ও জামার কাপড় প্রস্তুতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। এই সমিতির উৎপন্ন দ্রব্য বিহার ও যুক্তপ্রদেশের নানাস্থানে বিক্রয় হয়। সম্প্রতি কাবুল হইতে উক্ত দ্রব্য সরবরাহের জন্য অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে বড়বাঁকি ও মান্দিলা ইউনিয়নের তাঁতীরা জনপ্রতি গড়ে মাসিক ১৭ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে।

কয়লার বদলে ভুট্টা

আর্জ্জেণ্টিনার গভর্ণমেণ্ট কয়লা সংরক্ষণের জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রকাশ ৩০ লক্ষ টন কয়লার বদলে সরকারী রেলপথসমূহ এবং অন্যান্য কারখানায় ৬০ লক্ষ টন ভুট্টা ব্যবহার করার প্রাথমিক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধেও আর্জ্জেণ্টিনার রেলওয়েতে কয়লার পরিবর্ত্তে ভুট্টা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ভারতে রেলের এঞ্জিন নির্ম্মাণ

রেলওয়েসমূহের ফাইনান্সিয়েল কমিশনার মিঃ বি, এম, ষ্টেইস মহীশূর চেম্বার অব্ কমার্সকে জানাইয়াছেন যে গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে আজমীড়ে ২০টী ছোট ব্রড্-গেজ রেলওয়ের এঞ্জিন নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর জব্বলপুর এবং খড়্গপুরে ব্যাপকভাবে এঞ্জিন প্রস্তুতের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে।

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা

গত ১৯৩৮ সালে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (ওয়ারকম্যানস্ কমপেনসেশন এ্যাক্ট) অনুসারে ভারতবর্ষে ৩৫ হাজারটি ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল। ঐ সব দাবীদাওয়া বিবেচনা করিয়া আলোচ্য বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত মোট ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা পরিশোধ করা হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে আসাম, বেলুচিস্থান, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব প্রদেশে ক্ষতিপূরণজনিত দাবীদাওয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এবার বেশী পরিমাণে ক্ষতিপূরণও দেওয়া হইয়াছিল। গত ১৯৩৭ সালে রেল দুর্ঘটনার জন্য ৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা শ্রমিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছিল। এবার প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়িয়া ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশে ২৮৩টী ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য দাবী---দাওয়া হইয়াছিল। ৫০টী ক্ষেত্রেই দাবীদাওয়া উপস্থাপিত হইয়াছিল ছোটখাট কলকারখানা সম্পর্কে।

আমেরিকার তুলা ফসল

গত বৎসরের মরশুমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৪ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল ও তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৬৫ হাজার বেল (৪০০ পাউণ্ডে বেল ধরিয়া) তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। এবারের মরশুমে সেস্থলে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে ও শেষ পর্য্যন্ত তাহার ফলে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৬ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

চীনাবাদামের রপ্তানী বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

বোম্বাইর ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্টস্ চেম্বারে অনুষ্ঠিত চীনাবাদাম রপ্তানী-কারকদের এক সভায় স্থির হইয়াছে ইংলণ্ডে ভারতীয় চীনাবাদাম বিক্রয়ের সুবিধার্থে আগামী মরশুম হইতে ইংলণ্ডে 'আগমার্ক' চিহ্নযুক্ত চীনাবাদাম রপ্তানী করা হইবে।

ভারতীয় তুলার নূতন রকম ব্যবহার

ভারতীয় তুলার রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া আসাতে কেন্দ্রিয় তুলা কমিটি (ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি) বর্ত্তমানে এদেশে দেশীয় তুলার ব্যবহার বাড়াইবার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছেন। রাস্তা প্রস্তুত কার্য্যে, টায়ার নির্ম্মাণ ও চিনি প্রেরণের থলে প্রস্তুত কার্য্যে তুলা ব্যবহার কতদূর সম্ভবপর সে বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কার্য্যে যে তুলা ব্যবহৃত হয় এদেশীয় তুলাও সেই কাজে লাগান যায় কিনা তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালান হইতেছে। ভারতের চিনির কলসমূহে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ গজ ফিল্টার ক্লথ (ছাঁকনি কাপড়) ব্যবহৃত হয়। এই কাপড়ের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। দেশী তুলা দিয়া ঐ ফিল্টার ক্লথ প্রস্তুত করা যায় কিনা তৎবিষয়েও বর্ত্তমানে পরীক্ষা চালান হইতেছে।

বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম রেশমের আমদানী

১৯৩৯ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নিম্নলিখিত পরিমাণ কৃত্রিম রেশম আমদানী হইয়াছে :---

	(১০ লক্ষ বর্গ গজ হিসাবে)
ইউরোপ	৬৯'৮
এশিয়া	২৫২'৭
আফ্রিকা	১০৮'৯
আমেরিকা	৬১'১
অষ্ট্রেলিয়া	৭৬'১
মোট	৫৬৮'৬

রুগ্ন শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য বীমা

এদেশে শ্রমিকদের জন্য রোগ বীমা তহবিল গড়িয়া তোলা সম্পর্কে ভারত সরকার কিছুকাল যাবৎ চিন্তাভাবনা করিতেছেন। বিভিন্ন কল কারখানার মালিক ও শ্রমিকেরা ঐরূপ রোগবীমা তহবিলে বাধ্যকরীভাবে কিছু কিছু চাঁদা দিতে সম্মত কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ইতিমধ্যে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে বিভিন্ন মালিক সঙ্ঘ ও শ্রমিক সঙ্ঘগুলির সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারসমূহের চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে উপরোক্ত বিষয়ে কয়েক স্থানের মালিক সঙ্ঘের মতামত পাওয়া গিয়াছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের কলমালিক সমিতিসমূহের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের পক্ষে বর্ত্তমান সময় মোটেই অনুপযুক্ত। বর্ত্তমানে দেশের কাপড়ের কলগুলি যে স্থলে একটা সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে সে স্থলে শ্রমিকদের জন্য কোন রোগ বীমার ব্যবস্থা করিতে গেলে তাহাতে কলগুলির উপর আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পাইবে। আমেদাবাদের কল মালিক সমিতি উহা জোর দিয়াই বলিয়াছেন যে বর্ত্তমানে অতিরিক্ত করভারে যেস্থলে কাপড়ের কলগুলি বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে সেস্থলে কাপড়ের কলের মালিকদের পক্ষে রোগ বীমা সম্পর্কে কোন চাঁদা দিতে সম্মত হওয়া বাস্তবিকই কঠিন। বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি বাঙ্গলা সরকারের লেবার কমিশনারকে জানাইয়াছেন যে ভারত সরকারের পরিকল্পিত রোগবীমা সংক্রান্ত পরিকল্পনাটি বর্ত্তমানে কার্য্যকরী না করিয়া তাহা ভবিষ্যৎ সুদিনের জন্য পিছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাই সঙ্গত। এই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে শ্রমিকদের জন্য রোগবীমার কোন স্কীম গ্রহণ করার ব্যবস্থা হইলে মালিক ও শ্রমিকদের মত গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও রোগবীমা তহবিলে চাঁদা দিতে প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য।

সরকারী রেলপথসমূহের আয়

চলতি ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে গত ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের মোট ৩১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। এবারকার এই আয় গত ১৯৩৮-৩৯ সালের ও ১৯৩৯-৪০ সালের উপরোক্ত সময়ের প্রকৃত আয়ের তুলনায় যথাক্রমে ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ও ৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে।

আমেরিকায় মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ

সম্প্রতি ন্যাশনেল সিটি ব্যাঙ্ক অব্ নিউইয়র্কের বুলেটীনে হিসাব করিয়া দেখানো হইয়াছে যে বর্ত্তমানে জগতের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট মজুত স্বর্ণের পরিমাণ প্রায় ২৬০০ কোটী ডলার। তন্মধ্যে ১৯০০ কোটী ডলার পরিমাণ স্বর্ণ অর্থাৎ জগতের মোট মজুদ স্বর্ণের শতকরা ৭০ ভাগই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

ডিমের ব্যবসায়

ভারতসরকারের মার্কেটিং এডভাইসর সম্প্রতি ডিমের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে ভারতের ও ব্রহ্মদেশের ডিম্ব ব্যবসায় সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৩৩৬ কোটী ৪৮ লক্ষ পরিমাণ ও ব্রহ্মদেশে বৎসরে ১৬ কোটী ৩৬ লক্ষ পরিমাণ ডিম্ব উৎপন্ন হয়। গত বৎসর মোট ৫ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার ডিম বিক্রয় করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে এদেশে যে সব ডিম বাজারে ও ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে প্রেরিত হয় তাহার মধ্যে একটা অংশ চলাফেরাতেই নষ্ট হইয়া যায়। বৎসরের কোন কোন সময়ে যোগানকৃত মোট ডিমের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগই ঐভাবে নষ্ট হইয়া যায়। শ্রেণী বিভাগ সংক্রান্ত গলদের জন্য বৎসরে গড়ে ১৪ লক্ষ টাকা, চালানের সময়ে ডিম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা ও ডিম নষ্ট হওয়ার জন্য ২৮ লক্ষ টাকা মিলাইয়া বৎসরে মোট ৫৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়া থাকে। ডিম্ব ব্যবসায়ের এই ক্ষতি প্রতিরোধ করিবার জন্য রিপোর্টে হাঁসমুরগী পালনে অধিকতর যত্ন নেওয়া ও ডিম চালান বিষয়ে অধিকতর সুব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ভারতে সূতার উৎপাদন হ্রাস

১৯৩৯ সালে ব্রিটীশ ভারতে মোট ১০৬ কোটী পাউণ্ড কার্পাসজাত সূতা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ১২৮ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় বোম্বাই ব্যতীত প্রায় অন্যান্য সকল প্রদেশেই বেশী পরিমাণ সূতা উৎপন্ন হইয়াছে। মিশর গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় সূতার উপর আমদানীশুল্ক বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় রপ্তানীর সুযোগ ক্ষুন্ন হওয়াতেই বোম্বাই প্রদেশে সূতা উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

মিশরে ভারতীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের চাহিদা

ভারতবর্ষ মোটরগাড়ী এবং অনুরূপ শ্রেণীর ২।৩ হাজার ইলেকট্রিক একুমুলেটার সরবরাহ করিতে সক্ষম কিনা কিছুকাল পূর্ব্বে মিশর হইতে এইরূপ অনুসন্ধান হইয়াছিল। উত্তরে জানান হইয়াছে ভারতবর্ষ হইতে এই জাতীয় পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব। শীঘ্রই এই সম্পর্কে একটী অর্ডার পৌঁছিবার সম্ভাবনা আছে।

মিশরে পাব্লিক ডেট কমিশনের বিলোপ

সম্প্রতি মিশরের রাজা ফারুক পাব্লিক ডেট্ কমিশনের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। বিগত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই কমিশন গঠিত হয়; এবং উহা মিশরের বৈদেশিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করেন। এই কমিশনের গঠন প্রণালী আন্তর্জ্জাতিক ধরণের ছিল।

যুক্তপ্রদেশে পাটের চাষ

সেণ্ট্রাল জুট কমিটি যুক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে সুপারিশ করিতেছেন যে উক্ত প্রদেশে পাট চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া পাটের শ্রেণীবিভাগ, সমবায় বিক্রয় সমিতি গঠন ইত্যাদির ভিতর-দিয়া পাটের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা উচিত। কমিটির মতে পাট চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে বাঙ্গলা দেশের পাটের বাজারে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এবং বঙ্গলাদেশ পাট উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র জন্য উক্ত দেশে পাটের মূল্যের ব্যতিক্রম ঘটিলে যুক্ত প্রদেশে উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং উৎপাদন ব্যয় বিবেচনা করিলে যুক্ত প্রদেশে উৎপন্ন পাট লোকসান দেয় বলিয়াও প্রতিপন্ন হইতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সামান্য ধরণে এই প্রদেশে পাটের চাষ আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে বর্ত্তমানে বৎসরে ২ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইতেছে।

১৯৩৯-৪০ সালে গমের পূর্ব্বাভাষ

১৯৩৯-৪০ সালের ভারতীয় গম সম্পর্কে যে চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় এবৎসরে মোট ৩৪,০০৩,০০০ একর জমীতে গমের চাষ হইয়াছে। উৎপন্ন গমের অনুমানিক পরিমাণ ১০,৭৮৪,০০০ টন। ১৯৩৮-৩৯ সালে ৩৫,৪৪১,০০০ একর জমীতে মোট ৯,৯৬৩,০০০ টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় গমচাষে নিয়োজিত জমীর পরিমাণ শতকরা ৪ ভাগ হ্রাস পাইলেও উৎপাদন পরিমাণ শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়

গত ১৯৩৯-৪০ সালে সরকারী রেলওয়েসমূহের অনুমানিক আর্থিক অবস্থার বর্ণনা দিয়া রেলওয়ে চিফ কমিশনার সম্প্রতি এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, আলোচ্য বৎসরে রেলওয়েসমূহের ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে উহা পরিমাণ ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা ছিল।

কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন

আগামী নবেম্বর মাসে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় উহা স্বল্পস্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয়। ১৫ দিন অধিবেশনের মধ্যে ১১টী অধিবেশনে সরকারী বিলসমূহের আলোচনা হইবে। অপর পক্ষে ৭ই ও ২২শে নবেম্বর বে-সরকারী বিলসমূহ এবং ৬ই ও ১৫ই নবেম্বর বে-সরকারী প্রস্তাবের আলোচনার জন্য নিয়োজিত হইবে।

এক টাকার ছিন্ন নোট ফেরৎ দিবার নির্দ্দেশ

প্রকাশ, ভারতগবর্ণমেণ্ট এরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে ভারতগবর্ণমেণ্ট এক টাকা মূল্যের যে নোট ইস্যু করিয়াছেন উহা ছিন্ন বিকৃত ও ব্যবহারের অযোগ্য হইলে উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নোটের মূল্য প্রত্যার্পণ সংক্রান্ত নিয়মানুসারে উক্ত ব্যাঙ্কে ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে।

যুক্তপ্রদেশে তামাকের চাষ

যুক্তপ্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীর টুবাকো ফার্ম্মে ভার্জ্জিনিয়া শ্রেণীর তামাক উৎপাদন সম্পর্কে যে পরীক্ষামূলক চাষের ব্যবস্থা করিতেছে তাহা সফল হইলে অতিশয় লাভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে উক্ত গবর্ণমেণ্ট এককালীন ৭৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং সাফল্য দেখা দিলে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিবেন এবং উক্ত পরিকল্পনা দশ বৎসর স্থায়ী হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পৃথিবীর প্রয়োজনীয় মোট তামাকের এক চতুর্থাংশ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় এবং যুক্তপ্রদেশের ফরাক্কাবাদ, বাদাউন, মীরাট ও অপরাপর কতিপয় জিলায় ৮৪ হাজার একর জমিতে তামাকের চাষ হয়।

ভারতে এ্যালিউমিনিয়ামের উৎপাদন

আগামী ডিসেম্বর মাস হইতে ভারতবর্ষে একটি এ্যালিউমিনিয়ামের কারখানা চালু হইবে বলিয়া জানা যায়। এ্যালিউমিনিয়াম প্রস্তুতের প্রধান উপাদান বক্সাইট ভারতবর্ষের অনেক স্থলে পাওয়া যায়। অথচ তাহা সত্ত্বেও রান্নার কাজের প্রয়োজনীয় এ্যালিউমিনিয়ামের বাসনপত্র বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

বিদেশাগত ও বিদেশযাত্রী জাহাজ

চলতি ১৯৪০ সালের জুন মাসে ভারতীয় বন্দর সমূহে বিদেশ হইতে ২৬৫টি জাহাজ আসিয়াছিল এবং সকল বন্দর হইতে ৪৭৩টি জাহাজ বিদেশে যাত্রা করিয়াছিল। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে ৫২৬টি জাহাজ ভারতীয় বন্দর সমূহে যাতায়াত করিয়াছিল ঐ বৎসরে অক্টোবর মাসে ৬৬১টি জাহাজ ভারতীয় বন্দরগুলিতে গমনাগমন করে। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে ভারতের বন্দর সমূহে বিদেশ হইতে ১২৯টি জাহাজ আসিয়াছিল এবং এই সকল বন্দর হইতে ২১১টি জাহাজ বিদেশে যাত্রা করিয়াছিল।

দেশীয় রাজ্যের আয়

ভারতের প্রধান প্রধান কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ এইরূপ:—হায়দরাবাদ ৭ কোটী ৯৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা, মহীশূর ৩ কোটী ৪৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, বরোদা ২ কোটী ৬০ লক্ষ ৯ হাজার টাকা, ত্রিবাঙ্কুর ২ কোটী ৪৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা, কাশ্মীর ২ কোটী ২৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, ভবনগর ১ কোটী ৫০ লক্ষ ৮ হাজার টাকা, পাতিয়ালা ১ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা, যোধপুর ১ কোটী ৪২ লক্ষ ৮ হাজার টাকা, ইন্দোর ১ কোটী ২৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, বিকানীর ১ কোটী ২১ লক্ষ টাকা, জয়পুর ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা।

শর্করা তদন্ত সাবকমিটির প্রশ্নাবলী

বঙ্গীয় শিল্প তদন্ত কমিটি কর্তৃক গঠিত শর্করা তদন্ত কমিটি বাঙ্গলার ইক্ষুচাষী ও চিনির কলমালিকগণের মতামত জানিবার জন্য দুইটি বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন। কতিপয় বিষয় সম্পর্কে কৃষি বিভাগের অভিমত জানিবার জন্য তৃতীয় প্রকারে একটি প্রশ্নাবলী রচিত হইতেছে বলিয়া জানা যায়।

নারিকেল বৃক্ষের চাষ

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৪ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে নারিকেল বৃক্ষের চাষ হইয়া থাকে। জ্বালানী হিসাবে ইহার কাঠ ও পাতা ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের ছোবড়া একটা খুব দরকারী জিনিস। নারিকেলের রস হইতে ভিনিগার গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়। তাহাছাড়া প্রসাধন দ্রব্যের জন্য না হইলেও ইহা হইতে মাঝারি রকমের গায়ে মাখা সাবান ও বহুল পরিমাণে নকল মোমবাতি তৈয়ার হয়। এদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ গ্যালন তৈল ইংলণ্ডে চালান হয়। বৎসরে প্রায় ১০ কোটী পাউণ্ড ওজনের ছোবড়া ও দড়ি নানা দেশে চালান হয়। তাহাড়া প্রায় ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের নারিকেলও বাহিরে চালান যায়।

রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে সরকারী সাহায্য

ইণ্ডিয়ান রোড ফাণ্ডের ১৩৮-৩৯ সালের হিসাব সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এই তহবিল হইতে বাঙ্গলা দেশ ১ কোটী ৩৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত ৮৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং ১লা এপ্রিল তারিখে ৪৬ লক্ষ ৮ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। অন্যান্য প্রদেশে এইরূপ অর্থ সাহায্য, ব্যয় এবং উদ্বৃত্তের পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নোক্তরূপ ছিল:—মাদ্রাজ ১ কোটী ৫১ লক্ষ ৯ হাজার, ৯১ লক্ষ ৬৭ হাজার; ৫৯ লক্ষ ৪২ হাজার; বোম্বাই—১ কোটী ৭৯ লক্ষ ১৫ হাজার, ১ কোটী ৭১ লক্ষ ৩৭ হাজার, ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার; পাঞ্জাব ৮১ লক্ষ ২৪ হাজার, ৬৬ লক্ষ ৭০ হাজার, ১৪ লক্ষ ৫৪ হাজার; বিহার ৩২ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৫ লক্ষ ২৮ হাজার, ১৭ লক্ষ ৩৯ হাজার; মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৩২ লক্ষ ৮০ হাজার, ২৭ লক্ষ ৩৩ হাজার, ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার; আসাম ২৩ লক্ষ ২৬ হাজার, ১৯ লক্ষ ১৯ হাজার, ৪ লক্ষ ৭ হাজার, সীমান্তপ্রদেশ ১৮ লক্ষ ৫৪ হাজার, ১৮ লক্ষ ৪৬ হাজার; উড়িষ্যা ২ লক্ষ ৩৬ হাজার, ৫২ হাজার, ১ লক্ষ ৮৪ হাজার; সিন্ধু ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার; ১২ লক্ষ ৮৪ হাজার, ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চায়ের কাটতি

গত ১৯৩৯ সালের জুলাই হইতে গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট আট মাসে বিদেশ হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৭ কোটী ৩৩ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ চা আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ের তুলনায় এবার চা আমদানী হইয়াছে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী।

বরোদা রাজ্যে শিল্পোন্নতি

গত কতিপয় বৎসর মধ্যে বরোদা রাজ্যে নানারূপ শিল্প প্রসার বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গিয়াছে। ১৯২৭ সালে বরোদা রাজ্যের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় নিযুক্ত কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার। গত ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্য্যন্ত তাহা বাড়িয়া ৩৪ হাজার দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯২৮-২৯ সালে ঐ রাজ্যে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ১১টি। ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা বাড়িয়া ১৭টি দাঁড়ায়। ঐ সময় মধ্যে কাপড়ের কল সমূহে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণে শতকরা দেড়শত ভাগ পরিমাণে ও তাঁত সংখ্যা ২ হাজার ৫০০ হইতে ৬ হাজার ৮০০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দ্বারকায় যে সিমেণ্ট কারখানা রহিয়াছে তাহাতে ১৯৩১-৩২ সালে ৪০ হাজার টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে সেই স্থলে সিমেণ্ট উৎপন্ন হইয়াছে ৮২ হাজার টন। এলেম্বিক ক্যামিকেল ওয়ার্কস কোং লিঃ বরোদা রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। গত ১৯২৭ সালে এই কোম্পানী ৬ লক্ষ টাকার শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিল। ১৯৩৭ সালে সেইস্থলে এই কোম্পানী ১৫ লক্ষ টাকার শিল্প দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছে।

ভারতীয় কফি রপ্তানী হ্রাস

যুদ্ধের ফলে যে সমস্ত ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে কফি তাহার অন্যতম। বিগত জুন মাসে ভারতবর্ষ হইতে মাত্র ৮১ হাজার টাকা মূল্যের কফি বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে ৪ লক্ষ টাকার কফি বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। বিগত মার্চ্চ মাসে ১৪ লক্ষ টাকা, মে মাসে ৭ লক্ষ টাকা এবং জুন মাসে এক লক্ষ টাকারও কম মূল্যের কফি রপ্তানী হইয়াছে।

(খাদ্য হিসাবে চাউলের গুণাগুন)

ভাগটা অনেক পরিমাণে অক্ষত থাকে। চাউলের এই বহিরাবরণ ভাগটাই আসলে ভাইটামিনযুক্ত ও পুষ্টিকর। ঢেঁকিদ্বারা চাউল প্রস্তুত করা হইলে এই বহিরাবরণ ভাগটা অনেক পরিমাণে অক্ষত থাকে বলিয়া ঢেঁকি ছাঁটা চাউলই শরীরের পক্ষে উপকারী। কিন্তু দুঃখের বিষয় ধান সিদ্ধ করিয়া ঢেঁকি দ্বারা বা অন্য সাধারণ শ্রেণীর হস্তচালিত যন্ত্রাদিতে তাহা চাউলে পরিণত করার রীতি এক্ষণে উঠিয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে সর্ব্বত্রই কম বেশী সংখ্যায় চাউলের কলের প্রচলন হইয়াছে আর এক্ষণে কলের প্রস্তুত অপেক্ষাকৃত সাদা ও পরিষ্কার চাউল ব্যবহারে লোক অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। কলের প্রস্তুত চাউলের একটা বড় গলদ এই যে কলের চাপে ঐ চাউলের বাহিরের আবরণ ভাগটা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। ফলে ঐ চাউলের পুষ্টিকারিতা বিশেষ কিছুই থাকে না। সাধারণ অবস্থায় চাউলের মধ্যে ভাইটামিন 'বি' বর্ত্তমান থাকে। ঐ ভাইটামিন বেরীবেরী রোগের একটা ভালরকম প্রতিষেধক। কিন্তু কলে চাউল প্রস্তুত করা হইলে চাউলের ঐ ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই যাহারা কলের চাউল ব্যবহার করে তাহাদের মধ্যে 'বি' ভাইটামিনের অভাবে বেরীবেরীর বিশেষ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ চাউল হইতে ভাত রন্ধন সম্বন্ধে এদেশে যে রীতি অনুসৃত হয় তাহাতেও চাউলের পুষ্টিকারিতা খর্ব্ব হইয়া থাকে। সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে জলে বেশী করিয়া বারবার চাউল ধৌত করিতে গেলে তাহাতে চাউলের ভাইটামিন অনেক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া যায়। চাউল সিদ্ধ করিবার সময় হাঁড়িতে অতিরিক্ত জল দিয়া বেশীরকম ফেন গলানো হইলে তাহাতেও ভাইটামিনের অপচয় ঘটে। তখন আর খাদ্য হিসাবে ভাত শরীরের পুষ্টিসাধনের পক্ষে তেমন কিছু সহায়তা করিতে পারে না।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়া ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ফাণ্ড এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক প্রণীত বর্ত্তমান পুস্তিকাটিতে খাদ্য হিসাবে চাউলের উপযোগিতা ও পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি বিধান আলোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে এদেশে লোকে যাহাতে কলের চাউল কম ব্যবহার করে সেজন্য সম্ভবপর বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন ও প্রচার কার্য্য চালান প্রয়োজন। ঢেঁকী ছাঁটা বা হস্তচালিত যন্ত্রাদিতে প্রস্তুত চাউল ব্যবহারের উপর জোর দিলে একদিকে উহাতে ব্যবহার্য্য চাউলের গুণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে অপরদিকে বহুলোকের জীবিকার্জ্জনের উপযোগী একটি কুটীর শিল্প দেশে পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারে। মাদ্রাজ সরকার সম্প্রতি ঐ প্রদেশের জেল সমূহে ঢেঁকীছাঁটা চাউল ব্যবহারের নির্দ্দেশ দিয়া ঐ বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে বারবার চাউল ধৌত করিয়া পরে তাহা সিদ্ধ করার রীতি যথাসম্ভব পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ বলা হইয়াছে চাউল বা ভাতে শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর সমস্ত উপাদান পাওয়া কঠিন বলিয়া সর্ব্বসাধারণকে সঙ্গতি অনুযায়ী যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে ডাল, তরিতরকারী, দুধ ও ডিম প্রভৃতি ব্যবহারে সচেষ্ট হইতে হইবে। এদেশে জনস্বাস্থ্য তথা জনকল্যাণের দিক হইতে ঐসমস্ত নির্দ্দেশ যে সর্ব্বথা বিবেচনার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডে কর বৃদ্ধি

গত ২১শে আগষ্ট তারিখে লর্ড সভায় স্যর জন সাইমন ব্যক্ত করিয়াছেন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে করভার শতকরা ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ

১৯৩৯ সালের কার্য্যবিবরণী

আমরা ঢাকেশ্বরী কটন মিলের গত ১৯৩৯ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে উক্ত মিলের পরিচালকগণকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইয়াছিল। বৎসরের প্রথম হইতেই ২নং মিলের কাজ আরম্ভ হয় বটে। কিন্তু উহার বয়ন বিভাগের মোটর বিকল হওয়ার দরুণ ৩ মাস পর্য্যন্ত কাজ বন্ধ করিতে হয়। উহার পর জুলাই মাসে শ্রমিক ধর্ম্মঘটহেতু ২টা মিলেই ৯ দিন কাজ বন্ধ থাকে। এইসব অসুবিধা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে অন্যান্য দিক দিয়াও মিলের নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের জন্য মিলের আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জাম এবং মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপাদানস্থানীয় রঞ্জন ও রাসায়নিক দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পরিচালকগণকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের অনিশ্চয় অবস্থার দরুণ মিলে প্রস্তুত বস্ত্রাদি বিক্রয়ের ব্যাপারেও আলোচ্য বৎসরে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এইসব সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসরে দুইটী মিলে প্রায় অর্দ্ধকোটী টাকা মূল্যের বস্ত্র ও সূতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং বৎসরের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত মিল কর্ত্তৃপক্ষ ৪০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা মূল্যের বস্ত্র ও সূতা বিক্রয় করিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরে কলের মূল্যাপকর্ষ সম্বন্ধে ভারত সরকার নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করার দরুণ মিল কর্ত্তৃপক্ষকে পূর্ব্ব বৎসরের হার অনুযায়ী এই দফায় ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ করিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বৎসরে তুলার উপর আমদানী শুল্ক এবং বিদ্যুৎকর বাবদ কর্ত্তৃপক্ষের ১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। এইসব অতিরিক্ত ব্যয় না হইলে আলোচ্য বৎসরে ঢাকেশ্বরীর দুইটী মিলে নিট লাভের পরিমাণ ৬ লক্ষ টাকার উপর দাঁড়াইত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই বৎসরে দুইটী মিলের নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৩ হাজার ১৯৩ টাকা। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের লভ্যাংশের জের ১৩ হাজার ৯২৯ টাকা যোগ দিয়া যে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ১২২ টাকা দাঁড়াইয়াছে তাহা হইতে পরিচালকগণ উহার সাধারণ অংশীদারগণকে আয়কর বর্জ্জিত শতকরা বার্ষিক দশ টাকা হারে এবং প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণকে শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হারে লভ্যাংশ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই বৎসরের লভ্যাংশ হইতে ২০ হাজার টাকা মজুদ তহবিলে জমা করিবার জন্যও প্রস্তাব হইয়াছে। অংশীদারদের সভায় এইসব প্রস্তাব গৃহীত হইলে আলোচ্য বৎসরের লাভ হইতে বর্ত্তমান বৎসরের লাভের হিসাবে ৪৩৩১ টাকা জের থাকিবে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য বৎসরে মিল কর্ত্তৃপক্ষ মিলের জন্য ৪১ হাজার ২২২ টাকা মূল্যের নূতন কলকব্জা ক্রয় করিয়াছেন এবং ২নং মিলের শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য তাঁহারা যে চারিটি ৩ তলা ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার কাজ এই বৎসরে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

ঢাকেশ্বরীর ২টী মিলের সমষ্টিগত কার্য্যকরী মূলধন আলোচ্য বৎসরের শেষে ৮৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। উহার মধ্যে মিল কর্ত্তৃপক্ষ শেয়ার বিক্রয় করিয়া ৩৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বৎসরের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত মিল কর্ত্তৃপক্ষের হাতে শেয়ার বিক্রয়ের প্রিমিয়াম ফণ্ডে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৪০ টাকা, মজুদ তহবিলে ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৮১ টাকা, লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, কেশব লাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফণ্ডে ২৪ হাজার ২৮৭ টাকা এবং আয়কর প্রদান বাবদ তহবিলে ৮৬ হাজার টাকা মজুদ ছিল। মিলের কার্য্যকরী মূলধনের মধ্যে ২৪৷৷০ লক্ষ টাকা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু পরিচালকগণ বর্ত্তমানে কার্য্যকরী মূলধনের সাহায্যে যে প্রকার বিরাটাকারের দুইটী মিল গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং মিল কর্ত্তৃপক্ষের হাতে মজুদ মাল, নগদ অর্থ, বাজার পাওনা ইত্যাদি হিসাবে যে সম্পত্তি রহিয়াছে তাহাতে বর্ত্তমানের এই যুদ্ধজনিত আবহাওয়া কাটিয়া গেলে উঁহারা যে অনায়াসে এই ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারিবেন তাহা আমরা খুবই বিশ্বাস করি। মোটের উপর ১৯৩৯ সালে বিবিধ প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করিয়াও পরিচালকগণ মিলের যে প্রকার সন্তোষজনক আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই তাঁহাদের খুব কর্ম্মকুশলতার পরিচায়ক। কোন বড় মূলধনওয়ালার সাহায্য ব্যতিরেকে একমাত্র নিজেদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে আজ উঁহারা বস্ত্রশিল্পের যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং অংশীদারগণকে যে প্রকার নিয়মিতভাবে উচ্চহারে লভ্যাংশ দিতেছেন তাহাতে বাঙ্গলার শিল্পোন্নতির ইতিহাসে উঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দি সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২১শে আগষ্ট তারিখে সিটাডেল ব্যাঙ্কের ৮নং ম্যাডান ষ্ট্রীট কলিকাতাস্থ হেড অফিসে উহার ষান্মাসিক (ষ্টাটিউটরি) সভা হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সিটাডেল ব্যাঙ্ক প্রথমে একটী লোন আফিস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে উহাকে একটী ব্যাঙ্কে পরিণত করা হয় এবং গত মার্চ্চ মাস হইতে উহা একটী ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য্যারম্ভ করে। কাজেই গত ৩০শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের যে অর্দ্ধ বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্কের মাত্র

৪ মাস কাল সময়ের কাজের পরিচয় রহিয়াছে। এই চার মাসের মধ্যে ব্যাঙ্কের প্রায় ৫৫ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে এবং উহার মধ্যে ৫৪ হাজার ৯৮০ টাকা আদায় হইয়াছে। এই সময়ের শেষে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫৮২ টাকা। সামান্য ৪ মাস কালের মধ্যে ব্যাঙ্কটী মূলধন ও আমানত সংগ্রহে যে প্রকার সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

সিটাডেল ব্যাঙ্ক উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য রাজা প্যারীমোহন মুখার্জ্জি এবং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা প্যারীমোহনের পৌত্র মিঃ সি এন মুখার্জ্জি এই ব্যাঙ্কটীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তিনি সর্ব্বপ্রকার সতর্কতার সহিত এই ব্যাঙ্কটীর পরিচালনা করিতেছেন। অত্রাবস্থায় ব্যাঙ্কটীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল এবং উত্তরোত্তর উহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে—উহাই আমরা আশা করিতেছি।

ন্যাশনেল কটন মিলস্ লিঃ

চট্টগ্রামের দি ন্যাশনাল কটন মিলস্ লিমিটেডের জন্য বিলাতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বহুলাংশের পৌঁছ সংবাদ ইতিপূর্ব্বে 'আর্থিক জগতে' প্রকাশিত হইয়াছে। মিলের অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি লইয়া বিগত ২৫শে শ্রাবণ শনিবার আর একখানি জাহাজ বিলাত হইতে চট্টগ্রাম বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার মধ্যেও আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি মিলিয়াছে; এখন মিলটি শীঘ্রই চালু করা সম্ভব হইবে মনে হয়। পরম সুখের বিষয় এই যে, মিল-গৃহাদির নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং যন্ত্রপাতি বসাইবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে; আমাদের বিশ্বাস, মিল কর্ত্তৃপক্ষ আগামী জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বাজারে কাপড় বাহির করিতে পারিবেন। মিলটীর পিছনে দি চিটাগং ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা——কৃতী ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী মিঃ কে কে সেনের অক্লান্ত কর্ম্মশক্তি এবং উপযুক্ত সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির কার্য্যকরী সহযোগিতা রহিয়াছে; সুতরাং উহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল এবং অত্যল্প কালেই উহা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইবে। আমরা এই মিলটির প্রতি শিল্পানুরাগী দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

বেঙ্গল কটন কালটিভেসন এণ্ড্ মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর ডি এন চ্যাটার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি কে মিত্র। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৭নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান রোলিং মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রামপ্রতাপ। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৬এ হালসীবাগান রোড্, কলিকাতা।

প্রিমিয়াম সাপ্লায়াস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নরসিংহ দাস কোঠারী। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা।

ভোলা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে পি চৌধুরী। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২।২৪বি কাঁকুলিয়া রোড্, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

মেট্রোপলিটন এজেন্সী লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এম ভৌমিক। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৮৪এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভিটা ফুড্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এন মুখার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৩৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারত (সেলস্) লিঃ—অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮নং এসপ্ল্যানেড রোড (ইষ্ট), কলিকাতা।

মত ও পথ

কৃষক ও কৃষির সঙ্কট

"বৈদেশিক চাহিদা এবং রপ্তানীর জন্য জাহাজের অপেক্ষায় ভারতের বন্দরসমূহে মাসের পর মাস প্রভূত পরিমাণ পণ্য মজুদ হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পণ্যমূল্যে নিম্নগতি দেখা দিয়াছে; ব্যাঙ্কসমূহের চাপের ফলে রপ্তানীকারকগণ আরও কম মূল্যে মজুদ মালপত্র বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। চীনাবাদাম, তৈলবীজ, তিসি, চামড়া এবং তুলা—রপ্তানীযোগ্য সকল প্রকার পণ্য সম্পর্কেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে যে পরিমাণ মালের অর্ডার আসিতেছে তাহা সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক, রপ্তানীর অন্যান্য বাজার রুদ্ধ হওয়ায় ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের সঙ্কট গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বিদেশের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও মাল রপ্তানীর জন্য জাহাজে স্থান সংগ্রহ করা দুরূহ হইবে। এদিকে, নূতন শস্যের অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। পণ্যমূল্যের নিম্নগতি দেখিয়া উৎপাদক সমিতি এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ কৃষকদিগকে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিতে এবং অর্থকরী শস্যের জমীতে খাদ্যশস্যের চাষ করিতে পুনঃপুনঃ উপদেশ দিতেছেন। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে কৃষকের আয় বর্ত্তমানের তুলনায়ও হ্রাস পাইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতীয় কৃষিতে এক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। নূতন রপ্তানী বাজারের সন্ধান করার কাজটা মোটেই সহজসাধ্য নয় এবং মিক-গ্রেগরী দৌত্য কৃষকের পক্ষে খুব সুবিধাজনক কিছু করিতে পারিবে বলিয়া ভরসা হয় না। দেশের অভ্যন্তরে কৃষিপণ্যের কাট্‌তিও সহজে বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। অষ্ট্রেলিয়ার মত এদেশেও যদি এই সুযোগে নানাবিধ নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন হইত তবে দেশের অভ্যন্তরেই বেশীরভাগ কৃষিপণ্যের চাহিদা হইত। কিন্তু যুদ্ধের এক বৎসরে এদেশে শিল্পপ্রচেষ্টা সম্পর্কে কেবল অন্ধকারেই হাতড়ান্ হইয়াছে এবং এখনও এই অন্ধকারেই আমাদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ আছে। ক্ষুদ্র তৈল-নিষ্কাসণ শিল্পও পদে পদে অসুবিধাগ্রস্ত। ভারতের পল্লীঅঞ্চলে শীঘ্রই এক ব্যাপক সঙ্কট দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়। ইহার প্রতিকারের জন্য চাই দূরদর্শীনীতি। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা কি দেখিতে পাই? সময় হারাইয়া শেষ মুহূর্ত্তে ডোমিনিয়নসমূহ এবং আমেরিকার সহিত বাণিজ্যপ্রসারের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু জাহাজের অভাবে বাণিজ্যচুক্তির কিছুমাত্র মূল্য না থাকিতে পারে। কেহ কেহ বলেন বিগত কয়েকমাসে পল্লীঅঞ্চলের আর্থিক অবস্থা প্রকৃতপক্ষেই খারাপ হইয়াছে। ইহা যথাযথ প্রমাণ করিয়া দেখাইবার উপায় নাই; কিন্তু এই সম্পর্কে বিস্তৃত সতর্কবাণী উচ্চারণ করা অন্যায় হইবে না। মিঃ ডাউ বলিয়াছেন বিগত সেপ্টেম্বর মাস হইতে এপর্য্যন্ত ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪০ কোটী টাকা মূল্যের সরকারী অর্ডার সরবরাহ করিয়াছে। কিন্তু বিদেশের বাজার বন্ধ হওয়ায় যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ করার জন্য দেশের অভ্যন্তরে পরিকল্পনানুসারে শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা করার সময় কি আসে নাই?"

"ইণ্ডিয়ান ফিনান্স"—১৭ই আগষ্ট

প্রিমিয়ামহীন জীবনবীমা

"জীবনবীমার পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধনের যে বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে তৎসম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ। তাহাদের ধারণা এই যে আমৃত্যু কিংবা পলিসির মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর প্রিমিয়াম না দিলে জীবনবীমা নষ্ট হইবে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। বীমাকারী যদি কোন সময়ে মনে করেন যে ভবিষ্যতে প্রিমিয়াম দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না তবে তিনি বীমা আফিসকে একটী "ফ্রি পলিসি" দেওয়ার অনুরোধ করিতে পারেন। এই "ফ্রি পলিসি" অবশ্য কম টাকা মূল্যের হইবে; কিন্তু এই বাবদ আর প্রিমিয়াম দিতে হইবে না। মেয়াদী বীমা সম্পর্কে অনেক বীমা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত প্রিমিয়ামের অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ্য একটী "ফ্রি পলিসি" দিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ৫৫ বৎসর বয়সে প্রাপ্য বিশবৎসরের মেয়াদে এক হাজার টাকার জীবনবীমা থাকিলে এবং দশবৎসর প্রিমিয়াম দেওয়া হইয়া থাকিলে বীমাকারী ৫৫ বৎসর বয়সে প্রাপ্তব্য পাঁচশত টাকা মূল্যের একটী "ফ্রি পালিসি" পাইতে পারেন।"

"স্পেক্টেটার"—১লা মার্চ্চ ১৯৪০।

পাটের ভবিষ্যৎ

বর্ত্তমান মরশুমে পাটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ১০ই আগষ্টের "কমার্স" লিখিতেছেন, "১৯৩৯-৪০ সালের ন্যায় ভবিষ্যৎ অন্ধকার নিয়া বর্ত্তমান পাটের মরশুম আরম্ভ হইয়াছে। পার্থক্য এই যে গত বৎসর এই নৈরাশ্যের কারণ শীঘ্রই দূরীভূত হইয়া নূতন আশার সঞ্চার হয়; কিন্তু বর্ত্তমান মরশুমে এখন পর্য্যন্তও এরূপ ভরসা দেখা যাইতেছে না। পরন্তু, ভবিষ্যৎ ক্রমেই যেন অধিকতর নৈরাশ্যব্যঞ্জক হইয়া উঠিতেছে। শত্রুপক্ষীয় দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য হ্রাসজনিত ক্ষতি নিরপেক্ষ দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধির দ্বারা পূরণ হইবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু সেই আশাও বিনষ্ট হইয়াছে; কারণ অধিকাংশ নিরপেক্ষ দেশই একে অন্যের পর নাৎসী জার্ম্মানীর পদানত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ব্যতীত প্রায় সমগ্র ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। ইহাতে পাটের রপ্তানী বাণিজ্য আনুমানিক ৫০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীতে ততটা মন্দা দেখা দেয় নাই। বর্ত্তমানে আমেরিকার উপরই চটকলসমূহের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে এবং দেশে যুদ্ধের সুযোগে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ম্মতৎপরতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আশা হইতেছে। ইহা সফল হইলে পাটের মূল্যেও অবশ্য উন্নতি ঘটিবে; কারণ, ভারতে প্রস্তুত পাটজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি হইলে দেশের চটকল সমূহেও বেশী পরিমাণ পাটের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পাটের বর্ত্তমান অবস্থা নিরতিশয় উদ্বেগজনক। প্রাথমিক পূর্ব্বাভাস অনুসারে এই বৎসর ৪১,১২,৭৫০ একর জমীতে পাটের চাষ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন বৎসরেই এত অধিক পরিমাণ জমীতে পাট বপন করা হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে ১৯২৬ সালে ৩৬,৩০,০০০ একর জমীতে পাট চাষ হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান বৎসরের পূর্ব্বে ইহাই ছিল "রেকর্ড।"

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২৩শে আগষ্ট

এসপ্তাহে বিনিময় বাজারে কাজ কারবার বিশেষ কিছুই হয় নাই। রপ্তানী বিলের অভাব বাজারে ক্রমেই বেশী পরিমাণে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের ব্যাপকতার জন্য ও জাহাজ চলাচলের অসুবিধা হেতু ইউরোপীয় দেশ সমূহে মাল রপ্তানীর পক্ষে প্রতিবন্ধক সৃষ্ট হইয়াছে। ইংলণ্ডের উপর জার্ম্মানীর আক্রমণ প্রচণ্ডতর হইয়া উঠায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশী রকম অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজ করিতেছে বলিয়া রপ্তানীকারকেরা এখন সাহস করিয়া অর্ডারমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও মালপত্র পাঠাইতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই বাজারে রপ্তানী বিলের সংখ্যা খুবই কম দেখা যাইতেছে আর সেজন্য বিকিকিনি সম্বন্ধেও মন্দা লক্ষিত হইতেছে। তবে এইরূপ মন্দা সত্ত্বেও বিনিময় হার স্থির আছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কলিকাতার বাজারে এসপ্তাহে পূর্ব্বাপর টাকার বিশেষ স্বচ্ছলতা লক্ষিত হইয়াছিল। কল টাকার বার্ষিক শতকরা সুদের হার আট আনায় বলবৎ ছিল। সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক দেখা গিয়াছিল।

ট্রেজারী বিলের সুদের হার এসপ্তাহে আরও কিছু হ্রাস পাইয়াছে। এবার ট্রেজারী বিলের আবেদনও পাওয়া গিয়াছিল কম। গত ২০শে আগষ্ট ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ছিল ১ কোটী ৯০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এবারকার আবেদনগুলির ভিতর ৯৯৸/৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত ও ৯৯৸/০ আনা দরের শতকরা ৪২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ॥৶১০ পাই। এসপ্তাহে তাহা ।৶৪ পাই দাঁড়াইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৬ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৩ কোটী ৪২ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ছিল ২২৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ৮৮ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টকে সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ৪৭ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ২৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে, পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ও ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৩৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ও ১২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫৩১/৩২পে
ঐ দর্শনী	"	" "
ডি এ ৩ মাস	"	১শি ৬১/৩২পে
ডি এ ৪ মাস	"	১শি ৬৩/৩২পে
গিল্ডার	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৫৬
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩॥০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৮১॥০

কৃষিপণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

কৃষিপণ্যরপ্তানীর সুযোগ হ্রাস হওয়ায় ভারতসরকার রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য-সমূহের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। তুলা, কফি এবং তৈলবীজ সম্পর্কেই প্রথমতঃ এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে আশা করা যায়। ভারতসরকার কর্ত্তৃক এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং বণিকসভাসমূহের মতামতও গ্রহণ করা হইবে।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৩শে আগষ্ট

কোম্পানীর কাগজ ব্যতীত শেয়ার বাজারের অন্য কোন বিভাগে গত সপ্তাহে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। খরিদ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ায় সকল বিভাগেই পূর্ব্ববৎ মন্দা দেখা গিয়াছিল। সপ্তাহের প্রথম ভাগে কোম্পানীর কাগজবিভাগেও নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু বিগত মঙ্গলবার হাউস্ অব্ কমন্সে বৃটীশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল যে দৃঢ়তাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে শেয়ার বাজারের সকল বিভাগেই অল্প বিস্তর উৎসাহের ভাব জাগিয়াছে। কোম্পানীর কাগজ বিভাগেই ইহার অনুকূল প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদের কাগজ ৯০৵০ আনায় উন্নীত হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে পরিশোধ্য ঋণপত্রের মূল্যেও উন্নতি ঘটিয়াছে। কোম্পানীর কাগজ ব্যতীত একমাত্র কয়লাখনির শেয়ার সম্পর্কেই উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথমভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণের কোনরূপ চাহিদাই বর্ত্তমান ছিল না। গত দুইদিন ইহার শেয়ার সম্পর্কে ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর রণক্ষেত্র হইতে ইংলণ্ডের অনুকূল কোন সংবাদ আসিলে শেয়ার বাজারের সকল বিভাগেই আরও উন্নতি ঘটিবে আশা করা যায়। কিন্তু এদিকে জাপসরকারের মতিগতি আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে শিল্পব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগের স্পৃহা স্বতঃই হ্রাস পাইবার কথা।

কোম্পানীর কাগজ

সপ্তাহের প্রথমদিকে কোম্পানীর কাগজবিভাগে অবনতির ভাবই পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। মিঃ চার্চ্চিলের উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতায় কোম্পানীর কাগজের মূল্যে পুনরায় দৃঢ়তা ফিরিয়া আসিয়াছে। শতকরা ৩।০ আনা সুদের কাগজ ৮৮৸৵০ হইতে ৯০৵০ আনায় উঠিয়াছে এবং গত দুইদিন যাবত ইহার স্থিরতা রক্ষা হইতেছে। পরিশোধ্য ঋণসমূহের মধ্যে শতকরা ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ ১০৫।০ আনা, ৪॥০ আনা সুদের ১৯৫৫-৬০ ১১০৲, ২৸০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ ৯৫॥০ আনা, ৩।০ আনা সুদের ১৯৪৭-৫০ ১০১।০ আনা, ৫৲ সুদের ১৯৪৫-৫৫ ১১১৶০ আনা, এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪০-৪৩ ১০০।৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় চলিতেছে।

ব্যাঙ্ক

কোম্পানীর কাগজের অনুবর্ত্তী হিসাবে ব্যাঙ্ক শেয়ারের মূল্যেও স্থিরতা বজায় ছিল। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৩৫৲ টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ারে ১০১৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

ডিবেঞ্চার

৪৲ টাকা সুদের কলিকাতা মিউনিসিপাল ডিবেঃ ১০৪৲ এবং ৩৲ টাকা সুদের পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঃ ৯৫৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য চাহিদা দেখা দিয়াছিল। ডানবার ১৪০৲ টাকা, কেশোরাম ৪৲ টাকা, বাসন্তী কটন ২॥৵০ আনা, এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ১৵০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ ভাবেই বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। বেঙ্গল ৩১৮ টাকায় উন্নীত হইয়াছে। ইকুইটেবল্ ৩২৲ টাকা, এমালগেমেটেড় ২৫৲ টাকা, বরাকর ১২৸০ আনা, ডেমো মেইন ১১৲ টাকা, সেণ্ট্রা ১০৸০ আনা, এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৫৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৪০ সালের জুনমাস পর্য্যন্ত ম্যাকনিস কোম্পানীর পরিচালনাধীন কোম্পানীসমূহের যে যাণ্মাসিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অংশীদারদের পক্ষে সন্তোষজনক হইয়াছে। ইকুইটেবল কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য সকল কোম্পানীই সন্তোষজনক লভ্যাংশ প্রদানে সমর্থ হইয়াছে।

চট কল

চটকল বিভাগে সারা সপ্তাহে একটী মাত্র কারবার হইয়াছে। হুকুমচাঁদ ৬৶০ আনায় স্থির আছে। এই বিভাগে সর্ব্বনিম্ন দরেও ক্রেতার অভাব অনুভূত হইয়াছে।

এঞ্জিনিয়ারিং

সপ্তাহের শেষদিকে এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কতকটা সন্তোষজনক অবস্থার উদ্ভব হয়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২৬।০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ষ্টীল কর্পোরেশনের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সাধারণ খরিদ্দার মহলে সন্তোষ উৎপাদন করিতে সমর্থ না হইলেও কোম্পানীর পরিচালকবর্গ বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী সম্পর্কে উৎসাহপূর্ণ মন্তব্য করায় ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে অল্প বিস্তর উৎসাহ সৃষ্টি হইবে আশা করা যায়। ষ্টীল কর্পোরেশন ১৫।০ আনা হইতে ১৫৶০ আনায় নামিয়া গিয়াছে। এই নিম্নগতি সাময়িক মনে করা উচিত। হুকুমচাদ ষ্টীলের কার্য্যবিবরণীতে কোম্পানীর ৩২ হাজার টাকা ক্ষতি প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার অর্ডিঃ শেয়ার ৭৸০ আনা এবং ডেফার্ড শেয়ার ১৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কে বিশেষ চাহিদা ছিল না।

চা বাগান বিভাগে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ সন্তোষজনক হইয়াছে।

বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে বার্ম্মা এবং ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন যথাক্রমে ৫৶০ আনা এবং ২৲ টাকায় স্থির আছে। ডানলপ ৩০।০ আনায় উন্নীত হইয়াছে। টিটাগড় কাগজের কলের অর্ডিনারী শেয়ারের জন্য যথেষ্ট চাহিদা দেখা গিয়াছিল। ইহা ১৫৶০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—২১শে আগষ্ট ৭৭৲।

৩।০ সুদের কোম্পানীর কাগজ—১৬ই আগষ্ট ৮৯।৵০ ৮৯।৶০ ৮৯॥০; ২১শে—৯০৲ ৯০৵০; ২২শে—৯০৵০।

২।০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২)—২৩শে ৯৬৲।

৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫)—১৬ই আগষ্ট ১১০॥৵০ ১১০৸৵০ ১১০।০ ১১০৵০।

৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০)—২০শে ১০১।/০।

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪)—১৯শে ৯৬৸৵০ ; ২০শে—৯৬॥/০।

৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫)—১৯শে ৯০৵০ ; ২০শে—৯০৶০ ৯০।/০।

৪৲ সুদের ঋণ (১৬০-৭০)—১৯শে ১০৪।৵০ ; ২০শে—১০৪॥০ ; ২১শে—১০৪৸/০ ১০৪৸০।

৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০)—১৯শে ১১০৲ ; ২০শে—১০৯৸৵০ ; ২১শে—১১০৲।

৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৬৫)—১৯শে ১১০॥০ ; ২০শে—১১০৸০ ; ২২শে—১১১৵০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—১৬ই আগষ্ট (সঃ আদায়ী) ১৪৬৫৲ ; ১৯শে—(কন্টি) ৩৬৪॥০ ৩৬৬॥০ ; ২০শে—(সঃ আদায়ী) ১৪৫৫৲ ১৪৬২॥০ ; ২১শে—(সঃ আদায়ী) ১৪৬০৲ ১৪৬৭॥০ ; ২২শে—(সঃ আদায়ী) ১৪৬২॥০ ১৪৭০৲ ১৪৫৭॥০ ১৪৬০৲ ১৪৬৭॥০ (কন্টি) ৩৬২৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১৬ই ৯৯॥০ ৯৯৲ ১০০॥০ ; ১৯শে—৯৯।০ ৯৯॥০ ১০০॥০ ৯৯৲ ১০০৲ ; ২০শে—৯৯।০ ৯৯॥০ ; ২২শে—১০০৲ ১০১৲। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক—২২শে ৩৪॥৵০ ৩৫৲।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন—১৬ই আগষ্ট ২৸০ ২৸৵০ ; ১৯শে—২৸/০ ২৸৶০ ; ২০শে—২॥৵০। নিউ ভিক্টোরিয়া—১৬ই (অর্ডি) ৸৵০ ১/০ ; ২১শে—১৲ ১৵০। ডানবার—১৯শে (অর্ডি) ১৩৯॥০ ১৪০॥০ ১৪০৲ ; ২০শে—১৪০৲ ; ২১শে—১৪০৲। কেশোরাম—২০শে (অর্ডি) ৪৲।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে—২০শে ৯৭৲। বাঁকুড়া-দামোদর—২২শে ৮৭৲ ৮৮৲। বর্দ্ধমান-কাটোয়া—২২শে ৮৭৲ ৮৮৲। সারা-সিরাজগঞ্জ—২২শে—৯৭৲ ৯৮৲।

কয়লার খনি

বেঙ্গল—১৬ই আগষ্ট ৩১৭৲ ; ১৯শে—৩১৬৲ ; ২০শে—৩১৫৲ ; ২১শে—৩১৮৲ ৩২০৲ ; ২২শে—৩১৪৲। এ্যামালগামেটেড—১৯শে ২৫৲ ; ২০শে—২৫৲। ভালগোরা—১৬ই ৩৸৵০ ৪৲ ; ১৯শে+৪৵০ ; ২০শে—৩৸৵০। চুরুলিয়া—১৯শে ১৷৶০ ১॥৵০ ; ২০শে১—॥০ ; ২১শে—১।৵০ ; ২২শে—১॥০ ১॥৵০। ধেমো-মেইন—১৬ই ১৩।০ ১২৸৵০ ১৩।/০ ; ১৯শে—১২৸০ ১৩৲ ১৩৵০ ; ২০শে—১৩৲। বড়ধেমো—২১শে ৩১২৲। খুসিক ও মুগ্নিয়া—১৬ই ৩।৵০ ৩॥/০ ; ২০শে—৩।০ ৩।৶০। ইকুইটেবল—১৯শে ৩২৲ ৩২।০ ; ২২শে—৩২৲ ৩২।০। হরিণাদী—১৬ই ১২।০ ১২॥৵। জয়ন্তী-সেণ্ট্রাল—২২শে ১।৶০ ১৸০। লাকুরকা—১৬ই ৮।৵০ ৮॥৵০। খাস-কাজোরা—২১শে (প্রেফ) ১০।০। নিউবীরভূম—১৬ই ১৩৸০ ১৩।০। রাণীগঞ্জ—২২শে ২৩৲ ২৪৲। নিউ মানভূম—১৬ই ৩০৲ ৩০॥০ ; ১৯শে—২৯॥০ ২৯৸০। নর্থ দামুদা—১৯শে ৪৸৵০ ৪৸/০ ৪৸৶০। সাউথ কারাণপুরা—১৬ই ৪।৵০ ৪॥০ ; ২২শে—৪।০। টালচর—১৬ই ১৶০ ১।/০ ; ২০শে—১৶০ ; ২১শে—১।/০ ; ২২শে—১৶০ ১।৶০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড—১৯শে ২০৲ ১৯॥৵০ ১৯৸৵০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া—২২শে ২৫৲।

পাট কল

অকল্যাণ্ড—১৬ই (প্রেফ) ১২৪৲ ১২৫৲। হাওড়া—১৬ই ('এ' প্রেফ) ১৩৮৲ ১৩৯৲। হুগলী—২১শে (প্রেফ) ১৬॥০। হুকুমচাঁদ—২২শে (অর্ডি) ৬৶০ (প্রেফ) ৮৯॥০ ৯০॥০।

খনি

বাম্মা কর্পোরেশন—১৬ই আগষ্ট ৫৲ ৫/০ ; ১৯শে—৫৵০ ৪৸৶০ ; ২০শে—৫/০ ; ২১শে—৫৲ ৫৵০ ৫/০ ; ২২শে—৫/০ ৫।/০ ৫/০। ইণ্ডিয়ান কপার—১৬ই ২৲ ; ১৯শে—২৲ ; ২০শে—২৲ ; ২১শে—২৲ ২৵০ ২৲ ; ২২শে—২৵০ ২৶০ ২৲। কনসোলিডেটেড টিন—১৯শে ২॥৵০ ২৸৵০। টেভয় টীন—১৯শে ১৶০।

কেমিক্যাল

বেঙ্গল কেমিক্যাল—২২শে (প্রেফ) ১৬॥০ ১৬৸০।

ইলেকট্রিক কোম্পানী

বেঙ্গল টেলিফোন—১৬ই আগষ্ট (প্রেফ) ১১৵০ ১১৶০ ; ২০শে—(প্রেফ) ১১।০ ১১॥০ ; ঢাকা-ইলেকট্রিক—১৬ই ১৫৵০ ১৫।৶০। বেরিলী-ইলেকট্রিক—২১শে ১১৸০ ১২৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল—১৬ই আগষ্ট (অর্ডি) ৭৸০ ; ১৯শে—৭॥৶০ ৭৸০ ৮৲ ; ১০শে—৭৸০ ; ২১শে—৭৸০ ৭৸/০ ; ২২শে—৭৸/০ ৭৸০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল—১৬ই ২৬।০ ২৬॥০ ; ২০শে—২৬।০ ২৬॥০ ২৬।০। ষ্টীল কর্পোরেশন—১৬ই ১৪৸/০ ১৫৫ ১৫।০ ১৪৸৶০ (প্রেফ) ১০২৸০ ; ১৯শে—১৪৸৶০ ১৫৵০ ১৪৸৵০ ; ২০শে—১৫৲ ; ২১শে—১৫৲ ১৫।০ ১৫॥০ ১৫।০ (প্রেফ) ১০২৲ ; ২২শে—১৫।৵০ ১৫॥০ ১৫৶০ (প্রেফ)—১০৩৸০। কুমারটুলী ইঞ্জিনিয়ারিং—২০শে ৩॥৵০ ৩৸০।

চিনির কল

বস্তী—১৬ইআগষ্ট ১৪৬৲। চম্পারণ—২২শে ১১।০। কাণপুর—১৯শে ১৪॥৵০ ১৫৸০। কেরু এ্যাণ্ড কোং—২০শে ৭।৵০ ৭॥৵০ ; ২১শে—৭।৵০ ৭।৶০ ৭॥৶০ ৭৸০ ; ২২শে—৭।০।

চা বাগান

বিশ্বনাথ—১৬ই আগষ্ট ২২৲ ; ১৯শে—২২৲ ; ২০শে—২২৲। হাসিমারা—১৬ই ৩৭৲ ; ২০শে—৩৭৲। হাঁসকুয়া—২০শে ৮৲ ৮।০। হাতীক্ষীরা—১৬ই ১৬।০ ; ২০শে—১৬॥০ ; ২২শে—১৬॥০। সাপয়—১৯শে ৭॥০। তেজপুর—১৯শে (অর্ডি) ৬৸০।

বিবিধ

বি, আই, কর্পোরেশন—১৯শে ৪৲ ৩৸/০ ; ২০শে—৩৸৵০ ৪৲ (প্রেফ) ১৬৫৲ ; ২১শে—৩৸৶০ ৪/০ ৩৸৵০ ; ২২শে—(প্রেফ) ১৬৭৲। কলিকাতা ট্রামওয়ে—১৬ই (অর্ডি) ১৫।০। কলিকাতা সেফ ডিপজিট—২০শে ৭।০। মহীশূর পেপার—১৬ই ১১॥/০। টাইড ওয়াটার অয়েল—২২শে ১২।০ ১২॥০। টিটাগড় পেপার—১৬ই ১৪॥/০ ১৪৸/০ ১৪৸৵০ ; ১৯শে—১৪৸৵০ ১৪৸০ ; ২০শে—১৪॥/০ ১৪৸/০ ১৪৸৶০ ; ২২শে—২২শে ১৪॥৶০ ১৪৸৶০ ১৫৶০। বরুয়া টিম্বার—১৬ই ১৪৲ ১৪।০ ; ২১শে—১৪॥০। মেদিনীপুর জমিদারী—২০শে ৬৮৲ ৬৯৲ ৬৯॥০। বেঙ্গল আসাম ষ্টীম সীপ—২০শে (প্রেফ) ৯৫॥০। আসাম সঙ্গ—২১শে ২৸০। বেঙ্গল টিম্বার—২১শে (প্রেফ) ১৬৯৲।

ডিবেঞ্চার

৪৲ সুদের কলিকাতা মিউনিসিপাল ডিবেঃ—২২শে ১০৩৸০ ১০৪৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৩শে আগষ্ট

ফাটকা বাজারে এসপ্তাহেও পাটের বিকিকিনি বন্ধ ছিল। ফাটকা বাজারের বাহিরে সামান্য পরিমাণ পাটের বিকিকিনি হইয়াছে। তবে ক্রেতাদের দিক হইতে কোন আগ্রহ লক্ষিত না হওয়ায় পাটের মূল্য পূর্ব্বাপর নিম্নস্তরে ছিল। মফঃস্বল হইতে পাটের আমদানী বাড়িতে থাকার সঙ্গে বাজারে পাট বিক্রেতার সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। বাঙ্গলা সরকারের সহিত চুক্তিক্রমে পাটকলওয়ালারা পাটের যে নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিল ব্যবসায়ীরা সেই নিম্নতম মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে পাটকলওয়ালারা নির্দ্ধারিত নিম্নদরেও পাট খরিদ করিতে তেমন কোন আগ্রহ দেখাইতেছে না। বিদেশে থলে ও চটের চাহিদা কম দেখিয়া পাটকলওয়ালারা গত ১৯শে আগষ্ট হইতে পাটকলের সাপ্তাহিক কাজের সময় ৫৪ ঘণ্টা স্থলে ৪৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হ্রাস করিয়াছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া এক্ষণে তাহারা আবার মাসে এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া পাটকলের কাজ একেবারে বন্ধ রাখার কথাও বিবেচনা করিতেছে। এই অবস্থায় বেশী পরিমাণে পাট খরিদ করা সম্বন্ধে তাহারা কোন গরজ দেখাইতেছে না। ফলে ক্রমেই পাটের দরের একটা বেশী রকম মন্দা লক্ষিত হইতেছে। মফঃস্বলের বাজারেও পাটের দর নামিয়া যাওয়ার সূচনা দেখা যাইতেছে। আগষ্ট মাসে বাহিরে চালান দেওয়ার জন্য রপ্তানীকারকেরা কিছু পরিমাণে পাট খরিদ করিয়াছিল। কিন্তু মাল চলাচলের জাহাজ পাওয়ার অসুবিধা হেতু রপ্তানীকারকেরা এখন আর বেশী পাট ক্রয় বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখাইতেছে না।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে একটা মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। ইণ্ডিয়ান জাত শ্রেণীর পাট মিডল প্রতিমণ ৮৷৷০ ও বটম প্রতিমণ ৭৷৷০ আনা দরে কিছু কিছু কারবার হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে আগষ্ট মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে ফার্ষ্ট শ্রেণীর নূতন পাটের দর ছিল ৪২ টাকা।

গত ১৭ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফঃস্বল হইতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার বেল পাট কলিকাতায় ও কলিকাতার অন্তঃপাতি পাটকলসমূহে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে মফঃস্বল হইতে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল।

থলে ও চট

পাটজাত জিনিষের বাজারে এসপ্তাহে বেশী রকম অবসাদের ভাব লক্ষিত হইয়াছে। গত ১৬ই আগষ্ট বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১০৷৷/০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১৪।৵০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১০৵০ আনা ও ১৩৸৵০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৩শে আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে সোনার মূল্যে পরিবর্ত্তন হয় নাই। রপ্তানীর জন্য অল্প বিস্তর স্বর্ণ ক্রয় হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বর্ত্তমান মূল্য ৪১৸০ আনা।

লণ্ডনের মূল্যও এসপ্তাহে ১৬৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত আছে। আলোচ্য সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বোম্বাই বাজারে রেডিস্বর্ণের মূল্য নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—১৬ই আগষ্ট ৪১৸০ আনা, ১৯শে আগষ্ট ৪১৷৷৶০ আনা, ২০শে আগষ্ট ৪১৸০ আনা, ২১শে আগষ্ট ৪১৸৩ পাই এবং ২২শে আগষ্ট ৪১৸০ আনা।

অদ্য কলিকাতার বাজারে গোল্ডবার প্রতি ভরি ৪১৸০ আনা এবং বড়াল বার ৪১৷৷৶০ আনায় বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা

বোম্বাই বাজারে গত সপ্তাহে রূপার দামে উল্লেখযোগ্য দৃঢ়তা বজায় ছিল। শেষের দিকে রূপার মূল্যে অধিকতর স্থিরতা পরিদৃষ্ট হয়। আলোচ্য সপ্তাহে রৌপ্যের চাহিদা বেশী না থাকিলেও লণ্ডনের সন্তোষজনক সংবাদে রৌপ্যের মূল্যে এরূপ উল্লেখযোগ্য দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হইয়াছে। মিণ্ট রূপা (প্রতি ১০০ ভরি) ৬৩।৶০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বোম্বাই বাজারে রেডি রূপার দর নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—১৬ই আগষ্ট ৬৩।০ আনা, ১৯শে আগষ্ট ৬২৸৵০ আনা, ২০শে আগষ্ট ৬৩।০ আনা, ২১শে আগষ্ট ৬৩।৶০ আনা এবং ২২শে আগষ্ট ৬৩।৵০ আনা।

অদ্য কলিকাতার বাজারে ১০০ তোলা রূপার দর ৬২৸৵০ আনা এবং ঐ খুচ্‌রা দর ৬৩৵০ আনা গিয়াছে।

লণ্ডন বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে প্রতি আউন্স রূপার মূল্য ২২১৩/১৬ পেন্সে বর্দ্ধিত হইয়া ২২শে তারিখ ২২৭/৮ পেন্সে নামিয়া আসিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনে স্পট রূপার সর্ব্বোচ্চ মূল্য ছিল প্রতি আউন্স ২৩১/৪ পেন্স।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৩শে আগষ্ট

গত ১৯শে ও ২০শে আগষ্ট কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী ও রপ্তানীযোগ্য চায়ের যে ১০নং নিলাম সম্পন্ন হইয়াছে নিম্নে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল:

রপ্তানীযোগ্য—আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর মোট ১৩ হাজার ৯৯৯ বাক্স চা বিক্রয় হয় এবং উহার গড়পড়তা মূল্যের হার প্রতি পাউণ্ডে ৸৭ পাই গিয়াছে। গত বৎসর এই সময় ২৫ হাজার ৭৬৪ বাক্স চা গড়ে ৷৷৵৫ পাই দরে বিক্রয় হয়। আলোচ্য নীলামে প্রত্যেক শ্রেণীর চা-ই বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করা হয়। তন্মধ্যে আসামের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধরণের এবং দার্জ্জিলিংএর চাও দৃষ্ট হয়। অপেক্ষাকৃত ভাল সাধারণ ধরণের চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই পর্য্যন্ত চড়া গিয়াছে। মাঝারি ধরণের চায়ের মূল্যও প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই হইতে ছয় পাই পর্য্যন্ত বেশী গিয়াছে। এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ধরণের চায়ের মূল্য ছয় পাই হইতে এক আনা পর্য্যন্ত চড়া মূল্যে বিক্রয় হয়। অল্প মূল্যের টিপি চায়ের অধিক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর ১০ হাজার ৭৫৩ বাক্স গুড়া চা এবং ১০ হাজার ৭৬২ বাক্স অন্যান্য ধরণের চা বিক্রয় হয়। উহার মূল্যপ্রতি পাউণ্ডে গড়ে যথাক্রমে।৮ পাই এবং।২ পাই গিয়াছে। সবুজ চায়ের চাহিদা ভাল ছিল তবে মূল্যের হার গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য কম গিয়াছে। গুড়া চায়ের চাহিদাও ভাল ছিল এবং উহার মূল্যের হারও বজায় ছিল। মাঝারি ধরণের চায়ের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য ধরণের চায়ের মূল্য গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু বেশী গিয়াছে। ভাল পাতা চা এবং বি, পি এস জাতীয় চায়ের অত্যধিক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়।

চা ফসলের উৎপাদন---গত জুলাই মাস পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে মোট ১৫ কোটী ২৭ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১২ কোটী ৮২ লক্ষ পাউণ্ড ছিল।

কোটা---রপ্তানীর কোটা প্রতি পাউণ্ডে।৵৬ পাই হইতে।৶৬ পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়; আভ্যন্তরীন কোটাও ৬ পাই হইতে হঠাৎ এক আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

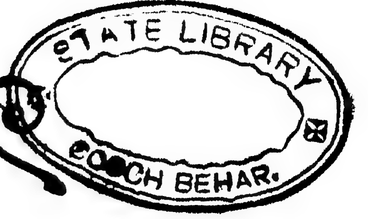
তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৩শে আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন কারবার সম্পন্ন হয় নাই। আগামী পূজার বাজার উপলক্ষে কারবার যৎসামান্য বৃদ্ধি পায় মাত্র। পূজার মরশুমের অনুরূপ যদি কারবার বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে কাপড়ের মূল্য আরও হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। জাপানী কাপড়ের বাজারে উচ্চহারেও কিছু কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা যায়; জাপানী ব্যবসায়ীগণ ইতিমধ্যে কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। দেশী কাপড়ের কলসমূহ কারবার সম্পন্ন করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নহে; কারণ সম্প্রতি উহার মূল্য হ্রাস করিয়া অধিক পরিমাণ কারবার সম্পন্ন করিয়াছে এবং সামরিক প্রয়োজনে যে সকল অর্ডার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে উহারা কিছুদিন চালু থাকিবে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট



আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ১লা সেপ্টেম্বর, সোমবার ১৯৪১ | ১৮শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের বাজার

পাটক্রয়ের ব্যাপারে চটকলসমূহের বিশেষ আগ্রহ, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে থলের জন্য নূতন অর্ডার আসিবার সম্ভাবনায় থলে ও চটের মূল্যবৃদ্ধি এবং মফঃস্বলে জলের অভাব হেতু কলিকাতায় পাটের আমদানী সন্তোষজনক না হওয়াতে গত দুই সপ্তাহের মধ্যে পাটের বাজারের বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছে। এইসব কারণে গত সপ্তাহে ফাটকা বাজারে পাটের দর ৭৫॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নূতন থলের অর্ডারের পরিমাণ জানা গিয়াছে। নূতন যে ১৯ কোটী ৭০ লক্ষ থলের অর্ডার আসিয়াছে, তাহার মধ্যে ৪ কোটী ৭০ লক্ষ থলে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চটকলওয়ালাগণকে সরবরাহ করিতে হইবে এবং বাকী ১৫ কোটী থলে সরবরাহের জন্য উহারা ১৯৪২ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত সময় পাইবে। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে পাটের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা স্থায়ী হইবে না। বর্ত্তমানে বিদেশে পাট রপ্তানী অসম্ভবরূপে কমিয়া যাওয়ার দরুণ চটকলওয়ালারাই পাটের প্রায় একমাত্র ক্রেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু উহাদের পাটক্রয়ের তেমন প্রয়োজন নাই। গত ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই তারিখে উহাদের হাতে ২০ লক্ষ বেল মাত্র পাট মজুদ ছিল। ১৯৪০-৪১ সালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট ক্রয় করিয়া চটকলওয়ালারা উহাদের হাতে মজুদ টাকার পরিমাণ গত ১লা জুলাই তারিখে ৪৩ লক্ষ বেলে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। এবার সমস্ত চটকলে ৬০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হইবার সম্ভাবনা নাই। আগামী ১লা জুলাই তারিখে চটকলগুলিকে উহাদের হাতে যদি ৪৩ লক্ষ বেল পাটও মজুদ রাখিতে হয়, তাহা হইলে চলতি বৎসরে উহাদিগকে ৬০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরিদ করিতে হইবে না। উহার মধ্যে গত দুই মাসে চটকলওয়ালারা অনেক পাট খরিদ করিয়াছে। বাকী পাট উহারা সারা বৎসর ধরিয়া আস্তে আস্তে খরিদ করিতে সমর্থ হইবে। এরূপ অবস্থায় পাটের বর্ত্তমান মূল্য স্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই বলা চলে। ভবিষ্যতে পাটের অধিক মূল্য হইবে আশায় যে সব কৃষক পাট ধরিয়া রাখিয়াছে এবং যাহারা এখন পাট কাটিতে অগ্রসর হইতেছে না, তাহাদিগকে এজন্য ভবিষ্যতে পস্তাইতে হইবে।

অতীতের জন্য আইন প্রণয়ন

বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে বহু প্রকার আইন পাশ হইয়াছে। এই সব আইনের মধ্যে কতকগুলি আইনে কেবল প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, কোন কোন আইনে এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, উহা আইনে পরিণত হওয়ার অনেক বৎসর পূর্ব্বেকার সময় হইতে বলবৎ হইবে। বঙ্গীয় মহাজনী আইন ও বঙ্গীয় কৃষক খাতক আইন সম্বন্ধে এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই দুইটি আইন দ্বারা যে সব দেনাপাওনা বহু বৎসর পূর্ব্বে এক-প্রকার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধেও পুনরায় নূতন প্রকার সিদ্ধান্ত করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান গলদের সংস্কার এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই গলদ আত্মপ্রকাশ করিতে না পারে

তদুদ্দেশ্যেই আইন প্রণীত হওয়া উচিত—নিতান্ত অপরিহার্য্য না হইলে কোন অবস্থাতেই অতীত ব্যাপার লইয়া আইন প্রণয়ন করা সঙ্গত নহে। এই ভাবে আইন প্রচলিত হইলে চলতি আইনের উপর দেশের জনসাধারণের কোন শ্রদ্ধাই থাকিতে পারে না। আজ কোন ব্যক্তি প্রচলিত আইনের উপর নির্ভর করিয়া তাহার জীবনের যাহা কিছু সম্বল, তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থায় বিনিয়োগ করিল। কিন্তু ১০।১৫ বা ২০ বৎসর পরে কোন আইন পাশ করিয়া যদি আজিকার ব্যবস্থার উলটপালট করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কোন্ সাহসে আজ প্রচলিত আইনের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিবে? উহাতে প্রচলিত আইনের উপর তাহার কি ভাবে বিশ্বাস থাকিবে? মানুষ যখন দেশের প্রচলিত আইনের উপর শ্রদ্ধা হারায় তখনই রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব দেখা দেয়। বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যের ফলে দেশবাসী প্রচলিত আইনের উপর শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। উহার ফল অতি মারাত্মক হইবে।

সুখের বিষয়, বর্ত্তমানে কেহ কেহ এই ব্যাপারের অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়ার কথা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডল আইন পরিষদের ইউরোপীয় সদস্যদের ভোটের জোরেই এতদিন বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত শ্রেণীর আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কৃষক খাতক আইনের সংশোধনমূলক একটি আইনে এইভাবে অতীত সময়ের উপর উহা প্রয়োগ করার প্রস্তাব উঠিলে ইউরোপীয়দের তরফ হইতে উহাদের দলপতি মিঃ জে, বি রস মন্ত্রিগণকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোন আইনের প্রয়োগ কাল অতীতের কোন সময়ে (legislation which will have retrospective effect) নির্দ্দিষ্ট হইলে ইউরোপীয় দল তাহাতে প্রবলভাবে বাধা দিবেন। রাজনীতিক গরজে ইউরোপীয়গণ ভবিষ্যতে এই সিদ্ধান্ত মত কাজ করিতে পারিবেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। তবে তাঁহারা যে এই ধরণের আইনের অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, উহাই সুখের কথা।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

এদেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারত সরকার একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। আগামী ১৬ই অক্টোবর দিল্লীতে ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। গত কয়েক মাস মধ্যে ভারতবর্ষে চাউল, কাপড়, দেশলাই, কেরোসিন ও ঔষধপত্র প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য অপরিমিত হারে বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে দেশের কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মধ্যবিত্তদের চরম দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। এই দুরবস্থা সম্পর্কে আমরা অনেকবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেদিকে কর্ণপাত করেন নাই। এতদিন পরে এ বিষয়ে ভারত সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহারা পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন, ইহা কতকটা সান্ত্বনার বিষয়।

এ দেশে বর্ত্তমানে কোন কোন পণ্যের মূল্য যে অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মূলে আমরা প্রধানতঃ দুইটি কারণ লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথমতঃ চাহিদা অনুপাতে কোন কোন জিনিষের উৎপাদন ও যোগান কম বলিয়া উহাদের মূল্য বাড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আড়তদার ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের স্বার্থপর কারসাজির জন্যও অনেক জিনিষের মূল্য চড়িয়াছে। প্রস্তাবিত সম্মেলন যাবতীয় নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া উপরোক্ত কোন কারণে কি কি পণ্যের মূল্য চড়িয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন এবং তদনুযায়ী বিধিব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিতে পারেন। যদি আড়তদারদের কারসাজির ফলেই কোন পণ্যের দাম বাড়িয়াছে বলিয়া বুঝা যায় তবে সেই পণ্যের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর যদি উৎপাদন ও যোগান কম বলিয়াই কোন জিনিষের মূল্য বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় তবে দেশে সেই জিনিষের উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির বিধিসঙ্গত নির্দ্দেশ তাহাদিগকে দিতে হইবে। উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির প্রশ্ন নানা কারণে বর্ত্তমানে খুবই জটিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ছাড়া কোন কোন পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি নিবারণ করা কঠিন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে চাউলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এবার দেশে চাউল খুব কম হইয়াছে। অথচ একদিকে মালবাহী জাহাজের অভাব দেখাইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে উহার আমদানী রোধ করা হইয়াছে এবং অপর দিকে সৈন্যদের প্রয়োজনে এবার কিছু বেশী পরিমাণ চাউল এদেশ হইতে বাহিরে রপ্তানী করা হইয়াছে। ফলে স্বভাবতঃই চাউলের যোগান কম হইয়া উহার দাম অতিরিক্তরূপ বাড়িয়া গিয়াছে। চাউলের মূল্য হ্রাস করিতে হইলে আজ দেশে অধিক চাউল উৎপাদন সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে চাউলের আমদানী বৃদ্ধি ও রপ্তানী হ্রাস দ্বারা উহার যোগান বাড়াইবার ব্যবস্থাও একান্ত কর্ত্তব্য। এইভাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া যদি বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে সুপরিকল্পিত কার্য্যধারা অবলম্বিত হয় তবে এদেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা হইতে পারে। আশা করি প্রস্তাবিত সম্মেলন সমস্ত বিষয় নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিবেন এবং তদনুযায়ী গবর্ণমেন্টকে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দিবেন।

ভেজাল ঔষধের প্রাবল্য

ভারতবর্ষে ঔষধের ব্যবহার সম্বন্ধে গত ১৯৩১ সালে যে সরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, তাঁহারা এদেশে ঔষধের বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য একটী গবেষণাগার স্থাপনের জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে তেমন আগ্রহান্বিত না থাকাতে গত ১৯৩৭ সালে স্যার আর এন চোপরার নেতৃত্বে এই উদ্দেশ্যে বাইয়োকেমিক্যাল ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন লেবরেটারি নামে একটী গবেষণাগার স্থাপিত হয়। সম্প্রতি উক্ত লেবরেটারির প্রথম তিন বৎসরের গবেষণা ফলসহ একটী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, হাসপাতালে যে ধরণের মিকচার ও সলিউসন ব্যবহৃত হয়, তাহার ১৮৭টী নমুনা লইয়া তাহা পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, উহার ভিতর ১৩৮টীর মধ্যেই ব্যবস্থামত ঔষধ নাই। এই গবেষণাগারে ৯৪টী পেটেন্ট ঔষধ পরীক্ষা করা হয়—উহার ভিতর অনেকগুলির মধ্যে কি ঔষধ আছে তাহা উহার আবিষ্কর্ত্তাগণ জানান নাই। যে সব ঔষধের উপর ঔষধের উপাদানের নাম ও পরিমাণ উল্লেখ করা আছে, পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সেই সব ঔষধে সেই সব উপাদান নাই—অথবা থাকিলেও তাহা উপযুক্ত মত নহে। দেশী ও বিদেশী সমস্ত পেটেন্ট ঔষধেই এই গলদ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে অগণিত প্রকার পেটেন্ট ঔষধ বিক্রয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কডলিভার অয়েল, কুইনাইন, ইনসুলিন, এড্রেনেলাইন, বিবিধ প্রকার সল্ট ইত্যাদি সর্ব্বজনবিদিত ঔষধও অনেকে প্রস্তুত করিয়া অথবা বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণে কর্ণেল চোপরার গবেষণাগারে গবেষণার ফলে উহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, এই সব ঔষধের মধ্যে অধিকাংশই ভেজাল। কর্তৃপক্ষ উহার কি ব্যবস্থা করিবেন আমরা অবগত নহি।

তবে জনসাধারণ এই ব্যাপার হইতে সতর্ক হইতে পারেন। এদেশে এলোপ্যাথিক ঔষধের উপর যখন নির্ভর করিবার কোনই উপায় নাই, তখন সম্ভবপর স্থলে বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধের সাহায্যে রোগমুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করাই সমীচীন। এদেশে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এলোপ্যাথিক ঔষধ ছাড়া আর কোন ঔষধেই বিশ্বাস করেন না। কিন্তু রোগের বাড়াবাড়ির সময়ে ঔষধের নামে বাজে জিনিষ খাওয়া আর আত্মহত্যা করা একই কথা।

দেশলাইয়ের মূল্য

বর্ত্তমানে জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দেশলাইয়ের মূল্য যে প্রকার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তৎপ্রতি গত ১৪ই জুলাই তারিখের 'আর্থিক জগতে' 'দেশলাইয়ের মূল্য বৃদ্ধি' শীর্ষক একটী সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে দেশলাই প্রস্তুতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান দি ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী দেশলাইয়ের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিকারের জন্য খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট দেশলাই বিক্রয় করিতেছেন। উহার ফলে বোম্বাইয়ের বাজারে দেশলাইয়ের খুচরা দর অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তাহাতে কলিকাতার দেশলাইয়ের দর উহার ফলে একটুও কমে নাই। যদি দেশলাইয়ের পাইকারী ব্যবসায়ীদের কার্য্যকলাপই উহার এত অধিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উহাতে এত নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন কেন? উহারা কি বোম্বাইয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারেন না?

বাঙ্গলার বিভিন্ন কেন্দ্রে শিল্পের প্রতিষ্ঠা

গত ২৮শে আগষ্ট তারিখের 'অমৃত বাজার' পত্রিকায় নাথ ব্যাঙ্কের মিঃ কে এন দালাল কর্তৃক লিখিত Decentralisation of Industries শীর্ষক যে একটী সময়োচিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি আমরা দেশের শিল্পানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। মিঃ দালাল বলেন যে, বাঙ্গলায় একদিকে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে এবং অন্য দিকে জমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস পাইতেছে। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলা দেশে যদি শিল্পের উল্লেখযোগ্যরূপ প্রসার না হয়, তাহা হইলে দেশবাসীর মরণ সুনিশ্চিত। কিন্তু মিঃ দালালের মতে এই শিল্পপ্রসারের ব্যাপারে কলিকাতার উপর অত্যধিক জোর না দিয়া বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে যেরূপ শিল্পের প্রতিষ্ঠার সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে, সেখানে সেইরূপ শিল্প প্রসারের দিকে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি বলেন যে, কলিকাতা ও উহার আশেপাশে বাঙ্গলার অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত হওয়ার দরুণ দেশের সমস্ত অর্থ কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কসমূহ শতকরা বার্ষিক চার আনা হইতে আট আনা সুদে টাকা দাদন করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু মফঃস্বলে টাকার এরূপ দুর্ভিক্ষ রহিয়াছে, যাহাতে পল্লীবাসিগণ শতকরা বার্ষিক ১২ হইতে ২৪ টাকা সুদেও টাকা ধার পাইতেছে না। এই ব্যবস্থায় দেশের জনসাধারণ দরিদ্র হইতে আরও দরিদ্র হইতেছে এবং কলিকাতার মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী বিপুল অর্থের অধিকারী হইতেছে। মিঃ দালাল বলেন যে, মানব দেহের সমস্ত রক্ত যদি মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে মানুষের যে অবস্থা ঘটে, দেশের সমস্ত অর্থ কলিকাতা ও উহার আশেপাশে কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্যও দেশবাসীর আর্থিক অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় হইয়াছে।

মিঃ দালাল যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা যে বিশেষ দূরদর্শিতামূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত না করিয়া যাহাতে যতদূর সম্ভব উহা দেশের সকল স্থানে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাবের পক্ষে আরও যুক্তি রহিয়াছে। কলিকাতার তুলনায় মফঃস্বলে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন অনেক অল্পব্যয়সাধ্য। এই কারণেই বাঙ্গলার সর্ব্ববৃহৎ ব্যাঙ্কের মধ্যে তিনটী ব্যাঙ্ক আজ উন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। ঢাকেশ্বরী ও মোহিনী মিলের উন্নতির মূলেও উহাই নিহিত রহিয়াছে। বাঙ্গলার প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে জমি ও বাড়ীর খরচা অনেক কম হইবে এবং পল্লীঅঞ্চলে পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত অনেক কম বেতনে কর্ম্মিগণ সন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করিতে পারিবে। বর্ত্তমানে ঢাকা, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, পাবনা প্রভৃতি মফঃস্বলকেন্দ্রসমূহে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ দালালের প্রস্তাবের ফলে যদি বাঙ্গলার অন্যান্য জেলাসমূহেও অনুরূপ ধরণের শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে উৎসাহ ও উদ্যোগের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে উহার প্রভাব অত্যন্ত কল্যাণজনক হইবে।

রৌপ্যের ভবিষ্যৎ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রতি ১০০ ভরি রৌপ্যের মূল্য ছিল ৪৫ টাকা। যুদ্ধের ফলে বর্ত্তমানে এই মূল্য বাড়িয়া ৬৩ টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীতে বর্ত্তমানে চাহিদার তুলনায় রৌপ্যের উৎপাদন এত বেশী হইতেছে, যাহাতে যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন প্রতি ১০০ ভরি রৌপ্যের মূল্য ৪৫ টাকা ছিল তখনই এই মূল্য অনেকে অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিতেন। রৌপ্যের এই প্রকার বেশী মূল্য থাকার একটা কারণ ছিল। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে রৌপ্যের উৎপাদন বেশী বলিয়া এবং মেক্সিকো দেশের রূপার খনিগুলিতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের খুব বেশী স্বার্থ থাকাতে ঐ দেশের একদল লোক জগতের বাজারে রৌপ্যের মূল্য যাহাতে খুব বেশী থাকে, তজ্জন্য বরাবরই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। উহাদের এই চেষ্টার ফলে বিগত ১৯৩৬ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সিলভার পারচেজ আইন নামে একটী আইন পাশ করা হয়। উক্ত আইনে স্থির হয় যে, আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহে নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে যত স্বর্ণ মজুদ থাকিবে, ব্যাঙ্কসমূহকে তাহার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ রৌপ্যও এইভাবে মজুদ রাখিতে হইবে। এই আইনের ফলে জগতের রূপার বাজারে আমেরিকার যুক্তরাজ্য একজন খুব বড় ক্রেতা হইয়া দাঁড়ায় এবং ফলে রূপার মূল্য চড়িয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির হাতে এত অধিক পরিমাণ স্বর্ণ মজুদ হইতেছে যাহাতে উহার একচতুর্থাংশ পরিমাণ রৌপ্য মজুদ করিতে গিয়া আমেরিকার রূপার অভাব কিছুতেই মিটিতেছে না। গত ১৯৩৪ সালে সিলভার পারচেজ আইন পাশ হইবার পর এই নীতি অনুসারে যুক্তরাজ্য মোটমাট ৩১৩ কোটী ৫০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য ক্রয় করিলেও উহার পরিমাণ যুক্তরাজ্যের তহবিলস্থিত স্বর্ণের একচতুর্থাংশের তুলনায় অনেক কম রহিয়াছে। রূপার ক্রেতা হিসাবে জগতের বাজারে আমেরিকার স্থান কিরূপ, তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গত ১৯৪০ সালে আমেরিকা নিজদেশে উৎপন্ন সমস্ত রৌপ্য তো খরিদ করিয়াছেই—অধিকন্তু পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশে উৎপন্ন রৌপ্যেরও শতকরা ৬৩ ভাগ ক্রয় করিয়াছে। আমেরিকা যদি এই ভাবে রৌপ্য ক্রয় না করিত, তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র উহার মূল্য অসম্ভবরূপে কমিয়া যাইত।

যাহা হউক, বর্ত্তমানে ওয়াশিংটন হইতে এই মর্ম্মে একটি সংবাদ আসিয়াছে যে, যুক্তরাজ্যের রৌপ্য ক্রয়নীতি বাতিল করিয়া কোন আইন পাশ করার চেষ্টা হইলে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বাধা দিবেন না বলিয়া উক্ত দেশের রাজস্ব সচিব মিঃ হেনরী মরগেনথু মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট রৌপ্য খনির মুষ্টিমেয় মালিকের স্বার্থের জন্য এই ধরণের একটী অপ্রয়োজনীয় ধাতু ক্রয় করিয়া দেশের সমষ্টিগত স্বার্থের যে ক্ষতি করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে বরাবরই উক্ত দেশে একটা প্রতিবাদ রহিয়াছে। এই প্রতিবাদের জন্য মিঃ মরগেনথু উপরোক্ত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই। আমেরিকার আইন সভায় রৌপ্যের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রভাব এত বেশী, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানের রৌপ্য ক্রয়নীতি, পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। যাহা হউক, আমেরিকা যদি উহার বর্ত্তমান রৌপ্য ক্রয় নীতি পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে যুদ্ধের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভারতের বাজারে উহার মূল্যে কোন উলট পালট না হইলেও যুদ্ধাবসানে উহা যে অসম্ভবরূপ হ্রাস পাইবে, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ গত ১৯৪০ সালেই ৪ কোটী ৮০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য মজুদ করিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ভারতে যে রূপা মজুদ হইয়াছে, তাহার পরিমাণও বহুকোটী আউন্স হইবে। এরূপ অবস্থায় রৌপ্যের মূল্য হঠাৎ যদি অস্বাভাবিকভাবে কমিয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবাসীর সমূহ আর্থিক ক্ষতি হইবে।

আমদানী নিয়ন্ত্রণ

আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী কার্য্যনীতির ধারা এদেশের শিল্প ব্যবসায়ক্ষেত্রে একটা ক্ষোভ ও অসন্তোষের ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উহাদের ব্যবহার্য্য সাজসরঞ্জাম ও কাঁচামালের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। সেই সব প্রয়োজনীয় জিনিষের আমদানী সম্পর্কে নির্ব্বিচারে বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হইতে থাকায় দেশে বহু শিল্প ব্যবসার সমক্ষেই আজ সমূহ বিপদ দেখা দিয়াছে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ সাজসরঞ্জাম ও কাঁচামালের অভাবে বর্ত্তমানে অনেক শিল্প কারখানায় পুরামাত্রায় কাজ চালান অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা কিছু মাল পাওয়া যাইতেছে তাহার মূল্যও খুব চড়া বলিয়া এদেশের কারখানায় তৈয়ারী জিনিষপত্রের পড়তা দাম খুবই বেশী দাঁড়াইতেছে। ফলে দেশের পণ্য ব্যবহারকারীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। গত বৎসর মে মাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট ৬৮টি জিনিষের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করেন। চলতি ১৯৪১ সালের ১০ই মে আরও ৪৯টি জিনিষ সম্পর্কে ঐরূপ আদেশ জারী করা হয়। এখনও প্রতিমাসেই দু'একটি জিনিষের উপর আমদানী নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি প্রসারিত করা হইতেছে। তাহা ছাড়া কয়েকদিন পূর্ব্বে জাপানের সহিত ভারতের সমস্ত আমদানী বাণিজ্যই বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতবর্ষে বাহির হইতে এমন অনেক জিনিষ আসে যাহার আমদানী নিয়ন্ত্রিত হইলে এদেশের কোন মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারী কার্য্যনীতি যদি সে সমস্তের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিত তবে তাহাতে দেশের লোক কোন উচ্চবাচ্য করিত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট আমাদানী নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সেরূপ কোন সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। এদেশের মূলগত অভাব ও অসুবিধার কথা জানিয়াও তাহারা এমন কতকগুলি জিনিষের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন যাহাদের উপযুক্ত যোগান ছাড়া এদেশে কোন কোন ধরণের শিল্প কারখানা পরিচালনা করা কঠিন। দেশের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে সরকারী কার্য্যনীতির এই ধারা খুব শোচনীয় বলিয়াই মনে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট অনেকবার বলিয়াছেন এবং দেশের লোকও ইহা জানে যে, মুখ্যতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনেই বর্ত্তমানে আমদানী নিয়ন্ত্রণের এই কার্য্যনীতি অনুসৃত হইতেছে। এই প্রয়োজনীয়তা কোন দিক দিয়া কতদূর দাঁড়াইয়াছে এক্ষণে তাহা বিবেচনা করা যাউক। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টও বর্ত্তমানে ইউরোপীয় যুদ্ধের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। ফলে সমরায়োজনের জন্য বর্ত্তমানে তাঁহাদিগকে বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে নানারূপ সাজসরঞ্জাম আমদানী করিতে হইতেছে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ড, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহ ও প্রধানতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতেই ঐ সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী আসিতেছে। বিদেশ হইতে বিপুল পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করিতে হইলে তাহার মূল্য পরিশোধের বৈদেশিক সিকিউরিটি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ নিঃসন্দেহে একটি সুবিধাজনক পন্থা। কিন্তু বহির্ব্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের যে স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে তাহাতে এদেশের পক্ষে এখনও সেজন্য কোন বিশেষ কার্য্যধারা অবলম্বনের প্রয়োজন দাঁড়ায় নাই। আমদানী বাণিজ্য কম হইলে ও রপ্তানী বাণিজ্যের আধিক্য থাকিলে বৈদেশিক সিকিউরিটিতে অধিকার জন্মে এবং তাহা দ্বারা বাহিরের দায় মিটানোর সুবিধা হয়। সুখের বিষয় ইংলণ্ড ও তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির সহিত ভারতের যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহাতে বর্ত্তমানে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীরই আধিক্য দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায় সমরোপকরণ ক্রয়ের সুবিধার জন্য এই সব দেশ হইতে ভারতে অন্যান্য জিনিষের আমদানী রোধ করিবার এখনও কোন প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের বর্ত্তমান গতি আলোচনা করিলেও আমদানী নিয়ন্ত্রণের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা উক্ত চেম্বারের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে উহা বিশেষভাবেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ১৯৩৯-৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ১১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল। অপরদিকে ঐ দেশে ভারত হইতে ২৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর পরিমাণ ৩ কোটি টাকার মত বাড়িয়া যায় সত্য, কিন্তু আমদানী ও রপ্তানীর মাত্রা বর্ত্তমানে প্রায় সমতুলাই দাঁড়াইয়াছে। গত এপ্রিল হইতে জুন পর্য্যন্ত ৩ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ১০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। অপর দিকে ঐ সময়ে ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্রে ১০ কোটি ১১ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যায় ভারত-মার্কিন বাণিজ্যে গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের প্রতিকূল আমদানী আধিক্য বৃদ্ধি পাইলেও বর্ত্তমানে উহা বিশেষভাবে হ্রাস পাইতেছে। গত ৩ মাসে ঐরূপ উদ্বৃত্তের পরিমাণ মাত্র ৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া স্বাভাবিকভাবেই উহা মিটিয়া যাইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। কাজেই এই অবস্থায় ইংলণ্ড, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সমরোপকরণ আমদানীর স্বাভাবিক সুযোগ এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বলা চলে। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে সমর-সরঞ্জাম আসিয়াছে এদেশ হইতে রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য দ্বারা সাধারণ আমদানী মালের সহিত সে সমস্তের মূল্যও পরিশোধ করা সম্ভবপর হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের সহিত সমষ্টিগত বাণিজ্যে ভারতের অনুকূল রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ এখনও উল্লেখযোগ্যরূপ বেশী আছে। সমরোপকরণ ক্রয়ের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন দেশের সহিত বাণিজ্যের গতি যদি বাস্তবিক পক্ষেই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় তবে সেই আধিক্য হইতে উদ্বৃত্ত দায় বা ঘাটতি পূরণ করা কঠিন হইবে না। সুতরাং বিদেশ হইতে সমরোপকরণ আমদানী করিতে গিয়া তাহার মূল্য পরিশোধের কথা ভাবিয়া হতাশ হওয়ার কোন কারণ এখনও দাঁড়ায় নাই। সেজন্য ভারতে সাধারণ বিদেশী জিনিষের আমদানী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে যাওয়াও বর্ত্তমান অবস্থায় নিষ্প্রয়োজন।

তবে ভারতের বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রচেষ্টা কেবল এ দেশের প্রয়োজন বুঝিয়াই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। যুদ্ধের আয়োজন ও যুদ্ধ পরিচালনা

(৫৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গলার স্থান

ভারতবর্ষের কাপড়ের কলসমূহ সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের মিলওনার্স এসোসিয়েশন হইতে যে সর্ব্বশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, গত ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসের শেষে সমগ্র ভারতবর্ষে ৩০৮টী কাপড়ের কল ছিল এবং এই সব কলে মোট ১ কোটী ৬ হাজার টাকু ও ২ লক্ষ ৭৬টী তাঁতে কাজ হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৩১টী এবং এই সব কলে টাকু ও তাঁতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৭ শত ও ১০ হাজার ২৬০টী। উক্ত বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর এক বৎসর কাল অতীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ এক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা বস্ত্র-শিল্পে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। মোটের উপর ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গলার স্থান যে কত নগণ্য, তাহা এই বিবরণ হইতে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এক একটা শিল্পে কোন অঞ্চলের স্থান কিরূপ তাহা এই শিল্পের জন্য স্থাপিত কলের ও কলের সাজসরঞ্জামের সংখ্যা ও পরিমাণ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ করা যায় না। বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত কলে উৎপন্ন শিল্প দ্রব্য দ্বারাই উহা অধিকতর স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। এই দিক হইতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গলার স্থান কোথায়, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতের বিভিন্ন স্থানের কাপড়ের কলগুলি কর্ত্তৃক উৎপন্ন বস্ত্র ও সূতার যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে কেবল বোম্বাই প্রদেশের তুলনায় নহে—সংযুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজের তুলনাতেও বাঙ্গলা দেশ বস্ত্রশিল্পে যে কত পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা বুঝা যায়। আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে ১৩৪ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সূতা প্রস্তুত হয়। উহার মধ্যে বোম্বাইয়ে ৬২ কোটী ৭৪ লক্ষ, মাদ্রাজে ১৯ কোটী ২৫ লক্ষ এবং সংযুক্ত প্রদেশে ১৩ কোটী ৪১ লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গলায় এই বৎসরে মাত্র ৫ কোটী ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতীয় বিভিন্ন কাপড়ের কলে যে সূতা উৎপন্ন হয়, তাহার বেশীর ভাগ এই সব কলেই বস্ত্র বয়নকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং নিজেদের প্রয়োজনে সূতা ব্যবহার করার পর যে সূতা অবশিষ্ট থাকে, তাহা এই সব কল বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। এদেশের যে সমস্ত কাপড়ের কলে সূতা কাটার কোন ব্যবস্থা নাই তাহারা এবং দেশীয় তাঁতিগণ এই সব সূতা ক্রয় করে, অবশ্য ভারতীয় কাপড়ের কলে যে সূতা উৎপন্ন হয় তাহার কতকাংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে আবার কোন কোন কল বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সূতা হইতে বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। যাহা হউক আলোচ্য ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে মোটমাট ৪২৬ কোটী ৯৪ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। উহার মধ্যে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলসমূহে ২৬৯ কোটী ৫৮ লক্ষ গজ, মাদ্রাজের কাপড়ের কলসমূহে ৯ কোটী ৮৬ লক্ষ গজ, সংযুক্তপ্রদেশের কলসমূহে ২৮ কোটী ৬০ লক্ষ গজ এবং বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহে ২০ কোটী ১ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলার তুলনায় মাদ্রাজের কাপড়ের কলগুলিতে অনেক বেশী পরিমাণে সূতা উৎপন্ন হইলেও বস্ত্রের ব্যাপারে উহার স্থান বাঙ্গলার নীচে। উহার কারণ এই যে, মাদ্রাজ তাঁত-শিল্পে অনেক উন্নত বিধায় ঐ প্রদেশে উৎপন্ন সূতার বহুলাংশ উক্ত প্রদেশের তাঁতিগণ বস্ত্র প্রস্তুত-কার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। অধিকন্তু বাঙ্গলা দেশের তাঁতে যে বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহাতে ব্যবহার্য্য সূতারও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মাদ্রাজের কাপড়ের কলসমূহ সরবরাহ করিয়া থাকে। বাঙ্গলার হোসিয়ারী শিল্প সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই শিল্পের জন্য মাদ্রাজের একমাত্র মাদুরা মিলই বৎসরে ৩২ লক্ষ টাকার সূতা সরবরাহ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় মাদ্রাজের কলগুলিতে বাঙ্গলার কলগুলির তুলনায় অনেক বেশী সূতা উৎপন্ন হইলেও ঐ প্রদেশে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ যে বাঙ্গলার তুলনায় কম হইবে, তাহার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই।

যাহা হউক বাঙ্গলা দেশ কেবল যে সূতা ও বস্ত্রের উৎপাদনের দিক হইতে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চাদপদ এরূপ নহে; এই সব জিনিষের উৎকর্ষতা ও বৈচিত্র্যের দিক হইতেও বাঙ্গলা অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালী সৌখীন জাতি—মিহি বস্ত্র ছাড়া অন্য বস্ত্র তাহার পছন্দসই নহে। কিন্তু বাঙ্গলায় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় মিহিসূতা অনেক কম পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আলোচ্য বৎসরে বোম্বাইয়ে ৪০ নম্বরের ঊর্দ্ধে ৬ কোটী ৪৯ লক্ষ পাউণ্ড এবং মাদ্রাজে ১ কোটী ১৫ লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছে—সেই স্থলে বাঙ্গলায় এই শ্রেণীর সূতা উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র ৪৬ লক্ষ ৬৯ পাউণ্ড। বাঙ্গলায় এই বৎসরে মোটমাট যে ৫ কোটী ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মধ্যে ৪ কোটী ৬৮ লক্ষ পাউণ্ড সূতাই ৪০ ও উহার নীচের নম্বরের সূতা। উহার মধ্যে ৩১ হইতে ৪০ নম্বরের সূতার পরিমাণ ৬৩ লক্ষ পাউণ্ড। এই বিবরণ হইতে মনে হয় যে, বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে যে স্বল্পসংখ্যক টাকু রহিয়াছে তাহাও প্রধানতঃ মোটা ধরণের সূতা প্রস্তুতকার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে।

বৈচিত্র্যের দিক হইতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গলার স্থান কত নগণ্য তাহা নিম্নের বিবরণ হইতে উপলব্ধি করা যাইবে। আলোচ্য ১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ৬ কোটী ১৮ লক্ষ গজ চাদর উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু বাঙ্গলায় মাত্র ২৫ লক্ষ গজ চাদর উৎপন্ন হইয়াছে। এই বৎসরে সমগ্র ভারতে ২১০ কোটী ১৩ লক্ষ গজ ধুতি উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু বাঙ্গলায় উৎপন্ন ধুতির পরিমাণ মাত্র ১৪ কোটী ৭৭ লক্ষ গজ। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য তাঁবুর কাপড়ের চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আলোচ্য বৎসরে সমগ্র ভারতে ১১ কোটী ৬১ লক্ষ গজ তাঁবুর কাপড় উৎপন্ন হইলেও বাঙ্গলায় এই শ্রেণীর কাপড় মাত্র ৩৯ হাজার গজ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বৎসরে সমগ্র ভারতে ১১০ কোটী ৪০ লক্ষ গজ রঙ্গীন কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু উক্ত বৎসরে বাঙ্গলায় উৎপন্ন রঙ্গীন কাপড়ের পরিমাণ মাত্র ৫৭ লক্ষ গজ। ড্রিল, জিন, কেম্ব্রিক, লন, লংক্লথ, ছিট ইত্যাদির ব্যবসায়েও বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ সমগ্র ভারতবর্ষের হিসাবে অত্যন্ত নিম্নে অবস্থিত। অথচ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাঙ্গলায় এই সব জিনিষের চাহিদা অনেক বেশী।

(৫৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রের কয়েকটী দিক

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতীয় মুদ্রানীতি ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ১৯৪০-৪১ সালের অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট (Report on Currency & Finance for the year 1940-41) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত বৎসরে ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশের অর্থনীতিক অবস্থা, ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য, ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎপাদন ও মূল্য, বাট্টার হার, বাট্টা নিয়ন্ত্রণ-নীতি, সরকারী রাজস্বের অবস্থা, সরকারী ঋণ, মুদ্রার প্রচলন, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সব বিবরণের মধ্যে অনেকগুলি গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত অন্যান্য রিপোর্টের মারফতে পূর্ব্বেই সাধারণের গোচরীভূত হইয়াছে। কিন্তু এই রিপোর্টে এরূপ কতকগুলি তথ্য-তালিকা রহিয়াছে, যাহা সাধারণের মধ্যে তেমনভাবে প্রচারিত হয় নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের রাজস্বের সমষ্টিগত অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যতালিকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে দেখা যায় যে, চলতি ১৯৪১-৪২ সালে ভারতবর্ষের ১১টী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট মোটমাট ৯৫ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করিয়া মোট ৯৬ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরিয়াছেন। এই বরাদ্দ অনুসারে চলতি বৎসরে সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ৮৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সমষ্টিগত ব্যয়ের তুলনায় সমষ্টিগত আয় ১ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের সংশোধিত হিসাব অনুসারে সমস্ত গবর্ণমেণ্টের উদ্বৃত্ত হওয়া দূরের থাকুক, উহাদের সমষ্টিগত আয়ের তুলনায় ব্যয় ২৫ লক্ষ টাকা বেশী হইবে বলিয়া সংশোধিত হিসাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। চলতি বৎসরে এই ঘাটতির পরিমাণ ৮৭ লক্ষ টাকা বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সমষ্টিগতভাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের আয়ের তুলনায় কেবল যে ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে এরূপ নহে, উহাদের সমষ্টিগত ঋণের পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালের শেষে উহাদের মোটমাট নিট ঋণের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। উহা ক্রমে বাড়িয়া ১৯৪০-৪১ সালের শেষে ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকায় পরিণত হয়। চলতি বৎসরের শেষে উহা যে আরও বৃদ্ধি পাইবে, তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অথচ বর্ত্তমানে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ ভারত সরকারের নিকট হইতে ক্রমেই অধিক পরিমাণে টাকা পাইতেছেন। ভারত সরকার আয়কর হইতে প্রাপ্ত টাকার কতকাংশ প্রতি বৎসর ভারতের ১১টী প্রদেশের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে বণ্টন করিয়া দিয়া থাকেন। পাট রপ্তানী শুল্ক হইতে প্রাপ্ত টাকার কতকাংশও বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত নিমেয়ারী সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত সরকার প্রত্যেক বৎসর পাঞ্জাব, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। এই তিন দফায় ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত সরকারের নিকট হইতে ৮ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৯ কোটী ২১ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। ১৯৪১-৪২ সালে এই তিন দফায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ ৯ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা পাইবেন বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছে।

আলোচ্য রিপোর্টে জনসাধারণ কর্ত্তৃক পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কসমূহে জমা এবং পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় বাবদ ভারত সরকারের নিকট প্রাপ্য টাকার যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত ১৯৩৪-৩৫ সালের শেষে পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট বাবদ গবর্ণমেণ্টের নিকট সাধারণের ৬৫ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। উহার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া ১৯৪০-৪১ সালের শেষে ৪৬ কোটী ১৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সমস্ত পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে গত ১৯৩৮-৩৯ সালের শেষে সাধারণের ৮১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা আমানত ছিল। ১৯৪০-৪১ সালের শেষে উহা কমিয়া ৫৯ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, তিন চার বৎসরের মধ্যে পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট ও পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে সাধারণের মজুদ টাকার পরিমাণ ৪১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ দেশের নিম্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ও ক্যাশ সার্টিফিকেটে টাকা জমা রাখিয়া থাকেন। এই ধরণের মজুদ টাকার পরিমাণ প্রায় ৪১॥ কোটী টাকা কমিয়া যাওয়াতে দেশের নিম্ন আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দারিদ্র্যই সূচিত হইতেছে। তবে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ও ক্যাশ সার্টিফিকেটের সুদের হার কমাইয়া দেওয়ার দরুণ সাধারণের এইভাবে সঞ্চিত টাকা বে-সরকারী ব্যাঙ্কসমূহে অপেক্ষাকৃত অধিক সুদে মজুদ হইতেছে কিনা তাহা একটা চিন্তা করার বিষয়।

আলোচ্য রিপোর্টে দেশের জনসাধারণের মধ্যে নোট ও টাকা-পয়সার প্রচলন সম্বন্ধে যে তথ্যতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে নোট, টাকা ও খুচরা মুদ্রা মিলিয়া দেশে প্রচলিত টাকার পরিমাণ ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের জন্য বহু ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে প্রবিষ্ট হওয়ার দরুণ এবং দেশের অভ্যন্তর হইতে গবর্ণমেণ্ট বহু মালপত্র ক্রয় করিতে বাধ্য হওয়ায় ১৯৩৯-৪০ সালে দেশে নোট, টাকা ও খুচরা মুদ্রার প্রচলন ৬১ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪০-৪১ সালে ৫৬ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ দুই বৎসরে দেশবাসীর হাতে অবস্থিত টাকার পরিমাণ ১১৮ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। চলতি ১৯৪১-৪২ সালেও দেশের লোকের হাতে মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশে যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য এত চড়িয়া যাইতেছে দেশবাসীর হাতে অধিকতর মুদ্রার প্রচলন তাহার একটা কারণ হওয়া অসম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪০-৪১ সালে দেশে খুচরা মুদ্রার প্রচলন ৪ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার মধ্যে আধুলীর প্রচলন ১ কোটী ৫২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা, সিকির প্রচলন ১ কোটী ২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা, দুই আনীর প্রচলন ৭১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা, এক আনীর

প্রচলন ৭৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা এবং পয়সার প্রচলন ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতবর্ষে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, রেঙ্গুন, কাণপুর, লাহোর ও দিল্লী—এই আটটী স্থানে ক্লিয়ারিং হাউস রহিয়াছে। এই সব ক্লিয়ারিং হাউসের মধ্য দিয়া চেকের মারফতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দেনা পাওনা মিটান হইয়া থাকে এবং সমস্ত ক্লিয়ারিং হাউসের মধ্য দিয়া যে চেকের আদান প্রদান হয়, তাহা হইতে দেশের ভিতরে টাকা-পয়সার লেন-দেনের বহর কিরূপ তাহা বুঝা যায়। আলোচ্য রিপোর্টে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত ক্লিয়ারিং হাউসের মধ্য দিয়া মোটমাট ১৯৭৪ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকার চেকের লেন-দেন হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ২৩১৮ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকার এবং ১৯৪০-৪১ সালে ২১৪৮ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকার চেকের লেন-দেন হয়। ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে ক্লিয়ারিং হাউসের মারফতে চেকের লেন-দেন কমিয়া যাওয়ার কারণ এই যে, ১৯৩৯ সালের শেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কয়েক মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ফাটকামূলক কাজের পরিমাণ অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে এই বৎসরে চেকের এইরূপ লেন-দেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক অর্থনীতিক প্রতিক্রিয়ার দ্যোতক নহে।

আলোচ্য রিপোর্ট হইতে আমরা মাত্র কয়েকটী বিষয় উদ্ধৃত করিলাম। সাধারণ পাঠক উহার মধ্যে আরও বহু চিত্তাকর্ষক তথ্য পাইবেন।

(আমদানী নিয়ন্ত্রণ)

প্রভৃতি বিষয়ে ইংলণ্ডকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবার কার্য্যনীতিই ভারত সরকারকে অনুসরণ করিতে হইতেছে। আর এ বিষয়ে বৃটিশ সরকারের নির্দ্দেশ ভারত সরকারকে সকল দিক দিয়াই প্রভাবান্বিত করিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতে গিয়া দুই বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের সঞ্চিত ধনসম্পদ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে বর্ত্তমানে আমেরিকা হইতে সমর-সরঞ্জাম পাওয়ার একটা সুবিধা হইয়াছে বটে। কিন্তু পূর্ব্বেকার প্রায় ৪২॥ কোটি ডলারের (প্রায় ১৩০ কোটি টাকা) দেনা এখনও অপরিশোধিত রহিয়াছে। এই দেনা পরিশোধের উপায় ইংলণ্ডকে ভাবিতে হইতেছে। তাহা ছাড়া সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় বিষয়ে অসুবিধায় না পড়ে তাহার সুব্যবস্থার কথাও ইংলণ্ডকে দূরদর্শীতার সহিত চিন্তা করিতে হইতেছে। এই অবস্থায় ইংলণ্ড স্বভাবতঃই তাহার সাম্রাজ্য-ভুক্ত দেশগুলিকে একত্র সংবদ্ধ করিয়া তাহাদের যুগপৎ সহযোগিতায় ডলার সিকিউরিটি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ বিষয়ে তৎপর হইয়াছে। আর সেকারণে সব দেশেই সমরোপকরণ ছাড়া অন্য দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী যাহাতে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইতেছে। যুদ্ধের ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ সরকারের সহিত সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করাই স্থির করিয়াছেন। কাজেই এই ব্যবস্থা তাঁহাকে মানিয়া নিতে হইতেছে। সেজন্য আমদানী নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি অবলম্বনেরও প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এই ভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই যে তাহা প্রয়োগ করিতে গিয়া দেশের শিল্প ব্যবসায়ের লাভ ক্ষতির দিকটা একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে তাহার কোন হেতু নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনে অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা ও নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও বর্ত্তমানে আমদানী নিয়ন্ত্রণের কর্ম্মপন্থা অনুসৃত হইতেছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, ঐ সমস্ত দেশের কার্য্য দ্বারা তথাকার জাতীয় শিল্প ব্যবসায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতেছে না। ঐসব দেশে আমদানী নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতির সহিত শিল্পোন্নতি সাধনের প্রশ্নও বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। দেশীয় শিল্পের পক্ষে কাঁচা মাল পাওয়ার সুবিধা ও অসুবিধা ভালরূপ বিবেচনা করিয়াই ঐসব দেশের গবর্ণমেণ্ট আমদানী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অধিকন্তু কোন জিনিষের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা স্থির হইলে তাহা দেশে তৈয়ার করিবার বিষয়ও তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ ভাবে চিন্তাভাবনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ সুসঙ্গত নীতির একান্ত অভাব লক্ষিত হইতেছে। এদেশে সংবাদপত্রের কাগজ তৈয়ারের কোন ব্যবস্থা না করিয়াও গবর্ণমেণ্ট ঐ শ্রেণীর কাগজের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। এদেশে তাঁত ও কাপড়ের কলের প্রয়োজনীয় সূতা এবং রং উৎপাদনের সুবিধাজনক বন্দোবস্ত এখনও হয় নাই জানিয়াও তাঁহারা জাপান হইতে ঐ সমস্তের আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলে সকল দিক হইতে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইতেছে। দেশের শিল্প ব্যবসায়ের বিস্তৃত স্বার্থ দেখিতে হইলে এখন হইতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা সুপরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতীয় শিল্পের প্রসার

ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, সৈন্য বাহিনীর জন্য ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই ২০ হাজারের অধিক বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে এবং এই প্রকার নূতন দ্রব্যের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষে বহু সূক্ষ্ম-শিল্পের প্রবর্ত্তন হইয়াছে এবং প্রিজম্যাটিক কম্পাস, দূরবীণ ও অন্যান্য বহুপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে। ভারতের সৈন্যদের জন্য ওভারকোট, খাকী সার্ট ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার কাপড়-জামার যোগান ভারতবর্ষ হইতে দেওয়া হইতেছে এবং বিদেশে প্রেরিত সৈন্যদের চাহিদারও একটা বড় অংশ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ হইতেই মিটাইতে পারা যাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সৈন্যবাহিনীতে ক্যাম্বিস নির্ম্মিত যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইত তাহার অধিকাংশই শণ দিয়া তৈরী হইত; কিন্তু পৃথিবীর মোট শণের শতকরা ৯০ ভাগই রাশিয়ায় উৎপন্ন হয় বলিয়া শণের পরিবর্ত্তে ব্যবহারের জন্য অন্য কোন জিনিস আবিষ্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বর্ষাতি, ত্রিপল, খাকী ক্যাম্বিস ও জলবহনের থলে তৈরীর জন্য পাট ও তুলার রাসায়নিক সংমিশ্রণে ক্যাম্বিস প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতবর্ষে প্রায় ৫ শত এই প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে যাহা হয় পূর্ব্বে এখানে মোটেই প্রস্তুত হইত না বা হইলেও বর্ত্তমানের ন্যায় অধিক পরিমাণ হইত না। এই সম্পর্কে গগলস্ চশমা, রবারের দস্তানা, কাঁটা-চামচ, এনামেল ও কাঁচের বাসন, ল্যাণ্টার্ণ, বিভিন্ন প্রকারের বাতি, বেকেলাইটের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ও মোটর ইঞ্জিনের তৈল প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বাংলার কাপড়ের কলে শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতা

বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি ইহার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কলসমূহের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাহারা যেন নিম্নহারে তাহাদের শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতা প্রদান করেন :—যাহাদের আয় মাসিক ২০৲ টাকা তাহারা পূর্ণ এক মাস কাজ করিলে টাকা প্রতি ৵০ আনা, যাহারা ২০৲ টাকার বেশী কিন্তু ৫০ টাকার কম মাসে বেতন পায় তাহারা টাকায় ৵৬ পাই এবং যাহারা ৫০ টাকার ঊর্দ্ধে কিন্তু ১ শত টাকার কম মাহিনা পায় তাহারা টাকায় ৴০ আনা হারে মাগ্‌গী ভাতা পাইবে। বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত কাপড়ের কলের প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক এইরূপ মাগ্‌গী ভাতা দ্বারা উপকৃত হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় সমরোপকরণ শিল্পের শ্রমিক

বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন প্রকার সমরোপকরণ শিল্পে প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। বিমানপোত নির্ম্মাণ ও জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প বাদ দিয়া অষ্ট্রেলিয়া সরকারের পরিচালনাধীনে যে সকল কারখানা রহিয়াছে, তাহাতে ৫৬ হাজার শ্রমিক কাজ করিতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট বৃটেনে খাদ্য প্রেরণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ ১৩ লক্ষ ২৯ হাজার পাউণ্ড পনির, ৫ শত ৮০ বাক্স ডিম এবং ২১ লক্ষ ৪ হাজার পাউণ্ড শুকনো নাসপাতি ক্রয় করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশই গ্রেট বৃটেনে প্রেরণ করা হইবে।

বিভিন্ন জিলায় বাংলা সরকারের সাহায্য

বাঙ্গলা সরকার নোয়াখালী জিলায় ১ লক্ষ টাকা খয়রাতি দান, ১২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা কৃষি ঋণ এবং রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য ৩৫ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। বরিশাল জিলায় খয়রাতি দান বাবদ ২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা, কৃষি ঋণ বাবদ ২০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ বাবদ ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং ত্রিপুরা জিলায় ২ লক্ষ ১১ হাজার ২ শত ৫০ টাকা খয়রাতি দান ও কৃষি ঋণ বাবদ ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বাঙ্গলা সরকার সাহায্য করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাঙ্গলা সরকার বরিশাল জিলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ দান করিয়াছেন।

রাশিয়া হইতে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন দ্রব্যাদির অর্ডার

প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়া বিভিন্ন প্রকার মাল আমদানী করার জন্য যে অর্ডার দিয়াছে, তাহার মূল্য ২০ কোটী পাউণ্ড।

ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্ এসোসিয়েসন

১৯৪১-৪২ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্ এসোসিয়েশনের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

মিঃ ডি পি খৈতান (সভাপতি); মিঃ কৃষ্ণ দেব ও মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ (সহ-সভাপতি); সভ্যগণ—মিঃ জে এইটকেন, মিঃ অনন্ত সুব্রামনিয়া, মিঃ কে কে বিরলা, লালা গুরুশরণ লাল, লালা হরিরাজস্বরূপ, লালা করমচাঁদ থাপার, মিঃ সি ওমেলী, মিঃ আর এল নোপানী, মিঃ এস বি জালান, দেওয়ান বাহাদুর কে মথন, লালা শঙ্করলাল, মিঃ এন এ শেরোয়ানী এবং শেঠ কিশোরীলাল।

হুগলী জিলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়

১৯৪০-৪১ সালে হুগলী জিলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ হাজার ৫ শত ২৮টী; পূর্ব্ব বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫ শত ৭০টী। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ৪২ হাজার ৪ শত ৩৯ জন, ইহার মধ্যে ছাত্রী ছিল ১৬ হাজার ২ শত ৪১ জন। এ বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য ১১ লক্ষ ২৩ হাজার ৫ শত ৯১ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বাঙ্গলা সরকারের বন বিভাগ

বাঙ্গলা সরকারে বন বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে বন বিভাগ হইতে বাঙ্গলা সরকারের ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৩ টাকা লাভ হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসর এইরূপ লাভের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪ শত ৯১ টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলা দেশে বনাঞ্চলের পরিধি ছিল ১২ হাজার ১ শত বর্গ মাইল; ১৯৩৮-৩৯ সালে এইরূপ বনাঞ্চলের এলাকা ছিল ১২ হাজার ২০৯ বর্গ মাইল। আলোচ্য বৎসরে ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬৮৬ টাকার বনজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসর এইরূপ বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৯১ টাকা। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নদীতে মাছ ধরিবার জন্য কর বাবদ আলোচ্য বৎসরে ১৪ হাজার ৮৯৩ টাকা আদায় হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ কর বাবদ ১৫ হাজার ৫৬৫ টাকা অদায় হইয়াছিল।

শিল্প সম্মেলনের অধিবেশন

প্রকাশ, ভারত সরকার আগামী শীত ঋতুতে শিল্পসম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন আহ্বান করিবেন। সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইবার তারিখ ও বসিবার স্থান এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। ভারত সরকার উক্ত সম্মেলনে বিবেচনা ও আলোচনার জন্য যে সকল কার্য্যসূচী উত্থাপন করিবেন তাহার মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে তাঁতশিল্পের বিষয় ও ইহার উন্নয়নের জন্য সাহায্য দান, দিল্লীতে একটী স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী স্থাপন এবং শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বোর্ডের কার্য্যাবলীর আলোচনা প্রভৃতি বিষয়গুলি থাকিবে।

কলের যন্ত্রাদির বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকারের এক আদেশ অনুসারে সমস্ত কলের যন্ত্রাদির (মেসিন টুল) সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবহার প্রভৃতি একটী সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে এবং প্রত্যেকটী কলের যন্ত্রাদির জন্য 'লাইসেন্স' লইতে হইবে।

ভারত-সিংহল চুক্তি

সিমলার সংবাদে প্রকাশ, সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সিংহল সরকারের অনুরোধে ভারত সরকার ভারত-সিংহল চুক্তি সম্বন্ধে ঘরোয়া আলোচনা পুনরায় চালাইতে সম্মত হইয়াছেন। গত বৎসর নবেম্বর মাসে এই আলোচনা স্থগিত হইয়াছিল। আশা করা যায়, এবারের আলোচনার ফলে সিংহলে ভারতীয়দের প্রবেশ ও বসবাস সংক্রান্ত বিতর্কমূলক অনেক সমস্যার সমাধান হইবে এবং একটি স্বীকৃত পন্থা স্থির হইতে পারিবে। ভারত সরকার আপাততঃ বাণিজ্য আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত নহেন। এই আলোচনা আরও পরে সুরু হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার সময় সিংহল গবর্ণমেণ্টের যে মনোভাব ছিল, এখন তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। সিংহলের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা হইতে এমন সকল নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, যাহার ফলে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ বন্দর নায়ককে বর্ত্তমান প্রতিনিধি দলে স্থান দেওয়া হয় নাই। এই ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস। ভারতীয় প্রতিনিধি দলে থাকিবেন :—স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী, স্যার মির্জ্জা ইসমাইল, মিঃ টি আর বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী এবং মিঃ টি জি রাদারফোর্ড। মিঃ জি এস বোজম্যান এবং মিঃ পি ডি পাই পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিত্রপক্ষের বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ

গত ২১শে আগষ্ট তারিখে বৃটিশ নৌ-সচিব মিঃ এ ভি আলেকজেণ্ডারের বেতার বক্তৃতায় প্রকাশ, বৃটিশ নৌবহরের পাশাপাশি মিত্রপক্ষের ১৯০ খানি রণতরীর শক্তিশালী নৌবহরও জলযুদ্ধ চালাইতেছে। ইহা ছাড়া মিত্র-শক্তির নিম্নলিখিত বাণিজ্য জাহাজ বৃটেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে :—

ওলন্দাজ—৪৮০ খানি জাহাজ (২২ লক্ষ ৫০ হাজার টন), নরওয়েজিয়ান—৭২০ খানি (৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টন), ফরাসী—৯২ খানি (৪ লক্ষ টন), বেলজিয়ান—৫৪ খানি (২ লক্ষ টন), গ্রীক—২৪০ খানি (১০ লক্ষ টন), পোলিশ—৩২ খানি (১ লক্ষ টন)।

ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের মজুত স্বর্ণ

ফ্রান্সের পরাজয়ের পর এই সর্ব্বপ্রথম এক সাপ্তাহিক বিবৃতিতে ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের মজুত স্বর্ণের পরিমাণ জানান হইয়াছে। উক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে ৮৪॥ শত কোটি ফ্রাঙ্ক মূল্যের স্বর্ণ মজুত আছে। এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বৃহস্পতিবার "ফিনান্সিয়াল নিউজ" পত্রিকা ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের এই স্বর্ণ কোথায় রহিয়াছে, তৎসম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। বিবৃতিটিতে দেখা যায়, ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান যুদ্ধ বিরতি চুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফ্রান্সের যে পরিমাণ স্বর্ণ মজুত ছিল, বর্ত্তমানেও তাহার প্রায় সেই পরিমাণ স্বর্ণ মজুত আছে। ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে প্রচুর স্বর্ণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ওয়াশিংটন কর্ত্তৃপক্ষ এক আদেশ জারী করিয়া এই স্বর্ণ আটক করেন। মার্টিনিকেও প্রচুর স্বর্ণ প্রেরিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সেখানে ঐ স্বর্ণ মজুত রহিয়াছে। সম্প্রতি ভিসি গবর্ণমেণ্ট ও মার্কিন গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই মর্ম্মে এক চুক্তি হইয়াছে যে, মার্টিনিক হইতে কোন স্বর্ণ অপসারিত করিবার পূর্ব্বে প্রথমোক্ত গবর্ণমেণ্ট শেষোক্ত গবর্ণমেণ্টের মতামত গ্রহণ করিবেন। পরিবর্ত্তে মার্কিন সরকার মার্টিনিকের অধিবাসীদের বিশেষ প্রয়োজন হইলে যুক্তরাষ্ট্রে আটক ফ্রান্সের স্বর্ণের কিছু অংশ ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ফ্রান্সের মজুত স্বর্ণের একটা মোটা অংশ ডাকারে অপসারিত করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ স্বর্ণ এখন ডাকারেই মজুত আছে। তবে ইহাও প্রকাশ যে, ঐ স্বর্ণ নাকি মার্টিনিকে প্রেরণ করা হইয়াছে। ভিসি সরকার কোন্ সময় তাঁহার মজুত স্বর্ণের একাংশ জার্ম্মানীতে প্রেরণ করিবেন, তাহা লইয়া জল্পনাকল্পনা চলিতেছে।

ভারতে তুলাজাত বস্ত্রাদির জন্য অর্ডার

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে অষ্ট্রেলিয়া, মধ্য প্রাচ্য, নিউজিল্যাণ্ড, মালয়, ব্রহ্মদেশ, সিংহল এবং সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ ২ কোটী ৮০ লক্ষ গজ তুলাজাত বস্ত্রাদির জন্য ভারতবর্ষে অর্ডার দিয়াছে।

নুতন ভারতরক্ষা বিধান

সিমলা হইতে এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ২২শে আগষ্ট তারিখে একটা নুতন ভারতরক্ষা বিধান প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিধানে প্রতিপক্ষীয় আক্রমণের সময় কোন গৃহ যাহাতে সহজে চেনা না যায়, তদুদ্দেশ্যে উক্ত গৃহ সম্পর্কে যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিতে পারিবেন, অথবা গৃহস্বামীকে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার আদেশ দিতে পারিবেন। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে প্রয়োজনানুসারে কোন গৃহাদির উপর কৃত্রিম আবরণ সৃষ্টি করা।

ইংলণ্ড হইতে সাইকেল রপ্তানী

গত ১৯৪০ সালে ইংলণ্ড হইতে বিদেশে মোট ৪৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৫৫ পাউণ্ড মূল্যের বাইসাইকেল ও মোটর সাইকেল রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪২৩ পাউণ্ড বেশী মূল্যের বাইসাইকেল ও মোটর সাইকেল রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪০ সালে ইংলণ্ডের সাইকেল শিল্পে সর্ব্বসমেত ৫০ হাজার টন পরিমিত ইস্পাত ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষ গ্রেট বৃটেন হইতে তিনগুণ বেশী মোটর সাইকেল ক্রয় করিয়াছে।

ভারতে ভেজাল ঔষধের প্রচলন

বাইওকেমিক্যাল ষ্ট্যাণ্ডারডাইজেসন কমিটি বর্ত্তমানে এদেশের প্রচলিত ঔষধপত্রের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পরীক্ষা চালাইয়াছেন। গত ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত এই লেবরেটরীতে ঔষধপত্রের মোট দেড় হাজারটি নমুনা পরীক্ষিত হইয়াছে। ঐরূপ পরীক্ষাকার্য্য চালাইবার ফলে ঔষধপত্রের ভিতর বিস্তর পরিমাণ ভেজালদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাইওকেমিক্যাল ষ্ট্যাণ্ডারডাইজেসন লেবরেটরীর পরিচালক কর্ণেল স্যার আর এন চোপরা ভেজাল ঔষধের বেশী রকম প্রচলন ও তাহার অনিষ্টকারিতার সম্পর্কে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

অতিরিক্ত মুনাফা কর

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে অতিরিক্ত মুনাফা কর আইন সংশোধক একটি বিল উপস্থিত করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

মহীশূর রাজ্যের কুটির শিল্প

মহীশূর সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কুটির শিল্প উন্নয়ন কমিটি মহীশূর রাজ্যের প্রতি জেলায় একটি করিয়া শিল্প মিউজিয়াম স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। কমিটি রাজ্যের সমস্ত কুটির শিল্পের স্থায়ী প্রদর্শনী হিসাবে মহীশূরে একটি কেন্দ্রীয় শিল্প মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার জন্যও সুপারিশ করিয়াছেন।

ইক্ষুর ছোবড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত

দক্ষিণ আমেরিকার মেরু দেশের পেরামেঙ্গা অঞ্চলে গবেষণা চালাইবার ফলে ইক্ষুর ছোবড়া হইতে কাগজ প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে অর্দ্ধেক কাষ্ঠমণ্ড ও অর্দ্ধেক ছোবড়া সহযোগে কাগজ প্রস্তুত করা হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে কেবল ছোবড়া ব্যবহারেই সাধারণ কাগজ ও সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত করা যাইবে বলিয়া গবেষকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে দূরবীণ নির্ম্মাণ

ভারত সরকারের গাণিতিকযন্ত্র নির্ম্মাণ আফিসে (ম্যাথেমেটিকাল ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট আফিসে) সম্প্রতি দূরবীণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সাবানের ব্যবহার

জগতের বিভিন্ন দেশে গড়ে প্রতি বৎসরে জনপ্রতি নিম্নরূপ পরিমাণ সাবান ব্যবহৃত হইতেছে :—হল্যাণ্ড ১৫ সের, মার্কিন যুক্তরাজ্য ১২॥ সের, ডেনমার্ক ১২ সের, ইংলণ্ড ১০ সের, ফ্রান্স ১০ সের, জাপান ৭॥ সের, পোল্যাণ্ড ৩ সের, ভারতবর্ষ ১ ছটাক।

বোম্বাই প্রদেশে আদা চাষের পূর্ব্বাভাষ

বোম্বাই প্রদেশে আদা চাষের ১৯৪১-৪২ সালের যে প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণী বাহির হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, এই প্রদেশের অন্তর্গত থানা বেলগাম এবং গুজরাটে কতক পরিমাণে আদার চাষ হইয়া থাকে। জুলাই মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় গুজরাটে আদা চাষের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে—কিন্তু অন্যান্য স্থানে চাষের অবস্থা সন্তোষজনক।

ভারতে ফসফেট (ফুস্ফুরক দ্রব্য) শিল্প

মাদ্রাজের অন্তর্গত ত্রিচিনাপল্লী জিলায় ২ হাজার ফুট মাটির নীচে প্রায় ৮০ লক্ষ টন ফুস্ফুরক জাতীয় দ্রব্য নিহিত আছে এবং বিহার প্রদেশের অন্তর্গত সিংহভূম জিলায়ও ৭ লক্ষ টন এই জাতীয় খনিজ পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে। কৃষিকার্য্যের জন্য জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে এবং বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করিতে 'ফসফেট' অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহা ছাড়া 'ফস্‌ফরাস' হইতে যে লবণ এবং এসিড পাওয়া যায় তাহা বিভিন্ন শিল্পের জন্য কাজে লাগান যায়। ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে প্রায় এক কোটী টাকা মূল্যের 'ফসফেট' হইতে যে সার উৎপাদিত হয় তাহা বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

যাভা হইতে চিনি রপ্তানী

১৯৪১ সালের মে মাসে যাভা হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর ৯৬ হাজার ৮ শত ১৮ টন চিনি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে ; ১৯৪০ সালের মে মাসে এইরূপ চিনি রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৮৪ হাজার ১ শত ৪৪ টন।

বাঙ্গলা সরকারের নিকট 'নেটের' কাপড়ের অর্ডার

জানা গিয়াছে যে, ছদ্মাবরণ রূপে ব্যবহারের জন্য ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টুকরা জালের কাপড়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গলা সরকারকে একটী অর্ডার দিয়াছেন। এইরূপ জালের কাপড়ের মূল্য হইবে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। সমান দুইভাগে, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের শেষে উহা সরবরাহ করিতে হইবে। প্রকাশ, প্যারাস্যুট তৈয়ারীর জন্য প্রভূত পরিমাণে রেশমী কাপড় সরবরাহ করিতেও বাঙ্গলা সরকারকে শীঘ্রই একটী অর্ডার দেওয়া হইবে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

গত ২৬শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতার সরকারী দপ্তরখানায় বাঙ্গলা সরকার ও কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদিগের এক সভায় বিমান

আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা দ্রুত বলবৎ করার উপায় আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ এ জে ড্যাশ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ব্যয় কি ভাবে সংগৃহীত হইবে, তাহাও সভায় আলোচিত হয়।

লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে ভারত সরকারের অন্তর্গত যে কর্তৃপক্ষের উপর অসামরিক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ভার আছে, তাঁহারা আমদানী হ্রাসবশতঃ গৃহ নির্ম্মাণের জন্য লৌহ ও ইস্পাত সরবরাহ কমাইবার প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন—এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। আমদানী অত্যন্ত হ্রাস পাওয়ায় তাঁহারা সাধারণভাবে জানাইতে চাহেন যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বাসগৃহ অফিসাদি বা প্রমোদগৃহ নির্ম্মাণের জন্য লৌহ ও ইস্পাত মোটেই পাওয়া যাইবে না।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সমস্যা

ভারত সরকার কর্তৃক সম্প্রতি প্রচারিত লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আদেশের ফলে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কাজ একেবারে বন্ধ হইবে বলিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত আদেশ অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের বাৎসরিক প্রয়োজনের একদশমাংশ মাত্র মঞ্জুর করিয়াছেন। কর্পোরেশনের বৎসরে প্রায় ৩৬০ টন লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন হয়। কর্পোরেশনের জনৈক প্রতিনিধি ভারত সরকারকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া আবশ্যকীয় সমুদয় লৌহ ও ইস্পাত মঞ্জুর করাইবার জন্য সিমলা যাত্রা করিয়াছেন।

ভোটার তালিকার সমতা বিধান

সর্ব্বপ্রকার নির্ব্বাচনের জন্য ভোটারের যোগ্যতা নির্দ্ধারণে একই প্রকারের বিধি প্রবর্ত্তনের ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আইন সভার ভোটার তালিকার সমতা বিধানের প্রশ্ন বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আসামের আদমসুমারীর ফলাফল

আসামের হিন্দুমহাসভা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আসামের আদমসুমারীর সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রাদেশিক সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের শক্তি হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার উত্তরে আসাম সরকারের এক ইস্তাহারে জানান হইয়াছে, হিন্দুরা আসামের এবারের লোকগণনার ফল অনুসারে শতকরা ৪২টি সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকারী হইয়াছেন। গত আদমসুমারী অনুসারে তাঁহারা ৪১টি চাকুরী পাইবার অধিকারী ছিলেন।

বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইন

নিম্নোক্তরূপ এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে :—১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইন বলবৎ করা হইয়াছে এবং ১লা অক্টোবর হইতে সমস্ত বিক্রয়ের উপর প্রকৃত পক্ষে কর বসান হইবে। উপরোক্ত আইনের ধারা অনুসারে যে সব ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীর নাম রেজেষ্টারী হওয়া আবশ্যক, তাঁহারা ঐ তারিখের পূর্ব্বে নাম রেজেষ্টারী না করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। আবেদন পাইবার পর সার্টিফিকেট বিতরণের জন্য কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসারগণের অন্ততঃ ১৫ দিন সময় লাগিবে। সুতরাং ব্যবসায়িগণকে সত্বর আবেদন করিতে আহ্বান করা যাইতেছে। কোন্ কোন্ ব্যবসায়ীর কোথায় ও কি প্রকারে নাম রেজেষ্টারী করিতে হইবে, সে সব জ্ঞাতব্য বিষয়সম্বলিত পুস্তিকা বিনামূল্যে কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসারের অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। নিম্নে কমার্শিয়াল ট্যাক্স আফিসের ঠিকানা প্রদত্ত হইল :—২৮ বি, পোলক ষ্ট্রীট, (হেড কোয়ার্টার্স), ৭৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, ৬৫।১ বিডন ষ্ট্রীট, ৭৮ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ৬৯।১ লোয়ার সার্কুলার রোড ও ১২ চাঁদমারী রোড (হাওড়া)। মফঃস্বলের ঠিকানা:—আসানসোল, শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর, পার্ব্বতীপুর, রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর।

বাঙ্গলার কৃষি উন্নয়ন

বাঙ্গলা সরকার এই প্রদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৪ শত ৮৭ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ১৯৩৯ সালের জুলাই ১লা হইতে তিন বৎসরের জন্য ৬৯ হাজার ৭ শত ৫৭ টাকা ব্যয়ে উৎপাদন প্রণালী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রংপুর জিলার অন্তর্গত গাইবান্ধায়, মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চৌরিঙ্গাছিয়ায় এবং ঢাকা জিলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জে প্রদর্শনী কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। আর একটী পরিকল্পনানুযায়ী ২২ হাজার ৩ শত ১০ টাকা ব্যয়ে চব্বিশপরগণা, রংপুর, ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদে সরিষার বীজের উন্নয়ন ও চাষ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাস হইতে বাঙ্গলা দেশের উচ্চভূমিতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই পরিকল্পনা চারি বৎসর দুইমাস পর্য্যন্ত অনুসৃত হইবে এবং ইহাতে বাঙ্গলা সরকারের ১৫ হাজার ৫ শত ২০ টাকা খরচ হইবে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নওগাঁও, মৈমনসিংহ এবং কুমিল্লায় ৬টী তুলা চাষের কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাঙ্গলা সরকার গবাদি পশুর খাদ্যশস্যের বীজ জন্মাইবার জন্য ৯ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারের জন্য ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বহরমপুর, নদীয়া, চুঁচুড়া, বাঁকুড়া, মালদহ, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিংহ, দিনাজপুর, বরিশাল, যশোহর, রংপুর, বর্দ্ধমান, হাওড়া, চব্বিশপরগণা, খুলনা, বগুড়া, পাবনা এবং মেদিনীপুরে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গবাদি পশুর জন্য 'জুয়ার' ঘাসের বীজ উপরোক্ত স্থানের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন করা হইয়াছে এবং ভুট্টা ও অন্যান্য প্রকার ঘাসের চাষ ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত কৃষিক্ষেত্রে ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে করা হইয়াছে। ৫ শত ২০ মণ গবাদি পশুর খাদ্যবীজ এই সকল কেন্দ্রে বিতরিত হইয়াছে।

পণ্য রপ্তানী সম্পর্কে ব্রহ্ম সরকারের নিষেধাজ্ঞা

রেঙ্গুনের এক সংবাদে প্রকাশ, সরবরাহ বিভাগীয় কন্ট্রোলার এই মর্ম্মে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন যে, তাঁহার লিখিত লাইসেন্স ব্যতীত ব্রহ্মদেশ হইতে পনেরটি বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানী করিতে পারা যাইবে না। সেফটিরেজার ও ব্লেড্, সর্ব্বপ্রকার সাবান, টুথপেষ্ট, ট্যালকাম পাউডার, স্নো, সিগারেট ও তামাক, ফেস পাউডার, লিপষ্টিক, সুগন্ধি দ্রব্য, শ্যাম্পু, হেয়ার ক্রীম ও ফেস ক্রীম ইত্যাদি সম্পর্কেই এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্মদেশ হইতে অন্যত্র যাইবেন, তাঁহাদের সহিত নিজেদের ব্যবহারের আবশ্যক পরিমাণ উক্ত দ্রব্যাদি থাকিলে তাহা উক্ত আইনে পড়িবে না বলিয়া ইস্তাহারে বলা হইয়াছে।

প্রায় কুড়ি কোটী বালির বস্তার অর্ডার

পাট বিক্রয়ের কন্ট্রোলার ভারতীয় চটকল সমিতির নিকট ১৫ কোটী চটের থলিয়ার (বালির বস্তা) জন্য একটী এবং ৪ কোটী ৭০ লক্ষ বালির বস্তার জন্য আর একটী অর্ডার দিয়াছেন। এই দুইটী অর্ডারের মধ্যে প্রথমটীর মাল ১৯৪১ সালে অক্টোবর হইতে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১২টী মাসিক কিস্তিতে ভারত সরকারকে সরবরাহ করিতে হইবে। দ্বিতীয় অর্ডাটির মাল ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে যোগান দিতে হইবে।

উড়িষ্যা প্রদেশের লোক-সংখ্যা

১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে বৃটীশ উড়িষ্যার লোকসংখ্যা ১৯৩১ সালের তুলনায় শতকরা ৮·৭৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১২·৯৬ ভাগ, বৃটীশ উড়িষ্যার জনসংখ্যার মোট ৩·৮ ভাগ লোক সহরে বাস করে। উড়িষ্যার বৃহত্তম সহর কটকের লোকসংখ্যা হইতেছে ৭৪ হাজার ২ শত ৯১ জন। উড়িষ্যা প্রদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ২৬ হাজার ৬ শত ৭০টী গ্রাম ও সহর আছে। উড়িষ্যা প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যা হইতেছে ৬৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৭ শত ৬ জন—তন্মধ্যে ১২ লক্ষ ৩৮ হাজার ১ শত ৭১ জন তপশীলজাতিভুক্ত। এই প্রদেশে এংলো ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা ৭ শত ৮৯ জন, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৪ শত ৫৪ জন, ইয়োরোপীয়ানদের সংখ্যা ৩ শত ১৮ জন, শিখদের সংখ্যা ২ শত ৩২ জন এবং জৈনদের সংখ্যা ১ শত ৩৯ জন দাঁড়াইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বোমার কারখানা

১৯৪০ সালের নভেম্বর মাস হইতে জগতের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ বোমার কারখানার কাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ইলিয়নয়েসে আরম্ভ হইয়াছে। এই কারখানাটি ২৩ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার নির্ম্মাণের ব্যয় পড়িয়াছে ৩ কোটী ডলার।

বর্দ্ধমান সহরে জল সরবরাহ

বাংলা সরকার বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল এলাকায় জল সরবরাহ করিবার জন্য একটী পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বর্ত্তমানে যে পরিমাণ জল সরবরাহ করা হয়, তাহার চেয়ে জলের যোগান আরও ১ লক্ষ গ্যালন বৃদ্ধি পাইবে। ইহার জন্য এককালীন ৭৬ হাজার ৮৮ টাকা ব্যয় হইবে এবং জল সরবরাহ করিবার জন্য যে কূপ খনন করা হইবে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বৎসর ৬ হাজার ৯ শত টাকা খরচ পড়িবে।

মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টের কার্য্যবিবরণী

১৯৪০-৪১ সালের মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টের কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে এই পোর্টের মারফত মোট ২৮ কোটী ৫৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকার ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালিত হইয়াছে; ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ কাজকারবারের পরিমাণ ছিল বর্ত্তমান বৎসরের চেয়ে ৩ কোটী ৯৩ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা বেশী। আলোচ্য বৎসরে আমদানী বাণিজ্য বাবদ ১৩ কোটী ৯৪ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা এবং রপ্তানী বাণিজ্য বাবদ ১৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার কাজকারবার এই পোর্টের মারফতে হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে আমদানী ও রপ্তানী বাবদ যথাক্রমে ১৫ কোটী ৯৯ লক্ষ ৯১ হাজার এবং ১৬ কোটী ৫২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য চলিয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে এই পোর্ট ট্রাষ্টের ৩১ লক্ষ ৮ হাজার ৪ শত ১০ টাকা আয় হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭ শত ৮৩ টাকা। আলোচ্য বৎসরে মাদ্রাজ বন্দরে ৫ শত জাহাজ পৌছিয়াছিল; ১৯৩৯-৪০ সালে আসিয়াছিল ৭২৪

জানা গিয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে মাদ্রাজ বন্দরে ১৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫ শত ৩১ টন মাল নামান হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরে জাহাজ হইতে খালাস করা হইয়াছিল ২৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৭ শত ৭৮ টন।

চাউল ও কাপড়ের মূল্য

গত ২৭শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে চাউল ও কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে শ্রম ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী মিঃ এইচ্ এস্ সুরাবর্দ্দী বলেন যে, কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে দুইটি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। 'চীফ কণ্ট্রোলার অব্ প্রাইসেস্' এতৎ সম্পর্কে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনা করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্ট মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী সর্ব্বভারতীয় কর্ম্মপন্থা গ্রহণ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। চাউলের মজুত পরিমাণ সম্পর্কে মিঃ সুরাবর্দ্দী বলেন, গবর্ণমেণ্ট একমাত্র কলিকাতার বাজারেই চাউলের মজুত পরিমাণ ১ লক্ষ মণ হইতে ১০ লক্ষ মণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ব্যবসায়িগণ যাহাতে অতিরিক্ত লাভ করিতে না পারে তজ্জন্য কলিকাতা এবং মফঃস্বলের বাজারে চাউলের মূল্য সম্পর্কে নিয়মিতভাবে সরকারী অনুসন্ধানকার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

তাঁতশিল্পের অসুবিধা

সূতার মূল্য, বিশেষভাবে তাঁতিরা ৪০ নম্বরের যে সূতা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার মূল্য নানা কারণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ তদনুপাতে এই প্রকার সূতায় প্রস্তুত কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই। এমতাবস্থায় তাঁতিদের দুঃখদুর্দ্দশা মোচনের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন, কিন্তু উহা সময় সাপেক্ষ। ঢাকা জিলায় তাঁতিদিগকে অবিলম্বে সাহায্য দান করার প্রয়োজন হইয়াছে। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের জন্য এরূপ একটি ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পল্লী সমবায় সমিতি অথবা পল্লী সমিতির সহিত আলোচনাক্রমে যে সকল তাঁতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সংবাদ সংগ্রহ করিবেন এবং তাহাদের তাঁত ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির জামিনে তাহাদিগকে প্রতি মাসে বা প্রতি ১৫ দিন অন্তর সূতা সরবরাহ করিবেন এবং উহারা একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সূতায় প্রস্তুত কাপড় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা তাহার অনুমোদিত এজেন্টের নিকট ডেলিভারী দিবে। ইহার বিনিময়ে তাঁতিদিগকে দুর্ভিক্ষ সাহায্যের অনুমোদিত হার অনুযায়ী প্রতি কাপড়ের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। এই সকল কাপড় সরকারী শিল্প বিভাগের মারফৎ বিক্রয় করা হইবে। এই পরিকল্পনা আপাততঃ তিন মাস স্থায়ী হইবে।

দুর্ম্মূল্য ভাতা মঞ্জুর

মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সের নির্দ্দেশ অনুযায়ী, যে সকল শ্রমিক এক স্থান হইতে অপর স্থানে কাপড়ের গাইট বহন করে, তাহাদিগকে বড়বাজার অঞ্চলের বস্ত্র-ব্যবসায়িগণ প্রতি গাইটে এক আনা করিয়া দুর্ম্মূল্য ভাতা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা গত ১২ই আগষ্ট হইতে বলবৎ হইয়াছে এবং যুদ্ধবিরতি পর্য্যন্ত উহা স্থায়ী হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পেট্রোলের অনুকল্প জ্বালানী

ডাঃ এ কে সাহা সোভিয়েট রাশিয়ায় থাকিয়া জ্বালানী তৈল সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, এই সুযোগে পেট্রোলের অনুকল্প জ্বালানী ব্যবহারের চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর বিদেশী জ্বালানীর উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ভারতে যথেষ্ট পেট্রোল নাই, কিন্তু যথেষ্ট জঙ্গল আছে। এই জঙ্গলা কাঠ হইতে কয়লা তৈয়ারী করিয়া তাহা ব্যবহার করা যায়। সেই কয়লা হইতে উৎপন্ন গ্যাসের দ্বারা যদি বড় বাস এবং লরী চালান যায় তাহা হইলে প্রভূত অর্থ বাঁচিয়া যায়। কলিকাতা কর্পোরেশন বৎসরে ২॥ লক্ষ টাকার পেট্রোল খরিদ করিয়া থাকেন। তৎপরিবর্ত্তে কাঠ কয়লা ব্যবহার করিলে আট ভাগের এক ভাগ মাত্র খরচা হইবে। এই জন্য যে গ্যাস ইঞ্জিনের দরকার তাহার খরচ কলিকাতা কর্পোরেশনের মত একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অত্যধিক নহে। ডাঃ সাহা গত বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ ইঞ্জিনের একটি নক্সা দাখিল করিয়াছিলেন। সেই নক্সা অনুযায়ী ইঞ্জিন তৈয়ারী করিতে প্রত্যেকটির দরুণ ৫০০৲ টাকার বেশী ব্যয় পড়িবে না বলিয়া প্রকাশ।

তিলের চাষের পূর্ব্বাভাষ

ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ ১৯৪১-৪২ সালের তিল চাষের প্রথম পূর্ব্বাভাসে জানাইয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ১৭ লক্ষ ৬৭ হাজার একরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, এবারে চাষের জমির পরিমাণ শত করা ১২ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

রেলওয়ের স্বচ্ছল অবস্থা

১৯৪০-৪১ সালে ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের প্রায় ১৮ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্ব তহবিলে দেওয়া হইবে, অবশিষ্ট অর্থ রেলওয়ের মজুত তহবিলে যাইবে। রেলওয়েসমূহের ১৯৩৯-৪০ সালে ৪ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল।

নৌবিদ্যা শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চাকুরী

'ডাফরিন' নামক জাহাজে মোট ৩ শত ৫০ জন শিক্ষার্থী নৌবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে। তন্মধ্যে অন্ততঃ ৩ শত ৪২ জন রাজকীয় ভারতীয়

নৌবহর, বেঙ্গল পাইলট সার্ভিস এবং বাণিজ্য জাহাজ প্রভৃতিতে চাকুরী পাইয়াছে। ১৯৩৪ সাল হইতে বেঙ্গল পাইলট সার্ভিসে কার্য্যতঃ ভারতীয়দিগকে নিযুক্ত করা হয়। বর্ত্তমানে ঐ সার্ভিসের মোট ৫০ জন কর্ম্মচারীর মধ্যে ১৭ জন হইতেছে ভারতীয়।

ভারত-আফগান বাণিজ্য

১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে আফগানিস্থানে যে সকল পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছিল তাহার মধ্যে শতকরা ৩৯ ভাগ ছিল তুলাজাত বস্ত্রাদি। আলোচ্য বৎসরে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬ শত ৮৮ টাকা মূল্যের জুতা ভারতবর্ষ হইতে আফগানিস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল; ১৯৩৮-৩৯ সালে এইরূপ জুতা রপ্তানীর মূল্য ছিল ১ লক্ষ ৭০ হাজার ১ শত ২১ টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭ শত ৮১ টাকার চামড়া আফগানিস্থানে রপ্তানী হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ রপ্তানী মূল্যের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৩ টাকা। আলোচ্য বৎসরে আফগানিস্থান ভারত হইতে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৬ শত ৯৫ টাকার কাগজ আমদানী করিয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ কাগজ আমদানীর মূল্য ছিল ৩৯ হাজার ২ শত ৬৩ টাকা।

সমর ঋণ

১৯৪১ সালের ২৩শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা ঋণ বাবদ ৭৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৪১ সালের ৩৲ টাকা স্থদের ডিফেন্স বণ্ড বাবদ প্রাপ্ত ৫ কোটী ৪৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা বাবদ ঋণে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বিনাস্থদী ডিফেন্স বণ্ড বাবদ ২ কোটী ৪৬ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা, ৩৲ টাকা স্থদের দ্বিতীয় দফা ডিফেন্স ঋণ বাবদ (রূপান্তরিত ঋণের পরিমাণ ধরিয়া) ৩০ কোটী ৬৩ লক্ষ এবং দশ বাৎসরিক পোষ্ট অফিসের ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ঋণ প্রাপ্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটী ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। ১৯৪০ সালের ১লা জুন হইতে ১৯৪১ সালের ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত দেশরক্ষা বাবদ সমস্ত দফায় ঋণপ্রাপ্তির পরিমাণ হইতেছে সর্ব্বসমেত ৮১ কোটী ৫৬ লক্ষ ১২ হাজার টাকা।

ভারতে ইক্ষু ও চিনাবাদাম চাষের পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালের ভারতে ইক্ষু ও চিনাবাদাম চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে ৩৫ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিতে ইক্ষু এবং ২৬ লক্ষ ৭৪ হাজার একর জমিতে চিনা বাদামের চাষ হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ইক্ষু ও চিনাবাদাম চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার এবং ৩৫ লক্ষ ৮৪ হাজার একর।

যুক্তপ্রদেশে ইক্ষু চাষের পূর্ব্বাভাষ

যুক্তপ্রদেশে ১৯৪১ সালে ৪৮ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ২৩ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল।

জি, আই, পি রেলওয়ের আয়

১৯৪১ সালে ১১ই আগষ্ট হইতে ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত (দশদিনে) ৫২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে অনুরূপ সময়ে ৩৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্যাক্স বৃদ্ধি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থিয়েটার, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক আলোর বাল্ব ও অন্যান্য প্রকার আমোদ-প্রমোদের কর বৃদ্ধি করা হইবে। এইরূপ নূতন কর বাবদ ২০ কোটী ৯০ লক্ষ ডলার আয় হইবে। নূতন কর ধার্য্য করার ফলে থিয়েটার এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদের উপর বর্ত্তমান ট্যাক্সের উপর শতকরা আরও দশ হইতে পনর ভাগ বেশী কর এবং টেলিফোন বিলের উপর বর্ত্তমান ট্যাক্সের উপর শতকরা ১০ ভাগ বেশী কর বসান হইবে।

ভারতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ভারতীয় সংখ্যা বিজ্ঞান সমিতির এক সভায় মূল্যনিয়ন্ত্রণ কণ্ট্রোলার মিঃ কারাকা ভারতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, ভারতের মত একটী কৃষিপ্রধান দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সমাধান করা একটী দুরূহ ব্যাপার। কৃষিজাত দ্রব্যাদির দর কিছুকাল পূর্ব্বে খুব সস্তা থাকার দরুণ কৃষককুল তাহাদের দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য পায় নাই। অপরদিকে খাদ্যশস্য ব্যাপারে বোম্বাই প্রদেশের অন্যান্য স্থানের উপর নির্ভর করিতে হয়। রেঙ্গুন চাউল এবং স্থানীয় চাউলের দর সম্বন্ধে মিঃ কারাকা বলেন যে, ১৯৪০ সালের সম্বৎসর এবং ইহার পরেও কিছু-কাল যাবৎ বোম্বাইয়ে এই সকল চাউলের দর বেশী ছিল না এবং রেঙ্গুন চাউলের আমদানীকারকেরা রেঙ্গুনের দরের তুলনায় বোম্বাইয়ের বাজারে বিশেষ কোন মুণাফা গ্রহণ করে নাই ও খুচরা এবং পাইকারী দরের মধ্যেও কোনরূপ লাভ করে নাই।

কোচিন রাজ্যের বাজেট

কোচিন রাজ্যের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ১ কোটী ১৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৬ শত টাকা আয় এবং ১ কোটী ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮ শত টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮ শত টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ই, বি, রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি

১৯৪১ সালে ১লা মার্চ্চ হইতে ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ই, বি, রেলওয়ের আয় পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ৩৪ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকার অধিক। অর্থাৎ শতকরা ১৬·৪২ ভাগ বেশী হইয়াছে। আগামী শারদীয়া দুর্গাপূজার ছুটি উপলক্ষে ১৯৪১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ৪৫ দিনের মেয়াদে বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্তে (কনসেসন) রিটার্ণ টিকেট যাতায়তের জন্য বিক্রয় করা হইবে কিন্তু অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবার 'অবাধ ভ্রমণ টিকিট' (ট্রাভেল-এজ-ইউ-লাইক) বিক্রয় করা হইবে না। ১৯৪১ সালের ১৭ই নবেম্বরের পর কোন রিটার্ণ টিকেটই কার্য্যকরী হইবে না।

জ্বালানী গবেষণা পরিষদ

সম্প্রতি কলিকাতায় জ্বালানী গবেষণা কমিটির এক অধিবেশনে কয়লার জন্য ও রাসায়নিক উপাদান অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণা পরিষদ স্থাপনের সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হইয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ওঝা, ধানবাদ খনিজ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ চার্লস্ ফরেষ্টার, মিঃ এ ফাকৃহার ও শ্রীযুক্ত এইচ, কে, নাগের প্রস্তাব কমিটী বিবেচনা করিয়াছেন। আশা করা যায়, উক্ত জ্বালানী গবেষণা পরিষদ ধানবাদে স্থাপিত হইবে। গবেষণা পরিষদ পরিচালনার জন্য ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থার বিষয়ও কমিটীতে আলোচিত হইয়াছে। ভারতের খনি হইতে উত্তোলিত কয়লার উপর প্রতি টনে দেড় পয়সা হারে কর স্থাপনের যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে বার্ষিক প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আয় হইবে। প্রস্তাবিত গবেষণা পরিষদের কার্য্য পরিচালনার পক্ষে উহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

ভারতীয় ক্রয় মিশন

নিউ ইয়র্কের এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় ক্রয় মিশনের হেড কোয়ার্টার্স নিউ ইয়র্ক হইতে ওয়াশিংটনে স্থানান্তরিত করিবার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। স্যার সমুখম চেট্টীর নেতৃত্বে এই মিশনটি সবেমাত্র নিউ ইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত মিশনের কার্য্যই ওয়াশিংটনে কেন্দ্রীভূত।

কলিকাতার গুরুতর স্বাস্থ্য-সমস্যা

গত ১৮ই আগষ্ট সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংএ ডেপুটি মেয়র মিঃ ইস্পাহানীর সভাপতিত্বে যে সম্মেলন বসিয়াছিল, তাহাতে এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে, কলিকাতা কর্পোরেশন ময়লা বহন করার লরী, এম্বুলেন্স গাড়ী এবং পরিস্কৃত জল সরবরাহ লরীর জন্য যে পরিমাণ পেট্রোল চাহিয়াছেন তাহা মঞ্জুর করা না হইলে সহরের জনসাধারণের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে এবং সহরে সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তৃপক্ষ কর্পোরেশনের ১৯৮ খানি লরীর জন্য মাসে ১১ হাজার ৮৮০ গ্যালন এবং ১৮ খানি মোটর গাড়ীর জন্য মাসে ২১৬ গ্যালন পেট্রোল মঞ্জুর করিয়াছেন; কিন্তু চীফ ইঞ্জিনিয়ার প্রথম দফায় ৮৯১০ গ্যালন এবং দ্বিতীয় দফায় ৮৬৪ গ্যালন অধিক পেট্রোল চাহিয়াছেন।

ভারতের অস্থায়ী হাই কমিশনার

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, স্যার ফিরোজ খাঁ নুন ভারতে গমন করিলে তাঁহার স্থলে স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জি লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনারের পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতে যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানার প্রসার

কিছুকাল ধরিয়া সরকারী অস্ত্র নির্ম্মাণ ও পোষাক প্রস্তুতকারী কারখানাগুলিতে জোর কাজ চলিতেছে। এই কারখানাগুলিতে সৈন্য বিভাগের জন্য ১৪ হাজারেরও অধিক রকমের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি প্রস্তুত হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই কারখানাগুলিতে গড়ে ১৭ হাজার লোক কাজ করিত; বর্ত্তমানে সেইস্থলে ৪৯ হাজার লোক কাজ করিতেছে। ৪ কোটী টাকা ব্যয়ে অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানাগুলির প্রসার ও তাহাদিগকে আধুনিক প্রণালীতে সুসজ্জিত করিবার জন্য ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগ একটী ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিল এবং তাহা চ্যাটফিল্ড কমিটীর অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। এই পরিকল্পনা অনুসারে শতকরা ২০টী কারখানা বৃদ্ধি পাইবে এবং নূতন যন্ত্রাদি স্থাপনের ফলে অতি আধুনিক ধরণের কামান, কামানবাহী গাড়ী, গোলাগুলি, বিমানে ব্যবহৃত বোমা, হাল্কা মেসিন গান প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মিত হইতে পারিবে।

পুস্তক পরিচয়

ফিল্ডম্যান—বীমাবিষয়ক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত। আফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'ইন্সিওরেন্স সেলস্ ডেভেলপমেন্ট বুরো' কর্ত্তৃক পরিচালিত 'ফিল্ডম্যান' নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রখানা অল্প সময়ের মধ্যে দেশে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। বীমা কোম্পানীর এজেন্টদের ভিতর বীমা বিষয়ক জ্ঞান প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়া এতদিন দেশে কোন পত্রিকা পরিচালিত হয় নাই। ফিল্ডম্যান আজ সেই অভাব পূরণ করিয়াছে। সম্প্রতি এই পত্রিকা উদ্যোক্তাগণ ন্যাশনেল সার্ভিস নাম্বার (National Service Number) নামক একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংখ্যাটিতে জাতীয় কল্যাণ সাধনায় বীমা ব্যবসায়ের দান নানাদিক দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে। আধুনিক জগতে জীবন বীমা যে কেবল সাধারণকে তাহাদের পরিবার পরিজন সম্পর্কিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিতেছে তাহা নহে, উহা জাতীয় জীবনের অন্য বহু ক্ষেত্রেও জনসেবা এবং সমাজ সেবার মহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। লোকের সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিবার পক্ষে জীবন বীমা একটি নিরাপদ শ্রেণীর দাদন হিসাবে গণ্য হইয়াছে। জীবন বীমা কোম্পানীতে সাধারণের নিয়োজিত অর্থ দেশে শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তোলার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্যরূপ সাহায্য করিতেছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় দেশের বিশিষ্ট জননেতা, শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ীদের বাণী এবং বিশেষ প্রবন্ধাদির মারফতে জীবন বীমার ঐসমস্ত দিক বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'ফিল্ডম্যানে'র বর্ত্তমান সংখ্যাটির জন্যই সেইসব বাণী ও প্রবন্ধাদি সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংখ্যায় যাঁহাদের প্রবন্ধ দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে মিঃ এস্ আর এস্ রাঘবন, মিঃ এইচ্ দত্ত, মিঃ জে সি দাস, মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি ও পি সি রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া বর্ত্তমান সংখ্যায় সময়োচিত কতকগুলি সম্পাদকীয় প্রবন্ধও প্রকাশ করা হইয়াছে। এই বিশেষ সংখ্যাটিতে বীমা বিষয়ক বিভিন্ন প্রকার জ্ঞাতব্য তথ্যাদি যেরূপ নিপুণভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে উহা বীমা কোম্পানীর এজেন্টদের যে খুব কাজে লাগিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের ভিতর ও বীমা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠকদের ভিতর এই বিশেষ সংখ্যাটির বিশেষ সমাদর হইবে বলিয়া আশা করি।

(ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গলার স্থান)

বাঙ্গলা দেশ বস্ত্রশিল্পের ব্যাপারে ধীরে ধীরে উন্নতিলাভ করিতেছে এবং প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই বাঙ্গলায় একাধিক নূতন কাপড়ের কল চালু হইতেছে। বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গলায় যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের মধ্যেই এই শিল্পপ্রসারে অধিকতর কর্ম্মতৎপরতা দেখা যাইতেছে। ঢাকেশ্বরী ও মোহিনী মিলের পরিচালকগণ একটী করিয়া নূতন কল স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গশ্রীর পরিচালকবর্গ আর একটী নূতন কলের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের খ্যাতনামা শিল্পী ও ব্যবসায়ী মিঃ কে কে সেন একটী নূতন কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সপ্তাহেই উহার বয়ন বিভাগের উদ্বোধন হইবে। বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানেও কাপড়ের কল স্থাপনে ঐকান্তিক চেষ্টা উদ্যোগ দেখা যাইতেছে। উহা খুব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার একচতুর্থাংশও এখন পর্য্যন্ত এই প্রদেশে উৎপন্ন হইতেছে না। বাঙ্গলা দেশকে বস্ত্রের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিতে হইলে বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, মূলধন সরবরাহকারিগণ এবং বাংলার জনসাধারণের আরও ঐকান্তিক সহযোগিতা আবশ্যক। আমরা এই অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতেছি।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি আমরা চট্টগ্রামের মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের একখণ্ড কার্য্য বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই ব্যাঙ্কটী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। ইতিমধ্যে বাঙ্গলা ও ব্রহ্মদেশের অনেক স্থানে শাখা আফিস স্থাপন করিয়া এই ব্যাঙ্কটীর কার্য্য সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। আলোচ্য রিপোর্ট দৃষ্টে বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও এই ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৩৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও মজুদ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৪০ টাকা ও ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ঐ ব্যাঙ্কের সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ১৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। পরিচালকদের উদ্যোগশীল কর্ম্মতৎপরতার গুণেই যে এই উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আদায়ীকৃত মূলধন আমানতী জমা ও মজুত তহবিল বাবদ উপরোক্ত দায় ও অন্যান্য ছোটখাট দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ২৮ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৫৮ টাকা। ঐ দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৯৩ টাকা, ঋণ ও ওভারড্রাফট ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৭২২ টাকা, জমিবাড়ী ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮০০ টাকা ও কোম্পানীর কাগজ ৯৫ হাজার টাকা।

এবার ব্যাঙ্কের ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৫৪৬ টাকা (পূর্ব্বেকার ১ হাজার ১০৮ টাকা উদ্বৃত্ত সহ) আয় হয়। উহা হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়ায় ১৩ হাজার ২৭৬ টাকা। উহা হইতে অংশিদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কমার্শিয়াল এজেন্টস্ কর্পোরেশন

দেশে কোন শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের কাটতি বাড়াইতে হইলে উপযুক্ত এজেন্ট ও ক্যানভাসার মারফতে তদ্বিষয়ে বিধিসঙ্গত চেষ্টা প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন বাজার কেন্দ্রে উপযুক্ত লোকের সাহায্যে যদি জিনিষপত্র প্রচার ও বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা যায় তবে দেশে তাহার ভালরূপ প্রচলন ন্যায্যতঃই আশা করা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় এদেশের অনেক পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ব্যবসায়ীই নানা কারণে সেভাবে চেষ্টাযত্ন নিয়োগ করিতে পারেন না। সর্ব্বত্র নিজস্ব এজেন্টের ব্যবস্থা করিতে গেলে খরচপত্র এত বেশী পরে যে তাহা বহন করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় দেশের অনেক শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই একটি উপযুক্ত এজেন্সী ফার্ম্মের বিশেষ অভাব বোধ করিয়া আসিতেছেন।

নবগঠিত কমার্শিয়াল এজেন্টস্ কর্পোরেশন আজ সেই অভাব পূরণে উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলার ১৫০টি বাজার কেন্দ্রে তাহাদের নিজস্ব এজেন্ট ও প্রতিনিধি রাখিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে পণ্য প্রচার ও বিক্রয়ের কার্য্য চালাইবেন। ইতিমধ্যে অনেক স্থানে তাঁহাদের কর্ম্মী ও এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও আমরা অবগত হইলাম। এক একস্থানে এক একজন এজেন্টের মারফতে কর্পোরেশন যুগপৎ কয়েকটি শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালপত্র প্রচার ও বিক্রয়ের ভার লইবেন। উহাতে অপেক্ষাকৃত কম কমিশনেই তাঁহারা মাল প্রচার ও বিক্রয়ের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

কমার্শিয়াল এজেন্টস্ কর্পোরেশনের উপরোক্ত পরিকল্পনা আমরা একটি লাভজনক ব্যবসা গড়িয়া তোলার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়াই মনে করি। কতিপয় উদ্যোগী ব্যক্তির চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে। উঁহাদের উপর নির্ভর করিলে দেশের পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ব্যবসায়ীরা বাঙ্গলার সুদূর ব্যবসা কেন্দ্রসমূহেও তাহাদের পণ্য প্রচার ও বিক্রয়ের উপযুক্ত সুযোগ পাইবেন। এই অবস্থায় দেশের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কমার্শিয়াল এজেন্টস্ কর্পোরেশনের সহিত সহযোগিতা করিতে চাহিবেন ও তাহাতে ঐ নূতন প্রতিষ্ঠানটিও দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে এরূপ আশাই আমরা করিতেছি। কলিকাতায় ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে কমার্শিয়াল এজেন্ট কর্পোরেশনের আফিস অবস্থিত।

দেশ কল্যাণ প্রভিডেণ্ট কোং লিঃ

সম্প্রতি আমরা ৯এ ডালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতাস্থ দেশ কল্যাণ প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের একখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে কোন কোন দিক দিয়া কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ১৩ হাজার ৩৮৮ টাকা ও অন্যান্য ছোটখাট দফায় আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ১৪ হাজার ৫০০ টাকা। এবার পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১ হাজার ৪৩৬ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৩০৭ টাকা দাবী হয়। কমিশন ও কার্য্যপরিচালনার বাবদ কোম্পানী ১১ হাজার ৩৪৪ টাকা ব্যয় করে। অন্যান্য ছোটখাট খরচপত্র বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। পূর্ব্ব বৎসর ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ১৪৮ টাকা। আলোচ্য বৎসরে তাহা বাড়িয়া ১২ হাজার ২৬৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৩ হাজার ৬০ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১২ হাজার ২৬৭ টাকা, দাদনী তহবিলের জন্য মজুত ২২২ টাকা ও অন্যান্য দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১৬ হাজার ৮৫৭ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার মধ্যে ৮ হাজার ৭২৫ টাকাই কাম্পনীর কাগজে নিয়োজিত ছিল। একদিকে নূতন বীমা আইন অনুসারে নানারূপ বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হওয়ায় ও অন্যদিকে যুদ্ধের জন্য কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমানে দেশের অনেক প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়াছে। এইরূপ অবস্থার ভিতরও দেশ কল্যাণ প্রভিডেণ্ট কোম্পানী রীতিমতভাবে তাহাদের কার্য্যধারা

প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে—ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে প্রশংসার কথা। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ

সম্প্রতি আমরা চট্টগ্রামে ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের একখণ্ড কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি এই। কোম্পানীটি ভেষজদ্রব্য ও অন্যান্য কাঁচা মাল আমদানী এবং রপ্তানী করিয়া ইতিমধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ধরণের ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৬ হাজার ৯৬৬ টাকার জিনিস বিক্রয় করে। ঐ প্রকার আয় ও অন্যান্য আয় হইতে বিভিন্ন দিকের খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায় ৮৪০ টাকা। ঐ টাকা হইতে এবার অংশীদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশে বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভেষজ গাছগাছড়া, ফল মূল ও লতা প্রভৃতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের যে যোগান রহিয়াছে তাহা সংগ্রহ করিয়া যথাযথ কাজে লাগাইতে পারিলে বেশ লাভজনক ব্যবসা গড়িয়া উঠিতে পারে। ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন ঐরূপ ব্যবসা গড়িয়া তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। এই কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ হাজার ৯৬২টাকা। কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ফণিভূষণ গুহ ও ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ নলিনী কান্ত দাস এবং অন্য পরিচালকগণ যেরূপ উদ্যোগশীলতার সহিত কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি আশা করা যায়।

প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেসন নাকচ

নূতন বীমা আইনের ৭০নং ধারা অনুসারে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্স সম্প্রতি নিম্নলিখিত তিনটি প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেসন নাকচ করিয়াছেন—(১) চিত্তসাধন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী (মাদারীপুর—বাঙ্গলা) (২) অন্নপূর্ণা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ (বাঙ্গলা) (৩) প্রভিডেণ্ট জেনারেল লোন এণ্ড ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ (বাঙ্গলা)।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

বেঙ্গল রিফেক্টরীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সাতকড়ি ব্যানার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা ফায়ারব্রিক ও টালি প্রভৃতি নির্ম্মাণ। রেজিষ্টার্ড অফিস—গৌরাঙ্গদি পোঃ পাঞ্চরিয়া, জিঃ বর্দ্ধমান।

কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ—অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্সএর ব্যবসা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২ নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

সেথিয়া বেলিং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মুলচাঁদ সেথিয়া। ব্যবসা পাট ও তজ্জাতীয় পণ্য আমদানী এবং রপ্তানী। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৫ নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মোহীন এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি বসাক। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন ধরণের তৈলের ব্যবসা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৪ নং বিডন রো, কলিকাতা।

বেকার লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে ব্যানার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশ ও পরিচালনা। রেজিষ্টার্ড অফিস—ভট্টাচার্য্য রোড, পানিহাটি, জিঃ ২৪ পরগণা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

নিউ মানভূম কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৫ টাকা। **টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১ বৎসরের হিসাবে প্রতি সাধারণ শেয়ারে ২৯ টাকা ও প্রতি ডেফার্ড শেয়ারে ১৭২৸৶০ আনা। **ক্যালিডোনিয়ান জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১২৷৷০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **চেভিয়ট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ছয় টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ডেল্টা জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **লোথিয়ান জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ওরিয়েণ্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩ পেনী।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। পূর্ব্ববৎ টাকার অত্যধিক স্বচ্ছলতার ভাবই চলিতেছে। ব্যাঙ্ক-সমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার তেমনি নামমাত্র ।৹ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

বিনিময় বাজারে এবার কিঞ্চিৎ তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য বাজারে রপ্তানী বিলের আমদানী তেমন আশানুরূপ হয় নাই।

গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে তিন মাসের মেয়াদী এক কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে আবেদনের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদন-সমূহের মধ্যে ৯৯৸৶৬ পাই দরের শতকরা ৭৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। উহার কম দরের আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট গৃহীত এক কোটি টাকার বার্ষিক শতকরা সুদের হার গড়পরতা ।৶০ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ২রা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তিন মাসের মেয়াদী দুই কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডারগুলি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত ও গৃহীত হইবে আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবারের মধ্যে তাঁহাদিগকে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাবলী পূর্ব্ববৎ। যে সব স্থানে শুক্রবার দিবস ছুটির দিন পড়িবে সেখানে ৩রা সেপ্টেম্বর বুধবার টাকা দিতে হইবে।

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার বাংলা সরকারের তিন মাসের এক কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। কলিকাতা ও বোম্বাই-এর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপিসে বেলা ১ ঘটিকার মধ্যে টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের আবেদন গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে ৩রা সেপ্টেম্বরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২২শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৫৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটি ৮২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১০ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ হইতেছে ৪৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা, পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫ ৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬ ১/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থায় অনেকটা স্থির-ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাজারে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ কিছু বৃদ্ধি পায় নাই। ইরাণে ইঙ্গ-রুশ যুক্ত অভিযান সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে শেয়ার বাজারের কাজকারবারের উপর কতকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জাপানের বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক সম্পর্কীয় আলাপ অলোচনা চলিতেছে, তাহাতে শেয়ার বাজারে কতকটা আশার সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে রাশিয়ার যদি কোনরূপ বিপর্য্যয় ঘটে তাহা হইলে জাপান তাহার মতিগতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে, এরূপ একটা আশঙ্কার ভাবও বাজারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শেয়ার বাজারে শারদীয়া পূজার ছুটী সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আরম্ভ হইবে। অতএব শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে আগামী সপ্তাহের শেষ-ভাগে যদি শেয়ারের দরে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতির লক্ষণ না দেখা যায়, তাহা হইলে পূজার ছুটীর পূর্ব্বে শেয়ারের দরে কোন প্রকার উদ্ধগতি দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে মোটের উপর বিশেষ কোন কাজ কারবার হয় নাই।

প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে—ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে প্রশংসার কথা। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ

সম্প্রতি আমরা চট্টগ্রামে ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের একখণ্ড কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি এই। কোম্পানীটি ভেষজদ্রব্য ও অন্যান্য কাচা মাল আমদানী এবং রপ্তানী করিয়া ইতিমধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ধরণের ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৬ হাজার ৯৬৬ টাকার জিনিস বিক্রয় করে। ঐ প্রকার আয় ও অন্যান্য আয় হইতে বিভিন্ন দিকের খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায় ৮৪০ টাকা। ঐ টাকা হইতে এবার অংশীদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশে বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভেষজ গাছগাছড়া, ফল মূল ও লতা প্রভৃতি মূল্যবাণ প্রাকৃতিক সম্পদের যে জোগান রহিয়াছে তাহা সংগ্রহ করিয়া যথাযথ কাজে লাগাইতে পারিলে বেশ লাভজনক ব্যবসা গড়িয়া উঠিতে পারে। ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন ঐরূপ ব্যবসা গড়িয়া তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। এই কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ হাজার ৯৬২টাকা। কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ফণিভূষণ গুহ ও ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ নলিনী কান্ত দাস এবং অন্য পরিচালকগণ যেরূপ উদ্যোগশীলতার সহিত কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি আশা করা যায়।

প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেসন নাকচ

নূতন বীমা আইনের ৭০নং ধারা অনুসারে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্স সম্প্রতি নিম্নলিখিত তিনটি প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেসন নাকচ করিয়াছেন—(১) হিতসাধন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী (মাদারীপুর—বাঙ্গলা) (২) অন্নপূর্ণা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ (বাঙ্গলা) (৩) প্রভিডেণ্ট জেনারেল লোন এণ্ড ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ (বাঙ্গলা)।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

বেঙ্গল রিফেক্টরীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সাতকড়ি ব্যানার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা ফায়ারব্রিক ও টালি প্রভৃতি নির্ম্মাণ। রেজিষ্টার্ড অফিস—গৌরাঙ্গদি পোঃ পান্নুরিয়া, জিঃ বৰ্দ্ধমান।

কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ—অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স-এর ব্যবসা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২ নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

সেথিয়া বেলিং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মূলচাঁদ সেথিয়া। ব্যবসা পাট ও তদ্রূপজাতীয় পণ্য আমদানী এবং রপ্তানী। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৫ নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মোহীন এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি বসাক। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন ধরণের তৈলের ব্যবসা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৪ নং বিডন রো, কলিকাতা।

বেকার লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে ব্যানার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশ ও পরিচালনা। রেজিষ্টার্ড অফিস—ভট্টাচার্য্য রোড, পানিহাটি, জিঃ ২৪ পরগণা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

নিউ মানভূম কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৫ টাকা। **টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১ বৎসরের হিসাবে প্রতি সাধারণ শেয়ারে ২৯ টাকা ও প্রতি ডেফার্ড শেয়ারে ১৭২৸৵০ আনা। **ক্যালিডোনিয়ান জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১২৷৷০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **চেভিয়ট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ছয় টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ডেল্টা জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **লোথিয়ান জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ওরিয়েণ্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩ পেনী।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। পূর্ব্ববৎ টাকার অত্যধিক স্বচ্ছলতার ভাবই চলিতেছে। ব্যাঙ্ক-সমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার তেমনি নামমাত্র ॥০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

বিনিময় বাজারে এবার কিঞ্চিৎ তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য বাজারে রপ্তানী বিলের আমদানী তেমন আশানুরূপ হয় নাই।

গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে তিন মাসের মেয়াদী এক কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে আবেদনের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদন-সমূহের মধ্যে ৯৯৸৵৬ পাই দরের শতকরা ৭৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। উহার কম দরের আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট গৃহীত এক কোটি টাকার বার্ষিক শতকরা সুদের হার গড়পরতা ।৵০ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ২রা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তিন মাসের মেয়াদী দুই কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডারগুলি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত ও গৃহীত হইবে আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবারের মধ্যে তাঁহাদিগকে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাবলী পূর্ব্ববৎ। যে সব স্থানে শুক্রবার দিবস ছুটির দিন পড়িবে সেখানে ৩রা সেপ্টেম্বর বুধবার টাকা দিতে হইবে।

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার বাংলা সরকারের তিন মাসের এক কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। কলিকাতা ও বোম্বাই-এর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপিসে বেলা ১ ঘটিকার মধ্যে টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের আবেদন গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে ৩রা সেপ্টেম্বরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২২শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৫৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটি ৮২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১০ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ হইতেছে ৪৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা, পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটী ৫৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল:—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫$\frac{১৫}{১৬}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫$\frac{১৫}{১৬}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬$\frac{৭}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থায় অনেকটা স্থির-ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাজারে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ কিছু বৃদ্ধি পায় নাই। ইরাণে ইঙ্গ-রুশ যুক্ত অভিযান সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে শেয়ার বাজারের কাজকারবারের উপর কতকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জাপানের বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক সম্পর্কীয় আলাপ অলোচনা চলিতেছে, তাহাতে শেয়ার বাজারে কতকটা আশার সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে রাশিয়ার যদি কোনরূপ বিপর্য্যয় ঘটে তাহা হইলে জাপান তাহার মতিগতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে, এরূপ একটা আশঙ্কার ভাবও বাজারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শেয়ার বাজারে শারদীয়া পূজার ছুটী সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আরম্ভ হইবে। অতএব শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে আগামী সপ্তাহের শেষ-ভাগে যদি শেয়ারের দরে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতির লক্ষণ না দেখা যায়, তাহা হইলে পূজার ছুটীর পূর্ব্বে শেয়ারের দরে কোন প্রকার ঊর্দ্ধগতি দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে মোটের উপর বিশেষ কোন কাজ কারবার হয় নাই।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে অতি সামান্য ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে এবং কোম্পানীর কাগজের দর মোটামুটি অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ২৸০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৭॥৴০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৴০ আনা, ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৩।৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০॥৴০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১।৴০ আনায় হস্তান্তর হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের কাগজ ৯৯।০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৪ সালের ইউ, পি, বণ্ড ১০৬॥৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের দরে কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ডানবার ২৪৮৲ টাকা, এলগিন ২৪।০ আনা এবং কানপুর টেক্স-টাইল ৮॥০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লা বহন করিবার রেলভাড়া কতকটা হ্রাস পাওয়ায় এবং কয়লার কাজ কারবারের অবস্থা কিছু ভাল হওয়ায় কয়লার শেয়ারের জন্য চাহিদা এ সপ্তাহে সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেঙ্গলের দর ৩৭২৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বরাকর ১৪/০ আনা, বোকারো এণ্ড রামগড় ১৫৸৴০ আনা, ধেমো মেইন ১২॥০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০।০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

পাটকল

সম্প্রতি পাটকলগুলি যে প্রচুর পরিমাণে বালির বস্তার জন্য অর্ডার পাইয়াছে এবং ভারতীয় চটকল সঙ্ঘ ৪৫ ঘণ্টা হইতে বাড়াইয়া পাটকলসমূহের কার্য্যকাল সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে, এই কারণে পাটকলের শেয়ারের চাহিদা এ সপ্তাহে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ এবং দর উভয়ই বাড়িয়াছে। হাওড়া ৫৫৸০ আনা, এংলো-ইণ্ডিয়া ৩৫৮৲ টাকা, ক্লাইভ ২৭৴০ আনা, কামারহাটী ৫২৮৲ টাকা, হুকুমচাঁদ ১২।০ আনা, ন্যাশনাল ২৩॥৴০ আনা, মেঘনা ৫০॥০ আনা এবং রিলায়েন্স ৫৯৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে বিভিন্ন শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ৩১৸৴০ আনা হইতে ৩২।০ আনা এবং ষ্টিল করপোরেশনের দর ১৯৵০ আনা ছিল। বার্ণ এণ্ড কোং ৪২০৲, ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৯॥৴০ আনা এবং হুকুমচাঁদ ষ্টিল ১৪/০ আনায় কাজকারবার হইয়াছে।

চা বাগান

চা বাগানের শেয়ারের ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৩॥০ আনা, টীটাগড় পেপার ১৯॥৴০ আনা, ওরিয়েণ্ট পেপার ১৩৸৵০ আনা, শ্রীগোপাল পেপার ১৩৲ টাকা, বুরোয়া টীম্বার ১৫৸৵০ আনা, ক্যালকাটা ট্রাম ১৭৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ২৭৸০ আনা এবং বার্ম্মা করপোরেশন ৪।৴০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২২শে আগষ্ট—৯৫৸/০ ৯৬৲ ; ২৩শে—৯৫৸৴০ ৯৬৲ ; ২৫শে—৯৫৸৵০ ৯৬৲ ; ২৬শে—৯৫৸৴০ ৯৬৵০ ; ২৭শে—৯৬৲ ৯৬৴০ ; ২৮শে—৯৬৲ ৯৬৵০। ৩৲ কোম্পানীর কাগজ ২২শে আঃ—৮২॥৵০ ; ২৫শে—৮২।/০ ; ২৭শে—৮২॥৵০। ২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ২২শে আঃ—৯৭॥৵০ ৯৭॥৴০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২২শে আঃ—৯৯॥৴০ ১০০৲। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২২শে আঃ—৯৫/০ ; ২৩শে—৯৫৲ ৯৫৴০ ; ২৬শে—৯৫৴০ ; ২৭শে—৯৫/০ ৯৫৴০ ; ২৮শে—৯৫৲ ৯৫৴০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২২শে আঃ—১০২/০ ; ২৬শে—১০২৵০ ; ২৮শে—১০২/০ ১০২।০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২২শে আঃ—১০৩/০ ১০৩।০ ; ২৫শে—১০৩॥০ ; ২৬শে—১০৩।৵০ ; ২৮শে—১০৩।৵০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২২শে আঃ—১১১।/০ ১১১॥৴০ ; ২৫শে—১০৬৲ ১১০॥০ ; ২৬শে—১১১।৴০ ১১১॥০। ৫৲ সুদের ইউ, পি, বণ্ড (১৯৪৪) ২২শে আঃ—১০৬॥৵০ ; ২৭শে—১০৬॥৵০ ; ২৮শে—১০৬॥৵০ ; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৩শে আঃ—১১০॥০ ; ২৬শে—১১০॥৴০ ; ২৮শে—১১০।৵০ ১১০।৴০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ২৫শে আঃ—১০৩৸৴০ ১০৪৲। ৩৲ সুদের ইউ, পি, ঋণ (১৯৫২) ২৫শে আঃ—৯৯৴০ ৯৯।০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ২৬শে আঃ—৯৯৸৴০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ২৬শে আঃ—৯৯।০। ৩৲ সুদের ইউ, পি ঋণ (১৯৬১-৬৬) ২৭শে আঃ—৯৫॥০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কটি) ২২শে আগষ্ট—৩৮৪৲ ; ২৫শে—৩৮৫৲ ৩৮৭৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২২শে আঃ—১০৮৲ ১১০॥০ ; ২৩শে—১০৮৲

১১০৲ ; ২৫শে—১০৯৲ ১১০৲ ; ২৬শে—১০৮৲ ১০৯৲ ; ২৭শে—১০৮৲ ১১১৲ ; ২৮শে—১০৮৸০ ১১০৲। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ২৭শে আঃ—৪৬৸০ ৪৭৷০।

রেলপথ

আড়া-সাসারাম রেলওয়ে ২২শে আগষ্ট—৭৪৲ ৭৫৲ ; ২৫শে—৭৩৲ ; ২৭শে—৭৫৲। বারাসত-বসিরহাট রেলওয়ে ২২শে আঃ—৫২৸০ ৫২৸৵০। ময়ূরভঞ্জ রেলওয়ে ২৭শে আঃ—৭৬৲ ৭৭৲। মৈমনসিংহ-ভৈরববাজার রেলওয়ে (রিবেট) ২২শে আঃ—১০৭৲ ১০৮৲। ডিহিরি রোটাস রেলওয়ে ২৭শে আঃ—১১॥০। আমোদপুর কাটোয়া রেলওয়ে ২৩শে আঃ—৯৯৲। বক্তিয়ারপুর বিহার ২৬শে আঃ—৫৯৲ ৬০৲। হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে ২৫শে আঃ—১০৩৲। হোসিয়ারপুর দোয়াব রেলওয়ে ২৮শে আঃ—১০৬৲। কালিঘাট ফলতা রেলওয়ে ২৫শে আঃ—৯৭॥০ ৯৮॥০। সাহাদারা (দিল্লী) সাহারাণপুর রেলওয়ে ২৫শে আঃ—১৭৮৲ ; ২৬শে—১৭৮৲ ১৭৯৲ ; ২৭শে—১৭৯৲। বাঁকুরা-দামোদর রেলওয়ে ২৬শে আঃ—৯৭৲। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ২৭শে—১০৭৲ ১০৮৲।

কাপড়ের কল

বাসন্তী (অর্ডি) ২২শে আগষ্ট—৪৷/০ ৪॥০ ; ২৫শে—৪৷৴০ ৪॥৴০ ; ২৬শে—৪॥৵০ ; ২৭শে—৪॥/০ ৪৸৵০ (প্রেফ) ২৫শে—৬৷০ ৬॥০। বেঙ্গল নাগপুর (প্রেফ) ২২শে আঃ—১৩৬॥০ ; ২৮শে—১৪০৲ ১৪১৲ (অর্ডি) ২৩শে—১৫॥০ ; ২৬শে—১৬৷০। কাণপুর টেক্সটাইল ২২শে আঃ—৭৸৵০ ৮৷০ ; ২৩শে—৮৷০ ; ২৫শে—৭৸৵০ ৮৷/০ ; ২৬শে—৮৷০ ৮॥০ ; ২৭শে—৮৷০ ৮॥০। ২৮শে—৮৷০ ৮॥০। ডানবার ২২শে আঃ—২৩৭৲ ২৩৮৲ ; ২৬শে—২৪৬॥০ ; ২৭শে—২৪৬৲ ২৪৯॥০ ; ২৮শে—২৪৫৲ ২৪৭॥০। কেশোরাম ২২শে—৭৸০ ৮৵০ ; ২৩শে—৭৸৵০ ৮৵০ ; ২৬শে—৮/০ ৮৷/০ ; ২৭শে—৮৵০ ৮৷৵০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২২শে আঃ—৩॥৴০ ৩৸৵০ ; ২৫শে—৩॥৴০ ৩৸৵০ ; ২৬শে—৩॥৴০ ৩৸/০ ; ২৮শে—৩৸০। বেনারস কটন ২৫শে আঃ—৪৷৵০ ; ২৭শে—৪॥/০ ৪॥৴০ ; ২৮শে—৪॥০ ৪৸/০। বঙ্গলক্ষ্মী ২৫শে আঃ—৬৩৲। বাউরিয়া (এ 'প্রেফ') ২৫শে আঃ—২৩৭॥০ ২৩৯৲ ; ২৬শে—২৩৭৲ ; ২৭শে—২৩৮॥০। ঢাকেশ্বরী ২৫শে আঃ—১৭৷০ ১৭৸০। এলগিন মিল (অর্ডি) ২৫শে আগষ্ট—২৩৸০ ২৪৷০ ; ২৮শে—২৪৵০ ২৪॥০।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ২২শে আগষ্ট—৩৬০৲ ; ২৩শে—৩৬৪৲ ; ২৫শে—৩৬৪৲ ; ২৬শে—৩৬৮৲ ৩৭৪৲ ; ২৭শে—৩৭০৲ ৩৭৩৲। বরাকর ২২শে আঃ—১৩৸৵০ ; ২৬শে—১৪৴০ ১৪॥/০ ; ২৭শে—১৪৴০ ১৪॥/০ ; ২৮শে—১৪/০ (প্রেফ) ২২শে—১৫৪৷০ ; ২৩শে—১৫৪৲ ১৫৫৲। হরিলাদি ২৮শে আঃ—১৩৷/০। সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ২২শে আঃ—১৩৸৵০ ; ২৫শে—১৪৲ ১৪৷০ ; ২৬শে—১৪॥৵০ ১৪৸৵০ ; ২৭শে—১৪॥৵০ ১৪৸৵০। ইকুইটেবল ২২শে আঃ—৩৬৲ ৩৬৷০। বড় ধেমো ২৮শে আঃ—৮৷৵০ ৮॥০। নর্ম্মদামুদা ২২শে আঃ—৫৸০ ৬৲ ; ২৬শে—৫৸৵০ ৬৲। নিউ মানভূম ২৩শে আঃ—৪৫৵০ ৪৫৷৵০ ; ২৫শে—৪৫৵০ ৪৫৷৵০। কাটরাস ঝরিয়া ২৫শে আঃ—২৫৵০ ২৫৷৵০। ২৭শে—২৪৸৵০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৫শে আঃ—২৮৸৵০ ২৯৴০ ; ২৭শে—২৯॥৵০ ৩০৲ ; ২৮শে—২৯৸০ ৩০৷০। এমালগেমেটেড ২৬শে আগষ্ট—২৫৷০ ২৫॥০। বোকারো এণ্ড রামগড় ২৬শে আঃ—১৫৸৴০। ধেমো মেইন ২৬শে আঃ—১২৸৵০ ১৩৷০ ; ২৭শে—১২৸/০ ১২৸৵০ ; ২৮শে—১২৷৴০ ১৩৲। কালাপাহাড়ী ২৬শে আঃ—১৩॥৴০ ; ২৭শে—১৩॥০।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ২২শে আগষ্ট—৪৷/০ ৪৷৵০ ; ২৩শে—৪৷/০ ; ২৫শে ৪৷৵০ ৪॥৵০ ; ২৬শে—৪॥০ ৪৸০ ; ২৮শে—৪৷/০ ৪॥০। কনসোলিডেটেড টীন ২২শে আগষ্ট—২৷০ ; ২৫শে—২৷৵০ ২॥০ ; ২৭শে—২৷৵০ ; ২৮শে—২৷৴০। ইণ্ডিয়ান কপার ২২শে আঃ—২/০ ; ২৩শে—২/০ ২৴০ ;

২৫শে—২/০ ; ২৬শে—২/০ ২।০ ; ২৭শে—২/০ ২।০ ; ২৮শে—২/০ । করণপুরা ডেভেলপ্‌মেণ্ট ২৩শে আঃ—৯৵০ ; ২৮শে—৯॥/০ । বিসরা ষ্টোন লাইম ২৬শে আঃ—৯৪৲ ৯৪॥০ ।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ২২শে আগষ্ট—১২৮৲ ১২৯৲ ; ২৭শে—১২৮৲ ১২৯৲ । ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২২শে আঃ—১৫০৲ ১৫১॥০ ; ২৫শে—১৪৯॥০ ১৫০৲ ; ২৬শে—১৫১॥০ । মহীশুর পেপার ২২শে আঃ—১৭।০ ; ২৩শে—১৭৲ ; ২৬শে—১৭৲ । ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ২২শে—আঃ—১৩৸৶০ ১৪।০ ; ২৩শে—১৩৸০ ১৩৸৵০ ; ২৫শে—১৩৸৵০ ১৪৶০ ; ২৬শে—১৪৲ ১৪।৵০ ; ২৭শে—১৪/০ ১৪।/০ ; ২৮শে—১৩৸৶০ ১৪।০ ; (প্রেফ অর্ডি) ২৮শে আঃ—১০৯৲, ১১০৲ ; শ্রীগোপাল পেপার ২২শে আঃ—১২৸০ ১৩৲ ; ২৫শে—১২৸৵০ ১৩।০ ; ২৬শে—১৩৲ ১৩।০ ; ২৭শে—১৩/০ ১৩।/০ ; ২৮শে—১৩৲ ১৩।/০ ; (প্রেফ)২৬শে আঃ—১১৮৲ ১১৯৲ । ষ্টার পেপার ২২শে আঃ—১১৸০ ১২৲ ; ২৫শে—১২৲ ; ২৬শে—১১৸/০ ১২৵০ ; ২৭শে—১২৸/০ ১২/০ ; ২৮শে—১২৲ । টিটাগড় পেপার ২২শে আঃ—১৯॥০ ১৯৸৶০ ; ২৫শে—২০৵০ ; ২৬শে—১৯॥৵ ২০৵০ ; ২৮শে—১৯॥৶০ ২০৲ ; (প্রেফ অর্ডি) ২৫শে আঃ—৫॥৵০ ৫৸৶০ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ২৫শে আঃ—১১৮৲ ; (ফার্ষ্ট প্রেফ) ২৮শে আঃ—২০৩॥০ ।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২২শে আগষ্ট—১৩৲ ১৩।০ । ২৫শে—১৩।০ ১৩॥০ ; ২৭শে—১৩।৵০ ১৩॥৵০ ; ২৮শে—১২৸৵০ ১৩॥/০ ; (ডেফার্ড) ২৩শে আঃ—৩৵০ ; (প্রেফ)—২৫শে আঃ—১২৩৲ । রিলায়েন্স ফায়ার ব্রিক ২৫শে আঃ—১০/০ ; ২৬শে—১০৲ ১০॥০ ; ২৭শে—১০।০ ১০॥০ ; ২৮শে—১০।৶০ ।

ইলেকট্রীক

বারাকপুর ইলেকট্রীক ২২শে আগষ্ট—১৬৪৲ ১৬৫৲ ; ২৫শে—১৭২৲ ১৭৩৲ । ঢাকা ইলেকট্রিক (প্রেফ) ২২শে আঃ—১৪৸৵০ ১৫৲ । কটক ইলেকট্রীক ২৫শে আঃ—১১॥০ । বেনারস ইলেকট্রীক ২৬শে আঃ—১৪॥৶০ ; ২৭শে—১৪৸৵০ । লাহোর ইলেকট্রীক (বি) ২৭শে আঃ—২৬।০ ২৬॥০ ; ২৮শে—২৬॥০ ২৬৸০ ; (এ) ২৮শে আঃ—২৭৫৲ ২৭৭৲ । মুজাপুর ইলেকট্রীক ২৮শে আঃ—৫।৵০ ৫॥৵০ । মজঃফরপুর ইলেকট্রীক ২৮শে আঃ—৫।৵০ ৭॥৵০ ।

পাটকল

এলায়েন্স ২২শে আগষ্ট—৩১০৲ ৩১৪৲ ; ২৩শে—৩১৫৲ ; ২৬শে—৩২৮৲ ৩৩০৲ ; ২৭শে—৩২৭৲ ; ২৮শে—৩২১৲ । এংলোইণ্ডিয়া ২২শে আঃ—৩৪৫॥০ ; ২৩শে—৩৫০৲ ; ২৫শে—৩৫৩৲ ৩৫৬৲ ; ২৬শে—৩৫৬৲ ৩৬১॥০ ; ২৭শে—৩৫৮৲ ৩৬৪৲ ; ২৮শে—৩৪৫৲ ৩৫৯॥০ । অকল্যাণ্ড ২২শে আঃ—১৭৫৲ ; ২৬শে—১৭৭৲ । এম্পায়ার ২৫শে আঃ—২৭॥০ ; ২৭শে—২৭৵০ ; ২৮শে—২৬৸০ । চাপদানী ২২শে আঃ—১৭১৲ ; ২৫শে—১৭৬॥০ ২৬শে—১৭৮॥০ ; ২৭শে—১৭৭৲ ১৭৮॥০ । ক্লাইভ ২২শে আঃ—২৬।০ ২৬৸০ ২৩শে—২৬॥০ ২৭৲ ; ২৫শে—২৬৸৵০ ২৭৵০ ; ২৬শে—২৭৵০ ২৭॥/০ ; ২৭শে—২৭।০ ২৭৸০ ; ২৮শে—২৬৸৵০ ২৭॥৵০ । ডেল্টা ২২শে আঃ—৪১৯৲ ৪২২॥০ ; ২৩শে—৪১৯৲ ; ১৫শে—৪২৬॥০ ; ২৭শে—৪৩১৲ । ফোর্ট গ্লষ্টার ২২শে আঃ—৫৩২৲ ৫৩৮৲ ; ২৫শে—৫৪১৲ । গ্যাঞ্জেস ২২শে আঃ—২৯৮৲ ৩০২৲ ; ২৫শে—৩১০৲ ৩১২৲ ; ২৬শে—৩১৫৲ ৩১৯৲ ; ২৭শে—৩১৫৲ ; ২৮শে—৩১৭৲ । হাওড়া ২২শে আঃ—৫৪৸৵০ ; ২৩শে—৫৫৲ ৫৫॥০ ; ২৫শে—৫৫৶০ ৫৫৸০ ; ২৬শে—৫৬॥০ ৫৫৸০ ; ২৭শে—৫৫৸০ ৫৬।৵০ ; ২৮শে—৫৫৸০ ৫৬।০ । হুকুমচাঁদ ২২শে আঃ—১২৲ ১২।/০ ২৬শে—১২/০ ; ২৭শে—১২।০ ; ২৮শে—১২৵০ ১২।০ ; ২৮শে—১২৵০ ১২।০ । ইণ্ডিয়া ২২শে আঃ—৩৫৫৲ ৩৬০৲ ; ২৩শে—৩৬৩৲ ৩৭০৲ ; ২৫শে—৩৭০৲ ৩৭৬৲ ; ২৬শে—৩৭৫৲ ৩৭৯৲ ; ২৭শে—৩৭৪৲ ৩৭৮॥০ ; ২৮শে—৩৭৩৲ ৩৭৭৲ । কামারহাটী ২২শে আঃ—৫১৫৲ ৫১৮৲ ; ২৩শে—৫২০৲ ; ২৫শে—৫২০৲, ৫২২৲ ; ২৬শে—৫২১৲ ৫২৫৲ ; ২৭শে—৫২৫৲ ; ২৮শে—৫২৩৲ ৫২৭৲ । কাকনারা ২২শে আঃ—৪১৬৲ ৪২০৲ ; ২৩শে—৪২০৲ ৫২২৲ ; ২৫শে—৪২২॥০ ; মেঘনা ২২শে আঃ—৪৭৲ ৪৭৸০ ; ২৬শে—৪৮৸০ ৪৯॥০ ; ২৭শে—৪৯॥০ ৪৯৸/০ ; ২৮শে—৩৯।০ ৫০॥০ ; সেভিয়ট ২৫শে আঃ—২০০৲ ; ২৮শে—২০৩॥০ । নস্করপাড়া ২২শে আঃ—১৭॥৵০ ১৭॥৶০ ; ২৩শে—১৭৸৶০ ; ২৫শে—১৮।০ ; ২৬শে—২৩৸০ ২৪৵০ ; ২৭শে—২৩৸০ ২৪৵০ । ন্যাশনাল ২২শে আঃ—২৩।৵০ ২৩৸০ ; ২৩শে—২৩।/০ ; ২৫শে—২৩।৵০ ২৩॥০ ; ২৮শে—২৩॥৶০ ২৩৸০ । নিউ সেণ্ট্রাল ২২শে আঃ—৩২০৲ । ওরিয়েণ্ট ২৫শে আঃ—২০০৲ । প্রেসিডেন্সী ২২শে আঃ—৫।০ ৫।৶০ ; ২৩শে—৫।৵০ ৫॥৵০ ; ২৫শে—৫।/০ ৫॥৶০ ; ২৬শে—৫॥/০ ৫৸/০ ; ২৭শে—৫॥০ ৫৸/০ । সুরা ২২শে আঃ—১১৲ ১১।০ ; (প্রেফ) ২২শে আঃ—১৪১৲ ; ২৫শে—১৪২॥০ ; ২৭শে—১৪২৲ । আদমজী ২৬শে আঃ—২৬॥০ ; ২৭শে—২৬॥০ । আগরপাড়া ২৩শে আঃ—২৯॥/০ ২৯৸৵০ ; ২৫শে—২৯॥৵০ ; ২৬শে—২৯৸৵০ । বজ বজ ২৩শে আঃ—৩৬২৲ ; ২৫শে—৩৬৪৲ ৩৬৬॥০ ; ২৬শে—৩৭০৲ ; ২৭শে—৩৬৮৲ ৩৭২॥০ । হেষ্টিংস (প্রেফ) ২৩শে আঃ—১৪০॥০ ১৪২৲ ২৬শে ১৪১৲ । নেলিমার্লা (প্রেফ) ২৩শে আঃ—১১৭৲ ১১৮৲ ; (অর্ডি) ২৭শে আঃ—১১৵০ ১১।০ । বরানগর ২৬শে আঃ—১০৯৲ ১১১৲ ; (প্রেফ) ২৬শে আঃ—৫০৲ ৫১॥০ । নিউসেণ্ট্রাল ২৩শে আঃ—৩২২৲ ৩২৪৲ । নদীয়া ২৩শে আঃ—৬৬৲ ; ২৬শে—৬৬৸৵০ ৬৭৲ ; ২৭শে—৬৬৸৵০ ৭৮৲ ; ২৮শে—৬৭৲ ৬৮।০ । আলেকজেণ্ড্রা ২৫শে আঃ—২২০৲ ; ২৬শে—২২৫৲ ২২৬॥০ । বালি ২৫শে আঃ—২৩৯৲ ২৪১॥০ ; ২৬শে—২৪১৲ ; ২৭শে—২৪০৲ ২৪৩৲ । বেলভেডিয়ার ২৫শে আঃ—৪০৫॥০ ; ২৬শে—৪০৪৲ ৪০৮॥০ ; ২৭শে—৪০৯॥০ বিরলা (প্রেফ) ২৫শে আঃ—১৩৫৲ ১৩৬॥০ ; (অর্ডি) ২৮শে আঃ—২৯।০ ।

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ২২শে আগষ্ট—১৯৵০ ১৯॥০ ; ২৬শে—১৯।০ ; ২৭শে—১৯/০ (প্রেফ) ২৬শে আঃ—১২৪॥০ ; ২৭শে—১২৩৲ । বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রেফ) ২৫শে আঃ—১৮।০ । লিষ্টার এনটীসেপটীক (প্রেফ) ২৮শে আঃ—১০০৲ ১০২৲ ।

ডিবেঞ্চার

৪৲ টাকা সুদের (১৯১২-৪২) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ২২শে আঃ—১০১৲ । ৩।০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ২২শে আঃ—৯৯৵০ ৯৯।৵০ ; ২৭শে—৯৯॥৵০ । ৫॥০ সুদের (১৯৫০) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ২৬শে আঃ—১১৭।০ । ৫॥০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ডালমিয়া সিমেণ্ট ২৬শে আঃ—১০৫৲ ১০৫॥০ ।

চিনির কল

বুলাণ্ড ২২শে আগষ্ট—১৮৸০ ১৯৲ ; ২৩শে—১৮৲ ১৮।০। ডায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারীজ ২২শে আঃ—১০৶০ ১০।৶০ ; ২৩শে—১০।০ ; ২৬শে—১০৲ ১০।৶০। মারীক্রয়ারী ২২শে আঃ—১৫৸০। নিউ সাভান ২২শে—আঃ—১০॥০ ১০৸০ ; ২৩শে—১০॥৶০ ১০৸৶০ ; ২৫শে—১০॥৶০ ১১।০ ; ২৬শে—১১৶০ ১১৸০ ; ২৭শে—১১।/০ ১১৸/০। প্রতাপপুর ২২শে আঃ—৯।/০ ৯।১০। সাউথ বিহার ২২শে আঃ—১৬৲ ১৬।/০ ; ২৭শে—১৭৲ ১৭।০। বস্তী ২৩শে আঃ—১৯০৲ ১৯১৲। কাণপুর—২৩শে আঃ—১৯৸৶০। চম্পারণ ২৩শে আঃ—১৫॥০ ; ২৫শে—১৭॥৶০ ১৫৸৶০ ; ২৮শে—১৫॥১০ ১৬৲। ভারত ২৬শে আঃ—৯।/০ ; ২৭শে—৯৲ ৯।০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৬শে আঃ—১১॥১০ ; ২৮শে—১১॥০। রাজা ২৬শে আঃ—১৮॥৶০। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানোদয় ২৭শে আঃ—১৫৸৶০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার ২২শে আগষ্ট—১১॥৶০। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২২শে আঃ—১১১০ ১১॥০ ; ২৩শে—১১।০ ১১।৶০ ; ২৬শে—১১॥৶০ ; ২৭শে—১১১০ ১১॥/০ ; ২৮শে—১১॥০ ১১৸০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২২শে আঃ—১১।৶০ ১১॥/০ ; ২৮শে—১১।৶০ ১১॥/০। হুকুমচাঁদ ষ্টিল (অর্ডি) ২২শে আঃ—১৪৶০ ১৪।৶০ ; ২৩শে—১৪।০ ; ২৫শে—১৩৸৶০ ১৪।/০ ; ২৬শে—১৪/০ ১৪।/০ ; ২৭শে—১৪॥০ ; ২৮শে—১৪/০ ১৪।৶০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২২শে আঃ—৩১।৶০ ৩১।১০ ৩১॥/০ ৩১॥৶০ ৩১॥১০ ৩২৲ ; ২৩শে—৩১॥৶০ ৩১৸০ ; ২৫শে—৩১৸/০ ৩১৸৶০ ৩১৸১০ ৩২৲ ৩২/০ ৩২৶০ ৩২১০ ; ২৬শে—৩২/০ ৩২৶০ ৩২১০ ৩২।০ ৩২।৶০ ৩২।১০ ৩২॥০ ; ২৭শে—৩১৸১০ ৩২/০ ৩২১০ ৩২।০ ৩২।/০ ৩২॥/০ ; ২৮শে ৩১৸৶০ ৩১৸১০ ৩২৲ ৩২১০ ৩২।০ ৩২।/০। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন (অর্ডি) ২২শে আঃ—৬৬॥০ ৬৮৲ ; ২৭শে—৬৬॥০ (প্রেফ) ২৭শে আঃ—১৭১॥০ ১৭২॥০। ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস (ডেফার্ড) ২২শে আঃ—৩৮॥১০ ৩৯৲ ; ২৩শে—৩৮৸৶০ ৩৯৶০ ; ২৭শে—৩৮৸০ ৩৯।০ ; ২৮শে—৩৮৸০ ৩৯।০ কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ২২শে আঃ—৪৸/০ ৫৲ ; ২৫শে—৫৲ ; ২৬শে—৫৶০ ৫॥৶০ (প্রেফ) ২২শে আঃ—১৪৪৲ ১৪৫৲ ; ২৫শে—১৪৪৲ ; ২৬শে—১৪৬৲। ষ্টিল করপোরেশন (অর্ডি) ২২শে আঃ—১৮।৶০ ১৮৸৶০ ; ২৩শে—১৮॥১০ ১৮৸০ ১৯৲ ; ২৫শে—১৮৸/০ ১৮৸৶০ ১৮৸১০ ১৯/০ ১৯৶০ ১৯১০ ; ২৬শে—১৯/০ ১৯১০ ১৯।০ ১৯।৶০ ১৯॥০ ; ২৭শে—১৮৸১০ ১৯৲ ১৯/০ ১৯৶০ ১৯১০ ১৯।০ ১৯।/০ ১৯॥০ ১৯॥/০ ; ২৮শে—১৮৸৶০ ১৮৸১০ ১৯৲ ১৯৶০ ১৯১০ ১৯।০ (প্রেফ) ২৬শে আঃ—১২০॥০ ; ২৮শে—১২০৲ ১২০॥০ ১২১॥০ ১২৫॥০। ষ্টিল প্রডাক্টস ২২শে আঃ—৫১০ ৫।১০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ২৩শে আঃ—৯॥০ ৯৸০ ; ২৮শে—৯।০ ৯॥/৯। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৩শে আঃ—৪১৭৲ ; ২৫শে—৪২১৲ ; ২৬শে—৪২০৲ ৪২২৲ ; ২৭শে—৪২১৲ ৪২৫৲ ; ২৮শে—৪২০॥০ ৪২১৲ (প্রেফ) ২৮শে আঃ—১৭৬৲। হুগলী ডকিং ২৫শে আঃ—৩৩॥০ ৩৪৲ ; ২৭শে—৩২॥০।

চা-বাগান

বানারহাট (প্রেফ) ২২শে আঃ—১৭১৲ ; ২৩শে—১৬৯৲ ১৭০৲। বীরপাড়া—২২শে আঃ—২৭৫৲ ২৮১॥০ ; ২৫শে—২৯০৲ ২৯১॥০ ; ২৭শে—২৯৫৲। বিশ্বনাথ ২২শে আগষ্ট—২৭।০ ২৭॥০ ; ২৩শে—২৭।০ ২৭॥০ ; ২৫শে—২৭৲ ; ২৭শে—২৭॥০। ডোরাচেড়া ২২শে আঃ—১২॥৶০ ১২৸৶০ ; ২৩শে—১৩৲ ১৩।০। ইষ্টার্ণ কাছাড় ২২শে আঃ—৮৸৶০ ৯।০। চ্যামং ২৮শে আঃ—১০।০। সোনাই রিভার ২২শে আঃ—১৮।০ ১৮॥০। এথেল বাড়ী ২৮শে আঃ—১১৸০ ১২/০। তুকভার ২২শে আঃ—১২/০ ১২।/০ ; ২৭শে—১২।০। চুণাভূতি (প্রেফ) ২২শে আঃ—১৭২৲ ; ২৩শে—১৬৯৲ ১৭০৲। বড়পুকুরী ২৩শে আঃ—১০।০ ; ২৫শে—১০।০ ১০॥০। ডাফলাঘর ২৩শে আঃ—১৩।০ ১৩॥০। সক্‌গাও ২৩শে আঃ—৯৸৶০ ১০।৶০ ; ২৬শে—১০/০ ১০।০ ; ২৮শে—১০৲ ১০।০। হুগড়াজুলি ২৩শে আঃ—১৫৸০ ১৩।০। সেণ্ট্রাল কাছাড় ২৫শে আঃ—৬৮৲ ৬৯৲ ; ২৬শে—৬৮৲ ৭০৲ ; ২৮শে—৭০॥০ ৭১॥০। গঙ্গারাম ২৫শে আঃ—৩৯০৲ ৩৯২৲। কর্ণফুলি ২৫শে আঃ—১৪।০ ১৪॥০।

বিবিধ

বোরারি কোক ২২শে আগষ্ট—২৬।/০ ২৬৸৶০ ; ২৫শে—২৬৸১০ ২৭১০ ; ২৭শে—২৬৸৶০। বি, আই, করপোরেশন (অর্ডি) ২২শে আঃ—৪।/০ ৪॥০ ; ২৩শে—৪।৶০ ৪॥/০ ; ২৫শে—৪॥০ ৪॥৶০ ; ২৬শে—৪॥০ ৪॥১০ ; ২৮শে—৪॥০ ৪॥৶০। ক্যালকাটা ট্রামস্ (অর্ডি) ২২শে আঃ—১৬৸৶০ ; ২৩শে—১৭।/০ ; ২৫শে—১৭৲ ১৭॥৶০ ; ২৬শে—১৭।০ ১৭॥০। ডানলপ্ রাবার (অর্ডি) ২২শে আঃ—৪১॥০ ৪২৲ (সেকেণ্ড প্রেফ) ২২শে—১১৯৲ ১২০।০। ইণ্ডোবার্ম্মা পেট্রোলিয়াম (প্রেফ) ২৫শে আঃ—১১৮৲ ; ২৬শে—১১৭৲ ; ২৭শে—১১৮। ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ২২শে আগষ্ট—২৭॥/০। বুরোয়া টাম্বার ২৫শে আগষ্ট—১৫।০ ১৫৸০ ; ২৭শে—১৫৸০ ১৬/০। টাইড ওয়াটার অয়েল ২২শে আগষ্ট—১৫৸৶০ ; ২৩শে—১৬৶০ ২৫শে—১৫॥৶০। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (প্রেফ) ২৩শে আঃ—১৭১৲ ; ২৭শে—১৭০॥০ ১৭৫৲ (অর্ডি) ২৮শে আঃ—২১।০ ২১।৶০। ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স ২৫শে আগষ্ট—১২৫৲। গ্যাঞ্জেজ রোপ ২৫শে আগষ্ট—২৭৫৲। এসোসিয়েটেড হোটেল (প্রেফ) ২৫শে আগষ্ট—১০০৲ ১০১৲। ২৭শে—৯৯॥০ ১০১৲ ; ২৮শে—৯৯॥০ ; (অর্ডি) ২৭শে আগষ্ট—৩॥১০ ৩৸৶০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩০শে আগষ্ট

এসপ্তাহে পাটের দরের অপ্রত্যাশিত উন্নতি দেখা গিয়াছে। শীঘ্রই পাটের থলের জন্য একটা বড় অর্ডার আসিতেছে বলিয়া গত সপ্তাহেই একটা জনরব উঠিয়াছিল। ফলে গত ২৩শে অগষ্ট ফাটকা বাজারে পাটের দর সর্ব্বোচ্চে ৬৮।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এসপ্তাহে সেই জনরব সত্যে পরিণত হওয়ার সঙ্গে বাজারে গত ২৭শে আগষ্ট পাটের দর ৭৫॥০ আনায় পৌছে।

গবর্ণমেণ্ট পাটকলওয়ালাদিগকে মোট ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ পাটের থলে সরবরাহ করার অর্ডার দিয়াছেন। উহার মধ্যে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ থলে আগামী অক্টোবর মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্টকে সরবরাহ করিতে হইবে। অক্টোবর মাস হইতে ১২ মাসের মধ্যে বাকী ১৫ কোটি থলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সরবরাহ করিতে হইবে। সাধারণতঃ যে পরিমাণ থলের জন্য অর্ডার আসিয়া থাকে বর্ত্তমানে সে তুলনায় অধিক পরিমাণ থলের জন্য অর্ডার আসিয়াছে। এই অবস্থায় বাজারে একটা বেশী রকম উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই উহার ফলে পাটের দরের বেশী উন্নতি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে পাটের দর যতদূর উর্দ্ধে উঠিয়াছে তাহা যে ততদূর উর্দ্ধে বজায় থাকিবে না তাহা অনেকটা জোর দিয়াই বলা চলে। (এসম্পর্কে বর্ত্তমান সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি)। এবৎসর স্বাভাবিক চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান যেরূপ বেশী তাহাতে ১৯ কোটি থলের অর্ডার পাওয়া সত্ত্বেও পাটের ভালরূপ কাটতির সুবিধা হইবে না। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই এসপ্তাহে নূতন অর্ডার আসার সঙ্গে বাজারে পাটের দর যে হারে চড়িয়াছিল শেষ পর্য্যন্ত তাহা বজায় রহে নাই। নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের যে বিস্তারিত দর দেওয়া হইল তাহা দৃষ্টে ইহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইবে।

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৫শে আগষ্ট	৭১৸০	৬৯৷০	৭১৲
২৭ ,, ,,	৭৫৷৷০	৭১।৵০	৭১৸০
২৮ ,, ,,	৭২৸০	৬৯।৵০	৭০।৵০
২৯ ,, ,,	৭১৸৵০	৭০৷৷০	৭১৸৵০
৩০ ,, ,,	৭৩৸০	৭১৷৷৴০	৭১৷৷৴০

নূতন অর্ডার পাইয়া পাটকলওয়ালারা বর্ত্তমানে কলের কাজের সময় বৃদ্ধি করা স্থির করিয়াছেন। এক্ষণে সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা হিসাবে কাজ হইতেছে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হইতে ৫০ ঘণ্টা হিসাবে কাজ হইবে। এই ভাবে চট ও থলের উৎপাদন বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়া পাটকলওয়ালারা এক্ষণে অনেকটা বেশী পরিমাণে নূতন পাট ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে মফঃস্বল কেন্দ্রেও পাটের দাবী দাওয়া খুব বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে মফঃস্বল কেন্দ্রসমূহে পাটের আমদানী লক্ষিত হইতেছে খুব কম। বেশী রকম বৃষ্টি হওয়ার দরুণ পাটের চালান অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতে ভাল মূল্য পাওয়ার আশায়ও অনেকে পাট ধরিয়া রাখিতেছে। এই ভাবে পাটের আমদানী কম হওয়ার জন্যও এ সপ্তাহে পাটের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে ভালরূপ বিকিকিনি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ১০ টাকা ও ডি ষ্ট্রিক্ট বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৯৷৷০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে পাটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারকদের দিক হইতে পাট ক্রয়ের খুব আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। ফার্ষ্ট শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৭২৷৷ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছিল।

থলে ও চট

থলে ও চটের বাজারে এ সপ্তাহে দরের উল্লেখযোগ্য তেজী ভাব লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৩শে আগষ্ট বাজারে ৯ পোটার চটের দর ২০৷৷ আনা ও ১১ পোটার চটের দর ২৬৷৷০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ২১৸০ আনা ও ২৭৸০ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং সোণার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতিভরি রেডী সোণার দর ছিল ৪২৴৩ পাই। বোম্বাইয়ের বাজারে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতিভরি সোণার দর হইতেছে যথাক্রমে ৪২৴০ আনা এবং ৪২৲ টাকা ৬ পাই। কলিকাতার বাজারে প্রতিভরি পাকা সোণার দর ৪২৵০ আনা, বড়ালবার প্রতিভরি ৪২৴০ আনা এবং প্রতিটী গিনির দর ২৮৷৷৵০ আনা ছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ছিল ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং।

রূপা

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে এবং প্রতি একশত তোলা রেডী রূপার দর হইতেছে ৬২৸৵০ আনা। কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩৶০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩৶০ আনা ছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩½ পেন্স এবং নিউ ইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪¾ সেণ্ট ছিল।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে তূলার বাজারে উন্নতি লক্ষিত হয়। এই তেজী ভাবের মূলে রহিয়াছে পাটের বাজারের চড়তির ভাব ও কলওয়ালাদের তূলা ক্রয়ের প্রতি ঝোঁক। সুদূর প্রাচ্যের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি জটিল ও অনিশ্চিত না হইলে তূলার বাজারের আরও উন্নতি দেখা যাইত। বোরোচ এপ্রিল-মে ২৬৯৷৷০ আনায়, ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ২১০৲ টাকায় ও বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৫৮৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে বাজার বন্ধের মুখে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ২৬০৷৷০ আনা, ২০৩৲ টাকা ও ১৫২৲ টাকা।

তূলার বাজারে চড়তির ভাব দেখা গেলেও কাপড়ের বাজারের অবস্থা এবার সন্তোষজনক নয়। প্রতিযোগিতা না থাকায় কাপড়ের কলগুলি নূতন কাজের দিকে তেমন আগ্রহশীল নহে। পূজা আসন্ন। কাপড়ের চাহিদা কিরূপ হইবে তাহার উপরই বাজারের অবস্থা নির্ভর করিবে। জাপানী বস্ত্রাদি কেহ আর মজুত করিয়া রাখিতেছে না। কাপড়ের বাজারের ন্যায় সূতার বাজারেও এবার মন্দার আবহাওয়া বিদ্যমান ছিল। গত সপ্তাহে সূতার যে নিম্নতম দর হইয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে একরূপ তাহাই বলবৎ রহিয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট,

কলিকাতা—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে এবং চিনির কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই বলা চলে। কোন কোন চিনি ব্যবসায়ীরা সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত দরের চেয়ে ৬ পাই এবং ৴০ আনা কম মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু এসত্ত্বেও চিনির বেচাবেনা ছিল না। কলিকাতার বাজারে প্রচুর পরিমাণে চিনি আমদানী হইবার জন্য যতশীঘ্র সম্ভব আড়তদারেরা মজুদ চিনি বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের চিনি বিক্রয়ের প্রধান

প্রধান কেন্দ্র হইতে চিনির জন্য কোনরূপ চাহিদা দেখা যাইতেছে না। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রায় ১ লক্ষ বস্তা ভারতীয় চিনি মজুদ ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনির দর নিম্নরূপ ছিল :—

মতিপুর—১০৵০ আনা ; রাইয়াম—১০৶৬ পাই ; চম্পারণ—১০৶৬ পাই ; মারোয়াড়—১০৶৬ পাই ; লোহাট—১০৶৬ পাই ; রিগা—১০৶৬ পাই ; সকরি—১০৶৬ পাই ; সমস্তীপুর—১০৵০ আনা ; সিধোলিয়া—১০৵০ আনা ; যাফা—১০৲ ; হাতোয়া—৯৷৶৬ পাই।

কাণপুর—এ সপ্তাহে কানপুরের চিনির বাজারে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা পরিল ক্ষিত হয় নাই এবং চিনির জন্য কোনরূপ চাহিদাও দেখা যায় নাই। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে মণপ্রতি চিনির দর ৵০ আনা নামিয়া গিয়াছিল। কাণপুরের বাজারে বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনির দর নিম্নরূপ ছিল :—

বস্তী—১০৵০ আনা ; নবাবগঞ্জ—১০৲ ; ওয়াল্টারগঞ্জ—৯৸৵০ আনা ; ভারোয়াল—৯৸৶৬ পাই ; বাবনান—৯৸৶ আনা ; বিশওয়ান—৯৸০ আনা ; মাহোলি—৯৷৵০ আনা ; ঝারোয়াল—৯৷৵০ আনা।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট,

গত ২৫শে ও ২৬শে আগষ্ট চায়ের ১২নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

রপ্তানীযোগ্য চা—এ সপ্তাহে এই বিভাগে কয়েক শ্রেণীর আসামের উৎকৃষ্ট চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল। চায়ের দরে কোনরূপ স্থিরভাব দেখা যায় নাই। এবং ইহার দর পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা হইতে ৶০ আনা পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—এই বিভাগে সবুজ চায়ের দর তেজী ছিল। উৎকৃষ্ট ধরণের গুঁড়া চায়ের দর পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় কিছু কম ছিল। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মধ্যে পাতা চা এবং উৎকৃষ্ট ধরণের গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে ৯ পাই এবং 'ফেনিং' ও সাধারণ শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই হইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের দর গত সপ্তাহের চেয়েও নিম্নাভিমুখী হইয়াছে এবং প্রতি পাউণ্ড চা ৷৵০ আনা হইতে ৷৵৩ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ কোটা বিভাগে প্রতি পাউণ্ড চা ৵৬ পাই দরে বেচা কেনা হইয়াছে।

ধান চাউলের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট।

কলিকাতা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে পাটনাই ধান ও চাউলের চাহিদা ছিল। প্রতি মণ ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল :—

ধান—২৩নং পাটনাই—৪৵৩ পাই ৪৷৬ পাই ; রূপশাল—৪৷০ ৪৷৵০ আনা ; কাটারিভোগ—৪৷০ আনা ৪৷৬ পাই ; দাদশাল—৪৵০ আনা ৪৵০ আনা ; হামাই—৪৲ টাকা ৪৵০ আনা ; হোগলা—৩৸৵০ আনা ৪৲ টাকা ; যশোয়া—৪৲ টাকা ; কুমড়াগোড়া মোটা—৩৸০ আনা ৩৸৵০ আনা।

চাউল—রূপশাল (কলছাটা)—৭৵০ আনা ; কাটারিভোগ—৭৷০ আনা ; ২৩নং পাটনাই—৬৸৵০ আনা ৬৸৵০ আনা।

রেঙ্গুন—আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুণের ধান ও চাউলের বাজারের অবস্থা স্থির ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (এক ঝুড়িতে ৭৫ পাউণ্ড থাকে) ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল :—

চাউল—খানানটো চলতি—৩৬৮৲ ; আগষ্ট—৩৬৬৲ ; সেপ্টেম্বর—৩৭০৲ ; অক্টোবর—৩৭২৲।

আতপ চাউল—মোটা—৩৪০৲ ৩৫০৲ ; সরু—৩৬৫৲ ৩৭০৲ ; টেবিরিয়ান—৪১০৲ ৪২৫৲ ; সুগন্ধি—৩৯০৲ ৪০০৲ ; ম্যাণ্ডালে—৪৩০৲ ৪৬০৲ ; ভাঙ্গা—২৩৫৲ ২৬০৲।

সিদ্ধ চাউল—লম্বা—৩৯২৲ ৩৯৭৲ ; মিলচর—৪৯২৲ ৩৯৫৲ ; সঃ সিদ্ধ ৩৬৭৲ ৩৮০৲ ; ভাঙ্গা—২৪০৲ ২৬০৲ ; ধান—নাসিম শ্রেণী—১৩৬৲ ১৩৭৲ ; মাঝারি—১৩৭৲ ১৩৬৲।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট।

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ২৷৵০ আনা হইতে ২৸৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারেরা প্রতি দুই মণী বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটি থলের জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৫৸৵০ আনা হইতে ৬৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা রেড়ির খৈল খুব কম পরিমাণে ক্রয় করিয়াছে।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার তেজী ছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৷০ আনা হইতে ২৲ টাকা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। অপর পক্ষে আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটি থলের জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৪।০ আনা হইতে ৪৷০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা সরিষার খৈল ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছে। সরিষার খৈলের কোনরূপ রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট।

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজার অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল। বাজারে নূতন চামড়ার আমদানী ছিল না বলিয়া মজুত চামড়ার পরিমাণ

অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। ছাগলের চামড়া—পাটনা ২০ হাজার ৭ শত টুকরা ৫৫৲ টাকা হইতে ৭০৲ টাকা। ঢাকা-দিনাজপুর ৫ হাজার ৩ শত টুকরা ৮৫৲ টাকা হইতে ১১০৲ টাকা। আদ্র-লবণাক্ত ৩১ হাজার ৯ শত টুকরা ৭৫৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত।

গরু ও মহিষের চামড়া—দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ১ হাজার ২ শত টুকরা ৫৲ টাকা হইতে ৫॥০ টাকা; রাঁচি সাধারণ ৬ শত টুকরা ৫।০ আনা; আদ্র-লবণাক্ত ৩ হাজার ৮ শত টুকরা ⁄০ হইতে ⁄৯ পাই; কসাইখানার আদ্র-লবণাক্ত ৬ শত ৫০ টুকরা (প্রতি কুড়ি হিসাবে) ১১০৲ টাকা হইতে ১৩৫৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ইরাণে তৈল খনির ব্যবসায়

মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ইরাণ অন্যতম—এখানে বৎসরে প্রায় ১ কোটী টন অপরিস্কৃত পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়। এংলো-ইরাণিয়ান অয়েল কোম্পানীর চেষ্টায়ই ইরাণের তৈলখনিগুলি হইতে তৈল আহরণ আরম্ভ হয়। ১৯০৯ সাল হইতে এই কোম্পানী কার্য্য আরম্ভ করে। হাফটকেল হইতে একটী নলযোগে এই তৈল পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্ত্তী আবাদানে লইয়া আসা হয়—এইখানে এই তৈল পরিশুদ্ধ করিয়া উহা বিদেশে রপ্তানী করা হয়। প্রতি বৎসর এই কোম্পানী ইরাণ সরকারকে যে খাজনা দেয় তাহা ইরাণের মোট রাজস্বের একটী বড় অংশ। সেলামী ও কর হিসাবে এই কোম্পানী ইরাণ সরকারকে প্রায় ৩ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছে। ইরাণের শাহ কাসপিয়ান উপসাগর হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত যে রেল লাইনটী নিম্মাণ করিয়াছেন, এই অর্থ পাওয়ায় তাহার ব্যয় নির্ব্বাহে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। ইরাণের শতকরা ৬৫ ভাগ বাণিজ্যই সোভিয়েট রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটীশ সাম্রাজ্যের সহিত চলিতেছে।

বোম্বাই কাপড়কলের শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতা

১৯৪১ সালের জুলাই মাস হইতে বোম্বাই কাপড়কলের ২ লক্ষের বেশী শ্রমিক ৫৵০ আনা করিয়া মাথাপিছু প্রতি মাসে মাগ্‌গী ভাতা পাইবে। এই জন্য আগামী বার মাসে কাপড়ের কলগুলির ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িবে।

দক্ষিণ ভারতে চা উৎপন্নের পরিমাণ

১৯৪০ সালে দক্ষিণ ভারতে ৭ কোটী ৮৩ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত ২৪ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারত হইতে ভারতের বাহিরে আলোচ্য বৎসরে ৫ কোটী ৭৭ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত ৫৩ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছিল এবং ২ কোটী ৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৯ শত ৭১ পাউণ্ড ভারতবর্ষে ব্যবহারের জন্য বিক্রয় করা হইয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশে নলকূপ খনন

যুক্তপ্রদেশে ১২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত ৮০টী বৃহৎ নলকূপ খনন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার মধ্যে মীরাট, বুলাণ্ডসহর, মুজাফরনগর, এটা, সাহারাণপুর এবং আলিগড় জিলায় ৬০টী এবং মোরাদাবাদ, বিজনৌর এবং বদাউন জিলায় ২০টী নলকূপ খনন করা হইবে।

ভারতের কাপড়ের কলসমূহে তুলার ব্যবহার

১৯৪১ সালের জুন মাসে ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮ শত ১৬ বেল (এক বেলে ৪ শত পাউণ্ড) ভারতীয় তুলা ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ২ শত ১১ বেল তুলা বৃটীশ ভারতের কাপড়ের কলসমূহে এবং ৫২ হাজার ৬ শত ৫ বেল তুলা দেশীয় রাজ্যসমূহের কাপড়ের কলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা

সম্প্রতি সরকারী দপ্তরখানায় বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধি, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের শিল্প সাবকমিটি, অস্ত্র-নিম্মাণ বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল এবং বাঙ্গলার জনসাধারণ সম্পর্কিত সাব-কমিটির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বিমান আক্রমণকালে কলিকাতার শ্রমিক এবং কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী শিল্পপ্রধান অঞ্চলের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা এবং শ্রমিকেরা যাহাতে কার্য্যে নিয়োজিত থাকিতে পারে তজ্জন্য যদি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহাও সম্মেলনে বিবেচনা করা হইয়াছে। বিমান আক্রমণকালে শ্রমিকদের কি করিতে হইবে তদ্বিষয়ে কোন কোন ফার্ম্ম শ্রমিকদের শিক্ষা দিতেছে। তাহাদের মতে বর্ত্তমানে আরও প্রত্যক্ষ ও ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে। সরকার মনে করেন যে, শ্রমিকদের বিমান আক্রমণকালে কর্ম্মস্থল ত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নয়। শ্রমিকেরা যাহাতে কর্ম্মস্থল ত্যাগ করিয়া স্বজেলায় আশ্রয় খুঁজিতে না যায় এবং কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে তজ্জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য্য করা উচিত।

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বিল গৃহীত

গত ২৮শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় শ্রমিক ক্ষতিপূরণ (সংশোধন) বিল গৃহীত হইয়াছে। শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে মেডিক্যাল বা চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশ্ন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ কমিশনার বিষয়টী যাহাতে সরকারী মেডিক্যাল সালিশী বোর্ডের নিকট উপস্থিত করেন, বিলটির উদ্দেশ্য হইতেছে সেইরূপ মেডিক্যাল সালিশী বোর্ড নিয়োগের ব্যবস্থা করা। এই সালিশী বোর্ড যে রিপোর্ট করিবেন, উভয় পক্ষ তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে। গত ২৮শে আগষ্ট তারিখের আলোচনায় যে সংশোধন প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তাহা হইতেছে এই যে, মেডিক্যাল সালিশী বোর্ড যে রিপোর্ট দিবেন তাহাই বিবৃত ঘটনবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, যদি সেই বিষয়টিতে কমিশনার স্বেচ্ছায় কিংবা কোন পক্ষ হইতে আবেদনক্রমে সুবিচারের জন্য উভয় পক্ষ হইতে আরও সাক্ষ্যসাবুদ উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন।

চটকলের কার্য্যকাল বৃদ্ধি

ভারতীয় চটকল সমিতির সভ্যতালিকাভুক্ত মিলসমূহ ১লা সেপ্টেম্বর হইতে সাপ্তাহিক ৪৫ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ৫০ ঘণ্টা হিসাবে কাজ চালাইবে। গত ২৮শে আগষ্ট তারিখে উক্ত সমিতির এক জরুরী সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, সাপ্তাহিক ৫০ ঘণ্টা হিসাবে কাজ চালাইবার এই ব্যবস্থা ১লা সেপ্টেম্বর হইতে বর্ত্তমান বৎসরের শেষভাগ পর্য্যন্ত চালু রাখাই সমিতির অভিপ্রায়।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ১৩ই অক্টোবর, সোমবার ১৯৪১ | ২২শ সংখ্যা

= বিষয়-সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিজয়া

শারদীয়া পূজার অবকাশান্তে আমরা আবার নবোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও সর্ব্বশ্রেণীর সহায়ক মণ্ডলীকে আমাদের বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ ও অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালীর নিরানন্দ জীবনে নূতন উৎসাহ ও আনন্দ সঞ্চারের দিক দিয়া শারদীয়া পূজা উৎসবের সার্থকতা খুবই বেশী। সারা বৎসরের একটানা কার্য্যধারা ও কর্ম্মক্লান্তির পর এই সময়ে অনেকের পক্ষে আত্মীয় পরিজনদের সহিত মিলিত হইয়া পরিপূর্ণ অবকাশ যাপনের একটা সুযোগ আসে। প্রবাসীদের গৃহ প্রত্যাগমে ও মাতৃপূজার অনুষ্ঠান প্রভৃতির ভিতর পল্লীর নির্জ্জীব আবহাওয়ায় আবার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু নানাকারণে এবার বাঙ্গলায় পূজার আনন্দ তেমন জমে নাই। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে গ্রামের আর্থিক বনিয়াদ আজ এমনই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে যে, অভাব অনটনের গ্লানি লইয়া লোকে আর পূর্ব্বের মত মাতৃপূজার আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছে না। এ বৎসর বাঙ্গলায় অজন্মা ঘটিয়া ও তৈয়ারী ফসল নষ্ট হইয়া লোকের দারিদ্র্য বহুল মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। চাউল ও বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিকরূপ চড়িয়া যাওয়াতে লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে এবারকার শারদীয় উৎসব সাধারণের ভিতর উল্লাস ও আশা ভরসার ভাব জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই। পল্লী অঞ্চলের যেসব সঙ্গতিপন্ন লোক বৎসরে একবার করিয়া জাঁকজমকের সহিত এতদিন মায়ের পূজা অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে ঋণসালিশী আইন, প্রজাস্বত্ব আইন ও বেকার সমস্যার চাপে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন। কাজেই তাঁহারা পূর্ব্বের মত উৎসাহ নিয়া পূজানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। ফলে সকল দিক দিয়াই এবার পূজার উৎসাহ ও আনন্দ কম লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, যে দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দ্দশার জন্য আমরা আজ মাতৃপূজার আগ্রহ ও আনন্দ হারাইতে বসিয়াছি সেই দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দ্দশা কাটাইয়া উঠিবার উপযোগী শক্তি ও অনুপ্রেরণা লাভ করিবার জন্যই নবোৎসাহে আবার মায়ের আহ্বান ও অর্চ্চনা করিবার প্রয়োজন আছে। সে হিসাবে দেশের ঘরে ঘরে শক্তিদায়িনী ও বিঘ্ন বিনাশিনী জগন্মাতার পূজা উৎসব সগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক—এ আকাঙ্খাই আমরা করিব।

বিজয়ার মহালগ্ন নূতন উৎসাহ ও নূতন সঙ্কল্প নিয়া কর্ম্মসাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার শুভক্ষণ। সুদূর অতীতে এদেশের স্বাধীন নৃপতিরা ঐ দিনে দিগ্বিজয়ের নব অভিযানে বাহির হইতেন। এদেশের উৎসাহী বণিকগণ পূর্ব্বে ঐ দিনে সাত সমুদ্র তের নদীর পথে ডিঙ্গা ভাসাইতেন। এখন এদেশে আগেকার সে নৃপতিরা আর নাই। সেই উৎসাহী বণিককুলও এখন লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু শক্তি সাধনা নিয়োগ করিয়া রাষ্ট্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা জাতীয় ঐশ্বর্য্য বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা এখন পূর্ব্বের তুলনায় বেশী ছাড়া কম নহে। কাজেই ব্যক্তিগত কর্ম্মপ্রচেষ্টায় স্বকীয় অভাব দূর করিবার জন্য এবং তৎসঙ্গে জাতীয় দুঃখগ্লানি মোচনের জন্য বিজয়ার

শুভলগ্নে সকলেই বদ্ধপরিকরভাবে অগ্রসর হউন—ইহাই আমাদের কামনা।

বাঙ্গলায় জনসংখ্যার হিসাব

এতদিন পরে বাঙ্গলা দেশে জনসংখ্যার মোটামুটি হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৯৩১ সালের মাথাগুনতির হিসাবে বাঙ্গলার জনসংখ্যা ৫ কোটী ১ লক্ষ ১৪ হাজার বলিয়া নিৰ্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের হিসাবে উহা ৬ কোটী ৩ লক্ষ বলিয়া নিৰ্দ্ধারিত হইয়াছে। অর্থাৎ ১০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার জনসংখ্যা ১ কোটী ১৮ লক্ষ ৬ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রদায় হিসাবে এই দশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ ৮০ হাজার বাড়িয়া ২ কোটী ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার এবং মুসলমানের সংখ্যা ৫৫ লক্ষ ৩ হাজার বাড়িয়া ৩ কোটী ৩০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। তবে শতকরা হিসাবে হিন্দু শতকরা ২২ জন এবং মুসলমান শতকরা ২০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গত ১৯৩১ সালের মাথাগুনতির হিসাবের তুলনায় এবারকার মাথাগুনতির হিসাবে দুইটি বিশেষত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ এবার বাঙ্গলার সমগ্র জনসংখ্যা শতকরা ২২ জনের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দশ বৎসরের মধ্যে জনসংখ্যা এরূপভাবে বৰ্দ্ধিত হইতে দেখা যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ এদেশে মাথাগুনতি আরম্ভ হইবার পরে প্রত্যেক দশ বৎসরেই মুসলমানের বৃদ্ধির হার হিন্দুর তুলনায় বেশী হইতেছিল। এই সর্ব্বপ্রথম দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী হইয়াছে।

হিন্দু ও মুসলমানের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের এই তারতম্যের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নহে। বর্ত্তমানে হিন্দুর ভিতর আস্তে আস্তে বিধবা বিবাহ প্রচলন হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বে যাহারা উপজাতি বলিয়া নাম লিখাইত হিন্দু সভার প্রচারের ফলে তাহাদের মধ্যে এখন অনেকে নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া অভিহিত করিতেছে। তৃতীয়তঃ শুদ্ধি আন্দোলন ও প্রচার কার্য্যের ফলে হিন্দুদের মধ্যে এক্ষণে অনেক কম লোক ভিন্ন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। এইসব কারণেই হিন্দুর বৃদ্ধির হার বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুর তুলনায় বৃদ্ধির হার কথঞ্চিৎ কম হওয়ার দুইটী প্রধান কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ পূর্ব্ববঙ্গেই অধিকসংখ্যক মুসলমানের বাস। এতদিন পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে বহু অনাবাদী জমি আবাদী জমিতে পরিণত হইতেছিল বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানদের তেমনভাবে খাদ্যাভাব ঘটে নাই। বর্ত্তমানে এই অঞ্চলে অনাবাদী জমি নাই বলিলেই চলে। জনসংখ্যাও এত বেশী হইয়াছে যে জমির উৎপন্ন ফসল দ্বারা অধিবাসীদের খোরাকী চলিতেছে না। ফলে পূর্ব্ববঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্ব্বের তুলনায় কমিয়া যাইতেছে এবং এই অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যায় বেশী বলিয়া তাহাদের উপরই উহার বেশী প্রভাব পতিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ এতদিন পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গই ম্যালেরিয়াক্রান্ত ছিল এবং পূর্ব্ববঙ্গ উহার আক্রমণ হইতে অনেকটা মুক্ত ছিল। বাঙ্গলায় যে বরাবর মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুর বৃদ্ধির হার কম হইয়াছে, প্রধানতঃ হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গে অত্যধিক ম্যালেরিয়ার প্রকোপই তাহার বড় কারণ। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে—কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে উহার ভীষণভাবে আক্রমণ দেখা দিয়াছে। উহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান জনসমষ্টির বৃদ্ধির হার কমিতেছে।

গত ১৯৩১ সালে বাঙ্গলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ৪৩'০৪ ও ৫৪'৮৭। ১৯৪১ সালের হিসাবে হিন্দুর হার কিঞ্চিৎ বাড়িয়া ৪৩'৮ হইয়াছে এবং মুসলমানের হার কিঞ্চিৎ কমিয়া ৫৪'৭৩এ পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে বর্ত্তমানে যেভাবে ম্যালেরিয়া বিস্তৃতিলাভ করিতেছে তাহা যদি বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে বাঙ্গলায় মুসলমানের হার ভবিষ্যতে আরও কমিবে বলিয়া মনে হয়।

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতি

গত জুলাই মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা সম্পর্কে কতকটা উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি আগষ্ট মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের সেই উন্নতি আরও বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। গত মার্চ্চ হইতে জুন পর্য্যন্ত তিন মাসে পণ্য আমদানীর তুলনায় পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়া একটা আশঙ্কাজনক অবস্থার সূচনা হইয়াছিল। জুলাই ও আগষ্ট মাসে তাহার অনুকূল পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়ায় নূতন করিয়া একটা আশা ভরসা সঞ্চারিত হইয়াছে। গত জুলাই মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী হয়। অপরদিকে ঐ মাসে ভারত হইতে বিদেশে ২১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হয়। উহাতে ঐ মাসে ভারতের রপ্তানীর আধিক্য দাঁড়ায় ৩ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা। আগষ্ট মাসের বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, জুলাই মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে মাত্র ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছে। কিন্তু ঐ মাসে ভারত হইতে বিদেশে ২৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। ফলে বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতের রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসের পর এ পর্য্যন্ত আর কোন মাসেই ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের এতদূর উন্নতি লক্ষ্য করা যায় নাই।

গত জুলাই মাসের তুলনায় আগষ্ট মাসের আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছে। ফলে ঐ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে অনেক দরকারী জিনিষের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। চাউল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর যোগান কম হওয়ায় বর্ত্তমানে এদেশে লোকের বেশীরকম দুঃখ দুর্দ্দশা লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, শস্য, ডাল ও ময়দা জাতীয় জিনিষের আমদানী এবার গত জুলাই মাসের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে। গত জুলাই মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার শস্য, ডাল ও ময়দা জাতীয় জিনিষ আমদানী হইয়াছিল। আগষ্ট মাসে সেই স্থলে ঐ শ্রেণীর জিনিষ আমদানী হইয়াছে মাত্র ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার। এদেশে মিহি কাপড় প্রস্তুতের জন্য বিদেশী তুলার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কিন্তু জুলাই মাসের তুলনায় আগষ্ট মাসে ভারতে বিদেশী তুলার আমদানী ৩৩ লক্ষ টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অনুরূপ ভাবে রংয়ের আমদানীও এবার কমিয়া গিয়াছে। তবে সাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে তৈলের আমদানী এবার কিছু বাড়িয়াছে।

রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায় এবার ভারত হইতে বিদেশে পাট, চা ও বস্ত্রের রপ্তানী কিছু বাড়িয়াছে। গত জুলাই মাসে ভারত হইতে বিদেশে ৭৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকার পাট, ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার চা ও ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল। আগষ্ট মাসে ঐ সমস্ত জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে যথাক্রমে ৯১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, ৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ও ৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকার। বাহির হইতে শস্য, ডাল ও ময়দা জাতীয় জিনিষ কম আমদানী হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশ হইতে ঐ শ্রেণীর জিনিষ ক্রমেই বেশী পরিমাণে বাহিরে রপ্তানী হইয়া

যাইতেছে। গত জুলাই মাসে ভারত হইতে ৫৯ লক্ষ টাকার শস্য, ডাল ও ময়দা জাতীয় জিনিষ রপ্তানী হইয়াছিল। আগষ্ট মাসে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া ৮০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। খাদ্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার জন্য যে স্থলে দেশের লোক নিদারুণ দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, সেস্থলে ভারত হইতে ঐ শ্রেণীর জিনিষের রপ্তানী বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়া প্রয়োজন।

ব্রহ্মদেশের চাউল রপ্তানী

ব্রহ্মদেশ হইতে বাহিরে যে চাউল রপ্তানী হয় আগামী ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে তাহার রপ্তানী ব্যাপারে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করিবেন বলিয়া একটী সংবাদ ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছি। বাঙ্গলা দেশ ব্রহ্মদেশের চাউলের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল বলিয়া চাউলের বাজারে এই নূতন ব্যবস্থার কি প্রকার প্রতিক্রিয়া হয় তাহা ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইয়াছিলাম। সম্প্রতি এই ব্যাপারে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনার মোটামুটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ যে চাউল রপ্তানীর ব্যাপারে তদারক করিবার জন্য ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট একজন কণ্ট্রোলার নিয়োগ করিবেন। তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি না লইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে কেহ চাউল রপ্তানী করিতে পারিবে না। এই কাজের সুবিধার্থে ভারতবর্ষের প্রত্যেক বন্দরে কণ্ট্রোলারের একজন করিয়া এজেণ্ট থাকিবেন এবং তিনি আমদানীকারকগণকে বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ দিবেন।

ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্টের এই নূতন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইতেছে ব্রহ্মদেশীয় ধান চাষিগণ যাহাতে উহার উপযুক্তরূপ মূল্য পাইতে পারে। উহার অর্থই হইতেছে যে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ এতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশের কৃষকদের নিকট হইতে যে দরে ধান চাউল খরিদ করিতেছিলেন নূতন ব্যবস্থার পরে তাহাদিগকে উহা অপেক্ষা বেশী দরে ধান চাউল খরিদ করিতে হইবে। উহার ফলে বাঙ্গলার বাজারে রেঙ্গুন চাউলের দর চড়িয়া যাইবে এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় চাউলের দরও বৃদ্ধি পাইবে। বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে চাউলের দর যে ভাবে চড়িয়াছে তাহার উপরেও যদি দর চড়িয়া যায় তাহা হইলে দেশবাসীর কি প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। বাঙ্গলা সরকার ইচ্ছা করিলে এই অনর্থের প্রতিকার করিতে পারেন। ব্রহ্মদেশ হইতে বাঙ্গলায় যে সমস্ত জাহাজ কোম্পানী চাউল আমদানী করে এবং পাইকারী হিসাবে যাহারা চাউল বিক্রয় করে তাহাদের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী আছে কিনা সন্দেহ। আর বাঙ্গালী থাকিলেও অবস্থার যে কিছু পরিবর্ত্তন হইত না তাহা সুনিশ্চিত। এই সমস্ত আমদানীকারক ও পাইকারী বিক্রেতা দেশবাসীর অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া ইচ্ছামত দরে চাউল বিক্রয় করিতেছে। বাঙ্গলা সরকার এইসব ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে স্বয়ং যদি ব্রহ্মদেশীয় চাউল আমদানী ও উহা বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণের নিকট যদি পড়তা মূল্যে চাউল বিক্রয় করেন তাহা হইলে দেশবাসী বর্ত্তমানের তুলনায় প্রতি মণ অন্ততঃ এক টাকা কম মূল্যে চাউল ক্রয় করিতে পারে। ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্টকে উহাদের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করা সম্ভবপর না হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট জাহাজ কোম্পানী ও মধ্য ব্যবসায়ীদের লাভের মাত্রা সঙ্কুচিত করিয়া চাউল ক্রেতাগণকে অনেকটা সোয়াস্তি দিতে পারেন।

ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ আইন

ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটী আইন প্রণয়নের প্রস্তাব হইয়াছে—যদিও যুদ্ধের জন্য আপাততঃ উহা স্থগিত আছে। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্প্রতি অনুরূপ ধরণের যে একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ হইয়াছে তাহা অনেকের কৌতূহল উদ্রেক করিবে। উক্ত আইনে যাহারা অন্যের টাকা আমানত রাখে তাহারাই ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য হইবে। আইনের বলে গবর্ণমেণ্টের অধীনে রেজিষ্ট্রার অব ব্যাঙ্ক নামে একটি পদ সৃষ্টি হইবে। উক্ত রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে অনুমতি না লইয়া কেহ ব্যাঙ্কব্যবসা চালাইতে পারিবে না। রেজিষ্ট্রার ইচ্ছা করিলে কোন ব্যাঙ্ককে অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন। তবে তাঁহার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিবের নিকট আপীল চলিবে। ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত সমস্ত হিসাবপত্র ও বিবৃতি উক্ত রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। আইনে ব্যাঙ্কের মূলধন সম্বন্ধেও বিধিনিষেধ পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও দায়মুক্ত মজুদ তহবিলের পরিমাণ অন্যূন ৩০ হাজার পাউণ্ড হইবে। এতদতিরিক্ত তিনটীর অতিরিক্ত প্রত্যেক শাখা অফিসের ও এজেন্সীর জন্য প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে অন্যূন ৫ হাজার পাউণ্ড আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল দেখাইতে হইবে। তবে ব্যাঙ্কের মোট আমানত যদি ২ লক্ষ পাউণ্ড হয় তাহা হইলে উহার শতকরা ১০ ভাগ এবং আমানত ২ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক হইলে উহার শতকরা ৫ ভাগ আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল হইতে হইবে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। ভারতবর্ষে মাত্র তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকেই উহাদের আমানতী টাকার একটা অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ রাখিতে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার আইনে সমস্ত ব্যাঙ্ককেই উহাদের চলতি আমানতের শতকরা ১০ ভাগ ও স্থায়ী আমানতের শতকরা তিন ভাগ দক্ষিণ আফ্রিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ রাখিতে হইবে। এই আইনে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে প্রতি মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট বহু সংখ্যক বিবৃতি দাখিল করিতে বাধ্য করা হইবে যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সতত ওয়াকিবহাল থাকিতে পারে।

বেকারের কর্ম্মসংস্থানে বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্ম্মসংস্থানের উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এপয়েণ্টমেণ্টস্ এণ্ড ইনফরমেশন বোর্ড গঠন করার পর হইতে আমরা এই বোর্ডের কার্য্যধারা বিশেষ উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি উক্ত বোর্ডের গত ১৯৪০-৪১ সালের রিপোর্ট (চতুর্থ বার্ষিক রিপোর্ট) প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে এপয়েণ্টমেণ্টস্ এণ্ড ইনফরমেসন বোর্ড ৬৬৪ জন শিক্ষিত বেকার যুবকের নিকট হইতে চাকুরী সংগ্রহের নিমিত্ত আবেদন পাইয়াছিলেন। এবার ৪০৮ জনের নাম রেজেষ্ট্রিকৃত করা হইয়াছে ও বোর্ডের চেষ্টায় মোট ১০৫ জনের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালে ৬০ জন যুবকের চাকুরীর সংস্থান করা সম্ভবপর হইয়াছিল। এবার বোর্ড সেই স্থলে ১০৫ জনের চাকুরীর ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। এ প্রদেশের অসংখ্য শিক্ষিত বেকারের জন্য সাক্ষাৎ ভাবে কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভবপর নহে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে উহাদের প্রয়োজনমত লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করা ও সরকারী ও বেসরকারী নানা চাকুরীতে বাঙ্গালী যুবকদের জন্য কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করাই এবিষয়ে একমাত্র পন্থা। সুখের বিষয় এপয়েণ্টমেণ্টস এণ্ড ইনফরমেসন বোর্ড এবিষয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট তৎপরতা দেখাইয়াছেন। বেকারের কর্ম্ম সংস্থান বিষয়ে বোর্ড ইতিমধ্যে দুইশত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। এ প্রদেশের প্রধান শিল্প চট ও চা প্রভৃতিতে যাহাতে অধিক সংখ্যায় শিক্ষিত যুবক নিয়োজিত হইতে পারে তজ্জন্য বোর্ড বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের মারফতে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েসন ও ইণ্ডিয়ান টিএসোসিয়েসনের প্রয়োজনানুরূপ সহযোগিতা লাভের জন্যও চেষ্টা সুরু করিয়াছেন। উহাদের এই চেষ্টার ফলে যদি পাটকল ও চা বাগিচাতে উপযুক্ত সংখ্যক বাঙ্গালী যুবকের কার্য্যশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় তবে শেষ পর্য্যন্ত বেকার সমস্যার সমাধানের পথ অনেকটা প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই। নানা শ্রেণীর সামরিক কার্য্যের জন্য আলোচ্য বৎসরে গবর্ণমেণ্ট বোর্ডের উপর লোক মনোনয়ন ও সুপারিশের ভার দিয়াছিলেন। সে অনুসারে বোর্ড বাঙ্গলা দেশ হইতে কতিপয় সংখ্যক বাঙ্গালী যুবককে বিমান সৈন্য বিভাগে উপযুক্ত চাকুরী সংগ্রহ বিষয়েও সাহায্য করিয়াছেন। এপয়েণ্টমেণ্টস্ ও ইনফরমেসন বোর্ডের কার্য্য তৎপরতা এই ভাবে সুবিস্তৃত হইয়া শিক্ষিত যুবকদের কর্ম্ম সংস্থানে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। বর্ত্তমান বোর্ডের কৃতকার্য্যতার মূলে উহার সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ ডি কে সান্যালের কার্য্যদক্ষতা বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। আমরা সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করিতেছি।

পাটের নূতন পরিস্থিতি

বর্ত্তমান বৎসরের পাট ফসল সম্পর্কে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে শেষ হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই হিসাব বাহির হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট গত বৎসরের ফসল সম্বন্ধে চূড়ান্ত হিসাব সংশোধন করিয়া যে নূতন হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে পাটের অবস্থা সম্বন্ধে নূতন করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। গত বৎসরের ফসল সম্বন্ধে ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে যে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হয়, তাহাতে বলা হইয়াছিল যে ঐ বৎসরে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে মোট ১ কোটী ২৫ লক্ষ ৫৮ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইবে। কিন্তু সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই হিসাব সংশোধন করিয়া একটী হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহাতে বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর ১ কোটী ৩১ লক্ষ ৮৬ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। এবারের ফসল সম্বন্ধে সরকারী হিসাবে বলা হইয়াছে যে, এবার ৫৪ লক্ষ ২২ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইবে।

গত বৎসর জুলাই মাসে যখন নূতন পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় সেই সময়ে চটকলসমূহের হাতে ২০ লক্ষ বেল এবং কৃষক, আড়তদার, মহাজন, বেলার শিপার ইত্যাদির হাতে ১০ লক্ষ বেলের মত পাট মজুদ ছিল। কাজেই গত বৎসরে ঐ বৎসরের উৎপন্ন ১ কোটী ৩২ লক্ষ বেল নূতন পাট লইয়া বাজারে মোট পাটের যোগান ছিল ১ কোটী ৬২ লক্ষ বেল। উহার মধ্যে গত বৎসর চটকলসমূহ ৪৮ লক্ষ বেল পাট খরচ করিয়াছে এবং বিদেশে ১২ লক্ষ বেলের মত পাট রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই গত বৎসরে বাজারে যে পাটের যোগান ছিল তাহার মধ্যে মাত্র ৬০ লক্ষ বেল পাট খরচ হইয়াছে এবং বাকী ১ কোটি ২ লক্ষ বেল পাটই চলতি বৎসরের হিসাবে জের চলিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের হিসাব মতে চলতি বৎসরে ৫৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ী মহল হইতে একযোগে উহার প্রতিবাদ করা হইতেছে। সকলেই বলিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট এই বৎসরে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ অনেক কম করিয়া ধরিয়াছেন এবং এই বৎসরে ৬০ লক্ষ বেলের কম পাট উৎপন্ন হইবে না। উহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে গত বৎসরের জের লইয়া চলতি বৎসরে বাজারে মোট পাটের যোগান হইবে ১ কোটী ৬২ লক্ষ বেল। অথচ চলতি বৎসরে কোন অবস্থাতেই ৭০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হইবার সম্ভাবনা নাই।

পাটের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা কৃষকগণকে পাট ধরিয়া না রাখিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলাম। কৃষক উহার চূড়ান্তরূপ সুযোগও পাইয়াছিল। কারণ যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নূতন থলে ও চটের অর্ডার, চটকলসমূহের কার্য্যকাল বৃদ্ধি, মফঃস্বল হইতে পাটের আমদানীর স্বল্পতা, চটকলসমূহ কর্ত্তৃক অধিকতর পরিমাণে পাটক্রয়, চলতি বৎসরের ফসলের পরিমাণ সম্বন্ধে নানাবিধ গুজব ইত্যাদির ফলে শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে ফাটকা বাজারে পাটের দর ৮০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল এবং মফঃস্বলে ১৪।১৫ টাকা মণ দরে পাট বিক্রয় হইয়াছিল। ঐ সময়ে অনেক কৃষক পাটের মূল্য আরও চড়িবে আশায় উহা বিক্রয় করে নাই। কিন্তু এক্ষণে বর্ত্তমান বৎসরের ফসল সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং গত বৎসরের ফসল সম্বন্ধে যে সংশোধিত হিসাব বাহির হইয়াছে তাহা হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, চলতি বৎসরে পাটের কোন অভাবই হইবে না। এদিকে চটকলসমূহ গত দুই তিন মাসের মধ্যে উহাদের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ এরূপভাবে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহার ফলে এখন উহারা আস্তে আস্তে নিজেদের ইচ্ছামত দরে পাট ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। এই সব কারণে বর্ত্তমানে পাটের বাজারে মন্দা দেখা দিয়াছে। ফাটকার দর ইতিমধ্যেই ৭১ টাকার নীচে নামিয়া গিয়াছে এবং মফঃস্বলেও প্রতি মণ পাটের জন্য ১০।১১ টাকার বেশী দর পাওয়া যাইতেছে না। বর্ত্তমানে পারস্য, ইরাক প্রভৃতি দেশে যুদ্ধের আশঙ্কায় ঐ সব অঞ্চলের জন্য যদি থলে ও চটের চাহিদা না থাকিত, তাহা হইলে পাটের দর আরও পড়িয়া যাইত। মোটের উপর এক্ষণে যেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে দিন দিন পাটের দর আরও কমিবে বলিয়াই মনে হয়।

চলতি বৎসরের পাট সম্বন্ধে ইহার অধিক আমাদের আর কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু আগামী বৎসরে কৃষক যাহাতে পাটের জন্য উপযুক্তরূপ মূল্য না পাইতে পারে তজ্জন্য ইতিমধ্যেই যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা আমরা বিশেষ কর্ত্তব্যবোধ করিতেছি। উপরে বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর ১ কোটী ৩১ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এবার ৬০ লক্ষ বেলের বেশী পাট উৎপন্ন হয় নাই। বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া পাটের উৎপাদন এইভাবে অর্দ্ধেকে পরিণত করার জন্যই এবার কৃষক পাটের জন্য ১৪।১৫ টাকা মূল্য পাইয়াছে। বাজারে পাটের অভাব উহার কারণ নহে। আগামী বৎসর এবং পরবর্ত্তী বৎসরসমূহেও এইভাবে পাটের উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া হইবে, এই আশঙ্কাতে চটকলসমূহ উহাদের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়াতেই এবার পাটের মূল্য উপরোক্তভাবে চড়িয়াছিল। কিন্তু আগামী বৎসর যাহাতে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ইতিমধ্যেই গবর্ণমেণ্টের উপর প্রবলভাবে চাপ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। উহারা বলিতেছে যে, আগামী বৎসর গবর্ণমেণ্টকে অন্ততঃ ১১০ বেল অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসরের প্রায় দ্বিগুণ পাট উৎপাদনের পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিতে হইবে। গত ৯ই অক্টোবর তারিখে দার্জ্জিলিংয়ে মন্ত্রীসভার একটী বৈঠকে এই বিষয়টী আলোচিত হইয়াছিল। ঐ তারিখে মন্ত্রীসভা কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই বটে। তবে বাজারে গুজব যে মন্ত্রীসভা এই দাবী অস্বীকার করিতে সাহস পাইবেন না। উপরোক্ত গুজব বর্ত্তমানে পাটের মূল্য কমিয়া যাইবার একটী প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেননা আগামী বৎসরে যদি ১১০ বেল পাট উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে চলতি বৎসরে চটকলসমূহ আর সামান্য মাত্র পাট ক্রয় করিয়াই কাজ চালাইতে সমর্থ হইবে এবং উহার ফলে বাজারে পাটের কোন ক্রেতাই একপ্রকার থাকিবে না।

বাঙ্গলা সরকারকে এই ব্যাপারে সাবধান করিয়া দেওয়া আমরা কর্ত্তব্যবোধ করিতেছি। গত বৎসরের তুলনায় এবার অনেক ক্ষেত্রেই

৭৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা

ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালের সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। জগতের অন্যান্য দেশের ন্যায় বর্ত্তমানে এদেশের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাও প্রধানতঃ যৌথ কোম্পানীর মারফতে পরিচালিত হইতেছে। কাজেই দেশে নূতন যৌথ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা, যৌথ কোম্পানী মূলধনের পরিমাণ ও যৌথ কোম্পানীর পতন প্রভৃতি সম্পর্কিত বার্ষিক বিবরণ দ্বারা এদেশে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের গতি অনেকটা বুঝা যায়। সে হিসাবে বর্ত্তমান রিপোর্টটি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, অন্য একটি কারণে বর্ত্তমানে এই রিপোর্টের গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে এদেশে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে কোন কোন দিক দিয়া একটা অনুকূল অবস্থার সূচনা হইয়াছে। তাহাতে এবার যুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়া কয়েক ধাপ অগ্রসর হইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিয়া আসিতেছেন। ১৯৪০-৪১ সালের মধ্যে সে আশা কতদূর সফল হইয়াছে ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা সম্পর্কিত বর্ত্তমান বিবরণী আলোচনা করিলে আমরা সে বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণায় উপনীত হইতে পারি।

আলোচ্য রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৯৭৮টি যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। গত ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত আর কোন বৎসরেই ভারতে এত কম সংখ্যক যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ১ হাজার ৫টি নূতন যৌথ কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। সে তুলনায় এবার নূতন কোম্পানীর সংখ্যা শতকরা ৩ ভাগ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশে বেশী সংখ্যায় নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে বলিয়া যে আশা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা কার্য্যতঃ সফল হয় নাই বলিয়াই মনে হইতেছে।

তবে দেশে নূতন যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কম হইলেও এবার অনুমোদিত মূলধন সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে দেশে ১ হাজার ৫টী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহাদের সমষ্টিকৃত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৫ কোটি ৭৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে দেশে যে ৯৭৮টি নূতন কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টিকৃত মূলধন দাঁড়াইয়াছে ৪৬ কোটি ৩৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। কাজেই এবার নূতন কোম্পানীর সংখ্যা কম হইলেও উহাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ পূর্ব্ববারের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িয়াছে।

১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষে যে ৯৭৮টি নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক শ্রেণীর শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। নিম্নে আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণীর নূতন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও তাহার মূলধনের পরিমাণ উদ্ধৃত করিলাম :—

কোম্পানী	সংখ্যা	অনুমোদিত মূলধন
ব্যাঙ্ক	৬	৩৮,০০,০০০
দাদনী ও ট্রাষ্ট ব্যবসা	২৫	১,২৬,৪০,০০০
বীমা	২০	৪৯,৮১,০০০
ছাপাখানা	৬৫	৭৩,০৫,০০০
রাসায়নিক শিল্প	৭৩	১,১৬,৭৩,০০০
ইঞ্জিনিয়ারিং	৩১	১,০৭,০৩,০০০
পাব্লিক সার্ভিস কোম্পানী	২০	১০,৪৬,৬০,০০০
কাঁচের কারখানা	৯	২০,৬৯,০০০
এজেন্সী	১০৩	৫,৪৩,১৭,০০০
কাপড়ের কল	১৩	৩,২৮,০১,০০০
চটকল	৩	৩৩,০০,০০০
কাগজের কল	৩	১৬,০০,০০০
তেলের কল	৭	৩৩,৬৫,০০০
চা বাগিচা	৬	৩,৯০,০০০
কয়লার খনি	৩	২,২০,০০০
অভ্র	৩	২,১০,০০০
চিনির কল	৩	৫,৫০,০০০

পূর্ব্ব বৎসর দেশে ২০টি ব্যাঙ্ক, ১৯টি দাদনী প্রতিষ্ঠান, ২৫ টি বীমা কোম্পানী, ৩২টি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী, ৩২টি পাব্লিক সার্ভিস কোম্পানী, ২৩টি কাপড়ের কল, ১৩টি তেলের কল, ৬টি চা বাগিচা, ৯টি কয়লার খনি ও ৯টি চিনির কল স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সব দিক দিয়া নূতন কোম্পানীর সংখ্যা এবার বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। তবে রাসায়নিক শিল্প স্থাপন, ছাপাখানা পরিচালনা ও এজেন্সীর ব্যবসা চালাইবার উদ্দেশ্য নিয়া ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে কিছু বেশী সংখ্যক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে—তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এদেশে প্রতিবৎসরই কিছু সংখ্যক যৌথ কোম্পানীর পতন ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় ঐরূপ পতনের সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধন সমন্বিত ৬৫২টি যৌথ কোম্পানী কার্য্য বন্ধ করিয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ৩ কোটি ১০ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা আদায়ী মূলধন সমন্বিত মোট ৬৬৫টি কোম্পানীর কার্য্য বন্ধ হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বাঙ্গলা প্রদেশে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা পৃথক ভাবে বিবেচনার যোগ্য। গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষে যে ৯৭৮টি নূতন যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৩৪৯টি কোম্পানীই বাঙ্গলায় গঠিত হইয়াছে। তবে বাঙ্গলায় নূতন কোম্পানীর এই সংখ্যা ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় কম। তাহা ছাড়া, নূতন কোম্পানীগুলির মূলধনের পরিমাণও অন্য অনেক প্রদেশের কোম্পানীগুলির তুলনায় স্বল্প। বোম্বাইয়ে ২০৭টি কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। উহাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। অপরদিকে বাঙ্গলায় ৩৪৯টি নূতন কোম্পানী স্থাপিত হইলেও উহাদের সমষ্টিকৃত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৯ কোটি টাকার বেশী নহে। উপযুক্ত মূলধনের অভাব অনেক নূতন বাঙ্গালী শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই মূলগত গলদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে জন্য প্রতি

(৭২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সমাজতন্ত্রবাদ (১)

[প্রমথ ভৌমিক]

প্রাগৈতিহাসিক সময়ের কথা ছেড়ে দিলে, একথা নিসংশয়ে বলা যায় যে মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই সমাজের মধ্যে বৈষম্য চলে আসছে। মূল বৈষম্য হল এইখানে যে, একদল লোক হয়ে উঠতে লাগলো ধন সম্পত্তির মালিক—আর তাদের সে সম্পদ দিন দিন বেড়েই যেতে লাগলো। যে অনুপাতে তাদের সম্পদ বাড়তে থাকলো—ঠিক সেই অনুপাতে আর একদল লোক হতে লাগলো নিঃস্ব। আর এই জন্যই আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর চিন্তানায়কদের মধ্যে অনেকেই জগত থেকে এই বৈষম্য কি করে দূর করা যায়, তার উপায় খুঁজে বেড়িয়েছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর 'সাধারণতন্ত্র' পরিকল্পনার মধ্যেও পাই আমরা এই বৈষম্য নিরাকরণের একটা চেষ্টা। ভারতবর্ষের প্রাচীন চিন্তানায়কদের চিন্তাধারা সাধারণতঃ ধর্ম্মের ভেতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। তবুও বুদ্ধের সাধনা মানুষের দুঃখ দূর করার মহৎ প্রেরণা থেকেই জন্ম নিয়েছে। সেই প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ হাতড়ে বেড়াচ্ছে জগত থেকে এই বিভেদ, এই বৈষম্য, মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণ দূর করা যায় কি করে? এমন কি খৃষ্ট ধর্ম্মেরও প্রথম অভ্যুত্থান হয়েছিল, তদানীন্তন শোষিতের বিদ্রোহের মধ্যে। মানুষের এই চেষ্টা প্রথম যুগে রূপ নেয় ধর্ম্ম ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যে। তাঁরপর পরবর্ত্তী যুগে যখন মানুষের চিন্তা ক্রমে ক্রমে বাস্তব ঘেষা হয়ে উঠতে লাগলো—তখন আমরা দেখতে পেলাম কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের। এদের 'ইউটোপিয়ান' বা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী বলা হয় এই জন্য যে, এরা সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন—এই জীবন্ত বাস্তব সমাজের পরিধির বাইরে কোন এক কাল্পনিক রাজ্যে, যেমন মূরের Utopiaর কল্পনা। এর মধ্যে বর্ত্তমান সমাজের নাড়ীনক্ষত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের চাইতে কেমন করে একটা নূতন সমাজ গড়ে তোলা যায়—সেই পরিকল্পনারই প্রাধান্য দেখতে পাই। আর একজন কল্পনা করলেন এই বৈষম্যমূলক অত্যাচারী সমাজের পাপস্পর্শ থেকে দূরে সরে নীল মহাসমুদ্রের উন্মুক্ত উদার বুকে এক কল্পিত 'ইকেরীয়ান' দ্বীপে গড়ে তুলতে হবে—এক আদর্শ সমাজ। এটা শুধু কল্পনাই থাকে নি। জাহাজ ভাড়া করে—ধন সম্পদ নিয়ে একদল লোক সত্য সত্যই একদিন সেই 'ইকেরিয়ান দ্বীপ' খুঁজতে অকুল সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে দিলো। শেষ পর্য্যন্ত তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল—সেটা অবশ্য আর বলার প্রয়োজন নেই। সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী এই 'ক্ষ্যাপাদের' 'পরশপাথর' খুঁজে মরার পালা চলতে থাকে। এদের সবার শেষে এলেন 'ওয়েন', তখন ইংলণ্ডে যন্ত্রযুগের সুত্রপাত হয়ে গেছে। 'ওয়েন' ছিলেন একজন মিল মালিক। 'স্বর্গরাজ্যকে' ধরার ধূলিতে নামিয়ে আনতে হবে এই ছিল তার পণ। নিজের কারখানাতেই তিনি নানারকম 'পরিকল্পনা' করে তার পরখ করতে সুরু করলেন। শেষ পর্য্যন্ত তার কোনটাই টিকলো না। সমস্ত ধনসম্পত্তি বিক্রী করে দিয়ে লোক লস্কর নিয়ে চললেন ওয়েন আমেরিকায়। সেই খানেই এই ধনিক সভ্যতার দুষ্ট স্পর্শ থেকে দূরে গড়ে তুলতে হবে 'নব মানবসমাজ', সেখানেও ওয়েনের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। এর পরে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করা ছাড়া আর গত্যন্তর কি!...কিন্তু এই অফুরন্ত উদ্যম—এই মানুষের অদম্য হিত চেষ্টা—কেন এ সব ব্যর্থ হয়ে গেল? কোথায় এর গলদ?

অবতারেরা সবাই এসে বলেছেন—তাদের ভগবান স্বয়ং পাঠিয়েছেন, অধম মানব সন্তানদের হিতকল্পে। ইশা, মুসা, বুদ্ধ, মহম্মদ, খৃষ্ট, চৈতন্য শুদ্ধ সবাইত এই কথা বলেছেন। কিন্তু যেমন জগৎ ঠিক তেমনি রয়ে গেল। মানুষের সনাতন দুঃখের নিবৃত্তি আর হল না। কবি খেদ করে বলেছেন—'ভগবান চান তবু হয় নাক,—একথা পাগলে বলে।' কিন্তু সেকথা থাকুক। সত্যিকারের এই হিত চেষ্টা কেন ব্যর্থ হবে? কেন ইউরোপীয় কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীরাই বা ব্যর্থ হয়ে গেলেন?

ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে পরবর্ত্তী যুগে। এদের সমাজ ব্যাখ্যা হয়েছিল ভুল। সত্যিকারের গলদ কোথায়—তা এরা ধরতে পারেন নি। আর ঐ প্রাচীন কালে বা মধ্যযুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুন্নত অবস্থায়—সমাজকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে এর ভেতরকার গড়মিলগুলো খুঁজে বের করাও ছিলো অসম্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকেরা অনেকটা কাছাকাছি গিয়েছিলেন—তবুও তখনও ধরা পড়েনি তাদের দৃষ্টির কাছে সমাজের প্রকৃত রূপটা কি? ঠিক কোন গুপ্ত কর্ম্মে লুকিয়ে রয়েছে এর প্রাণ পক্ষীটি? সমাজের খাঁটি 'কাঠামো'টা (Structure) কি তা না জানতে পারলে গড়মিল কোথায় হয়েছে, তা কেমন করে ধরা পড়বে? শরীরের অস্থি বিন্যাসকে জানলেই না তবে ধরা যায় কোথায় হাড় বিজোড় হয়েছে।

জার্ম্মান দার্শনিক কার্ল মার্কসের কাছে প্রথম ধরা দিলো এই সত্যটি। তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন যে সভ্য সমাজের অস্থি বিন্যস্ত রয়েছে এর অর্থনীতির মধ্যে—"anatomy of civil Society lies in its political economy"; কথাটি দার্শনিক শ্রেষ্ঠ হেগেলের। কিন্তু মার্কস-এর আগে এর মর্ম্মার্থ সুস্পষ্টভাবে আর কেউ ধরতে পারেনি। মার্কসই প্রথম তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থাকে পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে এর মর্ম্ম রহস্য উদ্ঘাটন করলেন। মার্কসবাদীরা দাবী করে থাকেন—মার্কস একটা কল্পনাকে বিজ্ঞানে পরিণত করেছেন—"Socialism has developed into a Science from an utopia."

মার্কস বল্লেন—বর্ত্তমান সমাজকে ঘেঁটে এর জীবনের সূত্রগুলিকে বের করতে হবে। জানতে হবে আমাদের সমাজ প্রগতির অন্তর্নিহিত মূল সূত্রটি কি।...সমাজের Laws of motion কে, এর গতির নিয়মকে আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। আর এই 'সমাজগতি বিজ্ঞান' বুঝতে গেলে সমাজ বিকাশের ধারাটিকেও বোঝা চাই ভাল করে। অর্থাৎ সমাজের পরিণতির ইতিহাসকে আয়ত্ত করতে হবে। বিভিন্ন সভ্যতা ও বিভিন্ন সমাজ কেমন করে সৃষ্টি হলো—কেমন করে হলো তারা পুষ্ট,—আর শেষ পর্য্যন্ত তার বিনাশই বা হল কেন—সেই তথ্য আমাদের খুঁজে বের করতে হবে ইতিহাসের অন্ধকার গুহা হতে।

মার্কসের জীবনব্যাপী অনুসন্ধানের ফল স্বরূপ আমরা পেয়েছি তাঁর সুবৃহৎ 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ। এতে মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজের 'গতি সূত্র' খুঁজে বের করেছেন। মার্কসের অনুসন্ধানের এই ক্ষেত্রটি কতকটা সীমাবদ্ধই বটে। কারণ এর পরিধি—ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। 'Laws of motion Capitalise

Society' আবিষ্কার করাই ক্যাপিটাল নামক বিপুলায়তন গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র বেছে নেওয়ার কারণ একটা গণ্ডীর ভেতর ছাড়া এবং একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় বস্তু ছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলতে পারে না—একথা বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই জানা আছে। কিন্তু বিষয় বস্তুর সীমাবদ্ধতার জন্য আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলির ব্যাপকতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। কারণ প্রধানতঃ মার্কস্‌কে অতীত বর্ত্তমান সমস্ত সমাজেরই আলোচনা করতে হয়েছে। তা ছাড়া, বিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন যে কোন বস্তুপিণ্ডের এক খণ্ডকে বিশ্লেষণ করলেই সেই বস্তুর একটা সাধারণ স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রাণস্পন্দন কোথায়, তাকে খুঁজে পেতে হলে, সেই সমাজের বিকাশের ধারা অনুসরণ করে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমস্ত সমাজের রূপটিই গবেষকের চোখের সামনে ধরা দেয়। আর তার উপর ভিত্তি করে সমগ্র সমাজ বিকাশের ছকটিও বেশ ভাল করে বোঝা যায়। এর ফলে গড়ে ওঠে—একটা 'ইতিহাসের দর্শন'—'Philosophy of History'। নতুন ভাষায় বরং একে 'সমাজ বিজ্ঞান'—'Sociology' বলাই ভাল। মার্কস একটি নতুন 'সমাজ বিজ্ঞান' সৃষ্টি করলেন। মার্কস তাঁর নতুন সমাজ দর্শনের মূল সূত্রটি এইভাবে গ্রথিত করলেন।

"সামাজিক উৎপাদন ক্রিয়ার মধ্যে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর এটা ঘটে একেবারেই মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে। উৎপাদন শক্তির পরিণতির স্তরভেদে আবার এই সম্বন্ধগুলিরও পরিবর্ত্তন হয়। এই উৎপাদন সম্বন্ধের সম্মিলিত রূপটাই হচ্ছে সমাজের অর্থ-নৈতিক কাঠামো। এইটিই হচ্ছে আইন ও রাষ্ট্র প্রভৃতির বাস্তব ভিত্তি, মানুষের সামাজিক চেতনার যুগে যুগে রূপান্তর ঘটে এই অর্থ-নৈতিক ভিত্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। মানুষের চৈতন্যের উপর তার 'অস্তিত্ব' নির্ভর করে না—বরং ঠিক এর উলটোটাই ঘটে। মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের দ্বারাই তার চৈতন্যের রূপ নির্ণীত হয়। সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন শক্তির ক্রম পরিণতির একটা স্তরে এসে—এর সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তদানীন্তন উৎপাদন সম্বন্ধের অর্থাৎ তার সঙ্গে যাকে আমরা আইনের ভাষায় 'সম্পত্তির সম্বন্ধ'ও বলতে পারি। উৎপাদন শক্তি এতদিন পর্য্যন্ত এই সম্পত্তি সম্বন্ধের সীমার মধ্যেই ক্রিয়াশীল ছিল। এখন আর এই সীমার মধ্যে প্রসার লাভের পথ সে পাচ্ছে না। যা ছিল এতদিন উৎপাদন শক্তির বিকাশের রূপ—তাই এখন হয়ে পড়েছে তার চরণ শৃঙ্খল। উৎপাদন শক্তিকে আর অগ্রসর হতে হলে এই শৃঙ্খলকে ছিন্ন করতেই হবে। তাই এই সময়ে সমাজ বিপ্লবের যুগ এসে পড়ে। সমাজের অর্থ-নৈতিক ভিত্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার উপরকার বিপুলায়তন সুরম্য সমাজ সৌধেরও কম বেশী দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্ত্তন ঘটে। সমাজ বিবর্ত্তনের এই ধারাটিকে অনুসরণ করবার সময় আমাদের সব সময়েই নজর রাখতে হবে যেন আমরা সামাজিক উৎপাদন শক্তির অর্থ-নৈতিক অবস্থার বাস্তব পরিবর্ত্তন যার একটা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পরিমাপ করা চলে—তার সঙ্গে আইন, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্ম, আর্ট, দর্শন প্রভৃতির রূপ—অর্থাৎ এক কথায় সমাজের 'ভাবতাত্ত্বিকরূপ'এর মধ্যে পার্থক্যটা ভুলে না যাই। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এই 'ভাবতত্ত্ব' বা ideologyর মধ্য দিয়েই সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের রূপটি ধরা পড়ে এবং আমরা সমাজের অগ্রগতির পরিপন্থী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি।........একটা সমাজের বুকের মধ্যে আর একটি নব সমাজের 'ভ্রূণ' যতদিন পরিপুষ্ট হয়ে না উঠছে,—যতদিন পুরাতন সমাজটির উৎপাদন শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হয়ে সেটা সমাপ্তির স্তরে এসে না পৌঁছুচ্ছে—ততদিন সমাজ বিপ্লব হয় না। পুরাতন সমাজ যতক্ষণ না তার অগ্রগতির শক্তি নিঃশেষে ক্ষয় করে দিচ্ছে, ততদিন তার ধ্বংস হবার সম্ভাবনা নেই।" এই হল অতি সংক্ষেপে মার্কসের সমগ্র অনুসন্ধানের মূল সূত্র ("guiding line of studies.")

(ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা)

বৎসর এপ্রদেশে যেরূপ বেশী সংখ্যক কোম্পানী গঠিত হয় সেরূপ প্রতি বৎসর বেশী সংখ্যক কোম্পানীর কার্য্যও বন্ধ হইয়া থাকে। ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলায় ১১১টি কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ২১৪টি কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে। এইরূপ বেশী সংখ্যায় কোম্পানী ফেল পড়ায় আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলায় ৬৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা পরিমাণ আদায়ী মূলধন নষ্ট হইয়াছে।

কাজেই ১৯৪০-৪১ সালে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা আলোচনা করিলে যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে শিল্প ব্যবসায়ের কোন উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকার সমর-সরঞ্জাম নির্ম্মাণের উপর জোর দিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলে কতিপয় শ্রেণীর শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে সাময়িকভাবে একটা উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্তরূপ সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভারতের লোক যে এই যুদ্ধের সুযোগে অন্য কোন দিক দিয়া ব্যাপক শিল্পোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তাহা খুবই সুস্পষ্ট।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বয়নশিল্প সম্পর্কে সরকারী নীতি

শিমলার ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব স্যার এইচ পি মোদী শীঘ্রই বোম্বাই গিয়া ভারতীয় বয়ন শিল্প কোন কোন বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হইবে কিনা, এতৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবেন। বলা হইতেছে যে, সরবরাহ বিভাগ টেণ্ডারের প্রথায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত পাইতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতেছে অথচ প্রয়োজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই সরবরাহ সচিবকে অবিলম্বে এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে যে বয়ন শিল্প সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে যেরূপ সদিচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, এই সদিচ্ছা কার্য্যতঃ প্রদর্শন করা হইবে।

বৃটেনে লবণাক্ত শূকর মাংস প্রেরণ

আগামী বার মাসের মধ্যে কানাডা গ্রেট বৃটেনে অপরাপর বিভিন্ন প্রকারের শূকর মাংসের খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত ৬০ কোটি পাউণ্ড লবণাক্ত শূকর মাংস প্রেরণেরও ভার লইয়াছে। এই চুক্তি যাহাতে পূর্ণ করা সম্ভবপর হয়, তদুদ্দেশ্যে কানাডা বাসীদিগকে কতকটা আত্মত্যাগ করিয়া তাহাদের নিজেদের চাহিদা হইতে অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমাইয়া দিবার জন্য বলা হইতেছে।

কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা

বঙ্গীয় শিল্প জরিপ কমিটির কারিগরী শিক্ষা সাব-কমিটি বাঙ্গলা সরকারের নিকট যে অস্থায়ী রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সরকার কারিগরী শিক্ষার যে প্রদর্শনী দল খুলিয়াছেন, তাহা ভদ্রলোক শ্রেণীর যুবকদের উপযোগী হয় নাই। কুটীর শিল্পের কর্ম্মীরাই শুধু ইহা হইতে সাহায্য পাইতে পারে। কমিটি এই মর্ম্মে সুপারিশ করিয়াছেন যে, প্রদর্শনী দলের কার্য্যকলাপ কুটীর শিল্পের কর্ম্মীদের শিক্ষাদানের ব্যাপারেই নিবদ্ধ রাখা উচিত হইবে এবং ভদ্রলোক যুবকদের জন্য টেকনিক্যাল স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আসন্ন মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন

আগামী ১৭ই অক্টোবর নয়া দিল্লীতে যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়র তাহাতে যোগদানের জন্য বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির সভাপতিকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। বোম্বাই, আহমেদাবাদ, কোয়াম্বাটোর ও কাণপুরের মিল মালিক সমিতির নিকটও অনুরূপ আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। অপরাপর বিষয়ের মধ্যে কার্পাসজাত কাপড় ও সূতার দর নিয়ন্ত্রণের কথাও এই সম্মেলনে আলোচিত হইবে।

চা বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি

ভারতীয় টি এসোসিয়েশন ঘোষণা করিতেছেন যে, দেশীয় বাজারে চায়ের বিক্রয় কমাইবার পরিকল্পনায় স্বাক্ষরকারী চা-বাগানগুলির দেশীয় বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া, প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী চা-বাগানের উৎপন্ন চায়ের শতকরা পনর ভাগের পরিবর্ত্তে সতের ভাগ ধার্য্য করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল নিবারণ প্রচেষ্টা

এদেশে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল নিবারণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন দ্বারা কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য জনস্বাস্থ্য বিভাগের কেন্দ্রীয় পরামর্শ-দাতা বোর্ড একটি এড হক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কমিটিতে ব্যবসায়ী এবং অপরাপর সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকিবেন এবং আগামী শীতকালে দিল্লীতে উহার বৈঠক আরম্ভ হইবার আশা করা যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মনিয়োগ বোর্ড

১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মনিয়োগ বোর্ডের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, এই বৎসরে ২ শত ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এই বোর্ডের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। যখন এই বোর্ড প্রথম কার্য্য আরম্ভ করে, তখন যে সকল প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩টী। আলোচ্য বৎসরে ৫ শত ৫ জন প্রার্থীকে বোর্ড ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে ৪ শত ৮ জনের নাম রেজেষ্ট্রী করিয়াছিল। এই বৎসর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে ১৫৩ জনকে বিভিন্ন কর্ম্মে নিয়োগের জন্য অনুমোদন করিতে বোর্ডকে অনুরোধ করা হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরে বোর্ড ১১০ জনকে বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য অনুমোদন করিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে বোর্ড ১০৫ জনের কর্ম্ম সংস্থান করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে; ১৯৩৯-৪০ সালে ৮১ জনকে বোর্ড চাকুরী যোগাড় করিয়া দিয়াছিল।

মাৎগুড় হইতে গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদন

ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতি (ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চ) মাৎগুড় হইতে এক প্রকার গবাদি পশুর খাদ্য প্রস্তুত করিবার বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। বৎসরে ১০ লক্ষ মণ মাৎগুড় যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন চিনির কলগুলি হইতে প্রস্তুত হয়। অতএব এই পরিমাণ মাৎগুড় হইতে সুলভ মূল্যে গবাদি পশুর খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে।



প্রতিদিন ভোরবেলা থেকে লোকটি কল চালায়। আশ্চর্য এই যে যতই কাজের চাপ পড়ুক না কেন, ক্রমাগত কাজ করেও এর কর্মশক্তি আর একাগ্রতা কমে যায় না। এর কারণ,—লোকটি রোজ বেলা এগারোটায় এক পেয়ালা তাজা-করা গরম চা খেয়ে নেয়। আপনিও রোজ এগারোটার সময় মজুরদের চা দিয়ে দেখুন না তারা কেমন উৎসাহ ও মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে! শ্রমিকদের ক্লান্তি দূর করবার জন্য চায়ের মতো পানীয় আর নেই।

বেলা
এগারোটায়
চা খেলে
হারানো শক্তি
ফিরে
আসে



চা খেয়ে
ক্লান্তি দূর করুন

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত　　IK 166

৩

ভারতীয় জাহাজী শ্রমিকদের বাসস্থান

প্রকাশ, কলিকাতায় ভারতীয় জাহাজী শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশে চুরিডাকাতী প্রভৃতির সংখ্যা

প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশে ১৯৪০ সালে ডাকাতির সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে যুক্তপ্রদেশে ১ হাজার ২ শত ৭৫টী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪ শত ৯৯টী। ১৯৪০ সালে চুরির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩০ হাজার ৩ শতটী; পূর্ব্ব বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ৩ শত ১৪টী।

বিভিন্ন পাটকলে কার্য্যের সময়

সোমবার, ৬ই অক্টোবর, ভারতীয় পাটকল সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক বিশেষ বৈঠকে স্থির করা হইয়াছে যে, মজুদ মালের পরিমাণ ও জাহাজে মাল রপ্তানীর অধিকতর সুবিধার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া আগামী ১৩ই অক্টোবর তারিখ হইতে বিভিন্ন চটকলে কাজের সময় সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টা হইতে বাড়াইয়া ৫৪ ঘণ্টা করা হইবে।

কোচিন পোর্টের কার্য্যবিবরণী

১৯৪১ সালের ৩০শে জুন যে তিন মাস শেষ হইয়াছে, কোচিন পোর্টের সেই ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, এই সময়ে আমদানী এবং রপ্তানী বাবদ এই পোর্টের ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৫ শত ৩৭ টাকা আয় হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৮ শত ৪৪ টাকা। জাহাজ লাগান এবং মাল খালাস করার মাশুল বাবদ এই পোর্টের আয় হইয়াছে ১৯৪১ সালে ৩৫ হাজার ২ শত ৩৬ টাকা; ১৯৪০ সালে ২৪ হাজার ৭ শত ৩৩ টাকা এইরূপ মাশুল বাবদ আয় হইয়াছিল।

কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট

১৯৪০-৪১ সালের কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, হাওড়া পুলের সম্মুখ ভাগে যে ২৭ একর জমি আছে এবং যে ২॥০ মাইল রাস্তা আছে তাহা ক্রয় করিতে কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রায় ২ কোটী ৮৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা খরচ পড়িয়াছে। ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত জমি বিক্রয় করিয়া ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাইয়াছে। এণ্টালী অঞ্চলে ১২০ একর জমি এবং ৫ মাইল রাস্তার উন্নয়ন করিবার জন্য ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে জমি বিক্রয় করিয়া ২২ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে সর্ব্বসমেত জমি বিক্রয় বাবদ ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

প্রকাশ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তপশিলভুক্ত চার-পাঁচটি ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় কিনা তৎসম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য কিংবা উহাদের তপশিলভুক্ত হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ত্ত পূরণের জন্য উহাদের হিসাব দেখিবার ইচ্ছা জানাইয়া উহাদের নিকট অনুরোধসূচক চিঠি লিখিয়াছে। যদি কোন ব্যাঙ্ক হিসাবের খাতাপত্র দেখাইতে অসম্মত হয় কিংবা ইতস্ততঃ করে, তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যথাবশ্যক ক্ষমতা দিবার জন্য আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হইবে।

গ্রেট বৃটেনে যুদ্ধকালীন সঞ্চয়

বৃটিশ রাজস্ব সচিব স্যার কিংসলী উড্ গত ৬ই অক্টোবর লণ্ডনে এক ভোজ সভায় ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের সময় ব্যয় হ্রাস করিয়া টাকা বাঁচাইবার জন্য প্রচারকার্য্যের ফলে এক শত কোটি ষ্টার্লিং পাওয়া গিয়াছে। উপরোক্ত পরিমাণ অর্থসংগ্রহে বৃটেনের সমগ্র অধিবাসীকে জনপ্রতি ২০ ষ্টার্লিং-এর কিছু অধিক দিতে হইয়াছে। এই অর্থসংগ্রহ ১৯১৬ সাল হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত জনপ্রতি ৬ ষ্টার্লিং ৪ শিলিং হিসাবে মোট ২৭ কোটি ৪০ লক্ষ ষ্টার্লিং সংগ্রহের সহিত তুলনীয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিজ্ঞপ্তি

গত ৪ঠা অক্টোবরের ইণ্ডিয়া গেজেটে ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে যে, যাঁহাদের নিকট ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের নোট আছে, তাঁহাদিগকে ১৯৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বরের মধ্যে সেই নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নগদ টাকা লইতে হইবে। উক্ত তারিখের মধ্যে ঐ নোট জমা না দিলে উহার পরবর্ত্তী তারিখ হইতে তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে। যাঁহাদের নিকট ঐরূপ নোট আছে, তাঁহারা নির্দ্ধারিত তারিখের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিজ নিজ ব্যাঙ্কের মারফৎ উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট (কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, লাহোর অথবা দিল্লী আফিসে) জমা দিবেন এবং তৎসহ দুই প্রস্থ তালিকা পাঠাইয়া প্রত্যেক নোটের ক্রমিক নম্বর, মূল্য এবং কিরূপে উহা পাওয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কে ঘোষণা দাখিল করিবেন। নোটের মূল্য প্রতি পাউণ্ড ১৩৸০ আনা হিসাবে দেওয়া হইবে।

ভারত-ব্রহ্ম ইমিগ্রেশন চুক্তি

ব্রহ্মে যে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী গিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ভারত-ব্রহ্ম চুক্তির ফলে ভারত-ব্যাপী যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে, উক্ত চুক্তির আগাগোড়া সংশোধন এবং ব্রহ্মে ভারতীয়দের মৌলিক দাবীসমূহ পূরণ ব্যতীত উহা দূরীভূত হইবে না। প্রতিনিধিমণ্ডলী গত ২৪শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে স্যার গিরিজা শঙ্কর বাজপেয়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত স্মারকলিপিতে বর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়াছিলেন। উক্ত স্মারকলিপিতে আরও বলা হইয়াছে যে, এডহক কমিটির সদস্যগণের অভিমত এই যে, যে সমস্ত সর্ত্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারা যদি তৎসমুহ পূর্ব্বে জানিতেন, তাহা হইলে চুক্তি ভাঙ্গিয়া দিবার উপদেশ দিতে দ্বিধা করিতেন না।

ভারত-ব্রহ্ম চুক্তি সংশোধনের দাবী

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটি স্পীকার শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত পরিষদের আগামী অধিবেশনে নিম্নলিখিত দুইটি প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ প্রদান করিয়াছেন :—(১) এই পরিষদ সপরিষদ বড়লাটের নিকট সুপারিশ করিতেছে যে, বাড়তি শ্রমিক ব্যতীত ভারতীয়দের অবাধ প্রবেশের অধিকার প্রদানের জন্য ব্রহ্ম সরকার যদি ভারত-ব্রহ্ম বসবাস সম্পর্কিত চুক্তি সংশোধনে সম্মত না হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম প্রবাসী ভারতীয়দের মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে গত ফেব্রুয়ারী মাসে যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার অবসান করিবার জন্য অবিলম্বে ভারত সরকারের নোটিশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। (২) এই পরিষদ সপরিষদ বড়লাটের নিকট সুপারিশ করিতেছে যে, আবশ্যকীয় খাদ্যাদি, বিশেষতঃ চাউল সম্পর্কে ভারতকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য ভারত সরকারের অবিলম্বে আবশ্যকীয় সন্তোষজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

চাউল রপ্তানী সম্পর্কে ব্রহ্ম সরকারের ঘোষণা

চাউল রপ্তানী সম্পর্কে ব্রহ্ম সরকারের ঘোষণার প্রতিবাদকল্পে এবং এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য গত ৮ই অক্টোবর বোম্বাইয়ে ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহলের চাউল ব্যবসায়ীদের এক যুক্ত সম্মেলন হইয়া গিয়াছে।

ষ্ট্যাণ্ডিং ইমিগ্রেশন কমিটি

গত ৬ই অক্টোবর স্যার জি এস বাজপেয়ীর সভাপতিত্বে ষ্ট্যাণ্ডিং ইমিগ্রেশন কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনে প্রায় সমস্ত সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। জানা গিয়াছে যে, সিংহল-ভারত মৈত্রী অনুসন্ধানমূলক আলোচনা সম্মেলনের রিপোর্ট সম্পর্কে এই অধিবেশনে আলোচনা হইয়াছে। গত ৭ই অক্টোবর তারিখে পুনরায় যে অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্ম-ভারত ইমিগ্রেশন চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সিন্ধুতে যুক্তনির্ব্বাচন প্রথা

স্বায়ত্ত-শাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে যুক্তনির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের কথা সিন্ধু সরকার বর্ত্তমানে আলোচনা করিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাবক্স ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, মিউনিসি-প্যালিটিসমূহে যুক্তনির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে আশাতিরিক্ত সুফল পাওয়া গিয়াছে।

সুক্কুর বাঁধের ঋণ পরিশোধ

সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর আলাবক্স ভারত সরকারের অর্থ-সচিব স্যার জেরেমী রেইস্ম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দীর্ঘ আলোচনা কালে সুক্কুর বাঁধের ঋণ পরিশোধ প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। প্রকাশ, খান বাহাদুর আল্লাবক্স ভারত সরকারের অর্থ-সচিবকে জানান যে, আগামী ১৯৪৩ সালের মধ্যে কোনমতেই সুক্কুর বাঁধের ঋণ পরিশোধ করা যাইবে না। পরবর্ত্তী কোন কালে এই পাওনা পরিশোধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যাহাতে অনুমতি দেন, সিন্ধু সরকার তাহার চেষ্টাই করিতেছেন।

উড়িষ্যা সরকারের শিল্প বিভাগ

উড়িষ্যা সরকারের শিল্প বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্যবিবরণীতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত বিভাগের কার্য্যাবলীর জন্য ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫ শত ৪৪ টাকা ব্যয় হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৩ শত ৮০ টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালে আয় হইয়াছে ২৭ হাজার ৫ শত ৬২ টাকা, পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ২৩ হাজার ৫ শত ৬৬ টাকা। আলোচ্য বৎসরে খাস গবর্ণমেণ্টের অধীনে ২টী এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত ৭টী শিল্পবিদ্যালয় বর্ত্তমান ছিল; পূর্ব্ব বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২টী এবং ৮টী। ১৯৩৯-৪০ সালে এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা হইতেছে ৩ শত ২৭ জন; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ ছাত্র সংখ্যা ৪ শত ১৫ জন ছিল। বর্ত্তমান বৎসরে সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত উড়িষ্যা প্রদেশের বাহিরে শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২০ জন; পূর্ব্ব বৎসরে অনুরূপ শিক্ষার্থী ছিল ২৬ জন। আলোচ্য বৎসরে ভারত সরকার তাঁত শিল্প উন্নয়নের জন্য ১৩ হাজার ৮ শত ৭০ টাকা উড়িষ্যা সরকারের শিল্প বিভাগকে সাহায্য করিয়াছেন।

অর্থ-নৈতিক সম্মেলন

ভারতীয় অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশন ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বোম্বাইতে আরম্ভ হইবে এবং এই অধিবেশনের কার্য্য চার দিন পর্য্যন্ত চলিবে। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস এই সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ জে, পি, নিয়োগী এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে কলকব্জা রপ্তানী

১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৬ কোটী ৪৩ লক্ষ ডলার মূল্যের কলকব্জা বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে। এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ গত বৎসরের আগষ্ট মাসের তুলনায় শতকরা ৫৮ ভাগ বেশী।

দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্য

ভারতীয় জনগণের দুর্ভিক্ষ সাহায্য প্রতিষ্ঠানের (ইণ্ডিয়ান পিপল্স্ ফেমিন ট্রাষ্ট) পরিচালকবৃন্দ বাংলার জন্য ৪০ হাজার টাকা, পাঞ্জাবের জন্য ৯০ হাজার টাকা এবং আসাম প্রদেশের জন্য ২০হাজার টাকা দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত সাহায্যের এক বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়াছেন।

প্রেস টেলিগ্রামের মাশুল হ্রাস

১৯৪১ সালের ১লা অক্টোবর হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীন দেশসমূহে প্রেস টেলিগ্রাম প্রেরণের মাশুল প্রতি শব্দে ২॥০ পেন্সের স্থলে কমাইয়া ১ পেনী করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মদেশে এবং এডেনে প্রেস টেলিগ্রাম প্রেরণের মাশুল সাময়িকভাবে বর্ত্তমান হারে বহাল থাকিবে।

সিন্ধু সরকারের আয় ব্যয়

১৯৪০-৪১ সালের সিন্ধু সরকারের যে আয় ব্যয়ের হিসাব বাহির হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে ১৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাবদ উদ্বৃত্ত আয় হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ৫ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা আয় এবং ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৫ কোটি ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। রাজস্ব বাবদ আয়ের মধ্যে ভূমি রাজস্বের আয় হইতেছে ২ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। সিন্ধু সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আয়করের প্রাপ্ত অংশ বাবদ ৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা পাইয়াছেন। সিন্ধু সরকারের পঞ্চবার্ষিকী রাস্তা নির্ম্মাণ পরিকল্পনার জন্য ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ব্রহ্ম সরকারের তুলা নিয়ন্ত্রণ

ব্রহ্ম সরকার তুলার দর যাহাতে পড়িয়া না যায়, সেইজন্য তুলা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার জন্য ব্রহ্ম সরকার যাহাতে ব্রহ্মদেশীয় সমস্ত তুলার ফসল ক্রয় করিতে এবং যাহাতে উপযুক্ত মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

বড়লাটের কার্য্যকাল বৃদ্ধি

ভারতের বড়লাট লর্ড লিংলিথগোর কার্য্যকালের মেয়াদ ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

বর্দ্ধমান বিভাগে জল সরবরাহের ব্যয়

১৯৩৯-৪০ সালে বর্দ্ধমান বিভাগের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল এলাকায় জলসরবরাহের জন্য ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত ২৬ টাকা খরচ হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮ শত ৩৯ টাকা।

বোম্বাই পোর্টের আয় বৃদ্ধি

বোম্বাই পোর্ট ট্রাষ্টের ১৯৪০-৪১ সালের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত পোর্টের ৩৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত আয় হইয়াছে। এই পোর্টের মারফত ১৯৪০-৪১ সালে (গবর্ণমেণ্টের সহিত কাজকারবার বাদ দিয়া) ১ শত ৩৬ কোটী টাকার বাণিজ্য হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১ শত ৩৮ কোটী টাকা। আলোচ্য বৎসরে এই পোর্টের ২ কোটী ৬৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা আয় এবং ২ কোটী ২৯ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বিহার প্রদেশের রাস্তাঘাট

বিহার প্রদেশে বর্ত্তমানে পূর্ত্তবিভাগের অধীনে ১ হাজার ৭ শত মাইল এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা নির্ম্মিত ৩৩ হাজার মাইল রাস্তা আছে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অধীনে যে পরিমাণ রাস্তা বিদ্যমান আছে, তাহার মধ্যে মাত্র ২ হাজার ৭ শত মাইল পাকা রাস্তা।

কানাডা হইতে গ্রেট বৃটেনে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ

গম ও ময়দা ব্যতীত ১ শত ৮৩ কোটী পাউণ্ড মূল্যের বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য বর্ত্তমান যুদ্ধের দুই বৎসরের মধ্যে কানাডা হইতে গ্রেট বৃটেনে প্রেরিত হইয়াছে। এই সকল খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রধান প্রধান জিনিষ হইতেছে শূকরের মাংস, পনীর, আপেল, ডিম এবং টমাটো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রলের অভাব

১৫ কোটী ডলার ব্যয়ে বিমাপোত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিশোধিত পেট্রোল উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে একটি পরিকল্পনার বিষয় বিবেচিত হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগ ৬ লক্ষ ব্যারেল পেট্রল কিনিবার জন্য যে মতলব করিয়াছিল, তাহা কৃতকার্য্য হয় নাই। প্রয়োজনানুরূপ পরিশোধিত পেট্রল পাইতে হইলে বর্ত্তমানের চেয়ে আরও ৫০টী পেট্রল শোধন কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে এবং বর্ত্তমানে দৈনিক ৪০ হাজার ব্যারেল বিশুদ্ধ পেট্রলের স্থানে ১ লক্ষ ২০ হাজার ব্যারেল বিশুদ্ধ পেট্রল উৎপাদন করিতে হইবে।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে ছাত্রমঙ্গল সমিতি আছে, তাহার ১৯৪০-৪১ সালের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯২০ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ১৯২০ সালে যে স্থলে শতকরা ৬৬ জন ছাত্র চিকিৎসাধীনে থাকিত, সে স্থলে ১৯৪০ সালে শতকরা ৪৫ জন ছাত্রের চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ৩ হাজার ৪৬ জন ছাত্রছাত্রীর ডাক্তারী পরীক্ষা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬৬১ জন কলেজের ছাত্র, ২ হাজার ১ শত ৫ জন স্কুলের ছাত্র এবং ২৮০ জন স্কুল এবং কলেজের ছাত্রী। যে সকল ছাত্রের জন্য চিকিৎসার দরকার হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৪৫.৭ ভাগ। ১৯৩৯ এবং ১৯৩৮ সালে এইরূপ ছাত্রের সংখ্যার হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৪৯.৩ এবং ৪৩.৪ ভাগ।

অষ্ট্রেলিয়ার বাজেট

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার ব্যবস্থা পরিষদে যে বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে ৩২ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ের একটী বরাদ্দ আছে। ইহার মধ্যে যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ২১ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ধরা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য যে ব্যয় হইবে তাহার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার জন্য ১৬ কোটী পাউণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার বাহিরে যে সকল অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য আছে, তাহাদের জন্য ৫ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করা হইবে। যুদ্ধরত সৈনিকদের বর্দ্ধিত বেতন বাবদ ৬০ লক্ষ পাউণ্ড লাগিবে।

সমর ঋণ

১৯৪১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা বাবদ ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৫০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮ শত টাকা। ১৯৪১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বিনাসুদী দেশরক্ষা ঋণ বাবদ ২ কোটী ৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, ৩ টাকা সুদের দেশরক্ষা ঋণ বাবদ ৩৭ কোটী ৯১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা এবং দশ বাৎসরিক মেয়াদী পোষ্ট অফিস মারফত ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ৩ কোটী ৬৭ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪০ সালের জুন মাস হইতে ১৯৪১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা ঋণ বাবদ সর্ব্বসমেত মোট ঋণ প্রাপ্তির পরিমাণ হইতেছে ৮৮ কোটী ৯৮ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গ্রেট বৃটেনে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ

প্রকাশ, ১৯৪২ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গ্রেট-বৃটেনে যে পরিমাণ পণির এবং ছানা প্রেরণ করিতে হইবে, তাহাতে ৫ শত কোটি পাউণ্ড দুগ্ধের দরকার হইবে। ইহা ছাড়া ১৫০ কোটী পাউণ্ড শূকরের মাংস ও শূকরের চর্ব্বি, ৫০ কোটী ডজন মুরগীর ডিম এবং ১ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মুরগীর মাংস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বৃটেনে প্রেরিত হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ২৭শে অক্টোবর নিউইয়র্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে আরম্ভ হইবে। নিম্নলিখিত দেশসমূহ তাহাদের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন:—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, গ্রেট বৃটেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, নরওয়ে, গ্রীস, ভারতবর্ষ, লাক্সেমবার্গ মেক্সিকো, নিউজিল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ভেনজুলিয়া, নেদারল্যাণ্ড এবং জুগোশ্লোভিয়া।

শ্রীযুত মুকুল গুপ্তের পদোন্নতি

শ্রীযুত মুকুল গুপ্ত বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগের অতিরিক্ত সহকারী ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। যাহাতে বাংলা দেশের কুটীর শিল্পসমূহ যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি অধিক পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হয়, তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিবার জন্য শ্রীযুত মুকুল গুপ্তকে এই পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

বাংলার সংক্রামক ব্যাধির খতিয়ান

১৯৪১ সালের ৩০শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাংলা দেশে ৫৩৪ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে নোয়াখালী জেলায় কলেরায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা হইতেছে ২৭৯ জন এবং বীরভূম জেলায় ৯৯ জন। আলোচ্য সপ্তাহে কলেরা রোগে বাংলা দেশে ২৭২ জনের মৃত্যু হইয়াছে—ইহার মধ্যে নোয়াখালী জিলায় মৃত্যুর সংখ্যা ১৪৭ জন। দার্জ্জিলিংএ আলোচ্য সপ্তাহে ৯৩ জনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল।

পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪০-৪১ সালে পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ২ কোটী ৯৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টন দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইক্ষুচিনির পরিমাণ হইতেছে ১ কোটী ৮৫ লক্ষ ৫২ হাজার টন এবং বিট চিনির (বিট প্লালং হইতে উৎপন্ন চিনি) পরিমাণ ১ কোটী ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টন। পূর্ব্ব বৎসরে মোট চিনি উৎপাদনের পরিমান ছিল ৩ কোটী ৪ লক্ষ ২৩ হাজার টন (ইক্ষু চিনি ১ কোটী ৯৩ লক্ষ ৯ হাজার টন এবং বিট শ্রেণী ১ কোটি ১১ লক্ষ ১৪ হাজার টন)। কিউবায় ১৯৪১ সালের ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত লুইসিয়ানায় ১৯৪০-৪১ সালে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ লক্ষ ১০ হাজার টন, পূর্ব্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টন। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ১৯৪০ সালে ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার টন চিনি এবং ১৯৩৯ সালে ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে পোর্টো-রিকোতে ৮ লক্ষ ১১ হাজার টন এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ৯ লক্ষ ১০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ডমিনিকান গণতন্ত্র এবং আর্জ্জেনটাইনায় যথাক্রমে ১৯৪০-৪১ সালে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টন এবং ৪ লক্ষ ৯২ হাজার টন; পূর্ব্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টন এবং ৫ লক্ষ ১৪ হাজার টন। ১৯৪০-৪১ সালে ব্রাজিল, জাভা, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১২ লক্ষ ৮৩ হাজার টন, ১৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টন, ১০ লক্ষ ১২ হাজার টন, ১০ লক্ষ ৮৭ হাজার টন, ৮ লক্ষ ৪ হাজার টন, এবং ৫ লক্ষ ১২ হাজার টন। ১৯৪০-৪১ সালে ইয়োরোপের (জার্ম্মানী, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, বোহেমিয়া মোরেভিয়া বাদ দিয়া) বীটচিনির উৎপাদন হইতেছে ৫৫ লক্ষ ২৭ হাজার টন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মোট চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ ৮২ হাজার টন।

ভারতের কাপড়ের কলে তুলার ব্যবহার

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে বৃটীশ ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯০ বেল তুলা (৪০০ পাউণ্ডে এক বেল) এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের কাপড়ের কলে ৫৮ হাজার ৩১ বেল তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভারত এবং ব্রহ্মে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা

ভারত সরকারের কৃষিজাত পণ্যাদির বাজার সংক্রান্ত পরামর্শদাতা ভারত এবং ব্রহ্মে চাউলের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, কয়েক বৎসর যাবৎ আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে চাউল তৃতীয় এবং গম ও জনার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। জনবহুল দেশগুলিই চাউল বেশী আমদানী করে, কারণ ঐসকল দেশে যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়, তাহা তত্রত্য অধিবাসিদের আহারাদির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। গত দশ বৎসরে ভারত গড়পড়তায় প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ টন চাউল আমদানী করিয়াছে। ব্রহ্ম, শ্যাম এবং ইন্দোচীন হইতে প্রধানতঃ চাউল রপ্তানী হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী করে। ব্রহ্মদেশে যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়, তাহার তিন ভাগের প্রায় দুইভাগ পরিমাণ চাউল বিদেশে চালান যায় এবং সাধারণতঃ ইহার প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ চাউল ভারতে রপ্তানী হইয়া থাকে। ব্রহ্মের রপ্তানী বাণিজ্যের মোট মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ চাউল রপ্তানীর মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় ৭৬ কোটী ২৬ লক্ষ একর, অর্থাৎ মোট আবাদী জমির শতকরা ১৮ ভাগ জমিতে ধানের চাষ হইয়া থাকে। বাঙ্গলা, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং আসামেই প্রধানতঃ ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এক বাংলাদেশেই ২১ কোটিরও অধিক একর জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। ১৯২৭-২৮ সাল হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত ভারতে বৎসরে মোট ২৯ কোটী টন ধান উৎপন্ন হইয়াছে। গড়-পড়তা প্রতিমণ ধানের মূল্য ৩।০ টাকা হিসাবে ধরিলে মোট উৎপন্ন ধানের মূল্য ২ শত ৭৬ কোটী টাকা হইবে। ইহার মধ্যে শতকরা ৮৮ ভাগ পরিমিত ধান বৃটীশ ভারতে এবং অবশিষ্ট ১২ ভাগ দেশীয় রাজ্যসমূহে উৎপন্ন হইয়াছে। জগতের যে সকল দেশে সর্ব্বাধিক পরিমাণে ধান হয়, তাহাদের মধ্যে ভারতের স্থান দ্বিতীয়, ১৯৩৫-৩৬সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত ভারতে প্রতি বৎসরে প্রায় ১৩ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার চাউল আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে যে দশ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ব্রহ্মদেশে বাৎসরিক ৪৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে শতকরা ১৭ভাগ ব্রহ্মবাসিগণ নিজেদের প্রয়োজনে ও বীজের জন্য রাখিয়া দিয়াছে, বাকী ৮৩ ভাগ বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছে। ১৯৩১-৩২ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্য্যন্ত প্রতিবৎসরে গড়পড়তায় যথাক্রমে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন ধান এবং ২৯ লক্ষ ৩০ হাজার টন চাউল ব্রহ্ম হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ভারতে বৎসরে প্রায় ২ কোটী ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল ব্যবহৃত হয়। সমগ্র ভারতে লোকপিছু বৎসরে প্রায় ১৮১ পাউণ্ড চাউল লাগে। বাংলাদেশে চাউল লাগে মাথাপিছু বৎসরে প্রায় ৩৪৪ পাউণ্ড। ব্রহ্মদেশে গড়পড়তায় যে ৪৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন ধান উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টন ধান বীজের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ব্রহ্মদেশবাসীদের প্রয়োজনে ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার টন চাউল লাগে। অবশিষ্ট ৩০ লক্ষ ৮০ হাজার টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়। ব্রহ্মদেশে লোকপিছু বৎসরে ২৩১ পাউণ্ড চাউল লাগে। বর্ত্তমানে উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বিক্রয় কেন্দ্রে চাউল মজুদ করিবার ব্যবস্থার ফলে উৎপাদনকারিদিগের বৎসরে প্রায় ২০ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানী

ব্রহ্ম সরকারের সম্প্রতিক চাউল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য বোম্বাইয়ে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম এবং সিংহলের বিশিষ্ট চাউল ব্যবসায়ীদের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ৩৫ জনেরও বেশী প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৪ জন হইতেছেন ব্রহ্মদেশের প্রতিনিধি। ভারতীয় চাউল ব্যবসায়িগণ ব্রহ্মদেশের চাউল ব্যবসায়ে শতকরা ৫০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং ভারতীয়গণ ব্রহ্মদেশের প্রায় ৫০টি চাউল ছাটাই কলের মালিক। ইহা ছাড়া ভারতীয়গণ ব্রহ্মদেশের ধানের জমিতে ৬০ কোটি টাকারও বেশী লগ্নী করিয়াছেন। এই বৈঠকে একটী গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে ব্রহ্ম সরকার যে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মূল ভিত্তি হইতেছে ব্রহ্মদেশের চাউল রপ্তানী ব্যবসায় হইতে ভারতীয়দের উচ্ছেদ করা। এই পরিকল্পনা যাহাতে কার্য্যকরী করা না হয় তজ্জন্য ব্রহ্মসরকারের নিকট আবেদন জানান হইয়াছে। অপর একটী প্রস্তাবে ব্রহ্মদেশের চাউল ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে এই বৈঠক কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটীর নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করেন।

সমগ্র বাঙ্গলার মোট জন সংখ্যা

বাঙ্গলার সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আর এ ডাচ্ আই-সি-এস গত ১০ই অক্টোবর সাংবাদিকদের নিকট জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুসারে কুচবিহার এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যা সহ সমগ্র বাঙ্গলার লোক সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার। ঐ দেশীয় রাজ্য দুইটির লোক-সংখ্যা বাদে এই প্রদেশের বৃটিশ শাসিত অঞ্চলের লোকসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৩ লক্ষ। বৃটিশ শাসিত বাঙ্গলার মুসলমানদের সংখ্যা এবার মোট ৩ কোটি ৩০ লক্ষ হইয়াছে। গত আদমসুমারীর তুলনায় এবার এই সম্প্রদায়ের জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২০ জন। এবার হিন্দুদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার। হিন্দুদের এই সংখ্যার সঙ্গে ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার উপজাতীয় হিন্দুকেও ধরা হইয়াছে। হিন্দুদের লোকসংখ্যা গতবারের তুলনায় এবার শতকরা ২২ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান লোকগণনা অনুসারে বাঙ্গলায় মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়াইল শত করা ৫৪'৭৩ জন এবং হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪৩'৮ জন। গতবারের হার ছিল যথাক্রমে ৫৪'৮৭ জন এবং হিন্দু ৪৩'০৪ জন।

বাংলার যৌথ কোম্পানী

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে ১কোটী ৯৩লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুমোদিত মূলধনসম্বলিত ৪৩ টী যৌথ কোম্পানী বাংলাদেশে রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

১৯৪০ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির গত ১৯৪০ সালের রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ১৯ হাজার ৮৪১টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ১৫ হাজার ৯২৯টি প্রস্তাবে কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত এবার ২ কোটি ৮২ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। ফলে কোম্পানীর চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। পূর্ব্বে এই কোম্পানীর বাৎসরিক নূতন বীমার পরিমাণ ৩ কোটি টাকার উপর পৌছিয়াছিল। সেই হিসাবে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিয়া একটা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় ইতিমধ্যে দেশে অনেক বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় 'হিন্দুস্থান' যে উহার নূতন বীমার পরিমাণ পৌনে তিন কোটি টাকারও উর্দ্ধস্তরে বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে উহার উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তাই সূচিত হইতেছে।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৮৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ও দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ১২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা লইয়া কোম্পানীর ৯৬ লক্ষ টাকার উপর আয় দাঁড়ায়। এবার পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা, পলিসির মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বাবদ ১০ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা দাবী হয়। এজেন্টদের কমিশন বাবদ কোম্পানী ৬ লক্ষ ৭১৮ টাকা ব্যয় করে। কার্য্য-পরিচালনা ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত কয়েক বৎসর 'হিন্দুস্থানে'র নূতন বীমার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু উহার ব্যয়ের হার না বাড়িয়া বৎসর বৎসরই তাহা কমিয়া আসিতেছে। আলোচ্য বৎসরে তাহা শতকরা ২৬·৩ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। ব্যয়ের হারের এই কমতি কোম্পানীর পরিচালকদের বিবেচনাসম্মত কার্য্যনীতির পরিচায়ক।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৪ কোটি ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। উহার বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল, তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ৪০ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪০৮ টাকা, বৃটিশ ভারতে জমি বাড়ী বন্ধকে দাদন ২৬ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা, ভারত সরকারের সিকিউরিটি ৮৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা, প্রাদেশিক সরকারসমূহের সিকিউরিটি ২০ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্ট ট্রাষ্ট ও ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৩৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, ভারতীয় রেলওয়ে ডিবেঞ্চার ও শেয়ার ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, বিভিন্ন ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, ভারতে জমি বাড়ী ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩০ লক্ষ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ হইতে 'হিন্দুস্থানে'র তহবিল যে ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত আছে তাহা বুঝা যায়। এই কোম্পানীর তহবিল কোন এক শ্রেণীর সিকিউরিটিতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া নানা শ্রেণীর সিকিউরিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে। উহার ফলে কোন এক দিক দিয়া সাময়িকভাবে কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা গেলেও কোম্পানীর আর্থিক সংস্থিতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা নাই বলা চলে। তাহা ছাড়া কোম্পানী ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকার একটি ক্ষয়পূরণ তহবিল ও ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার একটি বাড়ী-ঘরের ক্ষয়পূরণ তহবিল গড়িয়া তোলায় কোম্পানীর দাদনী টাকার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দুস্থান বাঙ্গালীর ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার গৌরব নিদর্শন। আমরা এই সুপরিচালিত ও নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ন্যাশনেল কেমিক্যাল এণ্ড সণ্ট ওয়ার্কস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

বাঙ্গলা দেশে সম্প্রতি যে কয়েকটি নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়া সুসঙ্কলিত-ভাবে লবণ প্রস্তুত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তন্মধ্যে ন্যাশনেল কেমিক্যাল এণ্ড সণ্ট ওয়ার্কস্ লিমিটেড অন্যতম। এই কোম্পানী বর্ত্তমানে চিল্কা হ্রদের গুরুবাইতে অবস্থিত পুরাতন সরকারী কারখানা ও মাদ্রাজের নোপদাস্থিত কারখানা লইয়া লবণ তৈয়ারের কার্য্য চালাইতেছে। সম্প্রতি কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা যায় এ বৎসর কোম্পানী নূতন জমি-বাড়ী ও যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি করিয়া কারখানা দুটিকে অধিকতর সুসজ্জিত ও উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর কারখানার জমি ও বাড়ীর মূল্য ছিল ৫ হাজার ২৫৯ টাকা। আলোচ্য বৎসরে নূতন বিধিব্যবস্থার ফলে তাহা বাড়িয়া ১০ হাজার ৬৪০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এ সমস্তই কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য ক্রমিক উন্নতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বৎসরে লবণ বিক্রয় ও অন্যান্য দফায় ন্যাশনেল ক্যামিকেল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস্ লিমিটেডের মোট ৪১ হাজার ৯০০ টাকা আয় হয়। ঐ টাকা হইতে বিভিন্ন দিকের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বৎসর শেষে কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায়২ হাজার ৪৫ টাকা। ঐ টাকা হইতে কোম্পানী এবার অংশিদারদিগকে শতকরা সোয়া ছয় টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা স্থির করিয়াছেন। কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ ও বিশেষ করিয়া ডিরেক্টর মিঃ কে এম চক্রবর্ত্তী নিজেদের ন্যায্য পারিশ্রমিক ত্যাগ করিয়া কোম্পানীকে উহার প্রাথমিক অবস্থায় বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদের সকল প্রকার চেষ্টা যত্নের ভিতর দিয়া কোম্পানীটি দিন দিনই উন্নতির পথে অগ্রবর্ত্তী হইবে এরূপ আশা খুবই করা যাইতে পারে। ৫ নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্ ক্লাইভ ষ্ট্রীট-এ কলিকাতায় ন্যাশনেল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস্ লিমিটেডের রেজিষ্টার্ড অফিস অবস্থিত।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

রিসার্চ্চ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সি ঘোষ। রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধাদি বিক্রেতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৯১ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

গোপালনগর এগ্রিকালচারেল ডেভেলপ্মেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সি আচার্য্য। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা কৃষি ও বাগান পরিচালনা। রেজিষ্টার্ড আফিস—আসানসোল।

গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি পি খৈতান। অনুমোদিত মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা কাঁচের জিনিস নির্ম্মাণ। রেজিষ্টার্ড আফিস ৮ নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

ইষ্টার্ণ পেপার মিলস্ লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস্ ন্যাশনেল ইউনিয়ন ইণ্ডাষ্ট্রী লিঃ। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা কাগজ প্রস্তুত।

কালীগঞ্জ সুগার মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পান্নালাল কোঠারী। অনুমোদিত মূলধন ৪ লক্ষ টাকা। ব্যবসা চিনির কল পরিচালনা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৬৮বি কটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ডি খৈতান এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শ্রীগোপাল খৈতান। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। মার্চ্চেন্টস্, ব্রোকার্স এণ্ড ফিনান্সিয়ার্স। রেজিষ্টার্ড আফিস ৪৩ নং ক্যাকারিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সৈকা ফার্টিলাইজার্স লিঃ—ডিরেক্টরস রায় সাহেব মহাদেও প্রসাদ ও মিঃ জি ভি সৈকা। ব্যবসা রাসায়নিক সার ও ঔষধাদি প্রস্তুত। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ২৮এ পুলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রায় কোম্পানী (ঢাকা) লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পরেশনাথ রায়। অনুমোদিত মূলধন ১৫ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস নবাবপুর ঢাকা।

মাণ্ডোরা ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ চৌথমল সরফ্। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। ব্যবসা সকল প্রকারের বস্ত্র ও সূতা বিক্রয়। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৭৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

নিউ কন্‌ষ্ট্রাকসন্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কালিপদ সরকার। বিল্ডার্স, ইঞ্জিনিয়ার্স ও কণ্ট্রাক্টর্স। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১০ নং যদু মুখার্জ্জি লেন, কলিকাতা।

রমা ফিসারিজ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সি সরকার। মাছ, হাঁস ও মুরগী পালন ও বিক্রয়ের ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা।

বেঙ্গল বোর্ড মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস্ কে মিত্র। ব্যবসা কাগজ বিক্রয়। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ২২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইকনমিক ডেভেলপ্মেণ্ট এসোসিয়েসন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নবজীবন ব্যানার্জ্জি। ব্যবসা জমি, বাগান ও মাছের কারবার প্রভৃতি ক্রয় ও বিক্রয়। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৪৪পি থিয়েটার রোড, কলিকাতা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এলায়েন্স জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১২॥০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৭॥০ আনা। **ক্রেগ্ জুট মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। **ইউনিয়ন কোল কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয়মাসের হিসাবে শতকরা ১২॥০ আনা। পূর্ব্ব ছয়মাসেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কালাপাহাড়ী কোল কোং লিঃ**—গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৩৫০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। **ক্যালকাটা হাইড্রলিং প্রেস্ কোং লিঃ**—গত চলতি ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে শতকরা ৭॥০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। **দেওলী কোল্ কোং লিঃ**—গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয়মাসের হিসাবে শতকরা ২॥০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **আমেদাবাদ এডভান্স মিলস লিঃ**—গত চলতি ১৯৪১ সালের জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ১০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৮ টাকা।



বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১০ই আক্টোবর।

কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে পূজার ছুটীর পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়াছিলাম অবস্থা প্রায় তদ্রূপই রহিয়াছে। একটানা মন্দার ভাব এখনো কাটিয়া উঠে নাই। টাকার অত্যধিক স্বচ্ছলতা দেখা যায়। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার নামমাত্র ধার্য্য থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্বের মতই টাকার বাজারে কোনরূপ আগ্রহের ভাব দেখা যায় নাই।

এ বারের টাকার বাজারের আলোচনায় তিন মাসের মেয়াদী ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যপ্রদেশ ও বেরার গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগামী ১৩ই অক্টোবর তিন মাসের মেয়াদী ৫০ লক্ষ টাকার মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে।

টাকার বাজারের তুলনায় বিনিময় বাজারের অবস্থা আশাপ্রদ ও উন্নত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য আলোচ্য সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহে মন্দার ভাবই বিদ্যমান ছিল। যাহা হউক, বাজারে ষ্টার্লিং রপ্তানী বিলের আমদানী দেখা গিয়াছিল; ডলার রপ্তানী বিলের পরিমাণও বেশ সন্তোষজনকই ছিল। অবশ্য রপ্তানী বিলের ক্ষেত্রে এরূপ কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হইলেও আমদানী বিলের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই।

গত ৭ই অক্টোবর তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸৬ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৸৩ পাই দরের গড়পড়তা শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর টেণ্ডারসমূহ গৃহীত হয় নাই। যে মোট ২ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে, তাহার সুদ ধার্য্য হইয়াছে বাৎসরিক শতকরা ॥৵৭ পাই।

আগামী ১৪ই অক্টোবর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে, তাহাদিগকে আগামী ১৭ই অক্টোবরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাবলী পূর্ব্ববৎ।

গত ২রা অক্টোবর তিন মাসের মেয়াদী ৭৫ লক্ষ টাকার বেঙ্গল ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৸৩ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৸০ আনা দরের গড়পড়তা শতকরা ৩৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। উহার নিম্নতর টেণ্ডারসমূহ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। মোট গৃহীত ৭৫ লক্ষ টাকার বার্ষিক শতকরা সুদ ॥৴১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৩রা অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৭০ কোটি ৪২ লক্ষ ৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৬৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫২ কোটি ৫৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১৩ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৯ কোটি ৬০ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি ১৫ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ কোটি ৯০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানতের মোট পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা এবং ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা এবং ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫ ১/২ ১/১৬ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫ ১/২ ১/১৬ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬ ১/৪ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর

শারদীয় পূজার দীর্ঘ অবকাশের পর কলিকাতা শেয়ার বাজার গতকল্য পুনরায় খুলিয়াছে। আশা করা গিয়াছিল যে দীর্ঘদিন ছুটীর পরে শেয়ার বাজারের কাজকারবার আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হইবে এবং ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু

তাহা হয় নাই। শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা শৈথিল্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজ করিতেছে। নানারূপ গুজব বাজারে প্রচারিত হওয়ার জন্য এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বরণাঙ্গণে রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধপরিস্থিতি রাশিয়ার পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল হওয়ার সংবাদ, জাপানের বর্ত্তমান যুদ্ধে যোগদান করার সম্ভাবনার গুজব এবং উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতে কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় ও বিমান আক্রমণের মহড়ার জন্য শেয়ার বাজারের সর্ব্বত্র আশঙ্কার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। এমন কি আয়কর এবং অতিরিক্ত মুনাফাকর সম্বন্ধায় আইন সংশোধনের যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহার জন্যও অনেকে মনে করিতেছে যে আয়ের উপর অতিরিক্ত হারে কর বসান হইবে এবং এই ব্যাপারেও অনেকে শেয়ার ক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। এই সকল নানা কারণে শেয়ার বাজারে নিকট ভবিষ্যতে কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে অতি সামান্য কাজকারবার হইয়াছে। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬৲ টাকায় এবং ৩৲টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮২॥৶০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। মেয়াদী ঋণ সমূহের মধ্যে ১৯৪৬ সালের ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৲ টাকা, ৩৲ সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৵০ আনা, ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৩।/০ আনা, ৪৲ সুদের ১৯৪৩ সালের কাগজ ১০৩৸৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০॥০ আনা, ৪॥০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৪॥/০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১/০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে মোটামুটী ভাল কাজ-কারবার হইয়াছে। কাণপুর টেক্সটাইল ৯॥৶০ আনা, বাউরিয়া ৩৫২৲ টাকা, ডানবার ২৫২॥০ আনা, এলগিন মিল ২৭॥০ আনা এবং কেশোরাম ৮॥৶০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় এ সপ্তাহে কম হইয়াছে। এমালগামেটেড ২৭।০ আনা, বেঙ্গল ৩৮৪৲ টাকা, পেঞ্চভেলী ৩৪৸০ আনা, রাণীগঞ্জ ৩১॥ আনা এবং ইউনিয়ন ৩২৸৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের কাজকারবারের অবস্থায় স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। হাওড়া ৫৭।০ আনা, এলায়েন্স ৩৪৬৲ টাকা, ইণ্ডিয়া ৩৮৩৲ টাকা, বেঙ্গল জুট ১৮৸৵০ আনা, ক্লাইভ ২৮৸৵০ আনা, ফোর্টগ্লষ্টার ৫৭০৲ টাকা, হুকুমচাঁদ ১৩॥৵০ আনা, কামারহাটী ৫২২৲ টাকা, নস্করপাড়া ২০॥০ এবং সুরা ১২॥০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এ সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান এণ্ড ষ্টিল করপোরেশনের শেয়ারের দর বিশেষভাবে নামিয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল করপোরেশনের শেয়ারের দর ছিল যথাক্রমে ৩৩৵০ আনা এবং ২০৵০ আনা। বার্ণ এণ্ড কোং ৪১০৲ টাকা, বেথওয়েট ৯৸০ আনা, ভারতীয় ষ্টিল ১৭৸৵০ আনা, ইণ্ডিয়ান গ্যাল-ভেনাইজিং ৩১॥০ আনা এবং ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ৯॥০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় ছিল। বুলাণ্ড ২২।০ আনা, চম্পারণ ১৭।৵০ আনা এবং কাণপুর ২৪॥/০ আনায় কাজকারবার হইয়াছে।

চা-বাগান

এ সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারের ভালরূপ চাহিদা ছিল। বিশ্বনাথ ২৮।০ আনা, হন্তপাড়া ৪০৫৲ টাকা, হাসিমারা ৪৮।০ আনা এবং পেট্রোকোলা ৯৫৫৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৪॥৵০ আনা, বরারি কোক ২৮॥০ আনা, ক্যালকাটা ট্রাম ১৭॥০ আনা, ইণ্ডিয়ান কেবলস ২৭৸০ আনা, ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৬০৲ টাকা, টীটাগড় পেপার ২২॥০ আনা, ওরিয়েণ্ট পেপার ১৬।৵০ আনা এবং বুরোয়া টীম্বার ১৯।৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯ই অক্টোবর—৮২॥৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৯ই অঃ—১০২৲ ; ১০ই—১০২৵০ ১০২৶০। ৩৲ সুদের ঋণ(১৯৬৩-৬৫) ৯ই অঃ—৯৫৵০ ৯৫৶০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯ই অঃ—৯৬৲ ৯৬৵০ ; ১০ই—৯৬৲। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯ই অঃ—১০৩।/০। ৪৲ সুদের (১৯৪৩) ৯ই অঃ—১০৩৸০ ১০৪/০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯ই অঃ—১১০॥০। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ৯ই অঃ—১১৪॥/০ ; ১০ই—১১৪৸৵০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৯ই অঃ—১১১।০ ১১১॥০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৯ই অক্টোবর—১০৯৲ ১১০॥০।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (অর্ডি) ৯ই অঃ—৭৯৲ ৮১॥০। আরা-সাসারাম রেলওয়ে ১০ই অঃ—৭৪৲ ৭৫৲।

কাপড়ের কল

বাসন্তী (অর্ডি) ৯ই অঃ—৪।০ ৪॥০। বাউরিয়া (অর্ডি) ৯ই অঃ—৩৫২৲। কাণপুর টেক্সটাইল ৯ই অঃ—৯॥৶০ ১০৲ ; ১০ই—৯॥৵০। ডানবার ৯ই অঃ—২৫০৲ ২৫২॥০ ; ১০ই—২৪৮॥০। এলগিন মিল (অর্ডি) ৯ই অঃ—২৬॥০ ২৭।৵০। কেশোরাম ৯ই অঃ—৮॥৶০ ৯।০ ; ১০ই—৮॥৵০ ; (প্রেফ) ৯ই অঃ—১৪০॥০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৯ই অঃ—৪।০ ৪।৶০। বেনারস কটন ১০ই অঃ—৪৸৵০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ৯ই অঃ—২৭।০ ২৭৸০। বেঙ্গল ৯ই অঃ—৩৮২৲ ৩৮৪৲ ইকুইটেবল (প্রেফ) ৯ই অঃ—১৫৩৲ ১৫৫৲। ঘুসিক এণ্ড মুস্লিয়া ৯ই অঃ—৫/০। পরাসিয়া ৯ই অঃ—১৵০ ১৶০। পেঞ্চভেলী ৯ই অঃ—৩৪৸০। রাণীগঞ্জ ৯ই অঃ—৩১৲ ৩১॥০। তালচেড় ৯ই অঃ—১৸৵০ ২/০ ; ১০ই—১৸/০ ২/০। ইউনিয়ন ৯ই অঃ—৩২৸৵০। বেঙ্গলনাগপুর (অর্ডি) ১০ই অঃ—২৮৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ৯ই অঃ—৪॥/০ ৪৸৵০ ; ১০ই—৪॥০ ৪॥৵০। ইণ্ডিয়ান কপার ৯ই অঃ—২।০ ২।৵ ; ১০ই—২৶০ ২।০। রোডেসিয়া কপার ৯ই অঃ—৸/০ ৸৵০। টেভয়টীন ৯ই অঃ—১৵০।

কেমিক্যাল

এলকালি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ৯ই অঃ—২১।০ ২১॥৵০। ক্রাক্করস ৯ই অঃ—৬।√০ ৬৸√০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ৯ই অক্টোবর—১৬০৲ ; ১০ই—১৬০৲। ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ৯ই অঃ—১৬/০ ১৬।৵০ ; ১০ই—১৬৲ ১৬।০। শ্রীগোপাল পেপার (প্রেফ) ৯ই অঃ—১২৯৲। ষ্টার পেপার ৯ই অঃ—১৪৲। টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ৯ই অঃ—২১৸৵০ ২২।/০ ; ১০ই—২১৸০ ২২৵০ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ৯ই অঃ—১১৭৲ ১১৮৲।

সিমেণ্ট

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ৯ই অক্টোবর—১২৸০ ১৩৲ ; (ডেফার্ড) ৯ই অঃ—৩৵০ ৩।০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ৯ই অঃ—১৪৸/০ ১৫।০ ; ১০ই—১৪॥০ ১৫৵০ (ডেফার্ড) ৯ই অঃ—৩৲ (প্রেফ) ৯ই অঃ—১৩৬৲ ১৩৭৲ ; ১০ই—১৩৪॥০।

ইলেকট্রিক

বেরিলি ইলেকট্রিক ৯ই অঃ—১৩৸০। বেনারস ইলেকট্রিক ৯ই অঃ—১৫।০। গয়া ইলেকট্রিক ৯ই অঃ—৭৲। মির্জাপুর ইলেকট্রিক ৯ই অঃ—৫৸৵০। সাজাহানপুর ইলেকট্রিক ৯ই অঃ—৭৸০ ; আপার গ্যাঞ্জেস ইলেকট্রিক ৯ই অঃ—১৩৲ ; ১০ই—১৩॥৵০। মথুরা ইলেকট্রিক ১০ই অঃ—৯।০ ৯॥০। আপার যমুনা ইলেকট্রিক ১০ই অঃ—১৩॥০।

পাটকল

আগরপাড়া ৯ই অঃ—৩৩৲ ৩৩।০। আদমজী (প্রেফ) ৯ই অঃ—১৬১॥০ ১৬২॥০। এলায়েন্স ৯ই অঃ—৩৪৫৲ ৩৪৮৲। এংলো ইণ্ডিয়া ৯ই অঃ—৩৭৮৲ ৩৮৩৲ ; ১০ই—৩৭৬৲ ৩৮১৲। অকল্যাণ্ড ৯ই অঃ—১৯৭৲। বরানগর ৯ই অঃ—১১৯৲ ; বেঙ্গল জুট (অর্ডি) ৯ই অঃ—১৮৸৵০ ; বজবজ ৯ই অঃ—৩৮৫৲ ৩৮৭৲ ; ক্লাইভ ৯ই অঃ—২৮॥০ ২৮৸√০ ; ১০ই—২৮।৵০ ('এ' প্রেফ) ৯ই অঃ—১৪৭৲ ১৪৮৲। ক্রেইগ ৯ই অঃ—২॥০ ; ডেল্টা (প্রেফ) ৯ই অঃ—১৪৩॥০ ১৪৪॥০ ; ফোর্ট গ্লষ্টার ৯ই অঃ—৫৭০৲ ; ফোর্ট উইলিয়াম ৯ই অঃ—২৬৮৲ ; গ্যাঞ্জেস ৯ই অঃ—৩৩৪৲ ৩৩৫৲ ; গৌরীপুর ৯ই অঃ—৭০৯৲ ; হেষ্টিংস (প্রেফ) ৯ই অঃ—১৪৮৲ ; হুগলী (প্রেফ) ১০ই অঃ—২০॥০ ; হাওড়া ৯ই অঃ—৫৭৲ ৫৭৸৵০ ; ১০ই—৫৭৲ ৫৭৵০ ('এ' প্রেফ) ৯ই অঃ—১৭২৲ ১৭৩৲। হুকুমচাঁদ ৯ই অঃ—১৩।০ ১৩॥৵০ (প্রেফ) ৯ই অঃ—১৫২॥০ ১৫৬৲ ; মেঘনা ১০ই অঃ—৫৩॥০ ; ইণ্ডিয়া ৯ই অঃ—৩৮৮৲ ৩৯২৲ ; কামারহাটী ৯ই অঃ—৫২০৲ ৫২৯৲ ; ১০ই—৫২২৲ ৫২৭৲ ; কাঁকনাড়া ৯ই অঃ—৪২৫৲ ৪২৮॥০ (প্রেফ) ৯ই অঃ—১৫৫॥০ ১৫৬॥০ নস্করপাড়া ৯ই অঃ—২০৵০ ২০॥০ ; ১০ই—২০৲ ২০।০। নেলিমার্লা ৯ই অঃ—১২।৵০ ; নিউ সেণ্ট্রাল ৯ই অঃ—৩৩৫৲ ; নদীয়া ৯ই অঃ—১০৲ ; ন্যাশনাল ১০ই অঃ—২৫৲। প্রেসিডেন্সী ৯ই অঃ—৬৲ ৬।৵০ ; রামেশ্বর ৯ই অঃ—৯॥০ ৯৸৵০ ; সুরা ৯ই অঃ—১২॥০ ; ১০ই—১২।৵০ ১২॥৵০ ; ভিক্টোরিয়া ৯ই অঃ—৪৲ ৪/০ (প্রেফ) ৯ই অঃ—৭১॥০ ৭২৲ ; ওরিয়েণ্ট ১০ই অঃ—২১২॥০।

চিনির কল

বুলাণ্ড ৯ই অঃ—২১॥০ ২২।০ ; ১০ই—২১৸০ ২২।০। কাণপুর ৯ই অঃ—২৪৲ ২৪॥/০ ; ১০ই—২৩॥৵০ ; চম্পারণ ৯ই অঃ—১৭।৵০ ; প্রতাপপুর (প্রেফ) ৯ই অঃ—২০।০ ২০॥৵০। রাজা ৯ই অঃ—২২৵০ ২২।৵০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ষ্টিল (অর্ডি) ৯ই অঃ—১৭॥০ ১৭৸√০ ; ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৯ই অঃ—৯৸০ ১০/০ ; ১০ই—১০/০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৯ই অঃ—১২।০ ১২॥০ ; ১০ই—১২।০ ১২॥০ ; বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৯ই অঃ—৪২২৲ ৪২৪৲ ; ১০ই—৪১৩৲ ৪১৫৲ (প্রেফ) ১০ই অঃ—১৭৫॥০। ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ৯ই অঃ—৩১।০, ৩১॥০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ৯ই অঃ

৩৩৶০, ৩৩।০, ৩৩।৴০, ৩৩॥০, ৩৩॥৴; ১৯ই—৩৩৵, ৩৩৶, ৩৩।৵ ৩৩৮০। ইণ্ডিয়ান (মেলেবল কাষ্টিং (অর্ডি) ৯ই অঃ—৮৮০। ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রোডাক্ট অর্ডি) ৯ই অঃ—৫৮।৵০; ১০ই—৫৭।৵০ ৫৮৲ (ডেফার্ড) ৯ই অঃ—৩৮॥০। মার্শালস ৯ই অঃ—২॥৴•। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৯ই অঃ—৯।০ ৯॥০; ১০ই—৯।৴০ ৯৮০। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৯ই অঃ—৬৮০ ৭৲; ১০ই—৬॥৵০ ৬৮৵০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ৯ই অঃ—২০৶• ২০।০ ২০।৵০ ২০।৶০ ২০॥৵০ ২০॥৶০; ১০ই—১৯৮৴০ ২০৲ ২০৴০ ২০৵• ২০।০; (প্রেফ) ৯ইঅঃ— ১২১৲ ১২২৲ ১২৩॥০ ১২৪৲; ১০ই—১২৩॥০।

চা-বাগান

আরকুত্তিপুর ৯ই অঃ—১৫।০ ১৫॥০; ১০ই—১৫৮০। সোনাই রিভার (প্রেফ) ৯ই অঃ—১৬২৲। বেটিঝী ৯ই অঃ—৬৵০ ৬।৵০। তেলই জান ৯ই অঃ—৮॥০; ১০ই—৮।০ ৮॥০। বীরপাড়া ৯ই অঃ—৩১০৲; ১০ই—৩০৭৲। বিশ্বনাথ ৯ই অঃ—২৮।০। ডৌরাচেড়া ৯ই অঃ—১৩॥০ ১৩৮০। ইষ্টার্ণ কাছাড় ৯ই অঃ—৯॥৵• ৯৮৵০। গাইলি ৯ই অঃ—১২৮০। এলেনবাড়ী ১০ই অঃ—৩৬২৲। হানসকোয়া ৯ই অঃ—১২৵০ ১২।৵০। হাতীক্ষীরা ১০ই—অঃ—২২৮০। চম্পাবারা ৯ই অঃ—৪০৫৲। সেপয় ১০ই অঃ—১২৮০ হাসিমারা ৯ই অঃ—৪৮৲ ৪৮।০; ১০ই—৪৮৲। হলদিবাড়ী ৯ই অঃ—২৩।৵০ ২৩॥৵০। জয়বীর পাড়া ৯ই অঃ—২২৵০। জুটলিবাড়ী ৯ই অঃ—১৮৵০। কালভী ৯ই অঃ—১০৮৵০ ১১৵০। কিলকট ৯ই অঃ—৬২৲; ১০ই—৬১॥০। মার্গারেটস হোপ ৯ই অঃ—১০৲। নাগরী ফার্ম ৯ই অঃ—২৩।০। পেট্রো-কোলা ৯ই অঃ—৯৫৫৲। সরুগাঁও ৯ই অঃ—১০৲ ১০।৵০।

বিবিধ

এলুমিনিয়াম করপোরেশন ৯ই অঃ—১৩॥• ১৩৮০। ; (ওল্ড প্রেফ) ৯ই অঃ—১২৫৲। এসোসিয়েটেড হোটেল (প্রেফ) ৯ই অঃ—৯৮৲ ৯৯৲। বরারি কোক ৯ই অঃ—২৮৲ ২৮॥০; ১০ই—২৮৵০ ২৮।৵০। বৃটীশ সিলোন করপোরেশন ৯ই অঃ—৫৲ ৫।৴০; ১০ই—৫৲ ৫।০। বি, আই, করপোরেশন (অর্ডি) ৯ই অঃ—৪৮০ ৪৮৵•; ১০ই—৪৮• ৪৮৵০; (প্রেফ) ১০ই অঃ—১৮২॥০। ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ৯ই অঃ—৭॥৵০ ৭৮৶০। ক্যালকাটা সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং (অর্ডি) ৯ই অঃ—১০৵০ ১০।৶০। ক্যাল-কাটা ট্রামস (অর্ডি) ৯ই অঃ—১৭॥০। ডানলপ রবার (ফার্ষ্ট প্রেফ) ৯ই অঃ—১৫৭৲ অর্ডি ১০ইঅঃ—৪১।০। ইণ্ডিয়ান কেবলস ৯ই অঃ—২৭৮০। ইণ্ডিয়ান রবার ম্যানুফ্যাকচারিং ৯ই অঃ—২৯।৴০ ২৯॥৴•। আইভান জোন্স ১•ই অঃ—২॥০ নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট ৯ই অঃ—৬০৲। হুগলী ফ্লাওয়ার ৯ই অঃ—১৪।০ ১৪॥৵০। ষ্টাইড ওয়াটার অয়েল ৯ই অঃ—১৬।০। মেদিনীপুর জমিদারী ৯ই অঃ ৭২॥০ ৭৩৲। আসাম সজ ৯ই অঃ—৪।• ৪।৵০; ১০ই—৪৶০। বুরোয়া টাম্বার ৯ই অঃ—১৯৵০ ১৯।৵০। বেঙ্গল আসাম ষ্টিমসীপ (অর্ডি) ৯ই অঃ—২৭০৲। ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ৯ই অঃ—৯১৲। পোর্ট সিপিং ৯ই অঃ—১৯৵০ ১৯॥৴০। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টাস ১০ই অঃ—২৯৮০ জেনস্ রাইট (অর্ডি) ১০ই অঃ—৫৮০; (ডেফার্ড) ১০ই অঃ—১॥৵০। বেঙ্গল টীম্বার ১০ই অঃ—১৯৲ ১৯।৴০। ইণ্ডো-বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম (প্রেফ) ১০ই অঃ—১২৭৲ ১২৮৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর

একদিকে পাটের থলের জন্য নূতন অর্ডার আসায় ও অপরদিকে চাহিদার তুলনায় মফঃস্বল হইতে কম পরিমাণ পাট আমদানী হওয়ায় সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে পাটের বাজার তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। ফাটকা বাজারে পাটের দর একবার ৮১ টাকার উদ্ধেও পৌছিয়াছিল। তৎপর যদিও দর আর কখনও এত উদ্ধে পৌছে নাই তথাপি উহা বরাবর ৭০ টাকা হইতে ৮০ টাকার মধ্যেই উঠানামা করিয়াছে। মফঃস্বল হইতে নূতন পাট আমদানীর পরিমান, পাটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারকদের ক্রীত পাটের পরিমাণ ও যুদ্ধের অবস্থা প্রভৃতি দ্বারাই পাটের মূল্যের উঠতি পড়তি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে ১০ অক্টোবর পর্য্যন্ত যে কয়দিন ফাটকা বাজার খোলা ছিল নিম্নে আমরা সে কয়দিনের পাটের দর উদ্ধৃত করিলাম :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৩শে সেপ্টেম্বর	৭০।•	৬৮৲	৬৮৮৵০
২৪ „ „	৭১৮৵০	৭০৲	৭১।৵০
২৫ „ „	৭৩৮৵০	৭২৲	৭২॥০
২৬ „ „	৭৪।৵০	৭১॥০	৭১॥০
১লা অক্টোবর	৭৫।৵•	৭৩।০	৭৫।৵০
২রা „	৭৫।০	৭৩৲	৭৩।০
৩রা „	৭৪।৵০	৭৩।০	৭৩।০
৬ই „	৭৬॥৵০	৭৩৮৵০	৭৬।০
৭ই „	৭৭৮০	৭৪৮৵০	৭৫॥০
৮ই „	৭৫৵০	৭৩৵০	৭৪৮৵০
৯ই „	৭২॥•	৭•৮০	৭১।০
১০ই „	৭২৲	৬৯॥০	৭১।৵০

(পাটের নূতন পরিস্থিতি)

কৃষক এত কম পরিমাণে পাট উৎপন্ন করিয়াছে, যাহাতে এবার পাটের মূল্য চড়া থাকিলেও টাকার হিসাবে উহাদের আয় কম হইয়াছে। কিন্তু অন্য দিক দিয়া উহার দুইটী সুফলও হইয়াছে। প্রথমতঃ গত বৎসরের তুলনায় এবার অর্দ্ধেক পাট উৎপন্ন হওয়ায় বাজারে পাটের যোগান বহুল পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হওয়াতে ভবিষ্যতে বরাবর কৃষকের পক্ষে পাটের জন্য ন্যায্য মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ পাটের জমির পরিমাণ হ্রাস হেতু কৃষকের পক্ষে অধিকতর পরিমাণে ধানের চাষ করিয়া চাউলের এই দুর্মূল্যের দিনে কোনরূপে দু' বেলার অন্নসংস্থানের সুবিধা হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চাপে পড়িয়া আগামী বৎসরে যদি বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণ পাট উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে কৃষক এই উভয়বিধ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে এবং আগামী ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত জলের দরে পাট বিকাইবে। আগামী বৎসরে বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় এক বেলও অধিক পাট উৎপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বাঙ্গলা সরকার আগামী বৎসরে অধিক পরিমাণে পাটচাষের ব্যবস্থা করিলে পাট-চাষীর প্রতি চূড়ান্তরূপ বিশ্বাসঘাতকতা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

ভারতীয় চটকল সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে পাটকলের কাজের সময় সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টা হইতে ৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া স্থির হইয়াছে। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার ফলে এ সপ্তাহের প্রথম দিকে পাটের দর চড়িয়া ৭৭৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু পরে যুদ্ধের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবার সংবাদে ও চটের বাজার নামিয়া আসার খবরে ফাটকা বাজারে পাটের দর অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে পাটকলওয়ালারা কম পাট ক্রয় করিয়াছে। অদ্য বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত শ্রেণীর পাট মিডল প্রতিমণ ১৬৸০ ও বটম প্রতিমণ ১৪৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে রপ্তানীকারকেরা পাটক্রয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। অদ্য ফার্ষ্ট শ্রেণীর পাটের দর প্রতি বেল ৭২ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

থলে ও চট

পাটকলের কাজের সময় সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টা হইতে ৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এ সপ্তাহে চট ও থলের দর কিছু নামিয়া গিয়াছে। অদ্য বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ২৩৷০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ২৭৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর।

শারদীয়া পূজার ছুটীর মধ্যেও ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে চা রপ্তানী করিবার জন্য একটী জরুরী রপ্তানী বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। বাজার বেশী তেজী ছিল এবং চায়ের ক্রেতাগণ বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়াছিল। সাধারণ শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই এবং উৎকৃষ্ট ধরণের চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আসামের 'অরেঞ্জ পিকো' এবং 'পিকো' শ্রেণীর চা পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় যথাক্রমে পাউণ্ড প্রতি ৵৬ পাই এবং ৵০ আনা বেশী দরে বিক্রয় হইয়াছিল। পাতা চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ১৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 'ফেনিং' শ্রেণী চায়ের দর পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা বাড়িয়াছিল।

রপ্তানী কোটা—এই বিভাগে সামান্য বেচাকেনা হইয়াছিল এবং প্রতি পাউণ্ড চায়ের সাধারণতঃ দর ছিল ৷৵৬ পাই। আভ্যন্তরীণ কোটা বিভাগে প্রতি পাউণ্ড চায়ের ৵৩ পাই দর ছিল।

গত ৬ই এবং ৭ই অক্টোবর তারিখে চায়ের ১৮ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

রপ্তানীযোগ্য চা—শারদীয়া পূজার ছুটীর জন্য বাজারে চায়ের আমদানী ছিল কম। চায়ের খরিদ্দারেরা চা ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল এবং চায়ের বাজারও বেশ তেজী ছিল। সমস্ত শ্রেণীর চায়ের দরই পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাজার বন্ধের দিকে পাউণ্ড প্রতি ১৲ টাকার কম দরে কোন রকম চা পাওয়া যায় নাই।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—এই বিভাগে সবুজ চায়ের দরে কোনরূপ স্থির ভাব দেখা যায় নাই এবং ইহার দর পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। গুঁড়া চায়ের চাহিদা ভাল ছিল এবং ইহার দর পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের জন্য খুব চাহিদা দেখা গিয়াছিল এবং ইহার দর মোটামুটী পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল। পাতা চায়ের দরে পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই এবং 'ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের দরে পাউণ্ড প্রতি ৯ পাই পর্য্যন্ত উর্দ্ধগতি দেখা গিয়াছিল।

রপ্তানী কোটা—চায়ের রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এই বিভাগে চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৷৵৬ পাই পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আভ্যন্তরীন কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে সুস্পষ্টই মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে, প্রথমতঃ ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে মহাযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি মিত্রপক্ষের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তুলা উৎপাদন অঞ্চলাদি হইতে ভাল আবহাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং তৃতীয়তঃ বিদেশ হইতে তুলা ক্রয়ের কোনরূপ অর্ডার পাওয়া যায় নাই। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বর্ত্তমানে যে মজুত তুলা রহিয়াছে তাহার উপর অনুকূল আবহাওয়া বিধায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ নূতন তুলা আসিয়া পড়িলে এবং রপ্তানী বাজার যেরূপ নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার ফলে, উদ্বৃত্ত মজুত তুলা বিক্রয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। অবশ্য আমেরিকা-গামী জাহাজ সংস্থানের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও রপ্তানী কতখানি সন্তোষজনক হইবে সেই বিষয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করিতেছেন। বোরোচ এপ্রিল-মে ২১৯৲ টাকা; ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৭০৸০ আনা, মার্চ্চ ১৬৫৷০ আনা; বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৩৭৲ টাকা ও মার্চ্চ ১৩৭৸০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

পূজার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাপড়ের বাজার বেশ তেজী ছিল। কিন্তু পূজার ছুটিতে বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্রেতার সংখ্যা খুবই কম। মিলমালিকগণও নূতন কাজকারবারে আগ্রহ দেখাইতেছেন না। বোম্বাই ও আমেদাবাদ মিলসমূহ কিয়ৎপরিমাণ নূতন কাজকারবার চালাইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

তুলার বাজার মন্দা থাকা সত্ত্বেও সূতার বাজারে কিন্তু চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। কাটুনীরা বিস্তর অর্ডার পাইয়াছে ও পাইতেছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর সোণার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই এবং সোণার দরও মোটামুটী অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল ৪২৶০ আনা এবং অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি ভরি সোণার দর দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৪২৵৬ পাই এবং ৪২৶০ আনা। কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোণার দর ৪২।৴০ আনা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৪২।০ আনা এবং প্রতিটী গিণির দর ২৮॥৴০ আনা ছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাঃ ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত ছিল।

রূপা

বোম্বাইয়ের রূপার বাজারের মন্দার ভাব কতকটা কাটিয়া গিয়াছে এবং এ সপ্তাহে রূপার দর কিছু তেজী হইয়া উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ে রেডি রূপার দর প্রতি একশত তোলায় ৬৩৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ছিল যথাক্রমে ৬২৸৵৯ পাই এবং ৬২৸৶০ আনা। কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩৶০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৭।৶০ আনা ছিল। লণ্ডনে রূপার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য ক্রয় বিক্রয় হয় নাই এবং প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩⅜ পেন্সে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ৩৪¾ সেণ্ট।

ধান চাউলের বাজার

কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর

রেঙ্গুন—আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান চাউলের বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রতি একশত ঝুড়ি (এক ঝুড়িতে ৭৫ পাউণ্ড থাকে) রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল :—

খানানটো—চলতি—৩৯৬৲ ; অঃ—৩৯৫৲ ; নভেম্বর—৩৯৭৲।

আতপ চাউল—মোটা—৩৬৭৲ ৩৭৭৲ ; সরু—৩৯০৲ ৪০০৲ : টেনিয়ান—৪১০৲ ৪১৫৲ ; সুগন্ধি—৪৩০৲ ৪৬০৲ ; ম্যাণ্ডালো—৪৫০৲ ৫০০৲ ; ভাঙ্গা—২৭০৲ ২৯০৲।

সিদ্ধ চাউল—মিলচর—৪১৫৲ ৪২৭৲. লম্বা—৪০০৲ ৪২০৲ ; সঃ সিদ্ধ—৩৮৫৲ ৩৯৫৲ ; ভাঙ্গা—২৭০৲ ৩১০৲।

ধান—নাসিম শ্রেণী—১৬০৲ ১৬২৲ ; মাঝারি—১৮০৲ ১৮২৲।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির দর মণ প্রতি নিম্নরূপ ছিল :—

লোহাট	৯॥৵৬ পাই
সকরী	৯॥৵০ আনা,
চম্পারণ	৯৸০ আনা,
মারহাওড়া	৯॥৶৬ পাই,
সমস্তীপুর	৯॥৬ পাই,
চম্পাটীয়া	৯।৵০ আনা,
মাকটীয়া	৯৵৩ পাই,
সিধোলিয়া	৮৶৬ পাই,
হাসানপুর	৯।৵৩ পাই,
নিউ সাভান	৯।৴৯ পাই,
রিঘা	৯।৶৬ পাই,
বাঘা	৯৶০ আনা,

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর।

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামড়ার বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং ছাগলের চামড়ার আমদানী ছিল প্রচুর। লণ্ডন হইতে চামড়া ক্রয় নিয়ন্ত্রণ কণ্ট্রোলার অক্টোবর, নবেম্বর, এবং ডিসেম্বর মাসের নির্দ্ধারিত কোটার চেয়ে প্রতি মাসে আরও ৬ শত বেল বেশী চামড়া ক্রয় করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে মাদ্রাজের চামড়ার বাজার খুব বেশী তেজী হইয়া উঠিয়াছিল এবং চামড়ার কাজকারবারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার ভাব দেখা গিয়াছিল। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দর নিম্নরূপ ছিল :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৪৬ হাজার টুকরা ৭০৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত। ঢাকা-দিনাজপুর ৬৭ হাজার ৬ শত টুকরা ৮৫৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা এবং আর্দ্র লবণাক্ত ৯০ হাজার ৭ শত টুকরা ৭৫৲ টাকা হইতে ১৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত। এতদ্ব্যতীত পাটনা ৪০ হাজার টুকরা। ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ১৫ হাজার টুকরা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ১১ হাজার ৯ শত টুকরা ছাগলের চামড়া স্থানীয় বাজারে মজুদ ছিল।

গরু ও মহিষের চামড়া—ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৯ শত টুকরা ৭।০ আনা ; আর্দ্র-লবণাক্ত ৯ হাজার ২ শত টুকরা ৶৯ পাই হইতে ।৬ পাই ; কসাইখানার আর্দ্র-লবণাক্ত ৪ হাজার ৪ শত ৫০ টুকরা ১১৫৲ টাকা হইতে ১৪০৲ টাকা। ইহা ছাড়া ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ২ হাজার ৮ শত টুকরা, আগ্রা আর্সেনিক শুকনো ২ শত টুকরা, আসাম-দার্জ্জিলিং লবণাক্ত ৩ শত টুকরা, আর্দ্র-লবণাক্ত ১৮ হাজার ৩ শত টুকরা গরুর চামড়া এবং ৫ হাজার ৬ শত টুকরা মহিষের চামড়া বাজারে মজুদ ছিল।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর।

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। মিলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ২৸০ আনা হইতে ২৸৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুই মণী বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটি থলের জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৬৵০ আনা হইতে ৬।০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা সামান্য পরিমাণে রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছে।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার মন্দা ছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৸০ আনা হইতে ১৸৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। অপর পক্ষে আড়তদারেরা প্রতি দুই মণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৪৲ টাকা হইতে ৪।০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। কৃষকেরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সরিষার খৈল ক্রয় করিয়াছে। সরিষার খৈলের কোনরূপ রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ১০ই নভেম্বর, সোমবার ১৯৪১ | ২৬শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

কাপড়ের কলের কার্য্যকাল বৃদ্ধি

বর্ত্তমানে সামরিক প্রয়োজনে কাপড়ের কলসমূহে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রীর অত্যধিক চাহিদা এবং সঙ্গে সঙ্গে জাপান ও ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে কাপড়ের আমদানী অত্যধিক পরিমাণে হ্রাসহেতু জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকারের সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিগণকে লইয়া বোম্বাইয়ে যে বৈঠক হয় তাহাতে অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত এরূপ একটী প্রস্তাব হয় যে, ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। তদনুসারে সম্প্রতি বাঙ্গলা এবং অন্যান্য প্রদেশে এই মর্ম্মে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে, কাপড়ের কলগুলিতে প্রত্যেক মজুরকে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টার স্থলে ৬০ ঘণ্টা খাটাইলে তজ্জন্য কোন কাপড়ের কলের পরিচালক ভারতীয় কারখানা আইনের বিধান ভঙ্গ করিবার অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে না। অবশ্য মজুরগণকে অতিরিক্ত সময় খাটাইবার জন্য তাহাদিগকে তদনুপাত অপেক্ষা কিছু বেশী হারে অতিরিক্ত বেতন দিতে হইবে।

নূতন ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রসম্ভারের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাত্র মজুরদের কাজের সময় বৃদ্ধি করাই উহার একমাত্র পন্থা নহে এবং উহা সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী পন্থাও নহে। বর্ত্তমানে অনেক কাপড়ের কলের বিশেষতঃ বাঙ্গলার অনেক কলের পরিচালকগণ পর্য্যাপ্তরূপ মূলধন, কাঁচামাল, সাজসরঞ্জাম, রঞ্জনদ্রব্য ইত্যাদির অভাবে কলে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন না। গবর্ণমেণ্ট যদি সাময়িকভাবে কাপড়ের কলগুলিকে অল্পসুদে মূলধন সরবরাহ করেন, উহারা যাহাতে সহজে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় তূলা, সাজসরঞ্জাম ও রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী করিতে পারেন তাহাতে সাহায্য করেন এবং অযথা ধর্ম্মঘট হইয়া কলের কাজে যাহাতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইতে না পারে তৎসম্বন্ধে সতর্ক হন, তাহা হইলেই কাপড়ের কলে উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে জনসাধারণের জন্য প্রতি বৎসর ৬০০ কোটী গজ কাপড়ের প্রয়োজন হইতেছে এবং উহার মধ্যে ৫৩০ কোটী গজ কাপড় কাপড়ের কল ও তাঁতে উৎপন্ন হইতেছে এবং ৭০ কোটী গজ বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে। এতদুপরি বিদেশে রপ্তানীর জন্য ৪০ কোটী গজ এবং সামরিক প্রয়োজনে ৬০ কোটী গজ কাপড়ের দরকার রহিয়াছে। কাজেই সামরিক, বেসামরিক এবং রপ্তানীর প্রয়োজনে ভারতবর্ষের কাপড়ের কল ও তাঁতগুলিতে এক্ষণে বৎসরে ৭০০ কোটী গজ কাপড় উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, গবর্ণমেণ্ট যদি উপরোক্তভাবে সাহায্য করিয়া ভারতে অবস্থিত প্রত্যেকটী তাঁত ও টাকুকে উৎপাদনক্ষম করিয়া তোলেন তাহা হইলে এদেশে বস্ত্রের জন্য কোন অভাবই থাকিবে না এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণকেও অত্যধিক মূল্য দিয়া বস্ত্র ক্রয় করিতে হইবে না।

মিঃ রঙ্গস্বামীর আশার বাণী

বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে সমরসরঞ্জাম প্রস্তুতে রত সরকারী, আধাসরকারী এবং বেসরকারী কারখানাগুলির কাজ আংশিক ও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যাইবার জন্য দেশব্যাপী একটা বেকার সমস্যা দেখা দিবে এবং ভারতের বাজারে পুনরায় বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতার জন্য দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি ব্যাহত হইবে—এরূপ অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। অধিকন্তু যুদ্ধের পরে দেশের উপর অধিকতর পরিমাণে ট্যাক্সভার পতিত হইবারও আশঙ্কা আছে। এজন্য যুদ্ধের পরে দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে একটা মন্দা দেখা দিবে বলিয়া অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে। কিন্তু 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' পত্রের স্বনামখ্যাত সম্পাদক মিঃ সি এস রঙ্গস্বামী এরূপ মত পোষণ করেন না। সম্প্রতি রোটারী ক্লাবে একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে যুদ্ধের পরে দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে একটা মন্দা দেখা দিবে কিনা এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলেন যে, যুদ্ধের পরে দেশে মন্দা তো দেখা যাইবেই না —বরং তখন দেশে বাড়ীঘর নির্ম্মাণের এরূপ একটা হিড়িক পড়িয়া যাইবে, যাহার ফলে দেশের অর্থনীতিক অবস্থা দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হইবে।

দেশব্যাপী নৈরাশ্যের মধ্যে মিঃ রঙ্গস্বামী যে আশার বাণী শুনাইতেছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার এই অভিমতের পেছনে যুক্তিও রহিয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য গৃহপ্রস্তুতের সরঞ্জাম দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়াতে অনেকেই প্রয়োজনীয় বাড়ীঘর নির্ম্মাণে বিরত রহিয়াছেন। যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সকলে এই কাজে হাত দিবেন এবং উহার ফলে লৌহ, ইট, সিমেন্ট কাঠ, রং, চুন ইত্যাদির ব্যবসা উন্নত হইয়া উঠিবে। এই কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশে বহুসংখ্যক ব্যক্তির অন্ন-সংস্থানের পথও সুগম হইবে। একথা অনেকেই জানেন যে, বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে সমগ্র জগতে বাড়ীঘর নির্ম্মাণের ব্যবসা উপলক্ষ করিয়াই একটা আর্থিক উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল এবং গত ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার পরে একমাত্র বাড়ীঘর নির্ম্মাণের ব্যবসার সাহায্যেই ইংলণ্ড ও অপরাপর কতিপয় দেশ উহার প্রভাব বহুলাংশে কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমরা একটী বিষয়ের প্রতি মিঃ রঙ্গস্বামীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। এদেশে জনসাধারণের গৃহনির্ম্মাণের খুব বেশী প্রয়োজন রহিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য যে ধরণের আবাসগৃহ আবশ্যক তাহা নির্ম্মাণ করিবারও অগণিত লোকের ক্ষমতা রহিয়াছে। কিন্তু উহা সত্ত্বেও এদেশে কোনদিন ব্যাপকভাবে গৃহনির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হয় নাই এবং গৃহনির্ম্মাণ ব্যবসা দেশের আর্থিক ক্ষেত্রের উপর কোনদিন তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। উহার কারণ এই যে, উহাতে সাহায্য করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত সংখ্যক বিল্ডিং সোসাইটী আজ পর্য্যন্ত দেশে স্থাপিত হয় নাই। এই ধরণের যে কয়টী প্রতিষ্ঠান দেশে রহিয়াছে তাহাদের অর্থসঙ্গতি এত কম, যাহাতে উহারা দেশবাসীকে তেমনভাবে সাহায্য করিতে পরিতেছে না। বর্ত্তমানে দেশে যদি উপযুক্ত অর্থসঙ্গতি লইয়া বহুসংখ্যক বিল্ডিং সোসাইটী স্থাপিত হয় এবং উহারা যদি গৃহনির্ম্মাণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে দীর্ঘদিনব্যাপী সহজ কিস্তিতে সুদে আসলে আদায়ের সর্ত্তে প্রয়োজনীয় অর্থের তিন চতুর্থাংশ এবং যেখানে প্রদত্ত অর্থ আদায়ের সম্বন্ধে অধিকতর নিশ্চয়তা রহিয়াছে সেখানে উহার সাকুল্য অংশ প্রদান করে, তাহা হইলেই দেশে ব্যাপকভাবে গৃহনির্ম্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়া দেশের অর্থনীতিক অবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে। এজন্য সরকারী ও বেসরকারী উভয়দিকের সহযোগিতা আবশ্যক। এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে প্রয়োজনীয় মূলধনের কতকাংশ প্রদান করিতে হইবে এবং আবশ্যকানুরূপ আইন প্রণয়ন করিয়া সাহায্য করিতে হইবে। বেসরকারী মহলকেও এখন হইতে উহার জন্য তোড়জোড় আরম্ভ করিয়া সাধারণের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইলেই বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে গৃহনির্ম্মাণ শিল্প দেশের মন্দা কাটাইতে সমর্থ হইবে। মিঃ রঙ্গস্বামী এই ব্যাপারে যদি গবর্ণমেণ্ট ও বেসরকারী মহলের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইব।

রেলের আয় বৃদ্ধি

গত বৎসর রেল বিভাগের আয় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল। এবার সে উন্নতি আরও বেশীদূর প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে ইহা বিশেষ সুখের বিষয়। গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের মোট ৫৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে সরকারী রেলপথসমূহের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। সে হিসাবে গত বৎসরের তুলনায় এবার আয়ের পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ বাড়িয়াছে। যুদ্ধের জন্য জাহাজের অভাব হেতু উপকূল বাণিজ্যের মালপত্র বর্ত্তমানে রেলের মারফতে স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতেছে। বিপুল পরিমাণ সমর সরঞ্জাম চলাচল হেতুও রেলের মালবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। সহসা রেলের আয়ও বিশেষভাবে বাড়িয়া যাইতেছে। অবশ্য আয় বৃদ্ধির সঙ্গে বিভিন্ন রেলপথের কার্য্যপরিচালনা বাবদ ব্যয়ও বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রেল বিভাগের উদ্বৃত্তের পরিমাণ যে চলতি ১৯৪১-৪২ সালে বেশ সন্তোষজনকই দাঁড়াইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম ছয় মাসে সরকারী রেলপথসমূহের যে আয় হইয়াছে অনুমিত খরচপত্র বাদ দিলে এ পর্য্যন্ত মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪ কোটি টাকা। তাহা হইতে ক্ষয়পূরণ তহবিলে দেয় টাকা ও সুদ বাবদ পরিশোধযোগ্য টাকা বাদ দিলে আলোচ্য সময়ে রেল বিভাগের কমপক্ষে সাড়ে দশ কোটি টাকার মত উদ্বৃত্ত হইয়াছে বলা যায়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে রেল বিভাগের ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করা হয় তাহাতে ঐ বৎসরে (অর্থাৎ চলতি বৎসরে) রেল বিভাগের মোট ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ছয় মাস মধ্যে সাড়ে দশ কোটি টাকার মত উদ্বৃত্ত হওয়ায় এবার শেষ পর্য্যন্ত মোট উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২০ কোটি টাকারও উপর দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হইতেছে। সামরিক ব্যয়ের হার অতিকায় হারে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে বর্ত্তমানে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা অনেকটা শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে। সেজন্য দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্সভার নিপতিত হওয়ারও আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। রেলের উদ্বৃত্ত বাড়িয়া যাওয়ার ফলে সেদিক দিয়া অবস্থার কতকটা উন্নতি ন্যায্যতঃই আশা করা যায়।

আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তি ও ভারতবর্ষ

চিনির রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য গত ১৯৩৭ সালে লণ্ডনে যে আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল আগামী ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে তাহার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবে। কাজেই এখন হইতেই এই চুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা সুরু হইয়াছে। জগতের অন্য অনেক চিনি উৎপাদনকারী দেশের

মত ভারতবর্ষও এই চুক্তির সহিত জড়িত রহিয়াছে। সেকারণে এই চুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিকর্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য আন্তর্জ্জাতিক শর্করা কমিটি ভারত গবর্ণমেন্টের সহিতও পত্র ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকাশ, ভারত সরকার এবিষয়ে তাঁহাদের মতামত স্থির করিয়া শীঘ্রই উক্ত কমিটিকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন।

আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তি সম্পর্কে ভারত সরকারের বর্ত্তমান মনোভাব কি তাহা আমরা জানি না। তবে যেসব সর্ত্তে ভারতবর্ষকে ঐ চুক্তির সহিত জড়িত রাখা হইয়াছে এদেশবাসী জনসাধারণ তাহা সর্ব্বথা অনুচিত ও অসঙ্গত বলিয়াই মনে করে। বেশী সংখ্যায় চিনির কল গড়িয়া উঠায় এদেশে গত কতিপয় বৎসর যাবৎ প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু এত বেশী চিনি কাটতির সুবিধা এদেশে নাই বলিয়া প্রতি বৎসর বিস্তর পরিমাণ চিনি উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইতেছে। এই উদ্বৃত্ত চিনি বিদেশের বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেশের শর্করা শিল্পের দুর্দ্দশা মোচন হইতে পারে। কিন্তু ভারতসরকার দেশীয় শর্করা শিল্পকে সেদিক দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাঁহারা পাঁচ বৎসর কাল সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ হইতে কোন চিনি রপ্তানী করা হইবে না বলিয়া এক অনিষ্টকর সর্ত্ত মানিয়া লইয়া আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন। ঐ চুক্তি অনুসারে ১৯৩৭ সাল হইতে সমুদ্রপথে চিনির রপ্তানী বন্ধ রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তির মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় নিকটবর্ত্তী হওয়ায় উহার কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়ার একটা স্বাভাবিক সুযোগ আসিয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্টের একান্ত কর্ত্তব্য এই সুযোগে ভারতবর্ষকে আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তির উপরোক্ত বিধান হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া লওয়া। মালয় উপদ্বীপ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ইরাক ও ইরাণ প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে ভারতীয় চিনির রপ্তানী বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের হাট বাজারেও চিনি কাটতির অনেক সুবিধা আছে। ঐ সুযোগ যথারীতি কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইলে ভারতীয় শর্করা শিল্পের অতি উৎপাদন সমস্যার একটা সহজ প্রতিকার সম্ভবপর হইতে পারে। এই অবস্থায় এদেশের বিহিত স্বার্থ দেখিতে হইলে ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে প্রথমতঃ বিদেশে চিনি রপ্তানীর সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তির বিধান বরাবরের জন্য রহিত করা ও দ্বিতীয়তঃ বিদেশে চিনির কাটতি বৃদ্ধি সম্পর্কে যাবতীয় বিধিব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডের সমর ব্যয়

ইংলণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। আধুনিক যুগে যুদ্ধের ব্যয়বহর নানা কারণে খুবই বেশী। ঐ ব্যয়-বহর মিটাইবার পন্থাও বিচিত্র। কাজেই গত দুই বৎসরে ইংলণ্ডের ব্যয়ের পরিমাণ কি দাঁড়াইয়াছে এবং তাহা কিভাবে মিটান হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিবার বিষয়।

যুদ্ধের সময়ে মালপত্র ক্রয় ও তাহা সরবরাহ বাবদই অত্যধিক মাত্রায় অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। গত দুই বৎসরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, যুদ্ধের প্রথমে মাল ক্রয় ও সরবরাহ বাবদ প্রতি সপ্তাহে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি পাউণ্ড (প্রতি পাউণ্ড ১৩।/৪ পাইয়ের সমান)। ক্রমে বাড়িয়া ১৯৪১ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঐ ব্যয়ের হার সপ্তাহে ১০ কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত পৌছে। তৎপর ইজারা ও ঋণ আইন বলবৎ হওয়ার পর সাপ্তাহিক ব্যয়ের হার কমিয়া ৮ কোটি পাউণ্ড হয়। মাল ক্রয় ও সরবরাহ বাবদ উপরোক্ত প্রকার ব্যয় ও অন্যান্য ধরণের ব্যয় লইয়া যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ইংলণ্ডের মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৬০ কোটি পাউণ্ড। দ্বিতীয় বৎসরে তাহা বাড়িয়া ৪৪০ কোটি পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। কাজেই যুদ্ধের দুই বৎসরে ইংলণ্ডের মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭০০ কোটি পাউণ্ড। এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে প্রথমতঃ সাধারণ রাজস্ব ও দ্বিতীয়তঃ নানাশ্রেণীর ঋণের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। সাধারণ রাজস্ব হইতে ২৮০ কোটি পাউণ্ড পাওয়া গিয়াছে। সেভিং সার্টিফিকেট, দেশরক্ষা বণ্ড ও অন্যান্য শ্রেণীর সমর ঋণ দ্বারা ২২০ কোটি পাউণ্ড তোলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া সাধারণ সরকারী ঋণের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া ঐ খরচপত্র মিটান হইয়াছে। সাধারণ রাজস্ব হইতে ২৮০ কোটি টাকার মত সংগ্রহ করিতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে আয়কর ও অন্যান্য ধরণের করের মাত্রা বিশেষ-ভাবে বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। যুদ্ধের দুই বৎসরে ইংলণ্ডের জন-সাধারণ কেবলমাত্র আয়কর ও সার ট্যাক্স বাবদই ১১৬ কোটি পাউণ্ড পরিশোধ করিয়াছে। তাহা ছাড়া অতিরিক্ত মুনাফা কর ও অন্যান্য করত আছেই। যুদ্ধের সময় যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহার জন্য বিশেষ করিয়া ট্যাক্সের উপর নির্ভর করিতে গেলে বর্ত্তমানে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পায়। বিশেষভাবে কেবল ঋণ তুলিয়া ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে গেলে ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে অত্যধিক মাত্রায় ভারাক্রান্ত করা হয়। দেখা যাইতেছে বৃটিশ সরকার এবিষয়ে একটা মধ্যবর্ত্তী পন্থাই অনুসরণ করিতেছেন। আধুনিক কালে যুদ্ধের খরচপত্র সাধারণতঃ যেরূপ বিপুল তাহাতে সরকারীভাবে ঋণ গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাই তাঁহারা যুদ্ধের দুই বৎসরে ৪২০ কোটি টাকা ঋণ তুলিয়াছেন। কিন্তু মোট ব্যয়ের বাকী অংশ (অর্থাৎ দুই পঞ্চমাংশেরও বেশী) সাধারণ রাজস্ব দ্বারাই সঙ্কুলান করা হইয়াছে। উহাতে নানাদিক দিয়া দেশবাসীর ট্যাক্সভার বাড়িয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা ভাবিলে বর্ত্তমানে সে ভার বহন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ইন্সিওরেন্স এডভাইসরী কমিটী

নূতন বীমা আইন পাশ হওয়ার পর নানাদিক দিয়া ইহার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পাইয়াছে। ফলে পুনঃ পুনঃ উহাকে সংশোধন করিয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ইতিমধ্যে ছয়বার সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করিয়াও গবর্ণমেণ্ট উহার গলদ কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। তাহা ছাড়া নূতম বীমা আইনের প্রয়োগ-পদ্ধতি ও উহার বিভিন্ন ধারার তাৎপর্য্য লইয়া ভারতীয় বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে নূতন অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে ভারতসরকারের বীমা বিভাগও সকল দিক দিয়া তাল রক্ষা করিয়া চলিবার কোন পথ পাইতেছেন না। বিভিন্ন বীমা কোম্পানীকেও ঐসব কারণে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে। এই অবস্থায় একদিকে বীমা আইনের সুসঙ্গত সংশোধন ও অপর দিকে বীমা ব্যবসারের স্বার্থ বুঝিয়া তাহা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবার জন্য সকলেই এদেশে একটি উপযুক্ত বীমা-পরামর্শ-সমিতি গঠন করিবার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘকাল জল্পনা কল্পনার পর ভারত-সরকার সম্প্রতি সেইরূপ একটি কমিটি স্থাপন করিয়াছেন—ইহা সুখের বিষয়। ভারতসরকারের বাণিজ্য সচিব এবং বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছাড়া ভারতীয় বীমা কোম্পানী ও প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর পাঁচজন প্রতিনিধি ও বাহির হইতে সরকার মনোনীত তিনজন সদস্য লইয়া ঐ কমিটি গঠন করা হইয়াছে। আটজন সদস্যের সকলেই ভারতীয় এবং এদেশের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁহারা সুপরিচিত ব্যক্তি। বাঙ্গলা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় কমিটির অন্যতম সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার ও ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি। তিনি বীমা আইন প্রণয়নকালে তৎসম্পর্কিত বিশেষ কমিটিতেও সদস্য হিসাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার মত অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির নিয়োগে আমরা আনন্দিত। তবে বীমা কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের ও বীমাকর্ম্মীদের নিজস্ব কোন প্রতিনিধিকে বর্ত্তমান কমিটিতে লওয়া হয় নাই, ইহা পরিতাপের বিষয়। কতিপয় অভিজ্ঞ বীমা ব্যবসায়ীকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দ্বারা পলিসি গ্রাহকদের ও বীমাকর্ম্মীদের স্বার্থরক্ষা হইবে বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু ঐবিষয়ে ততটুকু আশ্বস্ত হওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। এদেশে বীমা কোম্পানীর পরিচালকেরা পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে অনেক সময়ই উদাসীন। বীমাকর্ম্মীরাও অনেক সময়ই তাঁহাদের নিকট হইতে সুবিবেচনা পান না। এই অবস্থায় কমিটিতে ঐ দুই শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করাও গবর্ণ-মেন্টের কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি ঐ ত্রুটি দূর করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে অবহিত হইবেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী

স্বদেশী যুগের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর উদ্যোগে অগণিত ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানেরই বর্ত্তমানে কোন অস্তিত্ব নাই। কোন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাব, কোন ক্ষেত্রে পরিচালকগণের অসাধুতা এবং বহুক্ষেত্রে মূলধনের অপ্রাচুর্য্যের ফলে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবসা ও শিল্পের প্রাথমিক অবস্থায় এই ধরণের অপচয় ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশে উপরোক্ত ধরণের বিবিধ অন্তরায় সত্ত্বেও আজ যে অনেক ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া উহার অংশীদারগণকে নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছে এবং দেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তির অন্নসংস্থানে সাহায্য করিতেছে, উহাই সান্ত্বনার কথা।

কিন্তু এখনও বাঙ্গালীর ব্যবসা ও শিল্পের বিপদ অতিক্রান্ত হইয়াছে একথা মনে করিলে ভুল করা হইবে। বিগত ৩০।৩৫ বৎসর কালের মধ্যে ব্যবসা ও শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালী প্রশংসনীয়রূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে বটে। নূতন কোম্পানী আইন এবং জনসাধারণের মধ্যে কতকটা বিচার-বুদ্ধিসম্মত অভিমত সৃষ্ট হওয়ার ফলে অসাধু পরিচালকের পক্ষে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়াও এখন আর পূর্ব্বের মত সহজ নহে। কিন্তু মূলধনের অপ্রাচুর্য্যের দিক হইতে বাঙ্গালীর ব্যবসা ও শিল্পের সমক্ষে এখনও একটা বড় রকম বিপদ রহিয়াছে। এই বিপদের জন্য কেবল যে—ভবিষ্যতে খুব লাভজনক হইতে পারে এরূপ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে এরূপ নহে, উহার ফলে বাঙ্গালী পরিচালিত লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলিও ক্রমশঃ অপরের কুক্ষিগত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটীর প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

একথা বলা অনাবশ্যক যে, ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতির একটা সীমা নাই এবং উহার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনও একটা সীমা-রেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখা চলে না। আজ যে শিল্প প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া অংশীদারগণকে নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ প্রদান করিতেছে, তাহার পক্ষেও ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্য নূতন মূলধনের প্রয়োজন হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের তিনটী কাপড়ের কলের পরিচালকগণ—যাঁহাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য নূতন মূলধনের তেমন প্রয়োজন ছিল না, তাঁহারাও একটী করিয়া নূতন কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেশ্যে দেশবাসীর নিকট নূতন মূলধনের জন্য দ্বারস্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে অন্ততঃ ৮।১০টী ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে দেশবাসীর চূড়ান্তরূপ আস্থা অর্জ্জন করিয়া লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে। কিন্তু কতকটা ব্যাঙ্কের ভিত্তি অধিকতর সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে এবং কতকটা নূতন ব্যাঙ্ক আইনে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে অধিকতর পরিমাণে আদায়ী মূলধন হাতে রাখিতে বাধ্য করা হইবে—এই আশঙ্কায় এই সব ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে নূতন মূলধনের জন্য দেশবাসীর দ্বারস্থ রহিয়াছে। বাঙ্গালীর ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রের অন্যান্য দিকেও এই ধরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু এই ধরণের সুপ্রতিষ্ঠ ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত নূতন শেয়ার বিক্রয় হইতেছে তাহার কত অংশ কাহারা ক্রয় করিতেছে—এই বিষয়ে কেহ কোন খোঁজ করিতেছেন কি? কেবল এই ধরণের প্রতিষ্ঠান নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গলা দেশে এমন অনেক শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, যাহা এখন পর্য্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠ না হইলেও যাহার ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত শেয়ার বিক্রয় করিতেছে তাহাই বা কাহারা ক্রয় করিতেছে? তৃতীয়তঃ বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর উদ্যোগে যে সমস্ত নূতন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে, তাহার মধ্যে যেগুলির সাফল্যের পক্ষে অনুকূল অবস্থা রহিয়াছে তাহারই বা শেয়ার কাহারা ক্রয় করিতেছে? এই প্রসঙ্গে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে যে সমস্ত সুপ্রতিষ্ঠ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান নূতন কোন শেয়ার বিক্রয় করিতেছে না—অথচ যাহাদের পূর্ব্ব বিক্রীত শেয়ার অহরহ হস্তান্তর হইতেছে তাহাই বা কাহাদের কবলে পড়িতেছে?

এই সম্বন্ধে কেহ যদি একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখেন তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, বাঙ্গলায় সুপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠ হইবার পথে অগ্রসর এবং ভবিষ্যৎ সাফল্যের পক্ষে অনুকূল অবস্থাসম্পন্ন নব-প্রতিষ্ঠ—এই তিন শ্রেণীর শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ারই দিন দিন বাঙ্গলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। উহার কারণ এই যে, বাঙ্গলা দেশে যাহাদের হাতে টাকা আছে তাহারা কলকারখানা বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে অর্থবিনিয়োগে আগ্রহশীল নহেন। পক্ষান্তরে বাঙ্গলার বাহিরের ব্যক্তিগণের হাতে বিপুল মূলধন অকেজো হইয়া আছে। উহারা বাঙ্গলার কোথায় কি প্রকার শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, বিশেষজ্ঞের সাহায্যে নিত্যনূতন তাহার খোঁজ খবর লইতেছেন এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান লাভজনক অথবা লাভজনক হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, সুযোগ পাইলে তাঁহারা উহার শেয়ার ক্রয় করিতেছেন। উহার ফলে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির লাভের ক্রমবর্দ্ধমান অংশই যে কেবল বাঙ্গলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এরূপ নহে, এই অবস্থার জন্য বাঙ্গালীর সৃষ্ট অনেক লাভজনক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাভারও ভবিষ্যতে বাহিরের লোকের হস্তগত হইবার পথ প্রশস্ত হইতেছে।

এই অবস্থার জন্য বাঙ্গালীর ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অথবা বাঙ্গলার বাহিরের শেয়ার ক্রেতা—কাহারও দোষ দিয়া লাভ নাই। বাঙ্গালীর ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ নিষ্কাম ও দেশহিতে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি নহেন। নিজের এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের উপকারের জন্যই তাঁহারা এক একটী ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। এজন্য প্রথম অবস্থায় উহাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে বিপুল ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে হইয়াছে এবং গায়ের রক্ত জল করিয়া ও বহু দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া এক একটী প্রতিষ্ঠানকে তাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখিতে, সাফল্যমণ্ডিত করিতে এবং সম্ভব হইলে উহাদিগকে ক্রমেই বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে যদি মূলধনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নির্ব্বিশেষে উহা সংগ্রহ

(৮২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের ছয় মাস

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য এক্ষণে বাহিরের অনেক দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মাল চলাচলের ক্রমিক অসুবিধা হেতু আমদানী রপ্তানীর ধারাও নানাদিক দিয়া খুবই অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা এদেশের পক্ষে অনেকটা অনুকূল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে সে অনুকূল গতি প্রতিরুদ্ধ হইয়া পণ্য বাণিজ্যখাতে ভারতের রপ্তানী আধিক্য শোচনীয়ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। সেই কারণে বহির্ব্বাণিজ্যের বিবরণ সম্পর্কে বর্ত্তমানে অনেকেই বিশেষভাবে অবহিত হইয়াছেন। এই অবস্থায় চলতি ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি কি দাঁড়াইয়াছে তৎসম্পর্কে একটি প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

চলতি ১৯৪১-৪২ সালের প্রথমে প্রত্যেক মাসেই আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ কম হইতেছিল। আর তাহাতে এ বৎসরের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে একটি বেশী রকম আশাঙ্কার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুখের বিষয় পরে সে দিক দিয়া একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রতি মাসেই আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বেশী হইয়াছে। বিশেষ করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসের অবস্থা খুবই সন্তোষজনক দাঁড়াইয়াছে। ঐ মাসে রপ্তানীর পরিমাণ ২৪ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার উপর পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আমদানীর পরিমাণ মাত্র ১৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষ হইতে যত টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এ পর্য্যন্ত আর কোন মাসে তত বেশী টাকার মাল রপ্তানী হয় নাই। তবে এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাব একত্র আলোচনা করিলে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা এখনও শোচনীয় বলিয়াই মনে হয়। আলোচ্য ছয় মাসে বাহির হইতে ভারতবর্ষে ১০০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। অপর দিকে ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে ১১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই চলতি ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে পণ্য-বাণিজ্য খাতে আমদানীর তুলনায় এদেশের মোট ১২ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা রপ্তানী আধিক্য দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ ও ১৯৪০-৪১ সালে সারা বৎসরে ভারতের অনুকূল রপ্তানী আধিক্য দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৪৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ও ৪১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। চলতি বৎসরে প্রথম ছয় মাসে যে আধিক্য হইয়াছে তাহা সে তুলনায় খুবই কম। কাজেই যুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য ক্রমেই অবনতির পথে ধাবিত হইতেছে বলা চলে।

আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায়, আলোচ্য ছয় মাসে এদেশে বিদেশী জিনিষপত্রের আমদানী গতবারের তুলনায় কিছু বেশী হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের তুলনায় চলতি ১৯৪১-৪২ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে ভারতে চাউলের আমদানী ৩৭ লক্ষ টাকা, চিনির আমদানী ১৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, তৈলের আমদানী ৬০ লক্ষ টাকা, তুলার আমদানী ৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ও যন্ত্রপাতির আমদানী ২১ হাজার টাকা পরিমাণে বাড়িয়াছে। এদেশে বর্ত্তমানে চাউল, তৈল ও যন্ত্রপাতির যোগান বৃদ্ধির যে প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে তাহাতে ঐসব জিনিষের আমদানী যে কিছুমাত্রায় বাড়িয়াছে তাহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু চিনি ও তুলার আমদানী সম্পর্কে সেরূপ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। বিশেষ করিয়া এদেশে দেশীয় কলের উৎপন্ন চিনি যেস্থলে অবিক্রিত থাকিয়া যাইতেছে সেস্থলে বিদেশ হইতে এখন পর্য্যন্ত বেশী পরিমাণে চিনি আমদানী হওয়া খুবই শোচনীয় বলা চলে।

রপ্তানী বাণিজ্যের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায়, আলোচ্য ছয় মাসে একদিকে চা, চামড়া, চাউল, সুতা ও বস্ত্রের রপ্তানী বাড়িয়াছে। অপর দিকে তুলা, পাট ও চটের রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার চা ও ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার চামড়া রপ্তানী হইয়াছিল। চলতি বৎসরের উপরোক্ত ছয় মাসে তাহা যথাক্রমে ১৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ও ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু চা ও চামড়ার এই রপ্তানী বৃদ্ধি সন্তোষজনক মনে করিলেও এদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় চাউল, সুতা ও বস্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধি আমরা সুখের বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারি না। এদেশে চাউল, সুতা ও বস্ত্রের যোগান প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে কম হওয়ায় বর্ত্তমানে ইহাদের দাম অত্যধিক হারে চড়িয়া গিয়াছে। অথচ আলোচ্য ছয় মাসে পূর্ব্বেকার তুলনায় এদেশ হইতে বাহিরে ১০ লক্ষ টাকা পরিমাণ বেশী চাউল, ৫২ লক্ষ টাকা পরিমাণ বেশী কার্পাস সুতা ও ৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা পরিমাণ বেশী বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে। ইহাতে রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে এদেশে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ নীতির অভাবই সূচিত হইতেছে। এদেশে তুলা ও পাটের পর্য্যাপ্ত যোগান রহিয়াছে। ঐ দুইটি পণ্যের ভালরূপ কাটতির উপর এদেশের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিদেশে ঐ দুইটি পণ্যের বাজার ক্রমেই বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে ইহা দুঃখের বিষয়। গত ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারত হইতে ১৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকার তুলা ও ৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানী হইয়াছিল। চলতি বৎসরের প্রথম ছয় মাসে সে তুলনায় তুলার রপ্তানী ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ও পাটের রপ্তানী ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা কম হইয়াছে। চটের রপ্তানী বাড়িলে তাহা দ্বারা পরোক্ষভাবে পাটের মূল্যের উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কিন্তু আলোচ্য সময়ে উহার রপ্তানী ৩ কোটি টাকারও উপর হ্রাস পাইয়াছে। ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের এই গতি আশঙ্কাজনক সন্দেহ নাই।

বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে বর্ত্তমানে কোন দেশ হইতে ভারতে কি শ্রেণীর মাল আমদানী হইতেছে ও কোন দেশে ভারত হইতে কি শ্রেণীর মাল রপ্তানী হইতেছে তাহার বিবরণ দেওয়া হয় না বটে, তবে কোন দেশের সহিত ভারতের মোট কি পরিমাণ মাল আদান প্রদান হয় তাহার একটা মোটামুটি বিবরণ উহাতে পাওয়া যায়। ঐ

(৮০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর ভবিষ্যৎ

শ্রীসরোজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
(জেনারেল ম্যানেজার, কমার্শিয়াল এজেন্টস্ কর্পোরেশন)

দিনের পর দিন বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য যেভাবে বাহিরের লোকের হাতে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে যে, বাংলা হইতে কি বাঙ্গালী ব্যবসায়ী লুপ্ত হইবে? জীবন-যুদ্ধে, প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারে আমরা পিছাইয়া পড়িয়াছি—আমাদের স্থান অন্য দেশের ও অন্য জাতির লোকে গ্রহণ করিতেছে। এই অর্থ-নৈতিক শোষণ সহ্য করিয়া আর কতকাল আমরা বাঁচিয়া থাকিব? বাংলার ছয় কোটী অধিবাসী প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় মাথা পিছু ৪০৷৫০৲ টাকার জিনিষ ব্যবহার করিলেও তাহার মূল্য হয় ২৪০৲ হইতে ৩০০৲ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া যেসব দেশোৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয় যথা—পাট, চা প্রভৃতি বড় বড় শিল্প ও কারখানার দ্রব্যাদি এবং সহরবাসীদিগের যে সকল অতিরিক্ত জিনিযের প্রয়োজন হয় তাহার মূল্য একত্রে ১০০৷১৫০ কোটি টাকার কম নহে। বাংলাদেশের এই সমস্ত দ্রব্য আমদানীকারীদের হাত হইতে ব্যবহারকারীদের হাতে এবং দেশোৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদন-কারীদিগের নিকট হইতে ব্যবহারকারী বা রপ্তানীকারীদের হাতে পৌঁছিতে ২৷৩টি এবং কোন কোন সময় ৪৷৫টি ব্যবসায়ীর হাত দিয়া আসে। চারিশত কোটী টাকার জিনিষ গড়পড়তায় ২ বার করিয়া বিক্রয় হইলেও বাংলাদেশে বাৎসরিক মোট ৮০০ কোটী টাকার ক্রয়-বিক্রয় হয় বলা যায়। এই ব্যবসায়ে প্রত্যেক ব্যবসায়ী গড়ে টাকায় এক আনা লাভ করিলেও বার্ষিক ৫০ কোটী টাকা সমস্ত ব্যবসায়ীদের লাভ হয়। এই টাকা বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয়ের চার গুণ।

এই লাভে কোনই ক্ষতি হইত না যদি এই ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ ভাগ বাঙ্গালীর হাতে থাকিত। কারণ তাহা হইলে লাভের টাকা দেশে থাকিয়া খরচ হইত বা অন্যান্য লাভজনক শিল্প বা কারবারে ব্যয়িত হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই লাভের শতকরা প্রায় ৬০৷৭০ ভাগ এবং বোধ হয় আরো বেশী বাঙ্গালী পায় না। সমস্ত প্রধান শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রধান শক্তিকেন্দ্রগুলি বাহিরের লোকের করতলগত। বাংলায় ব্যবসায়ীর অভাব নাই। কিন্তু তাহাদের হাজারকরা ৯৯৯ জন এই সব বৃহৎ ব্যবসায়িগণের জন্য ফড়িয়া, দালাল বা খুচরা বিক্রেতার কাজ করে মাত্র। বড় বড় অফিসে যেমন কর্ত্তৃপক্ষ মোটা লাভ লইয়া এবং উপরওয়ালা কর্ম্মচারী-গণের মোটা বেতন যোগাইয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই ভিক্ষার চাল হিসাবে কেরাণী, শ্রমজীবী প্রভৃতির মধ্যে বণ্টন করা হয়—ব্যবসায়েও সেইরূপ বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ টাকা ও একতার জোরে ব্যবসায়ের সারভাগ ও লাভের মোটা অংশ নিজেদের জন্য রাখিয়া সামান্য খুদকুঁড়া যাহা থাকে, তাহা অল্প মূলধনওয়ালা ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণকে দিয়া থাকে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অবস্থা শ্রমিক বা কৃষকদের চেয়ে কোন অংশেই ভাল নয়, কিন্তু দেশের ধন ও সম্পদের ধারক ও বাহক এই শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য আজ পর্য্যন্ত কোন রাজনীতিক দল বা অন্য দল কিম্বা কোন নেতাকেই একটী অঙ্গুলিও উঠাইতে দেখা যায় নাই। আজকাল ভোট যাহাদের হাতে তাহাদেরই নাক প্রতাপ বেশী। বাংলায় যে দশ লক্ষ লোক ব্যবসায়ে নিযুক্ত তাহাদের যে ভোট আছে তাহাতে সমস্ত গভর্ণমেণ্টকে তাহারা পরিচালিত না করিলেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংহতি নাই। ইহা দোকানদারগণের মধ্যে একতার অভাবের জন্যও নহে,—কারণ তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত দলাদলি বিশেষ নাই। কিন্তু তাহারা বৃহৎ দেশের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, বিভিন্ন বাজারে, সহরে ও বন্দরে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া একতাবদ্ধ হওয়ার, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়াদি করিয়া যোগাযোগ স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পরের সাহায্যে শক্তিশালী হইয়া দেশের জনমতকে প্রভাবিত করার কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা করেন নাই; অন্য কেহও করে নাই। বাংলায় ৭৮টি চেম্বার অব কমার্স এবং বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি সমিতি আছে। কিন্তু চেম্বার্স অব কমার্স বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সম্মেলন ক্ষেত্র। বড় ব্যবসায়ীদের গুরুত্বানুপাতে সমস্ত রাজনৈতিক ও পৌর প্রতিষ্ঠানে এই সব চেম্বার্স প্রতিনিধিত্ব পাইয়া নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কার্য্য করায় জনমতের উপর তাহারা কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না।

বাংলার ব্যবসায়িগণকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে সমস্ত ক্ষুদ্র দোকানদারগণকে একতাবদ্ধ হইয়া এই অর্থ-নৈতিক সংঘাতের দিনে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় সচেতন হইতেই হইবে। বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়িগণকে নিজ নিজ স্থানের দোকানদারগণের মধ্যে সমিতি স্থাপন করিয়া এবং বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ী সমিতির মধ্যে যোগা-যোগ স্থাপন করিয়া শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে, যাহাতে বাংলার ছয় কোটী লোকের সরবরাহকারিগণ দেশের রাষ্ট্র ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় এবং সমাজে ও জনমতের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—দেশকে শোষণ হইতে রক্ষা করিতে পারে। সাধারণ বাঙ্গালীরও এ বিষয়ে যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। বাঙ্গালীকে এবং বাংলার ব্যবসায়কে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বাঙ্গালীকে সর্ব্বনাশী শোষণের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য, বাঙ্গালী দোকানদারগণের স্বার্থরক্ষায় এবং তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য তাহাদেরও সহায়তা অত্যাবশ্যক।

আজকাল আমরা প্রায়ই দেশের শিল্পোন্নতির কথা বলিয়া থাকি! দেশীয় ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠান এযাবৎ যতগুলি স্থাপিত হইয়াছে তাহার শত ভাগের এক ভাগও যদি বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলেও বাংলার অর্থ-নৈতিক অবস্থা অন্য প্রকার হইত। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। এই বিনাশের কারণসমূহের মধ্যে উপযুক্তরূপ পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থার অভাবই সর্ব্বপ্রধান। এই যুগে অতি উৎকৃষ্ট জিনিষও উপযুক্ত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছাড়া বাজারে চালান যায় না। আমাদের দেশের বিক্রেতাগণের অনেকের দূরদৃষ্টি এবং স্বদেশ-প্রীতির অভাবও ইহার জন্য কম দায়ী নহে। সহস্র সহস্র টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞাপন না দিলে, বিনা পয়সায় নমুনা না পাইলে এবং প্রথমাবধি বাকীতে মাল না পাইলে দোকান-দারগণ কোন দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য রাখিয়া সাধারণতঃ বিক্রয় করিতে চাহেন না। এক টাকার জিনিষের মূল্য তিন টাকা ধার্য্য করিয়া তার উপর শতকরা ৩৩ টাকা কমিশন দিলে তাহারা সেই মাল বিক্রয় করিয়া দেশের শোষণকার্য্যে সহায়তা করিবেন, কিন্তু ঐ এক

টাকার জিনিষটি ১।০ দাম ধার্য্য করিয়া শতকরা ২৫ টাকা কমিশন দিলেও তাহা চালাইবেন না। জিজ্ঞাসা করিলেই ইহারা বলেন, "বাজারে চলে না"। কিন্তু ইহা সত্য নহে। বাজারে যে কোন পণ্যদ্রব্য চালাইবার মালিক দোকানদারেরা, প্রস্তুতকারক নহে। এক টাকার জিনিষ তিন টাকায় বেচিয়া ৩৩ পার্সেণ্ট লাভের লোভে তাঁহারাই ঐ জিনিষ বাজারে চালাইয়া থাকেন। কিন্তু দেশীয় ১।০ দামের জিনিষটী চালাইলে এই দরিদ্র দেশে অনেক বেশী লোকে উহা কিনিতে পারে বলিয়া আপাতঃদৃষ্টিতে কম ২৫ পার্সেণ্ট লাভ দেখাইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের লাভ বেশীই দাঁড়ায় অথচ দেশীয় শিল্পগুলি গড়িয়া উঠে। সরকারী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যেসব ছেলেরা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছিল তাহার অধিকাংশই দোকানদারগণের সহানুভূতিহীনতায় এইভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে দোকানদারগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দেশীয় শিল্পের ও ব্যবসায়ের প্রসারের প্রতি সহানুভূতিশীল করিতে হইবে। এই ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে শিল্পোন্নতির সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক হইবে, কারণ লক্ষ ও কোটীপতি বৈদেশিক শিল্পপতিগণের সহিত প্রকাশ্য বাজারে প্রতিযোগিতা করিয়া স্বল্প মূলধনের কোন শিল্পই টিকিতে পারিবে না। টেরিফ দ্বারা দ্রব্য মূল্যকে অস্বাভাবিকরূপে বাড়াইয়া কিছুকাল চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেশের জনসাধারণের বা ব্যবসায়ীর বিশেষ কি লাভ হইবে? বহু টাকা মূলধন তুলিয়া বড় শিল্প গড়িয়া তোলাও একটী উপায়, কিন্তু এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের অতীত অভিজ্ঞতা যেরূপ তাহাতে দেশীয় ধনিকগণ একার্য্যে মূলধন নিয়োগ করিতেও শীঘ্র ভরসা পাইবেন না। বাংলার সাধারণ দোকানদারগণ গরীব, সাধারণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও দরিদ্র। এই দারিদ্র্যের মধ্যে জাতীয়তার ভিত্তিতে পরস্পরের সহায়তার ইচ্ছা জাগ্রত করিয়া দেশে দেশীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না রাখিলে কে রাখিবে? দরিদ্রের ব্যথা দরিদ্র না বুঝিলে কে বুঝিবে? ইহা প্রাদেশিকতা নয়, বিদেশী বিদ্বেষও নয় কেবল স্বদেশ-প্রীতি মাত্র। আমাদের ব্যবসায়ীরা যদি বলেন যে, দেশীয় শিল্পদ্রব্য চালাইয়া পরে অন্য দ্রব্য বেচিব, তাহা হইলে সমস্ত সমস্যার সমাধান অক্লেশে হইতে পারে। কিন্তু এই শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে সংঘশক্তি সৃজন প্রয়োজন। ২।১ জন দোকানদার এই পথ অবলম্বন করিলে অন্যেরা লাভবান হইবার আশায় যদি বৈদেশিক দ্রব্য প্রতিযোগিতায় বিক্রি করে, তবে একার্য্যে সফলতা আসিবে না। কাজেই সমস্ত বাঙ্গালী দোকানদারগণকে প্রথমতঃ সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। কেবল দেশীয় শিল্পোন্নতির জন্য নয়, তাহাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যও বটে। ইতিমধ্যেই বাংলার দূর পল্লীগ্রামের খুচরা দোকানদারীতেও বাহিরের লোক বাঙ্গালী দোকানদারদের প্রতিযোগিতায় অগ্রণী হইয়াছে: এখনো যদি ইহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা না হয় তবে আগামী ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে খুচরা ব্যবসাও বেশীর ভাগই তাহাদের হাতে চলিয়া যাইবে। ২৫ বৎসর পরে হয়ত বাঙ্গালী দোকানদার মোটেই থাকিবে না। আমরা কি এখনও সাবধান হইব না? বাংলার নেতাদের কি এ বিষয়ে কোন কর্ত্তব্যই নাই?

(ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী)

করিতে ক্ষান্ত হইবেন কেন? বাঙ্গালী যদি মূলধন প্রদান না করে—করিলেও উহা সংগ্রহ করিবার জন্য বিজ্ঞাপন, কমিশন, রাহাখরচ ইত্যাদিতে মূলধনের শতকরা ৩০।৪০ ভাগ খরচ করিয়াও যদি এজন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিতে হয়—পক্ষান্তরে বাঙ্গলার বাহিরের লোকের নিকট হইতে যদি শতকরা ৬।৭ টাকা খরচ করিয়া স্বল্পসময়ের মধ্যে এই মূলধন সংগ্রহ করা যায় তাহা হইলে তাঁহারা কেন উহা গ্রহণ করিবেন না? অবশ্য উহার ফলে ভবিষ্যতে বাঙ্গালী পরিচালকদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু মূলধনের অভাবে মরিয়া যাওয়া অথবা পঙ্গু হইয়া থাকা অপেক্ষা বড় হইয়া যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায় ততদিনই ভাল। বাঙ্গালী জনসাধারণ যদি আশা করেন যে, বাঙ্গালীর ব্যবসা ও শিল্পের পরিচালকগণ নিছক বাঙ্গালী জাতির প্রতি মমতা বশতঃ স্বেচ্ছায় নিজের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিবেন তাহা হইলে তাঁহারা উহাদের প্রতি অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবীই উপস্থিত করিবেন। পক্ষান্তরে বাঙ্গলার বাহিরের যে সমস্ত শেয়ার ক্রেতা বাঙ্গালীর পরিচালিত লাভজনক এবং লাভজনক হইতে পারে—এরূপ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়ে ব্যগ্র—এমন কি এই সব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করিয়া উহাকে নিজেদের করায়ত্ত করিতে আগ্রহান্বিত, তাহাদিগকেও দোষ দিবার কিছু নাই। বাঙ্গালী যখন ইউরোপীয় বা অবাঙ্গালীর পরিচালিত ব্যাঙ্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী, চটকল, রাসায়নিক কারখানা, সিমেণ্টের কারখানা ইত্যাদির শেয়ার ক্রয় করে তখন তাহাতে কিছু দোষাবহ আছে বলিয়া কেহ মনে করে না। অবাঙ্গালী এজন্য দোষী হইবে কেন? অবশ্য বাঙ্গালীকে অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের স্থাপিত কলকারখানার অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করিয়া উহাকে কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করিতে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু উহা অনিচ্ছার জন্য নহে—অক্ষমতার জন্যই বাঙ্গালী এই চেষ্টা করে না। এজন্য বাঙ্গালীর কোন প্রশংসার দাবী নাই।

আজ বাঙ্গালী ব্যবসা বাণিজ্যে যেটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সঙ্কীর্ণতা ও দূরদৃষ্টির অভাবের জন্য তাহা হারাইতে বসিয়াছে। উহার কি কোন প্রতিকার নাই? বারান্তরে আমরা উহা আলোচনা করিব।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

আলীপুরে নূতন টাকশাল

আলীপুরে একুশ বিঘা পরিমাণ জমির উপর ভারতের নূতন টাকশাল নির্ম্মাণের কার্য্য অগ্রসর হইতেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের টাকা পয়সা প্রভৃতি মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি যে ইমারতটিতে স্থাপন করা হইবে সেইটির নির্ম্মাণ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছে। অফিস প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় ইমারতটির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এই টাকশালটি আধুনিক স্থাপত্য অনুসরণ করিয়া খুব বড় ধরণের হইবে। ইহার পূর্ণপরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যয় বাবদ প্রায় ২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। প্রকাশ, কলিকাতায় বর্ত্তমানে যে টাকশাল আছে উহা বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। এই ইমারতাদি ও জমি বিক্রয় করিয়া প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

ব্রহ্ম সরকারের নয়া ব্যবস্থা

জানা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম সরকার এবং চাউল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আলোচনার ফলে গবর্ণমেণ্ট চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্ব্ব পরিকল্পনার কতকগুলি প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পূর্ব্ব পরিকল্পনায় গবর্ণমেণ্ট টেণ্ডার ব্যবস্থায় চাউল ক্রয় করিয়া নিজেরাই বিভিন্ন বন্দরে তাহা রপ্তানী করিতেন। পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্ট চাউল ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে চলতি দামের চাউল ক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া এখন আর তাঁহারা একমাত্র রপ্তানীকারক থাকিবেন না। যাঁহারা রপ্তানী ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগকেই উহা রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে। প্রকাশ যে, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই ব্যবস্থা করিবেন যে, রপ্তানী করিতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীদিগকে কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত চাউল কণ্ট্রোলার অথবা তাঁহার অধীন কোন এজেন্সীর নিকট হইতে চাউল ক্রয় করিতে হইবে।

ব্রহ্মদেশে ভারতীয় নোট

ব্রহ্ম সরকারের একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চের পর হইতে ভারত সরকারের এক টাকার নোট ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় নোট ব্রহ্ম দেশে আইনসঙ্গত নোট হিসাবে চলিবে না। ১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ঐ সকল নোট ট্রেজারী পোষ্ট অফিস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় সমমূল্যে গৃহীত হইবে। উপরোক্ত তারিখের পর ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কেবল মাত্র রেঙ্গুণের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ঐ সকল নোট সমমূল্যে গৃহীত হইবে।

পুরাতন লোহের দর নিয়ন্ত্রণ

অতিরিক্ত লাভের পথ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম সরকার পুরাতন ঢালাই লোহের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। ভাঙ্গা যন্ত্রপাতির লৌহ প্রতি টন ৭৫ টাকা এবং পুরাতন ঢালাই লোহের দর প্রতি টন ৬০৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। ব্রহ্ম সরকার এই ধরণের অপরাপর দ্রব্য সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

তুলার গাঁটের লৌহপাতের অভাব

তুলা ব্যবসায়ের জন্য অত্যাবশ্যকীয় গাট বাঁধিবার লৌহপাতের অভাব আসন্ন বুঝিতে পারিয়া ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি বিভিন্ন কাপড়ের কলের নিকট পত্রযোগে পুরাতন লৌহপাত ব্যবহারের অনুমতি চাহিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েশনের নিয়মে দেখা যায় যে, পুরাতন মার্কা ভালভাবে তুলিয়া দিলে এই সকল লৌহপাত ব্যবহারে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

বীমা আইন সম্পর্কিত পরামর্শ কমিটী

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল ভারত সরকার কর্ত্তৃক নূতন বীমা আইন পরিচালনা সম্পর্কে পরামর্শদাতা কমিটির (ইনসিওরেন্স এডভাইসরী কমিটি) সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় বাঙ্গালা হইতে উক্ত কমিটির একমাত্র সদস্য। আগামী ১৫ই নবেম্বর এই কমিটির প্রথম অধিবেশন হইবে। ইতিপূর্ব্বে যখন বীমা আইন প্রণয়ন করা হয় এবং জটিল সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারকে পরামর্শ দান করিবার জন্য একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হয়, তখনও শ্রীযুক্ত রায় উহার সদস্য ছিলেন। ইনি ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি এবং 'ইনসিওরেন্স ওয়ার্ল্ড' পত্রিকার সম্পাদক। গত জুন মাসে উক্ত ইনসিওরেন্স এডভাইসরী কমিটির যে গঠনতন্ত্র রচিত হইয়াছে, সেই অনুসারে অন্যান্য প্রদেশের নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছে :—

চেয়ারম্যান—ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব। ভাইস্ চেয়ারম্যান—ভারত সরকারের ইনসিওরেন্স সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সদস্যগণ :—মিঃ বৈরামজী হরমুসজী, মিঃ জে সি শীতলবাদ, মিঃ এম এন শেঠ, মিঃ জে এফ ওরমিস্টন, মিঃ এন জে গোর, মিঃ এম সি টি এম্ চিদাম্বরম্ চেটিয়ার, মিঃ এন কে ভারতীয়া এবং মিঃ এস সি রায়। উপরোক্ত সদস্যগণের কার্য্যকালের মেয়াদ দুই বৎসরকাল।

কলিকাতা হইতে লোক সরাইবার প্রশ্ন

শত্রুপক্ষের কার্য্যের ফলে সহরের কতক লোককে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হইলে হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে অতিরিক্ত রেলগাড়ী চলাচল সম্পর্কে বাংলা সরকার একটী পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী হাওড়া ষ্টেশন হইতে প্রত্যহ প্রায় ১ লক্ষ লোককে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইবে এবং রেল কর্ত্তৃপক্ষ এমনভাবে ব্যবস্থা করিবেন যে,

প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর আনুমানিক ২ হাজার জন লোক ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিতে পারিবে। হাওড়া হইতে যে সকল গাড়ী ছাড়ে সেগুলি যথারীতি ছাড়িবে এবং এই অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য কয়েকখানি অতিরিক্ত গাড়ী ছাড়িবে। লোক সরাইবার সময়ে হাওড়া ষ্টেশন হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের অতিরিক্ত গাড়ী সহ প্রায় ১০৬ খানি গাড়ী ছাড়িবে। বিশ্রামস্থান ও প্লাটফরমগুলিতে প্রায় ২ হাজার লোকের থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইবে। ষ্টেশন এলাকায় কতকগুলি নলকূপ খনন করিয়া বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হইবে এবং সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ দূর করিবার জন্য ১২ জন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও ৬ জন ড্রেসার পালাক্রমে থাকিবেন। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে লোকজন স্থানান্তরিত করিবার জন্য প্রত্যহ ৩২ খানি করিয়া গাড়ী ছাড়িবে। প্রায় ১২ দিন এই ব্যবস্থা চলিবে। প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর একখানি গাড়ী প্রায় ৪ হাজার লোক লইয়া যাত্রা করিবে এবং এক সময়ে ঐরূপ সংখ্যক লোককে ষ্টেশনের বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে।

ভারতে মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য মিঃ লালচাঁদ নবল রায়, মিঃ এ, সি, দত্ত এবং পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ভারতে মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের জন্য কারখানা স্থাপন করিতে যাহাতে ভারত সরকার অনুমতি প্রদান করেন তজ্জন্য একটী প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপন করিবেন।

হায়দ্রাবাদে সরকারী জীবনবীমা প্রবর্ত্তন

হায়দ্রাবাদ রাজসরকার পারিবারিক পেনসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা এবং সরকারী জীবনবীমা তহবিল সম্বন্ধীয় একটী পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করা মঞ্জুর করিয়াছেন। পারিবারিক পেনসন ব্যবস্থার জন্য যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তদনুযায়ী হায়দ্রাবাদ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের পরিবারস্থ লোকদের

পেনসন্ বাবদ ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬ শত ৩২ টাকা বাৎসরিক ব্যয় হইবে। বর্ত্তমানে নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের জন্য সরকারী জীবনবীমা তহবিলে প্রিমিয়াম দেওয়া বাধ্যতামূলক হইবে না, এবং হায়দ্রাবাদ সরকার এইরূপ কর্ম্মচারীদের জীবনবীমার জন্য মাথা পিছু মাসিক ১৲ টাকা করিয়া জীবনবীমা তহবিলে দান করিবেন। এইরূপ সাহায্য বাবদ হায়দ্রাবাদ রাজসরকারের বাৎসরিক ৬ লক্ষ ২২ হাজার ২২৪ টাকা খরচ পড়িবে। যাহাতে বাহিরের জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানগুলি হায়দ্রাবাদ হইতে জীবনবীমার প্রিমিয়াম বাবদ টাকা না নিতে পারে এবং যাহাতে জনসাধারণের জীবনবীমা বাবদ গচ্ছিত টাকা নিরাপদ হয় তজ্জন্যই এইরূপ সরকারী বীমা পদ্ধতির প্রচলন করা হইয়াছে।

জাপানে করবৃদ্ধি

প্রকাশ, জাপানী মন্ত্রিসভা জনসাধারণের অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য নূতন কর স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহার ফলে বিলাসোপকরণের উপর কর অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। জাপানে সাধারণের ব্যবহার্য্য 'সাকি' মদের উপর শতকরা ৫০ ভাগ, থিয়েটার ও সিনেমার উপর শতকরা ২০ হইতে ৮০ ভাগ এবং বিবিধ প্রকার প্রমোদ কর ও রেঁস্তোরার উপর শতকরা ২০ হইতে ১ শত ভাগ পর্য্যন্ত কর বৃদ্ধি পাইবে। হোটেলের বিলের উপর এবং রেলগাড়ীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটের উপর করও যথেষ্ট পরিমাণে বসান হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষতির সম্ভাবনা

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য স্যার এফ্ ই জেমস্-এর 'বৃত্তি কর নিয়ন্ত্রণ বিল' সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, যদি এই বিল আইনে পরিণত হয় তাহা হইলে উহার ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনের আয়ের পথ বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হইবে। উক্ত বিলের প্রস্তাব অনুযায়ী সর্ব্বোচ্চ কর যদি বাৎসরিক ৫০৲ টাকা হারে ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে বিভিন্ন কোম্পানী কর্ত্তৃক দেয় ফী সম্পর্কে কর্পোরেশনের ২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ক্ষতি হইবে। অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে এবং এই ক্ষতি বহন করা কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভব হইবে না। এই বিলের দ্বারা ধনী ব্যক্তিরাই উপকৃত হইবে—দরিদ্রের কোনই উপকার হইবে না। কোন এক ব্যক্তির উপর বার্ষিক ৫০৲ টাকা সর্ব্বোচ্চ কর ধার্য্য করাই প্রস্তাবিত বিলের উদ্দেশ্য। ফলে কোন কোম্পানী বা ফার্ম্মের সহরে ৫০টি দোকান থাকিলে কর্পোরেশন মাত্র একবার ৫০৲ টাকা ফী পাইবার অধিকারী হইবে। কতকগুলি দোকান অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একই ব্যক্তির সম্পত্তি বলিয়া দেখাইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে, ফলে রাজস্বের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।

রেলশ্রমিকদের মাগগি ভাতা বৃদ্ধি

নয়া দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, মিঃ যমুনা দাস মেটার নেতৃত্বে নিখিল ভারত রেল শ্রমিক সঙ্ঘের যে সকল প্রতিনিধি রেলওয়ে বোর্ডের সহিত আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন, জানা গিয়াছে যে রেলওয়ে বোর্ড তাহাদের নিকট নীতি হিসাবে শ্রমিকদের মাগ্গি ভাতা বর্দ্ধিত করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এযাবৎ প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে এবং রেলওয়ে বোর্ড আরও ৭০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু রেল শ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে আরও ১ কোটি টাকা মঞ্জুর করিতে বলা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বৃত্তিকর নির্দ্ধারণ বিল হইতে বাঙ্গলাকে রেহাই

কেন্দ্রীয় পরিষদে যে বৃত্তিকর নির্দ্ধারণ বিল উপস্থিত করা হইয়াছে, উহার আওতা হইতে বাঙ্গলাকে বাদ দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত এম, ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ সিদ্দিকী এবং কর্পোরেশনের আর যে কয়েকজন পদস্থ কর্ম্মচারী এই বিল সম্পর্কে দিল্লী গিয়াছেন, তাঁহারা স্যার এণ্ড্রু ক্রো ও স্যার সুলতান আমাদের সহিত দেখা করেন। স্যার ফ্রেডারিক জেমসের সহিতও উঁহারা সাক্ষাৎ করেন। পরিষদে এই বিলগুলি আলোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ইঁহারা দিল্লীতেই থাকিবেন বলিয়া জানা গিয়াছেন।

ভারত-ব্রহ্ম চুক্তি সংশোধনের প্রশ্ন

ভারত-ব্রহ্ম ইমিগ্রেশন চুক্তি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতাদের বৈঠকে গত ২রা নবেম্বর যে সর্ব্বদলসম্মত সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে, নিম্নে তাহার মর্ম্ম দেওয়া হইল :—এই পরিষদের অভিমত এই যে, ভারত হইতে ব্রহ্ম বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ব্রহ্মে ভারতীয়দের অবস্থা এবং ব্রহ্মে প্রবেশ সম্বন্ধে তাহাদের অধিকার সম্পর্কে বৃটিশ পার্লামেণ্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, ভারত-ব্রহ্ম ইমিগ্রেশন চুক্তির দ্বারা এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হইয়াছে। কারণ ব্রহ্ম শাসন আইনের পঞ্চম খণ্ডে এবং ব্রহ্মের গবর্ণরের প্রতি সম্রাটের নির্দ্দেশের মধ্যে পার্লামেণ্ট এই সকল ব্যাপারে সন্দেহাতীতরূপে যে সকল রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, উল্লিখিত চুক্তিমূলে তাহা নিরর্থক ও অচল হইয়াছে। সুতরাং এই পরিষদ বড়লাটের নিকট এই সুপারিশ করিতেছেন যে, পার্লামেণ্টের প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হওয়ার উপযুক্ত সন্তোষজনক সংশোধন এবং ভারতের জনসাধারণের পক্ষে অবমাননাকর ও পক্ষপাতমূলক সর্ত্তসমূহ বাতিল না হওয়া পর্য্যন্ত সপরিষদ বড়লাট যেন অর্ডার-ইন্-কাউন্সিল দ্বারা ঐ চুক্তি অনুমোদন না করিতে ভারত সচিবকে অনুরোধ করেন।

আন্তর্জ্জাতিক শর্করা কমিটি

আন্তর্জ্জাতিক শর্করা কমিটি হইতে ভারত সরকারের দপ্তরে একখানি পত্র আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঐ পত্রে নাকি জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ এখনও পূর্ব্বকৃত চুক্তি অনুযায়ী কাজ করিতে রাজী আছে কিনা? যদি ঐ কমিটির অন্তর্ভুক্তরূপে অবস্থান করিয়া চলিতে ভারতবর্ষ অস্বীকার করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কি কি সর্ত্তে সকলের সঙ্গে মিলিয়া চলিতে পারে তাহাও নাকি জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। ভারতীয় চিনি রপ্তানি করা চলিবে অথচ উক্ত কনভেনশনের সভাও থাকা সম্ভব হইবে এমন কোন মধ্য পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টাই নাকি গবর্ণমেণ্ট দপ্তরে পরিলক্ষিত হইতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাটের বাজার

বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পাট ও পাটশিল্পজাত দ্রব্যাদির সর্ব্বপ্রধান আমদানীকারী। ঐ দেশের গবর্ণমেণ্ট তথাকার জন্য চটের যে সর্ব্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহাতে দুই প্রকারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, ঐ বিক্রয় মূল্য ভারতের বাজার দর অপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ বেশী। জাহাজের বর্দ্ধিত মাশুল, ইনসিওরেন্সের বর্দ্ধিত হার প্রভৃতি দেয় অর্থ শোধ করার পরও আমদানীকারী-দিগের লভ্যাংশ মোটের উপর মন্দ হইবে না। কিন্তু ১৯৪২ সালের যে বিক্রয় মূল্য স্থির করা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে এখানকার বাজার দর অপেক্ষা শতকরা ১১॥ ভাগ বেশী। এখানে জুলাই মাস হইতে চটের দর ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এ অবস্থায় ১৯৪২ সালের স্থিরীকৃত সর্ব্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা না করিলে আমেরিকার বাজারে পাটের চাহিদা কম হইবেই। চটের থলে যুক্তরাজ্যের চাহিদানুযায়ী না পাওয়ায় তথাকার গবর্ণমেণ্ট ব্যবহৃত পুরাতন থলের সংখ্যা ও আনুমানিক দর জানিতে চাহিয়া জনসাধারণকে ঐরূপ থলে সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন। অন্য প্রকারের থলে প্রস্তুতের চেষ্টাও তথায় ক্রমশঃ ফলপ্রদ হইতেছে। ৭৯ লক্ষ ঐরূপ থলের জন্য তথাকার নানা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ ইহারই মধ্যে দর চাহিয়া স্থানীয় ব্যবসায়ী-দিগকে উহা প্রস্তুতের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে যুক্ত-রাজ্যে পাটের বাজার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

পোষাকের কারখানার উৎপাদন

প্রকাশ, ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্ন পোষাক তৈয়ারীর কারখানায় উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০ লক্ষটী। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরের তুলনায় এই উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে শতকরা ৫ গুণ বেশী। ভারতে বর্ত্তমানে ১১টী পোষাকের কারখানায় কাজ চলিতেছে। সাজাহানপুর, কাণপুর, আগ্রা, কলিকাতা, মাদ্রাজ, সেকেন্দ্রাবাদ, বোম্বাই, লাহোর, পশ্চিম সীমান্ত রেলপথ, দিল্লী ও শিয়ালকোটে এইসকল কারখানা অবস্থিত।

যুদ্ধের পর শ্রমিক নিয়োগ সমস্যা

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, গত ৩০শে অক্টোবর আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় ক্রেতা মিশনের (পার্চেজিং মিশন) নেতা স্যার শণ্মুখম চেটি ও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকদের প্রতিনিধি মিঃ উইলিয়ম জোহানেস্ ডোভিস্ বলেন যে, ভারত সরকার ও দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালীন শ্রমিক নিয়োগ সমস্যা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

মজুত পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির বিগত অক্টোবর মাসের বুলেটিনে প্রকাশ, মজুত পাটের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালের অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসরের জুন মাসের শেষভাগে ভারতীয় চটকলসমূহের হাতে ৪৬ লক্ষ ৫৩ হাজার বেল পাট মজুত ছিল; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৪০ সালের জুন মাসের শেষভাগে উক্ত কলসমূহের হাতে মজুত পাটের মোট পরিমাণ ছিল ১৯ লক্ষ ৯২ হাজার বেল; ১৯৩৯ সালের জুন মাসের শেষে পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার বেল পাট। চটকলসমূহে বর্ত্তমানে কাজের ঘণ্টা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উৎপাদনের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু উৎপন্ন মালের মজুত পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই।

কাপড়ের কলের কার্য্যকাল বৃদ্ধি

বাংলা সরকার ৩রা নবেম্বরের এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইয়াছেন যে, চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় কিছুদিন যাবৎ সূতা ও কাপড়ের দর দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দরের সাধারণ গতি হ্রাস করিবার জন্য এবং যুদ্ধের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে মাল পাওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে তূলা হইতে সূতা কাটা এবং বস্ত্র বয়নের কলসমূহের সাপ্তাহিক কার্য্যকাল কারখানা আইন অনুযায়ী অনুমোদিত ৫৪ ঘণ্টা হইতে বাড়াইয়া ৬০ ঘণ্টা করা হইল। কারখানা আইনের ৩৪ ধারা হইতে উপরোক্ত শ্রেণীর কাপড়ের কলসমূহকে রেহাই দিয়া বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে। এই ধারা প্রতিপালনের হাত হইতে রেহাই দেওয়ার ফলে দৈনন্দিন কাজের সময় এখনও ১০ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ থাকিবে। কর্ম্মীরা চিরাচরিত রবিবার ছুটী পাইবে এবং অতিরিক্ত ৬ ঘণ্টার জন্য সাধারণ হারে একদিন ও একচতুর্থ দিনের মাহিয়ানা পাইবে।

৫০ কাঠির দিয়াশলাইয়ের দর

বাঙ্গলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কন্ট্রোলারের অফিস হইতে গত ৩১শে অক্টোবর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত মতে ৫০ কাঠির দিয়াশলাইয়ের পাইকারী ও খুচরা দর ধার্য্য করা হইল। কলিকাতা ও সহরতলীতে অবিলম্বে এই আদেশ বাধ্যতামূলক করা হইবে।

৫০ কাঠির দিয়াশলাই

প্রতি গ্রোস	৪৲ (দিয়াশলাইয়ের কারখানার দর)
" "	৪৲ (পাইকারী দর)
প্রতি ডজন	।/৬ পাই
প্রতি বাক্স	৬ পাই

গমের সর্ব্বোচ্চ মূল্য

মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গমের সর্ব্বোচ্চ মূল্য কি হওয়া উচিত তৎসম্পর্কে ভারত সরকার তাহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা উহার মূল্য ৪।৵০ আনা ধার্য্য করিবেন। তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে জানাইয়াছেন যে, গমের মূল্য যাহাতে অত্যধিক না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের জন্য তাঁহারা এখন পর্য্যন্তও বিস্তৃতভাবে কোনও পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে গমের গড়পড়তা যেরূপ মূল্য ছিল উপরোক্ত ধার্য্য মূল্য তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ।

কুচবিহার রাজ্যে সিগারেটের তামাক উৎপাদন

যাহাতে কুচবিহার রাজ্যে সিগারেটের তামাকের চাষ করা যায় তাহার জন্য কুচবিহার রাজ সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য 'ভার্জ্জিনিয়া' শ্রেণীর তামাকের বীজ ব্যাপকভাবে রোপন করিবার জন্য চাষীদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

ভারতের জনস্বাস্থ্য

ভারত সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার ১৯৪০ সালের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে বলিয়াছেন যে, যদিও যুদ্ধের জন্য ব্যাপক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু সেজন্য ভারতবর্ষে বিশেষ কোন স্বাস্থ্যহানি ঘটে নাই। ভারতীয় জেলের সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, বন্দীদের মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২১ সালে এক হাজার বন্দীর মধ্যে ২১ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৯৪০ সালে এইরূপ মৃত্যু সংখ্যা হাজারে মাত্র ৮'৯ জন দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়

১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৬ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা। এইরূপ আয়ের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ৯ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা বেশী।

গ্রেট বৃটেন হইতে সিরিয়ায় গম প্রেরণ

গ্রেট বৃটেনের কমার্শিয়াল কর্পোরেশন সিরিয়ায় ২০ হাজার টন গম আমদানী করিতেছে। ইহার মধ্যে ৮ হাজার টন গম সিরিয়ায় ইতিমধ্যেই পৌছিয়াছে এবং অবশিষ্ট গম শীঘ্রই পৌছিবে। ইহা ছাড়া ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে আরও ২০ হাজার টন গম সিরিয়ায় আমদানী করা হইবে।

ইরাণে তুলার চাষ

১৯৩৪ সালে ইরাণে ৩০ হাজার টন তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৬ সালে ১ লক্ষ ৮ হাজার ২৮০ হেকটেয়ার জমিতে (একশত একরে এক হেকটেয়ার) তুলার চাষ হইয়াছিল এবং ইহাতে তুলার উৎপন্নের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৭ হাজার ২ শত টন। ১৯৩৮ সালে ২ লক্ষ ৫৭ হাজার হেকটেয়ার জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। ইরাণের অন্তর্গত খাউজেস স্থানই হইতেছে ইরাণের ভিতরে তুলা জন্মাইবার প্রধান অঞ্চল; কিন্তু ইহা ছাড়া ইরাণের অন্যান্য স্থানেও তুলা চাষ করিবার জন্য উপযুক্ত ভূমি আছে। ইরাণের মাটি এবং আবহাওয়া হইতেছে তুলা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

গম হইতে মোটরের ইন্ধন প্রস্তুত

প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ায় গম হইতে মোটর গাড়ীর জ্বালানি প্রস্তুত করিবার গবেষণা এবং প্রচেষ্টা চলিতেছে। গম হইতে সুরাসার উৎপাদন করিয়া এইরূপ ইন্ধন তৈয়ারী করা হইবে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, প্রতিটন গম হইতে ৬০ হইতে ৮০ গ্যালন পর্য্যন্ত সুরাসার প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

কানাডায় রাসায়নিক শিল্প

১৯৪০ সালে কানাডায় ১৮ কোটী ৪১ লক্ষ ৫২ হাজার ৮ শত ৬৭ ডলার মূল্যের রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। এইরূপ রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে ১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী।

ভারতে প্রস্তুত সাইকেল

বোম্বাইয়ের ওয়ারলিতে একটি সাইকেলের কারখানায় হিন্দ সাইকেল কোম্পানী এক শ্রেণীর সাইকেল প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এই ধরণের ভারতে নির্ম্মিত সাইকেল সর্ব্বসাধারণের দর্শনার্থ কলবাদেবী রোডে একটী প্রদর্শনী গৃহ খোলা হইয়াছে। সাইকেল ব্যবসায়ীরা এইরূপ উন্নত ধরণের দেশীয় সাইকেলের সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলও এইরূপ সাইকেলের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

মহীশূর রাজ্যে শিক্ষা বিস্তার

১৯৪০ সালের মহীশূর রাজসরকারের শিক্ষা বিভাগের এক বিবরণীতে প্রকাশ যে, মহীশূর রাজ্যে গড়পড়তায় প্রতি ৩'৫ বর্গ মাইলে একটী বিদ্যালয় আছে। মহীশূর রাজ্যের সমস্ত লোকসংখ্যার অনুপাতে ৭৮৭ জন লোকের জন্য একটী করিয়া বিদ্যালয় বর্ত্তমান। বৎসরে মহীশূর রাজ সরকার এবং পৌরসভাগুলি একত্রে শিক্ষার জন্য প্রায় ৬৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন; ইহার মধ্যে মহীশূর রাজসরকার বাৎসরিক ৫৪ লক্ষ টাকার বেশী প্রদান করেন। ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মহীশূর রাজ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ৮ হাজার ১৮২টী বিদ্যালয় বর্ত্তমান ছিল এবং ইহার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪ শত ৭২ জন।

পাঞ্জাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার

১৯২৯ সালে পাঞ্জাবে মাত্র ১৭টী যৌথ রেজিষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্ক বর্ত্তমান ছিল। ১৯৪১ সালে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪১টী দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৯ সালে পাঞ্জাবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অফিসের সংখ্যা ছিল ৪১টী; ১৯৪১ সালে ইহা বাড়িয়া হইয়াছে ১২৫টী। বর্ত্তমানে পাঞ্জাবে ৪টী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক আছে। পাঞ্জাবের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে যত টাকা আমানত আছে তাহার শতকরা ৮৩ ভাগ তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির হাতে এবং বাকী শতকরা ১৭ ভাগ আমানত তালিকা বহির্ভূত ব্যাঙ্কগুলির কাছে জমা আছে।

নিজাম রাজসরকারের রেলওয়ের আয়-ব্যয়

১৯৪০-৪১ সালে নিজাম ষ্টেট রেলওয়ের আয় হইয়াছে ২ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা। এইরূপ আয়ের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ২০ লক্ষ টাকা বেশী দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে এই রেলওয়ের বিভিন্নরূপ কার্য্যপরিচালনার জন্য ব্যয় হইয়াছে ১ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা; এবং মোট লাভ হইয়াছে ১ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা। রেল কর্ত্তৃপক্ষ রাস্তায় যানবাহন মারফত যাত্রী ও মাল বহন করিয়া ৩০ লক্ষ টাকা আলোচ্য বৎসরে আয় করিয়াছেন এবং বিবিধ খরচ খরচা বাদ দিয়া ৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন।

ভারতের বিমান-শক্তি

প্রকাশ, শীঘ্রই ভারতের বিমান শক্তি বাড়াইয়া ১০ স্কোয়াড্রন করা হইবে। যুদ্ধ আরম্ভের সময় ভারতের সামরিক বিমান সংখ্যা ৪ স্কোয়াড্রন ছিল।

যুবকদিগের জন্য সাবান শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা

জানা গিয়াছে যে, বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যুবককে কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

ভারতের চা রপ্তানীর হার বৃদ্ধি

জানা গিয়াছে যে, আন্তর্জ্জাতিক চায়ের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ভারতের বর্ত্তমান নির্দ্ধারিত চা রপ্তানীর পরিমাণ আরও শতকরা ১০ ভাগ বাড়াইয়া দিয়াছেন।

যুদ্ধকালীন গ্রেট বৃটেনের ব্যয়

গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধকালীন প্রথম বৎসর যুদ্ধের ব্যয় বাবদ বিভিন্ন খাতে ২৬০ কোটী পাউণ্ড এবং দ্বিতীয় বৎসরে ৪৪০ কোটী পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ১৯৪১ সালের ৩০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন দফায় যে পরিমাণ অর্থ পাইয়াছেন তাহার একটী মোটামুটী বিবরণ দেওয়া হইল:—রাজস্ব ২ শত ৮০ কোটী পাউণ্ড, সেভিং সার্টিফিকেট বাবদ ৩২ কোটী পাউণ্ড, ৩ পাউণ্ড সুদের ডিফেন্স বণ্ড বাবদ ৩৩ কোটী পাউণ্ড, ৩ পাউণ্ড সুদের ডিফেন্স ঋণ বাবদ ১২ কোটী পাউণ্ড, ২৷৷০ পাউণ্ড সুদের সমর ঋণ বাবদ ৯৪ কোটী পাউণ্ড, ৩ পাউণ্ড সুদের সেভিংস বণ্ড বাবদ ৩০ কোটী পাউণ্ড, ৩ পাউণ্ড সুদের সমর ঋণ বাবদ ১০ কোটী পাউণ্ড, বিনাসুদী ঋণ বাবদ ৯ কোটী পাউণ্ড এবং অন্যান্য ঋণ বাবদ ২০৫ কোটী পাউণ্ড। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত কর বসাইয়া গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের প্রথম বৎসর ৪৯ কোটী এবং দ্বিতীয় বৎসর ৬৭ কোটী পাউণ্ড পাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত মুনাফাকরের বাবদ দ্বিতীয় বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ১৫ কোটী পাউণ্ড আয় হইয়াছে।

উত্তর ভারতে চা উৎপন্নের পরিমাণ

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর ভারতে ৭ কোটী ৬০ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে ৬ কোটী ৯০ লক্ষ ৪ হাজার পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারতে গমের চাষ

১৯৪০-৪১ সালে ভারতে গম চাষের যে চূড়ান্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে ৩ কোটী ৪৮ লক্ষ ৬২ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে ৩ কোটী ৪০ লক্ষ ৯ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটী ৫ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে ১ কোটী ৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে শিল্পোন্নতি

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে নারিকেল তেল উৎপাদন শিল্প, চা শিল্প, রবার শিল্প, শর্করা শিল্প, মৃৎশিল্প এবং হিজলী বাদাম শিল্প প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিতেছে। ইহা ছাড়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য প্রচুর খনিজ সম্পদ এবং বনজ সম্পদেরও অধিকারী বলা যাইতে পারে। এই রাজ্যে বহুবিধ কুটীর শিল্পগুলিও যুদ্ধের জন্য প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি প্রস্তুত করিতেছে। এতদ্ব্যতীত ত্রিবাঙ্কুরে বিদ্যুৎ শিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হইতেছে।

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের শিক্ষামূলক তালিকায় নবেম্বর মাস হইতে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য' নামক নূতন বিভাগে কলেজের ছাত্রগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় মফঃস্বলের ছাত্রগণ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞগণের বক্তৃতাদি শুনিবার সুযোগ পাইবেন। কলিকাতার বাহিরের কলেজসমূহের ছাত্রগণ বেতারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের বক্তৃতা শুনিতে পারিবেন। প্রতি বুধবার অপরাহ্ণ ৭-৪৫ মিনিটে (ভারতীয় ষ্টাণ্ডার্ড টাইম) আরম্ভ হইয়া ১৫ মিনিট কাল উক্ত শিক্ষামূলক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বক্তৃতাদি সাধারণের উপযোগী ও বোধগম্য হইবে।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের অভাব

জাহাজের অভাবে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ পাওয়ায় যে অসুবিধা দেখা দিয়াছে, ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্যগণ এক বৈঠকে তাহার আলোচনা করেন। এরূপ মনে হয় যে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা নিয়ন্ত্রণ বা পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। শীঘ্রই এই বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির পক্ষ হইতে মিঃ আর্থার মূর, মিঃ কে শ্রীনিবাস প্রমুখ বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবীদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ গত ৫ই নবেম্বর নয়াদিল্লীতে বাণিজ্য সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

নারী শ্রমিকদের প্রসূতি-ভাতা

গত ৫ই নবেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের শ্রমবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ প্রিয়র কয়লা খনির মেয়ে-মজুরদের জন্য প্রসূতি ভাতার ব্যবস্থাকল্পে একটি বিল উত্থাপন করেন। এই বিলে এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, সন্তানের জন্মের পরবর্ত্তী একমাস কাল নারী শ্রমিককে ছুটি দিতে হইবে, প্রসবের পূর্ব্ববর্ত্তী এক মাস কাল অনুরূপ ছুটি পাইবে। সন্তান প্রসবের পূর্ব্ববর্ত্তী নয়মাস কোন নারী অবিচ্ছিন্নভাবে কার্য্যে বহাল থাকিলে প্রসবের পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ সপ্তাহ, প্রসবকালীন সময় এবং প্রসবের পরবর্ত্তী ৪ সপ্তাহের অনুপস্থিত কালের জন্য দৈনিক ৷৷০ আনা হিসাবে পাইবে। বিলের প্রথম দফা আলোচনা কালে প্রশ্নোত্তরে মিঃ প্রিয়র ভারতের বিভিন্ন খনিতে নারী শ্রমিককের মোট সংখ্যার হিসাব জানান।

ভারতের খনিসমূহে প্রায় ৫০ হাজার নারী শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে। উহার মধ্যে ২৩ হাজার জন কয়লার খনিতে কাজ করে।

বৃত্তি বা ব্যবসায়ের উপর কর সম্পর্কিত বিল

বৃত্তি বা ব্যবসায়ের উপর কাহারও দেয় করের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বার্ষিক ৫০৲ টাকা করিবার জন্য যে বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করা হইয়াছিল, উহার সিলেক্ট কমিটি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুযায়ী কোন কোন করকে বিলের প্রয়োগ হইতে রেহাই দিয়াছেন। ঐ সমস্ত ট্যাক্স হইতেছে—১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন, ১৯১৬ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন, এবং ১৯২২ সালের মধ্য প্রদেশ মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী ধার্য্য করসমূহ। কমিটির বিল কার্য্যকরী হওয়ার তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া ১৯৭২ সালের ১ লা এপ্রিল ধার্য্য করিয়াছেন।

বঙ্গীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশনের কার্য্যতালিকা

আগামী ২৭শে নবেম্বর হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই অধিবেশন ২১ দিন ধরিয়া চলিবে এবং তাহার মধ্যে মাত্র ১৬ বার পরিষদের বৈঠক বসিবে। ইহার মধ্যে তিন দিন বেসরকারী এবং অবশিষ্ট ১৩ দিন সরকারী ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা হইবে। বর্ত্তমানে যে কার্য্যসূচী নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই বারের অধিবেশনে মোট ১৩টি সরকারী বিল সম্পর্কে আলোচনা হইবে। ইহার সমস্তই পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে উত্থাপিত হইয়াছিল। যে বিল সম্পর্কে পরিষদে এবং তাহার বাহিরেও চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইবে তাহা হইতেছে বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল। এই বিল সম্পর্কে অধিবেশনের প্রথম দিনই বিতর্ক আরম্ভ হইবে।

আয়কর নির্দ্ধারণে অব্যবস্থা

কলিকাতা গানি ট্রেড এসোসিয়েশন, জুট বেলার্স এসোসিয়েশান, ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশন, কলিকাতা হোসিয়ারি একচেঞ্জ, স্বদেশী পিস্‌গুডস্ এসোসিয়েশন, মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্স, মোস্লেম চেম্বার অব কমার্স, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ও ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিগণ গত ৬ই নবেম্বর বেলা ২ টার সময় একটি সভা করেন। ঐ সভায় কলিকাতা সেণ্ট্রাল ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ হইতে যে ভাবে আয়কর ধার্য্য করা হইতেছে তাহার নিন্দা করা হয়। এই সম্পর্কে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আশু প্রতিকার মানসে তাঁহারা ভারত সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বিক্রয়কর আইনের মর্ম্ম

গত ৬ই নবেম্বর বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন :—বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইন সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে সমালোচনা হইয়াছে, তৎপ্রতি বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ব্যবস্থা পরিষদে বিক্রয় কর বিল উত্থাপনের সময় অর্থসচিব এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, এই কর ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে না, বিক্রেতাদেরই বহন করিতে হইবে। এই কথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। অর্থসচিব এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেন নাই যে, এই কর ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে না।

চটকলসমূহের কার্য্যকাল বৃদ্ধি

ভারতীয় পাটকল মালিক সঙ্ঘের এক সভায় চটকলসমূহের কার্য্যকাল সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা হইতে বাড়াইয়া ৬০ ঘণ্টা করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ভারত সরকার বিভিন্ন ধরণের ১১ কোটী ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার গজ চটের জন্য ভারতীয় পাটকল মালিক সঙ্ঘের নিকট একটী অর্ডার দিবার নিমিত্ত এইরূপ কাজের সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইয়াছে। যাহাতে বাংলা সরকার কারখানা আইনের আওতা হইতে চটকলগুলিকে রেহাই দেন সেইজন্য আবেদনপত্র প্রেরণ করা হইয়াছে।

কর্পোরেশনের এম্বুল্যান্স গাড়ী

সংক্রামক রোগের উদ্ভব হইলে এবং কখনও বিমান আক্রমণের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইলে যাহাতে যথাযথভাবে চাহিদা মিটাইতে পারা যায় তজ্জন্য কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের এম্বুল্যান্স গাড়ীর সংখ্যা ১২ খানা বাড়াইয়া ২০ খানা করার বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতেছেন। ইহাতে ৪০ হাজার টাকা এককালীন এবং ১৭ হাজার টাকা করিয়া বার্ষিক ব্যয় হইবে।

বোম্বাই কর্পোরেশনের বাজেট

১৯৪২-৪৩ সালে বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আয় ও ব্যয় বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৯ হাজার টাকা এবং ৯ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর মোট ৩ কোটী ৬৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা আয় এবং ৩ কোটী ৭৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। গত বৎসর হইতে উদ্বৃত্ত ১৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা হইতে আগামী বৎসরের অনুমিত ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার ঘাটতি পূরণ করা হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ৪৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে বোম্বাই কর্পোরেশনের অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১৫ হাজার জন। ১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে প্রকাশ যে, বোম্বাই সহরের লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার জন দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য ভবিষ্যতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রেলওয়ে সম্পত্তি ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, নবীতে আপোষ রফার ফলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের রেলওয়ের সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য সম্পর্কিত বিলের আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দেওয়া হইবে। জানা গিয়াছে যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে রেলের সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য করিবার ক্ষমতা খাট করা হইবে না। ১৯৩৭ সালে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ও পরে রেলওয়ের যে সকল সম্পত্তি করধার্য্য হইবার উপযুক্ত ছিল বা আছে, তাহার উপর কর ধার্য্য করা যাইবে। সকারের ঐ কর রদবদল বা বাতিল করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। বিরোধের বিষয়গুলি বিচার বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা সালিশী করিবার দাবী খুব সম্ভব গৃহীত হইবে না।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

১৯৪০-৪১ সালের কার্য্যবিবরণী

সম্প্রতি আমরা কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের গত ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বিবরণীতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষের শেষে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ২ কোটী ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৫১ টাকায় এবং ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১২ লক্ষ ১৮ হাজার ২২০ টাকায় পৌঁছিয়াছে। আমরা যতদুর জানি তাহাতে আলোচ্য সময়ের মধ্যে বাঙ্গালী পরিচালিত কোন ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ এত বেশী হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের মোট আয় হইয়াছে ৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৯৮ টাকা এবং এই আয় হইতে ব্যাঙ্কের সমস্ত ব্যয় বাদে উহার লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৮৮৪ টাকা। এই টাকা হইতে ট্যাক্স বাবদ ১০ হাজার টাকা বাদ দিয়া এবং উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত ৪০ হাজার ৮৯৩ টাকা যোগ দিয়া যে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৭৭ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ১২॥০ টাকা হারে প্রদত্ত লভ্যাংশ বাবদ ৭৬ হাজার ৬৬৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বাকী ৫৫ হাজার ১১০ টাকা হইতে ১০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কের আকস্মিক ক্ষতি নিবারণের জন্য সৃষ্ট তহবিলে (Reserve for contingencies) ন্যস্ত করা হইয়াছে, এক হাজার টাকা কর্ম্মচারীদের গ্রাচুইটী বাবদ সংরক্ষিত হইয়াছে এবং দাতব্যের জন্য এক হাজার টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। বাকী ৪৩ হাজার ১১০ টাকা ব্যাঙ্কের চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে প্রতি শেয়ার ৫ টাকা অতিরিক্ত মূল্যে নূতন শেয়ার বিক্রয় করিয়া কমিশন বাদে ব্যাঙ্ক যে ১ লক্ষ ৮২০ টাকা লাভ করিয়াছে তাহা লভ্যাংশের হিসাবে না নিয়া উহার সাকুল্য অংশই ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলের সমষ্টিগত পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৮২ টাকা। আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কে আদায়ী মূলধন, ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানত, ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শ্রেণীর মজুদ তহবিল ইত্যাদি লইয়া উহার মোট কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটী ৫৫ লক্ষ ১৫ হাজার ১৪৪ টাকা।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক যে কেবল বাঙ্গালীর পরিচালিত ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম ব্যাঙ্ক এরূপ নহে। ব্যাঙ্কের দাদননীতি এবং নগদ টাকার স্বচ্ছলতার দিক হইতেও উহা একটী আদর্শ ব্যাঙ্ক। আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত অর্থের মধ্যে নগদ টাকা, কল মানি, চেক, ড্রাফট, অন্যান্য ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত, কোম্পানীর কাগজ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ষ্টক একচেঞ্জে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ইত্যাদিতেই ১ কোটী ১০ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫৯ টাকা ন্যস্ত ছিল। এই সময়ে সম্পত্তি বন্ধকে ব্যাঙ্কের ৪৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৯১১ টাকা, চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে প্রদত্ত ৬৩ লক্ষ ১২ হাজার ৬৭৬ টাকা এবং বিল ক্রয় ও ডিস্কাউন্ট বাবদ ১০ লক্ষ ২ হাজার ১২৫ টাকা দাদন করা ছিল। ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত বাকী টাকা বিলের জামীনে, আসবাবপত্রে, ব্যাঙ্কের জমি ও বাড়ীতে, সম্পত্তিতে ও বিবিধ দফায় নিয়োজিত ছিল। এই বিবরণ হইতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্যাঙ্কের সম্পত্তি কেবল নিরাপদ ভাবে নহে—উহা নগদ টাকার স্বাচ্ছল্যের প্রতি চূড়ান্তরূপ দৃষ্টি রাখিয়া দাদন করা রহিয়াছে।

আদায়ী মূলধন, মজুদ তহবিল ও আমানতী টাকার প্রাচুর্য্য, নিরাপদ দাদননীতি, নগদ টাকার স্বচ্ছলতা, সন্তোষজনক লভ্যাংশ ইত্যাদি সকলদিক হইতেই কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক একটী আদর্শ ব্যাঙ্ক। দেশের যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কের সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর এই অসামান্য সাফল্য প্রদর্শনের জন্য আমরা উহার পরিচালকবর্গ এবং বিশেষভাবে উহার কর্ণধার ডাঃ এস বি দত্তকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

মোহিনী মিলস্ লিঃ

মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গতঃ মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের বিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনকল্পে গত ৭ই নবেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকায় কুষ্টিয়াস্থ মোহিনী মেমোরিয়াল হলে স্যার যদুনাথ সরকার কে-টি সি-আই-ই মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে পরলোকগত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তীর কর্ম্মবহুল ব্যবসায় জীবন, তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়, দেশীয় শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে তাঁহার অক্লান্ত সাধনা ও অসামান্য সাফল্যের কথা বিবৃত করেন।

হুগলী ব্যাঙ্কের শ্রীরামপুর শাখা

হুগলী ব্যাঙ্কের শ্রীরামপুর শাখার উদ্বোধন উৎসব গত ২রা নবেম্বর পূর্ব্বাহ্নে শ্রীরামপুর টাউন হলে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। ব্যাঙ্কের নবনির্ম্মিত ভবন শ্রীরামপুর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি সভাপতি বরণ করেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন সভাপতিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া হুগলী ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। নূতন ভবনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে সভাপতি স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি বলেন যে

মিঃ ডি এন মুখার্জ্জির সুপরিচালনায় হুগলী ব্যাঙ্ক কিভাবে উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা তিনি আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন। মাত্র আট বৎসরকাল সময়ের মধ্যে এই ব্যাঙ্কের প্রসার ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য ও ইহার সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য সভাপতি মহাশয় শ্রীরামপুরের জমিদার ও ধনিক সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। মিঃ তারকনাথ মুখার্জ্জি সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরা অভ্যাগতদিগকে যথেষ্ট আপ্যায়ন করেন। এই উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ধনী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ

১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল:—ওরিয়েণ্টাল লাইফ ৭,৪৮,৮৬,০০০৲; হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ২,৮২,৮৬,৮০০৲; ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স ১,৫৬,৫৫,৮০০৲; বোম্বে মিউচুয়াল ১,৫১,০০,০০০৲; ভারত ১,৫০,৬৭,৮০০৲; নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স ১,৪৩,৪৪,৭০০৲; এম্পায়ার ১,৩১,৮০,০০০৲; বোম্বে লাইফ্ ১,২২,০৭,৬০০৲; ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ্ ৯৮,২৮,৭০০৲; লক্ষ্মী ৮২,৬৯,১০০৲; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল ৮১,৪১,৫০০৲; মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স ৭১,৩৭,১৭৫৲; জেনারেল এসিওরেন্স ৬৮,৫৩,৮০০৲; ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ্ ৬৬,৫০,৮০০৲; এশিয়ান্ এসিওরেন্স ৬০,২০,০০০৲; নিউ এশিয়াটিক লাইফ্ ৬০,১৩,৫০০৲; ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান্ লাইফ্ ৪৯,৪১,৫০০৲; কমনওয়েল্থ্ ৪৬,৬৩,০০০৲; ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্ ৪৪,৫০,০০০৲; বোম্বে কো-অপারেটিভ ৪০,৪২,০০০৲; ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ৪০,১১,৯৭৮৲; ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স ৩৬,৪০,৫০০৲; অন্ধ্র ইন্সিওরেন্স ৩৩,১৮,৫০০৲; ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল ৩১,৪৯,২০০৲; রুবী জেনারেল ৩০,৬৫,১০০৲; ওয়ার্ডেন ২৭,৮১,৭০০৲; নেপচুন এসিওরেন্স ২১,৭৩,৮০০৲; জুপিটার ২০,৮৬,০০০৲; জেনিথ্ লাইফ ১৯,৮৭,৪০০৲; ইণ্ডিয়ান মার্কেণ্টাইল ১৮,২১,২০০৲; এশিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ১৭,১৪,৫০০৲; পিপল্‌স্ ইন্সিওরেন্স ১৬,২২,৬০০৲; আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স ১৩,০৩,৯২৬৲; ইউনিভার্সাল ফায়ার এণ্ড জেনারেল ১১,৬১,০০০৲; ইণ্ডিয়ান গ্লোব ১১,৫৯,২০০৲; ক্রিসেণ্ট ইন্সিওরেন্স ১১,১৫,৬০০৲; সেণ্টিনেল এসিওরেন্স ৯,৬৪,০০০৲; ন্যাশনেল সিটি ইন্সিওরেন্স (মাত্র প্রথম ৪॥০ মাসের কাজ) ৮,০৭,৫০০৲; ক্যানাডা মিউচুয়াল ৮,০০,৪০০৲; পপুলার ইন্সিওরেন্স কোং ৬,৪৪,১০০৲; ইউনিয়ন লাইফ এসিওরেন্স (মাত্র ৮০ দিনের কাজের পরিমাণ) ৬,০০,০০০৲; ইষ্টার্ণ ফেডারেল ইউনিয়ন ৫,১২,০০০৲; ডিপোজিটর্স বেনিফিট্ ৪,২৭,০০০৲; ইণ্ডিয়ান্ প্রোগ্রেসিভ্ ৩,৬৭,৭০০৲; ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স লিঃ ৩,৬৪,০০০৲।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বেঙ্গল নাগপুর কোল কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১২॥০ আনা; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উক্ত সময়ের হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ১২॥০ আনা। **নর্থ ওয়েষ্ট কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১২॥০ আনা; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উক্ত সময়ের হিসাবে শতকরা ১২॥০ আনা দেওয়া হইয়াছিল। **মোরারজী গোকুলদাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ২৲ বোনাস সহ শতকরা ১২৲ লভ্যাংশ। **মহীশূর কেমিক্যাল এণ্ড ফার্টিলাইজারস্ লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৬৲ টাকা। **খাটাউ মাকেনজী স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ১০৲ টাকা। **ঢাকেশ্বরী কটন্ মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ৭॥০ আনা।

পুস্তক পরিচয়

অর্থতত্ত্ব, পরিভাষা ও অনুবাদ-শিক্ষা—Commercial Bengali—শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য এম-এ বিদ্যারত্ন প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। প্রাপ্তিস্থান রিডার্স কর্ণার—৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।

বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-কম পরীক্ষার জন্য ও গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের পরীক্ষার জন্য বঙ্গভাষা অন্যতম পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ফলে পরীক্ষার জন্য ছাত্রগণকে এক্ষণে অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত বাঙ্গলা পরিভাষা শিক্ষা করিতে হইতেছে। অর্থনীতি বিষয়ক রচনা ও অনুবাদ সম্পর্কেও পারদর্শিতা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইতেছে। ঐ বিষয়ে ছাত্রগণকে সাহায্য করিবার উপযোগী উল্লেখযোগ্য কোন পুস্তক এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় অর্থতত্ত্ব, পরিভাষা ও অনুবাদ শিক্ষা নামক গ্রন্থখানা প্রকাশ করিয়া আজ সেই অভাব মোচন করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি (১) রচনা (২) অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত পরিভাষা ও (৩) অনুবাদ—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। 'রচনা' বিভাগে ভারতের কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ও ও বীমা ব্যবসায় প্রভৃতি সম্পর্কে ২৫টি প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছে। ঐসব প্রবন্ধ যেরূপ তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত তাহাতে এ সমস্ত পাঠ করিয়া ছাত্রগণ সহজেই অর্থনীতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের সুযোগ পাইবে সন্দেহ নাই। পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে অর্থ-নৈতিক ইংরাজী শব্দের বাঙ্গলা পরিভাষা দেখাইয়া একটী বিশেষ তালিকা মুদ্রিত করা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত পরিভাষার অনুকরণেই তাহা প্রস্তুত হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে বাঙ্গলা হইতে ইংরাজীতে ও ইংরাজী হইতে বাংলাতে অর্থ-নৈতিক বিষয় অনুবাদের উপযুক্তরূপ নমুনা দেখানো হইয়াছে। ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যেভাবে গ্রন্থকার বর্ত্তমান পুস্তকটি রচনা করিয়াছেন তাহাতে উহা ছাত্রদের বিশেষ উপকারে আসিবে বলিয়াই আমরা মনে করি। পুস্তকটির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৭ই নবেম্বর

কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও পূর্ব্বের মতই মন্দার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার স্বচ্ছলতা পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে এবং কাজকারবার কিছুই হয় নাই। গত ৪ঠা নবেম্বর ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণের ব্যাপারে বাজারে যে টাকার অত্যধিক স্বচ্ছলতা এখনো বজায় রহিয়াছে তাহার স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। আবেদনের মোট পরিমাণ পূর্ব্বের মতই অত্যধিক ছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৫ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যুদ্ধ সরবরাহের মূল্য বাবদ গ্রেট বৃটেন ভারতসরকারকে প্রাপ্য অর্থের কিছু অংশ পরিশোধ করিয়াছেন। এদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ও কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণও যথাক্রমে ৬ কোটি ও ১২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থা টাকার বাজারের তুলনায় উন্নত বলিতে হইবে। গত সপ্তাহের ন্যায় এবারেও বাজারে রপ্তানী বিলের আধিক্য দেখা গিয়াছে। এই সব রপ্তানী বিলের মধ্যে ডলার বিলের পরিমাণই ছিল বেশী।

গত ৪ঠা নবেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৯৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸/৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৸/০ আনা দরের শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেণ্ডারের বার্ষিক শতকরা সুদের হার গড়পড়তা ॥৵১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ১১ই নবেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৪ই নবেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাবলী পূর্ব্ববৎ।

গত ৩০শে অক্টোবর হইতে ৩রা নবেম্বর পর্য্যন্ত মোট ২ কোটি ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। গত ৫ই নবেম্বর হইতে ১০ই নবেম্বর তারিখের মধ্যে শতকরা ৯৯৸/৬ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইবে।

গত ৩১শে অক্টোবর তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার বেঙ্গল ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸/০ আনা ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৸৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার টেণ্ডারের উপর গড়পড়তা বার্ষিক শতকরা সুদের হার ৸৫ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

গত ৩১শে অক্টোবর তারিখের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে সমগ্র ভারতবর্ষে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৭৪ কোটি ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৭৭ কোটি ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৫ কোটি ৪১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬০ কোটি ৫৪ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫০ কোটি ৮১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২২ কোটি ৪৭ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্মসরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩ কোটি ৭৩ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ১২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ; উহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{১৫}{১৬}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৮}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৭ই নভেম্বর।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে মোটামুটী তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য কোনরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইলে কলিকাতা হইতে লোকজন স্থানান্তরিত করিবার জন্য বাংলা সরকার যে নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন এই সংবাদ শেয়ার বাজারের উপর কতকটা

অনিশ্চিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রুশ-জার্মান সংগ্রামে যুদ্ধের গতি রাশিয়ার পক্ষে অনুকূল না হওয়ায় এইজন্যও শেয়ার বাজারে একটা আশঙ্কার ভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শেয়ার বাজারে প্রচুর পরিমাণে কাজকারবার হইয়াছিল এবং কোন কোন বিভাগে শেয়ারের দর বিশেষ তেজী ছিল। কাপড়ের কলের কার্য্যকাল বৃদ্ধি, নূতন করিয়া ভারত সরকার কর্ত্তৃক পাটকল মালিকসঙ্ঘের নিকট প্রচুর পরিমাণে চটের জন্য অর্ডার এবং ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানীযোগ্য চা চালান দিবার হার শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ার সংবাদে শেয়ার বাজারে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর স্থির অবস্থায় ছিল। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৬।৵০ আনা। ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮২৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৶০ আনা, ৩৲ সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫।৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের ঋণপত্র ১১০৸৵০ আনা এবং ৫ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের ঋণপত্র ১১১।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের কাজকারবার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু শেয়ারের দর মোটামুটি তেজী ছিল। বেঙ্গল নাগপুর ১৮।৵০ আনা, ডানবার ২৬৩৲ টাকা এবং কাণপুর টেক্সটাইল ১০৶০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না। যাহাহউক এ সপ্তাহের বুধবারে এই বিভাগে ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে কতকটা ভাল অবস্থা দেখা গিয়াছিল।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের দরে এ সপ্তাহে বিশেষ ঊর্দ্ধগতি দেখা গিয়াছে এবং ইহার চাহিদাও খুব বাড়িয়াছে। হাওড়া ৬০৵০ আনা, কামারহাটী ৫৪৮৲ টাকা এবং ইণ্ডিয়া ৪১৬৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করর্পোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৩৸০ আনা এবং ২০॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বার্ণ এণ্ড কোং ৩৯২৲ টাকা এবং ভারতীয় ইলেট্রিক ষ্টীল ১৭।০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চিনির কল

এ সপ্তাহেও চিনির কলের শেয়ারের দর তেজী ছিল। কিন্তু ইহার কাজকারবারের পরিমাণ তেমন বেশী ছিল না। বুলাণ্ড ২৪৵০ আনা, কেরু এণ্ড কোং ১৩/০ এবং চম্পারণ ২০।০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে টীটাগড় পেপার ২৩৵০ আনা। বরারি কোক ২৯৶০ ; ডানলপ রাবার ৪২৸০ আনা এবং বুরোয়া টীম্বার ১৯৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৩১শে অক্টোবর—৯৫।০ ; ৪ঠা নবেম্বর—৯৫।৴ ৫ই—৯৫/০ ৯৫।৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৩১শে অ:—৯৯৸/০ ১০০৲। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৩১শে অ:—৯৬৲ ; ১লা নবে:—৯৬৲ ৯৬৵০ ; ৪ঠা—৯৫৸৶০ ৯৬৶০ ; ৫ই—৯৬৲ ৯৬৶০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৩১শে অ:—১০৩।৵০ ; ৫ই নবে:—১০৩/০ ১০৩।৵০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৪-৫৯) ৩১শে অ:—১০৩/০ ১০৩৶০ ; ৪ঠা নবে:—১০৩৲ ; ৫ই—১০২৸৶০ ১০৩৵০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৩১শে অ:—১১১৵০ ; ৪ঠা নবে:—১১১/০ ১১১।০ ; ৫ই—১১১৲ ১১১৵০। ৫৲ সুদের ইউ, পি বণ্ড (১৯৪৪) ৩১শে অ:—১০৬৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১লা নবে:—১০২৵০ ১০২৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১লা নবে:—৯৯৸০ ; ৪ঠা—১০০৲। ৩৲ সুদের এন, ডব্লু, এফ পি (১৯৫২) ১লা নবেঃ—৯৮৲। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৯) ৪ঠা নবে:—৯৯৸০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৪ঠা নবে:—১১০॥৵০ ১১০৸০ ; ৫ই—১১০॥০।

(ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের ছয় মাস)

বিবরণে প্রকাশ, চলতি ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারত হইতে যে ১০৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে (বিদেশ হইতে আমদানী যে সব মাল পুনরায় রপ্তানী করা হয় উহার মধ্যে তাহা ধরা হয় নাই) তাহার মধ্যে ৬৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মালই বৃটেন ও বৃটেনের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি গ্রহণ করিয়াছে। বাকী ৩৯ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার মাল অন্যান্য দেশে কাটতি হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ইংলণ্ড ও তৎপর ব্রহ্মদেশ, সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় বেশী মাল রপ্তানী হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানেই বেশী মাল কাটতি হইয়াছে। আমদানী বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায়, চলতি ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারতে যে ১০০ কোটি টাকার মাল আসিয়াছে তাহার মধ্যে ৫৮ কোটি টাকার মালই বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি হইতে আসিয়াছে। বাকী ৪২ কোটি টাকার মাল আসিয়াছে বিদেশ হইতে। প্রথমতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৎপর ইংলণ্ড, ব্রহ্মদেশ ও জাপান আমদানী বাণিজ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক একরূপ ছিন্ন হওয়ায় বর্ত্তমানে বহির্ব্বাণিজ্য ক্ষেত্রে নূতন পরিস্থিতির সূচনা হইয়াছে। জাপান প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণে ভারতীয় তুলা খরিদ করিত। অপর দিকে ঐ দেশ হইতে এদেশে প্রতি বৎসর বস্ত্র, সূতা ও রং প্রভৃতি জিনিষ প্রচুর মাত্রায় আমদানী হইত। জাপানের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার ফলে ভারতীয় তুলার রপ্তানী ক্রমেই বেশী মাত্রায় হ্রাস পাইবে। সূতা ও রং প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষের আমদানী কমিয়া এদেশে ঐ দুইটি জিনিষের যোগান যথেষ্ট মাত্রায় কমিয়া যাইবে। জাপানের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ব্যাহত হওয়া বাবদ ঐ ক্ষতিপূরণের জন্য এখন হইতেই সুপরিকল্পিত চেষ্টা প্রয়োজন।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভব্যাঙ্ক ৩১শে অঃ—১০৭।০ ; ৪ঠা নবেঃ—১০৭৲ ; ৫ই—১০৫৲ ১০৮৲। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৪ঠা নবেঃ—১৬০০৲ ; ৫ই —১৬০৪৲ ১৬১০৲।

রেলপথ

দার্জ্জিলিঃ হিমালয়ান রেলওয়ে (অর্ডি) ৩১শে অঃ—৮০৲ ; (প্রেফ) ৩১শে অঃ—১০২॥০। হাওড়া সিয়াখলা রেলওয়ে ৩১শে অঃ—৭৮।৵০। ডিহিরী রোটাস রেলওয়ে ৩১শে অঃ—১২।৵০ ; ৫ই নবেঃ—১২।৵০ ১২॥০। সাহাদারা (দিল্লী) সাহারাণপুর রেলওয়ে ৪ঠা নবেঃ—১৭৭৲ ১৭৯৲। তেজপুর বালিপুর ট্রামওয়ে (প্রেফ) ৪ঠা নবেঃ—৬০৲ ; ৫ই—৬০৲ ৬১৲।

কাপড়ের কল

বাসন্তী (অর্ডি) ৩১শে অঃ—৪।০ ৪।৶০। কাণপুর টেক্সটাইল ৩১শে অঃ—১০/০ ; ১লা নবেঃ—৯৸৶০ ১০৵০ ; ৪ঠা—৯৸০ ১০৶০ ; ৫ই—৯৸৶০ ; ১০৵০। ঢাকেশ্বরী ৩১শে অঃ—১৬॥০ ; ৪ঠা নবেঃ—১৬॥০ ১৬৸০। ডানবার ৩১শে অঃ—২৪৭॥০ ২৫২৲ ; ১লা নবেঃ—২৫১॥০ ; ৪ঠা—২৪৯৲ ২৫২৲ ; ৫ই—২৫০৲ ২৫৩৲। এলগিন মিল (অর্ডি) ৩১শে অঃ—২৯৵০ ২৯॥০ ; ৪ঠা নবেঃ—২৯৲। কেশোরাম ৩১শে অঃ—৮॥৶০ ৯৵০ ; ৪ঠা নবেঃ—৮৸৵০ ৯।০ ৫ই—৮৸৶০। নিউভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৩১শে অঃ—৪।/০ ৪॥/০ ; ৪ঠা নবেঃ—৪।৵০ ৪॥/০ ; ৫ই—৪।৵০ ৪॥৵০। বেণারস কটন এণ্ড সিল্ক ৪ঠা নবেঃ—৪।৵০ ৪৸৵০ ; ৫ই—৪॥৶০ ৪৸৵০। বেঙ্গল নাগপুর ৪ঠা নবেঃ—১৮৲ ১৮।০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ৩১শে অঃ—২৭৵০ ২৭॥০ ; ৪ঠা নবেঃ—২৭।৵০ ২৭৸৵০। বেঙ্গল ৩১শে অঃ—৩৮০৲ ৩৮৫৲ ; ১লা নবেঃ—৩৮৬৲ ; ৪ঠা—৩৮৫৲ ৩৯০॥০ ; ৫ই—৩৯১৲ ৩৯৫৲। ধেমো মেইন ৩১শে অঃ—১২॥/০ ১২৸৵০ ; ১লা নবেঃ —১২৸৵০ ১৩৵০ ; ৪ঠা—১৩৲ ; ৫ই—১৩৲ ১৩।৵০। নিউবীরভূম ৩১শে অঃ—১৭।০ ১৮/০ ; ১লা নবেঃ—১৭॥৵০ ১৮৲ ; ৪ঠা—১৭॥০ ১৮৲। নিউ-মানভূম ৩১শে অঃ—৪৬৲ ; ১লা নবেঃ—৪৬॥০ ; ৫ই—৪৬৲। রাণীগঞ্জ ৩১শে অঃ—৩০৸৵০ ৩১॥০ ; ১লা নবেঃ—৩১॥০ ; ৩১॥০ ৩২৲ ; ৫ই—৩১।৶০ ৩২৵০। শিবপুর ৩১শে অঃ—২৪৵০। বোকারো এণ্ড রামগড় ১লা নবেঃ—১৫॥০ ১৫॥৵০। বরাকর ১লা নবেঃ—১৪।৵০ ১৪॥৶০ ; ৫ই—১৪।০ ১৪৸০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১লা নবেঃ—৩১৸০ ; ৪ঠা—৩২৸০ ; ৫ই—৩২॥/০ ৩২৸৵০।

পাটকল

আদমজী ৩১শে অক্টোবর—২৯৲ ২৯।০ ; ১লা নবেম্বর—৩০৲ ; ৪ঠা—৩০।৵০ ৩০৸০ ; ৫ই—৩০॥৶ ; (প্রেফ) ৩১শে অঃ—১৬৩৲ ! এলবিয়ন ৩১শে অঃ—২২৮৲। এলায়েন্স ৩১শে অঃ—৩৩২৲ ৩৩৭৲ ; ৪ঠা নবেঃ—৩৩৭৲ ৩৪১৲ ; ৫ই—৩৪২৲ ৩৪৫৲। এংলো ইণ্ডিয়া ৩১শে অঃ—৩৮১৲ ৩৮৫৲ ; ১লা নবেঃ—৩৮৪৲ ৩৮৭৲ ; ৪ঠা—৩৮৫৲ ৩৮৭৲ ; ৫ই—৩৮৪৲ ৩৯০৲। অকল্যাণ্ড ৩১শে অঃ—১৯৪৲ ১৯৭৲ ; ১লা নবেঃ—১৯৯৲ ২০০৲ ; ৫ই—২০১৲ ২০৩॥০। বালি ৩১শে অঃ—২৭১॥০ ২৮০৲ ; ১লা নবেঃ—২৭৭৲ ২৮২৲ ; ৪ঠা—২৭৭৲ ২৮২৲ ; ৫ই—২৭৯ ২৮৩॥০। বরানগর ৩১শে অঃ —১১৪॥০ ১১৫৲ ; ১লা নবেঃ—১১৫৲ ; ৪ঠা—১১৭৲ ; ৫ই—১১৮৲। ক্যালকাটা জুট (অর্ডি) ৩১শে অঃ—২১৲ ২১॥০ ; ৪ঠা নবেঃ—২১॥০ ২১৸০। চাপদানী ৩১শে অঃ—১৮৩৲ ১৮৩॥০ ; ১লা নবেঃ—১৮৪৲ ১৮৫৲ ; ৪ঠা—১৮৪৲ ১৮৭৲ ; ৫ই—১৮৫৲ ১৮৮৲। কেলিডনিয়ান্ ৩১শে অঃ—৪০৫॥০ ; ১লা নবেঃ—৪০৩৲ ; ৪ঠা—৪০২॥০ ৪০৫৲। সেভিয়ট ৩১শে অঃ—২০৭৲ ২১০॥০ ; ১লা নবেঃ—২১১৲ ২১৫৲। চিতভলসা ৩১শে অঃ—১৫৸৵০ ; ৪ঠা নবেঃ—১৬।০ ১৬॥০ ; ৫ই—১৭।০ ১৭৸০। ক্লাইভ ৩১শে অঃ—২৮।৵০ ২৯৲ ; ১লা নবেঃ—২৮৸৵০ ; ৪ঠা—২৮॥৵০, ৫ই—২৯৲ ২৯।০। এম্পায়ার ৩১শে অঃ—২৮।০ ২৮৸০। ফোর্টগ্লষ্টার ৩১শে অঃ—৫৭৮৲ ৫৮৩৲ ; ৫ই নবেঃ—৫৮১৲ ৫৮৪৲। ফোর্ট উইলিয়াম ৩১শে অঃ—২৭২৲ ২৮১৲ ; ১লা নবেঃ—২৮২৲ ; ৫ই—২৭৬॥০ ২৮৫৲। হাওড়া ৩১শে অঃ—৫৮।৵০ ৫৯৲ ; ১লা নবেঃ—৫৮৸০ ৫৯৸৵০ ; ৪ঠা—৫৯॥০ ৬০৵০ ; ৫ই—৫৯৸০ ৬০৸০। হুকুমচাঁদ ৩১শে অঃ—১৪৵০ ১৪৸৵০ ; ১লা নবেঃ—১৪৸/০ ; ৪ঠা—১৪৸০ ১৪৸৵০ ; ৫ই—১৪৸৵০ ১৫।/০। ইণ্ডিয়া ৩১শে—৪০০৲ ৪০৬৲ ; ১লা নবেঃ—৪০৩৲ ; ৪ঠা—৪০৩৲ ৪০৭৲ ; ৫ই—৪০৬৲ ৪০৮৲। কামারহাটী ৩১শে অঃ—৫২৫৲ ৫৩১৲ ; ১লা নবেঃ—৫২৬৲ ৫৩৮৲ ; ৪ঠা —৫৩৩৲ ৫৩৮৲ ; ৫ই—৫৩৫৲ ৫৪১৲। কাকনারা ৩১শে অঃ—৪২৪৲ ; ১লা নবেঃ—৪২৮৸০ ; ৪ঠা—৪৩৩৲, ৫ই—৪৩৫৲ ৪৪১৲ ; মেঘনা ৩১শে অঃ—৫৬॥০ ৫৭।৵০ ; ১লা নবেঃ—৫৬৸০ ৫৭॥০ ; ৪ঠা—৫৭।০ ৫৮॥০ ; ৫ই—৫৯।০। নস্করপাড়া ৩১শে অঃ—১৯৸০ ২০৵০ ; ১লা নবেঃ—১৯৸৵০ ; ৫ই—২০।০ ২০॥০ ; ন্যাশনাল ৩১শে অঃ—২৫৲ ২৫।০ ; ১লা নবেঃ—২৫।৵০ ; ৪ঠা—২৫৲ ২৫৸০ ; ৫ই—২৫।০ ২৫৸০। নিউ সেণ্ট্রাল ৩১শে অঃ—৩৩২৲ ; ১লা নবেঃ—৩৩০৲ ৩৩৩॥০ ; ৪ঠা—৩৩৪৲। নর্থব্রুক ৩১শে অঃ—৩৯৲ ; ৪ঠা নবেঃ—৪০॥০ ৪১৲। নদীয়া ৩১শে অঃ—৭০।০ ৭১৲ ; ১লা নবেঃ—৬৯॥০ ৭১৲ ; ৪ঠা—৭০॥০ ; ৫ই—৭১৲ ৭১।০। ওরিয়েণ্ট ৩১শে অঃ—২১১॥০ ; ১লা নবেঃ—২১৪॥০ ; ৪ঠা—২১৪৲ ২১৫॥০ ; ৫ই—২১৬৲ ২২০৲। রিলায়েন্স ৩১শে অঃ—৬১৵০ ৬২৲ ; ১লা নবেঃ—৬০॥০ ৬১॥০ ; ৪ঠা—৬০॥৵০ ৬০৸০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৩১শে অঃ—৩১০৲ ৩১২৲ ; ১লা নবেঃ—৩১৩ ; ৫ই—৩১৩৲ ৩১৫৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ৩১শে অঃ—৪।৶০ ৪॥৵০ ; ১লা নবেঃ—৪॥০ ; ৫ই—৪।৶০ ৪॥৵০। ইণ্ডিয়ান কপার ৩১শে অঃ—২৶০ ২।/০ ; ১লা নবেঃ—২৶০ ; ৪ঠা—২৶০ ২।/০ ; ৫ই—২৶০। বিসরা ষ্টোন এণ্ড লাইম ১লা নবেঃ—১০০৲।

সিমেণ্ট

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ৩১শে অঃ—১৩৵০ ১৩।০ ; ৪ঠা নবেঃ—১৩৸০ ১৪৵০ ; ৫ই—১৪৲ ; (ডেফার্ড) ৩১শে অঃ—৩।০ ; ৪ঠা—৩॥৶০ ৩৸৵০;

৫ই—৩৸০ ৩৸৶০। বেঙ্গল পটারীজ ৩১শে অ:—১০৸০ ১১৵০ ; ১লা নবে:—১১৲ ১১৷০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ৩১শে অ:—১৪৷০ ১৪৷৷৴০ ; ১লা নবে:—১৪৷৷০ ১৪৸০ ; ৫ই—১৪৷০ ১৪৷৷৵০ ; (প্রেফ) ৩১শে অ:—১২৭৲ ১২৮৲ ; ৪ঠা নবে: —১২৮৲ ; ৫ই—১২৮৷৷০ ; (ডেফার্ড) ১লা নবে:—৩৲ ৩৵০; ৪ঠা—৩৷০ ৩৷৵০ ; ৫ই—৩৷০ ৩৷৷৴০।

কেমিক্যাল

এলকালি কেমিক্যাল (অর্ডি) ৩১শে অ:—২০৸০ ; ১লা নবে:—২০৷৷০, ৫ই—৫৹০। ক্রাক্করস ৩১শে অ:—৫৸৶০। লিষ্টার এনটীসেপটীক (প্রেফ) ৩১শে অ:—১০২৲ ১০৩৲।

ইলেকট্রিক

রাওয়ালপিণ্ডি ইলেকট্রিক ৩১শে অ:—২৭৷০ ২৭৷৷০। আপার যমুনা ইলেকট্রি ৩১শে অ:—১৩৸০। ঝান্সী ১লা নবে:—১২৷০। লাহোর ইলেকট্রিক ৪ঠা নবে:—৩২৷০ ; ৫ই—৩২৲ ৩২৷৵০। সাজাহানপুর ৪ঠা নবে:—৭৷০ ; ৫ই—৭৲ ৭৷০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ৩১শে অক্টোবর—১৭৵০ ; ৪ঠা নবেম্বর—১৭৴০ ; ৫ই—১৬৸৶০ ১৭৷৵০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৩১শে অ:—১০৶০ ১০৷৷৵০ ; ১লা নবে:—১০৷৵০ ১০৸০ ; ৪ঠা—১০৷৵০ ১০৷৷৶০ ; ৫ই—১০৷০ ১০৷৷৶০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৩১শে অ:—১২৷৵০ ; ৪ঠা নবে:—১২৲। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৩১শে অ:—৪১৭৷৷০ ৪২১৷৷০ ; ১লা নবে:—৪১৬৲ ৪১৮৲ ; ৪ঠা—৪১৬৲ ৪১৯৷৷০ ; ৫ই—৪১৭৷৷০ ৪১৮৲। ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ৩১শে অ:—৩১৷০ ; ১লা নবে:—৩১৷০ ; ৫ই—৩১৷৷০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৩১শে অ: —৩২৷৶০ ৩২৷৷০ ৩২৷৷৵০ ৩২৸০ ৩২৸৵০ ; ১লা নবে:—৩২৷৷৶০ ৩২৸৶০ ; ৪ঠা—৩২৷৴০ ৩২৷৵০ ৩২৷৷০ ৩২৷৷৵০ ৩২৸০ ; ৫ই—৩২৷৷৴০ ৩২৷৷৵০ ৩২৷৷৶০ ৩২৸০ ৩২৸৵০ ৩৩৲। জেসপ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৩১শে অ:—২০৷৷৵০ ২১৷০ ; ১লা নবে:—২০৸৵০ ২১৵০ ; ৪ঠা—২০৷৷৶০ ২১৴০ ; ৫ই—২০৸০ ২১৲। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ৩১শে অ:—১০৷৵০ ১০৷৷৵০ ; ১লা নবে:—১১৶০ ১১৷৶০ ; ৪ঠা—১০৸৶০ ১১৷০ ; ৫ই—১০৸৵০ ১১৷৶০। ষ্টিল কর্পোরেশন (অর্ডি) ৩১শে—১৯৸৶০ ২০৲ ২০৴০ ২০৷০ ২০৷৴০ ; ১লা নবে:—২০৲ ২০৴০ ২০৷৴০ ; ৪ঠা—১৯৸৵০ ১৯৸৶০ ২০৵০ ২০৷৵০ ; ৫ই—২০৲ ২০৶০ ২০৷০ ২০৷৴০ ; (প্রেফ) ৩১শে অ:—১২২৲। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১লা নবে:—১২৷৷৴০ ; ৪ঠা—১২৷৷৵০ ; ৫ই—১২৷৷০ ১২৸০।

চিনির কল

বলরামপুর ৩১শে অ:—১০৷৵০ ; ১লা নবে:—১০৲। ভারত ৩১শে—১০৴০। বুলাণ্ড ৩১ অ:—২২৷০ ২২৷৷০ ; ১লা নবে:—২২৷৷০ ; ৪ঠা—২২৷৷০ ২২৸৵০ ; ৫ই—২৩৷৷০ ২৪৵০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ৩১শে অ:—১২৷৷০ ; ১লা নবে: —১২৷৷৴০ ১২৸৴০ ; ৪ঠা—১২৷৷৴০ ১৩৴০ ৫ই—১২৸০ ১৩৲ ; (প্রেফ) ৩১শে অ:—১৩৯৷০। কাণপুর ৩১শে অ:—২৪৷৵০ ২৪৷৷৶০ ; ১লা নবে:—২৪৷৷০ ২৪৸০ ; ৪ঠা —২৪৷৷০ ২৪৸০ ; ৫ই ২৪৷৷৴০ ২৪৷৷৵০। চম্পারণ ৩১শে অ:—১৯৷৵০ ১৯৸৶০ ; ১লা নবে:—১৯৷০ ; ৪ঠা—২০৲ ; ৫ই—১৯৸০ ২০৷০। নিউ সাভান ৩১শে অ:—১৩৷৷৵০ ১৪৲ ; ১লা নবে:—১৩৸০ ১৪৷০ ; ৪ঠা—১৩৸৵০ ১৪৷৴০ ; ৫ই—১৪৴০। প্রতাপপুর ৩১শে অ:—১০৸০ ১১৴০ ; ৪ঠা —১০৸০ ১১৵০ ; ৫ই—১০৸০ ১১৷০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার ৩১শে অ:—১০৶০ ১০৷৷০ ; ৪ঠা নবে:—১০৲ ১০৷৷০ ; ৫ই—১০৷৷০। রামা ৩১শে অ:—২২৷৷০ ২২৸০ ; ১লা নবে:—২২৷৷০ ; ৪ঠা—২২৸০ ২৩৲ ; ৫ই—২২৸০ ২৪৵০। সমস্তীপুর ৩১শে অ:—১১৲ ; ১লা নবে:—১০৸০ ১১৲ ; ৪ঠা—১০৷৷৵০ ১০৸৵০ ; ৫ই—১০৷৷৵০ ১১৴০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ৩১শে অ:—১৫৭৷৷০ ১৫৯৲ ; ১লা নবে:—১৫৯৲ ; ৪ঠা—১৫৮৲ ১৬১৲ ; ৫ই—১৬০৲ ১৬৪৲। মহীশূর পেপার ৩১শে অ:—১৯৷৷৴০ ১৮৲ ; ১লা নবে:—১৭৷৷৵০ ১৮৲ ; ৪ঠা—১৭৷৷৵০ ১৭৸৵০। ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ৩১শে অ:—১৬৵০ ; ১লা নবে:—১৬৲ ১৬৷৴০ ; ৪ঠা—১৬৷০ ১৬৷৷৵০ ; ৫ই—১৬৷০ ১৬৷৷৵০ ; (প্রেফ) ৩১শে অ:—১১৫৲ ১১৮৲। টীটাগর পেপার (অর্ডি) ৩১শে অ:—২২৷৷০ ২৩৴০ ; ১লা নবে:—২২৸৴০ ২৩৴০ ; ৪ঠা—২২৷৷৶০ ২৩৲ ; ৫ই—২২৸০ ২৩৵০। ষ্টার পেপার ১লা নবে:—১৩৸৵০ ১৪৷৴০ ; ৪ঠা—১৩৵০ ১৪৷৷৴০।

চা-বাগান

বিশ্বনাথ ৩১শে অক্টোবর—২৮৷০ ; ৪ঠা নবেম্বর—২৮৷৷০ ২৮৸০। ডোয়ারাচেড়া ৩১শে অ:—১৩৷৷৵০ ; ৪ঠা নবে:—১৪৵০ ১৪৷৷০। এলেনবাড়ী ৩১শে অ:—৩৮০৲। হাপ্জকোয়া ৩১শে অ:—১২৲। পাত্রখোলা (প্রেফ) ৩১শে অ:—১৫৮৷৷০ ; ৪ঠা নবে:—১৫৮৷৷০ (অর্ডি) ৪ঠা নবে:—১০০০৲ ১০১০৲ ; ৫ই—১০০৩৲। সেপয় ৩১শে অ:—১২৷৷৶০ ; ৫ই নবে:—১৩৲ ১৩৷০। সরুগাঁও ৩১শে অ:—১০৲ ১০৷০ ; ৪ঠা নবে:—১০৶০ ১০৷৷০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১লা নবে:—১০৵০ ; ৪ঠা—১০৷৵০।

ডিবেঞ্চার

৩৷০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ৩১শে অ:—১০০৷৷০ ; ১লা নবে: —১০০৷৷০। ৩৷০ সুদের (১৯৬৬-৭৬) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ৪ঠা নবে:—১০১৲। ৫৲ সুদের ঝান্সি ইলেকট্রিক ৪ঠা নবে:—১০১৲। ৫৲ সুদের পাঞ্জাব সুগার ৪ঠা নবে:—১০২৷০। ৫৷০ সুদের (১৯৩০-৫০) ৪ঠা নবে:—১০২৷৷০। ৫৷০ সুদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ৫ই নবে:—১০৬৷৷০। ৫৷৷০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ডালমিয়া সিমেণ্ট ৫ই নবে:—১০৬৸০।

বিবিধ

এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন (অর্ডি) ৩১শে অক্টোবর—১২৸০ ১২৸৵০ ; ১লা নবেম্বর—১২৷৵০ ১৩৲ ; ৪ঠা—১২৷৷০ ১৩৲ ; ৫ই—১২৷৷৵০ ১৩৲ ; (নিউ প্রেফ) ৩১শে অ:—১১১৲ ১১৩৲ ; ১লা নবে:—১১৩৲ ১১৪৲ ; ৫ই—১১৪৲ ১১৫৲। বোরারি কোক ৩১শে অ:—২৮৷৶০ ২৮৸৴০ ; ৪ঠা—নবে:—২৯৷০ ২৯৷৴০ ; ৫ই—২৯৴০ ২৯৷৶০। ডানলপ রাবার (অর্ডি) ৩১শে অ:—৪২৴০ ; ১লা নবেম্বর—৪১৴০ ৪২৷৷০ ; ৫ই —৪২৵০ ৪২৷৵০। বেঙ্গল আসাম ষ্টীম সীপ ৩১শে অ: —২৭৮৲ ; ৫ই নবেম্বর—২৮০৲। বুরোয়া টাম্বার ৩১শে অ:—১৯৷৵০ ১৯৸০। হুগলী ফ্লাওয়ার ৩১শে অ:—১৫৷০ ১৬৲ ; ৪ঠা নবে:—১৬৸০। মেদিনীপুর জমিদারী ৩১শে অ:—৭১৲ ; ১লা নবে: —৭১৷৷০ ; ৪ঠা—৬৯৷৷০ ৭১৷৷০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৮ই অক্টোবর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে গত সপ্তাহের মতই মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে থলের যে মোটা অর্ডার পাওয়া গিয়াছে সেই সংবাদও বাজারে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই সেই বিষয়ে আমরা গত সপ্তাহের পাটের বাজার আলোচনা

প্রসঙ্গে সবিস্তারে বলিয়াছি। আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময়ই পাটের বাজারে স্পষ্ট অবনতির আবহাওয়া বিরাজ করিয়াছে। বিদেশ হইতে ভবিষ্যতে ডেলিভারী নেওয়ার সর্ত্তে চাহিদা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। অবশ্য শেষের দিকে বৈদেশিক চাহিদা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে। তাহাও সন্নিকট ভবিষ্যতের কাজকারবার—দূর ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্তের কাজ তেমন হয় নাই। ফাটকা বাজারের অবস্থা আরও নৈরাশ্যজনক। সপ্তাহের অধিকাংশ সময় পাটের দরে কেবল অবনতি ঘটিয়াছে। বিক্রেতাদের মধ্যে আগ্রহ বেশ আছে; কিন্তু ক্রেতা মহল তূষ্ণী ভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। পাটের মূল্য আরও নিম্নাভিমুখী না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা অধিক পরিমাণ পাট ক্রয় করিবেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। গত ২৭শে অক্টোবর পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৬৮৷৷০ আনা আর গতকল্য ৭ই নবেম্বর পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৬৬৷০ আনা। নিম্নে ফটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ		সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১লা	নবেম্বর	৬৪৷৵০	৬৩৵০	৬৪৷৵০
৪ঠা	,,	৬৫৵০	৬২৸০	৬৫৵০
৫ই	,,	৬৭৸০	৬৬৷০	৬৬৷৷৵০
৬ই	,,	৬৬৷৷০	৬৫৵০	৬৫৷০
৭ই	,,	৬৬৷০	৬৪৸০	৬৬৷০

অবশ্য ইতিমধ্যেই চটকলসমূহের কার্য্যকাল বাড়াইয়া দেওয়ার সংবাদে বিক্রেতা মহলে কিছুটা সুবিধার আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। পাটের বিক্রেতারা নিম্ন মূল্যের মাল ছাড়িতে রাজী হইতেছে না। ইহাতে আশান্বিত হইবার কিছুই নাই বলিয়া আমরা মনে করি। চটকলওয়ালাদের হাতে বিস্তর পাট মজুত আছে; সুতরাং তাহারা অপেক্ষা করিতে অনায়াসেই পারে। এদিকে বাজারের চাহিদা বাড়িতেছে না। সুতরাং মফঃস্বলের বাজারে ইতি-মধ্যে যে একটু চড়তির ভাব লক্ষিত হইতেছিল তাহাও বজায় রাখা সম্ভব হইতেছে না।

আলগা পাটের বাজারে এবারও পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মতই অবনতি লক্ষিত হইতেছে। কল্য ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পাটের প্রতি মণের দর ছিল ১৩৲ টাকা। গত ৩১শে অক্টোবর তারিখের দরও ছিল ১৩৲ টাকা। পাকা বেল বিভাগেও কাজকারবার যৎসামান্য হইয়াছে।

থলে ও চট

গত সপ্তাহে থলে ও চটের বাজার মন্দা বলিয়া আমরা জানাইয়াছি। এবারও অবস্থা প্রথম দিকে তদ্রূপ ছিল। সপ্তাহের শেষের দিকে বাজার কিঞ্চিৎ তেজী হইয়া উঠে। গতকল্য ৯ পোর্টার চটের দর ছিল ২৩৷০ আনা এবং ১১ পোর্টার চটের দর ছিল ২৭৷৷০ আনা। গত সপ্তাহে ৩১শে অক্টোবর উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ২৩৵০ আনা ও ২৬৷০ আনা।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৭ই নবেম্বর।

গত ৩রা ও ৪ঠা নবেম্বর চায়ের ২২নং নীলাম সম্পন্ন হয়।

রপ্তানীযোগ্য চা—এই বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর গুড়া চায়ের দর পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। 'ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা হইতে ৶০ আনা পর্য্যন্ত নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রকার 'ফেনিং' শ্রেণীর চা পাউণ্ড প্রতি ৸৵৯ পাই হইতে ৸৶০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। পাতা চায়ের দর স্থির অবস্থায় ছিল এবং 'অরেঞ্জ পিকো' শ্রেণীর চায়ের দরও তেজী ছিল।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—এই বিভাগে পাতা চায়ের দর বিশেষ তেজী ছিল এবং গুড়াচা পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই বেশী দরে বেচাকেনা হইয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের দরও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পাতা চা এবং গুড় চা পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে পাউণ্ড প্রতি যথাক্রমে /০ হইতে /৬ পাই এবং ৬ পাই হইতে /০ আনা বেশী দরে বিক্রয় হইয়াছিল। 'অরেঞ্জ পিকো শ্রেণীর চায়ের দরে পূর্ব্বের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা পর্য্যন্ত উর্দ্ধগতি দেখা গিয়াছিল এবং ফেনিং চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই হইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল।

কোটা—বাজার খোলার দিকে রপ্তানী কোটা বিভাগে চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৫০ হইতে ৫৩ পাই পর্য্যন্ত, কিন্তু পরে ইহার দর ৷৵০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল। আভ্যন্তরীন কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি /০ পাই।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৭ই নবেম্বর

কাপড়ের বাজারের অবস্থার আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়া বা নেওয়ার সর্ত্তে কাজকারবার প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে। যাহা কিছু কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে তাহা কেবল দেশীয় বস্ত্রাদির বাজারেই। কিন্তু এখানেও অকৃত্রিম আগ্রহের অভাবই লক্ষিত হইয়াছে।

বোরোচ এপ্রিল ১৯৪২ তুলার দরে চড়তির ভাব দেখা যাইতেছে। অপর পক্ষে সরকারী সরবরাহ বিভাগ হইতে প্রচুর অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। এই সব কারণে মনে হয় যে, ১৯৪২ সালের আগষ্ট-অক্টোবরের পূর্ব্বে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে ক্রয়বিক্রয় খুব আশাপ্রদ নহে। এরূপ অবস্থায় দরুণ বহু বড় বড় মিল জনপ্রিয় ডিজাইনের বস্ত্রাদি যোগান দিতে—এই বলিয়া অক্ষমতা জানাইয়াছে যে, বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য তাহাদের অতিরিক্ত একখানি তাঁতও নাই। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে কাপড়ের মূল্য হ্রাস না পাইয়া বরং বাড়িবে বলিয়াই মনে হয়।

বিদেশী বস্ত্রের বিভাগে পূর্ব্ববৎ একটানা মন্দার ভাব বজায় রহিয়াছে। ল্যাঙ্কেশায়ার বিভাগে ক্রেতার ভীড় দেখা গিয়াছিল বটে, কিন্তু জাহাজ সংস্থানের অভাব বশতঃ কাজকারবার সন্তোষজনক হইতে পারে নাই। জাপানী বস্ত্র বিভাগে পুরাপুরি মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ ঘোরাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কখন যে জাপানের সহিত মিত্রপক্ষের সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এরূপ জটিল পরিস্থিতির ফলে জাপানের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক তথা স্থানীয় জাপানী বস্ত্র বিভাগে কাজকারবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল।

সুতার বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহের তুলনায় এবার কথঞ্চিৎ উন্নত বলা যাইতে পারে। কাটুনীরা ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে কোন কাজ-কারবার করিতে আগ্রহশীল নয়। কোন কোন মিল পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমূল্যে

কিছু পরিমাণ সুতা বিক্রয় করিয়াছে। যাহা হউক, সুতার দরে ক্রমবর্দ্ধমান চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। বর্ত্তমানের চড়া দামেও বহু বিক্রেতা তাহাদের মজুত মাল হাতছাড়া করিতে রাজী হইতেছে না।

বিদেশ হইতে সুতা আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতের কাপড়ের কলসমূহকে ভারতে প্রস্তুত সুতার উপরই বর্ত্তমানে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। কাটুনীরা ১৯৪২ সালের বাজারের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তাহাদের যোগানের একটা মোটা অংশই যুদ্ধ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে। সুতরাং জনসাধারণের প্রয়োজনানুযায়ী কাপড়ের আবশ্যক সুতার চাহিদা তাহারা মিটাইতে পারিবে না বলিয়াই মনে হয়।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ৭ই নবেম্বর

কলিকাতা—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। চিনির দর মণ প্রতি পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় /০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মফঃস্বলের যে সকল কেন্দ্রে চিনির কাজকারবার প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে, সেই সকল স্থান হইতে স্থানীয় বাজারে চিনির জন্য বিস্তর অর্ডার আসিয়াছিল। মালাবার বন্দর হইতেও কলিকাতার বাজারে চিনির জন্য অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল। সংযুক্ত-প্রদেশে ইক্ষুর দর বর্ত্তমানের চেয়ে পুনরায় বাড়াইয়া দেওয়া হইবে—এইরূপ সংবাদ বাজারে প্রচারিত হওয়ায় কোন কোন শ্রেণীর চিনির দর চড়িয়া গিয়াছিল এবং চিনির ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও বাড়িয়াছিল। এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রায় ৬০ হাজার বস্তা চিনি বিক্রয় হইয়াছিল। বড় বড় আড়তদারেরা চিনির দর আরও বাড়িবে এই আশায় বর্ত্তমানে চিনি বিক্রয় করিতে তেমন আগ্রহ দেখাইতেছে না। যদি বাজারের অবস্থা এইরূপ থাকে তবে চিনির দর অদূর ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রায় ৯২ হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি মজুদ ছিল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির দর মণ প্রতি নিম্নরূপ ছিল :—

মতিপুর—১০৸৬ পাই ; চম্পারণ—১০॥৶৬ পাই ; লোহাট—১০॥০ আনা পুরশা—১০৵৯ পাই ; সকরী—৯॥৶৬ পাই ; নরকটীয়া—৯।৵০ আনা ; রোটাস—১০/০ আনা।

কাণপুর—এ সপ্তাহে কাণপুর বাজারে চিনির দরে উৰ্দ্ধগতি দেখা গিয়াছিল এবং বিভিন্ন প্রকার চিনি মণ প্রতি নিম্নরূপ দরে বিকিকিনি হইয়াছিল :—

বস্তী—১০৶০ আনা ; গোলা—১০৵০ আনা ; নবাবগঞ্জ—১০৲ টাকা ; বিশ্বওয়াল—৯৸০ আনা।

সোণা ও রূপা

বোম্বাই—রেডি প্রতিভরি—৪২৸৵০ আনা ; নবেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতিভরি—৪২৸৵০ ; ডিসেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতিভরি—৪২৸৵০।

কলিকাতা—পাকা সোণার প্রতিভরি—৪৩৸০ আনা ; বড়ালবার প্রতি ভরি—৪৩॥৶ আনা ; প্রতিটী গিনি—২৯॥৵০ আনা।

লণ্ডন—পাকা সোণা প্রতি আউন্স—৮পাঃ ৮ শিং।

রূপা

বোম্বাই—রেডি রূপা প্রতি একশত তোলা—৬৩৲ ; নবেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপা—৬২৸৵০ আনা ; ডিসেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপা—৬২৸৴০ আনা ;

কলিকাতা—রূপা প্রতি একশত তোলা—৬৩৵ আনা ; খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা—৬৩।৵০ আনা।

লণ্ডন—স্পট রূপা প্রতি আউন্স—২৩½ পেন্স।

নিউইয়র্ক—স্পট রূপা প্রতি আউন্স—৩৪¾ সেণ্ট।

কলিকাতার বাজার দর

বাংলা সরকারের বাজার বিভাগ হইতে ৩রা নভেম্বর কলিকাতার বাজারের কৃষিজাত পণ্যাদির যে চলতি দর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এবং তৎসঙ্গে কলিকাতার বাজারের গবাদি পশুর দর দেওয়া হইল :—

কৃষিজাত দ্রব্যাদি—গম (চান্দৌসী) প্রতি মণ—৫।/০ আনা ; বিশেষ শ্রেণীর 'এগমার্ক' আটা প্রতি মণ—৭৵০ আনা ; 'এগমার্ক' চাকী আটা প্রতি মণ—৬৸৶০ আনা ; ধান—(বাকতুলসী) প্রতি মণ—৪॥০ আনা ; পাটনাই ধান প্রতি মণ—৪।৵০ আনা মোটা প্রতি মণ৪৵০ আনা ; বাকতুলসী চাউল প্রতি মণ—৭॥৵০ ; পাটনাই চাউল প্রতি মণ—৬॥৴০ আনা হইতে ৭।৶০ আনা ; মোটা চাউল প্রতিমণ—৬৶০ আনা ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তৈল প্রতিমণ—১৩॥০ আনা হইতে ১৪৲ টাকা ; 'এগমার্ক শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মণ—১৭৲ টাকা ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতিমণ —৫৮॥০ আনা হইতে ৭৬৲ টাকা ; 'এগমার্ক' শ্রেণীর) ঘি প্রতি মণ— ৭১৲ টাকা ; ১নং চিনি প্রতিমণ—১০॥৶০ আনা ; ২নং চিনি প্রতিমণ— ১০।/০ আনা গোদুগ্ধ প্রতি টাকায় ৫॥০ সের ; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি ('ক' শ্রেণী)—৸৵০ আনা, (খ শ্রেণী)—৸০ আনা, (গ শ্রেণী)—॥৵০ আনা, (ঘ শ্রেণী)—॥০ আনা, সাধারণ শ্রেণীর···॥৵০ ; হাঁসের ডিম প্রতি কুড়ি—॥/০ আনা, মাদ্রাজী আলু প্রতি মণ ৭৲ টাকা, সিমলার আলু প্রতি মণ ৭।০ আনা, ইলিশ মাছ প্রতি মণ—১৮৲ ; রোহিত মাছ প্রতিমণ ২৬৲ টাকা হইতে ২৮৲ টাকা চিংড়ি মাছ প্রতি মণ—২০৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকা ; মাদ্রাজী আম ৬ ডজন—৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা, একশতটী কমলালেবু—২॥০ আনা, প্রতি ঝুড়ি আসামের আনারস—৮৲ হইতে ১১৲ ; আনারস (বাংলা) প্রতি ঝুড়ি—৯৲ টাকা।

গবাদি পশুর দর—দৈনিক ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী— ১১০৲ টাকা ; দৈনিক ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—৭০৲ টাকা ; দৈনিক ১২ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মহিষ—১৪৫৲ টাকা ; দৈনিক ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মহিষ—১১৫৲ টাকা।

লবণের বাজার

কলিকাতা ৭ই নভেম্বর।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার লবণের বাজার স্থির অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি একশত মণ লবণ নিম্নরূপ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছিল :— পোর্টসৈয়দ গুড়া—১২১ ; ওখাফাইন পার্টি—১২০৲, করাচী মুরশিদ ফাইন পার্টি—১৩২৲, করাচী নসরওয়ানজী ফাইন পার্টি—১৩২৲, করাচী গুলবাই ১৩২৲ ; করাচী নসরওয়ানজী ফাইন—১৩২।০ ; করাচী গুলবাই ভাঙ্গা পার্টি—১৩২৲, এডেন সোলার ফাইন—১৪০৲, ইন্দো-এডেন ফাইন- ১৪০৲, এডেন ফাইন—১৪২৲, জামনগর ফাইন—১১৮৲, জামনগর করকুচ—১০৫৲, নবলক্ষ্মী ফাইন—১২০৲

নারিকেল তেলের বাজার

কলিকাতা, ৭ই নভেম্বর।

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ নারিকেল তেলের দর নিম্নরূপ ছিল :—কোচিন ফাইন (রেডি)—১৩।০ আনা, সিঙ্গাপুর (রেডি)— ১৩৵০ আনা, বাদাম—১৩৲, রেড়ির তৈল—১৫।০ আনা, জুবিলি— ১৩॥০ আনা।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ১লা ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪১ | ২৯শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

দরিদ্রের উপর ট্যাক্স

বাঙ্গলা দেশে যখন বিক্রয়কর আইন পাকা হয় সেই সময়ে গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে বলা বলা হইয়াছিল যে, এই কর ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে এই করের বোঝা বহন করিতে হইবে না। কিন্তু আইন বলবৎ হইবার পর যখন ব্যয়সায়িগণ পণ্যদ্রব্যের ক্রেতাদের নিকট হইতে এই কর আদায় করিতে লাগিল তখন তাঁহারা একটী ইস্তাহারে এরূপ জানাইয়া দিলেন যে, ব্যবসায়িগণ পণ্যদ্রব্যের ক্রেতাদের নিকট হইতে বিক্রয় কর আদায় করিয়া কোন বে-আইনী কাজ করিতেছে না। অর্থাৎ বিক্রয়কর ক্রয়কর ভিন্ন আর কিছু নহে এবং ক্রেতাগণকেই এই কর দিতে হইবে। সম্প্রতি এই ধরণের আর একটী নজীর পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে বেঙ্গল র' জুট ট্যাক্সেশন আইন নামে একটী আইন পাশ করিয়াছেন। এই আইনের মর্ম্ম হইতেছে যে, চটকল ও পাট রপ্তানীকারকগণকে পাট ক্রয়ের সময়ে প্রতি মণে দুই আনা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে। আমরা এই আইনের সূত্রপাতে বলিয়াছিলাম যে, উক্ত ট্যাক্সের বোঝা সম্পূর্ণভাবে পাটচাষীর ঘাড়ে পতিত হইবে। কিন্তু আইনের আলোচনা কালে গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে বলা হইয়াছিল যে, চটকল ও পাট রপ্তানী-কারকগণই এই ট্যাক্স প্রদান করিবে। কিন্তু এক্ষণে চটকল ও পাট রপ্তানীকারকগণ পাট-বিক্রেতাদের নিকট হইতে যে পাট খরিদ করিতেছে তজ্জন্য তাহারা প্রতি মণে দুই আনা করিয়া কাটিয়া রাখিতেছে। ফলে পাটের বড় পাইকারগণ ছোট পাইকারদের নিকট হইতে, ছোট পাইকারগণ ফড়িয়াদের নিকট হইতে এবং অবশেষে ফড়িয়াগণ পাটচাষীর নিকট হইতে এই ট্যাক্স আদায় করিতেছে। এই ট্যাক্স লইয়াও ভবিষ্যতে গোলমাল বাধিবে এবং বাঙ্গলা সরকার সম্ভবতঃ তখন একটী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া বলিবেন যে চটকল, রপ্তানীকারক, পাইকার ও ফড়িয়াদের এই কার্য্যের মধ্যে বে-আইনী কিছু নাই এবং কাঁচা পাটের উপর যে ট্যাক্স বসান হইয়াছে, তাহা পাটচাষীকেই দিতে হইবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, দেশবাসীর উপর ট্যাক্স বসাইবার সময়ে আর কতবার তাহাদিগকে এই ভাবে স্তোকবাক্য দিয়া ট্যাক্স প্রদানে বাধ্য করা হইবে ?

ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদেশী মূলধন

এদেশের অনেক রেল কোম্পানী ও বড় শিল্প কারখানায় প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে। প্রথম প্রথম ভারতে ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে বিদেশী মূলধনের সহায়তা কিছু পরিমাণে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহা ছাড়া এদেশের রেলওয়ে ও শিল্প কারখানাসমূহে বরাবরের জন্য একটা প্রভাব বিস্তার করিয়া অপরিমিত মুনাফার সুবিধা করিয়া লওয়ার নিমিত্ত বিদেশীয় পুঁজিপাতিরা (শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই ইংরাজ) এদেশে স্বেচ্ছায়ও এই মূলধন ছড়াইয়াছিল। যাহা হউক প্রথমাবস্থায় এদেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত হওয়ার যে কারণই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে ঐরূপ মূলধনের দাসত্ব হইতে দেশকে যথাসম্ভব মুক্ত করা আজ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশের অনেক

রেলওয়ে ও এদেশের অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত থাকার দরুণ উহাদের পরিচালনায় বিদেশীয়দের কর্ত্তৃত্ব বেশী পরিমাণেই লক্ষিত হইতেছে। বিদেশী মূলধনের উপর নিয়মিত লভ্যাংশ ও সুদ যোগাইতে গিয়াও দেশ হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। কাজেই এই মূলধন যত শীঘ্র পরিশোধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয় ততই মঙ্গল। তবে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ যেরূপ বিপুল তাহাতে উহা পরিশোধ করিতে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে পাউণ্ডের হিসাবে মজুত সম্পত্তির পরিমাণ অতিকায়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে সেরূপ সুযোগ সুবিধা কতক পরিমাণে দেখা দিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি বা পাউণ্ড হিসাবে রক্ষিত সম্পত্তির মূল্য ছিল ৭০ কোটি টাকা। বর্ত্তমানে ঐরূপ সম্পত্তির পরিমাণ ২৩৫ কোটি টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কি কারণে বা কি ভাবে ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিমাণ এত দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ভারতের পক্ষে এই বৃদ্ধি প্রতিকূল কি অনুকূল সে আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তবে ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিমাণ যখন দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে তখন যথাসম্ভব পরিমাণে তাহা সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টাই সঙ্গত। আর সে হিসাবে উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি দিয়া বিভিন্ন রেল কোম্পানী এবং শিল্প কোম্পানীর ডিবেঞ্চারে ও শেয়ারে নিয়োজিত বিদেশী মূলধন যথাসম্ভব মিটাইয়া দেওয়ার একটা প্রস্তাব আমরা এস্থলে উপস্থিত করিতে পারি। ভারত গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটির সাহায্যে ইতিমধ্যে ভারতের বিদেশী ঋণ কতক পরিমাণে শোধ করিয়া দিয়াছেন এবং তৎপরিবর্ত্তে এদেশে নূতন সরকারী ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি সাহায্যে বিভিন্ন রেল কোম্পানী ও শিল্প কারখানায় নিয়োজিত বিদেশী মূলধন যথাসম্ভব পরিশোধ করিয়া দিয়া তদ্বিনিময়ে বিদেশী কবলিত শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইত্যাদির মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লওয়া সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এখনও কোনরূপ চিন্তাভাবনা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা সম্প্রতি উক্ত চেম্বারের ত্রৈমাসিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমরাও আজ গবর্ণমেণ্টকে ঐ বিষয়টি ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর প্রতি অবিচার

জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতীয়েরা আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। দীর্ঘকালের চেষ্টায় এদেশে 'সিন্ধিয়া' প্রমুখ মাত্র কয়েকটি জাহাজ কোম্পানী গড়িয়া উঠিয়াছে। সমুদ্র পথে এদেশীয় মাল ও যাত্রী চলাচল করিবার পক্ষে উহাদের জাহাজ সংখ্যা এখনও নিতান্ত কম। এই সব দেশীয় কোম্পানীসমূহের উন্নতি সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট কখনও বিশেষ সাহায্য ও সহায়তার ভাব দেখান নাই। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহের বিহিত স্বার্থের বিনিময়ে তাঁহারা অভারতীয় কোম্পানীসমূহেরই স্বার্থ দেখিয়াছেন—এরূপ নজীর অনেক আছে। যাহা হউক পূর্ব্বে দেশীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহের উন্নতি সম্পর্কে সাহায্য করিতে না পারিলেও বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রচেষ্টায় এই সব কোম্পানীর সাহায্য আজ গবর্ণমেণ্টের একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই তাঁহারা দেশীয় কোম্পানীর কতকগুলি জাহাজ আজ নিজেদের কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুদ্ধের মত জটিল অবস্থায় নানাদিক দিয়া অস্বাভাবিক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেজন্য জাহাজের অভাবে বর্ত্তমানে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের অনেকটা অসুবিধা ঘটিলেও গবর্ণমেণ্টের ঐ ধরণের কার্য্যে আমরা বিস্মিত হই নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে একটা বিষয় আমাদের নিকট খুব আপত্তিজনক বলিয়াই মনে হইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে বা অন্য যে প্রয়োজনেই হউক দেশীয় কোম্পানীসমূহের কতকগুলি জাহাজ যখন ভারত গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন তখন ঐ জন্য দেশীয় কোম্পানীসমূহকে কোন দিক দিয়া অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়, তাহা দেখা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা অবগত হইলাম যে, সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত বিভিন্ন জাহাজের ভাড়া সম্পর্কে এবং ঐসব জাহাজ নষ্ট বা ঘায়েল হইলে তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে একটা কথা থাকিলেও আসলে গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে পাকাপাকি ভাবে এখনও কোন সর্ত্ত ও হার স্থির করেন নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকেও বিভিন্ন বৃটিশ কোম্পানীর অনেক জাহাজ নিজেদের অধীনে আনিয়া কাজে লাগাইতে হইয়াছে। কিন্তু জাহাজের ভাড়া ও ক্ষতিপূরণের হার স্থির করিতে তাঁহারা ছয় মাসের বেশী বিলম্ব করেন নাই। এবিষয়ে ভারত সরকারের কার্য্যনীতি সে তুলনায় অনেকটা স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর বলা চলে। প্রায় দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে, তাঁহারা বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানীর কতকগুলি জাহাজ নিজেদের কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু উহাদের ভাড়া ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বিভিন্ন কোম্পানীর সহিত আজ পর্য্যন্ত কোন বোঝাপড়া করা তাঁহারা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহের অধিকাংশই নূতন। অনেক স্থলে কম অর্থসঙ্গতি নিয়া কোনরূপে কার্য্য চালাইবার সুবিধাই উহাদিগকে দেখিতে হইতেছে। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত জাহাজসমূহের ভাড়া ও ক্ষতিপূরণের হার সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পাকাপাকি সিদ্ধান্ত অচিরেই উহাদের পক্ষে অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেদিক দিয়া এখনও কোন সুবিবেচনা দেখাইতেছেন না—ইহা আমরা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বলিয়াই মনে করি।

শিল্পোন্নতি ও গবর্ণমেণ্ট

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ সম্প্রতি ভারত সরকারের শিল্প গবেষণা তহবিলে বাৎসরিক দশ লক্ষ টাকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শিল্প সম্পর্কিত গবেষণায় ভারত সরকার এতদিন বিশেষ কিছু চেষ্টা যত্ন নিয়োজিত করেন নাই। বোর্ড অব্ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে ঐদিক দিয়া একটা উল্লেখযোগ্য কার্য্যতৎপরতা সূচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে কি সব শিল্প গড়িয়া তুলিবার সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে উক্ত বোর্ড ব্যাপকভাবে গবেষণা চালাইতেছেন। এই ধরণের গবেষণা এদেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজন সন্দেহ নাই। সে হিসাবে উহা স্থায়ীভাবে চালাইবার জন্য প্রতি বৎসর উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ নিয়োগের প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি। তবে এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে ভারত সরকারের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কেবল ঐ ধরণের গবেষণার কাজে সীমাবদ্ধ থাকে তাহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। সেজন্য বাণিজ্য সচিব মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় শিল্প বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা ছাড়া দেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে বর্ত্তমানে আর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার কোন উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টের নাই বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে শিল্পের দিক দিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে তৎপর হইয়াছেন। সরকারী চেষ্টায় ঐসব দেশে শিল্প গবেষণার ভালরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। অধিকন্তু অর্থ সাহায্য প্রদান ও রক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভালরূপ পৃষ্ঠপোষকতা করিতেও ঐসব দেশের গবর্ণমেণ্ট কোন ত্রুটি করিতেছেন না।

ফলে ঐ সব দেশে বর্ত্তমানে শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার ও উন্নতি দেখা যাইতেছে। অপরদিকে উপযুক্ত মূলধন ও কার্য্যকরী উদ্যমের অভাবে ভারতবর্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠিতেছে না। শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্পর্কে আশান্বিত হইতে না পারিয়া আর্থিক সঙ্গতি সত্ত্বেও অনেক শিল্পোদ্যোগীকে নূতন শিল্প প্রচেষ্টায় বিরত থাকিতে হইতেছে। এই অবস্থায় এদেশে কতিপয় অভিজ্ঞ শিল্প ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিককে নিয়া বোর্ড অব্ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ স্থাপিত হওয়ার পর আশা করা যাইতেছিল গবর্ণমেণ্ট ঐ বোর্ডের সুপারিশ মত দেশে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এখন হইতে কার্য্যকরী উদ্যোগ দেখাইবেন। কিন্তু উক্ত বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর দেড় বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইলেও সে আশা ফলবতী হওয়ার লক্ষণ কিছুই দেখা যাইতেছে না। বোর্ড অব্ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চের গবেষণার ফলে এদেশে বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে অনেক শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্তরূপ সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার অভাবে সে বিষয়ে কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সুবিধা বিশেষ কিছুই হইতেছে না। শিল্প বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করিয়াই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। সরকারী প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়োগ করিয়া ও অর্থসাহায্য দ্বারা সাক্ষাৎভাবে শিল্পোন্নতির পৃষ্ঠপোষকতা করা দূরে থাকুক, ব্যক্তিগত বা যৌথ প্রচেষ্টায় যেসব নূতন শিল্প দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাদের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দিতেও তাঁহারা অসম্মত হইয়াছেন। ফলে এই যুদ্ধের সুযোগেও ভারতে শিল্পের তেমন প্রসার ও উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। শিল্প প্রচেষ্টা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের এই নিষ্ক্রিয় মনোভাব সর্ব্বথা নিন্দনীয়।

ব্যাঙ্ক পতনের স্বরূপ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে গত ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত দুই বৎসরে ভারতবর্ষে যে ১৪৬টী ব্যাঙ্ক 'ফেল' পড়িয়াছে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকা দেখিলে ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর স্বভাবতঃই দেশবাসীর আস্থা হ্রাস পাইতে পারে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে ব্যাঙ্ক পতন সম্বন্ধে যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত অবস্থার দ্যোতক নহে। এই তালিকার মধ্যে এমন অনেক ব্যাঙ্কের নাম রহিয়াছে যাহা রেজেষ্টরীকৃত হইবার পর শেয়ার বিক্রয় বা আমানত গ্রহণের কাজ করে নাই। কাজেই এই সব ব্যাঙ্কের কাজ গুটাইবার জন্য দেশবাসীর কোন ক্ষতিই হয় নাই। অধিকন্তু এই তালিকায় এমন অনেক ব্যাঙ্ক রহিয়াছে যাহা অন্য ব্যাঙ্কের সহিত একত্রীভূত হইয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়াছে। এই সব ব্যাঙ্ক 'ফেল' পড়িলেও উহাতে আমানতকারীদের বা শেয়ার ক্রেতাদের তেমন কোন ক্ষতি হয় নাই। উক্ত দুই বৎসরে যে কয়টী ছোট ছোট ব্যাঙ্ক সত্যসত্যই ফেল পড়িয়াছে তাহা দ্বারা দেশবাসীর কিছু ক্ষতি হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা এমন কিছু মারাত্মক নহে। অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদীর্ঘ তালিকা দেখিলে মনে হয় যে, ব্যাঙ্ক পতনের জন্য এই দুই বৎসরে দেশবাসীর সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বীমা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে বৎসর বৎসর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় পূর্ব্বে তাহাতে ভারতবর্ষে এই পর্য্যন্ত যতগুলি বীমা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে তাহার একটী তালিকা প্রকাশ করা হইত। এই তালিকার জন্য ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অহেতুকভাবে দেশবাসীর আস্থা হ্রাস পায় বলিয়া অনেকে আপত্তি করাতে বর্ত্তমানে বীমা বিভাগের রিপোর্টে আর এই ধরণের তালিকা প্রকাশিত হয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও তাঁহাদের রিপোর্টে অনুরূপ মনোভাব অবলম্বন করিতে পারেন। ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা জানাইতে গিয়া দেশে ব্যাঙ্ক পতনের তালিকা প্রকাশ না করিলে এমন কোন ক্ষতির কারণ উপস্থিত হইতে পারে না। আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি এই ধরণের তালিকা প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে 'ফেল' পড়া ব্যাঙ্কের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যাঙ্ক কার্য্য আরম্ভ করে নাই এবং অন্য ব্যাঙ্কের সহিত একত্রীভূত হইবার জন্য কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের প্রকাশ করা উচিত। ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্যসংক্রান্ত রিপোর্টগুলি প্রকাশের দায়িত্ব অধিকাংশক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। এজন্য অনেকে মনে করেন যে, এই সব রিপোর্ট সর্ব্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নহে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে যাহাতে অনুরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইতে না পারে তজ্জন্যই আমরা এই সব কথা বলিতেছি।

গোল আলুর দুর্ভিক্ষ

যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে যে সমস্ত জিনিষের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মধ্যে গোল আলু অন্যতম। উহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য দেশসমূহের তুলনায় গোল আলুর ব্যবহার অত্যন্ত কম হইলেও এদেশে ব্যবহৃত সমস্ত আলু দেশের ভিতরে উৎপন্ন হয় না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রতি ব্যক্তি গড়ে প্রতি বৎসরে ১৪০ পাউণ্ড এবং জর্ম্মানীতে প্রতি ব্যক্তি ৪৪০ পাউণ্ড গোল আলু খাইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি ব্যক্তি বৎসরে গড়ে ৮·৬ পাউণ্ড মাত্র আলু ভক্ষণ করে। উহাতে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য বৎসরে ৩ কোটী ৭৮ লক্ষ মণ আলুর দরকার হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে বৎসরে গড়ে ৪ কোটী ৯১ লক্ষ মণ আলু উৎপন্ন হইলেও আলু চাষকারী কৃষকদের নিজেদের প্রয়োজনের জন্য এবং বীজের জন্য ১ কোটী ৩২ লক্ষ মণ আলু খরচ হয় এবং বাকী ৩ কোটী ৫৮ লক্ষ মণ মাত্র আলু বাজারে বিক্রয় হয়। ফলে ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে সাড়ে এগার লক্ষ মণ আলু আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে একদিকে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আলুর আমদানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অন্যদিকে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী দেশসমূহে যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহাদের জন্য ভারতবর্ষ হইতে বর্ত্তমানে লক্ষ লক্ষ মণ আলু চালান হইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি নয়া দিল্লী হইতে প্রেরিত একটী সংবাদে প্রকাশ যে, বিদেশে সৈন্যদের জন্য চালান দিবার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই সরবরাহ বিভাগ ভারতবর্ষে ২৭০০ টন আলুর ফরমায়েস দিয়াছেন। এই আলুকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শুষ্ক (de hydrated) করিয়া তৎপর উহা সৈন্যদের জন্য চালান দেওয়া হইতেছে। উক্ত কাজের জন্য গত অক্টোবর মাসেই ভারতবর্ষে ১৬টী নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং নিত্যনূতন কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ৫০টী চিনির কল এবং কতিপয় চট কলের উপরও এই কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা দেশ আলুর ব্যাপারে অধিকতর পর-নির্ভরশীল। এজন্য সংযুক্ত প্রদেশে প্রতি ব্যক্তি বৎসরে গড়ে ২৮ পাউণ্ড এবং বিহারে প্রতি ব্যক্তি বৎসরে গড়ে ১৬ পাউণ্ড আলু খাইলেও বাঙ্গলায় প্রতি ব্যক্তি বৎসরে গড়ে ১২ পাউণ্ড (৬ সের অপেক্ষাও কম) আলু খাইয়া থাকে। বাঙ্গলায় প্রত্যেক বৎসর মাত্র ৬৮ লক্ষ ৬৫ হাজার মণ আলু উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে ১৫ লক্ষ ১০ হাজার মণ আলু উৎপাদনকারীদের ব্যবহারের জন্য এবং বীজের জন্য ব্যয়িত হয় এবং বাকী ৫৩ লক্ষ ৫৫ হাজার মণ আলু বাজারে বিক্রয় হয়। এই আলুতে বাঙ্গলার চাহিদা মিটে না বলিয়া প্রতি বৎসর বাঙ্গলায় সংযুক্ত প্রদেশ, আসাম, ব্রহ্মদেশ এবং ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে প্রায় অর্দ্ধ কোটী টাকা মূল্যের আলু আমদানী হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ, ব্রহ্মদেশ এবং বিদেশ হইতে বাঙ্গলায় আলুর আমদানী এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাজেই বাঙ্গলায় যে গোল আলুর দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তাহার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই।

কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় আলুর মরশুম আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া উহার মূল্য এখনও তেমন চড়ে নাই। অল্প দিনের মধ্যেই বাঙ্গলায় উৎপন্ন আলু নিঃশেষিত হইবে। এদিকে সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে অধিকতর পরিমাণে আলু সংগ্রহের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ হইতে খুব বেশী তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলায় আলুর বাজার আরও অধিক চড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই সময়ে যদি কেহ আলু ক্রয় করিয়া তাহা কিছুদিন ধরিয়া রাখিতে পারেন তবে, তাঁহার বিশেষ লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পণ্যদ্রব্যের আরও মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা

গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই সময়ের তুলনায় বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে কলিকাতায় পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য সম্বন্ধে যে হিসাব প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহাতে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় গত অক্টোবর মাসে গড়পড়তায় সমস্ত শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য শতকরা ৫১ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। উহার মধ্যে চাউল ইত্যাদি খাদ্যশস্যের মূল্য শতকরা ৪৯ ভাগ, খাদ্যশস্য ডাল চিনি ও চা বাদে অন্যান্য শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫৩ ভাগ এবং কার্পাস বস্ত্রের মূল্য শতকরা ১০৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহা পাইকারী মূল্যের হিসাব—পণ্যদ্রব্যের খুচরা মূল্য উহা অপেক্ষাও বেশী চড়িয়াছে। জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় এই সব জিনিষের মূল্য এরূপভাবে বর্দ্ধিত হওয়াতে দেশবাসীর যে দুঃখ দুর্দ্দশা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই ব্যাপারের এখনও পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে—এরূপ বলা যায় না। বরং গত জুলাই মাসের পর হইতে দিনের পর দিন পণ্যদ্রব্যের মূল্য যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং এই বৃদ্ধির হার দিন দিন যেরূপ বেশী হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য আরও ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ আশঙ্কার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। একথা সকলেই জানেন যে, চাহিদার তুলনায় পণ্যদ্রব্যের যোগান হ্রাস অথবা পণ্যদ্রব্যের যোগান একই প্রকার থাকাকালে চাহিদার বৃদ্ধি—এই দুইটীর একটী কারণে পণ্যমূল্য চড়িয়া থাকে। কিন্তু কোন সময়ে যদি এই দুইটী কারণের এক সঙ্গে আবির্ভাব হয়—যুগপৎ যদি পণ্যদ্রব্যের যোগান হ্রাস পায় ও সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে চড়িয়া যাইতে বাধ্য। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে এইরূপ একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রথমতঃ পণ্যদ্রব্যের যোগান সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে চাল, কাপড় ও অন্যান্য বহুবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহৃত হইত তাহার সাকুল্য অংশ দেশের ভিতরে উৎপন্ন হইত না। উহার কতকাংশ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্য দেশের ভিতরে প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রচলিত কলকারখানারও অনেক সম্প্রসারণ হইয়াছে বটে। উহার ফলে দেশের ভিতরে যে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী অধিকতর মাত্রায় উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে তাহার একটা মোটা অংশ সামরিক প্রয়োজনে দেশের ভিতরে ব্যয়িত হইতেছে এবং এই একই প্রয়োজনে উহার আর একটা অংশ ভারতবর্ষের সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে—এমন কি অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইতেছে। এদিকে ইংলণ্ড, জাপান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি হইতে ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আমদানী হইত তাহাও বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে। ফলে যুদ্ধের পূর্ব্বে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী দেশবাসীর নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইত এক্ষণে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দেশবাসীর নিকট সেই পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইতেছে না। এক কথায় পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে দেশবাসীর নিকট পণ্য দ্রব্যের যোগান অনেক কমিয়া গিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিস্তৃত হইবার যে আশঙ্কা দেখা যাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের আরও বেশী অংশ সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। উহার ফলে ভারতে পণ্যদ্রব্যের যোগান আরও কমিয়া যাইবার এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের মূল্য আরও চড়িবার আশঙ্কা খুব বেশী বলবৎ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, কেবল পণ্যদ্রব্যের যোগান হ্রাসের জন্যই ভারতে উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে না। যোগান হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াও দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন যে, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির দরুণ যখন দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে তখন উহাদের তরফ হইতে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কিরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। উহার উত্তর এই যে মানুষের দুরবস্থা যতই চরমে উঠুক না কেন, জীবন ধারণের জন্য তাহাকে অন্ততঃ দৈনিক আধ-সের হিসাবে চাউল, এক টুকরা পরিধেয় বস্ত্র এবং একটী কুড়ে ঘর সংগ্রহ করিতেই হয়। এজন্য যদি পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত যা' কিছু বিক্রয় করিতে হয় অথবা ঋণ গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দের অস্তিত্ব বিপন্ন করিতে হয় তাহাতেও মানুষ পশ্চাদপদ হয় না। সেই হিসাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। গত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ৫ কোটী বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে এদেশে এক কোটী লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই এক কোটী লোকের অপরিহার্য্য প্রয়োজন হিসাবে দেশে চাউল, কাপড়, লবণ ইত্যাদির চাহিদা বাড়িয়াছে—একথা বলা যাইতে পারে; কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা যাহা বাড়িয়াছে, তাহা ছাড়িয়া দিলেও অন্যদিক দিয়া চাহিদা আরও বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে দেশবাসীর মধ্যে অধিকাংশের দুঃখ দুর্দ্দশা বাড়িলেও সমষ্টিগত ভাবে দেশবাসীর আয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেণ্টের সামরিক ও অসামরিক বিভাগে এবং বেসরকারী কলকারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরিয়ার সংখ্যা বহু লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে সামরিক প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট এবং কলকারখানার সম্প্রসারণের ফলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অভ্যন্তর হইতে শত শত কোটী টাকার মালপত্র ক্রয় করিতেছেন। অনেক স্থানে মজুর ও কর্ম্মচারীদের বেতনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার ফলে দেশের বহুসংখ্যক ব্যক্তির হাতে বেতন, ভাতা, পণ্যদ্রব্যের মূল্য ইত্যাদিতে বহু নূতন অর্থের আমদানী হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই সময়ে দেশে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ছিল ১৮২

(৮৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাট ও বাঙ্গলা সরকার

আগামী বৎসরে বাঙ্গলায় কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে তাহা নিয়া কিছুকাল যাবৎ বাজারে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিয়া আসিয়াছে। দীর্ঘদিনের আলাপ ও আলোচনার পর সম্প্রতি বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা এবিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করায় এক্ষণে সে ধরণের জল্পনা কল্পনার অবসান হইল। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে বাঙ্গলা সরকার চলতি ১৯৪১ সালে গত ১৯৪০ সালের এক-তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দিয়াছিলেন। আগামী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪২ সালে ঐ তুলনায় পাটের জমি আরও এক-তৃতীয়াশ পরিমাণে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। অর্থাৎ আগামী ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় ১৯৪০ সালের তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ ও চলতি ১৯৪১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিতে দেওয়া হইবে।

প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে কোন ফসলের চাষাবাদ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে বর্ত্তমান যোগান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার দিক হইতে ঐ ফসলের সম্ভবপর কাটতি পূর্ব্বাহ্ণে ভালরূপ বিবেচিত হওয়া আবশ্যক। আগামী বৎসরের জন্য পাটের জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বাঙ্গলা সরকার সেইরূপ বিচার বিশ্লেষণের কতটুক গরজ বোধ করিয়াছেন তাহা জানি না। তবে পাটের বাজারের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা যতদূর ধারণা করিতে পারিতেছি তাহাতে গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট নিতান্ত খামখেয়াল-প্রসূত বলিয়াই মনে হয়। গত ১৩ই অক্টোবর তারিখের আর্থিক জগতে 'পাটের নূতন পরিস্থিতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে নানারূপ তথ্য তালিকা আলোচনা করিয়া আমরা বলিয়াছিলাম যে, পাটচাষীর কল্যাণ দেখিতে হইলে আগামী বৎসর বাঙ্গলায় চলতি বৎসরের তুলনায় এক একরও অধিক জমিতে পাটের চাষ হইতে দেওয়া সঙ্গত নহে। আমাদের সে প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর পাটের বাজারে যেটুক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা যথারীতি বিবেচনা করিলেও আমাদের সে মত সংশোধন করার কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা দাঁড়ায় নাই বলা চলে। কাজেই বাঙ্গলা সরকার আগামী বৎসরে পাটের জমি চলতি বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, কৃষকদের স্বার্থের দিক হইতে অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বলিয়া আমরা তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পাটের বাজারের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে এই প্রতিবাদের সমীচীনতা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলা সরকার গত ১৯৪০ সালের পাট সম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে যে সংশোধিত হিসাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা ঐ বৎসরে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে মোট ১ কোটি ৩২ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া জানাইয়াছিলেন। গত বৎসর জুলাই মাসে ঐ পাট যখন বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয় তখন একদিকে চটকলওয়ালাদের হাতে ২০ লক্ষ বেল এবং অপরদিকে কৃষক, আড়তদার, মহাজন, বেলার ও শিপার প্রভৃতির হাতে ১০ লক্ষ বেলের মত পাট মজুত ছিল। সুতরাং উৎপন্ন পাট ও মজুত পাট মিলাইয়া ১৯৪০ সালে অর্থাৎ গত বৎসরে বাজারে পাটের মোট যোগান দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৬২ লক্ষ বেল। উহার মধ্যে চটকলসমূহ ৪৮ লক্ষ বেল পাট খরচ করে এবং ১২ লক্ষ বেলের মত পাট বিদেশে রপ্তানী হয়। ফলে গত বৎসরের মোট ১ কোটি ৬২ লক্ষ বেল পাটের মধ্যে ১ কোটি ২ লক্ষ বেলই উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। চলতি ১৯৪১ সালে বাঙ্গলা দেশে পাট চাষের জমি পূর্ব্বের তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণে হ্রাস করা হয়। ফলে এবার পাট উৎপন্ন হইয়াছে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু কম হইলেও এবারের উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৬০ লক্ষ বেলের নিম্নে দাঁড়াইবে না বলিয়াই ব্যবসায়ী মহলের ধারণা। এই ধারণা অনুযায়ী হিসাব করিতে গেলে গত বারের উদ্বৃত্ত পাট লইয়া এবার বাজারে পাটের মোট যোগান দাঁড়ায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ বেল।

ঐ প্রকারের বিপুল যোগান হইতে এবারকার সম্ভবপর চাহিদা বাদ দিলে চলতি বৎসরে নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসৃত হওয়া সত্ত্বেও পাটের বাজারের অবস্থা তেমন সন্তোষজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের চটকলগুলিই পাটের বাজারে সবচেয়ে বড় খরিদ্দার। এই সকল কল ইতিমধ্যে এবারকার পাটের কতকাংশ খরিদ করিয়াছে। বর্ত্তমানে পাটকলের সাপ্তাহিক কার্য্যকাল ৬০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে উহারা পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বেশী পাট খরিদ করিতেও পারে। কিন্তু চটকলওয়ালারা যেস্থলে গতবার ৪৮ লক্ষ বেল পাট খরচ করিয়াছিল সেস্থলে কার্য্যকাল বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে শেষ পর্য্যন্ত এবার উহারা ৭০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ করিবে না, তাহা একরূপ নিশ্চয় করিয়াই বলা চলে। যুদ্ধের জন্য বিদেশে পাট রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। এই অবস্থায় পাটের কাটতির জন্য রপ্তানী বাণিজ্যের উপর আর নির্ভর করা যায় না। তথাপি যদি এবার গতবারের মত ১২ লক্ষ বেল পাট বিদেশে কাটতি হইবে বলিয়াও ধরা হয়, তবুও চলতি বৎসরে শেষ পর্য্যন্ত ৮২ লক্ষ বেলের বেশী পাট বিক্রীত হওয়ার কোন আশা নাই। বাজারে এবার ১ কোটি ৬২ লক্ষ বেল পাটের যোগান রহিয়াছে। কাজেই ৮২ লক্ষ বেল পাট কাটতি হইলেও চলতি বৎসরের শেষে দেশে ৮০ লক্ষ বেলের মত পাট উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে।

এইরূপ উদ্বৃত্ত পাটের কথা বিবেচনা করিলে আগামী বৎসর পাটের জমি বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে বর্ত্তমান সরকারী সিদ্ধান্তের কোন সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ১৯৪০ সালের তুলনায় পাটের চাষ কমাইয়া এক-তৃতীয়াংশ করাতে এবার ৬০ লক্ষ বেলের মত পাট উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪২ সালে এবারের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিবার অনুমতি দিলে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া সম্ভবতঃ তাহা ১ কোটি ২০ লক্ষ বেলের মত দাঁড়াইবে। এবারকার মোট যোগানের মধ্যে ৮০ লক্ষ বেলের মত পাট আগামী বৎসরে জের চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সে অবস্থায় আগামী বৎসর আরও ১ কোটি ২০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইতে দেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? চলতি বৎসরে যেস্থলে ৮২ লক্ষ বেলের বেশী পাট কাটতি হইবার সম্ভাবনা নাই সেস্থলে আগামী বৎসরে ২ কোটি বেল পাট কাটতির কি সম্ভাবনা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। যুদ্ধের

(৮৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্যবসায়ে নারী

[শ্রীরাণী গঙ্গোপাধ্যায়]

ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা আমাদের দেশে হচ্ছে কিন্তু নারীদের এবিষয়ে কিছু করণীয় আছে কিনা তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হতে দেখি না। স্বদেশী যুগে এবং তারপর নন্‌কো-অপারেশনের সময় মেয়েদের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে বিদেশী জিনিষ বর্জ্জন ও স্বদেশী জিনিষের প্রচলনের একটা চেষ্টা হয়েছিল এবং তা অনেকটা সফলও হয়েছিল, কিন্তু সেই আন্দোলনের ফল স্থায়ী হয়নি। আজো হয়ত বাংলার গৃহিণীদের শরণাপন্ন হলে স্বদেশীয় শিল্প ও পণ্যদ্রব্যের প্রচার ও প্রসার বাড়্‌তে পারে, কিন্তু তার জন্য তেমন কিছু চেষ্টা হতে দেখ্‌ছিনা।

আমাদের দেশের অনেক স্থানেই তথাকথিত ছোট শ্রেণীর মেয়েদের ব্যবসায়ে একটা বিশেষ স্থান আছে। কলিকাতার মত সহরেও মেছুনী এবং স্ত্রীলোক তরকারী বিক্রয়কারিণীদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে! গ্রামে এবং অন্যান্য সহরে, এক পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন জিলা ছাড়া, মেয়েরা অনেক স্থানেই এইরূপ তরকারী জাতীয় জিনিষ বিক্রয় করে থাকে। কিন্তু দেশোৎপন্ন শস্য বা বাড়ীতে জন্মানো তরি-তরকারী বিক্রয়কে ঠিক ব্যবসায় বলা চলে না। কোন জিনিষ কিনে বিক্রয় করাকেই ব্যবসায় বলা হয়। এই শ্রেণীর কাজে বাংলায় মেয়েদের কোথায়ও নিয়োগ করা হয় বলে জানি না। কিন্তু চাষী বা অনুন্নত শ্রেণীর মেয়েদের ব্যবসায়ে নিয়োগের বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য ভদ্রশ্রেণীর মেয়েদের এদিকে কোন সুবিধা হতে পারে কিনা তাহারই আলোচনা করা।

আমরা জানি যে বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশার দিনে অনেক ভদ্রশ্রেণীর মেয়ের বিবাহাদি হয়ে উঠে না। অনেক বিধবা, নবীনা এবং প্রবীণা অনিচ্ছুক আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হয়ে কষ্টে কালযাপন করতে বাধ্য হয়। ভদ্রঘরের মেয়েদের এযাবৎ একটি মাত্র স্বাধীন উপজীবিকা সমাজে প্রচলিত হয়েছে, তা শিক্ষয়িত্রীর কাজ। শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ এখন অফিসে কেরাণী বা টাইপিষ্টের কাজ করছে সত্য, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এ ছাড়া খৃষ্টান এবং ব্রাহ্ম মেয়েদের মধ্যে দু'দশজন ক্যানভাসারী, লাইফ্ ইন্সিওর কোম্পানীর দালালী এবং নার্সিং প্রভৃতিও করে থাকেন। এসব কাজে অনেক মেয়ের অন্নসংস্থান হয় বটে কিন্তু ইহাতে যে শিক্ষার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ শিক্ষা অনেক মেয়েরই পাওয়ার সুযোগ হয় না। উচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ করাও সাধারণতঃ একটু পয়সাওয়ালা এবং সহরবাসী মেয়েরা ছাড়া অন্য মেয়েদের পক্ষে বড় একটা ঘটে ওঠে না। পয়সাওয়ালা অভিভাবকদের মেয়েদের সচরাচর এই সমস্ত কাজ করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ভদ্রঘরের মেয়েরা, যাহাদের শিক্ষয়িত্রী, নার্স, কেরাণী বা ইন্সিওরের দালালী প্রভৃতি করার মত শিক্ষা দীক্ষা নাই তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার কোন পথ আছে কিনা চিন্তা করতে গেলে ব্যবসায়ের কথাই সকলের আগে মনে আসে। থিয়েটার, সিনেমা এখনো সমাজে ভদ্র কাজ বলে অনেকেই মনে করেন না। রেডিও গ্রামোফোনে গান দিয়ে বা সাহিত্য চর্চ্চা করে জীবিকা অর্জ্জন করা বাংলা দেশে সহজ নহে। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ে এইসব শ্রেণীর মেয়েদের কোন স্থান হতে পারে কিনা তাহাই বিবেচ্য। পাশ্চাত্য—বিশেষ করে ইংরেজ, আমেরিকান প্রভৃতি জাতিগুলিকে আমরা পাকা ব্যবসায়ীর জাত বলেই জানি। ইহাদের দৃষ্টান্ত নিলে দেখা যায় যে, ইহাদের ব্যবসায়ের সকল স্তরে বহু সংখ্যক এবং বোধ হয় পুরুষের চেয়ে বেশী পরিমাণে মেয়েরাই কাজ করে থাকে। কলিকাতায় যতগুলি সাহেবি দোকান আছে তাহার মধ্যে নারী বিক্রয়কারিণীই (Sales-woman) বেশী। বিলাতে এবং আমেরিকাতেও বোধ হয় তাহাই। এর মধ্যে সম্ভবতঃ কিছু মনস্তত্ত্ব-ঘটিত প্রশ্ন আছে।

সাধারণতঃ দেখা যায় মেয়েদের প্রতি পুরুষেরা একটু শ্রদ্ধাশীল। ট্রামে বাসে সিট ছেড়ে দেওয়া প্রভৃতি ছোট ছোট সিভালরি তা'রা মেয়েদের প্রতি সব সময়ই দেখান। তা ছাড়া, মেয়েদের ধৈর্য্য, অনুরোধ ও অনুনয়ের ক্ষমতা পুরুষদের চেয়ে কিছুটা বেশী। তাদের ব্যবহারের মধ্যে একটু কমনীয়তা এবং মাধুর্য্য আছে বলে পুরুষরাও স্বীকার করেন।

এমতাবস্থায় দোকানে যদি বিক্রয়কারী সহকারী হিসাবে পুরুষদের পরিবর্ত্তে মেয়েদের নিয়োগ প্রচলিত হয়, তা হলে বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়তঃ কোন দোকানে বিক্রয় করার জন্য মেয়ে রাখা হলে পুরুষ ক্রেতা ছাড়াও মেয়ে ক্রেতাদের সংখ্যা অনেক বাড়বে—তাতেও দোকানদারদের লাভ ছাড়া লোকসান হওয়ার কথা নয়।

দোকানে বিক্রয়ের কাজে বিশেষ কিছু শিক্ষা বা শারীরিক সামর্থ্যের প্রয়োজন হয় না অথচ নির্ভরযোগ্য দোকানদারদের বিপণিতে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মেয়েদের কোন প্রকার অপমানিতা হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক কম। এমতাবস্থায় যদি ব্যবসায়ে বিক্রয়-কারিণী হিসাবে ভদ্র দোকানে মেয়েদের নিয়োগের প্রথা প্রচলিত হয়, তবে একদিকে যেমন দোকানের বিক্রয় বাড়বে অপর দিকে তেমনি বহু অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা, কুমারী ও সহায়হীন বিধবা মেয়েদের উপজীবিকার একটা বড় পথ খুলে যাবে। দোকানের এই সব অল্পায়াসসাধ্য কাজে যেসব পুরুষ এখন নিযুক্ত থাকেন, তাঁরাও কিছু পরিমাণে এই সহজ এবং স্ত্রীজনযোগ্য কাজ নারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা পুরুষদের যোগ্য অন্যান্য বেশী শ্রমসাধ্য কাজে হাত দিতে পারবেন।

আমার মনে হয় সব দিকে থেকে ভেবে দেখ্‌লে এই প্রস্তাবটি সর্ব্ব রকমে গ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচিত হবে।

দোকানের কাজ ছাড়াও আর এক শ্রেণীর কাজে একটু বয়স্কা মেয়েদের লাগানো যেতে পারে। আমরা সকলেই জানি যে, আজকাল বিহারী এবং অন্যান্য দেশীয় অনেক পুরুষ দুপুরে মেয়েদের কেনার উপযুক্ত অনেক জিনিষ বাড়ীতে বাড়ীতে যেয়ে মেয়েদের কাছে বিক্রয় করে—যেমন সেমিজ, সায়া, ব্লাউজ বা নানা রকম কাপড় প্রভৃতি। কিন্তু কোন বাঙ্গালী পুরুষ বা দোকানদারগণ কখনো এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন না, অথচ প্রত্যেক ভদ্রবাড়ীতে এই সব জিনিষ বিক্রয় করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অল্প সংখ্যক বাঙ্গালী পুরুষকে মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি প্রসাধন সামগ্রী বিক্রয় করতে দেখা যায়, কিন্তু আমার মনে হয় এক্ষেত্রে যদি এক একটি বয়স্কা মেয়েকে একজন বিশ্বাসী কুলির মাথায় বা ছোট সুটকেশ করে বিভিন্ন রকম গৃহস্থালীর জিনিষপত্র দিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা যায়, তবে যে-কোন দোকানদার যথেষ্ট জিনিষ বিক্রয় করে নিজেরাও লাভবান হতে পারেন এবং সেই সঙ্গে অনেক দুঃখিনী মেয়ের অন্নসংস্থান হতে পারে।

বঙ্কিম বাবুর এবং রাখালদাস বাবুর ভাষায় জিনিষের সঙ্গে অল্প বা অধিক হাস্য বিক্রয় না করলেও মেয়েরা যে বিক্রয়ের কাজে পুরুষদের চেয়ে বেশী পারদর্শিতা দেখাতে পারবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাহা না হলে সব সভ্য দেশে বিশিষ্ট ব্যবসায়িগণ এত অধিক সংখ্যক মেয়েকে ব্যবসায়ে নিয়োগ করতেন না।

আশা করি আমাদের দেশের নেতা ও ব্যবসায়িগণ বিষয়টা একবার ভেবে দেখ্‌বেন। বর্ত্তমান সময় অবিবাহিতা মেয়েদের সংখ্যা এবং পরোপজীবিনী মেয়েদের সংখ্যা ক্রমে যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহাতে এখন হতে ইহাদের উপজীবিকার বিষয় চিন্তা না করলে ভবিষ্যৎ সমাজের পক্ষে সেটা আদৌ মঙ্গলজনক হবে না।

(পাট ও বাঙ্গলা সরকার)

পটভূমি ক্রমেই ভারতের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট একদিকে ইরাক, ইরাণ ও মিশর প্রভৃতি দেশে এবং অপরদিকে মালয় উপদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশে সামরিক আয়োজন সমাধা করিবার জন্য বর্ত্তমানে কিছু পরিমাণে পাটের থলের নূতন অর্ডার দিতেছেন। ফলে চটকলের কাজের সময় পূর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু এ প্রয়োজন নিতান্ত সাময়িক। যুদ্ধ ঘনাইয়া আসার সঙ্গে বাহিরের বিভিন্ন দেশে পাট ও চটের রপ্তানী নির্দ্দিষ্টভাবে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অবস্থায় নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে সাময়িকভাবে কিছু পরিমাণ পাটের থলে কাটতির সুবিধা দেখিয়া পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে।

আসল কথা বাঙ্গলা সরকার আগামী বৎসরের জন্য পাটের জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া পাটের ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্পর্কে কোন বিচার বিশ্লেষণ করেন নাই। পাটের যোগান কম হইলে চটকলগুলিকে বেশী দর দিয়া পাট কিনিতে হইবে এই আশঙ্কায় চটকলওয়ালারা আগামী বৎসর বেশী জমিতে পাটচাষ হওয়ার পক্ষপাতী। উহারা সেজন্য কিছুকাল যাবৎ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া আসিতেছেন। উহাদের সে প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে না পারিয়াই বাঙ্গলা সরকার আগামী বৎসর চলতি বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিবার অনুমতি দিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে পাটের দর কিছু নামিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে তাহা আরও নামিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। কিন্তু সেদিক দিয়া কৃষকদের ক্ষতি যত শোচনীয়ই হউক না কেন, তাহার জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজনীয়তা গবর্ণমেণ্টের নাই। প্রতিপত্তিশালী চটকলওয়ালাদের অসঙ্গত দাবী মানিয়া লইতে গিয়া পাটচাষীদের ন্যায্য স্বার্থকে পদদলিত করার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে অনেকবারই আমরা দেখিয়াছি। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বর্ত্তমানে তাহারই পুনরাবৃত্তি তথাকথিত কৃষক দরদী মন্ত্রিমণ্ডলের ভণ্ডামির মুখোস উদ্ঘাটিত করিবে সন্দেহ নাই।

(পণ্যদ্রব্যের আরও মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা)

কোটী টাকা। ইদানীং উহা ৩০০ কোটী টাকা ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে দেশে প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রার (উহার মধ্যে এক টাকার নোটও ধরা হইয়াছে) পরিমাণও ১২ কোটী টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দেশবাসীর হাতে নোট ও রৌপ্য মুদ্রা মিলিয়া ১৩০ কোটি টাকার মত নূতন অর্থ আমদানী হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে। ব্যাঙ্কসমূহ ইচ্ছা মত ওভারড্রাফট, ক্যাশক্রেডিট ইত্যাদি দ্বারা দেশের ব্যবসা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের হাতে নূতন অর্থের আমদানী করিতে পারে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির হাতে আমানতি টাকার পরিমাণ ছিল ২৪৭ কোটী টাকা। গত অক্টোবর মাসের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৩৮ কোটী টাকা। ব্যাঙ্কসমূহে যে ৯১ কোটী টাকা আমানত বাড়িয়াছে তাহার একমাত্র অর্থ এই নহে যে, ব্যাঙ্কসমূহে দেশবাসী এই সময়ের মধ্যে আরও ৯১ কোটী টাকা জমা দিয়াছে। এই আমানতের বহুলাংশ ওভারড্রাফট, ক্যাশক্রেডিট ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এইভাবে ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃকও দেশবাসীর হাতে অনেক নূতন অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। উহার পরিমাণ কত তাহা বলা কঠিন। তবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট, তালিকাভুক্ত ও তালিকার বহির্ভূত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কার্য্যের ফলে দেশবাসীর হাতে অবস্থিত অর্থের পরিমাণ কমপক্ষে ২ শত কোটী টাকা বাড়িয়াছে—উহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, মানুষের হাতে যখন টাকা আসে তখন শতকরা ২।৪ জন ব্যক্তি মাত্র তাহা সঞ্চয় করে এবং শতকরা ৯৫ জন লোকই তাহা অথবা উহার অধিকাংশ আহার, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, বিলাস-সামগ্রী ইত্যাদিতে ব্যয় করিয়া ফেলে। এই কারণে যখনই কোন দেশে জনসাধারণের হাতে অতিরিক্ত অর্থের আমদানী হয় তখনই উক্ত দেশে আহার্য্য, পানীয়, পরিধেয় ইত্যাদি সমস্ত শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে তাহাই ঘটিয়াছে এবং এইভাবে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে পণ্যদ্রব্যের যোগান কমিয়া যাওয়াতে পণ্যমূল্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থা দিন দিন আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিবার পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে। কারণ যুদ্ধ যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে ততই দেশে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের ক্রমবর্দ্ধমান অংশ সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত হইতেছে। এদিকে গবর্ণমেণ্টের সামরিক ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া হেতু দেশবাসীর হাতে ক্রমেই বেশী পরিমাণ অর্থের আমদানী হইয়া পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ভবিষ্যতে যে আরও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইবে তাহার পূর্ণ আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। উহার কি পরিণতি ঘটিতে পারে এবং উহার প্রতিকারই বা কি তাহা আগামীবারে আমরা আলোচনা করিব।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতীয় জিনিষপত্রের চাহিদা

ইষ্টার্ণ গ্রুপস্ সাপ্লাই কাউন্সিল গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষে ১৫ লক্ষ গজ সার্টের ছিটের অর্ডার দিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাসের মত ইঞ্জিনীয়ারিং জিনিষপত্র ছাড়াও উক্ত কাউন্সিল কাপড়ের ফিতা, কোরা থান, কোরা কাপড়, খাকী পটি প্রভৃতির অর্ডার দিয়াছে। সার্ট, কুর্ত্তা, হাসপাতালের আর্দ্দালীদের উর্দ্দী প্রভৃতি আরও অনেক জিনিসের অর্ডার আসিয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারিং জিনিষপত্রের মধ্যে ইলেকট্রিক পাখা, জলের ট্যাঙ্ক প্রভৃতি বহু জিনিষের জন্য কাউন্সিল অর্ডার দিয়াছে। নারিকেলের ছোবড়ার পাপোষ, বাঁশের খুটি, জুতার ফিতা ইত্যাদির জন্যও ভারতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধে ভারতের বিস্কুট সরবরাহ

ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন সৈন্যদলে মোট ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার পাউণ্ড বিস্কুট সরবরাহ করা হইয়াছে। ইহা সরবরাহ করিবার জন্য বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল। এই বিস্কুট সরবরাহের মধ্যে ১০ লক্ষ পাউণ্ড মধ্যপ্রাচ্যে প্রেরিত হইয়াছে। সম্প্রতি ২ সপ্তাহকাল সময়ের মধ্যে ৪৫ হাজার পাউণ্ড বিস্কুট আমদানী করা হইয়াছে।

ভারতের গমের দর

করাচী হইতে ভারতীয় গম পারস্য সাগরের পথে চালান হইতেছে। সুতরাং ভারতের বাজারে গমের দাম চড়িয়াছে। ভারত সরকার অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আমদানীর জন্য দুইখানি জাহাজ যোগাড় করিয়াছেন। এই জাহাজ দুইখানিতে ১৬ হাজার টন গম আসিবে। এই ১৬ হাজার টন যদিও যৎসামান্য তথাপি আশা করা যায় যে, ইহাতে গমের বাড়তি দর কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইবে। বৃটিশ সরকার চড়া দড়ে ভারতের গম কিনিতে রাজী নহেন। করাচীতে প্রতি মণ গমের মূল্য বর্ত্তমানে ৪৵০ আনা। ইহা নাকি খুবই উচ্চ মূল্য। গমের দর না কমিলে খুব সম্ভব কর্ত্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। প্রয়োজন হইলে সাময়িকভাবে ক্রয় কমিশন কর্ত্তৃক ক্রয় বন্ধ করিতে পারেন।

ব্রহ্মদেশে চাউল নিয়ন্ত্রণ

ব্রহ্ম সরকারের বাণিজ্য সেক্রেটারীর বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে, গত ১৪ই নবেম্বর ব্রহ্ম, সিংহল ও ভারতের চাউল ব্যবসায়ী এসোসিয়েশনের সম্মেলনে প্রতিনিধি দল ব্রহ্ম সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রস্তাবিত চাউল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সম্বন্ধে সম্মেলনের মতামত জ্ঞাপন করেন। সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দল একটি স্মারকলিপি পেশ করেন এবং সাধারণ সমস্যাগুলির আলোচনা করেন। ১৫ই নবেম্বর হইতে ২০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত চাউল সম্পর্কিত কণ্ট্রোলারের সহিত ইহাদের দীর্ঘ আলোচনা চলে। ব্রহ্ম সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত গত ২২শে নবেম্বর চূড়ান্ত আলোচনা হয় এবং আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিনিধিদের এক লিখিত বিবৃতি উপস্থিত করা হয়। বিবৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিনিধি দল ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সমগ্র সমস্যাটির আলোচনা চালাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

শিরীষ কাগজ প্রস্তুতের কলকব্জা

শিরীষ কাগজ নির্ম্মাণোপযোগী কলকব্জা এতদিন বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে এই শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় কলকব্জা এদেশেই প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে। এইরূপ কলগুলির মূল্য কম হইবে এবং সাধারণ শ্রমিকেরাও এই কলগুলি অনায়াসে ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে। ভারতে প্রস্তুত এইরূপ কলের নির্ম্মাণ প্রণালী হইতেছে অতি সরল। এইরূপ কলে ৮ ঘণ্টা কাজ করিলে প্রতিদিন ১২ ইঞ্চি লম্বা ও ১০ ইঞ্চি চওড়া ১০ হাজার খানি শিরীষ কাগজ তৈয়ারী করা যাইবে।

টীন প্লেটের আমদানী কর হ্রাসের প্রস্তাব

'এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স' ভারত সরকারের নিকট টীন প্লেটের উপর আমদানী কর হ্রাস করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুত্তরে ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে টীন প্লেটের দর যেরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে আমদানী কর হ্রাস করিয়া কোনরূপ লাভ হইবে না।

কৃত্রিম রেশম শিল্পের অবস্থা

বোম্বাইয়ের রেশম ব্যবসায়ী সঙ্ঘের এক সভায় উহার সভাপতি মিঃ কারাঞ্জিয়া বলেন যে কৃত্রিম রেশম শিল্পের একটী সঙ্কটজনক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কৃত্রিম রেশম সূতা বেশীর ভাগই জাপান হইতে ভারতে আমদানী করা হইত—কিন্তু বর্ত্তমানে জাপান হইতে ইহা আসা বন্ধ হইয়াছে। ভারতে প্রায় ৭ হাজার তাঁতে কৃত্রিম রেশম সূতা হইতে বস্ত্রাদি বয়ন করা হইত। বর্ত্তমানে অধিক সংখ্যক তাঁত বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বহুসংখ্যক শ্রমিক বেকার হইয়াছে। অতএব যাহাতে কৃত্রিম রেশমের সূতা কাটার সকলরকম ব্যবস্থা ভারতবর্ষে করা যায়, তিনি সেই জন্য রেশম ব্যবসায়ী-দিগকে সচেষ্ট হইতে বলেন।

রাশিয়ায় অবিবাহিতদের উপর ট্যাক্স

রাশিয়ায় যে সকল পুরুষ ও নারী অবিবাহিত এবং যে সকল বিবাহিত ব্যক্তিদের সন্তানাদি হয় নাই, তাহাদের উপর কর ধার্য্য করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ২০ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক অবিবাহিত পুরুষ এবং ২০ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা নারীরা এ ট্যাক্সের আমলে আসিবে। যাহারা যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা, ছাত্র, পেনসন্‌ভোগী ব্যক্তিগণ প্রভৃতির

উপর এইরূপ কর ধার্য্য করা হইবে না। নিঃসন্তান ব্যক্তিদিগের সন্তান লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর যে ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছিল, তাহা রদ করা হইবে।

বিহারে গম, কয়লা প্রভৃতি দ্রব্যের অভাবের আশঙ্কা

প্রকাশ, সমগ্র বিহারে গম, সৈন্ধব লবণ, কয়লা এবং আলুর অভাব বিশেষ-ভাবে দেখা দিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। বিহার সরকার ইহার নাকি প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন। মালগাড়ীর অভাব বলিয়া কয়লা ও সৈন্ধব লবণ সরবরাহ করার অসুবিধার জন্যই এইরূপ অভাব দেখা দিয়াছে বলিয়া বলা যাইতে পারে।

ভারতে রেডিও লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধি

ভারতবর্ষে রেডিও বা বেতার যে খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে তাহা ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসের গ্রাহকযন্ত্রের (রিসিভার) লাইসেন্সের সংখ্যা দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যায়। গত সপ্তাহে মোট ১৩ হাজার ৫১৪টি লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে লাইসেন্স গ্রহণের এত অধিক সংখ্যা আর দেখা যায় নাই। উক্ত ১৩ হাজার ৫১৪টি লাইসেন্সের মধ্যে ৮ হাজার ৯৪৭টি 'রিনিউ' বা পুনর্গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ৪ হাজার ৫৬৭টি নূতন লওয়া হইয়াছে। গত অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ভারতে মোট লাইসেন্সের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৪২ হাজার ১২৫টি।

ভারত সরকারের দুইটী রেলপথ ক্রয়

বি, এন, ডব্লু এবং রোহিলখণ্ড-কুমায়ুন রেলওয়ের সহিত ভারত সরকারের যে চুক্তি ছিল তাহার মেয়াদ ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হইবে। ঐ তারিখের পর এই দুইটী রেলপথের কার্য্যপরিচালনার ভার ভারত সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন।

কানাডায় মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা

১৯৪০ সালে কানাডায় ১ হাজার ৭০৯ জন লোকের মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে এইরূপ মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫৮৪ জন। মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যার হার হইতেছে ১৯৪০ সালে প্রতি ১ লক্ষ লোকের অনুপাতে ১৫ জন; ১৯৩৯ সালে ইহার অনুপাতের হার ছিল প্রতি ১ লক্ষে ১৪ জন।

গ্রেট বৃটেনে স্বাস্থ্য-বীমা

১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে গ্রেট বৃটেনে স্বাস্থ্য-বীমা তহবিল হইতে দুঃস্থ, পীড়িত এবং ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগকে ৩ কোটী ৪১ লক্ষ ৯৭ হাজার পাউণ্ড সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে স্বাস্থ্য-বীমা তহবিলের আমানত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটী ৬৭ লক্ষ ৯৯ হাজার পাউণ্ড।

পৃথিবীর রেয়ন উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪০ সালে পৃথিবীতে রেয়ন (একপ্রকার কৃত্রিম রেশমের সূতা) উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৩৪ কোটী পাউণ্ড; ১৯৩৯ সালে এইরূপ রেয়ন উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২১৫ কোটী ১০ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড।

ভারত সরকারের কারিগরী শিক্ষাদানের পরিকল্পনা

ভারত সরকার এক বৎসর পূর্ব্বে ১৫ হাজার লোককে কারিগরী শিক্ষা দিবার জন্য একটী পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন যাহাতে ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে ৪৮ হাজার লোককে কারিগরী শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহার বন্দোবস্ত ভারত সরকার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে ৩ শতটী কারিগরী শিক্ষালয় এবং শিক্ষাকেন্দ্র এদেশে আছে, তাহাতে বৎসরে ২৫ হাজার লোককে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইবে এবং কোন কোন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের মেয়াদ ১২ মাসের স্থলে কমাইয়া ৪ অথবা ৬ মাস করা হইবে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মোটর গাড়ীর সংখ্যা

প্রকাশ, ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে সমগ্র বৃটিশ ভারতে মোটর গাড়ীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৪৭ খানা—ইহার মধ্যে যাত্রীবাহী মোটর গাড়ী ৮৫ হাজার ২০৫ খানা, মোটর সাইকেল ৭ হাজার ৮৫৮ খানা এবং 'ডিজেল ইঞ্জিন' চালিত লরী ৩৯৫ খানা। বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে বোম্বাইয়ের মোটর গাড়ীর সংখ্যা হইতেছে ২৭ হাজার ৮৮০ খানা (ইহার মধ্যে ১৭ হাজার ৬০৪ খানা যাত্রীবাহী মোটর গাড়ী, ১ হাজার ৬ শত ৩৮ খানা মোটর সাইকেল এবং ২৪৫ খানা 'ডিজেল ইঞ্জিন' চালিত মোটর লরী আছে)। বাংলা দেশে ২৪ হাজার ২৮৯ খানা মোটর গাড়ী আছে (ইহার মধ্যে ১৭ হাজার ৪২ খানা যাত্রীবাহী মোটর গাড়ী, ৩৭৫খানা মোটর সাইকেল ও একখানা 'ডিজেল ইঞ্জিন' চালিত লরী ধরা হইয়াছে)। মাদ্রাজে ২১ হাজার ২৭৮ খানা মোটর গাড়ী (১৩ হাজার ৯৫৫ খানা যাত্রীবাহী মোটর গাড়ী, ১২ হাজার ৪০৩ খানা মোটর সাইকেল এবং ৮৫ খানা 'ডিজেল ইঞ্জিন' চালিত লরী) এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১১৫ খানা মোটর গাড়ী আছে। দিল্লীতে মোট মোটর গাড়ীর সংখ্যা হইতেছে ৩ হাজার ৬৫ খানা (ইহার মধ্যে ২ হাজার ১৭ খানা যাত্রীবাহী মোটর গাড়ী এবং ২৯৬ খানা মোটর সাইকেল ধরা হইয়াছে)।

যুক্তপ্রদেশে চিনির দর বৃদ্ধির সম্ভাবনা

গুড় তৈয়ারীর জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ইক্ষুর ব্যবহার আরম্ভ হওয়ায় এবং বর্ত্তমান বৎসরে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হওয়ায় বহু চিনির কলের মালিকগণ যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের নিকট চিনির অপেক্ষাকৃত চড়া দর ধার্য্য করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। বিভিন্ন দ্রব্যাদির দর যে

ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কথা বিবেচনা করিয়া চিনির কল মালিকদের এই অনুরোধ রক্ষার জন্য হ‌ও চিনির দর বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। তৎপ্রসঙ্গে আরও প্রকাশ, বিহার ও যুক্তপ্রাদেশিক সরকার এই বিষয়ে আলোচনা চালাইতেছেন।

ভারতে তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালের ভারতে তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বাংলা দেশে ১৯৪২ সালে ১লক্ষ ৩১ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে, পূর্ব্ব বৎসরে ১ লক্ষ ২৭ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল।

কানাডায় গম এবং তিসির চাষ

১৯৭১ সালে কানাডায় ২ কোটী ২৩ লক্ষ ৭২ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে এবং ইহাতে ৮১ লক্ষ ৬ হাজার টন গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে ২ কোটী ৮৭ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমিতে গমের চাষ এবং ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে কানাডায় ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে ৪ লক্ষ ৬ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছিল।

গুজরাটে আদার চাষ

গুজরাটে যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আদার চাষ হয়, থানা জেলায় জল আটকাইয়া যাওয়ার ফলে তাহার কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে। চাষের জমির আবশ্যক পরিমাণ আর্দ্রতার অভাবে আদা ফসলের স্বাভাবিক ফলন কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। কর্ণাটক জেলায় পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য বাগানগুলিতে যে আদার চাষ হইয়াছে তাহার ফলন বেশ সন্তোষজনক বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সমগ্র প্রদেশে সাধারণতঃ যে পরিমাণ আদার উৎপাদন হইয়া থাকে, এবার উহার শতকরা ৬০ হইতে ৭৫ ভাগ উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

খদ্দরের উৎপাদন ও বিক্রয়

নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের বার্ষিক বিবরণীতে জানা যায় যে, ১৯৪০ সালে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের খাদি বয়ন করা হইয়াছিল। হাতে কাটা সূতায় ও হস্তচালিত তাঁতে বোনা ২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার পশমী ও ৪লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার রেশমী খাদিও এই হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মোট খাদি উৎপাদন করিবার কেন্দ্র ছিল ৬০৮ টী। প্রদেশগুলির মধ্যে মধ্যপ্রদেশের মহারাষ্ট্র ভাষাভাষি অঞ্চলে খাদি উৎপাদনের পরিমাণ ৮৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তামিলনাদে ইহার পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা কমিয়া গিয়াছে। ১৯৪০ সালে প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকার খাদি বিক্রয় হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরের শেষ তিন মাসে খাদি বিক্রয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় পাঞ্জাব, বোম্বাই, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে এই বৎসর খাদি বিক্রয় ১ লক্ষ টাকার কিছু বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপর পক্ষে তামিলনাদে খাদি বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতের কয়লার পরিমাণ

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার মিঃ ই আর গী লিখিত একটী গবেষণা-মূলক প্রবন্ধে প্রকাশ, ১৯৩২ সালের হিসাব অনুসারে ভারতের গণ্ডোয়ানা শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার কয়লার ভূগর্ভস্থিত মজুত পরিমাণ মোট ৬ হাজার কোটী টন। কিন্তু পরবর্ত্তী হিসাবে মোট কয়লার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ হাজার কোটী টন। স্যার লিউইস্ ফেমর যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে জানা যায়, ২ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উত্তম শ্রেণীর গণ্ডোয়ানা কয়লার মোট পরিমাণ ৪৫০ কোটী টনের বেশী হইবে না। এই ৪৫০ কোটী টনের মধ্যে কোক্ কয়লার পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১৭০ কোটী টন। উপরোক্ত গবেষক এই সব হিসাব হইতে অনুমান করিয়াছেন যে, ভারতের প্রথম শ্রেণীর কয়লার পরিমাণ খুব কম এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষ ভাগে শক্ত কোক্ কয়লার অভাব ঘটিতে পারে।

ভারতের ব্যবসা ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা গুদামের আবশ্যকতা

গত ২৫শে নবেম্বর গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে অনুষ্ঠিত রোটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক ভোজ সভায় মিঃ জে কে দেব ঠাণ্ডা আধারে ফলমূল মৎস্যাদি আহার্য্য বস্তু সংরক্ষণ সম্পর্কে একটা মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়াছেন। মিঃ দেব বলেন যে, 'কোল্ড ষ্টোরেজ' বা ঠাণ্ডা গুদামের প্রচলন আমাদের দেশে অল্পই হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের দিক হইতে ইহার ব্যাপক প্রসারের একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। রেলযোগে মাল প্রেরণের ভাড়া যদি কম থাকে আর ফলমূল শাকশব্জী মৎস্যাদি ঠাণ্ডা গুদামে করিয়া পাঠাইবার যদি সুব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষও অন্যান্য উন্নতশীল দেশের মত ব্যবসায় ক্ষেত্রে নূতনভাবে যথেষ্ট লাভবান হইবে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ দেব খ্রীঃ পূর্ব্ব আলেকজান্দারের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা আধারে কাঁচা মাল সংরক্ষণের ধারাবাহিক ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করেন।

বাংলায় পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি

প্রকাশ, বাংলা সরকার আগামী বৎসরে পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বঙ্গীয় পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আইনানুযায়ী ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমি জরিপ করা হইয়াছিল, নূতন ব্যবস্থার ফলে আগামী বৎসর তাহার দুই তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে।

ভারতে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের খতিয়ান

১৯৪০ সালে ৩১শে ডিসেম্বর যে তিন মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে ৬২টী শ্রমিক ধর্ম্মঘট হইয়াছে। এই সকল ধর্ম্মঘটে ২৭ হাজার ৯৬৭ জন শ্রমিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এবং ২,৪০,৫০৮ দিনের কাজ বন্ধ হইয়াছিল। এই সকল ধর্ম্মঘটের মধ্যে ২১টী সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে, ২৪টী ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং ১১টী আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে।

ভারতে প্যারাসুট নির্ম্মাণ

ভারতে প্যারাসুট প্রস্তুতের আয়োজন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। ইরাণ দেশীয় গুটীপোকা হইতে কাশ্মীর সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত রেশমের সূতায় প্যারাসুটের আচ্ছাদন তৈয়ারী সুরু হইয়াছে। দেশীয় রেশম হইতে বস্ত্র, ফিতা, দড়ি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় অংশের পরীক্ষামূলক নির্ম্মাণের পর উহাদের কতকগুলি রাজকীয় বিমান বহরের বিধানানুযায়ী সৈন্যবাহী প্যারাসুট নির্ম্মাণযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বঙ্গীয় পাটকর বিল

বড়লাট বঙ্গীয় কাঁচা পাটকর বিলে (১৯৪১) সম্মতি দান করিয়াছেন। এই আইনের বলে পাটের রপ্তানীকারক এবং পাটকল মালিকগণ যে কাঁচা পাট ক্রয় করিবেন, তাহার উপর মণপ্রতি দুই আনা হারে কর ধার্য্য করা হইবে। এই কর বাবদ বাংলা সরকারের বার্ষিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

কাপড়ের কলের তথ্যসংগ্রহ

প্রকাশ, ভারত সরকার এবং কয়েকটী দেশীয় রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারত-রক্ষা আইনানুযায়ী একটি আদেশ বলে প্রধান প্রধান কাপড়ের কলগুলিকে যত শীঘ্র সম্ভব ঠিকভাবে তাহাদের কলসমূহের বস্ত্রাদি উৎপাদনের বিবরণ জানাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বিভিন্ন কাপড়ের কলের স্বাভাবিক উৎপাদন এবং তাহাদের সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন কাপড়ের কলগুলির নিকট 'ফরম' পাঠাইয়া ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে তাহাদের উৎপাদনের হিসাব দাখিল করিতে বলা হইয়াছে।

মাদ্রাজ বিক্রয়কর আইন

১৯৪০-৪১ সালে মাদ্রাজে বিক্রয়কর আইনের প্রয়োগের ফলে মাদ্রাজ সরকারের ৬৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা রাজস্ব বাবদ আদায় হইয়াছে।

জাভায় চিনি উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪১ সালে জাভায় ১৭ লক্ষ ২ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে জাভায় চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টন।

বিদেশে ভারতীয় চিনি রপ্তানীর সম্ভাবনা

বাজারে চিনির প্রচুর চাহিদা থাকায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে সৈনিকদের জন্য চিনি রপ্তানীর সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায়, এ বৎসর চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি সমীচীন কিনা তদ্বিষয়ে যুক্তপ্রাদেশিক সরকার বিবেচনা করিতেছেন। গত বৎসর স্থির হইয়াছিল যে, আলোচ্য বৎসরে যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে মোট ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টন চিনি উৎপাদন করা হইবে।

ভারত হইতে শত্রু বিমান ঘাঁটির দূরত্ব

গত ২২শে নবেম্বর রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে মিঃ পার্কারের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতের প্রধান সেনাপতির পক্ষ হইতে দেশরক্ষা সমন্বয় সচিব মিঃ এ ডি সি উইলিয়মস্ বলেন যে, চক্রশক্তি অধিকৃত অথবা তাহাদের নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষের অতি নিকটবর্ত্তী সহর ভারতবর্ষ হইতে ১৮৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ সকল স্থান হইতে ভারতবর্ষের কোন সহরে—আসিয়া বোমা নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া যাওয়া যায়। চক্রশক্তি নিয়ন্ত্রিত বোমারু বিমানসমূহ ২॥ হাজার মাইলের পাল্লার মধ্যে সাফল্যের সহিত বোমা নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া যাইতে পারে, এরূপ প্রমাণ রহিয়াছে। মিঃ উইলিয়মস্ আরও বলেন যে, কলিকাতা হইতে জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত বা নিয়ন্ত্রিত নিকটবর্ত্তী বোমারু বিমান ঘাঁটি ৯৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। আবার দিল্লী ও বোম্বাই হইতে চক্রশক্তি অধিকৃত অথবা তন্নিয়ন্ত্রিত বোমারু বিমান ঘাঁটি যথাক্রমে ২৬৯০ মাইল এবং ২৩৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন

গত ২৭শে নবেম্বর বৃহস্পতিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান মন্ত্রী একটী সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন এবং তৎপর পরিষদের অধিবেশন আগামী ৮ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়। গত ২৭শে নবেম্বর অধিবেশনে আর কোন কাজ হয় নাই। অধিবেশন স্থগিতের যে কারণ প্রধান মন্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে বিভিন্ন দলপতিগণ দ্বারা অনুমোদিত একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনা আরম্ভ করিতে সুযোগ দেওয়াই নাকি অধিবেশন মুলতুবী রাখার উদ্দেশ্য।

বিদেশে পাটের চাহিদা হ্রাস

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটি (সেন্ট্রাল জুট কমিটি) কর্ত্তৃক প্রকাশিত নবেম্বর মাসের বুলেটিনে জানা যায় যে, উক্ত কমিটির আনুমানিক হিসাব অনুসারে ১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র জগতে মাত্র ৭৫ লক্ষ বেল পাট ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে সমগ্র পৃথিবীতে যথাক্রমে ১০৯ ও ১০৭ লক্ষ বেল পাট ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষ পাট রপ্তানী বা পাট ব্যবহারের পরিমাণের উপর অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে, এমন কি বিগত মহাযুদ্ধের সময়েও ভারতীয় পাটের ব্যবহার এতদূর হ্রাস পায় নাই। বিদেশে পাটের ব্যবহার তথা পাটের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ জাহাজ সংস্থানের অনিশ্চয়তা। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানে বহুদেশ নিজেরাই পাট চাষ করিতেছে অথবা পাটের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য দ্বারা পাটের প্রয়োজন মিটাইতেছে। ব্রাজিল ও আর্জ্জেন্টাইনে পাটের চাষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। কলম্বিয়ায় 'ফিকে' নামক এক জাতীয় স্থানীয় তন্তুর সাহায্যে প্রস্তুত থলের দ্বারা পাটের প্রয়োজন মিটান হইয়াছে। ব্রাজিল সরকার উক্ত 'ফিকে' কিনিবার জন্য কলম্বিয়া সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। ভারত হইতে যাহাতে পাট ও থলে আমদানী না করিয়া পারা যায় সেই উদ্দেশ্যে জাপান নিয়ন্ত্রিত মাঞ্চুরিয়া সরকার সেখানকার চাষীদের ঋণ এবং অন্যান্য তন্তুর চাষের বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন।

স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কার অভিভাষণ

গত ২৭শে নবেম্বর ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সে তৃতীয় ত্রৈমাসিক সভার অধিবেশনে স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলেন, সমস্ত দিক বিচার করিলে মনে হয় যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ শীঘ্র থামিবে না এবং ইহার ফলে বর্ত্তমান সমাজ সংগঠনের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ বাধিবার পরে দেখা গিয়াছে যে, ভারতীয় শিল্পের ভিত্তিমূলে ফাটল রহিয়াছে এবং যথাসত্বর উহার সংস্কার সাধিত না হইলে দীর্ঘকালস্থায়ী মহাযুদ্ধের ফলে দেশের সমস্ত শিল্পপ্রচেষ্টা ব্যাহত এমন কি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। যুদ্ধের সময় উল্লেখযোগ্য শিল্প যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা মহাযুদ্ধেরই প্রয়োজনে। দেশের অর্থনীতির দিক হইতে ঐগুলিকে শিল্প বিষয়ে উন্নতির পরিচায়ক বলা যাইতে পারে না। অথচ নানাভাবে নানাদিকে শিল্পোন্নতির ইহা একটি সুবর্ণ সুযোগ। এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ও দেশবাসীর ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া স্যার গোয়েঙ্কা রেলওয়ে ইঞ্জিন, টেলিফোনের যন্ত্রপাতি, কাগজ, কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, বিমানপোত, জাহাজ শিল্প, ট্যাক্সের বোঝা, ভারত-ব্রহ্ম চুক্তি প্রভৃতি নানা বিষয়ে সুবিধা, অসুবিধা ও সম্ভাবনার কথা আলোচনা করেন।

কাপড়ের কলগুলিকে ট্যাক্স বিষয়ে সুবিধা দান

যে সকল কাপড়ের কল যুদ্ধ সরবরাহ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহাদের কলকারখানায় নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয় বা পুরাতন কলকব্জাদি মেরামত করিতে যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফা কর ধার্য্য করিবার সময় বিবেচিত হইবে। যে বৎসর ঐরূপ অর্থ ব্যয়িত হইবে কেবল সেই বৎসরের আয় কর ও অতিরিক্ত মুনাফা কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে। যে সকল মিল ইতিপূর্ব্বে এরূপ কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়াছে তাহারাও এই সুবিধা পাইবে। সেণ্ট্রাল বোর্ড অব রেভেনিউ সম্প্রতি উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বোম্বাই সহরের স্বাস্থ্যের উন্নতি

১৯৪০-৪১ সালে বোম্বাই সহরে মৃত্যুর সংখ্যা হইয়াছে ২৯ হাজার ১ শতটী এবং ১৯৩৯-৪০ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩০ হাজার ৫ শত ২০টী। ১৯৪০-৪১ সালে বোম্বাই সহরের বাসিন্দার অনুপাতে ১ হাজারে মৃত্যুর হার দাঁড়াইয়াছে ২৫ জন; ১৯৩৯-৪০ সালে এক হাজারে ২৬'২ জন ছিল।

অষ্ট্রেলিয়ায় মেষের সংখ্যা

১৯৪১ সালে অষ্ট্রেলিয়ার মেষের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১২ কোটী ৩০ লক্ষ। এই সকল মেষ হইতে ৩৫ লক্ষ ৯০ হাজার বেল (৩ শত পাউণ্ডে এক বেল) পশম পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এইরূপ পশমের মূল্য হইবে প্রায় ৬ কোটী পাউণ্ড।

অষ্ট্রেলিয়ায় গমের চাষ

১৯৪০-৪১ সালে অষ্ট্রেলিয়ার গম চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে ৮ কোটী২৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৫ শত বুসেল (প্রায় ৩০ সেরে এক বুসেল) গম উৎপন্ন হইবে। ১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটী ২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে এবং প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা হারে ৬'৬৪ বুসেল গম উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে অষ্ট্রেলিয়ায় ২১ কোটী ২ লক্ষ ৭৭ হাজার বুসেল গম উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯১৯-২০ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় মাত্র ৪ কোটী ৬০ লক্ষ বুসেল গম উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহার পর বর্ত্তমানের ন্যায় কম পরিমাণে গম অষ্ট্রেলিয়ায় আর উৎপন্ন হয় নাই।

ফলমূল ও শাকশব্জী প্রদর্শনী

বিভিন্ন ফল ও ফলজাত দ্রব্যাদি এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদির এক প্রদর্শনীর উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। আগামী ১৯৪২ সালের ২রা জানুয়ারী কলিকাতায় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে। প্রদর্শনী দশ দিন খোলা থাকিবে। এই জাতীয় প্রদর্শনী ভারতবর্ষে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে বহু ফল ও শাকশব্জী উৎপাদক ও প্রস্তুতকারক প্রদর্শনীতে তাঁহাদের নমুনা লইয়া উপস্থিত থাকিবেন। এই উপলক্ষে ভারতের নানাবিধ ফল, মূল ও শাকশব্জীর তথ্যাদিসম্বলিত একখানি জ্ঞাতব্য পুস্তিকাও প্রকাশ করা হইবে। বাঙ্গলার গবর্ণর এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

পাটের নূতন ব্যবহার

গালান লাক্ষার সহিত পাট মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার নূতন চট বা পাটের কাপড়ের প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে সম্প্রতি রাঁচীর অন্তর্গত নানকুমে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ডি এল মজুমদারের সহিত নানকুমের লাখ্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের ডাঃ এইচ কে সেনের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই জাতীয় সম্ভাবনার দিকে সেণ্ট্রাল জুট কমিটির দৃষ্টি পূর্ব্বেই আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এই বিষয়ে গবেষণাও আরম্ভ হইয়াছে। বোর্ড অব সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চের ডাঃ ভাটনগরের সহিত এতৎসংক্রান্ত গবেষণার কথাবার্ত্তাও চলিতেছে এবং শীঘ্রই এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রচিত হইবে।

ভারতে শর্করা রপ্তানী সমস্যা

কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে স্যার আকবর হায়দরীর বিবৃতিতে প্রকাশ, গত ২৯শে অক্টোবর তারিখ পর্য্যন্ত যে দুই মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে ইরাণে মোট দেড় হাজার টন চিনি রপ্তানী করা হইয়াছে। তাঁহার বিবৃতিতে ইহাও জানা যায় যে, ইরাণ, আফগানিস্থান, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় চিনির বেশ চাহিদা রহিয়াছে; কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তির জন্য জাহাজযোগে ইরাণে চিনি রপ্তানী করা সম্ভব হইতেছে না। অবশ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উক্ত সর্ত্ত কিছুটা শিথিল করিয়া ইংলণ্ডে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অনূর্দ্ধ ২০ হাজার টন চিনি রপ্তানীর অনুমতি দিয়াছেন। জাহাজ সংস্থান সন্তোষজনক হইলে উক্ত অনুমতির আওতার মধ্যে মধ্য-প্রাচ্যের বাজারসমূহও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ব্রহ্মে ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণ

ব্রহ্ম সরকার ভারতসরকারকে ভারতবর্ষ হইতে সাময়িকভাবে ৩৫ হাজার অনিপুণ শ্রমিককে ব্রহ্মদেশে আসিবার জন্য অনুমতি দিতে অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক ইস্তাহার দৃষ্টে জানা যায় যে, পূর্ব্ব (কলিকাতা) এলাকার স্থানীয় বোর্ডের সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের জন্য মনোনীত তিন জন প্রার্থী তাঁহাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় এবং অবশিষ্ট মনোনীত প্রার্থীদিগের সংখ্যা শূন্য পদের সমসংখ্যক হওয়ায় আর কোন নির্ব্বাচন হইবে না। নিম্নোক্ত সদস্যগণ নির্ব্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবেন:—

(১) শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন বিড়লা, (২) শ্রীযুক্ত অমর কৃষ্ণ ঘোষ, (৩) ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা, (৪) রায় মংতুলাল তাপুরিয়া এবং (৫) মিঃ আর্থার নর্টন ওয়ার্ডনী।

ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের সহিত ভারতের চুক্তি

প্রকাশ, বহির্ভারতীয় সচিব মিঃ এম এস আনে ভারত-ব্রহ্ম চুক্তি ও ভারত সিংহল চুক্তি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর সহিত বিশেষ যোগাযোগ রাখিয়াছেন। বহির্ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীকে বিশেষজ্ঞ বলিয়া মনে করা হয়। জানা গেল যে, বড়লাট এবং তাঁহার শাসন পরিষদের সচিবগণ ভারত-ব্রহ্ম চুক্তি নাকচ করিয়া দিয়া নূতন চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাহেন। ব্রহ্ম সরকার তিন মাস আগেই পঁয়ত্রিশ হাজার শ্রমিকের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু এই সমস্যা সম্পর্কে সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে ভারত সরকার উক্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিবেন না। ভারত-সিংহল চুক্তি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিষদ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির প্রস্তাবসহ ভারত সরকারের প্রস্তাব কলম্বোতে প্রেরণ করা হইবে। এই সম্পর্কে সিংহল সরকারের মনোভাব জানিবার পর আর একটী প্রতিনিধি দল প্রেরণের প্রয়োজন আছে কিনা তাহা স্থির করা হইবে।

কর্পোরেশনকে এক লক্ষ টাকা প্রদান

প্রকাশ, নাগরিক রক্ষা পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্ত বাঙ্গালা সরকার ইতিমধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার চারিটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। উহা কার্য্যকরী করিবার জন্ত ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা খরচ হইবে বলিয়া ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশনের এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে অগ্রিম ১ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন এবং পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে এবং পূর্ব্বপ্রদত্ত অগ্রিম টাকা ব্যয় হইয়া থাকিলে, গবর্ণমেণ্ট পুনরায় টাকা দিবেন। জরুরী অবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিলে পর, সরকার ও কর্পোরেশনের মধ্যে কে কতকটা ব্যয়ভার অংশ গ্রহণ করিবেন তাহার মীমাংসা হইবে।

বিক্রয় কর আইনের তীব্র প্রতিবাদ

বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইনের তীব্র প্রতিবাদে গত ২৭শে নবেম্বর সায়াহ্নে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কলিকাতার নাগরিক ও ব্যবসায়িগণের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গত ২৭শে নবেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতা ও সহরতলীর ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করের প্রতিবাদে সারাদিবসব্যাপী হরতাল পালন করিয়াছেন।

কলিকাতার বন্দরে পণ্যদ্রব্যের আমদানী

কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স-এর ট্রাফিক ম্যানেজার স্থানীয় আমদানীকারী সভাকে এই মর্ম্মে এক নোটিশ দিয়াছেন যে, জাহাজসমূহ বন্দরে পৌছিবার পর যত সত্বর সম্ভব সমস্ত মাল নামাইয়া লইয়া উহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তনের সুবিধা দিতে হইবেই। এই উদ্দেশ্যে কমিশনারগণ প্রত্যেক আমদানী-কারীকে ডাকযোগে তাহার মাল পৌছার সংবাদ দিতে রাজী আছেন। আমদানীকারীকে জাহাজ সম্পর্কে খোঁজখবরাদি পূর্ব্বের মত সতর্কতার সহিতই লইতে হইবে এবং মালখানায় মাল জমা থাকার দরুণ দেয় খাজনাদিও যথারীতি দিতেই হইবে। আমদানীকারী সাধারণতঃ কোন কোন জাহাজে মালপত্র আনয়ন করেন তাহার ফর্দ্দ যদি তিনি কমিশনার্স-এর ট্রাফিক ম্যানেজার সমীপে প্রেরণ করেন তাহা হইলে জাহাজ সম্বন্ধীয় খোজখবরাদি প্রেরণের পক্ষে সুবিধা হয়। তাহাদের প্রেরিত পত্র যথাসময়ে আমদানী-কারীর হস্তে পৌছা অথবা পত্রের সংবাদানুযায়ী সময়ে মালপত্র না আসা সম্বন্ধে কমিশনারগণের বা ট্রাফিক ম্যানেজারের কোন দায়িত্ব থাকিবে না, ইহাও স্পষ্টরূপে জানান হইয়াছে। অবশ্য কেবলমাত্র ইংলণ্ডীয় যুক্তরাজ্যের জাহাজ সম্বন্ধেই এ সমস্ত ব্যবস্থার কথ উঠিয়াছে; অপর কোন দেশীয় জাহাজের কথা ইহাতে নাই।

সরকারী অর্থ সাহায্যে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির স্বত্ব

সরকারী অর্থ সাহায্যে কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজে গবেষণার ফলে যে সকল আবিষ্কার হইতেছে, তাহা পেটেণ্ট করার অধিকার ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রকাশ, উক্ত কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ঐ সকল আবিষ্কার পেটেণ্ট করা সম্পর্কে আর্থিক লাভ সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকারী সমান অংশে ভোগ করিবেন। সরকারের সঙ্গে সকলপ্রকার আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে গবেষণাকারীকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের নির্দ্দেশানুসারে কাজ করিতে বাধ্য করার জন্ত চুক্তিপত্রের সর্ত্তগুলি সংশোধন করিতেও সুপারিশ করা হইয়াছে। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া ডাঃ এস এস ভাটনগর কমিটীর বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তিনি যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই উক্ত প্রস্তাব রচিত হইয়াছে। সরকারকে উক্ত প্রস্তাবের মর্ম্ম জানান হইবে।

পুস্তক পরিচয়

তুর্কী বীর কামালপাশা—রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল, প্রণীত। প্রকাশক—নূর লাইব্রেরী, ১২।১ নং সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। মূল্য ॥৵০ আনা।

বিগত মহাযুদ্ধের পরে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে যে কয়েকটি অভাবিত ও আকস্মিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল তন্মধ্যে তুরস্কের রূপান্তর অন্যতম। এই নব্য তুরস্কের জন্মদাতা কামাল আতাতুর্ক। সামাজিক কুসংস্কার ও রাজনীতিক নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে গোটা দেশকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিয়া সর্ব্বদিকে তাহাকে উন্নততর করিবার এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশী নাই। এই কারণেই বর্ত্তমান ভারতের সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও রাজনৈতিক অন্ধতার ঘোরতর দুর্দ্দিনে ভারতবাসীর কাছে কামাল আতাতুর্কের জীবনচরিত তথা নবীন তুরস্কের রূপান্তরের ইতিহাস শুভ বুদ্ধি ও স্পষ্ট পথের নির্দ্দেশ দিবে।

এই মহাপুরুষের জীবনচরিত বাঙ্গলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে আরও বাহির হইয়াছে। কিন্তু রেজাউল করীমের মত যোগ্য ব্যক্তির লেখনী হইতে তুর্কী বীরের চরিতকথা প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। কামালকে পুরাপুরি বুঝিতে হইলে যে উদার মন ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, রেজাউল করীম সেই সৌভাগ্যের অধিকারী। বাঙ্গলা দেশের পাঠক মহলে তাঁহার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁহার অনাড়ম্বর ভাষা ও সাবলীল লিখন ভঙ্গীর গুণে আলোচ্য গ্রন্থখানি একাধারে মনোজ্ঞ ও জ্ঞাতব্য হইতে পারিয়াছে। পরিশিষ্টে তুরস্কে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য, অবরুদ্ধ তুর্কী নারীর মুক্ত রূপ, তুরস্কের ভাষা বিপর্য্যয় ও তাহার সমাধান ইত্যাদি দিক লইয়া যে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ গুটিকয়েক অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে পুস্তকখানির মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল। পাঠক মহলে "তুর্কী বীর কামালপাশা" সমাদর লাভ করিলে আমরা সুখী হইব।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

কলিকাতা বিল্ডার্স ষ্টোর্স লিঃ

১৯৪০ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা সুপরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিল্ডার্স ষ্টোর্স লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের একটি বাৎসরিক রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই কোম্পানী গত ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত গড়ে সোয়া ছয় টাকা হিসাবে এবং তৎপর ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে শতকরা সাত টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে প্রদত্ত লভ্যাংশের হার শতকরা দশ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কোম্পানীর আদায়ী মূলধন ৯৮ হাজার ৩৪০ টাকা। মজুত তহবিল ও অন্যান্য তহবিলে এই কোম্পানীর জমা রহিয়াছে ৬৬ হাজার ৩৪৯ টাকা। নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ দিয়াও কোম্পানী আদায়ী মূলধনের দুই তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ মজুত তহবিল গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে—ইহাতে কোম্পানীটির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ৩২নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থ (কলিকাতা) ট্রাষ্ট হাউসে কলিকাতা বিল্ডার্স ষ্টোর্সের আফিস ও প্রদর্শনী ঘর অবস্থিত। জরুরী অর্ডার অনুযায়ী মাল সরবরাহার্থ এই কোম্পানী ট্রাষ্ট হাউসের পার্শ্ববর্ত্তী জমিতে একটি ডিপো খুলিয়াছে বলিয়াও আমরা অবগত হইলাম। কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুদক্ষ পরিচালনায় এই কোম্পানীর কার্য্য দিন দিনই সুপ্রসারিত হইতেছে। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৯শে নবেম্বর তারিখ ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ফেনী শাখার উদ্বোধন উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। ফেনীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। এই উপলক্ষে ফেনীর বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় জাতীয় উন্নতির সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগের কথা বিবৃত করিয়া ইষ্টার্ণ-ট্রেডার্স ব্যাঙ্কের পরিচালনার প্রশংসা করেন। ফেনী কলেজের অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর অম্বিকাচরণ রক্ষিতও বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশীয় শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এম, কে, গুহ উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। সভান্তে সমবেত অতিথি-বর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স

ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের সহিত বেঙ্গল মার্কেন্টাইল লাইফ ইনসিওরেন্স কোং লিঃ এবং ইউনাইটেড এসিওরেন্স লিঃ—এই দুইটি বীমা কোম্পানীর একত্রীকরণ উপলক্ষে গত ২২শে নবেম্বর তারিখে ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স-এর অন্যতম ডিরেক্টর রায় বাহাদুর নলিনীনাথ মজুমদার মহাশয়ের বেহালাস্থ বাগান বাটীতে একটি প্রীতিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ইনসিওরেন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ রায়, ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ মজুমদার ও জেনারেল ম্যানেজার মিঃ পি এম রুদ্র সমাগত অতিথিবর্গকে নানাভাবে আপ্যায়িত করেন।

টাটা কেমিক্যালস্ লিঃ

গত ২৮শে নবেম্বর মিঃ জে আর টাটার সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ের টাটা কেমিক্যালস্ লিমিটেডের এক জরুরী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কোম্পানীর ডিরেক্টরগণকে বার্ষিক শতকরা ৪৲ টাকা সুদে৩৫ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করার ক্ষমতা গৃহীত হইয়াছে। এই ডিবেঞ্চার সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরিত হইতে পারিবে এবং সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে কোম্পানীর অংশীদারগণকে সুযোগ দেওয়া হইবে। রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের নূতন কলকারখানার পরিচালনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সভাপতি জানান যে, কাজ আরম্ভ হইবার পর উৎপাদন শক্তি পূর্ণমাত্রায় করায়ত্ত হইতে কিছু কাল সময় লাগিবে। আগামী বৎসরের শেষ ভাগের পূর্ব্বে কাজকর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় আসিবে এরূপ ভরসা নাই। সুতরাং অংশীদারগণ কোম্পানীর কাজ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন লভ্যাংশের আশা না করেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

কাথিয়াবাড় কলোনি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রভুদাস ভক্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৫।৫৮ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। জমিজমা ও ইমারত ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয় ব্যবসা।

নিউ ওরলিয়ান্স্ ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মহাবীর প্রসাদ আগড়ওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১এ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা জেনারেল মার্চেন্টস্।

ভাদনী ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি গুরুশরণ লাল। রেজিষ্টার্ড আফিস—১২।১ মদনমোহন চাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা।

লাখ প্রোডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ লালা গুরুশরণ লাল। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। লাক্ষা, বেকেলাইট, এবোনাইট, সেলুলয়েড প্রভৃতি প্রস্তুতের কারবার।

বিশ্বসুন্দর ফেব্রিক্স্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পি ডি কেজরিওয়াল রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৫নং ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। বস্ত্র, চট ও থলে এবং অন্যান্য পণ্য বিক্রয়ের ব্যবসা।

ন্যাশনাল ডিপোজিট ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ।

সোদপুর গ্লাস ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর রায় বাহাদুর রামচাঁদ রাম। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৬ লক্ষ টাকা। কাচের দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ল্যান্সডাউন জুট কোম্পানী লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ৩৲ টাকা। **কিনিসন জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ১৬৲ টাকা। **শ্রীসজ্জন মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা। **চম্পারণ সুগার কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ১৫৲ টাকা। **হাওড়া মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ২০৲ টাকা। **রিলায়েন্স জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ২০৲ টাকা। **বোম্বে ষ্টীম নেভিগেশান কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ৪৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৮শে নবেম্বর।

কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব্বের ন্যায় মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। নবেম্বর মাস শেষ হইয়া গেল। শীতঋতু রীতিমত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তথাপি টাকার বাজারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কর্ম্মতৎপরতার ভাব আদৌ দেখা যাইতেছে না। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতা উভয় স্থানেই নাম মাত্র।০ আনায় ধার্য্য রহিয়াছে। এক কথায়, টাকার বাজারে পূর্ব্ববৎ একটানা স্বচ্ছলতার ভাবই বজায় রহিয়াছে।

টাকার বাজারের তুলনায় এই সপ্তাহের বিনিময় বাজারের অবস্থা অনেক উন্নত বলিতে হইবে। বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের আমদানী হইয়াছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে তিন মাসের মেয়াদী দুই কোটি টাকার স্থলে এক কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েটে বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ব্বের মতই থাকিবে।

গত ২৫শে নবেম্বর তিন মাসের মেয়াদি ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৮৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮/১০ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ২রা ডিসেম্বর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৫ই ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ১৯শে নবেম্বর হইতে ২৪শে নবেম্বরের মধ্যে ৪৭ লক্ষ টাকার ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে। গত ২৬শে নবেম্বর হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শতকরা ৯৯৮৯ পাই দরে ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

আগামী ১লা ডিসেম্বর বেলা ১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা ও বোম্বাই অফিসে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিকে আগামী ৩রা ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২১শে নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৮৫ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট ২৮২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৮ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় নাই; পূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৩৬ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ হইয়াছে ৪৬ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ হইয়াছে ৮ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোটি ৭২ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ২৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬১/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৮শে নবেম্বর।

আলোচ্য সপ্তাহের বেশীর ভাগ সময় কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের দরও সপ্তাহের প্রথম দিকে কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাপড়ের কলসমূহের উন্নত অবস্থা এবং বস্ত্রের বাজারে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা—এই উভয়বিধ কারণে কাপড়ের কলের শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ বিশেষভাবে বাড়িয়াছে। জাপ-মার্কিন বিরোধ সমস্যার সমাধানকল্পে বর্ত্তমানে যে আলাপ আলোচনা চলিতেছে তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এইরূপ সংবাদ বাজারে প্রচারিত হওয়ায়, বুধবারে প্রায় সকল বিভাগেরই শেয়ারের ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে একটা মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক আজ পুনরায় বাজারে অনেকটা

উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই বলিয়া সকলেই অনেকটা আশান্বিত বলিয়া মনে হইতেছে। জাপানের মতিগতির উপর শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ অবস্থা অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর কতকটা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ এবং ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ যথাক্রমে ৯৬৲ টাকা এবং ৮২৸০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ২৸০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৭৷০ আনা, ৪॥০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৪৸/০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১১৵০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের জন্য বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছে। বাসন্তীর দর ৫৲ টাকা হইতে চড়িয়া ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ডানবার ২৯৪৲ টাকা, এলগিন ৩৩৲ টাকা এবং কানপুর টেক্সটাইল ১০৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার ক্রয়ের জন্য অনেকেই বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছে এবং ইহার শেয়ারের দরেও কতকটা ঊর্দ্ধগতি দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি কয়লার দরে যে বৃদ্ধির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে, সেই জন্যই কয়লার শেয়ারের চাহিদা বাড়িয়াছে।

পাটকল

এ সপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের দরে তেজীর ভাব বজায় ছিল না এবং কোন কোন স্থলে ইহার দরে সামান্য নিম্নগতি দেখা গিয়াছিল। হুকুমচাঁদের শেয়ারের দর মাত্র কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৩৯৯৲ টাকা টাকা, চাপদানী ২০৭৲ টাকা এবং নদীয়া ৭০৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৭৵০ আনা এবং ২২॥৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য পুনরায় যথাক্রমে ৩৫।৵০ আনা এবং ২১৸৴০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক আজ আবার ইহাদের দর যথাক্রমে ৩৬৷০ আনা এবং ২২৷০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং-এর দর ৩৫৲ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়াছে।

চিনির কল

ভারত হইতে বিদেশে চিনি রপ্তানী হইবে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় চিনির কলের শেয়ারের দর তেজী হইয়া উঠিয়াছে।

চা-বাগান

চাবাগানের শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ এসপ্তাহে খুব বেশী হইয়াছে এবং ইহার দরও চড়িয়াছে। হাতীকীরা ২৫৷০ আনা, সোনাই রিভার ২২৷০ আনা এবং তেজপুর ৯৷৵০ আনায় কাজকারবার হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বি, আই, করপোরেশনের দর ৫৸৵০ আনা হইয়াছে। ডানলপের দর এ সপ্তাহে বিশেষ ভাবে চড়িয়াছে এবং ৪৬৵০ আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৪৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ৩১৸০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বুরোয়া টীম্বার ১৯৷৵০ আনা, মেদিনীপুর জমিদারী ৭৭৲ টাকা এবং বার্ম্মা-করপোরেশন ৪॥৵০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২১শে নবেম্বর—৯৫/০ ৯৫৴০ ; ২৪শে—৯৫৷০ ; ২৬শে—৯৫৴০ ৯৫৷/০ ; ২৭শে—৯৫৷০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২১শে নবেঃ—৯৬৲ ৯৬৵০ ; ২২শে—৯৬৲ ৯৬৷৴০ ; ২৪শে—৯৬৲ ৯৬৷৵০ ; ২৫শে—৯৬৲ ৯৬৵০ ; ২৬শে—৯৬৲ ৯৬৷০ ; ২৭শে—৯৫৸০ ৯৬৴০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২১শে নবেঃ—১০৩৵০ ১০৩৷০ ; ২৪শে—১০৩॥০ ; ২৬শে—১০৩৵০ ; ২৭শে—১০৩৷০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২১শে নবেঃ—১১০৸০ ১১০৸৵০ ; ২২শে—১১১৲ ; ২৪শে—১১০৸০ ; ২৬শে—১১০৸৴০ ; ২৭শে—১১০৸০। ৩৲ সুদের ইউ, পি, ঋণ (১৯৫২) ২১শে নবেঃ—৯৯৴০ ৯৯৷/০ ; ২৪শে—৯৯৵০ ৯৯॥০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২২শে নবেঃ—১১১৲ ; ২৪শে—১১০৸০ ১১১৵০ ; ২৫শে—১১১৵০ ; ২৭শে—১১১৲। ২৸০ সুদের ঋণ (২৯৪৮-৫২) ২৫শে নবেঃ—৯৭৸৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৪শে নবেঃ—১০১৸৴০ ১০২৵০ ; ২৬শে—১০১৸/০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ২৪শে নবেঃ—৯৯৸০ ; ২৬শে—৯৯॥৴০ ; ২৭শে—৯৯৸৵০ ৯৯৸৴০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে নবেঃ—৮২৷০ ৮২॥ ; ২৬শে—৮২॥০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২৬শে নবেঃ—৯৯৸০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৪-৫৯) ২৪শে নবেঃ—১০৩॥০ ১০৩॥/০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ২৬শে নবেঃ—১০৩॥৴০ ; ২৭শে—১০৩॥০। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব ঋণ (১৯৪৮) ২৭শে নবেঃ—১০৫॥৵০। ৫৲ সুদের ইউ, পি, বণ্ড (১৯৪৪) ২৭শে নবেঃ—১০৫৵০।

কাপড়ের কল

বেণারস কটন এণ্ড সিল্ক ২১শে নবেম্বর—৬৵০ ৬॥৵০ ; ২২শে—৬৴০ ৬৷৴০ ; ২৪শে—৬৵০ ; ২৫শে—৬/০ ৬॥০ ; ২৬শে—৬৷৴০ ; ২৭শে—৬/০ ৬৷/০। বঙ্গলক্ষ্মী ২১শে নবেঃ—৬৪৲। ঢাকেশ্বরী ২৫শে নবেঃ—১৭৲ ; ২৬শে—১৬॥০ ১৭৷০। বাউরিয়া (অর্ডি) ২১শে নবেঃ—৪০২৲ ৪১৭॥০ ; ২৪শে—৪১১৲ ; ২৫শে—৪১৮৲ ৪২১॥০ ; ২৬শে—৪৪৮৲ ৪৫৩॥০ ; (বি প্রেফ) ২১শে

নবেঃ—১১৩৲ ১১৪৲ ; ২৪শে—১১১৲। কাণপুর টেক্সটাইল ২১শে নবেঃ—৯৸৵০ ১০।০ ; ২২শে—১০।/০ ; ২৬শে—১০৲ ১০।৵০ ; ২৭শে ৯৸০ ১০।০। ডানবার ২১শে নবেঃ—২৭৬৲ ২৭৯॥০ ; ২২শে—২৮০৲ ২৮৫৲ ; ২৪শে—২৮০৲ ২৮৩৲ ; ২৫শে—২৮০৲ ২৮৬৲ ; ২৬শে—২৮৮৲ ২৯৪॥০ ; ২৭শে—২৮৪৲ ২৯৪৲। কেশোরাঃ ২১শে নবেঃ—৯৸০ ১০৵০ ; ২২শে—১০।০ ১০॥৵০ ; ২৪শে—৯৸০ ১০॥৶০ ; ২৫শে—১০।৵০ ১০৸০ ; ২৬শে—১০॥/০ ১১।০ ; ২৭শে—৯॥৵০ ১১।০। বাসন্তী ২২শে নবেঃ—৫।০ ; ২৪শে—৪॥০ ৪৸৶০ ; ২৫শে—৬।/০ ৮৲ ; ২৬শে—৬৸০ ৭৸৶০ ; ২৭শে—৬।৵০ ৬॥৶০ ; (প্রেফ) ২৫শে নবেঃ—৭৸০ ৯॥০ ; ২৬শে—৮॥৵০ ৯॥/০। বেঙ্গল নাগপুর ২২শে নবেঃ—২০।৵০ ; ২৪শে—২০৵০ ২০।০ ; ২৫শে—২০।০ ২১৲ ; ২৬শে—২১॥০ ২২৵০ ; ২৭শে—২১৲ ২১৸০। এলগিন ২২শে নবেঃ—৩১৵০ ৩১।৵০ ; ২৪শে—৩১।৶০ ৩১৸/০ ; ২৬শে—৩২৸৵০ ; ২৭শে—৩৩৵০ ৩৩৸/০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২২শে নবেঃ—৫॥০ ৫॥৵০ ; ২৪শে—৫।০ ৫॥/০ ; ২৫শে—৫।/০ ৫॥৶০ ; ২৬শে—৫।৵০ ৫॥৶০ ; ২৭শে—৬।/০।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ২১শে নবেঃ—৪১৪॥০ ৪১৭৲ ; ২৪শে—৪১৬৲ ; ২৫শে—৪১৫৲ ৪১৬৲ ; ২৬শে—৪১১৲ ; ২৭শে—৪০৯॥০। বরাকর ২১শে নবেঃ—১৫।০ ১৫।৵০ ; ২৫শে—১৫।/০ ১৫॥/০ ; ২৭শে—১৪৸০। সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ২১শে নবেঃ—১৬।৶০ ; ২৪শে—১৬৸৵০ ; ২৫শে—১৬।০। দেওলি ২১শে নবেঃ—১০৸৵০ ; ২২শে—১০॥০ ১০৸০ ; ২৫শে—১০॥৵০। ধেমোমেইন ২১শে নবেঃ—১৪॥৵০ ১৫৲ ; ২২শে—১৪॥৵০ ১৫৲ ; ২৪শে—১৪॥৶০ ১৫৲ ; ২৫শে—১৪॥/০ ; ২৬শে—১৪॥০ ১৪৸৵০। ইকুইটেবল—২১শে নবেঃ—৪০৲ ; ২২শে—৪০।/০ ৪০।৶০ ; ২৫শে—৪০॥০ ; ২৬শে—৪০৲ ৪০৸০। কাটরাস ঝরিয়া ২১শে নবেঃ—২৮৸৵০ ২৯।০। নিউ মানভূম ২৭শে নবেঃ—৪৯৲। মুগুলপুর ২১শে নবেঃ—১১॥০ ১১॥৵০ ; ২৪শে—১১॥/০ ১১৸০। নিউ বীরভূম ২১শে নবেঃ—১৯।০ ১৯॥৵০ ; ২৫শে—১৯।০। রাণীগঞ্জ ২১শে নবেঃ—৩১॥৵০ ৩১৸৶০ ; ২৫শে—৩১॥৵০ ৩১৸৵০ ; ২৬শে—৩১॥০ ৩২৲। শিবপুর ২১শে নবেঃ—২৫॥/০ ২৫৸৵০ ; ২২শে—২৫॥৵০। ইউনিয়ন ২১শে নবেঃ—৩৫৸০ ; ২৫শে—৩৫॥০ ৩৬৲। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২১শে নবেঃ—৩৩।৵০ ৩৩৸/০ ; ২৪শে—৩৩৸০ ৩৪৲ ; ২৭শে—৩৩।০ ৩৩॥০। এমালগেমেটেড ২২শে নবেঃ—২৮॥০ ; ২৬শে—২৮।০ ২৮॥০। ভুলানবরারি ২৬শে নবেঃ—১৪৸০ ১৫৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ২৪শে নবেঃ—১৯।৵। ছরিলাদি ২৪শে নবেঃ—১৪॥০ ; ২৫শে—১৪॥০ ১৪৸/০ ; ২৬শে—১৪৸০ ১৪৸/০ ; ২৭শে—১৪॥০। লাকুরকা ২৪শে নবেঃ—১২।/০ ১২॥/০ ; ২৬শে—১২॥০ ১২৸০। ওত্তাল ২৫শে নবেঃ—১০।০ ; ২৬শে—১০।৶০ ১০॥৶০।

পাটকল

আদমজী (প্রেফ) ২১শে নবেম্বর—১৬৩॥০ ; (অর্ডি) ২৪শে নবেঃ—৩৫।০ ৩৫৸০ ; ২৫শে—৩৫৸০ ; ২৬শে—৩৫।০ ; ২৭শে—৩৪৲। আগরপড়া ২১শে নবেঃ—৪৩।০ ৪৪।৵০ ; ২২শে—৪৫৲ ৪৫॥০ ; ২৪শে—৪৩৸০ ৪৫৲ ; ২৫শে—৪৪॥০ ৪৫৲ ; ২৬শে—৪৪৵০ ৪৪।৵০ ; ২৭শে—৪৩।/০ ৪৪॥০। এলবিয়ন ২১শে নবেঃ—২৫১॥০ ; ২২শে—২৪৭৲ ২৪৮৲ ; ২৪শে—২৫২৲ ২৫৪৲ ; ২৫শে—২৪৮৲ ২৫৩৲ ; ২৬শে—২৪৯৲ ; ২৭শে—২৫০৲। এংলো ইণ্ডিয়া ২১শে নবেঃ—৪০২৲ ৪০৮॥০ ; ২২শে—৪০৬৲ ৪০৭৲ ; ২৪শে—৪০৪৲ ৪০৭॥০ ; ২৫শে—৪০৫৲ ৪০৭॥০ ; ২৬শে—৪০০৲ ৪০৭॥০ ; ২৭শে—৩৯৩॥০ ৩৯৬৲। এলায়েন্স ২১শে নবেঃ—৩৮৮৲ ; ২২শে—৩৮৯৲ ৩৯৩৲ ; ২৪শে—৩৯২৲ ; ২৫শে—৩৮৭৲ ; ২৭শে—৩৮১৲ ৩৮৭৲। অকল্যাণ্ড ২১শে নবেঃ—২০৭৲ ২০৮৲ ; ২২শে—২০৬॥০ ; ২৫শে—২০৫৲ ; ২৬শে—২০৫৲ ২১০॥০ ; ২৭শে—২০৪৲ ২০৮॥০। বালি ২১শে নবেঃ—২৭৭॥০ ;

২২শে—২৮০৲ ২৮৩৲ ; ২৪শে—২৮৩॥০ ; ২৫শে—২৭৮৲ ২৮২৲ ; ২৭শে—২৭৩৲ ২৭৮। বরানগর ২১শে নবেঃ—১১৮৲ ১২৩৲ ; ২৪শে—১২০৲ ; ২৬শে—১২১৲ ১২৪৲ ; ২৭শে—১১৯॥০ ১২১৲। বেলঘেডিয়র ২১শে নবেঃ—৪৫০৲ ; ২২শে—৪৫৫৲ ; ২৪শে—৪৫৫৲ ৪৫৭॥০ ; ২৫শে—৪৫২৲ ৪৫৩৲ ; ২৬শে—৪৬০৲। বিরলা ২১শে নবেঃ—৩৭।০ ; ২৪শে—৩৭॥০ ৩৮৲ ; ২৫শে—৩৭।৵০ ৩৭।৶০ ; ২৬শে—৩৭।০ ৩৭॥০ ; ২৭শে—৩৭৵০। বজ বজ ২১শে নবেঃ—৪৩৬৲ ৪৪৫৲ ; ২৪শে—৪৪২৲ ৪৪৪৲ ; ২৫শে—৪৩৭৲ ৪৪৪॥০ ; ২৬শে—৪২৭॥০ ৪৪৫॥০ ; ২৭শে—৪২৪৲ ৪৩১৲। কেলিডনিয়ান ২১শে নবেঃ—৪৫৫৲ ৪৬১॥০ ; ২২শে—৪৬৩৲ ; ২৪শে—৪৬২৲ ৪৬৬৲ ; ২৫শে—৪৬২৲ ৪৬২॥০ ; ২৬শে—৪৬৫৲ ৪৬৮৲ ; ২৭শে—৪৫০৲ ৪৫৫॥০। চাপদানী ২১শে নবেঃ—২২০৲ ২২৩৲ ; ২২শে—২২০৲ ২২১৲ ; ২৪শে—২১৭৲ ২২১৲ ; ২৫শে—২১৮৲ ; ২৬শে—২১৫৲ ; ২৭শে—২০৭৲ ২০৭॥০। সেন্ডিয়ট ২১শে নবেঃ—২৩৩৲ ২৩৫৲ ; ২২শে—২৩৬৲ ২৪০৲ ; ২৪শে—২৩৫৲ ২৩৭৲ ; ২৫শে—২৩৭॥০ ; ২৭শে—২২৭৲। চিত্তভলসা ২১শে নবেঃ—১৯।০ ; ২৪শে—১৯৲ ১৯॥০ ; ২৫শে—১৯৲ ; ২৬শে—১৯৵০ ১৯।৵০ ; ২৭শে—১৮৸৶০ ১৯৶০। ক্লাইভ ২১শে নবেঃ—২৯॥৵০ ৩০৵০ ; ২৪শে—২৯॥৵০ ৩০৵০ ; ২৫শে—২৯॥৵০ ৩০/০ ; ২৭শে—২৯॥০। ডালহৌসী ২১শে নবেঃ—৪০৫৲ ৪০৯৲ ; ২২শে—৪১২॥০ ; ২৪শে—৪১০৲ ; ২৫শে—৪০৫৲ ৪১১॥০ ; ২৬শে—৪০৮৲ ৪০৯৲ ; ২৭শে—৪০২৲ ৪০৪॥০। ডেল্টা ২১শে নবেঃ—৫০১৲ ৫০৫৲ ; ২২শে—৫০৩৲ ; ১৪শে—৫০২৲ ৫০৬৲ ; ২৫শে—৫০০৲ ৫০৯॥০ ; ২৬শে—৫০৩৲ ; ২৭শে—৪৯৭॥০ ; এম্পায়ার ২১শে নবেঃ—৩৩॥০ ; ২২শে—৩৪॥০ ; ২৪শে—৩৩৸৵০ ৩৪৲ ; ২৬শে—৩৪৲ ৩৪॥৵০। ফোর্ট গ্লষ্টার ২১শে নবেঃ—৬৫৮৲ ৬৬৫৲ ; ২৪শে—৬৫৯৲ ৬৬৮॥০ ; ২৭শে—৬৫৯॥০। লোথিয়ান ২২শে নবেঃ—২৯৬॥০ ২৯৮৲ ; ২৪শে—২৯৬৲ ৩০৩৲ ; ২৫শে—২৯৮৲ ৩০৩৲ ; ২৬শে—২৯৮৲ ৩০৬৲। ফোর্ট উইলিয়াম ২১শে নবেঃ—২৮৮৲ ২৯৩॥০। নৈহাটী ২৪শে নবেঃ—৪০০৲ ; ২৫শে—৩৯১৲ ৪০১৲ ; ২৬শে—৩৯৮৲ ; ২৭শে—৩৯২৲ ৩৯৪৲। গ্যাঞ্জেস ২১শে নবেঃ—৩৬৭ ; ২৫শে—৩৬৬৲ ৩৭৫৲ ; ২৬শে ৩৬৮৲ ৩৭০৲। গৌরীপুর ২১শে নবেঃ—৭৭০৲ ৭৭৭৲ ; ২২শে—৭৭৫৲ ৭৯০৲ ; ২৪শে—৭৭১৲ ৭৯০৲ ; ২৫শে—৭৮০৲ ৭৯০৲ ; ২৬শে—৭৮৮৲ ৭৯৫৲ ; ২৭শে ৭৮৪৲। হুগলী ২১শে নবেঃ—৭৯৲ ; ২২শে—৮০॥০ ; ২৪শে—৭৯॥০ ৮০॥০ ; ২৫শে—৮১৲ ৮১॥০ ; ২৬শে—৮১৲। হাওড়া ২১শে নবেঃ—৬৩৸০ ৬৪৵০ ; ২২শে—৬৪।০ ৬৪॥০ ; ২৪শে—৬৩৸/০ ৬৪৸৵০ ; ২৫শে—৬৩॥০ ৬৪।/০ ; ২৬শে—৬৩।৵০ ৬৪৲ ; ২৭শে—৬২৸০ ৬৩।০। হুকুমচাঁদ ২১শে নবেঃ—১৫৸৵০ ১৬।৵০ ; ২২শে—১৬৲ ১৬।০ ; ২৪শে—১৬৸০ ১৮।৵০ ; ২৫শে—১৭৲ ১৯৲ ; ২৬শে—১৮।০ ১৯॥৵০ ; ২৭শে—১৭॥৶০ ১৮॥০ ; (প্রেফ) ২১শে নবেঃ—১৬৫৲ ; ২৪শে—১৬৮৲ ; ২৬শে—১৬৭৲। কামারহাটী ২১শে নবেঃ—৫৮৫৲ ; ২২শে—৫৮৭৲ ৫৯০৲ ; ২৪শে—৫৮৫৲ ৫৯২৲ ; ২৫শে—৫৮০৲ ৫৯০৲ ; ২৬শে—০৮৫৲ ৫৯৩৲ ; ২৭শে—৫৭৭৲ ৫৮০৲। কাকনাড়া ২১শে নবেঃ—৪৭০৲ ৪৭৬৲ ; ২২শে—৪৭৮৲ ; ২৪শে—৪৭০৲ ৪৭৭৲ ; ২৫শে—৪৭০৲ ৪৭৬॥০ ; ২৬শে—৪৬৫৲ ৪৮০৲ ; ২৭শে—৪৬৪৲ ৪৭০৲। কেলভিন ২১শে নবেঃ—৬০০৲ ৬০৬॥০ ; ২২শে—৬১০॥০ ; ২৭শে—৫৯০৲ ৬০০৲। কিনিসন ২১শে নবেঃ—৭৯৩৲ ৮০০৲ ; ২২শে—৭৯৯৲ ; ২৪শে—৭৯২৲ ৭৯৬৲ ; ২৫শে—৭৯৩৲ ৮০০৲ ; ২৬শে—৮০১৲ ; ২৭শে—৭৯৪৲ ৮০৪৲। লরেন্স ২১শে নবেঃ—৫৮২৲ ৫৮৫৲ ; ২২শে—৫৮৪৲ ৫৮৮৲ ; ২৪শে—৫৮৪৲ ৫৯১৲ ; ২৫শে—৫৯৫৲ ; ২৭শে—৫৮২৲ ৫৮৮৲। মেঘনা ২১শে নবেঃ—৬৪॥০ ৬৬৲ ; ২২শে—৬৬৲ ৬৭৲ ; ২৪শে—৬৬॥০ ৬৭॥০ ; ২৫শে—৬৬।০ ৬৭৵০ ; ২৬শে—৬৭৸০ ৬৮।০ ; ২৭শে—৬৭॥০ ৬৮॥০। নস্করপাড়া ২১শে নবেঃ—২১৵০ ২১॥৵০ ; ২৪শে—২১॥০ ২১৸৵০ ; ২৫শে—২১॥০ ২২/০ ; ২৬শে—২১॥৵০ ২২।০ ; ২৭শে—২১৸৵০ ২২৵০। ন্যাশনাল ২১শে নবেঃ—২৮।৵০ ২৮৸৵০ ; ২২শে—২৮৸০ ২৯।৵০ ; ২৪শে—২৮৸০ ২৯।৵০ ; ২৫শে—২৮৸০ ২৯।০ ; ২৬শে—২৮॥৵০ ২৯।০ ; ২৭শে—২৮॥০ ২৮৸৶০। নেলিমার্লা ২১শে নবেঃ—১৫।০ ; ২৪শে—১৫৲ ১৫।৵০ ; ২৫শে—১৫৲ ; ২৬শে—১৪৸৵০ ১৫।০ ; ২৭শে—১৪৸০ ১৫৲। নিউ সেণ্ট্রাল ২১শে নবেঃ—৩৮০৲ ; ২৪শে—৩৮২॥০ ; ২৫শে—৩৮৫৲ ; ২৬শে—৩৮১৲ ; ২৭শে—৩৭১৲। নর্থব্রুক ২১শে নবেঃ—৪৯৲ ৪৯৸০ ; ২৪শে—৪৯॥০ ; (প্রেফ) ২১শে নবেঃ—১৫৩॥০। নদীয়া ২১শে নবেঃ—৭০৲ ৭১৲ ; ২৪শে—৭০৲ ৭২৲ ; ২৫শে—৭০৲ ৭১।০ ; ২৬শে—৭০৲ ৭১॥০ ; ২৭শে—৭০৲ ৭১॥০। ওরিয়েণ্ট ২১শে নবেঃ—২৩২॥০ ; ২২শে—২৩১৲ ; ২৪শে—২৩২৲ ; ২৫শে—২২৭৲ ২৩৪৲ ; ২৬শে—২২৮৲ ২৩১৲। রামেশ্বর ২১শে নবেঃ—১১৸/০ ১২৵০ ; ২২শে—১১৸৶০ ; ২৪শে—১২৲ ১২।০ ; ২৫শে—১১৸৵০ ১২॥/০ ; ২৬শে—১২।৵০ ১২৸০ ; ২৭শে—১২৵০ ১২॥০। রিলায়েন্স ২১শে নবেঃ—৬৫৸০ ; ২৪শে—৬৭॥৵০ ২৫শে—৬৬॥০ ৬৭৲ ; ২৬শে—৬৫।৵০ ৬৬৲ ; ২৭শে—৬৬৲। স্থরা ২১শে নবেঃ—১৩/০ ১৩৸০ ; ২৪শে—১৩৸৵০ ১৪৵০ ; ২৫শে—১৪॥০ ; ২৬শে—১৪।০ ১৪॥৵০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২১শে নবেঃ—৩৯১৲ ৩৯৮৲ ; ২২শে—৪০১৲ ৪০২৲ ; ২৬শে—৩৮৬৲ ৩৯৫৲ ; ২৭শে—৩৯০৲। ইউনিয়ন ২১শে নবেঃ—৫৬০৲ ৫৬৭৲ ; ২৪শে—৫৬৩৲ ৫৭০৲ ; ২৬শে—৫৫৫৲ ৫৬৭৲। ক্যালকাটা ২২শে নবেঃ—২৫।০ ২৫॥০ ; ২৪শে—২৫॥/০ ২৬।০ ; ২৫শে—২৬।৵০ ২৬॥৶০। ইণ্ডিয়া ২৪শে নবেঃ—৪৪০৲ ; ২৫শে—৪৩২॥০ ; ২৬শে—৪৩৬॥০ ; ২৭শে—৪২৭৲ ৪৩২॥০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার ২১শে নবেম্বর—১৩।৵০ ১৩॥০ ; ২৬শে—১৩৸৵০ ১৪।/০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ২১শে নবেঃ—১০।/০ ১০৸০ ; ২৪শে—১০॥০ ১০৸৵০ ; ২৫শে—১০।৶০ ১০৸৵০ ; ২৬শে—১০॥০ ১০৸০ ; ২৭শে—১০।০ ১০॥৵০। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২১শে নবেঃ—১২৸৵০ ১৩।০ ; ২৪শে—১২৸/০ ১৩।৵০ ; ২৫শে—১৩৵০ ; ২৬শে—১৩।০ ১৩॥/০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২১শে নবেঃ—১৩।৵০ ১৩৸৵০ ; ২৪শে—১৩৸৵০ ; ২৫শে—১৩॥৵০ ১৩৸৵০ ; ২৬শে—১৩॥৵০ ১৪৲। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২১শে নবেঃ—৪০৩৲ ৪০৮৲ ; ২২শে—৪০৭॥০ ৪১১৲ ; ২৪শে—৪০৬৲ ৪১০৲ ; ২৫শে—৪১২৲ ৪১৫৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২১শে নবেঃ—৩৫৸০ ৩৫৸৵০ ৩৬৲ ৩৬/০ ৩৬৵০ ৩৬।০ ৩৬।/০ ৩৬।৵০ ; ২২শে—৩৬৸০ ৩৬৸/০ ৩৬৸৵০ ৩৬৸৶০ ৩৭৲ ৩৭৵০ ৩৭।০ ৩৭।/০ ৩৭।৵০ ৩৭॥০ ৩৭॥/০ ৩৭॥৵০ ; ২৪শে—৩৬।০ ৩৬॥/০ ৩৬৸০ ৩৬৸/০ ৩৬৸৵০ ৩৭৲ ৩৭/০ ৩৭৵০ ৩৭।০ ; ২৫শে—৩৬॥/০ ৩৬॥৵০ ৩৬৸০ ৩৬৸৵০ ৩৬৸৶০ ; ৩৭৲ ৩৭/০ ৩৭৶০ ৩৭।০ ৩৭।/০ ; ২৬শে—৩৬।৵০ ৩৬।৶০ ৩৬॥০ ৩৬॥/০ ৩৬॥৵০ ৩৬৸০ ৩৬৸/০ ৩৭/০ ৩৭।০ ৩৭।/০ ; ২৭শে—৩৫।/০ ৩৫॥/০ ৩৫৸০ ৩৬/০ ৩৬।০ ৩৬।/০ ৩৬॥০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস্ (ডেফার্ড) ২১শে নবেঃ—৩৭॥৵০ ৩৮৲ ; ২৪শে—৩৮৲ ৩৮।/০ ; ২৫শে—৩৮॥০। জেসপ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২১শে নবেঃ—২০৸৵০ ; ২৪শে—২০৸৵০ ২১৵০ ; ২৫শে—২১৲ ; ২৬শে—২১।০ ; (প্রেফ) ২১শে নবেঃ—১২২৲ ১২৩৲। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ২১শে নবেঃ—৬।০ ৬॥৵০ ; ২২শে—৬।৵০ ৬৸০ ; ২৪শে—৬॥০ ৬৸৶০ ; ২৫শে—৬॥/০ ৭/০ ; ২৬শে—৬॥৵০ ৭৵০ ; ২৭শে—৬॥৵০ ৭৲ ; (প্রেফ) ২১শে নবেঃ—১৫২৲ ১৫৩৲ ; ২৪শে—১৫৫৲ ; ২৫শে—১৭১৲। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ২১শে নবেঃ—১২৸৶০ ১৩॥৵০ ; ২৪শে—১৩।০ ১৩৸৵০ ; ২৫শে—১৩৶০ ১৩।/০ ; ২৬শে—১৩৸/০ ; ২৭শে—১৩।৵০ ১৩॥৵০। ষ্টিল করপোরেশন (অর্ডি) ২১শে নবেঃ—২১৸৵০ ২১৸৶০ ২২৲ ২২৵০ ২২।০ ২২।/০ ২২।৵০ ; ২২শে—২২।/০ ২২।৵০ ২২॥০ ২২॥৶০ ২২৸০ ২২৸৶০ ২৩৲ ; ২৪শে—২২/০ ২২৶০ ২২।০ ২২।/০ ২২।৵০ ২২।৶০ ২২॥০ ২২॥/০ ২২॥৶০ ২২৸/০ ; ২৫শে—২২৵০ ২২।০ ২২।/০ ২২।৵০ ২২॥৵০ ২২॥৵০ ; ২৬শে—২২/০ ২২৵০ ২২৶০ ২২।৶০ ২২॥০ ২২॥/০ ২২॥৵০ ২২॥৶০ ২২৸৵০ ২২৸৶০ ২৩৲ ; ২৭শে—২১/০ ২১৵০ ২১৶০ ২১।০ ২১॥৶০ ২১৸৵০ ২২৵০ ২২৶০ ২২।৵০ ; (প্রেফ) ২১শে নবেঃ—১২৩৲ ১২৩॥০ ; ২৪শে—১২৪৲ ১২৫৲। ভারতীয় ইলেকট্রিক ষ্টিল ২২শে নবেঃ—১৭।০ ; ২৪শে—১৭।০ ১৭॥৶০ ; ২৫শে—১৭।৶০ ১৭॥৶০ ; ২৬শে—১৭৸০ ১৭৸/০ ; ২৭শে—১৭॥৵ ১৭৸০।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ২১শে নবেঃ—১৫৮৲ ; ২৪শে—১৫৮৲ ; ২৫শে—১৫৯॥০ ১৬১৲ ; (এ'প্রেফ) ২৫শে নবেঃ—১৭২৲। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ২১শে নবেঃ—১৬৪॥০ ১৭১৲ ; ২২শে—১৬৭৲ ১৭৪৲ ; ২৪শে—১৭১৲ ১৭৪৲ ; ২৫শে—১৭৩৲ ১৭৬৲ ; ২৬শে—১৭৮৲ ১৮৩৲ ; ২৭শে—১৭৬৲ ১৮০৲। মহীশূর পেপার ২১শে নবেঃ—১৮।০ ১৮॥০ ; ২২শে—১৮॥৵০ ১৮৸৵০ ; ২৪শে—১৮॥০ ১৮৸৶০ ; ২৫শে—১৮।০ ১৯৵০ ; ২৬শে—১৯৲ ১৯॥০ ; ২৭শে—১৮৸০ ১৯।৵০। ওরিয়েন্ট পেপার (অর্ডি) ২১শে নবেঃ—১৮।০ ১৮৸/০ ; ২২শে—১৮৸৵০ ; ২৪শে—১৯৲ ১৯৸০ ; ২৫শে—১৯॥৶০ ২০।০ ; ২৬শে—১৯৶০ ২০।০ ; ২৭শে—১৯।৵০ ১৯৸/০। শ্রীগোপাল পেপার (অর্ডি) ২১শে নবেঃ—১৬॥৵০ ১৬৸৵০ ; ২২শে—১৬॥৶০ ১৭৵০ ; ২৪শে—১৭/০ ১৭৸৵০ ; ২৫শে—১৭৸০ ১৮৶০ ; ২৬শে—১৭৸০ ২০৵০ ; ২৭শে—১৭॥৵০ ১৮৲। ষ্টার পেপার (অর্ডি) ২১শে—১৬৸/০ ১৭/০ ; ২২শে—১৬৸৵০ ১৬৸৶০ ; ২৪শে ১৭।৵০ ; ২৫শে—১৭/০ ১৭৸০ ; ২৬শে—১৭।০ ১৭॥৵০ ; ২৭শে—১৭।৵০ ১৭॥০। টীটাগড় পেপার—২১শে নবেঃ—২৪/০ ২৪৸/০ ; ২২শে—২৪॥৵০ ২৪৸৵০ ; ২৪শে—২৪॥৵০ ২৫৲ ; ২৫শে—২৪॥৶০ ২৫।০ ; ২৬শে—২৫৵০ ২৫।৵০ ; ২৭শে—২৩৸০ ২৫৵০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে অনিবার্য্য অবনতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গত সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহের শেষ ভাগে ৬ কোটি ২০ লক্ষ বালির বস্তার এক নূতন অর্ডার পাওয়ার সংবাদে বাজার সহসা তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর উঠিয়াছিল ৭০৵০ আনা পর্য্যন্ত। আমরা তখন বলিয়াছিলাম, এই চড়তির ভাব কৃত্রিম এবং ইহা বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ গত সপ্তাহ হইতে ফাটকা বাজারের বিস্তারিত দর লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়, পাটের দর ক্রমেই নিম্নাভিমুখী হইতেছে। ইতিমধ্যে বাঙ্গলার পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই অবনতির মূলে আরও ইন্ধন যোগাইয়াছে। ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে যে ৪৯ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমি জরিপ হইয়াছিল, গত বৎসর তাহার এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষ হয়। এবারের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪২-৪৩ সালে উক্ত ১৯৪০ সালের মোট একরের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাটচাষ হইবে। অর্থাৎ এবার গতবারের দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাট বুনা হইবে। এই সংবাদে ফাটকা বাজারে পাটের দর দেখিতে দেখিতে নামিয়া আসিয়াছে। ইহার উপর, ওয়াশিংটনে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আপোষ আলোচনা ফাঁসিয়া যাওয়ায় এবং সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা জটিলতর হইয়া উঠার সংবাদে বাজারে আরও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। গত সপ্তাহে ২০শে নবেম্বর ফাটকা বাজারের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৬৯৲ টাকা এবং সর্ব্বনিম্ন দর ছিল ৬৮৲ টাকা। কিন্তু অদ্য ২৯শে নবেম্বর ফাটকা বাজারের সর্ব্বোচ্চ দর উঠিয়াছিল ৬৬৵০ আনা এবং সর্ব্বনিম্ন দর হইয়াছে ৬৫॥/০ আনা।

নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৪শে নবেম্বর	৬৮৸৵০	৬৮।০	৬৮॥৵০
২৫শে ,,	৬৮৸০	৬৭৸০	৬৭৸৵০
২৬শে ,,	৬৮।৵০	৬৭।০	৬৭।৵০
২৭শে ,,	৬৭॥৵০	৬৬॥৵০	৬৭৵০
২৮শে ,,	৬৭৸০	৬৬।৵০	৬৬॥০
২৯শে ,,	৬৬৵০	৬৫॥/০	৬৫॥৴০

গতকল্য আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাব বিদ্যমান ছিল। কাজ-কারবার যৎসামান্য হইয়াছে। গতকল্য ২৮শে নবেম্বর ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পাটের (জানুয়ারী-চালান) প্রতি মণের দর ছিল ৯৸০ আনা হইতে ১০৲ টাকা। পাকা বেল বিভাগে একটানা মন্দার ভাব চলিতেছে এবং কাজ-কারবার কিছুই হয় নাই বলিলেই চলে।

থলে ও চট

গত সপ্তাহে থলে ও চটের বাজার মন্দা ছিল। আলোচ্য সপ্তাহেও বরাবর মন্দার ভাবই লক্ষিত হইয়াছে। জাহাজের সংস্থান সন্তোষজনক নহে এবং ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্তে কাজকারবার যৎসামান্যই হইয়াছে। ইহার উপর সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হইয়াছে, এই সংবাদ পাটের বাজারে বেশ প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। বৃহস্পতিবার (২৭শে নবেম্বর) পাটের বাজারে অবনতি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে থলে ও চটের বাজারে সুস্পষ্ট অবনতি ঘটিতে দেখা যায়। গতকল্য ২৮শে নবেম্বর তারিখ বাজারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটানা মন্দার ভাব বজায় ছিল। গতকল্য ৯নং পোর্টার চটের দর ছিল নবেম্বর ২১৵০ আনা, ডিসেম্বর ২০৸০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৯৵০ আনা এবং এপ্রিল-জুন ১৮৵০ আনা। গতকল্য ১১নং পোর্টার চটের দর ছিল নবেম্বর ২৫৸০ আনা, ডিসেম্বর ২৫।৵০ আনা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২৩।০ আনা এবং এপ্রিল-জুন ২২৲ টাকা।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৮শে নবেম্বর

গত ২৪শে এবং ২৫শে নবেম্বর চায়ের ২৫ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হইয়াছে।

রপ্তানীযোগ্য চা—এই বিভাগে চায়ের দর মোটামুটি স্থির অবস্থায় রহিয়াছে। দার্জ্জিলিংএর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়ের দর কতকটা তেজী ছিল এবং 'ফেণিং' শ্রেণীর পাতা চায়ের দর সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মাঝারি ধরণের 'আসাম অরেঞ্জ পিকো' এবং 'অরেঞ্জ ফেণিং' শ্রেণীর চায়ের দরে নিম্নগতি দেখা গিয়াছে।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—পাতা চায়ের দর অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে এবং গুড়া চায়ের দর কতকটা নামিয়া গিয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের জন্য ভালরূপ চাহিদা দেখা গিয়াছে। গুড়া চা এবং 'পিকো ফেণিং' শ্রেণীর চায়ের দর পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি যথাক্রমে ৬ পাই এবং ৩ পাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাতা চা এবং 'অরেঞ্জ ফেণিং' শ্রেণীর চায়ের দরে স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে।

কোটা—বাজার খোলার প্রথম দিকে রপ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ।/০ আনা, কিন্তু ইহা পরে কমিয়া ।৬ পাই হইয়াছে। অভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে ৭ পাই দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৮শে নবেম্বর।

বোম্বাই শেয়ার বাজারের চড়তির সঙ্গে বোম্বাইএর তূলার বাজারেও বেশ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ওয়াশিংটনে জাপানী রাজদূতের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষের যে আপোষ মীমাংসার অলোচনা চলিতেছে, তাহাতে বাজারে কিছুটা আশাভরসার ভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা ইতিমধ্যে আরও ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে এবং জাপান-মার্কিন আলোচনা বৈঠক ফাঁসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সংবাদে আবার বাজারে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কেন না, জাপান হইতেছে ভারতীয় তূলার প্রধান ক্রেতা। অনেকেই আশা করিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত জাপানের সহিত সুদূর প্রাচ্যে মিত্র শক্তিবর্গের কোন সংঘাত বাধিবে না। গতকল্য তূলার বাজারে দরের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বাজার মন্দার ভাব লইয়া খোলে, কিন্তু শেষের দিকে একটু উন্নতির ভাব দেখা যায়। বোরোচ এপ্রিল-মে ২৩৭।০ আনা, ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৭॥০ আনা, ওমরা মার্চ্চ ১৮৮॥০ আনা, বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৪২৲ টাকা এবং বেঙ্গল মার্চ্চ ১৪৫৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। গতকল্য বাজার বন্ধের পূর্ব্বে উহাদের দর উঠিয়াছিল যথাক্রমে ২৩৮॥০ আনা, ২০২৲ টাকা, ১৯৪৲ টাকা, ১৪৩৲ টাকা এবং ১৪৭॥০ আনা। নিউ ইয়র্কের তূলার বাজারেও মন্দার ভাব রহিয়াছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতাই ইহার প্রধানতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারের সকল বিভাগেই বেশ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। জাপানী বস্ত্রের বিভাগে আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এবং মজুত মাল প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসায় ব্যবসায়ীরা অবশিষ্ট বস্ত্রাদির খুব উচ্চমূল্য হাঁকিতেছে। কাপড়ের কলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এক জোট হইয়া চড়া মূল্য বজায় রাখিতেছে। আবশ্যক কাঁচামালের সরবরাহ না থাকায় ও অন্যান্য কারণে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। ১৯৪২ সালের জুন মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে বিস্তর কাজকারবার আলোচ্য সপ্তাহে সম্পাদিত হইয়াছে। মোটামুটি কাপড়ের বাজারের অবস্থায় পূর্ব্ববৎ চড়তির ভাবই বজায় আছে এবং নানা দিক সম্যক বিবেচনা করিলে কাপড়ের দর আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই মনে হয়।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৮শে নবেম্বর।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাজারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং চিনির দর মণ প্রতি ।৴০ আনা হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মালগাড়ীর অভাব বশতঃ বাজারে চিনি আমদানীর পরিমাণ ছিল খুব কম। যেসকল কেন্দ্রে চিনির কাজকারবার হয় সেই সকল স্থান হইতে স্থানীয় বাজারে চিনির চাহিদা খুব বেশী দেখা গিয়াছিল। আশা করা যায় যে, চিনির বাজারের এইরূপ উন্নত অবস্থা বজায় থাকিবে। এসপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রায় ৬৫ হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি মজুদ ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনি নিম্নরূপ দরে বেচাকেনা হইয়াছে :—

চম্পারণ—১১৴৬ পাই; মারোয়া—১১৵০ আনা; লোহাট—১১৲ টাকা; পুরশা—১০৶০ আনা; জাফা ১০৸০ আনা।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪১ | ৩০শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাংলায় মন্ত্রী-সঙ্কট

বাঙ্গলার দশজন মন্ত্রী একজোট হইয়া পদত্যাগপত্র দাখিল করায় এই প্রদেশে এক বড় রকম শাসন-তান্ত্রিক সঙ্কট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গতকল্য পর্য্যন্ত এই সঙ্কটের কোন সমাধান হয় নাই। ১৯৩৭ সালে নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর বাঙ্গলায় যে মন্ত্রিমণ্ডল এতদিন শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছে তাঁহাদের কার্য্যধারা কখনও এপ্রদেশবাসী জনসাধারণের মনঃপূত হয় নাই। আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার আমলে প্রকৃত জাতিগঠনমূলক কার্য্যের সমূহ উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া লোকে যে আশা করিয়াছিল তাহা নিদারুণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। জাতিগঠনমূলক কার্য্যের বদলে মন্ত্রিসভা সরকারী রাজস্বের বেশীরভাগই অবান্তর কার্য্যে নিঃশেষ করিয়াছেন; কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে প্রকৃত উন্নতি-মূলক প্রচেষ্টা বিশেষ কিছুই দেখা যায় নাই। শাসনকার্য্য পরিচালনার অসঙ্গত ব্যয় বাহুল্য মিটাইবার জন্য জনসাধারণের উপর নানাভাবে ট্যাক্সভার বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে কতিপয় মুসলমান মন্ত্রীর স্বার্থপর সাম্প্রদায়িকতার ফলে দেশে অশান্তির আগুন প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অনিষ্টকর 'পাকচক্র' হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ই এতদিন দেখা যায় নাই। আভ্যন্তরীণ কলহের ফলে বর্ত্তমান প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র দাখিল করায় সেদিক দিয়া একটা শুভ পরিস্থিতির সূচনা হইয়াছে বলা চলে। তবে গভর্ণর মহোদয় এখন কি পন্থা অনুসরণ করিবেন তাহাই বিবেচনার বিষয়। মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবার পর মৌলভী ফজলুল হকের নেতৃত্বে একটি প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কৃষক প্রজাদল, ফরওয়ার্ড ব্লক, স্বতন্ত্র জাতীয় দল ও ভূতপূর্ব্ব কোয়ালিশন দলের হক্-অনুরাগী সভ্যগণ উহাতে যোগদান করিয়াছেন। অপরদিকে ভূতপূর্ব্ব কোয়ালিশন দলের হক-বিরোধী সদস্যগণ খাজা স্যার নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে একটা মুস্লিমলীগ পার্টি গঠন করিয়াছেন। প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টিতে ইতিমধ্যে ১১০ জন সদস্য যোগদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় পরিচালিত কংগ্রেস পার্টিও ঐ দলের সহিত সহযোগিতা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই অবস্থায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টিই বর্ত্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইয়াছে। মুস্লিম লীগ পার্টিতে এপর্য্যন্ত ৫৭ জন সদস্য যোগদান করিয়াছেন। ইউরোপীয় দল উহাদের সহিত পরিপূর্ণ সহযোগিতা করিবেন বলিয়া ধরিয়া লইলেও পরিষদে ঐ দলের সমর্থক সংখ্যা ৮০ জনের বেশী হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। এই অবস্থায় এদেশে কোন স্থায়ী মন্ত্রি-সভা গঠন করিতে হইলে গভর্ণর মহোদয়ের পক্ষে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মৌলভী ফজলুল হকের উপরই তাহার ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য। প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি মন্ত্রিসভা গঠন করিলে কতিপয় ভারতীয় ভাবাপন্ন মুসলমান নেতার সঙ্গে কতিপয় দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন হিন্দু নেতারও মন্ত্রিসভায় যোগদান করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর তাহাতে ভবিষ্যতে বাঙ্গলায় প্রকৃত জাতিগঠনমূলক কার্য্যের উন্নতি হইবে

বলিয়াই আশা করা যাইতে পারে। সেই হিসাবে এ প্রদেশবাসী জনসাধারণ প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির দ্বারা মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পক্ষপাতী। শাসনতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে ঐরূপ মন্ত্রিসভা গঠনে সাহায্য করাই গভর্ণরের পক্ষে কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রকাশ, পরিষদের ইউরোপীয় দল তাঁহাদের স্বার্থ হানির আশঙ্কায় ঐরূপ মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধী এবং তাঁহাদের তদ্বিরের ফলে গভর্ণর বাহাদুরও নাকি খাজা স্যার নাজিমুদ্দীনের উপর মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দেওয়ার কথা বিবেচনা করিতেছেন। যদি তাহা করা হয় তবে ইহাতে শাসনতান্ত্রিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইবে এবং এপ্রদেশবাসী জনসাধারণের প্রতিও যথেষ্ট অবিচার করা হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। গভর্ণর বাহাদুর সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

অক্টোবর মাসে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের কতকটা উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি অক্টোবর মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের সে উন্নতি আরও বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী হইয়াছিল। অপরদিকে এদেশ হইতে বিদেশে ২৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। অক্টোবর মাসে সে তুলনায় আমদানী ও রপ্তানী দুইই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে রপ্তানী যত বাড়িয়াছে আমদানী তত বাড়ে নাই—ইহা সুখের বিষয়। আলোচ্য মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছে। অপরদিকে এদেশ হইতে বিদেশে ২৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কোন মাসে ভারত হইতে এত বেশী টাকার মাল রপ্তানী হয় নাই। রপ্তানী অধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে এবার পণ্যবাণিজ্য খাতে ভারতের উদ্বৃত্ত পূর্ব্বেকার তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে আমদানীর চেয়ে রপ্তানী ৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছিল। অক্টোবর মাসে সেই আধিক্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের এই অনুকূল গতি খুব সন্তোষজনক সন্দেহ নাই।

রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, অক্টোবর মাসে একদিকে শস্য, ডাল ও ময়দা জাতীয় জিনিষ এবং বস্ত্র; চা, পাট ও চিনি বেশী পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছে। অপরদিকে তুলা এবং চট ও থলের রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। চা পাট, তুলা চট ও চিনি এদেশে বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেশবাসীর আয় বৃদ্ধির জন্য ঐ সমস্তের রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। আলোচ্য মাসে তুলা ও চটের রপ্তানী কিছু হ্রাস পাইলেও চা, পাট ও চিনির রপ্তানী কিছু বাড়িয়াছে ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু শস্য, ডাল ও ময়দা জাতীয় জিনিষের রপ্তানী বর্ত্তমানে যে প্রতি মাসেই বৃদ্ধি পাইতেছে দেশের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে ইহা আমরা শোচনীয় বলিয়াই মনে করি। চাউলের যোগান কম হওয়ায় দেশে উহার দাম অত্যধিক পরিমাণে চড়িয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় উহার রপ্তানী রোধ না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহার বৃদ্ধিরই সহায়তা করিতেছেন। অপরদিকে তুলা ও চট প্রভৃতির সহিত কৃষকদের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও বাহিরে উহার কাটতি বাড়াইবার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না। ইহাতে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবই সূচিত হইতেছে।

কয়লার দর বৃদ্ধি

বস্ত্র, চাউল, তৈল ও তরিতরকারি প্রভৃতি জিনিষের দর অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে কিছুকাল যাবৎ দেশের কৃষক শ্রমিক ও দরিদ্র মধ্যবিত্তদের বিশেষ দুঃখ দুর্দ্দশার সূচনা হইয়াছে। বর্ত্তমানে কয়লার দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকায় সেই দুঃখ দুর্দ্দশা চরমে পৌঁছিবার উপক্রম হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় গৃহস্থঘরে নিত্যব্যবহার্য্য কয়লার দাম ছিল প্রতি মণ ছয় আনা হইতে আট আনা। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ক্রমে বাড়িয়া কিছুদিন পূর্ব্বে তাহা চৌদ্দ আনা পর্য্যন্ত উঠে। গত এক সপ্তাহে দর এরূপ অত্যধিকভাবে চড়িয়া গিয়াছে যে, এক টাকা ছয় আনার কমে এক মণ কয়লা খরিদ করা এখন আর সম্ভবপর নহে। অথচ দরের চড়তি বন্ধ হওয়ার আজও কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।

কয়লা এইভাবে দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠায় দরিদ্র গৃহস্থমাত্রেই বিপন্ন হইয়াছেন। ফলে তাঁহাদের মনে কয়লার দর বৃদ্ধি সম্পর্কে আজ প্রশ্ন জাগিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সকলেই আজ কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বাক। যুদ্ধের প্রথমে জিনিষপত্রের দর সামান্য বাড়িয়া উঠাতেই যাঁহারা কঠোরহস্তে ব্যবসায়ীদিগকে দমন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কয়লার দর প্রায় তিনগুণ বাড়িয়া উঠিতে দেখিয়াও আজ তাঁহারা নীরব থাকিয়া যাইতেছেন। ইহার কারণ, কয়লার দর বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীরা তেমন দায়ী নহে—দায়ী গবর্ণমেন্ট ও এদেশের রেল কর্ত্তৃপক্ষ। এদেশের খনিসমূহে কয়লার বিস্তর যোগান রহিয়াছে। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের খনিসমূহ হইতে কয়লা উত্তোলনের ভালরূপ ব্যবস্থা থাকায় সাধারণ অবস্থায় কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রচুর কয়লা সরবরাহের কোন অসুবিধাই নাই। তথাপি যে কয়লার যোগান কমিয়া গিয়া উহার দর বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার মূলে খনিঅঞ্চল হইতে কয়লা বহনের উপযোগী মালগাড়ীর অভাবই নিহিত রহিয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্ট যুদ্ধ প্রচেষ্টার তোড়জোড় নিয়া ব্যস্ত। সরকারী রেলপথসমূহের কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহাদের সঙ্গে সামরিক প্রচেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। যুদ্ধের কাজে সহায়তার জন্য এদেশ হইতে কয়েক শত রেলের ইঞ্জিন ও মাল বহনের উপযোগী কতিপয় সহস্র গাড়ী ইতিমধ্যে ভারতের নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে চালান দেওয়া হইয়াছে। দেশে বিভিন্ন রেলপথের যাত্রী ও মালগাড়ীসমূহ অধিক পরিমাণে সৈন্য ও সমর সরঞ্জাম বহনের কার্য্যে নিয়োজিত করা হইয়াছে। রেলওয়ের বড় বড় কারখানাগুলিতে মালগাড়ীর বদলে এক্ষণে মুখ্যতঃ কেবল সমর সরঞ্জাম তৈয়ার হইতেছে। ইহার ফলে খনিঅঞ্চল হইতে কয়লা চালান দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক মালগাড়ী পাওয়া আজ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে কয়লার সমুচিত যোগান না পাইয়া দেশের শিল্প কারখানায় রীতিমত কাজ চালান কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে এবং কয়লার অত্যধিক মূল্য যোগাইতে গিয়া দরিদ্র জনসাধারণ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট বা রেলকর্ত্তৃপক্ষ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্যই হউক কিংবা অন্য যে কারণেই হউক দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের অসুবিধা এবং জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের এই নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা আমরা নিন্দনীয় বলিয়াই মনে করি।

ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানী

ব্রহ্মদেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানীর ব্যাপারে সরকারী এক-চেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্ম সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে রপ্তা-

নীর জন্য চাউল ক্রয় ও বিদেশের বাজারে তাহা বিক্রয় সম্পর্কে সমস্ত অধিকার ব্রহ্মসরকার নিজ হাতে গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রতি বৎসর ভারতে ও সিংহলে যে চাউল রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৯৭ ভাগই ভারতীয় রপ্তানীকারকদের হাত দিয়া চালান হইয়া থাকে। বর্ত্তমান মূল্য অনুসারে ঐ দুই দেশে রপ্তানীকৃত চাউলের বাৎসরিক পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০ কোটি টাকা। চাউলের রপ্তানী বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের এই আধিপত্য দূর করার জন্যই ব্রহ্ম সরকার উপরোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করার সঙ্কল্প করেন। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে জোর প্রতিবাদ হওয়ার ফলে এক্ষণে ব্রহ্মসরকার তাঁহাদের ঐ পরিকল্পনা কিছু পরিমাণে সংশোধন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু উহাতে বিক্ষোভের আসল কারণ বিদূরিত হয় নাই। প্রথমে ব্রহ্মসরকার বিভিন্ন দেশে এজেন্ট রাখিয়া নিজেরাই চাউলের রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা সে সঙ্কল্প পরিহার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সংশোধিত পরিকল্পনায় দেশ হইতে রপ্তানীযোগ্য চাউল ক্রয় ও রপ্তানীকারকদিগের নিকট তাহা বিক্রয় সম্পর্কে তাঁহারা নিজেদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠারই প্রস্তাব করিয়াছেন। রপ্তানীকারকদিগের নিকট কি দরে চাউল বিক্রয় করা হইবে ব্রহ্মদেশীয় ধানচাষীদের স্বার্থ বুঝিয়া তাহাও গবর্ণমেন্টই স্থির করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। উহা প্রকারান্তরে রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠারই নামান্তর। সুতরাং এই সংশোধিত পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবেন তাহা স্বাভাবিক।

চাউল রপ্তানী সম্পর্কে ব্রহ্মসরকারের বর্ত্তমান পরিকল্পনা যে কেবল ভারতীয় রপ্তানীকারকদের স্বার্থহানির কারণ হইয়াছে তাহা নহে। ভারতে ব্রহ্মদেশীয় চাউলের খরিদ্দারদের পক্ষেও উহা বিশেষভাবে আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ টন পরিমিত চাউলের ঘাটতি হইয়া থাকে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশের উপরই নির্ভর করিতে হয়। ব্রহ্ম সরকার ঐ দেশীয় ধানচাষীদের স্বার্থরক্ষার নামে যদি রপ্তানীযোগ্য চাউলের মূল্য ইচ্ছামত বাড়াইতে আরম্ভ করেন, তবে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে এদেশে আমদানীকৃত চাউলের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই ব্রহ্মসরকারের বর্ত্তমান পরিকল্পনার ফলে এদেশের জনসাধারণের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া আমরা আজ স্বভাবতঃই খুব শঙ্কিত হইতেছি। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে, এদেশে ধানের উৎপাদন ও চাউলের যোগান বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী না করিয়াই এদেশে চাউলের চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে। ব্রহ্মসরকারের বর্ত্তমান পরিকল্পনা আলোচনা করিয়া আমরা ভারতে ঐ ধরণের কার্য্যনীতি অবলম্বনের একান্ত প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করিতেছি।

বাঙ্গলার লবণ শিল্প

এপ্রদেশে লবণ শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটির অধীনে সম্প্রতি একটি সাব কমিটি গঠিত হইয়াছে। কোন শিল্প সম্পর্কে তথ্যতালিকা সংগ্রহের জন্য একাধিকবার কমিটি গঠন করাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু এপ্রদেশে লবণ তৈয়ারের সুবিধা আছে কিনা তাহা বাঙ্গলা সরকার এখনও বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই তাঁহারা নূতন করিয়া কমিটি বসাইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছেন—ইহা আমাদের নিকট বিস্ময়ের বস্তু বলিয়াই মনে হইতেছে। গত ১৯৩০ সালের পর এপর্য্যন্ত অনেক বিশেষজ্ঞ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া এপ্রদেশের লবণ শিল্প সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যতদূর জানি একমাত্র মিঃ পিট ছাড়া কোন বিশেষজ্ঞই এ প্রদেশে ব্যাপকভাবে লবণ তৈয়ার করা অসম্ভব বলিয়া মনে করেন নাই। গত ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলা সরকার রায় বাহাদুর ডি এন মুখার্জ্জিকে বিশেষ অফিসর নিয়োগ করিয়া তাঁহার মারফতে যে সর্ব্বশেষ তদন্ত সমাধা করিয়াছিলেন তাহার ফলে বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। মিঃ মুখার্জ্জি মিঃ পিটের অভিমত খণ্ডন করিয়া স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছিলেন যে, সমুদ্রের জল রৌদ্রে শুষ্ক করা ও উহা আগুনে জ্বাল দেওয়া—এই উভয় পন্থায়ই বাঙ্গলায় সারা বৎসর ধরিয়া লবণ প্রস্তুতের কাজ চলিতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও বাঙ্গলায় লবণ তৈয়ারের সম্ভাবনা আছে কিনা বাঙ্গলা সরকার তৎসম্বন্ধে এখনও কৃতনিশ্চয় হইতে পারিতেছেন না। বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকারের প্রদত্ত টাকা তাঁহারা অন্যভাবে ব্যয় করিয়াছেন। অপরদিকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য প্রদান, খাস মহালের জমি ইজারা দান ও জ্বালানী কাঠ সরবরাহ প্রভৃতি সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সুবিবেচনা না পাইয়া বাঙ্গলার লবণ কোম্পানীগুলির উন্নতি বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। ঐদিকে দৃকপাত না করিয়া বাঙ্গলা সরকার শুধু কমিটির পর কমিটি বসাইয়া লবণ শিল্প সম্পর্কে তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন। শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়ার আগ্রহ যেখানে নাই সেখানে লোক-ভোলানো এই বাহ্যিক আড়ম্বরের কি সার্থকতা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

বোনাস বন্ধের প্রস্তাব

যুদ্ধের জন্য ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের সুদ বাবদ প্রাপ্তব্য আয় হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে উহাদের পরিচালনা ব্যয় পূর্ব্বের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় বীমা কোম্পানীসমূহের আর্থিক সংস্থান যথাসম্ভব দৃঢ় রাখিবার জন্য ইন্সিওরেন্স এডভাইসরী কমিটি বোনাস বন্ধের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে সেজন্য তাঁহারা গবর্ণমেন্টকে আইন প্রণয়ন করিবারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে বর্ত্তমানে নানাদিক দিয়া যে জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহাতে কমিটির উপরোক্ত সুপারিশ আমরা সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। তবে যুদ্ধের জন্য আপাততঃ বোনাস বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেও বীমা কোম্পানীর লাভসহ পলিসির-গ্রাহকগণকে তাহাদের এই সময়ের পাওনা হইতে বঞ্চিত করা আমরা সমর্থন করি না। সেজন্য বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ যুদ্ধের সময়ে পলিসি গ্রাহকদের প্রাপ্য বোনাস যাহাতে ভবিষ্যতে প্রদান করিতে বাধ্য থাকেন তৎপক্ষে একটা রফা হওয়া আমাদের মতে বাঞ্ছনীয়। সেরূপ কোন রফা হইলে আইন করিয়া আপাততঃ বোনাস বন্ধ রাখিতে আমাদের আপত্তি নাই।

তবে আইন করিয়া বোনাস প্রদান বন্ধ রাখা সম্পর্কে আমাদের আপত্তি না থাকিলেও বর্ত্তমান অবস্থায় কেহ কেহ তাহা সমর্থন করেন না। বীমা বিষয়ক সুপরিচিত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ফিল্ডম্যান' গত ২৮শে নবেম্বর তারিখের সংখ্যায় একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বোনাস বন্ধের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছেন যে, স্বেচ্ছামূলকভাবে উহা কার্য্যকরী করার চেষ্টা না করিয়া আইন দ্বারা সে সম্বন্ধে বীমা কোম্পানীসমূহকে বাধ্য করিতে যাওয়া অনুচিত। আমরা 'ফিল্ডম্যান' পত্রের উক্তরূপ মন্তব্যের বিশেষ কোন সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইতেছি না। বর্ত্তমান অবস্থায় বোনাস বন্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহাদের যদি দ্বিমত না থাকে তবে সেজন্য আইন প্রণয়ন করিবার প্রস্তাবে তাঁহাদের আপত্তি হওয়া উচিত নহে। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে দেশের বড় ও শক্তিশালী বীমা কোম্পানীগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্ব্বল কোম্পানীগুলিরই বেশী বিপদ দেখা যাইতেছে। বোনাস বন্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তাও সে কারণে সকল কোম্পানীর পক্ষে সমান নহে। এই অবস্থায় স্বেচ্ছামূলক নীতি অনুসৃত হইলে বড় কোম্পানীসমূহ ছোট কোম্পানীসমূহের মত বোনাস বন্ধের প্রস্তাবে তেমন আগ্রহশীল নাও হইতে পারে। অথচ একজোট হইয়া কার্য্যে অগ্রসর না হইলে বোনাস বন্ধের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও কেবল ছোট কোম্পানীগুলির পক্ষে তাহা করিতে যাওয়া ক্ষতিকর। এই অবস্থায় আইন প্রণয়ন দ্বারা বোনাস প্রদান বন্ধ রাখা সম্পর্কে সকল কোম্পানীকে এক সঙ্গে বাধ্য করা আমরা অসঙ্গত মনে করি না।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসন

বাঙ্গলা সরকার গত বৎসরে গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় একতৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাটচাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—যদিও গত বৎসর কার্য্যতঃ এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। প্রথমে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, এবার বাঙ্গলা সরকার গত বৎসরের দ্বিগুণ অর্থাৎ গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় দুই তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষ করিতে অনুমতি দিবেন। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে, এবার গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় দশ আনা (দুই তৃতীয়াংশের তুলনায় কিছু কম) জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া হইবে। গত পূর্ব্ব বৎসরে বাঙ্গলায় সরকারী জরীপ অনুসারে ৪৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৫০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। উহার দশ আনা পরিমিত জমিতে পাটের চাষ করিবার অনুমতি দিলে এবার ৩০ লক্ষ ৮৭ হাজার একর জমিতে পাটের চাষে অনুমতি দিতে হইবে এবং গড়ে প্রতি একরে ৩ বেল পাট উৎপন্ন হয়—একথা মনে রাখিলে এবার ৯২ লক্ষ ৬১ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইবে। কিন্তু প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হইলেও কৃষক প্রকৃত প্রস্তাবে উহা অপেক্ষা কিছু বেশী জমিতে পাটের চাষ করিয়াছিল। এবারও কৃষক অনুমতিপ্রাপ্ত জমির তুলনায় কিছু বেশী জমিতে পাটের চাষ করিবে না তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। এরূপ অবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ফসল বিনষ্ট না হইলে এবার বাঙ্গলায় প্রায় এক কোটী বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলা যায়। এবার পাটের যেরূপ মূল্য গিয়াছে তাহাতে আসাম ও অন্যান্য যে সব অঞ্চলে বাধ্যতামূলক পাটচাষ ব্যবস্থা বলবৎ হয় নাই সেই সব অঞ্চলেও অধিকতর পরিমাণে পাটচাষ হওয়া খুবই সম্ভবপর। গত বৎসরে বাঙ্গলার বহির্ভূত অঞ্চলগুলিতে ১১ লক্ষ ৭২ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। এই সব অঞ্চলে এবার কম পক্ষে ১৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে মনে করা যাইতে পারে। কাজেই গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে চলতি বৎসরে বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহিরে মোটমাট ১ কোটী ১৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

গত সপ্তাহে আমরা বিভিন্ন তথ্যতালিকা সহায়ে দেখাইয়াছি যে, এবার যদি উপরোক্ত পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় তাহা হইলে গত বৎসরের উদ্বৃত্ত পাট লইয়া আগামী পাটের মরশুমে বাজারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এত অধিক পাটের যোগান হইবে যাহার ফলে পাটচাষীর সমূহ অনিষ্ট ঘটিবে। ব্যবসায়ী মহলও যে অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন তাহা ফাটকা বাজারের অবস্থা হইতে অনুমিত হয়। কারণ চলতি বৎসরে পাটের চাষ সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর হইতে প্রায় প্রত্যহই পাটের দর কমিয়া যাইতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে উহা যে আরও কমিবে তাহার পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

কিন্তু চটকলসমূহ উহাতেও সন্তুষ্ট নহে। গবর্ণমেণ্ট এবার গত পূর্ব্ব বৎসরের সমপরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিতে দিতেছেন না দেখিয়া উহারা নানা অজুহাত দেখাইয়া এরূপ প্রমাণ করিতে চাহিতেছে যে, আগামী বৎসরে বাজারে প্রয়োজন মত পাটের যোগান পাওয়া যাইবে না। কেহ বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে যদি ফসলের ক্ষতি হয় তাহা হইলে চটকলগুলি যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় থলে ও চট সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে না। কেহ আবার এই ভয় দেখাইতেছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে ফসলের ক্ষতি হইলে আগামী বৎসরে পাটের বাজার এরূপ আক্রা হইয়া উঠিবে, যাহার ফলে পৃথিবীর সকল দেশই পাটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন তন্তু দ্বারা কাজ চালাইবার চেষ্টা করিবে এবং এই ব্যাপারে বাঙ্গলার প্রাধান্য বিলুপ্ত হইবে। এইসব যুক্তি বাঙ্গলা সরকারকে আরও বেশী পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিবার অনুমতি দিতে বাধ্য করার ফন্দী ভিন্ন আর কিছু নহে। চলতি বৎসরে বাজারে পাটের যোগান গত বৎসরের তুলনায় কম হওয়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চটকলগুলিতে অধিকতর পরিমাণ পাট খরচ হওয়াতে চটকলগুলির হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে। চটকলসমূহ এই মজুদ পাটের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিতে চাহে। কারণ চটকলগুলির হাতে যদি এক বৎসরের খরচের সমপরিমাণ পাট মজুদ থাকে তাহা হইলে উহারা সর্ব্ব অবস্থাতে ইচ্ছামত দরে পাট ক্রয় করিতে পারে। এই জন্যই আগামীতে বাঙ্গলায় যাহাতে খুব বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় তজ্জন্য উহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে পাটের ক্ষতি হইলে চটকলগুলির কাজ বন্ধ হইবে অথবা পৃথিবীর সকল দেশই পাট বা পাটের অনুকল্প কোন তন্তু চাষের জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিবে, এই যুক্তি নিতান্ত অসার। কেননা বর্ত্তমান বৎসরে বাজারে পাটের এরূপ যোগান রহিয়াছে তাহা হইতে আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত খরচ চলিয়াও ৭০।৮০ লক্ষ বেল পাট উদ্বৃত্ত থাকিবে। উহার উপর আগামী জুলাই ও উহার পরবর্ত্তী মাসসমূহে যদি বাজারে ১ কোটী ১৫ লক্ষ বেল পাটের যোগান না হইয়া ৭০।৮০ লক্ষ বেল পাটেরও যোগান হয় তাহা হইলেও আগামী বৎসরে বাজারে পাটের অভাব পড়িবার কোন কারণ নাই। এই জন্য আগামী জুলাই মাস হইতে যে মরশুম আরম্ভ হইবে সেই সময় হইতে এক বৎসর কালের মধ্যে ৮০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু চটকলওয়ালাদের চাপে পড়িয়া বাঙ্গলা সরকার স্থির থাকিতে পারিতেছেন না বলিয়া মনে হইতেছে। ইতিমধ্যে গুজব রটিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকার গত পূর্ব্ব বৎসরে পাটচাষের জমির পরিমাণ সংশোধন করিয়া উহা আরও বেশী করিয়া দেখাইবেন এবং যে সমস্ত কৃষকের মোট জমির পরিমাণ দশ বিঘার কম তাহাদিগকে ইচ্ছামত জমিতে পাটচাষ করিতে দিবেন। এই গুজব যদি সত্য হয় তাহা হইলে চলতি বৎসরে গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায়ও বেশী পাট উৎপন্ন হইবে এবং আগামী মরশুমে কৃষক প্রতিমণ পাটের জন্য ৩।৪ টাকাও মূল্য পাইবে কি না সন্দেহ। গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ কোন নির্ব্বুদ্ধিতামূলক নীতি গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা বাঙ্গলার পাটচাষীর সর্ব্বনাশের পথই প্রশস্ত করিবেন।

দুই তিন বৎসর কাল টালবাহনা করিয়া বাঙ্গলার পাটচাষীর বহু কোটী টাকা ক্ষতি করার পর বাঙ্গলা সরকার যখন বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন, সেই সময়ে আমরা বলিয়াছিলাম যে, উহাতেও পাটচাষীর পক্ষে নিশ্চিন্ত হইবার কোন কারণ ঘটে নাই। কেননা বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর ইউরোপীয়ানদের প্রভাব খুব বেশী এবং উহাদের সমর্থনের জোরেই মন্ত্রিমণ্ডল টিকিয়া আছেন। এরূপ অবস্থায় বাধ্যতামূলক নীতি প্রবর্ত্তিত হইলেও চটকল-ওয়ালাদের চাপে পড়িয়া বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া বিচিত্র নহে। উহার ফলে বাধ্যতামূলক নীতি প্রবর্ত্তিত থাকা সত্ত্বেও পাটচাষীর স্বার্থের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। আমাদের এই আশঙ্কা বর্ত্তমানে সত্য বলিয়া পরিণত হইতে চলিয়াছে। তবে একটা কথা এই যে, বাঙ্গলায় ইউরোপীয়ান সমর্থিত মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়াছে এবং দেশবাসীর সকল দলের সমর্থিত একটী মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমানে পাটচাষীর উহাই একমাত্র আশা। ইউরোপীয়ানদের প্রভাব বর্জ্জিত মন্ত্রিসভাই পাটচাষীর স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে সমর্থ। অন্য কোন কারণে না হউক অন্ততঃ এইজন্য আমরা বাঙ্গলায় একটী সর্ব্বদল সমর্থিত মন্ত্রিসভা চাই। এরূপ একটী মন্ত্রিসভার আমলে আর যাহাই হউক পাটচাষীর ভাগ্য লইয়া ছেলেখেলা হইবে না এবং পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের নামে একটা প্রহসন করা হইবে না।

পণ্যদ্রব্যের আরও মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা (২)

একদিকে পণ্যদ্রব্যের যোগান হ্রাস এবং অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দেশবাসীর হাতে অধিকতর পরিমাণে অর্থাগম হেতু উহার চাহিদা বৃদ্ধি হেতু এদেশে জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য দিন দিন কি প্রকার ভয়াবহভাবে বাড়িয়া যাইতেছে তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমানে এই অবস্থার কিরূপ পরিণতি ঘটিতে পারে এবং উহার প্রতিকার কি, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

একথা হয়ত: অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন না যে, কোন দেশে যদি বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ কম হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশবাসীর হাতে অধিকতর অর্থাগম হেতু তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে পণ্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করা খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। উহার কারণ এই যে, যখনই পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে চড়িতে থাকে তখন জনসাধারণের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং যাহাদের হাতে টাকা থাকে তাহারা এই অবস্থায় প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহা মজুদ করিতে আরম্ভ করে। এই ভাবে বাজারে পণ্যদ্রব্যের একটা কৃত্রিম চাহিদা উপস্থিত হইয়া উহার যোগান দিন দিন আরও কমিতে আরম্ভ করে এবং ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য আরও চড়িয়া যায়। অন্যদিকে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অধিকতর মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। এই অবস্থা কিছুদিন চলিলে গবর্ণমেণ্টকে উহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারী এবং সরকারী কারখানাসমূহের মজুরগণকে অধিকতর বেতন ও ভাতা প্রদান করিতে হয়। এই কারণে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের হস্তস্থিত অর্থের পরিমাণ আরও বাড়িয়া গিয়া তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা আরও বর্দ্ধিত হয় এবং পণ্যমূল্যের উপর উহার আরও অনিষ্টকর প্রভাব পতিত হইয়া থাকে। তখন জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের ভাব আরও বাড়িয়া যায় এবং তাহারা যে কোন মূল্যে জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহা মজুদ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ে। উহার ফলে আবার পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যায় এবং এই কারণে গবর্ণমেণ্টের খরচা আবার বাড়িয়া গিয়া জনসাধারণের হাতে আরও অধিকতর পরিমাণে অর্থাগম হইয়া থাকে। শেষে এমন অবস্থা ঘটে যখন পণ্যদ্রব্যের মূল্য এমন ভাবে চড়িয়া যায় যাহার ফলে জনসাধারণ সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ২।১ মাসের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীও সংগ্রহ করিতে পারে না। এই অবস্থায় দেশের লক্ষ লক্ষ লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে এবং উহার ফলে একদিকে সরকারী রাজস্বের পরিমাণ অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যায় এবং অন্যদিকে গবর্ণমেণ্টের খরচা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও এই অবস্থার প্রতিকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। ফলে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি উপস্থিত হইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল কাঁপিয়া উঠে। ইংরাজী ভাষায় এইরূপ একটা অবস্থাকে 'ইনফ্লেশন' বলা হইয়া থাকে। গত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পরে জার্ম্মানী ও অন্যান্য ২।১টী দেশে এইরূপ একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়া পণ্যদ্রব্যের মূল্য সহস্র এমন কি লক্ষগুণ চড়িয়া গিয়াছিল। এই ধরণের একটা অবস্থাকে রাজনীতিক ও অর্থনীতিকগণ চূড়ান্তরূপ ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কারণ দেশব্যাপী বিপ্লব অপেক্ষাও এই অবস্থা অধিকতর মারাত্মক। ভারতবর্ষে এইরূপ একটা অবস্থার উদ্ভব না হইলেও বর্ত্তমানে যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, এদেশে উহার সূচনা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য এখন হইতে কোন কার্য্যকরী প্রতিকারপন্থা অবলম্বন না করেন তাহা হইলে ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পরে জার্ম্মানীতে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল ভারতবর্ষেও তাহা ঘটা বিচিত্র নয়।

এই অবস্থার প্রতিকার কি ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা তাহা শিক্ষালাভ করিতে পারি। যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান যতটা হ্রাস পাইয়াছে এবং সামরিক কারণে জনসাধারণের হাতে অর্থের অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ যতটা বাড়িয়াছে তাহার তুলনায় ইংলণ্ডে পণ্যদ্রব্যের যোগান অনেক বেশী হ্রাস পাইয়াছে এবং সাধারণের হাতে অর্থের পরিমাণ অনেক বেশী বাড়িয়াছে। উহার কারণ এই যে, ইংলণ্ডের লোক অন্নবস্ত্রের জন্য বহির্দেশের উপর যত বেশী নির্ভরশীল ভারতবর্ষ কোন দিনই এজন্য তত নির্ভরশীল ছিল না এবং এখনও নাই। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে সামরিক প্রয়োজনে বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যহ ২৫।৩০ লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয় করিতেছেন—সেই স্থলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যহ ২০ কোটী টাকা করিয়া খরচ করিতেছেন এবং এই টাকার প্রায় সাকুল্য অংশ ইংলণ্ডের জনসাধারণের হাতেই পতিত হইতেছে। কাজেই ভারতবর্ষের তুলনায় ইংলণ্ডে পণদ্রব্যের মূল্য অনেক বেশী হওয়ারই কথা। কিন্তু বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই এই অবস্থার চূড়ান্তরূপ প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হওয়ার জন্য উহারা এই যুদ্ধের মধ্যেও দেশের অভ্যন্তরে কৃষি, পশুপক্ষী পালন ইত্যাদির উপর অত্যধিক জোর দিয়া দেশে খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন অনেক বাড়াইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ দেশে যে পরিমাণ জিনিষপত্র রহিয়াছে তাহার যাহাতে কেহ কোনরূপে অপচয় করিতে না পারে এবং কোন ব্যক্তি উহা প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবে মজুদ করিয়া যাহাতে পণ্যদ্রব্যের বাজারে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি না করিতে পারে এজন্য গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই পণ্যদ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে মাত্র পেট্রলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে রুটী, মাখন, মাছ, মাংস, ফল, কাপড় ইত্যাদি সমস্ত জিনিষেরই ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ দেশে হাতে টাকা থাকিলেও এক্ষণে কেহ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। এদিকে দেশের অধিবাসীদের হাতে সমর-সরঞ্জামের মূল্য, বেতন, ভাতা, মজুরী ইত্যাদিতে যে কোটী কোটী টাকা অতিরিক্ত হিসাবে জমা হইতেছে তাহার অধিকাংশ গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া ও সমর ঋণ দ্বারা টানিয়া লইতেছেন। ফলে হাতে অধিক অর্থ আমদানী হওয়া সত্বেও দেশবাসীর ক্রয়-ক্ষমতা তেমন ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে না। এইভাবে একদিকে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের

(৯১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতের অর্থ-নীতিক অবস্থা

বৃটীশ রাজনীতিক ও সংবাদপত্রসমূহ সময়ে অসময়ে একথা বলিয়া থাকেন যে, ইংরাজ রাজত্বের আমলে ভারতের জনসাধারণ খুব সুখে শান্তিতে বসবাস করিতেছে। একদিকে ভারতের জনসাধারণকে স্তোকবাক্য দিয়া প্রবোধ দেওয়া এবং অন্য দিকে সমগ্র জগতের নিকট বৃটীশ শাসনের মহিমা কীর্ত্তন করাই এই ধরণের মতবাদ প্রচার করিবার প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে ভারতবাসীর তরফ হইতে এই শ্রেণীর উক্তির বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ হইয়াছে। কিন্তু বৃটীশ রাজনীতিক ও সংবাদপত্রসমূহ উহাতে দমিবার পাত্র নহেন। সম্প্রতি লণ্ডনের সুবিখ্যাত অর্থনীতিক সাপ্তাহিক 'ষ্টেটিষ্ট' এই ধরণের একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পত্রের মতে ভারতের বর্ত্তমান অর্থনীতিক অবস্থা খুব নির্দ্দোষ এবং উহাকে ভারতে বৃটীশ শাসনের অন্যতম সুফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বৃটিশ শাসক ও বৃটীশ চিন্তাবিদগণ ভারত সরকারের বাজেটের অবস্থাকেই ভারতের অর্থনীতিক অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লইয়া থাকেন। একটা দেশের অর্থনীতিক অবস্থা বলিতে প্রধানতঃ যে উক্ত দেশের অধিবাসী জনসাধারণের আর্থিক অবস্থাই বুঝায়, উহা তাঁহারা কখনও স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু ভারত সরকারের বাজেটের অবস্থাই কি নির্দ্দোষ? ভারতবর্ষের জনসাধারণ এত দরিদ্র যে স্বাভাবিক সময়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ ট্যাক্স বসাইয়া বৃটীশ ভারতের ৩৫ কোটী লোকের নিকট হইতে বৎসরে ১০০ কোটী টাকার বেশী আদায় করিতে পারেন না। এই ১০০ কোটী টাকার অধিকাংশ সামরিক ও পুলিশ বিভাগের জন্য ব্যয় হইয়া যায় এবং বাকী টাকা হইতে উচ্চ বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন ও ঋণের সুদ দিয়া দেশে জাতি গঠনমূলক কাজের জন্য কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এদেশে বাজেটের টাকা হইতে শিক্ষাবিস্তার, চিকিৎসা, শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, বিভিন্ন ব্যাপারে গবেষণা ও তথ্যতালিকা সংগ্রহ, কৃষির উন্নতি ইত্যাদি জাতিগঠনমূলক কাজে যে অর্থব্যয় হয়, তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার। কিন্তু জাতিগঠনমূলক কাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের ঠাট বজায় রাখিতে এবং দেশবাসীকে পাহারা দিতে যে অর্থব্যয় হয় তাহাও তাঁহারা সঙ্কুলান করিতে সমর্থ নহেন। গত কয়েক বৎসরে ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহের বাজেট বিবেচনা করিলে আমাদের এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালের শেষে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫৯ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা—উহা ১৯৩৮-৩৯ সালের শেষে ১৬৩ কোটী ২০ লক্ষ, ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে ১৬৭ কোটী ৬১ লক্ষ এবং ১৯৪০-৪১ সালের শেষে ১৭০ কোটী ৩১ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের ব্যয়ের তুলনায় আয়ে ঘাটতির পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারত সরকারের বাজেটেও ঘাটতি চলিতেছে এবং প্রত্যেক বৎসরেই গবর্ণমেণ্ট নূতন ট্যাক্স বসাইয়া এই ঘাটতি পূরণ করিতেছেন। উহা সত্ত্বেও 'ষ্টেটিষ্টের' মত একটা বিশেষজ্ঞ সংবাদপত্র ভারতের আর্থিক অবস্থা নির্দ্দোষ বলিয়া কি ভাবে ঘোষণা করিতে পারেন, তাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট যদি দরিদ্র দেশবাসীর উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়া কোন রকমে নিজেদের অমিতব্যয়িতার খোরাক সংগ্রহ করিতেও পারেন, তাহা হইলেও ভারতের আর্থিক অবস্থাকে নির্দ্দোষ বলা যায় না। এক একটা দেশের জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা দ্বারাই উক্ত দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি সূচিত হইতে পারে। আর জনসাধারণ যদি সমৃদ্ধ হয় তাহা হইলেই গবর্ণমেণ্টের সমৃদ্ধি আসিতে একদিনও বিলম্ব হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের আমলে একটা কৃত্রিম স্বচ্ছলতার কথা ছাড়িয়া দিলে এদেশের জন-সাধারণের আর্থিক অবস্থা দিন দিন অবনতির পথেই ধাবিত হইতেছে। জনসাধারণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের ব্যবহারের পরিমাণ দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহায়িতভাবে প্রমাণিত হয়। জাতীয় উন্নতি ও সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশের লোকেরই জীবন-যাত্রার উন্নতি ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বের তুলনায় আয় বাড়িলে সকলেই আহার বিহার সকল দিক দিয়া অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সেরূপ কোন অগ্রগতি তো লক্ষিতই হইতেছে না বরং দারিদ্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের জীবনযাত্রার ধারা ক্রমেই নিম্নদিকে ধাবিত হইতেছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে মিঃ জি ডি বিড়লা বিহারের 'সার্চ্চ লাইট' পত্রে একটী প্রবন্ধে যে সমস্ত তথ্যতালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে উহা প্রমাণিত হইবে। মিঃ বিড়লা বলেন—১৯৩০-৩১ সালে ভারতবর্ষে ১১ লক্ষ ২১ হাজার টন চিনি, ২২ কোটী ৭৮ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন তৈল এবং ১৮ হাজার ৪৮৯ গ্রোস দিয়াশলাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ঐ সব জিনিষ ব্যবহৃত হইয়াছে যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৭৪ হাজার টন, ২২ কোটী ২০ লক্ষ গ্যালন ও ২১ হাজার ৯৬৯ গ্রোস। ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষে ৬০১ কোটী গজ বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল—১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ব্যবহৃত বস্ত্রের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬১৬ কোটী গজ। ১৯৩০-৩১ সালে ভারতের অধিবাসিবৃন্দ ৫৪ কোটী ৭ লক্ষ পোষ্টকার্ড ব্যবহার করিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে এদেশে ৩৭ কোটি ১৮ লক্ষ পোষ্টকার্ড ব্যবহৃত হই-য়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় ভারত-বাসীর জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের মধ্যে কোন কোন জিনিষের ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়াছে এবং কোন কোন জিনিষের ব্যবহার সামান্য কিছু বাড়িয়াছে। অথচ ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের জনসংখ্যা শতকরা ১৫ জন বাড়িয়াছে। সেই হিসাবে ভারতবাসী জীবনযাত্রার আদর্শের বিন্দুমাত্র উন্নতি না করিলেও তাহাদের দ্বারা ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় এই সব জিনিষ শতকরা ১৫ ভাগ বেশী ব্যবহার করা উচিত ছিল। দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চলাফেরার ঝোঁকও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু ১৯৩০-৩১ সালে ভারতের রেলপথসমূহে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫৫ কোটী ৮ লক্ষ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক বরং উহা কমিয়া ৫১ কোটী ৩৫ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। এদেশের জনসাধারণ এত দরিদ্র যে, তাহারা যাহা না হইলে চলে না সেই পরিমাণ কাপড়, চিনি, কেরোসিন তৈল,

দেশলাই, পোষ্টকার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করে। মাথা পিছু এই শ্রেণীর জিনিষের ব্যবহার কমিয়া যাওয়ার সুস্পষ্ট অর্থই হইতেছে যে, দেশবাসী গত ৮।১০ বৎসরের মধ্যে অধিকতর দরিদ্র হইয়াছে এবং পূর্ব্বে তাহারা যে সামান্য পরিমাণ কাপড়, চিনি ইত্যাদি ব্যবহার করিত এখন তাহারা তাহাও ব্যবহার করিতে পারিতেছে না।

সুতরাং কি সরকারী বাজেটের দিক, কি জনসাধারণের জীবনযাত্রার আদর্শের দিক—কোন দিক হইতেই ভারতের আর্থিক অবস্থাকে কেহ নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করিতে পারে না। ভারতের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা যদি বৃটীশ শাসনের অন্যতম সুফল বলিয়া 'ষ্টেটস্' পত্র মনে করেন, তবে এজন্য ইংরাজ জাতির গৌরববোধ না করিয়া লজ্জায় মাথা হেট করাই উচিত। কিন্তু যাহারা জানিয়া শুনিয়া ভারতবাসীকে স্তোকবাক্য দিয়া প্রবোধ দিতে চাহে এবং জগতের সমক্ষে নিজদিগকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে চাহে, তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া লাভ কি?

[পণ্যদ্রব্যের আরও মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা (২)]

পরিমাণ বৃদ্ধি, অন্যদিকে পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও অপর দিকে ট্যাক্স ও সমর ঋণের সাহায্যে জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস করিয়া গবর্ণমেণ্ট উক্ত দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্যকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। 'কমার্স' পত্রের লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ইংলণ্ডের অধিবাসীদের আয়ের পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি এবং দেশে বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পাইলেও যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্ত দেশে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহার মধ্যে যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে উহা শতকরা ১০ ভাগ মাত্র বাড়িয়াছে। অথচ ভারতবর্ষে (কলিকাতার পাইকারী দর) যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াছে শতকরা ৩১ ভাগ।

এখন বিবেচ্য হইতেছে যে, ভারতবর্ষে পণ্যমূল্যের ভয়াবহরূপ ঊর্দ্ধগতি রোধ করার ব্যাপারে ভারত সরকার ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত কতটা অনুসরণ করিতে পারেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে ট্যাক্স ও সমর ঋণ দ্বারা জনসাধারণের হস্তস্থিত ক্রয়-ক্ষমতা যেভাবে টানিয়া লইতেছেন, ভারতবর্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। ইংলণ্ডের লোক জীবন-মরণ সঙ্কট ভাবিয়া স্বেচ্ছায় ও সানন্দে অত্যধিক ট্যাক্সভার মাথা পাতিয়া লইয়াছে। বস্তুতঃ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর উক্ত দেশের জনসাধারণের তরফ হইতেই ট্যাক্সভার বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। সমর ঋণের ব্যাপারেও ধনী দরিদ্র সকলে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতেছে। নানা কারণে ভারতবর্ষে সেরূপ অবস্থা বর্ত্তমান নহে। এদেশে এখন ট্যাক্স বাড়াইতে গেলে অথবা অধিকতর পরিমাণে সমর ঋণ সংগ্রহ করিতে চাহিলে দেশব্যাপী অসন্তোষ আরও তীব্র হইবারই আশঙ্কা রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি বর্ত্তমানে দেশবাসীর রাজনীতিক আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে রাজী হইতেন তাহা হইলে তাঁহারা নিঃসন্দেহে অধিকতর ট্যাক্স ও সমর ঋণ পাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের সেরূপ কোন মনোভাব দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির গতি রোধ করিতে হইলে (গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের দিক হইতেই উহা অধিকতর প্রয়োজন) দেশে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সম্ভবপর স্থলে ইংলণ্ডের অনুকরণে পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি বর্ত্তমানে দেশে প্রচলিত কলকারখানাগুলির কাজের সম্প্রসারণ, সম্ভবপর স্থলে নূতন কলকারখানা স্থাপন ও কৃষির উন্নতির জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেন এবং এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে কয়েক মাসের মধ্যে দেশে পণ্যদ্রব্যের যোগান উল্লেখ-যোগ্য ভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে। সম্ভবপর স্থলে এদেশে পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ যে খুব কঠিন কাজ নহে তাহা পেট্রলের ব্যাপারে প্রমাণিত হইয়াছে। মোটের উপর পণ্যদ্রব্যের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়া দেশে যে সঙ্কটজনক অবস্থার সূচনা করিয়াছে তাহা এখনও গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু এই ব্যাপারকে দীর্ঘদিন উপেক্ষা করিলে উহা আর আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে না। দুঃখের বিষয় যে এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে সম্পূর্ণ সজাগ আছেন তাহার এখন পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট কি এখনও অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতিকারে অগ্রসর হইবেন?

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন

১৯৪২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী রেলওয়ে বাজেট উপস্থাপিত হইবে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সাধারণ আলোচনা চলিবে ও ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী ভোট গ্রহণ করা হইবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ বাজেট পেশ করা হইবে ও ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত সাধারণ আলোচনা চলিবে এবং ৭ই, ৮ই ও ৯ই মার্চ্চ ভোট গ্রহণ করা হইবে। ১২ই ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী এবং ১লা মার্চ্চ বে-সরকারী প্রস্তাবের ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২৪শে মার্চ্চ এবং ২রা এপ্রিল বে-সরকারী বিলের আলোচনার জন্ত নির্দ্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় পরিষদের বৈঠক আরম্ভ হইবে।

কেন্দ্রীয় পাট কমিটী

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটির ১৯৪০-৪১ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে উক্ত কমিটী পাট সম্বন্ধে সুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইয়াছেন। অধিকতর ফল এবং উন্নত ধরণের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ আঁশযুক্ত পাট উৎপন্নের প্রচেষ্টায় কমিটীর ঢাকার গবেষণাগারে নানা প্রকারের পাটবীজ সংমিশ্রণে নূতন ধরণের পাট উৎপন্ন ও চাড়া বাছাই হইতেছে। উচ্চতা ও আকারের পরিমাণানুযায়ী পাটের তারতম্য হয়, ইহাও ছয় প্রকার বিশেষ পাট পরীক্ষা দ্বারা বুঝা গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের পাটের যে বিভিন্ন গুণ হইবে তাহা ঠিক নহে। ঢাকার গবেষণাগারে অন্যান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পাটের রোল, পোকার অত্যাচার, রং, আঁশের বৈগুণ্য প্রভৃতির পরীক্ষা চলিতেছে। বাংলা সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন আবহাওয়া ও জমি সম্বন্ধে পাটের উৎপাদনের সম্পর্ক নির্ণয়কল্পে এই প্রদেশে আরও তিনটী গবেষণাগার স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। পাটের সূতা প্রস্তুত সম্পর্কে আঁশের গুণাদি পরীক্ষা টালিগঞ্জ গবেষণাগারে চলিতেছে। পাটের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্প্রসারণের জন্ত গবর্ণমেণ্ট আবশ্যকীয় গৃহাদি শীঘ্রই নির্ম্মাণ করিবেন। বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে কমিটীর অভিমত হইতেছে এই যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতে আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির চাহিদা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইয়া আসিতেছে।

ভারত হইতে সিগারেট সরবরাহ

দেশরক্ষা বাহিনীগুলির জন্ত ভারতবর্ষ হইতে বহু কোটি সিগারেট সরবরাহ করা হইয়াছে। বৃটীশ ও ভারতীয় সৈন্তদের জন্ত সম্প্রতি ১১৮ কোটি ২ লক্ষ সিগারেট সরবরাহের একটি অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। ইহার জন্ত টেণ্ডার আহ্বান করিয়া কয়েকটী কারখানার মধ্যে এই অর্ডারটী বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বহু সিগারেট তৈয়ারীর কারখানা চলিতেছে। সরবরাহ বিভাগের খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কীয় ডাইরেকটোরেটের ইন্‌স্পেক্টর মাঝে মাঝে এই সকল কারখানায় প্রস্তুত সিগারেটের নমুনা লইয়া কসৌলীর সামরিক খাদ্যদ্রব্যের পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্ত পাঠাইয়া থাকেন। যে সকল কারখানার নমুনা মনোনীত হয়, তাহাদের নাম অনুমোদিত তালিকায় রাখা হয় এবং ভবিষ্যতে অর্ডার স্থাপনের সময়ে ইহাদের নাম বিবেচনা করা হয়।

কাপড়ের শ্রেণী নির্দ্ধারণ

বাংলার অপেক্ষাকৃত গরীব জনসাধারণের মধ্যে যে সকল শ্রেণী শাড়ী কাপড়, ধুতী, লুঙ্গী, লংক্লথ ও সূতা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাহার প্রকার ভেদ নির্দ্ধারণ করিবার সমস্তার বিষয় বাংলা সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার মিলমালিক সমিতির পরামর্শ ও সহযোগিতা চাহিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে কাটতি হয় এইরূপ কাপড় একবৎসরে কি পরিমাণ ব্যবহৃত হইতে পারে এবং কোন কোন প্রকার কাপড়কে 'জনপ্রিয়' বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে একটী পরিকল্পনার কথা জানাইবার জন্ত মিলমালিক সমিতিকে বাংলা সরকার অনুরোধ করিয়াছেন

বৃটীশ ভারতে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সংখ্যা

১৯৪০ সালে বৃটীশ ভারতে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের শেষে যে ৬টি ধর্ম্মঘট চলিতেছিল, তাহা লইয়া এবৎসরে মোট ধর্ম্মঘটের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩২২টী; ১৯৩৯ সালে এই ধর্ম্মঘটের সংখ্যা ছিল ৪০৬টী। ১৯৪০ সালে ধর্ম্মঘটসমূহে ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার জন শ্রমিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; ১৯৩৯ সালে ধর্ম্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৯ হাজার জন। এই সকল ধর্ম্মঘটে ১৯৪০ সালে ৭৫ লক্ষ ৭৭ হাজার দিন এবং ১৯৩৯ সালে ৪৯ লক্ষ ৯৩ হাজার দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে কাপড়ের কল ও চটকলসমূহে শতকরা ৪২.২ ভাগ ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্লাষ্টারে তৈরী মোটর গাড়ী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড কোম্পানী ১২ বৎসরের চেষ্টায় প্লাষ্টার দ্বারা মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সম্প্রতি নিউইয়র্কে প্রথম প্লাষ্টার-নির্ম্মিত মোটর গাড়ীর প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবের উদ্বোধন কালে মিঃ হেনরি ফোর্ড গাড়ীখানির এক পার্শ্বে কুঠার দ্বারা জোরে আঘাত করেন। কুঠারের আঘাতে গাড়ীর গায়ে কোন প্রকার ক্ষতের চিহ্ন দেখা যায় নাই। সাধারণতঃ লৌহপাতে তৈরী গাড়ীতে কুঠারাঘাত করিলে লৌহপাত কাটিয়া যাইতে দেখা যায়। প্লাষ্টার প্রস্তুত হয় তূলা, গম, সয়াবীন ও শস্য ডাটার দ্বারা। রিইনফোর্সড কংক্রিট্‌ যেমন লোহার শিকের কাঠামো জুড়িয়া ঢালাই করা হয়, তেমনি লোহার নলের কাঠামোর উপর এই প্লাষ্টার জমাট বাঁধান হয়। প্লাষ্টার ব্যবহারের ফলে লৌহ ও অন্যান্য ধাতু বাঁচিয়া যাইবে। ইহা সমরোপকরণ নির্ম্মাণেও ব্যবহার করা যায়।

ভারতীয় সৈন্যদের পোষাক

এবারের যুদ্ধে ১৯৪০-১৯৪২ সালের মধ্যে দুই বৎসরে ভারতীয় সৈন্যদের যে পরিমাণ পোষাক পরিচ্ছদের প্রয়োজন হইয়াছে, বিগত মহাযুদ্ধে ১৯১৪-১৯১৮ সালে এই চার বৎসরের পোষাকের মোট পরিমাণের অপেক্ষা তাহা ইতিমধ্যেই বেশী হইয়াছে। নিম্নে এবারের যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের মোট পোষাক ব্যবহারের হিসাব দেওয়া হইল :—১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ২০ লক্ষ পোষাক। ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১ কোটী ৯০ লক্ষ পোষাক। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৩ কোটি ৩০ লক্ষ পোষাক। এই ২ বৎসরে মোট ৫ কোটি ৪০ লক্ষ পোষাক দরকার হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে বিগত মহাযুদ্ধে ৪ বৎসরে প্রয়োজন হইয়াছিল মোট ৪ কোটি ২০ লক্ষ পোষাক।

পেট্রল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আরও কড়াকড়ি

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, আগামী বৎসরের প্রথমে পেট্রল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আরও কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কিম্বা অন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে পেট্রল মজুত রাখার উদ্দেশ্যে প্রাইভেট গাড়ীগুলির জন্য খুব সামান্য পরিমাণ পেট্রল দেওয়া হইবে কিম্বা মোটেই দেওয়া হইবে না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পেট্রল সরবরাহের সম্ভাবনা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাতেই এই সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা করার কথা বিবেচনা করা হইতেছে।

লৌহ ও ইস্পাতের হিসাব

বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাত যাহাতে নিয়মিত-ভাবে পাওয়া যায় তজ্জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন রং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও বল্টু ইত্যাদি তৈয়ারীর প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহাদের ১৯৪২ সালের লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদার হিসাব চাহিয়াছেন।

ব্রহ্মে ভারতীয় চিনির বিক্রয়

ব্রহ্ম সরকারের বাণিজ্য সচিব সম্প্রতি বলিয়াছেন যে ব্রহ্মদেশে যে চিনি প্রস্তুত হয় তাহাতে ব্রহ্মের চাহিদা না মিটিলে ভারতবর্ষ হইতে চিনি আমদানী করিয়া এইরূপ চাহিদার যোগান দেওয়া হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৩০ হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে ব্রহ্মে ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ ছিল গড়পড়তা ৩৪ হাজার টন। ১৯৪০-৪১ সালে ব্রহ্মে চিনি ব্যবহারের পরিমাণ ৩৯ হাজার ২৩৮ টনে পৌছিয়াছে। এই চাহিদার সহিত স্বাভাবিক অবস্থার কোনই সম্পর্ক নাই। ভারতবর্ষ হইতে চিনি আমদানী করিয়া স্বাভাবিক চাহিদা মিটান হইয়াছে। অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি মজুদের ফলে আগামী বৎসরে ব্রহ্মের চিনি উৎপাদন যাহাতে ব্যাহত না হয়, তজ্জন্যই সরকার চিনি আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

পাঞ্জাবে নূতন চর্ম্মশিল্প অঞ্চল

সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, সম্প্রতি পাঞ্জাবে একটি চর্ম্মশিল্প অঞ্চল গঠনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অমৃতসহরে ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম ও জিন প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার জন্য একটি শাখা কারখানা স্থাপন করা হইবে। এই নূতন অঞ্চলটি লইয়া ভারতবর্ষে তিনটি চর্ম্মশিল্প অঞ্চল স্থাপিত হইল। অপর দুইটি বাঙ্গলা দেশ ও যুক্তপ্রদেশে অবস্থিত। এই নবগঠিত অঞ্চলে চর্ম্মশিল্পের জন্য যে সকল ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইবে তাহাও যাহাতে এই অঞ্চলেই প্রস্তুত হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে।

বস্ত্র-শিল্পের পরামর্শ কমিটি

সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বস্ত্র শিল্পের প্রতিনিধিদের লইয়া সম্প্রতি একটি পরামর্শ সভা গঠিত হইয়াছে। ইহার সভ্যসংখ্যা ১১ জন। বোম্বাইএর তুলা ও বস্ত্র সম্পর্কিত ডিরেক্টরের সহিত ইহা সংযুক্ত থাকিবে। সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলকে কার্পাসজাত বস্ত্র প্রস্তুত শিল্প সম্পর্কীয় তথ্য সম্বন্ধে পরামর্শ দানই এই সভার কাজ হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়, বিভিন্ন কারখানার মধ্যে যুদ্ধ অর্ডার বণ্টন এবং মূল্য নির্দ্ধারণের নীতি স্থির করা সম্বন্ধে এই কমিটি বিশেষভাবে উপদেশ দিবেন।

জমিদারগণের প্রতিবাদ সভা

কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্য করিবার জন্য প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গত ২৪শে নবেম্বর ময়মনসিংহের মহারাজার আলেকজান্দার প্রাসাদে ময়মনসিংহ জেলার জমিদার শ্রেণীর একটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, প্রস্তাবিত বিল আইনে পরিণত হইলে বাঙ্গলার জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ নষ্ট হইবে। উহার ফলে জমিদারদের বর্ত্তমান আয়ের শতকরা ১৫ ভাগ দেখিতে দেখিতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

আগামী ১০ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই মরশুমে মাত্র চারিদিন অধিবেশন হইবে। তন্মধ্যে তিন দিন সরকারী এবং একদিন বে-সরকারী কাজ হইবে। এই মরশুমে সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক বিবেচিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন (কলকারখানা অঞ্চল সংক্রান্ত) সংশোধন বিল ও বঙ্গীয় শিল্পে সরকারী সাহায্য বিষয়ক আইন সংশোধন বিল এবং ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল আলোচিত হইবে। বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত বঙ্গীয় উপদ্রুত অঞ্চল অর্ডিনান্স ব্যবস্থাপক সভার প্রথম দিনের অধিবেশনে পেশ করা হইবে।

ভারতীয় গম ক্রয় বন্ধ

গত ২৪শে নবেম্বর তারিখ রয়টারের এক তারের সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ খাদ্য সচিব বর্ত্তমানে উচ্চ মূল্যে আর ভারতীয় গম ক্রয় করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি এবং ভারত সরকার উভয়েই অবস্থা অনুকূল বলিয়া বিবেচিত না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় গম ক্রয় না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রতি মণ গমের ৪।৵০ আনা দরই তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ দর বলিয়া মনে করেন এবং ভারতের প্রধান প্রধান বাজারগুলিতে গমের মূল্য ইহা অপেক্ষা অধিক বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু গমের মূল্য উহা অপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বাজার চলতি দরে সামরিক উদ্দেশ্যে ভারতে গম ক্রয় করিতে হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কোন কোন মহল অনুমান করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট একজন গম কণ্ট্রোলার নিয়োগের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

ভারতের নবনিযুক্ত হাই কমিশনার

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার স্যার মহম্মদ আজিজুল হক স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের স্থলে ভারতের হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। স্যার ফিরোজ খাঁ নুন বর্ত্তমানে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য। স্যার আজিজুল হক আগামী মার্চ্চ মাসে তাঁহার নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

পুনরায় লোকগণনার দাবী

বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনে বহুবিধ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাঙ্গলায় পুনরায় লোকগণনার দাবী অন্যতম। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গলার সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপ বিমুক্ত হইয়া কাজ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা সরকারের হস্তক্ষেপ বিমুক্ত হইয়া ভারত সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে পুনরায় বাঙ্গলার আদমসুমারীর ব্যবস্থা করা হউক। যে আদমসুমারী হইয়াছে তাহাতে হিন্দুদের সংখ্যা সঠিকভাবে রেকর্ড করা হয় নাই। এই সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া যেন গবর্ণমেণ্ট কোন স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন না করেন।

ইণ্ডিয়ান পেইণ্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন

ভারতীয় রং, বার্ণিশ ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারকদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রং ও বার্ণিশ প্রভৃতি শিল্পের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা 'ইণ্ডিয়ান পেইণ্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন' নামে একটি স্বতন্ত্র সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। ভারতের প্রায় সমুদয় দেশীয় রং ব্যবসায়ী এই সঙ্ঘের সভ্য হইয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এবং এই চেম্বারের ১০২এ ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ঠিকানায় উক্ত সঙ্ঘের অফিস খোলা হইয়াছে।

স্বদেশী সেলাইয়ের কল

পাঞ্জাবের একটী কারখানায় সেলাইয়ের কল প্রস্তুত হইতেছে। দেশ-রক্ষাবাহিনীর প্রয়োজনে এগুলি ব্যবহার করা যায় কিনা তাহা শীঘ্রই পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

সৈন্য বিভাগের জন্য পোষাক সরবরাহ

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন পর্য্যন্ত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই সাজাহানপুরের সামরিক পোষাক তৈয়ারীর কারখানাতে প্রস্তুত হইত। তখন এই কারখানাটীতে প্রত্যহ প্রায় ৮ শত দর্জ্জি কাজ করিত। এই কারখানায় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১ লক্ষ ২০ হাজার জামা প্রস্তুত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের অধীনে ১১টী দর্জ্জিশালায় এখন মাসিক ৭০ লক্ষেরও উপর পোষাক তৈয়ারী হইতেছে। ১৯৪১ সালের প্রথম ৬ মাসে ৩০ লক্ষ হাফপ্যাণ্ট ও ৩০ লক্ষ সার্ট সরবরাহ করা হইয়াছে। মোজা এবং সোয়েটার প্রভৃতি ছাড়াই মোট প্রায় ৪ শত প্রকারের জামা কাপড় এই কারখানায় তৈয়ারী হইতেছে। ইহা ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ৮০টী পোষাক বিক্রেতার নিকটে বর্ত্তমানে ৬৫ রকম বিভিন্ন শ্রেণীর জামা ও কাপড়ের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে রত দর্জ্জিদের সংখ্যা হইতেছে প্রায় ৫৫ হাজার।

ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে বিবাহের খতিয়ান

১৯৪০ সালে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ২ শত ৬৭টী বিবাহ হইয়াছে। এইরূপ বিবাহের সংখ্যা ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৮ হাজার ৫ শত ৭৩টী বেশী দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪০ সালে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে জনসংখ্যার অনুপাতে বিবাহের হার হইতেছে প্রতি ১ হাজারে ২২.৬টী; ১৯৩৯ সালে ইহার হার ছিল প্রতি এক হাজার জন লোক পিছু ২১.২টী। ১৯১৫ সালে বিগত মহাযুদ্ধ কালীন ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৮ শত ৮৫টী বিবাহ হইয়াছিল; এবং তখনকার লোকসংখ্যার অনুপাতে এইরূপ বিবাহের হার ছিল প্রতি এক হাজার জন লোক পিছু ১৯.৪টী।

জাভা হইতে চিনি রপ্তানী

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে ৯১ হাজার ২৫৭ টন চিনি জাভা হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ চিনি রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬ শত ৩৬ টন।

কাপড়ের কলসমূহে অর্ডার

প্রকাশ, ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ ভারতের বস্ত্রকলসমূহের আগামী বৎসরে ৬০ কোটি গজ কাপড়ের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রাদির একটী বিরাট অর্ডার দিবেন।

সরবরাহ বিভাগের কাঠের অর্ডার প্রাপ্তি

সরবরাহ বিভাগ তক্তা, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের থাম এবং আরও দু'এক প্রকারের কাঠ সরবরাহ করিবার জন্য ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার একটী অর্ডার পাইয়াছেন। এই অর্ডারটী ছাড়া সরবরাহ বিভাগ এ পর্য্যন্ত ৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার তক্তা এবং কাষ্ঠ দ্রব্য ক্রয় করিয়াছেন।

ভারতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্ম্মাণ প্রচেষ্টা

পিতল বা কাঁচের স্কেল, সেট স্কোয়ার প্রভৃতি গাণিতিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে কলের সাহায্যে ধাতুর উপর দাগ খোদাই করিতে হয়। যাহাতে ভারতে ফটোগ্রাফিক প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ধাতুর বা কাঁচের উপর দাগ কাটিয়া ঐ সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারা যায় সেই সম্বন্ধে গাণিতিক যন্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য গবেষণা ও পরীক্ষা চলিতেছে।

পাঞ্জাবে ইক্ষু এবং গুড়

১৯৪০-৪১ সালে পাঞ্জাবে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে; এইরূপ ইক্ষু চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩১ ভাগ বেশী। আলোচ্য বৎসরে পাঞ্জাবে মোট গুড় উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৪ শত টন, অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে শতকরা ৪৮ ভাগ বেশী। ১৯৪০-৪১ সালে প্রতি একর ইক্ষু চাষের জমি পিছু ২৪ মণ করিয়া গুড় উৎপন্ন হইয়াছে।

মিশরে ভারতীয় কয়লা ও তামাকের চাহিদা

আলেকজেন্দ্রিয়ায় ভারত সরকারের যে বাণিজ্য প্রতিনিধি আছেন তিনি সম্প্রতি তাহার এক রিপোর্টে জানাইয়াছেন যে সুয়েজ খালের পূর্ব্বাঞ্চলে ভারতীয় কয়লার জন্য চাহিদা দেখা গিয়াছে। ইহা ছাড়া, ভারত হইতে 'ভার্জ্জিনিয়া' শ্রেণীর তামাক, কাঠ, ভেষজ এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমদানী করিবার জন্য মিশরের ব্যবসায়ীরা আগ্রহ দেখাইতেছে।

বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানী

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৪ কোটি ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুমোদিত মূলধন সম্বলিত ৫৫টী যৌথ কোম্পানী বাংলা দেশে রেজিষ্টিকৃত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশে চীনা বাদামের চাষ

বর্ত্তমানে বোম্বাই প্রদেশে চীনা বাদামের ফসল তোলার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গুজরাটে অসময়ে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ ফসলের কতকটা ক্ষতি হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে চীনা বাদামের ফসল সন্তোষজনক হয় নাই। কর্ণাটকে চীনা বাদামের ফসল ভাল হইয়াছে।

তুলা বস্ত্র সরবরাহ পরামর্শ সমিতি গঠন

সরবরাহ বিভাগের একটী বিবৃতিতে জানা গিয়াছে যে, বস্ত্রশিল্পের ১১জন প্রতিনিধি লইয়া একটি পরামর্শ সভা গঠিত হইয়াছে। সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেলকে তুলা বস্ত্র নির্ম্মাণ শিল্প সম্পর্কীয় তথ্য সম্বন্ধে পরামর্শদান এই সভার কাজ হইবে।

পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি

কলিকাতা গেজেটের একখানা অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, বাংলা সরকার বঙ্গীয় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনানুযায়ী স্থির করিয়াছেন, ১৯৪২ সালে পাট চাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের ৮ ভাগের ৫ ভাগ হইবে। গেজেটে আরও বলা হইয়াছে যে, ১৯৪০ সালের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের ৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বাংলার লাট উক্ত আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী গঠিত পরামর্শ বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে ঘোষণা করিতেছেন যে, ১৯৪২ সালে সমগ্র বাংলাদেশে ১৯৪০ সালের চাষের জমির ১৬ ভাগের ১০ ভাগ পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা চলিবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলা উৎপাদন

১৯৪১-৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটী ১০ লক্ষ ২০ হাজার বেল (৫ শত পাউণ্ডে এক বেল) তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৩৬-৩৭ সালের পরে আলোচ্য বৎসরে সব চেয়ে কম পরিমাণ তুলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা তুলা উৎপন্নের পরিমাণ হইতেছে ২৩৩·৩ পাউণ্ড। ১৯৪০-৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলা উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ২৫ লক্ষ ৬৬ হাজার বেল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজ নির্ম্মাণ

প্রকাশ, ইংলণ্ড হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজ কিনিবার জন্য একটা বিরাট অর্ডার আসিয়াছে। আশা করা যায়, আগামী দুই বৎসরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫ হাজার টন হইতে ১৬ হাজার টন সম্বলিত ১২ শত জাহাজ নির্ম্মিত হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৯ সালে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৫২ টনের ২৮ খানি, ১৯৪০ সালে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭ শত ৩ টনের ৫৩ খানি এবং ১৯৪১ সালের প্রথম ছয় মাসে ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৭ শত ৮৯ টনের ৪০ খানি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯৪১ সালের সম্বৎসরে ১০ লক্ষ টনের ১১৫ খানি এবং ১৯৪২ সালে ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার টনের ৪ শত খানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য একটী পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে।

অর্থনীতিবিদগণের পরামর্শ সমিতি

ভারত সরকার অর্থনীতিবিদগণের যে পরামর্শ সমিতি গঠন করিয়াছেন, সেই সমিতি যুদ্ধোত্তর কালে কিভাবে ভারতে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন করা যায় সেই সম্বন্ধে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য নিম্নলিখিত সাব-কমিটী-গুলি গঠন করিয়াছেন :—

শ্রম এবং শ্রমিক নিয়োগ সাব-কমিটী—অধ্যাপক এস কে রুদ্র, ডাঃ এল সি জৈন এবং ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জি।

বাণিজ্য এবং বাণিজ্য সংরক্ষণ সাব-কমিটী—ডাঃ গয়ান কে চাঁদ, অধ্যক্ষ জে ডবু টমাস এবং ডাঃ এইচ এল দে।

শিল্প সাব-কমিটী—অধ্যাপক সি এন ভকিল, ডাঃ পি এস লোকনাথন, ডাঃ আর বালকৃষ্ণ এবং ডাঃ গয়ান কে চাঁদ।

অর্থ এবং মুদ্রা বিনিময় সাব-কমিটী—ডাঃ ভি কে, আর ভি রাও, মিঃ বি, পি, আদরকার, ডাঃ জে, পি নিয়োগী এবং ডাঃ এল, সি, জৈন।

জনহিতৈষণা কার্য্য এবং গভর্ণমেন্টের জন্য পণ্যক্রয় সাব-কমিটী—ডাঃ জে, পি, নিয়োগী, ডাঃ পি, জে, টমাস, ডাঃ বি, ভি, নারায়ণ স্বামী নাইডু এবং অধ্যাপক ডি, এল, ডিসুজা।

মহীশূর রাজ্যে কুটীর শিল্প

মহীশূর রাজসরকার মহীশূর রাজ্যে কুটীর শিল্প উন্নয়নের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা ১৯৪১-৪২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী তিন বৎসরে ব্যয়িত হইবে।

বিহারে ইক্ষু-সম্বন্ধে গবেষণা

প্রকাশ, বিহারে ইক্ষু চাষ উন্নয়ন এবং ইক্ষুর নানাবিধ ব্যাধির নিবারণ-কল্পে গবেষণা চালাইবার জন্য তিন বৎসরে ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতি ইহার তহবিল হইতে ২ লক্ষ ১ হাজার ২২০ টাকা ব্যয়মঞ্জুর করিয়াছেন।

যুদ্ধবীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ

গত বৎসরে যুদ্ধবীমার যে প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে এপর্য্যন্ত প্রিমিয়াম বাবদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। ২০ হাজার টাকা এবং তদূর্দ্ধ মূল্যের দ্রব্যাদির জন্য বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধবীমা প্রবর্ত্তনের জন্যও প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রতি ১ শত টাকায় প্রতিমাসে এক আনা হিসাবে প্রিমিয়াম দিবার যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তিত হইবে না বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

মুড়ি, চিড়া ও খইএর উৎপাদনের পরিমাণ

ভারতবর্ষে চাউল ও ধান্য হইতে প্রস্তুত যে সমস্ত পণ্য দ্রব্য রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুড়ি, চিড়া ও খই এই তিনটিই প্রধান। প্রতি বৎসর আনুমানিক ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টন ধান অর্থাৎ প্রায় ১০ লক্ষ টন চাউল হইতে উক্ত তিন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জাতীয় খাদ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয় বাঙ্গলা দেশে। বাঙ্গলায় প্রায় ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টন চাউল অর্থাৎ বাঙ্গলার মোট চাউল উৎপাদনের শতকরা ৮ ভাগ মুড়ি, চিড়া ও খই প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এই পরিমাণ সমগ্র ভারতের মুড়ি, চিড়া ও খই উৎপাদনের প্রায় অর্দ্ধেক। বাঙ্গলার পরেই যুক্ত প্রদেশের স্থান। উহার পরেই নাম করিতে হয় বিহার ও উড়িষ্যার। অন্যান্য প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যসমূহের উপরোক্ত তিনটি কুটির শিল্পজাত পণ্য খুব সামান্যই উৎপন্ন হয়। এই তিনটি পণ্য ব্যতীত চাউল হইতে আরও একপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। উহা হইতেছে চাউলের গুড়া। নানাপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত ও অন্যান্য কাজে উহার প্রয়োজন হয়। আনুমানিক হিসাব অনুসারে প্রতি বৎসর ভারতে ৫০ হাজার টন চাউলের গুড়া উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ অর্থাৎ ২০ হাজার টন গুড়া এক সিন্ধু দেশেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তুষের পরিমাণ

ধানের খোষা বা তুষ নানা অত্যাবশ্যক কাজে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া গড়পড়তা ৯০ লক্ষ ৮৮ হাজার টন তুষ পাওয়া যায়। এই তুষের একটা মোটা অংশ গৃহস্থের রন্ধন কার্য্যে ও বড় বড় চাউলের কলে বয়েলারের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু পরিমাণ গরু, মহিষ, গাধা প্রভৃতি গৃহ পালিত জন্তুর আহার্য্যের কিয়দংশরূপে ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমানে গুড়, রঞ্জন, তক্তজ বোর্ড প্রভৃতি প্রস্তুতের কাজে তুষ ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা চলিতেছে।

ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা

১৯৩৫ সালের গবাদি পশুর আদমসুমারী হইতে জানা যায়, ভারতবর্ষে মোট ২৩ কোটি গবাদি পশু আছে। এই সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর গবাদিপশুর মোট সংখ্যার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। তন্মধ্যে তিন বৎসর বয়সের গাভীর সংখ্যা ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ এবং দুগ্ধবতী মহিষের সংখ্যা ২ কোটি ৩ লক্ষ। পৃথিবীর গো-মহিষাদির এক তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষে থাকা সত্ত্বেও আমাদের মোট দুগ্ধ উৎপাদন ইউরোপের এক পঞ্চমাংশেরও কিছু কম। ভারতে দুগ্ধবতী গাভীর শতকরা মাত্র ৩½টি এবং দুগ্ধবতী মহিষ শতকরা মাত্র ৫টি সহরাঞ্চলে থাকে।

ভারতে যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ

ভারতবর্ষে ছোটখাটো যন্ত্রপাতি (মেসিন টুল) তৈয়ারীর শিল্পগুলি ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতেছে। ভবিষ্যতে সৈন্য বিভাগে এই সকল যন্ত্রের জন্য যে চাহিদা হইবে, ভারতে প্রস্তুত যন্ত্রেই তাহা মিটান সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়। একটী কারখানা বিভিন্ন প্রকারের 'প্রেস' যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছে বলিয়া সম্প্রতি সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং সেখানে কতগুলি যন্ত্রের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। একটী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এক বিশেষ প্রকার 'লেদ' যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে। গোলাগুলি প্রস্তুতের এক কারখানায় এই যন্ত্র পরিকল্পিত হইয়াছে।

পেট্রোল ও কেরোসিনের নূতন দর

বাঙ্গলার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চীফ্ কন্ট্রোলার এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ অনুসারে কলিকাতার পেট্রোল ও কেরোসিনের নিয়ন্ত্রিত দরের সংস্কার করা হইল। এই নিয়ন্ত্রিত মূল্য প্রাদেশিক করসমূহ হইতে বিমুক্ত নহে এবং গত ১লা ডিসেম্বর হইতে নিম্নে উল্লিখিত সময় পর্য্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে:—পেট্রোল—প্রতি গ্যালনের নিয়ন্ত্রিত দর ১৷৴৬ পাই (১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত)। কেরোসিন (উৎকৃষ্ট শ্রেণীর)—প্রতি ৮ ইম্পিরিয়াল গ্যালনের নিয়ন্ত্রিত দর ৬৷৵০ আনা (১৯৪২ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত)। কেরোসিন (নিকৃষ্ট শ্রেণীর)—প্রতি ৮ ইম্পিরিয়াল গ্যালনের নিয়ন্ত্রিত দর ৫৸৵৬ পাই (১৯৪২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত)। কেরোসিন (নিকৃষ্ট শ্রেণীর)—প্রতি ৮ ইম্পিরিয়াল গ্যালনের নিয়ন্ত্রিত দর ৫৷৴৬ পাই (১৯৪২ সালের ১লা মার্চ্চ হইতে ১৯৪২ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত)।

ভারতে পশম উৎপাদন

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৪ কোটী ৩০ লক্ষ মেষ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে এবং এই মেষগুলি বৎসরে প্রায় ৮ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পশম পাওয়া যায় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৩ কোটী ৮৫ টাকা মূল্যের পশমের জিনিষ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে বিদেশে পশমজাত জিনিষপত্রাদি রপ্তানী করা ভারত হইতে অনেক কমিয়া গিয়াছে। যাহাতে এই সকল পশম হইতে কম্বল, জামা, মোজা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সৈন্য বিভাগের প্রয়োজনের জন্য যোগান দেওয়া যায় সে বিষয়ে প্রচেষ্টা চলিতেছে। ভারত সরকারের কৃষিগবেষণা সমিতি যাহাতে মেষ প্রতিপালনের জন্য উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তদুদ্দেশ্যে পাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, মহীশূর এবং কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশে মেষ পালনের জন্য একটী পরিকল্পনা করিয়াছেন।

ভারতের দুগ্ধজ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী

আমদানী

	পরিমাণ (হন্দর হিসাবে)		মূল্য (টাকার হিসাবে)	
	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
মাখন	৭,৬৭৪	৮,২৩০	৭,২৮,৬৮১৲	৮,৫৭,৫৪৪৲
পনীর	১০,২৯৫	১০,৩৭৩	৭,৪৮,৪৩০৲	৭,৩৭,১৯৫৲
জমাট দুগ্ধ	৫৯,১১৫	৬২,০৬৮	১৯,৩৭,১৭৫৲	২০,০৫,১১৬৲
ঘৃত	৫৪,৫২৯	৪৬,৭০৪	২৯,৯৭,৪৪৫৲	২৫,৬৮,৭২০৲
অন্যান্য দুগ্ধজ খাদ্য	৮,৬৮৭	৯,৭১৮	১৭,০৮,৬৮৮৲	১৮,৩২,৩৫২৲

এই সকল দ্রব্য জাহাজযোগে ভারতে প্রেরিত হয়। কিন্তু ঘৃত সাধারণতঃ নেপাল, তিব্বত, সিকিম, ভুটান এবং আফগানিস্থান হইতে আমদানী করা হইয়া থাকে।

রপ্তানী

	পরিমাণ (হন্দর হিসাবে)		মূল্য (টাকার হিসাবে)	
	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
মাখন	৬,২২১	৬,৪৭৪	৫,৯৮,৯৫৫৲	৬,২৬,০০৭৲
ছানা	৭,৫০৭	৫,৫০০	১,৭৯,০৯৩৲	৭৫,১৫৪৲
পনীর	৩১	৫৪	২,০৫২৲	১,৯৫০৲
ঘৃত	৪৫,২২০	৫৩,৯৮০	২৮,৭৬,৪৩২৲	৩৪,৫৭,১২৩৲

জাভা হইতে চিনি রপ্তানী

১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে জাভা হইতে ৯৬ হাজার ৯৭১ টন চিনি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল; ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসের এইরূপ চিনির রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৬৫ হাজার ৯৩৭ টন।

জার্ম্মানীতে শিশুমৃত্যুর হার

১৯৪০ সালে জার্ম্মানীতে প্রতি ১ হাজার শিশুর মধ্যে ৬৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ইংলণ্ডে শিশু মৃত্যুর হার হইতেছে প্রতি ১ হাজারে ৫১টী।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ
১৯৪০-৪১ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩০শে জুন (১৯৪১) পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে কোন কোন দিক দিয়া ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। গত ১৯৪০ সালের জুন মাসে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮১ হাজার ৪৯০ টাকা। এবার তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২ লক্ষ ২ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের জুন মাসে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৩০০ টাকা ও ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৮ হাজার ৫৬৪ টাকা। এবার তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৬ হাজার ৩০০ টাকা ও ১১ লক্ষ ৩১ হাজার ৫৭৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের জন্য একটা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ সমস্যা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন দিক দিয়া ব্যাঙ্কিংয়ের কার্য্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ারও সূচনা দেখা গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায়ও সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবার আদায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতী জমার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে—তাহা এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আদায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতী জমা বাবদ উপরোক্ত দায় ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে গত ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কটির মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। উহার বদলে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—প্রদত্ত ঋণ ও ওভারড্রাপ্ট ৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৪৫ টাকা, আদায়যোগ্য বিল ৩৯ হাজার ৫০০ টাকা। অর্গেনাইজেসন্ বাবদ নিয়োজিত ২৮ হাজার ২৩৮ টাকা, আসবাবপত্র ৩১ হাজার ৩৪১ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার ৬ হাজার ৯২৪ টাকা। যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ৩২ হাজার ৭৮৫ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫৩২ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে দাদনী তহবিলের সুদ ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের মোট ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৫৫ টাকা আয় হয়। ঐ টাকা হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়ায় ১০ হাজার ৩২ টাকা। পূর্ব্বেকার ৪ হাজার ৬৮ টাকা উদ্বৃত্ত যোগ করিয়া উহা ১৪ হাজার ১০১ টাকা হয়। ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে শতকরা ৭।৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা এই ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতায় এই ব্যাঙ্কের হেড আফিস অবস্থিত।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৮শে নবেম্বর তারিখে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চট্টগ্রাম শাখার উদ্বোধন উৎসব যাত্রামোহন এভিনিউস্থ উক্ত শাখার আফিস ভবনে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে চট্টগ্রাম ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ এস এন গুহ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এইচ, ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ক্রমোন্নতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলেন যে, স্বল্পকাল সময়ের মধ্যে উক্ত ব্যাঙ্ক ইহার সুপরিচালনার গুণে জনসাধারণের আস্থাভাজন হইতে পারিয়াছেন। যে স্থানেই উক্ত ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানেই স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যমে সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান কোন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। অতঃপর মিঃ ভট্টাচার্য্য বলেন যে, দেশীয় ব্যাঙ্কের প্রসার ও প্রভাব ব্যতীত জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী উন্নতিলাভ সম্ভবপর নহে। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে দেশের শিল্পোন্নয়ন তথা জাতীয় অভ্যুত্থানে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অপরিহার্য্য অবদান সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এইচ, ভট্টাচার্য্য ও উক্ত চট্টগ্রাম শাখার এজেণ্ট শ্রীযুক্ত হৃদয়রঞ্জন সেন সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া সকলকে উক্ত ব্যাঙ্কের কার্য্যপরিচালনায় তথা স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে সহায়তা করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সভান্তে অতিথিবর্গকে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

টাটা ষ্টিল কোম্পানী

ভারতীয় রেলওয়েসমূহের চাকা ও ধুরো (দুই চক্রের সংযোজক দণ্ড) প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড জামসেদপুরে একটি নূতন কারখানা খুলিয়াছেন। গত ২৯শে নবেম্বর শনিবার সমরোপকরণ উৎপাদন বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার গুথরি রাসেল উক্ত কারখানার উদ্বোধন করিয়াছেন। এই কারখানা ভারতের সমস্ত রেলওয়ের চাকা ও ধুরোর চাহিদা মিটাইতে পারিবে বলিয়া প্রকাশ। টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে জে গান্ধী স্যার গুথরি রাসেলকে নূতন কারখানার দ্বারোদ্ঘাটন করিতে

অনুরোধ করিয়া যে বক্তৃতা করেন তাহাতে প্রকাশ যে, চাকা ও ধুরো প্রস্তুত করিবার জন্য অত্যাবশ্যক এসিড ষ্টিল উৎপন্ন করার জন্য কোম্পানী তাঁহাদের ধাতুশোধন বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় নূতন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই প্রক্রিয়া প্রয়োগের জন্য কোম্পানী একটা যন্ত্র বসাইবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। আগামী বৎসর উহা চালু হইবে। মিঃ গান্ধী আরও বলেন যে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রাপ্ত সাহায্যের দ্বারা এবং কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্ম্মচারীদের বিশেষতঃ চীফ ইঞ্জিনিয়ারের চেষ্টার ফলে আজ হুইল, টায়ার ও এক্স প্লেট চালু হইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ইহার জন্য ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের রেলওয়েসমূহের চাকা ও ধুরোর চাহিদা মিটান সম্ভব হইবে। স্যার গুথরি রাসেল তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, এই কোম্পানীর প্রচেষ্টার ফলে ভারতবর্ষ রেলওয়ের জন্য আবশ্যক চাকা ও ধুরো সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইল। ভারতীয় শিল্পোন্নতির ইতিহাসে ইহা একটা স্মরণীয় ঘটনা।

বীমা বিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের সম্বর্দ্ধনা

ভারত সরকারের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অব্‌ ইন্‌সিওরেন্স বা বীমা বিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ জে এইচ্‌ টমাস্‌ এফ আই এ সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। গত ২রা ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় গ্র্যাণ্ড হোটেলে (উইণ্টার গার্ডেনে) ইয়ং লাইফ অফিসেস লেজিসলেশন কমিটির (তরুণ বীমা কোম্পানীসমূহের আইন সংক্রান্ত কমিটি) চেয়ারম্যান ও সভ্যগণ মিঃ টমাসকে এক প্রীতি অনুষ্ঠানে আহ্বান করিয়া সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার বীমা ব্যবসায় সংক্রান্ত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিবস (২রা ডিসেম্বর) নূতন জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের একটি প্রতিনিধি দল আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিংএ মিঃ টমাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রবর্ত্তিত বীমা আইনের ফলে তরুণ বীমা কোম্পানীগুলির যে সমস্ত অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিবৃত করেন। বীমা আইনের প্রয়োগবিধি সম্পর্কেও কতিপয় সমস্যার বিষয় মিঃ টমাসকে অবগত করান হয়। মিঃ টমাস ধৈর্য্য ও সহৃদয়তার সহিত প্রতিনিধিদলের সকল বক্তব্য শ্রবণ করেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

দি ক্যালকাটা হার্ডওয়েয়ার ট্রেডার্স এসোসিয়েশান লিঃ—জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ প্রভুদাস সাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন (২ শত সভ্য)। ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের ব্যবসা।

বিষ্ণু কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বুলাকিদাস ভাণ্ডার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। শেয়ার, ষ্টক ও সিকিউরিটিসমূহ ক্রয়, বিক্রয়, ঋণ, দাদন প্রভৃতির ব্যবসা।

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ কে ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—চাউলের কল কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করা।

দি পপুলার কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নির্ম্মল কুমার ঘোষ। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবসা।

এলাণ্ড লিমিটেড—ডিরেক্টর স্যার হেনরী হর্স্‌ম্যান। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। শেয়ার, ষ্টক ও ডিবেঞ্চার ক্রয় ও হস্তান্তরের ব্যবসা।

ক্যালকাটা এমটি টিনস কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ওমরাও লাল শর্ম্মা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, জগমোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। খালি টিন, টিনের বাক্স, টীনের পাত্র প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় ও আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা।

কাজোরা পাইওনিয়ার কোলিয়ারি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ দেবীশঙ্কর ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১ ভ্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৪ লক্ষ টাকা। কয়লা ও কয়লার খনি সংক্রান্ত ব্যবসা।

ঢাকেশ্বরী রাইস্‌ এণ্ড অয়েল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ওমরাওলাল শর্ম্মা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, জগমোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। চাউল, তেল ও শস্যাদির রপ্তানী ও আমদানী এবং ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

নাজিরা কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ২॥০ টাকা। **শিবপুর কোল কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ১৪৵০ আনা। **চাঁপদানী জুট কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা। **নিউ চুমটা টী কোং লিঃ**—১৯৪১ সালের জন্য বার্ষিক শতকরা ১০৲ টাকা। **হলদীবাড়ী টী কোং লিঃ**—১৯৪১ সালের জন্য বার্ষিক শতকরা ৫৲ টাকা। **তিস্তা ভেলী টী কোং লিঃ**—১৯৪১ সালের জন্য বার্ষিক শতকরা ৫৲ টাকা। **রাজাভাত টী কোং লিঃ**—১৯৪১ সালের জন্য বার্ষিক শতকরা ১০৲ টাকা। **উদলাবাড়ী টী কোং লিঃ**—১৯৪১ সালের জন্য বার্ষিক শতকরা ৫৲ টাকা। **ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ৬ পেনি। **ইণ্ডিয়ান রবার ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ॥০ আনা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৫ই নবেম্বর

কলিকাতার টাকার বাজারে এখনও মন্দার ভাব চলিতেছে। দেশরক্ষা ও সঞ্চয় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে যে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতেও ব্যাঙ্কসমূহের উপর তথা কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে না। টাকার অত্যধিক স্বচ্ছলতার ইহা একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্ব্বের ন্যায় নামমাত্র ॥০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

এই সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকার তিন মাসের মেয়াদী এক কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে আবেদনের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। আবেদনের পরিমাণ ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহার পরিমাণও আশানুরূপ হইয়াছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থা টাকার বাজারের তুলনায় ভাল বলিতে হইবে। অবশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে বিনিময় বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল। এই হ্রাস সত্ত্বেও বিনিময় বাজারে অবনতি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের অক্টোবর মাসের হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, ভারতের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী ঐমাসে ১১ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫৬০ টাকা বেশী হইয়াছে। এইসব কারণেই বিনিময় বাজারে টাকার বাজারের ন্যায় একটানা মন্দার ভাব দেখা দেয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে বিস্তর ষ্টার্লিং ও ডলার বিলের আমদানী হইয়াছিল। বোম্বাইএর বিনিময় বাজারের অবস্থা বর্ত্তমানে কলিকাতার বাজার অপেক্ষা উন্নততর। অবশ্য বৎসরের এই সময় অন্যান্য বারও বোম্বাইএর বাজার অপেক্ষাকৃত তেজী থাকে।

গত ২রা ডিসেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৮৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার ৮/১০ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ৯ই ডিসেম্বর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ২৬শে নবেম্বর হইতে ১লা ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে মোট ১৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে। গত ৩রা ডিসেম্বর হইতে ৮ই ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত ৯৯৮৯ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল পূর্ব্বঘোষিত সর্ত্তানুযায়ী বিক্রয় হইবে।

গত ১লা ডিসেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৪৮ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৮৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮০ আনা দরের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের টেণ্ডারগুলি অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮./৪ পাই ধার্য্য করাহইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৮শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতের চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৮৭ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৮৫ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৯ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৪৭ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা: পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ কোটি ৪৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ হইয়াছে যথাক্রমে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ও ৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫$\frac{31}{32}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{31}{32}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{1}{8}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৫ই ডিসেম্বর

সুদুর প্রাচ্যের একটানা জটিল ও অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে কলিকাতার শেয়ার বাজারের উপর কতকটা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জাপ-মার্কিন আলোচনা সম্বন্ধে বাজারের সর্ব্বত্র একটা আশঙ্কার ভাব বিরাজ করিতেছে। এ সপ্তাহের প্রথম ভাগে সংবাদ রটিয়াছিল যে, জাপ-মার্কিন আলোচনা ফাঁসিয়া গিয়াছে, এইরূপ সংবাদ বাজারে একটা নৈরাশ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং এই জন্য প্রায় সকল বিভাগের শেয়ারের দরই পড়িয়া গিয়াছিল। যাহা হউক সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে জাপ-মার্কিন আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হওয়ায় বাজারের গতি কতকটা অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জাপ-মার্কিন সংঘর্ষ আসন্ন বলিয়া আজ আবার নানারূপ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দর পুনরায় পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতায় দেশরক্ষা ও সঞ্চয় সপ্তাহের অনুষ্ঠানের জন্য আজ শেয়ার বাজার অপরাহ্ণ ১টা ৩০ মিনিটের সময় বন্ধ হইয়াছিল। শেয়ার বাজারের কয়েকটী বিভাগে শেয়ারের দরে বিশেষভাবে অনিশ্চিত অবস্থা দেখা গিয়াছে এবং ইহার কাজকারবারের পরিমাণও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতির যেরূপ নাটকীয় পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে, তাহার জটিলতা ও অনিশ্চয়তা কাটিয়া না গেলে শেয়ার বাজারের অবস্থায় উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

কোম্পানীর কাগজ

আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য কোম্পানীর কাগজের দরে কোনরূপ উঠানামা হয় নাই। কোম্পানীর কাগজের দর গত সপ্তাহের স্তরে বলবৎ ছিল। কিন্তু কোম্পানীর কাগজের ক্রয় বিক্রয় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ৩৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬৲ টাকায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৪৸৴০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯৶০ আনা, ৩৷০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৩৲ টাকা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১৩৲ টাকা এবং ৪৲ টাকা সুদের ১৯৪৩ সালের কাগজ ১০৩৷০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫৮ সালের পাঞ্জাব বণ্ড ৯৯৴০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৪৮ সালের পাঞ্জাব বণ্ড ১০৫৷৵০ আনা এবং ৪৲ টাকা সুদের ১৯৪৪ সালের ইউ, পি, বণ্ড ১০৫৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু অন্যান্য বিভাগের শেয়ারের দরের নিম্নগতি ইহার উন্নত অবস্থাকে কতকটা ব্যাহত করিয়াছিল। এ সপ্তাহে এই বিভাগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে নিউ ভিক্টোরিয়ার শেয়ারের দরের বিশেষ উর্দ্ধগতি। বাসন্তীর দর অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল। কাণপুরের দর সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ১০।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ডানবার ২৯৬৲ টাকা এবং এলগিন ৩৩৲ টাকায় কাজকারবার হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়লার খনির শেয়ার ক্রয়ের জন্য কতকটা আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। বেঙ্গল ৪০৬৲ টাকা, ইকুইটেবল ৩১৷০ আনা, নিউ বীরভূম ১৮৸৶০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩১৸০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

পাটকল

কয়েকটী পাটকল ভাল লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে এরূপ সংবাদ সত্ত্বেও পাট এবং পাটজাত দ্রব্যাদির বাজার মন্দা থাকার দরুণ পাটকলের শেয়ারের কাজকারবার অল্প হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে ইহার শেয়ারের দরও পড়িয়া গিয়াছে। আগরপাড়ার দর ৪১।০ আনায় নামিয়া গিয়াছে। আদমজী ৩২৸৵০ আনা, এংলো-ইণ্ডিয়া ৩৮৯৲ টাকা, চাপদানী ২০৬৲ টাকা, ক্লাইভ ২৮৵০ আনা, ফোর্ট গ্লষ্টার ৬২৫৲ টাকা, গৌরীপুর ৭৭০৲ টাকা, হাওড়া ৫৯৷৵০ আনা, মেঘনা ৬৭৲ টাকা, ন্যাশনাল ২৭৸৵০ আনা, নদীয়া ৭০৲ টাকা এবং রিলায়েন্স ৬২৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৫৷৵০ এবং ২১৷৵০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণের এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের দর ছিল যথাক্রমে ৩৭৵০ এবং ২২।০ আনা। বার্ণ এণ্ড কোং ৪০২৲ টাকা, জেসপ ২১৲ টাকা, কুমারধুবী ইঞ্জিনীয়ারিং ৬৷০ আনা এবং সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের দরে তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে। বলরামপুর ১৪।০ আনা, বুলাণ্ড ৩০৸০ আনা, কেরু এণ্ড কোং ১৪।০ আনা, রাজা ২৯৸০ আনা এবং কাণপুর ২৭৸০ আনায় কাজকারবার হইয়াছে।

চা-বাগান

এ সপ্তাহে চাবাগানের শেয়ার ক্রয়ের দিকে বিশেষ কোন আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় নাই। জুতলীবাড়ী ১৮।০ আনা, নিউ সামানবাগ ৩২৷০ আনা, সোণাই রিভার ২২৷০ আনা, তেজপুর ৯৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বাম্মা কর্পোরেশন ৪৸০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ২৷৷/০ আনা, বি, আই, কর্পোরেশন ৫৸০ আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল ২৪৸০ আনা, ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ৩১।০ আনা, ডানলপ রাবার ৫১৷৷০ আনা, মহীশূর পেপার ১৯।০ আনা, ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৭৪৲ টাকা, আসাম সজ ৪।৵০ আনা, বেঙ্গল টীমার ২০৭৲ টাকা এবং পাবলিসিটী সোসাইটী ১১৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৮শে নবেম্বর—৯৫৵০ ; ৪ঠা ডিসেম্বর—৯৪৸৵০ ৯৪৸৴০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৮শে নবেঃ—৯৬৲ ; ২৯শে—৯৬৲ ; ১লা ডিসেম্বর—৯৫৸৴০ ৯৬৵০ ; ২রা—৯৬৲ ; ৩রা—৯৬৲ ৯৬৵০ ; ৪ঠা—৯৫৸৴০ ৯৬৴০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৮শে নবেঃ—১১০৷৷/০ ; ১লা ডিসেঃ—১১০৸৴০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ১লা ডিসেঃ—৯৯৸০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১লা ডিসেঃ—৮২।৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১লা ডিসেঃ—৯৯৸/০ ৯৯৸৵০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫৮) ১লা ডিসেঃ—৯৬৵০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ২রা ডিসেম্বর—৯৯/০ ৯৯৴০। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১লা ডিসেঃ—১০৩৲ ১০৩৴০ ; ৩রা—১০২৸৴০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১লা ডিসেঃ—১১১৴০ ; ৩রা—১১১৲। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ২রা ডিসেঃ—১০৫৷৷৵০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী (অর্ডি) ২৮শে নবেম্বর—৬৷৷৵০ ৬৸/০ ; ২৯শে—৬।৵০ ৬৷৷০ ; ১লা ডিসেম্বর—৬৲ ৬।/০ ; ২রা—৬।/০ ৬৷৷/০ ; ৩রা—৬৸৵০ ; ৪ঠা—৭৲ ৭।০ ; (প্রেফ) ২৮শে নবেঃ—৯৲ ; ২৯শে—৮৷৷৵০ ; ২রা—৮৷৷/০ ৯৲ ; ৩রা—৯৲ ৯৸৵০ ; ৪ঠা—৯৷৷৵০। বেণারস কটন এণ্ড সিল্ক ২৮শে—৬/০ ৬৷৷০ ; ২৯শে—৬৷৷০ ৬৷৷৵০ ; ২রা ডিসেঃ—৬।০ ৬।৵০ ; ৩রা—৬।৵০ ; ৪ঠা—৬৷৷/০ ৬৷৷৵০। বেঙ্গল-নাগপুর ২৮শে নবেঃ—২২৲ ২৩৲ ; ২রা ডিসেঃ—২১।৵০ ২১৸০ ; ৩রা—২২৲ ; ৪ঠা—২২৲ ২২।০। বাউরিয়া ২৮শে নবেঃ—৪৬৮৲ ৪৭৫৲ ; ৪ঠা ডিসেঃ—৪৫৩৲। কাণপুর টেক্সটাইল ২৮শে নবেঃ—১০।০ ১০৸০ ; ১লা ডিসেঃ—১০৲ ১০৴০ ; ২রা—৯৸/০ ; ৩রা—১০।০ ; ৪ঠা—১০।০ ১০৷৷৵০। ডানবার ২৮শে নবেঃ—২৯৪৲ ২৯৮৲ ; ২৯শে—২৯০৲ ২৯৪৲ ; ১লা ডিসেঃ—২৮৮৲ ২৯০৷৷০ ; ২রা—২৮৩৲ ; ৩রা—২৮৫৲ ২৯০৲ ; ৪ঠা—২৯২৲ ২৯৬৲। এলগিন মিল (অর্ডি) ২৮শে নবেঃ—৩৩৷৷৵০ ৩৪।০ ; ২৯শে—৩৩৷৷০ ৩৪৲ ; ২রা ডিসেঃ—৩৩৵০। কেশোরাম ২৮শে নবেঃ—১২।০ ১৩।৵০ ; ২৯শে—১২৴০ ১২৷৷/০ ; ১লা ডিসেঃ—১১৷৷৴০ ১১৸৵০ ; ২রা—১১৷৷৵০ ১১৸৵০ ; ৩রা—১২৵০ ; ৪ঠা—১২।/০ ১২।৵০। মোহিনী মিল ২৮শে নবেঃ—১৬৲। ঢাকেশ্বরী ৪ঠা ডিসেঃ—১৭।০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৮শে নবেঃ—৫৷৷/০ ৫৸৵০ ; ২৯শে—৫৷৷৵০ ; ২রা—৫৸৵০ ৬৴০ ; ৩রা—৫৲ ৬।৴০ ; ৪ঠা—৬।০ ৭৴০ ; (প্রেফ) ২৮শে নবেঃ—৭৸০ ৮৴০ ; ২৯শে—৮৴০ ; ১লা ডিসেঃ—৮৵০ ৮৷৷৵০ ; ২রা—৮৷৷০ ৮৸০ ; ৩রা—৯৵০ ৯।০ ; ৪ঠা—৯৸০ ১০।/০ ; (ডেফার্ড) ২৮শে নবেঃ—৩।৵০ ; ২রা ডিসেঃ—৩৵০ ৩।০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ২৮শে নবেম্বর—২৮।০ ২৮৷৷০ ; ২রা ডিসেম্বর—২৭৸৵০ ২৭৸৴০ ; ৩রা—২৭৸০। বেঙ্গল ২৮শে নবেঃ—৪০৬৲ ; ১লা ডিসেঃ—৩৯৯৲ ৪০০৲ ; ২রা—৩৯৫৲ ৩৯৬৲ ; ৪ঠা—৪০৩৲ ৪০৬৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ২৮শে নবেঃ—১৮।/০ ১৮৸০ ; ১লা ডিসেঃ—১৮৲ ; ২রা—১৭৷৷৴০ ; ৩রা—১৭৸০ ; ৪ঠা—১৭৸/০ ১৮।৵০। বরাকর ২৮শে নবেঃ—১৫৵০ ; ২৯শে—১৪৷৷০ ; ২রা ডিসেঃ—১৪৴০ ১৪৸০ ; ৪ঠা—১৪।০ ১৪৸০। সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ২৮শে নবেঃ—১৫৸৵০ ১৬।/০। ছরিলাদি ২৮শে নবেঃ—১৪৷৷০ ১৪৸৵০ ; ১লা ডিসেঃ—১৩৸৵০ ১৪।০ ; ২রা—১৪৲ ; ৪ঠা—১৪৲। লাকুরকা ২৮শে নবেঃ—১২।/০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৮শে নবেঃ—২৩৲ ; ১লা ডিসেঃ—২২৷৷০ ; ২রা—২২৴০ ২২।৵০ ; ৪ঠা—২৩৷৷৵০। ইউনিয়ন ২৮শে নবেঃ—৩৫৷৷০ ৩৫৸০ ; ২রা ডিসেঃ—৩৪৸৵০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৮শে নবেঃ—৩২৷৷৵০ ; ১লা ডিসেঃ—৩২৷৷০ ; ২রা—৩১৸০ ৩২৲ ; ৪ঠা—৩১৸০। নিউ বীরভূম ১লা ডিসেঃ—১৮৷৷০ ; ৪ঠা—১৮৲ ১৯৲।

পাটকল

আগরপাড়া ২৮শে নবেঃ—৪৩৷৷০ ৪৪।০ ; ২৯শে—৪৩।০ ; ১লা ডিসেম্বর—৪১৸৴০ ৪৩৲ ; ২রা—৪০৸০ ; ৩রা—৪১৲ ; ৪ঠা—৪১৲ ৪১৸০। এলবিয়ন ২৮শে নবেঃ—২৩৬৲ ২৪৮৲ ; ২রা ডিসেঃ—২৩৮৲ ; ৪ঠা—২৪১৲। এলায়েন্স ২৮শে নবেঃ—৩৭০৲ ৩৮৩৲ ; ২৯শে—৩৭০৲ ; ২রা ডিসেঃ—৩৫৮৲ ; ৪ঠা—৩৬৫৲। এংলো ইণ্ডিয়া ২৮শে নবেঃ—৩৯১৲ ৩৯৬৲ ; ২৯শে—৩৯০৲ ৩৯২৲ ১লা ডিসেঃ—৩৭৯৲ ৩৮৫৲ ; ২রা—৩৮০৲ ৩৮৩৲ ; ৪ঠা—৩৮৯৲ ৩৯৩৲ ; বালি ২৮শে নবেঃ—২৭৪৲ ২৭৫৲ ; ২৯শে—২৬৮৲ ২৭৪৲ ; ১লা ডিসেঃ—২৫৫৲ ২৬৮৲ ; ৩রা—২৬৭৲ ; ৪ঠা—২৬৫৲। বরানগর ২৮শে নবেঃ—১২০৷৷০। বেলভেডিয়র ২৮শে নবেঃ—৪৪২৲ ; ১লা ডিসেঃ—৪৩৬৲ ৪৩৭৷৷০ ; ২রা—৪৩৬৲। বিরলা ২৮শে নবেঃ—৩৬৸৵০ ৩৭৵০। কেলিডনিয়ান ২৮শে নবেঃ—৪৫৭৲ ৪৫৭৷৷০ ; ১লা ডিসেঃ—৪৩৮৲ ৪৪১৲ ; ২রা—৪৪১৲ ; ৪ঠা—৪৫০৲। চিত্তভলসা ২৮শে নবেঃ—১৯।০ ; ১লা ডিসেঃ—১৮।০ ; ২রা—১৭৸০। ডালহৌসী ২৮শে নবেঃ—৪০৪৷৷০। ডেলটা ২৮শে নবেঃ—৪৯০৲ ৪৯৮৷৷০। ফোর্ট গ্লষ্টার ২৮শে নবেঃ—৬৪৩৲ ৬৪৮৷৷০ ; ১লা ডিসেঃ—৬২৯৲ ; ৩রা—৬১০৲ ; ৪ঠা—৬১০৲ ৬২৫৲। ফোর্ট উইলিয়ম ২৮শে নবেঃ—২৮৪৲ ; ৪ঠা ডিসেঃ—২৭২৲। গৌরীপুর ২৮শে নবেঃ—৭৭০৲ ৭৮৬৲ ; ১লা ডিসেঃ—৭৬৮৲ ; ৪ঠা—৭৬৮৲ ৭৭২৲। হাওড়া ২৮শে নবেঃ—৬০।৵০ ৬৩৲ ; ১লা ডিসেঃ—৫৯৷৷০ ৫৯৸/০ ; ৩রা—৫৯৲ ৫৯।০ ; ৪ঠা—৫৯৷৷০ ৫৯৸৵০। হুকুমচাঁদ ২৮শে নবেঃ—১৭৷৷৵০ ১৮৵০ ; ১লা ডিসেঃ—১৬।৵০ ১৬৸৵০ ; ৩রা—১৬৲ ১৬৴০ ; ৪ঠা—১৬৲ ১৬৸/০। কামারহাটী ২৮শে নবেঃ—৫৬৫৲ ৫৭৮৲ ; ১লা ডিসেঃ—৫৫৫৲ ৫৬০৲ ; ২রা—৫৫৪৲ ৫৬০৲ ; ৩রা—৫৫৮৲ ৫৬২৲ ; ৪ঠা—৫৬০৲ ৫৬৮৲ কাকনড়া ২৮শে নবেঃ—৪৬৬৷৷০ ; ১লা ডিসেঃ—৪৫৬৲ ৪৬০৲ ; ৪ঠা—৪৫৬৲।

কেলভিন ২৮শে নবেঃ—৫৯০৲ ; ১লা ডিসেঃ—৫৮৫৲ ৫৯০৲ ; ৪ঠা—৫৯২৲। কিনিসন ২৮শে নবেঃ—৭৭৫৲ ৭৯৬৲ ; ১লা ডিসেঃ—৭৬৮৲ ৭৮৩৲ ; ২রা—৭৬২৲ ৭৭১৲ ; ৩রা—৭৮০৲ ; ৪ঠা—৭৮৫৲। লরেন্স ২৮শে নবেঃ—৫৮৫৲ ; ১লা ডিসেঃ—৫৭৫৲ ; ২রা—৫৬৬৲ ; ৪ঠা—৫৮০৲। নৈহাটী ২৮শে নবেঃ—৩৯৪৲ ৪০৫৲। নস্করপাড়া ২৮শে নবেঃ—২১৸/০ ২২/০ ; ২রা ডিসেঃ—২০৸৵০ ; ৩রা—২১৷০। ন্যাশনাল ২৮শে নবেঃ—২৮৲ ২৮৸৵০ ; ১লা ডিসেঃ—২৭॥০ ২৮৲ ; ২রা—২৭॥০ ; ৪ঠা—২৭৸৵০। নদীয়া ২৮শে নবেঃ—৬৯৸০ ৭১॥০ ; ১লা ডিসেঃ—৬৭॥৵০ ৬৯৸০ ; ২রা—৬৮৵০ ; ৩রা—৬৮৲ ৬৯৲ ; ৪ঠা—৭০৲। ওরিয়েন্ট ২৮শে নবেঃ—২২১৲ ২২৪৲ ; ২রা ডিসেঃ—২১৪৲ ২১৫৲ ; ৪ঠা—২২০৲ ২২২৲। রিলায়েন্স ২৮শে নবেঃ—৬২॥০ ৬৬৲ ; ১লা ডিসেঃ—৬১৲ ৬২৵০ ; ২রা —৬০৸০ ৬১॥০ ; ৩রা—৬১৷০ ৬১৸০ ; ৪ঠা—৬২॥০। সুরা ২৮শে নবেঃ—১৪৷০ ; ১লা ডিসেঃ—১৩৸০ ১৪৲। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৮শে নবেঃ—৩৭৯৲ ৩৮৫॥০ ; ১লা ডিসেঃ—৩৮২৲ ; ৪ঠা—৩৭০৲। বঙ্গবঙ্গ ২৯শে নবেঃ—৪২৩৲ ; ১লা ডিসেঃ—৪২১৲ ৪২২৲। ক্যালকাটাজুট ২৯শে নবেঃ—২৬৲। সেভিয়ট ২৯শে নবেঃ—২২৭॥০। এম্পায়ার ২৯শে নবেঃ—৩২॥০ ; গ্যাঞ্জেস ২৯শে নবেঃ—৩৪৬৲ ৩৪৮৲ ; ১লা ডিসেঃ—৩৪০৲ ৩৪৯৲ ; ২রা—৩৪৩৲ ; ৩রা—৩৪৬৲ ; ৪ঠা—৩৪৯৲ ৩৫০৲। ইউনিয়ন ২৯শে নবেঃ—৫৫৯৲ ৫৬৩৲ ; ২রা ডিসেঃ—৫৪০৲ ; ৩রা—৫৪৬৲ ; ৪ঠা—৫৫২৲। আদমজী ১লা ডিসেঃ—৩৩৷০ ; ৩রা—৩৩৷০ ; ৪ঠা—৩২৸৵০। ক্লাইভ ২রা ডিসেঃ—২৭৸/০ ; ৪ঠা—২৮৵০ ২৮॥৵০। গোন্দলপাড়া ১লা ডিসেঃ—১,৩৭০৲ ২রা—১,৩৬৭৲। ইণ্ডিয়া ১লা ডিসেঃ—৪১২৲ ৪২০৲ ; ২রা—৪১০৲ ৪১৩৲ ; ৩রা—৪১৫৲ ৪১৬৲ ; ৪ঠা—৪২০৲ ৪২৫৲। লোথিয়ান ২রা ডিসেঃ—২৭৩॥০ ২৭৫৲ ; ৩রা—২৮০৲ ২৮৫৲। মেঘনা ১লা ডিসেঃ—৬৫৸০ ৬৬॥০ ; ২রা—৬৬৲ ; ৩রা—৬৬৲ ; ৪ঠা—৬৭৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার ২৮শে নবেঃ—১৪৲ ১৪॥০ ; ১লা ডিসেঃ—১৪৵০ ; ২রা—১৩৸৵০ ; ৪ঠা—১৪৷০। ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টিল ২৮শে নবেঃ—১৭৲ ১৮॥/০ ; ১লা ডিসেঃ—১৭৷০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ২৮শে নবেঃ—১০৶০ ১০॥০ ; ১লা ডিসেঃ—১০৶০ ; ২রা—৯৸৵০ ১০৲ ; ৪ঠা—১০৷০ ১০৷৵০। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৮শে নবেঃ—১৩৷৶০ ; ২রা ডিসেঃ—১২॥৶০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৮শে নবেঃ—১৩৷৵০ ১৩৸৵০ ; ১লা ডিসেঃ—১৩৷০ ; ৪ঠা—১৩॥০ ১৩॥৵০। বার্ণ এণ্ড কোং (প্রেফ) ২৮শে নবেঃ—১৪৯৲ ১৫০৲ ; ৪ঠা—১৫১৲ ; (অর্ডি) ৩রা ডিসেঃ—৪০০৲ ; ৪ঠা—৪০২৲। ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ২৮শে নবেঃ—৩৫৲ ৩৬॥৵০ ; ১লা ডিসেঃ—৩৫৲ ; ২রা—৩৫॥০ ৩৫৸০ ; ৩রা—৩৫৷০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ২৮শে নবেঃ—৩৫॥৶০ ৩৫৸০ ৩৫৸৵০ ৩৫৸৶০ ৩৬৲ ৩৬/০ ৩৬৷০ ৩৬৷/০ ৩৬৷৶০ ৩৬॥০ ৩৬॥/০ ১লা ডিসেঃ—৩৫৷/০ ৩৫৷৵০ ৩৫॥০ ৩৫॥/০ ৩৫॥৵০ ৩৫॥৶০ ৩৫৸০ ; ২রা—৩৫৵০ ৩৫৶০ ৩৫৷০ ৩৫৷/০ ৩৫৷৵০ ৩৫৷৶০ ৩৫॥০ ৩৫॥৵০ ৩৫৸০ ; ৩রা—৩৫৸০ ৩৫৸/০ ৩৫৸৵০ ৩৬৲ ; ৪ঠা—৩৬/০ ৩৬৵০ ৩৬৶০ ৩৬৷০ ৩৬৷/০ ৩৬৷৵০। ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস (অর্ডি) ২৮শে নবেঃ—৫৯৲ ৫৯৸০ ; ২রা ডিসেঃ—৫৮৷০ ৫৮৸০ ; ৩রা—৫৯৲ ; (ডেফার্ড) ২৮শে নবেঃ—৩৮॥/০ ; ২রা ডিসেঃ—৩৮৵০। জেসপ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৮শে নবেঃ—২০॥০ ২১৲ ; ১লা ডিসেঃ—২০॥০ ২০৸০ ; ২রা—২০৸০ ; ৪ঠা—২১৲। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারীং (অর্ডি) ২৮শে নবেঃ—৬॥৵ ৬৸৶০ ; ২রা ডিসেঃ—৬৶০ ৬৷৵০ ; ৩রা ৬৷০ ; ৪ঠা—৬৷৵০ ৬॥০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ২৮শে নবেঃ—১২৸৶০ ১৩॥৶০ ; ৩রা ডিসেঃ—১২॥৵০ ১৩/০। ষ্টিল করপোরেশন (অর্ডি) ২৮শে নবেঃ—২১৸৵০ ২১৸৶০ ২২৲ ২২/০ ২২৵০ ২২৶০ ২২৷৵০ ; ২৯শে—২১৷৶০ ২১॥০ ২১॥/০ ২১॥৵০ ২১৸/০ ২১৸৵০ ; ১লা ডিসেঃ—২১৷৵০ ২১৷৶০ ২১॥০ ২১॥/০ ২১৸০ ; ২রা—২১৷০ ২১৷/০ ২১৷৵০ ২১৷৶০ ২১॥০ ; ৩রা—২১॥/০ ২১॥৵০ ২১॥৶০ ২১৸০ ২১৸/০ ; ৪ঠা—২১৸৵০ ২১৸৶০ ২২৲ ২২/০ ২২৵০ ২২৶০ ; (প্রেফ) ২৯শে নবেঃ—১২৩৲ ১২৪৲ ; ১লা ডিসেঃ—১২৫৲ ; ২রা—১২৫৲ ১২৬৲।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ২৮শে নবেম্বর—১৭৭৲ ১৮১৲ ; ২৯শে—১৭৬৲ ১৮১৲ ; ১লা ডিসেম্বর—১৭২॥০ ১৭৫৲ ; ২রা—১৬৯৲ ১৭২৲ ; ৩রা—১৭১৲ ১৭২৲ ; ৪ঠা—১৭২॥০ ১৭৪৲। মহীশূর পেপার ২৮শে নবেঃ—১৯৲ ১৯৷০ ; ১লা ডিসেঃ—১৮৷৵০ ১৯৲ ; ২রা—১৮৷৵০ ১৯৲ ; ৪ঠা—১৯৷০। ওরিয়েন্ট পেপার ২৮শে নবেঃ—১৯॥৶০ ২০৵০ ; ২৯শে—১৯৵০ ১৯॥৶০ ; ১লা ডিসেঃ—১৮৷৵০ ১৯/০ ; ২রা—১৮৲ ১৮৷৵০ ; ৩রা—১৮৸০ ; ৪ঠা—১৮৵০ ১৮৸/০ ; (প্রেফ) ২৮শে নবেঃ—১১৪॥০ ১১৬॥০ ; ২রা ডিসেঃ—১১৫৲ ; ৪ঠা—১১৩৲। শ্রীগোপাল ২৮শে নবেঃ—১৭॥৵০ ১৭৸৵০ ; ২৯শে—১৭৷০ ১৭॥০ ; ১লা ডিসেঃ—১৭৲ ; ৩রা—১৬॥০ ১৬॥৵০ ; ৪ঠা—১৭॥৶০। ষ্টার পেপার ২৮শে নবেঃ—১৬৸০ ১৭৷৵০ ; ১লা ডিসেঃ—১৬৷/০ ১৬॥/০ ; ২রা—১৬৲ ; ৩রা—১৫৸০ ১৬৲ ; ৪ঠা—১৫৸০ ১৬৷০ ; (প্রেফ) ২৮শে নবেঃ—১০৮৲। টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ২৮শে নবেঃ—২৩৸৵০ ২৪৸৵০ ; ২৯শে—২৩৸০ ; ১লা ডিসেঃ—২৩৷০ ২৩৸৵০ ; ২রা—২৩৲ ২৩৷০ ; ৩রা—২৩৲ ২৩৵০ ; ৪ঠা—২৩৲ ২৩৸৶০ ; (ফার্ষ্ট প্রেফ) ২৮শে নবেঃ—২০৭॥০ ; ১লা ডিসেঃ—২০৬৲। বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ২রা ডিসেঃ—১৫৪॥০ ১৫৬৲ ; ('এ' প্রেফ) ১লা নবেঃ—১৭৮৲।

চিনির কল

বলরামপুর ২৮শে নবেঃ—১৩৷৶০ ১৩৸৵০ ; ২৯শে—১৩৷৵০ ১৩৸০ ; ১লা ডিসেম্বর—১৩৵০ ১৩৷৵০ ; ২রা—১২৸৵০ ১৩৷০ ; ৩রা—১৩॥০ ; ৪ঠা—১২॥০ ১৪৷৵০। বুলাণ্ড ২৮শে নবেঃ—২৭৷০ ২৭৸০ ; ১লা ডিসেঃ—২৭৲ ২৭॥০ ; ২রা—২৫৸০ ২৬॥/০ ; ৩রা—২৮॥০ ; ৪ঠা—২৮৷৵০ ২৯৸০। কাণপুর ২৮শে নবেঃ—২৬৸৶০ ২৭৷০ ; ১লা ডিসেঃ—২৬৸৵০ ; ৪ঠা—২৬৸০ ২৭৸০। কেরু এণ্ড কোং ২৮শে নবেঃ—১৩৵০ ১৩॥০ ; ২৯শে—১৩॥/০ ; ১লা ডিসেঃ—১২৸৵০ ১২৸৶০ ; ২রা—১২৸৵০ ১৩৷/০ ; ৩রা—১৩৷৵০ ; ৪ঠা—১৩৷৶০ ১৩৸৵০। চম্পারণ ২৮শে নবেঃ—২২৸৵০ ২৩৷০ ; ২রা ডিসেঃ—২২॥০ ; ৩রা—২২৷০ ২২৸০ ; ৪ঠা—২২॥৵০ ২৩৷৵০। প্রতাপপুর (অর্ডি) ২৮শে নবেঃ—১৩॥০ ১৩৸০ ; ২রা ডিসেঃ—১২৸/০ ; ৪ঠা—১৩৷৵০ ১৩॥৵০। রাজা ২৮শে নবেঃ—২৮॥৵০ ২৯৲ ; ১লা ডিসেঃ—২৮॥৵০ ২৮৸/০ ; ২রা—২৬৸৶০ ২৮/০ ; ৩রা—২৮॥/০ ২৯॥০ ; ৪ঠা—৩০॥০। ডায়ার মিয়াকিন ব্রুয়ারী ২৮শে নবেঃ—১১৲ ১১৷০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার ৪ঠা ডিসেঃ—১১৸০ ১২৷০। নিউ সাভান ১লা ডিসেঃ—১৩॥০ ১৪৷০ ; ২রা—১৪৲ ; ৩রা—১৪৲ ১৪॥০ ; ৪ঠা—১৪৵০ ১৪৷৵০। রাইয়াম ২রা ডিসেঃ—২৭৸০ ২৮৲। সমস্তীপুর ১লা ডিসেঃ—১১৸০ ১১৸৵০ ; ২রা—১১॥০ ১২৲ ; ৪ঠা—১১৸৶০ ১২৵০। ভারত ৪ঠা ডিসেঃ—১১৸০ ১২৸০।

চা-বাগান

বীরপাড়া ২৮শে নবেঃ—৩৩০৲ ৩৩২৲। বিশ্বনাথ ২৮শে নবেঃ—৩১৷০ ৩১॥০। ডাফলাঘর ২৮শে নবেঃ—১৪৸৵০ ১৫৵০ ; ৪ঠা ডিসেঃ—১৪৸০। এথেলবাড়ী ২৮শে নবেঃ—১৩॥০ ১৩৸০। কালিটী ২৮শে নবেঃ—১২৷৵০ ১৩৵০ ; ১লা ডিসেঃ—১২৸০। সোনাই রিভার ২৮শে নবেঃ—২২৷০ ২২॥০ ; বেটজান ৩রা ডিসেম্বর—৩৬৸৵০ ৩৭৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর।

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে সুদূরপ্রাচ্য সংক্রান্ত জটিল পরিস্থিতির সংবাদ কলিকাতার পাটের বাজারে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিল। জাপান ও

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আপোষ-মীমাংসার পথ বন্ধ হইয়া গেল, এই সংবাদে স্বভাবতই ক্রেতা মহল পাট ক্রয়ের দিকে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। এই সপ্তাহে রপ্তানী বাজারে কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, জাপান-আমেরিকান্ আলোচনা বৈঠক এখনো ফাঁসিয়া যায় নাই এবং সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা যতই ঘোরাল হউক না কেন এখনই যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা নাই। এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গত বুধবার ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বাজারে কথঞ্চিৎ চড়তির ভাব লক্ষিত হয় এবং পাটের দর ৬৩।০ আনা হইতে ৬৫॥০ আনা পর্য্যন্ত চড়িতে দেখা যায়। কিন্তু এই চড়তির ভাব কৃত্রিম বলিয়াই উহা শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। পরবর্ত্তী দিবস অর্থাৎ ৪ঠা নবেম্বরই পাটের দর আবার নিম্নাভিমুখী হইতে থাকে। পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের বিঘোষিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, পৃথিবীতে ভারতীয় পাটের চাহিদা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে হ্রাস পাইয়াছে এই মর্ম্মে সেণ্ট্রাল জুট কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিস্তারিত বিবরণী প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণে পাটের বাজারে যে মন্দার রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করিবার মত উপযুক্ত কারণ নাই। সুদূর প্রাচ্যের আশঙ্কাজনক সংবাদের ফলে থলে ও চটের দর সহসা নামিয়া পড়ে। এই নিম্নাভিমুখী গতি আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির পরবর্ত্তী অনুকূল সংবাদেও রুদ্ধ হয় নাই। মোটকথা আলোচ্য সপ্তাহের পাটের বাজারের সর্ব্ব বিভাগেই নৈরাশ্যজনক অবস্থা লক্ষিত হইয়াছে।

নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১লা ডিসেম্বর	৬৫৸৶০	৬৪।০	৬৪।০
২রা ,,	৬৪।৶০	৬৩।০	৬৩৶০
৩রা ,,	৬৫॥০	৬৪৶০	৬৫।০
৪ঠা ,,	৬৪৸৶০	৬৩৸০	৬৩৸০

গতকল্য ৫ই ডিসেম্বর তারিখে আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাব বিদ্যমান ছিল। বিক্রেতা মহল খুব উদগ্রীব ছিল, কিন্তু কলওয়ালারা পাট ক্রয়ের দিকে এতটুকু আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। গতকল্য কাজকারবার খুব সামান্যই হইয়াছে। গতকল্য জংলী তোষা মিডল ও বটোম পাটের প্রতি মণের দর ছিল যথাক্রমে ১২৸০ আনা ও ৯৸০ আনা। পাকা বেল বিভাগে অত্যন্ত মন্দার ভাব চলিতেছে।

থলে ও চট

গত সপ্তাহে থলে ও চটের বাজার মন্দা ছিল। আলোচ্য সপ্তাহের গত ৫ই ডিসেম্বর বাজার বন্ধের মুখে দর অপরিবর্ত্তিত ছিল; কিন্তু পরে চাহিদার অভাবে থলে ও চটের দর নিম্নাভিমুখী হইতে থাকে। যাহা হউক, বাজার বন্ধের দিকে একটু উন্নতির ভাব লক্ষিত হয়। গতকল্য ৫ই ডিসেম্বর ৯নং পোটার চটের দর ছিল ডিসেম্বর ১৯৲ টাকা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৮।৶০ আনা ও এপ্রিল-জুন ১৭।০ আনা এবং ১১ নং পোটার চটের দর ছিল ডিসেম্বর ২৩॥৶ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ২২॥০ আনা ও এপ্রিল-জুন ২১।০ আনা।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৫ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে পূর্ব্ব সপ্তাহের মতই তেজীর ভাব এতটুকু শিথিল হয় নাই। কাপড়ের বাজারের সকল বিভাগেই বেশ কর্ম্মতৎপরতার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের অপেক্ষাও চড়া দরে ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্তে কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে। বাজারে চাহিদার অনুপাতে যোগান কম হইতেছে। কলওয়ালারা যুদ্ধ সরবরাহের ভার গ্রহণ করায় বে-সামরিক প্রয়োজনের দিকে পুরাপুরি সচেতন হইতে পারিতেছেন না। যদি যুদ্ধের প্রয়োজনে সরবরাহের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে অথবা বর্ত্তমানে যে পরিমাণ সরকারী চাহিদা রহিয়াছে তাহা যদি আদৌ হ্রাস না পায়, তাহা হইলে ১৯৪২ সালে জনসাধারণের আবশ্যক পরিধেয়ের জন্য মিলসমূহ যে যোগান দিতে পারে সেই ক্ষমতাও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

দেশীয় বস্ত্র বিভাগেই সবিশেষ কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে এবং কাজ-কারবারের পরিমাণও বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। ল্যাঙ্কেশায়ার ও জাপানী বস্ত্রের বিভাগে ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্তে কাজকারবার বর্ত্তমান সময়ে সম্ভবপর নহে। দেশীয় বস্ত্রাদির চাহিদা বেশীর ভাগ বোম্বাইএর কাপড়ের কলগুলিই মিটাইতেছে—অবশ্য ভারতের অন্যান্য বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রও কিছু কিছু ভাগ পাইয়াছে। চড়তির ভাব সত্ত্বেও ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে নেওয়ার সর্ত্তে কোরা কাপড়, কোরা সার্টের সিট, ধোলাই কাপড় প্রভৃতির কাজ-কারবার প্রচুর পরিমাণেই হইয়াছে। সৌখীন বস্ত্র ও রঙীন শাড়ী প্রভৃতি সেরূপ আশানুরূপ ক্রয়বিক্রয় হয় নাই। শীতবস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় মজুতকারীরা আরও চড়তি দামের আশায় মাল হাত ছাড়া করিতেছেন না।

সূতার বাজার পূর্ব্ব সপ্তাহের মতই তেজী রহিয়াছে। মিলসমূহের মজুত মাল অনেকখানি খালাস হওয়ায় সূতার চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সূতার দরে আরও চড়তির ভাব লক্ষিত হইতেছে। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রচুর অর্ডার গ্রহণ করার পর, সূতা উৎপাদনকারীরা এখন উচ্চ মূল্যের লোভ সত্ত্বেও নূতন কাজকারবারে উৎসাহিত হইতেছেন না। এক কথায়, সূতার বাজারের অবস্থা বরাবর তেজী রহিয়াছে এবং আরও চড়তির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে।

বোম্বাইএর তূলার বাজারে মন্দার ভাব চলিতেছিল; কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে বাজার আবার একটু তেজী হইয়া উঠে। সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা অত্যন্ত ঘোরাল হইয়া উঠিলেও আপাতত যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আপোষ-আলোচনার কথাবার্ত্তা ফাঁসিয়াও ফাঁসিয়া যাইতেছে না। এখনো ওয়াশিংটনে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে নূতন করিয়া আলোচনার চেষ্টা চলিতেছে। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যায় যে, জাপান অচিরেই মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া নাও পড়িতে পারে। এই ভরসার ফলে, সপ্তাহের শেষভাগে তূলার দরে চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগর সংক্রান্ত জটিল সমস্যা আমেরিকার তূলার বাজারের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সেখানে সপ্তাহের প্রথম দিকে দরের ঘনঘন উঠাপড়া হইতে থাকে; কিন্তু সপ্তাহের শেষভাগে এই অনিশ্চয়তার আবহাওয়া কাটিয়া যায় এবং তূলার দরে স্পষ্ট চড়তির ভাব দেখা যায়। গতকল্য (৪ঠা ডিসেম্বর) বোম্বাইএর বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মে ২৫০৲ টাকা, বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৫১৸০ আনা, ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ২১৩॥০ আনা এবং ওমরা মার্চ্চ ২০১৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ২৩৭॥০ আনা, ১৪২৲ টাকা, ১৯৭।০ আনা এবং ১৮৮॥০ আনা।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৫ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং সোণার দরেও উর্দ্ধগতি দেখা গিয়াছে। রেডী সোণার কাজকারবারের পরিমাণ এ সপ্তাহে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার ৪৬॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতিভরি সোণার দর হইতেছে যথাক্রমে ৪৬॥০ আনা এবং ৪৬।৴০ আনা। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৪৬॥৴০ আনা। বড়ালবার প্রতি ভরি ৪৬॥০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৩১।৬ পাই দরে বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

বোম্বাইয়ের রূপার বাজার সপ্তাহের প্রথমদিকে কতকটা স্থির অবস্থায় ছিল। রূপার দরে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা যায় নাই। এ সপ্তাহের বুধবারে সোণার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় রূপার বাজারেও কতকটা কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছেল। বোম্বাইয়ে রেডি রূপার দর দাঁড়াইয়াছিল প্রতি একশত তোলায় ৬৪॥৴০ আনা। ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর হইতেছে যথাক্রমে ৬৪॥৴০ আনা এবং ৬৪॥৶০ আনা। কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপা ৬৬৲ টাকা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৬৬।০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনের রূপার বাজার অত্যন্ত মন্দা ছিল এবং প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩½ পেন্স। নিউ ইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪¾ সেণ্টে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ১৫ই ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪১ | ৩১শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের দর ও গবর্ণমেণ্ট

গতবারের তুলনায় এবার বাঙ্গলায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। উহার পর হইতে ফাটকা বাজারে পাটের দর ক্রমান্বয় নামিয়া যাইতে থাকে। গত ৮ই ডিসেম্বর হইতে জাপানের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার পর হইতে পাটের দরের ঐ নিম্নগতি বেশী মাত্রায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। গত ৬ই ডিসেম্বর ফাটকা বাজারে প্রতি বেল পাটের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন দর ছিল যথাক্রমে ৬৪ টাকা এবং ৬৩।৶০ আনা। ৮ই তারিখ তাহা নামিয়া ৬০।০ আনা ও ৫৬।০ আনা হয়। ৯ই তারিখ পাটের দর ৫৮।০ আনার বেশী উঠে নাই। অপর দিকে তাহা নিম্নে ৫৩।৶০ আনা পর্য্যন্ত পৌছে। তৎপর ফাটকা বাজারের পরিচালক বোর্ড দরের ঐ শোচনীয় নিম্নগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য ৫৬৲ টাকা হারে পাটের নিম্নতম মূল্য ধার্য্য করিয়া দেন। উহার ফলে ফাটকা বাজারে ৫৬৲ টাকার কম দরে পাটের বেচাকেনা বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ফাটকা বাজারের বাহিরে পাটের দরের নিম্নগতি রোধ করা ইহা দ্বারা সম্ভবপর হইতেছে না। পাটের বাজারের এই ক্রমিক অবনতি দেখিয়া দেশে একটা আতঙ্কের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা সরকার এবার বেশী পরিমাণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দেওয়ার সঙ্কল্প করাতে আমরা তাহার বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে জোর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। উপযুক্ত তথ্যতালিকা সাহায্যে আমরা দেখাইয়াছিলাম যে, বাজারে গতবারের উদ্বৃত্ত হিসাবে যেরূপ বেশী পাট মজুত রহিয়াছে এবং যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে ভবিষ্যতে পাটের কাটতি হ্রাস পাওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে এবার গতবারের তুলনায় বেশী জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়ার কোন সঙ্গতি নাই। তাহা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট যদি পাট চাষ বৃদ্ধির উপরই জোর দেন তবে পাটের মূল্যহ্রাস অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে আমাদের সে কথাই সত্যে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট এক যোগে কিছু পরিমাণ থলের অর্ডার দেওয়ায় পাটকলের সাপ্তাহিক কার্য্যকাল ৫৪ ঘণ্টা হইতে ৬০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া বাঙ্গলা সরকার এবার বেশী পরিমাণ পাট কাটতির সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ বাধিবার আসন্ন সম্ভাবনা দেখিয়াও তাহাতে ভবিষ্যতে পাটের চাহিদা সঙ্কুচিত হওয়ার কোন আশঙ্কা তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই। ফলে মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বেই তাঁহারা বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া কৃষকদিগকে পূর্ব্বের তুলনায় এবার পাটের চাষ বাড়াইবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সেই ধরণের উপদেশ যে কত অসার ও অবিবেচনা-প্রসূত, অবস্থার গতি দেখিয়া আজ অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা আশা করি। জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার ফলে বহু দূরদেশে নিরাপদভাবে পাট ও চট পাঠানো দূরের কথা অষ্ট্রেলিয়া, মালয় প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী দেশসমূহেও

ঐ সমস্ত চালান দেওয়া আর পূর্ব্বের মত সহজসাধ্য নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে পাটকলওয়ালারা সাপ্তাহিক ৬০ ঘণ্টা কার্য্য চালাইবার নজির দেখাইয়া বাঙ্গলা সরকারকে পাটের চাষ বাড়াইতে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন ; এক্ষণে জাপানের সহিত যুদ্ধের নজির দেখাইয়া তাহারা আবার পাটকলের সাপ্তাহিক কার্য্যকাল ৬০ ঘণ্টা হইতে ৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হ্রাস করিবার ধুয়া তুলিয়াছেন। অথচ এই যুদ্ধ যে অচিরেই বাধিবে সে সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সংশয় ছিল না। বাঙ্গলা সরকার যে কিরূপ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া ও কতদূর দূরদর্শিতা নিয়া পাটের চাষ বাড়াইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন এ সমস্ত হইতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক এবারের পাট চাষ সুরু হইতে এখনও বিলম্ব আছে। এই সময়ে বাঙ্গলা সরকার নিজেদের ত্রুটি উপলব্ধি করিয়া যদি পূর্ব্বেকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন এবং পাটের জমি এবার গতবারের তুলনায় বৃদ্ধি করা যাইবে না বলিয়া যদি নির্দ্দেশ দেন, তবে পাটের দরের অবনতি এখনও অনেকটা রোধ করা যাইতে পারে। আমরা আশা করি তাঁহারা পাটচাষীদের বিহিত স্বার্থ বুঝিয়া উহা করিতে অসম্মত হইবেন না।

সাধারণের জন্য নির্দ্ধারিত মূল্যের বস্ত্র সরবরাহ

এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ভারত সরকার কিছুকাল যাবত নির্দ্ধারিত মূল্যের কতিপয় শ্রেণীর বস্ত্র (ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ) প্রচলন করিবার বিষয় বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। নয়া দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি বস্ত্রশিল্প বিষয়ক পরামর্শ সমিতির এক বৈঠকে এ সম্পর্কে উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে প্রত্যেক কাপড়ের কলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কলের মালিকদিগকে নির্দ্দেশ দিবেন। আর তাঁহারা সেই অনুসারে রীতিমতভাবে ঐ কাপড় উৎপাদন করিবেন। উৎপন্ন কাপড়ের যথোপযুক্ত মূল্য গবর্ণমেণ্টই ধার্য্য করিয়া দিবেন। তবে কাপড়ের কলগুলি বেশী পরিমাণে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত করা আরম্ভ করিলেও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পাইকারদের মারফতে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইলে সাধারণের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত মূল্যের চেয়ে তাহার জন্য বেশী দাম আদায় হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। আর তাহাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলনের আসল উদ্দেশ্যও ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই কারণে ন্যায্য মূল্যে সাধারণের নিকট কাপড় বিক্রয় সম্পর্কেও উক্ত বৈঠকে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, কাপড়ের কলের মালিকেরা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিবার সঙ্গে উৎপন্ন কাপড় বিক্রয়ের জন্য নিজেরাই স্থানে স্থানে দোকান-ঘর খুলিবেন। ঐ সব দোকান হইতে জনসাধারণ নির্দ্ধারিত মূল্যে বস্ত্র ক্রয় করিবে।

কাপড়ের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ দেশের দরিদ্র জনসাধারণ নিদারুণ দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। তাহাদের সুবিধার জন্য আজ এই সব কার্য্যনীতি স্থির হওয়া সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব কর্ম্মপন্থা কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরীভাবে অবলম্বিত হইবে দিল্লী বৈঠকের সিদ্ধান্ত হইতে তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। গত ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে দেশে কাপড়ের দাম বাড়িয়া চলিয়াছে। তজ্জন্য সাধারণের ক্রমাগত দুঃখ কষ্ট লক্ষ্য করিয়াও গবর্ণমেণ্ট প্রথম দুই বৎসরে বস্ত্রের মূল্য সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। অক্টোবর মাস হইতে তাঁহারা নির্দ্ধারিত মূল্যের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলন দ্বারা জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘবের কথা বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কবে পর্য্যন্ত উহা প্রচলন করা সম্ভবপর হইবে তৎসম্বন্ধে এখনও তাঁহারা নির্দ্দিষ্টভাবে কিছুই জানাইতেছেন না। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করিবেন—এই ভরসায় দেশের জনসাধারণ আর কতদিন বেশী দামে কাপড় কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ? নিজেদের প্রয়োজনে কোন শ্রেণীর বস্ত্রের যোগান পাওয়া আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্ট অচিরে তাহা উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণের প্রয়োজনে কোন কিছু ব্যবস্থা করিবার হইলে আলাপ আলোচনার মাত্রা বাড়িয়া যায় ; কার্য্যকরী বিধান অবলম্বনেও অকারণ বিলম্ব ঘটিতে থাকে। এসমস্তই খুব পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

ভারতীয় জাহাজ শিল্পে প্রতিবন্ধকতা

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে একদিকে খাদ্যদ্রব্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম আমদানীর জন্য অধিকতর সংখ্যক জাহাজের প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যদিকে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক বহু সংখ্যক জাহাজ বিনষ্ট হওয়ার ফলে জাহাজের অভাবের দরুণ ইংলণ্ডকে বিশেষভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছে। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য ইংলণ্ডের জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানাগুলিতে দিবারাত্রি কাজ চালাইয়া অধিকতর সংখ্যক জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অন্যান্য অনেক দেশ হইতে জাহাজ ক্রয় করিবার জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট চূড়ান্তরূপ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে ভারতবর্ষে জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর পক্ষ হইতে শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিলেও এবং যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে যত জাহাজ নির্ম্মাণ করা হইবে তাহার সকলগুলি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে নিয়োজিত করা হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইলেও গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কোন সাহায্য করিতেছেন না। জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের জন্য কলিকাতার একটী স্থান সংগ্রহের ব্যাপারে অসমর্থ হইয়া সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী মাদ্রাজের কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ভিজাগাপট্টমে একটী স্থান সংগ্রহ করতঃ উহাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে উহারা জাহাজ নির্ম্মাণের উপযোগী ইস্পাত সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। এই ইস্পাত আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে আমদানীর ব্যাপারে কোম্পানীকে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক তদ্বির করিয়াও কোন সুফল হইতেছে না। এই সম্পর্কে সিন্ধিয়ার বার্ষিক সভায় শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ মন্তব্য করিয়াছেন যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও ভারত সরকার কেন যে এই ব্যাপারে উৎসাহবোধ করিতেছেন না, তাহা একটা রহস্যজনক ব্যাপার। কিন্তু উহার মধ্যে রহস্যের কি আছে। শেঠজি খুলিয়া না বলিলেও আমরা একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পরি যে, ভারতবর্ষ যাহাতে জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্পে অবতীর্ণ হইতে না পারে এবং যুদ্ধশেষে ভারতের বাজার যাহাতে বৃটীশ জাহাজশিল্পীদের করায়ত্ত থাকে তজ্জন্যই ভারতীয় জাহাজ শিল্পে কোন সাহায্য করা হইতেছে না। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতের সকল প্রকার শিল্পপ্রচেষ্টা সম্বন্ধেই বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ও উহার প্রতিনিধি স্থানীয় ভারত সরকার এই প্রকার স্বার্থপর ও অদূরদর্শী মনোভাব প্রদর্শন করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্পে আমেরিকার যুক্তরাজ্য কি প্রকার উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা শুনিলে

সকলেই বিস্মিত হইবেন। গত ১৯৩৯ সালে আমেরিকার জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানাসমূহে ২ লক্ষ ৪১ হাজার টনের ২৮টী মাত্র জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে উক্ত দেশে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টনের ৫৩টী জাহাজ তৈয়ারী হয়। ১৯৪১ সালের প্রথম ছয় মাসে উক্ত দেশে ৩ লক্ষ ২৬ হাজার টনের ৪০টী জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছে এবং এই বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ১০ লক্ষ টনের জাহাজ তৈয়ার হইবে আশা করা যাইতেছে। বর্ত্তমানে উক্ত দেশে জাহাজ নির্ম্মাণের যে সব উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে তাহাতে ১৯৪২ সাল হইতে প্রায় ৩৭ লক্ষ টন করিয়া জাহাজ তৈয়ার হইবে। ভারতবর্ষে জাহাজ নির্ম্মাণের এরূপ ব্যবস্থা কল্পনার অতীত। কিন্তু এদেশে সিন্ধিয়া কারখানায় অনায়াসে বৎসরে ২ লক্ষ টন জাহাজ তৈয়ার হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট উহারও সুযোগ দিতে প্রস্তুত নহেন।

কয়লার দর বৃদ্ধি

কয়লার দর অত্যধিক হারে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে সহর অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের যে দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে তদ্বিষয়ে গত সপ্তাহে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের ভারপ্রাপ্ত অফিসার কয়লার মূল্য কতকটা নিম্নস্তরে নির্দ্ধারণ করিয়া সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাতে কলিকাতায় কয়লার দর কিছু নামিয়াছে—ইহা সুখের বিষয়। গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে কলিকাতায় প্রতিমণ কয়লার ন্যায্য খুচরা দর হওয়া উচিত ১/০ আনা। আর সে হিসাবে তাঁহারা সাধারণকে ঐ দরেই কয়লা কিনিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কয়লার দর কয়েকদিন পূর্ব্বে যেস্থলে মণপ্রতি দেড় টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল সেস্থলে উহা ১/০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যাওয়া ভরসার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু দরের এই সামান্য কমতি সাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা তেমন কিছু লাঘব করিতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। যুদ্ধের পূর্ব্বে কয়লার দর ছিল প্রতিমণ ছয় আনা হইতে আট আনা। সে হিসাবে বর্ত্তমানে প্রতিমণ কয়লার জন্য ১/০ আনা করিয়া দাম আদায় করা নিতান্ত জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী রাণীগঞ্জ অঞ্চলে যেস্থলে বিস্তর কয়লার যোগান রহিয়াছে এবং খনি হইতে প্রচুর কয়লা উত্তোলন সম্পর্কে যেস্থলে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় নাই সেস্থলে অসহায় গৃহস্থদের উপর ইহা একটা জুলুমই বটে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, খনিঅঞ্চল হইতে কয়লা বহনের উপযোগী মালগাড়ীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতেই কয়লার দর বর্ত্তমানে চড়িয়া উঠিয়াছে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সরকারী অফিসার সে কারণ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। মালগাড়ীর অভাব দূর করিয়া কবে পর্য্যন্ত কয়লার দর পূর্ব্বেকার স্তরে বহাল করা সম্ভবপর হইবে সাধারণকে তাহা জ্ঞাপন করাও কর্ত্তব্যবোধ করেন নাই। সরকারী দায়িত্বজ্ঞানের এই নমুনা যে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

তুলার ভবিষ্যৎ

যুদ্ধের জন্য ভারতীয় তুলার বাজারে একটা অবসাদের ভাব সূচিত হইয়াছে। তুলার ভালরূপ কাটতি ও তাহা হইতে উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার উপর উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতে অনেক কৃষকেরই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে তুলার কাটতি যেরূপ হ্রাস পাইতেছে উহার মূল্যও তেমনই পড়িয়া যাইতেছে। বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির দরুণ এদেশের কাপড়ের কলসমূহে বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় বেশী পরিমাণে দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হইতেছে সত্য, কিন্তু বাহিরে তুলার রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া আসার ফলে সমষ্টিকৃত ভাবে অবস্থার অবনতিই লক্ষিত হইতেছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে প্রায় ৬৪ লক্ষ বেল (৪০০ পাউণ্ডে এক বেল ধরিয়া) তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাজারে পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত তুলার পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল। কাজেই ১৯৪০-৪১ সালে দেশে তুলার মোট যোগান ৭৮ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল দাঁড়ায়। যুদ্ধের জন্য ঐ সালে তুলার রপ্তানী কমিয়া মাত্র ২২ লক্ষ ৯৭ হাজার বেলে পরিণত হয়। অপর দিকে দেশীয় মিলসমূহে দেশীয় তুলার ব্যবহার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৫ লক্ষ বেল পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৩৫ লক্ষ ৮০ হাজার বেল দাঁড়ায়। উহা ছাড়া হাতে সুতা কাটা বাবদও দেশে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুলা খরচ হয়। ফলে মোট ৭৮ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল তুলার মধ্যে ১৯৪০-৪১ সালে ৬১ লক্ষ ২৫ হাজার বেল তুলার কাটতি হইয়াছে এবং ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুলা উদ্বৃত্ত থাকিয়া গিয়াছে। এত বেশী পরিমাণ তুলা উদ্বৃত্ত থাকাতে তুলাচাষীদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ভবিষ্যতও অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হইতেছে। ১৯৪১-৪২ সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের তুলা ফসল সম্পর্কে যে সরকারী বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এবার ১৯৪০-৪১ সালের প্রায় সমান পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। অবশ্য এবার দেশীয় কাপড়ের কলসমূহে দেশীয় তুলার ব্যবহার ৩৫ লক্ষ বেল হইতে বাড়িয়া ৪০ লক্ষ বেল দাঁড়াইতে পারে বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন। কিন্তু ঐ পরিমাণ তুলা কলসমূহে কাটতি হইবে বলিয়া ধরিয়া লইলেও ১৯৪১-৪২ সালে তুলার বাজারের অবস্থা যে ক্রমেই খুবই নিরুৎসাহব্যঞ্জক হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। জাপান এতদিন প্রতিবৎসরে গড়ে ১৮ লক্ষ বেল পরিমাণ ভারতীয় তুলা খরিদ করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ দেশের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ফলে জাপানে ভারতীয় তুলা একেবারেই রপ্তানী হইবে না। এই অবস্থায় চলতি ১৯৪১-৪২ সালে বাহিরে ৭ লক্ষ বেলের বেশী ভারতীয় তুলা কাটতির আশা নাই। কাজেই এই বৎসরের শেষে তুলার মোট যোগানের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ বেলই উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ভারতীয় তুলা চাষীদের স্বার্থের দিক হইতে উহা যে খুব আতঙ্কের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতের এই গুরুতর সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের কি উপায় হইতে পারে তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট মিশরের তুলা চাষীদের কল্যাণার্থে ঐদেশের উৎপন্ন বিপুল পরিমাণ তুলা নিজেরা ক্রয় করিতেছেন। যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের নিকট হইতে তাঁহারা যে সাহায্য ও সহযোগিতা আদায় করিতেছেন তাহাতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সেরূপ কোন উদার ব্যবস্থা ভারতবাসীরা কি আশা করিতে পারে না?

রেলের যাত্রী ও মালভাড়া

এদেশে রেলগাড়ীতে যাত্রী ও মাল চলাচলের ভাড়ার হার পূর্ব্বেই বেশী ছিল। তাহার উপর গত ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাস হইতে সরকারী রেলপথসমূহে মালের ভাড়া টাকায় দুই আনা এবং যাত্রী ভাড়া টাকায় এক আনা হারে বর্দ্ধিত হওয়ায় দেশবাসীর উপর তাহার চাপ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রেলের মালভাড়ার সহিত দেশের শিল্প ব্যবসায়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে। কাজেই মালভাড়া বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে দেশে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দেশের গবর্ণমেণ্ট রেল বিভাগের কম আয়ের দোহাই দিয়া গত পৌনে দুই বৎসরকাল যাবৎ এই বর্দ্ধিত ভাড়া বলবৎ রাখিয়াছেন। যাহা হউক বর্ত্তমানে ভারতীর রেলওয়ের আয় অনেকটা বাড়িয়াছে এবং সেকারণে রেলের ভাড়া সম্পর্কে একটা পুনর্ব্বিবেচনার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাসে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের মোট আয় দাঁড়াইয়াছিল ৬০ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। চলতি ১৯৪১-৪২ সালের উপরোক্ত ৭ মাসে আয় ৯ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৭০ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আয়ের পরিমাণ এই ভাবে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে শেষ পর্য্যন্ত ব্যয় বাদে রেলওয়ের প্রায় ২০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ভারত সরকারের রেলওয়ে সচিব গত ফেব্রুয়ারী মাসে রেল বিভাগের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে ঐ বৎসরে রেল বিভাগের ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছিলেন। উদ্বৃত্তের পরিমাণ কার্য্যতঃ প্রায় ২০ কোটি টাকা হওয়া সেদিক দিয়া খুব উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় দেশের জনসাধারণ রেলের যাত্রী ও মালভাড়া হ্রাস করিয়া তাহা পূর্ব্বেকার হারে বলবৎ করিবার দাবী ন্যায্যতঃই করিতে পারে। আশা করি ভারত সরকার তাঁহাদের আগামী বৎসরের বাজেট প্রস্তুত করিবার কালে সেবিষয়ে যথাসম্ভব সুবিবেচনা দেখাইবেন।

বাঙ্গলায় নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী

বাঙ্গলায় মৌলবী ফজলুল হকের নেতৃত্বে যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে তাহাতে কে কে স্থান পাইবেন তৎসম্বন্ধে সঠিক সংবাদ এখনও জানা যায় নাই। অদ্য উহা জানা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এবং ঢাকার নবাব বাহাদুর মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

নূতন মন্ত্রিমণ্ডলে কে কে স্থান পাইবেন তাহা তত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। এই মন্ত্রিমণ্ডল সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে যে, উহা বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত সম্প্রদায় ও দলের সমর্থন লাভ করিয়াছে। এই অবস্থায় প্রত্যেক দলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আস্থাভাজন ব্যক্তি মন্ত্রিমণ্ডলে স্থান পাইবেন—উহা খুবই আশা করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে বাঙ্গলার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি মন্ত্রিমণ্ডলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আজিকার দিনে বাঙ্গলার হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট ডাঃ মুখার্জ্জি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি কেহ নাই। তিনি যতদিন মন্ত্রিসভায় থাকিবেন ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার হিন্দু সম্প্রদায় বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের অধীনে তাহাদের স্বার্থ নিরাপদ রহিয়াছে বলিয়াই মনে করিবে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শেষ মুহূর্ত্তে বাঙ্গলার অন্যতম শক্তিশালী জননায়ক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কারারুদ্ধ হইয়াছেন। উহার ফলে বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা তাঁহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল। কিন্তু তিনি কারারুদ্ধ হইলেও তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছেন। কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতি অনুযায়ী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে কেহ মন্ত্রিসভায় যোগদান করিবেন না বটে, কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার প্রতি উহারাও সহানুভূতিসম্পন্ন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলবী ফজলুল হক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আস্থাভাজন ব্যক্তি। মুসলীম লীগের প্রতিনিধি হিসাবে সার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভায় যোগদান না করিলেও ঢাকার নবাবের মত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ মুসলমান সদস্য এবং পরিষদের বাহিরে মুসলমান জনসাধারণের অধিকাংশের উহাদের উপর আস্থা রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলকে একটী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়া অভিহিত করিলে অন্যায় হইবে না। এই শ্রেণীর গবর্ণমেণ্টকে দেশ-হিতকামী ব্যক্তি মাত্রেই সমর্থন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের সমক্ষে নানা বিপদ রহিয়াছে। সার নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে ব্যবস্থা পরিষদের একটা বড় দল এই মন্ত্রিসভার বিরোধী। পরিষদস্থিত ইউরোপীয় দল বর্ত্তমানে সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে। সুযোগ পাইলেই উহারা সার নাজিমুদ্দীনের দলের সহিত যোগদান করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলকে ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। এতদিন যাহারা দেশে হিন্দু মুসলমান বিরোধ উস্কাইয়া দিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় সকল দলের সমর্থিত মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগাতে উহারা এখন দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নিকে প্রধূমিত করিতে কোন চেষ্টার বাকী রাখিবে না। উহার ফলে যে কোন সময়ে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের সমর্থক দলে ভাঙ্গন ধরিয়া উহা বিপন্ন হইতে পারে। শাসনতন্ত্রগত নীতি ও কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে মতভেদ হেতুও বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে। কেন না আমরা যতদূর জানি তাহাতে কি আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা ধরিয়া শাসনকার্য্য চালান হইবে তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন দলের ও দলপতিদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কোন বুঝাপড়া হয় নাই। তবে কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রোগ্রেসিভ দল যে কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়াছিলেন তাহাই যদি বর্ত্তমান প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির কর্ম্মপন্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের তেমন কিছু বলিবার নাই।

প্রগ্রেসিভ পার্টি যে কর্ম্মপন্থা ঘোষণা করিয়াছেন তাহাই যদি বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের কর্ম্মপন্থা হয় তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, (১) বাঙ্গলায় সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং (২) বাঙ্গলার জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিবেন। এই কর্ম্মপন্থার মধ্যে আরও একটা জরুরী বিষয় রহিয়াছে। তাহা হইতেছে বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত ভদ্র যুবকদের বেকার সমস্যার সমাধান। তবে কৃষি, শিল্প ইত্যাদির মারফতে যদি দেশবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা হয়, তাহা হইলে বেকার সমস্যার আপনা হইতেই সমাধান হইতে পারে। কাজেই এই সম্পর্কে পৃথকভাবে কিছু বলার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং বাঙ্গালার অর্থনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান মন্ত্রি-মণ্ডলের নিকট আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলার নাগরিক জীবনের সর্বস্তরে এরূপ ভেদবুদ্ধি বিসর্পিত হইয়াছে যাহা দূর করিতে হইলে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলকে অনেকদিন পর্য্যন্ত আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের মনে হয় যে, সরকারী ফাইলের মধ্যে নিমগ্ন না থাকিয়া প্রধান মন্ত্রী, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও ঢাকার নবাব বাহাদুর যদি মিলনের বার্ত্তা লইয়া বাঙ্গলার সর্ব্বত্র একবার ভ্রমণ করিয়া আসেন, প্রত্যেক স্থানে হিন্দু মুসলমানের মিলিত সভায় তাঁহারা যদি সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন এবং একথা ঘোষণা করেন যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষভাবে হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর ও যাহারা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিবে তাহাদিগকে গবর্ণ-মেণ্ট কোনওরূপে প্রশ্রয় দিবেন না, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গলার জনসাধারণের মধ্যে একটা নূতন ভাবধারা সৃষ্টি হইয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা সহজ হইবে। কিন্তু উহার পরেও যে কারণে মানুষে মানুষে বিবাদ বিসম্বাদ হয় সেই কারণে হিন্দু মুসল-মানের মধ্যেও বিবাদ বিসম্বাদ হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসভাজন হিন্দু ও মুসলমানের দ্বারা গঠিত একটী কমিটী দ্বারা বিবাদের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং কমিটীর নির্দ্দেশমতে উহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। আমাদের মনে হয় যে, এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের অবিলম্বে ৩ জন

(৯৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতে কাগজের দুর্ভিক্ষ

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এদেশে ক্রমেই কাগজের একটা দুর্ভিক্ষ দেখা যাইতেছে। নানা শ্রেণীর প্রয়োজনীয় কাগজের দিক দিয়া বিশেষ করিয়া সংবাদপত্রের কাগজের ব্যাপারে ভারতবর্ষ এখনও বিদেশের উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের জন্য কাগজের আমদানী ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাওয়াতেই আজ কাগজের নিদারুণ অভাব সূচিত হইয়াছে। জার্ম্মানী এবং সুইডেন ও নরওয়ে প্রভৃতি 'স্কেণ্ডিনেভিয়ার' দেশগুলিই কাগজ ও কাগজের সরঞ্জাম উৎপাদনের দিক দিয়া জগতে সর্ব্বপ্রধান। পূর্ব্বে ঐ সমস্ত দেশ হইতে ভারতে অধিক পরিমাণে কাগজ আমদানী হইত। কিন্তু ১৯৪০ সালে ইউরোপে যুদ্ধের অবস্থা ব্যাপক আকার ধারণ করার পর হইতে ঐ সমস্ত দেশ হইতে কাগজের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। সুইডেন ও নরওয়ের পর জগতে প্রধান কাগজ উৎপাদক দেশ হইতেছে ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইউরোপ হইতে কাগজের আমদানী বন্ধ হইবার পর এতদিন ঐ দুই দেশ হইতে কাগজ আনাইয়া ভারতবর্ষ তাহার অভাব পূরণের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে জাপানের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া ক্যানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে কাগজ আমদানীর পথ বন্ধ হইয়াছে। ফলে এখন হইতে ভারতে চাহিদার তুলনায় কাগজের যোগান পূর্ব্বের চেয়ে আরও শোচনীয় ভাবে হ্রাস পাওয়ারই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

একথা সত্য যে, গত কয়েক বৎসরে ভারতে কাগজ শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে ৫৯ হাজার টন পরিমিত কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা বাড়িয়া ৬৯ হাজার ৮০০ টন দাঁড়ায়। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ৮৩ হাজার ৭০০ টনে পরিণত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু উৎপাদন এইরূপ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দেশীয় কাগজের কলসমূহ দ্বারা এখনও এদেশের চাহিদা মিটানো সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। এখন পর্য্যন্ত ভারতে যে সমস্ত কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে বৎসরে সমষ্টিকৃতভাবে তাহাদের মাত্র ১ লক্ষ টন কাগজ উৎপাদনের ক্ষমতা রহিয়াছে। কিন্তু এদেশে কাগজের বাৎসরিক চাহিদা হইতেছে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন। কাজেই সমস্ত কাগজের কলগুলিতে যথাশক্তি কাগজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইলেও এদেশে বৎসরে ৪০ লক্ষ টন পরিমিত কাগজের ঘাটতি থাকিয়া যাইবে বলা যাইতে পারে। এ সম্পর্কে আর একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, এদেশে রোটারী মেসিনে সংবাদপত্র ছাপিতে যে রীলের কাগজ দরকার হয়, ভারতে তাহা প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। এদেশে যে ১ লক্ষ টন কাগজ তৈয়ারের সুযোগ রহিয়াছে তাহা সমস্তই সাধারণ শ্রেণীর কাগজ। এদেশের সংবাদপত্রের জন্য প্রায় সকল কাগজই এতদিন বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে। কাজেই এক্ষণে বিদেশ হইতে কাগজের আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে এদেশে সংবাদপত্রের ব্যবহার্য্য কাগজের যোগান পাওয়া খুবই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে। সংবাদপত্রের মালিকেরা ইতিমধ্যে যাহা কিছু কাগজ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতের জন্য উহাই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। এই অবস্থায় যুদ্ধ কয়েক বৎসর চলিতে থাকিলে প্রয়োজনীয় কাগজের অভাবে উঁহাদের পক্ষে ব্যবসা চালান যে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারতে বর্ত্তমানে সাধারণ শ্রেণীর কাগজের যে চাহিদা রহিয়াছে দেশীয় কাগজের কলগুলির উৎপাদন যথাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া তাহা কতকাংশে মিটান যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে ঐদিক দিয়া যথাসম্ভব যোগান পাওয়ার কিছু কিছু অসুবিধাও রহিয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ প্রতি বৎসর বিস্তর কাগজ নিজেদের কাজে ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসরে তাঁহাদের ক্রীত কাগজের পরিমাণ এদেশের মোট ব্যবহার্য্য কাগজের এক ষষ্ঠাংশের মত। বর্ত্তমানে সামরিক প্রচেষ্টার জন্য নানাদিক দিয়া উঁহাদের কাগজের প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বের তুলনায় বাড়িয়াছে। আর গবর্ণমেন্ট এদেশে কাগজের কম যোগান সত্ত্বেও তাঁহাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয়তাই সবচেয়ে বড় করিয়া দেখিতেছেন। ফলে সাধারণকে কাগজ পাওয়ার যথাসম্ভব সুযোগ দেওয়ার বদলে তাঁহাদের চাপে পড়িয়া দেশের কাগজের কলের মালিকেরা সরকারী দাবী দাওয়া মিটাইবার দিকেই বেশী পরিমাণ ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন। অনেকক্ষেত্রে সরকারী প্রয়োজনে কাগজ মজুদ রাখিবার চেষ্টাও লক্ষিত হইতেছে। কাজেই দেশে কাগজের যোগান কমিয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে সাধারণেরই বেশী অসুবিধা হইয়াছে। ভবিষ্যতে যোগান আরও কমিয়া গেলে তাহাদের অসুবিধাই বাড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

দেশে বর্ত্তমানে কাগজের যে অভাব দেখা দিয়াছে তাহার মূলে যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থাই নিহিত রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান এত কম হওয়ার জন্য গবর্ণমেন্টও কম দায়ী নহেন। যুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করিলে বিদেশ হইতে কাগজ পাওয়া দুষ্কর হইবে ভাবিয়া অনেক দেশের গবর্ণমেন্ট পূর্ব্ব হইতে বেশী পরিমাণ কাগজ আমদানী করিয়া ভবিষ্যৎ দরকারের জন্য তাহা মজুত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় কাগজ যথেষ্ট মাত্রায় তৈয়ার করা বিষয়েও অনেক দেশে পূর্ব্বাহ্নে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া দেশের গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় ঐদিক দিয়া পরিপূর্ণ সুব্যবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ঐদেশে সংবাদপত্রের ব্যবহারযোগ্য কাগজ বিশেষ কিছুই উৎপন্ন হইত না। অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেন্টের সাহায্য ও সহযোগিতার ফলে ঐ দেশে এত বেশী পরিমাণে ঐ কাগজ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে যে, অষ্ট্রেলিয়ার দশটি বড় সংবাদপত্র বর্ত্তমানে দেশীয় কাগজেই ছাপা হইতেছে। সে ধরণের সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণে আমাদের দেশের গবর্ণমেন্ট প্রথম হইতেই শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানীর সুবিধা দিয়া তাঁহারা এদেশে কাগজের কল বাড়াইবার জন্য মোটেই সাহায্য করেন নাই। সংবাদপত্রের কাগজ তৈয়ারের বিধিব্যবস্থা করা দূরে থাকুক দেশবাসীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহারা এদেশে ঐরূপ কাগজ প্রস্তুতের সুযোগ সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিবেচনা করিয়া দেখিতে অসম্মত হইয়াছেন। যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিয়াও তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে দেশে বেশী কাগজ আমদানীর সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। বরং ডলার সঞ্চয়ের অবান্তর হেতুবাদ দেখাইয়া তাঁহারা কিছুকাল যাবৎ কাগজের আমদানী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছেন। ফলে তাঁহাদের কার্য্যনীতি এদেশে কাগজের দুর্ভিক্ষ ঘটাইবার পক্ষেই সহায়তা করিয়াছে। দেশবাসীর অভাব ও অসুবিধা সম্বন্ধে এই ধরণের উপেক্ষা ও অদূরদর্শিতা যে কোন দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষেই নিন্দনীয়।

প্রাচ্য ভূখণ্ডের যুদ্ধে ভারতের উপর প্রতিক্রিয়া

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপের আর সমস্ত দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উহার ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে অনিষ্টকর প্রভাব পতিত হইয়াছে আমেরিকার সহিত ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান বাণিজ্য এবং সামরিক প্রয়োজনে ভারতে পণ্যদ্রব্যের অত্যধিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে তেমন মারাত্মক হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রাচ্য ভূখণ্ড ব্যাপিয়া যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহাতে ভারতীয় অর্থ-নীতিক্ষেত্রে পুনরায় যে একটা বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতিকারের আশা দেখা যাইতেছে না। প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়ার ফলে মালয়, জাভা, বোর্ণিয়ো, শ্যাম, ফরাসী ইন্দোচীন, হংকং ও চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইল। এই যুদ্ধ অধিকতর বিস্তৃত হইলে ব্রহ্মদেশের সহিতও ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। জাপানের সহিত বাণিজ্য কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এদিকে প্রশান্তমহাসাগর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়াতে আমেরিকার যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার সহিতও ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

উপরোক্ত দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের পরিমাণ কিরূপ তাহা বিবেচনা করিলে এই সব দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার দরুণ ভারতবর্ষের কিরূপ ক্ষতি হইবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। গত মার্চ্চ মাসে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে উপরোক্ত কয়েকটী দেশ হইতে ভারতে আমদানী এবং ভারতবর্ষ হইতে উপরোক্ত কয়েকটী দেশে রপ্তানীর পরিমাণ নিম্নলিখিত মত ছিল—

দেশ	ভারতে আমদানী (টাকা)	ভারত হইতে রপ্তানী (টাকা)
ব্রহ্মদেশ	৩১ কোটী ৮১ লক্ষ	১২ কোটী ৩১ লক্ষ
মালয়	৪ ,, ৮২ ,,	২ ,, ৬২ ,,
জাভা	৩ ,, ৩৭ ,,	{ ১ ,, ৪৯ ,,
বোর্ণিয়ো	১ ,,	
শ্যাম	৫৩ ,,	১ ,, ৩ ,,
ফরাসী ইন্দোচীন		১ ,, ২৮ ,,
জাপান	১৯ ২৩ ,,	১৩ ,, ৯৭ ,,
হংকং	৬৪ ,,	৯৫ ,,
চীন	২ ৬৩ ,,	৮ ৫০ ,,
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	১৪ ৯২ ,,	২৪ ,, ৪০ ,,
দক্ষিণ আমেরিকা		৫ ,, ৭৯ ,,
অষ্ট্রেলিয়া	২ ৩৯ ,,	৫ ,, ৪৯ ,,
	৮১ কোটী ৩৪ লক্ষ	৭৭ কোটী ৮৩ লক্ষ

এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার দরুণ বিদেশ হইতে ভারতের আমদানী প্রায় ৮১॥ কোটী টাকা কমিয়া যাইবে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী প্রায় ৭৮ কোটী টাকা হ্রাস পাইবে। এই ভাবে আমদানী ও রপ্তানী বন্ধ হওয়ার দরুণ ভারতবর্ষে বহু প্রকার অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের অভাব ঘটিবে এবং ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীযোগ্য বহু মালপত্র অবিক্রিত থাকিয়া যাইবে। নিম্নে আমরা একটী একটী দেশ ধরিয়া এই বিষয়টীর আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ ব্রহ্মদেশের কথা ধরা যা'ক। ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় চাউল, কেরোসিন তৈল, পেট্রল ও সেগুন কাঠের অধিকাংশ ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বহুল পরিমাণে কার্পাস বস্ত্র, থলে ও চট, তামাক, কয়লা ইত্যাদি জিনিষ ক্রয় করিয়া থাকে। মালয় হইতে ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় সুপারি ও টিন আমদানী হয়। গত ১৯৩৮-৪৯ সালে উক্ত দেশ হইতে ভারতে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা মূল্যের সুপারি ও ৬২ লক্ষ টাকার টিন আমদানী হইয়াছিল। এদিকে মালয় ভারতীয় বস্ত্র ও সূতার একজন বড় ক্রেতা। জাভা হইতে পূর্ব্বে ভারতের প্রয়োজনীয় চিনি আমদানী হইত। কিন্তু এক্ষণে ভারতে বহুসংখ্যক চিনির কল স্থাপিত হওয়াতে উহা বন্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ কোন জিনিষের জন্য জাভার উপর তেমন নির্ভরশীল নহে। কিন্তু জাভা ভারতীয় থলে ও চটের একটী বড় খরিদ্দার। বোর্ণিয়োতে ভারতবর্ষ হইতে বড় রকম কোন জিনিষ রপ্তানী হয় না বটে, কিন্তু উক্ত দেশ হইতে ভারতে প্রত্যেক বৎসর এক কোটী অপেক্ষা বেশী মূল্যের খনিজ তৈল আমদানী হইয়া থাকে। শ্যামদেশ ভারতীয় বস্ত্র ও সূতা এবং থলে ও চটের একটী ভাল খরিদ্দার। ফরাসী ইন্দোচীনেও ভারতীয় থলে ও চট বহুল পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। জাপান হইতে ভারতবর্ষে প্রধানতঃ কৃত্রিম রেশম ও উহা হইতে প্রস্তুত বস্ত্র, কার্পাস বস্ত্র ও সূতা, রেশম ও রেশমী বস্ত্র, পশমী জিনিষ, খেলনা, লৌহ ও ইস্পাত, পোর্সেলিন, কাচের জিনিষ ইত্যাদি আমদানী হইত এবং জাপান ভারতীয় তূলার সর্ব্বপ্রধান ক্রেতা ছিল। হংকং ভারতীয় বস্ত্র ও সূতা রপ্তানীর একটী কেন্দ্র ছিল। চীন হইতে ভারতে কার্পাস বস্ত্র ও সূতা এবং রেশম ও রেশমী বস্ত্র বহুল পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে এবং ভারতীয় তূলা ও পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের চীন একজন বড় ক্রেতা। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ভারতবর্ষ হইতে প্রধানতঃ ফল, চামড়া, থলে ও চট, ম্যাঙ্গানিজ, মসলা, চা প্রভৃতি জিনিষ রপ্তানী হইয়া থাকে এবং উক্ত দেশ হইতে ভারতে প্রধানতঃ কলকব্জা, মোটর গাড়ী, কেরোসিন তৈল, যন্ত্রপাতি, তামাক, তূলা, ঔষধ প্রভৃতি জিনিষ আমদানী হয়। দক্ষিণ আমেরিকা ভারতীয় থলে ও চটের একটী প্রধান খরিদ্দার। অষ্ট্রেলিয়া হইতে চর্ব্বি জাতীয় জিনিষ, গম, পশম ইত্যাদি জিনিষ আমদানী হয় এবং অষ্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষ হইতে থলে ও চট, চাল ইত্যাদি জিনিষ ক্রয় করিয়া থাকে।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে প্রাচ্যভূখণ্ডে যুদ্ধের জন্য ভারতে কোন কোন জিনিষের অভাব ঘটিবে এবং ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীযোগ্য কোন কোন জিনিষের বিক্রয় বন্ধ হইবে তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তবে জাপান ও চীনের সহিত বাণিজ্য চূড়ান্তভাবে বন্ধ হওয়ার দরুণ ভারতে কাপড়ের বাজার আরও চড়িয়া যাইবে। ব্রহ্মদেশ হইতে যদি চাউল আমদানীর পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় তাহা হইলে চাউলের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। মসলা, সুপারি,

নারিকেল তৈল ইত্যাদি জিনিষ প্রধানতঃ মালয় ও ইন্দোচীন হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এই সব জিনিষ ভারতের বাজারে এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে। ব্রহ্মদেশের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইলে কেরোসিন তৈলের আরও মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা রহিয়াছে। এই সমস্ত জিনিষই দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য। সুতরাং প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা যে অনেক বাড়িয়া গেল, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা আর্থিক জগতে "পণ্যদ্রব্যের আরও মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা" শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধে দেশে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য কি প্রকার ভয়াবহরূপে চড়িয়া যাইতেছে তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি। এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে অবিলম্বে দেশে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন হইলে দেশবাসী কর্তৃক পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ যে অত্যাবশ্যক, তাহাও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমানে প্রাচ্যভূখণ্ডে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার দরুণ পণ্যমূল্যের সমস্যা আরও জটিলাকার ধারণ করিল। এক্ষণে গবর্ণমেন্ট যদি অবিলম্বে উহার প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে দেশে সমূহ অশান্তি দেখা দিবে এবং উহার ফলে গবর্ণমেন্টের সামরিক প্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং পণ্যদ্রব্যের মূল্য যাহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা রেখার উর্দ্ধে উঠিতে না পারে তৎপক্ষে বিহিত ব্যবস্থা করা বর্ত্তমানে একপ্রকার অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

(বাঙ্গলায় নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী)

সদস্য লইয়া পাব্লিক সার্ভিস কমিশন বা টেরিফ বার্ডের মত একটী স্থায়ী কমিটী গঠন করা আবশ্যক হইবে। যখনই যেখানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দিবে তখনই কমিটী সরেজমিনে তদন্ত করিবেন এবং উহার প্রতিকারের জন্য তাঁহাদের নিরপেক্ষ অভিমত প্রদান করিবেন। এই ধরণের একটী কমিটীর জন্য বাঙ্গলা দেশে নিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ ও দূরদর্শী মনোভাবসম্পন্ন অন্ততঃ একজন হিন্দু, একজন মুসলমান ও একজন সরকারী কর্ম্মচারী পাওয়া যাইবে না—তাহা আমরা বিশ্বাস করি না।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধেও গবর্ণমেন্টের পক্ষে অনুরূপ পন্থায় কাজ করা আবশ্যক হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলকে চিরাচরিত কৃপণ মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটা ব্যাপক ও দীর্ঘকালব্যাপী কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং এজন্য যত কোটী টাকা অর্থেরই প্রয়োজন হউক না কেন, তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ নিজেরা সরবরাহ করিতে এবং বাকী অংশ জনসাধারণের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট দেশের অর্থনীতিবিদগণকে লইয়া এক বা একাধিক স্থায়ী ও অস্থায়ী কমিটী গঠন করিতে পারেন। গবর্ণমেন্টের অবলম্বিত নীতি কিভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াই এই সব কমিটীর কার্য্য হইবে।

উপসংহারে আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমরা উহাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করিব এবং মন্ত্রিমণ্ডলী যাহাতে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সমর্থনে অশেষ শক্তিশালী হইয়া জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করিতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করিব। কিন্তু মাত্র আমাদের মত ব্যক্তির সাহায্য দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডল শত্রুর আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ বিরোধ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। উহাকে কথায় ও কার্য্যে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের স্বার্থের প্রতিভূ হইতে হইবে এবং দেশব্যাপী হিংসা-দ্বেষ ও আর্থিক দুর্দ্দশার প্রতিকারকল্পে একটা বড় রকম আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। নূতন মন্ত্রিমণ্ডল উহাতে সফলকাম হউক তাহাই ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করিতেছি।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কাগজ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

সরকারী কর্ম্মচারীরা যাহাতে কাগজ ব্যবহারে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেন, সেজন্য কাগজ নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান কর্ম্মচারী সরকারী দপ্তর-খানার বিভিন্ন ঘরগুলিতে "অল্প পরিমাণ কাগজ ব্যবহার করুন" এইরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাপাইয়া দেওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে যে পরিমাণ কাগজ ভারতে মজুদ ছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং কাগজের অভাব দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষে বৎসরে গড়পড়তায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টন কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে কাগজের আমদানী অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। যদি সমস্ত ভারতের কলগুলি তাহাদের সাধ্যানুসারে কাজ করে, তবুও ১ লক্ষ টনের উপর কাগজ প্রস্তুত করিতে পারিবে না। সুতরাং কাগজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ না করিলে বৎসরে প্রায় ৩০ হাজার টন কাগজের অভাব হইবে। ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ যাহাতে জনসাধারণ অল্প পরিমাণে কাগজ ব্যবহার করে, সেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারী দপ্তরখানাগুলিতে কাগজ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত হইতেছে—কেননা সমগ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহার ছয় ভাগের একভাগই সরকারী প্রয়োজনে লাগে।

সংযুক্ত প্রদেশে বোতল প্রস্তুতের কারখানা

বারানসীতে সম্প্রতি একটী নূতন প্রকারের বোতল প্রস্তুতের কারখানার দ্বার উন্মোচন করা হইয়াছে। কাশী নরেশের রাজ্য সীমান্তে জীওনাথপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে এই কারখানাটী স্থাপিত হইয়াছে। দুধের বোতল, ঔষধের ছোট বড় শিশি ও বোতল প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। বর্ত্তমানে দৈনিক শিশি বোতল প্রস্তুতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২ টন। ভারতে পূর্ব্বে আর এইরূপ কারখানা ছিল না। কারখানাটীর নিজস্ব বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

সংযুক্ত প্রদেশে তাঁতিদের দুরবস্থা

সূতার মূল্য অসম্ভবরূপ বাড়িয়া যাওয়ার জন্য সংযুক্ত প্রদেশস্থ তাঁতীদের শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সূতার দরও অনিশ্চিতভাবে উঠানামা করিতেছে। বিদেশ হইতে কোন সূতা আমদানী হইতেছে না। সংযুক্ত প্রাদেশিক সরকার এই প্রদেশের দুঃস্থ তাঁতীদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূতা ক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট দুঃস্থ তাঁতীদের মধ্যে যথাযথভাবে বণ্টন করিয়া দিবেন। যাহাতে তাহারা বিশেষ শ্রেণীর বস্ত্র (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) করিয়া দেয়। এইরূপ পরীক্ষামূলক কার্য্যধারায় সুফল পাইলে এই ব্যবস্থা যথারীতি প্রসারিত হইবে।

বোম্বাই কাপড়ের কলের শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতা

বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের মালিকগণ ১৯৪১ সালের জন্য শ্রমিকদিগকে যুদ্ধের দরুণ শতকরা ১২॥০ টাকা করিয়া মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া স্থির করিয়াছেন।

কলিকাতার বাজারে ভেজাল ঘৃত

কি উপায় অবলম্বন করিলে কলিকাতার বাজারে ভেজাল ঘৃত আমদানী বন্ধ করা যায় এবং যাহাতে ভেজাল ঘৃত প্রস্তুত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা যায়, সেজন্য বাংলা সরকারের বাজার বিভাগ বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। বাংলা সরকারের বাজার বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ এ, আর, মালিক ১৯৩৭ সালের কৃষিজাত দ্রব্যাদির শ্রেণীবিভাগ এবং বাজার সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী যাহাতে ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, সেই জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

ছাতা প্রস্তুত সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগ ছাতা নির্ম্মাণ প্রণালী এবং লোহা ঢালাই-করণ সম্বন্ধে একদল যুবককে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ লেবরেটরী' (শিল্প গবেষণাগারে) এবং ক্যালকাটা টেক্‌নিক্যাল স্কুলে (কলিকাতা কারিগরী শিক্ষালয়) নয় মাসের জন্য বিনা বেতনে এই শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা হইবে। যাহারা এইরূপ শিক্ষাগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহারা বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কিত ব্যবস্থা অনুসারে পেট্রোল রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিবার আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত ব্যয়ের কথা বিবেচনা করিয়াই ভারতে পেট্রোলের মূল্য এক আনা বর্দ্ধিত করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বর্ত্তমান মাসে নয়াদিল্লীতে তৈল ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি-গণের সহিত বাণিজ্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের যে ষান্মাসিক বৈঠক হইবে তাহাতে পেট্রোল ও কেরোসিনের মূল্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হইবে।

সরবরাহ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য ক্রয়

নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সরবরাহ বিভাগ হইতে প্রায় ১ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যের রেলওয়ে সম্পর্কিত ও অন্যান্য প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের দেশরক্ষা সৈন্যবাহিনীর জন্যই ইহার অধিকাংশ মাল প্রেরণ করা হইবে।

বরোদা রাজ্যে শিক্ষার বিস্তার

১৯৩৯-৪০ সালে বরোদা রাজ্যে ২ হাজার ৩ শত ৩৭টী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৯১ হাজার জন। ইহার মধ্যে ছাত্রী ছিল ১ লক্ষ ১২ হাজার জন। বরোদা রাজ সরকার আলোচ্য বৎসরে

শিক্ষার বিস্তার বাবদ ৩৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এইরূপ ব্যয়ের মধ্যে শতকরা ৫৭ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এবং শতকরা ৪·৫ ভাগ কারিগরী শিক্ষার নিমিত্ত খরচ হইয়াছে।

কানাডায় জীবনবীমা

১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে কানাডায় জীবনবীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৯৭ কোটী ৫৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৪৩ ডলার, পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ জীবনবীমার পরিমাণ ছিল ৬৭৭ কোটী ৬২ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৮৭ ডলার। আলোচ্য বৎসরে নূতন জীবনবীমার পরিমাণ হইতেছে ৫৯ কোটী ২ লক্ষ ৫ হাজার ৫৩৬ ডলার। ১৯৩৯ সালে নূতন জীবনবীমার পরিমাণ ছিল ৫৮ কোটী ৮৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৪০ ডলার। কানাডার মোট জীবনবীমার মধ্যে ২২২ কোটী ৫ লক্ষ ৫ হাজার ১৮৪ ডলার বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানী, ১৪ কোটী ৫৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ১৮৫ ডলার বৃটিশ কোম্পানী এবং অবশিষ্টাংশ কানাডার কোম্পানীগুলি সংগ্রহ করিয়াছে। ১৯৪০ সালে মৃত্যুদাবী মিটাইবার জন্য জীবনবীমা কোম্পানীগুলির ৪ কোটী ৯০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮০৪ ডলার দিতে হইয়াছে। ইহার পরিমাণ হইতে গত বৎসরের তুলনায় ১০ লক্ষ ডলার বেশী। আলোচ্য বৎসরে জীবনবীমা বাবদ যে পরিমাণ নূতন কাজ হইয়াছে তাহার শতকরা ২৩·৯ ভাগ বাতিল হইয়া গিয়াছে; ১৯৩৯ সালে নূতন জীবনবীমা বাবদ কাজের শতকরা ২৭·৫১ ভাগ বাতিল হইয়া গিয়াছিল।

আসামে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

৮ই ডিসেম্বর আসামের কৃষিমন্ত্রী মৌলবী মুনওয়ার আলী আসাম প্রদেশে পাটচাষের অঞ্চলসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলা সরকারের নিকট হইতে বিনাসুদে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করার জন্য আসাম সরকারের পরিকল্পনা অনুমোদন করার জন্য একটি প্রস্তাব আসাম ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপন করেন। কৃষিমন্ত্রী জানান যে বাংলা এবং আসাম সরকারের প্রতিনিধিবর্গের পারস্পরিক আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে বাংলা দেশে যেভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, আসামেও তদনুরূপ হইবে। আসামের যে সকল চাষের জমি ও পতিত জমি আসাম সরকারের ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত, তাহাদের ব্যাপারে পাঁচবৎসর কাল উক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হইবে না। আরও প্রকাশ যে, বাৎসরিক ২০ হাজার টাকার কিস্তীবন্দীতে ২০ বৎসরে বাংলা সরকার হইতে গৃহীত ৪ লক্ষ টাকার ঋণ পরিশোধ করা হইবে।

সরবরাহ বিভাগের আগামী বৎসরের বস্ত্রের চাহিদা

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, সরবরাহ বিভাগ ১৯৪২-৪৩ সালের জন্য ৬০ কোটি গজ কার্পাসজাত বস্ত্রাদির অর্ডার দিবেন। ইহার মধ্যে তোয়ালে প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য ধরা হয় নাই।

নিজাম সরকারের সেচ পরিকল্পনা

হায়দরাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ এই যে, নিজাম সরকার সেচ কার্য্যের জন্য মিরিয়ালাগুদা অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত আলম নদীর জল কাজে লাগাইবার একটি পরিকল্পনার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ২৫ লক্ষ হইতে ৩০ লক্ষ টাকা আবশ্যক হইবে বলিয়া আনুমানিক হিসাব ধরা হইয়াছে। এই পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইলে উহার দ্বারা আলম নদীর তীরবর্ত্তী ২৫ হাজার একর পরিমিত চাষের জমির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে।

লৌহ ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, ভারতের লৌহ ও ইস্পাত যুদ্ধের কাজে আরও ভালভাবে নিয়োজিত করিবার জন্য ভারত সরকার ইহার বিভিন্ন বিভাগের এবং বেসামরিক কার্য্য ও রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাতের পরিমাণ এই দেশের উৎপাদন ক্ষমতার গণ্ডিরমধ্যে সীমাবদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে একটী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ভারত সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ভারতে যে পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত অসামরিক কার্য্যে এবং যাবতীয় শিল্পে ব্যবহৃত হয় তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট হিসাব লওয়া হইয়াছে। সরবরাহ বিভাগ যাহাতে প্রত্যেক শিল্পই কিছু কিছু প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাত পাইতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে ভারত সরকারকে সুপারিশ করিয়াছেন। এই জন্য সরবরাহ বিভাগ প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আগামী বৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাতের সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ তাহাদের জনাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

চীনের সহিত ব্রহ্মের ব্যবসায়

চীনের জাতীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতিকে সাহায্য করিবার জন্য ব্রহ্ম সরকার দুইটী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার প্রথমটীতে আমদানী বাণিজ্যের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী যে সকল পণ্যদ্রব্যাদির জন্য লাইসেন্স প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ঐগুলি এবং আরও কয়েকটী বিশেষ বিশেষ জিনিষপত্র চীনদেশ হইতে ব্রহ্মে আমদানী হইতে পারিবে না বলিয়া জানান হইয়াছে। দ্বিতীয় ঘোষণা দ্বারা জানান হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদিত নিয়মানুযায়ী বিমানযোগে প্রেরিত দ্রব্যাদির মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদান করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি না দিলে চীনে কোন জিনিষই বিমানযোগে প্রেরণ করা যাইবে না।

গম, আটা ও ময়দার নূতন দর

আটা, ময়দা ও গমের দর বাঁধিয়া গত ৩রা ডিসেম্বর বাংলা সরকারের দপ্তর হইতে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সংশোধন প্রসঙ্গে বাংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা (চীফ কন্ট্রোলার) কলিকাতা ও সহরতলীতে অবিলম্বে কার্য্যকরী করিবার জন্য নিম্নলিখিত নূতন দর ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন :—

গম (পাঞ্জাব) প্রতিমণ—৫৸৹ আনা, ময়দা (হাউস হোল্ড ৩নং) প্রতিমণ—৮৲ টাকা; প্রতি সের—৴৬ পাই; আটা (ডি) প্রতিমণ—৬।৹ আনা, প্রতি সের—৵৯ পাই; করাচী ময়দা প্রতিমণ—৬৸৹ আনা, প্রতি সের—৶৹ আনা, চাকী আটা প্রতি সের—৶৬ পাই।

আফগানিস্থানে কয়লার খনি আবিষ্কার

মিঃ ডব্লিউ ডি ওয়েষ্টএর নেতৃত্বে একদল ভারতীয় অনুসন্ধানকারী আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুল হইতে একশত মাইল দূরে অবস্থিত কয়েকটি কয়লার খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অঞ্চলস্থ কয়লা গুঁড়ার আকারে পাওয়া যায় বলিয়া আফগান সরকার উহা হইতে খণ্ডাকার কয়লা প্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আবশ্যক যন্ত্রপাতি আমদানী করিতেছেন। উক্ত খনিঅঞ্চলে এই নূতন শিল্প প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

কয়লার মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা

পাটনায় কয়লার দর দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

অনুকল্প ছিপি উৎপাদন

কলিকাতায় পাটখড়ির গোড়া হইতে অনুকল্প ছিপি (কর্ক সাবষ্টিটিউট) প্রস্তুতের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ, এইরূপ ছিপি তৈরী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং চিকিৎসা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ও চীফ ইঞ্জিনীয়ার নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

বরোদায় কমার্স কলেজ

বরোদায় শীঘ্রই একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই বিষয়ে বরোদা সরকার আবশ্যক সহযোগিতা করিতেছেন।

বিহারে চিনির সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ

পাটনা হইতে এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বিহার সরকার শর্করা কমিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৯৪০-৪১ সালে বিভিন্ন কারখানায় যে সব চিনি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মণ প্রতি সর্ব্বনিম্ন মূল্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। কারখানাসমূহ বাজারে প্রতি মণ ৮৸৶ পাই হইতে ৯৵৹ পাই পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে পারিবে।

চাউল নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, চাউল নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনার কোনও পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় কিনা, তাহা নির্দ্ধারণকল্পে ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহলের চাউল ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিগণ সম্প্রতি যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে ব্রহ্ম সরকার আরও বিবেচনা করিতেছেন। ব্রহ্ম সরকারের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

দরিদ্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকার বস্ত্রের ব্যবস্থা

দরিদ্র জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকারের (ষ্টাণ্ডার্ড) কাপড় ও সূতা প্রস্তুত করার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত ৬ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে বয়ন শিল্পের সম্প্রসারিত প্যানেলের বৈঠক হয়। উহাতে বয়ন শিল্পের প্রতিনিধিগণ স্পষ্টভাবে জানান যে, তাঁহারা সকলেই দরিদ্রের জন্য ন্যায্য মূল্যে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের বস্ত্র প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যগ্র। তাঁহাদিগকে এই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম করিবার জন্য তাঁহাদের অভিপ্রেত আইন প্রণয়ন দ্বারা গবর্ণমেণ্টের তাঁহাদিগকে সাহায্য করা আশু কর্ত্তব্য। প্যানেলের কমিটি নির্দ্দিষ্ট প্রকারের বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ আলোচনা করিয়া একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। কাপড়ের বাজারের অবস্থা বিবেচনায় যথাসম্ভব ঐ নির্দ্দিষ্ট প্রকার বস্ত্র বয়ন আরম্ভ করিতে এবং ঐগুলি বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে প্যানেল ইচ্ছুক বলিয়া জানান। যে সকল মিলে সূতা প্রস্তুত হয় তাহাদের প্রধান কয়েকটির প্রতিনিধি বৈঠকে উপস্থিত না থাকায় প্যানেলে এইরূপ স্থির হয় যে, বোম্বাই-এ শীঘ্রই এ সম্পর্কে এক পৃথক সম্মেলনে সকল বিষয় আলোচিত হইবে। বাণিজ্য সচিব প্যানেলের সদস্যদের ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এরূপ আশা ব্যক্ত করেন যে, সদস্যদের পরবর্ত্তী বৈঠক আরও সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

তাঁত শিল্পের দুরবস্থা

বঙ্গীয় তাঁত শিল্প সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম-এল-এ ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের নিকট এই মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছেন যে, সূতার দাম অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁতিরা উপবাসে দিন যাপন করিতেছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্পে সম্পূর্ণ অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সত্বর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

গমের মূল্য সম্পর্কে সরকারের দৃঢ় মনোভাব

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার গমের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে বিক্রেতাদের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং যাহারা নির্দ্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে গম বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিবে তাহাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করিতে বলা হইয়াছে।

প্রাদেশিক টেলিফোন বোর্ড

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের টেলিফোন কোম্পানী তিনটির পরিচালনা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিজ হস্তে গ্রহণ এবং ঐ তিন প্রদেশে স্থানীয় টেলিফোন বোর্ড স্থাপন সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের কলিকাতা কমিটি ভারত সরকারের নিকট কয়েকটি প্রস্তাবসম্বলিত এক লিপি প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, এই সকল প্রাদেশিক টেলিফোন বোর্ড এইরূপভাবে গঠিত হউক যাহাতে বে-সরকারী ভারতীয় সদস্যই অধিক থাকে। কমিটি আরও বলিয়াছেন, ভারতের তিনটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রের বাণিজ্য পরিচালনায় টেলিফোন নিয়ন্ত্রণ অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং উহার পরিচালনার সহিত ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। সেই কারণেই উক্ত পরিচালন বোর্ডে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের যথাযোগ্য সংখ্যায় প্রতিনিধি থাকা উচিত।

সস্তায় কাপড়ের দোকান খোলার পরিকল্পনা

গরীবদের জন্ত সস্তায় বস্ত্র সরবরাহ সম্বন্ধে বস্ত্র পরামর্শদাতা কমিটির সদস্ত শ্রীযুক্ত কস্তুরিভাই লালভাই একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় তিনি বলিয়াছেন, মিল মালিকবর্গ ভারতের সর্ব্বত্র সস্তা বস্ত্র বিক্রয়ের জন্ত দোকান খুলিবেন। প্রত্যেক মিল যদি দুইটি কি তিনটি করিয়া দোকান খোলে তাহা হইলে সারা ভারতে ৮ হাজার হইতে ১০ হাজার দোকান স্থাপন করা যাইবে।

জাপ ও মার্কিন নৌশক্তি

জাপ নৌবহর :—ব্যাটলশিপ ১০, বিমানবাহী জাহাজ ৮, ক্রুজার ৩৫, ডেষ্ট্রয়ার ১০০, সাবমেরিন ৮০। ইহা ছাড়া ৪ খানি বা ৫ খানি ব্যাটলশিপ, জার্ম্মান পকেট ব্যাটলশিপের অনুরূপ বর্ম্মাবৃত জাহাজ ৪ খানি বা ৫ খানি এবং অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ডেষ্ট্রয়ার ও সাবমেরিন নির্ম্মিত হইয়াছে অথবা নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহর) :—ব্যাটলশিপ ১২, বিমানবাহী জাহাজ ৪, ক্রুজার ২৭, ডেষ্ট্রয়ার ১০০, সাবমেরিন ৩০। ইহা ছাড়া ম্যানিলার ঘাঁটিতে এসিয়াটিক নৌবহরে আছে—ক্রুজার ২, সী-প্লেনবাহী জাহাজ ১, ডেষ্ট্রয়ার ১২, সাবমেরিন ১৮ ও শ্লুপ ২।

তুলার দর হ্রাস

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন তুলার বাজারে দরের গতি বিশেষভাবেই হ্রাস পাইতে সুরু করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তুলার ক্রেতাগণ সম্পূর্ণরূপে হাত গুটাইয়াছেন। নাগপুর চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারী ভারত সরকার ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের বাণিজ্য দপ্তরে তারবার্ত্তা প্রেরণ করিয়া এই মর্ম্মে অনুরোধ জানাইছেন যে, অবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তুলার দর স্বাভাবিক অবস্থায় বজায় রাখিয়া তুলা চাষীদের সহায়তা করা হউক।

ভারতে টর্চ্চলাইটের ব্যাটারী নির্ম্মাণ

বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণার অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক "ড্রাই সেল নির্ম্মাণ" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ড্রাই সেল (টর্চ্চলাইটের ব্যাটারি) প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া এবং উহার প্রয়োজনীয় মাল মশলা সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম, গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত কতকগুলি বিশেষ যন্ত্রপাতির বিশদ বর্ণনা এবং তৈয়ারী সেলগুলিকে পরীক্ষা করিবার বিভিন্ন প্রণালীও এই পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে। 'ড্রাই সেল' নির্ম্মাণের খরচ পত্র ও ব্যবসায়ের সুবিধা সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্পদিন হইল ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিক 'ড্রাই সেল' নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশ কারখানা এপর্য্যন্ত কাঁচামাল বিদেশ হইতে আমদানী করিত। অতএব এইগুলিকে 'ড্রাই সেলের' অংশ জোড়া লাগাইবার কারখানা ছাড়া আর বেশী কিছু বলা চলে না। শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ ব্যুরো) ১৯৩৫ সালে 'ড্রাই সেল' নির্ম্মাণ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করা হয়। এই সঙ্গে 'ড্রাই সেল' নির্ম্মাণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সম্পর্কেও গবেষণা করা হয় যাহাতে বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যের স্থলে দেশী জিনিষ ব্যবহার করা সম্ভব হইতে পারে। যে সকল 'ড্রাই সেলের' কারখানাগুলির নিজেদের জন্য আলাদা গবেষণাগার স্থাপন করিবার সামর্থ্য নাই এমন কয়েকটী কারখানাকে সাধারণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হইতে কিছু কিছু সাহায্য করা হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশের চিনি খরচের পরিমাণ

গত ১৯৩৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩৯ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এই এক বৎসর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকের মাথাপিছু চিনি ব্যবহারের পরিমাণ নিম্নোক্তরূপ :—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—১০৩ পাউণ্ড, ইংলণ্ড—১১২ পাউণ্ড, যাভা—১১ পাউণ্ড, ডেনমার্ক—১২৮ পাউণ্ড, মিশর—২০ পাউণ্ড, জাপান—২৯ পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া—১১৪ পাউণ্ড, নিউ জিল্যাণ্ড—১১৫ পাউণ্ড এবং ভারতবর্ষ—২৩ পাউণ্ড। ভারতবর্ষের এই মাথাপিছু ২৩ পাউণ্ড হিসাবের মধ্যে মাথাপিছু গুড় ব্যবহারের পরিমাণও ধরা হইয়াছে।

ভারতে জাপানীদের সংখ্যা

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ২০ অথবা ৩০ জন কন্‌সাল বা রাজদূত ও বিভাগীয় কর্ম্মচারী ব্যতীত ১৩২ জন জাপানী পুরুষ ও ৪১ জন জাপানী স্ত্রীলোক আছে। জাপানে ভারতীয়ের সংখ্যা আরও কম। বর্ত্তমানে সঠিক সংখ্যায় বলা না হইলেও জাপানে প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা ৫০ জনের বেশী হইবে না বলিয়া অনুমান করা হয়।

দক্ষিণ ভারতের খনিজ সম্পদ

ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের ডাঃ এম এস কৃষ্ণাণ সম্প্রতি মাদ্রাজে এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী উপত্যকায় গণ্ডোয়ানা অঞ্চলে কয়লা পাওয়া গিয়াছে। সাগরতীরবর্ত্তী অঞ্চলের কোথাও কোথাও বিট (beat) এবং লিগনাইট (lignite) পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ধাতুজ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। সাগর তীরের পাহাড় শ্রেণীতে পেট্রোলিয়াম পাইবার আশা করা যায়। কাঞ্চা-মালাই পাহাড়ে লোহা পাওয়া গিয়াছে, সুন্দর রাজ্যে ও বিশাখাপত্তনে অপরিশুদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিশ্র লৌহ ও হালকা ধাতু পাওয়া গেলেও উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতেও অন্ন মূল ধাতু কমই রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে অদূর ভবিষ্যতে শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে বক্তা বলেন যে, ইস্পাত, এলুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম শিল্পের সাফল্যের আশা করা যায়। নেলোর হইতে প্রাপ্ত অভ্র বৈদ্যুতিক কারখানায় তরঙ্গ-নিরোধক হিসাবে অতি সুন্দরভাবেই কাজে লাগান যায়। দক্ষিণ ভারতে কয়লা বেশী নাই। ধাতুজ ভিন্ন অন্যান্য খনিজ পদার্থের শিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। ধাতুজ পদার্থের শিল্পোন্নতির জন্য আরও ব্যাপকভাবে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও গবেষণা পরিচালনা করা দরকার।

আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফা করের প্রতিবাদ

গত ৯ই ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের ভবনে অনুষ্ঠিত এক যুক্ত অধিবেশনে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স, মুশলিম চেম্বার অব কমার্স, মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্স ও মারোয়াড়ী এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে ডাঃ এন এন লাহা সেণ্ট্রাল বোর্ড অব রেভেনিউর মেম্বার মিঃ জে এফ শীহি ও অতিরিক্ত মুনাফা কর ধার্য্য বিষয়ক পরামর্শদাতা মিঃ ডব্লিউ আয়রেসের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন। উক্ত স্মারকলিপিতে অতিরিক্ত মুনাফা কর ও আয় কর সম্পর্কে কতকগুলি অভিযোগ ও অসুবিধার কথা বিবৃতি করিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সুবিচারের আশা করা হইয়াছে। উক্ত স্মারকলিপিতে এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে যে, কর ধার্য্য ব্যাপারে বৃটিশ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং বৃটিশ ব্যবসায়ীদের এরূপ পক্ষপাতমূলক সুবিধাদান কোন ক্রমে সমর্থন করা যায় না। মিঃ শীহি বিভিন্ন চেম্বারের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে স্মারকলিপিতে উল্লেখিত সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সাংবাদিকের মৃত্যু

বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১০ই ডিসেম্বর বুধবার সকালে হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৩৮ বৎসর কাল ষ্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান, ডেইলী নিউজ, এম্পায়ার ও অন্যান্য সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কলিকাতার স্কুল ইন্সপেক্টর পরলোকগত রায় বাহাদুর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সি-আই-ই মহোদয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিন পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ

কলিকাতার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের কার্য্য পরিচালনার এক বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ, ১৯৪০ সালে আউট ডোর বিভাগে রোগীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮০ হাজার এবং কলেজের সম্পত্তির পরিমাণ বর্ত্তমানে ২৫ লক্ষ টাক। ১৯১২ সালে আউটডোরে রোগীর সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ২৬৪ জন এবং সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৪০-৪১ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩০শে জুন (১৯৪১) পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে সকল দিক দিয়াই ব্যাঙ্কটির উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। গত ১৯৪০ সালের জুন মাসে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ছিল ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। ১৯৪১ সালের জুন মাসে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯৭০ টাকা ও ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৬৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আমানতী জমার দিক দিয়া ব্যাঙ্কের উন্নতি এবার আরও বেশী প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৪০ সালের জুন মাসে ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৭ হাজার টাকা। এবার তাহা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৩৮ টাকায় পৌছিয়াছে। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে একটা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কোন কোন দিক দিয়া ব্যাঙ্কিংএর কার্য্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ার নমুনাও দেখা গিয়াছে। এই অবস্থায়ও দিনাজপুর ব্যাঙ্ক এবার আদায়ী মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতী জমার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে—ইহা এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের বিশেষ কৃতকার্য্যতার পরিচায়ক বলিতে হইবে।

আদায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতী জমা বাবদ উপরোক্ত দায় ও অন্যান্য ধরণের দায় লইয়া আলোচ্য কার্য্যবিবরণীতে গত ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। ঐ দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ—প্রদত্ত ঋণ, ওভারড্রাফট্ ও ক্যাশ ক্রেডিট ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৪৫ টাকা, আদায়যোগ্য সুদ ১০ হাজার টাকা, জমি বাড়ী ৩০ হাজার ৭০০ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ৪৭ হাজার ৩৪০ টাকা, চা বাগিচায় নিয়োজিত ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে মজুত ২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। যেরূপ পর্য্যাপ্ত পরিমাণ টাকা নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে তাহাতে সাধারণ দায় মিটাইবার পক্ষে এই ব্যাঙ্কের কিছুমাত্র অসুবিধা হইবার কথা নহে। ইহাতে ব্যাঙ্কটির নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন দিক দিয়া দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট আয় হয় ৯১ হাজার ৬৮৩ টাকা। উক্ত আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র মিটাইয়া ব্যাঙ্কের ২৯ হাজার ১৬৩ টাকা নিট লাভ দাঁড়ায়। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ১৫ হাজার ৫৫৭ টাকা যোগ করিয়া উহা হয় ৪৪ হাজার ৭২০ টাকা। উহা হইতে ৭ হাজার ৩০৫ টাকা মজুত তহবিলে নিয়োগ করা স্থির হইয়াছে। ২২ হাজার ৪৮ টাকা দিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা সাড়ে চারি টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। বাকী টাকা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইবে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার উদ্যোগশীল কর্ম্মতৎপরতার গুণেই ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। আমরা উহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কমনওয়েলথ্ এসিওরেন্স কোং লিঃ

কমনওয়েল্থ্ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪০ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, উক্ত বৎসরে কোম্পানী মোট ৫৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪১০ টাকা পরিমিত জীবনবীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত মোট ৪৫ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৫৭ টাকা পরিমিত বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বৎসরে কোম্পানীর মোট আয় হইয়াছে ১০ লক্ষ ৭ হাজার ৩৬৭ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯ লক্ষ ১৯ হাজার ৯ টাকা।

ক্রিসেণ্ট ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

ক্রিসেণ্ট ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪০ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, উক্ত বৎসরে কোম্পানী ১২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৭৮ টাকা পরিমিত ৭০৫টি জীবনবীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত ১১ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৭৬ টাকার ৬৪৩টি বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। ১৯৪০ সালের হিসাব ধরিয়া এতাবৎ কোম্পানীর মোট বীমাপত্রের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ হাজার ৬০৪টি এবং উহার অর্থের পরিমাণ ২৭ লক্ষ ৭ হাজার ৩৪৪ টাকা। উক্ত বৎসরে বিভিন্ন প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর আয় হইয়াছে মোট ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৫৯ টাকা। ১৯৪০ সালের শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর ধনসম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৭৫৩ টাকা।

বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী

মডার্ণ টকিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রকাশচন্দ্র নান। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৬।৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ হাজার টাকা। সবাক ও নির্ব্বাক ছায়াচিত্র প্রস্তুত ও প্রদর্শনের ব্যবসা।

উড়িষ্যা ডেভেলপ্‌মেণ্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ইন্দ্রকুমার কর্নানি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, সিনাগগ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা কয়লা খনির স্বত্বাধিকার ও কোক কয়লা প্রস্তুত।

ইষ্টল্যাণ্ড প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৮, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ।

এ্যাটলাস ওয়ার্কার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ই এস্ হাওয়ার্ড। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৯, রিপণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতির অংশাদি নির্ম্মাণের ব্যবসা।

এ্যালয়জ্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রণবীর সিংহ। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। এজেন্সির ব্যবসা।

ল্যাণ্ড এণ্ড বিজিনেস্ সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নরসিংহ দাস বাঙ্গুর। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৭২।৪, রসা রোড সাউথ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার, বণ্ড ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময়ের ব্যবসা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর

কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্ব্বের মতই মন্দার ভাব চলিতেছে। টাকার স্বচ্ছলতা পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। জাপানের সহিত মহাযুদ্ধ বাধিবার সংবাদ টাকার বাজারের উপর কোনরূপ প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করে নাই—করিলেও তাহা যৎসামান্য এবং উল্লেখযোগ্য নহে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার স্থদের হার বোম্বাই ও কলিকাতা উভয় স্থলেই নামমাত্র ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে মাত্র ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। অবশ্য তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিলের বিক্রয় সন্তোষজনক—আলোচ্য সপ্তাহে উহার পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহ অপেক্ষা প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে।

পূর্ব্বের মত এসপ্তাহেও বিনিময় বাজারের অবস্থা টাকার বাজারের তুলনায় উন্নত বলিতে হইবে। সারা সপ্তাহ—বিশেষতঃ গত ৬ই ডিসেম্বর ও ৮ই নবেম্বর বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার বিলের বিক্রয়ের পরিমাণই সর্ব্বাধিক বেশী। বিনিময় বাজারে এই তেজীর ভাব শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে নাই। সপ্তাহের শেষভাগে বাজারে মন্দার ভাবের আভাষ পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের দরুণ বর্ত্তমানে জাহাজ সংস্থানের সমস্যা আরও জটিল হওয়া পড়াই ইহার কারণ।

গত ৯ই ডিসেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৶৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৶০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৭৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট যে এক কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে উহার গড়পড়তা স্থদের হার বার্ষিক শতকরা ৶৩।১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ১৬ই ডিসেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে।

গত ৩রা ডিসেম্বর হইতে ৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে মোট ৫২ লক্ষ টাকার তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় করা হইয়াছে। গত ১০ই ডিসেম্বর হইতে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল পূর্ব্বঘোষিত সর্ত্তানুযায়ী শতকরা ৯৯৷৶৩ পাই দরে বিক্রয় হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৯৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৮৭ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৯ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৪৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ও ৪ কোটী ৬২ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও ৫ কোটী ৩৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫৩/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৫/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬৩/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৷৶০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার জন্য স্বভাবতঃই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের দর উল্লেখযোগ্যভাবে নামিয়া গিয়াছে। আমরা যখন পূর্ব্ব সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ারের বাজারের অবস্থার কথা লিখিয়াছিলাম, তখন জানাইয়াছিলাম যে, সুদূর প্রাচ্যের জটিল এবং অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য শেয়ার বাজারের কাজকারবারের বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। এসপ্তাহের সোমবারে যখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, জাপান ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, তখন শেয়ারের বাজারের সর্ব্বত্রই একটা নিরাশার ভাব

পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যদিও কিছুদিন ধরিয়া জাপান-মার্কিন আলোচনা যে কোন মুহূর্ত্তে ফাঁসিয়া যাইতে পারে বলিয়া অনেকেই আশঙ্কা করিতেছিল, তবুও এত শীঘ্রই যে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে ইহা কেহই আশা করে নাই। সোমবারে শেয়ার বিক্রেতারা ইহার বিক্রয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল এবং শেয়ারের বেচাকেনার পরিমাণও দাঁড়াইয়াছিল প্রচুর। কিন্তু প্রত্যেক বিভাগের শেয়ারের দরই খুব বেশী পড়িয়া গিয়াছিল। এই জন্য কলিকাতার শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষ শেয়ারের দরের এইরূপ নিম্নগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য হস্তক্ষেপ করিয়াছিল এবং যে পাঁচটী শ্রেণীর শেয়ারের বেশী ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাদের সর্ব্বনিম্ন দর নিম্নরূপ হারে বাঁধিয়া দিয়াছিল, যথা:--ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩২।০আনা, ষ্টীল কপোরেশন ১৯।০, বার্ম্মা করপোরেশন ৩৸০ আনা; হাওড়া ৫৬॥০ আনা এবং ইণ্ডিয়ান কপার ২৲ টাকা। এইরূপ বাধা নিষেধ অমান্যকারীদের জন্য শাস্তি বিধানের জন্যও কলিকাতার শেয়ার বাজারের কর্ম্মকর্ত্তাগণ একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল। যে সকল শেয়ারের সর্ব্বনিম্ন দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাদের দর সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিতেছে, কিন্তু অন্যান্য শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহাদের দরও অপ্রত্যাশিতরূপে পড়িয়া যাইতেছে। যে সকল পাটকলের শেয়ারের দর খুব উচ্চস্তরে ছিল, তাহাদের দর গড়পড়তায় শতকরা ৬০ ভাগ কমিয়া যাইতেছে। আজ সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে মিত্রশক্তির সামান্য সাফল্যের সংবাদ শেয়ার বাজারে কতকটা আশার সঞ্চার করিয়াছে। জাপান ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় যুদ্ধের ব্যাপকতা ভারতের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে—কিন্তু সকলেরই ভরসা আছে যে, ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত শক্তি ও প্রচেষ্টা প্রশান্ত মহাসাগরের এবং ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। অতএব আশা করা যায় যে, অন্ততঃ দুই সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতার শেয়ার বাজারের মন্দার ভাব পুনরায় কাটিয়া যাইবে এবং ইহার অবস্থার উন্নতি হইবে। তবুও যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমানের জটিল অবস্থার একটা দ্রুত অনুকূল পরিবর্ত্তন না হয়, সে পর্য্যন্ত শেয়ারের বাজারের পরিস্থিতির কোনরূপ উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কোম্পানীর কাগজ

ভবিষ্যতে টাকার বাজারে অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হইবার আশঙ্কার জন্য বহুদিন পরে কোম্পানীর কাগজের দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই সপ্তাহে ট্রেজারি বিল ক্রয় করিবার জন্য যেরূপ অল্পসংখ্যক আবেদন পাওয়া গিয়াছিল তাহা দ্বারাই টাকার বাজারের অনিশ্চয়তার এবং আশঙ্কার লক্ষণ প্রমাণিত হইয়াছে। ৩।০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪।০ আনা পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের দরও কমিয়া গিয়াছে। ২৸০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৭৸০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯।০ আনা, ৩।০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০২৸০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১৩৲ টাকা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এই বিভাগে ডানবারের দর ২৬৫৲ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। বাসন্তী ৬৲ টাকা এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ৬৵০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। কেশোরাম ৯৸৵০ আনায় পড়িয়া গিয়াছে. পুনরায় ১০।০ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় যুদ্ধের বিস্তৃতির জন্য কয়লার রপ্তানী বিশেষ ভাবে কমিয়া যাইবার আশঙ্কায় কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবারেও মন্দার লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং ইহার শেয়ারের দরও কমিয়াছে। বেঙ্গল ৩৭৮৲ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৬।৵০ আনা, বরাকর ১৩।০ আনা, ধেমো মেইন ১৩৸৵০ আনা, ইকুইটেবল ৩৮৲ টাকায় এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২১৸৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটকল

পাট রপ্তানীর ব্যাপারে অনিশ্চিত অবস্থার জন্য প্রায় সমস্ত পাটকলের শেয়ারের দরই উল্লেখযোগ্যরূপে পড়িয়া গিয়াছিল। হাওড়া ৫৬৸০ আনা হইতে ৫৬।০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। এংলো-ইণ্ডিয়া ৩৪১৲ টাকা এবং আদমজী ৩১৲ টাকায় পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় চাপদানী ২০৬৲ টাকার স্থলে ১৮৩৲ টাকা, ক্লাইভ ২৮৵০ আনার স্থলে স্থলে ২৪৲ টাকা, গৌরীপুর ৭৭০৲ টাকার স্থলে ৬৯৫৲ টাকা, মেঘনা ৬৭৲ টাকার স্থলে ৫৯৲ টাকা, নদীয়া ৭০৲ টাকার স্থলে ৬৩৲ টাকা এবং রিলায়েন্স ৬২॥০ আনার স্থলে ৫৬৲ টাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল কর্পোরেশন যথাক্রমে ৩৫॥৵০ আনা এবং ২১৸০ আনা হইতে ৩২৲ টাকা এবং ১৯।০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল। আজ ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল কর্পোরেশনের দর হইতেছে যথাক্রমে ৩২॥৵০ আনা এবং ১৯॥৵০ আনা। বার্ণ এণ্ড কোং ৩৬৩৲ টাকা এবং জেসপ ২০৲ টাকা, ব্রেথওয়েট ৯৸০ আনা, ভারতীয়া ইলেক্ট্রীক ষ্টিল ১৫৲ টাকা। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ১০।০ আনা এবং কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৫৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। কেরু এণ্ড কোং ২।০ আনা, চম্পারণ ২০৸০ আনা, প্রতাপপুর ১২।০ আনা এবং রামনগর কেন এণ্ড সুগার ১২॥৵০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারের কোনরূপ চাহিদা ছিল না বলা চলে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা কর্পোরেশন ৩৸৵০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার ২৲ টাকা, বি, আই, কর্পোরেশন ৫।৵০ আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল ২১॥০ আনা, আসাম সঞ্জ ৩৸৵০ আনা এবং এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন ১২৲ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৫ই ডিসেম্বর—৯৬৲ ৯৬/০ ; ৬ই—৯৫৸৶০ ৯৬৲ ; ৮ই—৯৫॥/০ ৯৬৲ ; ৯ই—৯৫৶০ ৯৫॥০ ; ১০ই—৯৫৲ ৯৫॥/০ ; ১১ই—৯৪।০ ৯৫।০ । ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৫ই ডিসেম্বর—১১০॥০ । ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৫ই ডিসেম্বর—১১০৸৴০ ১১০৸৶০ ; ৮ই—১১০৸০ ; ১০ই—১১০।৴০ । ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৫ই ডিসেঃ—৯৯॥৴০ । ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১০ই ডিসেঃ—১১৪॥০, ১১ই—১১৪৴০ । ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮ই ডিসেঃ—৮২॥০ । ৩৲ সুদের পাঞ্জাব ঋণ (১৯৪৯) ৮ই ডিসেঃ—৯৯॥/০ । ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৯ই ডিসেঃ—১০১॥৴০ । ৩৲ সুদের (১৯৫১-৫৪) ১০ই ডিসেঃ—৯৯৸৴০ ।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫ই ডিসেম্বর—১১১॥০ ; ৮ই—১০৭৲ ১০৮৲ ; ৯ই—১০৬৲ ১০৭৲ ; ১০ই—১০৭৲ ; ১১ই—১০৫॥০ ১০৬॥০ । ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ৮ই ডিসেঃ—৪০০৲ ; ৯ই—৩৯৮৲ ৪০০৲ ; ১০ই—৪০৪৲ ; ১১ই—৪০২৲ ; (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৮ই ডিসেঃ—১৬০৫৲ ; ৯ই—১৬০৫৲ ।

রেলপথ

ডি, এইচ, রেলওয়ে (প্রেফ) ৫ই ডিসেঃ—১০৩৲ । দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (অর্ডি) ৫ই ডিসেঃ—৮৩৲ ।

কাপড়ের কল

বেণারস কটন এণ্ড সিল্ক ৫ই ডিসেম্বর—৬॥৴০ ; ৬ই—৬৸০ , ৮ই—৬৴০ ৬॥০ ; ১০ই—৬৶০ ৬।০ ; ১১ই—৫৸৴০ ৫৸৶০ । বেঙ্গল নাগপুর (অর্ডি) ৫ই ডিসেঃ—২২।০ ২২।/০ ; ৮ই—২০৸০ ২১৲ ; ৯ই—১৯৴০ ১৯॥০ ; ১০ই—১৯॥০ ১৯৸৴০ । ডানবার (অর্ডি) ৫ই ডিসেঃ—২৯৪৲ ২৯৬॥০ ; ৬ই—২৯৫৲ ; ৮ই—২৭৮৲ ; ৯ই—২৬২৲ ২৬৮৲ ; ১০ই—২৭৫৲ ২৭৫॥০ ; ১১ই—২৬১॥০ ২৬৮৲ । কেশোরাম (অর্ডি) ৫ই ডিসেঃ—১২/০ ১২৶০ ; ৬ই—১২৲ ; ৮ই—১০।/০ ১১।/০ ; ৯ই—৯॥০ ১০৲ ; ১০ই—১০।/০ ১১৴০ ; ১১ই—৯৸৶০ । নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৫ই ডিসেঃ—৬৸৴০ ৭৲ ; ৬ই—৬॥৴০ ৬৸০ ; ৮ই—৬/০ ৬৸০ ; ৯ই—৫৸০ ৬৴০ ; ১০ই—৬।০ ৬।৶০ ; ১১ই—৬৴০ ৬।০ ; (প্রেফ) ৫ই ডিসেঃ—১০।০ ১০।৴০ ; ৬ই—১০৴০ ; ৮ই—৯॥/০ ৯॥৴০ ; ৯ই—৯।৴০ ৯॥০ ; ১০ই—৯॥/০ ৯॥৴০ ; (ডেফার্ড) ৬ই ডিসেঃ—৩॥০ ৩॥৴০ ; ৮ই—৩॥৶০ ৫৴০ ; ৯ই—৫।০ ; ১০ই—৫॥৴০ । বাউরিয়া (অর্ডি) ৯ই ডিসেঃ—৪১৫৲ ; ১০ই—৪১৭৲ ৪২০৲ । বাসন্তী (অর্ডি) ৮ই ডিসেঃ—৬।৴০ ; ৯ই—৫৸০ ৬৶০ ; ১০ই—৬৴০ ; ১১ই—৬৲ ; (প্রেফ) ৯ই ডিসেঃ—৭॥৴০ ৮।৴০ । কাণপুর টেক্সটাইল ৮ই ডিসেঃ—৯॥৴০ ৯৸০ ; ৯ই—৯।৴০ ; ১০ই—৯৸০ । এলগিন মিলস্ (অর্ডি) ৮ই ডিসেঃ—৩১৸৶০ ; ১০ই—৩১৲ ।

কয়লার খনি

বোকারো এণ্ড রামগড় ৫ই ডিসেম্বর—১৮।৴০ ১৮৸০ ; ৬ই—১৯৲ ; ৯ই—১৬।০ ; ১০ই—১৭/০ ১৭।০ ; ১১ই—১৬।০ ১৬।৴০ । খেমো মেইন ৫ই ডিসেঃ—১৪॥০ ; ৬ই—১৪॥০ ১৪॥৴০ ; ৮ই—১৩॥৴০ ১৪।০ ; ১০ই—১৩॥৴০ ১৩৸/০ ; ১১ই—১৩।৴০ ১৩৸৴০ । ইকুইটেবল ৫ই ডিসেঃ—৩৯।/০ ; ১০ই—৩৭॥/০ ৩৮৲ । রাণীগঞ্জ ৯ই ডিসেঃ—২৯৲ ২৯।০ । ঘুসিক এণ্ড মুশ্লিয়া ৫ই ডিসেঃ—৫।৴০ ৫॥৴০ । ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৯ই ডিসেঃ—২২৲ ২২॥০ ; ১১ই—২১৸৴০ । নিউ বীরভূম ৫ই ডিসেঃ—১৮॥৶০ ১৮৸/০ । মুণ্ডুলপুর ৯ই ডিসেঃ—১০॥০ ; ১০ই—১০।০ ১০॥০ ; ১১ই—১০।৴০ । ইউনিয়ন ৫ই ডিসেঃ—৩৫।০ । ছরিলাদি ৯ই ডিসেঃ—১২॥০ ১২॥/০ । ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৫ই ডিসেঃ—৩২৲ ; ৮ই—৩০৸/০ ৩১৲ । সেণ্ট্রাল ১১ই ডিসেঃ—১২৸০ ; কাটরাস ঝরিয়া ৬ই ডিসেঃ—২৮।০ । লাকুরকা ৯ই ডিসেঃ—১১৲ ১১।০ । বেঙ্গল ৮ই ডিসেঃ—৩৮৬৲ ৩৯৪৲ ; ৯ই—৩৬৭৲ ৩৭০৲ ; ১০ই—৩৮৫৲ ৩৮৮৲ ; ১১ই—৩৭৮৲ ৩৮০৲ । বরাকর ৮ই ডিসেঃ—১৩৸০ ; ১০ই—১৩॥০ । বোরিয়া ৯ই ডিসেঃ—১৬।০ । ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৯ই ডিসেঃ—১৬৸০ ।

পাটকল

আগরপাড়া—৫ই ডিসেম্বর—৪১৸০ ৪২৸৴০ ; ৬ই—৪৩৸০ ; ৮ই—৪১৶০ ৪১।০ ; ৯ই—৩৯।/০ ৪০/০ ; ১০ই—৩৯৸০ ৪১৲ । বিরলা (অর্ডি) ৫ই ডিসেঃ—৩৫৸০ ; ১১ই—৩১৸০ ৩২।০ । ল্যাণ্ডসডাউন ১০ই ডিসেঃ—১৬০৲ ১৬২৲ ; ১১ই—১৫৮৲ । ক্যালকাটা জুট (অর্ডি) ৫ই ডিসেঃ—২৫৸৶০ । ফোর্ট উইলিয়াম ১০ই ডিসেঃ—২৫৭৲ ; ১১ই—২৪৭৲ ২৪৮৲ । ক্যালিডনিয়ান ৫ই ডিঃ—৪৪৭৲ ; ৬ই—৪৫০৲ ৪৫৫৲ ; ৮ই—৪২৬৲ ; ৯ই—৪০৫৲ ; ১০ই—৪০৮৲ ৪১৩৲ ; ১১ই—৩৯৫৲ । চিতভলসা ৫ই ডিসেঃ—১৮॥/০ , ১০ই—১৭৲ ; ১১ই—১৬৲ । ফোর্ট গ্লষ্টার ৫ই ডিসেঃ—৬১৫৲ ; ১০ই—৫৭০৲ ৫৭২৲ ; ১১ই—৫৪০৲ ৫৪৫৲ । ডালহৌসী ১০ই ডিসেঃ—৩৭০৲ । হাওড়া ৫ই ডিসেঃ—৫৯৲ ৫৯।০ ; ৬ই—৫৯৲ ৫৯।৴০ ; ৮ই—৫৬৴০ ৫৭৲ ; ৯ই—৫৬॥০ ; ১০ই—৫৬॥০ ৫৬৸৴০ ; ১১ই—৫৬॥০ । কামারহাটী ৫ই ডিসেঃ—৫৬০৲ ৫৬৫৲ ; ৬ই—৫৫৬৲ ৫৬০৲ ; ৮ই—৫৩৫৲ ৫৪০৲ ; ৯ই—৫২৪৲ ৫৩৫৲ ; ১০ই—৫২৫৲ ৫৩৫৲ ; ১১ই—৫০৩৲ ৫২৫৲ । কাকনাড়া ৫ই ডিঃ—৪৬১৲ ; ১১ই—৪০৫৲ ৪০৯৲ । গৌরীপুর ১০ই ডিঃ—৭২৮৲ ৭৩৪৲ ; ১১ই—৬৯৫৲ ৭২০৲ । কিনিসন ৫ই ডিঃ—৭৮৬৲ ; ৬ই—৭৮৭৲ ; ১১ই—৭৩০৲ । মেঘনা ৫ই ডিঃ—৬৬॥০ ; ১০ই—৬২৲ ; ১১ই—৫৯৲ । নেলিমার্লা ৫ই ডিসেঃ—১৩।০ ; ১০ই—১১৸৶০ ১২।৴০ ; ১১ই—১১।০ ১১॥০ । প্রেসিডেন্সী ৫ই ডিসেঃ—৭৲ ; ৬ই—৬॥৴০ ৬॥৶০ ; ৮ই—৬৲ ৬৴০ ; ১০ই—৬৲ ; ১১ই ৫।৴০ ৫॥৶০ । নদীয়া ৫ই ডিসেঃ—৬৯৸০ ৭০৸০ ; ৬ই—৬৯৸০ ৭০৴০ ; ৮ই—৬৬৲ ৭০৲ ; ৯ই—৬৪।৴০ ৬৬৲ ; ১০ই—৬৫৲ ৬৬৲ ; ১১ই—৬৩৲ ৬৭৲ । রামেশ্বর ৫ই ডিসেঃ—১১॥৴০ ; ৬ই—১১।৶০ ; ৯ই—১০।০ ১০॥৴০ ; ১০ই—১০।৶০ ১০॥৴০ ; ১১ই—১১।০ ১১।৴০ । রিলায়েন্স ৫ই ডিসেঃ—৬১৸০ ৬২৲ ; ৬ই—৬২৲ ৬২।০ ; ১১ই—৫৬॥০ । আদমজী (অর্ডি) ৫ই ডিঃ—৩৩।০ ; ১০ই—৩১৲ । চাপদানী ১০ই ডিসেঃ—১৮৮৲ ১৯১৲ । এলায়েন্স ৬ই ডিসেঃ—৩৭৫৲ ; ১১ই—৩২০৲ ৩৩০৲ । ডেলটা ১০ই ডিসেঃ—৪৫৪৲ ৪৫৮৲ । এংলো ইণ্ডিয়ান ৬ই ডিসেঃ—৩৮৮৲ ৩৯০৲ ; ৮ই—৩৫১৲ ৩৬৫৲ ; ৯ই—৩৪০৲ ৩৪৮৲ ; ১০ই—৩৫৩৲ ৩৫৮৲ ; ১১ই—৩৪০৲ ৩৪১৲ । বালি ৬ই ডিসেঃ—২৬৪৲ ২৬৮৲ ; ৮ই—২৪৭॥০ ২৬০৲ ; ৯ই—২৪২৲ ২৪৫৲ ; ১০ই—২৪৫॥০ ২৪৭৲ ; ১১ই—২৪০৲ ২৪৫৲ । ক্লাইভ (এ'প্রেফ) ৬ই ডিসেঃ—১৫৩৲ । এম্পায়ার ৬ই ডিসেঃ—৩২।০ । গ্যাঞ্জেস ১০ই ডিসেঃ—৩১০৲ ৩১৫৲ । ইণ্ডিয়া ৬ই ডিসেঃ—৪০৬৲ ৪০৯৲ ; ৮ই—৩৮০৲ ৩৮৫৲ ; ১০ই—৩৬৪৲ ৩৭৫৲ ; ১১ই—৩৫০৲ ৩৬২৲ । কেলভিন ৬ই ডিসেঃ—৫৯২৲ ; ৯ই—৫৬৮৲ ; ১১ই—৫০৫৲ ৫১০৲ । লরেন্স ৬ই ডিসেঃ—৫৮০৲ ; ৯ই—৫৪৫৲ ; ১১ই—৫২৭৲ ৫৩০৲ ; (প্রেফ) ৯ই ডিসেঃ—১৫১৲ । ন্যাশনাল ৬ই ডিসেঃ—২৭৸০ ; ৮ই—২৬৲ ২৬॥০ ; ৯ই—২৫৶০ ২৫॥০ ; ১০ই—২৫।৴০ ২৫॥৴০ ; ১১ই—২৪॥০ ২৫৲ । ওরিয়েণ্ট ৬ই ডিসেঃ—২১৮৲ ; ৯ই—১৯০৲ ১৯৭৲ ; ১০ই—২০০৲ ২০১৲ ; ১১ই—১৮৫৲ ১৯২৲ । ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৬ই ডিসেঃ—৩৬৭৲ ; ৯ই—

৩৪৬৲ ৩৪৭৲ ; ১০ই—৩৪৭৲। ইউনিয়ন ৬ই ডিসেঃ—৫৫৩৲ ; ৯ই—৫২৫৲ ; ১০ই—৫২০৲। এলবিয়ন ৮ই ডিসেঃ—২২৫৲। বেঙ্গল ৮ই ডিঃ—১৯৸৴০। হুকুমচাঁদ ৮ই ডিসেঃ—১৫।০ ১৫।৵০ : ১০ই—১৪॥০ ১৪৸৵০। বরানগর ৯ই ডিসেঃ—১০৬৲ ; ১০ই—১১০॥০। বেলভেডিয়র ৯ই ডিসেঃ—৪০৯৲ ; ১০ই —৪১৫৲। চাপদানী ৯ই ডিসেঃ—১৮৯॥০ ; ১১ই—১৮৩৲ ১৮৪৲। সেভিয়ট ৯ই ডিসেঃ—১৯৬৲ ; ১১ই—১৯৪৲ ১৯৫৲। নৈহাটী ৯ই ডিসেঃ—৩৫৯৲। নস্করপাড়া ৯ই ডিসেঃ—১৯।০ ; ১০ই—১৯।৵০ ; ১১ই—১৮।০ ১৯৲। সুরা ৯ই ডিসেঃ—১২৸০ ; ১০ই—১২॥০ ; (প্রেফ) ১০ই ডিসেঃ—১৪৯৲। বজবজ ১০ই ডিসেঃ—৪১৭৲।

খনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন ৫ই ডিসেম্বর—৪॥৵০ ৪৸০ ; ৬ই—৪॥৴০ ; ৮ই—৩৸০ ৪।০ ; ৯ই—৩৸০ ৩৸৵০ ; ১০ই—৪৲ ৪।০ ; ১১ই—৩৸০ ৩৸৴০। কনসোলিডেটেড টীন ৫ই ডিসেঃ—২॥৵০ ; ৮ই—২।/০ ; ১০ই—২।/০ ; ১১ই—১৸৵০ ২৲। ইণ্ডিয়ান কপার ৫ই ডিসেঃ—২।৵০ ২।৴০ ; ৬ই—২।৵০ ২॥০ ; ৮ই—২৲ ২।০ ; ৯ই—২/০ ২৵০ ; ১০ই—২৵০ ২৴০ ; ১১ই—২৵০ ২৴০।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ৫ই ডিসেম্বর—১৬॥০ ১৬॥৴০ ; ৬ই—১৬৸০ ; ৯ই—১৪॥০ ১৪৸৵০ ; ১১ই—১৪৲ ; (প্রেফ) ৫ই ডিসেঃ—১২৫॥০ ১২৭॥০ ; ৯ই—১২০৲ ; (ডেফার্ড) ৯ই ডিসেঃ—৩।৴০। রিলায়েন্স ফায়ার ব্রিকস্ ৬ই ডিসেঃ—১৩৴০ ; ৮ই—১৩॥০ ; ৯ই—১২।০ ; ১০ই—১২।০। আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ৯ই ডিসেঃ—১৫।০ ; ১০ই—১৫।০ ১৫।/০ ; (ডেফার্ড) ১০ই ডিসেঃ—৩॥০ ৩৸০।

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ৬ই ডিসেম্বর—২৪৲ ; ৮ই—২৩৲ ; ৯ই—২২৸০ ; ১০ই—২০॥০ ; ১১ই—২১॥০ ২২॥০ ; (প্রেফ) ১১ই—১২৪৲। বেঙ্গল কেমিক্যাল (অর্ডি) ১০ই ডিসেঃ—৪১১৲ ; ১১ই—৪০৪৲ ৪০৭৲।

ইলেকট্রিক

বেণারস ইলেকট্রিক ৬ই ডিসেঃ—১৪৸০। রাওয়ালপিণ্ডি ইলেকট্রিক ১০ই ডিসেঃ—২৮৲। মির্জাপুর ইলেকট্রিক ৯ই ডিসেঃ—৬৲। ইউ. পি, ইলেকট্রিক ৯ই ডিসেঃ—১৯০৲। লাহোর ইলেকট্রিক (এ) ১০ই ডিসেঃ—৩৪৫৲ ; (বি) ১০ই ডিসেঃ—৭৪৲ ; ১১ই—৭৩॥০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ৫ই ডিসেম্বর—১৭৩৲ ১৭৪৲ ; ৬ই—১৭২৲ ১৭৩৲ ; ৮ই—১৬০৲ ১৬৫৲ ; ৯ই—১৫৫৲ ১৫৭৲ ; ১০ই—১৬১ ১৬৪৲ ; ১১ই—১৫৮৲। মহীশূর পেপার ৬ই ডিসেঃ—১৯।৵০ ; ৮ই—১৮॥০ ; ৯ই—১৭॥০ ; ১০ই—১৯৵০ ; ১১ই—১৮।০ ১৮॥৵০। শ্রীগোপাল পেপার ৬ই ডিসেঃ—১৭৲ ১৭॥০ ; ৮ই—১৫।৵০ ১৫॥০ ; ৯ই—১৫৲ ১৫৵০ ; ১১ই—১৪॥৴০ ১৫৲। টীটাগড় পেপার ৬ই ডিসেঃ—২৪৲ ; ৮ই—২২।/০ ২২৸০ ; ৯ই—২০৵০ ২১৲ ; ১০ই—২১॥৵০ ২৪।০ ; ১১ই—২০৸০ ২১॥০। ওরিয়েণ্ট পেপার ৮ই ডিসেঃ—১৮৲ ১৮৵০ ; ৯ই—১৬।৴০ ১৭৵০ ; ১০ই—১৬॥০ ১৭॥০ ; ১১ই—১৭৲। ষ্টার পেপার ৮ই ডিসেঃ—১৫৸০ ১৫৸৵০ ; ৯ই—১৪৸০ ১৫৲ ; ১০ই—১৫৵০ ১৫৸/০ ; ১১ই—১৪৸০ ১৫৲। বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ১১ই ডিসেঃ—১৩৯৲।

চা-বাগান

ডোরাচেড়া ৫ই ডিসেম্বর—১৪৸০। নাগা হিলস্ ৬ই ডিসেঃ—১৬৸৵০ ; ৯ই—১৬॥০। ইষ্টার্ণ কাছাড় ৮ই ডিসেঃ—৯৸০ ; ৯ই—৯৲ ; ১০ই—৯৲ ; ১১ই—৯।০। নাগরী ফার্ম্ম ৮ই ডিসেঃ—২৪৲। পাত্রখোলা ৮ই ডিসেঃ—১০৪৫৲। এথেলবাড়ী ১১ই ডিসেঃ—১২॥০। আমলুকী ৯ই ডিসেঃ—৮০৲। বিশ্বনাথ ৯ই ডিসেঃ—২৯৲। হাতীকীরা ১১ই ডিসেঃ—২৩৲। ধরপুকুরী ৯ই ডিসেঃ—১২।৵০। চণ্ডীপুর ৯ই ডিসেঃ—৯৪৲। হাস্কোয়া ৯ই ডিসেঃ—১২॥০ ; ১১ই—১১৸০। কালাচেড়া ৯ই ডিসেঃ—৯৯৲। নিউ সমনবাগ ৯ই ডিসেঃ—৩২।০ ; ১০ই—৩২৲। তেলসঙ্গান ৯ই ডিসেঃ—৮৸০ ; ডিমাকুসী ১১ই ডিসেঃ—৩২।০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

বৃটীশ বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৬ই ডিসেম্বর—১৩৵০ ১৩।৵০ ; ৮ই—১২॥০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ৫ই ডিসেঃ—৩৫॥০ ৩৫॥/০ ৩৫॥৵০ ৩৫॥৴০ ৩৫৸০ ; ৬ই—৩৫।৴০ ৩৫॥০ ৩৫॥/০ ৩৫॥৵০ ৩৫॥৴০ ; ৮ই—৩২/০ ৩২৵০ ৩২।০ ৩২।/০ ৩২।৵০ ৩২॥৵০ ৩২॥৴০ ৩২৸০ ৩২৸/০ ৩২৸৵০ ৩২৸৴০ ৩৩/০ ৩৩৴০ ৩৩।/০ ৩৩।৴০ ; ৯ই—৩২৲ ৩২৵০ ৩২।০ ৩২।/০ ; ১০ই—৩২।৴০ ৩২॥০ ৩২॥৵০ ৩২৸০ ৩২৸/০ ৩২৸৵০ ; ১১ই—৩২৲ ৩২/০ ৩২৴০ ৩২।০ ৩২।৵০। জেসপ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৫ই ডিসেঃ—২০৸০ ; ৬ই—২০৸৴০ ; ৯ই—১৯॥৵০ ২০৲। ১০ই—২০৲ ২০৵০ ; ১১ই—১৯৸০ ২০৲। ষ্টিল কর্পোরেশন ৫ই ডিসেঃ—২১॥৵০ ২১॥৴০ ২১৸০ ২১৸/০ ; ৬ই—২১।৵০ ২১॥/০ ; ৮ই—১৯৴০ ১৯।৴০ ১৯॥০ ১৯॥৵০ ১৯৸০ ১৯৸৵০ ১৯৸৴০ ২০৲ ২০/০ ; ৯ই—১৯।০ ১৯।৵০ ১৯॥/০ ; ১০ই—১৯।৵০ ১৯॥০ ১৯॥/০ ১৯॥৴০ ১৯৸০ ১৯৸/০ ১৯৸৴০ ; ১০ই—১৯।০ ১৯।৵০ ১৯।৴০ ; (প্রেফ) ৯ই ডিসেঃ—১২০। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৫ই ডিসেঃ—৬৸৵০। ব্রেথওয়েট ৬ই ডিসেঃ—১০৴০ ১০॥০ ; ৯ই—৯।৵০ ৯॥০ ; ১০ই—৯।৵০ ৯॥৵০ ; ১১ই—৯৸০। ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টিল ৬ই ডিসেঃ—১৭॥০ ; ৮ই—১৬॥/০ ; ৯ই—১৫৲ ১৬৲ ; ১০ই—১৫৸৵০ ১৬।০ ; ১১ই—১৫৲। ন্যাশনাল আয়রণ ৬ই ডিসেঃ—১২॥/০ ; ৮ই—১১৲ ১১।৵০ ; ১০ই—১০/০ ১০।৵০ ; ১১ই—১০।০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৮ই ডিসেঃ—১২॥০ ১২৸৵০ ; ১০ই—১২৸০ ; ১১ই—১২॥/০। ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস (অর্ডি) ৮ই ডিসেঃ—৫৮।০ ; ৯ই—৫৭৲ ; ১১ই—৫৭।০ ; (ডেফার্ড) ৮ই ডিসেঃ—৩৭।০ ৩৭॥৵০ ; ১০ই—৩৭৲। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৯ই ডিসেঃ—৩৭২৲ ; ১০ই—৩৭৮৲ ৩৮০৲ ; ১১ই—৩৬৩৲ ৩৬৮৲। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ৯ই ডিসেঃ—৫।০ ৫॥৴০ ; ১০ই—৫।৴০ ৫॥৵০। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ ১০ই ডিসেঃ—৬২৸০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের সহিত মিত্রশক্তির সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার সংবাদে কলিকাতার পাটের বাজারের সকল বিভাগেই আকস্মিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। গত সোমবার ৮ই ডিসেম্বর এই বিপর্য্যয়ের সংবাদ পাওয়া মাত্র দেখিতে দেখিতে ফাটকা বাজারে দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে। বিক্রেতা মহল মাল হস্তান্তর করিবার জন্য অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। এই শঙ্কাকুল অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া মনে হইয়াছিল পাটের বাজারের এই নিম্নাভিমুখী গতিকে প্রতিরোধ করা কোন মতেই সম্ভব হইবে না। বাঙ্গলা সরকারের পাটচাষের জমিসংক্রান্ত ঘোষণার পর হইতেই ফাটকা বাজারে মন্দার ভাব আরম্ভ হইয়া পাটের দর ৬৩৲ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার উপর যুদ্ধের সংবাদে গত সোমবার দিবস পাটের দর ৫৬।০ আনায় নামিয়া আসে এবং মঙ্গলবার দিবস ৫৩৷৵০ আনা দর লইয়া বাজার খোলে। এই ক্রমাবনতি প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশনের বোর্ড অব কণ্ট্রোল গত সোমবার অপরাহ্নে (৮ই ডিসেম্বর) একটি জরুরী সভা আহ্বান করেন। তিন মাসের জন্য ফাটকা বাজার বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্য কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার পর পাটের সর্ব্বনিম্ন দর ৫৬৲ টাকায় বাঁধিয়া দেওয়া হউক এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত সভায় একজন সরকারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাটের সর্ব্বনিম্ন দর ৬০৲ টাকার কম করা চলিবে না বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করেন। যদি এই ৬০৲ টাকা সর্ব্বনিম্ন দর মানিয়া চলা না হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্পর্কে তাঁহাদের পূর্ব্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। সরকারী প্রতিনিধির এই অভিমত বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিমণ্ডলেরও অভিমত হইবে কিনা তাহা আপাততঃ কাহারও বলিবার উপায় নাই। যাহা হউক, ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টার ফলে আপাততঃ ফাটকা বাজারের অবনতি কিছুটা অবরুদ্ধ হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তকে কতকটা মন্দের ভাল হিসাবে দেখিতে হইবে। ফাটকা বাজারের অবস্থা আরও খারাপ না হইয়া বর্ত্তমানে স্থির অবস্থায় রহিয়াছে। ৯ই ডিসেম্বর তারিখ পাটের দর আবার বৃদ্ধি পাইয়া ৫৮৷৴০ আনায় দাঁড়ায়। উহার পর দিবস সর্ব্বোচ্চ দর ৬০॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। তাহার পর পাটের দরে স্বল্প পরিমাণ উঠানামা হইতেছে বটে; কিন্তু যুদ্ধের সংবাদ পাওয়ার পর যেরূপ আশঙ্কার ভাব দেখা গিয়াছিল বর্ত্তমানে সেরূপ অবনতি ঘটিবার শঙ্কা দেখা যায় না। ভারতের আভ্যন্তরীণ আত্মরক্ষার কাজে বিস্তর থালির বস্তার প্রয়োজন হইবে এই ভরসা এবং উপরোক্ত সর্ব্বনিম্ন দর নির্দ্ধারণ ফাটকা বাজারকে অন্ততঃ সাময়িকভাবে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে মহাযুদ্ধ বাধিবার ফলে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর এখন পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে এবং জাহাজ সংস্থান সমস্যা পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং অনিশ্চিত রপ্তানীর কথা বিবেচনায় পাটের বাজারের বর্ত্তমান অবস্থাও যে কতদিন বজায় রাখা সম্ভব হইবে তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবে না। নূতন মন্ত্রিমণ্ডল যদি পূর্ব্ব মন্ত্রিসভার পাটচাষ সংক্রান্ত কার্য্যনীতি অনুসরণ না করেন এবং আগামী বৎসরের পাটচাষের জমির পরিমাণ হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তাহা হইলে এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যেও অনেকটা ভরসার আলো পাওয়া যাইবে।

নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৬ই ডিসেম্বর	৬৪৲	৬৩৷৵০	৬৩৷৵০
৮ই ,,	৬০।০	৫৬।০	৫৬॥০
৯ই ,,	৫৮৷৵০	৫৩৷৵০	৫৮৷০
১০ই ,,	৬০॥০	৫৮।০	৫৮॥৵০
১১ই ,,	৫৯।৵০	৫৮৲	৫৯।৵০
১২ই ,,	৫৯৷৵০	৫৮।০	৫৮৷০
১৩ই ,,	৫৮৷০	৫৮।০	৫৮।০

গত কল্য ১২ই ডিসেম্বর আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাব বজায় ছিল। বাজার খুলিবার পর বিক্রেতা প্রতি মণে ।০ আনা অধিক দর হাঁকিয়া ছিলেন বটে; কিন্তু এই চড়তির ভাব বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। শেষের দিকে দর পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। গত কল্য ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পাটের প্রতিমণের দর উঠিয়াছিল ১২।০ আনা কিন্তু কাজকারবার হইয়াছে বলিয়া কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পাকা বেল বিভাগে প্রথম দিকে অবস্থা স্থির ছিল; কিন্তু শেষভাগে ফাটকা বাজারের মন্দার ভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পাকা বেল বিভাগেও অবনতি ঘটে।

থলে ও চট

গত সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব গিয়াছে। এই সপ্তাহেও বাজারের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়। গত কল্য ১২ই ডিসেম্বর প্রথমদিকে বাজারের অবস্থায় স্থিরভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু ফাটকা বাজারে পাটের দরে কোনরূপ উন্নতির ভাব দেখা না দেওয়ায় এই অবস্থার অবনতি ঘটিবে। গত ১২ই ডিসেম্বর ৯নং পোর্টার চটের দর ছিল ডিসেম্বর ১৫৷০ আনা, জানুয়ারী ১৫॥৵ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৫।৵০ আনা ও এপ্রিল-জুন ১৪॥০ আনা এবং ১১ নং পোর্টার চটের দর ছিল ডিসেম্বর ২০৲ টাকা, জানুয়ারী ১৯৷০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৯।০ আনা ও এপ্রিল-জুন ১৮॥০ আনা।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর

গত সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজারের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জানাইয়াছিলাম যে, তূলার বাজার তেজী হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকেও সেই চড়তির ভাব বজায় ছিল। সোণার বাজারে চড়তির ফলেই তূলার বাজারে এই উন্নতি লক্ষিত হইতেছিল। কিন্তু গত ৮ই ডিসেম্বর সংবাদ আসিয়াছে, প্রশান্ত মহাসাগর ও উহার উপকূলস্থ বিভিন্ন অঞ্চলে জাপান ও মিত্রশক্তিবর্গের সহিত অবশেষে সত্যই মহাসংঘর্ষ বাধিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ স্বভাবতই তূলার বাজারে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। জাপান ভারতীয় তূলার ক্রেতা। যুদ্ধের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই বোরোচ এপ্রিল-মে তূলার দর ২৫০৲ টাকা হইতে ২২০৲ টাকায় নামিয়া পড়ে। পরে উহার দর ২৩০৲ টাকায় উঠিয়াছিল বটে; কিন্তু তৎপরেই আবার বোরোচ এপ্রিল-মে'এর দর ৫৲ টাকা হ্রাস পাইয়া ২২৫৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৩৭॥০ আনায়, বেঙ্গল মে ১৪৩।০ আনায়, ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯১৲ টাকায় এবং ওমরা মার্চ্চ ১৭৭॥০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে বোরোচ এপ্রিল-মে, বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ও ওমরা ডিসেম্ব-জানুয়ারী দর ছিল যথাক্রমে ২৫০৲ টাকা, ১৫১৷০ আনা ও ২১৩॥০ আনা। এই তুলনামূলক দর হইতেই আলোচ্য সপ্তাহে তূলার বাজারে মহাযুদ্ধের দারুণ প্রতিক্রিয়া বেশ বুঝা যাইবে। নিউ ইয়র্কের বাজারেও তূলার দর নিম্নাভিমুখী হইয়া পড়িতেছে।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর

গত ৮ই এবং ৯ই ডিসেম্বর চায়ের ২৭নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

রপ্তানীযোগ্য চা—জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এই সংবাদ পাওয়া মাত্র এই বিভাগের কাজকারবারে অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল; কিন্তু পরে চায়ের বেচাকেনায় কতকটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় সকল শ্রেণীর চায়ের দরই বিশেষ ভাবে পড়িয়া গিয়াছিল। ভাঙ্গা 'পিকো' শ্রেণীর চায়ের দরে পাউণ্ড প্রতি ৯ পাই এবং পাতা চায়ের দরে পাউণ্ড প্রতি ৶০ আনা পর্য্যন্ত ২৬ নং নীলাম বিক্রয়ের তুলনায় নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 'ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না এবং ইহা অতি অল্প পরিমাণে পাউণ্ড প্রতি ॥/০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছিল। কয়েক প্রকার চায়ের দর ॥৬ পাইয়েরও নীচে নামিয়া গিয়াছিল।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—সবুজ চায়ের চাহিদা খুব বেশী ছিল এবং পূর্ব্বের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি /০ আনা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গুঁড়া চায়ের বিকিকিনির পরিমাণ ছিল সামান্য এবং ইহার দরও পূর্ব্বের চেয়ে পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই নামিয়া গিয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের চাহিদা খুব সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইহাদের দরেও কোনরূপ স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। মোটা পাতা চায়ের পাউণ্ড প্রতি পূর্ব্বের তুলনায় /০ আনা নামিয়া গিয়াছিল। আসামের ভাঙ্গা চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই হইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত কমিয়াছিল, 'ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের দর স্থির অবস্থায় ছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের দর কমিয়া পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আভ্যন্তরীণ কোটার দর হইতেছে পাউণ্ড প্রতি মাত্র ৬ পাই।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২
কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ৫ই জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪২ | ৩৩শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের আপোষমূলক মনোভাব

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর দেশবাসী যাহাতে এই যুদ্ধে কায়মনোবাক্যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিতে পারে তজ্জন্য পুণাতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকে এই মর্ম্মে একটী দাবী হয় যে, ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সাপক্ষে বড়লাটের অধীনস্থ সমস্তগুলি দপ্তর ভারতীয় সদস্যদের হাতে অর্পণ করা হউক এবং এই সব সদস্যকে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের নিকট দায়ী করা হউক। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সময়ে ভারতবাসীর উপর এই সামান্য একটু বিশ্বাস ন্যস্ত করিতেও অগ্রসর হন নাই এবং গত ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে একটী ঘোষণায় এরূপ জানান যে, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনীতিক দল একমত না হইলে ভারতে কোন দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে না এবং এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ শাসনের আমলেও সামরিক বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, আর্থিক বিলিব্যবস্থা ইত্যাদি খাস বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিবে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার মনোভাব দেখিয়া ওয়ার্কিং কমিটী উহার বোম্বাই বৈঠকে পুণা প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেন এবং মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য্যের আশ্রয়ে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। উহার পর চৌদ্দ মাস কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বহু উলট পালট হইয়াছে এবং মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের দ্বারে আসিয়া হানা দিয়াছে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের যে সমস্ত বিশিষ্ট নেতা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই কারামুক্ত হইয়াছেন। দেশ ও জাতির এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে কারামুক্ত কংগ্রেসনায়কগণ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না—উহা বলাই বাহুল্য। বারদৌলীতে সম্প্রতি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর যে সপ্তাহকালব্যাপী অধিবেশন হইয়া গেল, তাহা হইতে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশনায়কগণের উদ্বেগেরই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ওয়ার্কিং কমিটী বারদৌলিতে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে এই যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করিবার কথা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেন এবং এই ঘোষণা যে আন্তরিক তাহা প্রমাণ করিবার জন্য যদি উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের পক্ষে যুদ্ধ জয়ের জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করার কোন বাধা থাকিবে না। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে যাইয়া ওয়ার্কিং কমিটীকে মহাত্মা গান্ধীর প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কারণ মহাত্মাজী আদর্শবাদী, অহিংস নীতিতে তাঁহার আস্থা অটুট এবং কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি—এমন কি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্যও তিনি অহিংস নীতি পরিত্যাগে সম্মত নহেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মহাত্মাজী ওয়ার্কিং কমিটীকে তাঁহার স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই। ফলে মহাত্মাজী কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করিলেন। ওয়ার্কিং কমিটীর নূতন প্রস্তাবে এবং কংগ্রেস হইতে মহাত্মাজীর অবসর গ্রহণের ফল এই দাঁড়াইল যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যদি তাঁহাদের পূর্ব্বতন নীতি পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষকে

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করিতে রাজী হন এবং পুণা প্রস্তাবে কংগ্রেস যে দাবী উত্থাপন করিয়াছিল তাহা যদি তাঁহারা পূরণ করেন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে কংগ্রেস পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন।

কংগ্রেসের এই আপোষমূলক মনোভাবের কি পরিণতি ঘটিবে তাহা এক্ষণে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মতিগতির উপরই নির্ভর করিতেছে। নূতন প্রস্তাবে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের উপর কি প্রকার প্রতিক্রিয়া হইবে তৎসম্বন্ধে এখনও কিছু আভাষ পাওয়া যায় নাই। কংগ্রেস যখনই আপোষের মনোভাব লইয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তখনই তাহা তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সঙ্কটে উহারা যদি তাঁহাদের চিরাচরিত স্বার্থপর ও অদূরদর্শী নীতি অবলম্বন করেন তাহা হইলে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহার ফল অতি বিষময় হইবে। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি দূরদর্শিতা সহকারে কংগ্রেসের সহযোগিতা গ্রহণে রাজী হন, তাহা হইলে ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানের পথ প্রশস্ত হইবে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে কোন্ পন্থা অবলম্বন করেন, তাহাই বর্ত্তমানের একটা বড় সমস্যা।

ব্রহ্মদেশের চাউল রপ্তানী

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারতবর্ষ ও সিংহলে গড়পড়তায় ৩২ কোটী টাকা মূল্যের ২২ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী হইয়া থাকে। উহার শতকরা ৯৭ ভাগ চাউলই ভারতীয় ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক রপ্তানী হয়। এই ব্যবসায়ে ভারতীয়দের ৮ হইতে ১০ কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং উহার মারফতে ২ লক্ষ লোকের অন্ন সংস্থান হইতেছে। গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট একটী ইস্তাহার জারী করিয়া এরূপ জানান যে, ব্রহ্মদেশ হইতে বিদেশে যে চাউল রপ্তানী হয় তাহার একচেটিয়া অধিকার ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন। এই বিষয়ে ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে গত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে একটা বিস্তৃত কার্য্যক্রম প্রকাশিত হয়। এই কার্য্যক্রম প্রকাশিত হইবার পর ব্রহ্মদেশস্থ ভারতীয় চাউল ব্যবসায়িগণের তরফ হইতে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। ফলে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যক্রম সংশোধন করিয়া গত ২৫শে অক্টোবর তারিখে আর একটী সংশোধিত কার্য্যক্রম প্রকাশ করেন। কিন্তু উহাতে মূলতঃ কোন পরিবর্ত্তন সাধন করা হয় নাই। এই কার্য্যক্রমের মর্ম্ম হইতেছে যে, ব্রহ্মদেশ হইতে রপ্তানীযোগ্য চাউল ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কেহ ক্রয় করিতে পারিবে না, ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কেহ এই চাউল বিদেশে রপ্তানী করিতে পারিবে না এবং ভারতবর্ষ ও সিংহলের যে সমস্ত বড় বড় আড়তে ব্রহ্মদেশের চাউল বিক্রয় হয় সেই সব আড়তেও ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণেরই চাউল বিক্রয়ের একাধিপত্য থাকিবে।

বলা বাহুল্য চাউল রপ্তানী ও বিক্রয় সম্বন্ধে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার একাধিপত্য গ্রহণের ফলে এই বিপুল ব্যবসা হইতে ভারতীয়গণ বিতাড়িত হইবে, এই ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট দুই লক্ষ ব্যক্তি বেকার হইবে এবং এই ব্যবসায়ে ভারতীয়দের যে ৮।১০ কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হইবে। এই জন্য ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় কার্য্যক্রমের বিরুদ্ধেও ভারতীয় ব্যবসায়িগণ তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট উহাতে কর্ণপাত করেন নাই এবং গত ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে চাউল রপ্তানী ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট একাধিপত্য গ্রহণ করিয়াছেন। তবে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফতে এই মর্ম্মে একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দ্বিতীয় কার্য্যক্রমও কিছু সংশোধন করিয়া উহা বলবৎ করিয়াছেন। উহা কি ভাবে সংশোধন করা হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। কাজেই এই সংশোধনের ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আপত্তি কতদূর খণ্ডিত হইয়াছে তাহা এক্ষণে বলা কঠিন।

কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ অপেক্ষা বাঙ্গলা ও অন্যান্য যে সব অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসিগণ ব্রহ্মদেশের চাউলের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তাহাদের কথা ভাবিয়াই আমরা অধিকতর শঙ্কিত হইয়াছি। ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট প্রথমেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, উক্ত দেশের ধান্যচাষিগণ যাহাতে অধিকতর মূল্য পায় তজ্জন্যই তাঁহারা চাউল রপ্তানীর ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করিতেছেন। উহার অর্থই হইতেছে যে, ব্রহ্মদেশের রপ্তানীযোগ্য চাউলের মূল্য পূর্ব্বের তুলনায় চড়িয়া যাইবে। এদিকে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট চাউল রপ্তানীর একাধিপত্য পাইয়া উহা অধিকতর লাভে ভারতের বাজারে বিক্রয় করিবার প্রয়াস করিবেন—উহা খুবই স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলা ও অন্যান্য অঞ্চলে ব্রহ্মদেশীয় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবে এবং উহার প্রভাবে দেশে উৎপন্ন চাউলের মূল্যও চড়িয়া যাইবে—উহা খুবই আশঙ্কা করা যাইতেছে।

বাঙ্গলার দারিদ্র্য

ভারত সরকারের তরফ হইতে সম্প্রতি আয়কর বিভাগের গত ১৯৩৯-৪০ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে বোম্বাইয়ের তুলনায় বাঙ্গলা কত অধিক দরিদ্র তাহা প্রমাণিত হয়। ১৯৩১ সালের মাথাগুণতি অনুসারে বোম্বাইয়ের অধিবাসীর সংখ্যা ১ কোটী ৩৮ লক্ষ এবং বাঙ্গলার অধিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটী ৬৮ লক্ষ ছিল। কিন্তু বোম্বাইয়ের তুলনায় বাঙ্গলার অধিবাসীর সংখ্যা সাড়ে তিনগুণ হইলেও গত ১৯৩৯-৪০ সালে বোম্বাইয়ে ৫৫ হাজার ১৮৫টী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আয়কর প্রদান করিয়াছে এবং সেই স্থলে বাঙ্গলায় ৪৮ হাজার ৭৭০টী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আয়কর দিয়াছে। এই স্থলে আর একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় যে ব্যবসাবাণিজ্যগত প্রতিষ্ঠানসমূহই অধিকতর পরিমাণে আয়কর প্রদান করিয়া থাকে এবং বোম্বাইয়ের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রায় সাকুল্য অংশ উক্ত প্রদেশের অধিবাসীদের করায়ত্ত হইলেও বাঙ্গলার ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকাংশ ইউরোপীয় ও অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত হইয়া আছে। আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলায় যে ৪৮ হাজার ৭৭০টী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আয়কর প্রদান করিয়াছে তাহার মধ্যে বৎসরে ১০ হাজার টাকার নিম্ন পরিমাণ আয় ও লাভবিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই ৪০ হাজার ২৪৫। উহার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী হইবে। কিন্তু এই বৎসরে ১০ হাজার টাকার উর্দ্ধে আয় ও লাভবিশিষ্ট যে ৬ হাজার ৯৭৩টী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আয়কর দিয়াছে তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা অর্দ্ধেক হইবে কিনা সন্দেহ। এই বৎসরে বোম্বাইয়ে এক লক্ষ টাকার উর্দ্ধে আয় ও লাভ হয় এরূপ ২৪৪টী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আয়কর প্রদান করিয়াছে। উহার মধ্যে শতকরা ৯০ জনই বোম্বাইয়ের অধিবাসী হইবে। কিন্তু বাঙ্গলায় এই বৎসরে যে ১১০টী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এক লক্ষ টাকার উর্দ্ধে আয় ও লাভের উপর আয়কর প্রদান করিয়াছে, তাহার এক চতুর্থাংশ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালী কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। এই বৎসরে বোম্বাইয়ে মোটমাট ৪৯ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা এবং বাঙ্গলায় ৪৪ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা আয় ও লাভের উপর আয়কর ধার্য্য হয়। বোম্বাইএ বোধ হয় ৪০ কোটী টাকা আয় ও লাভের মালিকই ঐ প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ। কিন্তু বাঙ্গলায় যে আয় ও লাভের উপর আয়কর প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর আয় ও লাভের পরিমাণ বোধ হয় ২০ কোটী টাকার অধিক হইবে না।

বীমা ব্যবসায়ের ক্ষতি

যুদ্ধের জন্য ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের অগ্রগতি যে বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষের সর্ব্ববৃহৎ ১০টী জীবন বীমা কোম্পানীর মারফতে মোটমাট ২৭ কোটী ৫৫ লক্ষ ৭ হাজার টাকার নূতন জীবন বীমা প্রদত্ত হইয়াছিল। জনসাধারণের মধ্যে অহেতুক আতঙ্ক ও কতকটা দেশব্যাপী অর্থ-নৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলে ১৯৪০ সালে এই দশটী কোম্পানী ২০ কোটী ৬৮

লক্ষ ২৬ হাজার টাকার মাত্র নূতন জীবন বীমা প্রদান করিয়াছে। অথচ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকিলে এই কয়টী কোম্পানীর মারফতে ১৯৪০ সালে কমপক্ষে ৩০ কোটী টাকার জীবন বীমা প্রদত্ত হইত। ১৯৪১ সালে যুদ্ধের আতঙ্ক অনেকটা ধাতসহ হইয়া যাওয়ায় এবং দেশে বহু সংখ্যক ব্যক্তির চাকুরীর সংস্থান হওয়াতে এই অবস্থার বহুল উন্নতি ঘটিয়াছিল এবং আশা করা গিয়াছিল যে, এই বৎসরে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু বৎসরের শেষের দিকে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য দেশবাসীর মনে নূতনভাবে এরূপ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে যাহার ফলে বীমা ব্যবসার প্রসার বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কাজেই ১৯৪১ সালের ফলাফল কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন। যুদ্ধের জন্য বীমা কোম্পানীসমূহের যে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই এবং যুদ্ধের মত একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে জীবন বীমাই যে পোষ্য ও ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য সংস্থানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা তাহা বর্ত্তমানে দেশবাসীকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। আমাদের মনে হয় যে, দেশের বড় বড় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ একযোগে যদি বিজ্ঞাপন, পুস্তিকা, সভাসমিতি ইত্যাদির মারফতে এই প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন তাহা হইলে জনসাধারণের মন হইতে অহেতুক আতঙ্ক ও ভ্রান্তধারণা বিদূরিত হইতে পারে।

ডাঃ জে পি নিয়োগীর অভিভাষণ

ভারতীয় অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে ডাঃ জে পি নিয়োগী সম্প্রতি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তিনি দুইটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে, এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে অর্থনীতি বিষয়ক চর্চ্চার ধারা অনেক পরিমাণে অর্থ-নৈতিক মূলসূত্র ও নীতিবাদের আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে। দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত বিশেষ কোন যোগাযোগ না থাকায় ঐরূপ চর্চ্চা যেরূপ পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না তেমনই দেশেরও বিশেষ কোন উপকারে আসে না। দ্বিতীয়তঃ এদেশে সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের কোন সুব্যবস্থা না থাকায় অর্থ-নৈতিক আলোচনার ধারা পরিপুষ্টতা লাভ করিতে পারিতেছে না। ফলে সেজন্যও দেশের ও দশের প্রয়োজনে অর্থশাস্ত্রের যথাযোগ্য প্রয়োগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দুইটি বিষয়ই খুব প্রয়োজনীয় এবং ডাঃ নিয়োগী তাঁহার অভিভাষণে এই দুই বিষয়েই উপযুক্ত সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন, অর্থ-নীতি চর্চ্চাকে বাস্তবরূপ দিতে হইলে এবং উহাকে দেশ ও সমাজের কাজে লাগাইতে হইলে দেশের অর্থ-নীতিবিদ ও দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য একদিকে দেশের অর্থ-নীতিবিদদের পক্ষে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ও রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যা অধিকতর আগ্রহ সহকারে পর্য্যালোচনা করা ও তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষা যাহাতে ঐরূপ মনোবৃত্তির পরিপোষক হয় সেজন্য অর্থ-নীতি শিক্ষার ধারা তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। অপরদিকে দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, আইনপ্রণেতা ও সরকারী কর্ম্মনিয়ন্তাদের কর্ত্তব্য যাবতীয় অর্থ-নৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সদা সর্ব্বদা বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ ও সুপারিশ গ্রহণ করা। ঐরূপ নীতিতে কার্য্য করা হইলে সকল বিষয়েই বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। সংখ্যাতথ্য সংগ্রহ ও অর্থ-নৈতিক গবেষণা বিষয়ে ডাঃ নিয়োগী বলেন যে, দেশের গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চেষ্টায় বর্ত্তমানে এদেশে ঐ সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু দেশের প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে ঐ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। গবর্ণমেণ্ট যে সব সংখ্যা-বিবরণ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা সর্ব্বথা নির্ভরযোগ্যও বলা যায় না। এই মারাত্মক অভাব দূর করিবার জন্য ডাঃ নিয়োগী ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া অর্থ-নৈতিক তদন্ত ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অর্থে ও চেষ্টাযত্নে ঐরূপ প্রতিষ্ঠান বিস্তর গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইভাবে এদেশেও উপযুক্ত অর্থ-সঙ্গতি নিয়া উপরোক্তরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা অবশ্যই করা যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রদেশে একটি করিয়া অর্থ-নৈতিক তদন্ত ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদ ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা তাহার পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিত যুবক ও উদ্যোগশীল কর্ম্মীর সাহায্যে যাবতীয় বিষয়ে নির্ভুল অর্থ-নৈতিক তথ্য ও বিবরণ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হইবে। তখন ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অর্থ-নৈতিক আলোচনার ধারা উন্নত হইবে এবং নানা সমস্যা সমাধান বিষয়ে দেশের গবর্ণমেণ্ট ও দেশের আইন প্রণেতারা সাহায্য পাইয়া উপকৃত হইবে। আমরা ডাঃ নিয়োগীর ঐরূপ সুচিন্তিত নির্দ্দেশ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ বিবেচনার যোগ্য বলিয়া মনে করি।

পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার এক ইস্তাহার জারী করিয়া গত ১লা জানুয়ারী হইতে এদেশে পেট্রোলের ব্যবহার আরও কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ১ কোটি গ্যালন পেট্রোল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গত ১৫ই আগষ্ট হইতে উহার ব্যবহার শতকরা ২০ ভাগ পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমান ইস্তাহার অনুযায়ী তাহা শতকরা ২০ ভাগের স্থলে শতকরা ৪০ ভাগ পরিমাণে কমাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের এই বিধান বিশেষ করিয়া সাধারণের ব্যবহার্য্য মোটর গাড়ী সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ধরণের গাড়ীর জন্য গত ১৫ই আগষ্ট হইতে শ্রেণীভেদে মাসে মাত্র ২ হইতে ১২ গ্যালন করিয়া পেট্রোল বরাদ্দ করা হইয়াছিল। নূতন বিধান অনুসারে মোটর গাড়ীগুলি সে তুলনায় আরও কম পেট্রোল পাইবে।

যুদ্ধের সময়ে চাহিদা ও যোগানের কথা বিবেচনা করিয়া অনেক জিনিষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেরূপ কারণে এদেশে পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই—বিশেষতঃ সামরিক প্রচেষ্টার জন্য এই একটি জিনিষের আবশ্যকতা যখন খুবই বেশী রহিয়াছে। কিন্তু এইরূপ নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিতে গিয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের দাবী একান্ত ভাবে উপেক্ষা করা সমীচীন নহে। সাধারণের ব্যবহৃত মোটরের অধিকাংশই ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে চালিত হইয়া থাকে। এই সব গাড়ীর পেট্রোল বরাদ্দ ক্রমেই কমাইয়া দেওয়ায় দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। সেই ক্ষতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট মোটেই কিছু অবহিত আছেন বলিয়া মনে হয় না। এদেশে যে পেট্রোল ব্যবহৃত হয় তাহার বেশীর ভাগই ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া থাকে। বাকী পেট্রোলের কতকটা পাওয়া যায় আসাম হইতে এবং কতকটা আসে ইরাণ হইতে। প্রাচ্যদেশে যুদ্ধের সম্ভাবনা পূর্ব্ব হইতেই উপলব্ধি করা যাইতেছিল। যুদ্ধ ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী হইলে ব্রহ্মদেশ ও ইরাণ হইতে পেট্রোল পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে ইহাও গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই জানিতেন। কিন্তু সে অবস্থায় পেট্রোলের অভাবে যাহাতে মোটর চলাচল তথা ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার কাজ ব্যাহত না হইতে পারে সেজন্য পূর্ব্বাহ্নে তাঁহারা কোন সদুপায় বিধানে যত্নপর হইয়াছিলেন কি ? ভারতবর্ষের চিনির কলগুলিতে যে মাৎগুড় উৎপন্ন হয় তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে এবং সেই সুরাসারের সহিত অল্প পরিমাণ পেট্রোল মিশাইয়া তাহা দ্বারা মোটর চালান যাইতে পারে। এদেশের অনেক বৈজ্ঞানিক দীর্ঘকাল যাবৎ ঐ ধরণের ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কয়েক স্থানে উহা কার্য্যতঃ পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত সুফলও পাওয়া গিয়াছে। সুরাসার প্রস্তুত ও মোটর চালনার কাজে তাহা ব্যবহার সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাহ্নে সজাগ হইলে পেট্রোলের অভাবে আজ দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের এতদূর ক্ষতির আশঙ্কা থাকিত না।

ব্যাঙ্ক সম্পর্কে অহেতুক আতঙ্ক

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েকমাস পরে ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে যখন মিত্রশক্তিদের পরাজয় ঘটে সেই সময়ে এদেশের অধিবাসীদের মনে একটা দারুন আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং উহার ফলে অনেকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইয়া লইতে আরম্ভ করেন। তখন আমরা একাধিকবার দেশবাসীকে একথা বলিয়াছিলাম যে, যুদ্ধের পরিণতি যাহাই হউক না কেন উহার ফলে দেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই এবং যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যাহার যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা। দুঃখের বিষয় এদেশে যাহারা ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখেন ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী ও বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। এই অজ্ঞতার জন্য উহারা অল্পেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠেন এবং ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হয় তাহার উপর তাঁহারা পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে সক্ষম হন না। এই জন্য যখনই কোন অস্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হয় তখন তাঁহাদের মনে ব্যাঙ্কের উপর অবিশ্বাস ফিরিয়া আসে এবং তাঁহারা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতে ব্যগ্র হইয়া পড়েন। সম্প্রতি উহার আর একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধের পরে যাহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং পরে যাহারা পুনরায় এই টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছিলেন তাঁহারা জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পর পুনরায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতেছেন এবং এখন পর্য্যন্ত উহাদের মন হইতে এই আতঙ্ক দূরীভূত হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

এই সমস্ত আতঙ্কগ্রস্ত আমানতকারীদিগকে আমরা পুনরায় একথা বলিতে চাই যে বর্ত্তমান অবস্থায় সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখিবার পক্ষে ব্যাঙ্কের মত নিরাপদ স্থান আর কিছু নাই। যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে অন্য সমস্ত জিনিষ ধূলিসাৎ হইলেও ব্যাঙ্কসমূহ সগৌরবে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান থাকে। উহার কারণ এই যে, যুদ্ধের সময়ে সৈন্য ও সমর সরঞ্জাম সংগ্রহের ব্যাপারে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহার বহুলাংশ সরবরাহ করিয়া ব্যাঙ্কসমূহ বিশেষভাবে লাভবান হইয়া থাকে এবং দেশের রাজশক্তিও ব্যাঙ্কসমূহ যাহাতে কোন দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পারে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। যুদ্ধের প্রভাবে কোন ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্য্যয় দেখা দেয় তাহাতে দেশের সমর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এজন্য যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্ট কখনও কোন ব্যাঙ্ককে ফেল পড়িতে দেন না। গত ১৯১৪-১৮ সালে পৃথিবীব্যাপী যে যুদ্ধ হয় তাহার পরে এবং ১৯২৯ সাল হইতে যে বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ হয় সেই সময়ে পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে। কিন্তু ১৯১৪-১৮সালে যুদ্ধরত দেশগুলির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটে নাই। বরং এই সময়ে যুদ্ধরত দেশগুলিতে অবস্থিত ব্যাঙ্কসমূহের সকল দিক দিয়া সমূহ উন্নতিই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই সব বিষয় মনে করিলে বর্ত্তমান যুদ্ধে দেশের ব্যাঙ্কসমূহ সম্বন্ধে আমানতকারীদের আতঙ্কের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কোন কোন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাজারে এরূপ গুজব প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে, যুদ্ধের অবস্থা অধিকতর সঙ্গীন হইয়া উঠিলে গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কসমূহ বন্ধ করিয়া দিবেন। উহার ফলেও অনেক আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে তাড়াহুড়া করিয়া টাকা তুলিয়া লইতেছেন। এই গুজবের যে কোন ভিত্তিই নাই তাহা বলাই বাহুল্য। উপরে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে সমরঋণ ক্রয় এবং সমর সরঞ্জাম সরবরাহকারী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধন সরবরাহের ব্যাপারে ব্যাঙ্কসমূহ বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই সময়ে ব্যাঙ্কসমূহের দরজা বন্ধ করিয়া দেন তাহা হইলে তাঁহারা সমরঋণ হিসাবে এক পয়সাও পাইবেন না, যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী কলকারখানাগুলির কাজ বন্ধ হইবে এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইয়া দেশব্যাপী এক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট কোন অবস্থাতেই দীর্ঘকালের জন্য ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ করিবার কোন প্রস্তাবে রাজী হইতে পারেন না। তবে বর্ত্তমানে আমানতকারিগণ অজ্ঞতাবশে যে ভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্কসমূহ হইতে টাকা তুলিয়া লইতেছেন তাহার যদি অবসান না ঘটে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া সাময়িক ভাবে ২।১ দিনের জন্য ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া কোন আমানতকারী যাহাতে তাহার জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্কসমূহের ভিত্তিমূল অধিকতর সুদৃঢ় হইবে এবং উহার ফলে ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থ অধিকতর নিরাপদ হইবে। ইংলণ্ড যখন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছিল সেই সময়ে ভারতবর্ষে এবং বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২।৩ দিনের জন্য ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধের আমলেও এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, যদি এরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা হইলে কিছুতেই ব্যাঙ্কসমূহ ২।১ দিনের অধিক কাল পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিতে পারে না।

আমরা পুনরায় একথা বলিতে চাই যে, যাহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়া তাহা হাতে মজুদ রাখিতেছেন—অথবা তাহা দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করিতেছেন তাঁহারা নিতান্ত নির্ব্বোধের মতই কাজ করিতেছেন। বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে দেশব্যাপী অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়া কিছুতেই বিচিত্র নহে। এই সময়ে হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ অথবা স্বর্ণ মজুদ রাখা একেবারেই নিরাপদ নহে। এক্ষণে যাহারা হাতে অধিক অর্থ মজুদ রাখিবেন তাঁহারা নিজেদের জীবনই বিপন্ন করিবেন। বর্ত্তমানে সাধারণের অর্থ নিরাপদ ও লাভজনকভাবে মজুদ রাখিবার পক্ষে ব্যাঙ্ক ছাড়া উৎকৃষ্টতর প্রতিষ্ঠান আর কিছু নাই।

এই প্রসঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকটও আমাদের কিছু বলিবার আছে। দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে সুদৃঢ়, শক্তিশালী ও সুসংহত করাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কসমূহের উপর আমানতকারীদের দাবী এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহের নগদ টাকার স্বচ্ছলতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এই সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি দেশের ব্যাঙ্কসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রসর না হন তাহা হইলে দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্যই পণ্ড হইবে। বর্ত্তমানের এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে উহাদের চিরাচরিত সঙ্কীর্ণ নীতি ত্যাগ করিয়া ব্যাঙ্কসমূহের প্রয়োজনের সময়ে উহাদের হস্তস্থিত বিল, শেয়ার ইত্যাদির জামীনে নগদ টাকা প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি এইরূপ উদার মনোভাব অবলম্বন না করেন তাহা হইলে উপযুক্ত সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও অনেক ব্যাঙ্কের পক্ষে আমানতকারীদের নগদ টাকার দাবী পরিপূরণ করিবার ব্যাপারে বেগ পাওয়া বিচিত্র নয়। এরূপ অবস্থা ঘটিলে ব্যাঙ্কসমূহকে বাধ্য হইয়া বাজার হইতে উহাদের দাদনী টাকা টানিয়া লইতে হইবে এবং উহার ফলে মূলধনের অভাবে দেশের শিল্পবাণিজ্যসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বর্ত্তমানে এইরূপ একটা অবস্থার উদ্ভব হওয়া কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণকে উহা জানাইয়া দেন তাহা হইলে উহা ব্যাঙ্কসমূহের উপর আমানতকারীদের আস্থা ফিরাইয়া আনিবার পক্ষেও বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। আমরা আশা করি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে অনুরূপ কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করেন তজ্জন্য বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিবেন। বর্ত্তমানে এইরূপ একটা ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যুদ্ধ ও ভারতের শিল্পোন্নতি

প্রাচ্য ভূখণ্ডে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের শিল্পোন্নতি ও যুদ্ধ প্রচেষ্টার ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিতেছেন না বলিয়া কিছুকাল যাবৎ একটা বিক্ষোভ চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ কার্টিন খোলাখুলিভাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগ উত্থাপন করিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অষ্ট্রেলিয়ায় কতিপয় ধরণের বৃহদাকার শিল্প ও বিশেষ করিয়া সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি আনয়নের খুবই আবশ্যকতা রহিয়াছে। ঐ বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পরিপূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা পাইবেন বলিয়াই তাঁহারা এতদিন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেবিষয়ে অষ্ট্রেলিয়াকে আজ অনেকটা নিরাশ হইতে হইয়াছে। কেননা আমেরিকা হইতে প্রয়োজনীয় মাল ও যন্ত্রপাতি খরিদের ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গ্রেট বৃটেনের প্রয়োজনীয়তাটাই বড় করিয়া দেখিতেছেন। সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির বিভিন্ন স্বার্থ সম্পর্কে তেমন কোন নজর দিতেছেন না। ফলে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শ্রেণীর প্রয়োজনীয় মালের উপযুক্ত যোগান না পাইয়া অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশের শিল্পোন্নতি ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে। সেজন্য জাপান যুদ্ধ আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচ্য দেশসমূহের আত্মরক্ষার ব্যাপারে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। আমেরিকা হইতে প্রধানতঃ নিজেদের জন্য মাল খরিদের ব্যবস্থা করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডকে সুসমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত রাখিবার আয়োজন চালাইয়াছেন। ইহাতে একদিকে গ্রেট বৃটেনের আত্মরক্ষার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত ব্যস্ততা ও অপরদিকে শত্রুর বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত প্রাচ্য দেশসমূহকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাহাদের যথোপযুক্ত আগ্রহের অভাবই সূচিত হইতেছে। মিঃ কার্টিন এইরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঐরূপ কার্য্যনীতির ফলে ইউরোপে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডকে রক্ষার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে প্রাচ্যদেশসমূহ বিশেষভাবে বিপন্ন এমন কি শত্রুকবলিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই অবস্থায় মিঃ কার্টিন সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের শিল্পোন্নতি বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতির পরিবর্ত্তন ও ঐসব দেশের শিল্পোন্নতি ও যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য সরাসরি আমেরিকা হইতে মালপত্র আমদানীর দাবী উপস্থিত করিয়াছেন।

মিঃ কার্টিনের দাবী যে সঙ্গত সেবিষয়ে ভারতে অনেকেই একমত হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি। কেননা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মনোভাব ও কার্য্যনীতির ফলে ভারতবর্ষ অষ্ট্রেলিয়ার চেয়েও বেশী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে চলিয়াছে। ১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় শিল্প বিশেষ করিয়া যুদ্ধসম্পর্কিত বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া তোলার বিষয় আলোচিত হইতেছে। ঐবিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য এদেশের লোক বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী দাওয়াও উপস্থিত করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় উদারতা ও দূরদর্শিতা নিয়া সেরূপ সাহায্যে অগ্রবর্ত্তী হন নাই। এমন কি ইংলণ্ডের বাণিজ্যগত স্বার্থ ও সুবিধা ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কায় তাঁহারা তাঁহাদের শাসন-কর্ত্তৃত্বের বলে এদেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকার দরুণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও ঐ দেশ যদিও বা বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে শিল্পোন্নতি বিষয়ে কতকটা উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু এদেশের আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের অনুদার কার্য্যনীতির জন্য ভারতবর্ষ সেটুক উন্নতিও সাধন করিতে পারে নাই।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার শিল্প গড়িয়া তোলার উপযোগী বিস্তর কাঁচামাল রহিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বাহিরের প্রতিযোগিতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে এদেশে বেশী সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগও আসিয়াছে। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ তৎপরতার অভাবে সেই সুযোগ নিতান্তই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। প্রথমতঃ এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতির আবশ্যকতা খুবই বেশী। এই সব যন্ত্রপাতি যথাসম্ভব ভারতে তৈয়ারের ও উপযুক্ত পরিমাণে তাহা বিদেশ হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করিবার জন্য যুদ্ধের সুরু হইতে দেশের লোক গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এদেশে যন্ত্রপাতি তৈয়ারের ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ কোন সহায়তা করেন নাই, বাহির হইতে তাহা আমদানী করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতেও তাঁহারা অস্বীকৃত হইয়াছেন। বহির্ব্বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের যে অনুকূল রপ্তানীর আধিক্য থাকে তাহাতে উদ্বৃত্ত ডলার সিকিউরিটি সহায়ে আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্য ধরণের প্রয়োজনীয় মালপত্র খরিদ করা এদেশের পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও ডলার সিকিউরিটি সঞ্চয়ের উপর এত জোর দিতে আরম্ভ করেন যে, তাহাতে এদেশবাসীর পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনয়ন করা তেমন কিছু সম্ভবপর হয় নাই। অন্যান্য ধরণের প্রয়োজনীয় মালমসল্লার যোগান সম্পর্কেও এদেশবাসীকে এইভাবেই অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতে এমন একটা বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন যাহার জন্য এদেশে শিল্পের উন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। যুদ্ধের সুযোগে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইলে যুদ্ধের পর নবোদ্যমে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ার সঙ্গে তাহা বিপর্য্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। সেজন্য এদেশের অনেক শিল্পোদ্যোগী নূতন শিল্প স্থাপনে অভিলাষী হইয়া তাহার ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটা প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এলুমিনিয়াম শিল্প ও অন্য দুই একটি শিল্প ছাড়া অপর কোন শিল্প সম্পর্কে সেরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। এইসব কারণে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে শিল্পের কোন ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি দেখা যায় নাই।

(৯৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় ঋণের নবপরিণতি

সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যখন স্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন সেই সময়ে কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বহু কোটী টাকা প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং এই টাকা পরিশোধ করিবার দায়িত্ব ভারতবাসীর ঘাড়ে ফেলা হইয়াছিল। এই ভাবে ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণের সূত্রপাত হয়। পরবর্ত্তীকালে এসিয়া ও আফ্রিকাতে বৃটীশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যে যুদ্ধ বিগ্রহ হয় তাহার খরচার অনেকাংশও ভারত গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইবার ফলে এই ঋণের পরিমাণ বহুলাংশে বর্দ্ধিত হয়। এদিকে ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার, সেচকার্য্য ইত্যাদির জন্যও ভারতবাসীর তরফ হইতে বহু কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়। এই সব ঋণের সুদ ও আসল হিসাবে শত শত কোটী টাকা পরিশোধ করা সত্ত্বেও গত জুন মাসে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৮১৬ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮ কোটী ৮৩ লক্ষ পাউণ্ড (২৬১ কোটী ৭ লক্ষ টাকা) এবং ভারতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৫৫ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা। ভারত সরকারের এই ঋণ যে ভারতবাসীরই ঋণ তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ ভারতবাসীর অর্জ্জিত অর্থ হইতে ভারত সরকার যে অংশ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করিবেন তাহা হইতেই এই ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করা হইবে।

এই ঋণের বিরুদ্ধে ভারতবাসী বরাবর আপত্তি জানাইয়া আসিয়াছে। ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যাহারা অগ্রগামী তাঁহারা বলেন যে, বৃটীশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের জন্য যে ঋণ করা হইয়াছে ভারতবাসীর তাহা পরিশোধ করিবার কোন নৈতিক দায়িত্ব নাই। যাহারা এতদূর অগ্রসর হইতে চাহেন না তাঁহারা বলেন যে অন্ততঃ ভারতীয় ঋণের যে অংশ ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিয়া দিয়া প্রয়োজন হইলে তৎপরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে ভারতবাসীর নিকট হইতে টাকার হিসাবে ঋণ গ্রহণ করা হউক। উহাদের যুক্তি এই যে, এরূপ ভাবে ভারতে বিদেশী ঋণের বিলোপ করিয়া দিলে ভারতবর্ষকে বৎসর বৎসর সুদের জন্য যে টাকাটা ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে হয় তাহা বন্ধ হইবে এবং উহা দেশের ভিতরেই থাকিয়া যাইবে। ভারত সরকার এই শেষোক্ত প্রস্তাবের মূলনীতি অনেকদিন পূর্ব্বে মানিয়া লইলেও কার্য্যতঃ তাহা তেমন ভাবে অনুসরণ করেন নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে উহারা ইংলণ্ডের বাজারে মাত্র ৩ কোটী পাউণ্ড পরিমিত ভারতীয় ঋণ শোধ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছিলেন। গত ১৯১৪-১৮ সালে ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ হয় সেই সময়ে ইংলণ্ডের নিকট ভারতবর্ষের এত অধিক টাকা পাওনা হইয়াছিল, যাহার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ইংলণ্ডস্থিত ভারতীয় ঋণের প্রায় সাকুল্য অংশ পরিশোধ করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তখন তাঁহারা এই সুযোগ অবহেলা করেন। ভারতবর্ষে ইংরাজের অখণ্ড প্রতাপ রহিয়াছে—ভারতবাসী কোন দিনই ইংলণ্ডের অধিবাসীদের প্রাপ্য টাকা অস্বীকার করিতে সমর্থ হইবে না—এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষে টাকা দাদন করিয়া ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ যখন ইংলণ্ডের তুলনায় অধিকতর হারে সুদ পাইতেছে তখন এই ঋণ শোধ করিয়া দিলে ইংলণ্ডের ক্ষতি হইবে—এই সব কথা চিন্তা করিয়াই গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে ইংলণ্ডের ঋণপাশ হইতে মুক্ত করা প্রয়োজনবোধ করেন নাই।

কিন্তু বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ফলে অবস্থার বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে ১৬৪ কোটী টাকার সমর সরঞ্জাম ক্রয় করিয়াছেন এবং গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই ভাবে সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের পরিমাণ আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। এইদিকে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে ভারতীয় সৈন্য বাহিনী নিয়োজিত হওয়াতে চ্যাটফিল্ড কমিটীর নির্দ্দেশ মত তজ্জন্যও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট অনেক টাকা ভারতবর্ষকে প্রদান করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই সব কারণে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মজুদ পাউণ্ড মুদ্রার পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকে ইংলণ্ডের জনসাধারণ পাউণ্ডের হিসাবে যে টাকা ভারতবর্ষে দাদন করিয়াছে সমর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য তাহা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অত্যধিক প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের চিরাচরিত নীতি পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ভারতবর্ষের মজুদ পাউণ্ড মুদ্রা দ্বারা ইংলণ্ডস্থিত ভারতীয় ঋণের পাওনাদারগণের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিয়া দিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের লোকের নিকট হইতে ঐ টাকা সমর ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন। গত ১৯৪০ সালের মাঝামাঝিকালে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের মারফতে এই নীতি অবলম্বন করেন এবং স্থির হয় যে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে পরিশোধের চুক্তিতে শতকরা বার্ষিক ৩ হইতে ৫ পাউণ্ড সুদের মোট ৮ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমিত ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া হইবে। তবে এই নীতির ফলে মোটমাট ৭ কোটী পাউণ্ড পরিমিত ঋণ শোধ হয়। বাকী ১ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমিত ঋণ বৃটীশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশের অধিবাসীদের সম্পত্তি বলিয়া উহা শোধ করা সম্ভবপর হয় নাই। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের বাজারে গৃহীত যে সমস্ত ভারতীয় ঋণ পরিশোধের কোন নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ নাই সেই সব ঋণও পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই সব ঋণের মোট পরিমাণ ১৫ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। উপরে বলা হইয়াছে যে, গত জুন মাসে ইংলণ্ডস্থিত ভারতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮ কোটী ৮৩ লক্ষ পাউণ্ড। উহার মধ্যে এক্ষণে যদি ১৫ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডস্থিত ভারতীয় ঋণ একপ্রকার শোধ হইয়া যাইবে বলা চলে। কারণ বাকী যে তিন কোটী পাউণ্ডের মত ঋণ অবশিষ্ট থাকিবে তাহার মধ্যে ১ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমিত ঋণ বিদেশীদের সম্পত্তি বিধায় উহা এক্ষণে পরিশোধ করিবার উপায় নাই। এতদতিরিক্ত যে ১ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের ঋণ থাকিবে তাহা ভারতীয় রেলপথসমূহ ক্রয়ের জন্য দেয় কিস্তির টাকা মাত্র এবং এজন্য কোন সুদ দিতে হয় না।

ইংলণ্ডস্থিত ভারতীয় ঋণ এই ভাবে নিঃশেষিত হইবার একটী সুফল হইবে যে, ভারতবর্ষকে এই ঋণের জন্য বৎসর বৎসর সুদ হিসাবে ইংলণ্ডে যে ১০ কোটী টাকার মত প্রেরণ করিতে হইত তাহা আর পাঠাইতে হইবে না। কিন্তু উহার ফলে ভারত সরকার ঋণজাল হইতে মুক্ত হইলেন মনে করিলে ভুল করা হইবে। উপরে

বলা হইয়াছে যে, গত জুন মাসে ভারত সরকারের ভারতে টাকার হিসাবে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৫৫ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে যে ১৫ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ২১০ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া হইতেছে তাহার বদলে ভারতবর্ষে কম পক্ষে ১০০ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। উহা ছাড়া সমর সরঞ্জাম সঙ্কুলানের জন্য গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত ডিফেন্স লোন, সুদহীন ডিফেন্স লোন, ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট, ট্রেজারি বিল ইত্যাদিতে দেড়শত কোটী টাকার মত ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। আগামীতে গবর্ণমেণ্টকে আরও বেশী পরিমাণে ঋণগ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই বিদেশী ঋণপাশ হইতে মুক্ত হইলেও ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে আভ্যন্তরীণ ঋণপাশে ক্রমেই অধিকতর ভাবে জড়িত হইয়া পড়িতেছে, একথা বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুদ্ধ যদি আরও দুই বৎসরকাল চলে তাহা হইলে ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ এক হাজার কোটী টাকায় বর্দ্ধিত হওয়া বিচিত্র নয়। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতিতে ভারতীয় ঋণের লাঘব হইতেছে না—মাত্র উহার নবপরিণতি ঘটিতেছে।

(যুদ্ধ ও ভারতের শিল্পোন্নতি)

সরকারী উপেক্ষা ও উদাসীনতার জন্য যুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষকে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করিবার আশা এইভাবে নিতান্তই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসার সঙ্গে বর্ত্তমানে এদেশের সমক্ষে নানারূপ বিপদের সম্ভাবনাও অতিমাত্রায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া না উঠায় এদেশে উপযুক্ত পরিমাণ সমর সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা হয় নাই। ফলে ভারতবর্ষে জনসংখ্যার অপ্রাচুর্য্য না থাকিলেও শত্রুর সমক্ষে এদেশের আত্মরক্ষা খুব কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশরক্ষার জন্য ক্রমেই বেশী পরিমাণ বিমানপোত, জাহাজ ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন হইতেছে। সৈন্যদের জন্য সাজ পোষাক ও খাদ্য প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে দরকার হইতেছে। কিন্তু ঐসব দিক দিয়া আবশ্যকানুরূপ যোগান পাওয়ার সুব্যবস্থা এদেশে এখন পর্য্যন্ত করা হয় নাই বলা চলে। এদেশে বিমানপোত শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অনেককাল অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিয়া গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্গালোরে একটি কারখানা স্থাপনে অনুমতি দিয়াছেন। ঐ কারখানায় বর্ত্তমানে দুই একটি করিয়া বিমানপোত প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু কারখানা স্থাপনে প্রথমেই এত বিলম্ব করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহা দ্বারা তেমন কোন সহায়তা হওয়ার আশা কম। 'সিন্ধিয়া' কোম্পানীর চেষ্টায় সর্ব্বেমাত্র একটি জাহাজ কারখানা স্থাপনের কাজ সুরু হইয়াছে। ঐ কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতে গবর্ণমেণ্ট এখনও যেরূপ নারাজ তাহাতে এবারকার যুদ্ধে এই জাহাজী কারখানা হইতে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা মোটেই করা যায় না। অথচ পূর্ব্ব হইতে ঐ কারখানা স্থাপন করিতে দিলে ভারতীয় মালমসল্লা হইতে এদেশে বেশী সংখ্যায় জাহাজ তৈয়ারী হইয়া দেশরক্ষার কাজে তাহা বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারিত। এদেশে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কিছু কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু সে ব্যবস্থাও পূর্ণাঙ্গভাবে করা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ইষ্টার্ণ গ্রুপ কাউন্সিলের স্বার্থপর নির্দ্দেশে ভারতবর্ষে সামরিক সরঞ্জাম তৈয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় নাই। কতিপয় শ্রেণীর সরঞ্জাম কেবল অংশতঃই এদেশে তৈয়ারের ব্যবস্থা হইয়াছে। জাপান যুদ্ধ সুরু করিবার ফলে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যগত সম্পর্ক ব্যাহত হওয়ার যে আশঙ্কা রহিয়াছে তাহাতে এই শ্রেণীর আংশিক ব্যবস্থা দেশরক্ষার কাজে কতদূর সহায়ক হইবে তাহাও বিবেচনার বিষয়। সমর সরঞ্জাম চলাচলের কাজে ও অন্য প্রয়োজনে মোটরযানের বেশী পরিমাণ যোগান আবশ্যক। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম হইতে এদেশের অনেক শিল্পোদ্যোগী মোটর কারখানা স্থাপনে উৎসাহী হইলেও গবর্ণমেণ্ট বরাবর সেরূপ কারখানা স্থাপনের বিরোধিতা করিয়াছেন। কাজেই যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য এদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোটরযান পাওয়ার তেমন কোন সুবিধা নাই। সম্প্রতি প্রকাশ মোটরযানের বিপুল প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশে ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহৃত মোটরযানসমূহ ভবিষ্যতে নিজেদের হাতে গ্রহণ করিবার মতলব করিয়াছেন। সৈন্যদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও জুতা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সরবরাহের জন্য এদেশের জনসাধারণের পক্ষে ঐ সমস্তের ব্যবহারও কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত রাখা হইবে বলিয়া প্রকাশ। পূর্ব্বাহ্ণে বিভিন্ন শ্রেণীর সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারের ব্যবস্থা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট আজ সামরিক প্রয়োজনে তাহাদের স্বাভাবিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহাতে এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তাঁহাদের পূর্ব্বেকার অদূরদর্শিতা এবং উপেক্ষা, উদাসীনতার শোচনীয় পরিণামই সূচিত হইতেছে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ কার্টিনের সহিত সুর মিলাইয়া এদেশের শিল্পোন্নতি ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা সরকারী কার্য্যনীতির সমুচিত পরিবর্ত্তন দাবী করিতেছি। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ নির্দ্দেশে পরিচালিত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে এতদিন মারাত্মক অবহেলার ভাব দেখাইয়া আসিয়াছেন। প্রাচ্যদেশে যুদ্ধের বর্ত্তমান ঘনঘটা দেখিয়াও তাঁহারা যদি সে নীতি সমুচিতভাবে সংশোধন না করেন তবে ভারতবর্ষ নানাভাবে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে। সে আশঙ্কা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ এখনও অন্ততঃ সজাগ হইবেন—এ আশা আমরা করিতে পারি কি?

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

মিত্রশক্তি এবং চক্রশক্তির সমরোপকরণ

মিত্রশক্তিসমূহ স্থলপথে যে পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ করিতে পারে তাহার সংখ্যা হইতেছে—বৃটেন—২,৫০০,০০০ ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—১,৫০০,০০০ ; সোভিয়েট রাশিয়া—৮,০০০,০০০ ; নেদারল্যাণ্ডস—২,৫০,০০০ ; চীন—১৫,০০০,০০০; ইহা ছাড়া প্রয়োজন হইলে বৃটেন ১,৫০০,০০০, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫,০০০,০০০, রাশিয়া ৪,০০০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারে। ভারতে বর্ত্তমানে সৈন্যসংখ্যা হইতেছে ১০ লক্ষ এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধরত সৈনিকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে আরও ১০ লক্ষ। জার্ম্মানীর বর্ত্তমানে সমরক্ষম সৈন্যসংখ্যা হইতেছে ৬০ লক্ষ, ইতালীর ১৫ লক্ষ এবং জাপানের ৫০ লক্ষ। মিত্রশক্তি-বর্গের বিমানপোতের সংখ্যা হইবে প্রায় ৬০ হাজার। পক্ষান্তরে চক্রশক্তি-সমূহের বিমানপোতের সংখ্যা দাঁড়াইবে ৫৪ হাজার। বর্ত্তমানে রাশিয়া মাসিক ৬ হাজার বিমানপোত নির্ম্মাণ করিতেছে এবং চক্রশক্তিসমূহ বিমান উৎপাদন করিতেছে মাসিক প্রায় ৩ হাজার ৫ শত। সমুদ্রপথে বৃটেনের যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা হইতেছে—ভারী জাহাজ ১৪ খানা, বিমানপোতবহনকারী জাহাজ ৮ খানা, ৮ ইঞ্চি কামান সম্বলিত ক্রুজার ১৪ খানা, হালকা ক্রুজার ৬৫ খানা, ডেষ্ট্রয়ার ২৫০ খানা, সাবমেরিন ১০০ খানা।

রাশিয়া—ভারী যুদ্ধ জাহাজ ৩ খানা, মাঝারি এবং হালকা ক্রুজার ১০ খানা, ডেষ্ট্রয়ার ৭০ খানা হইতে ৮০ খানা, সাবমেরিণ ২৫০ খানা।

ওলন্দাজ—মাঝারি ক্রুজার ৩ খানা, ডেষ্ট্রয়ার ১২ খানা এবং সাবমেরিণ ৩০ খানা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—ভারী যুদ্ধজাহাজ ১৫ খানা, বিমানপোতবহনকারী যুদ্ধ জাহাজ ৭ খানা, ৮ ইঞ্চি কামান সম্বলিত ক্রুজার ১৮ খানা, হালকা ক্রুজার ১৯ খানা, ডেষ্ট্রয়ার ২১৫ খানা এবং সাবমেরিণ ৯০ খানা হইতে ১০০ খানা।

জার্ম্মেনী—ভারী যুদ্ধ জাহাজ ২ খানা, বিমানপোতবহনকারী যুদ্ধ জাহাজ ২ খানা, ৮ ইঞ্চি কামান সম্বলিত ক্রুজার ৪ খানা, হালকা ক্রুজার ১১ খানা, ডেষ্ট্রয়ার ৫০ খানা এবং সাবমেরিণ ২৫০ খানা।

ইতালি—ভারী যুদ্ধজাহাজ ৫ খানা, ৮ ইঞ্চি কামানসম্বলিত ক্রুজার ৩ খানা, হালকা ক্রুজার ১৮ খানা, ডেষ্ট্রয়ার ৫০ খানা এবং সাবমেরিণ ৫০ খানা।

জাপান—ভারী যুদ্ধ জাহাজ ১১ খানা, ক্ষুদে জাহাজ ৩ খানা, বিমানপোত বহনকারী যুদ্ধজাহাজ ৯ খানা, ৮ ইঞ্চি কামানসম্বলিত ক্রুজার ১২ খানা, হালকা ক্রুজার ২৬ খানা, ডেষ্ট্রয়ার ১১০ খানা এবং সাবমেরিণ ৭০ খানা।

কলিকাতায় নলকূপের সংখ্যা

প্রকাশ, কলিকাতায় ২ হাজার ৫ শত নলকূপ বসাইবার জন্য করপোরেশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১ হাজার ৫৬৭টি নলকূপ ইতিমধ্যেই খনন করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটেনের মূলধন

পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটেনের বিরাট মূলধন বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে রবার শিল্পে এবং টিন উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যাপারে যে মূলধন খাটিতেছে তাহার পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে প্রায় ৩০ কোটি পাউণ্ড এবং ৫ কোটি পাউণ্ড।

বৃটীশ ভারতে আয়কর আদায়ের পরিমাণ

১৯৩৯-৪০ সালে বৃটীশ ভারতে মোট ১৯ কোটি টাকা আয়কর বাবদ আদায় হইয়াছে ; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ আয়কর বাবদ ১৭ কোটি টাকা আদায় হইয়াছিল।

ভারতে সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়

১৯৪১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে যে দশদিন শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ভারতে সরকারী রেলওয়েসমূহের মোট আয় হইয়াছে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। এই আয়ের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের আয়ের তুলনায় ৪৮ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৮ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের আয়ের চেয়ে এইরূপ আয়ের পরিমাণ হইতেছে ১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা অধিক অথবা শতকরা ১৬ ভাগ বেশী।

ভারতীয় অর্থ-নৈতিক সম্মেলন

ভারতীয় অর্থশাস্ত্র সম্মেলন ও ভারতীয় রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্মেলনের যুক্ত-অধিবেশন গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া চার দিবস-ব্যাপী বোম্বাইয়ের ইউনিভার্সিটি কনভোকেশন হলে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস এই যুক্ত-সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ডক্টর জে পি নিয়োগী অর্থশাস্ত্র সম্মেলনের এবং ডক্টর ভি এস রাম রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় অর্থশাস্ত্র সম্মেলনের ইহা রজত জয়ন্তী অধিবেশন এবং ভারতীয় রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্মেলনের ইহা চতুর্থ অধিবেশন।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যা

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসায়ীরা জিনিষপত্র মজুদ করিয়া রাখিয়াছে। উহার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্পর্কে শাসন পরিষদে আলোচনা হইবে। সকলে অনুভব করিতেছেন যে, শুধু দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলেই চলিবে না। জিনিষপত্র সরবরাহের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। পুনরায় আর একটি দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের আহ্বান এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে।

কাঁচা পাটের উপর কর

সম্প্রতি বেঙ্গল জুট ডিলার্স এসোসিয়েশন (বঙ্গীয় পাট ব্যবসায়ী সমিতি) বাঙ্গলা সরকারের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই চিঠিতে জানান হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় কাঁচা পাটকর আইন অনুসারে বাঙ্গলা সরকারকে মিলসমূহের দেয় কর বিক্রেতাদের বিল হইতে কাটিয়া রাখিবার ও তদনুযায়ী প্রচলিত চুক্তিপত্রের মুসাবিদা সংশোধন করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে উক্ত কর-ভার বিক্রেতা মহলের উপর পড়িবে এবং পাট বিক্রেতারা করজনিত লোকসান এড়াইবার চেষ্টা করিবে; ফলে, করের ভার মূলতঃ দরিদ্র পাটচাষীদেরই বহন করিতে হইবে। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের মূল অভিপ্রায় হইতেছে নিজেদের দিক হইতে সকল দায় পাটচাষীদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া। বঙ্গীয় পাট ব্যবসায়ী সমিতি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্যক অবহিত হইবার জন্য উক্ত পত্রে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের ব্যয়

আগামী ১লা জুলাই হইতে যে আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবে সেই বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার কোটি ডলার যুদ্ধার্থ ব্যয়িত হইবে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট সাংবাদিকগণের বৈঠকে ঐ কথা বলিয়া জানান যে, চলতি আর্থিক বৎসরে যুদ্ধার্থ জাতীয় আয়ের শতকরা ২৭ ভাগ ব্যয়িত হইবে। সমর সম্ভার উৎপাদনের পরিকল্পনা বিপুলভাবে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে।

কয়লার বদলে নারিকেলের মালার জ্বালানী

মালয়ে এক বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী জাতীয় নূতন রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈয়ারী করিয়াছেন; এই ইঞ্জিনে কয়লা ব্যবহারের পরিবর্ত্তে নারিকেলের খোলা ও তাল গাছের ছাল ব্যবহৃত হইবে। এই জাতীয় ইঞ্জিনের ওজন ১৫ টন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তারিখ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ও সিণ্ডিকেট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইণ্টারমিডিয়েট, ম্যাট্রিকুলেশন, এবং বি-এ ও বি-এস-সি পরীক্ষা পূর্ব্ব ঘোষিত তারিখের পরিবর্ত্তে ১৯৪২ সালের নিম্নলিখিত তারিখ-সমূহে আরম্ভ হইবে :—

আই-এ ও আই-এস-সি—১৬ই মার্চ। ম্যাট্রিকুলেশন—১৫ই এপ্রেল। বি-এ ও বি-এস-সি—১লা মে।

পেট্রল নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে প্রতি ইউনিটে পেট্রলের পরিমাণ হ্রাস করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশানুযায়ী প্রাইভেট মোটর গাড়ীর পেট্রলের পরিমাণ প্রতি গ্যালনে অর্দ্ধ গ্যালন করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে অসামরিক জনসাধারণ কর্ত্তৃক পেট্রল ব্যবহার হ্রাস পাইয়া ১৯৪০ সালের মোট পরিমাণের শতকরা ৬০ ভাগ দাঁড়াইবে।

বৃটিশ ভারতে নগররক্ষী বাহিনীর সংখ্যা

বাংলা দেশে ১৪ হাজার ৬৩ জন নগররক্ষী বাহিনী সংগ্রহ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত তালিকাভুক্ত নগররক্ষী বাহিনীর সংখ্যা হইতেছে ১১ হাজার ৮৭২ জন। বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক শাসিত অঞ্চলের নগররক্ষী বাহিনীর সংখ্যা হইতেছে নিম্নরূপ :—

পাঞ্জাব ২১ হাজার ৭৫৭ জন; বাংলা ১১ হাজার ৮৭২ জন; মাদ্রাজ ১০ হাজার ৫৫৮ জন; বোম্বাই ৪ হাজার ৮২৭ জন; যুক্তপ্রদেশ ২ হাজার ৯৮৮ জন; মধ্যপ্রদেশ ৩ হাজার ৩৮৭ জন; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১ হাজার ৩৮৬ জন; বিহার ১ হাজার ৩৫৬ জন; সিন্ধু ৫৮৪ জন; আসাম ৩৬০ জন; দিল্লী ২১১ জন; কোয়েটা ১৬৯ জন; উড়িষ্যা ১৪৪ জন; কুর্গ ১২১ জন: আজমীর-মারোয়াড়া ৯১ জন।

অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের আগামী অধিবেশন

ভারতীয় অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হইবে। ডক্টর বি ভি নারায়ণস্বামী নাইডু উক্ত মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ক্লীল থার্ম্মোমিটারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

ক্লীল থার্ম্মোমিটারের (আধ মিনিট) পাইকারী ও খুচরা সর্ব্বোচ্চ দর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এখন হইতে ঐগুলি বিক্রয়ের জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর অফিসের অনুমতির প্রয়োজন হইবে। কলিকাতা ও সহরতলীতে ইহার পাইকারী সর্ব্বোচ্চ দর প্রতি ডজন ১৭৷৹ আনা এবং খুচরা প্রতিটী ১৷৵৹ আনা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধের কাজের জন্য ভারতীয় কাঠ

সরবরাহ বিভাগের কাঠ ক্রয়ের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সম্প্রতি যুদ্ধের প্রয়োজনের জন্য ২ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা মূল্যের টেলিগ্রাফের পামের কাঠ এবং অন্যান্য প্রকারের কাঠের যোগান দেওয়ার জন্য একটী অর্ডার পাইয়াছেন। বর্ত্তমান অর্ডার বাদে এপর্য্যন্ত সরবরাহ বিভাগ ৪ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঠ ভারতবর্ষে ক্রয় করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ

ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্রহ্ম সরকারের সহিত ভারত সরকারের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। ভারত সরকার ঘোষণা করিতেছেন যে, ভারত সরকার ও ভারতীয় ব্যবসায়িগণের প্রতিনিধিবৃন্দ যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্রহ্ম সরকার তাহাদের পরিকল্পনাসমূহের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন।

মজুদ সূতার হিসাব দাখিলের আদেশ

সম্প্রতি মাদ্রাজ সরকার এক আদেশ জারী করিয়া সূতা ব্যবসায়ীদের জানাইয়া দিয়াছেন যে, যাহাদের কাছে ৪ শত পাউণ্ডের অধিক সূতা মজুদ আছে তাহাদের মজুদ সূতার পরিমাণের একটী হিসাব মাদ্রাজ সহর এবং বিভিন্ন জেলার কালেক্টরগণের নিকট অবিলম্বে দাখিল করিতে হইবে। মাদ্রাজ সরকার ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে প্রতি মাসের ১লা এবং ১৫ই তারিখেও সূতা ব্যবসায়ীদের মজুদ সূতার হিসাব পেশ করিতে হইবে। মাদ্রাজ প্রদেশে সূতার যেরূপ দর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার ফলে তাঁতিদের যেরূপ দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে তাহা নিবারণকল্পে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সিন্ধু নদের দ্বিতীয় বাঁধ

করাচীর সংবাদে প্রকাশ, সিন্ধু সরকার সিন্ধু দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সেচকার্য্যের উন্নতিকল্পে হারুকের সন্নিকটে সিন্ধু নদের আর একটি বৃহৎ বাঁধ নির্ম্মাণের এক পরিকল্পনার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। এই বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে ৩০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছে। গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখ সাহ্-বন্দর মহকুমার জমিদারবর্গের এক সম্মেলনে সিন্ধুর গবর্ণর এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত পরিকল্পনা গৃহীত হইলে বাঁধ নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করিতে কালবিলম্ব করা হইবে না এবং এই বাঁধ নির্ম্মাণের ফলে লয়েড বাঁধ অঞ্চলের জমিদারদের ন্যায় উক্ত অঞ্চলস্থ জমিদারগণ লাভবান হইবেন।

কাগজের ব্যবহার হ্রাস

ভারতে মোট যে কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগই জনসাধারণ ব্যবহার করে। সুতরাং ভারত সরকার জনসাধারণকে নানা-ভাবে কাগজের ব্যবহার যথাসম্ভব কমাইবার উপদেশ দিয়াছেন। ভারতীয় কাগজের কলগুলির উৎপাদনের শক্তি যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথাপি স্বাভাবিক প্রয়োজনের তুলনায় ৩০ হাজার টন পরিমিত কাগজ কম পড়িবার সম্ভাবনা। বিদেশ হইতে আমদানী বৃদ্ধির কোন উপায় নাই। ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কাগজের ব্যবহার শতকরা ২৫ ভাগ কমান হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারসমূহকেও অনুরূপ সঙ্কোচসাধনের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

করাচীতে সস্তা দোকান

চাউল, ডাল, গম, ময়দা, কয়লা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি দরিদ্রের নিকট কম দরে বিক্রয় করিবার জন্য সিন্ধু সরকার করাচী কর্পোরেশনের সহযোগিতায় করাচীতে সস্তা দোকান খুলিবার পরিকল্পনা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। সিন্ধু সরকার ইতিমধ্যেই খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু স্বল্প বেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়াছেন।

গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকারের এক বিশেষ গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গমের বাজারে আগাম ক্রয়-বিক্রয় করা চলিবে না। বাংলা সরকারও এক বিবৃতিতে ব্যবসায়ীমহলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে যাহারা প্রদেশের বাহিরে গবর্ণমেন্ট নির্দ্ধারিত দরের উপরে কারবার করিতেছেন, তাহারা নিজেরা বিপদের ঝুঁকি লইতেছেন। কেন না, হুইট কমিশনারের নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতে গমের দর ও গমের চালান নিয়ন্ত্রিত হইবে। অধিকন্তু গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক যে কোন সময়ে গম দাবী করা যাইতে পারে। সরকার সেক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত দরের বেশী মূল্য দিবেন না। উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বোচ্চ দর বাড়াইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া যে সমস্ত গুজব রটিতেছে, তাহা ভিত্তিহীন। গবর্ণমেন্ট গমের সর্ব্বোচ্চ দর ৪।৵০ আনা হইতে আদৌ বাড়াইবেন না।

বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবসায়

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির অধুনাতম বুলেটিনে প্রকাশ, বর্ত্তমান বৎসরে পাট বিক্রয় আরম্ভ হইবার পর প্রথম চারিমাসে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের চারিগুণ পাট রপ্তানী হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, নিউজিল্যাণ্ড সরকার মেস্তার চাষ বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় তাঁহারা মেস্তার তৈরী থলিয়া রপ্তানী করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। কলম্বো সরকার 'ফিক্' নামক তন্তু উৎপাদনের ব্যাপারে বিশেষভাবে ব্রতী হইয়াছেন।

ধান চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি

ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ ১৯৪১-৪২ সালের নিখিল ভারতীয় ধান্য চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪০-৪১ সালের ৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৯৫ হাজার একরের তুলনায় এবার ৬ কোটি ৯৯লক্ষ ৮২ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, চাষের জমির পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধান্যের অবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত বিবরণে প্রকাশ যে, অবস্থা মোটের উপর ভালই।

ভারতে সৈনিকদের জন্য পোষাক তৈরীর পরিমাণ

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের ১০টি পোষাক তৈয়ারীর কারখানায় সৈনিকদের জন্য পোষাক উৎপাদনের পরিমাণ এতাবৎকালের সর্ব্বোচ্চস্তরে পৌছিয়াছে। আলোচ্য মাসে মোট ৮১ লক্ষ ১৫ হাজার ৩১৩টী পোষাক তৈয়ারী হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ৩১ দিনের হিসাবে দৈনন্দিন পোষাক তৈরীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৪টী, পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের তুলনায় আলোচ্য মাসে তৈরী পোষাকের পরিমাণ ১০ লক্ষ ১৭ হাজার ২৮০টি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় জাহাজ নির্ম্মাণ

অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রিসভা ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে ১৪ খানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতে দূরবীণ নির্ম্মাণ

কলিকাতার গাণিতিক যন্ত্র অফিস দেশরক্ষাবাহিনীর জন্য ক্রমেই অধিক পরিমাণ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতেছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দূরবীণ তৈয়ারী হইত না। বর্ত্তমানে কিন্তু গাণিতিক যন্ত্র অফিস বহু পরিমাণে দূরবীণ তৈয়ারী করিতেছে। ইহা ছাড়া সৈন্যবাহিনীর জন্য 'প্রিজম্যাটিক কম্পাস' ও দূরদর্শন সম্পর্কীয় বিবিধ প্রকার যন্ত্র এবং গাণিতিক ও জরীপের যন্ত্রাদিও এইখানে অনেক প্রস্তুত হইতেছে। চশমার কাঁচ এদেশেই তৈয়ারী করা যায় কিনা সে বিষয়ও কিছুকাল ধরিয়া গবেষণা চলিতেছে।

কলিকাতা করপোরেশনের ঋণ গ্রহণ

কলিকাতায় নূতন জমি সংগ্রহ ও বিভিন্ন ওয়ার্ডে করপোরেশনের আবশ্যকীয় কর্ম্ম বিভাগাদি নির্ম্মাণের জন্য ১৯৪১-৪২ সালে কলিকাতা করপোরেশন ৩৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারতে ধানের চাষ

১৯৪১-৪২ সালে ভারতে ৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮২ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে; ১৯৪০-৪১ সালে ধান চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৯৫ হাজার একর। ১৯৪১-৪২ সালে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ১ ভাগ বেশী জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে।

ভারতে তুলা চাষের তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালের তুলার চাষের তৃতীয় পূর্ব্বাভাসে সমগ্র ভারতে ২ কোটি ২২ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ভারতের ভেষজ শিল্প

পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত, এইরূপ ৩৫০ প্রকারের ডাক্তারী ঔষধাদি ভারত সরকারের কারখানাগুলিতে দেশীয় কাঁচামাল হইতে প্রস্তুত হইতেছে। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের বড়ি এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার দ্রব্যাদিও প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত এই সকল কারখানাসমূহে করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের ক্রীত কাপড়ের দর

১৯৪২ সালের প্রথম তিন মাসে ভারত সরকার যে কাপড় ক্রয় করিবেন, ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং তুলাজাত বস্ত্রাদির স্থায়ী সমিতির সভ্যবৃন্দের এক সম্মিলিত সভায় তাহার দর স্থির হইয়াছে। প্রতি তিন মাস পর পর যে ভিত্তিতে এই দর নির্দ্ধারিত হইবে তাহাও স্থির হইয়াছে। তুলা ও বস্ত্রের অতিরিক্ত দরের কথা বিবেচনা করিয়া ১৯৪১ সালের এপ্রিল, মে ও জুন মাসের দর অনুযায়ী মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। ভারত সরকারের বাৎসরিক ৪০ কোটী টাকারও বেশী কাপড়ের প্রয়োজন হইয়াছে। এই জন্য প্রতিটী মিলের উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ কাপড়ের অর্ডার দেওয়া স্থির হইয়াছে।

বৃটেনে ভারত সরকারের ঋণ পরিশোধ

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে বৃটেন হইতে সংগৃহীত ভারতীয় ঋণ (রেলপথ দায়াবদ্ধ রাখিয়া সংগৃহীত ঋণ ও বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ্য ঋণ বাদে) পরিশোধের জন্য ভারত সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ১৯৪৩ সালের ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ-পত্রে গ্রহীতাদিগকে ভারত সচিব এক বৎসরের নোটিশ দিয়াছেন। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ও ২॥০ আনা হারে সুদের পাউণ্ড মুদ্রায় পরিশোধ্য ভারতীয় কোম্পানী কাগজের মালিকদিগকে ১৯৪২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ঐসকল কোম্পানীর কাগজ 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে' প্রেরণ করিতে বলা হইয়াছে। ভারতে ঐসকল কোম্পানীর কাগজের ক্রেতাদিগকেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট উহা প্রেরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্য লইতে জানান হইয়াছে।

ভারতের ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধে সর্ব্বসমেত প্রায় ২০৭ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে এবং তন্মধ্যে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমেই ১০৫ কোটি টাকা দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট প্রায় ১০২ কোটি টাকা আর ১২ মাস পরে দেওয়া হইবে। এই ঋণ পরিশোধের পক্ষে পর্য্যাপ্ত অর্থেরও বেশী পরিমাণ বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে মজুদ আছে।

মধ্যপ্রদেশে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন

মধ্যপ্রদেশের প্রায় এক চতুর্থ অঞ্চলে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। মধ্যপ্রাদেশিক সরকার এই জন্য বাৎসরিক প্রায় ৮॥০ লক্ষ টাকা আয় কমিয়াছে এবং মাদক দ্রব্য সেবনকারীদিগের প্রায় ১১ লক্ষ টাকা বাচিয়া গিয়াছে। ১৯৪০ সালে যে সকল অঞ্চলে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন বিধানাবলী প্রয়োগ করা হইয়াছে সেই সকল স্থানে ১৯৩৯ সালে ২৪ হাজার ৩১৪ গ্যালন দেশী এবং ৫৮ হাজার ৬৭৫ গ্যালন তাড়ি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বাংলায় যৌথ কোম্পানী

১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৫৬ হাজার ১ শত ৬০ টাকা অনুমোদিত মূলধন সম্বলিত ৪৬টা নূতন যৌথ কোম্পানী বাংলা দেশে রেজীষ্ট্রী-কৃত হইয়াছে।

বাংলা সরকার কর্ত্তৃক ঔষধপত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ

বাংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্রোলার নিম্নলিখিত ঔষধগুলির পাইকারী ও খুচরা দর যে হারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা দেওয়া হইল :—

স্থানাটোজেন প্রতি বড় বোতল—৬/০ আনা ; বড় বোতল প্রতি ডজন ৭১৲ টাকা ; সোডা বেনজয়েট (হাওয়ার্ডস)—৩৲ ৩।০ ; ক্লোরোফর্ম্ম (বি পি মে এণ্ড বেকার)—২৸০ আনা ও ৩৲; ক্লোরোফর্ম্ম পিওর (জে এফ ম্যাক-ফারলেন এণ্ড কোং)—৩৸০ ও ৪৲ ; ক্রিসারোবাইন (ম্যাকফারলেন) ১৪৷৷৩ পাই ও ১৫৶০ আনা প্রতি পাউণ্ড, প্রতি আউন্স ২৸০ ও ৩৲ ; কোকেইন হাইড্রোক্লোর (বার গয়েন্স বি পি) প্রতি ড্রাম—১০৲ টাকা ও ১০৷৷৵০ আনা ; বিসমাথ কার্ব্ব (বি পি-হাওয়ার্ডস)—৭।/০ আনা ও ৭৸০ আনা প্রতি পাউণ্ড ; এক্সট্রাক্ট এরগট লিকুইড (বি পি বুটস পিওর ড্রাগ) প্রতি পাউণ্ড—১৪৵৩ পাই ও ১৫৲ ; এমেটীন হাইড্রোক্লোর দেড় গ্রেইন (বরোজ এণ্ড ওয়েলকাম) প্রতিটিউব—২।৶০ ও ২৷৷৵০ ; পটাস আইওডাইড (পি বি-হাওয়ার্ডস) ৭৲ ও ৭৶০ ; পটাস ব্রোমাইড (পি বি-হাওয়ার্ড) ২৸৶০ ও ৩৲ ; স্যালিসাইলিক এসিড (পি বি-হাওয়ার্ড)—১৸৶৩ পাই ও ২৵০ আনা সোডি বাইকার্ব্ব (পি-বি লুজ) ৶৩ পাই ও ৶১০ পাই ; সোডি স্যালিসাইলাস (হাওয়ার্ডস)—১৸৶৩ পাই ও ২৵০ আনা ; স্যাল ফ্যালিসসাইড সাড়ে সাত গ্রেণ (আপজন কোং)—১৵০ ও ১।০ আনা ; গ্লাস হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ ২ শিশি সলিড পিষ্টান (জাপানী) প্রতিটী—৩৸০ ও ৪৲ ; হলো পিষ্টান প্রতিটী—৩।০ ৩৷৷০ ; থাইরড গ্লাণ্ড দেড় গ্রেণ (বরোজ এণ্ড ওয়েলকাম) ১০০টার বোতল—১।৵০ ও ১৷৷০ আনা।

বিহারে কৃষি-আয়করের পরিমাণ

১৯৪০-৪১ সালে বিহারে কৃষি-আয়কর বাবদ ২৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৯ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে এখন পর্য্যন্ত এইরূপ আয়কর আদায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪৩৫ টাকা। কৃষি-আয়কর বিভাগের কার্য্যপরিচালনার জন্য আলোচ্য বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ৬১ হাজার ৫৭০ টাকা।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশনের' বাৎসরিক সাধারণ সভায় মিঃ মতিলাল চনচনিয়া তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, বাংলা সরকারের উচিত পরবর্ত্তী বৎসরে তাহারা পাটচাষ সম্বন্ধে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তন করা। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, আগামী বৎসরে দশ আনা জমিতে পাটচাষ করিবার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে কিছুদিন পূর্ব্বে কতকটা সার্থকতা থাকিলেও বর্ত্তমানে পাটের বাজারের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পাটচাষের জমির আয়তন না কমাইলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। পাট এবং চটের দর বর্ত্তমানে যেরূপ নামিয়া গিয়াছে, তাহাতে বাংলা সরকারের এবিষয় অবহিত হওয়া উচিত এবং অবিলম্বে এমন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য যাহাতে পাটচাষিদের কোনরূপ বিপদে পড়িতে না হয়।

মিঃ সুখথানকরের নূতন পদ

ভারত সরকার গম নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কমিশনারের পদের জন্য মিঃ ওয়াই এন সুখথানকরকে নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মিঃ সুখথানকর চা কণ্ট্রোলারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

কানাডা কর্ত্তৃক বৃটেনকে ঋণমুক্তিদান

যুদ্ধের জন্য সাজসরঞ্জাম, খাদ্য এবং অন্যান্য কাঁচামাল বাবদ কানাডার বৃটেনের নিকট প্রায় ১৫০ কোটি ডলার পাওনা হইয়াছে। প্রকাশ, কানাডা বৃটেনকে এই ঋণ হইতে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

মহীশূরে আলুর চাষ

মহীশূর রাজ্যে বৎসরে প্রায় ৮ হাজার একর জমিতে আলুর চাষ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর মহীশূর রাজ্যে গড়পড়তা ২০ হাজার টন আলু উৎপন্ন হয়। সিংহল মহীশূর হইতে আলুর প্রধান আমদানীকারক এবং বৎসরে মহীশূর হইতে ৪০ হাজার মণেরও অধিক আলু সিংহলে যায়।

আয়ারে চা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, আয়ারে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ত্তমানের তুলনায় অর্দ্ধ আউন্স করিয়া কম চা ব্যবহার করিবার একটী নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ভারত হইতে আয়ারের জন্য প্রেরিত চা যে সকল জাহাজে আনা হয়, তাহা অনিবার্য্য কারণে আয়ারল্যাণ্ডে পৌঁছিতে বিলম্ব করার জন্য এইরূপ আদেশ জারী করা হইয়াছে।

নদনদী সম্পর্কিত কমিশন গঠন

১৯৪২ সালের ৫ই জানুয়ারী (অদ্য) ভারত সরকারের শ্রম-সচিব স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের সভাপতিত্বে কলিকাতায় বাংলা ও আসাম গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি এবং স্বাধীন রাজ্য ভুটান, ত্রিপুরা, মনিপুর, কুচবিহার এবং সিকিম প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিবৃন্দের এক সভা হইবে। এই সভায় ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদী সম্বন্ধে একটী কার্য্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার জন্য একটী নদী কমিশন গঠন বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনা হইবে। ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর প্লাবন কিভাবে ব্যাহত করা যায় সেই উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করাই হইবে এই কমিশনের প্রধান কাজ।

বিভিন্ন দেশের তুলা রপ্তানীর পরিমাণ

পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি তুলা-উৎপাদক দেশের বিগত তিন বৎসরের তুলা রপ্তানীর এক তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

(প্রতি হাজার বেল হিসাবে)

দেশ	১৯৪০-৪১	১৯৩৯-৪০	১৯৩৮-৩৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১০৪৯	৬১২৫	৩৩৫৩
ভারতবর্ষ	১৬৮১	২০৭০	২৬৩২
মিশর	৬৫০	১৬৩৯	১৭৫২
ব্রেজিল	১৩৫০	৯৮৪	১৬০৯
পেরু	৩২৮	৩২৩	৩৬২

উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে ১৯৪০-৪১ সালের রপ্তানীর প্রদত্ত পরিমাণ চূড়ান্ত হিসাব নহে—উহা আনুমানিক হিসাব।

ভারত সরকারের অধীনে নূতন রেলপথ

১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ভারত সরকার সিন্ধু লাইট রেলওয়েজ লিমিটেডের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। উক্ত রেলওয়ে কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ মেসার্স ফরবেস্, ক্যাম্বেল এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডকে ঐ মর্ম্মে এক নোটিশ প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডের যুদ্ধরত জনসংখ্যার হিসাব

ইংলণ্ডের মোট লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৭০ লক্ষ জন। তন্মধ্যে ২ কোটি লোক সর্ব্বক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই ২ কোটি লোকের মধ্যে স্থল-বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর জনসংখ্যা ধরা হয় নাই। প্রায় ১ কোটি লোক স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য বা অবসর মত আংশিক কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থাদির কার্য্যে বা এ আর পি বিভাগে ১০ লক্ষ লোক রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ১০ লক্ষ নারী স্বেচ্ছাসেবিকার কাজে নিয়োজিত আছে এবং ৫ লক্ষ নারী যুদ্ধসংক্রান্ত নানাবিধ সামাজিক কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। হোম গার্ড বা দেশরক্ষা বিভাগে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত ২০ লক্ষ সৈন্য রহিয়াছে। রিজার্ভ বাহিনীর মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার জন নারী রহিয়াছে। এই ১॥ লক্ষ নারীকে যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণের কল-কারখানার কাজে নিযুক্ত করিয়া সমসংখ্যক পুরুষ ও বিবাহিত নারী শ্রমিককে অন্যত্র অন্যবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইতেছে।

বোম্বাইএর ভূমিরাজস্বের পরিমাণ

১৯৪০-৪১ সালে বোম্বাই প্রদেশের ভূমি রাজস্ব আদায়ের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৯২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। আদায় হইবার কথা ছিল মোট ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা; অর্থাৎ মোট দাবীর শতকরা ৯৯.৬ ভাগ আদায় হইয়াছে।

ফল ও ফলজাত দ্রব্য প্রদর্শনী

গত ২রা জানুয়ারী কলিকাতা টাউন হলে ফল ও ফলজাত দ্রব্যাদির একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন হার্বার্ট উহার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর ও গবর্ণর বাহাদুর তাঁহাদের বক্তৃতায় এতদ্দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও শারীরিক পুষ্টির জন্য অধিক ফল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

প্রদর্শনীটি আগামী ১১ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত জনসাধারণের জন্য খোলা থাকিবে।

তিসি ও সরিষার চাষের পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালের তিসি ও সরিষার চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে সমগ্র ভারতে ৩১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর জমিতে সরিষা এবং ২৭ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০-৪১ সালে সরিষা ও তিসি চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০ লক্ষ ৯০ হাজার একর এবং ২৮ লক্ষ ২ হাজার একর। আলোচ্য বৎসরে সরিষার চাষের জমি পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তিসির চাষের জমি শতকরা ৩ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

সূতা রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, ভারত সরকার ভারত হইতে বিদেশে সূতা রপ্তানীর উপর বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। আশা করা যায় এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে সূতার দর অনেকটা হ্রাস পাইবে এবং তাঁত শিল্পের বিশেষ সুবিধা হইবে।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন

জানা গিয়াছে, নয়াদিল্লীতে ১৯৪২ সালের ৫ই এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একটী মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং যাহাতে অল্প মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি সরবরাহ করা যায় সেই সকল বিষয় এই সম্মেলনে আলোচিত হইবে।

কয়লা সমস্যা

সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের সঙ্গে কয়েকজন কয়লার খনির মালিক এবং কয়লা ব্যবসায়ীদের কয়লা উৎপাদন, সরবরাহ এবং ইহার বর্ত্তমান মূল্য সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ কয়লা বিষয়ক সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে বিশেষ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহার রিপোর্ট পাইবার পর ভারত সরকার এই সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

কাগজের সর্ব্বোচ্চ মূল্য

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের সহিত কাগজ প্রস্তুতকারক ও কাগজ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিমণ্ডলীর এক আলোচনা বৈঠকে বিভিন্ন প্রকারের কাগজের মূল্য সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রকাশ, জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ভারত সরকার কাগজের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ধার্য্য করিয়া একটি আদেশ প্রদান করিবেন।

ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সমিতি

সম্প্রতি পুনাসহরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি গবর্ণর স্যার মণিলাল বি নানাবতী ১৯৪১-৪২ সালের জন্য সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সেণ্ট্রাল জুট কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ডি এল মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণকে লইয়া এক কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

বৃটিশ ভারতে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সংখ্যা

১৯৪০ সালে বৃটিশ ভারতে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের মোট সংখ্যা ও পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য বৎসরের সহিত উহার তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত হিসাব আমরা ইতোপূর্ব্বে জানাইয়াছি। নিম্নে উক্ত বৎসরের মোট ৩২২টি ধর্ম্মঘটের মধ্যে কতটি কোন কোন প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার হিসাব দেওয়া হইতেছে :—

প্রদেশ	ধর্ম্মঘটের সংখ্যা	কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিদের সংখ্যা	ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা	কাজ নষ্ট দিবসের সংখ্যা
আজমীর ও মারোয়াড়	...	১৩,৭৫৩	...	...
আসাম	৪	৫২,২৩৬	৪,০৯৯	২৬,৭৪৬
বাঙ্গালোর ও কুর্গ	...	১,৯৯১	...	...
বেলুচিস্থান	...	২,৭৯৯	...	...
বাঙ্গলা	১১২	৫৯৩,৪২৫	১২৬,৯৮০	১,০০৫,৪৬৪
বিহার	১৪	১০৪,৫৯৯	২৭,৩৫৭	৭২৬,৮৭২
বোম্বাই	৮৮	৪৮০,৬০৪	২১১,৫৪৩	৪,৬৯৩,২৭৩
মধ্যপ্রদেশ	২৫	৬৮,২৫৫	৪১,৮০২	৬৬১,৮২২
দিল্লী	২	১৯,৩১৯	৫,৫০৩	২০,৭৮০
মাদ্রাজ	২৫	২১১,১৯৪	১৫,৪১৬	২১৯,৬৭৮
উত্তর-পশ্চিম সিমান্ত	...	১,১৯৫	...	...
উড়িষ্যা	৩	৬,১৩৭	৭৬৬	৭,৯৩৮
পাঞ্জাব	২২	৮১,১৯৭	৬,৫৭৫	৪৭,০৯৪
সিন্ধু	১১	২৭,১৮০	১,৩৮৯	৬,২০০
যুক্তপ্রদেশ	১৬	১৮০,৬৩৪	১১,১০৯	৭৭১,৪১৪
মোট	৩২২	১,৮৪৪,৪২৮	৪৫২,৫৩৯	৭,৫৭৭,২৮১

বঙ্গীয় কাঁচাপাট কর আইন

গত ১লা জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষিত হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় কাঁচাপাট কর আইন ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বলবৎ হইল। এই আইন বঙ্গীয় আইন সভার বিগত বাজেট অধিবেশনে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে চটকল ও পাট রপ্তানীকারকগণ কর্ত্তৃক ক্রীত কাঁচা পাটের উপর মণ করা দুই আনা কর ধার্য্যের বিধান করা হইয়াছে। এই কর বাবদ প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকা আদায় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ঐ অর্থ পাটের দর স্থির রাখিবার জন্য এবং বাঙ্গলার পাট চাষীদের ও পাট শিল্পের হিতের জন্য ব্যয়িত হইবে।

পাঞ্জাবে গম নিয়ন্ত্রণ

পাঞ্জাব সরকারের গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পাঞ্জাবের গবর্ণর ভারত রক্ষা আইনের ৮১ ধারানুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কেহ গম অথবা আটা, ময়দা বা সুজী ঐ প্রদেশের বাহিরে রপ্তানী করিতে পারিবে না। কেহ উক্ত আদেশ অমান্য করিলে তাহাকে তিন মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

জাহাজ ধ্বংসের পরিমাণ

আজকাল পূর্ব্বের ন্যায় গ্রেট বৃটেন ও মিত্রপক্ষের জাহাজ ডুবি ও অন্যবিধ উপায়ে জাহাজ নাশের পরিমাণ জানান হয় না। সম্প্রতি অটোয়ার সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের ভাষণ হইতে জানা যায় যে, গত সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে ইংলণ্ড ও মিত্রশক্তিবর্গের জাহাজ ধ্বংসের পরিমাণ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সাড়ে পাঁচমাসের ক্ষতির পরিমাণের পাঁচ ভাগের এক ভাগ হইয়াছে। এই সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিল মন্তব্য করেন যে, যে হারে তাঁহাদের ক্ষতি হইতেছে তাহাকে নাকি বিপজ্জনক বলা যায় না।

বিমান ধ্বংসের খতিয়ান

ইংলণ্ডের বিমানমন্ত্রীর দপ্তরের এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪১ সালে দিবা-রাত্রি বিমানধ্বংসী কামান, জঙ্গী বিমান ও বেলুন ব্যূহের দ্বারা ১ হাজার ৩৪৭ টি নাৎসী বিমান ধ্বংস হইয়াছে। উক্ত বৎসরে দিনের বেলার যুদ্ধে ৫৫৯ টি বৃটিশ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। রাত্রি বেলার যুদ্ধে বিমান নাশের হিসাব বলা হয় নাই। ফ্রান্সে বহু বৃটিশ বিমান চালক বন্দী আছে বলিয়া প্রকাশ।

মাদ্রাজে পেট্রল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

পেট্রোলের ব্যবস্থার আরও হ্রাস করার সিদ্ধান্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় মাদ্রাজ সরকারও ঐ প্রদেশে পেট্রোলের ব্যবহার আরও হ্রাস করিবার উপায় বিবেচনা করিতেছেন। একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বেসরকারী জনসাধারণের মোটর গাড়ী ও মোটর সাইকেল চালাইবার জন্য বরাদ্দ পেট্রোলের পরিমাণ স্বতঃই কমান হইবে। কেবল জনসাধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য রাস্তায় মোটর বাস চলাইতে দেওয়া হইবে। পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্ত্তন কালে গ্যাস চলিত মোটরযান চালাইতে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি উহা কতকটা হ্রাস পাইয়াছিল। ঐরূপ যান চালাইবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করা হইবে।

আমেদাবাদে কয়লার অভাব

মালগাড়ীর অভাবে আমেদাবাদের কাপড়ের কলসমূহে কয়লার ভীষণ অভাব দেখা দিয়াছে। যে ক্ষেত্রে দৈনিক ১২০ খানি মালগাড়ীর প্রয়োজন হয়, সেখানে গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মাত্র ৪০ খানি মালগাড়ীতে কয়লা আসিয়াছিল। আমেদাবাদের অন্যূন ২০ টি কাপড়ের কলের মাত্র দিন কুড়ি চলিতে পারে এরূপ পরিমিত কয়লা মজুত রহিয়াছে। কয়েকটি মিলে ইতিমধ্যেই রাত্রির কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য মিলেও এরূপ রাত্রিকালীন কাজ বন্ধ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বোম্বাইএর গবর্ণরের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে এবং অবিলম্বে উহার প্রতিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইন্দো-বার্ম্মা রিভার ষ্টিম নেভিগেশন কোং

বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর অবৈধ প্রতিযোগিতায় এই পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ভারতবাসীর পরিচালিত শতাধিক জাহাজ কোম্পানী বিনষ্ট হইয়াছে এবং উহার ফলে ভারতবাসীর অন্ততঃ ১০ কোটী টাকা মূলধন বিনষ্ট হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের উপকূল অঞ্চলেই হউক আর উক্ত দুই দেশের অভ্যন্তরস্থ নদীপথেই হউক ভারতবাসীর পরিচালিত কোন জাহাজ কোম্পানী উন্নতিলাভ করিতেছে দেখিলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়া থাকি। সম্প্রতি আমরা আকিয়াবের ইন্দো-বার্ম্মা রিভার ষ্টিম নেভিগেশন কোং লিঃর ১৯৪০-৪১ সালের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। উক্ত কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৯-৪০ সালে যেস্থলে কোম্পানীর ১৭ হাজার ২২৫ টাকা লাভ হইয়াছিল সেইস্থলে ১৯৪০-৪১ সালে উহার ৫৪ হাজার ৮৭৪ টাকা লাভ হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের লাভ হইতে কোম্পানীর পরিচালনা ব্যয় এবং লঞ্চ ও আসবাবপত্রের মূল্যাপকর্ষ বাদ দিয়া যে ১৭ হাজার ৭৪৭ টাকা নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে তাহা হইতে ১০ হাজার টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং কোম্পানীর অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক দশ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

আমরা কোম্পানীর এই উন্নতিতে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি এবং তজ্জন্য উহার ম্যানেজিং এজেন্টস চৌধুরী ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

টিটাগড় পেপার মিলস কোং লিঃ

সম্প্রতি টিটাগড় পেপার মিলস্ লিমিটেডের গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য ছয় মাসে কোম্পানী মোট ১ কোটি ৯৪ হাজার ৯০০ টাকা মূল্যের কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিল। পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৮২ টাকার কাগজ ও এবারকার উৎপন্ন উপরোক্ত পরিমাণ কাগজের মধ্যে ৯৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ১১৭ টাকার কাগজ এবার বিক্রয় হইয়াছে। এবারকার আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায় ৪২ লক্ষ ২১ হাজার ২০৯ টাকা। উহা হইতে কোম্পানী আয়কর ও মুনাফা কর বাবদ ২৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, মজুত তহবিলে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ডিবেঞ্চার ঋণ পূরণের জন্য রক্ষিত তহবিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, শ্রমিকদের বাসভবনের উন্নতিকল্পে রক্ষিত তহবিল ৫০ হাজার টাকা ও 'পেনসন' তহবিলে ৪০ হাজার টাকা নিয়োগ করা হয়। বাকী টাকার সহিত পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৪৫ টাকা যোগ করিয়া তাহা হইতে অংশদারদিগকে নিম্নরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে :—

(১) প্রথম প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা বার্ষিক ৮ টাকা হারে মোট ৪৬ হাজার টাকা (২) দ্বিতীয় প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে মোট ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা (৩) প্রেফার্ড অর্ডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা হারে মোট ২১ হাজার ৮৭৫ টাকা (৪) 'এ' ও 'বি' অর্ডিনারি শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে আট আনা হারে মোট ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫০ টাকা (৫) 'এ' ও 'বি' অর্ডিনারি শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে চারি আনা হারে বোনাস মোট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। অবশিষ্ট ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭২৫ টাকা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইবে।

আলোচ্য ছয় মাসে কোম্পানী তাহাদের পুরাপুরি সামর্থ্য অনুযায়ী মিলে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। তবে শ্রমিক ধর্ম্মঘট সংঘটিত হওয়ার ফলে ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কোম্পানীর কার্য্য কিছু পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লা ও অন্যান্য মালমসল্লার দর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আলোচ্য সময়ে কাগজের উৎপাদন খরচও বাড়িয়া যায়। আলোচ্য সময়ে টিটাগড় পেপার মিলস্ কোম্পানীর অধীনে কমার্শিয়াল প্রডাক্টস্ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর উপর উৎপন্ন কাগজ বিক্রয়ের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে।

ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

গত ২১শে ডিসেম্বর ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের খুলনা শাখার উদ্বোধন উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। খুলনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ হামিদ আলী আই সি এস মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভাগ্যকুলের শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ রায় মহাশয় সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া খুলনায় শাখা অফিস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করেন। কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ পি এস রুদ্র বর্ত্তমান ইন্সিওরেন্স আইন অনুসারে কোম্পানীর নিরাপত্তার বিষয় সকলের গোচরীভূত করেন। অতঃপর তিনি বীমা ব্যবসা সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। খুলনার এসিষ্ট্যাণ্ট পাব্লিক প্রোসিকিউটর মিঃ প্রফুল্লকুমার রায় খুলনায় উক্ত কোম্পানীর শাখা অফিস খোলায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং উহার পরিচালকবর্গকে ধন্যবাদ জানান। সভাপতি মিঃ হামিদ আলী খুলনাবাসীকে কোম্পানীর কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইতে ও সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জানাইয়া উপরোক্ত খুলনা শাখার উদ্বোধন হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। এই উপলক্ষে খুলনা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৮ই ডিসেম্বর ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের শিলং শাখার উদ্বোধন কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। স্যার মহম্মদ সাদুল্লা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত শিলং শাখার সাফল্য কামনা করিয়া ত্রিপুরার মহারাজা যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন সভাস্থলে তাহা পঠিত হয়। কলিকাতা শাখার এজেন্ট শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার সেন সভাপতির নাম প্রস্তাব করেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ব্যানার্জ্জি সমবেত অতিথিবর্গকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি স্যার মহম্মদ সাদুল্লা তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে ব্যাঙ্ক ব্যবসা ও জাতীয় শিল্পোন্নতির কথা প্রসঙ্গে উক্ত শিলং শাখার ক্রমোন্নতি কামনা করেন। সভান্তে উপস্থিত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। স্থানীয় এজেন্ট শ্রীযুক্ত চারু দত্ত রায়, মিঃ আই এল সোম ও মিঃ সি আর রায় অতিথিগণের সুখ সুবিধার প্রতি সর্ব্বক্ষণ অবহিত ছিলেন।

ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শিলং শাখার উদ্বোধন উৎসব গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব এম-এল-সি মিঃ এ কে ভট্টাচার্য্য মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে শিলং সহরের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত শিলং শাখার এজেন্ট মিঃ বি দাশগুপ্ত ও ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর মিঃ এস এন দাশ সমবেত অতিথিবর্গের সুখ সুবিধার প্রতি সর্ব্বক্ষণ অবহিত ছিলেন। সভান্তে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩রা জানুয়ারী

বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে কলিকাতার টাকা ও বিনিময় বাজার গত সপ্তাহের অধিকাংশ সময়ই বন্ধ ছিল। সুতরাং এই সপ্তাহে টাকার বাজার ও বিনিময় বাজারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক কিছু বলিবার নাই। তবে বাজারের হালচাল দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বের ন্যায় মন্দার ভাব এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

গত ২২শে ডিসেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে আবেদনের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ২৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৮৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট যে ১ কোটী টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে তাহার গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ১৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ৬ই জানুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৯ই জানুয়ারীর মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাবলী পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ১৭ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ২০শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় করা হইয়াছে। গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে আগামী ৫ই জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল পূর্ব্ব-ঘোষিত সর্ত্তাবলী অনুযায়ী শতকরা ৯৯৮৩ পাই দরে বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩১৪ কোটি ৫২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৯৯ কোটি ৮২ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৭ কোটি ৫০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা, পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৮ কোটি ৭১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৯৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ও ৫ কোটী ৫১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ১০ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ও ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহের বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১শি ৫৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১শি ৬১/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২রা জানুয়ারী।

ইংরাজী নববর্ষে আজ কলিকাতার শেয়ার বাজার দীর্ঘ অবকাশের পর পুনরায় খুলিয়াছে। শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে—যদিও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম। নূতন বৎসরের প্রথম দিকে শেয়ার বাজারের অবস্থার কোন আশার লক্ষণ দেখা যায় নাই। জাপ বাহিনীর ফিলিপাইন এবং মালয়ে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য ভারতবর্ষের দ্বারে যুদ্ধভীতি ঘনাইয়া আসায় শেয়ার বাজারের সর্ব্বত্রই একটা নৈরাশ্যের এবং আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। সমস্ত শেয়ারের বেচাকেনাই কমিয়া গিয়াছে। যাহা হউক সকল বিভাগের শেয়ারের ন্যূনতম দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য তবুও আসন্ন বিপদ হইতে শেয়ার বাজার কতকটা মুক্ত হইতে পারিয়াছে। আজ শেয়ার বাজারের কর্ত্তৃপক্ষগণ এক সভায় মিলিত হইয়া একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, শনিবার ব্যতীত সপ্তাহের যে কয়দিন শেয়ার বাজার খোলা থাকিবে, সেই সময়ে বেলা ৩ টার মধ্যে শেয়ারের ডেলিভারী দিতে হইবে এবং বেলা ৩৷০ টার পর কেহ কোনরূপ শেয়ারের বিকিকিনি করিতে পারিবেন না। এই নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের ২৫০৲ টাকা জরিমানা করা হইবে। ১৯৪২ সালের ৫ই জানুয়ারী হইতে এই নিয়ম বলবৎ হইবে।

কোম্পানীর কাগজ

এই বিভাগে ৩৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৩।০ আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯৪৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮৷০আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০০৸৵০ আনায় ভাল কাজকারবার হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের মধ্যে হাওড়া ৫২৵০ আনা, ইণ্ডিয়া ৩৩৯৲ টাকা কেলিডনিয়ান ৩৭০৲ টাকা এবং এংলোইণ্ডিয়া ৩৪৪৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের সামান্ত কিছু কাজকারবার হইয়াছে। বেঙ্গল ৩৭২৲ টাকা, ঘুষিক এণ্ড মুল্লিয়া ৪।০ আনা এবং তালচেড় ১৸৵০আনায় বেচা কেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে টীটাগড় ২০।০আনা, ডানলপ ৪২॥০আনা, ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ২২॥০ আনা এবং মেদিনীপুর জমিদারী ৬৯৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল

এই বিভাগে বলরামপুর ১২৶০ আনা, চম্পারণ ১৯॥০ আনা এবং রামনগর কেন এণ্ড সুগার ১০৸৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

১৯৪২ সালের ২রা জানুয়ারী কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) —৯৩/০ ; ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—৮০৵০ ৮০।৵০ ; ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪)—৯৮।৶০ ; ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২)—১০০৸০ ১০১৲ ; ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ—৯৩।০ ৯৩॥/০ ; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)—১০৮৵০ ১০৮॥/০ ; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫)—১০৮।০ ১০৮॥৶০ ; ৫৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪)—১০২৸৵০ ৩৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৫২)—৯৮৲ ; ৪৲ সুদের পাঞ্জাব ঋণ (১৯৪৮)—১০৩৸৵০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত)—১৫৭২॥০ , (কন্টি)—৩৩৮৲ , রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১০১৲ ১০২॥০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী (প্রেফ)—৬।৵০ ; কেশোরাম—৯।০ নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ)—৭।/০।

কয়লার খনি

বেঙ্গল—৩৭১৲ ৩৭২৲ ; ঘুষিক এণ্ড মুল্লিয়া—৪।০ ; তালচেড়—১৸৵০

পাটকল

এংলো-ইণ্ডিয়া—৩৪৪৲ ; বালি—২২০৲ ; বরানগর—৯৪৲ ; কেলিডনিয়ান—৩৭০৲ ; ডেলটা—৪১০৲ ; গৌরীপুর—৬৫০৲ ; হাওড়া—৫২৲ ৫২৵০ ; হুকুমচাঁদ—১২৶০ ১২॥৵০ ; ইণ্ডিয়া—৩৩৯৲ ; ন্যাশনাল—২১৵০ ২১॥০ ; নদীয়া—৫৮॥০ ; ওরিয়েণ্ট—১৭০৲ ; প্রেসিডেন্সী—৫/০।

ক্যামিক্যাল

স্মিথ ষ্টানিসষ্ট্রীট (প্রেফ)—৯০৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—৯৲ ৯৵০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প—১৪৫৲ ১৪৫॥০ ; টীটাগড় পেপার (অর্ডি)—২০৲ ২০॥০ ;

চিনির কল

বলরামপুর—১২/০ ১২৶০ ; কেরু এণ্ড কোং (প্রেফ)—১৩৫৲ ; চম্পারণ—১৯॥০ ; রামনগর কেন এণ্ড সুগার —১০৸৵০ ১১৲ ; সাউথ বিহার (অর্ডি)—১৮৲।

বিবিধ

বি, আই করপোরেশন (অর্ডি)—৫৲ ; (প্রেফ)—১৭৯॥০ ; ডানলপ রাবার (প্রেফ)—১৪৯৲ ১৫০৲ ; মেদিনীপুর জমিদারী—৬৮॥০ ৬৯৲।

কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেয়ারের নিম্নতম দর

১৯৪১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে 'ক্যালকাটা ষ্টক একচেঞ্জ এসোসিয়েসন লিমিটেড' এর কার্য্যকরী সমিতি ইহার এক জরুরী সভায় কলিকাতা শেয়ার বাজারের বিভিন্ন শেয়ারের যে ন্যূনতম দর বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। কলিকাতার শেয়ার বাজারের কোন সভ্য এই নির্দ্ধারিত দরের কমে কোনরূপ শেয়ারের কাজকারবার করিতে পারিবেন না। শেয়ার বাজারের কর্ত্তৃপক্ষ কোম্পানীর কাগজ, ডিবেঞ্চার, রেলপথ, ব্যাঙ্ক, রবার এবং প্রেফারেন্স শেয়ারের কোনরূপ নিম্নতম দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই :—

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড—২৭৲, বেঙ্গল—৩৭০৲, ভালগোড়া—৫৲, ভুলানবরারি—১৩৲, বোকারো এণ্ড রামগড়—১৫৲, বড় ধেমো—৬৲, বরাকর—১২॥০, ইষ্ট ইণ্ডিয়া—১৬৲, ইকুইটেবল—৩৫৲, কাটরাস ঝরিয়া—৩৬৲, মুণ্ডুলপুর—১০৲, নাজির'—৮/০, নিউ বীরভূম—১৬৲, নর্থ দামুদা—৫৲, পেঞ্চভেলী—৩৫৲, রাণীগঞ্জ—২৮৲, সেণ্ট্রা—১২৲, সাউথ করণপুরা—৪॥০, ষ্ট্যাণ্ডার্ড—২১৲, তালচেড়—১৸৵০, ইউনিয়ন—৩৫৲, ওয়েষ্ট জামুরিয়া—৩০৲।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল নাগপুর (অর্ডি)—১৮৲, বাউরিয়া কটন (অর্ডি)—৩৭৫৲, কাণপুর টেক্সটাইল—৯৲, ডানবার (অর্ডি)—২২৫৲, এলগিন মিলস (অর্ডি)—২৮৲, কেশোরাম—৯৲, মোহিনী মিলস (অর্ডি)—২১॥০, মুইয়ের মিলস (অর্ডি)—৩২০৲, নিউ ভিক্টোরিয়া—৫৲।

পাটকল

আদমজী—২৭৲, আগরপাড়া—৩৭৲, এলায়েন্স—২৮০৲, এংলো-ইণ্ডিয়া—৩৩০৲, বালি—৩২০৲, বরানগর—৯০৲, বিড়লা—২৯৸০, বজবজ—৩৪০৲, চিতভলসা—১৪৲, ক্লাইভ—২৩৲, ক্রেইগ—২৲, ফোর্টগ্লষ্টার—৫০০৲, ফোর্ট উইলিয়াম—২২৫৲, গৌরীপুর—৬৫০৲, হুকুমচাঁদ—১২৲, হাওড়া—৫২৲, কামারহাটী—৪৬৫৲, কিনিসন—৬৭০৲, ল্যাণ্ডসডাউন—১৩৫৲, মেঘনা—

৫৭॥০, ন্যাশনাল—২২৲, নিউ সেণ্ট্রাল—৩০০৲, নদীয়া—৫৮৲, প্রেসিডেন্সী—৫৲, রিলায়েন্স—৫৩৲, ষ্ট্যাণ্ডার্ড—৩১৫৲, ওয়েভার্লি—৩৲, ইউনিয়ন—৪৮০৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন—৩৸০, কনসোলিডেটেড টীন—২৲, ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন—৩৲, রোডেসিয়া কপার—॥৶০।

সিমেণ্ট

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট—১২॥০, বেঙ্গল পটারীজ—১১॥০, রিলায়েন্স ফায়ার বৃক্স—১১॥০

কেমিক্যাল

এলকালী কেমিক্যাল (অর্ডি)—২০৲, বেঙ্গল এরিয়েটীং গ্যাস—৭৫৲, বেঙ্গল কেমিক্যাল—৩৭৫৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার—১২৲, বৃটেনিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং—১১৲, ভারতীয়া ইলেকট্রীক ষ্টীল—১৪৲, ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং—৯৲, বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৩২৫৲, বৃটানিয়া বিল্ডিং—১১৲, ইণ্ডিয়ান আয়রণ—৩২৲, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন (অর্ডি)—৬০৲, ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং—৩২৲, ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রোডাক্টস (অর্ডি)—৫৬৲, ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—৯৲, কুমার ধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি)—৪৸০, মার্সালস এণ্ড কোং—২৲, সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং—৬৲, ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ১৯।০।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার—১৩৫৲, ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প—১৪০৲, মহীশূর পেপার—১৭॥০, ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি)—১৫॥০, শ্রীগোপাল পেপার—১৩॥০, ষ্টার পেপার—১৩॥০, টীটাগড় পেপার (অর্ডি)—১৯৲, টীটাগড় পেপার (প্রেফ অর্ডি)—৫৲, আপার ইণ্ডিয়া—১৬০৲।

চিনির কল

বলরামপুর—১২৲, বেলসাণ্ড—৬॥০, বুলাণ্ড—২৩৲, কেরু এণ্ড কোং—১২৲, কাণপুর—২৪৲, চম্পারণ—১৯৲, ডায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারী—৯॥০।

চা-বাগান

আমলুকি—৭৫৲, বাগমারী—৮॥০; বাদুর টী এণ্ড টীম্বার—৪॥০, বাসমাতিয়া—১৫৲, বেটীলি—৭।০, বেটজান—৩২৲, বিশ্বনাথ—২৭৲, বড়পুকুরী—১২৲, কুলীকুসী—১০।০, ডেক্সোডোলি—৭॥০, ঢেলাখাট—২৬॥০, দেশাই এণ্ড পার্ব্বতিয়া—২৫০৲, ধুন সেরী—৩৶০, ডিমাকুসী—৩০॥০, ডাফলাঘর—১৪৲, ইষ্ট ইণ্ডিয়া—১০॥০, গিলাপুকরী—২১৸০, গোপুর—৮॥০, গ্রোব (এ)—১৬৲, গ্রোব (বি)—৭৸০, চাপজন পর্ব্বত—৪৲, গোলাঘুণী—১৭॥০, হুলানগুড়ি—২০০৲, জুতলীবাড়ী—১৭॥০, কায়য়াং টী এণ্ড সীড—৬৶০, কিলিং ভেলী—১০॥০, কিংসলী গোলাঘাট—৪০০৲, কৃষ্ণবিহারী টী (অর্ডি)—১০।০, লিডো—২১০৲, মাউড—১০৲, মহিমা—১০৲, মোথোলা—৫৭০৲ মোথোলা (বণ্টি)—৫৫০৲, মারফুলানী (অর্ডি)—৭৲, মারফলানী (প্রেফ-অর্ডি)—১০৲, নাগা হিলস—১৬৲, নমবুর নদী—৭॥০, নিউ সিনাটোলিয়া—৫০০৲, বাজগড়—১১৲, সেপয়—১২।০, সিয়াজুলি—২৫৲, টীনজালি—১৫॥০, টেঙ্গপানী—২১৲, তেলয়জান—৮॥০, তেজপুর—৮৲, টাঙ্গানী—৬॥০, টাইরুণ—১৫॥০, চ্যাময়—১২৲, দার্জ্জিলিং টী এণ্ড সিনকোনা—১৯৫৲, ডিলারাম—১৪০৲, গেইলি (অর্ডি)—১৩৲, মার্গারেটাস হোপ—৯॥০, মিম—১৬০৲, নাগরী ফার্ম্ম—২৩॥০, ওকাইতি—৮০০৲, পেনোক—১৫৸০, পুরং—২০৲, পু'শবং—৮॥০, রাংলি রংলিওট—৬০০৲, সিয়োক—১৬৲, সিঙ্গেল—৭৫৲, সুম—১৩৲, সিঙ্গোটম—১৫০৲, সুঙ্গমা—৯৲, তিস্তাভেলী—২৯॥০, তুকভার—১৪।০, তুমসং—৯৲, দেরাদুন—১৪৯৲, বাণারহাট—৪২০৲, বড়দিঘী—৪৯৲, ভাটকোয়া—৫৮॥০, বীড়পাড়া—৩২০৲, কেরোণ—৮৫০৲, চুনাভুতি—৪৭৫৲ এথেলবাড়ী—১২৲, এলেনবরারি—৩৭৫৲, এঙ্গো—১৬০৲, গায়েরখাতা—২৭৫৲, গোপালপুর—৩০৪৲, হন্তপাড়া—৪৩০৲, হাসিমাড়া—৪৮৲, হলদীবাড়ী—২৬॥০, জয়বীরপাড়া—২২৲, কিলকট—৬২৲, মলহাটি—১৩৫৲, মনাবরারি—২৫৫৲, নাগাইসুরী—৯৭৫৲, নিউ ডুয়ার্স—১০০০৲, উডলবাড়ী—২৬৲, ফাসকোয়া—১৩০৲, রাজবহাট—৩৯৲, রাণীচেড়া—১৩॥০, রাইডাক—৬৪৲, সঙ্কগাও—১১।০, আরকুতিপুর—১৫৲, সেণ্ট্রাল কাছাড়—৭০৲,

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩রা জানুয়ারী

বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের পর হইতে গত ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতার পাটের বাজার বন্ধ ছিল। সুতরাং পাটের বাজার সম্পর্কে কোনরূপ দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। তবে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের পাটের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন দরের সহিত ২রা জানুয়ারী তারিখের পাটের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন দরের তুলনা করিলেই বু[illegible] যাইবে যে, ফাটকা বাজারের অবস্থায় আরও অবনতি ঘটিয়াছে। নিম্নে গত [illegible]শে ডিসেম্বর হইতে ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ফাটকা বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২০শে ডিসেম্বর	৫৭৸৶০	৫৭॥৶০	[illegible]৭৸০
২৩শে ,,	৫৭৸০	৫৭।০	৫৭।০
২রা জানুয়ারী	৫৭৲	৫৭৲	৫৬৸০

বড়দিনের ছুটির পরে আলগা পাটের বাজার পূর্ব্বের ন্যায় মন্দার অবস্থায়ই রহিয়াছে। গতকল্য (২রা জানুয়ারী) পাটের বিক্রেতা মহল আগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও কাজকারবার বিশেষ কিছু হয় নাই। গতকল্য ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোম পাটের প্রতি মণের দর ছিল যথাক্রমে ১১॥০ আনা ও ৮৲ টাকা। গত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পাটের প্রতি মণের দর ছিল ১২৸০ আনা। পাকা বেল বিভাগেও পূর্ব্বের ন্যায় মন্দার ভাব চলিতেছে। কাল বিলম্ব না করিয়া মাল প্রেরণের ব্যবস্থা অর্থাৎ সন্তোষজনক জাহাজ সংস্থান না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রেতারা পাট বিক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহশীল নহেন।

থলে ও চট

ছুটির পরে থলে ও চটের বাজারে পূর্ব্বের তুলনায় কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। বাজারের এই মন্দার ভাবের ফলে কাজকারবার যৎসামান্যই হইয়াছে। শীঘ্রই জাহাজ যোগে রপ্তানী করা যায় এরূপ ১১নং পোটার চট ছাড়া আর কোন কাজ হয় নাই বলিলেই চলে। গতকল্য (২রা জানুয়ারী) ৯নং পোটার চট জানুয়ারী ১৫৸০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৫॥৶০ আনা ও এপ্রিল-জুন ১৫৶০ আনায় এবং ১১নং পোটার চট জানুয়ারী ২০।৶০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ২০।০ আনা ও এপ্রিল-জুন ১৯॥৶০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত ১৯শে ডিসেম্বর উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৫॥৶০ আনা, ১৫॥৶০ আনা ও ১৫।৶০ আনা এবং ২০।০ আনা, ২০।০ আনা ও ১৯॥৶০ আনা।

তূলার বাজার

কলিকাতা, ৩রা জানুয়ারী

বড়দিনের ছুটির পর বোম্বাই তূলার বাজার মন্দার ভাব লইয়া খুলিয়াছে। প্রথম দিকের মন্দার ভাব কাটিয়া পরে কথঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হয় বটে; কিন্তু কাজকারবার খুব বেশী হয় নাই। গতকল্য ২রা জানুয়ারী বাজার বন্ধের মুখে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। গতকল্য বোরোচ এপ্রিল-মে ১৯৪২ তূলার দর ছিল বাজার খোলার মুখে ২১৬৸০ আনা ও বাজার বন্ধের মুখে ২১৫।০ আনা। বোরোচ জুলাই-আগষ্টের দর ছিল যথাক্রমে ২২১।০ আনা ও ২১৯৸০ আনা। বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী, মার্চ্চ ও মে এর দর বাজার খোলার মুখে ছিল ১৩৪।০ আনা, ১৩৫৸০ আনা ও ১৩৭।০ আনা; বাজার বন্ধের মুখে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৩৩॥০ আনা, ১৩৫৲ টাকা ও ১৩৬॥০ আনা। ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী, মার্চ্চ ও মের দর বাজার খোলার মুখে ছিল ১৮৯।০ আনা, ১৬৮৸০ আনা ও ১৭০।০ আনা, বজার বন্ধের মুখে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৮৮৲ টাকা, ১৬৭॥০ আনা ও ১৬৯॥০ আনা।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ১২ই জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪২ | ৩৪শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাজনৈতিক মীমাংসার আশা

বারদৌলীতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার শেষ পরিণতি কি দাঁড়াইবে তৎসম্বন্ধে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলিবার সময় আসে নাই। তবে ইতিমধ্যে এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটিয়াছে যাহা হইতে অন্ততঃ যুদ্ধ বলবৎ থাকার সময় পর্য্যন্ত কংগ্রেস, মুসলীম লীগ এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটা মিটমাট হইতে পারে বলিয়া মনে হইতেছে। ইতিমধ্যে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ভারতবাসী বৃটীশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট দাবী জানাইয়াছেন যে, (১) সম্রাটের উপর দায়িত্ব রাখিয়া বড়লাটের শাসন পরিষদের সবগুলি পদ বিভিন্ন দলের ভারতীয়দিগকে প্রদান করা হউক (২) বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণকে লইয়া সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা হউক (৩) যুদ্ধ বলবৎ থাকা কালে যদি কোন সমর পরিষদ গঠিত হয় তাহা হইলে তাহাতে এবং যুদ্ধাবসানে যে শান্তি-সম্মেলন হইবে তাহাতে ভারতের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হউক এবং (৪) বর্ত্তমানে যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যেভাবে ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন ভারতের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণের সহিতও সেইভাবে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কাজ করা হউক। প্রকাশ যে, কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়াই শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ জননায়কগণ প্রধান মন্ত্রীর নিকট উপরোক্ত দাবী জানাইয়াছেন। এই সব দাবীর বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট জননায়ক কোন কথা বলেন নাই—বৃটীশ পার্লামেণ্টে এই ব্যাপারে মিঃ এমেরীর মত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনিও এই সম্বন্ধে কোন জবাব দেন নাই। এইসব বিষয় বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। এদিকে 'ক্যাপিটাল' পত্রের দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী শীঘ্রই এই সম্পর্কে একটী বিবৃতি দিবেন এবং শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ নেতাদের দাবী স্বীকৃত হইলে কংগ্রেস পুরাপুরিভাবে গবর্ণমেণ্টের সমর প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবে।

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিদের দাবী সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের জন্য যে শাসনতন্ত্র পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা সংশোধন না করিয়াও এই সব দাবী পূর্ণ করা যাইতে পারে। কাজেই এই ধরণের দাবী গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কোন যুক্তি নাই। যখন শাসনতন্ত্রের মূলনীতির কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না তখন মুসলীম লীগও এই সব দাবী পুরণ করিলে কোন আপত্তি করিবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য বড়লাটের শাসন পরিষদের কয়টী সদস্যপদ এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কোন প্রদেশের কয়টী মন্ত্রিপদ লীগকে দেওয়া হইবে তাহা লইয়া গোল বাধিতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস যদি এই সব দাবী গ্রহণ করে তাহা হইলে উহা বিনাসর্ত্তে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করারই সমতুল্য হইবে। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে মুসলীম লীগের দাবী অসঙ্গত হইলেও তাহা মানিয়া লওয়া বিচিত্র নহে।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও গবর্ণমেণ্ট

নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দাম অপরিমিত হারে চড়িয়া যাওয়ার ফলে এদেশে লোকের চরম দুঃখদুর্দ্দশা দেখা গিয়াছে। যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় জিনিষপত্রের জোগান কমিয়া গিয়া দর কোন কোন ক্ষেত্রে চড়িয়া উঠা বিচিত্র নহে। কিন্তু এদেশে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য কেবল এই জন্যই বাড়িয়াছে কিনা সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় অনেক স্বার্থপর ব্যবসায়ীই অতিরিক্ত মুনাফার স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। সেকারণে সুযোগ বুঝিয়া মজুত মালের জন্য চড়া হারে দাম হাঁকিতে তাহারা কোনরূপ দ্বিধা বোধ করে না। ফলে এইজন্যও অসহায় জনসাধারণকে অত্যধিক মূল্যে জিনিষপত্র কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। যুদ্ধের সুরু হইতে বাঙ্গলাদেশে এই ধরণের অবস্থা খুবই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তৎপরতার অভাবে তাহার বিশেষ কোন প্রতিকার সম্ভবপর হইতেছে না। যাহা হউক বাঙ্গলায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে বর্ত্তমানে ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি কতক পরিমাণে নিয়োজিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তাঁহারা ব্যবসায়ীদের অন্যায় কারসাজি কঠোর হস্তে দমন করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, খাদ্যসামগ্রী ও নিত্য ব্যবহার্য্য অন্য যে সমস্ত জিনিষ বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিতে গিয়া ব্যবসায়ীরা কখনও শতকরা দশভাগের বেশী লাভ করিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট এসম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন এবং কোন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে উক্তরূপ স্বার্থপরতার প্রমাণ পাইলে তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। বাঙ্গলা-দেশ জরুরী অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় এপ্রদেশে উপরোক্ত ধরণের অপরাধ দমন করা সম্বন্ধে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। আর সেই কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহারা স্বার্থপর ব্যবসায়ীদিগকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

এইরূপ সাবধানবাণী সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য হইলেও উহাতে ব্যবসায়ীদের মুনাফার ঝোঁক সম্যক দমিত হইবে কিনা তাহাতে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ব্যবসায়িদের কার্য্যধারা সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এখনও উপযুক্ত সংখ্যক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন নাই। কাজেই স্বার্থপর ব্যবসায়িদের কারসাজি সব সময় গবর্ণমেণ্টের নজরে আনিবার কোন সুব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। অবশ্য স্বার্থপর ব্যবসায়িদিগকে ধরাইয়া দেওয়া বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের সহযোগিতাও বিশেষভাবে কামনা করিয়াছেন। কিন্তু উহাতেও তেমন কোন ফল হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। সাধারণ ক্রেতাদের পক্ষে ব্যবসায়িদের কারসাজি সম্বন্ধে সব সময়ে অভিযোগ উপস্থিত করা ও ছোট বড় নানা সরকারী কর্ম্মচারীদের মারফতে তাহা আসল কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা তেমন সহজসাধ্য নহে। এইভাবে সত্বর কোন প্রতিকারমূলক বিধান অবলম্বিত হওয়ার আশাও কম। কাজেই পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া সাধারণের উপকার করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এখন হইতে অধিকতর সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনে মনোযোগী হওয়াই কর্ত্তব্য। ব্যবসায়িদের স্বার্থপরতা হইতে সাধারণকে রক্ষা করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় সরকারী কর্ত্তৃত্বে বা মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃপক্ষের পরিচালনায় স্থানে স্থানে দোকান খুলিবার ব্যবস্থা ও তাহা হইতে ন্যায্য মূল্যে জনসাধারণকে জিনিষপত্র কিনিতে দেওয়া। ভারতের কয়েকটি প্রদেশে বর্ত্তমানে ঐ নীতিতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কার্য্য সুরু করা হইয়াছে। একটী কার্য্যকরী বিধান হিসাবে বাঙ্গলা সরকারকেও আমরা ঐ নীতি অনুসরণ করার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

মোটর শিল্প সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এদেশের কতিপয় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ভারতে একটি মোটর কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এইরূপ কারখানার জন্য উপযুক্ত মূলধন নিয়োগ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক সরবরাহ ও অন্য যাবতীয় বিষয়ে তাঁহারা পরিপূর্ণ বিধিব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কারখানা স্থাপন সম্পর্কে অনুমতি না দেওয়ায় এই যুদ্ধের সুযোগেও ভারতবর্ষে মোটর শিল্পের কোন দেশীয় কারখানা স্থাপন সম্ভবপর হয় নাই। কেন যে গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীদিগকে মোটর কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেন নাই সেবিষয়ে নানারূপ কারণ শুনা যাইতে-ছিল। পণ্ডিত জওহরলাল গত ৭ই জানুয়ারী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করিয়া আসল কারণটি সাধারণের সমক্ষে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট সিন্ধুদেশে আমেরিকান মূলধনে একটী মোটর কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন—স্পষ্টতঃই বুঝা যায় আমেরিকার মোটর শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে বলিয়া এতদিন আমেরিকার শিল্প ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় ভারত সরকার এদেশে কোন মোটর শিল্প কারখানা স্থাপন করিতে দেন নাই। বর্ত্তমানে আমেরিকার শিল্প ব্যবসায়ীরা নিজেরা এদেশে মোটর কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট সানন্দে তাহাতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে এদেশে মোটর কারখানা স্থাপনে একরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, এইরূপ কারখানা স্থাপিত হইলে এদেশে বহু অভিজ্ঞ শ্রমিক উহাতে নিযুক্ত হইবে এবং ফলে শ্রমিকের অভাবে সমর সরঞ্জাম নির্ম্মাণের কাজ অনেকটা ব্যাহত হইবে। আমেরিকার খাতিরে আজ তাঁহারা সেরূপ আপত্তি উত্থাপন করার কোন প্রয়োজন দেখিতেছেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে ভারতে বিদেশী মূলধনের জুলুম ইতিমধ্যেই অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোটর শিল্প সম্পর্কে এদেশের শিল্পোদ্যোগীরা উপযুক্ত অর্থ নিয়োগে প্রস্তুত ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দাবী অস্বীকার করিয়া এদেশে আমেরিকান মূলধন ডাকিয়া আনিতেছেন। ইহাতে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁহাদের আন্তরিকতার অভাব ও এদেশের শিল্প ব্যবসায়ের উপর বিজাতীয় কর্ত্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখা সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুচিত আগ্রহই সূচিত হইতেছে।

ফল ও ফলশিল্পের প্রদর্শনী

বাঙ্গলা সরকারের মার্কেটিং বিভাগের উদ্যোগে কলিকাতার টাউন হলে গত ২রা জানুয়ারী হইতে ১১ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ফল এবং ফলজাত বিভিন্ন শিল্পের যে প্রদর্শনী হইয়া গেল তাহার ফলে এই দিকে দেশের জনসাধারণ ও ব্যবসায়িবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আমরা সুখী হইব। বাঙ্গলায় আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল প্রভৃতি বহু প্রকার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রদেশে উৎপন্ন ফল দ্বারা দেশবাসীর চাহিদা মিটে না বলিয়া প্রতি বৎসর ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশ হইতে প্রায় ৪ কোটী টাকা মূল্যের ফল এবং ফল হইতে প্রস্তুত জেম, জেলী, মার্ম্মালেড, আচার, চাটনী, সংরক্ষিত ফল, ফলের রস ইত্যাদি শিল্পদ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় আসাম, মধ্যপ্রদেশ এমন কি সুদূর প্যালেষ্টাইন হইতে কমলালেবু আমদানী হয়। বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ হইতে বাঙ্গলায়

আম, লিচু প্রভৃতি ফল, সিঙ্গাপুর হইতে আনারস, কলা প্রভৃতি ফল এবং জাপান প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশ হইতে আপেল নাসপাতি ইত্যাদি আমদানী হইয়া থাকে। আফগানীস্থান হইতে বাঙ্গলায় খেজুর, বাদাম, পেস্তা, বেদানা, আনার ইত্যাদি এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতে আঙ্গুর আমদানী হয়। বাঙ্গলায় বহু পূর্ব্ব হইতেই জেম, জেলী প্রভৃতি ফলজাত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টা আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমানে এই প্রদেশে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিদেশ হইতে ক্রমেই অধিক পরিমাণে এই সব জিনিষ আমদানী হইতেছে। ইদানীং বাঙ্গলায় ফল ও ফলজাত উপরোক্ত বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবহার দিন দিন যে প্রকার বাড়িতেছে তাহাতে এই জন্য অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যেক বৎসর দেশ হইতে ৫ কোটী টাকা বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই প্রদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ফলের চাষ, ফল সংরক্ষণ এবং ফল হইতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইলে উপরোক্ত অবস্থার বহুলাংশে প্রতিকার হইতে পারে। বাঙ্গলার শিল্পোদ্যোগীদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটীং অফিসার একটী প্রদর্শনীর সাহায্যে উপরোক্ত ব্যাপারে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

নভেম্বর মাসের বহির্ব্বাণিজ্য

গত অক্টোবর মাসে আমদানী বাণিজ্য ও রপ্তানী বাণিজ্য—এই এই উভয় দিক দিয়াই ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য প্রসার লক্ষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি নভেম্বর মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ারই সূচনা দেখা গিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে এদেশ হইতে বিদেশে ২৮ কোটি ২৯ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। অপরদিকে বিদেশ হইতে এদেশে ১৭ কোটি ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল। নভেম্বর মাসে সে তুলনায় রপ্তানী ও আমদানী উভয়ই হ্রাস পাইয়াছে। ঐ মাসে ভারতবর্ষ হইতে মাত্র ২৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। অপরদিকে বাহির হইতে এদেশে মাত্র ১৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্যের সহিত এদেশের অগণিত কৃষকের ভাগ্য জড়িত রহিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা হওয়াতে সেদিক দিয়া অনেকে উহাকে একটা শুভসূচনা বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আন্তর্জ্জাতিক গোলযোগের জন্য মাল চালানের অসুবিধা ঘটিয়া নভেম্বর মাসে রপ্তানী বাণিজ্য পুনরায় কমিয়া গিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহা আরও খর্ব্ব হওয়ারই নমুনা দেখা যাইতেছে। অক্টোবর মাসের তুলনায় নভেম্বর মাসে বিদেশে তুলা, চাউল, তামাক বস্ত্র এবং চটের রপ্তানী অধিক মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছে। অপর দিকে চা, চিনি ও পাটের রপ্তানী কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে এদেশে চাউল ও বস্ত্রের যোগান চাহিদার তুলনায় যখন কম তখন এই দুইটি জিনিষের রপ্তানী হ্রাস পাওয়াতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু তুলা, তামাক এবং চটের রপ্তানী কমিয়া আসা এদেশবাসীদের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর সন্দেহ নাই। জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাঁচামালের দিক দিয়া ভারতবর্ষ যেরূপ সুসমৃদ্ধ তাহাতে এদেশে বিদেশী মালের আমদানী হ্রাস পাওয়া সাধারণ অবস্থায় মোটেই দুঃখের বিষয় নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে এদেশের উৎপাদিত অনেক অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর মাল সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়ার ফলে ইতিমধ্যে দেশে ঐ সমস্তের যোগান যেরূপ কমিয়া গিয়াছে এবং অপরদিকে এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য বর্ত্তমানে অন্য দেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্য মালমসল্লা আনয়নের যে আবশ্যকতা দেখা গিয়াছে তাহাতে আমদানী হ্রাসের বর্ত্তমান গতি অনেক পরিমানে অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে হয়। অক্টোবর মাসের তুলনায় নভেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতে চাউল, তেল, তুলা, যন্ত্রপাতি ও বস্ত্রের আমদানী যথেষ্ট পরিমানে কমিয়া গিয়াছে। অপর দিকে কাগজ, কার্পাস সূতা ও চিনির রপ্তানীই শুধু কিছু বাড়িয়াছে। কাগজ ও সূতার মত চাউল, তেল ও যন্ত্রপাতির আমদানী বৃদ্ধিই যেস্থলে কাম্য সেস্থলে উহাদের আবদানী হ্রাস পাওয়া খুবই দুঃখের বিষয়। গত অক্টোবর মাসে বাহির হইতে ভারতে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকার চাউল ও ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকার নানাজাতীয় তেল আমদানী হইয়াছিল। নভেম্বর মাসে সেইস্থলে যথাক্রমে মাত্র ৪২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার চাউল ও ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার তেল আমদানী হইয়াছে। উহাতে এই দুইটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের যোগান কমিয়া জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা বাড়িয়া যাওয়ারই আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বেই (নভেম্বর মাসে) ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের উপরোক্তরূপ অবনতি লক্ষিত হইয়াছে। জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর সুদূর প্রাচ্যের ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া ডিসেম্বর মাস হইতে তাহা আরও বেশী অবনতির পথে ধাবিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

জি এস এম্পোরিয়াম

বাঙ্গলা দেশে যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক জীবিকা সংস্থানের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না তাঁহারা জি এস এম্পোরিয়াম লিমিটেডের ১৯৪০ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ তারাপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পঠিত অভিভাষণ হইতে অনেক প্রেরণা লাভ করিবেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনটী সহায় সম্বলহীন যুবক জীবিকা সংস্থানের অন্য পথ না পাইয়া মাত্র ৪৫ টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রথমে জুতার কালী তৈয়ার করতঃ তাহা ফেরী করার মধ্য দিয়া ব্যবসার সূত্রপাত হয়। উদ্যোক্তাদের অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং কর্ম্মশক্তির ফলে ক্রমে ব্যবসার প্রসার হইতে থাকে। দশ বৎসর পরে আজ উহাদের প্রতিষ্ঠিত জি এস এম্পোরিয়াম লিঃ একটী সাফল্যমণ্ডিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। রেডিও, ইলেকট্রিক্যাল, কন্‌ফেকশনারি, হোসিয়ারী, অর্ডার সাপ্লাই, এজেন্সী ও আমদানী রপ্তানী—এই ৭টী বিভাগে উহাদের কাজ চলিতেছে এবং সমগ্র ব্যবসায়ে ১ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিতেছে ও উহার মারফতে শতাধিক ব্যক্তির অন্নসংস্থান হইতেছে। যুদ্ধের জন্য বিদেশের সহিত আমদানী রপ্তানীর কাজ এক প্রকার বন্ধ না হইয়া গেলে এবং কন্‌ফেকশনারী ও হোসিয়ারি বিভাগের আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জাম পাওয়ার পক্ষে প্রবল বিঘ্ন উপস্থিত না হইলে বর্ত্তমানে জি এস এম্পোরিয়ামের উন্নতি আরও দ্রুততর হইত।

জি এস এম্পোরিয়ামের পরিচালকগণ গত দশ বৎসর কালের মধ্যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন তাহা অন্যান্য দেশের এমন কি এদেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এদেশে ও বিদেশে আজ পর্য্যন্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে যে সমস্ত বিরাট বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কোনটারই প্রথম দশ বৎসরের উন্নতি উহা অপেক্ষা দ্রুততর হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠানকে উহার বর্ত্তমান অবস্থা দ্বারা বিচার করিলে ভুল করা হইবে। গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্মুখে রাখিয়া আগামী দশ বৎসর কালের মধ্যে উহা কি প্রকার উন্নতি লাভ করিবার মত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহা দ্বারাই অর্থাৎ উহার সম্ভাব্য উন্নতি দ্বারাই উহাকে বিচার করিতে হইবে। অধ্যবসায়ী ও শ্রমশীল হইলে এবং কোন প্রতিকূল অবস্থার নিকটই পরাজয় স্বীকার করিব না এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কি ভাবে জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হওয়া যায় তৎসম্বন্ধে জি এস এম্পোরিয়ামের পরিচালকগণ বাঙ্গলার শিক্ষিত যুবকদের সমক্ষে একটী প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। উহাদের এই দৃষ্টান্ত সর্ব্বথা অনুকরণীয়। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, সততার সহিত এবং প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া ব্যবসা চালাইতে পারিলে তাহার জন্য অর্থের কোন দিন অভাব হয় নাই। তাঁহার এই অমূল্য অভিমতটী বাঙ্গলার শিক্ষিত যুবকগণ মনে রাখিলে তাহাদিগকে জীবন সংগ্রামে কোনদিন পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল উন্নতির সম্ভাবনা

এক একটা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের এক কথায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি অবনতি অনেকটা দেশের জনসাধারণের মনোভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, বিশেষ কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও দেশবাসী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আশান্বিত হইয়া উঠে। উহার ফলে ব্যবসায়িগণ প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে মালপত্র ক্রয় করিতে থাকে, ব্যাঙ্কসমূহ ব্যবসায়িগণকে মুক্তহস্তে ধার দিতে আরম্ভ করে, শেয়ার বাজার গরম হইয়া উঠে। দেশে নিত্যনূতন শিল্প ও বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং অগণিত বেকার ব্যক্তির কর্ম্মের সংস্থান হয়। উহার সমষ্টিগত ফল হিসাবে দেশের মধ্যে একটা সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতার ভাব দেখা দেয়। আবার অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায় যে তেমন কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও দেশবাসী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠে। উহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহ হইতে দেশবাসী টাকা তুলিয়া লইতে থাকে, বীমা কোম্পানীর পক্ষে প্রিমিয়াম আদায় করা কঠিন হয়, ব্যাঙ্কসমূহ ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দিতে অসম্মত হইয়া বাজার হইতে পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, শেয়ার বাজারে শেয়ার মূল্য বাড়িয়া যায়, কারবারী মালপত্র ক্রয় করিতে অসমর্থ হয়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে টিকিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়ে এবং দেশের বহু ব্যক্তি বেকার হইয়া সমাজের ভারবহ হইয়া উঠে। উহার সমষ্টিগত ফলস্বরূপ সমগ্র দেশে দারিদ্র্য ও হাহাকারের সৃষ্টি হয়। গত ১৯২৯ সালের পূর্ব্বে বিশেষ কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আশার ভাব সৃষ্টি হওয়ার ফলে উক্ত দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা কৃত্রিম সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল। তারপর যখন উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তখন উহার ফলে কেবল আমেরিকার যুক্তরাজ্যেই ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিল না—উহার কুফল সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র জগতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই আতঙ্ক বিদ্যমান ছিল। জনসাধারণের মনে অহেতুক আশা ও আতঙ্কের ফলে এক একটা দেশে যে সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের উদ্ভব হইয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্য্যয় দেখা দিয়া থাকে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার মত আজ পর্য্যন্ত কোন পন্থা কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমান যুদ্ধের আমলে ফ্রান্সে মিত্রশক্তির পরাজয়ের পরে ভারতবর্ষে এই ধরণের একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং উহার ফলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা বিপর্য্যয়ের সূচনা হইয়াছিল। এই অবস্থা কিছুদিন বলবৎ থাকিবার পরে দেশবাসীর মন হইতে আতঙ্কের ভাব বহুল পরিমাণে কাটিয়া যায়। উহার ফলে গত ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষে শিল্প বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক ব্যবসা, বীমা ব্যবসা ইত্যাদি সর্ব্বক্ষেত্রে সমূহ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে জাপান যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ায় এবং অনেকটা প্রাথমিক সাফল্য প্রদর্শন করায় পুনরায় ভারতবর্ষ নিরাশার কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। উহার ফলে গত ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যে দেশের ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কসমূহ ব্যবসায়ের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা প্রদান করিতে তৎপর না হওয়াতে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেষ্টাও বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইতেছে। উহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় বহু ব্যক্তি জীবিকা সংস্থানের উপায় হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু বীমাকারী, আমানতকারী, ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, শেয়ার বাজারের দালাল ও ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যান্য দিকের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণ বর্ত্তমানে যে প্রকার আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন আমরা তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমাদের মনে হয় যে বর্ত্তমানে চতুর্দ্দিকে যে প্রকার অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষে অদূর ভবিষ্যতে বাণিজ্যের অবনতি তো ঘটিবেই না বরং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সকলদিকে একটা বিপুল উন্নতিরই সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে অহেতুক আতঙ্কের জন্য হাত না গুটাইয়া ভবিষ্যতের উপর পূর্ণ আস্থা রাখিয়া সকলেরই বিপুল উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

আমাদের এই অভিমতের অনেক কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ যাহারা মনে করিতেছেন যে, জাপান অদূরভবিষ্যতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে এবং উহার ফল হিসাবে এদেশে প্রচলিত নোট, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি অচল হইয়া যাইবে তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ করিতেছেন। জাপান বড় জোর কোন ফাঁকে কলিকাতা ও উহার আশেপাশে বোমা বর্ষণ করিতে পারে। কিন্তু যে কারণে জার্ম্মানীর অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণের ফলে ইংলণ্ডের কলকারখানা উঠিয়া যায় নাই, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীসমূহ দরজা বন্ধ করে নাই এবং ব্যবসায়িসমূহ কারবার ছাড়িয়া পলায় নাই ; ঠিক সেই কারণে কলিকাতায় ২।৪ দিন বোমা বর্ষিত হইলেও সমস্ত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী এবং শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দরজা বন্ধ করিবে না। জাপান কর্ত্তৃক কলিকাতায় বোমা বর্ষিত হইবে এই আশঙ্কায় বর্ত্তমানে অনেক লোক ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতেছে বলিয়া ব্যাঙ্কসমূহ ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে পূর্ব্বের ন্যায় টাকা ধার দিতেছে না বলিয়াই বর্ত্তমানে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা মন্দার সূচনা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্য এখন পর্য্যন্ত জাপানের বিরুদ্ধে উহার সামরিক শক্তি পূর্ণভাবে প্রয়োগ করে নাই। মিত্র-শক্তিদের সম্মিলিত সামরিক শক্তি যে শীঘ্রই জাপানকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আক্রমণে জাপান পর্য্যুদস্ত না হইলেও উহার অগ্রগতি যে রুদ্ধ হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশে জনসাধারণের মন হইতে আতঙ্কের ভাব বহুলাংশে বিদূরিত হইবে এবং উহার ফলে যাহারা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছে তাহারা পুনরায় উহা ব্যাঙ্কে জমা দিতে আরম্ভ করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কসমূহও মনে ভরসা পাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করিতে অগ্রসর হইবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে কলিকাতা হইতে ইদানীং যে লক্ষ লক্ষ লোক বাহিরে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশ পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। গত নবেম্বর মাসে যখন রুশিয়া ও লিবিয়াতে জার্ম্মানীর

(১০১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেউলিয়ার পথে বাঙ্গলা সরকার

আর কিঞ্চিদধিক এক মাসকাল পরে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাংলা সরকারের আগামী ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত করা হইবে। এই বাজেটে চলতি ১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলা সরকারের বাজেটের অবস্থা এবং আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাবে কি পরিমাণ ঘাটতি দেখা যাইবে তাহা চিন্তা করিয়া আমরা এখন হইতেই বিশেষ শঙ্কাবোধ করিতেছি। বাঙ্গলায় নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা এরূপ অমিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়াছেন এবং উঁহাদের সমর্থকদলের মনস্তুষ্টির জন্য সাধারণের অর্থের এরূপ অপচয় করিয়াছেন যাহার ফলে দেশবাসীকে একাধিক ট্যাক্সের বোঝা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু উহা সত্ত্বেও সরকারী রাজস্বের অবস্থা দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। গত ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে বাঙ্গলার অর্থ-সচিব এরূপ জানাইয়াছিলেন যে, ঐ বৎসরে গবর্ণমেণ্টের তহবিলে ৫৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে। কিন্তু গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করা হয় তখন উপরোক্ত হিসাব সংশোধন করিয়া বলা হয় যে, ১৯৪০-৪১ সালে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১ কোটী ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ১৯৪০-৪১ সালের চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইবে তখন হয়ত জানা যাইবে যে, উক্ত বৎসরে ১ কোটী ৩ লক্ষ টাকা অপেক্ষাও অধিক ঘাটতি হইয়াছে।

এই গেল ১৯৪০-৪১ সালের অবস্থা। গত বৎসর যখন চলতি ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে বলা হইয়াছিল যে, চলতি বৎসরে গবর্ণমেণ্টের মোট ১৪ কোটী ৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা আয় এবং ১৫ কোটী ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ব্যয় হইবে—কাজেই চলতি বৎসরে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বে ১ কোটী ৩৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে। ঐ সময়ে একথাও জানান হইয়াছিল যে, প্রস্তাবিত বিক্রয়কর বাবদ গবর্ণমেণ্টের যে আয় হইবে তাহা আয়ের বরাদ্দের মধ্যে ধরা হয় নাই। তাহাতে এরূপ মনে হইয়াছিল যে, চলতি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ঘাটতির পরিমাণ ১ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অনেক কম হইবে। কিন্তু বাঙ্গলায় বিক্রয়কর বলবৎ হইলেও এবং পরবর্ত্তী কালে পাট বিক্রয় কর নামক একটী নূতন কর ধার্য্য হইলেও আজ পর্য্যন্ত এই দুইটী কর বাবদ গবর্ণমেণ্টের উল্লেখযোগ্য কিছুই আয় হয় নাই। এদিকে চলতি বৎসরে গবর্ণমেণ্ট যে সব দফায় অধিক আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছিলেন সেই সব দফায় আয় কম হইবে এবং যুদ্ধজনিত কারণে বিভিন্ন দফায় গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বেশী হইবে বলিয়া খুবই আশঙ্কা করা যাইতেছে। পাট রপ্তানী শুল্ক বাবদ প্রত্যেক বৎসর বাঙ্গলা সরকারের একটা মোটা রকম আয় হইয়া থাকে। কিন্তু এবার ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় পাট এবং পাটজাত দ্রব্য এই উভয়েরই রপ্তানী অনেক হ্রাস পাইয়াছে। অত্রাবস্থায় চলতি বৎসরে এই দফায় বাঙ্গলা সরকারের আয় অনেক কম হইবে অথচ বাজেট উপস্থিত করিবার কালে চলতি বৎসরে এই দফায় আয়ের পরিমাণ ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় বেশী করিয়া ধরা হইয়াছিল। ভূমি রাজস্ব, আবগারী ও ট্যাক্স এই তিনটী বিভাগেও বাঙ্গলা সরকারের খুব বেশী আয় হইয়া থাকে। কিন্তু চলতি বৎসরে জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য এত অধিক চড়িয়া গিয়াছে যাহার ফলে দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে। এই অবস্থায় চলতি বৎসরে গবর্ণমেণ্টের এই তিনটী বিভাগেও আয় হ্রাস পাইবে বলিয়া খুবই আশঙ্কা করা যাইতেছে। ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্ট্রেশন এবং মোটরযানের উপর ট্যাক্স বাবদও বাঙ্গলা সরকারের বৎসরে ৭৫ লক্ষ টাকার মত আয় হইয়া থাকে। কিন্তু জনসাধারণের হাতে মামলা করিবার অর্থ কোথায়? জমিজমা কিনিবার মত অর্থও খুব কম লোকেরই হাতে আছে। এদিকে পেট্রোলের অভাবের জন্য দেশে অনেক মোটর যান অচল হইতেছে। এরূপ অবস্থায় এই তিনটী দফাতেও চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের আয় অনেক কম হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের দাদনী টাকার সুদ বাবদ ২৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা আয় ধরা হইয়াছে। কিন্তু দেশব্যাপী যে প্রকার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে কৃষকগণ যে এবার সুদের টাকা পরিশোধ করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা কম। বিচার বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, শিল্প বিভাগ ইত্যাদির মারফতে চলতি বৎসরে যে আয় ধরা হইয়াছে তাহাও পুরাপুরি আদায় হইবে কিনা সন্দেহ। চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকার একমাত্র আয়কর বাবদ ভারত সরকারের নিকট হইতে অধিকতর পরিমাণে অর্থ পাইবেন বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু আয়কর বিভাগের অতিরিক্ত আয় দ্বারা অন্যান্য বিভাগে আয় হ্রাসজনিত ক্ষতি পোষাইবে না। এদিকে যুদ্ধের জন্য এবং অনেকটা পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য চলতি বৎসরে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক বিভাগেই ব্যয় যে অনেক বেশী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের রাজস্বে ঘাটতির পরিমাণ ২ কোটী টাকার মত দাঁড়াইবে।

আগামী ১৯৪২-৪৩ সালে অর্থাৎ আগামী এপ্রিল মাস হইতে যে সরকারী বৎসর আরম্ভ হইবে তাহাতে বাঙ্গলা সরকারের রাজস্বের অবস্থা কি ঘটিবে তাহা অনুমান না করাই ভাল। আগামী বৎসরে একমাত্র আয়কর বাবদ প্রাপ্য রাজস্ব ছাড়া বাঙ্গলা সরকারের অন্য সমস্ত বিভাগেই আয়ের পরিমাণ বর্ত্তমান বৎসরের তুলনাতেও কম হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এদিকে যুদ্ধ যে ভাবে বাঙ্গলার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে দেশের জনসাধারণের নিরাপত্তা ও দেশে শান্তিরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টকে আগামী বৎসরে নিশ্চয়ই অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য দিন দিন যে ভাবে চড়িয়া যাইতেছে তাহাতে সরকারী কর্ম্মচারী এবং সরকারী কারখানাসমূহের মজুরদের জন্য দুর্ম্মূল্য ভাতা দেওয়াও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অপরিহার্য্য হইতে পারে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতেও গবর্ণমেণ্টকে আগামী বৎসরে অধিকতর পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে হইবে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া একথা মনে করিলে অন্যায় হইবে না যে, আগামী বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের ঘাটতির পরিমাণ বর্ত্তমান বৎসর অপেক্ষাও বেশী হইবে।

(১০০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাসস্থান সমস্যা

জগতের অনেক সভ্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে জনসাধারণের জীবনযাত্রার আদর্শ খুবই নীচু। কেবল আহার বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ ও শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়াই যে এইরূপ নিম্ন জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে; এদেশে লোকের বাসস্থান সম্পর্কিত অভাব ও অব্যবস্থাও তাহার অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আহার, পরিচ্ছদ ও শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতির দিক দিয়া এদেশের লোক অন্য দেশের লোকদের তুলনায় যে অভাব ও অসুবিধা ভোগ করিতেছে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণ সাহায্যে তদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। 'আর্থিক জগতে'ও আমরা তাহা অনেকবার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু ভারতে লোকের বাসগৃহ সমস্যা যে কিরূপ জটিল এবং তাহার সহিত আমাদের জাতীয় উৎকর্ষ বিধানের প্রশ্ন যে কতদূর পরিমাণে জড়িত রহিয়াছে সে সম্পর্কে এদেশে তথ্যপূর্ণ আলোচনা খুব কমই হইয়াছে। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার তাঁহার একটি নব প্রকাশিত পুস্তকে* ঐ বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়া সে অভাব অনেকটা পূরণ করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তিনি উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণ দ্বারা এদেশবাসীদের বাসগৃহ সমস্যা যথাযথ বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া এই সমস্যার সমাধান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুনির্দেশ প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন। অধ্যাপক সরকারের প্রদত্ত বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া (ও যথাসম্ভব নূতন তথ্যাদি উপস্থিত করিয়া) কয়েকটি প্রবন্ধে আমরা ভারতে লোকের বাসগৃহ সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাইব।

কোন দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সেই বর্দ্ধমান জনসংখ্যার আহার ও পরিচ্ছদের ব্যবস্থা যেরূপ প্রয়োজন তেমনই তাহার উপযোগী বাসভবনের সংস্থানও একান্ত আবশ্যক। সুদূর অতীতে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল কম। বাসগৃহের সংখ্যা ও পারিপাট্য বিষয়ে সাধারণের লক্ষ্যও বিশেষ ছিল না। কিন্তু পরে একদিকে আধুনিক সভ্যতার প্রচলন ও অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি—এই দুই কারণে বাসগৃহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উন্নতি বিধানের একটা ক্রমিক চেষ্টা দেখা যায়। সেই চেষ্টার ফলে পূর্ব্বের তুলনায় দেশে লোকের আবাসগৃহের সংখ্যা কতকটা বাড়িয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে আবাসগৃহ নির্ম্মাণের ধারাও উন্নত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে উন্নতি নানা কারণে আধুনিক সভ্যদেশগুলির সহিত সমান তালে অগ্রসর হইতে পারে নাই। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার দিক দিয়াও তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নাই। ভারতে লোকের বাসগৃহের সংস্থান সম্পর্কে আদমসুমারী রিপোর্ট হইতে আমরা নিম্নে যে বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম তাহা হইতে গত ১৮৮১ সাল হইতে অবস্থার গতি উপলব্ধি করা যাইবে :—

বৎসর	প্রতি বর্গমাইলে বাসগৃহের সংখ্যা	প্রতি গৃহে অবস্থানকারীর সংখ্যা
১৮৮১	৩১.৭	৫.৮
১৮৯১	৩৩.৯	৫.৪
১৯০১	৩১.৬	৫.২
১৯১১	৩৫.৮	৪.৯
১৯২১	৩৬.১	৪.৯
১৯৩১	৩৯.৩	৫.০

উক্ত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৮৮১ সালে যেস্থলে এদেশে প্রতি বর্গমাইলে লোকের বাসগৃহের সংখ্যা ছিল ৩১.৭ গত ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত তাহা বাড়িয়া ৩৯.৩ দাঁড়ায়। ১৮৮১ সালে প্রতি গৃহে যেস্থলে গড়ে প্রায় ৬ জন করিয়া লোক অবস্থান করিত, ১৯২১ সালে গৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ প্রতিগৃহে অবস্থানকারী লোকের সংখ্যা কমিয়া ৫ জনেরও নিম্নে দাঁড়ায়। কিন্তু পরে লোকসংখ্যা যে হারে বাড়িতে থাকে বাসভবনের সংখ্যা সে হারে বাড়ে নাই। ফলে প্রতি গৃহে অবস্থানকারী লোকের সংখ্যা ১৯৩১ সালে পুনরায় কিছু বৃদ্ধি পায়। পৃথকভাবে বাঙ্গলা প্রদেশের কথা আলোচনা করিলে লোকের বাসগৃহের সমস্যা ভারতবর্ষের অন্য অনেক স্থানের তুলনায় আরও বেশী জটিল বলিয়াই মনে হয়। গত ১৮৮১ সালে বাঙ্গলায় প্রতি বর্গ মাইলে বাসগৃহের সংখ্যা ছিল ৭৫টি। গত ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১২০টি দাঁড়ায়। উপরে সমস্ত ভারতবর্ষের যে বিবরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা দৃষ্টে এই সংখ্যা আপত ভাবে বেশী বলিয়া মনে হইলেও আসলে বাঙ্গলার অবস্থা অন্য অনেক প্রদেশের তুলনায় অধিক শোচনীয়। কেননা এই প্রদেশের লোকসংখ্যা খুবই বেশী। গত ১৯৩১ সালে বাঙ্গলায় প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যার পরিমাণ ছিল গড়ে ৬৪৬ জন (লোকের এত ঘন বসতি ভারতে আর কোন প্রদেশে লক্ষিত হয় না)। সেজন্য বাঙ্গলায় লোকের আবাসগৃহের সংখ্যা গত ১৯৩১ সালে প্রতি বর্গ মাইলে ১২০টি হইলেও এই প্রদেশে প্রতি গৃহে অবস্থানকারী লোকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৫ জনেরও বেশী।

বাসগৃহের দিক দিয়া আমাদের দেশের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় জগতের সভ্যদেশসমূহের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলে কিংবা সে সম্পর্কিত বিবরণ পাঠ করিলে তাহা খুবই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ইংলণ্ডের কথা এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। ইংলণ্ডের মোট লোকসংখ্যা হইতেছে ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮৮ হাজার। ঐ দেশে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে লোক বাস করে ৬৮৫ জন অর্থাৎ সেখানে ভারতের তুলনায় ত বটেই বাঙ্গলার তুলনায়ও লোকের ঘনবসতি বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ। কিন্তু বাসগৃহ সম্পর্কিত সুব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডে প্রতি বর্গ মাইলে বেশী লোক বাস করিলেও বাসস্থান সম্পর্কে সেখানকার লোকদিগকে এদেশের মত দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় না। গত ১৯৩১ সালে ইংলণ্ডে লোকের বাসগৃহের সংখ্যা ছিল ৯৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫৩৫। আর সেখানে প্রতি গৃহে অবস্থানকারী লোকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ৪ জন। ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিবার সময়ে আর একটি জিনিষ মনে রাখিতে হইবে যে, ইংলণ্ডের বাসগৃহগুলির তুলনায় এদেশের বাসগৃহ স্বভাবতঃই অতীব নিকৃষ্ট শ্রেণীর। সে দেশের বাসগৃহের অধিকাংশই স্বাস্থ্যসম্মত বিধান অনুযায়ী পারিপাট্য সহকারে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পরিসর ও আবেষ্টনীর দিক দিয়াও সে সমস্ত এদেশের গৃহগুলির তুলনায় উৎকৃষ্ট। অপরদিকে ভারতবর্ষে ও বিশেষ করিয়া বাঙ্গলায় অধিকাংশ বাসগৃহের গঠন ও

*Villages and Towns—As Social Patterns. By Dr. Benoy Kumar Sarker. Published by Messrs Chakraborty Chatterjee & Co. Ltd.—15, College Street Calcutta. Price—Rs. 15/-

সংস্থান সম্পূর্ণ অনুন্নত ধরণের। এদেশের লোক অধিকাংশই দরিদ্র বলিয়া সমুন্নত বাসভবনের কল্পনা তাহারা করিতে পারে না। মফঃস্বলের অধিকাংশ লোকই বাঁশ, বেত, খড় ও মাটী প্রভৃতির দ্বারা কোন মতে একটা কুঁড়ে ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই অবস্থান করে। পাটের দর বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষকদের যখন আয় বৃদ্ধি পায় তখন কাঠ ও টিন কিনিয়া কেহ কেহ বড় ঘরবাড়ীও তৈয়ার করিয়া থাকে। কিন্তু আর্থিক দুর্দ্দশা দেখা যাওয়ার সঙ্গে সে সমস্ত বিক্রয় করিয়া অধিকাংশকেই পুনরায় কুঁড়ে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হয়। ঐ সমস্ত কুঁড়ে ঘরে শীতাতপ হইতে সাধারণকে বিশেষ কিছু রক্ষা করিতে পারে না। অথচ অনেকগুলি ছেলে মেয়ে ও অন্য পরিজন নিয়া রোগশোকের ভিতর অধিকাংশকেই এইভাবে জীবন কাটাইতে হয়। সহর কেন্দ্রে যে সমস্ত লোক অবস্থান করে বাসগৃহের সমস্যা তাহাদের ভিতর আরও জটিল বলা চলে। সেখানে অল্প জায়গায় অনেক লোককে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বাস করিতে হয়। কোঠাবাড়ীর স্বল্পপরিসর প্রকোষ্ঠে এক একটি পরিবার কায়ক্লেশে অবস্থান করে। কলিকাতা ও হাওড়ার সাধারণ এলাকা ও বস্তী অঞ্চলের খোঁজ যাঁহারা রাখেন তাঁহারা এই শোচনীয় অবস্থা সম্যকভাবেই অবগত আছেন। হাওড়ায় ৮০ বর্গ ফুট পরিসরের ক্ষুদ্র ঘরে ১১ জন লোকবিশিষ্ট পরিবারকে বাস করিতে দেখা গিয়াছে বলিয়া অধ্যাপক সরকার তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তর কলিকাতা ও অন্যান্য এলাকার বস্তীতে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে একত্রে অনেক লোক বাস করার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তও তিনি পাঠকদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের অবস্থাও যে কলিকাতার তুলনায় বিশেষ ভাল নহে সেবিষয়েও যথেষ্ট বিবরণ শ্রীযুক্ত সরকার উপস্থিত করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের একটি সাময়িক পত্রিকায় মিঃ বি এইচ মেহতা নামক একজন লেখক মন্তব্য করিয়াছেন যে, গত ১৯২১ সালে বোম্বাইয়ের অধিবাসীদের ভিতর শতকরা ৬৬ জনই এক প্রকোষ্ঠের এক একটি ভবনে বাস করিত। শতকরা ১৪ জন দুই প্রকোষ্ঠের এক একটি ভবনে বাস করিত। বাকী শতকরা ২০ জনই শুধু তাহার চেয়ে বেশী প্রকোষ্ঠ নিয়া বসবাস করিত। সহরের ২ লক্ষ অধিবাসীকেই এক একটি প্রকোষ্ঠে দশ বার জন মিলিয়া বাস করিতে হইত। এদেশে লোকের আবাসগৃহ বলিতে যে কি বুঝায় এই সমস্ত বিবরণ হইতে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অথচ এই ধরণের ক্ষুদ্র আবাসগৃহের সংখ্যাও এদেশে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ৩৯টির বেশী নহে। ইহাতে ভারতে লোকের বাসগৃহ সমস্যা কিরূপ জটিল তাহা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

বাসস্থানের সহিত মানুষের স্বাস্থ্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবাসগৃহ ও তাহার পরিবেষ্টনী খারাপ হইলে লোকের স্বাস্থ্যহানি, অতিরিক্ত রোগশোক ও অকালমৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে আজ আমরা সেই শোচনীয় অবস্থাই লক্ষ্য করিতেছি। এদেশে বাসগৃহের সংস্থান ও তাহার আবেষ্টনী অনেক ক্ষেত্রেই খারাপ বলিয়া যক্ষ্মা, বসন্ত, কলেরা ও টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের প্রকোপ কমিতেছে না। অস্বাস্থ্যকর বাসভবন ও তাহার দূষিত পারিপার্শ্বিকতার জন্য ম্যালেরিয়া ক্রমাগতই তাহার ধ্বংসলীলা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে শিশুমৃত্যু ও প্রসূতি মৃত্যুর করুণ গ্লানিময় চিত্র লক্ষিত হইতেছে। বাসগৃহের অবস্থা ও তাহার আবেষ্টনীর উপর লোকের নৈতিক-চরিত্র অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। ভারতে উপযুক্ত সংখ্যক বাসভবনের অভাব এবং এক একটি কুঁড়ে ঘরে বা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একত্রে বেশী লোক অবস্থান করিবার ফলে লোকের ভিতর নানারূপ অপরাধ-প্রবণতা ও দুর্নীতি বেশী পরিমাণেই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। কাজেই সকল দিক দিয়াই আজ এদেশে লোকের বাসগৃহ সমস্যার সমুচিত প্রতিকার আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জগতের বহু সভ্যদেশ লোকের বাসস্থান সম্পর্কে সকল অব্যবস্থার প্রতিকারে যত্নপর হইয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে সমস্ত দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে ভারতবর্ষেও অনুরূপ উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। বাসগৃহের উন্নতি সম্পর্কে কোন দেশ কি সুব্যবস্থা করিয়াছে এবং আমাদের দেশেরই বা বর্ত্তমান অবস্থায় কি করণীয় রহিয়াছে আমরা আগামীবারে সে সম্পর্কে আলোচনা করিব।

(দেউলিয়ার পথে বাঙ্গলা সরকার)

নিঃসন্দেহে বাঙ্গলা সরকার দিন দিন একটা দেউলিয়া অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার সময়ে ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারের সমস্ত ঋণ মকুব করিয়া দিয়া, পাট-রপ্তানী শুল্কের অধিকতর অংশ বাঙ্গলার ভাগে ফেলিয়া এবং অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলাকেও আয়কর বাবদ প্রাপ্ত রাজস্বের একটা অংশ প্রদান করিয়া বাঙ্গলা সরকারকে অনেকটা স্বচ্ছল করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডল ক্ষমতা হাতে পাইয়াই জনসাধারণের অর্থ লইয়া এরূপ ছিনিমিনি খেলিতে আরম্ভ করিলেন এবং বিভিন্ন দল ও উপদলকে হাতে রাখিবার জন্য রাজস্বের এরূপ অপচয় করিতে লাগিলেন, যাহার ফলে ৫ বৎসর কালের মধ্যে বাঙ্গলাদেশ দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে। এই ৫ বৎসরে দেশবাসীর আয় বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করা হয় নাই—পক্ষান্তরে দেশবাসীর কষ্টার্জ্জিত অর্থের ক্রমবর্দ্ধমান অংশ নানা অজুহাতে ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর ট্যাক্স বসাইতে গেলে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে—এদিকে খরচের হার এরূপভাবে বাড়াইয়া ফেলা হইয়াছে যাহা কমাইতে গেলে এতদিন যাহারা সরকারী অর্থে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়াছে তাহারা খাপ্পা হইবে। কাজেই ঋণ ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯০ হাজার টাকা, ১৯৩৯-৪০ সালে ২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪০-৪১ সালে ৪ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া সরকারী কার্য্য চালান হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে ৩ কোটী টাকা ঋণ করিতে হইবে এরূপ বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ কত টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। এরূপ অবস্থায় ঋণলব্ধ অর্থে আর কতদিন চলিবে?

বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে জনসাধারণের অধিকতর প্রতিনিধিমূলক একটা মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমানে যে প্রকার শোচনীয় আর্থিক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তৎপ্রতি নূতন মন্ত্রিসভার বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করা আমরা কর্ত্তব্যবোধ করিতেছি। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে দেউলিয়া অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার সমস্যার প্রতি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া উঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে। বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থা যতদিন স্বচ্ছল না হইবে ততদিন কোন মন্ত্রিসভা জাতিগঠনমূলক কোন কাজে অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ব্যয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গবেষণা পরিষদের হিসাব অনুসারে জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে ২ হাজার ২ শতটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার বিদ্যমান আছে। এই সকল গবেষণাগারে ৭০ হাজার জন গবেষক গবেষণা কার্য্য চালাইয়া থাকেন এবং শুধু শিল্প গবেষণা সম্বন্ধীয় কার্য্যের জন্য বাৎসরিক ৩০ কোটি ডলার (প্রায় ১ শত কোটি টাকা) ব্যয় হয়।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

মূল্যনিয়ন্ত্রণ সম্মেলন

আগামী ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারী বাণিজ্য-সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে মূল্যনিয়ন্ত্রণ সম্মেলন সম্পর্কে একটী সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী গৃহীত হইবে। সম্মেলনে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে আহ্বান করা হইয়াছে। গম সম্পর্কিত কমিশনের ও কয়লার অবস্থা পরীক্ষার্থ বিশেষ কর্ম্মচারী নিয়োগের ফলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। প্রকাশ, আলোচনা কালে মূল্য নিয়ন্ত্রণের সহিত সংশ্লিষ্ট বিশেষ এজেন্সী মারফৎ বিক্রয়ের প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

পণ্যদ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ এক ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, ইতিপূর্ব্বে প্রাদেশিক সরকার মাত্র বিশেষ বিশেষ কতকগুলি পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আদেশ জারী করিতে পারিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ায় প্রাদেশিক সরকার জনসাধারণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে সকল পণ্যকে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন তাহার যে কোন জিনিষের মজুত পরিমাণ এবং মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। বাংলা সরকার প্রাপ্ত ক্ষমতানুযায়ী দৃঢ়হস্তে অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ করার পথ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে ময়দা, আটা, সরিষার তেল, মটর, কলাই প্রভৃতি ডাল, লবণ, কয়লা (বাড়ীতে ব্যবহৃত) কয়েক শ্রেণীর মসলা, কেরোসিন তেল ও দিয়াশলাইয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে বাংলা সরকার বর্ত্তমানে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ এই সকল জিনিষের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কয়লার মূল্য অত্যধিকরূপ বাড়িয়াছে। মালগাড়ীর অভাবে কয়লার সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় কয়লার দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই অসুবিধা শীঘ্রই দূর হইয়া কয়লার দর স্বাভাবিক অবস্থায় নামিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। গম, আটা ও ময়দার দর কিছু কাল পূর্ব্বে চড়িতেছিল; কিন্তু সমগ্র ভারতের গমের পাইকারী ও খুচরা সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। এখনও চাউল, চিনি, মোটা কাপড়, ঘি, আলু ও শাকশব্জীর দর বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই। সরকার কর্ত্তৃক ইহার দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার বিষয় বিবেচিত হইতেছে। সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের পরিদর্শকদিগকে অহেতুক লাভের যে কোন ঘটনার কথা সরকারকে জানাইতে বলা হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্য এবং জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ১০৲ টাকার বেশী লইলেই তাহাকে অতিরিক্ত লাভ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

গমের মূল্য নির্দ্ধারণ

গমের সর্ব্বোচ্চ পাইকারী দর সম্পর্কে ১৯৪১ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখের সরকারী বিজ্ঞপ্তির সংশোধন প্রসঙ্গে বংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্রোলার জানাইয়াছেন যে, ৫৷৵০ আনা হিসাবে গমের দর বাঁধিয়া যে বিজ্ঞাপ্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা মোটা অথবা উৎকৃষ্ট সকল প্রকার গম ও চান্দৌসী গমের প্রতি প্রযুক্ত হইবে।

মফঃস্বলের বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি বহুলোক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মফঃস্বলের সহরগুলিতে যাওয়ায় বাড়ীভাড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকাশ, ঐ সকল অঞ্চলের বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব বাংলা সরকার বিবেচনা করিতেছেন। জেলা, মহকুমা ও প্রত্যেক সহরে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ও লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভৃতিকে লইয়া স্থানীয় কমিটী গঠন করা হইবে। উক্ত কমিটীগুলির নিজ নিজ এলাকার মধ্যে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিবে।

থাইল্যাণ্ডের মুদ্রানীতি

প্রকাশ, বৃটেন শীঘ্রই থাইল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন। অতএব থাইল্যাণ্ডের মুদ্রাবিনিময় নীতি ষ্টার্লিংএর পরিবর্ত্তে জাপানের ইয়েনের সঙ্গেই যুক্ত হইবে। থাইল্যাণ্ড ষ্টার্লিং বিনিময়-মান প্রত্যাহার করিলে থাই সরকারের বৃটেন এবং বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে আমানত ১০ কোটি পাউণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ন্যস্ত ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড হস্তচ্যুত হইবে।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে যে আট মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫৬ কোটি টাকা; ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১২৮ কোটি টাকা। ১৯৪১ সালের প্রথম আট মাসে (এপ্রিল হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত) ভারতের আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ হইতেছে ১৩১ কোটি টাকা; ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০৪ কোটি টাকা। ১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে ভারত হইতে জাপানে কোনরূপ রপ্তানী বাণিজ্য হয় নাই; কিন্তু এই মাসে ভারতে জাপান হইতে ২ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের নবেম্বর মাসে জাপান হইতে ভারতে আমদানীকৃত দ্রব্যাদির মূল্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

চটকলের কাজের সময়

ভরতীয় পাটকলসঙ্ঘের কমিটীর এক সভায় সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে পাটকলগুলিতে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা করিয়া কাজ চালাইবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা অব্যাহত থাকিবে।

বরোদা রাজ্যে বিভিন্ন শিল্পে কর্ম্মরত শ্রমিক

১৯৪১ সালে বরোদা রাজ্যে বিভিন্ন শিল্পে কর্ম্মরত শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪১ হাজার ১০৪ জন। ইহার মধ্যে কাপড়ের কলে ২৩ হাজার ৯৫৩ জন, তুলার বীচি ছাড়াইবার কারখানায় ৯ হাজার ৬৫৬ জন, রাসায়নিক শিল্পে ৩ হাজার ৮৪১ জন, লৌহ শিল্পে ৫৬৪ জন, সিমেন্টের কারখানায় ৭৩৬ জন, তেলকলে ২৯৪ জন এবং বিবিধ শিল্পে ২ হাজার ৫৬ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

মার্কিন সামরিক বিভাগের বিরাট অর্ডার

মার্কিন সৈন্য ও নৌ বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা মোটরযান শিল্পকে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় পরিণত করিবার জন্য ৫ শতাধিক কোটি ডলার মূল্যের অর্ডার দিতে রাজী আছেন।

অপরিহার্য্য কাজ সম্পর্কিত অর্ডিনান্স

গত ৫ই জানুয়ারী তারিখের বাঙ্গলা সরকারের গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় এই মর্ম্মে জানান হইয়াছে যে, যাহারা কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড ও ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেডের কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের কার্য্য বৃটিশ ভারতের রক্ষা, সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় বাঙ্গলা সরকার ১৯৪১ সালের এসেনশিয়াল সার্ভিসেস অর্ডিনান্সের ৩ ধারা অনুসারে ঘোষণা করিতেছেন যে, যাহারা ঐ দুইটি কোম্পানীর অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের সম্পর্কে এই অর্ডিনান্স প্রযোজ্য হইবে।

কলিকাতায় পেট্রল ও কেরোসিনের দর

বাংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কন্ট্রোলার এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইয়াছেন যে, ভারত সরকারের নির্দ্দেশানুযায়ী কলিকাতায় পেট্রল ও কেরোসিনের দর পুনর্ব্বার নিম্নলিখিত মতে পরিবর্ত্তিত হইবে। এই দর সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিক করের হাত হইতে মুক্ত হইবে এবং ১৯৪২ সালের ৩রা জানুয়ারী হইতে এই আদেশ কার্য্যকরী হইয়াছে। পেট্রল প্রতি গ্যালন ১৸৵০ আনা, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিন তৈল প্রতি ৪ ইম্পিরিয়াল গ্যালন ৩৷৷০ আনা, কেরোসিন প্রতি ৪ গ্যালন টীন ৪৵৩ পাই, কেরোসিন তৈল প্রতি ২৬ আউন্স বোতল ৵৯ পাই। নিকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিনের দরের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। ১-১২-৪১ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে এই শ্রেণীর তেলের যে দর দেওয়া হইয়াছিল তাহাই বহাল থাকিবে।

মোটরযানে কেরোসিনের ব্যবহার

ভারত সরকার এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, মোটর স্পিরিট নিয়ন্ত্রণের আদেশ কার্য্যকরী হইবার পর হইতেই পেট্রলের সহিত মিশাইয়া অথবা অন্যভাবে কেরোসিন তেল মোটরযানে ব্যবহার করিবার আগ্রহ দেখা গিয়াছে। এইরূপ কার্য্য মোটর স্পিরিট নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী অপরাধ এবং এইভাবে ব্যবহৃত কেরোসিনের উপর মোটর স্পিরিটের পুরোপুরি শুল্ক প্রদান না করিলে উহা আবগারী আইনের আওতায় পড়িবে।

ঔষধাদির সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ

বাংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হইতে কলিকাতা ও সহরতলীতে নিম্নলিখিত ঔষধগুলির সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে :—কোকেইন হাইড্রোক্লোর ট্যাবলেট এইচ টী ২৩নং প্রতি গ্রেণ ১/৬ পাই, কোকেইন হাইড্রোক্লোর (বরোজ ওয়েলকাম) প্রতি টিউব ১/০ ১৶০ আনা, কোকেইন ট্যাবলেট ৫৪নং ½ গ্রেণ ১৶০ ১/০ আনা, সলিড কোকেইন হাইড্রোক্লোর ট্যাবলেট ১ গ্রেণ ৪৷৷৶০ আনা ৫।০ আনা, এমেটীন হাড্রোক্লোর ট্যাবলেট ১ ও ২ গ্রেণ ১৸৶০ ২৶০ আনা, এমেটিন হাইড্রোক্লোর এমপুল ১ গ্রেণ (পার্ক ডেভিস) ৪৷৷৶০ ৫।০ আনা প্রতি বাক্স, এমেটীন এমপুল ১ ও ২ গ্রেণ প্রতি বাক্স ১৸০ ৩৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত জে এম দত্ত

শ্রীযুক্ত জে, এম, দত্ত কলিকাতা শেয়ার বাজারের পরিচালক সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এইবার লইয়া তিনি পর পর চারিবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

কয়লার অভাবে ট্রেণ চলাচল হ্রাস

বি বি এণ্ড সি আই রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ একটী সামরিক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, সাময়িকভাবে কয়লার ঘাটতি হওয়ায় উক্ত রেলের কতিপয় যাত্রী এবং মাল গাড়ীর চলাচল বন্ধ করা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য সাময়িকভাবে শ্রমিকের অভাব হওয়ায় কয়লা পূর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণে তোলা হইতেছে এবং এই কারণেই কয়লার অভাব দেখা দিয়াছে। মিটার গেজেরও কতকগুলি ট্রেণ এই কারণে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে সমবায় সমিতি

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে সর্ব্বসমেত কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৪৪টী। ইহার মধ্যে সমবায় ঋণদান সমিতির সংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ ১ হাজার ৪০১টী। আলোচ্য বর্ষে কৃষি সমিতির সভ্যসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪১ লক্ষ জন। এই সমিতিগুলির কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ হইতেছে ৩০ কোটী ৫০ লক্ষ এবং ইহার মধ্যে ৪ কোটী ৮ হাজার টাকা অংশীদারদের নিকট হইতে মূলধন বাবদ পাওয়া গিয়াছে। মজুদ এবং অন্যান্য তহবিলের পরিমাণ হইতেছে ৮ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা। সমবায় সমিতিসমূহের সভ্যদের আমানতের পরিমাণ হইতেছে ১ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা এবং বাহিরের লোকে সমবায় সমিতিগুলিতে আমানত করিয়াছে ১ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা। প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি এই সকল সমিতিগুলিকে আলোচ্য বর্ষে ১৫ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা ঋণদান করিয়াছে। বৃটীশ ভারতে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা হইতেছে ৬ শত এবং ইহাদের সভ্য এবং শাখা সমিতিগুলির সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে ৮০ হাজার জন এবং ১ লক্ষ ৪ হাজার টী। এই সকল ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকরী মূলধন হইতেছে ২৯ কোটী ২১ লক্ষ টাকা এবং অংশীদারদের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে বৃটীশ ভারতে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৮ টী।

কয়লার হিসাব

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ২ কোটী ৫৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টন এবং ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ২ কোটী ৬৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে ৮৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৪২ টন কয়লা রেলওয়েসমূহের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে (সেপ্টেম্বর হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত) ভারতে কয়লা আমদানীর পরিমাণ ছিল ৫ হাজার টন এবং ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল ১৭ লক্ষ ১০ হাজার ৮ শত ১০ টন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যালেরিয়া

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়পড়তায় বাৎসরিক ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৩ হাজার জন এবং ম্যালেরিয়ায় বৎসরে গড়পড়তায় মৃত্যুর হার হইতেছে ৪ হাজার ৩১৯ জন।

পেট্রোলের ব্যবহার হ্রাস

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকার পেট্রোলের ব্যবহার কমাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর যানবাহন চলাচলের অবস্থা এবং অনাবশ্যক ক্ষেত্রে কোন কোনটি বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন।

পেট্রোল ছাড়া মোটর চালাইবার প্রচেষ্টা

রেঙ্গুণের সংবাদে প্রকাশ, চীনা বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব অফিসার কর্ণেল জুলিয়ান এস লিয়াংএর আবিষ্কার সাফল্য লাভ করিলে ব্রহ্ম রোড হইতে চীন পর্য্যন্ত যে সমস্ত মোটর গাড়ী যাতায়াত করে সেগুলি পেট্রোলে না চালাইয়া ঘন তেলে চালান সম্ভব হইবে। ইহার ফলে যান চলাচলের ব্যয় অনেক হ্রাস পাইবে। কর্ণেল লিয়াং সম্প্রতি লাসিও হইতে চুংকিং পর্য্যন্ত একটানা মোটর ভ্রমণে পেট্রোলের বদলে কেরোসিন তৈল ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কৃষি ও শিল্প সমস্যা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৯ তম অধিবেশনের কৃষি শাখার সভাপতি ডাঃ নাজির আহম্মদ তুলা, পাট ও নারিকেলের ছোবরা সম্পর্কে কৃষি ও শিল্প সমস্যার আলোচনা করেন। তাহার অভিভাষণে প্রকাশ, ছোট ছোট সহর ও গ্রামের কাটুনীরা প্রায় ৫ লক্ষ গাঁইট তুলা হইতে সুতা তৈরার করে।

কারিগরী শিক্ষার ভিত্তি

গত ৩রা জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৯ তম অধিবেশনের ইঞ্জিনীয়ারিং শাখার সভাপতি ডাঃ অনন্তহরি পাণ্ডে তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, কারিগরী শিক্ষার উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। কৃষির উপরই শিল্প নির্ভর করে। অতএব কৃষির সঙ্গে শিল্পের সামঞ্জস্য না থাকিলে দেশের অর্থ-নৈতিক কাঠামো শক্ত হইবে না। উপসংহারে তিনি যুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্পসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা বোর্ড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলের স্থানীয় বোর্ডের সভ্যগণের এক সভায় সম্প্রতি মিঃ বি এম বিড়লা বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং মিঃ অমরকৃষ্ণ ঘোষ ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত সভায় মিঃ বি এম বিড়লা ও মি. এন এন লাহাকে পূর্ব্বাঞ্চলের পক্ষ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডে ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

ইষ্টার্ণ গ্রুপ সরবরাহ পরিষদ

প্রকাশ, দীর্ঘদিনের মেয়াদে সরবরাহ বিষয়ক একটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য ইষ্টার্ণ গ্রুপ সরবরাহ পরিষদে একটী নূতন দপ্তর খোলা হইয়াছে।

ব্রহ্মে প্রচলিত ব্যাঙ্ক নোট

বর্ত্তমান সঙ্কটে ব্রহ্মদেশে প্রচলিত ব্যাঙ্কনোট যাহাতে অনধিক আট আনা কমিশনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে কোন শাখায় ভাঙ্গাইতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশনের আবাসস্থল নির্ম্মাণ

প্রকাশ, সম্ভাবিত বিমান আক্রমণে নিরাশ্রয়দিগের আশ্রয় ও আহারের ব্যবস্থার জন্য কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে করপোরেশন এযাবৎ প্রায় ৪৫টী বাড়ী নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ মোট ৮০ টী বাড়ীর ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা ছাড়া করপোরেশন ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতার বাহিরে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের জন্য ১২টী আবাসস্থল নির্ম্মাণ করিবার একটী পরিকল্পনা করিয়াছেন। এইরূপ আবাসস্থলে মোট ১২ হাজার লোকের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

ভারতের মজুত গমের তথ্য সংগ্রহ

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতের গম কমিশনার বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যেন সমগ্র ভারতের বিশেষতঃ গম উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহের উৎপন্ন গম ও ময়দার মজুত পরিমাণের হিসাব সংগ্রহ করেন।

নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা

প্রকাশ, একটী ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী জাহাজ নির্ম্মাণ এবং মেরামত করিবার জন্য করাচী পোর্ট ট্রাষ্টের নিকট হইতে কতক জমি সংগ্রহ করিয়াছে।

বিড়লা হিন্দু ওয়েলফ্যায়ার ট্রাষ্ট

বাঙ্গলার অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জি, মিঃ এস এন বসু ও ডাঃ বি সি রায় বিড়লা হিন্দু ওয়েলফ্যায়ার ট্রাষ্টের পক্ষ হইতে সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, বাঙ্গলার বেকার যুবকগণ ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া যাহাতে ভদ্রভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে তজ্জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ প্রচেষ্টা চলিতেছে। বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করা ছাড়াও একটি শিল্প-মন্দির খোলা হইয়াছে। এখানে যাহারা থাকিবেন তাহাদের জন্য খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহাদিগকে বিভিন্ন শিল্প বিদ্যালয় ও কলকারখানায় ট্রেনিং দেওয়া হইবে। এই সব শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদিগকে লইয়া পরে সমবায় প্রথায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সব যুবক ঐ ব্যবসায়ের সমান অংশীদার হইবে।

ট্রাম ও টেলিফোন কোম্পানীর কর্ম্মচারী সম্পর্কে অর্ডিনান্স

কলিকাতা গেজেটের একটি অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী এবং বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশনের চাকুরিসমূহ অপরিহার্য্য কাজ চালাইবার ব্যবস্থা সম্পর্কিত অর্ডিনান্সের আমলে আসিবে।

তাঁতীদের সূতা সরবরাহ সমস্যা

ভারতের তাঁতীরা যাহাতে তাঁতে কাপড় বুনিবার জন্য ন্যায্য মূল্যে সূতা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থার কথা ভারত সরকার চিন্তা করিতেছেন। এই সম্পর্কে বিভিন্ন কলওয়ালা সমিতির নিকট পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁতীদের উপযুক্ত পরিমাণ সূতা সরবরাহের অসুবিধা দূর করিবার জন্য এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যে সমস্ত কলে সূতা প্রস্তুত হয় সে সকল কলে কারখানা আইনের ৩৪ ধারা প্রযুক্ত হইবে না। সে সমস্ত কারখানায় সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা করিয়া কাজ চালাইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত বিদেশে সূতা রপ্তানীর পরিমাণও কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক কাপড়ের কলকে কিছু পরিমাণ সূতা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের দরুণ যাহা প্রয়োজন তাহা রাখিয়া অবশিষ্ট সূতা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে তাঁতীদের সরবরাহ করিবেন।

খনি অঞ্চলে উদ্ধার কেন্দ্র

বড়লাটের শাসন পরিষদের শ্রমবিভাগের সদস্য স্যার ফিরোজ খাঁ নুন গত ৭ই জানুয়ারী ঝরিয়া কয়লা খনি উদ্ধার কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বৃটিশ ভারতে ইহাই এই জাতীয় একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

গ্রেট বৃটেনের পশম ক্রয়

অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে গ্রেট বৃটেন বৎসরে প্রায় ২ কোটী বেল পশম ক্রয় করিয়া থাকে। ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত বৃটেন ১ কোটী ৪০ লক্ষ বেল পশম অষ্ট্রেলিয়া হইতে ক্রয় করিবে। ইহার দাম হইবে প্রায় ২৪ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড।

ভারতে মানচিত্র মুদ্রণ সংখ্যা বৃদ্ধি

যুদ্ধের প্রয়োজনের জন্য ভারত সরকারের জরীপ বিভাগ হইতে মানচিত্র প্রকাশের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে বিভিন্ন বিষয়ের ১ হাজার ৬৬০টী মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল এবং মানচিত্র প্রকাশের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৪ লক্ষ ২৪ হাজার। ১৯৪০-৪১ সালে বিভিন্ন বিষয়ের মানচিত্র ও মোট মানচিত্র প্রকাশের সংখ্যা হইয়াছে যথাক্রমে ১ হাজার ৮৫০টী এবং ১৩ লক্ষ ৩১ হাজার। প্রত্যেক বিষয়ের মানচিত্র ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে।

ভারতে সৈন্য বিভাগের জন্য জিনিষপত্রাদির উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতের ডাক ও তার বিভাগের কারখানায় একটী বেতার যন্ত্র ও ইহার আনুষঙ্গিক কলকব্জা তৈয়ার হইয়াছে। প্রতি মাসে সৈন্য বিভাগের জন্য ভারতে ৮০ লক্ষ পোষাক প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এইরূপ পোষাক প্রস্তুতের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ এবং ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২ লক্ষ। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ৩২ কোটী টাকা মূল্যের ৬ কোটী ৯০ লক্ষ পোষাক তৈয়ারী করিবার একটী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহার জন্য প্রায় ৩২ কোটী ৪০ লক্ষ গজ বস্ত্রের দরকার হইবে। এইরূপ পোষাক প্রস্তুতের জন্য ৫৫ হাজার দর্জ্জিকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ৩০ লক্ষের অধিক সৈনিকদের জন্য জুতা প্রতি বৎসর তৈয়ারী হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে ১৯ কোটী টাকার জুতা প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। ৫০ লক্ষ ক্রুস এবং নানা প্রকার ছুরি কাঁচি, ৬ কোটী চামড়ার কোমর-বন্ধ এবং ১ শত কোটী বোতাম আর্থিক বৎসরে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদেশে রেলপথের জন্য সাজ-সরঞ্জাম যোগান দিবার উদ্দেশ্যে ভারত হইতে প্রায় ৮ কোটী টাকা মূল্যের জিনিষপত্র সরবরাহ করা হইবে। সম্প্রতি মধ্য এবং নিকট প্রাচ্যে রেলপথের জন্য আবশ্যকীয় সাজসরঞ্জাম যোগান দিবার নিমিত্ত ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার একটি অর্ডার পাওয়া গিয়াছে।

কয়েকটী প্রয়োজনীয় জিনিষের বাজার দর

বাংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কণ্ট্রোলার ৭ই জানুয়ারী তারিখে নিম্নলিখিত জিনিসগুলির দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। বিক্রেতাগণ এই দরে জিনিষ বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে। যদি কেহ এই নির্দ্দিষ্ট দরে জিনিস বিক্রয় করিতে অসম্মত হয় বা অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে মফঃস্বলে স্থানীয় পুলিশকে এবং কলিকাতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ কণ্ট্রোলারকে সংবাদ জানাইলে উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। (ক) শ্রেণীর দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীন থাকিবে এবং (খ) শ্রেণীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয় নাই। (ক) ডাল (পাইকারী) প্রতি মণ—৫৫০ ৬৲ এবং খুচরা প্রতি সের ৵৬ পাই ৵৯ পাই; চিনি (খ) পাইকারী প্রতি মণ—১২৲ ১২৷৹ এবং খুচরা প্রতি সের ।৵৬ পাই; ঘি সাধারণ পাইকারী প্রতি মণ—৫৩৲ এবং খুচরা প্রতি সের ১।৵৹ আনা; ঘি মাঝারি পাইকারী প্রতি মণ—৬৮৲ এবং খুচরা প্রতি সের ১৸৹ আনা; ঘি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাইকারী প্রতি মণ—৭৪৲ এবং খুচরা প্রতি সের ১৸৶৹ আনা; আটা (উৎকৃষ্ট শ্রেণীর) পাইকারী প্রতি মণ—৮৷৹ এবং খুচরা প্রতি সের ৶৬ পাই; ময়দা পাইকারী প্রতি মণ—৮৶৹ আনা এবং খুচরা প্রতি সের ৶৬ পাই; সরিষার তেল পাইকরী প্রতি মণ—১৫৷৹ আনা, ১৭৲ এবং খুচরা প্রতি সের ৶৬ পাই; গম পাইকারী প্রতি মণ—৫৸৹ আনা; নারিকেল তেল পাইকারী প্রতি মণ—১৬৷৹ আনা ১৭৷৹ আনা এবং খুচরা প্রতি সের ।৶৹ আনা ।৶৬ পাই; লবণ পাইকারী প্রতি মণ—৩৶৬ পাই এবং খুচরা প্রতিসের ⁄৭৷ পাই; কয়লা পাইকারী প্রতি মণ—৸৶৹ আনা ১৲ এবং খুচরা প্রতি মণ ৸৶৹ আনা ১⁄৹ আনা; চাউল (খ) পাইকারী প্রতি মণ—৫৲ ৬৲ এবং খুচরা প্রতি সের ৶৹ আনা। কলিকাতায় বর্ত্তমানে রেঙ্গুন চাউল মজুতের পরিমাণ হইতেছে প্রায় ১ লক্ষ মণ। এই চাউল প্রতি মণ ৫৲ এবং ৫৷৹ আনা দরে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম ভাসমান সেতু

ট্যাসমেনিয়ায় ডারওয়েণ্ট নদীর উপর পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম ভাসমান সেতু নির্ম্মিত হইতেছে।

কর্পোরেশন শ্রমিকদের খাদ্য সরবরাহ সমস্যা

সুদূর প্রাচ্যের জটিলতম পরিস্থিতির ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনের সম্মুখে তাঁহাদের ১৮ হাজার শ্রমিকের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বলবৎ রাখা সম্পর্কে বিশেষ জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে। প্রকাশ, শ্রমিকদিগকে প্রতি সপ্তাহে বেতন প্রদানের জন্য এবং বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের কয়েকজন নির্ব্বাচিত দোকানদারের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক কেন্দ্রে মুদীর দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। শ্রমিক কর্ম্মীদের ১৫ দিনের উপযোগী খাদ্য দ্রব্যাদি কর্পোরেশন মার্কেট গুদামে মজুত করিয়া রাখিবার জন্যও সুপারিশ করা হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্যাদি জমা করিয়া রাখিবার জন্য ৪০ হাজার টাকা আবশ্যক হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় মোটর গাড়ীর সংখ্যা হ্রাস

পেট্রল নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কারণে বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় মোটর গাড়ী রেজিষ্ট্রীকরার সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার কমিয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অষ্ট্রেলিয়ায় ৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪৮৮ খানি মোটর গাড়ী রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছিল ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৬৮ খানা, কিন্তু ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে ইহার সংখ্যা কমিয়া ৫ লক্ষ ৯ হাজার ৫৪৪ খানা হইয়াছে। ১৯২৮-২৯ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় ৭৩ হাজার ৫৪৭ খানা নূতন মোটর গাড়ী বিক্রয় হইয়াছিল এবং ১৯৩৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ৩ হাজার ২৩ জন লোকে নূতন মোটর গাড়ী কিনিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে নূতন মোটর গাড়ী বিক্রয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মাত্র ২৭৪ খানা।



পাঞ্জাবে ছুরি প্রস্তুতের সংখ্যা

সৈন্য বিভাগের প্রয়োজনের জন্য পাঞ্জাব সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের সঙ্গে মাসিক ১ লক্ষ করিয়া ছুরি যোগান দিবার একটা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মাসিক আরও ৫০ হাজার ছুরি যাহাতে পাঞ্জাব হইতে সরবরাহ করা যায় তাহার ব্যবস্থার জন্য প্রচেষ্টা চলিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় সুরাসার প্রস্তুতের কারখানা

যাহাতে বৎসরে ১ কোটী গ্যালন সুরাসার গম হইতে উৎপাদন করা যায়, তজ্জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় অতিরিক্ত একটী কারখানা স্থাপন করা হইবে। বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় যে সকল ভাঁটিখানা আছে তাহাতে বৎসরে ২০ লক্ষ গ্যালন সুরাসার উৎপাদিত হয়। যাহাতে ৪৪ হাজার টন অপরিশোধিত চিনি হইতে বৎসরে ৭০ লক্ষ গ্যালন পর্য্যন্ত সুরাসার প্রস্তুতের পরিমাণ বাড়ান যায়, সেইজন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চলিতেছে।

ভারতের কাপড়ের কলে সূতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ১১৮ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা কাটা এবং ৮৬ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্র বয়ন করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন করার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১০ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৭২ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড।

অষ্ট্রেলিয়ায় টিনে সংরক্ষিত ফল

১৯৪১ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় টিনে সংরক্ষিত ফলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৭ লক্ষ ৩২ হাজার ৭০১ বাক্স। ইহার মধ্যে কুল সংরক্ষিত বাক্সের সংখ্যা হইতেছে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৪৯টী, সফেদ আলু সংরক্ষিত বাক্সের সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪০৪টী এবং নাসপাতি সংরক্ষিত বাক্স ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ১৪৮টী।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বিদ্যাসাগর কটন মিলস লিঃ

(১৯৪০-৪১ সালের কার্য্যবিবরণী)

আমরা উপরোক্ত কটন মিলের গত ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। উক্ত বৎসরে মিলে উৎপন্ন ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৯৪ টাকার বস্ত্র বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৫৭ টাকা। এই বৎসরে মিলে ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জামের মূল্য, মিলের পরিচালনা ব্যয়, হেড অফিসের ব্যয়, কমিশন, এলাউন্স সুদ ইত্যাদি যাবতীয় খরচা বাদে মিলের ১৪হাজার ৫৯১ টাকা লাভ হইয়াছে। এই লাভ হইতে গত ১৯৩৯ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত প্রেফারেন্স শেয়ারের মালিকদের প্রাপ্য ডিভিডেণ্ড হিসাবে ৩ হাজার ৭৭২ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে প্রিলিমিনারি ব্যয় হিসাবে প্রদর্শিত সম্পত্তির পরিমাণ দেড় হাজার টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সাড়ে তিন হাজার টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৬ হাজার ১১৯ টাকা চলিত বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

কোম্পানীর ব্যালেন্সসীটে দেখা যায় যে, উহার পরিচালকবর্গ শেয়ার বিক্রয় করিয়া ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৪২ টাকা আদায় করিয়াছেন। কিন্তু উহা দ্বারা কোম্পানীর পরিচালনা ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়াতে উহাকে দেড় লক্ষ টাকার মত কর্জ্জ করিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছে। এই ঋণের সুদ বাবদ আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীকে ৭ হাজার টাকার মত প্রদান করিতে হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে, বর্ত্তমানে শেয়ার বিক্রয়ের উপর কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দের বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। শেয়ার বিক্রয় করিয়া আরও দুই লক্ষ টাকার মত তুলিতে পারিলে কলটী সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

কোম্পানীর মিল ও হেড অফিস সোদপুরে অবস্থিত। ১১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতাতে উহাদের একটি অফিস রহিয়াছে। মেসার্স ইউনাইটেড কমার্শিয়াল এজেন্সী উহার ম্যানেজিং এজেন্টস্ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক

১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী

সম্প্রতি আমরা কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের গত ১৯৪০সালের কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটীর সকলদিক হইতেই উন্নতি হইয়াছে দেখা যায়। গত ১৯৩৯ সালের শেষে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা। আলোচ্য বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬২ হাজার ৩৯১ টাকা। এই এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণও ৭০ হাজার ৯৩৫ টাকা হইতে ৯০ হাজার ৮৭৭ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের লাভ হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৩৷০ আনা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদত্ত হইয়াছে।

সম্প্রতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণকে লইয়া ব্যাঙ্কটীর পরিচালকমণ্ডলী পুনঃগঠিত করা হইয়াছে এবং কুষ্টিয়া সহরে একটী প্রশস্ততর ভবনে ব্যাঙ্কের হেড অফিস স্থানান্তরিত হইয়াছে। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর আরও উন্নতি কামনা করি।

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট জননায়ক শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত দাশ এম, এ চট্টগ্রামস্থ মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ এর চীফ ম্যানেজার রূপে যোগদান করিয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক বাংলা দেশের সিডিউল্ড ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। বর্ত্তমান সঙ্কট কালে শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর ন্যায় একজন অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিকে এই ব্যাঙ্কের অন্যতম কর্ণধার নিযুক্ত করিয়া ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু চট্টগ্রামের বহু যৌথ কোম্পানীর পরিচালক এবং তিনি তথাকার অনেক জন হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছেন। চট্টগ্রামের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী রূপে তিনি বহুবৎসরকাল যাবৎ কাজ করিতেছেন। আমরা আশা করি তাঁহার ন্যায় এরূপ অভিজ্ঞ ও কর্ম্ম-কুশল ব্যক্তির পরিচালনাধীনে মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারলাভ করিয়া উহা একটী সর্ব্বভারতীয় ব্যাঙ্করূপে পরিচিত হইবে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথকোম্পানী

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল প্রোপ্রাইটার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩ ও ৪ নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। জমি, ইমারত ইত্যাদি সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসা।

পুরুষোত্তম রামজী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পুরুষোত্তম রামজী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, রাজা উডমণ্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ইমারত নির্ম্মাণের ধাতব দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা।

গ্লোব ইঞ্জিনীয়ারীং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি বি রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—পোঃ কুষ্টিয়া, জেলা নদীয়া। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা যন্ত্রপাতি কলকব্জা নির্ম্মাণের কারখানা।

মেশিনারী এণ্ড মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর ডি কে বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১লক্ষ টাকা। ব্যবসা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার্স।

সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ—এক্স-অফিসিও ডিরেক্টর মিঃ মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

কমার্শিয়াল হাউস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কেওয়ালচাঁদ বাগড়ী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা জেনারেল মার্চেন্টস্।

নব বর্ষের দেওয়াল পঞ্জী

আমরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে ইংরেজী নব বর্ষের দেওয়ালপঞ্জী উপহার পাইয়াছি:—মেসার্স জি এস এম্পোরিয়াম, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একস্পানশন্ বোর্ড, ক্যালকাটা বিল্ডার্স ষ্টোর্স, প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক ও সাদার্ণ ব্যাঙ্ক।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী

বড় দিনের ছুটি উপলক্ষে ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বাজার বন্ধ থাকায় গতবার আমরা কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিতে পারি নাই। ইতিমধ্যে ভারতের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে এই যে, ইংলণ্ডস্থিত ভারতীয় ঋণের মোট পরিমাণ ১৮ কোটি ৮৩ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে একণে ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে ইংলণ্ডে গৃহীত ভারতীয় ঋণের পরিমাণ এক প্রকার শোধ হইয়া যাইবে বলা চলে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্ব্বের ন্যায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, গবর্ণমেণ্টের তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের গৃহীত টেণ্ডারের সুদের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে বার্ষিক শতকরা ১৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং আপাততঃ এই হারই বলবৎ হইল বলা যায়।

বিনিময় বাজারের অবস্থায় একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। বড় দিনের ছুটির পূর্ব্বে বাজারে রপ্তানী বিলের আধিক্য দেখা গিয়াছিল; আলোচ্য সপ্তাহে উহার পরিমাণ বহু হ্রাস পাইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বর্ত্তমান যুদ্ধ-সঙ্কটের মধ্যে জাহাজ চলাচলের অসুবিধা। অধিকন্তু, গত অক্টোবর মাসে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের মোট পরিমাণের তুলনায় অক্টোবরের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ভরসা এই যে, আমদানীর হ্রাস অপেক্ষা রপ্তানীর হ্রাসের পরিমাণ ১২ কোটি টাকা কম।

গত ৬ই জানুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ১৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ১৩ই জানুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৬ই জানুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ৫ই জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত মোট ৪ কোটি ১ লক্ষ টাকার ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকার বিল বিভিন্ন গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়াছেন। গত ৭ই জানুয়ারী হইতে আগামী ১২ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ঘোষিত সর্ত্ত অনুযায়ী ৯৯৸৩ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২রা জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ৩২১ কোটি ৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩১৪ কোটি ৫২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৩ কোটী ৯৪ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫ কোটি ৬৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৭১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৫১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহের বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫$\frac{৩}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	"	১ শি ৫$\frac{৫}{৩২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	"	১ শি ৬$\frac{৩}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী।

সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে জাপানের সাময়িক সাফল্য কলিকাতার শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। শেয়ার বাজারের সকল বিভাগেই একটা শৈথিল্য ও বিশেষ মন্দার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। বিভিন্ন শেয়ারের ন্যূনতম দর বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের সংখ্যাই কমিয়াছে। যাহা হউক এসপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবারে কতকটা দৃঢ়তার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর সামান্য কিছু বাড়িয়াছে—যদিও ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। ৩৲ টাকা এবং ৩।০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ যথাক্রমে ৮১৸৵০ আনা এবং ৯৪৸০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ৯৮৲ টাকা এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০০৸০ আনায় কাজকারবার হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এই বিভাগে বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই।

পাটকল

পাটকল শেয়ারের কতকটা চাহিদা দেখা গিয়াছিল। হাওড়ার শেয়ারের বিশেষ কোন বেচাকেনা হয় নাই।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের যে সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই দরে ইহাদের শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য কোন ক্রেতাই আগ্রহ দেখায় নাই। প্রকাশ, শেয়ার বাজারের বাহিরে কোন কোন স্থলে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ার নির্দ্ধারিত দরের চেয়ে অনেক কম মূল্যে বেচাকেনা হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৩রা জানুয়ারী—৯৮।৵০; ৫ই—৯৮।৵০; ৬ই—৯৮৴০; ৭ই—৯৮৲; ৮ই—৯৮।৴০। ৩।০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৩রা জানুয়ারী—৯৪।৴০ ৯৪॥৵০; ৫ই—৯৪।০ ৯৪৵০; ৬ই—৯৪।৴০ ৯৪৸৴০; ৭ই—৯৪॥০ ৯৪৸৴০; ৮ই—৯৪৸০ ৯৪৸৴০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৫ই জা:—৮১৸৵০। ৩।০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৫ই জা:—১০১॥৵০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৫ই জা:—১০৮॥৵০ ১০৮৸০; ৬ই—১০৮।৵০; ৭ই—১০৮।০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৬ই জা:—১০০৸৴০। ৫৲ সুদের ইউ, পি, বণ্ড (১৯৪৪) ৬ই জা:—১০৩৸০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ৭ই জা:—১০৩।০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৭ই জা:—১০৯।৴০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩রা জানুয়ারী—১০২৲; ৫ই—১০১॥০; ৬ই—১০১৲ ১০১॥০; ৭ই—১০১॥০; ৮ই—১০১।০ ১০১॥০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৬ই জা:—১,৫৭৩৲; (কণ্টি) ৬ই জা:—৩৮৬৲ ৩৯৩৲।

কাপড়ের কল

নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৩রা জানুয়ারী—৫৲; ৫ই—৪৸০ ৪৸৵০; ৬ই—৪॥৵০ ৪॥৴০; ৭ই—৪॥৵০; ৮ই—৪৸০। ডানবার ৫ই জা:—২৩৫৲; ৭ই—২৩৩৲। বাসন্তী (প্রেফ) ৬ই জা:—৫॥৴০; ৭ই—৬৲; ৮ই—৬৲। বেণারস কটন ৬ই জা:—৫৴০; ৮ই—৫।০। কেশোরাম ৬ই জা:—৯৴০ ৯৵০। এলগিন মিলস্ ৭ই জা:—২৭৴০ ২৭॥০।

ক্যামিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ৩রা জানুয়ারী—২০॥০; ৭ই—২০॥৴০ ২০৸০; ৮ই—২০॥৴০।

খনি

ইণ্ডিয়ান কপার ৫ই জা:—২৲। রোডেসিয়া কপার ৬ই জা:—॥৴০।

কয়লার খনি

ভালচেড ৩রা জানুয়ারী—১৸৵০; ৫ই—১৸৵০। ইকুইটেবল ৫ই জা:—৩৫৲। ওয়েষ্ট জামুরীয়া ৫ই জা:—৩০॥০। বেঙ্গল ৫ই জা:—৩৭১৲; ৬ই—৩৭২৲; ৭ই—৩৭০৲। ধেমো মেইন ৬ই জা:—১৩৲; ৭ই—১৩৲। বোকারো এণ্ড রামনগর ৭ই জা:—১৬৲। নিউ বীরভূম ৭ই জা:—১৬৲ ১৬॥৵০।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ) ৩রা জানুয়ারী—১২০৲; (অর্ডি) ৫ই জা:—১৩।০; ৬ই—১৩॥০; ৭ই—১৩৲। আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ৬ই জা:—১২॥৴০।

(ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল উন্নতির সম্ভাবনা)

পরাজয়ের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং যাহার ফলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল। জাপানের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে এই সংবাদেও পুনরায় সেইরূপ একটা উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইবে—একথা আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি। আর আমাদের মনে হয় যে, এরূপ অবস্থা ফিরিয়া আসিতে আর এক কি দেড় মাসের অধিক বিলম্ব নাই।

কিন্তু দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে শীঘ্রই একটা বড় রকম উন্নতি ঘটিবে তাহার উহা অপেক্ষাও শক্তিশালী কারণ রহিয়াছে। সংবাদপত্রে সকলেই উহা পাঠ করিয়াছেন যে, আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে সামরিক ব্যয় হিসাবে ২৬০০ কোটী ডলার এবং আগামী জুলাই মাস হইতে পরবর্ত্তী জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে ৫৬০০ কোটী ডলার ব্যয় করিবেন। অর্থাৎ শীঘ্রই যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট সামরিক প্রয়োজনে প্রত্যহ আমাদের দেশের হিসাবে ৫০ কোটী টাকা ব্যয় করিবেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে সামরিক ব্যয় হিসাবে প্রত্যহ ২০ কোটী টাকার মত ব্যয় করিতেছেন। এই বাবদ ভারত সরকারের দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইতেছে প্রত্যহ প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা। এই বিপুল অর্থ সৈন্যদল গঠন, সৈন্যদলের ভরণপোষণ এবং যুদ্ধজাহাজ বিমানপোত কামান বন্দুক ট্যাঙ্ক গোলা বারুদ ইত্যাদি নির্ম্মাণের জন্যই ব্যয়িত হইবে। এই কাজে বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টকে বাজার হইতে কি প্রকার বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে তাহা অনেকে ধারণাই করিয়া উঠিতে পারিবেন না। যে প্রকার মনে হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে মিত্রশক্তিদের অধীনস্থ সমস্ত দেশে কাঁচামাল ও শিল্পদ্রব্যের বাজার অত্যধিক গরম হইয়া উঠিবে। উহার ফলে প্রত্যেক দেশে আরও লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তির অন্নসংস্থানে উপায় হইবে, দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ অনেক বৃদ্ধি পাইবে, কাঁচামাল উৎপাদনকারিগণ তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর জন্য অধিকতর হারে মূল্য পাইবে, দেশে টাকার প্রচলন বৃদ্ধি পাইবে, ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ বাড়িবে, শেয়ার বাজারে শেয়ারের দর চড়িবে এবং সমগ্র দেশে একটা অভূতপূর্ব বুম বা ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির সৃষ্টি হইবে।

এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের খুব বেশী পরিমাণে লাভবান হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে মিত্রশক্তিদিগকে সৈন্য ও সমর সরঞ্জাম ভারতবর্ষ হইতেই অধিকতর পরিমাণে প্রেরণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের পশ্চিমে ইরাক, ইরাণ, মিশর প্রভৃতি দেশে যদি গোলযোগ আরম্ভ হয় তাহা হইলেও ভারতবর্ষই সৈন্য ও সমর সরঞ্জাম প্রেরণের প্রধান কেন্দ্র হইবে। উহার ফলে ভারতবর্ষে উৎপন্ন সর্ব্বপ্রকার কাঁচামালের চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে, ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকতর সম্প্রসারিত হইবে এবং সামরিক ও আধাসামরিক প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর কর্ম্মের সংস্থান হইবে। এরূপ অবস্থায় দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা, বীমা ব্যবসা ও অর্থনীতিক অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে যে খুব উন্নতি দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে যদি দেশের রাজনৈতিক সমস্যার একটা সমাধান ঘটে (এরূপ সমাধানের কোন আশা নাই একথা বলা যায় না) তাহা হইলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে এরূপ একটা অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধি দেখা দিবে যাহা কল্পনাতীত।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্ত্তমানে চতুর্দ্দিকে যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে ব্যবসায়ী অব্যবসায়ী কাহারও অবসাদ ও ভ্রান্তিগ্রস্ত হইবার কিছুমাত্র হেতু নাই বরং অদূর ভবিষ্যতে দেশের মধ্যে যে সমৃদ্ধি আসিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে তাহা ভাবিয়া সকলের আশান্বিত হইয়া উৎসাহের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

পাটকল

রামনগর ৩রা জানুয়ারী—৯২৲। আদমজী (প্রেফ) ৭ই জানুয়ারী—১৫২৲। আগরপাড়া ৫ই জা:—৩৭৷৹; ৬ই—৩৭৷৹ ৩৭৷৴৹; ৭ই—৩৭৸৹; ৮ই—৩৮৲। ডালহৌসী (প্রেফ) ৫ই জা:—১৬২৲। ফোর্ট গ্লষ্টার (প্রেফ) ৫ই জা:—১৬৫৲; কামারহাটী ৫ই জা:—৪৭০৲; ৭ই—৪৬৫৲। কাকনাড়া (প্রেফ) ৫ই জানুয়ারী—১৪৫৲। বিরলা ৮ই জা:—২৯৸৹। লরেন্স ৫ই জা:—২৫৩৲। মেঘনা ৫ই জা:—৫৭৷৹; ৬ই—৫৭৷৹; ৮ই—৫৭৷৹। ন্যাশনাল ৫ই জা:—২১।৹ ২১।৶৹; ৬ই—২১৶৹; ৭ই—২১৶৹। রিলায়েন্স (প্রেফ) ৫ই জা:—১৬৫৲। গৌরীপুর ৬ই জা:—৬৫৫৲ ৬৭৩৷৹; ৭ই—৬৬৭৲; ৮ই—৬৫৫৲। হুকুমচাঁদ ৬ই জা:—১২৲। ইণ্ডিয়া ৬ই জা:—৩৩০৲; ৭ই—৩২০৲ ৩২৭৲; ৮ই—৩২০৲। নেলিমার্লা ৬ই জা:—১৪০৲। এলায়েন্স (প্রেফ) ৭ই জা:—১২৫৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ৭ই জা:—৩৩১৲। বজ বজ ৭ই জা:—৩২৬৲। ক্যালকাটা জুট (প্রেফ) ৭ই জা:—১২০৲। হাওড়া ('এ' প্রেফ) ৭ই জা:—১৫৫৲। হেষ্টিংস (অর্ডি) ৭ই জা:—১০২।৹। নৈহাটি (প্রেফ) ৭ই জা:—১৬২৲। নদীয়া ৭ই জা:—৫৮৲। ওরিয়েণ্ট ৭ই জা:—১৭০৲; ৮ই—১৭০৲। প্রেসিডেন্সী ৭ই জা:—৫৲। ইউনিয়ন (প্রেফ) ৭ই জা:—১৫৪৲। লোথিয়ান ৮ই জা:—২৪০৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ষ্টিল করপোরেশন (প্রেফ) ৩রা জানুয়ারী—১১১৲; ৫ই—১১০৲ ১১০৷৹; ৭ই—১০৯৷৹ ১১০৲। ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ৫ই জা:—৩২৲; ৮ই—৩২৲। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৬ই জা:—৩৪২৲ ৩৪৬৲; ৭ই—৩৪১৲।

কাগজের কল

টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ৩রা জানুয়ারী—২০৶৹ ২০।৹; ৫ই—২০৲ ২০৶৹; ৬ই—২০৲; ৭ই—২০৲; ৮ই—১৯।৹ ১৯।৴৹। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ৫ই জা:—১৪৬৲ ১৪৮৲। শ্রীগোপাল পেপার ৫ই জা:—১৩৷৶৹। ৬ই—১৩৷৶৹; ৮ই—১৩৷৶৹। মহীশূর পেপার ৬ই জানুয়ারী—১৭৷৴৹। ওরিয়েণ্ট পেপার ৬ই জা:—১৫৷৹ ১৫৷৶৹, ৭ই—১৫৷৶৹।

চিনির কল

বলরামপুর ৩রা জানুয়ারী—১২৴৹ ১২।৴৹; ৮ই—১২।৶৹। রাজা ৩রা জা:—২৪।৹। বুলাণ্ড ৫ই জা:—২৩৲; ৭ই—২৩।৶৹। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ৫ই জা:—১২।৶৹; (প্রেফ) ৭ই জা:—১২৸৵; ৮ই—১২৸৶৹। চম্পারণ ৫ই জা:—১৯৸৴৹; ৬ই—১৯৸৹ ১৯৸৶৹। নিউ স্যাভান ৬ই জা:—১২।৶৹; ৭ই—১২৲; ৮ই—১২৲। প্রতাপপুর ৬ই জা:—১১৶৹; ৮ই—১১৲। রামনগর কেন এণ্ড সুগার ৬ই জা:—১১৲ ১১৶৹।

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯১৬-৪৬) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৫ই জানুয়ারী—১০৮৷৹। ৪৷৹ সুদের (১৯১৫-৪২) সালের চৌরঙ্গী প্রোপার্টি ৫ই জা:—১০০৷৹; ৭ই—৯৯৷৹। ৪৷৹ সুদের (১৯৩৭-৫২) সালের নৈহাটি জুট ৭ই জা:—১০৩৷৹। ৪৷৹ সুদের (১৯৩৯-৫৯) সালের নেলিমার্লা জুট ৮ই জা:—১০২৸৹।

চা-বাগান

সরুগাঁও ৬ই জানুয়ারী—১১।৶৹; ৭ই—১১।৹ ১১৷৹। বিশ্বনাথ ৭ই জানুয়ারী—২৬৸৶৹ ২৭৲। সেণ্ট্রাল কাছাড় ৮ই জা:—৭০৲। হাসিমারা ৮ই জা:—৪৮৲।

বিবিধ

এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অর্ডি) ৩রা জানুয়ারী—১১।৹; ৫ই—১১।৹ ৬ই—১১৴৹। বি, আই, করপোরেশন (অর্ডি) ৩রা জা:—৫৲; ৫ই—৪৸৹ ৪৸৶৹; ৬ই—৪৸৹ ৪৸৴৹; ৮ই—৪৸৹; (প্রেফ) ৫ই জা:—১১৭৲ ১১৮৲; ৭ই—১১৬৲। ইণ্ডিয়ান কেবলস ৩রা জা:—২২।৹; ৫ই—২২৲। আসাম সজ ৩রা জানুয়ারী—৩৷৹; ৬ই—৩৷৹ ৩৷৶৹। বেঙ্গল ফ্লাওয়ার ৫ই জা:—১৪৲। হুগলী ফ্লাওয়ার ৫ই জা:—১৬।৹। বামারলরি ৫ই জা:—৩২৫৲; ৬ই—৩২৫৲। মেদিনীপুর জমিদারী ৬ই জা:—৬৬৲ ৬৮৲। আইভান জোন্স ৬ই জা:—২৷৹। ডানলপ রাবার ৭ই জা:—৪০।৹। বুরোয়া টিম্বার ৭ই জা:—১৬৲ ১৬।৹।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী

পাটের বাজারে আগাগোড়া মন্দার ভাব চলিতেছে। কাজকর্ম্মে উৎসাহ ও উদ্যমের একান্ত অভাব সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। একদিকে বিক্রেতা মহল পাট বেচিয়া ফেলিবার জন্য উদগ্রীব, অন্যদিকে ক্রেতা মহল অর্থাৎ চটকলের

মালিকরা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। রপ্তানী বাজারের অবস্থাও অনুরূপ নৈরাশ্যজনক। কাজকারবার যাহা হইয়াছে তাহাকে আদৌ সন্তোষজনক বলা যায় না। রপ্তানী বাজারের অবনতি ঘটায়, ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশানের কর্মনীতি সম্পর্কে বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব রহিয়াছে। অবশ্য ইতিমধ্যে মিল মালিকগণ সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদে খুব বেশী ভরসা পাইবার কিছু নাই। পাটের বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

ফাটকা বাজারের কাজকারবার একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। পাটের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, মূল্য এখন নির্দ্দিষ্ট দরের কাছাকাছি উঠানামা করিতেছে মাত্র। এক কথায় ফাটকা বাজারে একটানা নৈরাশ্যের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের যথাসম্ভব বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৫ই জানুয়ারী	৫৭৶০	৫৭৲	৫৭৶০
৬ই "	৫৭৶০	৫৭৲	৫৭৶০
৭ই "	৫৭৲	৫৭৲	৫৭৲
৮ই "	৫৭৲	৫৭৲	৫৭৲
৯ই "	৫৬৸০	৫৬৸০	৫৬৸০

আলগা পাটের বাজারে বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। মিল মালিকগণ মোটেই আগ্রহ দেখাইতেছেন না। বিক্রেতা মহল অবশ্য খুবই তৎপর রহিয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোম পাট যথাক্রমে ১১৷৷০ আনা ও ৮৲ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও পূর্ব্বের ন্যায় মন্দার ভাব চলিতেছে।

থলে ও চট

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারেও মন্দার ভাব দেখা যায়। কাজকারবার যৎসামান্য হইয়াছে। অবশ্য সপ্তাহের শেষভাবে বাজারে কথঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশন সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ চালাইবার সিদ্ধান্ত বজায় রাখিয়াছেন। কলওয়ালাদের হাতে ডিসেম্বর মাসের মজুত থলে ও চটের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাহাজ সংস্থানে অসুবিধার ফলেই মজুত মালের পরিমাণ এরূপ বাড়িয়াছে বলিয়াই ব্যবসায়ী মহলে তেমন বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় নাই। ৯নং পোর্টার চট ফেব্রুয়ারী মাসে ১৬৲ টাকা, এপ্রিল-জুন ১৫।৶০ আনা ও বর্ত্তমানে ১৬৶০ আনায় এবং ১১নং পোর্টার বর্ত্তমানে ২০৸৵০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ২০৷৶ আনা ও এপ্রিল-জুন ২০৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী

বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে তূলা ও কাপড়ের বাজার প্রায় দুই সপ্তাহকাল বন্ধ ছিল বলিলেই চলে। সুতরাং বাজারের অবস্থা সম্পর্কে গতবার আমরা বিশেষ কিছু বলিতে পারি নাই। বাজার খোলা থাকিলেও কাজকারবার যে আদৌ সন্তোষজনক হইত না তাহা বাজারের হালচাল দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। কাপড়ের বাজারের এই অবনতির মূলে রহিয়াছে সুদূর প্রাচ্যে সামরিক বিপর্য্যয় ও উহার ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতা। বহু পশ্চিমবাসী ব্যবসায়ী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিস্তর দোকানপাটও বন্ধ হইয়াছে। মজুত মাল তাড়াতাড়ি খালাস করিবার জন্য বহু ব্যবসায়ী অনেক কম দাম হাঁকিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানের অনিশ্চিত অবস্থায় এরূপ লাভজনক দর পাওয়া সত্ত্বেও ক্রেতা মহল কাপড় কিনিবার দিকে আগ্রহ দেখাইতেছেন না। ফলে মজুত মাল আশানুরূপ খালাস হইতে পারিতেছে না। এক কথায় কাপড়ের বাজারের অবস্থা শোচনীয়, সুদূর প্রাচ্যের বিশেষতঃ মালয় ও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি কিছুটা অনুকূল না হওয়া পর্য্যন্ত কাপড়ের বাজারে এই নিদারুণ মন্দার ভাব দূরীভূত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

কাপড়ের বাজারের অবনতির ফলে স্থানীয় সূতার বাজারের ব্যবসায়ী মহলে নৈরাশ্য ও নিষ্ক্রিয়তার ভাব বিরাজ করিতেছে। আগাম ক্রয়বিক্রয় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। ক্রেতার অভাবে অল্প দরেও মজুত মাল হাতছাড়া করা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না।

কাপড়ের কলের ও সূতার কলের মালিকরা ছয় মাস ও তদূর্দ্ধ সময়ের সর্ত্তের সমুদয় কাজকারবার ইতিপূর্ব্বে সারিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই বর্ত্তমানে ভবিষ্যতের আশায় মূল্যের দ্রুত অবনতি কথঞ্চিৎ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন। নতুবা যে কোন মূল্যেই তাহাদিগকে এক্ষণে মাল বিক্রয় করিতে বাধ্য করিত।

তূলার বাজারেও মন্দার ভাব চলিতেছে। বোরোচ এপ্রিল-মে ১৯৪২ সাল তূলার দর ৬৷৷০ আনা হ্রাস পাইয়া আলোচ্য সপ্তাহে ২১৯৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মোট কথা, সূতা, কাপড় ও তূলার বাজারের এই অবনতি সুদূর প্রাচ্যের সামরিক অবস্থার উন্নতি ব্যতীত প্রতিরুদ্ধ হইবার আশা নাই।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী

এ সপ্তাহের প্রথমভাগে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই। সোণা সঞ্চয় করিবার জন্য ইহার খরিদের পরিমাণ বাড়ে নাই এবং দরও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। যাহা হউক আলোচ্য সপ্তাহের শেষদিকে সোণার দর কতকটা তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে জাপানের একটানা সাফল্যের জন্য সোণা ক্রয়ের দিকে লোকের পুনরায় আগ্রহ দেখা গিয়াছে। বোম্বাইয়ে রেডি সোণার দর দাঁড়াইয়াছে ভরি প্রতি ৪৮৷৷০ আনা এবং জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি ভরি সোণার দর হইতেছে যথাক্রমে ৪৭৷৷৶০ আনা এবং ৪৭৸০ আনা। বোম্বাইয়ে প্রতিটী গিনি ৩২।০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোণা ৪৭৷৷০ আনা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৪৭।৴০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৩৩৲ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট পাকা সোণা ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে তেজীর লক্ষণ দেখা গিয়াছে। রেডি রূপার ক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপা ৭০৷৷/০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে এবং জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৬৪৸৴০ আনা এবং ৬৫/০ আনা। কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপা ৭।০ আনা এবং প্রতি এক শত তোলা খুচরা রূপা ৭০৷৷০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩½ পেন্স এবং নিউ ইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪¾ সেণ্ট।

কলিকাতার বাজার দর

বাংলা সরকারের বাজার বিভাগ হইতে ৫ই জানুয়ারী কলিকাতা বাজারের কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যাদির যে দর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেওয়া হইল :—

কৃষিজাত দ্রব্যাদি—আটা (চান্দৌসী) প্রতি মণ—৬৷৷৶০ ; 'এগমার্ক' শ্রেণীর বিশেষ আটা প্রতিমণ—৮৶০ ; 'এগমার্ক' চাকী আটা প্রতিমণ—৭৷৷৶০ ; বাকতুলসী ধান— প্রতিমণ—৪৷৷/০ ; পাটনাই ধান প্রতিমণ—৪৷৷৬ পাই ; মোটা ধান প্রতিমণ—৪৶০ ; বাকতুলসী চাউল প্রতিমণ—৭৷৷/০ পাটনাই চাউল প্রতিমণ—৭৴০ ; মোটা চাউল প্রতিমণ—৬।০ ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তৈল প্রতিমণ—১৪৷৷০ ; 'এগমার্ক' শ্রেণীর সরিষার তৈল প্রতিমণ—১৭৲ ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতিমণ—৫৪৲ হইতে ৭৩৲ ; 'এগমার্ক' শ্রেণীর ঘি প্রতিমণ—৭০৲ ; ১নং চিনি প্রতিমণ—১১৷৷/০ ; ২নং চিনি প্রতি মণ—১১।৴০ ; গোদুগ্ধ প্রতি টাকায়—৫৷৷০ সের ; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণী—৸৶০ ; (খ) শ্রেণী—৷৷৴০ ; (গ) শ্রেণী—৷৷/০ ; (ঘ) শ্রেণী—।৴০ ; সাধারণ শ্রেণী—।৴০ ; হাঁসের ডিম সাধারণ শ্রেণী প্রতি কুড়ি—।৴০ ; বিহারের আলু প্রতিমণ—৩।০ ; ইলিশ মাছ প্রতিমণ—২০৲ ; রোহিত মাছ প্রতিমণ—২৪৲ ; সবরী কলা প্রতি ডজন—।০ ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—।৬ পাই ; সিলেটের কমলা লেবু প্রতি টাকায়—৫০টী। আসামের আনারস প্রতি টাকায় ৩টি।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪২ | ৩৫শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কল মালিক সমিতির (মিল ওনার্স এসোসিয়েশন অব বোম্বে) গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পূর্ব্ব বৎসর ভারতে চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৩৮৮টি। এ বৎসর কলের সংখ্যা দুইটি বাড়িয়া মোট ৩৯০টি দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবৎসর কলসমূহে তুলার ব্যবহারও ২ লক্ষ ৮৬ হাজার কেণ্ডি পরিমাণে (১ কেণ্ডি ৭৮৪ পাউণ্ডের সমান) বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে কাপড়ের কলসমূহে চলতি টাকু ও তাঁতের সংখ্যা এবার কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ১ কোটি ৬ হাজার টাকু ও ২ লক্ষ তাঁতে কাজ হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে সেইস্থলে ৯৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকু ও ১ লক্ষ ৯৮ হাজার তাঁতে কাজ হইয়াছে। এই সব বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, যুদ্ধের জন্য কলের উৎপন্ন বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও আসলে দেশে নূতন কাপড়ের কল তেমন বাড়ে নাই। চলতি তাঁত ও টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার বদলে তাহা বরং পূর্ব্বের তুলনায় কতকটা হ্রাসই পাইয়াছে। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে দেশীয় কলের উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু মুখ্যতঃ কাজের সময় বর্দ্ধিত করিয়াই উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইতেছে। ফলে যুদ্ধের সুযোগে দেশে নূতন নূতন কাপড়ের কল স্থাপিত হইবে ও নব নব যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠা করিয়া চলতি কলগুলির কার্য্যধারা বিস্তৃত করা হইবে বলিয়া যে আশা দেশবাসী পোষণ করিতেছিল কার্য্যতঃ তাহা বিশেষ কিছুই ফলবতী হয় নাই বলা চলে।

তবে আলোচ্য বৎসরে তাঁত ও টাকুর সংখ্যা যে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে তাহার মূলে মুখ্যতঃ আমেদাবাদের কাপড়ের কলসমূহের সাময়িক কার্য্য হ্রাসের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিই নিহিত রহিয়াছে। আমেদাবাদের অধিকাংশ কাপড়ের কলে ৪০ নম্বরের নিম্ন সুতায় কাজ চালাইবার ব্যবস্থা নাই। উচ্চ নম্বরের সুতায় কাজ চালাইতে হইলে বিদেশী তুলার যোগান আবশ্যক। কিন্তু যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে সেরূপ যোগান পাওয়া বর্ত্তমানে খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই আমেদাবাদের কাপড়ের কলসমূহে চলতি তাঁত ও টাকুর সংখ্যা স্বভাবতঃই হ্রাস পাইয়াছে। আমেদাবাদ ছাড়া অন্য স্থানে এইরূপ শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। ফলে প্রায় সর্ব্বত্রই কাপড়ের কলসমূহে চলতি তাঁত ও টাকুর সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। যুক্ত প্রদেশে কাপড়ের কলের তাঁত ও টাকুর সংখ্যা যথাক্রমে ৬ হাজার ও ৬ শত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজপুতনায় অনুরূপ উন্নতি দেখা গিয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহে পূর্ব্ব বৎসর ১০ হাজার ৩১৫টি তাঁত ও ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৭০০টি টাকুতে কাজ হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে চলতি তাঁত ও টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১০ হাজার

৬১৫ ও ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার দাঁড়াইয়াছে। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতি এতদিন অনেক পরিমাণে বোম্বাই ও আমেদাবাদেই কেন্দ্রীভূত ছিল। যুদ্ধের সুযোগে ভারতের অন্যান্য এলাকাতে যদি আজ বস্ত্রশিল্পের অপেক্ষাকৃত বেশী প্রসার সাধিত হয় তবে তাহা সুখের কথা সন্দেহ নাই।

যুদ্ধজনিত অতিরিক্ত প্রিমিয়াম

যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি সহরে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা দেখা গিয়াছে। ইহাতে ভারতীয় বীমা কোম্পানীর পরিচালকদের সমক্ষে আজ স্বভাবতঃই এক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতীয় সহরগুলিতে যদি বিমান আক্রমণ হয় তবে তাহাতে অনেক লোকের প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে। আর সে অবস্থায় ভারতীয় কোম্পানীসমূহের উপর পলিসি-গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ দাবীও বাড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। এই অবস্থায় বীমা কোম্পানীসমূহের ক্ষতি পূরণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে আলোচনা সুরু হইয়াছে। যেসব লোক বিপজ্জনক এলাকায় বাস করিতেছে তাহাদের পলিসির উপর অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করা সম্পর্কে কোন কোন কোম্পানী বিবেচনা করিতেছেন। কতকগুলি বৃটিশ বীমা কোম্পানী ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করিয়া বসিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যুদ্ধকালীন অবস্থায় ঐরূপ অতিরিক্ত প্রিমিয়ামের দাবী বীমা কোম্পানী-সমূহের পক্ষ অযৌক্তিক নহে। তবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া সম্পূর্ণ বিধিসঙ্গত উপায়েই সে দাবী কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা প্রয়োজন। এসম্পর্কে সুবিখ্যাত এ্যাকচুয়ারী মিঃ জি এস ম্যারাথে সম্প্রতি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে, বীমা কোম্পানীসমূহ উপযুক্ত সময়ের নোটিশ দিয়া পলিসির উপর আদায়ী প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি করিতে পারে। তবে সেভাবে প্রিমিয়াম বাড়াইতে গেলে তাহাদিগের পক্ষে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। যেসব লোক সামরিক কার্য্যে যোগদান করিবে কিংবা যেসমস্ত লোক কোন নিরাপদ স্থান হইতে ইচ্ছা করিয়া বিপজ্জনক এলাকায় গমন করিবে, বীমা কোম্পানী-সমূহের পক্ষে তাহাদের পলিসি সম্পর্কে বেশী প্রিমিয়াম দাবী করা অনুচিত হইবে না। কিন্তু বিমানাক্রমনের আশঙ্কায় পূর্ব্বেকার কোন নিরাপদ স্থান যদি এখন বিপজ্জনক এলাকায় পরিণত হয় তবে সেজন্য তথাকার বীমাকারীদের উপর অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করা অসঙ্গত হইবে। আমরা অভিজ্ঞ এ্যাকচুয়ারীর এই মন্তব্য সর্ব্বথা সমীচীন মনে করি এবং বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণকে সেই ভাবে তাঁহাদের কার্য্যনীতি স্থির করিতে অনুরোধ করি। বীমা কোম্পানী-সমূহের পক্ষে নিজেদের ক্ষতি বাঁচাইবার চেষ্টা যেরূপ সঙ্গত সেইরূপ তাহাদের কার্য্যে এদেশের দরিদ্র বীমাকারীরা অযথা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহা দেখাও কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থলে আমরা কলিকাতা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের অসংখ্য বীমাকারীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। বীমাকারীদের সহিত পলিসি সম্পর্কিত চুক্তি হওয়ার সময়ে এই সব অঞ্চলে বিমানাক্রমণ সম্ভাবনা দেখা দিলে সেজন্য অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করা হইবে বলিয়া কোন কথা ছিল না। এই সব অঞ্চল যে আজ বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেজন্য তাহাদিগকে দায়ী করাও চলে না। কাজেই এই সব অঞ্চলে বসবাস করার জন্য বীমাকারীদের নিকট হইতে ন্যায্যতঃই কোন অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করা যায় না। এই সব অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা গেলে সেই ক্ষতি কি ভাবে পূরণ করা যাইতে পারে সেবিষয়ে বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ গবর্ণমেণ্টের সহিত একটা বুঝাপড়া করিতে পারেন। প্রকৃত অবস্থা বিবেচনায় মিঃ জি এস ম্যারাথে বীমা কোম্পানীসমূহকে সেই উপদেশই প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরাও তাহাই অধিকতর অবলম্বনীয় মনে করি।

কয়লার দর বৃদ্ধি

কয়লার যোগান কম হওয়ায় ও উহার দর অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় দেশে নানারূপ দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। প্রথমতঃ কয়লা সরবরাহ বিষয়ে অব্যবস্থার দরুণ দেশের শিল্প কারখানার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ ব্যবহার্য্য কয়লার জন্য অতিরিক্ত মূল্য যোগাইতে গিয়া সহর অঞ্চলের গৃহস্থেরা ফতুর হইতেছে। এই অবস্থায় কয়লার যোগান বৃদ্ধি ও উহার মূল্য হ্রাসের জন্য কিছুকাল যাবৎ একটী আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। আশা করা যাইতেছিল কর্ত্তৃপক্ষ কয়লা সমস্যা সম্পর্কে পূরামাত্রায় সজাগ হইয়া শীঘ্রই একটা প্রতিকার করিবেন। কিন্তু বেঙ্গল কোল্ কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ কে ডাব্লিউ মিলিং সম্প্রতি এক বক্তৃতায় কয়লার ভবিষ্যৎ যেরূপ অন্ধকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কয়লার যোগান বৃদ্ধি ও উহার মূল্য হ্রাসের আশা নিতান্ত বৃথা বলিয়াই মনে হইবে। মিঃ মিলিং বলিয়াছেন, দেশের কয়লা কোম্পানীসমূহের কিছু সংখ্যক লোক বর্ত্তমানে যুদ্ধ প্রচেষ্টার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য খনি পরিচালনার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যে সাজ সরঞ্জাম পাওয়া যাইতেছে তাহার জন্যও খনির মালিকদিগকে অত্যধিক দাম দিতে হইতেছে। এইসব কারণে বেশী পরিমাণে কয়লা উৎপাদন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পড়তা খরচ বেশী হওয়ার দরুণ উৎপাদিত কয়লার মূল্যও স্বভাবতঃই বাড়িয়া যাইতেছে। তাহার সহিত কয়লা চালান দেওয়ার উপযোগী গাড়ীর সংখ্যা কম হওয়ায় দেশের অভ্যন্তরে কয়লার অপ্রাচুর্য্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে কয়লার দর আরও বৃদ্ধি পাওয়া একরূপ অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে হইতেছে।

নানাদিক বিবেচনা করিয়া মিঃ মিলিং এইভাবে কয়লার দর বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে কয়লা কোম্পানীর অংশীদারেরা অধিক লভ্যাংশের আশায় উৎফুল্ল হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতে দেশের জনসাধারণের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ বাড়িয়া যাইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে গৃহস্থ ঘরের ব্যবহার্য্য কয়লার দাম ছিল প্রতি মণ ছয় আনা। সেই স্থলে উহা ইতিমধ্যে ১৶০ আনায় পৌঁছিয়াছে। এই অবস্থায়ও যদি ভবিষ্যতে কয়লার দর আরও চড়িবারই সম্ভাবনা থাকে তবে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেণ্ট কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে কত রকম সমর সরঞ্জাম তৈয়ার করিতেছেন। অদূরবর্ত্তী খনি অঞ্চল হইতে কয়লা আনিবার উপযোগী রেল গাড়ীর সংখ্যা কিছু বাড়াইয়া দেওয়া কি তাহাদের পক্ষে এতই অসম্ভব? রেল গাড়ীর কতকাংশ যদি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইয়া থাকে তবে নূতন গাড়ী তৈয়ারের ব্যবস্থা কি তাহাদের কর্ত্তব্য নহে? কয়লার জন্য দেশের লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা যাহাতে ক্রমাগত বৃদ্ধি না পায় সেজন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে এই সমস্ত বিষয় একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ভারতে তাঁতশিল্পের দুর্দ্দশা

জাপানের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার পর হইতে ভারতবর্ষে কার্পাস সূতার আমদানী বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ফলে এদেশে সূতার যোগান কমিয়া গিয়া তাঁতশিল্পের সমক্ষে একটা বড় রকম সঙ্কট দেখা গিয়াছে। দেশের দরিদ্র তাঁতীরা এখন আর প্রয়োজনীয় মাত্রায় সূতার যোগান পাইতেছে না। অনেক অসুবিধা সহ্য করিয়া যে সামান্য পরিমাণ সূতা তাহারা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে তজ্জন্য মূল্য দিতে হইতেছে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী। তাঁত শিল্পের মারফতে সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষে প্রায় এক কোটি লোকের অন্নসংস্থান হইয়া থাকে। সূতার অভাবে ও সূতার দুর্ম্মূল্যতার জন্য বর্ত্তমানে যে

অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আরও কিছুকাল চলিলে অধিকাংশ তাঁতীকেই একেবারে কারবার গুটাইতে হইবে। সুখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট এতদিন পরে তাঁতশিল্পের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সজাগ হইয়াছেন এবং সূতা সরবরাহের সুবিধার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হইয়াছেন। প্রথমতঃ এদেশ হইতে যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে সূতা বাহিরে চলিয়া না যায় সেজন্য সূতার রপ্তানী সম্পর্কে তাঁহারা এক্ষণে কতকটা কড়াকড়ি বিধান প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ এরূপ স্থির করা হইয়াছে যে, দেশীয় কাপড়ের কলসমূহ তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সূতা প্রস্তুত করিবে তাহা তাহারা ভারত সরকারকে প্রদান করিবে এবং ভারত সরকার উহার একটা অংশ সামরিক প্রয়োজনে খরচ করিয়া বাকী সূতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের হাতে দিবেন। ঐরূপভাবে প্রাপ্ত সূতা বিভিন্ন প্রদেশের তাঁতীদের ভিতর নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করা সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ সুব্যবস্থা করিবেন। এই দুইটি পরিকল্পনা দ্বারা দেশের দরিদ্র তাঁতীদের পক্ষে কিছু বেশী সূতা পাওয়ার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু এসমস্ত দ্বারা আসল সমস্যার সর্ব্বাঙ্গীন সমাধান হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। প্রথমতঃ বলা যায়, এদেশ হইতে কখনও এত বেশী সূতার রপ্তানী হয় না যাহাতে ঐ রপ্তানী কতক পরিমাণে কমাইয়া দিলেই দেশে সূতার যোগান উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ান যাইতে পারে। যদিও বর্ত্তমান অবস্থায় একটি প্রয়োজনীয় চেষ্টা হিসাবে উহা আমরা খুবই সমর্থন করি। দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, এদেশের কাপড়ের কলসমূহে উহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সূতা তেমন বিশেষ কিছুই প্রস্তুত হয় না। কাজেই উহারা তাহাদের উদ্বৃত্ত সূতা ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে দিলে এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সামরিক প্রয়োজন মিটাইয়া বাকী অংশ তাঁতীদের ভিতর বণ্টনের ব্যবস্থা করিলে তাঁতীরা যে আসলে খুব সামান্য পরিমাণ সূতাই পাইবে তাহা নিশ্চিতভাবে ধরিয়া লওয়া যায়। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিতেছি তাঁতশিল্পের বর্ত্তমান সঙ্কট দূর করিতে হইলে এদেশে সূতার উৎপাদন উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করাই তাহার প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়। আর সেজন্য সামরিক অর্ডারের চাপ যথাসম্ভব কমাইয়া দেশীয় কাপড়ের কলসমূহকে বর্ত্তমানের তুলনায় অধিক পরিমাণ সূতা প্রস্তুত করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। সে বিষয়ে যত্নপর না হইয়া গবর্ণমেণ্ট যে দুইটি সহজ কার্য্যনীতি বাছিয়া লইয়াছেন তাহাতে সূতার অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা তেমন কিছু হ্রাস পাইবে না।

যুদ্ধ প্রচেষ্টা ও ব্যবসা বাণিজ্য

যুদ্ধ প্রচেষ্টার নামে জরুরী কার্য্যধারা অবলম্বনের যে হিড়িক সুরু হইয়াছে তাহাতে এদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। সামরিক প্রয়োজনে জাহাজের অভাব ঘটায় ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট দেশীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহের কতকগুলি জাহাজ নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি যুদ্ধের প্রয়োজনে মোটরযানের চাহিদা এতদূর বাড়িয়া গিয়াছে যে, ভারত সরকার সেই চাহিদা সম্যক মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। প্রকাশ, সে কারণে এদেশে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে বেসরকারীভাবে যে সমস্ত মোটর ও বাস প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কতকাংশ নিজেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে গ্রহণ করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। উহা যদি সত্য হয় তবে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের দিক হইতে তাহা আশঙ্কার কথা সন্দেহ নাই। বেসরকারীভাবে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্ত্তৃক যে মোটরযান ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই কোন না কোন ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে চালিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের অনেকটা ক্ষতি হইতেছে। এক্ষণে মোটর গাড়ী ও বাস প্রভৃতি যদি গবর্ণমেণ্ট নিজেদের হাতে গ্রহণ করেন তবে তাহাতে সেই ক্ষতির মাত্রা অনেক দূর বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের প্রথমে ভারতের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এদেশে মোটর নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়া তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন চাহিয়াছিলেন। এদেশে স্থায়ীভাবে একটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য না হউক, অন্ততঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে মোটরযানের খুব আবশ্যকতা হইবে মনে করিয়া ঐরূপ কারখানা স্থাপনে অনুমতি দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই সঙ্গত ছিল। কিন্তু তাঁহারা সে বিষয়ে বরাবর অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সেই অদূরদর্শিতার ফলেই মোটরযানের অভাব পূরণ করা আজ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সেই খেসারতটা বহন করিতে হইবে দেশের জনসাধারণকে ও বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে। আমাদের অনুরোধ দেশের বেসরকারী মোটরযানসমূহ নিজেদের হাতে লওয়ার সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভবপর ক্ষতির কথাটা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বেসামরিক কার্য্যে টেলিফোনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা হইবে বলিয়া সম্প্রতি যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে তাহাও আশঙ্কাজনক বলা যাইতে পারে। টেলিফোনের ব্যবহার আধুনিক যুগে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন সহরে টেলিফোনের সেরূপ ব্যবহার বর্ত্তমানে খুবই লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লীতে বেসরকারী টেলিফোনের সংখ্যা হ্রাসে কৃতসঙ্কল্প হইয়া একটি কমিটি বসাইয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য সহরেও টেলিফোনের সংখ্যা অনুরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। ঐরূপ কার্য্যনীতি অনুসৃত হইলে তাহাতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইবে সন্দেহ নাই। সামরিক প্রয়োজনে নানা দিক দিয়া জরুরী কার্য্যধারা অবলম্বনের আবশ্যকতা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপ কার্য্য দ্বারা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা আমরা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করি।

ভারতে গোল আলুর চাষ

এদেশে গোল আলুর উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সরকারের মার্কেটিং এডভাইসর (কৃষি পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কিত উপদেষ্টা) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ রিপোর্টে তিনি গোল আলুর অপ্রাচুর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া এদেশে উহার চাষ বৃদ্ধি করা সম্পর্কে সকলের আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। গোল আলুর যোগান কম হওয়ায় উহার দর অতিরিক্ত হারে বাড়িয়া গিয়া ইতিমধ্যে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সরকারী মার্কেটিং এডভাইসরের উপরোক্ত সুপারিশ আমরা সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। পাশ্চাত্য দেশসমূহের তুলনায় ভারতবর্ষে জনপ্রতি আলু ব্যবহৃত হইয়া থাকে কম। অথচ আলুর এইরূপ কম ব্যবহার সত্ত্বেও এদেশের চাহিদা মিটাইবার উপযোগী আলু ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় না। সেজন্য এখনও গড়ে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে প্রায় ১১ লক্ষ মণ আলু আমদানী করিতে হইতেছে। বেশী আলু উৎপাদনের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্ততঃ এই ১১ লক্ষ মণ আলু এদেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেশের টাকা দেশে রাখিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। মার্কেটিং এডভাইসর দেখাইয়াছেন যে, এদেশের পাহাড় অঞ্চলসমূহে গোল আলুর চাষ বাড়াইবার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া চাষাবাদে উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া অন্যান্য এলাকায়ও আলুর উৎপাদন বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বাড়ান যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলু বেশীদিন তাজা রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া এবং শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে সুবন্দোবস্ত করিয়া দেশীয় আলুর মূল্য ও সমাদর দুইই বর্দ্ধিত হইতে পারে।

মার্কেটিং এডভাইসরের এই উপদেশ সমগ্র ভারতের দিক হইতে ও বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা প্রদেশের দিক হইতে খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। বাঙ্গলায় যে গোল আলু উৎপন্ন হয় তাহা এপ্রদেশের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে খুবই অপর্য্যাপ্ত। বাঙ্গলা সরকারের মার্কেটিং বিভাগ হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি পুস্তক দৃষ্টে জানা যায়, বিদেশ ছাড়া আসাম, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ ও ব্রহ্মদেশ হইতেই বাঙ্গলায় প্রতিবৎসর গড়ে ১৯ লক্ষ ৯৯ হাজার মণ আলু আমদানী হইয়া থাকে। গড়ে প্রতি সের আলুর দাম দুই আনা করিয়া বরাদ্দ করিলে এইরূপ আমদানীর জন্য প্রতিবৎসর বাঙ্গলা হইতে প্রায় ১ কোটি টাকার মত বাহির হইয়া যায় বলা চলে। এপ্রদেশে গোল আলুর চাষ বৃদ্ধি করিয়া ঐ টাকা দেশে রাখিবার ব্যবস্থা করা অচিরেই কর্ত্তব্য।

ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থার উন্নতি

গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় এবং অনেকটা প্রাথমিক সাফল্য লাভ করায় জনসাধারণের মনে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়াতে এবং ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের মধ্যে অনেকে পরিবারবর্গকে বাহিরে পাঠাইতে বাধ্য হওয়াতে ব্যাঙ্কসমূহ হইতে টাকা উঠাইবার একটা ঝোঁক দেখা গিয়াছিল। এই সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। বড়ই সুখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে সাধারণের মন হইতে উপরোক্ত আতঙ্ক সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত না হইলেও ব্যাঙ্কসমূহের আর্থিক অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের তথ্যতালিকা পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

দুঃখের বিষয় যে, এদেশে ব্যাঙ্কসমূহের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে নিয়মিত ভাবে কোন তথ্যতালিকা প্রকাশিত হয় না। এজন্য কোন এক সময়ে ব্যাঙ্কসমূহের সমষ্টিগত অবস্থা কিরূপ এবং এই অবস্থা ক্রমে উন্নতি কি অবনতির দিকে ধাবিত হইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে অনেকটা কল্পনার উপর নির্ভর করিতে হয়। এদেশে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং তালিকার বহির্ভূত ব্যাঙ্ক মিলিয়া প্রায় এক সহস্র ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। কিন্তু উহার মধ্যে যে ৬২টী ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত, মাত্র তাহারই সমষ্টিগত বিবরণ প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে উপরোক্ত এক সহস্র ব্যাঙ্কে ১৯৪০ সালের শেষে যে ৩১৫ কোটী টাকার মত আমানত ছিল তাহার মধ্যে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতেই আমানতের পরিমাণ ছিল ২৮৭ কোটী টাকা। এই অবস্থায় তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-জগতের বেরোমিটার বলা যাইতে পারে এবং উহাদের অবস্থা হইতে সমগ্র দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এই দিক হইতেই আমরা বিষয়টীর পর্য্যালোচনা করিতেছি।

গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন জাপান আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে সাধারণের চলতি আমানতে ২১৮ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী আমানতে ১০৭ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা মজুদ ছিল। উহার অব্যবহিত পরেই যুদ্ধের জন্য জনসাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং ব্যাঙ্কসমূহ হইতে অনেকে টাকা উঠাইয়া লইতে আরম্ভ করে। কিন্তু সম্প্রতি গত ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ঐ সব ব্যাঙ্কে সাধারণের চলতি আমানতে ২১২ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী আমানতে ১০৮ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা মজুদ ছিল। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উপরোক্ত সময়ের মধ্যে যদিও ব্যাঙ্কসমূহে চলতি আমানতের পরিমাণ ৫ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে তথাপি এই সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৬৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশবাসীর মনে যে প্রকার আতঙ্ক বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাতে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া একটা কম কথা নহে। অবশ্য চলতি আমানতে টাকার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। তবে এই সম্বন্ধে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, ব্যাঙ্কসমূহ উপযুক্ত জামীন রাখিয়া অহরহই উহার আমানতকারিগণকে ওভারড্রাফ্‌ট অর্থাৎ ব্যাঙ্কে আমানতকারীর যে পরিমাণ টাকা জমা থাকে তদতিরিক্ত পরিমাণ টাকা উঠাইয়া লইবার অধিকার দিয়া থাকে এবং আমানতকারীকে যে পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা উঠাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা উক্ত আমানতকারীর হিসাবে জমা আছে বলিয়া ব্যাঙ্কের হিসাবপত্রে উল্লেখ করিয়া থাকে। এই ভাবে প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই আমানতের পরিমাণ কৃত্রিমভাবে ফাঁপিয়া উঠে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য ব্যাঙ্কসমূহ অধিকতর সাবধানতার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে এবং স্বভাবতঃই আমানতকারিগণকে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কম পরিমাণে ওভারড্রাফট প্রদান করিতেছে। ব্যাঙ্কে চলতি হিসাবে আমানতের পরিমাণ হ্রাস পাইবার উহা একটা বড় কারণ। এরূপ অবস্থায় এক মাস কাল সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহে চলতি আমানত জমা টাকার পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ মাত্র হ্রাস পাওয়াতে কোনই আতঙ্কের কারণ নাই।

কিন্তু ব্যষ্টি হিসাবে কোন ব্যাঙ্ক অথবা সমষ্টিগতভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা বিচার করিবার পক্ষে উহার নগদ টাকার স্বচ্ছলতার বিষয়ই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যাঙ্কের আমানত যত বেশী তাহার দায়ও তত বেশী। আমানত কমার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের দায়ও সমভাবে হ্রাস পাইয়া থাকে। কিন্তু আমানত হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্যাঙ্কের পক্ষে উহার আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দিক দিয়া গত এক মাসকাল সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থা অধিকতর সুদৃঢ় হইয়াছে বলা যায়। কেননা গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে যেস্থলে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ ছিল ৯ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা, সেই স্থলে গত ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা। পরবর্ত্তীকালের বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২রা জানুয়ারী তারিখের যে হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের পরে ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক সপ্তাহকালের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কসমূহের মজুদ টাকার পরিমাণ ৩ কোটী টাকা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। উহা হইতে একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে নগদ টাকার স্বচ্ছলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমান সপ্তাহে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির সমষ্টিগত বিবরণ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে যে সময়ে ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের চলতি আমানতের পরিমাণ প্রায় ৬ কোটী টাকা কমিয়া গিয়াছে সেই সময়ে ব্যাঙ্কসমূহের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি না পাইয়া সমভাবে থাকে তাহা হইলেও একথা বলা যায় যে, ব্যাঙ্কসমূহ কর্ত্তৃক উহাদের আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মোটের উপর ব্যাঙ্কসমূহের তথ্যতালিকা দৃষ্টে উহাই নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে জনসাধারণের ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়ার কোনই কারণ ঘটে নাই। বর্ত্তমানে দেশের ভিতরে যুদ্ধজনিত যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে তাহাতে সাধারণের সঞ্চিত অর্থ নিরাপদ রাখিবার পক্ষে ব্যাঙ্ক অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্থান আর কিছু নাই। যাহারা এক্ষণে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়া তাহা নিজের কাছে রাখিতেছেন তাঁহারা যে কেবল অহেতুক আতঙ্কবশে ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্য সুদ হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন এরূপ নহে—উহারা নিজের জীবন ও সঞ্চিত অর্থ উভয়ই বিপন্ন করিতেছেন। ইতিমধ্যে উহার দৃষ্টান্তও পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি কলিকাতা হইতে ৬ হাজার টাকা লইয়া মফঃস্বলে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে তাঁহার সাকুল্য টাকা অপহৃত হইয়াছে। উহা হইতে অন্য সকলকে আমরা সাবধান হইতে অনুরোধ করিতেছি। ইউরোপে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু দেশ শত্রু কবলিত হওয়া সত্ত্বেও ঐসব দেশের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্কের পতন ঘটিয়াছে বলিয়া কিছু শুনা যায় নাই। ভারতবর্ষে যেরূপ অবস্থাই ঘটুক বা কেন তাহাতে ব্যাঙ্কসমূহ যে অটল থাকিবে তাহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

রেল বিভাগের আর্থিক স্বচ্ছলতা

বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য অত্যধিক ব্যয় বৃদ্ধি হেতু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সাধারণ বিভাগ এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের রাজস্বের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের আমলে ভারত সরকারের রেল বিভাগ অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গত সপ্তাহে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি যে, চলতি বৎসরে বাঙ্গালা সরকারের রাজস্বে দুই কোটী টাকার মত ঘাটতি হইবে এবং আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ আরও বেশী হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সাধারণ বিভাগের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে যে, ডাক ও তার বিভাগ বাদ দিয়া চলতি সরকারী বৎসরের নবেম্বর পর্য্যন্ত প্রথম ৮ মাসে ভারত সরকারের আয়ের তুলনায় সোয়া ছয়ত্রিশ কোটী টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু গত ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের আয় পূর্ব্ব বৎসরের এই সময়ের তুলনায় ১১ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। চলতি বৎসরের রেলওয়ে বিভাগের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে গত বৎসরের তুলনায় এই বিভাগে আয় এক কোটী টাকা কম হইবে এবং উহার পরিচালনা ব্যয় ১ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা বেশী হইবে—এইরূপ বরাদ্দ করিয়া বৎসরের শেষে ঐ বিভাগে ১১ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, চলতি বৎসরের প্রথম ৮ মাসে আয় কমা দূরে থাকুক গত বৎসরের তুলনায় উহা ১১ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। ব্যয় সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই। তবে ব্যয় যতই হউক, আয় যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবার যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, চলতি বৎসরে রেল বিভাগে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২০ কোটী টাকার কম হইবে না।

রেল বিভাগের এই সমৃদ্ধির বহুবিধ কারণের কথা উল্লেখ করা যায়। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য সৈন্য চলাচল এবং উহাদের রসদ সরবরাহের জন্য রেলপথসমূহের আয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধে বন্দী ও আহত যে সমস্ত সৈন্যদলকে ভারতে আনা হইয়াছে তাহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরের জন্যও রেল বিভাগের কাজ অনেক বৃদ্ধি পাওয়াতে উক্ত বিভাগের আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য ভারতের কলকারখানাসমূহে যে বিপুল পরিমাণ সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে তাহার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও কয়লা সরবরাহ এবং কারখানার প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী যথাস্থানে প্রেরণ করিবার ফলেও রেলের আয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে ভারতের উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহে যে সমস্ত জাহাজ মালপত্র লইয়া যাতায়াত করিত সেই সব জাহাজের অধিকাংশ সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়াতে এক্ষণে প্রধানতঃ রেলপথেই ভারতের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে মালপত্র আনীত ও নীত হইতেছে এবং এজন্যও রেলের আয় অত্যধিক বাড়িয়াছে। তারপর পেট্রলের সরবরাহ কমাইয়া দেওয়ার জন্য ভারতের অনেক অঞ্চলে মোটর বাস ও মোটর লরীর চলাচল বন্ধ হইয়াছে এবং পূর্ব্বে যে সব যাত্রী ও মালপত্র মোটরযোগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হইত তাহা এখন রেলপথের সাহায্যে স্থানান্তরিত হইতেছে। সর্ব্বোপরি কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে বোমা পতনের আশঙ্কা হওয়াতে লক্ষ লক্ষ লোক সহর পরিত্যাগ করিয়া মফঃস্বলে আশ্রয় লইতেছে এবং পূর্ব্বে যাহারা সহরে থাকিয়া কাজ করিত তাহাদের মধ্যেও বহু ব্যক্তি বর্ত্তমানে দৈনিক যাত্রী হিসাবে বাহির হইতে সহরে যাতায়াত করিতেছে। যুদ্ধের জন্য বহু সংখ্যক ব্যক্তির চাকুরী হওয়াতে এবং দেশের লোকের হাতে অধিকতর অর্থাগম হওয়াতেও রেলে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপারের সমষ্টিগত ফল হিসাবেই বর্ত্তমানে ভারতীয় রেলপথসমূহের এরূপ অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছে।

বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য অত্যধিক ব্যয় বৃদ্ধি হেতু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের রাজস্বের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে রেলবিভাগের উপরোক্তরূপ সমৃদ্ধির ফলে তাহার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারিত। গত ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে যখন প্রদেশসমূহে নূতন শাসনতন্ত্র বলবৎ হয় সেই সময়ে স্যার অটো নিমেয়ারের নির্দ্দেশ মত এরূপ স্থির হইয়াছিল যে, আয়কর বিভাগে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রাপ্ত টাকার অর্দ্ধেকাংশের সহিত রেল বিভাগ হইতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রাপ্ত টাকা মিলিয়া যদি ১৩ কোটী টাকা হয় তাহা হইলে আয়কর বিভাগে প্রাপ্ত টাকার বাকী অর্দ্ধেকাংশ প্রদেশসমূহের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে বণ্টিত হইবে। কিন্তু আয়করের অর্দ্ধেক ও রেল বিভাগ হইতে প্রাপ্ত টাকা মিলিয়া যদি ১৩ কোটী টাকার কম হয় তাহা হইলে আয়করের বাকী অর্দ্ধেক হইতে টাকা কাটিয়া লইয়া উক্ত ১৩ কোটী টাকা পূরণ করা হইবে এবং তৎপর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। এই ব্যবস্থামত ১৯৩৭-৩৮, ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে প্রদেশসমূহ আয়কর বাবদ তেমন কিছুই পায় নাই। কারণ উক্ত তিন বৎসরে আয়কর বিভাগে ভারত সরকারের আয় কম ছিল এবং রেল বিভাগ হইতে উক্ত তিন বৎসরে ভারত সরকারের তেমন আয় হয় নাই। ভারত সরকার রেল বিভাগ হইতে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ২ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা, ১৯৩৮-৩৯ সালে ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ৪ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা মাত্র পাইয়াছিলেন। ১৯৪০-৪১ সালের সংশোধিত হিসাব অনুসারে ভারত সরকার রেল বিভাগ হইতে ৯ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা পাইবেন এবং ১৯৪১-৪২ সালে এই আয়ের পরিমাণ ১৫ কোটী টাকার কম হইবে না। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে যদি নিমেয়ারী ব্যবস্থা বলবৎ থাকিত তাহা হইলে প্রদেশসমূহ আয়কর বিভাগের আয়ের পূরা অর্দ্ধেকাংশই পাইত। কিন্তু যুদ্ধের ফলে যেমনি দেখা গেল যে, আয়কর বিভাগ হইতে এবং রেল বিভাগ হইতে ভারত সরকারের আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে অমনি গবর্ণমেণ্ট নিমেয়ারি ব্যবস্থা বাতিল করিয়া নিয়ম জারী করিলেন যে, ১৯৪০-৪১ সাল হইতে রেল বিভাগ হইতে প্রাপ্ত আয়ের সহিত ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রদেশসমূহকে আয়কর বাবদ দেয় টাকার কোন সম্পর্ক থাকিবে না এবং আয়কর বিভাগের আয়ের অর্দ্ধেক হইতে ৪॥ কোটী

(১০২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাসস্থান সমস্যা (২)

গত সপ্তাহে আমরা ভারতে জনসাধারণের বাসস্থান সম্পর্কিত অভাব ও অব্যবস্থার কথা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই সমস্যা কেবল ভারতবর্ষেই দেখা দেয় নাই। জগতের বর্ত্তমান উন্নতিশীল দেশগুলির অনেকগুলিতেই পূর্ব্বে এই সমস্যা দেখা গিয়াছিল এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বর্ত্তমানেও যে তাহা কতক পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে না তাহা নয়। কিন্তু ঐ সব দেশের সহিত আমাদের দেশের পার্থক্য এই যে, আমাদের দেশে বাসস্থান সমস্যার প্রতিকারকল্পে আজও যে স্থলে কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা সুরু হয় নাই, জগতের প্রায় সমস্ত উন্নতিশীল দেশসমূহের গবর্ণমেন্ট সে স্থলে সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া ইতিমধ্যে ঐ সমস্যার অনেকটা প্রতিকার করিয়াছেন। অধিকন্তু লোকের বাসস্থান ও তাহার আবেষ্টনীর সমূহ উন্নতি সাধন করিয়া জাতীয় কল্যাণ বিধানের দিকে বর্ত্তমানেও তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে ইংলণ্ড, জাপান ও রাশিয়াতে এই ধরণের সরকারী চেষ্টা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা গিয়াছে। আমরা ঐ তিন দেশের গবর্ণমেন্টের অবলম্বিত কার্য্যনীতি ও তাহার সাফল্য আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

গত ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে লোকের বাসস্থান ও তাহার আবেষ্টনী সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট তেমন কোন নজর দেন নাই। জনসাধারণ তাহাদের রুচি ও সঙ্গতি অনুযায়ী তাহাদের আবাস গৃহের ব্যবস্থা করিত। এ সমস্তের পিছনে কোন সুসঙ্গত নীতি বা পরিকল্পনা ছিল না। ফলে ইংলণ্ডের পল্লীতে ও সহরে লোকের বাসস্থানের অবস্থা অনেক পরিমাণে অনুন্নত ছিল। লোকের আবাস গৃহ ও তাহার পরিবেষ্টনী খারাপ থাকার জন্য একদিকে দেশে রোগ-শোক ও অকালমৃত্যু এবং অপরদিকে লোকের ভিতর নানারূপ দুর্নীতি ও অপরাধ-প্রবনতা খুব বেশী মাত্রায় লক্ষিত হইত। দেশের জনবৃদ্ধির সঙ্গে বাসস্থান সম্পর্কিত অভাব ও অব্যবস্থা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠার ফলে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ঐ সমস্যার প্রতিরোধের জন্য ১৮৬৯ সাল হইতে ১৮৯০ সালের মধ্যে কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ঐ সকল আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অস্বাস্থ্যকর বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলার ব্যবস্থা করা ও নোংরা কুটীর ও নোংরা আবেষ্টনীযুক্ত গ্রাম বা বস্তী এলাকাগুলির সংস্কার সম্পর্কে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া।

এই সমস্ত আইনে বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ বিষয়ে সরকারী সাহায্যের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু কালক্রমে ইহা বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে যে, নূতন বাড়ীঘর তৈয়ার বিষয়ে সাধারণকে তাঁহাদের প্রয়োজন মত অর্থ সাহায্য করিতে না পারিলে কেবল অস্বাস্থ্যকর বাড়ী ঘর ও বস্তী ভাঙ্গিয়া দেওয়ার মামুলী বিধান দ্বারা বাসস্থান সম্পর্কে স্থায়ী উন্নতি সাধন করা যাইবে না। কাজেই গবর্ণমেন্ট পরবর্ত্তীকালে (বিশেষ করিয়া ১৯১৯ সাল হইতে) বাসস্থান সম্পর্কিত আইন (হাউসিং এ্যাক্টস্) সংশোধন করিয়া বাড়ীঘর নির্ম্মাণের প্রয়োজনে সরকারী অর্থ সাহায্য ও সরকারী ঋণ প্রদানের বিধান বলবৎ করেন। উহার পর হইতে ইংলণ্ডে নূতন বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ বিষয়ে একটা বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। ফলে বাসস্থান সম্পর্কিত অভাব এবং অব্যবস্থাও ক্রমে বিদূরিত হইতে থাকে। গত ১৯১৯-২০ সাল হইতে ১৯৩১-৩২ সাল পর্য্যন্ত ১৩ বৎসরে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট নিজেদের কর্ত্তৃত্বে দেশের লোককে ৬৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪৪১টি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই বাড়ীগুলির জন্য সরকারী তহবিল হইতে ১০ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫১ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষকে ও জনসাধারণকে পৃথকভাবে অর্থ সাহায্য দিয়াও গবর্ণমেন্ট দেশে নূতন বাড়ীঘর নির্ম্মাণে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ দিয়াছেন। ১৯১৯-২০ সাল হইতে ১৯৩১-৩২ সাল পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্ট নূতন বাড়ী ঘর নির্ম্মাণের জন্য দেশের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে ৩৮ কোটি পাউণ্ড ও জনসাধারণকে ২৫ কোটি পাউণ্ড পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বাসস্থান সম্পর্কিত উন্নতির জন্য ঐরূপ সাহায্য প্রদান করিতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট দেশের পল্লী অঞ্চলের কথা বিস্মৃত হন নাই। গ্রামের লোকদের বাসগৃহ সম্পর্কেও তাঁহারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ১৯১৯ সাল হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলে মোট ৪ লক্ষ ৫২টী নূতন বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়। ঐ নূতন বাসগৃহের মধ্যে ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৮০০টিই সরকারী অর্থসাহায্য পাইয়াছিল। এইরূপ সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ তৎপরতার ফলে ইংলণ্ডে ১৯৩২ সালের পর নূতন বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ বিষয়ে আরও বেশী উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। লণ্ডনের 'ইকনমিষ্ট' পত্র পাঠ করিয়া জানা যায়, গত ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ডে মোট ৩ লক্ষ ৪০ হাজার বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে ১ লক্ষ ৫ হাজারটি গৃহ সরকারী সাহায্য ও মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যে ও বাকী ২ লক্ষ ৩০ হাজারটি গৃহ সাধারণের চেষ্টাযত্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ১৯৩৫ সালের হাউস এ্যাক্ট অনুসারে বলা হইয়াছে যে, দেশের লোকের স্বাস্থ্য ও নীতিগত উন্নতির জন্য প্রতি জন পিছু ৭০ হইতে ৯০ বর্গ ফুটের এক একটি আবাসগৃহের ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই নীতিতে উপযুক্ত সংখ্যক বাসগৃহের ব্যবস্থা করিয়া ইংলণ্ড আজ পরিপূর্ণ জাতীয় উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করিতেছে। সরকারী চেষ্টা ও উৎসাহ তৎপরতায় এপর্য্যন্ত ঐদেশে লোকের বাসস্থান সম্পর্কে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা সকল বিষয়েই উল্লেখযোগ্য।

ইংলণ্ড ছাড়া অন্য যেসব উন্নতিশীল দেশ লোকের বাসস্থানের উন্নতি সম্পর্কে উপযুক্তরূপ চেষ্টাযত্ন নিয়োগ করিয়াছে তাহার মধ্যে জাপান অন্যতম। জাপানের বিশেষত্ব এই যে, ঐদেশ সরকারী কর্ত্তৃত্বে বাসস্থান সম্পর্কিত উন্নতির চেষ্টা না করিয়া সাধারণের স্থাপিত সমবায় সমিতির মারফতে ও বিল্ডিং সোসাইটির মারফতে উক্ত বিষয়ে সাফল্যের সহিত কাজ চালাইয়াছে। গত ১৯১৮ সালে জাপান গবর্ণমেন্ট এক আইন প্রণয়ন করিয়া দেশে বাড়ীঘর নির্ম্মাণের জন্য স্থাপিত বিল্ডিং সোসাইটিগুলিকে কম সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ঐসব সোসাইটিকে সরকারী বন হইতে কম মূল্যে কাঠ সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত করা হয়। রেলে ও অন্য যানবাহনে কম ভাড়ায় মালমসলা চলাচল করা সম্পর্কেও গবর্ণমেন্ট উহাদিগকে সুবিধা দিতে থাকেন। ঐরূপ ব্যবস্থার ফলে দেশে বিল্ডিং সোসাইটির সংখ্যা ও তাহাদের কার্য্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। গত ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত জাপানে ২৬১টি হাউস বিল্ডিং সোসাইটি ছিল। উক্ত বৎসর পর্য্যন্ত এই সব সোসাইটী ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ২০ হাজার

ইয়েন ব্যয় করিয়া ৩৩ হাজার ৫০০টি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ১৯২১ সালে জাপান গবর্ণমেণ্ট বাসস্থান সম্পর্কিত একটি আইন প্রণয়ন করিয়া বাড়ীঘর নির্ম্মাণের জন্য জনসাধারণকে সমবায় সমিতি স্থাপনে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত ঐদেশে ২ হাজার ৭০০টি সমবায় বাড়ী নির্ম্মাণ সমিতি গড়িয়া উঠে। এই সমিতিগুলির সদস্যসংখ্যা ছিল ৩০ হাজার এবং উঁহারা নূতন বাড়ীঘর নির্ম্মাণে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত ৬ কোটি ৭০ লক্ষ ইয়েন ব্যয় করিয়াছে। এইসব সমিতিকে সরকারী ট্যাক্স হইতে রেহাই দিয়া ও উহাদিগকে জমি খরিদ সম্পর্কে সুবিধা দিয়া জাপান গবর্ণমেণ্ট ঐসব সমিতির কার্য্যে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন।

সরকারী চেষ্টাযত্ন ও অর্থ সাহায্য যথোপযুক্ত পরিমাণে নিয়োজিত হইলে কোন দেশে বাসস্থান সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা যে মোটেই কঠিন নহে সেবিষয়ে বর্ত্তমান যুগের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল রাশিয়া। সাম্যবাদীরা ঐদেশের শাসনতন্ত্র হস্তগত করিবার পর হইতে তাঁহারা ঐদেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে যত্নপর হইয়াছেন। দেশের জনসাধারণ ও বিশেষ করিয়া কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া বিষয়ে তাঁহারা সুপরিপল্পিত চেষ্টাযত্ন ও অর্থব্যয়ের কোন ত্রুটি করিতেছেন না। পূর্ব্বে রাশিয়ায় কৃষক ও শ্রমিকদের বাসস্থান হিসাবে কেবল মাটির নির্ম্মিত সামান্য ধরণের কুটীর ঘরই প্রচলিত ছিল। রাশিয়ার সাম্যবাদী গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে কৃষক ও শ্রমিকদের বাসস্থান হিসাবে আজ তথায় বিপুল সংখ্যায় স্বাস্থ্যসম্মত পাকাবাড়ী গড়িয়া তোলা হইতেছে। গত ১৯২৬ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত রাশিয়ায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ বর্গ মিটারের (এক মিটার এক গজের চেয়ে আয়তনে কিছু বড়) বাসভবন নির্ম্মাণ করা হয়। উহা দ্বারা ১০ লক্ষ শ্রমিকের আবাসগৃহের সংস্থান হয়। তৎপর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে গত ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩২ সালের মধ্যে আরও ৮৬ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ মিটারের বাসভবন নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সেজন্য গবর্ণমেণ্ট ৪০০ কোটি রুবল (এক রুবল প্রায় ২৷৶০ আনার সমান) ব্যয় করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা সম্পর্কে রাশিয়ায় আরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বাসস্থান সম্পর্কিত এইরূপ উন্নতির ফলে রাশিয়ায় কৃষক শ্রমিকদের জীবনযাত্রার আদর্শ আজ সকল দিক দিয়াই সমুন্নত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

লোকের বাসগৃহ সমস্যা সম্পর্কে ভারতবর্ষে এপর্য্যন্ত কতদূর কি করা হইয়াছে এবং রাশিয়া, ইংলণ্ড ও জাপান প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়া এদেশের কি করণীয় রহিয়াছে আগামী সপ্তাহে আমরা তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব।

কয়লার ঘাটতির জের

আমেদাবাদের জেলা ট্রাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্টের এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, কয়লার ঘাটতি বশতঃ সামরিক মালপত্র, তুলার বণ্ডিল, খাদ্যদ্রব্য, সংবাদপত্র, পেট্রোল প্রভৃতি ছাড়া অন্যান্য মাল প্রেরণের ব্যবস্থা রহিত করা হইয়াছে। বস্ত্র চালান বন্ধ হওয়ায় মিলগুলি বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছে। আট দশটি কাপড়ের কল রাত্রিতে কাজ চালাইবে না বলিয়া নোটিশ লটকাইয়া দিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট পরিকল্পনা

গত ৬ই জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট কংগ্রেসের নিকট যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, আগামী আর্থিক বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যের জন্য ৫ হাজার ৬ শত কোটি ডলার ব্যয় করা হইবে।

(রেল বিভাগের আর্থিক স্বচ্ছলতা)

টাকা কাটিয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইবে। এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে প্রদেশসমূহকে প্রতি বৎসর ৪১৫ কোটী টাকা অতিরিক্ত আয় হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং রেল বিভাগের বর্ত্তমানে অত্যধিক স্বচ্ছলতা আসা সত্ত্বেও প্রদেশসমূহ উহার কোন সুফলই ভোগ করিতে পারিতেছে না। ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসে যখন এই নূতন নিয়মের মেয়াদ শেষ হইবে তখনও যে প্রদেশসমূহ আয়কর ও রেলবিভাগের অতিরিক্ত আয়ের সুফল ভোগ করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা কম। কারণ গবর্ণমেণ্ট হয়তঃ তখন এই নূতন নিয়মের মেয়াদ বাড়াইয়া দিবেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধজনিত এই স্বচ্ছলতা থাকিবে ততদিন উহা বলবৎ থাকিবে। যুদ্ধের ফলে এই দুই বিভাগের রাজস্বের উন্নতি হেতু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি আয়করের ব্যাপারে যতটুকু অতিরিক্ত সুবিধা পাইত তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই নূতন ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থাকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে ভারত সরকারের সামরিক ব্যয়ের বোঝা বহন করিতে বাধ্য করারই নামান্তর বলা চলে।

যাহা হউক বর্ত্তমানে যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্ট যে নূতন ব্যবস্থা বাতিল করিয়া প্রদেশগুলিকে আয়কর বিভাগের অধিকতর পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে রাজী হইবেন তাহা মনে করা দুরাশা মাত্র। কিন্তু রেল বিভাগ বর্ত্তমানে যে প্রকার সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট যাত্রী ও মালের ভাড়া কিছু কমাইয়া দেশের জনসাধারণ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে একটু রেহাই দিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট অনেক সময়েই বলেন যে, ভারতীয় রেল বিভাগ একটা কমার্শিয়াল বিভাগ। এই বিভাগের জন্য অন্যান্য বিভাগ হইতে টাকা দেওয়া যেমন তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে—সেইরূপ এই বিভাগের সাহায্যে লাভ করাও তাঁহাদের অবলম্বিত নীতি নহে। গত ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম হইতে গবর্ণমেণ্ট রেল বিভাগে ক্ষতির দোহাই দিয়া মালের ভাড়া টাকায় দুই আনা এবং যাত্রীর ভাড়া টাকায় এক আনা করিয়া বর্দ্ধিত করেন। উহার ফলে দেশের শিল্প বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইতেছে এবং জনসাধারণকেও রেলে যাতায়াতের জন্য অধিক অর্থ প্রদান করিতে হইতেছে। বর্ত্তমানে যখন রেল বিভাগে উদ্বৃত্তের পরিমাণ অত্যধিক ফাঁপিয়া উঠিয়া ২০ কোটী টাকার পরিণত হইতে চলিয়াছে তখন এই ভাবে যাত্রী ও মালের জন্য অধিক ভাড়া আদায় করিবার কোন হেতুই নাই। সামরিক প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট নানা ভাবে দেশবাসীর উপর ট্যাক্স বসাইয়া অর্থ আদায় করিতেছেন। এই জন্য রেল বিভাগের মারফতে পরোক্ষভাবে ট্যাক্স আদায়ের পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। আর এক মাস পরেই ভারতীয় রেল বিভাগের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত করা হইবে। ঐ সময়ে যদি যাত্রী ও মালের অত্যধিক ভাড়া কমাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশবাসী একটু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে সমর্থ হইবে।

কর্পোরেশন স্কুলসমূহ

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে ২ শত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। এ আর পি সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য কর্পোরেশনের যে স্পেশাল কমিটি গঠন করা হইয়াছে গত ৫ই জানুয়ারী সেই কমিটির সভায় উক্ত স্কুলসমূহ জরুরী অবস্থায় তিন মাসের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। কর্পোরেশনের স্কুলসমূহে প্রায় ১ হাজার শিক্ষক আছেন। সাধারণ অবস্থায় কর্পোরেশনের স্কুলসমূহে দৈনিক ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকে। কিন্তু জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার পর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৯ হাজারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয়

কেন্দ্রীয় সরকারের নবেম্বর মাসের আয়ব্যয়ের যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, কিছুকাল পর সাময়িক কিস্তিতে যে লেনদেন হয় তাহা এবং ডাক, তার ও রেলওয়ে বিভাগের আয়ের কথা বাদ দিয়া আলোচ্য মাসে আয়ের তুলনায় ভারত সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা বেশী দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালে রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১৬ কোটী ৭৫ লক্ষ বৃদ্ধি পাইলেও দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ২১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত রেলওয়েসমূহের আয় ২ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহাতে রাজস্বের তেমন কোন সুরাহা হইবে না। কেননা বৎসরের শেষে রেলওয়ের এই আয়ের বেশীর ভাগই মজুদ তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। দেশরক্ষা ঋণ বাবদ ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ৪০ কোটী ৫০ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের মেয়াদী শতকরা ৩৲ টাকা সুদের বণ্ডের রূপান্তরের ফলে যে ৫ কোটী টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহা এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ষ্টার্লিং ঋণের ভারতীয় মুদ্রার পাওনা শোধ ও রূপান্তরের জন্য ভারতীয় স্থায়ী ঋণের মাত্র ৭ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

টিন ও সীসার ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ

লৌহ বর্জ্জিত ধাতুর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকারের একটী সংশোধিত ঘোষণায় জানান হইয়াছে যে, টিন ও সীসার ব্যবসায়ও এইরূপ নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বীমার পরিমাণ

১৯৪০ সালের প্রথম আটমাসের তুলনায় ১৯৪১ সালের প্রথম আটমাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নূতন জীবন বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪০৭ ভাগ বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ৩৯টী বীমা কোম্পানীর সকল প্রকার নূতন বীমার পরিমাণ হইতেছে ১৯৪১ সালের প্রথম আটমাসে ৫০৮ কোটী ৮৯ লক্ষ ২৯ হাজার ডলার। ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ বীমার পরিমাণ ছিল ৪৮৫ কোটী ৯২ লক্ষ ৮১ হাজার ডলার।

শিল্পোন্নতির সহায়ক সক্রিয় নীতির প্রয়োজন

গত ১১ই জানুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ নিখিল ভারত শিল্পকার সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া বলেন, দেশের শিল্পোন্নতির জন্য আগামী ৫ বৎসর ধরিয়া যাহাতে ১ হাজার কোটী টাকা বা তদূর্দ্ধ অর্থ ব্যয়িত হয় তজ্জন্য সকলেরই সরকারের নিকট এক পরিকল্পনা দাবী করা উচিত। বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা বোর্ড ও রিসার্চ ইউটিলিজেশান কমিটির কার্য্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, জনসাধারণ গবেষণা চায়, কিন্তু শিল্পোন্নতির সহায়ক কোন সক্রিয় নীতি যদি অনুসৃত না হয়, তবে এরূপ সমস্ত প্রচেষ্টাই রোগীর রোগ উপশম করিবার ঔষধ না দিয়া কেবল রোগ নির্ণয়ের গবেষণাই পর্য্যবসিত হয়।

কানাডায় জীবনবীমা

১৯৪১ সালের প্রথম সাত মাসে কানাডা ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে ২৩ কোটী ১৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ডলারের নূতন জীবনবীমা পত্র বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের তুলনায় এইরূপ বীমার পরিমাণ হইতেছে শতকরা ৭ ভাগ বেশী।

লোহা লক্কর নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে ইতিপূর্ব্বে বিনা অনুমতিতে লোহালক্করের বিক্রয়ের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ভারতবর্ষে এখন লোহালক্করের সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় সেই পরিমাণ আরও কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। ভবিষ্যতে একমাত্র দোকানদারেরাই বিনা লাইসেন্সে লোহালক্কর বিক্রয় করিতে পারিবে। উৎপাদনকারীরা পারিবে না। সরকারী বিভাগ এবং রেলওয়ের জন্য যে সমস্ত লোহালক্কর দরকার হইবে, তাহা দোকানদারদিগের নিকট হইতে ক্রয় করা চলিবে না। সরকারী বিভাগ, রেলওয়ে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে এসমস্ত জিনিষ পাইতে হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকটে অনুমতি পত্রের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

ইটের মূল্য এবং বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ

একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য বহুল পরিমাণে ইটের প্রয়োজন হওয়ায় বাংলা সরকার ১৩ই জানুয়ারী তারিখে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, ২৪ পরগণা জেলার সদর, ব্যারাকপুর ও বারাসত মহকুমায়, হাওড়া জেলার সদর মহকুমায় এবং হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায় প্রধান মূল্যনিয়ন্ত্রণ কণ্ট্রোলার লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইট বিক্রয় বা অন্য কোন ভাবে হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন না। ইটখোলার এই দুই শ্রেণীর ইটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য যথাক্রমে হাজার করা ২৩৲ টাকা ও ২১৲ টাকা করিয়া বাংলা সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

কলিকাতা পরিত্যাগকারীদের সংখ্যা

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতা পরিত্যাগকারী যাত্রীদিগের ভীড় আরম্ভ হইবার পর হইতে গত বৎসরের ঐ সময়ের যাত্রীসংখ্যা অপেক্ষা ২ লক্ষের অধিক যাত্রী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে গমন করিয়াছে। রেলকর্ত্তৃপক্ষের মতে ১৯৪১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ২৪শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সময় যাত্রীর ভিড় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, সেই সময় ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের অনুরূপ সময়ের যাত্রীসংখ্যা অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে ৯৫ হাজারেরও অধিকসংখ্যক যাত্রীকে হাওড়া হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ১৯৪০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ২৪শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যেস্থলে ৬৪ হাজার ৩০৮ জন যাত্রী গিয়াছিল সেই স্থলে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩৫৭ জন যাত্রী গিয়াছে। ইহার মধ্যে হাওড়া হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে যে সব যাত্রী গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ধরা হয় নাই।

ন্যায্য মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ

কলিকাতায় ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য একটি পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে এ আর পি এলাকার মধ্যে ২৩টি বাজার চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই বাজারগুলির ৮টি হইতেছে কর্পোরেশন মার্কেট এবং অপরগুলি প্রাইভেট। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের জন্য একজন করিয়া মার্কেট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এবং প্রত্যেক প্রাইভেট বাজারের জন্য একজন করিয়া ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইন্‌সপেক্টরদের সাহায্য করিবার জন্য প্রাইভেট বাজারগুলিতে বাজার কমিটিও গঠন করা হইয়াছে। এই সব ইন্সপেক্টর ও সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বাজারের বিশেষ বিশেষ খাদ্যের অপ্রতুলতা সম্বন্ধে এবং কোন দোকান বন্ধ হইলে তৎসম্পর্কে মূল্য নিয়ন্ত্রণ অফিসে রিপোর্ট দাখিল করিবেন। মহাজনদের আড়ৎ হইতে সঙ্কটকালে বাজারে দ্রব্যাদি আনয়নের জন্য প্রত্যেক বাজারের নিমিত্ত একটি করিয়া লরীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হগ্‌ মার্কেট এবং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের জন্য দুইটি করিয়া লরীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম রবার

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নির্দ্দেশ অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম রবার তৈয়ারীর এক বিরাট পরিকল্পনার কথা ঘোষিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে ৪০ কোটি ডলার ব্যয়িত হইবে। ইহার ফলে নবনির্ম্মিত কারখানা ও অন্যান্য কারখানা হইতে প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ টন পরিমিত কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হইবে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন কারখানায় উৎপন্ন কৃত্রিম রবারের পরিমাণ মাত্র ৯০ হাজার টন।

অষ্ট্রেলিয়ায় বক্সাইট খনি আবিষ্কার

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ায় কমনওয়েলথ্‌ কপার এণ্ড বক্সাইট কমিটির উদ্যোগে নূতন বক্সাইট অঞ্চল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ফলে অষ্ট্রেলিয়া কম পক্ষেও একশত বৎসর ব্যাপী এ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুতের কার্য্যে আবশ্যক পরিমাণ বক্সাইটের চাহিদা মিটাইতে নিজেই সক্ষম হইবে।

মিশরে খাদ্য শস্যের চাষ বৃদ্ধি

তুলার চাষ কমাইয়া দিয়া তৎস্থলে খাদ্য শস্যের চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে মিশর সরকার সম্প্রতি একটি নূতন আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। মিশরের কৃষি বিভাগের মন্ত্রীর বিবৃতি দৃষ্টে জানা যায়, বর্ত্তমানে মিশরে মোট ৫৫ লক্ষ বুশেল পরিমিত যে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় তাহা দেশের আবশ্যক চাহিদার অনুপাতে কম। বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুসারে ১ লক্ষ ৭০ হাজার 'ফেদান' পরিমিতি জমিতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন করিলে সেই অভাব দূরীভূত হইবে।

বিমান আক্রমণ নিরোধের ব্যয় বরাদ্দ

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহার কত ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন তৎসম্পর্কে আরও আলোচনা করিবার জন্য ১৯শে জানুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যানের সভাপতিত্বে নয়াদিল্লীতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই বৈঠকে বিভিন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার অর্থসচিবগণ যোগদান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ভারতে সয়াবীন শিল্পের সম্ভাবনা

সয়া-বীন সীম জাতীয় একপ্রকার খাদ্য শস্য। যুদ্ধ বাধিবার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উহার চাষ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেখানে এক বৎসরে ১১ কোটি বুশেল সয়াবীন উৎপন্ন হইয়াছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সয়াবীনের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১০ লক্ষ বুশেল। মাঞ্চুকু ও চীন দেশের বাৎসরিক সয়াবীন উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে ১৪ কোটি ও ২১ কোটি বুশেল। বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম উপায়ে রঙ, বার্ণিশ, অয়েলক্লথ, বর্ষাতি, সাবান, বস্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ পণ্য নির্ম্মাণে সয়াবীনের ব্যবহার হইতেছে। ভারতেও সয়াবীন শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বেকার মোটর চালকগণের চাকুরীর ব্যবস্থা

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এক ইস্তাহারে যানবাহন বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কলিকাতার মোটর বাস ও লরী চালকদের মনিবদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করিয়া অধীনস্থ মোটর চালকদিগকে যেন যানবাহন বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে বলেন। এই মোটর চালকগণকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে হইবে না কিংবা কলিকাতার বাহিরের চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে না।

রবারের দ্রব্যাদির আমদানী নিয়ন্ত্রণ

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ সরকার ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখ হইতে বৃটেন হইতে শতকরা ৫০ ভাগ বা তদতিরিক্ত রবারের দ্রব্যাদির রপ্তানীর জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে। ভারতে যাঁহারা এই সমস্ত দ্রব্য আমদানী করিতে চাহিবেন তাহাদিগকে ভারত গবর্ণমেন্টের বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে। কেবল টায়ার এবং রবারের তৈরী বেল্‌টিংসমূহ এই আদেশের আমল হইতে রেহাই পাইবে। আমদানীর লাইসেন্স মারফতে যে সকল যন্ত্রপাতি আনা হইয়াছে তাহার রবারের অংশ বিশেষ আমদানীর জন্য অথবা নূতন করিয়া পরিবর্ত্তনের জন্য কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না। যুদ্ধের দরুণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ারীর জন্য প্রার্থিত রবারের দ্রব্যের প্রয়োজন রহিয়াছে এইরূপ প্রমাণ দিতে পারিলে নয়াদিল্লীস্থ সরবরাহ দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল আমদানীর লাইসেন্স দিবেন।

ঢাকা জিলায় সর্ব্বোচ্চ মূল্য ধার্য্য

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এস্ লার্কিন ঐ জেলায় চাউল, কয়লা, ও কেরোসিন তৈলের সর্ব্বোচ্চ দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

পরিষদের বাজেট অধিবেশন

বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বাঙ্গলার ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে আরম্ভ হইবে।

বাংলা সরকারের জল সরবরাহের জন্য সাহায্য

জানা গিয়াছে যে, বাংলা সরকার বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহ করিবার জন্য ৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৭৩ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমান বিভাগে ৯২ হাজার ৬৯৪ টাকা, প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৯৯ হাজার ৩৮ টাকা, ঢাকা বিভাগে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৩০ টাকা, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৮ হাজার ৩৬৯ টাকা এবং রাজসাহী বিভাগে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৯৪৯ টাকা ব্যয় করা হইবে।

বৃটেনে গৃহ নির্ম্মাণ

বৃটেনের অনেক-পল্লীতে গত এক বৎসরের মধ্যে বহু বড় বড় সহর স্থাপিত হয় এবং এই সকল সহরে বিস্তৃত রাস্তাঘাট, রেলপথ, প্রমোদগৃহ, শ্রমিকদের জন্য হোটেল রেঁস্তোরা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল সহরের একটীতে প্রায় ৩ বর্গ মাইলের মধ্যে ৯ শত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই সহরে নর্দ্দামার পরিধি হইতেছে ৭৪ মাইল। জল এবং গ্যাস সরবরাহ করিবার জন্য ৯০ মাইল ব্যাপী লাইন পাতা হইয়াছে এবং বৈদ্যুতিক আলো এবং টেলিফোনের তার খাটান হইয়াছে ১৭০ মাইল ব্যাপী ব্যাপকস্থান লইয়া।

তুরস্ক ও ইরাণে ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা

তুরস্কে ৪ কোটীর অধিক ছাগল ও ভেড়া আছে। ইহার মধ্যে আঙ্গোরা ছাগের পরিমাণ হইবে প্রায় ৫০ লক্ষ। ইরাণে ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা ২ কোটী হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ভারতে যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ বৃদ্ধি

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে ভারতে ইস্পাতের ডাণ্ডা তৈয়ারী করিবার জন্য একটী অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানায় সম্প্রতি একটি নূতন শাখা খোলা হইয়াছে। অধিক পরিমাণে লোহার জাল নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত চারিটী নূতন কারখানা স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আকাশ হইতে প্যারাশুটযোগে ট্যাঙ্ক ধ্বংসী রাইফেল, হালকা আগ্নেয়াস্ত্র এবং বেতার যন্ত্র নিক্ষেপ করিবার জন্য ভারতে বিশেষ ধরণের আধার প্রস্তুতের ব্যবস্থাও হইতেছে।

ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের আয়

১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে ১১ দিন শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের আয় হইয়াছে ৩ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা, পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের আয়ের তুলনায় ইহার পরিমাণ ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতের রেলপথসমূহের আয় দাঁড়াইয়াছে ৯২ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের চেয়ে ১২ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা বেশী।

দুই কোটী বালির বস্তার অর্ডার

ভারত সরকারের মারফৎ ভারতীয় পাটকল মালিক সমিতি ২ কোটী বালির বস্তার একটী অর্ডার পাইয়াছেন। দুই কিস্তিতে এই বস্তাগুলির যোগান দিতে হইবে। ইহার মধ্যে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ১ কোটী এবং মার্চ্চ মাসে ১ কোটী বস্তা সরবরাহ করিতে হইবে। প্রতি ১ শতটী বস্তার মূল্য ১১৸৹ আনা করিয়া ধার্য্য হইয়াছে।

ইস্পাত ও ছাঁট লৌহ

প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভবিষ্যতে ইংলণ্ডে ইস্পাত ও ছাঁট লৌহ আসিবে না। সুতরাং এই সকল জিনিষ বৃটেনেই যোগাড় করিতে হইবে। এই জন্য ব্যাপকভাবে ইস্পাত ও ছাঁট লৌহ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহার ফলে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ২০ লক্ষ টন ইস্পাত ও ছাঁট লৌহ বৃটেনে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই পরিকল্পনা-নুযায়ী অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, রেলপথ ও কয়লার খাদ হইতে যে পরিমাণ লৌহ সংগ্রহ করা যাইতে পারে তাহা স্থির হইবে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন স্থানের আবর্জ্জনা স্তূপ হইতে লৌহ সংগ্রহ করা হইবে এবং তৃতীয়তঃ বিভিন্ন পার্ক ও সরকারী অট্টালিকাগুলি হইতে লোহার শিক উঠাইয়া নেওয়া হইবে। প্রত্যেক গৃহস্বামীকে যে কোন প্রকার অব্যবহৃত ধাতু, এমন কি খাদ্যদ্রব্যের টিন ও মরিচাধরা পেরেক পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে বলা হইবে।

যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস ও ইক্ষুর দর

যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যাহাতে ইক্ষুর দর মণ প্রতি ।৹ আনা ধার্য্য করা হয় এবং চিনির দর বৃদ্ধি পাইলে তদনুপাতে ইক্ষুর দরও বাড়ান হয়, এইমর্ম্মে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

মালয়ে বৃটেনের টিন ও রবার

মালয়ে বর্ত্তমানে ইঙ্গ-জাপ যুদ্ধের জন্য টিন উৎপাদনের ৭০ ভাগ বৃটেন অথবা জাপানীদের কাহারও কাজে আসিতেছে না। ইহা ছাড়া বাকী টিন বৃটেনের আওতায় এখনও আছে। যে পরিমাণ রবার মালয়ে উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৫০ ভাগ বৃটেনের হস্তচ্যুত হইয়াছে। জাপানীরা ইহা অতি-কষ্টে দখল করিতে সক্ষম হইবে।

বস্ত্র সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা সমিতি

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' (বিশেষ শ্রেণীর) বস্ত্র উৎপাদন প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য বস্ত্র সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা সমিতির এক বৈঠক নয়া দিল্লীতে ২০শে জানুয়ারী আহ্বান করিয়াছেন। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার এই সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

ভারতে আলুচাষের উন্নয়ন

ভারত সরকারের কৃষিপণ্য সম্বন্ধীয় বাজার বিভাগের পরামর্শদাতা তাহার প্রদত্ত একটী বিবরণীতে ভারতে আলু চাষের উন্নতির জন্য একটী ব্যাপক পরিকল্পনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় ৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের আলু উৎপন্ন হইয়া থাকে। গত দশ বৎসরে ভারতে আলু চাষের ক্ষেত্রের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এসত্ত্বেও ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় বিদেশ হইতে ১০ লক্ষ মণের অধিক আলু আমদানী হইয়া থাকে। যাহাতে আলু চাষের উন্নয়নের জন্য গবেষণাকার্য্য চালান হয় এবং কৃষকদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আলুর বীজ এবং জমির জন্য উপযুক্ত সার সরবরাহ করা হয়, সেই জন্য এবং আলুর শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করার নিমিত্ত চাষিদিগকে সাহায্য করিবারও একটী নির্দ্দেশ উক্ত বিবরণীতে দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে সমরোপকরণ ক্রয়

বর্ত্তমান যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে সরবরাহ বিভাগ ভারতে সমরোপকরণ ক্রয় করিবার জন্য যে সকল অর্ডার দিয়াছেন, তাহার মূল্য হইবে প্রায় ১১০ কোটী টাকা। বর্ত্তমান যুদ্ধের দুই বৎসরে এইরূপ অর্ডারের মূল্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬৪ কোটী টাকারও অধিক। ১৯৪১ সালের প্রথম আট মাসে (জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত) ৮০ কোটী টাকার সমরোপকরণ ক্রয় করিবার জন্য ভারতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। বৃটেন হইতে ভারতে ইহার মধ্যে প্রচুর অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। যে সকল দেশসমূহে ভারত হইতে সমরোপকরণ যোগান দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা নিকট ও মধ্য প্রাচ্য, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, হংকং, সিঙ্গাপুর এবং তুরস্ক অন্যতম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে পণ্যদ্রব্য আমদানী

প্রকাশ, ইজারা ও ঋণদান সম্পর্কীয় বিধানানুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে মাল আমদানী আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস হইতে উক্ত বিধানানুযায়ী যে সকল মাল ভারতে আনা হইয়াছে তাহার মূল্য হইবে প্রায় ৯ কোটী টাকা।

বৃটিশ ভারতে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের খতিয়ান

১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ মাসে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে সেই সময়ে বৃটিশ ভারতে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭১টী। আলোচ্য সময়ে ২৫ হাজার ৯৪৫ জন শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছিল এবং ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫০৬ দিন কাজের ক্ষতি হইয়াছিল।

বিলাতে ভারতের ডিম রপ্তানী

ভারত হইতে ইংলণ্ডে সুরক্ষিত ব্যবস্থায় ডিম প্রেরণ করিলে তাহা ইংলণ্ডের পক্ষে আহারোপযোগী থাকিবে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সম্প্রতি সুরক্ষিত ব্যবস্থায় ভারত হইতে ৬ হাজার ডিম ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের খাদ্য বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর হইতে সন্তোষজনক রিপোর্ট পাওয়া গেলে ভারত হইতে নিয়মিত ভাবে ডিম রপ্তানী করা হইবে।

কলিকাতার দোকান ভাড়া সমস্যা

কলিকাতার দর্জ্জি ও বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি গত ১৩ই জানুয়ারী বাঙ্গলার গবর্ণরের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিয়া এই মর্ম্মে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, অবিলম্বে আদেশ জারী করিয়া গবর্ণমেণ্টের তদন্ত সাপেক্ষ পাইকারী ব্যবসায়ী ও এজেণ্টদের বাঙ্গলার বাহিরে পরিধেয় বস্ত্র ও ছিটের কাপড় প্রেরণ বন্ধ করা হউক। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী হইতে কলিকাতার দোকান ভাড়া শত করা ৫০৲ টাকা হিসাবে কমাইয়া এবং জরুরী অবস্থায় দোকান খালি ফেলিয়া রাখিতে হইলে ঐ সময়ের জন্য সম্পূর্ণ ভাড়া মকুবের জন্য অর্ডিন্যান্স জারী করিবার অনুরোধও উক্ত আবেদনে জানান হইয়াছে।

কোলার স্বর্ণখনির উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে কোলার স্বর্ণখনিগুলির (মহীশূর, চাম্পিয়নরীফ, ওরিগাম এবং নন্দীদুর্গ) বিশুদ্ধ স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৫ হাজার ৫৮ আউন্স; নবেম্বর মাসে এইরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৪ হাজার ১৬৫ আউন্স।

নিকট প্রাচ্যের ভারতীয় সৈন্যদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা

নিকট প্রাচ্যে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের চা পরিবেশনের উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানশান বোর্ডের এক প্রশংসনীয় পরিকল্পনা অনুসারে শীঘ্রই বোম্বাই হইতে জাহাজযোগে ৫ খানি চায়ের গাড়ী প্রেরিত হইবে। শীঘ্রই আরও ৫ খানি গাড়ী ইরাক ও ইরাণস্থ ভারতীয় সৈন্যদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পাঠান হইবে। এইসব গাড়ী হইতে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণকে গরম চা বিতরণ করা হইবে। চা দেওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও প্রত্যেক গাড়ীর সঙ্গে রেডিওর ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিভিন্ন ষ্টেসনের প্রোগ্রাম শুনান ছাড়াও ভারতীয় সঙ্গীত শুনাইবার জন্য ভাল ভাল রেকর্ড ও লাউড স্পীকার থাকিবে। উক্ত ১০ খানি গাড়ীর প্রত্যেকটি হইতে একসঙ্গে ৬ শত কাপ চা পরিবেশন করা যাইবে।

বাঙ্গলায় বিভিন্ন ফলের উৎপাদন ও ব্যবহার

বাঙ্গলা প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের ফল কি পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও বাঙ্গলায় লোক পিছু কি ধরণের ফল কি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় নিম্নে সে সম্পর্কে একটি বিবরণ দেওয়া হইল। বিবরণটি বাঙ্গলা সরকারের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্ট (কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভাগ) হইতে প্রকাশিত একটি পুস্তক হইতে গৃহীত।

ফলের নাম	বাঙ্গলার উৎপাদন	প্রতি জন পিছু ফলের ব্যবহার
কদলী	৪,১২,০৭,৫০০ মণ	৩২ সের ১৪ ছটাক
আম	১৭৩,৪৫,৪৪,৮০৬ "	২ " ৩·৫ "
নারিকেল	৪,৮৬,০০,০০০ "	·৮ "
আনারস	২,৩৩,০০০ "	০ "
কমলা লেবু	৮৬,৪৯০ "	৬·৬ "
আঙ্গুর	...	·৪ "
আপেল	৬২৫ "	·৪ "

সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত

দেরাদুনের সংবাদে প্রকাশ, সংবাদপত্রের উপযোগী কাগজ প্রস্তুতের জন্য ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এক প্রকার মেকানিক্যাল পাল্প (মণ্ড) প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত ইনষ্টিটিউটের কাগজের মণ্ড বিভাগ নয় প্রকার কাঠ এবং এক প্রকার বাঁশ লইয়া গবেষণা করিয়া দেখেন যে, জেনয়োয়া, পেপার মালবেরী, চীর, দেবদারু এবং স্প্রুস—এই পাঁচ রকম কাঠ হইতে মাঝামাঝি ধরণের এক প্রকার কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হয় এবং তাহা হইতে প্রস্তুত কাগজ বিদেশ হইতে আমদানী করা সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের ন্যায় মজবুত।

রোটারী প্রেস সম্পর্কিত নয়া ব্যবস্থা

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, যে সকল সংবাদপত্র বা সংবাদপত্রের ছাপাখানার মালিকগণ রোটারী যন্ত্রে কাগজ ছাপান, তাঁহাদিগকে সাধারণভাবে নিম্নোক্ত বিষয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে :—(ক) সংবাদপত্র মুদ্রণ। (খ) ১৯৪১ সালের সংবাদপত্রের কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশের সহিত সংযুক্ত ১১নং ফরমে প্রদত্ত অনুমতি অনুসারে সংবাদপত্র প্রস্তুত ছাড়া অন্য কিছু ছাপিবার জন্য অথবা অন্য কোন কার্য্যের জন্য রীলের টুকরা অথবা ছাঁট বিক্রয়। তবে বিক্রেতা পূর্ব্ব মাসে মোট যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহার করিবেন পরবর্ত্তী মাসে বিক্রীত কাগজের পরিমাণ তাহার শতকরা ৩ ভাগের অধিক হইতে পারিবে না।

যুদ্ধ ও ভারতের শিল্প

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির (ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি) সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু একটি বিবৃতিতে বলেন যে, এই সঙ্কটকালেও বৃটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পের প্রতি যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। যুদ্ধের জন্য অত্যাবশ্যক জিনিষগুলি প্রস্তুত করাই ভারতের শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে বৃটিশ স্বার্থের বিরোধিতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্স এখনো ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ কাঁচা মাল ও কৃষিজাত দ্রব্য সরবরাহকারী দেশ হিসাবেই দেখেন এবং বৃহত্তর শিল্পের জন্য অন্যান্য দেশগুলিকেই উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। ভারতীয় মোটর শিল্পের উন্নতি বিধানে অসম্মতি শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী নীতির একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। এই সম্পর্কে যে সকল কারণ দেখান হইয়াছে তাহা নিতান্ত কাল্পনিক। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, যুদ্ধের প্রয়োজনের চাপে যে কোন গবর্ণমেণ্টই এই জাতীয় শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিবেন। কিন্তু ভারতে বৃটিশ সরকার তাহা করেন নাই। প্রকাশ, আমেরিকার মোটর শিল্পের কায়েমী স্বার্থের দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রভাবিত হইয়াছেন। ভারত মোটর শিল্পে উন্নতি বিধান করে ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। ইহা বৃটিশের প্রয়োজনের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতেও অদূরদর্শিতার একটি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

আমরা অবগত হইলাম যে, গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের উদ্বৃত্ত অর্থ যোগ করিয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মোট নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৪৯ লক্ষ ১১ হাজার ৭৩০ টাকা। ডিরেক্টরগণ উক্ত লাভের পরিমাণ নিম্নলিখিত উপায়ে নিয়োজিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—

(ক) গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে ৫ লক্ষ ৪ হাজার ৩৯৬ টাকা লভ্যাংশ প্রদান, (খ) গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে উহার জন্য প্রতি শেয়ারে ১৲ টাকা হিসাবে সারা বৎসরের লভ্যাংশের হার শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা ধার্য্য করিয়া মোট ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫২৮ টাকা লভ্যাংশ প্রদান, (গ) প্রতি শেয়ারে ॥০ আনা হিসাবে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৬৪ টাকা বোনাস প্রদান, (ঘ) আয় কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদ ৮ লক্ষ টাকা, (ঙ) ঋণ পূরণ তহবিলে বাবদ ৩ লক্ষ টাকা, (চ) ব্যাঙ্কের দাদনী কাজকারবারের জন্য ৪ লক্ষ টাকা, (ছ) মজুত তহবিল বাবদ ৭ লক্ষ টাকা, (জ) ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদিগকে ৩ লক্ষ টাকা বোনাস প্রদান, (ঝ) পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইবে ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫৪২ টাকা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

গত ১২ই জানুয়ারী ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সেণ্ট্রাল বোর্ডের এক সভায় ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে তাহার জন্য অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হারে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। ১৯শে জানুয়ারী তারিখ হইতে লভ্যাংশের টাকা দেওয়া হইবে। আলোচ্য ছয় মাসে পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের ৪৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৯ শত টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের মোট ৮০ লক্ষ ১৬ হাজার ৯ শত টাকা নীট লাভ হয়। উক্ত লাভের ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অংশীদারগণের লভ্যাংশ বাবদ ব্যয় হয়, ১ লক্ষ ১২ হাজার ৯ শত টাকা পেন্‌সন ফণ্ডে নিয়োজিত হয় এবং বাকী ৪৫ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা পরবর্ত্তী অর্দ্ধ বৎসরের হিসাবে লইয়া যাওয়া হয়। আলোচ্য অর্দ্ধ বৎসরে ব্যাঙ্কের গড়পড়তা সুদের হার শত করা ৩॥০ টাকা ছিল।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

গত ২রা জানুয়ারী তারিখে পাটনা ষ্টেটের রাজধানী বলাঙ্গীরে ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কের শাখা আফিসের উদ্বোধন উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত ষ্টেটের মহারাজা ও শাসনকর্ত্তা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি মহোদয় তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, তাঁহারা রাজ্যের শিল্প, বাণিজ্য এবং সাধারণ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে একটি ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কের বলাঙ্গীর শাখা সেই অভাব দূর করিতে চলিয়াছে। ষ্টেটের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের উন্নতি ও জনসাধারণের সুযোগ সুবিধা ইহার ফলে অনেকখানি বৃদ্ধি পাইবে। ষ্টেটের টাকা উক্ত ব্যাঙ্কে আমানত রাখিবেন বলিয়া সভাপতি ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন যে, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় যে ৪২টি ষ্টেট আছে ইহাদের অতি অল্প সংখ্যক ষ্টেটই এযাবত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সুযোগ সুবিধা পাইয়াছে। এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

দি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (লাহোর) সেক্রেটারীর এক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে উক্ত ব্যাঙ্কের নীট লাভ হইয়াছে মোট ৬ লক্ষ ১৭ হাজার ৮ শত ৯০॥৶৪ পাই।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ঘুসিক এণ্ড মুসলিয়া কোলিয়ারিজ লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শত করা বার্ষিক ৬॥০ আনা।

বেঙ্গল কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শত করা বার্ষিক ১২৲ টাকা।

এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোং লিঃ—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শত করা বার্ষিক ৬৲ টাকা।

দেওলি কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শত করা বার্ষিক ৫৲ আনা।

মন্দ্রাজম্ রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শত করা বার্ষিক ৪॥০ আনা।

নর্থ ওয়েষ্ট কোল কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শত করা বার্ষিক ১৫৲ টাকা।

শিয়ালকোট নারোয়াল রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শত করা বার্ষিক ৫৲ টাকা।

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শত করা বার্ষিক ৪॥০ আনা।

নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী

আমার ধন্যবাদের সহিত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নববর্ষের সুদৃশ্য দেওয়াল পঞ্জীর প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

অক্ষয় কুমার লাহা ১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ক্যামিকেল এসোসিয়েশন কলিকাতা লিঃ, ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ ১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, গ্লোব নার্সারি—কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট, পি, এম্ বাক্‌চি এণ্ড কোং, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিঃ ১১ ভ্যানসিটার্ট রো, ফেডারেল ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ ১১ ভ্যানসিটার্ট রো, কলিকাতা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৬ই জানুয়ারী

কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্ব্বের ন্যায় মন্দার ভাব চলিতেছে। ব্যাঙ্ক-সমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার ॥০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। টাকার বাজারে পূর্ব্ববৎ একটানা স্বচ্ছলতার ভাব চলিতেছে। ইহার আর একটি লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের ব্যাপারে। আলোচ্য সপ্তাহে যে ১ কোটি টাকার টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল আড়াই কোটি টাকারও উর্দ্ধে। ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ এবার অনেক হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, টাকার স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও উক্ত বিল ক্রয়ের দিকে জনসাধারণ বর্ত্তমানে তেমন আগ্রহশীল নহে। ব্যাঙ্ক-সমূহের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থায় স্থির ভাব লক্ষিত হয়। কাজকারবার সামান্যই হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের সামরিক পরিস্থিতিই ইহার কারণ। এই অনিশ্চয়তার ভাব কাটিয়া না গেলে এবং জাহাজ চলাচলের সুব্যবস্থা না হইলে বিনিময় বাজারের উন্নতি সম্ভবপর নহে।

গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে ৩ মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸৩ পাই দরের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯৸০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৪১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর টেণ্ডারসমূহ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। মোট যে ১ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে উহার গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ২০শে জানুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ২৩শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাবলী পূর্ব্ববৎ।

গত ৭ই জানুয়ারী তারিখ হইতে ১২ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী মোট ৮৬ লক্ষ টাকার ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে। গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ঘোষিত সর্ত্ত অনুসারে ৯৯৸৩ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইতেছে। উক্ত সর্ত্ত এই যে, গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন বোধে যে কোন সময়ে ও পূর্ব্বে কোন প্রকার নোটিশ না দিয়াই ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৯ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩২৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩২১ কোটি ৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৪৫ কোটি ২৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১ কোটি ১ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে কোন ধার দেওয়া হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৫ কোটি ৭৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯ কোটী ২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৫ কোটী ৬৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩ কোটী ১১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা এবং ৪ কোটী ৭৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ কোটী ৪৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা এবং ৪ কোটী ৬৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নোক্ত হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫২৯/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬৩/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৬ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে সামান্য কিছু তেজীর লক্ষণ দেখা গিয়াছে—কিন্তু কোনরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতির ভাব এখন পর্য্যন্তও পরিলক্ষিত হয় নাই। সুদূর প্রাচ্যের অনিশ্চিত জটিল পরিস্থিতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া এখনও শেয়ার বাজারের উপর সমভাবেই প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং সুদূর প্রাচ্যের রণাঙ্গনে যদি মিত্রশক্তিবর্গের অবস্থার উন্নতি না হয় তাহা হইলে শেয়ার বাজারে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। বর্ত্তমানে ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ

মাসে সমান কিস্তিতে ২ লক্ষ বালির বস্তা সরবরাহ করিবার জন্য ভারতীয় পাটকল মালিক সমিতি একটা অর্ডার পাইবার নিমিত্ত এবং উক্ত সমিতি আরও ৪ কোটী গজ চট যোগান দিবার একটা অর্ডার পাইবে এইরূপ সংবাদে পাটকলের শেয়ারের দর কতকটা চড়িয়াছে। মোটের উপর পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা কতকটা ভাল বলা যাইতে পারে।

কোম্পানার কাগজ

কোম্পানীর কাগজের বিভাগে ভালরূপ কাজকারবার হইয়াছে এবং ইহার দরও কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩॥০ টাকা সুদের এবং ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ যথাক্রমে ৯৫৲ টাকা এবং ৮২৲ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৪/০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০০৸০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৯।/০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই। কাণপুর টেক্সটাইল ৮৸০ আনা, ডানবার ২২৪৲ টাকা এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ৫৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

পাটকল

এ সপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটজাত দ্রব্যাদি এবং যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে বালির বস্তার অর্ডারের জন্য পাটকলের শেয়ারের দর কিছু বাড়িয়াছে। আদমজী ২৬।০ আনা, এংলো-ইণ্ডিয়া ৩৪৫৲ টাকা, হাওড়া ৫২।৵০ আনা, কামারহাটী ৪৮৩৲ টাকা এবং নিউ সেণ্ট্রাল ৩০১৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় বলবৎ রহিয়াছে। কাণপুর ২৪৸০ আনা, কেরু এণ্ড কোং ১২৵০ আনা এবং রামনগর কেন এণ্ড সুগার ১১৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের সাধারণ শেয়ারের কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯ই জানুয়ারী—৯৪।০ ৯৪৸৵০ ; ১০ই—৯৫৲ ; ১২ই—৯৪৸০ ৯৫।০ ; ১৩ই—৯৫৲ ; ১৪ই—৯৪৸৵০ ৯৫৲ ; ১৫ই—৯৪৸০ ৯৫৲। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৯ই জানুয়ারী—১০৮৲ ১০৮।০ ; ১০ই—১০৮৶০ ; ১২ই—১০৭৸৵০ ১০৮৵০ ; ১৩ই—১০৮৵০ ; ১৪ই—১০৮৲ ১০৮/০ ; ১৫ই—১০৮৲। ৩৲ সুদের (১৯৬৩-৬৫) ১০ই জানুয়ারি—৯৪৲ ; ১২ই—৯৪৵০ ; ১৩ই—৯৪/০ ; ১৫ই—৯৪/০ ৯৪৵০। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১০ই জাঃ—১১৩।০ ; ১৩ই—১১৩৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৫ই জাঃ—১০০৸০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ১২ই জাঃ—৯৮৲ ৯৮।৵০ ; ১৩ই—৯৮/০ ৯৮।/০ ; ১৪ই—৯৮৲ ; ১৫ই—৯৮৲ ৯৮৵০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১২ই জাঃ—৮২। ; ১৩ই—৮২৲। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ১২ই জাঃ—৯৭৵০। ৩৲ সুদের ইউ পি ঋণ (১৯৫২) ১২ই জাঃ—৯৮৲। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৩ই জাঃ—১০১।৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ১২ই জাঃ—১০৩৲। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১২ই জাঃ—১০৯৶০ ; ১৪ই—১০৯৶০ ; ১৫ই—১০৯।/০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৯ই জানুয়ারী—১০২।০ ; ১০ই—১০১॥০ ১০২।০ ; ১৩ই—১০২॥৵০ ; ১৪ই—১০২॥০ ; ১৫ই—১০৩৲। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৩ই জাঃ—৪৭৲। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কন্টি) ১২ই জাঃ—৭৮৬৲ ; ১৩ই—৭৮৭৲ ; (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৪ই জাঃ—১৫৬৮৲।

রেলপথ

আরাসাসারাম লাইট রেলওয়ে ১০ই জাঃ—৬৮৲। মৈমনসিংহ ভৈরব-বাজার রেলওয়ে ১০ই জাঃ—১০৯৲। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান্ রেঃ (অর্ডি) ১৪ই জাঃ—৮১৲। কাটাখাল লালবাজার রেলওয়ে ১৫ই জাঃ—৯৩৲।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল নাগপুর ৯ই জানুয়ারী—১৮৲। কেশোরাম ৯ই জাঃ—৯৵০ ; ১৩ই—৯৲। এলগিন ৯ই জাঃ—২৭৸৵০। বেনারস কটন এণ্ড সিল্ক ৯ই জাঃ—৫৲ ; ১০ই—৫৲ ; ১৪ই—৫/০। ডানবার ৯ই জাঃ—২২৯৲ ; ১৪ই—২৩৪৲। বাসন্তী (অর্ডি) ১২ই জাঃ—৫৲। কাণপুর টেক্সটাইল ১২ই জাঃ—৮॥৴০ ; ১৩ই—৮৸০। মোহিনী মিলস্ ১২ই জাঃ—৩৮৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১২ই জাঃ—৪৸৵০ ; ১৪ই—৫৲। (প্রেফ) ১৩ই জাঃ—৭।৶০ ; ১৪ই—৭॥/০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ৯ই জানুয়ারী—২৬।০। বেঙ্গল ৯ই জানুয়ারী—৩৭০৲ ৩৭২৲ ; ১২ই—৩৭৫৲ ৩৭৭৲ ; ১৩ই—৩৭৬৲ ; ১৪ই—৩৭৫৲। বোরিয়া ৯ই জাঃ—১৬৲ ; ১৫ই—১৫।৵০। ইকুইটেবল ৯ই জাঃ—৩৫৵০ ৩৫।০। নর্মদামুদা ৯ই জাঃ—৫/০ ৫৵০। পেঞ্চভেলী ৯ই জাঃ—৩৪৵০। বরাকর ৯ই জাঃ—১২॥০। সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ১৩ই জাঃ—১৫৵০। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১৪ই জাঃ—১৬।৵০ ১৬॥৵০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৪ই জাঃ—২১৲ ; ১৫ই—২১৲। নিউ বীরভূম ১৬ই জাঃ—১৬৲।

পাট কল

আগরপারা (প্রেফ) ৯ই জানুয়ারী—১৫১৲ ১৫২৲ ; ১৫ই—১৫২৲ ; (অর্ডি) ১০ই জাঃ—৩৮।০ ; ১২ই—৩৮॥০ ৩৮॥৵০ ; ১৩ই—৩৮৸০। এলায়েন্স ৯ই জাঃ—২৮৬৲ ২৮৭৲ ; ১৩ই—৩০৪৲ ৩০৫৲ ; ১৫ই—৩০১৲ ৩০২৲। আদমজী ১২ই জাঃ—২৬৲ ; ১৫ই—২৬।০। বরানগর ৯ই জাঃ—৯০৲ ; ১০ই—৯০৲ ; ১৪ই—৯২৲ ৯৩৲। বজ বজ ৯ই জাঃ—৩৪৫৲ ৩৪৭৲ ; ১২ই—৩৫০৲ ; ১৫ই—৩৫১৲। ক্লাইভ ৯ই জাঃ—২২৵০ ; ১২ই—২২॥০ ২২॥৵০ ; ১৪ই—২২৸৵০। ডালহৌসী ৯ই জাঃ—২১৮॥০। ডেলটা ১০ই জাঃ—৪৩২৲ ; ১৫ই—৪৩২৲। হেষ্টিংস (অর্ডি) ৯ই জাঃ—১০৪৲। এলবিয়ন ১৫ই জাঃ—১৯৫৲। হাওড়া (প্রেফ) ৯ই জাঃ—১৬৫৲ ১৬৬৲ ; (অর্ডি) ১৩ই জাঃ—৫২।০ ; ১৫ই—৫২।৵০। হুকুমচাঁদ ৯ই জাঃ—১২।০ ; ১২ই—১২৵০ ; ১৪ই—১২৲ ; (প্রেফ) ৯ই জাঃ—১৩৭৲। ইণ্ডিয়া ৯ই জাঃ—৩২৫৲ ৩২৮৲ ; ১০ই—৩২৯৲ ; ১২ই—৩৩৫৲ ; ১৩ই—৩৪২৲ ৩৪৪৲ ; ১৪ই—৩৪৪৲ ৩৪৬৲ ; ১৫ই—৩৪৭৲ ৩৫০৲। কামারহাটি ৯ই জাঃ—৪৬৫৲ ; ১০ই—৪৬৮৲ ৪৭৩৲ ; ১২ই—৪৭১৲। কেলভিন্ (প্রেফ) ৯ই জাঃ—১৬৫৲। মেঘনা ৯ই জাঃ—৫৭॥০ ; ১০ই—৬৭॥০ ; ১২ই—৫৭॥০ ; ১৩ই—৫৮।০। নেশনাল ৯ই জাঃ—২১৸০ ২২৲ ; ১০ই—২২॥০ ; ১২ই—২২৸০ ; ১৩ই—২৩৲ ; ১৪ই—২৩।০ ২৩।৴০ ; ১৫ই—২৩॥০। ওরিয়েণ্ট ৯ই জাঃ—১৭৮৲ ; ১৩ই—১৭৯৲ ১৮২৲ ; ১৪ই—১৭৮॥০ ১৮২৲। এম্পায়ার ১০ই জাঃ—২৬॥০ ; ১২ই—২৬॥৶ ২৭।০। নদীয়া ১০ই জাঃ—৫৮।০ ; ১২ই—৫৮।০। নস্করপাড়া ১৩ই জাঃ—১৭॥০ ; ১৫ই—১৭॥০। এংলো ইণ্ডিয়া ১২ই জাঃ—৩৩১৲ ৩৩৯॥০ ; ১৩ই—৩৪৬৲ ৩৪৮৲ ; ১৫ই—৩৪৫৲। অকল্যাণ্ড ১৩ই জাঃ—১৭৩৲। বালি ১২ই জাঃ—২৩১॥০ ; ১৩ই—২৩০৲ ২৩১৲। রিলায়েন্স ১২ই জাঃ—৫৩৷০ ; ১৩ই—৫৩৸০ ; ১৪ই—৫৩॥০। বেলভেডিয়ার ১৩ই জাঃ—৩৯০৲ ৩৯২৲। চাপদানী ১২ই জাঃ—১৭৭৲ ; ১৩ই—১৮২৲। সেভিয়ট ১৩ই জাঃ—১৮৮৲। ফোর্ট গ্লষ্টার ১৩ই জাঃ—৫১৮৲ ; ১৫ই—৫১৪৲। গৌরীপুর ১২ই জাঃ—৬৭৪৲ ৬৮০॥০। হুগলী ১৪ই জাঃ—৬৩॥০। কাকনাড়া ১৩ই জাঃ—৩৮৩৲ ৩৮৫৲ ; ১৪ই—৩৮৮৲। কিনিসন ১৩ই জাঃ—৩৪৪৲ ৩৪৫৲। ল্যান্সডাউন ১৪ই জাঃ—১৪৩৲ ; ১৫ই—১৪৮৲। নিউ সেণ্ট্রাল ১২ই জাঃ—৩০২৲ ; ১৫ই—৩০১৲ ৩০৩৲।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ) ৯ই জানুয়ারী—১১৯৲ ; ১২ই—১২০৲ ; (অর্ডি) ২ই জা:—১৩।৵০ ; ১৩ই—১৩।০ ; ১৫ই—১৩॥৵০ ; (ডেফার্ড) ১২ই জা:—৩॥৵০। আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ১২ই জা:—১২৸৵০ ; ১৫ই—১৩।০।

ক্যামিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ৯ই জানুয়ারী—২০॥/০ ২০৸/০ ; ১২ই—২০৸/০ ; (প্রেফ) ৯ই জা:—১১৮৲ ; ১০ই—১১৭৲ ।

ইলেট্রীক

বেনারস ইলেকট্রীক ১৫ই জানুয়ারী—১৪॥০। জব্বলপুর ইলেকট্রীক ১৫ই জা:—১৫॥০। মথুরা ইলেকট্রীক ১৫ই জানু:—৯৲ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং

বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৯ই জানুয়ারী—৩৪৭৲ ; ১০ই—৩৫০৲ ; ১২ই—৩৫৩৲ ৩৫৫৲ ; ১৫ই—৩৪৮৲ ৩৫০৲। জেসপ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৯ই জা:—১৮৸৶০ ; ১২ই—১৮৸৵০ ; ১৫ই—১৮॥০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১০ই জা:—৯৲। ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ১৩ই জা:—৩২॥/০ ; ১৫ই—৩২॥০ ৩২॥/০। ষ্টীল করপোরেশন (প্রেফ) ১২ই জা:—১১০৲ ; ১৫ই—১১০৲ ১১১৲। কুমার-ধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ১২ই জা:—১৫১৲।

কাগজের কল

ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ৯ই জানুয়ারী—১৫॥৶০ ১৫৸০ ; ১৩ই—১৬৲ ১৬।০ ; ১৪ই—১৬।০। শ্রীগোপাল পেপার (প্রেফ) ৯ই জা:—১১৫৲ ; (অর্ডি) ১২ই—১৪৸৵০ ; ১৩ই—১৫/০ ; ১৪ই—১৫॥০। টীটাগড় পেপার ৯ই জা:—১৯।/০ ১৯।০ ; ১০ই—১৯।৶০ ১৯॥/০ ; ১২ই—১৯॥০ ১৯॥৵০ ; ১৪ই—২০৲। বেঙ্গল পেপার ১৩ই জা:—১৩৬৲ ; ১৫ই—১৩৬৲। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৩ই জা:—১৪৯॥০ ১৫০৲ ; ১৪ই—১৫০৲। ষ্টার পেপার ১৩ই জা:—১৪৵০ ; ১৪ই—১৪॥০।

চিনির কল

ডায়ার মিয়াকিন ব্রুয়ারীজ ৯ই জানুয়ারী—১০/০। নিউ ইণ্ডিয়া ৯ই জা:—৭॥০। বুলাণ্ড ১৩ই জা:—২৪৸০ ; ১৪ই—২৪৸০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৩ই জা:—১২৶০ ; ১৫ই—১২/০ ১২৵০। কাণপুর ১৪ই জা:—২৪৲। মারী ব্রুয়ারী ১৩ই জা:—১৫৲। প্রতাপপুর ১৩ই জা:—১১।০ ; ১৪ই—১১৵০ ১১।০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার ১২ই জা:—১০৸৵০ ১১৵০ ; ১৫ই—১১৲ ; (প্রেফ) ১৫ই জা:—১৩৫৲। রাজা ১৪ই জা:—২৫৸০। সমস্তীপুর ১৩ই জা:—১১।৵০ ১১॥০। চম্পারণ ১৫ই জা:—১৯৸০।

চা-বাগান

বিশ্বনাথ ৯ই জানুয়ারী—১৭।০ ; ১২ই—২৭।০ ; ১৩ই—২৭॥০ ২৭॥৵০। এথেলবাড়ী ১০ই জা:—১২।০। নাগাইশুরী ১৩ই জা:—৯৯০৲। উডলাবাড়ী ১২ই জা:—২৭॥০। পাত্রখোলা (অর্ডি। ১২ই জা:—১০০০৲। টেঙ্গাপাণি ১৫ই জা:—২১৵০ ২১।০। বেটিনী ১৫ই জা:—৭।০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৬ই জানুয়ারী

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারের সকল বিভাগেই মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে চট ও থলের নূতন দুইটি অর্ডার পাওয়ার সংবাদে বাজারে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা যায়। প্রথম অর্ডার হইতেছে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ এই দুই মাসে দুই কিস্তিতে দেয় দুই কোটি বালির বস্তা। ইহা ছাড়া ৫ কোটি গজ পরিমিত চটের একটী অর্ডারও পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বোপরি ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশানের সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কার্য্য চালাইবার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বলবৎ রাখার সঙ্কল্প এবং জাহাজ চলাচলের সন্তোষজনক ব্যবস্থার সংবাদ চট ও থলের বাজারে বেশ আশার সঞ্চার করিয়াছে। চট ও থলের দর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৯নং পোর্টার চট ১৯।৵০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ১৮৸০ আনা ও এপ্রিল-জুন ১৭॥০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ১১নং পোর্টার চট ২৬৲ টাকা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ২৪৸০ আনা এবং এপ্রিল-জুন ২২॥০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে বালির বস্তার প্রয়োজন পড়ায় পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। অনিশ্চিত অবস্থার দরুণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্তাহে কলওয়ালারা পাট ক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহশীল ছিলেন না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহের জন্য আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে তাঁহারা পাট ক্রয়ের দিকে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইতেছেন। সুবিধা বুঝিয়া বিক্রেতাগণ কিছুটা দর কষাকষির ভাব দেখাইতেছেন। আলগা পাটের বাজারে সপ্তাহের প্রথম ভাগে বিক্রেতা মহল পাট বিক্রয়ের জন্য খুব উৎসুক ছিলেন এবং কলওয়ালারা তেমন আগ্রহ দেখান নাই। কিন্তু গত তিন দিবস হইতে ক্রয়বিক্রয় বেশ সন্তোষজনক হইতেছে। জাত মিডল ও বটোম পাট প্রতি বেল যথাক্রমে ১২॥০ আনা ও ৮৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পুরাতন ইণ্ডিয়ান জাত ও ডিষ্ট্রিক্ট ক্রশ্ বটোম প্রতিমণ যথাক্রমে ৮৲ টাকা ও ৭॥০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

গত ৯ই জানুয়ারী বোর্ড অব কন্ট্রোল ৫৬৲ টাকায় পাটের সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়ার পর হইতে ফাটকা বাজারে কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই। ক্রেতা মহল ঐ নির্দ্দিষ্ট দরের উর্দ্ধে উঠিতে আদৌ রাজী নহেন। আলোচ্য সপ্তাহে ফাটকা বাজার সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলিবার মত সংবাদ নাই।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৬ই জানুয়ারী

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মন্দার অবস্থা চলিতেছে। সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ বাহিনীর ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণের ফলে কাপড়ের বাজারে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। মালয় ও প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনুকুল সংবাদ না আসিলে বাজারের উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। বহু ব্যবসায়ী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সহর ছাড়িয়া গিয়াছে। ফলে দেশীয় বস্ত্রের বাজারে যৎসামান্য কাজকারবার হইয়াছে। জাপানী বস্ত্র বিভাগে বেশ চড়তির ভাব দেখা যায়, কারণ জাপানী বস্ত্রের সরবরাহ এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমেদাবাদের কলওয়ালারাও বিক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহ দেখাইতেছে না। কয়লা সরবরাহে অব্যবস্থার ফলে আমেদাবাদের কাপড়ের কলসমূহে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

তুলার বাজারেও মন্দার ভাব চলিতেছে। গত ৯ই জানুয়ারী হইতে বোম্বাইএর তুলার বাজারে কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই বলিলেই চলে। মালগাড়ীর অভাবে তুলা সরবারহ করা সম্ভবপর হইতেছে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েশনের ডিরেক্টর বোর্ড তুলার টেণ্ডার দিতে অপারগ হইলে ২৫৲ টাকা অর্থদণ্ডের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দেওয়ায় সপ্তাহের শেষ ভাগে বাজারে কথঞ্চিৎ কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। গত ১৫ই জানুয়ারী বোম্বাইএর বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মে তুলার দর ২০৮॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

চায়ের বাজার।

কলিকাতা, ১৬ই জানুয়ারী।

১৯৪২ সালের ১২ই এবং ১৩ই জানুয়ারী চায়ের ৩১নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

রপ্তানীযোগ্য চা—যে সকল চা এই বিভাগে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে আসাম, দার্জ্জিলিং এবং ডুয়ার্স প্রভৃতি স্থানের কয়েক শ্রেণীর উৎকৃষ্ট চাও ছিল। সকল শ্রেণীর চায়ের দরই বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সাধারণ ও মাঝারি ধরণের গুড়া এবং পাতা চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা হইতে ৶০ আনা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে বাড়িয়াছিল। দার্জ্জিলিং চায়ের দর অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের তুলনায় নিম্নস্তরে ছিল।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—সবুজ চায়ের দর কতকটা পড়িয়া গিয়াছিল এবং ইহার দরে কোনরূপ স্থিরতা ছিল না। গুড়া চায়ের চাহিদা ভাল ছিল এবং ইহার দরও পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই হইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মধ্যে পাতা চায়ের দর পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে পাউণ্ড প্রতি ৴০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল। 'ফেনিং' শ্রেণী চায়ের দর তেজী ছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটা চায়ের দর কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং উহা পাউণ্ড প্রতি ।৴৬ পাই হইতে ।৵৬ পাই দরে বেচাকিনা হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৪ পাই।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৬ই জানুয়ারী।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই। সোণা ক্রয় করার আগ্রহ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে এবং সোণার দরেও কতকটা নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের রেডি সোণার দর দাঁড়াইয়াছে ভরি প্রতি ৪৬৷০ আনা। কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোণা ৪৬৷৴০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪৬৷৵০ আনা, প্রতিটী গিনি ৩১৸৴০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এসপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজার অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর হইতেছে ৭০/০ আনা, কলিকাতার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপা ৭০৲ টাকা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৭০।০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩½ পেন্স।

ধান চাউলের বাজার

কলিকাতা ১৬ই জানুয়ারী।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিমণ ধান ও চাউল নিম্নরূপ দরে বিকিকিনি হইয়াছে :—

ধান (নূতন)—সাধারণ পাটনাই—২৸৵০ ২৸৶০ ; মাঝারি পাটনাই—২৸৴০ ৩/০ ; ২৩নং পাটনাই—৩/০ ৩৵০ ; পুবা পাটনাই—২৸০ ২৸৵০ , হামাই—৩।/০ ৩৷৵০ ; রূপশাল—৩৵০ ৩৷৴০।

চাউল—২৩নং পাটনাই—৬॥৵০ ৬॥৴০ , কামিনী আতপ—৬৸০ ৭।০ ; রূপশাল (কলছাটী)—৭৴০ রূপশাল (ঢেঁকিছাঁটা)—৭।০ আনা ; কাটারিভোগ (সিদ্ধ) —৭॥০, কাটারিভোগ আতপ—৯৵০।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ	কলিকাতা, ২রা ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪২	৩৭শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

যুদ্ধ-জনিত ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা

মালয় ও ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের অবস্থা জটিল হইয়া উঠার সঙ্গে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। সেকারণে একদিকে অনেক লোকের প্রাণহানি ও অপরদিকে বাড়ীঘর ও কলকারখানা প্রভৃতি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এদেশে জীবন বীমা, অগ্নি বীমা ও দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতি ক্রমেই বেশী পরিমাণে প্রচলিত হওয়ায় শান্তির সময়ে লোকের মৃত্যু ও দুর্ঘটনা-জনিত ক্ষতিপূরণের কিছু কিছু সুবিধা হইয়াছে। উপযুক্তরূপে বীমা করা থাকিলে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড হেতু বাড়ীঘর ও কলকারখানা সমূহের ক্ষতিও সমুচিতভাবে পরিপূরিত হইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে বিমান আক্রমণ প্রভৃতির ফলে ব্যাপক ভাবে উপরোক্তরূপ ক্ষতি সংঘটিত হইলে তাহা যথাযথ পরিপূরণ করার জন্য কোনরূপ বীমার ব্যবস্থা আজও এদেশে করা হয় নাই। তবু হয়ত এদেশের জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ যুদ্ধের সময়ে বীমাকারীদের মৃত্যুবাবদ দাবী পূরণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু বিমান আক্রমণের ফলে বাড়ীঘর ও কলকারখানা বিনষ্ট হওয়ার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে এই প্রকারে তাহা পরিপূরণের কোন উপায়ই বর্ত্তমানে নাই। এই অবস্থায় দেশের লোক যুদ্ধের সময়ে বাড়ীঘর ও কল-কারখানা প্রভৃতি বিনষ্ট হওয়া জনিত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বাধ্যকরী বীমা প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত কিছুকাল যাবৎ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ উপরোধ জানাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন বীমার স্কীম এখন পর্য্যন্ত বলবৎ করিতেছেন না। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সুরু হইতে এইরূপ বীমা প্রচলন করা হইলেও আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে এতদিন নীরবই রহিয়াছেন। নানাদিক দিয়া এই শ্রেণীর বীমার দাবী দাওয়া বাড়িয়া যাওয়াতে সম্প্রতি তাঁহারা এইমাত্র জানাইয়াছেন যে, সাধারণ বাড়ীঘর সম্পর্কে কোন বীমার ব্যবস্থা তাঁহারা সাধ্যায়ত্ত বলিয়া মনে করেন না। তবে যন্ত্রপাতি ও কল-কারখানার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত একটি বীমার পরিকল্পনা বর্ত্তমানে তাঁহাদের বিবেচনাধীন আছে। এদেশে বিমান আক্রমণ সংঘটিত হইলে অনেক মূল্যবান বাড়ীঘর ও কলকারখানা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যুদ্ধের পরে কেবল মালিকদের চেষ্টায় ও অর্থসামর্থ্যে সেই সব পুনঃ-স্থাপিত হওয়ার আশা অনেক স্থলেই নাই। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট বাড়ীঘর সম্পর্কে কোন বীমার ব্যবস্থা করিতে একেবারেই অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয়। কলকারখানা সম্পর্কে একটি স্কীম গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন, ইহা কতকটা আশ্বাসের বিষয় হইলেও এসম্পর্কে তাঁহাদের অকারণ বিলম্ব নিতান্ত অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে করি। অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিমানাক্রমণের যে বিশেষ সম্ভাবনা আছে তাহাতে ঐসমস্ত অঞ্চলের কলকারখানা সম্পর্কে অচিরেই বাধ্যকরী বীমার ব্যবস্থা না করিলে শিল্প ব্যবসায়ের অপূরণীয় ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে।

যুদ্ধের সময়ে কলকারখানার ক্ষতি পূরণ সম্পর্কে বীমার যে

পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে বিবেচনা করিতেছেন উহার স্বরূপ কি হইবে তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে বোম্বাইয়ের মার্চ্চেণ্টস্ চেম্বার সম্প্রতি এবিষয়ে একটি পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনায় দেশের কলকারখানাসমূহের পক্ষে উহাদের সম্পত্তিমূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ বাধ্যকরীভাবে বীমা করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বাকী শতকরা ২৫ ভাগ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, কলকারখানার মালিকেরা ইচ্ছা করিলে তাহা বীমা করিতেও পারেন কিংবা নাও করিতে পারেন। যে বীমা করা হইবে তাহার জন্য নির্দ্ধারিত হারে তিন মাস অন্তর প্রিমিয়াম প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে। যুদ্ধের জন্য কলকারখানা বিধ্বস্ত হইলে সেই ক্ষতি পূরণের উপস্থাপিত দাবী গবর্ণমেণ্টকে এক বৎসর কাল মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। আমরা মার্চেণ্ট চেম্বারের এই পরিকল্পনা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য বলিয়া মনে করি। শিল্প কারখানার সম্ভবপর ক্ষতি পূরণের জন্য এই ধরণের একটি বীমার পরিকল্পনা বলবৎ করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আর কোনরূপ বিলম্ব করা সঙ্গত নহে।

ডাকমাশুল বৃদ্ধির পরিণাম

বর্ত্তমানে গুজব রটিয়াছে যে, আগামী বাজেটে ডাকমশুল বৃদ্ধি করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টকার্ড ও খামের মূল্য বাড়িবে। এদেশে এমন এক সময় ছিল যখন এক পয়সা খরচা করিয়া পোষ্টকার্ড এবং দুই পয়সায় খামে চিঠি লেখা যাইত। বর্ত্তমানে পোষ্টকার্ডের ও খামের চিঠির মাশুল হইয়াছে যথাক্রমে তিন ও পাঁচ পয়সা। সম্ভবতঃ আগামী এপ্রিল মাস হইতে পোষ্টকার্ডে চিঠি লিখিতে ৪ পয়সা এবং খামের চিঠিতে ৬ পয়সা খরচা লাগিবে।

ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে খাম ও পোষ্টকার্ডের বিশেষতঃ পোষ্টকার্ডের মূল্য বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণ দূরদূরান্তবর্ত্তী আত্মীয় স্বজনের খোঁজখবর নিতে কিভাবে অসমর্থ হইতেছে কর্ত্তৃপক্ষ তাহা ভ্রূক্ষেপের মধ্যেই আনেন না। গত ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত পোষ্টাফিসের মারফতে ৪৯ কোটী ১০ লক্ষ ৫৪ হাজার পোষ্টকার্ড বিক্রীত হইয়াছিল। পোষ্টকার্ডের মূল্য বৃদ্ধির জন্য পরবর্ত্তীকালে উহার বিক্রয় কিভাবে হ্রাস পাইয়াছে তাহার হিসাব এইরূপ—১৯৩২-৩৩—৪৪ কোটী ৯০ লক্ষ ১১ হাজার; ১৯৩৩-৩৪—৪৩ কোটী ৭৫ লক্ষ ৪০ হাজার; ১৯৩৪-৩৫—৪৩ কোটী ১৭ লক্ষ ৩৩ হাজার; ১৯৩৫-৩৬—৪১ কোটী ৩৯ লক্ষ ৬১ হাজার; ১৯৩৬-৩৭—৪০ কোটী ৪৬ লক্ষ ৮৪ হাজার; ১৯৩৭-৩৮—৩৯ কোটী ১১ লক্ষ ৩১ হাজার; ১৯৩৮-৩৯—৩৮ কোটী ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার; ১৯৩৯-৪০—৩৭ কোটী ১৮ লক্ষ ৯৫ হাজার; ১৯৪০-৪১—৩৬ কোটী ৫৪ লক্ষ ৫৮ হাজার। অর্থাৎ গত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে পোষ্টকার্ডের বিক্রয়ের পরিমাণ ১২ কোটী ৫৫ লক্ষ ৯৬ হাজার (শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ) কমিয়া গিয়াছে। অথচ এই দশ বৎসরে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ৫ কোটী বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে পোষ্টকার্ডের মূল্য যদি আরও বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে দেশে উহার ব্যবহার আরও হ্রাস পাইবে এবং দরিদ্র জনসাধারণ দূরবর্ত্তী আত্মীয় স্বজনের খোঁজখবর লইতে আরও অসমর্থ হইবে। উহার ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সমূহ ক্ষতি হইবে।

শ্রমিক বিক্ষোভ ও গবর্ণমেণ্ট

এদেশে শ্রমিক বিক্ষোভের প্রতিকারকল্পে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ভারতরক্ষা আইন অনুসারে কতকগুলি জরুরী বিধান অবলম্বনের সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। এরূপ স্থির হইয়াছে যে, এখন হইতে কোন শিল্প কারখানায় ধর্ম্মঘট দেখা গেলে গবর্ণমেণ্ট শিল্প কারখানার কাজ চালাইয়া যাওয়ার সুবিধার্থ ঐ ধর্ম্মঘট বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন। সরকারী অর্ডার অমান্য করিলে ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থাও করা হইবে। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে দেশে অধিক মালপত্র সরবরাহের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে ঐরূপ জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা কতকটা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সঙ্গে এদেশীয় শ্রমিকদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারকল্পে উপযুক্ত বিধান অবলম্বন করাও আমরা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে বিশেষ কিছু মনোযোগ দিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশের তুলনায় এদেশের শ্রমিকদের অবস্থা আজ পর্য্যন্ত অনেক দিক দিয়াই শোচনীয়। এদেশের কল-কারখানাসমূহে শ্রমিকদের মজুরীর হার স্বল্প। আহার ও বাসস্থান সম্পর্কে উহারা প্রায়ই নিদারুণ অভাব ও অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। রোগশোকজনিত ছুটী ও বার্দ্ধক্যজনিত পেন্সন প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক স্থলেই কোন সুব্যবস্থা নাই। এইসব কারণে ভারতীয় শ্রমিকদের কতকগুলি স্থায়ী ধরণের অভাব ও অভিযোগ রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশের অনেক কলকারখানায় শ্রমিকদের কাজের সময় বাড়িয়াছে। সেজন্য এবং উৎপন্ন মালপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি হেতু কলকারখানার মুনাফাও বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় শ্রমিকদের তরফ হইতে মজুরী ও ভাতা বৃদ্ধির একটা নূতন দাবী দেখা যাইতেছে। কোন কোন কলকারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের সেই দাবী পূরণে সচেষ্ট হইয়াছেন। আবার কোন কোন কলকারখানায় এখনও তাহা করা হইতেছে না বলিয়া শ্রমিকদের দাবী উপেক্ষিত থাকিয়া যাইতেছে। এদেশে শ্রমিক বিক্ষোভের সমুচিত প্রতিকার করিতে হইলে ঐসব ধরণের যাবতীয় অভাব অভিযোগ যথাসম্ভব মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আসন্ন মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাহা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি আজ আইন দ্বারা একতরফাভাবে কেবল শ্রমিক ধর্ম্মঘট বন্ধ করিতে সচেষ্ট হন তবে আসল সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। অধিকন্তু তাহাতে কলকারখানার মালিকেরা সুবিধা বুঝিয়া শ্রমিকদের দাবীদাওয়া পূরণে বর্ত্তমানের তুলনায় আরও বেশী পরিমাণে বীতস্পৃহা দেখাইবেন বলিয়াই আশঙ্কা করা যাইতেছে। এদেশীয় শ্রমিকদের বিহিত স্বার্থ ও কল্যাণের কথা ভাবিয়া আমরা গবর্ণমেণ্টকে সে সব বিষয় যথারীতি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটি

সম্প্রতি বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের গত ১৯৩৯-৪০ সালের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে এই সব স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্যতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে কলিকাতা ছাড়া বাঙ্গলায় মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা ছিল ১১৮টি এবং উহাদের এলাকাধীনে মোট লোক-সংখ্যার পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৪০৭ জন। আলোচ্য বৎসরে মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা ও তাহাদের এলাকাধীন জনসংখ্যার পরিমাণ পূর্ব্ববতই রহিয়াছে। গত এক বৎসরে বাঙ্গলায় এই শ্রেণীর স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কোনরূপ বৃদ্ধি পায় নাই এবং উহাদের এলাকাও পূর্ব্বেকার স্তরেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মোট প্রাপ্তব্য আয়ের পরিমাণ ৭৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। এইরূপ আয়ের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির অধিবাসী-

সমূহের উপর জনপ্রতি ৩।৶৬ পাই হারে ট্যাক্স নির্দ্ধারিত আছে। এই ট্যাক্স রীতিমতভাবে আদায়ের সুব্যবস্থা নাই। ফলে প্রাপ্তব্য আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবৎসরই অনাদায়ী থাকিয়া যাইতেছে। আলোচ্য বৎসরেও উহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ তাঁহাদের জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত ট্যাক্স আদায় সম্পর্কে কিংবা নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা বিষয়ে কখনও বিশেষ কড়াকড়ি বিধান অবলম্বন করিতে চাহেন না। ফলে উপযুক্ত আয়ের অভাবে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের পক্ষে ব্যাপকভাবে জনহিতকর কার্য্যে হাত দেওয়া অনেক সময়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহাতে এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আসল সার্থকতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। লোকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করাই মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের প্রধান কাজ। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ ও উৎসাহ তৎপতার অভাবে সে বিষয়ে অনেক স্থলেই কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্যনীতি অবলম্বিত হইতেছে না। জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির তুলনায় এবিষয়ে বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ অদ্যাপি বেশীরকম পশ্চাদ্‌পদ বলিয়াই মনে হয়। প্রাথমিক শিক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিলে এই পশ্চাদ্‌পদ অবস্থা বিশেষভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আলোচ্য ১৯৩৯-৪০ সালে চট্টগ্রাম ও দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি অধিবাসী পিছু যথাক্রমে ৮৬৶৬ পাই ও ৮৵০ আনা ব্যয় করিয়াছিল। টাকী মিউনিসিপ্যালিটি ব্যয় করিয়াছিল ১৪।৶০। তাহা ছাড়া অন্য সব মিউনিসিপ্যালিটিতেই এই ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল অতি সামান্য। ৪৮টি মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা নানাদিক দিয়া এতই শোচনীয় ছিল যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তাহাদের জনপিছু বরাদ্দ এক টাকারও কম দাঁড়াইয়াছিল। মফঃস্বলের ছোট ও বড় সহরগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষার সমুচিত উন্নতিসাধন করিতে হইলে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে যথোচিত পরিমাণে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাদের মারফতে শিক্ষা বাবদ বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা অচিরে প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় জুট কমিটীর উদ্যম

বর্ত্তমান সপ্তাহে কেন্দ্রীয় জুট কমিটীর উদ্যোগে উহার অধীনস্থ বিভিন্ন সাব-কমিটীতে বাঙ্গলার পাটচাষীর স্বার্থসম্পর্কিত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইবে। নূতন নূতন ক্ষেত্রে পাটের ব্যবহার কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সমবায় নীতিতে পাটের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, পাট কিভাবে গুদামজাত করা যায়, গুদামজাত পাটের জামীনে কৃষককে কি পরিমাণ অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদান করা যায়, পাটের ওজন ও পাটের বাজার সম্পর্কিত সংবাদ প্রচারের কি প্রকার ব্যবস্থা করা যায় তাহাই বিভিন্ন সাব-কমিটীর আলোচ্য বিষয় হইবে। অধিকন্তু বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ফাটকা বাজারে পাটের মূল্যের সহিত কৃষক কর্ত্তৃক বিক্রীত পাটের মূল্যে কি প্রকার তারতম্য ঘটে তাহাও কেন্দ্রীয় জুট কমিটীর একটী সাব-কমিটীতে আলোচনা করা হইবে।

কেন্দ্রীয় জুট কমিটী পাট সম্পর্কে যে সমস্ত সমস্যার বিষয়ে তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা নূতন নহে। বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গলায় যে পাটতদন্ত কমিটি গঠিত হয় তাহার রিপোর্টে পাটচাষীর এইসব সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইয়াছিল এবং এইসব সমস্যার সমাধানকল্পে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ এইসব ব্যাপারে তাঁহাদের কর্ত্তব্যে অবহিত হন নাই। ফলে পাটচাষী ফড়িয়া, মহাজন, আড়তদার, চটকল ইত্যাদি সমস্তের হাতেই প্রতারিত হইতেছে। ঋণসালিশী আইন, মহাজনী আইন ইত্যাদির ফলে মহাজন ও লোন অফিস হইতে টাকা ধার পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠাতে পাটচাষীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। কারণ উপযুক্তরূপ মূল্য পাওয়ার সাপেক্ষে পাটচাষীর পক্ষে এখন ২।৪ মাসও ফসল হাতে রাখিয়া তাহা বিক্রয় করা সম্ভব হইতেছে না। কেন্দ্রীয় জুট কমিটির উদ্যোগে পাটচাষীর বিভিন্ন অভিযোগের যদি কথঞ্চিৎ প্রতিকার হয় তাহা হইলে এই কমিটির প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পেট্রোলের পরিবর্ত্তে সুরাসার ব্যবহার

এদেশে পেট্রোলের ব্যবহার সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বেসামরিক কার্য্যে ব্যবহৃত মোটর, বাস ও লরী প্রভৃতির চলাচল হ্রাস পাইয়াছে। সেকারণে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। অথচ সামরিক প্রয়োজনে পেট্রোল সংরক্ষণের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে তাহাতে পেট্রোলের ব্যবহার এইভাবে অনেককাল নিয়ন্ত্রিত থাকিবে বলিয়াই মনে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় এদেশে লোকের যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে মোটরযানের চলাচলের কোনরূপ সুবিধা করিতে হইলে পেট্রোলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার যোগ্য অন্য কোন জিনিষের প্রচলন বিষয়ে সকলের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষের চিনির কলগুলিতে চিনি উৎপাদনের সহজাত দ্রব্য হিসাবে যে মাৎগুড় উৎপন্ন হয় তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণ সুরাসার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই সুরাসারের সহিত অল্পপরিমাণ পেট্রোল মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা মোটর চালনার ব্যবস্থা করা চলে। এদেশের অনেক বৈজ্ঞানিক দীর্ঘকালের গবেষণার ফলে ঐ ধরণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কয়েক স্থানে উহা কার্য্যতঃ পরীক্ষা করিয়া সুফলও পাওয়া গিয়াছে। পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কড়াকড়ি আরম্ভ হওয়ায় সম্প্রতি ব্যাপক আকারে সুরাসার প্রস্তুতের দিকে কয়েকটি প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট ও শিল্প ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি কতক পরিমাণে নিয়োজিত হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ঐ প্রদেশের শিল্প ব্যবসায়ীদিগকে সুরাসারের সহিত অল্প পরিমাণ পেট্রোল মিশাইয়া তাহা দ্বারা মোটর ও লরী প্রভৃতি চালাইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। উহার ফলে ইতিমধ্যেই ঐ প্রদেশে সুরাসারের উপরোক্তরূপ ব্যবহার সুরু হইয়াছে। কিন্তু অসুবিধা এই দাঁড়াইয়াছে যে, একমাত্র মীরাটের কয়েকটী কারখানা ছাড়া আর কোথায়ও সুরাসার প্রস্তুতের কোন সুব্যবস্থা নাই। যাহাহউক, বর্ত্তমানে মাৎগুড় কাটতির বেশী রকম সুযোগ সুবিধা দেখিয়া যুক্তপ্রদেশের চিনির কলওয়ালারা ঐ অভাব পূরণে সচেষ্ট হইয়াছেন। আউধ সুগারমিলস্ লিমিটেড ও কেশর সুগারমিলস লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষ মাৎগুড়গণ হইতে সুরাসার প্রস্তুতের উপযোগী যন্ত্রপাতি আনয়নের জন্য আমেরিকায় অর্ডার দিয়াছেন। ঐ অর্ডার অনুযায়ী যন্ত্রপাতি আমদানী হইলে তাহা যথারীতি কাজে লাগাইয়া বৎসরে ২ লক্ষ ৫০ হাজার গ্যালন সুরাসার প্রস্তুত করা যাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ঐরূপ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হওয়ার পূর্ব্বে পেট্রোলের সহিত সংশোধিত শ্রেণীর মদ্য মিশাইয়া মোটর চালনার কাজ কতক পরিমাণে অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা হইতে পারে কিনা যুক্তপ্রদেশ সরকার বর্ত্তমানে তদ্বিষয়েও বিবেচনা করিতেছেন। পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের অনিষ্টকর পরিণতি হইতে দেশের যানবাহন ব্যবস্থা তথা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে রক্ষা করা সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশের এই চেষ্টা অন্যান্য প্রদেশের পক্ষে সর্ব্বথা অনুকরণীয় বলিয়াই আমরা মনে করি।

বাঙ্গলায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক

বাঙ্গলা দেশে যখন ঋণসালিশী আইন পাশ হয় সেই সময়ে স্থির হইয়াছিল যে, এই প্রদেশের সর্ব্বত্র জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করতঃ ঐ সব ব্যাঙ্কের মারফতে কৃষকের জোতজমি বন্ধকে কৃষককে টাকা ধার দিয়া তাহার ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং পরে ১০, ১৫ কি ২০ বৎসরের কিস্তিতে কৃষকের নিকট হইতে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রদত্ত টাকা আদায় করিয়া লওয়া হইবে। উক্ত নীতি অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বীরভূম, পাবনা ও যশোহর— এই ৫টী স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে ৫টী জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। কিন্তু সম্প্রতি গত ১৯৪০ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে উহাই মনে হইতেছে যে, কৃষকের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহের কাজে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ এই পর্য্যন্ত একপ্রকার কিছুই কাজ করে নাই এবং এই সব ব্যাঙ্কের কাজ যেভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে উহার মারফতে কৃষকের দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সমস্যার কোনদিনই সমাধান হইবে না।

দেশবাসী একথা অবগত আছেন যে, বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটী বাঙ্গলার কৃষকের ঋণের পরিমাণ একশত কোটী টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে মহাজনবর্গ এবং লোন অফিসসমূহ কৃষকের মধ্যে টাকা দাদন বন্ধ করাতে অথবা বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়াতে কৃষকের ঋণের পরিমাণ আর বৃদ্ধি পায় নাই। ইত্যবসরে কৃষকগণ অনেক ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছে এবং ঋণসালিশী বোর্ড-সমূহ অনেকের ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও একথা মনে করিলে অন্যায় হইবে না যে, এখনও বাঙ্গলার কৃষক মহাজন, লোন অফিস, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির নিকট অন্ততঃ ২৫ কোটী টাকার ঋণজালে আবদ্ধ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এখনও জমির স্থায়ী উন্নতি বিধান, নূতন জমি ক্রয় ইত্যাদির জন্য কৃষকের দীর্ঘদিন মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং উহার পরিমাণ বৎসরে ২॥৩ কোটী টাকার কম নহে। বাঙ্গলার জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ যেদিন কৃষকের উপরোক্ত ২৫ কোটী টাকার ঋণের সাকুল্য অংশের ভার গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রত্যেক বৎসর কৃষককে দীর্ঘদিনের মেয়াদে ২॥৩ কোটী টাকা করিয়া ঋণদান করিতে সমর্থ হইবে সেই দিনই বলা যাইবে যে, এই প্রদেশে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ যে কাজ করিয়াছে তাহাতে সমস্যার সহস্র ভাগের এক ভাগও সমাধান হয় নাই। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ স্থাপিত হইবার পর গত ১৯৪০ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাঙ্ক মিলিয়া কৃষকের জোতজমি বন্ধকে মাত্র ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দাদন করিয়াছে এবং বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে মাত্র ২ সহস্র কৃষক পরিবার এই সাহায্য লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে। অথচ উক্ত কয় বৎসরে ৫টী ব্যাঙ্কে প্রায় ৫॥০ হাজার কৃষক ২৫ লক্ষ টাকা ঋণের জন্য আবেদন করিয়াছিল। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রত্যেক মহকুমাতে যদি এক একটী করিয়া জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইত তাহা হইলে এইসব ব্যাঙ্ক হইতে দীর্ঘদিনের মেয়াদী ঋণ গ্রহণের জন্য যে লক্ষ লক্ষ কৃষক কোটী কোটী টাকার ঋণের আবেদন করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলার ৫টী জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে ১৭৯ জন কৃষকের মধ্যে ৭৫ হাজার ৩৩৫ টাকা এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ২৮৪ জন কৃষকের মধ্যে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ২৭০ টাকা মাত্র দাদন করা হইয়াছে। ঋণসালিশী আইন প্রণীত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে অনেক মহাজনও কৃষককে প্রতি বৎসর উহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ টাকা ঋণ প্রদান করিত।

আমরা বাঙ্গলা দেশে মহাজনী প্রথা পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য এই সব কথা বলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, বাঙ্গলার কৃষকের দীর্ঘদিনের মেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণের যে অপরিহার্য্য প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা মিটাইবার পক্ষে গবর্ণমেণ্টের একটা বড় দায়িত্ব রহিয়াছে এবং এই দায়িত্ব পূরণে তাঁহারা যেভাবে কাজ করিতেছেন, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। যে দেশে কৃষক সমাজ ২৫ কোটী টাকা ঋণভারে বিব্রত এবং যে দেশের কৃষকদের উহার উপরে বৎসরে ২॥৩ কোটী টাকা দীর্ঘদিনের মেয়াদী ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন রহিয়াছে সেই দেশে যদি ৫টী মাত্র ব্যাঙ্কের মারফতে বৎসরে এক লক্ষ টাকার মত ঋণ প্রদত্ত হয় তাহা হইলে উহা যে একটা বড় সমস্যা লইয়া ছেলেখেলা মাত্র, তাহা কে অস্বীকার করিবে? অবশ্য গবর্ণমেণ্ট পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গলায় আরও ৫টী জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। উহার ফলে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে বৎসরে হয়ত ২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদত্ত হইবে এবং উহাতে আড়াই শতের পরিবর্ত্তে ৫ শত কৃষক উপকৃত হইবে। কিন্তু সমস্যার ব্যাপকতার তুলনায় উহাও নগণ্য হইবে। বাঙ্গলার প্রত্যেক মহকুমায় অন্ততঃ একটী করিয়া জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হউক এবং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের হাতে কৃষকের প্রয়োজনের তুলনায় দাদনের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের সংস্থান করা হউক— উহাই আমরা চাই।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ এত অর্থ কোথায় পাইবে? এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমানে দেশে যেভাবে সমবায় নীতিতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইতেছে তাহাতে এই সব ব্যাঙ্ক কোনদিন কৃষকের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। বাঙ্গলা দেশে সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ চূড়ান্তরূপ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অদূরদর্শিতা ও অযোগ্যতার ফলে বাঙ্গলার সমবায় সমিতির শেয়ার ক্রয় করিয়া এবং এই সব সমিতিতে অর্থ আমানত রাখিয়া বাঙ্গলা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক জীবনের যাহা কিছু সম্বল হারাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এক্ষণে আর কেহ সমবায় সমিতিতে টাকা আমানত রাখিবে না। অথচ সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিতে যদি দেশের স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঞ্চিত অর্থ আমানত ও শেয়ার হিসাবে পুঞ্জীভূত না হয় তাহা হইলে উহাদের পক্ষে কৃষকের প্রয়োজন মত টাকা ধার দেওয়াও কোনদিন সম্ভব হইবে না। বাঙ্গলা দেশে যখন জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রস্তাব হয় সেই সময়ে শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার বাঙ্গলা সরকারকে এই

(১০৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের ছয় মাস

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যত বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে বস্ত্র-শিল্পের স্থান সর্ব্বোচ্চে। বস্ত্র-শিল্প বলিতে কার্পাস, রেশম, পশম, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার বস্ত্রই বুঝাইয়া থাকে এবং কারখানা শিল্প ও তাঁত-শিল্প উভয়ই বস্ত্র-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষে এই সমস্ত প্রকার বস্ত্রশিল্পে মোটমাট কত টাকা মূলধন খাটিতেছে, উহার মারফতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কত জন লোকের অন্ন সংস্থান হইতেছে এবং কারখানাও কুটীর শিল্পের মারফতে বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর কি পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে তাহার সঠিক বিবরণ জানা বিশেষ গবেষণা সাপেক্ষ। তবে কাপড়ের কলের মারফতে ভারতবর্ষে কি পরিমাণ কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে তাহা এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম ছয় মাসে অর্থাৎ ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের এই দিক দিয়া কতদূর কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা অলোচনা করা যাইতেছে।

বোম্বাইয়ের মিলওনার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারতে কাপড়ের কল সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা হইতে সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, গত বৎসরের ৩১শে আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষে মোটমাট ৩৯০টী কাপড়ের কল ছিল। এই সব কলের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই মাত্র শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করিতে সমর্থ হয় না এবং প্রায় প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকেই ডিবেঞ্চার, ঋণ, ওভারড্রাফট ইত্যাদির সহায়ে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করিয়া কাজ চালাইতে হয়। ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ এই সব পন্থা ছাড়া ব্যাঙ্কের অনুকরণে আমানত গ্রহণ করিয়াও উহার মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ৫০ কোটী অপেক্ষাও বেশী মূলধন খাটিতেছে—উহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই সব কাপড়ের কলে গত আগষ্ট মাসের শেষে মজুর হিসাবেই ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫০৯ জন লোক নিযুক্ত ছিল। এতদতিরিক্ত কাপড়ের কলগুলিতে পরিচালক, ইঞ্জিনিয়ার, কেরাণী ইত্যাদি হিসাবে বহু লোক প্রত্যক্ষ ভাবে নিযুক্ত ছিল। উহা ছাড়া এই সব কাপড়ের কলের প্রয়োজনীয় তুলা, কয়লা, রঞ্জন দ্রব্য, মিলের সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ এবং কাপড়ের কলে প্রস্তুত কাপড় ও সূতা বিক্রয়ের মারফতে বহু সংখ্যক ব্যক্তি পরোক্ষভাবে নিয়োজিত ছিল। এই সব বিবেচনা করিলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির মারফতে বর্ত্তমানে দশ লক্ষ লোকের জীবিকা সংস্থান হইতেছে উহা বলা চলে। ভারতবর্ষে এরূপ আর কোন শিল্পপ্রচেষ্টা নাই যাহার ভিতর এত অধিক টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং যাহার মারফতে এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তির অন্ন সংস্থান হইতেছে। এই সম্পর্কে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির মধ্যে অধিকাংশই ভারতবাসীর চেষ্টা ও ভারতবাসীর মূলধনে স্থাপিত এবং এই সব কল ভারতবাসীর দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে একটী জাতীয় শিল্প বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে যুদ্ধের আমলে ভারতের এই সর্ব্ববৃহৎ জাতীয় শিল্পের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইতেছে তৎসম্বন্ধে অনেকেই কৌতূহলী হইতে পারেন। এই সম্পর্কে সর্ব্বশেষ যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে এই শিল্পের উন্নতি দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন। গত ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ছয় মাসে অর্থাৎ ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ২০৩ কোটী গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল—সেই স্থলে ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে কাপড়ের উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২২২ কোটী গজ। এই সম্পর্কে আরও উল্লেখযোগ বিষয় যে, ১৯৪০-৪১ সালের মে মাস হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভারতীয় কলগুলিতে কাপড়ের উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এবার এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ করিয়া সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ একটানা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের চাহিদার তুলনায় ভারতে উৎপন্ন এই বস্ত্র পর্য্যাপ্ত নহে। বর্ত্তমানে সামরিক ব্যাপারে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৬০ কোটী গজ কাপড়ের 'প্রয়োজন রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের বাহিরে অবস্থিত সৈন্যদলের জন্য ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে ৭০ কোটী গজ কাপড় রপ্তানীর আবশ্যকতা আছে। যুদ্ধ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়োজন আরও বাড়িবে। উহা ছাড়া দেশের জনসাধারণের নগ্নতা নিবারণের জন্যও এদেশে বৎসরে অন্ততঃ ৬ শত কোটী গজ কাপড়ের দরকার। উহার মধ্যে ভারতে তাঁত শিল্পের মারফতে বৎসরে ১০০ কোটী গজের মত কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাজেই ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে বৎসরে অল্পাধিক ৬॥ শত কোটী গজ কাপড় উৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে সারা বৎসরে ৪২৬ কোটী ৮৭ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে উৎপাদনের পরিমাণ আরও বেশী হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতেও এই বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ৪৫০ কোটী গজের বেশী হইবে না। উহার সহিত তাঁতে উৎপন্ন ১০০ কোটী গজ বস্ত্র ধরিলে ভারতে মোট কার্পাস বস্ত্রের উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইবে—৫॥ শত কোটী গজ। অথচ বর্ত্তমানে এদেশে ৬॥০ শত কোটী গজ কাপড় উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক।

ভারতে বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগিতা না থাকিলে এতদিনে এদেশ বস্ত্রের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারিত। তবে সুখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য ভারতের বাজারে বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে এদেশে বিদেশ হইতে (প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও জাপান) ৬৪ কোটী ৭১ লক্ষ গজ বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ ও ১৯৪০-৪১ সালে উহার পরিমাণ কমিয়া যথাক্রমে ৫৭ কোটী ৯১ লক্ষ গজ ও ৪৪ কোটী ৭০ লক্ষ গজে পরিণত হয়। ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ১৬ কোটী ১০ লক্ষ গজ বস্ত্র আমদানী হইয়াছে, যদিও ১৯৪০-৪১ সালের এই ছয় মাসে আমদানীর পরিমাণ ছিল ১৬ কোটী ৬০ লক্ষ গজ। বিদেশ হইতে ভারতে বস্ত্রের আমদানীর এই ক্রমিক সঙ্কোচ

(১০৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধ ও যানবাহন সমস্যা

যুদ্ধ প্রচেষ্টার চাপে ভারতে যানবাহন সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। ইউরোপে সঙ্কট বাধিবার পর হইতে সামরিক প্রয়োজনের অজুহাত দেখাইয়া গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ দেশের সমুদ্রোপকূলে ও বাহিরে যাত্রী ও মালপত্র চলাচলকারী জাহাজের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। যুদ্ধ প্রচেষ্টার সুবিধার্থ এদেশীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহের কতকগুলি জাহাজও তাঁহারা নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর পেট্রোলের যোগান কম বলিয়া সামরিক প্রয়োজনে তাহা মজুত ও সংরক্ষণের নামে গবর্ণমেণ্ট দেশে পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। উহার ফলে মোটর, বাস ও লরী প্রভৃতি যানবাহনের চলাচল অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট বেসামরিক যাত্রী ও মাল চলাচল কার্য্যে ব্যবহৃত রেলগাড়ীর সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস করিবার দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। যাত্রী বহন কার্য্যে নিয়োজিত ট্রেণের সংখ্যা ইতিপূর্ব্বেই শতকরা দশভাগ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। নূতন পরিকল্পনা অনুসারে গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বিভিন্ন লাইনে ৭৩ খানি যাত্রীবাহী ট্রেণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়েতেও সম্প্রতি ৭০টি ট্রেণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য রেলপথসমূহেও এই ধরণের কার্য্যনীতি অনুসৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

আধুনিক যুগে জাহাজ, মোটর ও রেলগাড়ীর সহিত দেশের লোকের বহুবিধ কার্য্যধারার যোগাযোগ রহিয়াছে। এসমস্ত একদিকে দেশ-ভ্রমণ ও স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন। অপরদিকে মাল চলাচলের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বিস্তারের দিক দিয়া এসমস্ত দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির বাহন। কাজেই দেশের যানবাহন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের জরুরী কার্য্যনীতির ফলে সকল দিক দিয়াই আজ বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। জাহাজের অভাবে ভারতের উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে যাত্রী চলাচল অনেকটা বন্ধ হইয়াছে। এজন্য মালের আমদানী ও রপ্তানী সঙ্কুচিত হইয়া বহির্ব্বাণিজ্যের স্বাভাবিক প্রসার রুদ্ধ হইয়াছে। পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের ফলে মোটরের চলাচল কমিয়া আসাতে দেশের অভ্যন্তরে লোকের ভ্রমণ ও যাতায়াতের স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা ক্ষুন্ন হইয়াছে। সাধারণের ব্যবহৃত মোটর ও লরী প্রভৃতির অধিকাংশ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে চালিত হইত। কাজেই উহার ব্যবহার সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে চলিয়াছে। এক্ষণে রেলগাড়ী চলাচল সম্পর্কে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ হওয়ায় ঐ ধরণের অসুবিধা ও ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এদেশের গবর্ণমেণ্ট সেইসব ক্ষতি ও অসুবিধা সম্পর্কে বিশেষ কিছু অবহিত আছেন বলিয়া মনে হয় না।

ভারতে বৃটিশ শাসন কায়েমী হওয়ার পর হইতে এদেশে রেলপথ প্রতিষ্ঠার কার্য্যনীতি অনুসৃত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইরূপ কার্য্যনীতি এতই অনুপযুক্ত যে, উহার ফলে দেশে আজও রেলপথের প্রয়োজনীয় প্রসার মোটেই সাধিত হয় নাই। একদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও অপরদিকে শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলনের সঙ্গে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত ও দেশ ভ্রমণের জন্য রেলপথের সংখ্যা বাড়াইবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমিক প্রসারের সঙ্গে মালপত্র চলাচলের সুবিধার জন্য সে আবশ্যকতা আরও বেশী পরিমাণেই অনুভূত হইতেছে। কিন্তু দেশের গবর্ণমেণ্ট সে আবশ্যকতা যথাযথ উপলব্ধি করিয়া রেলপথ ও রেলগাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধির তেমন কোন সুব্যবস্থা করিতেছেন না। গত ১৯২৯-৩০ সালে এদেশে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৪১ হাজার ৭২৪ মাইল। তাহার পর গত ১১ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা ৫ কোটি পরিমাণে বাড়িয়াছে। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অনেকটা বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু এই সময়ে দেশে রেলপথের বিস্তার অতি সামান্যই ঘটিয়াছে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে রেলপথের মোট পরিসর দাঁড়াইয়াছিল ৪৩ হাজার ১২৮ মাইল। তাহার পর হইতে নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের কাজ একরূপ বন্ধই আছে। কাজেই বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বেই দেশে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী রেলপথ ও রেলগাড়ীর বিশেষ অভাব ছিল বলা চলে।

এই অবস্থায় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বাধিবার পর যখন নানাভাবে এদেশীয় রেলপথের উপর যাত্রী ও মাল চলাচলের চাপ বৃদ্ধি পাইল তখন সে অভাব আরও বেশী পরিমাণেই অনুভূত হইতে লাগিল। জাহাজের অভাব হেতু উপকূল বাণিজ্যের মালপত্র রেলের মারফতে স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতে লাগিল। যুদ্ধের সুযোগে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু হওয়ায় সেকারণেও রেলে মাল চলাচলের পরিমাণ বাড়িয়া গেল। অপরদিকে যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য রেলে সৈন্য বহনের কাজ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল। বিপুল পরিমাণ সমর সরঞ্জামও স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতে লাগিল। সামরিক ও বেসামরিক এই উভয় দিক দিয়া চাপ এত বৃদ্ধি পাইল যে রেল কর্ত্তৃপক্ষ সমভাবে সে তাল রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বেসামরিক যাত্রী ও মাল চলাচলের সুযোগ সুবিধা সঙ্কুচিত করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার দিকেই অধিকতর মনোযোগ নিবদ্ধ করিলেন। এই নীতি অনুসরণ করিয়া রেলগাড়ী ও ইঞ্জিনের নিদারুণ অভাব সত্ত্বেও রেল কর্ত্তৃপক্ষ গত এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাস মধ্যে সৈন্যদের জন্য প্রায় ২ হাজার স্পেশ্যাল ট্রেণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রেলে অন্য কোন মাল প্রেরণের সুবিধা দেওয়ার পূর্ব্বে সমর-সরঞ্জাম পাঠাইবার সর্ব্বপ্রকারই বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গত এক বৎসরকাল মধ্যে ভারতের নিকটবর্ত্তী ইরাণ ও ইরাক প্রভৃতি দেশসমূহে দুই শত রেলের ইঞ্জিন এবং সৈন্য ও মাল বহনের উপযোগী দশ হাজার সংখ্যক গাড়ী চালান দিয়া তাঁহারা তথাকার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহায়তা করিয়াছেন। এসমস্তের ফলে দেশে যাত্রী ও মাল চলাচলের উপযোগী গাড়ীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। অধিকন্তু বেসামরিক মালপত্রের চলাচল কমিয়া যাওয়ায় সাধারণভাবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় দেশের শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইতেছে। দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যোগান কমিয়া গিয়া উহার মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। সেকারণে জনসাধারণকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে। রেল কর্ত্তৃপক্ষ

বেসামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত রেলগাড়ীর সংখ্যা অদূর ভবিষ্যতে আরও হ্রাস করিবেন বলিয়া ঘোষণা করায় ঐ ধরণের দুঃখ দুর্দ্দশা ভবিষ্যতে আরও বাড়িয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

যুদ্ধজনিত আকস্মিক সঙ্কটে দেশরক্ষা ব্যবস্থার সমূহ উন্নতি-সাধনের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। সেকারণে দেশের যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন কোন দিক দিয়া জরুরী কার্য্যধারা অবলম্বনেরও আমরা বিরোধী নহি। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা ও দেশের শিল্প ব্যবসায়ের অভাব ও অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া রেলওয়ের কার্য্যধারা একান্তভাবে কেবল ঐদিকেই নিয়োজিত করিতে থাকা আমাদের কাছে অশোভন বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধজনিত অবস্থায় দেশে রেলগাড়ীর বিশেষ অভাব ঘটায় যে সঙ্কট সৃষ্ট হইয়াছে তাহার সমস্ত খেসারত আজ দেশের লোককেই বহন করিতে হইতেছে। অথচ এইরূপ সঙ্কটের মূলে গবর্ণমেণ্ট ও রেল কর্ত্তৃপক্ষের নানারূপ দোষত্রুটিই নিহিত রহিয়াছে। এদেশের যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণ করেন না। ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া দূরদর্শিতার সহিত পূর্ব্বাহ্নে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের অভ্যাসও তাঁহাদের নাই। সেকারণে বহু পূর্ব্ব হইতে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা যাওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা সেজন্য প্রস্তুত হওয়া সম্পর্কে উপেক্ষার ভাব দেখাইয়াছেন। যুদ্ধ সুরু হওয়ার পরও তাঁহারা এদেশে যানবাহন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিস্তারসাধনে মোটেই কিছু যত্নপর হন নাই। যুদ্ধের সময়ে জাহাজের প্রয়োজনীয়তা বাড়িবে জানিয়াও তাহারা পূর্ব্বাহ্নে এদেশে জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপনে শৈথিল্য দেখাইয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে সামরিক প্রয়োজনে রেলগাড়ীর আবশ্যকতা খুব বৃদ্ধি পাইবে জানিয়াও তাহারা পূর্ব্ব হইতে এদেশে রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন। এমন কি দেশের রেল কারখানাসমূহে বেশী পরিমাণে রেলের গাড়ী তৈয়ারের ব্যবস্থাও তাঁহারা করেন নাই। এই ধরণের অদূরদর্শিতা এবং অবহেলার ফলেই আজ দেশে যানবাহন সমস্যা এরূপ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতি উপলব্ধি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ এখনও যদি উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে অগ্রসর হন তবে ভবিষ্যতে দেশের অভাব ও অসুবিধা অনেকটা লাঘব হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের দিক হইতে সেরূপ সুবিবেচনার আশা কোথায় ?

(ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের ছয় মাস)

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পক্ষে একটা খুব শুভ লক্ষণ। তবে যুদ্ধাবসানে এই অবস্থা বর্ত্তমান থাকিবে কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে ভারতীয় বস্ত্রের জন্য সংরক্ষণশুল্কের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে এবং উহার ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প-সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। তবে বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলাফলের উপর এই অবস্থা বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পক্ষে আর একটী শুভলক্ষণ এই দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ হইতে ক্রমেই বেশী পরিমাণে বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে এদেশ হইতে বিদেশে ১৭ কোটী ৭০ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানী হয়। ১৯৩৯-৪০ ও ১৯৪০-৪১ সালে উহার পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ২২ কোটী ১৩ লক্ষ গজ ও ৩৯ কোটী ১ লক্ষ গজে পরিণত হয়। ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারত হইতে বিদেশে বস্ত্রের রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৯ কোটী ৩০ লক্ষগজ—যদিও ১৯৪০-৪১ সালের এই ছয় মাসে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১৪ কোটী ৯০ লক্ষ গজ। তবে ভারতে বিদেশী বস্ত্রের আমদানীর ন্যায় ভারত হইতে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানীও যুদ্ধের ফলাফল এবং যুদ্ধের পরে ভারতীয় সংরক্ষণ নীতির অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের এই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে দেশহিতকামী ব্যক্তি মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। তবে নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এই উন্নতিতে বাঙ্গলাদেশ অন্যান্য প্রদেশের সহিত সমভাবে অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। বাঙ্গলায় একেই কাপড়ের কলের সংখ্যা এবং এই সব কলে অবস্থিত বস্ত্রবয়নোপযোগী সাজ সরঞ্জামের সংখ্যা অনেক কম। ইহার উপর প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে বাঙ্গলার সকলগুলি কাপড়ের কল এই যুদ্ধের সুযোগে পুরাপুরিভাবে কাজ চালাইয়া লাভবান হইতে সমর্থ হইতেছে না। বর্ত্তমানে দেশে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্য অল্প মূল্যের মোটা কাপড় যাহাতে অধিকতর পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট চিন্তাভাবনা করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি যে মূলধনের অভাবে উহাদের হস্তস্থিত সাজসরঞ্জামকে পুরাপুরি কাজে লাগাইয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইতেছে না তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে না। বাঙ্গলা সরকার যদি এই ব্যাপারে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কাপড়ের কলগুলিকে কিছু অর্থ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে বাঙ্গলায় বস্ত্রের অভাবের কতক প্রতিকার হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদেশের বেকার সমস্যারও কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

রেলগাড়ীর সংখ্যা হ্রাস

গতকল্য হইতে (১লা ফেব্রুয়ারী) ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতী ৭৩ খানি যাত্রীবাহী রেলগাড়ী কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে প্রধান প্রধান 'মেল' ও 'এক্সপ্রেস' গাড়ীগুলির গতির দ্রুততা কমাইয়া দেওয়া হইবে। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে যাত্রীবাহী রেলগাড়ীর পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত রেলগাড়ীর সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ কমান হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কমান হইবে। যুদ্ধ বাধিবার পর রেলযাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় বর্ত্তমানে যাত্রীর সংখ্যা শতকরা ১৬ জন এবং মালের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িয়াছে। ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে ৯ মাস শেষ হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় তাহাতে প্রথম শ্রেণীর রেলপথগুলিতে যাতায়াতী চারিচাকা বিশিষ্ট মালগাড়ীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৫৫ খানা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছোলা, ভুট্টা, তৈল, উৎপাদনের বীজ, তুলা এবং বিবিধ দ্রব্যপূর্ণ মালগাড়ী চলাচলের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১'৬২, ১৬'৪, ৭'৪ এবং ১০'৭ ভাগ বাড়িয়াছে। সৈন্য, যুদ্ধের বন্দী এবং যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহের জন্য ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ১ হাজার ৯৭৪ খানা 'স্পেশাল' রেলগাড়ী দেওয়া হইয়াছে, রেলের কাজ এই ভাবে বাড়িয়া যাইবার জন্য ড্রাইভার, ফিটার মেকানিক, ফায়ারম্যান প্রভৃতি শ্রেণীর যে সকল অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন তাহাদের শিক্ষাদিবার কাজ মন্থরভাবে চলিতেছে। এই সকল সমস্যার মধ্যে একান্ত প্রয়োজনীয় রেল চলাচল ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য যাত্রী চলাচলের বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে শীঘ্রই আরও সীমাবদ্ধ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভারতে রেলগাড়ীর প্রয়োজনীয় কলকব্জা নির্ম্মাণ

প্রকাশ, যাত্রীবাহী এবং মালবাহী রেলগাড়ীর চাকা এবং টায়ার নির্ম্মাণ করিবার ভার টাটা কোম্পানী গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পর রেলগাড়ীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় এই সকল অংশ বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে না। আজমীড়ের রেলওয়ে কারখানায় ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার প্রচেষ্টাও চলিতেছে; ভারত সরকার বিমানপোত প্রস্তুত সম্বন্ধে 'হিন্দুস্থান এয়ারক্রাপ্ট কোম্পানীর' সহিত একযোগে গবেষণা কার্য্য চালাইবার জন্য বাঙ্গালোর বিজ্ঞান পরিষদকে (বাঙ্গালোর সাইন্স ইনষ্টিটিউট) ১ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয়কর বাবদ প্রাপ্তি

প্রকাশ, প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবৎসর ভারত সরকারের নিকট হইতে আয়করের প্রাপ্য অংশ বাবদ মোটা টাকা পাইবেন। গত বাজেটে আয়কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ টাকা পাইবার আশা করিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে প্রকৃত পক্ষে অনেক বেশী টাকা এপর্য্যন্ত আয়কর বাবদ পাওয়া গিয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ যে অতিরিক্ত অর্থ আয়করের প্রাপ্য অংশ বাবদ পাইবেন তাহা দ্বারা বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ কার্য্যের ব্যয় ভাল ভাবেই সঙ্কুলান করা যাইবে।

বিহার সরকারের বাজেট

বিহার সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের দ্বিতীয় অতিরিক্ত বাজেটের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কয়েকটী নূতন পরিকল্পনা স্থায়ীভাবে কার্য্যকরী করিবার জন্য বাৎসরিক ১৫ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় করা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান বৎসরে নূতন কার্য্য পরিকল্পনার জন্য কয়েক দফায় ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭ শত টাকা খরচ করা স্থির হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ তহবিল হইতে ৭৬ হাজার টাকা রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য এবং ৫ হাজার টাকা ভারত সরকারের কৃষিগবেষণা সমিতির সাহায্যদান তহবিল হইতে গ্রহণ করা হইবে।

কলিকাতায় খাদ্য মজুত

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ হইলে যে সকল নাগরিক গৃহহীন হইবেন তাহাদের সাহায্যার্থে বাঙ্গলা সরকার অনতিবিলম্বে খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ২১ হাজার লোকের ৩ দিন চলিতে পারে এরূপ পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুত করিয়া রাখা হইবে।

কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ সমস্যা

গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে শ্রীযুক্ত এন আর সরকারের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরামর্শ বোর্ডের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বোর্ড কুষ্ঠরোগ ও উহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট সমর্থন করিয়া এবং কুষ্ঠরোগ সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

মোটর চালক সম্পর্কে অর্ডিনান্স

নয়া দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত ৫নং অর্ডিনান্সে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের হস্তে, যাহারা মোটরযান চালাইতে জানে তাহাদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে কার্য্যে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশের লাইসেন্স মঞ্জুরকারী কর্ম্মচারীরা এইরূপ ব্যক্তির তালিকা রাখিবেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্ম্মচারী এই তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রদেশের যে কোন স্থানে যে কোন রাজকর্ম্মচারীর নিকট হাজির হইতে এবং শেষোক্ত কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিতে আদেশ দিতে পারিবেন। এই আদেশ পালন না করিলে ছয়মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারিবে।

গ্রেট বৃটেন এবং আয়ারল্যাণ্ডে অগ্নিদাহে ক্ষতি

১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত গ্রেটবৃটেন এবং আয়ারল্যাণ্ডে অগ্নিদাহের জন্য ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৬৫ লক্ষ ৩৫ হাজার পাউণ্ড।

বাংলাদেশে কাগজের খুচরা দর নিয়ন্ত্রণ।

বাংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্রোলার মিঃ এম্, কে, কৃপালনি গত ২৪শে জানুয়ারী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে কলিকাতা, আসানসোল, বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, রাণীগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ বাজার, তারপাশা, বরিশাল, মিরকাদিম, গাইবান্ধা শিলিগুড়ি, আখাউড়া ও খুলনার জন্য লিখিবার ও ছাপিবার কাগজের সর্ব্বোচ্চ খুচরা দর নিম্নরূপ হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং উক্ত দর এখন হইতেই কার্য্যকরী হইবে :—(১) ব্লিচড, মিল, ফিনিস, লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ (১৪ পাউণ্ড ও উপরে) প্রতি রীমের খুচরা সর্ব্বোচ্চ দর—(ক) ১৪ পাঃ ৬৲ ; (খ) ১৬ পাঃ ৭৲ ; (গ) ১৮ পাঃ ৭৸০ ; (ঘ) ২০ পাঃ ৮৸০ ; (ঙ) ২২ পাঃ ৯৸০ ; (চ) ২৪ পাঃ ১০৸০ ; প্রতি দিস্তার খুচরা সর্ব্বোচ্চ দর—(ক) ১৪ পাঃ ।/০ ; (খ) ১৬ পাঃ ।৵০ ; (গ) ১৮ পাঃ ।৵৬ পাই ; (ঘ) ২০ পাঃ ।৶৬ পাই ; (ঙ) ২২ পাঃ ॥০ ; (চ) ২৪ পাঃ ॥/০। (২) রেপিং ও কার্টিজ (৩০ পাউণ্ড ও উপরে প্রতি রীমের খুচরা সর্ব্বোচ্চ দর—(ক) ৩০ পাঃ ১১।০ ; (খ) ৪০ পাঃ ১৫৲ ; (গ) ৫০ পাঃ ১৮৸০ ; (ঘ) ৬০ পাঃ ২২॥০ ; (ঙ) ৭০ পাঃ ২৬।০ ; (চ) ৮০ পাঃ ৩০৲ ; (ছ) ৯০ পাঃ ৩৩৸০ ; (জ) ১০০ পাঃ ৩৭॥০। (৩) সাধারণ বাদামী (১৪ পাউণ্ড ও উপরে) প্রতি রীমের সর্ব্বোচ্চ খুচরা দর—(ক) ১৪ পাঃ ৫॥০ ; (খ) ১৬ পাঃ ৬॥০ ; (গ) ১৮ পাঃ ৭৲ ; (ঘ) ২০ পাঃ ৮৲, (ঙ) ২২ পাঃ ৮৸০ ; (চ) ২৪ পাঃ ৯॥০ ; প্রতি দিস্তার সর্ব্বোচ্চ খুচরা দর—(ক) ১৪ পাঃ ।৯ পাই ; (খ) ১৬ পাঃ ।/৬ পাই, (গ) ১৮ পাঃ ।৵০ ; (ঘ) ২০ পাঃ ।৶০ ; (ঙ) ২২ পাঃ ।৶৬ পাই ; (চ) ২৪ পাঃ ॥০,। (৪) পাতলা লিখিবার ও ছাপিবার কাগজের রীম প্রতি সর্ব্বোচ্চ খুচরা দর—(ক) ১২ পাঃ ডিমাই ৬৲, (খ) ১২ পাঃ ডবল ফুলস্কেপ ৬৲, (গ) ৬ পাঃ ফুলস্কেপ ৩৲, (ঘ) ৮ পাঃ ফুলস্কেপ ৪৲, (ঙ) ১০ পাঃ ফুলস্কেপ ৫৲, (চ) ১২ পাঃ ফুলস্কেপ ৬৲, প্রতি দিস্তার সর্ব্বোচ্চ খুচরা দর—(ক) ১২ পাঃ ডিমাই ।/০, (খ) ১২ পাঃ ফুলস্কেপ ।/০, (গ) ৬ পাঃ ফুলস্কেপ ৵৬ পাই, (ঘ) ৮ পাঃ ফুলস্কেপ ৶৬ পাই, (ঙ) ১০ পাঃ ফুলস্কেপ ।৩ পাই, (চ) ১২ পাঃ ফুলস্কেপ ।/০। (৫) সমস্ত রঙ্গীণ মিল ফিনিস কাগজের দর উপরোক্ত দর হইতে প্রতি পাউণ্ড এক আনা করিয়া বেশী হইতে পারিবে।

মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যকলাপ

বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় সমগ্র প্রদেশে মোট ১১৮টি মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। কলিকাতার বাহিরের এই মিউনিসিপ্যালিটিগুলির এলাকায় বসবাস করে এরূপ লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মোট ২৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৪০৭ জন। এই সমস্ত মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানের আলোচ্য বৎসরের ট্যাক্স বাবদ মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। মাত্র তিনটি সহরে দেয় ট্যাক্স প্রায় সম্পূর্ণ আদায় হইয়াছে। সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির হিসাব ধরিয়া মাথাপিছু করভারের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩।৵১০ পয়সা। ৪৮টি মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ব্যয় করিয়াছে মাথাপিছু ১৲ টাকারও কম। এই বিষয়ে টাকী মিউনিসিপ্যালিটি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। টাকী, চট্টগ্রাম ও দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ মাথাপিছু ব্যয় করিয়াছে যথাক্রমে ১৪।৵০ আনা, ৮৸৶৬ পাই ও ৮/০ আনা। মহেশপুর এই বিষয়ে সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষা বাবদ ব্যয়ের হার মাথাপিছু মাত্র /১০ পয়সা। আলোচ্য বৎসরে উপরোক্ত ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে মাত্র কয়েকটির নির্ব্বাচন হইয়াছে।

ভারতে সূতার অভাব

বর্ত্তমানে ভারতের মোট চাহিদার অনুপাতে সূতার যোগান ১৫ কোটি পাউণ্ড পরিমাণ কম দাঁড়াইয়াছে।

সিংহলী আইনজীবীদের কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ

সিংহলে খাদ্য শস্যের অভাব পূরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে জনসাধারণকে চাষ আবাদের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করিবার অনুরোধ জানান হইয়াছে। কলম্বোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, মফঃস্বলের কোন এক অঞ্চলের আইন-ব্যবসায়ীরা অবসর সময়ে দলবদ্ধভাবে নিজেরাই কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মালয় প্রত্যাগতদের সুবিধা দান

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, মালয় হইতে আগত ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রণালী উপনিবেশের ডলার কারেন্সী নোট কিনিয়া লইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সম্মত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কাহারও নিকট হইতে ৩০০ শত ডলার মূল্যের অধিক নোট ক্রয় করা হইবে না। যে সকল আশ্রয়প্রার্থী ইতিপূর্ব্বেই ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাঁহারা উপযুক্ত পরিচয়পত্র দাখিল করিতে পারিলেই উপরোক্ত সুবিধা পাইবেন।

কলিকাতার দরিদ্র নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা

বিমান আক্রমণ হইলে কলিকাতার ভাড়াটিয়া বা কর্ম্মচারীদিগের নিরাপত্তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কলিকাতা ও সহরতলীতে বাড়ীর মালিক ও নিয়োগকারীদিগকে বাধ্য করার জন্য বাঙ্গলা সরকার চাপ দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। যাঁহারা' মাসিক ৩০৲ টাকা কিম্বা তদপেক্ষা অল্প ভাড়া দিয়া থাকেন সেই সকল ভাড়াটিয়ার জন্য বাড়ীওয়ালাকে এবং মাসিক ৩০৲ টাকার অনধিক বেতনভুক কর্ম্মচারীদের জন্য নিয়োগকারীদিগকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে শীঘ্রই এক আদেশ জারী হইবে বলিয়া প্রকাশ।

নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে যাত্রীগাড়ীর সংখ্যা হ্রাস

যুদ্ধের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে কয়লা সরবরাহ এবং দেশের অভ্যন্তরে একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চালানের অসুবিধার জন্য নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের বিভিন্ন পথের ৭০ খানিরও অধিক সংখ্যক যাত্রীবাহী গাড়ী চলাচল বন্ধ করা হইল, এই মর্ম্মে উক্ত রেলওয়ে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার ঘোষণা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলেও যদি কয়লা সরবরাহ ব্যবস্থা প্রয়োজনানুযায়ী সন্তোষজনক নহে বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উক্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষযাত্রী গাড়ীর সংখ্যা আরও হ্রাস করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বালির বস্তার পুরাতন দর বহাল

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বহু লোক বালির বস্তার (স্যাণ্ড ব্যাগ) দর ৫ পয়সা বাড়াইয়া ৵৫ পয়সা করাতে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে বলিয়া জানাইয়াছেন। সরকার এই জন্য আপাততঃ বালির বস্তার দর পুনরায় ৵০ আনা ধার্য্য করিয়া দিতেছেন।

চাউল সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা

প্রকাশ, আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ ভারত সরকারের বাণিজ্যবিভাগের প্রতিনিধিবর্গের সহিত ভারতের চাউল সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক বৈঠকে সমবেত হইবেন।

ছোট ও মাঝারি আঁশের তুলা

গত ২৪শে জানুয়ারী বোম্বাইএ ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির এক সভা হইয়া গিয়াছে। ভারতে ছোট ও মাঝারি আঁশের তুলা আবাদী জমির পরিমাণ অন্ততঃ অর্দ্ধেক হ্রাস করার ও ঐ জমিতে খাদ্য শস্য চাষ করিবার জন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহ ও করদ রাজ্যগুলিকে অনুরোধ জানাইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারকে সুপারিশ করিয়া ঐ সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস কর্ত্তৃক উত্থাপিত উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতে উৎপন্ন ছোট ও মাঝারি আঁশের তুলা ক্রয়কারী দেশগুলির সহিত ভারতের লেনদেন বন্ধ হইয়াছে এবং উহার ফলে ঐরূপ তুলা যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রহিয়াছে।

বাঙ্গলায় সমবায় জাম বন্ধকা ব্যাঙ্ক

বাংলা সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, মৈমনসিংহ, কুমিল্লা, বীরভূম পাবনা এবং যশোহরে যে ৫টী সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল তাহাদের কার্য্যাবলী মোটামুটী সন্তোষজনক হওয়ায় বাংলা সরকার খুলনা, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা এবং ফেণীতে (নোয়াখালী) আরও ৫টী অনুরূপ সমবায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করার মনস্থ করিয়াছেন। পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত উপরোক্ত ৫টী ব্যঙ্কের সভ্যসংখ্যা আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের ২ হাজার ২২২ জনের স্থলে ২ হাজার ৪৮২ জনে দাঁড়াইয়াছে। যে সকল সভ্যদের টাকা দাদন করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের ১ হাজার ২৮৬ জনের স্থলে আলোচ্য বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া ১ হাজার ৫৭০ জন। এই সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৯-৪০ সালে ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। আলোচা বৎসরে ২৫ লক্ষ ২ হাজার ৯৩৪ টাকা উক্ত ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ধার নেওয়ার জন্য ৫ হাজার ৩০৫ খানা দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে ২ হাজার ৫৭ খানা আবেদনপত্র গৃহীত এবং ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ১০৮ টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত উপরোক্ত সমবায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ ২১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা মুল্যের সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ধার দিয়াছেন।

ই, আই, রেলপথে কলিকাতা পরিত্যাগকারীদের সংখ্যা।

১৯৪১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের ২৩শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ই, আই, রেলপথে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৮২ জন লোক কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ কলিকাতা পরিত্যাগকারী যাত্রীর সংখ্যা হইতেছে দৈনিক গড়পড়তায় ৫ শত হইতে ১৫ হাজার পর্য্যন্ত।

ভারতে লাক্ষা শিল্প

মহাযুদ্ধের ফলে লাক্ষাশিল্পের ক্ষেত্রে যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূরীকরণার্থ নানকুমস্থ (রাঁচী) ইণ্ডিয়ান লাখ্ রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট্ ও লণ্ডন শেল্লাফ্ রিসার্চ্চ ব্যুরো বার্ণিশ ও নানারূপ কৃত্রিম দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যাপারে লাক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। সম্প্রতি লাখ্ লেস্ কমিটির ১৯৪০-৪১ সালের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৪০-৪১ সালে ভারত হইতে অন্যান্য দেশে ৮ লক্ষ ৮ হাজার ৮৭৭ মণ লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছে। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে (১৯৩৯-৪০) রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৮২ মণ। ১৯৪০-৪১ সালে মোট লাক্ষা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৭৫ মণ এবং ১৯৩৯-৪০ সালের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ ৯৪ হাজার মণ।

সম্প্রতি লাখসেস্ কমিটির উক্ত রিপোর্টে আরও প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের দরুণ থাইল্যাণ্ড বা ব্রহ্মদেশ হইতে আপাততঃ ভারতে লাক্ষা আমদানীর সম্ভাবনা নাই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় লাক্ষার চাহিদাও হ্রাস পাইবার আশঙ্কা নাই। সুতরাং লাক্ষা সম্পর্কে আশান্বিত হইবার মত সময় আসিয়াছে।

বোতলের নূতন ছিপি তৈরীর প্রচেষ্টা

বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণা সমিতি (সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ বোর্ড) দেশের শিল্পসম্পদ বৃদ্ধি সম্পর্কে যে তিনটী নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা গত ২২শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে শ্রম-শিল্প সম্পর্কীয় গবেষণা-লব্ধ এ বিষয়ক ব্যবহার কমিটীর (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ ইউটিলিজেশন কমিটী) তৃতীয় অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা তৈলদ্বারা প্রস্তুত আঠাল দ্রব্য, ছাঁচে ঢালা দ্রব্য এবং বোতলের ছিপির অনুকল্প দ্রব্য প্রস্তুত সম্পর্কে করা হইয়াছে।



বৃটেনে নারী শ্রমিক

সম্প্রতি বৃটেনের প্রায় ৩০ লক্ষ নারী শ্রমিকের কাজ করিবার জন্য তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছে।

সিংহলে ডাকমাশুল বৃদ্ধি

কলম্বোর সংবাদে জানা যায়, ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ভারতবর্ষের জন্য ডাক মাশুলের হার বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগার

ভারত সরকার বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগার কলিকাতা হইতে নয়া-দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারতে ডিম ব্যবহারের পরিমাণ

ভারতবর্ষে খাদ্য হিসাবে প্রতি বৎসর মাথা পিছু গড়পড়তা মাত্র ৮টি করিয়া ডিম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকায় বার্ষিক জন প্রতি গড়পড়তা ডিম ব্যবহারের পরিমাণ হইতেছে ১৫০টি হইতে ৩০০টি।

সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু গরু

এলাহাবাদ এগ্রিকাল্‌চারাল ইন্‌ষ্টিটিউট'এর পাস্‌পোর্ট জ্যাপ নামক একটি ষাঁড় (নিউ ইয়র্ক হইতে আনীত) গত ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৬ বছর ৮ মাস বয়সে মারা গিয়াছে। উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউট ঐ ষাঁড়টিকে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু গরু বলিয়া দাবী করিয়াছেন। এই দাবীর প্রতিবাদে বাঙ্গালোরের ইম্পিরিয়াল ডেইরী ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে জানান হইয়াছে, উহাদের জিল নাম্নী গাভীটি ১৯২৯ সালে ১৯৷৷০ বৎসর বয়সে মারা যায় এবং এ্যাডা নাম্নী গাভীটি মারা যায় ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ২৪৷৷০ বৎসর বয়সে। জিল দুধ দিয়াছে ১৬ বৎসরেরও অধিক কাল এবং এ্যাডা ১৫৷৷০ বৎসর কাল দুগ্ধবতী ছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

পাট সম্পর্কিত সমস্যা

আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির একাদশ সভা ও তৎসঙ্গে বিভিন্ন সাব কমিটির সভা হইবে। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই চারিটি পাট উৎপাদনকারী প্রদেশের সরকারী প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিবেন। পাটের নূতন ব্যবহার, পাটের বাজারের উন্নতি, পাটের ফাটকা বাজারের দরের দ্রুত পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয় সভায় আলোচিত হইবে।

সূতা রপ্তানী নিয়ন্ত্রণে আপত্তি

তাঁতীদিগকে সূতা সরবরাহ করা সম্পর্কে ভারত সরকার সম্প্রতি যে মনোযোগ দিতেছেন তৎসম্পর্কে কলিকাতা সূতা ব্যবসায়ী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগে এক স্মারকলিপি (মেমোরেণ্ডাম) দাখিল করা হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ তাঁতীদিগকে সুবিধামত সূতা সরবরাহ করার প্রতি কমিটির সহানুভূতি রহিয়াছে। কিন্তু কমিটি জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে তাঁতীদের প্রকৃত উপকার হইবে না। দেশের অভ্যন্তরে যাহাতে প্রচুর পরিমাণ সূতা রহিয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে বাহিরে সূতা চালান নিয়ন্ত্রিত করিলে উহার ফলে বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতের সূতার কলগুলির সমূহ ক্ষতি হইবে এবং কলিকাতার বাজারেও সূতার দর বৃদ্ধি পাইবে; কেন না, কলিকাতায়ই অধিক পরিমাণ সূতা আমদানী হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে ১২ই ফেব্রুয়ারী বে-সরকারী প্রস্তাব আলোচনার প্রথম দিন ধার্য্য হইয়াছে। এই দিন শ্রীযুক্ত এন, এম, যোশী কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রতি দায়িত্বশীল জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবার বিষয় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

বীমা কোম্পানীসমূহের আশু কর্ত্তব্য

গত ১৭ই জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সভায় ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্তার রামস্বামী মুদালীয়ার ও উক্ত ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ এম্, এন, শেঠ বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের ও বীমাকারীদের স্বার্থ সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন। মিঃ এম, এন, শেঠ বলেন যে, যুদ্ধের দরুণ বীমা কোম্পানীর সুদের হার অনেক হ্রাস পাইয়াছে এবং এই অবস্থা আরও কয়েক বৎসর চলিবে। সুতরাং বীমা কোম্পানীর পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য হইবে আলোচ্য সময়ের জন্য বোনাস বন্ধ রাখা। বীমা কোম্পানীগুলির নূতন ব্যবসায়ের পরিমাণের যে হ্রাস হইতেছে তৎসম্পর্কে মিঃ শেঠ বলেন যে, ইহাতে ভয় পাইবার কোন কারণ না থাকিলেও এখন হইতেই কোম্পানীগুলিকে ব্যয়ের হার অনেক হ্রাস করিতে হইবে।

১৯৪৩ সালে আই সি এস পরীক্ষা।

১৯৪৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী হইতে দিল্লীতে আই সি এস পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। ১৯৪২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী আবেদন পত্র দাখিল করিবার শেষ দিন ধার্য্য হইয়াছে। আবেদন পত্রের ফর্ম্ম ও পরীক্ষার নিয়মাবলী পাইবার জন্য বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগে সেক্রেটারীর নিকট রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা, এই ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে হইবে।

সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে জাপানের কাঁচামাল প্রাপ্তির সম্ভাবনা

সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে যদি জাপান সাফল্যলাভ করে তাহা হইলে মালয়, ইন্দো-চীন এবং শ্যামদেশ হইতে রবার ও টিন, ক্রমি, সারাওয়াক ও তারাকান হইতে তেল, ফিলিপাইন হইতে ক্রোম, ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত ট্যাভয় হইতে টাংষ্টেন (এক প্রকার গুরুভার ধাতব মূল পদার্থ)। ফিলিপাইন এবং মালয় হইতে লোহা ও ম্যানগ্যানিজ এবং ইন্দো-চীন ও শ্যামদেশ হইতে চাউল প্রচুর পরিমাণে জাপান লাভ করিতে সক্ষম হইবে। ইহার ফলে মিত্রশক্তির যে পরিমাণ রবার প্রাপ্তি কমিয়া যাইবে তাহা ১৯৪০ সালে নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে বিদেশে রবার রপ্তানীর হিসাবে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ১৯৪০ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের তুলনায় মালয় হইতে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৪১৭ টন অর্থাৎ শতকরা ৩৮৭ ভাগ, ইন্দো-চীন ৬৪ হাজার ৪৩৭ টন অথবা শতকরা ৪·৬ ভাগ, শ্যামদেশ ৪৩ হাজার ৯৪০ টন অথবা শতকরা ৩·২ ভাগ, সারাওয়াক ও উত্তর বোর্ণিও ৫২ হাজার ১৮৯ টন অর্থাৎ শতকরা ৩·৮ ভাগ এবং ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উৎপাদিত ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৪০ টনের শতকরা ২০ ভাগ মিত্রশক্তির দেশসমূহে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে পৃথিবীর টিন উৎপাদনের অনুপাতে শ্যামদেশে ১৭ হাজার ৪৪৭ টন, ইন্দোচীনে ১ হাজার ৫ শত ৬০ টন, মালয়ে ৮৫ হাজার ৩৮৪ টন এবং ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (বাঙ্কা, বেলিটং এবং সিনকেপ) ৪৪ হাজার ৫৬৩ টন টিন উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে ক্রমি, সারাওয়াক এবং তারাকানে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের অনুপাতে ১৬ লক্ষ টন খনিজ তেল উত্তোলিত হইয়াছিল। জাপান বালিক পাপান, বোর্ণিও, সুমাত্রা এবং জাভা দখল করিতে পারিলে বৎসরে আরও ৮৮ লক্ষ ৭১ হাজার টন খনিজ তেল পাইবার অধিকারী হইবে। ফিলিপাইনে পৃথিবীর ক্রোম উৎপাদনের অনুপাতে শতকরা ৫ ভাগের বেশী এবং ট্যাভয়ে পৃথিবীর টাংষ্টেন উৎপাদনের অনুপ.তে শতকরা ৮ ভাগ পাওয়া যায়। জাভা পৃথিবীর সিনকোনা উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ যোগান দিয়া থাকে।

সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী সম্পর্কে পরামর্শ কমিটি

নয়াদিল্লীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারীকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কমিটি গঠনের জন্য নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ভারত সরকারকে অনুরোধ করায় সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী কাগজ আমদানী সম্পর্কিত ব্যাপারে চীফ কণ্ট্রোলারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য এক ছোট এডভাইসরী কমিটি নিয়োগ করা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন। যখনই প্রয়োজন হইবে তখনই সভা আহ্বান করা হইবে।

বঙ্গীয় কাঁচা পাট কর আইন

কলিকাতা গেজেটের অধুনাতন সংখ্যায় ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় কাঁচা পাট কর আইনের নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। এই আইনের নিয়মাবলীর সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৪৮টি।

ভারতে যানবাহন সমস্যা

যানবাহনের সমস্যা, বিশেষ করিয়া স্থানান্তরে মাল প্রেরণের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নয়াদিল্লীতে একটি নিখিল ভারতীয় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে ও বিনা বাধায় যানবাহন চলাচল হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত করা হইবে। ভারতের বড় বড় নদীগুলিকে আরও ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হইবে। উক্ত যানবাহন সম্পর্কিত কমিটি পেট্রোলের পরিবর্ত্তে অন্য কোন পদার্থ ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বাস চালাইবার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে যে গ্যাস উৎপাদক যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, ব্যাপকভাবে তাহার ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ।

সংবাদপত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশানুযায়ী ভারত সরকার সংবাদপত্রসমূহের মূল্য ও ইহার আকার নির্দ্ধারণ করিয়া একটী বিজ্ঞপ্তি গত ২৯শে জানুয়ারী প্রকাশ করিয়াছেন। এই আদেশে সংবাদ পত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে :—যথা, 'ক' শ্রেণী (পৃষ্ঠায়তন ৩৩৬ বর্গ ইঞ্চির কম হইবে না), 'খ' শ্রেণী (পৃষ্ঠায়তন ৩৩৬ বর্গ ইঞ্চির কম হইবে, কিন্তু ২০০ বর্গ ইঞ্চির কম হইবে না) এবং 'গ' শ্রেণী (পৃষ্ঠায়তন ২০০ বর্গ ইঞ্চির কম হইবে)। ইহাদের মূল্য নিম্নরূপ ধার্য্য হইয়াছে—'ক' শ্রেণীর দুই পৃষ্ঠা, 'খ' শ্রেণীর দুই পৃষ্ঠা এবং 'গ' শ্রেণীর চার পৃষ্ঠার মূল্য অর্দ্ধ আনার কম হইবে। 'ক' শ্রেণীর চার পৃষ্ঠা, 'খ' শ্রেণীর ছয় পৃষ্ঠা এবং 'গ' শ্রেণীর আট পৃষ্ঠার মূল্য তিন পয়সার কম হইবে, কিন্তু অর্দ্ধ আনার কম হইবে না। 'ক' শ্রেণীর আট, 'খ' শ্রেণীর আট এবং 'গ' শ্রেণীর বার পৃষ্ঠার মূল্য এক আনার কম হইবে, কিন্তু তিন পয়সার কম হইবে না। 'ক' শ্রেণীর আট, 'খ' শ্রেণীর ১২ এবং 'গ' শ্রেণীর ষোল পৃষ্ঠার মূল্য দেড় আনার কম হইবে, তবে এক আনার কম হইবে না। 'ক' শ্রেণীর বার, 'খ' শ্রেণীর আঠার এবং 'গ' শ্রেণীর চব্বিশ পৃষ্ঠার মূল্য দুই আনার কম হইবে, তবে দেড় আনার কম হইবে না। এই আদেশে আরও বলা হইয়াছে যে, উপরোক্তরূপ খুচরা বিক্রয় মূল্যের হিসাবে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পৃষ্ঠা ছাড়া কোনও সংবাদপত্র প্রকাশিত অথবা কোন লোক কর্ত্তৃক বিক্রীত হইতে পারিবে না। তবে কোন দৈনিক সংবাদপত্রের ব্যাপারে যদি কোন সপ্তাহে সকল সংখ্যা অথবা একটী ব্যতীত সকল সংখ্যার মূল একরূপ থাকে, তাহা হইলে ঐ সপ্তাহে এক বা একাধিক সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু সপ্তাহব্যাপী মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না। যে স্থানে অপরাহ্ণ তিনটার পরে কোন সংবাদপত্র প্রচলিত নাই, সেই সব স্থানে সাধারণ সংখ্যা ছাড়াও দুই পৃষ্ঠার একখানি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইতে পারিবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফসলের উৎপাদন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগের সম্পাদক মিঃ ক্লড উইকার্ড তাঁহার বার্ষিক বিবরণীতে জানাইয়াছেন যে, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বিশ্বযুদ্ধে জাতিগুলিকে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে খাদ্য ও তন্তু সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন কৃষিক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এইরূপ ফসলের উৎপাদন ১৯৪২ সালে আরও অধিক বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে আবশ্যক মত যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক ও যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইতেছে না।

ভারত রক্ষার্থ নিযুক্ত সৈন্যদলের সংখ্যা

ভারত রক্ষার্থ নৌবাহিনী, স্থল বাহিনী এবং বিমান বাহিনীতে মাসিক ৫০ হাজার লোক সৈনিক হিসাবে ভর্ত্তি হইতেছে। ইহা ছাড়া ভারত রক্ষার জন্য ১০ লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।

ভারতে তুলাচাষের তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ।

১৯৪১-৪২ সালের ভারতে তুলাচাষের তৃতীয় পূর্ব্বাভাষে সমগ্র ভারতে ২ কোটী ২২ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং এই সকল জমিতে ৫৪ লক্ষ ৯০ হাজার বেল তুলা (৪ শত পাউণ্ডে এক বেল) উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসরে সমগ্র ভারতে ২ কোটী ১৯ লক্ষ ৮২ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল এবং ৫২ লক্ষ ৬৫ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বাংলা দেশে ১৯৪১-৪২ সালে ১ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং ৩০ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪১ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটী ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল (৫ শত পাউণ্ডে এক বেল) তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটী ২৫ লক্ষ ৬৬ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারতে টিনে সংরক্ষিত মাছের চাহিদা

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে গ্রেট বৃটেন, কানাডা, নরওয়ে এবং জাপান হইতে ভারতে বাৎসরিক ৪৪ হাজার হন্দর (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সের) টিনে সংরক্ষিত মাছ আমদানী হইত। এই সকল টিনে সংরক্ষিত মাছের মূল্য হইতেছে বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা। এখন এই সকল স্থান হইতে এইরূপ টিনে সংরক্ষিত মাছ ভারতে আসা বন্ধ হওয়ায় এদেশে মাছ টিনে সংরক্ষিত করার সমস্যা একটী বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ১৯১১ সালে মাদ্রাজ সরকার মালাবারের অন্তর্গত চালিয়াম নামক স্থানে মাছ টিনে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থার জন্য একটী কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা লাভজনক না হওয়ায় এই কারখানাটী ১৯৩৩ সালে কোন একটী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করেন। সম্প্রতি বেজওয়াদা এবং বোম্বাইতে দুইটী কারখানায় মাছ টিনে সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বৃটিশ মালাবার এবং দক্ষিণ কানাড়ার সমুদ্রোপকূলে বৎসরে গড়পড়তায় ২৬ লক্ষ ৭ হাজার মণ মাছ ধরা হইয়া থাকে এবং এইরূপ মাছের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ টিনে সংরক্ষণ করার উপযুক্ত।

মিত্রশক্তি এবং চক্রশক্তির সমরোপকরণ শিল্প

মিত্রশক্তি এবং চক্রশক্তির সমরোপকরণ শিল্পের তুলনা করিলে দেখা যায় যে ধাতব, রাসায়নিক, লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কিত এবং অন্যান্য শিল্প (যাহা যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয়) সম্পদের পরিমাণ হইতেছে নিম্নরূপ :—

জার্ম্মানী, ইতালী এবং জার্ম্মানী কর্ত্তৃক ইয়োরোপের অধিকৃত অঞ্চলসমূহের ২২৭৪ কোটী পাউণ্ড; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৪০ কোটী পাউণ্ড; বৃটিশ সাম্রাজ্যের ১১৬ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড; রাশিয়ার ৮০ কোটী পাউণ্ড এবং জাপানের ২০ কোটী পাউণ্ড।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তুলাচাষীদের আয়

১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলাচাষীদের তুলা বিক্রয় বাবদ মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৮ কোটী ৪০ লক্ষ ডলার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবনবীমা

১৯৪১ সালের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯টি বীমা কোম্পানীর যে নূতন জীবনবীমা গ্রহণের হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের নূতন জীবন বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৬·৮ ভাগ বেশী। আলোচ্য সময়ে উক্ত ৩৯টী কোম্পানীর সকল শ্রেণীর মোট নূতন বীমার পরিমাণ হইতেছে ৫৭৭ কোটী ৮৫ লক্ষ ১৬ হাজার ডলার; পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে ইহার পরিমাণ ছিল ৫৪০ কোটি ৮৬ লক্ষ ১৭হাজার ডলার। ইহার মধ্যে নূতন সাধারণ বীমার পরিমাণ ৩৯৭ কোটী ৭৮ লক্ষ ৬৩২ হাজার ডলার। শিল্প সংক্রান্ত বীমার পরিমাণ ১২৩ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ডলার এবং যৌথ বীমার পরিমাণ ৫৬ কোটি ৫৯ লক্ষ ৬০ হাজার ডলারে দাঁড়াইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে এই সকল বিভিন্ন প্রকার বীমার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৭৬ কোটি ৮৬ লক্ষ ৫৯ হাজার ডলার, ১১৫ কোটি ৮১ লক্ষ ৫৩ হাজার ডলার, এবং ৪৮ কোটি ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার ডলার।

আমেরিকা হইতে ভারতে লরীর কাঠামো আমদানী

প্রকাশ, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে ঋণদান ও ইজারা ব্যবস্থা অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতবর্ষে কয়েকশত মোটর লরীর কাঠামো আসিয়াছে। ইহা প্রথম কিস্তি, ভবিষ্যতে আরও আসিবে। এই সমস্ত লরীই দেশরক্ষা বাহিনীগুলির ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

ভারতে সামরিক বিভাগের জন্য বুটজুতা প্রভৃতি তৈয়ার

ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে সামরিক বুট জুতা প্রস্তুত করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করা হইতেছে। উপযুক্ত চামড়া পাওয়া সম্ভব হইলে বৎসরে ৮৫ লক্ষ জোড়া বুট তৈয়ারী করা যাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে ২ কোটি ২ লক্ষ গজ চট এবং অন্যান্য প্রকারের ১০ হাজার টন পাট নির্ম্মিত দ্রব্যের ফরমায়েস দিয়াছেন। ইষ্টার্ণগ্রুপ ভুক্ত দেশগুলি হইতেও বহু বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি ও অন্যান্য বিবিধ সামগ্রীর অর্ডার পাওয়া গিয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে সুরাসার প্রস্তুত

যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর জিলার অন্তর্গত হারগাঁও এবং বেরিলি জিলার অন্তর্গত বাহিরিতে সুরাসার প্রস্তুত করিবার কল স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই সকল কল হইতে বাৎসরিক ২ লক্ষ ৫০ হাজার গ্যালন সুরাসার পাওয়া যাইবে এবং ইহা দ্বারা পেট্রলের অভাব অনেকটা দূর হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় সংবাদপত্রের কাগজ উৎপাদন

বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত ট্যাসমেনিয়ায় সপ্তাহে ৪৮০ টন করিয়া সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। ট্যাসমেনিয়ার কাগজের কলসমূহে আরও ২০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করিলে বৎসরে ৬০ হাজার টন সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়, এই সকল কলে বর্ত্তমানে ১৬ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন হিসাবে খাটান হইয়াছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সুবার্ব্বন ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি আমরা ১০২।১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতাস্থ সুবার্ব্বন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩০শে জুন (১৯৪১) পর্য্যন্ত এক বৎসরের রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্ব বৎসর এই নূতন ব্যাঙ্কটির আদায়ী শেয়ার মূলধন ও এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমা উভয়ের পরিমাণই ছিল কম। আলোচ্য বৎসরে তাহা শতকরা ২৫০ ভাগ পরিমাণে বাড়িয়া যথাক্রমে ২৫ হাজার ২০৫ টাকা ও ৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৮৩০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণ ৩৪২ টাকা হইতে এবার ৭৫০ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য একটা প্রতিকূল অবস্থার সূচনা হওয়ায় বর্ত্তমানে এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ সমস্যা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ কোন কোন দিক দিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবারও নমুনা দেখা গিয়াছে। এই অবস্থায় সুবার্ব্বন ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা এবার সকল দিক দিয়াই প্রসারিত হইয়াছে ইহা উহার পরিচালকদের কার্য্যকুশলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আদায়ীকৃত মূলধন, আমানতী জমা ও মজুত তহবিল বাবদ উপরোক্ত দায় এবং অন্যান্য ধরণের দায় লইয়া গত ৩০শে জুন তারিখে সুবার্ব্বন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৫৩ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—প্রদত্ত ঋণ ও ক্যাশ ক্রেডিট ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। আদায়যোগ্য সুদ ১২ হাজার ২৫৩ টাকা। কোম্পানীর কাগজ ৭ হাজার ৪১৩ টাকা। যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ২ হাজার ৫৩১ টাকা এবং হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৫০৮ টাকা। এই বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল ভালভাবেই নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়।

বিভিন্ন প্রকার আয় হইতে খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়ায় ৬ হাজার ৩৩৪ টাকা। উহা হইতে ১ হাজার ২৬৭ টাকা মজুত তহবিলে (কোম্পানী আইনের ২৭৭ ধারা অনুসারে) ১ হাজার ৫৭৫ টাকা নিয়োগ করিয়া কোম্পানীর অংশিদারদিগকে শতকরা ৬।০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। বাকী আয়কর প্রদানের জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে বাকী ৩ হাজার ৪৯২ টাকা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ন্যাশনেল কটন মিলস লিঃ

বাংলার অন্যতম মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহোদয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সহ সম্প্রতি চট্টগ্রামের "ন্যাশনেল কটন মিল" পরিদর্শন করেন এবং মিলের তৈয়ারী ধুতি, সাড়ী ও নব নির্ম্মিত ব্যাণ্ডেজের কাপড়াদি দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে এই মিলের যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন এবং বস্ত্র বয়নের কাজ চালান প্রভৃতি ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া শ্রীযুক্ত বসু ইহার কর্ম্মকর্ত্তা ও প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কে, কে, সেন ও রায় বাহাদুর উপেন্দ্র লাল রায় প্রমুখ শিল্পোৎসাহী ব্যক্তিগণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মিল পরিদর্শনের পর কোম্পানীর চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর উপেন্দ্র লাল রায়, অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দে ও সেক্রেটারী শ্রীযুত শীতলচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মন্ত্রী মহোদয় এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেমিসনকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন।

ডি জে কিমার এণ্ড কোং লিঃ

মেসার্স ডি জে কিমার এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের কর্ম্মচারীদের উদ্যোগে গত ২১শে জানুয়ারী তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৫ নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটস্থ ভবনে যথারীতি সরস্বতী পূজা উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। তিনশতাধিক অতিথিকে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। সর্ব্বশেষে কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ ক্রম্ জ্ঞানদায়িনী দেবীর পূজা উপলক্ষে তাঁহার সহকর্ম্মীদের এই সুন্দর অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিয়া সমবেত অতিথিবর্গকে সহৃদয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

প্রতাবপুর কোং লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **ইণ্ডিয়ান কেবল কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **ঠিরুমবাদী রবার কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **গুজরাট রেলওয়েজ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা। **মহীশূর স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ২৲ টাকা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

হেলপিং হ্যাণ্ড—অফিশিয়েটিং সেক্রেটারী মিঃ মায়া ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—চট্টগ্রাম। অনুমোদিত মূলধন ৫ শত সভ্য। ব্যবসা—নিঃস্ব ও অসহায় নারীকে সাহায্য দান।

ইউনাইটেড ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর ডি সি ধিশ্নন্। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, এ্যাণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১৫ হাজার টাকা। খনি ও খনিজ সম্পদ ক্রয় বা ইজারা লওয়া।

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া আর্ক ওয়েল্ডিং কোং লিঃ—রেজিষ্টার্ড অফিস—১১০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট (৪ তলায়), কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ হাজার টাকা। ব্যবসা—বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া, বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণ ও তজ্জাত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ।

দি লক্ষ্মী কমার্শিয়াল লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস্—মেসার্স এল গিরিধারিলাল এণ্ড কোং। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। অবস্থা পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির পরিচায়ক কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এই সময় অন্যান্য বৎসর বিস্তর অর্থের চাহিদা দেখা যায়। কিন্তু এই বৎসর দাদনের ক্ষেত্রে আদৌ কর্ম্ম-তৎপরতা লক্ষিত হইতেছে না। বাজারে টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতা ও বোম্বাইএর বাজারে যথাক্রমে ॥০ আনা ও ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে আবেদনের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে, কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের পরিমাণ অত্যন্ত কম হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিভিন্ন দিকের আমানতের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গত ২৭শে জানুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸৩ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৸০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৩৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার ধার্য্য করা হইয়াছে শতকরা বার্ষিক ১৲ টাকা। আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাঁহাদিগকে আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে টাকা দিতে হইবে।

গত ২১শে জানুয়ারী হইতে ২৬শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে মোট ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে। গত ২১শে জানুয়ারী হইতে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ব্বঘোষিত সর্ত্ত অনুযায়ী ৯৯৸৩ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৩শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৩০ কোটি ৫৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩২৯ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪২ কোটি ৫২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৫৯ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৭ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৬ কোটি ৫৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৫০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯১ হাজার ও ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নোক্ত হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬১/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই। লিবিয়ার মরুভূমির যুদ্ধে বৃটীশ সৈন্যবাহিনীর বিপর্য্যয় এবং সুদূর প্রাচ্যের মালয়ের রণাঙ্গনে জাপানের সাফল্য শেয়ার বাজারের ক্রয় বিক্রয়ের উপর বিশেষ প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। শেয়ারের ক্রেতা বিক্রেতা উভয়পক্ষই বেচাকেনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী বাজেটে ৩০ কোটি টাকার ঘাটতি পড়িবে এবং এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য ভারত সরকারের অর্থ-সচিব কয়েক দফা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর বসাইবে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় শেয়ার বাজারের সর্ব্বত্র এই একটা অনিশ্চয়তা এবং আশঙ্কার ভাব বিরাজ করিতেছে। শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। বালির বস্তা এবং চটের জন্য পাটকলগুলির নূতন অর্ডার পাইবার সম্ভাবনায় কোন কোন পাট কলের শেয়ারের দর সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু মোটের উপর পাট-কলের শেয়ারের কাজকারবার সন্তোষ জনক হয় নাই।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের বেচাকেনার পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও ইহার দরে কতকটা তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ এবং ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ যথাক্রমে ৯৫।৶০ আনা এবং ৮২৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের (১৯৪৯-৫২) সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯৮/০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯৯৸০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৪।০ আনা, ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০১৶০ আনা। ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৯।০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের দর অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবার অতি সামান্য হইয়াছে।

পাটকল

পাট কলের শেয়ারের কতকটা কাজকারবার হইয়াছে, কিন্তু ইহার দর বিশেষ কিছু বাড়ে নাই।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এ বিভাগের শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ কোন আগ্রহের ভাব দেখা যায় নাই।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখ যোগ্য বেচাকেনা হয় নাই।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৩শে জানুয়ারী—৮২৲। ৩৲ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) ২৩শে জা:—৯৪।০ ২৬শে—৯৩।৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৩শে জা:—১০০৸০ ১০০৸৶০ ; ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ২৩শে জা:—৯৭৸৴০ ৯৮৲ ; ২৯শে—৯৮/০। ৩৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৩শে জা:—৯৫৲ ৯৫৷৷০ ; ২৬শে—৯৫৴০ ৯৫।০ ; ২৭শে—৯৫৶০ ৯৫।৶০ ; ২৯শে—৯৫।৴০ ৯৫৷৷০। ৩৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২৩শে জা:—১০১৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ২৭শে জা:—৯৮৲ ৯৮।০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৩শে জা:—১০৯।০ ১০৯।৴০ ; ২৪শে—১০৯।/০ ; ২৬শে—১০৯।০ ১০৯।৴০ ; ২৯শে—১০৯।৶০। ৫৲ সুদের (১৯৪৫-৫৫) ২৩শে জা:—১০৮৲ ১০৮/০ ; ২৬শে—১০৮৴০ ; ২৭শে—১০৮৲ ; ২৯শে—১০৮৲ ১০৮।০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৩শে জানুয়ারী—১০৩৷৷০ ;২৪শে—১০৪৲ ; ২৬শে—১০৪৲ ২৭শে—১০৩৷৷০ ১০৪৷৷০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টী) ২৬শে জা:—৩৭৮৲ ; ২৭শে—৩৭৯৲ ; ২৯শে—৩৭৯৲ ; (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৯শে জা:—১৫৪৩৲। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ২৭শে জা:—৪৭৲ ৪৭৸০।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (অর্ডি) ২৩শে জানুয়ারী—৮৫৲ ; ২৪শে—৮৫৲। হোসিয়ারপুর দোয়াব রেলওয়ে ২৬শে জা:—১০২৲।

কাপড়ের কল

নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৩শে জানুয়ারী—৪৷৷৶০ ; ২৭শে—৪৷৷/০ ৪৷৷৶০ ; ২৯শে—৪৷৷৴০ ; (প্রেফ) ২৩শে জা:—৭৴০ ৭৷৷০। মুইর মিলস (প্রেফ) ২৩শে জা:—৭৬৲। বেণারস কটন এণ্ড সিল্ক ২৬শে জা:—৫/০ ; ২৭শে—৫/০। কাণপুর টেক্সটাইল ২৭শে জা:—৮৸০। ডানবার ২৭শে জা:—২৩১৲ ; ২৯শে—২৩০৲। কেশোরাম ২৭শে জা:—৮৷৷০ ৮৷৷/০ ; ২৯শে—৮৷৷৴০।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ২৭শে জানুয়ারী—৩৬০৲ ; ২৯শে—৩৬৭৲। এমালগেমেটেড ২৩শে জা:—২৬।০। ভালগোড়া ২৭শে জা:—৫৲।

পাটকল

আদমজী ২৩শে জানুয়ারী—২৫৸০। আগরপাড়া ২৩শে জা:—৩৮৷৷০ ; ওয়েভার্লি ২৬শে জা:—৩৶০। ক্রেইগ ২৩শে জা:—২৲ ; ২৪শে—২৶০। হুগলী ২৬শে জা:—৬২৶০ ৬২।০। গ্যাঞ্জেস ২৩শে জা:—২৮২৲ ; ২৪শে—২৭৮৲ ; ২৬শে—২৭৫৲। গৌরীপুর ২৩শে জা:—৬৬৫৲ ; ২৯শে—৬৮০৲ ৬৮১৲। নৈহাটী ২৬শে জা:—২১১।/০। ইণ্ডিয়ান ২৩শে জা:—৩২৫৲ ; ২৪শে—৩২৫৲ ; ২৬শে—৩২২৲। কামারহাটী ২৩শে জা:—৪৬৫৲ ; ২৪শে—৪৬৫৲ ; ২৭শে—৪৬৭৲ ৪৭০৲ ; ২৯শে—৪৬৭৷৷০। লরেন্স ২৩শে জা:—২৫১৷৷০ ; ২৪শে—২৫০৲ ; ২৬শে—২৪৪৲ ২৫০৲। ন্যাশনাল ২৩শে জা:—২২।০ ; ২৪শে—২১৸০ ; ২৯শে—২১৸০ ; বরানগর (অর্ডি) ২৪শে জা:—৯০৲ ; ২৬শে—৯২৲। ডালহৌসী (অর্ডি) ২৪শে জা:—২১৫৲ ; নস্করপাড়া ২৪শে জা:—১৭৲। বজবজ ২৬শে জা:—৩২৭৲। ডেল্টা ২৬শে জা:—৪১২৷৷০ ; ২৯শে—৪১৪৲ ৪১৬৲। বালি ২৭শে জা:—২২০৲। কিনিসন ২৭শে জা:—৩৩৫৲ ৩৩৮৲। নদীয়া ২৭শে জা:—৫৯৲। রিলায়েন্স ২৭শে জা:—৫৩৲। মেঘনা ২৯শে জা:—৫৭৷৷০। রামেশ্বর ২৯শে জা: ৯৲।

ক্যামিক্যাল

এলকালি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ২৭শে জা:—২০৷৷৶০।

খনি

ইণ্ডিয়ান কপার ২৩শে জানুয়ারী—২/০। কনসোলিডেটেড টিন ২৬শে জা:—২৲।

সিমেণ্ট

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ২৩শে জাঃ—১২৷৷০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২৩শে জা:—১৩৷৷/০ ১৩৸০ ; (প্রেফ) ২৭শে জা:—১২০৲।

ইলেকট্রিক

আগ্রা ইলেকট্রিক ২৬শে জা:—১৪০৲। সাজাহানপুর ২৭শে জা:—৭৲ বেরিলি ইলেকট্রিক ২৬শে জা:—১৪৲ ১৪৴০। মথুরা ইলেকট্রিক ২৬শে জা:—৮৸০। মৃজাপুর ইলেকট্রিক ২৭শে জা:—১৩৷৷০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৩শে জানুয়ারী—৩৩২৲ ; ২৬শে—৩২৮৲ ; ২৭শে—৩৩০৲। ইণ্ডিয়ান মেলেবেল কাষ্টিংস (ডেফার্ড) ৩০শে জা:—২৷৷০ মার্সালস ২৩শে জা:—২৲। জেসপ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৩শে জা:—১৮।০ ২৭শে—১৮৴০ ; ২৯শে—১৮।০ ; (প্রেফ) ২৩শে জা:—১১৬৲। ষ্টিল করপোরেশন (প্রেফ) ২৩শে জা:—১১০৷৷০ ১১১৲ ; ২৪শে—১১০৲ ১১০৷৷০ ২৬শে—১১০৲ ; ২৭শে—১১০৲ ; ২৯শে—১১০৷৷০। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন ২৬শে জা:—৬০৷৷০ ; (প্রেফ) ২৯শে জা:—১৪৯৲।

(বাঙ্গলায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক)

ব্যাপারে সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন এবং দেশবাসী যাহাতে কোম্পানী আইন অনুযায়ী যৌথ কারবার হিসাবে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া কৃষকের মধ্যে দীর্ঘদিনের মেয়াদী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারে তজ্জন্য উপযুক্তরূপ আইন প্রণয়ন করিতে এবং এইসব যৌথ জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ককে উপযুক্তরূপ পৃষ্ঠপোষকতা করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। ফলে কৃষকের দীর্ঘদিনের মেয়াদী ঋণের সমস্যা আজ পর্য্যন্ত কিছুই সমাধান হয় নাই। আমাদের মনে হয় যে, বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের পক্ষে শ্রীযুত সরকারের প্রস্তাবই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী। যদিও ঋণসালিশী আইন, মহাজনী আইন ইত্যাদির ফলে বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত সমাজের সঞ্চিত মূলধনের অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি এখনও মধ্যবিত্ত সমাজের হস্তস্থিত মূলধনের পরিমাণ নগণ্য নহে। মধ্যবিত্ত সমাজের আয় পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কমিয়া গেলেও এখন পর্য্যন্ত চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মারফতে উহাদের কিছু কিছু টাকা সঞ্চিত হইতেছে এবং উহার পরিমাণ কম করিয়া ধরিলেও বৎসরে ২।৩ কোটী টাকার কম হইবে না। বাঙ্গলা সরকার অত্যধিক তাড়াহুড়া করিয়া মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে ক্ষতিজনক কতকগুলি আইন প্রণয়ন করিয়া এবং এই সব আইনের চূড়ান্তরূপ অপপ্রয়োগের প্রশ্রয় দিয়া মধ্যবিত্ত সমাজের আস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই আস্থা যতদিন ফিরিয়া না আসে এবং যতদিন মধ্যবিত্ত সমাজ পুনরায় বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক সৃষ্ট ও পৃষ্ঠপোষিত প্রতিষ্ঠানে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ মজুদ করিতে তৎপর না হয় ততদিন বাঙ্গলা দেশে কৃষিই হউক, শিল্পই হউক জনসাধারণের হিতজনক কোন বড় কাজে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে হাত দেওয়া সম্ভব হইবে না। আমাদের মনে হয় যে, সাধারণ কর্ত্তৃক কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির পাওনা টাকা আদায় এবং এইসব ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যদি উপযুক্তরূপ আইন প্রণয়ন করেন এবং গবর্ণমেণ্ট যদি এইসব ব্যাঙ্কের প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ ও ঐসব ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রদত্ত ডিবেঞ্চারের সুদের জন্য জামীন থাকেন তাহা হইলে বেসরকারী চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র অগণিত জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিবে এবং এইসব ব্যাঙ্ক কৃষকের দীর্ঘদিনের মেয়াদী ঋণ সরবরাহে অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে। আমরা বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিমণ্ডলকে এই সম্পর্কে শ্রীযুত সরকারের পরিকল্পনার পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ২৩শে জানুয়ারী—১৩৫৲ ১৩৫৷৹। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ২৩শে জা:—১৪০৲ ; ২৯শে—১৪০৲। ওরিয়েণ্ট পেপার ২৩শে জা:—১৫৷৹ ; ২৬শে—১৬৲ ; ২৭শে—১৬৵৹ ১৬৷৵৹ ; ২৯শে—১৬৷৹ ১৬৷৵৹। ষ্টার পেপার ২৩শে জা:- ১৩৷৹ ; ২৭শে—১৩৷৹। টীটাগড় পেপার ২৩শে জা: —১৯৲ ; ২৪শে—১৮৷৵৹ ; ২৬শে—১৮৷৶৹ ; ২৭শে—১৯৶৹ ১৯৷৵৹ ; ২৯শে—১৯৵৹ ১৯৷৹। শ্রীগোপাল পেপার ২৭শে জা:—১৪৷৹ ; ২৯শে—১৪৷৹।

চিনির কল

ভারত ২৩শে জানুয়ারী—১১৲। বুলাণ্ড ২৩শে জা:—২৪৷৹ ; ২৭শে—২৪৷৹ ; ২৬শে—২৪৷৵৹ ; ২৭শে—২৪৷৵৹। চম্পারণ ২৩শে জা:—১৯৷৹ ; ২৬শে—১৯৷৵ ; ২৯শে—১৯৷৹। মারিক্রয়ারী ২৩শে জা:—১৫৲। প্রতাপপুর (অর্ডি) ২৩শে জা:—১১৷৹ ; ২৪শে—১১৷৵৹ ১১৷৹; ২৯শে—১১৷৹ ; (প্রেফ) ২৩শে জা:—১৭৷৹। রাজা ২৪শে জা:—২৫৷৹ ; ২৬শে—২৫৲। কাণপুর ২৬শে জা:—২৪৷৹ ; ২৭শে—২৪৷৵৹। রামনগর কেন এণ্ড সুগার ২৬শে জা:—১১৲ ; ২৯শে—১১৲। বঙ্গরামপুর ২৯শে জা:—১২৲।

চা-বাগান

আমলাকি (প্রেফ) ২৩শে জানুয়ারী—১৬৫৲। গেইলি (প্রেফ) ২৭শে জা:—১২২৲। ভাটকোয়া ২৩শে জা:—৫৯৲। নিউ তেরাই ২৯শে জা:—১৪৲।

ডিবেঞ্চার

৩৷৹ সুদের (১৯৩৫-৬৫)ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ২৭শে জা:—৯৯৷৹। ৪৷৹ সুদের (১৯৩৯-৫৪) সালের এলেকজেণ্ড্রা জুট ২৭শে জা:—১০০৲। ৫৷৹ সুদের (১৯৪১-৫০) সালের কেরু এণ্ড কোং ২৭শে জা:—১০২৷৹। ৫৷৹সুদের (১৯১৫-৫০) ডালহৌসী প্রপার্টি ২৭শে জা:—১০২৲। ৩৷৹ সুদের (১৯৫৬-৬৬) সালের হাওড়াব্রীজ ২৩শে জা:—৯৮৲। ৫৲ সুদের ঝাজি ইলেকট্রিক ২৬শে জা:—১০০৲। ৫৲ সুদের (১৯২৬-৫৬) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ২৪শে জা: —১১৪৷৹। ৭৲ সুদের (১৯২৫-৪৫) ওয়েভালি জুট ২৭শে জা:—১০৬৷৹। ৫৷৹ সুদের (১৯২৬-৫৬) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ২৪শে জা:—১১৯৲। ৬৲ সুদের(১৯২৫-৫৫-৮৫)সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ২৪শে জা:—১২৪৷৹। ৫৷৹ সুদের (১৯৩৮-৫৩) সালের কেরু এণ্ড কোং ২৬শে জা:—১০৪৷৹। ৫৲ সুদের (১৯১৬-৪৫) সালের ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন ২৬শে জা:—১০২৷৹।

বিবিধ

এসোসিয়েটেড হোটেল (প্রেফ) ২৩শে জা:—৯০৲। বৃটানিয়া বিস্কুটস ২৩শে জা:—১১৷৹। বি, আই করপোরেশন (অর্ডি) ২৩শে জা:—৫৲ ; ২৪শে—৪৷৶৹ ; ২৭শে—৪৷৵৹ ৫৲ ; ২৯শে—৪৷৵৹। ক্যালকাটা ট্রামস (অর্ডি) ২৩শে জা:—১৪৷৵৹। মেদিনীপুর জমিদারী ২৬শে জা:—৬৭৲ ; ২৯শে—৬৬৲। ডানলপ রাবার (অর্ডি) ২৩শে জা:—৪০৷৹ ; ২৪শে—৪০৷৹ (প্রেফ) ২৭শে জা:—১০৫৲। ইণ্ডিয়ান কেবলস ২৩শে জা:—২০৷৵৹ ২১/৹ ; ২৪শে—২০৷৹। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (প্রেফ) ২৯শে জা:—১৫৫৲। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ২৩শে জা:—২৯৲ ; ২৪শে—২৮৲। দিল্লী ফ্লাওয়ার মিলস (প্রেফ) ২৪শে জা:—১২২৲। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ২৪শে জা:—৮৫৲ ; ২৬শে—৮৪৲ ; ২৭শে—৮৩৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, পাট ক্রয়ের দিকে মিল মালিকগণের আগ্রহের একান্ত অভাব, থলে ও চটের বাজারের দরে অর্থহীন উঠানামা প্রভৃতি কারণেই বাজারে এরূপ নৈরাশ্যজনক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে বালির বস্তার এক নূতন অর্ডার প্রাপ্তির সংবাদে বাজারে আবার চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই চড়তির ভাব বজায় রাখা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। মিল মালিকগণ পাট ক্রয়ের দিকে আগ্রহ প্রকাশ না করায় বাজার তেজী হইতে পারে নাই। কেন না, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় পাটের বাজারের উন্নতি মিলসমূহের ক্রয়ের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে। মিলসমূহের উল্লিখিত ঔদাসীন্যের আসল কারণ এই যে, উপরোক্ত অর্ডার অনুযায়ী অনতিবিলম্বে মাল পাঠাইতে হইবে; সুতরাং ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্তে অর্ডার না পাওয়ায় বর্ত্তমানে তাঁহারা পাট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহেন।

কাঁচা বেল বিভাগে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। কাজকারবার যৎসামান্যই হইয়াছে। নূতন অর্ডারের সংবাদে পাকা বেল বিভাগে যৎকিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। ফাটকা বাজারের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়। কাজকারবার প্রায় বন্ধ রহিয়াছে বলিলেই চলে। নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনিম্ন দরের বেশী উর্দ্ধে পাটের মূল্য আপাততঃ চড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

সুদূর প্রাচ্যের সামরিক অবস্থা মিত্রশক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল হওয়ায় থলে ও চটের বাজারে তেমন কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় না। দারুণ অনিশ্চয়তার ভাব রহিয়াছে বলিয়াই আগাম কাজকারবার যৎসামান্যই হইতেছে। জাহাজ সংস্থান সম্পর্কে আশান্বিত হইবার মত লক্ষণ দেখা যাইতেছে না এবং মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতায় জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত নূতন অর্ডার বাজারে আশা ও ভরসার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বাজারে যে একটু চড়তির ভাব দেখা দিয়াছে তাহা খুবই অল্প এবং তাহাও বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। উক্ত অর্ডার অনুযায়ী ১ কোটি বালির বস্তা ও ২ কোটি গজ চটের সরকারী ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ১১নং পোর্টার নগদ ২৬৸৵০ আনা, ফেব্রুয়ারী ২৬৲ টাকা, মার্চ্চ ২৪৷৷৵০ আনা, এপ্রিল-জুন ২১৸৵০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০৸০ আনায় এবং ৯নং পোর্টার নগদ ১৯৲ টাকা, ফেব্রুয়ারী ১৮৷৷৵০ আনা, মার্চ্চ ১৮৷৵০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৵০ আনা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৬৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী

গত সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজারে বেশ তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে। এই উন্নতির মূলে একটি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন যে, তূলাচাষীদের সাহায্য দানের জন্য একটি বিশেষ ফণ্ড খোলা হইতেছে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, ছোট ও লম্বা আঁশযুক্ত তূলা চষের জমির পরিমাণ হ্রাস করা হইতেছে এবং ঐ হ্রাসপ্রাপ্ত জমিতে তূলার পরিবর্ত্তে খাদ্যশস্য চাষের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। এই সংবাদের ফলে বোম্বাইএর তূলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। বোরোচ এপ্রিল-মে ২১৪৲ টাকা, জুলাই-আগষ্ট ২১৯৷৷০ আনা, বেঙ্গল মার্চ্চ ১৩৩৸০ আনা, মে ১২৬৸০ আনা, ওমরা মার্চ্চ ১৮৮৲ টাকা ও মে ১৭২৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ২০২৷৷০ আনা, ২০৭৷৷০ আনা, ১২৪৷০ আনা, ১২৪৷৷০ আনা, ১৮২৷০ আনা ও ১৫৪৷৷০ আনা।

গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের তূলার বাজারেও বিশেষ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়া ও নেওয়ার সর্ত্তে কাজকারবারের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইয়াছে।

স্থানীয় কাপড়ের বাজারের অবস্থার কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। মহাযুদ্ধের বর্ত্তমান গতিপ্রকৃতি ও উহার ভবিষ্যৎ এবং বস্ত্রের দর সম্পর্কে অনিশ্চয়তার ভাব বিদ্যমান থাকায় ব্যবসায়ীরা আগাম ক্রয়বিক্রয়ের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না। মিলওয়ালারা ইচ্ছামত বস্ত্রাদি বিক্রয় করিতে পারিতেছে না; কারণ, কয়লা সরবরাহের অব্যবস্থার ফলে বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলের কাপড়ের কলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের প্রতিনিধি ও বস্ত্রশিল্পের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। বৈঠকে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, ন্যায়সঙ্গত মূল্যে তাঁতীদিগকে সূতা সরবরাহের জন্য অনতিবিলম্বে একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে। তাঁতী সম্প্রদায় ও বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত বহু বিষয় উক্ত বৈঠকে আলোচিত হইয়াছে। এই সব সংবাদে বস্ত্র, সূতা ও তূলার বাজারে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহা শীঘ্রই বুঝা যাইবে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী।

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই। সোণার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল ৪৬৷৷৵০ আনা। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি ভরি সোণার দর দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৬৷৷/০ আনা এবং ৪৬৷/০ আনা। বোম্বাইয়ে প্রতিটী গিনি ৩৩৵০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতিভরি পাকা সোণা ৪৭৲ টাকা, বড়ালভার প্রতি ভরি ৪৬৸৶০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৩৩৷৬ পাই দরে বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণা ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং রূপার দরে যৎসামান্য নিম্নগতি দেখা গিয়াছে। রেডি রূপার চাহিদাও কতকটা কমিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর দাঁড়াইয়াছে ৭০৷৵০ আনা। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর হইতেছে যথাক্রমে ৬৪৷৷/৬ পাই এবং ৬৪৷৷৵০ আনা। কলিকাতার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপা ৭০৷০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৭০৷৷০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩$\frac{1}{2}$ পেন্স এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪$\frac{3}{4}$ সেণ্ট ছিল।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ৯ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪২ | ৩৮শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাজেট রচনায় গলদ

প্রতিবৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকারের যে বাজেট উপস্থিত করা হয় তাহার নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমরা অনেকবার দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সম্প্রতি এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের (ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অব্ কমার্স এণ্ড্ ইণ্ডাষ্ট্রী) দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এসমস্ত সংশোধন করিবার জন্য তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। এই স্মারকলিপিতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত উক্ত সঙ্ঘ ইহা স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন যে, ভারত সরকারের অর্থসচিব বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে বাজেট রচনা করিয়া থাকেন তাহাতে উহা হইতে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা ও আয়-ব্যয়ের সঠিক পরিচয় পাওয়া অনেক সময়ই সম্ভবপর হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, অর্থসচিব বাজেট পেশ করিবার কালে সর্ব্বদাই সম্ভবপর আয়ের পরিমাণ এত কম করিয়া বরাদ্দ করিয়া থাকেন যে, আবশ্যকীয় খরচপত্র মিটাইবার পক্ষে তাহা প্রায় কখনও যথোপযুক্ত বিবেচিত হয় না। ফলে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি পূরণের জন্য প্রায় প্রতিবৎসরই অধিক ঋণ গ্রহণ ও বেশী পরিমাণে নূতন ট্যাক্স নির্দ্ধারণ আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু পরে সত্যিকার আয় ব্যয়ের হিসাব যখন প্রকাশিত হয় তখন সরকারী আয় অনুমিত বরাদ্দের তুলনায় প্রায়ই খুব বেশী বলিয়া প্রমাণিত হয়। আয় ব্যয়ের হিসাবে অনুমিত ঘাটতিও তখন কমবেশী পরিমাণে অবাস্তব বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রণালীতে বাজেট রচিত হওয়ার ফলে বাস্তব হিসাব নিকাশের বদলে বাজেট বরাদ্দে কল্পনা ও কারসাজির খেলাই বেশী লক্ষিত হইয়া থাকে। অনুচিতভাবে ট্যাক্স ভারাক্রান্ত হইয়া দেশের লোকও অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। কাজেই এখন হইতে ঐসব অনিষ্টকর রীতি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকৃত হিসাব নিকাশের ভিত্তিতে অধিকতর সুসঙ্গতভাবে বাজেট রচনায় সচেষ্ট হওয়াই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য।

এদেশের সরকারী বাজেট সম্পর্কে ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের এই প্রকার মন্তব্য যে খুবই সুচিন্তিত ও সময়োচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে জনসাধারণের উপর নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইবার একটি সহজ কৌশল হিসাবে গবর্ণমেণ্ট সদা সর্ব্বদা সরকারী বাজেটে আয়ের পরিমাণ কম করিয়া বরাদ্দ করিয়া থাকেন। বেশীরকম ঘাটতির অজুহাত দেখাইতে পারিলে নূতন ট্যাক্স সম্বন্ধে জনসাধারণের কিছু বলিবার থাকিবে না—এই ধারণায় বাজেট বরাদ্দে ঘাটতির পরিমাণ বেশী করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে তাঁহারা ত্রুটি করেন না। এই প্রণালীতে বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে সরকারী আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে। এই যুদ্ধের সময়েও কমবেশী পরিমাণে তাহাই করা হইতেছে। আগামী বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করিবার সময়ে এই সব অনিষ্টকর রীতি সংশোধন করিয়া অর্থসচিব ভারত সরকারের সঠিক আর্থিক অবস্থা বুঝিবার পক্ষে জনসাধারণকে সুযোগ দিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

শিল্পোন্নতি বনাম ইংরাজ বণিকদের স্বার্থ

ভারতে শিল্পোন্নতির কোন চেষ্টা ইংরাজ বণিকেরা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। এদেশে কোন বড় রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে ইংলণ্ডের ব্যবসাগত সুযোগ সুবিধা নষ্ট হইতে পারে আশঙ্কায় উহারা তাহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। শিল্পের সমুচিত প্রসার ও উন্নতির বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রচারকার্য্য চালাইতে তাঁহারা যেমন

তৎপর ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া পরোক্ষভাবে উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও তাঁহারা তেমনই ত্রুটি করেন না। ভারতের শিল্পোন্নতির বিরুদ্ধে এই বিজাতীয় অভিযানের বহু প্রকার নমুনা আমরা পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছি। সম্প্রতি এবিষয়ে একটি নূতন দৃষ্টান্তও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। সকলেই জানেন দীর্ঘকালের চেষ্টায় সম্প্রতি মাদ্রাজের ভিজগাপট্টমে একটি জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এদেশের গবর্ণমেণ্ট এই জাহাজ কারখানা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই সাহায্য করেন নাই। সুবিখ্যাত সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই কারখানার কাজ সুরু করিয়াছেন। ভারতে এইভাবে একটি জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা গড়িয়া উঠা ভারতবাসীমাত্রেরই আনন্দের বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরাজ বণিকেরা প্রথম হইতে উহার বিরোধিতা করিতে কোন চেষ্টাই বাকি রাখিতেছেন না। এতদিন তাঁহারা নানাভাবে এই জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে বিঘ্ন উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের সাময়িকপত্রে নানারূপ প্রবন্ধ ফাঁদিয়া তাঁহারা এদেশে জাহাজ শিল্প প্রতিষ্ঠার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে ভারতের লোককে অযাচিত উপদেশ দিতেও সুরু করিয়াছেন। ইংলণ্ডের 'শিপিং ওয়াল´ড' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রে সম্প্রতি নিম্নোক্তরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে—"ভারতে সিন্ধিয়া কোম্পানীর উদ্যোগে একটি জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপিত হওয়াতে ঐ দেশে বৃটিশ কোম্পানীসমূহের নির্ম্মিত জাহাজ বিক্রয়ের পক্ষে একটা বড় রকম অসুবিধার সৃষ্টি হইল। কিন্তু ইহাতে বৃটিশ বাণিজ্যগত স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার চেয়ে ভারতীয়দের স্বার্থই বেশী পরিমাণে ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। কেননা ভারতের ঐ কারখানায় জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে ইংলণ্ডের তুলনায় বেশী খরচ পড়িবে। আর সেকারণে বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী দামে জাহাজ কিনিয়া ভারতের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" 'শিপিং ওয়ার্ল´ড' পত্রের ঐ প্রকার মন্তব্য ভারতীয় জাহাজ শিল্পের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্রচারকার্য্য ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপিত হওয়ার জন্য ভবিষ্যতে এদেশে ইংলণ্ডের তৈয়ারী জাহাজ বিক্রয়ের অসুবিধা হইবে ইহা সত্য এবং ঐ আক্রোশেই তাঁহারা জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপনের খেসারত স্বরূপ বেশী দামে জাহাজ কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে বলিয়া ভারতবাসীকে ভয় দেখাইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ অবাঞ্ছিত সদুপদেশের তাৎপর্য্য ভারতবাসী মাত্রেই বুঝিতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি। এদেশে জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্পের মত একটি মৌলিক শিল্প গড়িয়া তুলিতে ভারতবাসীকে প্রথম প্রথম যদি কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা ভাবিয়া তাহারা তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করিবে না। সেজন্য ইংরাজ জাতির গায়েপড়া দরদ ও উপদেশ তাহারা স্বার্থপূর্ণ কারসাজি বলিয়াই মনে করিবে।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের উদারতা

যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে এদেশের কোন কোন অঞ্চলে বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। জাপানীদের বোমা বর্ষণের ফলে মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশে ইতিমধ্যে কতক পরিমাণ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। ভারতবর্ষে বিমান আক্রমণ সুরু হইলে এদেশেও কিছু পরিমাণ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সেরূপ অবস্থা ঘটিলে বিমানাক্রমণে নিহত বীমাকারীদের পলিসিবাবদ দাবী পরিশোধ সম্বন্ধে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ কিরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবেন তদ্বিষয়ে বর্ত্তমানে নানারূপ জল্পনা কল্পনা সুরু হইয়াছে। বেশী পরিমাণ দাবীদাওয়া হইতে থাকিলে কোন কোন বীমা কোম্পানী তাহা পূরণে অনিচ্ছা ও শৈথিল্য দেখাইতে পারেন বলিয়া কাহারও কাহারও মনে সংশয়ের ভাবও জাগ্রত হইয়াছে। এইরূপ সংশয় ও অনিশ্চয়তা বীমা ব্যবসায়ের উন্নতির পরিপোষক নহে। কাজেই ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষ হইতে ইণ্ডিয়ান লাইফ্ অফিসেস্ এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ বইরামজী হরমুস্‌জী সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়া উপরোক্ত বিষয়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের মনোভাব খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে বিমান আক্রমণের ফলে যেসব বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিবে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের পলিসিবাবদ দাবী পূরণে কোনরূপ ত্রুটি করিবেন না। ইণ্ডিয়ান লাইফ্ অফিসেস এসোসিয়েসনের সদস্য শ্রেণীভুক্ত যাবতীয় কোম্পানীই এখন পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প আছেন। মালয় ও ব্রহ্মদেশের যেসব অঞ্চল শত্রুকবলিত হইয়াছে সেইসব স্থানের বীমাকারীদের পলিসি সম্পর্কিত দাবীদাওয়াও ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ যথাসম্ভব সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন। যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য ঐসব অঞ্চলের যেসব বীমাকারী রীতিমত প্রিমিয়াম দিতে পারিতেছে না, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর স্বাভাবিক হারে সুদ সহ অনাদায়ী প্রিমিয়াম পরিশোধ করিয়া তাহারা পুনরায় তাহাদের পলিসি চালু করিয়া লইতে পারিবে। যুদ্ধের সময়ে ঐসব অঞ্চলের কোন বীমাকারী প্রিমিয়াম বাকী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে যুদ্ধের পর তাহাদের পাওনা টাকা হইতে অনাদায়ী প্রিমিয়াম (সুদ সহ) কাটিয়া রাখিয়া বাকী টাকা তাহাদের ওয়ারীশদের হাতে দিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় এইরূপ নীতিতে বীমাকারীদের দাবীদাওয়া যথাসাধ্য পূরণ করিয়া যাওয়াই হইবে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের লক্ষ্য। বিশেষ করিয়া বিমান আক্রমণে নিহত ও বিপর্য্যস্ত ব্যক্তিদের কথা যথাসম্ভব উদারভাবে বিবেচনা করিতে তাঁহারা কোন ত্রুটি করিবেন না। মিঃ বইরামজী হরমুস্‌জীর উক্ত প্রকার বিবৃতি ভারতীয় বীমাকারীদের মনে এখন হইতে যথেষ্ট সাহস ও উৎসাহ সঞ্চার করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এদেশের যেসমস্ত লোক যুদ্ধজনিত অবস্থায় বীমার টাকা পাওয়া সম্পর্কে অসুবিধা ঘটিতে পারে মনে করিয়া বর্ত্তমানে দেশীয় কোম্পানীতে বীমা করিতে অনাগ্রহ দেখাইতেছেন এইবার তাঁহাদের মনোভাব অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ভারত সম্পর্কে বৃটেনের আত্মঘাতী নীতি

সম্প্রতি লর্ড সভায় শ্রমিকদলের সদস্য লর্ড ফারিঙ্গডন বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটিশ নীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। লর্ড ফারিঙ্গডন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বোধ ঔদাসীন্যের নিন্দাবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারত সম্পর্কে তাঁহারা এতকাল অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য পালন তো করেনই নাই ; পরন্তু বর্ত্তমানেও বৃটিশ বণিকদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের অপচেষ্টার ফলে ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের অবাধ প্রসার হইতে পারিতেছে না। নৈতিক প্রশ্নের দিক হইতে এই স্বার্থান্ধ নীতি কেবল ভারতেরই স্বার্থ হানি করে নাই, ইহা পরিণামে আজ গ্রেট বৃটেনেরও অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মালয় ও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে ইংরাজের উপর্য্যুপরি পরাজয় উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লর্ড ফারিঙ্গডনের বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই যে, ভারতে অসংখ্য জনবল ও অপরিমেয় কাঁচামালের সম্পদ থাকা সত্বেও আত্মঘাতী কার্য্যনীতির ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ সুদূর প্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্যে উভয় ক্ষেত্রেই বিপদাপন্ন। লর্ড সভায়

বিতর্ক প্রসঙ্গে অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য লর্ড কেটোও ভারত সম্পর্কে বৃটিশ নীতির যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতার প্রশ্ন তুলিয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন যে, কেবলমাত্র ঐক্য ও সমানাধিকারের ভিত্তিতেই প্রকৃত উৎসাহ ও আন্তরিকতা সম্ভবপর। এই সত্য বিস্মৃত হইয়া বৃটিশ শাসকমণ্ডলী রাজনৈতিক অজ্ঞতারই পরিচয় দিতেছেন।

বলা বাহুল্য লর্ড ফারিঙ্গডন প্রমুখ বিচক্ষণ ইংরেজগণ ভারতবর্ষকে অবিলম্বে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিবার যে দাবী জানাইয়াছেন তাহার মূলে কোন উদারতা ও মহানুভবতা নাই। বৃটিশ স্বার্থের জন্যই তাঁহারা আজ ভারতের স্বার্থের প্রতি অবহিত হইয়াছেন। কিন্তু বৃটিশ মন্ত্রিসভার কর্ণে এই সময়োচিত সতর্কবাণী অরণ্যে রোদন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিশক্তি এখনও লাভ ও লোভের বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। লর্ড সভায় ভারত সচিবের সহকারী ডিউক অব ডেভেনশায়ার পূর্ব্বোক্ত রাজনীতিজ্ঞদের বিচার বিশ্লেষণের পাল্টা জবাবে সেই চিরাচরিত মামুলী কথার জাল বুনিয়াছেন। লীডস্ সহরে স্বয়ং ভারত সচিবের বক্তৃতাও আদ্যন্ত তাঁহার সহকারীর উক্তিরই প্রতিধ্বনি। উভয়েই বৃটিশ শাসন কর্ত্তৃক সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট ভারতের আত্মকলহকে তাহার স্বায়ত্তশাসন লাভের একমাত্র অন্তরায় বলিয়া আত্মপ্রতারণা করিয়াছেন। মিঃ আমেরি এইরূপ নিশ্চিন্ত মনোভাব প্রকাশ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই যে, ভারতের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ ও বিতর্ক যুদ্ধোদ্যমে ভারতের সহায়তা ও সহানুভূতির উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। জানিয়া শুনিয়া এইরূপ সত্যের অপলাপ করিবার আসল কারণ ভারতকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন না দিবারই অভিপ্রায়। এই নীতির কুফল আজ প্রাচ্য ভূখণ্ডে স্পষ্টরূপেই দেখা যাইতেছে। বৃটিশ শাসকশ্রেণী ভারত সম্পর্কে অবিচল ঔদাসীন্যের ভাব ত্যাগ না করিলে প্রাচ্যভূখণ্ডে বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জটিলতা কমিবে বলিয়া মনে হয় না।

ডিসেম্বর মাসের বহির্ব্বাণিজ্য

গত অক্টোবর মাসে আমদানী বাণিজ্য ও রপ্তানী বাণিজ্য এই উভয় দিক দিয়াই ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য প্রসার লক্ষ্য করা গিয়াছিল। নভেম্বর মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য পুনরায় কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সম্প্রতি ডিসেম্বর মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ঐ মাসে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য নভেম্বর মাসের তুলনায় আরও বেশী অবনতির পথে ধাবিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। গত নভেম্বর মাসে এদেশ হইতে বিদেশে ২৫ কোটি ৬৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকার মাল রপ্তানী হয়। অপর দিকে বিদেশ হইতে এদেশে ১৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার মাল আমদানী হয়। কিন্তু নভেম্বর মাসে রপ্তানী ও আমদানীর পরিমাণ যথাক্রমে মাত্র ২০ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য মাসে আমদানী ও রপ্তানী উভয়ই সঙ্কুচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু রপ্তানী যেরূপ বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে আমদানী তত বেশী মাত্রায় হ্রাস পায় নাই। নভেম্বর মাসে আমদানীর তুলনায় রপ্তানী ১২ কোটি ১৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা পরিমাণে অধিক হইয়াছিল। এবার রপ্তানীর মোট আধিক্য দাঁড়াইয়াছে মাত্র ১০ কোটি ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। পণ্য বাণিজ্য-খাতে ভারতের অনুকূল উদ্বৃত্ত এইভাবে হ্রাস পাওয়া খুবই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

রপ্তানী বাণিজ্যের সহিত এদেশের অগণিত কৃষকের ভাগ্য জড়িত রহিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা হওয়াতে সেদিক দিয়া অনেকে উহাকে একটা শুভসূচনা বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আন্তর্জ্জাতিক গোলযোগের জন্য বিশেষ করিয়া জাপানী আক্রমণের জন্য মাল চালান দেওয়ার অসুবিধা ঘটিয়া রপ্তানী বাণিজ্য বর্ত্তমানে প্রতিমাসেই উল্লেযোগ্যরূপ কমিয়া যাইতেছে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর—এই দুই মাসের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায় নভেম্বরের তুলনায় ডিসেম্বর মাসে ভারত হইতে বিদেশে চা, চিনি, তামাক এবং পাট ও চটের রপ্তানী বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অপর দিকে চাউল, তুলা ও বস্ত্রের রপ্তানী কিছু বাড়িয়াছে। এদেশে চাউল ও বস্ত্রের যোগান চাহিদার তুলনায় কম হওয়ায় বর্ত্তমানে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে ঐ দুইটি জিনিষের রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। তথাপি আলোচ্য মাসে এই দুইটি জিনিষের রপ্তানী বাড়িয়াছে এবং একমাত্র তুলা ছাড়া প্রধান প্রধান শ্রেণীর অন্য প্রায় সমস্ত জিনিষেরই রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে, ইহা খুবই ক্ষতিকর সন্দেহ নাই।

জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার কাঁচামালের দিক দিয়া ভরতবর্ষ যেরূপ সুসমৃদ্ধ তাহাতে এদেশে বিদেশী মালের আমদানী কমিয়া আসা সাধারণ অবস্থায় মোটেই দুঃখের বিষয় নহে। কিন্তু এদেশের উৎপাদিত অনেক অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর মাল সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়ার ফলে ইতিমধ্যে দেশে সে সমস্তের যোগান যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে এবং অপর দিকে এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য বর্ত্তমানে অন্যদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্য মালমসলা আনয়নের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়াছে তাহাতে আমদানী হ্রাসের বর্ত্তমান গতি কোন কোন দিক দিয়া বিশেষ শোচনীয় বলা চলে। নভেম্বর মাসের তুলনায় ডিসেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতে তুলা, তৈল, বস্ত্র, সূতা, রং ও যন্ত্রপাতির আমদানী উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে চাউলের আমদানীই শুধু কিছু বাড়িয়াছে। তুলা ও বস্ত্রের আমদানী হ্রাস পাওয়া তেমন ক্ষতিকর বলিয়া মনে না করিলেও তৈল, সূতা, রং ও যন্ত্রপাতির আমদানী হ্রাস পাওয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় খুব দুঃখের বিষয় বলিয়াই আমরা মনে করি।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন নিয়োগের সমস্যা

উপযুক্ত মূলধনের অভাবে ভারতবর্ষে পূর্ব্বে অনেক প্রয়োজনীয় ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ঐ অসুবিধার জন্য বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগেও শিল্পের বিশেষ কোন প্রসার সাধিত হইতেছে না। অথচ শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করিবার মত অর্থের যে এদেশে খুব অভাব রহিয়াছে তাহা নহে। ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্ট চেম্বারের সভাপতি মিঃ এম সি ঘিয়া সম্প্রতি এক বক্তৃতায় দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের সূচনা হইতে এপর্য্যন্ত দেশের ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের আমানত যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতেই আমানতী জমার পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় ৯৫ কোটি টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা ছাড়া বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা বর্ত্তমানে এতই বেশী যে, বার্ষিক শতকরা আট আনা, এমন কি চারি আনা সুদেও টাকা খাটানো কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইভাবে দেশে অধিক পরিমাণ টাকা অকেজো থাকিয়া যাইতেছে। শিল্প ব্যবসায়ের দিকে লোকের আস্থা ও অনুরাগ থাকিলে ঐ টাকা নিয়োগ করিয়া শিল্পের প্রসার ও উন্নতি অবশ্যই সাধন করা যাইত। কিন্তু এদেশে সেরূপ আস্থা ও অনুরাগ মোটেই লক্ষিত হয় না। এই অবস্থায় দেশে শিল্প ও মূলধনের আবশ্যকীয় যোগাযোগ সাধনের জন্য মিঃ ঘিয়া দেশের গবর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় আমরা মিঃ ঘিয়ার এই অনুরোধ খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। শিল্পোদ্যোগীদের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া ও শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভরসা না পাইয়া এদেশের লোক শিল্পের জন্য অর্থ নিয়োগ করিতে দ্বিধাবোধ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত না হওয়ার ইহাই মূল কারণ। দেশের গবর্ণমেণ্টের সুসঙ্গত চেষ্টা নিয়োজিত হইলে এই অবস্থার সময়োচিত প্রতিকার মোটেই কঠিন নহে। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট নিজেই কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হইয়া তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ দেশীয় শিল্প কোম্পানীর শেয়ারের উপর প্রদেয় লভ্যাংশ ও ডিবেঞ্চার ঋণের সুদ প্রভৃতি সম্পর্কে সমুচিত গ্যারাণ্টি দিয়া গবর্ণমেণ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজে দেশের ধনী ও সঞ্চয়শীল লোকদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা আদায় করিতে পারেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শিল্পের প্রয়োজনীয় প্রসার ও উন্নতির জন্য এইরূপ একটি সুপরিকল্পিত চেষ্টাই দেশের লোক গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রত্যাশা করে।

বাঙ্গলার আগামী বাজেট

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী নূতন অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলা সরকারের আগামী ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত করিবেন। এই বাজেটে সরকারী আয় কিভাবে নির্দ্ধারিত হইবে, দেশে জাতিগঠনমূলক কার্য্য চালাইবার জন্য কিরূপ ব্যয়ের পরিমাণ সাব্যস্ত হইবে এবং উহাতে দেশবাসীর উপর নূতন কোন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে কিনা তৎ-সম্পর্কে এখনও কোন আভাষ পাওয়া যাইতেছে না। তবে ঐরূপ আভাষ না পাওয়া গেলেও আগামী বাজেট সম্পর্কে দুইটি বিশেষ জোড়ালো খবর ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ এসোসিয়েটেড প্রেস জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের আগামী বাজেটে বেসামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা বাবদ ১ কোটি টাকার উপর ব্যয় মঞ্জুরীর প্রস্তাব পেশ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ইউনাইটেড প্রেস খবর দিয়াছেন যে, আগামী বৎসরের বাজেটে আয়-ব্যয়ের হিসাবে বাঙ্গলা সরকারের ২ কোটি টাকার মত ঘাটতি দেখানো হইবে।

বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিলে এই দুইটি সংবাদে যথেষ্ট চিন্তিত হওয়ার কারণ আছে। কেননা ইহা সুবিদিত যে, নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আমলে নানা দিক দিয়া বাঙ্গলা সরকারের আয় পূর্ব্বের তুলনায় অনেকটা বাড়িয়া গেলেও তাঁহারা কোন বৎসরই ব্যয়ের সহিত আয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বাঙ্গলা সরকারের যে ঋণ ছিল তাহা মকুব করিয়া দেওয়া হয়। ফলে বাঙ্গলা সরকার বৎসরে ৩২ লক্ষ টাকা পরিমাণ সুদ প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি পান। অপরদিকে পাট রপ্তানী শুল্ক ও আয়কর প্রভৃতির দফায় বাঙ্গলা সরকারের আয় অনেকটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের খরচপত্র এত বেশী পরিমাণে বাড়াইয়া ফেলিতে আরম্ভ করেন যে, বর্দ্ধিত আয় সত্ত্বেও নানারূপ ব্যয়ভার মিটান ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়ে। ফলে গত কতিপয় বৎসর তাঁহাদের বাজেটে ক্রমাগতই ঘাটতি দেখা যায়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য তাঁহারা বাঙ্গলার জন-সাধারণের উপর নানারূপ ট্যাক্স বসাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ক্রমাগত-ভাবে ঋণ গ্রহণ করিয়া নিজেদের একান্ত আর্থিক দুরবস্থাও ডাকিয়া আনিয়াছেন। কাজেই বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে আগামী বৎসরে ২ কোটি টাকার মত ঘাটতি দেখা যাইবে বলিয়া যে খবর প্রচারিত হইয়াছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উহা খুব অশুভ লক্ষণই মনে করিতে হইবে।

তবে বাজেটে ঘাটতি পড়াটাই সব সময়ে দোষের বিষয় নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, প্রয়োজনীয় জাতিগঠনমূলক কার্য্যের ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য বাজেটে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী দাঁড়াইলে তাহাতে কাহারও ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন কারণ থাকে না। সেই নীতিতে বাজেট রচনা করিতে গিয়া যদি বাঙ্গলা সরকারের উপরোক্ত দুই কোটি টাকা ঘাটতি হইয়া থাকে তবে এপ্রদেশবাসীরা তাহা অসঙ্গত বলিয়া মনে করিবে না। ঐরূপ ঘাটতি পূরণের জন্য নূতন ট্যাক্সভার একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইলে বাঙ্গলার লোক তাহা হৃষ্টচিত্তেই বহন করিবে। কেননা সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কার্য্যের ব্যবস্থা হইলে তাহাতে লোকের আয় ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে। আর তাহাতে ট্যাক্সজনিত ক্ষতিও যথেষ্ট পরিমাণে পরিপূরিত হইবে। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হইতেছে আগামী বৎসরের বাজেটে যে ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে তাহা সে ধরণের ঘাটতি নহে। বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের খরচপত্র অবান্তরভাবে বাড়াইয়া গত কতিপয় বৎসর যেরূপ ঘাটতি বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন আগামী বৎসরের বাজেটও হয়ত তাহাই দাঁড়াইবে। বেসামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা বাবদ সরকারী ব্যয় আগামী বৎসরে ১ কোটি টাকার উপর দাঁড়াইবে বলিয়া যে খবর সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, উহা তাহারই একটি আভাষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যুদ্ধ ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান দেশে শান্তিরক্ষার জন্য ঐ শ্রেণীর খরচপত্র কতকটা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় উহাকে একটা সুসঙ্গত সীমার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট রাখা এবং যাবতীয় খরচপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আদায়ের চেষ্টা করা বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়াই আমরা মনে করি। তাহা না করিয়া বাঙ্গলা সরকার যদি বেসামরিক দেশরক্ষা বাবদ ব্যয় অপরিমিত হারে বাড়াইয়াই চলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে উহা আদায়ের চেষ্টা না করিয়া এপ্রদেশের জনসাধারণের উপরই তাহার বিপুলভার চাপাইবার ব্যবস্থা করেন তবে তাহাতে অহেতুক দুঃখ দুর্দ্দশাই ডাকিয়া আনা হইবে। আগামী বাজেটে অন্যান্য দিক দিয়া কি সব ব্যয় বরাদ্দ করা হইবে তাহা আমরা অবগত নহি। পূর্ব্বেকার মত অবান্তর ব্যয় বহরের একটা ফিরিস্তি দাখিল করিয়া এবারও যদি ঘাটতি বাজেট উপস্থিত করা হয় তবে সকলে তাহা অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়াই মনে করিবে।

সম্প্রতি বাঙ্গলায় নূতন একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর হইতে এপ্রদেশের জনসাধারণ উৎসাহের সহিত তাঁহাদের কার্য্যধারা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বতন মন্ত্রীদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্য্যধারা এপ্রদেশবাসীদের মনঃপূত হয় নাই। আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থার আমলে প্রকৃত জাতিগঠনমূলক কার্য্যের সমূহ উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া লোকে যে আশা করিয়াছিল উহাদের কার্য্য দ্বারা তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। নানাভাবে সরকারী আয় বাড়িয়াছে আর পূর্ব্বতন মন্ত্রিসভা তাহার বেশীরভাগই অবান্তর কার্য্যে নিঃশেষ করিয়াছেন। জাতিগঠনমূলক বিধিব্যবস্থার নামে সময়ে সময়ে তাহারা যে সামান্য পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন দেশের কল্যাণের দিকে কোনরূপ লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাও প্রকারান্তরে শ্রেণী ও দলবিশেষের মনস্তুষ্টির জন্যই ব্যয়িত হইয়াছে। ফলে গত ৫ বৎসরে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি কোন বিষয়ে বাঙ্গলার জাতিগঠনমূলক কার্য্যের কোনরূপ অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর হইতে আশা করা যাইতেছে পূর্ব্বেকার অনিষ্টকর কার্য্যনীতি সংশোধন করিয়া তাঁহারা সুপরিকল্পিতভাবে সংগঠনমূলক কার্য্যে ব্রতী হইবেন এবং এখন হইতে সর্ব্ববিষয়েই লোকের সুখশান্তির ব্যবস্থা হইবে। একথা স্বীকার্য্য যে, এপ্রদেশের গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান আয় খুব বেশী নহে এবং তাহা দ্বারা সুষ্ঠুভাবে ব্যাপক জাতি-গঠনমূলক কার্য্য চালনা তেমন সহজ নহে। কিন্তু বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা প্রকৃত জনহিতব্রতী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে এই অবস্থায়ও শাসন বিভাগের নানারূপ ব্যয়বাহুল্য হ্রাস করিয়া তাঁহারা জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য অধিক অর্থের সংস্থান করিতে পারেন। আর সুপরিকল্পিতভাবে সেই অর্থ ব্যয় করিয়া কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে অভীপ্সিত উন্নতি সাধন করিতে পারেন। বাঙ্গলার জনসাধারণ নূতন মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট এইরূপ কার্য্যনীতিই প্রত্যাশা করে। দেশবাসীর সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করিতে হইলে বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার পক্ষে এখন হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে সেরূপ কার্য্যধারা অবলম্বনের চেষ্টা করাই সঙ্গত। বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিগণ অল্পদিন হইল তাঁহাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই অবস্থায় আগামী বাজেটে সরকারী আয় ও ব্যয় নীতি সম্পর্কে নানাদিক দিয়া সমূহ উন্নতি প্রদর্শন করা হয়ত তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। তথাপি ঐদিক দিয়া একটা শুভ পরিবর্ত্তনের সূচনা আগামী বাজেটে আমরা দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করি।

যুদ্ধ ও ভারতে শিল্পোন্নতির সমস্যা

গত ১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার পর ভারতের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে অনেকেই বেশী রকম আশা ভরসা পোষণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ অনেক শিল্পোন্নত দেশের পক্ষেই এদেশের হাটে প্রতিযোগিতা করিবার বিশেষ সামর্থ্য থাকিবে না। জাহাজ চলাচলের অসুবিধা হেতুও ঐ ধরণের প্রতিযোগিতা মন্দীভূত হইয়া আসিবে। কাজেই এদেশে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে সেই দিক দিয়া ভালরূপ সুযোগ পাওয়া যাইবে বলিয়াই অনেকে মনে করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া যুদ্ধ প্রচেষ্টার সুবিধার্থে গবর্ণমেন্ট নিজেরা উদ্যোগী হইয়া দেশে অনেক বৃহদাকার শিল্প স্থাপনের সহায়তা করিবেন বলিয়াও অনেকের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু গত আড়াই বৎসরে অবস্থার গতি লক্ষ্য করিয়া সেবিষয়ে অনেককেই নিরাশ হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ শিল্প কারখানা পরিচালনার উপযোগী যন্ত্রপাতি ও অন্য মালমসল্লা আমদানী সম্পর্কে কোন সুবন্দোবস্ত না হওয়ায় যুদ্ধের সুযোগেও বর্ত্তমানে নূতন শিল্প বিশেষ কিছুই গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইতেছে না। শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্পর্কে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি না পাওয়ার দরুণ সাহস করিয়া কোন বিষয়ে তেমন অগ্রসর হওয়াও দেশের শিল্পোদ্যোগীদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণ না করায় সেদিক দিয়াও স্থায়ী শিল্পোন্নতির আশা অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে। প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতের আত্মরক্ষার জন্য এদেশে সকল প্রকার সামরিক মালমসল্লা ও উপকরণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা প্রয়োজন। সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ সহায়তার জন্য যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে দেশে যন্ত্রপাতি নিৰ্ম্মাণ শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, রাসায়নিক শিল্প ও যানবাহন শিল্প প্রভৃতি ভালরূপ গড়িয়া তোলা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের গবর্ণমেন্ট ঐসব মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সর্ব্বদাই একটা উদাসীনতার ভাব দেখাইয়া আসিতেছেন। যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য তাঁহারা দেশে নূতন কলকারখানা বিশেষ কিছুই স্থাপন করেন নাই। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ইস্পাত ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের নূতন বিধিব্যবস্থাও তাঁহারা করেন নাই। যানবাহনের উন্নততর ব্যবস্থা সম্পর্কেও তাঁহারা উদাসীনই রহিয়াছেন। ফলে যুদ্ধ প্রচেষ্টার বাহ্যিক তোড়জোড় সত্ত্বেও ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত মোটেই যথোপযুক্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য দেশের মৌলিক শিল্পের যে সমূহ উন্নতি আশা করা গিয়াছিল, তাহাও আজ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

যুদ্ধের সুযোগেও ভারতে প্রয়োজনীয় শিল্পোন্নতির কাজ যে এইভাবে ব্যাহত হইতেছে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণমেন্টের সর্ব্বপ্রকার উপেক্ষা ও উদাসীনতাই সেজন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার শিল্প গড়িয়া তোলার বিষয় আলোচিত হইতেছে। ঐবিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য এদেশের লোক বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী দাওয়াও উপস্থিত করিয়া আসিয়া। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনীয় উদারতা ও দূরদর্শিতা নিয়া সেরূপ সাহায্যে অগ্রবর্ত্তী হন নাই। এমন কি ইংলণ্ডের বাণিজ্যগত স্বার্থ ও সুবিধা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় তাঁহারা তাঁহাদের শাসন কর্ত্তৃত্বের বলে এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে নানারূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছেন। ভারতে কতিপয় ধরণের বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্য মালমসল্লা আমদানীর আবশ্যকতা রহিয়াছে। ঐরূপ আমদানীর সুবিধা পাইতে হইলে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহযোগিতা ভারতের পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সেরূপ সহযোগিতা বর্ত্তমানে তেমন কিছু করিতেছেন না। অন্যান্য দেশ হইতে অত্যাবশ্যক মাল ও যন্ত্রপাতি খরিদের ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট গ্রেট বৃটেনের প্রয়োজনীয়তাটাই সর্ব্বদা বড় করিয়া দেখিতেছেন। সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির বিহিত স্বার্থ সম্পর্কে তেমন কোন নজর দিতেছেন না। ফলে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শ্রেণীর মালের উপযুক্ত যোগান না পাইয়া ভারতে শিল্পোন্নতির কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। তাহা ছাড়া গ্রেট বৃটেনের স্বার্থানুকূল্যে সদাসর্ব্বদা ভারত সরকারের শিল্পনীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া অন্য নানাভাবেও বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতে শিল্পোন্নতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন।

এইরূপ বিরুদ্ধাচরণের ফলে যে কেবল ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে তাহা নহে, উহার ফলে প্রাচ্য ভূখণ্ডের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নানারূপ গলদ ও অব্যবস্থা প্রকাশ পাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে সাম্রাজ্য রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করা আজ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের প্রতি আস্থা জ্ঞাপনের প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া সম্প্রতি কমনস্ সভায় যে বিতর্ক হয় তাহাতে পর্লামেন্টের কয়েকজন সভ্য ঐরূপ ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিয়া বৃটিশ মন্ত্রিসভার উপর দোষারোপ করিতে ছাড়েন নাই। সুখের বিষয় মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে জবাব দিতে গিয়া মেজর এটলি ঐ ত্রুটির কথা অনেকটা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রাচ্যভূখণ্ডে সাফল্যের সহিত সামরিক কার্য্য চালাইতে হইলে সেজন্য ভারতে সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের ব্যাপক ব্যবস্থা প্রয়োজন। সে কারণে ঐদেশে অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর মৌলিক শিল্প যথাসম্ভব গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করাও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য। ঐবিষয়ে এপর্য্যন্ত যে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার তুলনায় গত কতিপয় বৎসরে আরও বেশী চেষ্টা করা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে উচিত ছিল। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বিপুল। কিন্তু ভারতে সামরিক সাজসজ্জা ও উপকরণ তৈয়ারের সুব্যবস্থা না হওয়ায় বেশী সংখ্যক লোককে দেশরক্ষার কাজে নিয়োগ করা আজ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে মেজর এটলি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে সমর সরঞ্জাম তৈয়ারে ও শিল্পোন্নতির কাজে সরকারীভাবে জোর দেওয়া হইয়াছে এবং উহার ফলে আগেকার ভুলভ্রান্তি সংশোধিত হইয়া ভারতে যুদ্ধ প্রচেষ্টার সমুচিত উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

ভারতের যুদ্ধপ্রচেষ্টা তথা এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টের আরও অনেক কিছু করা উচিত ছিল বলিয়া মেজর এট্লি যে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন তাহা একটা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যে তাঁহাদের চিরাচরিত বাণিজ্যগত স্বার্থ ছাড়িয়া

(১০৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলায় বস্ত্র-শিল্পের সমস্যা

সম্প্রতি বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি রায় সাহেব সুরেশ চন্দ্র ঘোষ যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠে বাঙ্গলায় বস্ত্র শিল্পের ক্রমিক দুঃখ দুর্দশা লক্ষ্য করিয়া নিরাশ হইতে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশে শিল্পের প্রসার ও উন্নতির নানারূপ সুযোগ সুবিধা দেখা গিয়াছে। আশা করা গিয়াছিল বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি এই সুযোগে যাবতীয় সমস্যা কাটাইয়া উঠিয়া প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্য্যতঃ তাহা বিশেষ কিছুই হইতেছে না। বরং নানাদিক দিয়া সমস্যার জটিলতা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে।

গত ১৯০৫ সালে বাঙ্গলায় যে স্বদেশী অন্দোলনের সুচনা হয় তাহার প্রেরণাতেই সমগ্র ভারতে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তাহার পর হইতে বোম্বাই, সংযুক্ত-প্রদেশ ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বেশী সংখ্যক কাপড়ের কল গড়িয়া উঠিয়া ঐসব স্থানে দেশজাত বস্ত্রের জোগান উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা স্বদেশী আন্দোলনের জন্মস্থান হইলেও এপ্রদেশে বস্ত্র শিল্পের সেরূপ উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। গত ১৯৪১ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৩৯০টি। উহার মধ্যে অধিকাংশ বোম্বাই ও আমেদাবাদেই অবস্থিত ছিল। বাঙ্গলায় চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১টি। কেবল সংখ্যার দিক দিয়া নহে বাঙ্গলায় যে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার অধিকাংশই যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দিক দিয়া অন্যান্য প্রদেশের কাপড়ের কলগুলির তুলনায় অপকৃষ্ট শ্রেণীর। ফলে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে বস্ত্র উৎপাদিত হয় খুবই কম। অন্য প্রদেশের ও বিদেশের চাহিদা মিটান দূরের কথা, এই সব কল দ্বারা বস্ত্রের দিক দিয়া বাঙ্গলার চাহিদাও তেমন কিছু মিটান সম্ভবপর নহে। প্রতিবৎসর এপ্রদেশে যে বস্ত্র ব্যবহৃত হয় বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি এখন পর্য্যন্ত তাহার এক পঞ্চমাংশ মাত্রই প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প এই ভাবে পশ্চাদপদ থাকার দরুণ বাঙ্গলার লোকেরা বাহির হইতে প্রতিবৎসর প্রভূত টাকার বস্ত্র ক্রয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তাহা ছাড়া, এই যুদ্ধের সময়ে অন্য নানা রকমেও এপ্রদেশকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। সামরিক প্রয়োজনে ভারত সরকার বর্ত্তমানে কোটি কোটি টাকার বস্ত্রের অর্ডার দিতেছেন। উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম না থাকিবার দরুণ ও বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র প্রস্তুতের সুবিধা খুবই কম বলিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি ঐ ধরণের অর্ডার বিশেষ কিছুই গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। বিদেশের হাটবাজারে কাপড় রপ্তানী সম্পর্কে বর্ত্তমানে যে একটা সুযোগ আসিয়াছে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি তাহাও মোটেই কাজে লাগাইতে পারিতেছে না।

বাঙ্গলার বস্ত্র শিল্প সম্পর্কে এসমস্তই খুব নিরাশা-ব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। তবু যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি কোন কোন দিক দিয়া সামান্য কিছু উন্নতি দেখাইয়াছিল। বস্ত্রের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদন যথাসাধ্য পরিমাণে বাড়াইয়া উহারা কতক পরিমাণে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু রায় সাহেব সুরেশ চন্দ্র ঘোষ বস্ত্র শিল্পের যে সব নূতন সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির এই সামান্য উন্নতি বজায় রাখাও বর্ত্তমানে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে কয়লার ভালরূপ জোগান না পাওয়ার দরুণ বাঙ্গলার অনেক স্থানে কল পরিচালনার অসুবিধা দেখা দিয়াছে। দেশের ব্যাঙ্কগুলি পূর্ব্বের মত কাপড়ের কলসমূহকে সাময়িক-ভাবে টাকা কর্জ্জ দিয়া সাহায্য না করায় সেকারণেও রীতিমতভাবে কাজ চালান কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্ত্তী হওয়ার সঙ্গে উৎপন্ন মাল বিক্রয় করার সমস্যাও নানাভাবে জটিল হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের জন্য বস্ত্র ব্যবসায়ীরা এতই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা বেশী পরিমাণ বস্ত্র ক্রয়ে এখন আর মোটেই আগ্রহ দেখাইতেছেন না। অনেক স্থলে চুক্তিকৃত মাল বিক্রয় করা সম্পর্কেও মিলগুলিকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধের জন্য রেল কোম্পানীসমূহ বেসামরিক প্রয়োজনে রেল গাড়ীর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করায় সেকারণে বিভিন্ন বাজার কেন্দ্রে বেশী পরিমাণে উৎপন্ন মাল প্রেরণ করাও বর্ত্তমানে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নানা অসুবিধার ভিতর বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি উহাদের কার্য্য বিস্তারের যে চেষ্টা করিতেছিল, এই প্রকারের বহুবিধ সমস্যার সৃষ্ট হওয়ার দরুণ তাহা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। অধিকন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কাও দেখা যাইতেছে।

রায় সাহেব সুরেশ চন্দ্র ঘোষ বাঙ্গলায় বস্ত্রশিল্পের যে সব সমস্যা উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে কয়লার অভাব ও রেল গাড়ীতে মালচলা-চলের অসুবিধা বর্ত্তমানে সাধারণভাবে বাঙ্গলার সমস্ত প্রকার শিল্প ব্যবসায়েরই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এসমস্ত সম্পর্কে পূর্ব্বে আমরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। নূতন করিয়া সে সম্পর্কে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনি কাপড়ের কলসমূহের পক্ষে টাকা কর্জ্জ পাওয়ার অসুবিধা ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের তরফ হইতে বস্ত্র ক্রয়ের অনাগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্যার কথা উল্লেখ কারয়াছেন তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় খুব জটিল বলিয়াই আমরা মনে করি। বস্ত্র শিল্পের বিহিত স্বার্থ দেখিতে হইলে ঐসব সমস্যা বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করা ও তাহার আশু সমাধানের জন্য চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। একথা সকলেই জানেন যে, বাঙ্গলায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন সরবরাহ বিষয়ে বরাবরই একটা অসুবিধা রহিয়াছে। শিল্পের জন্য অর্থ নিয়োগ বিষয়ে উপেক্ষা ও উদাসীনতা বাঙ্গালীর মজ্জাগত গলদ। ঐ কারণে এই প্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। যে অল্প সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপিত হইতেছে উপযুক্তরূপ চলতি মূলধনের অভাবে তাহাদের অধিকাংশের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধিও সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। মূলধনের এই মারাত্মক গলদ বাঙ্গলার অধিকাংশ কাপড়ের কল সম্পর্কে বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা যাইতেছে। তবু দেশের ব্যাঙ্কসমূহ উৎপন্ন বস্ত্রের জামীনে উহাদিগকে সময়োচিত কর্জ্জ প্রদান করায় এতদিন উহাদের পক্ষে কোন প্রকারে কাজ চালাইয়া যাওয়ার একটা সুবিধা ছিল। যুদ্ধজনিত আতঙ্ক বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ব্যাঙ্ক-সমূহ বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর দাদন বন্ধ করিয়া দিতেছে, ইহা খুবই

পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। দেশের কাপড়ের কলসমূহের কার্য্যধারা যথোচিত পরিমাণে বজায় রাখিতে হইলে ব্যাঙ্কসমূহের এই মারাত্মক কার্য্যনীতি পরিবর্ত্তিত হওয়া দরকার। সেজন্য দেশের জনসাধারণের পক্ষ হইতে ব্যাঙ্কসমূহের উপর যথাসম্ভব চাপ দেওয়ার ব্যবস্থা সঙ্গত। তবে এই সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের ব্যাঙ্কসমূহ বর্ত্তমানে ইচ্ছা করিয়াই কেবল কাপড়ের কলসমূহকে টাকা কর্জ্জদানে অসম্মত হইতেছে না; অবস্থা গতিকে আজ তাহারা সেবিষয়ে অনেকটা বাধ্যই হইতেছে। যুদ্ধের জন্য অত্যধিক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া অনেক লোক বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের আমানতী টাকা তুলিয়া লইতেছে। সেকারণে বাঙ্গলায় অনেক ব্যাঙ্কের তহবিলই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। যেসব ব্যাঙ্কের হাতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ রহিয়াছে আমানতকারীদের দিক হইতে আকস্মিকভাবে টাকা তুলিবার ঝোঁক দেখা যাইতে পারে আশঙ্কায় তাহারও বর্ত্তমানে শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে তেমন কিছু অর্থ দাদন করিতে পারিতেছে না। কাজেই দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করিয়া কাপড়ের কলসমূহের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সরবরাহের সুবিধা দেখিতে হইলে আমানতকারীদের অহেতুক আতঙ্ক প্রশমিত হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে কেবল ব্যাঙ্কসমূহের উপর দোষারোপ করিয়া সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

দেশের আড়তদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বর্ত্তমানে বস্ত্র ক্রয় বিষয়ে যে অনাগ্রহের ভাব দেখাইতেছেন তাহার মূলেও যুদ্ধজনিত অহেতুক আতঙ্কই নিহিত রহিয়াছে। ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে জাপানী আক্রমণের প্রাবল্য হ্রাস না পাইলে এই আতঙ্ক সহজে কমিবে বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ অবস্থায় কাপড়ের কলসমূহের পক্ষে বস্ত্র বিক্রয়ের যে অসুবিধা ঘটিয়াছে বিভিন্ন বাজারকেন্দ্রে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সহিত সাক্ষাৎ যোগসূত্র স্থাপন করিয়া তাহার প্রতিকারে সচেষ্ট হওয়াই মিলমালিকদের পক্ষে কর্ত্তব্য। রায় সাহেব সুরেশ চন্দ্র ঘোষ তাঁহার বক্তৃতায় মিলমালিকদিগকে নিজেই এই সুপরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরাও উহা একটি সদুপায় বলিয়াই মনে করি। তাহা ছাড়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির সমক্ষে অন্যান্য দিক দিয়া নূতন যেসব সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধানের জন্য দেশের জনসাধারণ, কাপড়ের কলের মালিক ও দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষে সমবেতভাবে চেষ্টা করা সঙ্গত। এই প্রকার সহযোগিতামূলক চেষ্টার অভাবে বাঙ্গলায় শিল্পের প্রসার ও উন্নতি বিশেষ কিছু সাধিত হইতেছে না। যে সামান্য সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এইরূপ সমবেত চেষ্টা সুরু না হইলে নানারূপ অভাব ও অসুবিধার ভিতর ভবিষ্যতে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

(যুদ্ধ ও ভারতে শিল্পোন্নতির সমস্যা)

অচিরে ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তেমন কোন অনুকূল কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবেন সেরূপ আশা ভরসা বাস্তবিকই আমরা এখনও বিশেষ দেখিতেছি না। কেননা ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে পূর্ব্বে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের যে উপেক্ষা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাইত, কার্য্যতঃ এখনও তাহার কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া ভারতের শিল্পোন্নতি ও যুদ্ধপ্রচেষ্টা সম্পর্কে তাঁহাদের দিক হইতে অচিরে কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণের কিছুমাত্র আভাষও পাওয়া যাইতেছে না। এবিষয়ে বহু নজীর পূর্ব্বে আমরা অনেক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। বর্ত্তমানে ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে স্যার পদমজী গিনওয়ালা কর্ত্তৃক উপস্থাপিত নূতন একটি নজীর পাঠকদের সমক্ষে আমরা উপস্থিত করিতে চাই। স্যার পদমজী কয়েক বৎসর ট্যারিফ্ বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর। সম্প্রতি তিনি 'ষ্টেসম্যান' পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া এদেশের যুদ্ধপ্রচেষ্টা ও শিল্পোন্নতি সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বহু পূর্ব্বেই ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের গোড়াপত্তন হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় নানা দিক দিয়া এই শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতিও দেখা গিয়াছে। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণমেন্টের পরিপূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা পাইলে এই শিল্প যে বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে আরও উন্নতি দেখাইতে পারিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে বিদেশে মাল চলাচলের উপযোগী জাহাজের সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। জাহাজের অভাবে অনেক প্রয়োজনীয় মালের আমদানী ও রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারত হইতে ইংলণ্ডে এখনও প্রতি মাসে সহস্র সহস্র টন পরিমিত অপরিশোধিত ঢালাই লোহা নির্ব্বিবাদেই রপ্তানী হইতেছে এবং সেখানকার কারখানায় ইস্পাতে পরিণত হইয়া এসমস্ত পুনরায় ভারতে আমদানী হইতেছে। ভারতের লৌহ ও ইস্পাত কারখানাসমূহে যে যন্ত্রপাতি বসান আছে তাহাতে অধিকতর পরিমাণ ঢালাই লোহা ব্যবহার করিয়া উহারা বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী পরিমাণে ইস্পাত তৈয়ার করিতে পারে। অধিকন্তু ঢালাই লোহা পরিশোধিত করিবার জন্য বড় রকমের একটি নূতন কল বসাইয়া রপ্তানীকৃত প্রায় সমস্ত ঢালাই লোহাই এদেশে ইস্পাতে পরিণত করার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট সেবিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ না করিয়া রীতিমতভাবে প্রভূত পরিমাণে ঢালাই লোহা রপ্তানী করিয়াই চলিয়াছেন। ঢালাই লোহা হইতে ইস্পাত তৈয়ারের জন্য এই যুদ্ধের সময়েও ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক শ্রমিককে নিয়োজিত রাখিতে হইতেছে। কিন্তু ভারতে ইস্পাত বিক্রয় করিয়া লাভের ব্যবসা বন্ধ করিতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট নারাজ। ভারত গবর্ণমেন্টও তাঁহাদের নির্দ্দেশে ঢালাই লোহার রপ্তানী বন্ধ করিতে রাজী হইতেছেন না। ইহাতে ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের যথোচিত উন্নতি সাধনে সরকারী উপেক্ষা ও উদাসীনতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। স্যার পদমজী গিনওয়ালা ঐরূপ নীতির বিরুদ্ধে সময়োচিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে শিল্পের প্রসার ও উন্নতির সমুচিত ব্যবস্থা করিতে হইলে এখন হইতে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ও ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে একটি সহযোগিতামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যপন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সেজন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় কোন প্রতিনিধি-স্থানীয় লোককে ভারতে প্রেরণ করাও উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে ভারতে অনেক প্রয়োজনীয় শিল্পের বিস্তার ও উন্নতি সাধিত হইবে। তৎসঙ্গে যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজও অনেকদূর অগ্রবর্ত্তী হইবে। আমরা স্যার পদমজী গিনওয়ালার এই নির্দ্দেশ সর্ব্বথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে কেবল মৌখিক সহানুভূতি না দেখাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এখন হইতে উপরোক্ত নীতিতে কার্য্যধারা অবলম্বন করুন, ইহাই আমরা চাই।

১৯৪১ সালে কানাডায় ৪ হাজার একর জমির তামাকগাছ শিলাবৃষ্টিতে ধ্বংস হইয়াছে এবং এই জন্য অন্ততঃ ৬ লক্ষ পাউণ্ড তামাক নষ্ট হইয়াছে। এই ক্ষতির অধিকাংশই শিলাবৃষ্টিজনিত ক্ষতি বীমার দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হইয়াছে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের স্মারকলিপি

সুদূর প্রাচ্য হইতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার অসামরিক জনসাধারণের আবশ্যকীয় কতিপয় দ্রব্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশরক্ষা কার্য্যে ইহার কতকাংশ সংরক্ষণ করিবেন বলিয়া সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এক বিজ্ঞপ্তিতে তাহাদের মত প্রকাশ করিয়াছে। উক্ত স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারত হইতে আরও অধিক পরিমাণ সমর-সম্ভার যোগান দিবার সত্যই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দেশে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। অসামরিক জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ হ্রাস না করিয়াই সমর-সম্ভার যোগান দেওয়া সম্ভব। দেশীয় শিল্প যাহাতে প্রসারতা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য যুদ্ধের প্রথমাবধি দেশীয় ব্যবসায়ীরা ভারত সরকারের নিকট বহু অনুরোধ জানাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে পূর্ব্বাবধি ঔদাসীন্য দেখাইয়া আসিয়াছেন। দেশের মধ্যে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, কায়েমী স্বার্থ-হানির ভয়েই দেশীয় শিল্প স্থাপন করিতে দেওয়া হয় নাই, ফলে প্রয়োজনের সময়ে সমস্ত জিনিষেরই অভাব দেখা দিয়াছে। কমিটি দেশে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির কাজে সাহায্য করিবার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন।

পাট রপ্তানীর পরিমাণ

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির জানুয়ারী মাসের বুলেটিনে প্রকাশ, ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাট আমদানীর যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বিভিন্ন চটকলে ও কলিকাতার বাজারে মোট ৩৩ লক্ষ ৭৪ হাজার গাঁইট পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই সময়ে মোট ৩৭ লক্ষ ১৭ হাজার গাঁইট পাট আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে মোট ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার গাঁইট পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ১৩ হাজার গাঁইট।

চাষীদিগকে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা

প্রকাশ, বাংলা সরকার বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলার বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের চাষীদিগকে যে ঋণদান করিয়াছেন তাহা আদায়ের কি ব্যবস্থা করা যায় তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। ঋণ আদায়ের জন্য বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের জমিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—(১) যেখানে ধান মোটেই হয় নাই, (২) যেখানে ধানের ফলন খুব কম হইয়াছে (৩) যেখানে ধান প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। বাংলা সরকার (১) এবং (২) অঞ্চলের চাষীদিগের নিকট প্রদত্ত ঋণ বর্ত্তমান বৎসরে আদায় করা স্থগিত রাখিবেন। যে সকল অঞ্চলে ধান খুব ভাল হইয়াছে তথাকার কৃষকদিগের নিকট প্রদত্ত ঋণ ২ কিস্তিতে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা করিবেন।

বোমায় মৃত্যু ও জীবনবীমা

ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী সমিতির সভাপতি মিঃ বাইরামজী জোর-মুখজী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন:—ভারতীয় বীমাকারিগণ প্রায়ই জানিতে চাহেন যে, বিমান আক্রমণে বা শত্রুর কার্য্যকলাপ দ্বারা অসামরিক ব্যক্তিদের মৃত্যুহেতু জীবন বীমার দাবী উত্থাপিত হইলে, ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি ঐরূপ দাবী পূরণ করিতে বাধ্য কিনা। উক্ত সমিতির সভ্যগণ মনে করেন যে, ঐরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা দাবীর টাকা পরিশোধ করিবেন। যাহারা এ, আর পিতে যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না লওয়ার জন্য সমিতির সভ্যদিগকে ইতি পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে বৃটেনের ২ কোটি ১০ লক্ষ টন মালবাহী বাণিজ্য জাহাজসমূহ ছিল। ইহার মধ্যে যুদ্ধের দরুণ শত্রুর আক্রমণে ৯০ লক্ষ টন মালবহনে সমর্থ বাণিজ্য জাহাজসমূহ নিমজ্জিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ৫০ লক্ষ টন বহনে সমর্থ বৃটেন কতকগুলি বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছে। জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে উক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজগুলির মালবহনে সামর্থ্যের পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ টন।

রেলপথে ভ্রমণ হ্রাসের চেষ্টা

রেলপথে ভ্রমণে উৎসাহজ্ঞাপক সর্ব্ব-প্রকার বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার সকল রেলপথের ম্যানেজার ও এজেণ্টদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ। অপরিহার্য্য কারণ বা যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন ব্যতীত রেলপথে ভ্রমণ না করিতে জনসাধারণকে অনুরোধ জানাইবার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। দেশরক্ষা কার্য্যে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র স্থানান্তরের জন্য অধিকতর সংখ্যক ট্রেণের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে যাত্রীবাহী ট্রেণের সংখ্যাও যথাসম্ভব হ্রাস করা হইবে।

১৯৪১ সালে বৃটেনের ঋণের পরিমাণ।

১৯৪১ সালে বৃটেনের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫০ কোটী ৮ লক্ষ পাউণ্ড; ১৯৪০ সালে এইরূপ ঋণের পরিমাণ ছিল ১০৮ কোটী ৮৭ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বৃটেনের মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ৩৫০ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড।

ভারত সরকারের বাজেট।

প্রকাশ, ভারত সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩০ কোটী টাকা ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য আয়করের ও অতিরিক্ত আয়করের হার বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত মুনাফাকরের হার আরও বাড়াইবার প্রস্তাব করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা ছাড়া ডাক ও তার প্রেরণ এবং টেলিফোন ব্যবহার ও রেলপথে ভ্রমণের মাশুলের হারও বৃদ্ধি করা হইতে পারে। লবণের শুল্ক বৃদ্ধি এবং তুলাজাত বস্ত্রাদি উৎপাদনের উপর উৎপাদন কর বসান হইবে বলিয়া মনে হয়।

ব্রহ্মদেশে ধানের চাষ

১৯৪১-৪২ সালে ব্রহ্মদেশে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; ১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে ৭৮ লক্ষ ৯১ হাজার টন ধান (৫২ লক্ষ ৬১ হাজার টন চাউল) উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এইরূপ ধান ও চাউল উৎপন্নের পরিমাণ হইতেছে ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ কম।

তিল চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ।

১৯৪১-৪২ সালে ভারতে ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ এবং ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইবে বলিয়া তিল চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০-৪২ সালে ৩৮ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ এবং ৪ লক্ষ ৪ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারতে সরিষার চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ।

১৯৪১-৪২ সালের ভারতে সরিষার চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে ৩১ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে সরিষার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ৩০ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে সরিষার চাষ হইয়াছিল।

ধর্ম্মঘট ও কারখানা বন্ধ নিষিদ্ধ

শ্রমিক-মালিক বিরোধ সম্পর্কে শ্রমিক ধর্ম্মঘট অথবা মালিকগণ কর্ত্তৃক কারখানা বন্ধ নিষিদ্ধ করার জন্য ভারত সরকার ভারত রক্ষা বিধানের সংশোধন করিয়া এক নূতন ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এই নূতন ক্ষমতা বলে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার কোন বিরোধ মীমাংসা অথবা বিচারের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। শ্রমিক নিয়োগের যে সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করা হইবে মালিকগণকে তাহা পালনে বাধ্য করা যাইবে। আদেশ জারীর পূর্ব্বের তিন মাসের মধ্যে শ্রমিকগণের চাকুরীর যে সমস্ত সর্ত্ত ছিল তদপেক্ষা কোন খারাপ সর্ত্ত করা চলিবে না। এই বিধান বলে যে সমস্ত আদেশ জারী করা হইবে তাহা অগ্রাহ্য করিলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে।

তুলার উপর নূতন আমদানী শুল্ক।

কাঁচাতুলার উপর প্রতি পাউণ্ডে এক আনা হারে অবিলম্বে অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক ধার্য্য করিয়া ভারত সরকার গত ২৯শে জানুয়ারী একটী জরুরী আইন (অর্ডিন্যান্স) জারী করিয়াছেন। এই জরুরী আইনে বলা হইয়াছে যে, অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক বাবদ প্রাপ্ত অর্থদ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার একটী স্বতন্ত্র তহবিল সৃষ্টি করিবেন এবং চাষীদের হিতার্থে তহবিলের অর্থ ব্যয়িত হইবে। এই জরুরী আইনের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে জানান হইয়াছে যে, জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে ভারত হইতে সুদূর প্রাচ্যে যে শ্রেণীর তুলা রপ্তানী হইতে, তাহা বন্ধ হওয়ায় ঐরূপ তুলা উৎপাদনকারীর সুবিধার জন্য একটী তহবিল গঠন করা সম্পর্কে এইরূপ জরুরী আইন জারী করার আবশ্যক হইয়াছে। এই তহবিলের অর্থ পৃথক করিয়া রাখা হইবে এবং অতিরিক্ত শুল্ক বসাইবার ব্যবস্থা সাময়িকভাবেই করা হইবে। তহবিলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ জমিলে এই শুল্ক রহিত করা হইবে। জানা গিয়াছে যে, এই শ্রেণীর তুলার দাম খুব নামিয়া গেলে ভারত সরকার উহা ক্রয় করিয়া লইবেন এবং তাহা বাজার হইতে সরাইয়া দেওয়া হইবে। এই সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় তুলা সমিতি প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

বিভিন্ন দেশে রবার উৎপাদনের পরিমাণ।

১৯৪০ সালে মালয়, উত্তর বোর্ণিও এবং সারাওয়াক হইতে মোট ৬ লক্ষ ৪ হাজার টন, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও ভারতবর্ষ হইতে ৬৬ হাজার টন এবং ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টন রবার বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। অন্যান্য দেশে (যেখানে রবার উৎপন্ন হয়) সেই সকল স্থানের মোট রবার উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছে ১৯৪০ সালে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন, ইহার মধ্যে ফরাসী ইন্দোচীনে ৬৬ হাজার টন, থাইল্যাণ্ডে ৪৪ হাজার টন এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশসমূহ ও সাইবেরিয়ায় উৎপন্ন ৪০ হাজার টন রবার ধরা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ভারত ও সিংহলে রবার উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার টন।

শিল্পোন্নতির জন্য নিষ্ক্রিয় মূলধন খাটানো।

ভারতীয় বণিক সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ এম্ সি ঘিয়া উক্ত সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে জনসাধারণের আমানতের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা ৯৫ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই টাকা বর্ত্তমানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে একটী সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ঐ টাকা লাভবান শিল্প প্রচেষ্টার জন্য খাটাইবার ব্যবস্থা করা উচিত।

ভারতের মৃৎশিল্প

ভারতে খনি শিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্প সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে (১৯৩১ সালের গণনা অনুসারে) ১২ লক্ষ। কয়লা শিল্প খনিশিল্পের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে— ইহাতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৫২ জন।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ বোমারু বিমানপোত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ডগলাস এয়ারক্রাফট কোম্পানী' জগতের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ বোমারু বিমানপোত প্রস্তুত করিয়াছে। ইহার একটি পাখার উচ্চতা হইতেছে ১৭ তালা দালানের চেয়েও উঁচু। ইহার আয়তন হইতেছে নিম্নরূপ হাইল ২৩৭ বর্গফুট ; পাখার পরিসর ২১২ ফুট ; ওজন ৭১॥ টন ; চাকার ব্যাস ১৬ ফুট এবং ইহা ২৮ টন মাল বহন করিতে পারে। ইহার চারিটী ইঞ্জিন হইতেছে ৮ হাজার অশ্বশক্তি বিশিষ্ট।

দুই কোটি সিগারেটের অর্ডার

গত ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের জন্য সরবরাহ বিভাগের নিকট প্রায় ১৯৯ কোটি ৩০ লক্ষ সিগারেট চাহিয়া পাঠান হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বাংলার সিল্ক প্যারাসুট নির্ম্মাণ।

প্যারাসুটের দড়ি, ফিতা এবং মোটা ও সরু সূতার জন্য বাংলাদেশের একটী কলে সম্প্রতি একটী বড় রকম অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাইয়ের একটী কলেও প্যারাসুটের কাপড় তৈয়ারীর ফরমায়েস দেওয়া হইয়াছে। এই কাজের জন্য উভয় কলকেই রেশমের সূতা সরবরাহ করা হইতেছে। ইহা ছাড়া দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন কারখানায়ও প্যারাসুটের জন্য রেশমের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে জাহাজ মেরামত।

ভারতের নিজের প্রয়োজনীয় জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য এবং ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ, বাণিজ্য জাহাজ ও মিত্রশক্তির যুদ্ধ জাহাজ এবং বাণিজ্য জাহাজ-সমূহ ভারতের ডক-ইয়ার্ডগুলিতে মেরামতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কাজ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে এই জন্য ১৭ হাজার লোক কাজ করিতেছে। ইহার পর এইরূপ লোকের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বাড়িবে।

বৃটেনের চীনকে ঋণ দান।

বৃটীশ সরকার যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য চীনকে ৫ কোটী পাউণ্ড ঋণদান করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

ভারতে দেশরক্ষা বাবদ ঋণের পরিমাণ।

১৯৪০ সালের ১০ই জুন হইতে ১৯৪২ সালের ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতে দেশরক্ষা বাবদ মোট ঋণ প্রাপ্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৯ কোটী ৩২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা।

চীনে ভারত হইতে তুলার বস্ত্র সরবরাহ।

বিভিন্ন শ্রেণীর তুলার বস্ত্রাদি চীনে সরবরাহ করিবার জন্য তুলা বস্ত্র-পরামর্শদাতা সমিতির সহিত চীন সরকারের আলোচনা চলিতেছে।

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল।

প্রকাশ, বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসভা 'বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল' নামে যে বিল রচনা করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যক্ত হইবে। ইহার পরিবর্ত্তে নূতন মুখবন্ধ সহ একটী নূতন বিল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে উত্থাপন করা হইবে।

সংখ্যা বিজ্ঞান বিল।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে 'সংখ্যা বিজ্ঞান বিল' নামক একটী বিল উত্থাপিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই বিলের উদ্দেশ্য হইবে যাহাতে খাদ্যদ্রব্য এবং শিল্পজাত জিনিষপত্রের পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তৎসম্পর্কে ভারত সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা।

সিংহলে চাউল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।

সিংহলে গত ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে চাউল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য 'কুপন' বিলি করা হইয়াছে। এই নিয়ন্ত্রণানুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি মাসিক প্রায় দশ সের চাউল ক্রয় করিতে অনুমতি পাইবে। কলম্বো এবং আরও দুইটী নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের চাউল ব্যবসায়ীদের নিকট এই 'কুপন' দেখাইলে চাউল ক্রয় করা যাইবে। অন্যান্য অঞ্চলে এইরূপ 'কুপনের' প্রয়োজন হইবে না।

বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি

গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে ১৯৪২ সালের জন্য উহার কার্য্যকরী সমিতি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হইয়াছে :—সভাপতি, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী; সহ সভাপতি, শ্রীযুক্ত মোহনলাল শা, রঘুনাথ দত্ত; সভ্য, রায় সাহেব সুরেশচন্দ্র ঘোষ, সূর্য্যকুমার বসু, গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, ব্রীজমোহন বাগ্রী, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত।

সিংহলে ভারতীয় শ্রমিক।

সিংহলের চা-বাগিচায় এবং রবার উৎপাদন অঞ্চলে কর্ম্মরত ভারতীয় শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে বর্ত্তমানে ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার জন।

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বীমা।

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার শীঘ্রই একটী বাধ্যতামূলক যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমার প্রবর্ত্তনের জন্য একটী জরুরী আইন (অর্ডিন্যান্স) জারী করিবেন। যাহাতে কারখানা, যন্ত্রপাতি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই বীমার আওতায় আনা যায় তাহার জন্য কয়েকটী ধারা এই জরুরী আইনে সন্নিবেশিত হইবে।

ভারতে বিমানপোত নির্ম্মাণের কারখানা।

প্রকাশ, বর্ত্তমানে ভারতে যে হিন্দুস্থান এয়ার-ক্রাফট কনষ্ট্রাকশন কোম্পানী লিমিটেড নামে একটী বিমানপোত নির্ম্মাণ কারখানা আছে, তাহা ছাড়া বোম্বাই প্রদেশের কোন স্থানে আরও একটী বিপাতপোত নির্ম্মাণ কারখানা শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইরূপ কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বন্দোবস্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মেসার্স টাটা এণ্ড সন্স লিমিটেড এই কারখানা স্থাপন ব্যাপারে একটী বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবেন। বৃটীশ সরকারের প্রয়োজনের জন্য যুদ্ধকালীন এই কারখানাটী বোমারু ও জঙ্গী বিমান প্রস্তুত করিবে।

ভারতে প্রতি একর জমিতে ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ

ভারতে প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা মাত্র ১০৫৫ পাউণ্ড ধান্য উৎপন্ন হয় (ছুই পাউণ্ডে প্রায় এক সের)। অন্যান্য দেশগুলির প্রতি একর জমিতে ধান্য উৎপাদনের পরিমাণের হিসাব নিম্নরূপ :—স্পেন—৬৭৩০ পাউণ্ড, ইটালী ৩৯৬০ পাউণ্ড, জাপান ৩৩৫০ পাউণ্ড ও মিশর ২৭৬০ পাউণ্ড।

ভারতে সরিষার চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালের প্রাথমিক সরিষার চাষের পূর্ব্বাভাষে সমগ্র ভারতে ৩১ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে সরিষার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে ৩০ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে সরিষার চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ভারতে গমচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

ভারতে গম চাষের ১৯৪১-৪২ সালের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে ৩ কোটি ২১ লক্ষ ৮ হাজার একর জমিতে গম চাষ হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র ভারতে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ১১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল।

মাদ্রাজ প্রদেশে চীনাবাদামের চাষ

মাদ্রাজ প্রদেশে ১৯৪১ সালে ২৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৫ শত একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; ১৯৪০ সালে ৩৯ লক্ষ ২২ হাজার ৪৯৭ একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে সমগ্র ভারতে চীনাবাদাম চাষের জমির অনুপাতে মাদ্রাজ প্রদেশে শতকরা ৪৫.২ ভাগ জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে। ১৯৪১ সালে মাদ্রাজ প্রদেশে ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮ শত টন খোসা ছাড়ান চীনাবাদাম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে ; পূর্ব্ব বৎসরে ১৯ লক্ষ ২৪ হাজার ১০ টন খোসা ছাড়ান চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল। মাদ্রাজ প্রদেশে গড়পড়তায় বৎসরে ১৭ লক্ষ ১০ হাজার ৫৫০ টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩৬ প্রকারের ধান্য

অর্থনীতিমূলক উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে ভারতবর্ষে ৩৬ রকমের ধান্য আছে বলিয়া জানা যায়। ২০ বৎসর কাল গবেষণা করিয়া আউস ও আমন ধান্য হইতে উক্ত ৩৬ প্রকারের ধান্যের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে।

রেলওয়ের আয়বৃদ্ধি

প্রকাশ, ১৯৪২ সালের ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতের সরকারী রেলপথগুলি হইতে যে আয় হইয়াছে তাহার পরিমাণ রেলপথ বাজেটের পূর্ব্বাভাষ অপেক্ষা ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বেশী।

বোম্বাইয়ে মজুদ গমের পরিমাণ নির্দ্ধারণ।

৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে বোম্বাইয়ের গম ও আটা ব্যবসায়ীদের মজুদ গমের, ময়দার এবং আটার পরিমাণ যদি ১ শত বস্তার বেশী হয় তাহা হইলে তাহার হিসাব সরকারকে জানাইতে হইবে।

অগ্নি নির্ব্বাপন কার্য্য শিক্ষার জন্য ব্যয়

প্রকাশ, বাংলা সরকার অগ্নি নির্ব্বাপন কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

সংবাদপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকারের একটী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ দ্বারা মূল্য অনুপাতে সংবাদপত্রের সর্ব্বাধিক পৃষ্ঠা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কোন সংবাদপত্রের নির্দ্ধারিত সর্ব্বাধিক পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পৃষ্ঠা দেওয়া চলিবে না; তবে কম পৃষ্ঠা সহ এই সংবাদ প্রকাশ করা চলিতে পারিবে। যেমন, যে 'ক' শ্রেণীর সংবাদপত্রের মূল্য /৬ পাই অথবা /৯ পাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে ১২ পৃষ্ঠার বেশী থাকিবে না। কিন্তু ইচ্ছা করিলে উহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০,৮,৬ এবং ৪ অথবা ২ করা যাইতে পারিবে। এই আদেশের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পৃষ্ঠাসহ সংবাদপত্রের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটী 'ক' শ্রেণীর সংবাদপত্র /৬ পাইতে বিক্রয় করা যাইবে, কিন্তু ইহার কম মূল্যে এই সংবাদপত্র বিক্রয় করা চলিবে না। তবে উহা অধিক মূল্যে।০আনা, ৵০ আনা অথবা ৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে কোন বাধা থাকিবে না।

ভারতের রেল লাইন বিদেশে প্রেরিত

বিদেশে বিভিন্ন স্থানে রেলপথ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে ১৯৪১-৪২ সালে সর্ব্বসমেত ভারতের প্রায় ৪৫০ মাইল দীর্ঘ রেলওয়ে লাইন তুলিয়া বিদেশে পাঠান হইয়াছে। ইহার মূল্য ২ কোটি টাকার কম হইবে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের উৎরাইতা-সুলতানপুর ও জাফরাবাদ ১২৩ মাইল, উনাও-মাধাওগঞ্জ ৪৮ মাইল, অন্ধপুর বালোসাউ ৩১ মাইল, ভাগলপুর-মান্দাউর হিল ৩০ মাইল, তিন পাতিয়ার রাজমহল ৭ মাইল, সাউথ-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের তিরুপাতুর-কৃষ্ণগিরি ২৫ মাইল, মাদুরা-বোদিনায়-কানুর ৫৬ মাইল, মোরাপুর-হাসুর ৭৩ মাইল; নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের রোটাক-গোহালা ২০ মাইল; বি, বি, এণ্ড সি আই রেলওয়ের বসেদি কাঠানা ২৭ মাইল এবং বি, এন রেলওয়ের বরিবল-সালপুর রেলওয়ের ১০ মাইল লাইন তুলিয়া বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

প্রভিডেণ্ট বীমা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ইষ্ট ইণ্ডি ট্রেডিং কোম্পানী আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মূল্য চারি আনা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় প্রভিডেণ্ট বীমার উপকারিতা ও উপযোগিতার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। প্রভিডেণ্ট বীমা সম্পর্কে এখন আমাদের দেশের জনসাধারণ সম্যক সচেতন নহে। বর্ত্তমান বীমা আই কার্য্যকরী হওয়ার পূর্ব্বে প্রভিডেণ্ট বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে অসাফল্য দেখা গিয়াছে সেই ইতিহাসও এই ঔদাসীন্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী। যাহা হউক জীবন বীমা ও প্রভিডেণ্ট বীমা মূলতঃ একই পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ দেশে প্রভিডেণ্ট বীমার দ্রুত প্রসার হওয়া অসম্ভব কিছু নহে। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের এমনি অসামঞ্জস্য রহিয়াছে যে, জীবন বীমা করিবার মত উদ্বৃত্ত অর্থ অনেকেরই হাতে থাকে না অথচ বৃদ্ধ বয়সের জন্য বা মৃত্যু হইলে পরিবারবর্গের জন্য যথাসাধ্য সঞ্চয় না থাকিলেও চলে না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রভিডেণ্ট বীমার সমাদর হইবেই। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ভারতের প্রভিডেণ্ট বীমার সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ব-ইতিহাস এই বীমাসংক্রান্ত নানাবিধ আইন ও সমস্যা, উহার বর্ত্তমান অগ্রগতি ও ভবিষ্যতের প্রসার প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এরূপ অল্প পরিসরের মধ্যে প্রভিডেণ্ট বীমাসংক্রান্ত বহু তথ্যাদি গুছাইয়া বলিতে পারা কৃতিত্বের পরিচায়ক। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

বেষ্ট এণ্ড ভার্টাইজার (বড় দিন সংখ্যা)—ভেরিয়াস্ পাব্লিসিটি সার্ভিস কর্ত্তৃক ১৫০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও বিতরিত।

অলোচ্য পত্রিকাখানির নাম হইতে বুঝা যায়, ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও প্রচার করা। মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের বাজারে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের বিজ্ঞাপনের হার বর্দ্ধিত হওয়ায় অনেকানেক ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রচারের সুযোগ সুবিধা বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছে। এই বিষয় বিবেচনা করিয়াই উক্ত পত্রিকাখানির আত্মপ্রকাশ। ইহাতে অল্প হারে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলিবে। নানা বিষয়ের অসংখ্য পত্রিকার মধ্যে এই বিজ্ঞাপনের মাসিক পত্রিকাখানি নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিতে পারে। ছাপা, কাগজ ও বিজ্ঞাপন সন্নিবেশ সুন্দর।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে ছয় মাস কাল শেষ হইয়াছে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ঐ সময়ের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই ষাণ্মাষিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য সময়ের মধ্যে উক্ত ব্যাঙ্কের নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৩৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৭ টাকা।৴৪ পাই। এই অর্থের সঙ্গে ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন তারিখে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে সেই পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের নীট লাভ ৪৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৯২২ টাকা॥৬ পাই যোগ করিয়া সারা বৎসরের (১৯৪১) মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮০ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৪৯ টাকা ৬৵১০ পাই। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ এই অর্থ নিম্নোক্তরূপে বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছেন:—(১) ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হিসাবে (আয়কর বিমুক্ত) লভ্যাংশ দেওয়া হইবে ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। (২) পেন্সন তহবিলে রক্ষিত হইবে—১ লক্ষ ১২ হাজার ৯ শত টাকা। (৩) আগামী ৩০শে জুন তারিখে যে ছয় মাস শেষ হইবে সেই ষাণ্মাষিক সময়ের হিসাবে জের টানা হইবে ৪৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৯ টাকা।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের পুরী শাখার শুভ উদ্বোধন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। পুরীর এমার মঠের মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রীগদাধর রামানুজ দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অসুস্থতানিবন্ধন ম্যানেজিং ডিরেক্টারের অনুপস্থিতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার শ্রীযুত ললিত কুমার দাসগুপ্ত, এম, এ, বি এল, হেড অফিসের ম্যানেজার মিঃ এস্ বিশ্বাস বি-কিম, ক্লাইভ ষ্ট্রীট (Cal) শাখার ম্যানেজার মিঃ এ ঘটক, বি, এ, এবং পুরী ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মিঃ বি, এল ব্যানার্জ্জি উপস্থিত থাকিয়া উক্ত কার্য্যের তদারক করেন।

শ্রীযুক্ত ভীমসেন মিশ্র, ডিরেক্টার বাসন্তী প্রভিডেণ্ট ইন্সুয়রেন্স কোং; শ্রীযুক্ত অনন্ত প্রসাদ পাণ্ডা বি, এ, এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার কো-অপারেটিভ, ব্যাঙ্ক পুরী, ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি এবং শ্রীযুক্ত ললিত কুমার দাশগুপ্ত ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত সকলের ও সাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান গভর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় লোকনাথ মিশ্র বাহাদুর, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মিঃ রাধাচরণ পট্টনয়ক; ক্যাপ্টেন বি, সেন গুপ্ত; সিভিল সার্জ্জন, পুরী; মিঃ এন, সি, নন্দী খ্যাতনামা ব্যবসায়ী; মিঃ চৈতন্য মুখার্জ্জি; মিঃ এস, সি, লাহিড়ী; মিঃ প্রমোদকুমার ব্যানার্জ্জি এম, এ, বি, এল; মিঃ অভয় কুমার মোহন্ত প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ উৎসব কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

সভাপতি মহোদয় ব্যাঙ্কের উপকারিতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের সহযোগিতা ও সাফল্য কামনা করেন।

সভান্তে সমবেত অতিথিবর্গকে জলযোগ আপ্যায়িত করা হয়।

ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউট্

ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের কার্য্যালয় ২নং রয়েল একচেঞ্জ প্লেস হইতে গত ১লা ফেব্রুয়ারী পি ২, মিশন রো একসটেনশনস্থ ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এ (পাচ তলায়) স্থানান্তরিত হইয়াছে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের কার্য্যালয় পি ২, মিশন রো একসটেনশনস্থ ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এ স্থানান্তরিত হইয়াছে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বোর্ড এণ্ড পেপ্যার মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি কোঠারী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৬ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা কাগজের কারখানা।

তারা টিম্বার এণ্ড ট্রেডার্স লিঃ—সেক্রেটারী মিঃ বি, এন্ রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা সর্ব্বপ্রকার কাষ্ঠ, আসবাবপত্র ও কাঠের কারুকার্য্য।

দি এনামেলস্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ মনমোন লীলাধর। রেজিষ্টার্ড অফিস— ২৭৫।৮, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা জেনারেল মার্চেণ্টস্।

অল ইণ্ডিয়া প্যেটেণ্ট এসোসিয়েশন্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হরিদাস চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—রংপুর। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা ঔষধ প্রস্তত।

গোপাল ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ লীলাধর রুস্তগী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯১, রামকান্ত রক্ষিত লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। চিনি ও গুড় তৈয়ারী ও পরিশোধনের ব্যবসা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—২, রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। জমি, তালুক, ইমারত প্রভৃতি সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ক্যালিডনিয়ান জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **সেন্ট্রিয়েট্ মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। **ডেল্টা জুট্ মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৭৷৷০ আনা। **লোথিয়ান জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **ওরিয়েণ্ট জুট্ মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। **কানপুর সুগার ওয়ার্কস লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা হিসাবে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৬ই ফেব্রুয়ারী।

কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্ব্বের ন্যায় একটানা মন্দার ভাবই চলিতেছে। বাজারে টাকার চাহিদা আদৌ বৃদ্ধি পায় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে ।০ আনা ও ॥০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে আবেদনের পরিমাণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় অনেকখানি হ্রাস পাইতে দেখা যায়। বহুদিন পরে আগামী সপ্তাহ হইতে আবার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। মোট ২ কোটি টাকার টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থা টাকার বাজারের তুলনায় তেজী বলিতে হইবে। বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের ভীড় দেখা গিয়াছে। নিউ-ইয়র্কে জাহাজ চলাচলে বিলম্ব ঘটায় মার্কিন ডলার বিল ক্রয়ের হার প্রতি একশত ডলারে এক টাকা হিসাবে হ্রাস করা হইয়াছে।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸৩ দরের সমুদয় এবং ৯৯৸০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৸৶১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ২৮শে জানুয়ারী হইতে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ঘোষিত সর্ত্ত অনুসারে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল ৯৯৸৩ পাই দরে বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৩৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৩০ কোটি ৫৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টা া পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি ৫২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে এই খাতে ধারের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪০ কোটি ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ২০ কোটি ৮০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৫৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা এবং ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা এবং ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

ষ্টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ [illegible] পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬৩১/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৬ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে, কলিকাতার শেয়ার বাজারের কর্ত্তৃপক্ষ, ইণ্ডিয়ান আয়রণ, ষ্টীল করপোরেশন, বার্ম্মা করপোরেশন এবং ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশনের যে সর্ব্বনিম্ন দর বাধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই সকল বিধিনিষেধ উঠাইয়া দিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কলিকাতা শেয়ার বাজারের কর্ম্ম কর্ত্তাগণের বাধা নিষেধ উপেক্ষা করিয়া নির্দ্ধারিত ন্যূনতম দরের অনেক কম মূল্যে শেয়ার বাজারের বাহিরে ক্রয়বিক্রয় হইতেছিল বলিয়াই এইরূপ বাধা নিষেধ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এইরূপ বাধা নিষেধ প্রত্যাহার করায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া অন্যান্য বিভাগের শেয়ারের দরে নিম্নগতি আনয়ন করিবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। সুদূর প্রাচ্যের অনিশ্চিত জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য শেয়ার বাজারের সর্ব্বত্রই একটা নৈরাশ্য জনক আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে এবং শেয়ার বাজারের সমস্ত বিভাগেরই কাজকারবারের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর মোটের উপর সামান্য কিছু নামিয়া গিয়াছে। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪।৵০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৪।০ আনা, ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০১।০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০০।৵০ আনা, ৪॥০ সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১২৷৴০ আনা, ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮৲ টাকা এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০১॥৵০ আনায় কাজকারবার হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ১৯৫২ সালের পাঞ্জাব ঋণপত্র ৯৭।৴০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের জন্য বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না। ডানবার ২২৬৷৷০ আনা, এলগিন ২৭৷৷৵০ আনা, কাণপুর টেক্সটাইল ৮৷৷৴০ আনা এবং কেশোরাম ৮৷৷৴০ আনায় বেচা কেনা হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

পাটকল

এ বিভাগের শেয়ারের কাজকারবারে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই। হাওড়া এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পাটকলের শেয়ার নির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্নদরের অধিকমূল্যে কোন ক্রেতাই ক্রয় করিবার জন্য আগ্রহ দেখান নাই। আগরপাড়া ৩৮৷৷৵০ আনা, বালি ২২০৲ টাকা, কামারহাটী ৪৬৬৲ টাকা এবং রামেশ্বর ৯৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর উল্লেখযোগ্যভাবে পড়িয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৩৲ টাকা এবং ১৪৸০ আনা। বার্ণ এণ্ড কোং ৩২৬৲ টাকায় নামিয়া গিয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় অনেকটা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চা-বাগান

চাবাগানের শেয়ারের অতি সামান্য কাজকারবার হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশনের প্রচুর পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে এবং ইহার দর দাঁড়াইয়াছে ২।০ আনা। জাপান উত্তর ব্রহ্মভূখণ্ড আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে এইরূপ সংবাদের জন্য ইহার শেয়ারের দর বিশেষ ভাবে পড়িয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ১৷৷৵০ আনা, বি আই করপোরেশন ৫৲ টাকা এবং ইণ্ডিয়ান কেবলস ২০।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৩০শে জানুয়ারী—৯৮৲ ৯৮।০ ; ৩১শে—৯৮।০ ; ৪ঠা ফেব্রুয়ারী—৯৮৵০ ; ৫ই—৯৮৵০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানী কাগজ ৩০শে জাঃ—৯৫/০ ৯৫।০ ; ২রা ফেব্রুয়ারী—৯৫৵০ ৯৫৴০ ৩রা—৯৪৷৷০ ; ৪ঠা—৯৪৷৷০ ৯৪৷৷/০ ; ৫ই—৯৪।০ ৯৪৷৷০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৩০শে জাঃ—১০৮।/০ ; ৫ই ফেব্রুয়ারী—১০৭৸/০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৬) ৪ঠা ফেঃ—১০০৸০ ; ৫ই—১০০৷৷৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৩১শে জাঃ—৯৪।০ ; ৩রা ফেঃ—৯৪৴০ ; ৪ঠা—৯৪৴০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ২রা ফেঃ—৯৭।/০। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৪ঠা ফেঃ—১০১।০ ; ৫ই—১০১।০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)৪ঠা ফেঃ—১০৮৸ ১০৯৲ ; ৫ই—১০৮।৵০। ৪৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ৪ঠা ফেঃ—১১২৷৷/০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টী) ৩০শে জাঃ—৩৭৮৲ ৩৮০৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩০শে জাঃ—১০৩৸০ ১০৪৲ ; ৩১শে—১০৩৲ ; ২রা ফেব্রুয়ারী—১০৩৲ ১০৩৷৷০ ; ৩রা—১০৩৲ ১০৪৲ ; ৪ঠা—১০৩৲ ; ৫ই—১০৩৲।

রেলপথ

মৈমনসিং ভৈরববাজার রেলওয়ে (গেরান্টী) ৩০ শে জাঃ—১০৯৲ ; ৫ই ফেব্রুয়ারী—১০৯৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ৩রা ফেব্রুয়ারী—২৬।০। বেঙ্গল ৩১শে জাঃ—৩৬৬৲ ৩৭০৲ ; ২রা ফেঃ—৩৬৬৲ ; ৪ঠা—৩৬৭৲ ; ৫ই—৩৬৫৲ ৩৬৬৷৷০। বোরিয়া ৩রা ফেঃ—১৫৷৷০। চুরুলিয়া ৩রা ফেঃ—১৷৷০। সিজুয়ান ("বি") ৩রা ফেঃ—১৸৵০।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল নাগপুর ৩০শে জাঃ—১৮৲। এলগিন মিলস ৩০শে জাঃ—২৭৷৷০ ২৭৷৷৵০। নিউভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৩০শে জাঃ—৪৷৷/০ ৪৸০ ; ২রা ফেঃ—৪৷৷৴০ ৪৸০ ; ৩রা—৪৷৷০ ৪৷৷/০ ; ৪ঠা—৪৷৷০ ; ৫ই—৪৷৷০। বাসন্তী কটন (প্রেফ) ৩রা ফেঃ—৫৸০ ; ৪ঠা—৫৸০। বাউরিয়া ('এ' প্রেফ) ২রা ফেঃ—২২০৲। কাণপুর টেক্সটাইল ২রা ফেঃ—৮৷৷৴০। ডানবার ৩১শে জাঃ—২২৬৷৷০। এলগিন ৩০শে জাঃ—২৭৷৷০ ২৭৷৷৵০।

ইলেকট্রিক

বেণারস ইলেকট্রিক ৪ঠা ফেব্রুয়ারী—১৪৲। কটন ইলেকট্রিক ২রা ফেঃ—১২।০। মজঃফরপুর ইলেকট্রিক ২রা ফেঃ—১৩৷৷০।

খনি

বর্ম্মা করপোরেশন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী—২৵০ ২।০। ইণ্ডিয়ান কপার ২রা ফেঃ—২৲ ; ৪ঠা—১৸০ ১৸৴০। রোডেসিয়া কপার ২রা ফেঃ—৷৷৴০।

পাটকল

আগরপাড়া ৩০শে জানুয়ারী—৩৯৲ ; ২রা ফেব্রুয়ারী—৩৮৸৵০ ; ৩রা—৩৮৷৷৵০। এলবিয়ন ৩০শে জাঃ—১৯২৲। এলায়েন্স ৩রা ফেঃ—৩০০৲ ; ৪ঠা—৩০০৲। বালি ২রা ফেঃ—২২০৲ ; ৩রা—২২০৲। বরানগর (অর্ডি) ৪ঠা ফেঃ—৯১৲ ; (প্রেফ) ৩০শে জাঃ—৫০৷৷০। বিড়লা (প্রেফ) ৩০শে জাঃ—১২৬৲। বজবজ ৩রা ফেঃ—৩২৬৲ ৩২৮৲ ; ৪ঠা ৩২৬, ৩২৮। কেলিডনিয়ান ৩০শে জাঃ—৩৮০৲। সেভিয়ট ৩০শে জাঃ—১৭৬৲। ডালহৌসী (অর্ডি) ৩১শে জাঃ—২১৭৲ ; (প্রেফ) ৩১শে জাঃ—১৬২৷৷০। ডেল্টা ৩০শে জাঃ—৪১৮৲। গৌরীপুর ২রা ফেঃ—৬৭৫৲ ; (প্রেফ) ২রা ফেঃ—১৪৫৲। হুকুমচাঁদ (প্রেফ) ২রা ফেঃ—১৩৯৷৷০। কামারহাটী ৩০শে জাঃ—৪৬৭৲ ; ২রা ফেঃ—৪৬৫৲ ৪৬৭৲ ; ৪ঠা—৪৬৬৲ ৪৬৭৲ ; ৫ই—৪৬৭৲। কেলভিন ২রা ফেঃ—৪৭৫৲। কিনিসন (অর্ডি) ৩১শে জাঃ—৩৪০৲। লরেন্স ৩১শে জাঃ—২৪৫৲ ; ৩রা ফেঃ—২৪০৲। ন্যাশনাল ৩০শে জাঃ—২১৸০ ২২৵০ ; ৪ঠা ফেঃ—২১৷৷০ ; ৫ই—২১।/০। মেঘনা ২রা ফেঃ—৫৭৷৷০। নৈহাটী ৩০শে জাঃ—২১১।/০। ওয়েভার্লি (প্রেফ) ৩০শে জাঃ—৫৭৲।

সিমেণ্ট

এলকালি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ২রা ফেব্রুয়ারী—২০৷৷০ ২০৷৷/০।

ক্যামিকেল

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ২০শে জাঃ—১২৸৶০ ; ৩১শে—১২৷৷০ ; ২রা ফেঃ—১২৷৷০। বেঙ্গল পটারীজ ৩রা ফেঃ—১২৲ ; ৪ঠা—১১৸৶০ ১২৲। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ৪ঠা ফেঃ—১৩।৶০ ১৩৷৷০ ; (প্রেফ) ৩০শে জাঃ—১১৯৷৷০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৩রা ফেব্রুয়ারী—৩২৮৲ ; ৭ঠা—৩২৬৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ৪ঠা ফেব্রুয়ারী—২৪।/০ ২৪।৶০ ২৪৷৷০ ২৪৷৷/০ ২৪৷৷৶০ ২৪৷৷৵ ২৪৸০ ২৪৸৶০ ২৫৲ ; ৫ই—২৩।/০ ২৩৷৷/০ ২৩৸০ ২৩৸৶০ ২৪৲ ২৪৵০ ২৪।০ ২৪।/০ ২৪৷৷০। ইণ্ডিয়ান মেলেবেল কাষ্টীং (অর্ডি) ৩১শে জাঃ—৬৸৶০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস (কণ্ট্রী) ২রা ফেঃ—৭৲। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ৪ঠা ফেঃ—১৪৸৶০ ১৫৲ ১৫৶০ ১৫।০ ১৫৷৷০ ; ৫ই—১৪৸০ ১৪৸৶০ ১৫/০ ১৫৶০ ১৫।০ ; (প্রেফ) ৩রা ফেঃ—১০৯৷৷০ ; ৫ই—১০৯৷৷০।

কাগজের কল

ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ৩০শে জাঃ—১৬।৶০ ; ৪ঠা ফেঃ—১৬।০ ; ৫ই—১৬৶০ ১৬।০। শ্রীগোপাল পেপার ৩০শে জাঃ—১৫।০। টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ৩০শে জাঃ—১৯/০ ১৯।০ ; ২রা ফেঃ—১৯৲ ; ৩রা—১৮৸০ ১৮৸৵০ ; ৪ঠা—১৮৸০ ; ৫ই—১৮৷৷/০ ১৯৲ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ৩০শে জাঃ—১০৮৲ ; ৩১শে—১০৯৲।

চিনির কল

বলরামপুর ২রা ফেঃ—১২৲। ভারত ৪ঠা ফেঃ—১১৶০। বুলাণ্ড ৪ঠা ফেঃ—২৪৷৷৶০। চম্পারণ ৩০শে জাঃ—১৯৲ ১৯৷৷০ ; ৩রা ফেঃ—১৯।৶০। মারীক্রয়ারী ২রা ফেঃ—১৫৷৷০। নিউ ইণ্ডিয়া ৪ঠা ফেঃ—৮৲। নিউ সাভান ৩০শে জাঃ—১২৲ ; ২রা ফেঃ—১২৲ ; ৪ঠা—১২৲ ; ৫ই—১২৶০। আপার গ্যাঞ্জেস ৪ঠা ফেঃ—১৮৷৷০। বস্তী ৬ই ফেঃ—২৫৫৲। প্রতাবপুর ৫ই ফেঃ—১১৵০ ১১।০।

চা-বাগান

বড়দিঘী ৩রা ফেঃ—৫০৲। বীরপাড়া ৩রা ফেঃ—৩২০৲। জুতলিবাড়ী ৪ঠা ফেঃ—১৫৲। উডলাবাড়ী ৪ঠা ফেঃ—২৬৷৷০। সুংমা ৩০শে জাঃ—১০৸০।

ডিবেঞ্চার

৩৲ সুদের (১৯৩৮-৬৮) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠা ফেব্রুয়ারী—৯১৷৷০। ৩৲ সুদের (১৯৩৬-৬৬) সালের ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ৩রা ফেঃ—৯১৷৷০ ৯১৸০ ; ৪ঠা—৯১।০। ৩৲ সুদের (১৯৩৮-৬৮) সালের ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ৪ঠা ফেঃ—৯১৷৷০। ৩।০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) সালের হাওড়া ব্রীজ ৩০শে জাঃ—৯৭।/০ ৯৭৷৷০। ৪৲ সুদের (১৯১৪-৭৪) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠা ফেঃ—১০৬৲। ৪৲ সুদের (১৯১৫-৭৫) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠা ফেঃ—১০৭৲। ৫৲ সুদের (১৯৫৮-৮৮) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠা ফেঃ—১১৪৷৷০। ৫৷৷০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ডালমিয়া সিমেণ্ট ২রা ফেঃ—১০৩৲। ৬৲ সুদের (১৯৫৫-৮৫) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৩০শে জাঃ—১২৪৸০। ৭৲ সুদের (১৯২২-৫)সালের নদীয়া জুট ৫ই ফেঃ—১০১৲।

বিবিধ

এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অর্ডি) ৩০শে জানুয়ারী—১১।০। আসাম ম্যাচ ৩১শে জাঃ—১৯৷৷৶০। বি, আই, করপোরেশন (অর্ডি) ৩০শে জাঃ—৪৸৵০ ৫৲ ; ২রা ফেব্রুয়ারী—৪৸৵০ ; ৩রা—৫৲ ; ৪ঠা—৫৲ ; ৫ই—৪৸৶০ ৪৸৵০ (প্রেফ) ৩রা ফেঃ—১৮১৲। ডানলপ রাবার (অর্ডি) ৩০শে জাঃ—৪০৲ ; ৩১শে—৪০।০। ইণ্ডিয়ান কেবলস ২রা ফেঃ—২০।০ ; ৩রা—২০৷৷৶০ ; ৪ঠা—২১৲ ; ৫ই—২০।০। ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ২রা ফেঃ—৮০৲ ; ৩রা—৮০৲। মেদিনীপুর জমিদারী ৩১শে জাঃ—৬৬৷৷০। মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (প্রেফ) ২রা ফেঃ—১৫৫৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৬ই ফেব্রুয়ারী

কলিকাতা। পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে যে চড়তির ভাব দেখা গিয়াছিল তাহার মূলে কোন স্থায়ী ফলপ্রসূ কারণ ছিল না। সাময়িক ভাবে কিছুটা জাহাজ সংস্থানের দরুণ এবং কয়েকটি চটকলে ধর্ম্মঘটের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় কৃত্রিম উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল মাত্র। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতা, বিশেষ করিয়া সুদূর প্রাচ্যের সামরিক বিপর্য্যয়ের ফলে জাহাজ চলাচল সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তার ভাব রহিয়াছে, তাহাতে মিল মালিকগণ কাঁচা পাট ক্রয় করিতে ভরসা পাইতেছেন না বলিয়া মনে হয়। ভারতের বাহিরে আপাততঃ পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার কোন সম্ভবনা দেখা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় থলে ও চটের বাজার তথা পাটের বাজারের নিম্নাভিমুখী গতি প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় নাই। আগাম কাজ-কারবার আলোচ্য সপ্তাহে একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। যাহা হউক, পাটের বাজারের থলে ও চটের বিভাগে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছিল। ৯নং পোর্টার চটের দর ছিল ফেব্রুয়ারী ১৯৷৷৶০ আনা, মার্চ্চ ১৯৲ টাকা, এপ্রিল-জুন ১৭৷৷০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৬৸৶০ আনা। ১১নং পোর্টার ফেব্রুয়ারী ২৬৸০ আনা, মার্চ্চ ২৫৸৶০ আনা, এপ্রিল-জুন ২২৸৶০ আনা এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ২১।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাঁচা বেল বিভাগে মন্দার ভাব চলিতেছে। কলওয়ালারা যে পাট খরিদ করিয়াছেন তাহার পরিমাণ যৎসামান্য। ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট তোষা বটোম ও হোয়াইট জাত বটোম পাট যথাক্রমে ৬৷৷০ আনা ও ৮৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। পাক বেল বিভাগে কাজকারবার যৎসামান্য হইলেও দর অপরিবর্ত্তিত ছিল।

ফাটকা বাজারের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। কাজকারবার প্রায় বন্ধ রহিয়াছে। পাটের দর প্রতি বেল ৫৯৲ টাকায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ফাটকা বাজারে কোনরূপ আশা ভরসা ও কর্ম্মতৎপরতার লক্ষণ দেখা যায় না।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৬ই ফেব্রুয়ারী

গত সপ্তাহের শেষ ভাগে বোম্বাই তুলার বাজারে চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। বোরোচ এপ্রিল-মে তুলার দর ২১৪৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের বিবৃতি। এই বিবৃতিতে তুলা চাষীদের সাহায্য ভাণ্ডার খোলার কথা বলা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে তুলা আমদানীর উপর প্রতি পাউণ্ডে এক আনা হিসাবে শুল্ক বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ৫ লক্ষ বেল তুলা ক্রয় করিবেন এইরূপ সংবাদও তুলার বাজারের কর্ম্মতৎপরতার অন্যতম কারণ। কিন্তু সরকার পক্ষের এই সকল কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় এবং নিউ ইয়র্কের বাজারে তুলার দরে

অবনতি ঘটায় আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে বাজারে আবার স্পষ্ট মন্দারভাব লক্ষিত হয়। বোরোচ এপ্রিল-মে ১১৮॥০আনা, বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ২০৫॥০ আনা, বেঙ্গল মার্চ্চ ১২৬৸০ আনা, বেঙ্গল মে ১২৯৸০ আনা, ওমরা মার্চ্চ ১৫৬৸০ আনা ও ওমরা মে ১৫৭৸০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারে বেশ কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়। আতঙ্কগ্রস্ত বহু ব্যবসায়ী আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। মিল মালিকগণ অবশ্য বস্ত্র বিক্রয়ের দিকে তেমন আগ্রহশীল নহেন।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৬ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং সোণা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য ক্রেতাদের সোণা খরিদ করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর দাঁড়াইয়াছে ৪৭।৶০ আনা। বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি ভরি সোণার দর হইতেছে যথাক্রমে ৪৬৸/০ আনা এবং ৪৭৲ টাকা। বোম্বাইয়ে প্রতিটী গিনি ৩৩॥০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতার সোণার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোণা ৪৭/০ আনা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৪৭৲ টাকা এবং প্রতিটী গিণি ৩৩॥৵০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই এবং রূপার দর ও কোনরূপ উঠানামা করে নাই। বোম্বাইয়ে প্রতি এক শত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ৭০/০ আনা। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৬৪॥৵০ আনা এবং ৬৪৸/০ আনা। কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপা ৬৮।০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৬৮॥০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। লণ্ডনের রূপার বাজারের অবস্থা মন্দা ছিল এবং অতি সামান্য কাজকারবার হইয়াছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩½ পেন্স এবং নিউ ইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪¾ সেণ্ট ছিল।

লবণের বাজার

কলিকাতা, ৬ই ফেব্রুয়ারী।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় লবণের দর দৃঢ় ও অপরিবর্ত্তিত ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি একশত মণ লবণ নিম্নরূপ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে :—

পোর্ট সৈয়দগুড়া—১২১৲; পোর্ট খোয়াগুড়া—১২৬৲; ওখা ফাইন পার্টি—১২০৲; করাচী খুরসিদ ফাইন পার্টি—১৩২৲; করাচীগুলবাই ভাঙ্গা পার্টি—১৩২৲; এডেন সোলার ফাইন—১৩০৲; ইন্দো-এডেন ফাইন—১৩০৲; এডেন ফাইন—১২২৲; জামনগর ফাইন—১১৮৲।

কলিকাতার বাজার

বাংলা সরকারের বাজার বিভাগ হইতে ২রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতার কৃষিপণ্যাদির যে বাজার দর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :—

কৃষিপণ্যাদির দর—গম (চন্দোসী) প্রতি মণ—৫৸০; বিশেষ শ্রেণীর 'এগমার্ক' আটা প্রতি মণ—৮৵০; 'এগমার্ক' চাকী প্রতি মণ—৭৶০; বাক্-তুলসী ধান প্রতি মণ—৩॥০; পাটনাই ধান প্রতি মণ—৩।৶০; মোটা ধান প্রতিমণ—২৸৵০; বাক্তুলসী চাউল প্রতিমণ—৬॥৵০; পাটনাই চাউল প্রতিমণ—৬॥০; মোটা চাউল প্রতিমণ—৫।৵০; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতিমণ—১৪॥০; 'এগমার্ক' শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতিমণ—১৬॥০; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতিমণ—৫৪৲ টাকা হইতে ৭৪৲ টাকা; 'এগমার্ক' শ্রেণীর ঘি প্রতিমণ—৭০৲; ১নং চিনি প্রতিমণ—১২।/০; ২নং চিনি প্রতি-মণ—১১৲; গোদুগ্ধ প্রতি টাকায়—৫ সের; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণী—৸৵০; (খ) শ্রেণী—॥৶০; (গ) শ্রেণী—৷৵০; (ঘ) শ্রেণী—।৶০; হাঁসের ডিম প্রতি কুড়ি—৷৵০; বিহারের আলু প্রতিমণ—২।৵০; নৈনিতাল আলু প্রতিমণ—৩॥০; ইলিশমাছ প্রতিমণ—১৮৲; রোহিতমাছ প্রতিমণ—২০৲; চিংড়ীমাছ প্রতিমণ—১৬৲, সবরী কলা প্রতি ডজন—।০; সিঙ্গাপুরী প্রতি ডজন—।৬ পাই; কাশ্মিরী আপেল প্রতি টাকায়—৫টী; মাদ্রাজী আম প্রতি টাকায়—৮টী; সিলেট কমলালেবু প্রতি টাকায়—৫০টী আসামের আনারষ প্রতি টাকায়—১টী।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ

বাঙ্গলা সরকারের আগামী বাজেটে প্রায় ২ কোটি টাকার ঘাটতি পড়িবে বলিয়া প্রকাশ। আরও জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থার কোনও উন্নতিসাধন করিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনের যে কার্য্যতালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই অধিবেশনে বাজেট আলোচনা ছাড়া কতকগুলি বিলেরও আলোচনা হইবে। বঙ্গীয় ফাইনান্স সংশোধন বিল নামে একটি বিল এই অধিবেশনে উত্থাপিত হইবার ও সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত করার প্রস্তাব এবং কলিকাতা ও সহরতলী পুলিশ (সংশোধন) বিল। বঙ্গীয় দালাল বিল ও বঙ্গীয় পত্তনি তালুক নিয়ন্ত্রণ সংশোধন বিলের আলোচনা ও পরিষদে ঐগুলি গ্রহণ করার প্রস্তাব কার্য্যতালিকায় স্থান পাইয়াছে। বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষাবিল এবং বঙ্গীয় পল্লী শ্রমিক শিক্ষা সংশোধন বিল দুইটিও এই অধিবেশনেই উত্থাপিত করিয়া পাশ করার প্রস্তাব কার্য্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, বর্ত্তমান কার্য্য-তালিকা অনুযায়ী পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশন ৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত চলিবে বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতার ভুগর্ভস্থ ট্যাঙ্ক সংস্কারের ব্যবস্থা

১৯৪২ সালে কলিকাতা সহরের জল সরবরাহের জন্য সহরের কেন্দ্রস্থলে দুইটি পার্কের মধ্যে ভুগর্ভে যে দুইটি বৃহদাকার ট্যাঙ্ক নির্ম্মিত হইয়াছিল, ১০ বৎসর পর টালার ট্যাঙ্ক নির্ম্মিত হওয়ায় তাহা ৩০ বৎসর কাল অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। সম্প্রতি ঐ ট্যাঙ্ক দুইটি পরিষ্কার করিয়া পরিষ্কৃত জল সরবরাহের অতিরিক্ত ব্যবস্থা করার দিকে কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ট্যাঙ্ক দুইটিতে মোট ১ কোটী গ্যালন জল ধরে। পরিষ্কার করিবার খরচা অনুমান ৮৮ হাজার টাকা পড়িবে এবং জল সরবরাহের মেইন পাইপে জলের প্রবাহ সংযুক্ত করিবার কাজে ইলেকট্রিক পাম্প বসাইবার জন্য আরও ৪ লক্ষ টাকা মত প্রয়োজন হইবে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ
ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪২ | ৩৯শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী ১৯৪২-৪৩ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য বারের মত এবারও একটা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য কর্পোরেশনের মোট ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা আয় ধরা হইয়াছে। অপরদিকে ব্যয় ধরা হইয়াছে ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। ফলে আগামী বৎসরে কর্পোরেশনের ৩৫ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে। চলতি ১৯৪১-৪২ সালের শেষে কর্পোরেশনের নগদ তহবিলে ৩৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা থাকিবার কথা। ঐ টাকা হইতে আগামী বৎসরের অনুমিত ঘাটতি পূরণ করিয়া ১৯৪২-৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে কর্পোরেশনের নগদ তহবিলের পরিমাণ ৩৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার মহাশয় বরাদ্দ করিয়াছেন।

যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্ত্তী হওয়ার সঙ্গে কলিকাতা সহরের উপর অদূরভবিষ্যতে বিমানাক্রমণের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। সেকারণে ইতিমধ্যে বহুলোক সহরের বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও লোকের কলিকাতা ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় আগামী বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের বাড়ীভাড়া বাবদ আয় কতকটা হ্রাস পাওয়ারই আশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু কর্পোরেশনের চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসর ইহা সত্ত্বেও চলতি বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরে কর্পোরেশনের ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা বেশী আয় বরাদ্দ করিয়াছেন। এইভাবে বেশী আয় ধরিয়াও কর্পোরেশনের বাজেটে ৩৫ হাজার টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে, ইহা দুঃখের বিষয়। গত ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে প্রতি বৎসরই কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইতেছে। আর পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত তহবিল দ্বারা এইরূপ ঘাটতি পূরণ করা হইতেছে। ১৯৩০-৩১ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের হাতে ১ কোটি টাকার মত নগদ তহবিল ছিল। ক্রমাগত ঘাটতির ফলে ঐ নগদ তহবিল কমিয়া আগামী ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা মাত্র ৩৭ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইবে। ইহা কর্পোরেশনের ক্রমিক আর্থিক দুরবস্থারই পরিচায়ক। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপরোক্তরূপ দুরবস্থা কাটাইয়া উঠিবার জন্য কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ এখনও কোন সুসঙ্গত চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিতেছেন না। আয়ের তুলনায় ব্যয় ক্রমাগতভাবে বেশী হওয়ার দরুণই কর্পোরেশনের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখা দিয়াছে। সে হিসাবে অবান্তর ব্যয় সঙ্কোচ করিবার দিকে কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কর্পোরেশনের উচ্চ কর্ম্মচারীদের অত্যধিক বেতন ও ভাতা প্রভৃতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ সাধারণের একটা বিক্ষোভ লক্ষ্য করা যাইতেছে। কংগ্রেস ভারতে সর্ব্বোচ্চ মাহিয়ানার হার স্থির করিয়া দিয়াছেন পাঁচশত টাকা। কিন্তু মাহিয়ানা ও ভাতা লইয়া মাসিক কয়েক সহস্র টাকা করিয়া পাইতেছেন এরূপ অফিসরও কর্পোরেশনে রহিয়াছেন। প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কোচের জন্য এই শ্রেণীর অফিসরদের বেতন ও ভাতা কমাইবার দিকে কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ এখনও নিবদ্ধ হইতেছে না। অথচ খরচপত্র কিছু পরিমাণে হ্রাস না করিলে চলে না বলিয়া তাঁহারা নানাভাবে নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধায়ক কার্য্যধারা সঙ্কুচিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চলতি বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালে

প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ব্যয় বরাদ্দ ও হাসপাতাল প্রভৃতিতে সাহায্য পূর্ব্বের তুলনায় কতকটা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী বৎসরে উহা আরও কিছুদূর হ্রাস করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। চলতি বৎসরে শিক্ষা বাবদ প্রাথমিক ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল ৩ লক্ষ টাকা। আগামী বৎসরের বাজেটে তাহা মাত্র ২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। চলতি বৎসরে হাসপাতালসমূহের জন্য ১৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা (সংশোধিত বরাদ্দ) ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য ঐ বাবদ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা। নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধায়ক কর্ম্মধারার উপর কর্পোরেশনের সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। কাজেই ঐসব দিকে ব্যয় সঙ্কোচের বদলে উচ্চ কর্ম্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রভৃতি হ্রাস করিয়া কর্পোরেশনের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার চেষ্টাই বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা অধিকতর সঙ্গত মনে করি। কিন্তু দলাদলি ও স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সেবিষয়ে অবহিত হইবেন কি?

সমবায় আন্দোলনের সংস্কার

এদেশে সমবায় আন্দোলনের সংস্কার সাধনের জন্য গত ১৯১২ সালের সমবায় আইন সংশোধন করিবার কথা উঠিয়াছে এবং ভারত সরকার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে ঐ বিষয়ে একটি বিল উত্থাপনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন ইহা সুখের বিষয়। ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের একটি বিশেষ গলদ এই যে, মূলতঃ কেবল টাকা দাদন কার্য্যেই এ দেশের অধিকাংশ সমবায় সমিতির কার্য্যধারা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এদেশে কৃষকদের হাতে কৃষি-কার্য্য চালাইবার উপযোগী মূলধনের যেরূপ অভাব এবং এই অভাবের সুযোগ লইয়া দেশের মহাজনশ্রেণী অতীতে টাকা কর্জ্জ দিয়া যেরূপ চড়া সুদ আদায় করিয়াছেন তাহাতে সমবায় সমিতির মারফতে অল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলিয়া উহাই সমবায় আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। এদেশে জমির উৎপাদিকা শক্তি যেরূপ কম এবং নানা বিষয়ে অব্যবস্থা চলিতে থাকার দরুণ তাহাদের আয়ের সংস্থান যেরূপ সীমাবদ্ধ, তাহাতে অল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিলেও সমবায় আন্দোলন লোকের আর্থিক উন্নতির তেমন সহায়ক হইয়া উঠিবে না। কৃষকদের আয়ের সংস্থান কম বলিয়া সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহের প্রদত্ত ঋণও বহুল পরিমাণে আটক পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। কাজেই প্রয়োজন মত ঋণ প্রদানের সঙ্গে কৃষকের আয় বৃদ্ধিকর যাবতীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের দিকেও সমবায় সমিতিসমূহের প্রচেষ্টা নিয়োজিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জল সেচ ব্যবস্থা, উন্নত ফসলের বীজ সরবরাহ ও আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির যোগান এবং অপরদিকে উৎপন্ন ফসল লাভজনকভাবে বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি দ্বারা কৃষকের আয় উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়ান যাইতে পারে। জার্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া, বেলজিয়াম ও জাপান প্রভৃতি দেশে যে বহু-উদ্দেশ্য-মূলক সমবায় সমিতিসমূহ (Multi-purpose Societies) প্রতিষ্ঠিত আছে তাহারা কৃষকদিগকে ঋণ প্রদান করার সঙ্গে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নমূলক উপরোক্ত ধরণের যাবতীয় কার্য্যধারা অবলম্বন করিয়া থাকে। ভারতের অগণিত কৃষকদের কল্যাণ দেখিতে হইলে এদেশেও সেইরূপ বহু-উদ্দেশ্য-মূলক সমিতি গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা সঙ্গত। প্রকাশ, ঐরূপ সমিতি গঠন সম্পর্কে আইনগত সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্যই গবর্ণমেণ্ট সমবায় আইন সংশোধনে ব্রতী হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই সঙ্কল্প অচিরে কার্য্যে পরিণত করুন এবং এখন হইতে দেশে উপরোক্ত প্রণালীতে সমবায় আন্দোলনের প্রসার সাধনে যত্নবান হউন—ইহাই আমরা চাই।

বাঙ্গলায় জনশিক্ষা

বাঙ্গলা সরকারের শিক্ষাবিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর জনশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বাঙ্গলা সরকার অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরের জনশিক্ষা সম্পর্কিত বিবরণীতে বিবিধ উন্নতি সাধনের উল্লেখ করিয়া তাঁহারা শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। যে-দেশের শতকরা প্রায় ৯০ জন লোক নিরক্ষর, সে-দেশের গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অর্থ ও কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী সদিচ্ছার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই দিক হইতে বিচার করিলে ১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্ট খুব নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলিয়াই মনে হয়।

আলোচ্য বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিল ৫৪৪৬০টি এবং ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মোট ২৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩৯০ জন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিল ৫৫৮৩৮টি এবং ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায়াছিল ২৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৩০ জন। এই তুলনামূলক হিসাব হইতে দেখা যায় যে,আলোচ্য বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা দুই-ই হ্রাস পাইয়াছে। এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অবনতি অন্যান্য শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু কিছু উন্নতির দ্বারা ঢাকা পড়ে কি?

প্রাক্তন মন্ত্রিসভা প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কি করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই অক্ষমতা চাপা দিবার জন্যই যেন তাঁহারা মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের ধূয়া তুলিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখা যাউক, এই মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কেই বা আলোচ্য বৎসরে সরকার কি করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ১৯৩৮-৩৯ সালে বালকদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেক্ষেত্রে ছিল ৩ হাজার ১৮১টি, আলোচ্য বৎসরে সেক্ষেত্রে সংখ্যা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়া ৩ হাজার ৩২১টিতে দাঁড়াইয়াছে। এতন্মধ্যে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা পূর্ব্বে ছিল ১ হাজার ২৩৬টি, এখন হইয়াছে ১ হাজার ২৭৮টি। এই নিরক্ষরতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেশে এই সামান্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে গর্ব্বিত হইবার কোন কারণ নাই।

আলোচ্য রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শিক্ষকদিগকে শিক্ষাদান, সংশোধিত পাঠ্যতালিকা প্রবর্ত্তন, নূতন কলেজ স্থাপন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টার কেহ নিন্দাবাদ করিবে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সব উন্নতিবিধায়ক কার্য্যেও মন্ত্রিসভার সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান-দিগকে ছাত্রবৃত্তি ও মাসিক সাহায্য দানের জন্য যে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা সমর্থন করা যায় না। আশা করা যায়, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা শিক্ষা বিষয়ে উদার ও পক্ষপাতবিহীন কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিবেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থার উন্নতি

জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার পর এদেশে জনসাধারণের মনে একটা বিশেষ আতঙ্কের ভাব সৃষ্ট হয় এবং ব্যাঙ্কের আমানত-কারীদের মধ্যে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লওয়ার একটা ঝোঁক দেখা যায়। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমরা তখন কয়েকটি প্রবন্ধে ব্যাঙ্ক সম্পর্কে জনসাধারণের অহেতুক আতঙ্ক দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। জানুয়ারী মাসের শেষভাগে সে দিক দিয়া অবস্থার কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং আমানতী জমা, নগদ তহবিল ও দাদন প্রভৃতি সম্পর্কে দেশের ব্যাঙ্কসমূহের পুনরায় কিছু অগ্রগতি দেখা গিয়াছে—ইহা সুখের বিষয়। জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহে চলতি আমানতে ও স্থায়ী আমানতে যথা-ক্রমে জনসাধারণের ২১৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ও ১০৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা মজুত ছিল। উহার পর হইতে জনসাধারণ নানারূপ আতঙ্ক হেতু ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতে আরম্ভ করায় ঐ আমানতী জমা ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে গত ২৬শে ডিসেম্বর তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহে চলতি আমানতে মজুতের পরিমাণ ২১২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ও স্থায়ী আমানতে মজুতের পরিমাণ ১০৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। তৎপর অবস্থার একটা ক্রমিক উন্নতি দেখা যায়। সম্প্রতি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা গিয়াছে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কসমূহে চলতি আমানতে ২১৮ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ও স্থায়ী আমানতে ১০৫ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা মজুত ছিল।

এই অবস্থা দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ব্যাঙ্কসমূহে লোকের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ বর্ত্তমানে হ্রাস পাইতে থাকিলেও চলতি আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া অনেকটা পূর্ব্বেকার স্তরেই উপনীত হইয়াছে। আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কসমূহের হাতে বর্ত্তমানে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়িয়াছে। অপর দিকে উহারা পূর্ব্বের তুলনায় বিভিন্ন দিকে বেশী অর্থ দাদন করিবারও সুবিধা পাইতেছে। গত ৫ই ডিসেম্বর ব্যাঙ্কসমূহের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। আলোচ্য ৩০শে জানুয়ারী তারিখে তাহার পরিমাণ ৯ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে বিভিন্ন দিকে ব্যাঙ্কসমূহের মোট দাদনের পরিমাণ ছিল ১০৭ কোটি টাকা। গত ৩০শে জানুয়ারী তাহা ১১৬ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই প্রকার বিবরণ হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার ফলে প্রথমে ব্যাঙ্কসমূহের সমক্ষে যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল বর্ত্তমানে উহারা তাহা অনেকটা কাটিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে।

যুদ্ধ ও ভারতের বীমা ব্যবসায়

ভারতবর্ষে বিমান আক্রমণ সুরু হইলে এদেশে কিছু পরিমাণ লোকের প্রাণহানি ঘটিবার আশঙ্কা আছে। সেরূপ অবস্থায় নিহত বীমাকারীদের দাবী দাওয়া পরিশোধ সম্পর্কে ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ কিরূপ কার্য্যনীতি অনুসরণ করিবেন তৎসম্পর্কে বর্ত্তমানে দেশে নানারূপ জল্পনা কল্পনা সুরু হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান লাইফ্ অফিসেস এসোসিয়েশনের সভাপতি বাইরামজী হরমুসজী সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়া ঐবিষয়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের মনোভাব অনেকটা খোলাখুলিভাবে বিবৃত করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন ভারতে বিমান আক্রমণের ফলে যেসব বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিবে ভারতীয় কোম্পানীসমূহ তাহা পূরণ করিতে কোনরূপ ত্রুটি করিবেন না। মিঃ বাইরামজীর এই উক্তিতে দেশের বীমাকারীমাত্রই কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসার সঙ্গে অন্য নানাদিক দিয়াও বর্ত্তমানে দেশের বীমাকারীদের মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন সব সংশয় জাগিয়াছে, যাহা দূর করা বিষয়ে বীমা কোম্পানীসমূহের মনোযোগ অচিরে নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে যেভাবে এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে তাহাতে উহাদের শাখা আফিসসমূহ ও চীফ্ এজেন্সীসমূহের পক্ষে নিজেদের বিবেচনামত বীমাকারীদের ন্যায্য দাবী পরিশোধ করিবার কোন সুবিধা নাই। বীমাকারীদের প্রয়োজনে পলিসির জামিনে উহাদিগকে সময়োচিত ঋণ প্রদানেও তাঁহারা সক্ষম নহেন। বর্ত্তমানে ঐসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব একান্তভাবে কোম্পানীসমূহের হেড আফিসের উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। শান্তির সময়ে এইরূপ ব্যবস্থায় তেমন অসুবিধা ও ক্ষতির কারণ হয় না বটে। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে এইরূপ ব্যবস্থা যথারীতি বজায় রাখিতে গেলে বীমাকারীদের সম্পর্কে নানারূপ দায়িত্ব পালনে অযথা বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যুদ্ধের গতি একান্তভাবে বিরূপ হইয়া যদি এদেশের কোন এলাকা শত্রুকবলিত হয় তবে সেই অঞ্চলের বীমাকারীদের দাবী দাওয়া পূরণ সম্পর্কে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। অনেক বীমা কোম্পানীর শাখা অফিস ও চীফ্ এজেন্সী অফিস প্রভৃতি শত্রুকবলিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া হেড অফিসসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। বীমাকারীদের দাবী দাওয়া পূরণের জন্য তখন হেড অফিস হইতে নির্দ্দেশ ও অর্থ পাইবার কোন সুবিধাই হয়ত থাকিবে না। সে অবস্থায় শাখা অফিস ও চীফ্ এজেন্সী অফিসসমূহ কিভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং বীমাকারীদের দাবীদাওয়াই বা কিভাবে পরিপূরিত হইবে তাহা একটা সমস্যার বিষয়। যদিও যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় এদেশের কোন এলাকা শত্রুকবলিত হওয়ার আশঙ্কা আমরা এখনও বাস্তবিকই করি না। তথাপি পূর্ব্ব হইতে ঐরূপ সমস্যার কথা চিন্তা করা ও তাহা সমাধানের উপায় স্থির করিয়া রাখা ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের কর্ত্তব্য বলিয়াই আমরা মনে করি। বীমা বিষয়ক সুপরিচালিত সাপ্তাহিকপত্র 'ফিল্ডম্যান' তাঁহাদের গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যায় দেশের বীমা কোম্পানীসমূহকে এবিষয়ে একটা সময়োচিত নির্দ্দেশ দিয়াছেন। 'ফিল্ডম্যান' পত্র বলিতেছেন, ভবিষ্যতে এদেশের কোন এলাকা শত্রুকবলিত হইলে সে সব অঞ্চলের বীমাকারিগণ যাহাতে তাহাদের ন্যায্য দাবী আদায় ও প্রয়োজন মত ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে অসুবিধায় না পড়ে তজ্জন্য বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে এখন হইতে শাখা অফিস ও চীফ্ এজেন্সী অফিসসমূহের উপর উপযুক্তরূপ ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া রাখার ব্যবস্থা সঙ্গত। আর দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে সেবিষয়ে একটি পরিকল্পনা অচিরে স্থির করা আবশ্যক। 'ফিল্ডম্যান পত্রে'র ঐ নির্দ্দেশ বর্ত্তমান সময়ে দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি।

রাজবন্দীদের জন্য ভাতা ও পারিশ্রমিক

এদেশের অনেক শিক্ষিত যুবক ও কর্ম্মী পূর্ব্বে বিনা বিচারে বন্দী-জীবন যাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে নূতন করিয়া অনেককে সেভাবে আটক রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই শ্রেণীর বন্দীরা কোন দিক দিয়াই সাধারণ অপরাধী পর্য্যায়ভুক্ত নহেন বলিয়া কারাপ্রাচীরের ভিতরে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার উদার ও ভদ্রোচিত ব্যবহার দাবী করিতে পারেন। উহাদের শিক্ষাদীক্ষা, ত্যাগ ও সমুন্নত জীবনাদর্শের কথা ভাবিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যথাসম্ভব সে দাবী পূরণ করাও সঙ্গত। এই অবস্থায় বাঙ্গলার নবগঠিত মন্ত্রিসভা রাজবন্দীদের সুখ সুবিধা বিধানের জন্য বর্ত্তমানে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতের সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর তাহার ভারার্পণ করিয়াছেন জানিয়া আমরা খুব সুখী হইলাম। উক্ত পরিকল্পনায় রাজবন্দীদের সম্পর্কে কি সব বিধান প্রবর্ত্তনের নির্দ্দেশ থাকিবে তাহার এখনই বলা কঠিন। তবে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট রাজবন্দীদিগকে কারাপ্রাচীরের ভিতরে সাধারণ কয়েদীদিগকে শিক্ষা প্রদানের কাজে নিযুক্ত করিবেন। তাহাছাড়া রাজবন্দীদের আগ্রহ ও অভিরুচি অনুযায়ী তাঁহাদিগকে কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধানেও নিয়োগ করা হইবে। এই সব কাজের জন্য রাজবন্দীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটা পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী হইবেন। সেই পারিশ্রমিক রীতিমতভাবে রাজবন্দীদের নামে জমা করা হইবে। এইরূপ বিধিব্যবস্থা সহ একটি পরিকল্পনা অচিরে কার্য্যে পরিণত হওয়া খুবই সমীচীন বলিয়াই আমরা মনে করি। কারাপ্রাচীরের ভিতরে রাজবন্দীদিগকে অনেক সময়েই নিষ্ক্রিয়ভাবে বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করিতে হয়। তাঁহারা কোনদিক দিয়া তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা ও কর্ম্মশক্তি কাজে লাগাইবার সুবিধা পান না। উপরোক্ত ব্যবস্থায় সেদিক দিয়া একটা সদুপায় হইবে ইহা সুখের বিষয়। কয়েদীদিগকে শিক্ষা প্রদানে ও কৃষিকার্য্য পরিচালনায় রাজবন্দীরা তাঁহাদের বন্দিজীবনের অবসর নিয়োগ করিলে তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি কথঞ্চিৎভাবে সার্থক হইবে। তাহা ছাড়া এইভাবে উহাদের পক্ষে অর্থোপার্জ্জনেরও একটা সুযোগ আসিবে। উপযুক্ত ভাতার অভাবে অনেক রাজবন্দীকে ব্যক্তিগতভাবে নানারূপ কষ্ট পাইতে হয়। উপযুক্ত ভাতার অভাবে উহাদের পরিবার পরিজন প্রভৃতিও অনেক দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া থাকেন। রাজবন্দীরা তাঁহাদের বন্দিদশায় যদি কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা পান, তবে এই শ্রেণীর অভাব অন্ততঃ কতকটা পরিপূরিত হইতে পারে।

ট্যাক্স বৃদ্ধির আশঙ্কা

আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের আগামী ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট পেশ করা হইবে। বাজেটের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে নূতন ট্যাক্স বসিবার আশঙ্কায় দেশের লোক ততই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সরকারী আয়-ব্যয়ের গতি বিশ্লেষণ করিয়া আগামী বাজেটের ফলে বাস্তবিকপক্ষে ট্যাক্স বৃদ্ধির কতদূর সম্ভাবনা রহিয়াছে তৎবিষয়ে আমরা আলোচনা করিব।

চলতি ১৯২১-৪২ সালে নানাদিক দিয়া ভারত সরকারের আয়-পূর্ব্বের তুলনায় অনেকটা বাড়িয়াছে। গত ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের মোট আয় হইয়াছিল ৩৬ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। চলতি ১৯৪১-৪২ সালের উপরোক্ত ৯ মাসে শুল্কের দফায় আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৪১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। তাহাছাড়া এবার আয়কর বিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতির দফায়ও ভারত সরকারের আয় বাড়িয়াছে। ফলে গত ১৯৪০-৪১ সালে প্রথম ৯ মাসের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে প্রথম ৯ মাসে ভারত সরকারের রাজস্ব বাবদ আয় (রেলওয়ে হইতে প্রাপ্তব্য অর্থ বাদে) মোটমাট ২০ কোটি টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আয় যেরূপ বাড়িয়াছে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের পরিমাণ সেতুলনায় অনেক বেশী মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্ত্তী হওয়ার সঙ্গে ভারত সরকারকে দেশরক্ষার জন্য ক্রমেই বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। চলতি বৎসরের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে এই দফায় গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ৯ মাসের তুলনায় ২৫ কোটি টাকা অধিক ব্যয় করিয়াছেন। তাহাছাড়া যুদ্ধের জন্য অন্য নানাদিক দিয়াও গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের পরিমাণ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের এক বিবৃতিতে প্রকাশ এইরূপ অবস্থার ফলে চলতি ১৯২১-৪২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে সাধারণ আয়ব্যয়ের হিসাবে ভারত সরকারের মোট ৪১ কোটি টাকা ব্যয়াধিক্য হইয়াছে। চলতি ১৯৪১-৪২ সালের বাকি তিন মাসে এইভাবে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হইতে থাকিলে চলতি বৎসরের শেষে সাধারণ রাজস্ব খাতে ভরত সরকারের ৫৫ কোটি টাকার মত ঘাটতি পড়িবে। চলতি বৎসরে রেল বিভাগে ২০ কোটি টাকার মত উদ্বৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এই উদ্বৃত্ত সমস্তটাই ভারত সরকার পাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। উহা পাইলে উপরোক্ত ঘাটতি ২০ কোটি টাকা পরিমাণ পরিপূরিত হইবে। বাকী ৩০ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণের জন্য ভারত সরকারকে মুখ্যতঃ সমর ঋণের উপরই নির্ভর করিতে হইবে।

এই ভাবে চলতি ১৯৪১-৪২ সালে ভারত সরকার আর কোন নূতন ট্যাক্স না বসাইয়াও হয়ত তাহাদের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কিন্তু আগামী ১৯৪১-৪২ সালে অবস্থার গতি কি দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া আমরা খুবই শঙ্কিত হইতেছি। জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পর হইতে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য বিশেষভাবে খর্ব্ব হইয়া পড়ার নমুনা দেখা যাইতেছে। আমদানী ও রপ্তানী শুল্কের দফায় ভারত সরকারের আয় ইতিমধ্যেই হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত যুদ্ধ প্রসারিত হইয়া আগামী বৎসরে এইরূপ শুল্ক বাবদ আয় আরও বেশী পরিমাণে হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা আছে। অপরদিকে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর হইতে ভারতের সমর ব্যয় খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে জাপান ভারতের দ্বারদেশে উপনীত হইলে এই ব্যয়ের আর কোন সীমা পরিসীমা থাকিবে না। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত সরকার তাঁহাদের সামরিক বিভাগ বাবদ দৈনিক ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। সম্প্রতি ঐরূপ ব্যয়ের পরিমাণ দৈনিক ৩০ লক্ষ টাকার মত দাঁড়াইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। 'ইণ্ডিয়ার ফিনান্স' পত্রের নূতন দিল্লীস্থ সংবাদদাতা খবর দিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে দৈনিক সমর ব্যয়ের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ান বিচিত্র নহে। সামরিক বিভাগের এই ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয় মিটাইবার জন্য ভারত সরকারের অর্থসচিব আগামী বাজেটে কি পন্থা নির্দ্দেশ করিবেন এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য।

যুদ্ধের মত একটি বিপর্য্যয়কারী অবস্থায় যখন সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ অত্যধিক হারে বাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করে তখন ঋণ গ্রহণ দ্বারা তাহা মিটাইবার চেষ্টাই সঙ্গত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিপুল সমর ব্যয়ের দুই তৃতীয়াংশ এইভাবেই মিটাইতেছেন। কিন্তু ভারত সরকার এই শ্রেণীর কার্য্যনীতি সম্পর্কে এখনও তেমন জোর দিতেছেন না। তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশবাসীর উপর নানারূপ ট্যাক্স বসাইয়া তাহা দ্বারাই এতদিন সমর ব্যয়ের বেশী পরিমাণ অংশ মিটাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। ঋণ গ্রহণ করিয়া এপর্য্যন্ত এই ব্যয়ের অতি সামান্য অংশই শুধু মিটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমর ব্যয়ের চাপ অতিরিক্ত হারে বাড়িয়া চলায় ভবিষ্যতে তাহারা বেশী পরিমাণ ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে কতকটা সচেতন হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

তবে একথা সত্য যে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্বাধীন দেশে অধিক পরিমাণ সমর ঋণ তুলিয়া যেভাবে দেশরক্ষা ব্যয় মিটান সম্ভবপর এদেশের অবস্থায় তাহা ততটুক পরিমাণে সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষের লোক দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত সেই দাবী পূরণে অগ্রসর হন নাই। জার্ম্মানী ও জাপান প্রভৃতি দেশ সম্পর্কে এদেশবাসীর কোন সহানুভূতি নাই। ঐসব দেশের সাম্রাজ্য-বাদী অভিযানকে বিচূর্ণ করা এদেশবাসীরও কাম্য। সেজন্য আন্তরিক ভাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতেও তাহারা প্রস্তুত আছে। কিন্তু সে সহযোগিতার পূর্ব্বে নিজ দেশের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে তাহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটা প্রতিশ্রুতি চাহে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সে প্রতিশ্রুতি দিতে নারাজ। ফলে দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় এদেশবাসীর পরিপূর্ণ সহযোগিতা এখনও পাওয়া যাইতেছে না। আর সে কারণে এদেশে অল্প সময়ের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণ সমর ঋণ তোলাও কতকটা কঠিন বলিয়াই মনে হইতেছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবার সঙ্গে জন-সধারণের মধ্যে নানারূপ আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ায় সেকারণেও বেশী পরি-মাণ সমর ঋণ পাওয়ার সুবিধা স্বভাবতঃই কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। ইতিমধ্যে বাজারে কোম্পানীর কাগজ ও সামরিক ঋণপত্রের দাম কতকটা পড়িয়া গিয়াছে। নানা আশঙ্কায় এইসব ক্রয় করা বিষয়ে লোকের দিক হইতে তেমন আগ্রহেরও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এই সমস্ত দেখিয়া ভবিষ্যতে তেমন বেশী পরিমাণ সমর ঋণ তুলিবার সুযোগ সীমাবদ্ধ বলিয়াই বুঝা যাইতেছে।

এই অবস্থায় দেশের লোক যত বিক্ষোভই প্রকাশ করুক না কেন আগামী বাজেটের সমর ব্যয় বৃদ্ধিজনিত ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থ-সচিবের পক্ষে নূতন করিয়া ট্যাক্স বাড়ান ছাড়া গত্যন্তর আছে বলিয়া মনে হয় না। কোন্ কোন্ দিক দিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' পত্র খবর দিতেছেন বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য আগামী বৎসরে আয়কর, সুপারট্যাক্স ও অতিরিক্ত মুনাফা কর আরও বৃদ্ধি করা হইবে। ইস্পাত শিল্প ও শর্করাশিল্পের উপর উৎপাদন শুল্ক বাড়ান হইবে এবং বস্ত্র-ও সিমেণ্ট শিল্পের উপর নূতন করিয়া কর ধার্য্য করা হইবে। তাহা ছাড়া লবণের উপরও ট্যাক্স বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যে ভারত সরকার ৯ দফায় ২৭ কোটি টাকার নূতন ট্যাক্স বসাইয়াছেন। আগামী বৎসরে নূতন করিয়া ঐসব ট্যাক্স বসান হইলে তাহার গুরু-ভার দেশের লোক কিভাবে বহন করিবে তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয়।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সমস্যা

যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এদেশে নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক চড়িয়া গিয়া জনসাধারণের খুবই দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য সকলেই দীর্ঘকাল যাবৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন জানাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা সেবিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন না। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সমস্যা মূলতঃ একটি সর্ব্বভারতীয় সমস্যা বলিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের পক্ষে পৃথক পৃথক ভাবে উহার কোন সুসঙ্গত সমাধান সম্ভবপর নহে। সে কারণে কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া সমস্ত প্রদেশের জন্য পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটি সুসংহত কার্য্যনীতি প্রণয়নে সচেষ্ট হইবেন—দেশের লোক ইহাই প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার গত আড়াই বৎসর যাবৎ দেশের লোককে সময়ে সময়ে মৌখিক সহানুভূতি জানানো ছাড়া কার্য্যতঃ ঐবিষয়ে বিশেষ কিছুই করিতেছেন না। অবশ্য তাঁহারা মামুলী ধরণের কমিটি ও কনফারেন্স বসাইতে কোন ক্রটি করেন নাই। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে তিনটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে চতুর্থ সম্মেলনেরও অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। এইসব সম্মেলনের কার্য্য দ্বারা পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কোন সহায়তা হয় নাই। বরং নানাভাবে আসল সমস্যাকে চাপা দিয়া এই সব সম্মেলন পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়া সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্যই করিতেছে—ইহা দুঃখের বিষয়।

গত অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের উদ্যোগে দিল্লীতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিবেন দূরের কথা, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু এদেশে যে কোন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহাই তাঁহারা অস্বীকার করেন। সুবিধা বুঝিয়া গবর্ণমেণ্টও তখন ঐ সিদ্ধান্ত মানিয়া লন। সম্প্রতি পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত চতুর্থ সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার এখন আবার সম্পূর্ণ উল্টা সুর গাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু শুধু যে দেশে একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার সমস্যাও বর্ত্তমানে নানাকারণে খুব কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে চাহিদার তুলনায় বিভিন্ন পণ্যের যোগান হ্রাস পাইয়া উহাদের দাম চড়িয়া যাইতে থাকে। আড়তদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দিক হইতে যুদ্ধের সুযোগে বেশী মুনাফা করিয়া লওয়ার ঝোঁক দেখা যাওয়ায় সেই চড়তি আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু স্যার রামস্বামী দেখাইয়াছেন যে, ঐ ধরণের কারণ ছাড়া বর্ত্তমানে দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির আরও কতকগুলি নূতন কারণ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ দেশে মাল চলাচলের উপযোগী যানবাহনের অভাব ঘটিয়া দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পণ্যের যোগান হ্রাস তথা উহাদের মূল্য বৃদ্ধির নূতন কারণ দেখা দিয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে পেট্রোল সংরক্ষণ করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্টকে বর্ত্তমানে পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইয়াছে। ফলে মোটরযানে বে-সামরিক মালপত্রের চলাচল হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে রেলওয়ের উপর সৈন্য চলাচল ও সমর সরঞ্জাম বহনের চাপ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, রেল কর্তৃপক্ষকে সাধারণ যাত্রী ও মাল চলাচলের কাজ বর্ত্তমানে অনেক পরিমাণে বন্ধ করিয়া দিতে হইতেছে। যুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যানবাহনের এই অভাব কমিবার আশা নাই। বরং তাহা বাড়িবার আশঙ্কাই রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশের লোকের হাতে নানাভাবে নূতন অর্থের আমদানী হইয়া সেকারণেও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নানা বিভাগে বহুসংখ্যক নূতন লোক নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের বেসরকারী কলকারখানাসমূহে উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ার ফলে এদিক দিয়াও বহু নূতন লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। অনেক স্থানে চাকুরীয়াদের জন্য মাগ্‌গি ভাতারও বন্দোবস্ত হইয়াছে। এইভাবে বেতন ও মজুরী বাবদ পূর্ব্বের তুলনায় দেশের লোকের বেশী অর্থাগম হইতেছে। অপরদিকে গবর্ণমেণ্ট সামরিক প্রয়োজনে ক্রমেই অধিক মালপত্র ক্রয় করিতে আরম্ভ করায় সেদিক দিয়াও দেশের লোকের হাতে প্রভূত টাকা আমদানী হইতেছে। দেশে চলতি মুদ্রার প্রচলন যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এইরূপ অতিরিক্ত অর্থাগমের সুযোগ দিতে হইতেছে। এইভাবে লোকের হাতে নূতন অর্থ সঞ্চারিত হওয়ার ফলে তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই দেশে জিনিষপত্রের দাম চড়িবার যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়াছে। তৃতীয়তঃ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের বিশেষ বিশেষ কার্য্যনীতির ফলেও দেশে কোন কোন পণ্যের মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে। সম্প্রতি পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রদেশে গমের যোগান উপযুক্ত স্তরে বজায় রাখিবার জন্য পাঞ্জাব হইতে অন্যান্য প্রদেশে গমের রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন। অপর কয়েকটি প্রদেশে এবং দেশীয়রাজ্যে অনুরূপ কার্য্যনীতি অনুসৃত হওয়ার নমুনাও দেখা গিয়াছে। এইরূপ কার্য্যনীতির ফলে কোন কোন অঞ্চলে পণ্যের যোগান হ্রাস তথা দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারতের কয়েকটি প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যৎ প্রয়োজন বুঝিয়া বর্ত্তমানে কোন কোন শ্রেণীর পণ্য মজুত করিতে আরম্ভ করায়, তাহাতেও এই সমস্তের মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে।

বাণিজ্য সচিব পণ্যমূল্য বৃদ্ধির এইসব কারণ বিশ্লেষণ করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্তের সময়োচিত প্রতিকার করিয়া দেশে পণ্যমূল্য উপযুক্ত স্তরে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার কোন সদুপায় তিনি দেখাইতে পারেন নাই। যানবাহন সমস্যার কথা তুলিয়াও তিনি বিজ্ঞতা সহকারে তাহা চাপিয়া গিয়াছেন। পণ্যমূল্যের উপর অতিরিক্ত অর্থাগমের বিরূপ প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার কি উপায় হইতে পারে তাহাও তিনি প্রদর্শন করেন নাই। এইসব বিষয় আলোচনা করিতে গেলে ভারত সরকারের দিক হইতে নানারূপ কার্য্যনীতি অবলম্বনের প্রশ্ন উঠিয়া পড়ে বলিয়া তিনি সে সব সম্পর্কে শেষ পর্য্যন্ত নীরবই থাকিয়া গিয়াছেন। তবে নিতান্ত সহজপন্থা হিসাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে তাঁহাদিগের বর্ত্তমান কার্য্যধারার জন্য দোষারোপ করিতে তিনি ছাড়েন নাই। তিনি বলিয়াছেন, কোন কোন প্রাদেশিক

(১১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বস্ত্র সমস্যা ও তাহার প্রতীকার

[অধ্যাপক শ্রীবরদা দত্ত রায়, এম-এ]

গত ১৯৩৯ সালে যখন বর্ত্তমান যুদ্ধের সর্ব্বনাশা সূচনা হয়, তখন কেহ ভাবে নাই যে, এই যুদ্ধ হনুমানের ল্যাজের আগুনের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। কিন্তু ১৯৪১ সাল যাইতে না যাইতেই ইউরোপের যুদ্ধ অদূর প্রাচ্য পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া বিশ্বব্যাপী বিরাট দাবদাহের সৃষ্টি করিয়াছে। অদূর প্রাচ্যের রণ-ঝঞ্ঝা ভারতের শান্তি ও সুষুপ্তির অচলায়তনে আসিয়া সাড়া দিয়াছে। ফলে, ভারতে আজ নানা প্রকারের অভাব ও সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের দরুণ সর্ব্বদাই কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বদেশের মধ্যে ভারত একাদশ হইলেও অন্যান্য দেশের সমস্যা ও ভারতের সমস্যা একরূপ নহে। রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থ-নীতিতে ভারত যেমন অন্যান্য দেশসমূহ হইতে স্বতন্ত্র, তেমনি ইহার অভাব-অভিযোগও সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। যুদ্ধের দরুণ জগতের অনেক দেশে শিল্প-ব্যবসায়ের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। অবাধ যাতায়াত এবং অক্ষুণ্ণ আদান প্রদানও হয়ত কতকটা ব্যাহত হইয়াছে, কিন্তু ভারত ছাড়া এমনভাবে অন্ন-বস্ত্রের অভাব আর কোন দেশেই দেখা দেয় নাই। বাংলাদেশে মাঝখানে এমন অন্নাভাব গিয়াছে যে, মোটা চাউল যাহা অন্যান্য বৎসর গড়পড়তা ৪৲ মণ দরে বিকাইত, তাহা ৮৲ মণ দরে বিক্রয় হইয়াছে। সম্প্রতি আমন ধান উঠিয়াছে, রেঙ্গুন হইতেও কিছু চাউল আমদানী হইয়াছে, তাই রক্ষা।

বস্ত্রের দিক দিয়াও দেশের সমস্যা খুবই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা কমবেশী ৪০ কোটী। জনপ্রতি সম্বৎসরে ১৫ গজ কাপড় ব্যবহার করিলেও ন্যূনপক্ষে ভারতের শুধু নগ্নতা নিবারণের জন্য ৬০০ (ছয়শত) কোটী গজ কাপড়ের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের মিল ও তাঁত মিলিয়া গড়পড়তা ৫২৫।৫৩০ কোটী গজের বেশী কাপড় যোগান দিতে পারে না। কাজেই প্রতিবৎসর ভারতকে বিদেশ হইতে ৬০।৭০ কোটী গজ কাপড় আমদানী করিতে হয়, অন্যথা ভারতের বস্ত্রাভাব মিটে না। এই বস্ত্রাভাব এতকাল মিটাইয়া আসিয়াছে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড ও জাপান। অবশ্য অন্যান্য দেশও যে তাহাতে ভাগ বসায় নাই তাহা নহে, তবে ভারতে বিদেশী বস্ত্রের যোগান বিষয়ে ইংলণ্ড ও জাপানই এতকাল সিংহের ভাগ বসাইয়া আসিয়াছে। ইংলণ্ড ও জাপান যুদ্ধে নামিবার ফলে ভারতের চাহিদা মিটাইবার জন্য বাহিরের এইসব যোগান যেমন বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি যুদ্ধের জন্য ভারতের সীমান্তবর্ত্তী আরব, পারস্য, আফ্‌গানিস্থান, ইরাক্ প্রভৃতি দেশেও বস্ত্রের যোগান বন্ধ হইয়াছে। কারণ, এইসব দেশের নিজস্ব কোন সমুদ্র নাই এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যও নাই। তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সাধারণত সমুদ্রপথে ভারতে আসিত, তারপর সীমান্ত পথে গন্তব্যস্থানে পৌছিত এবং এখনও এই ভাবেই পৌছিয়া থাকে। কাজেই যুদ্ধের জন্য ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তবর্ত্তী দেশসমূহের বাণিজ্যও ব্যাহত হইয়াছে। ফলে তাহারা আজ বৈদেশিক বস্ত্রের অভাব ভারতীয় বস্ত্র দ্বারাই মিটাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারত সরকার নিজেও সামরিক প্রয়োজনে ভারতবর্ষ হইতে বর্ত্তমানে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র ক্রয় করিতেছেন।

ভারতের নিজের চাহিদা, সীমান্ত দেশসমূহের চাহিদা এবং সামরিক দাহিদা প্রভৃতি মিলিয়া যে বস্ত্রের এক বিরাট চাহিদা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পূরণ করা একা ভারতের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ, এদেশে বর্ত্তমান সময়ের গণনায় ৩৯০টী মিল থাকিলেও সকল কাপড়ের কলে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি নাই এবং সবগুলি কলই চালু নহে। দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্ত কলের তাঁত ও টাকুর সংখ্যা অতিরিক্ত কাপড়ের চাহিদা মিটাইবার পক্ষেও যথেষ্ট নহে। কোন কোন স্থলে কল-কব্জা বিগ্‌ড়াইয়া গেলে তাহার সংস্কার সাধন করাও সম্ভবপর নহে। কাঁচামালও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া দুষ্কর। সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ হইবার মত হওয়াতে বস্ত্রশিল্প প্রসারের পক্ষে এমন অসংখ্য বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা ভারতের পক্ষে কোন ক্রমেই মিটান সম্ভবপর নহে। এ হেন পরিস্থিতিতে কাপড়ের যোগান কম হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে, বরং না হওয়াই অসম্ভব। ফলে, কাপড়ের দাম চড়াও স্বাভাবিক।

আজও ভারতের অনেক লোকই মোটা কাপড় পড়িতে নারাজ। মিহি অথবা স্বচ্ছ কাপড়ের দিকে কি নারী কি পুরুষ, সকলেরই বিশেষ ঝোঁক রহিয়াছে। মিহি কাপড় বুনিতে ৪০ নং এর ঊর্দ্ধে সূতার প্রয়োজন। ভারতীয় তূলায় আবার ৪০ নং এর ঊর্দ্ধ নম্বরের সূতা প্রস্তুত হয় না। ৪০ নং এর ঊর্দ্ধ নম্বরের সূতা প্রস্তুত করিতে হইলেই বিদেশী তূলার প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় একদেশ হইতে অন্যদেশে মাল চলাচলের বিশেষ সুবিধা নাই। কাজেই ভারতে মিহি বস্ত্র বয়নের জন্য বর্ত্তমানে মার্কিন কিংবা মিশরীয় লম্বা আঁশযুক্ত তূলা উপযুক্ত পরিমাণে ভারতে আমদানী করা খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইত গেল একদিকের কথা। অন্যদিকে বোম্বাইএর অনেক কাপড়ের কল আছে যাহারা ৪০ নং এর চাইতে মিহি সূতা ভিন্ন কোন কাজ করিতে পারে না। কাজেই সূতার অভাবে তাহারা একরূপ অচল। ফলে, কাপড়ের চাহিদা অনুযায়ী যোগান কম বলিয়া উহার দাম চড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাতে স্বভাবতঃই জনসাধারণের মধ্যে অভাব ও বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

এহেন অবস্থায় ভারতের নিজস্ব তাঁতকে যে সাহায্যে আনা যায় না তাহা নহে। আধুনিক উন্নত ধরণের কলকব্জার দিনে, বিজলী ও বেতারের যুগে, ভারতীয় সনাতন ঠক্‌ঠকী তাঁত নিতান্ত সেকেলে হইলেও ভারতের বস্ত্র শিল্পে তাঁতের দান নিতান্ত অল্প নহে। ভারতীয় বস্ত্রের সমগ্র যোগানের এক তৃতীয়াংশই গরীব তাঁতিদেরই দান। যুদ্ধের বাজারে সূতা পাওয়া একরূপ দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া তাঁত শিল্পের উপরও যথেষ্ট বাধা-বিঘ্ন আসিয়া দেখা দিয়াছে। বিদেশী সূতা ও বিদেশী রং ইদানীং আর পাওয়া যায় না, ফলে তাঁতিদিগকে নিজেদের ব্যবসা চালু রাখিবার জন্য দেশী মিলের সূতার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। দেশী মিলের সূতা মিলের চাহিদা মিটাইয়া সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। এই অবশিষ্ট সূতার দাম এত অধিক এবং উহার চালানী খরচ এত বেশী যে, ঐসব খরচা দিয়া সূতা খরিদ করিলে তাঁতীদের লাভ হওয়া দূরে থাকুক, কাপড় বিক্রী করাই একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এই সব অসুবিধা দূরীকরণার্থ মনোনিবেশ করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, সরকারের

সুসঙ্কল্পিত চেষ্টায় তাঁত-শিল্পের একটু সুরাহা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের যোগানও একটু বাড়িবে।

অন্যদিকে সরকার মিলসমূহকে সপ্তাহে ৫৪ (চুয়ান্ন) ঘণ্টার স্থলে ৬০ (ষাট) ঘণ্টা কাজ করিবার অনুমতি দিয়াছেন সত্য, ইহাতে কল-সমূহে বস্ত্রের উৎপাদন কিছু বাড়িতে পারে। স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার "ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ" (Standard cloth) কিংবা যে "আট্‌পৌড়ে" কাপড়ের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে গরীব জনসাধারণের কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আট্‌পৌড়ে মোটা বস্ত্র প্রচলিত হইলে বাবু-ভায়াদের কষ্ট হইবে স্বীকার করি, কিন্তু তাহাতে সাধারণ লোক কোন রকমে লজ্জার হাত হইতে বাঁচিতে পারিবে। এইরূপ "ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' প্রবর্ত্তনের ভিতর দিয়া দেশে আবার মোটা কাপড়ের প্রচলন হইবে এবং এই সঙ্গে 'শাপে বর' স্বরূপ আবার ঘরে ঘরে চরকাও যে চলিতে পারে এমন আশাও আমরা করিতে পারি। চরকার সুতার আদর হইলে একদিকে বহু বেকার ব্যক্তির অন্নসংস্থান হইবে এবং অপরদিকে দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের অভাব দূর হইবে।

(পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সমস্যা)

গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে পণ্য রপ্তানী নিষিদ্ধ করার ও ভবিষ্যতের জন্য পণ্য মজুত করার যে কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন সমগ্র ভারতের স্বার্থের দিক হইতে তাহা আপত্তিকর। এক প্রদেশের কার্য্য দ্বারা যাহাতে অন্য প্রদেশে কোন পণ্যের যোগান হ্রাস তথা উহার দাম বৃদ্ধি না ঘটে তাহা দেখা সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই কর্ত্তব্য।

বাণিজ্যসচিবের এইরূপ মন্তব্যের আমরা কোন সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইতেছি না। আজ আড়াই বৎসর যাবৎ দেশে বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহাতে সমস্ত প্রদেশেই জনসাধারণের বেশী রকম দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা যাইতেছে। কিন্তু ভারত সরকার তাহার সমুচিত প্রতিকার সম্পর্কে এতদিন কোন চেষ্টা করেন নাই। পণ্যমূল্য সম্পর্কে জটিলতর অবস্থার কথা তুলিয়া বর্ত্তমান সময়েও তাঁহারা পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়ার সুযোগই দেখিতেছেন। অথচ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকায় জনসাধারণের উপকারার্থ তেমন কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করুক ইহাও তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। ভারত গবর্ণমেণ্টের এইরূপ মনোভাব আমরা সর্ব্বথা নিন্দনীয় বলিয়াই মনে করি। সমস্ত দেশের জন্য একটা সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা লইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্রতী হইতেন তবে সে অবস্থায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের পক্ষে স্বতন্ত্র ধরণের কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা থাকিত না। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট যে পর্য্যন্ত সেরূপ কর্ম্মনীতি অবলম্বন না করিবেন সে পর্য্যন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের পক্ষে তাঁহাদের বিবেচনামত পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে কার্য্যনীতি অনুসরণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সে কারণে কোন প্রাদেশিক সরকার জনসাধারণের হিতকল্পে তাঁহাদের নিজ এলাকা হইতে বাহিরে পণ্য রপ্তানী নিষিদ্ধ করিলে কিংবা ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা ভাবিয়া বর্ত্তমানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী মজুত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া অনুচিত হইবে। তবে এদেশের অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যথাসম্ভব সদুপায় বিধানে এখনও তেমন যত্নবান হইতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশের লোকের হাতে অতিরিক্ত অর্থ আমদানী হইয়া দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির যে কারণ উপস্থিত হইয়াছে ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বর্ত্তমান সম্মেলনে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় ঐ সমস্যা সমধান সম্পর্কে একটা সময়োচিত ইঙ্গিতও রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে নানাকারণে লোকের হাতে বেশী টাকা পয়সা আমদানী হইতেছে আর তাহারা সেই টাকা ব্যয় করিয়া অধিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা দেখিতেছে। সেজন্য দেশে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু দেশে টাকার চলতি যে হারে বাড়িতেছে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বর্ত্তমানে সে হারে বাড়িতেছে না। কাজেই লোকের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্যও চড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য এখন হইতে অতিরিক্ত আয় সমস্তই জিনিষপত্র ক্রয়ে ব্যয় না করিয়া তাহা সঞ্চয় করা বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার নিমিত্ত অর্থসচিব সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। আর সেইরূপ সঞ্চয়ের একটি উপযুক্ত পন্থা হিসাবে অর্থসচিব সামরিক ঋণপত্র ক্রয়ের পরামর্শ দিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ পরামর্শের সমীচীনতা আমরা অস্বীকার করি না। তবে দেশের অতিরিক্ত অর্থ অন্যভাবে খাটাইবার সুবিধাও বর্ত্তমানে রহিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বিশেষ করিয়া এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্য প্রয়োজনীয় মালপত্র আনয়নের কথা উল্লেখ করিতে পারি। এদেশে বর্ত্তমানে যে অতিরিক্ত অর্থের আমদানী হইয়াছে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অনুকূল উদ্বৃত্তও তাহার মধ্যে রহিয়াছে। এই অনুকূল উদ্বৃত্ত নিয়োগ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও মালপত্র আমদানীর চেষ্টা করিতেন তবে অতিরিক্ত অর্থের একটা অংশ শিল্পোন্নতির কাজে নিয়োজিত হইত। আর তাহাতে অত্যধিক অর্থ প্রসারণের কুফল হইতেও দেশ রক্ষা পাইত। কিন্তু অর্থসচিব গত আড়াই বৎসরে সেবিষয়ে কিছুমাত্র চেষ্টাযত্ন নিয়োগ করেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয়।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে সামরিক বুটজুতা প্রস্তুত

সম্প্রতি লাহোর, অমৃত সহর, জলন্ধর, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ের চামড়ার কারখানাগুলিতে ১২ লক্ষ ২৫ হাজার জোড়া সামরিক বুটজুতার অগ্রভাগ এবং প্রায় ১২ লক্ষ ৫০ হাজার জোড়া বুটের গোড়ালি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মাদ্রাজ প্রদেশে আদার চাষ

১৯৪১ সালে মালাবারে ১১ হাজার ৬ শত একর জমিতে এবং দক্ষিণ কানাড়াতে ৬ শত একর জমিতে আদার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। পূর্ব্ব বৎসর মালাবারে ১১ হাজার ৫৪১ একর জমিতে এবং কানাড়ায় ৬৫৫ একর জমিতে আদার চাষ হইয়াছিল। ১৯৪১ সালে মালাবারে ৪ হাজার ১৫০ টন শুকনো আদা এবং দক্ষিণ কানাড়ায় ২১০ টন শুকনো আদা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে মালাবার এবং দক্ষিণ কানাড়ায় এইরূপ শুকনো আদা উৎপন্নের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ হাজার ৭০ টন এবং ২৯০ টন।

মাদ্রাজ প্রদেশে লঙ্কার চাষ

মাদ্রাজ প্রদেশে লঙ্কার চাষের ১৯৪১ সালে যে চূড়ান্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে মালাবারে ৯৭ হাজার একর এবং দক্ষিণ কানাড়ায় ৮ হাজার ৬ শত একর জমিতে লঙ্কার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০ সালে মালাবারে এবং দক্ষিণ কানাড়ায় যথাক্রমে ৯৫ হাজার ৩৭১ একর এবং ৮ হাজার ৭৪১ একর জমিতে লঙ্কার চাষ হইয়াছিল। ১৯৪১ সালে মালাবারে ৮ হাজার ৮৫০ টন এবং দক্ষিণ কানাড়ায় ৮৩০ টন লঙ্কা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে উক্ত দুইস্থানে যথাক্রমে ৯ হাজার ১৪০ টন এবং ৮৫০ টন লঙ্কা উৎপন্ন হইয়াছিল।

কানাডায় গম ও তিসির চাষ

১৯৪১ সালে কানাডায় ৮০ লক্ষ ২০ হাজার টন গম এবং ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪০ সালে কানাডায় ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টন গম এবং ৮০ হাজার টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছিল।

কেন্দ্রীয় পাট সমিতির রিপোর্ট

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট সমিতির মাসিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা এবং তন্নিকটস্থ পাটকল অঞ্চলসমূহে ৩৩ লক্ষ ৭৪ হাজার বেল পাটের আমদানী হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে এই অঞ্চলে ৩৭ লক্ষ ১৭ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম হইতে ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার বেল কাঁচা পাট বাহিরে রপ্তানী হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ কাঁচা পাট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ১৩ হাজার বেল। ১৯৪১ সালের প্রথম আট মাসে ব্রাজিলে ৭ হাজার ৬২০ টন পাট আমদানী হইয়াছিল; ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ পাট আমদানীর পরিমাণ ছিল ২১ হাজার ২০২ টন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধানের চাষ

১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। আলোচ্য বৎসরে ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ ৩৪ হাজার বুসেল (এক বুসেলে প্রায় ৩০ সের) অর্থাৎ ১১ লক্ষ ৬৪ হাজার টন মোটা চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৪০ সালে ১০ লক্ষ ৫১ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে এবং ৫ কোটি ২৭ লক্ষ ৫৪ হাজার বুসেল (১০ লক্ষ ৬০ হাজার টন) মোটা চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল।

বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতি

কলিকাতায় গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির (বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশন) অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি রায় সাহেব সুরেশচন্দ্র ঘোষের অভিভাষণ তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক পঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে অনুরোধ জানান হয় যে, যাহাতে কারখানা, গৃহাদি ও কলকব্জা প্রভৃতি যুদ্ধকালীন সর্ব্বপ্রকার বিপদের জন্য বীমা করা সম্ভব হয়, তজ্জন্য অবিলম্বে এক পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করা হউক। বাহির হইতে আমদানী কার্পাসের উপর যে অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধেও প্রবল প্রতিবাদ জানান হয়। সভাপতি মহোদয়ের উপরোক্ত অভিভাষণে বলা হইয়াছে যে, বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র জনসাধারণের জন্য নির্দ্ধারিত মূল্যের ও নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর কাপড় উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি কাপড়ের বাজারে মন্দার অবস্থা চলিতেছে বলিয়া আপাততঃ ঐ পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতেছে না। অবশ্য ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধির ফলে যে অবস্থা দাঁড়াইবার শঙ্কা রহিয়াছে সেই কথা বিবেচনায় এখন হইতে উক্ত নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদন করা হইবে। জন-স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে বাঙ্গলার মিলমালিকগণও স্বার্থত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

মালয় ও ফিলিপাইনের নোট

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অনুমতি ছাড়া বৃটিশ ভারতে মালয় বা ফিলিপাইনের প্রচলিত নোট স্থলপথে বা জলপথে আমদানী করা শুল্ক (কাষ্টমস্) আইন অনুসারে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা

গত ৩০শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে শ্রমমন্ত্রী ও পরামর্শদাতাদের সম্মেলনে বেতনসহ ছুটি, বস্ত্রশিল্পের জন্য নিখিল ভারত শিল্প পরিষদ গঠন এবং অসুস্থতার বীমা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। সম্মেলনে রাত্রির কাজ, যুদ্ধকালে শ্রমিকদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ব্যবস্থা, জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হেতু মজুরী সম্পর্কে ব্যবস্থার বিষয়ও বিবেচনা করা হইয়াছে।

কলিকাতায় গমের অভাব

কিছুদিন যাবৎ কলিকাতায় গমের অভাবের বিষয়ের প্রতি গমব্যবসায়ী এবং গম ক্রেতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এই সম্পর্কে ভারতীয় পণ্যব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিবর্গ বাংলা সরকারকে গমের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া অন্ততঃ মণ প্রতি ৬৲ টাকা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাহা না হইলে ব্যবসায়ীদের পক্ষে বাহির হইতে কলিকাতায় গম আমদানী করা কঠিন হইবে।

বীমান আক্রমণে প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা।

বাঙ্গলা সরকার বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং অসামরিক নাগরিকদের রক্ষার বন্দোবস্তের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে প্রায় ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা অগ্রিম প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশন আনুমানিক ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই জন্য ১২টী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি স্থান পাইয়াছে—(১) ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সহরের সর্ব্বত্র ২ হাজার ৫ শত নলকূপ খনন করা। (২) এককালীন ৩৫ হাজার টাকা এবং মাসিক ১১ শত টাকা ব্যয় করিয়া জলকল মেরামতকারী মজুরদের জিনিষপত্রের ব্যবস্থা করা। (৩) ৬০ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয়ে খালের উপরে জলের নল রক্ষার ব্যবস্থা। (৪) ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে উন্মুক্ত স্থানের জলকলের নলসমূহ রক্ষার জন্য দেওয়াল তৈয়ারী। (৫) ৬৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ওয়াটগঞ্জ জল সরবরাহের জায়গায় বিদ্যুতের বন্দোবস্ত করা। (৬) এককালীন ৩০ হাজার টাকা এবং মাসিক ৪ শত টাকা ব্যয়ে বৈদ্যুতিক তার ও কলকব্জা প্রভৃতি মেরামত করা। (৭) ৪৬ হাজার ৭ শত টাকা এককালীন এবং মাসিক ১৫২ টাকা ব্যয়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা। (৮) পামার্স ব্রীজ ষ্টেশন হইতে ময়লা নিকাশের জন্য ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করা। (৯) ধাঙ্গড়দের কাজ প্রভৃতির জন্য এককালীন ৫ লক্ষ ২১ হাজার ৫ শত টাকা এবং মাসিক ৯ হাজার ৯২৮ টাকা ব্যয়। (১০) অগ্নিনির্ব্বাপনের জন্য ভূগর্ভস্থ জলাশয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৮ শত টাকা ব্যয়। (১১) করপোরেশনের অফিসসমূহের নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৭০ টাকা এবং (১২) কারখানাসমূহ রক্ষার ব্যবস্থার জন্য ৪৫ হাজার ৩০০ টাকা ব্যয়।

তিসির খড় হইতে বস্ত্র, কাগজ এবং কৃত্রিম রেশমের আঁশ

ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় প্রায় ৪০ লক্ষ একর জমিতে তিসির চাষ হইয়া থাকে, এবং বৎসরে গড়পড়তায় ৪ লক্ষ ১০ হাজার টন তিসির তৈলবীজ ও ১৫ লক্ষ টন তিসির খড় পাওয়া যায়। এই সকল তিসির খড় হইতে ৩ লক্ষ টন শণ বৎসরে উৎপাদিত হইতে পারে। মধ্যপ্রদেশে প্রায় ১৩ লক্ষ একর জমিতে বৎসরে তিসির চাষ হয়। তিসির শণ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র, কাগজ এবং কৃত্রিম রেশমের তন্তু উৎপাদন করিবার জন্য পরীক্ষামূলক গবেষণা কার্য্য ১৯৩৭ সাল হইতে নাগপুরের তৈলবীজ গবেষণাগারে (এই গবেষণাগার ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতির আর্থিক সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত) চলিতেছে। মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারে বৎসরে ২৫০ পাউণ্ডের ১০ লক্ষ বেল এইরূপ বস্ত্র, কাগজ এবং কৃত্রিম রেশমের তন্তু তিসির খড়ের শণ হইতে প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

জাপ এলাকায় বিদেশী ব্যাঙ্ক।

জাপ অধিকৃত এলাকায় যে সমস্ত বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলি প্রতিপক্ষীয় মূলধনে চলিতেছে, জাপ সরকার সেই ব্যাঙ্কগুলিকে বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে প্রতিপক্ষের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যেগুলি জাপানের অর্থনৈতিক নীতির সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে, শুধু সেই ব্যাঙ্কগুলির সম্বন্ধেই বিশেষ বিবেচনা করা হইবে।

নিউইয়র্ক সহরে জীবন বীমার পরিমাণ

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্ক সহরে ৪ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ডলার মূল্যের জীবনবীমা পত্র বিক্রয় হইয়াছে ; ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এইরূপ জীবনবীমা পত্রের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ডলার।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বীমা তহবিল

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিমান আক্রমণে অথবা শত্রুপক্ষের অন্তর্বিধ কার্য্যের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্ষতি হইলে তাহার ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত ১ শত কোটি ডলারের একটি তহবিল খুলিবার জন্য সেনেটে একটি বিল আনা হইয়াছিল। ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী উক্ত বিল গৃহীত হইয়াছে।

দমকলে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ

কলিকাতা দমকল বিভাগে সাধারণ অবস্থায় ২৯২ জন লোক থাকে। বিমান আক্রমণের সময় যাহাতে এক সঙ্গে অনেক স্থানে অগ্নি নির্ব্বাপন করা সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা দমকল বিভাগে অতিরিক্ত ৬৬৭ জন লোক নিয়োগের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম সহ ৭৪টি দমকল রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে মোট দমকলের সংখ্যা ৯৫টি হইবে। জরুরী অবস্থায় ইহাও যথেষ্ট নহে বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম সহ আরও ২০০টি দমকল রাখার একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে দমকল বিভাগে আরও ১৪০০ লোক নিয়োগ করিতে হইবে। সহরের বিভিন্ন স্থানে দমকলের ৯টি নূতন ঘাঁটি স্থাপন করা হইয়াছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যয় বরাদ্দ

নৌবহরের বরাদ্দ বাড়াইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে সেনেটের সুপারিশ অনুমোদন লাভ করিয়াছে। নৌবহরের মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ২৬৪৯ কোটি ৫২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৭৪ ডলার। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাই বৃহত্তম ব্যয় বরাদ্দ।

কেন্দ্রীয় যানবাহন প্রতিষ্ঠান স্থাপন

নয়াদিল্লীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, অবিলম্বে একটি কেন্দ্রীয় যানবাহন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, দেশ-রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকার ফলে রেলওয়েসমূহের পক্ষে পণ্যদ্রব্য বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। একই কারণে কতকগুলি যাত্রীবাহী গাড়ী ইতি-মধ্যে হ্রাস করা হইয়াছে। এই সকল কারণে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিবিধানকল্পে রাস্তা এবং যানবাহন চলাচলের অন্যান্য উপায়-সমূহেরও সম্যক সদ্ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যানবাহন চলাচলের এই সকল পন্থার বিধি-ব্যবস্থা করা যদিও প্রদেশিক সরকারগুলির উপর নির্ভর করে, তথাপি অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকার, প্রাদেশিক যানবাহন বোর্ড এবং রেলওয়ে বিভাগের সহিত পরামর্শ করিয়া এতদুদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কলিকাতার ভিক্ষুক সমস্যা

কলিকাতার ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কিছুদিন পূর্ব্বে এক আলোচনা বৈঠকে বাঙ্গলা সরকার যে কমিটি নিয়োগ করেন, সেই কমিটির কাজ শেষ হইয়াছে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী রাইটার্স বিল্ডিং-এ উক্ত কমিটির শেষ অধিবেশন হয়। ভিক্ষুকদের উপর দণ্ডবিধানের খসড়া অর্ডিনান্স কিছুটা অদলবদলের পর গৃহীত হয়। সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া উক্ত অর্ডিনান্স শীঘ্রই জারী করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের সাময়িকভাবে রাখার জন্য কতকগুলি কেন্দ্র খোলা হইবে। যে সব ব্যক্তি ভিক্ষুক না হইয়াও ভিক্ষুকদের উপার্জ্জনে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে অভিযুক্ত করার বিধানও উক্ত অর্ডিনান্সে রহিয়াছে।

ভারত হইতে বিদেশে চা রপ্তানী

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৪৭ কোটি ৯০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৪৫ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে।

আলো সম্পর্কে আরও কড়াকড়ি

ঘরের ভিতরে ও বাহিরের আলো, মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ও গরুর গাড়ীর আলো, টর্চ্চ অথবা ঘরের বাহিরে ব্যবহারের যে কোন আলো কতটুকু উজ্জ্বল হইবে তৎসম্পর্কে বাঙ্গলার গবর্ণর গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত রক্ষা আইন অনুসারে এক নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করিয়াছেন। উক্ত আদেশ প্রকাশিত হওয়া মাত্র কার্য্যকরী হইয়াছে এবং উহার যে কোন ধারা অমান্য করিলে তজ্জন্য ৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা কারাদণ্ড ও জরিমানা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত করার ব্যবস্থা আছে। ঘরের বাহিরে ও ভিতরের সাধারণ হ্যারিকেনের আলো অপেক্ষা উজ্জ্বল কোন আলো রাখা যাইবে না।

বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ

মফঃস্বলের বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার শীঘ্রই একটি আদেশ জারী করার প্রস্তাব করিয়াছেন। যথোচিত বাড়ী ভাড়া নির্দ্ধারণের জন্য কর্ম্মচারী এবং বিভিন্ন অঞ্চলে একজন করিয়া কণ্ট্রোলার নিয়োগ করার ব্যবস্থাও প্রস্তাবে রহিয়াছে। ১৯৪১ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখ হইতে উক্ত আদেশ অনুসারে ভাড়া নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইবে। বাড়ীর মালিকগণ ঐ তারিখে যে ভাড়া ছিল তাহা অপেক্ষা শতকরা ১৫৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকার অধিক ভাড়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। তবে, বাড়ী মেরামত অথবা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়া থাকিলে অতিরিক্ত আরও শতকরা ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

ভারতে ক্যাম্বিসের অর্ডার

বৃটীশ সরকারের নিকট হইতে ভারতে কয়েক লক্ষ গজ বিশেষ ধরণের তূলা নির্ম্মিত ক্যাম্বিসের ফরমায়েস পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সরবরাহ করিতে হইবে। রাশিয়ারও এই ধরণের বহু পরিমাণ ক্যাম্বিসের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা ভারতবর্ষ হইতে সরবরাহ করা সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে।

ভারতে অন্ধদের শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে অন্ধ বালক ও বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য প্রায় ২০টি অন্ধ শিক্ষানিকেতন রহিয়াছে। এই সব বিদ্যালয়ে প্রায় ১ হাজার অন্ধ বালক-বালিকাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতে অন্ধ বালকবালিকার (৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে) সংখ্যা হইবে প্রায় ৭০হাজার। ১৯৩১ সালের আদমশুমারীতে জানা যায় যে, ভারতের মোট অন্ধ নরনারীর সংখ্যা ৬ লক্ষাধিক। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে এদেশের পক্ষে উক্ত ২০টি অন্ধ-নিকেতন কিছুই নহে।

ছাদ তৈয়ারীর নূতন উপকরণ

লাহোরের একটী কারখানা ঘরের ছাদ তৈয়ারীর জন্য একপ্রকার নূতন উপকরণ প্রস্তুত করিয়াছে। প্রকাশ, এগুলি অ্যাস্‌বেষ্টোর চাদর হইতে হাল্কা এবং বিদ্যুত ও উত্তাপ প্রতিরোধক গুণসম্পন্ন হইয়াছে।

বাংলাদেশে সেচকার্য্য

১৯৩৯-৪০ সালে বাংলাদেশে দামোদর, ইডেন, বক্রেশ্বর, মেদিনীপুর, শালবাঁধ, আমজোড় এবং কাশীনালা খালের জল সরবরাহ হইতে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩৭৭ একর জমিতে সেচকার্য্য হইয়াছে। বাংলাদেশে যাহাতে নদী নালা সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য একটী গবেষণাগার স্থাপন করা যায়, তৎসম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা বাংলা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ইহা ছাড়া বাংলা, বিহার এবং সংযুক্তপ্রাদেশিক সরকার যাহাতে যুক্তভাবে একটি 'নদী কমিশন' স্থাপন করিয়া গঙ্গানদীর গতিবিধির সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে তৎসম্বন্ধে প্রচেষ্টা চলিতেছে।

বৃটেনে সাবান ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি বৃটেনে সাবান ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। কেবলমাত্র দাড়ি কামাইবার সাবান, তরল সাবান ও মাথাঘসা সাবানকে উক্ত নিয়ন্ত্রণ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে জনসাধারণের ব্যবহৃত সাবানের চাহিদা প্রায় ৮০ ভাগ হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ব্রহ্মদেশে ভারতীয় ব্যাঙ্ক

নয়াদিল্লী হইতে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যেসব ভারতীয় ব্যাঙ্কের শাখা ব্রহ্মদেশে রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় তারবার্ত্তা আদান প্রদান করিতে বিলম্ব হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আইনানুযায়ী ব্রহ্মদেশের ব্যবসায়ের দরুণ যে পরিমাণ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে দিন দিন অধিকতর অসুবিধা হইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান জরুরী অবস্থা চলা পর্য্যন্ত উপরোক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে উক্তরূপ দায়িত্ব হইতে রেহাই দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া ভারত সরকার একটী অর্ডিন্যান্স (বিশেষ জরুরী আইন) জারী করিয়াছেন।

চীনের মুদ্রানীতি

যাহাতে দেশের মধ্যে সহজ ভাবে মুদ্রার চলাচল হইতে পারে তজ্জন্য চীনের অর্থসচিব চীন দেশের বাহিরে চীনদেশীয় নোট লইয়া যাওয়ার সম্পর্কে বিধিনিষেধ উঠাইয়া দিয়াছেন।

বাংলাদেশে হৈমন্তিক ধানের চাষ

১৯৪১-৪২ সালে বাংলার হৈমন্তিক ধান চাষের পূর্ব্বাভাষে ৬৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩ শত একর জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ ধান চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৫৪ লক্ষ ১৬ হাজার ২ শত একর। আলোচ্য বৎসরে মোট ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টন ধান উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ উৎপন্ন ধানের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৪ শত টন।

ব্রহ্ম ভারত স্থলপথের যোগাযোগ

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রহ্মদেশ হইতে যাহাতে প্রবাসী ভারতীয়বৃন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে তজ্জন্য ব্রহ্ম-ভারত স্থলপথটি খুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সৈন্যবিভাগের জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের ফরমায়েস

ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ৭০ কোটী এনামেল করা লোহার বোতাম, ২ কোটী পাউণ্ড সাবান, প্রায় ২ কোটী হুক ও বোতামের ঘর, ৮৫ লক্ষ পাউণ্ড রংয়ের দ্রব্য, ৪০ লক্ষ কর্ণপটাহ রক্ষক, ৫০ লক্ষ বর্গ ফুট করোগেটেড টিন, ৩০ লক্ষ বোতলের ছিপি, ২৫ লক্ষ ছুরি, প্রায় ১০ লক্ষ চীনা বাসন, বহু সংখ্যক পরিচয় ফলক, আহতদের বহন করিবার খাটিয়া, রবারের দস্তানা, লণ্ঠন, কাঁচি, চর্ব্বির বাতি, সিমেণ্ট এবং অন্যান্য অনেক রকম জিনিষ সৈন্যবিভাগের জন্য যোগান দিবার ফরমায়েস পাইয়াছেন। গত কয়েক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে সেলাইয়ের কল, সাইকেল, সাইকেলের অংশ, ঢেউখেলানো কার্ডবোর্ডের প্যাকিং বাক্স, প্যাকিং করিবার সূচ, আইস ব্যাগ, প্যারাসুটের খাপ প্রভৃতি বহু প্রকার জিনিষ তৈয়ারী হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারতে বর্ত্তমানে সৈন্য বিভাগের জন্য উপযুক্ত উৎকৃষ্ট ধরণের ২৫ লক্ষ চিরুণী প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতে সামরিক প্রয়োজনের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি

হংকংএর উপর যুদ্ধের প্রয়োজনের জন্য প্রায় ৩ শত প্রকার বিভিন্ন জিনিষপত্রাদি সরবরাহ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। হংকংএর পতনের পর এই সকল জিনিষের দাবী ভারতবর্ষের মিটান দরকার হইবে। ইহার মধ্যে পশম এবং পশমী বস্ত্রাদি, বুট, চাকার টায়ার, যুদ্ধাস্ত্রের নানা সরঞ্জাম, খাদ্যদ্রব্য, রেলের স্লিপার, এবং নানা প্রকার কলকব্জা ও সামরিক দ্রব্যাদির নুতন চাহিদা ভারতে মিটাইতে হইবে।

ইংলণ্ডে বেকার নরনারীর সংখ্যা

ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে বেকার নরনারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ২১৫ জন হইতেছে পুরুষ ও বালক এবং ৭০ হাজার ৬০৭ জন নারী ও বালিকা।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চীনকে ঋণদান

চীনকে ৫০ কোটী ডলার ঋণদান করিবার জন্য একটী বিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ ও উর্দ্ধতন পরিষদে গৃহীত হইয়াছে।

বোম্বাই সহরে খাদ্যশস্যের দোকান

বোম্বাই সরকার বোম্বাই সহরে আরও অতিরিক্ত ১২টী খাদ্যশস্যের দোকান খুলিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় পরামর্শদাতা সমিতির নির্দ্দেশানুসারে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে এই সকল দোকানগুলি স্থাপন করা হইবে।

কাশ্মীর রাজ্যে জনশিক্ষা

১৯৩৬-৩৭ সালে কাশ্মীর রাজ্যে ২ হাজার ৭৪৩টী এবং জামুতে ৭১৪টী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছিল এবং এই দুই অঞ্চলে যথাক্রমে ৫৬ হাজার ৪২৮ জন এবং ১০ হাজার ২১৭ জন শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩৫ জন এবং নারীদের মধ্যে শতকরা ৭'৪ জনের জন্য শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কাশ্মীর রাজসরকার আলোচ্য বৎসরে ২২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা এইরূপ শিক্ষার জন্য সাহায্যদান করিয়াছিলেন। বালকদের জন্য বৃত্তি বাবদ ৮৬ হাজার ৫৮৮ টাকা এবং বালিকাদের বৃত্তির জন্য ২৪ হাজার ৬৭৩ টাকা ১৯৩৬-৩৭ সালে ব্যয় করা হইয়াছিল।

কাশ্মীর রাজ্যে কয়লা উত্তোলন

কাশ্মীর রাজসরকার জামু প্রদেশের অন্তর্গত জঙ্গলগালি এবং কালাকোট অঞ্চলস্থ কয়লার খনি হইতে মাসিক ৩ হাজার টন কয়লা উত্তোলন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পৃথিবীর টিন উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পৃথিবীর টিন উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯ হাজার ৪ শত টন; ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পৃথিবীতে ২১ হাজার ৮ শত টন টিন উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) পৃথিবীতে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯ শত টন টিন উৎপাদিত হইয়াছে; ১৯৪০ সালের অনুরূপ নয় মাসে এইরূপ টিন উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪ শত টন।

বেকার যুবকের আত্মহত্যার চেষ্টা

সম্প্রতি শ্রীযুত তারকনাথ চ্যাটার্জ্জি নামক একটী যুবক বেকার জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করায় সে হাওড়ার ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। যুবকটী অপরাধ স্বীকার করিয়া হাকিমকে বলে যে, সে আত্মীয়স্বজনদের আর্থিক কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়াই এইরূপ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। হাকিম তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন এবং কলিকাতার কোন সহৃদয় শিক্ষক তাহার এইরূপ আত্মহত্যার চেষ্টার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শ্রবণ করিয়া যে একটী টাকার তোড়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে নূতন করিয়া ঐ অর্থের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা হাকিম যুবকটীকে জানান ও টাকার তোড়া তাহাকে প্রদান করেন।

কয়লার মালবাহী গাড়ীর খতিয়ান

১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর প্রশস্ত রেলপথগুলিতে [৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৪০৬ খানা মালগাড়ীতে কয়লা বোঝাই করা হইয়াছিল। ছোট ছোট রেলপথগুলিতে এইরূপ কয়লা বোঝাই করার গাড়ীর সংখ্যা ছিল আলোচ্য সময়ে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ২৪৪ খানা।

করাচী সহরে জল সরবরাহ

সিন্ধুনদী হইতে করাচী সহরে ১ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জল সরবরাহ করিবার একটী পরিকল্পনা করাচী করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন।

কানাডায় ঢালাই লোহা ও ইস্পাত উৎপাদন

১৯৪১ সালের প্রথম আট মাসে কানাডায় ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৫১ টন ঢালাই লোহা উৎপাদিত হইয়াছিল; ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ লোহা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৩৬ টন। ১৯৪১ সালের প্রথম সাত মাসে কানাডায় ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৫১ টন; ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে ১১ লক্ষ ২৭ হাজার ৮২৩ টন ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছিল।

বাংলায় জনশিক্ষা

বাংলায় জনশিক্ষা সম্পর্কীয় ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে আলোচ্য বৎসরে সমগ্র বাংলাদেশে অনুমোদিত এবং অননুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মোট ৬৩ হাজার ৩০৫টী। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৩৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৩২ জন অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী ছিল। তাহাদের মধ্যে ২৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৫৯ জন ছিল ছাত্র এবং অবশিষ্ট ছাত্রী। ১৯৩৯-৪০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার ৪৬০টী এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩৯০ জন। ইহার মধ্যে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯৫৩ জন এবং মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ১২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪ শত জন। আলোচ্য বৎসরে কলিকাতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫৭৩টী এবং ছাত্রসংখ্যা ৪৬ হাজার ২৬৯ জন; পূর্ব্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৫০টী ও ৪৫ হাজার ৪৪৩ জন। কলিকাতা করপোরেশনের অধীনে ১৯৩৯-৪০ সালে ১৪৯টী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। আলোচ্য বর্ষে বাংলাদেশে ১ হাজার ৪০৯টী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং ২১৮৯টি মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৬৪ জন। ১৯৩৯-৪০ সালে বালকদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৩২১টী; পূর্ব্ব বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ১৮১টী। ইহার মধ্যে আলোচ্য বৎসরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ হাজার ২৭৮টী; পূর্ব্ব বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২৩৬টী। ১৯৩৯-৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঢাকা বোর্ডের অধীনে ৩৯ হাজার ১৪২ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা (ম্যাট্রিকুলেশন) দিয়াছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল আলোচ্য বৎসরে ২৯ হাজার ৪৭২ জন। ইহার মধ্যে ৬ হাজার ১৮২ জন শিক্ষকতা বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিল। এবৎসরে বাংলাদেশে কলেজের সংখ্যা ৫১টী হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৮টীতে দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪৮টী কলেজ হইতেছে পুরুষদের জন্য এবং ১০টী মেয়েদের জন্য। এই সকল কলেজের মধ্যে ১১টী খাস সরকারী কলেজ, ২২টী সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত এবং ১৫টী হইতেছে বেসরকারী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ, রিপণ আইন কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে আলোচ্য বৎসরে ১ হাজার ৭৪৮ জন। বাংলাদেশের ৯টী ডাক্তারী চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৯৩৯-৪০ সালে ২ হাজার ৪৬৯ জন, ইহার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৮২ জন। সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রের সংখ্যা ছিল এবৎসরে ৮০৮ জন। আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় বালিকা বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ১৪ হাজার ৯৭৩টী হইতে হ্রাস পাইয়া ১৩ হাজার ৮০৩টীতে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে মোট ছাত্রীর সংখ্যা হইয়াছে ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৭৯ জন; ইহার মধ্যে ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ২০৯ জন হিন্দু এবং ৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৪ জন মুসলমান। এবৎসরে কলেজে অধ্যয়নরতা ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মোট ২ হাজার ৫৯১ জন। আলোচ্য বৎসরে ৮৭টী উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় ছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ছাত্রী সংখ্যা ১৯ হাজার ৬৬৫ জন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৪ হাজার ৭৮২ জনে দাঁড়াইয়াছে। এবৎসরে ৩ হাজার ৩৪৭ জন পরীক্ষা-র্থিণীর মধ্যে ১ হাজার ৮২৭ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ৬ লক্ষ ৮০ হাজার ৬২২ জন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ১২২ জনে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে বালিকাদের জন্য ৮৮টী শিল্প শিক্ষালয় ছিল এবং ইহাদের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ৬৮ জন। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইয়োরোপীয়দের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৫টী এবং ইহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৬৪০ জন। বাংলাদেশে মোট অধ্যয়নরত মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৯৩৯-৪০ সালে ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার ২৯৪ জন—ইহার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৪ জন। আলোচ্য বর্ষে বাংলার মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরা ৫৪.১ ভাগ হইয়াছে মুসলমান।

বাংলার পল্লীতে কাঁচা পাটের ব্যবহার

কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর হিসাবানুসারে ১৯৪১ সালে বাংলার পল্লীসমূহে ৬ লক্ষ বেল পাট ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের রাস্তায় দুর্ঘটনার সংখ্যা

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ১০ হাজার লোক ইংলণ্ডে রাস্তা দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গড়পড়তায় বাৎসরিক রাস্তা দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার ছিল ৬ হাজার ৫ শত। যুদ্ধ বাধিবার প্রথম বারমাসে ইংলণ্ডে রাস্তা দুর্ঘটনায় লোক মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৮ হাজার ৩ শতটী।

বাংলায় যৌথ কোম্পানী

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে ৯৯ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা অনুমোদিত মূলধন সম্বলিত ৩৪টী যৌথ কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে।

ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের আয়

১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতের সরকারী রেলপথসমূহে ৯৬ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। এই আয়ের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ১৩ কোটী ১২ লক্ষ টাকা বেশী।

কানাডায় কারখানার সংখ্যা

১৯৩৯ সালে কানাডায় কারখানার সংখ্যা ছিল মোট ২৪ হাজার ৮০৫টী এবং ইহাতে কর্ম্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ১১৪ জন। এই সকল কারখানাগুলিতে ৩৬৪ কোটী ৭০ লক্ষ ডলার মূলধন খাটান হইয়াছিল।

যাত্রীবাহী রেলগাড়ীর সংখ্যা হ্রাস

যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার দরুণ বেঙ্গল এবং আসাম রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৯টি সেক্সনে যাত্রীবাহী যাতায়াতকারী বহি-র্গামী ও আগমনকারী রেলগাড়ীর সংখ্যা ৪৬ খানা এবং ১লা এপ্রিল হইতে এইরূপ রেলগাড়ীর সংখ্যা ১৮ খানি হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কয়লার অভাব, যুদ্ধ সম্পর্কিত কার্য্যে বহির্ভারতে রেলওয়ে ইঞ্জিন প্রেরণ এবং ইঞ্জিন ও গাড়ী মেরামতের জন্য আবশ্যক সরঞ্জামের অভাব প্রভৃতি যুদ্ধকালীন অসুবিধার দরুণ উক্ত পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময় বেঙ্গল ও আসাম রেলওয়ের অধীনে ১৫ হাজার ৭৯৩ মাইল যাত্রীগাড়ী চলাচলের পথ ছিল; কিন্তু তৎকালে যাত্রীগাড়ী চলাচল উক্ত মাইলের মধ্যে শতকরা ১৭ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই রেলওয়ের অধীনে ২৫ হাজার ৯৯৬ মাইল যাত্রীগাড়ী চলাচল করিয়া থাকে এবং এই পরিকল্পনা অনুসারে উপরোক্ত মাইলসমূহের মাত্র শতকরা ১৯.৫ ভাগ যাত্রীগাড়ী চলাচল হ্রাস পাইবে। এই পরিকল্পনানুযায়ী দৈনিক ২ হাজার ৭৩২ মাইল যাত্রী গাড়ী চলাচল হ্রাস পাইবে। উপরোক্ত রেলগাড়ীগুলির যাতায়াত হ্রাস হইবার পর যে ৪৩০ খানি গাড়ী অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে যাত্রীর সমাগম বৃদ্ধি পাইলে অতিরিক্ত কামরা ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

ভারতে গমচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালে ভারতে গমচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে ৩ কোটি ২১ লক্ষ ৮ হাজার একর জমিতে গম চাষ হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪০-৪১ সালে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ১১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ঐ সময়ের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে উক্ত ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার ৬৫৫ টাকা। এই হিসাবের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৮৪ টাকাও ধরিতে হইবে। উক্ত মোট লাভ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ নিম্নলিখিতরূপে বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। (১) গত ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা বার্ষিক ১১৲ টাকা হিসাবে অংশীদারগণকে লভ্যাংশ ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। (২) আলোচ্য বৎসরের আয়কর ও অতিরিক্ত আয়কর বাবদ ৪ লক্ষ টাকা। (৩) কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের বোনাস্ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। (৪) গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ১১৲ টাকা হারে লভ্যাংশ ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। (৫) ব্যাঙ্কের ধনসম্পত্তির হিসাবে জমা ৫ লক্ষ টাকা। (৬) মজুদ তহবিলে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে ৯ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৫৫ টাকা।

বীমা কোম্পানীসমূহের ঠিকানা পরিবর্ত্তন

সম্ভাবিত বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসাবে কলিকাতার বহু বীমা কোম্পানী মফঃস্বলে ও সহরের উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলে তাঁহাদের কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করিয়াছেন। সহর এলাকা হইতে যে সকল কোম্পানী সহরতলি বা সহরের নিরাপদ অঞ্চলে সরিয়া গিয়াছে তাঁহাদের বর্ত্তমান নাম ও ঠিকানা :—নেপচুন এসিওরেন্স—৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড। ট্রপিক্যাল ইনসিওরেন্স—২৫ বি, বকুলবাগান রোড। ভলক্যান ইনসিওরেন্স—৩৫, রাউল্যাণ্ড রোড। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া—২০, এ ও বি, সাদার্ণ এ্যাভিনিউ। এসিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট—১০৪।১ জি, ল্যান্সডাউন রোড। সেন্টিনেল এসিওরেন্স—৪, রায় ষ্ট্রীট। বেঙ্গল ইনসিওরেন্স—১১৬, বিবেকানন্দ রোড। ষ্টার্লিং ইনসিওরেন্স—পি ১৬৫ সি, সাদার্ণ এ্যাভিনিউ। ষ্টার অব ইণ্ডিয়া—৬, ডি এল রায় ষ্ট্রীট। রাজস্থান ইনসিওরেন্স—২৭০, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ। ন্যাশনাল সিটি ইনসিওরেন্স লিঃ—পি ৩৯৮, সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা। ফেডারেল ইণ্ডিয়া—১৫, যদু ভট্টাচার্য্য লেন। নিম্নোক্ত কোম্পানীসমূহ কলিকাতার বাহিরে অফিস স্থানান্তরিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রিমিয়াম আদায় ও অন্যান্য কাজের জন্য কলিকাতায়ও অফিসের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন :—ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স—কৃষ্ণনগর, নদীয়া। আর্য্য ইনসিওরেন্স—কৃষ্ণনগর, নদীয়া। মহাবীর ইনসিওরেন্স—লক্ষ্ণৌ। ভাগ্যলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স—মধুপুর। নিম্নলিখিত কোম্পানীর অফিসগুলি সাময়িকভাবে কলিকাতার বাহিরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে :—ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ক্রিসেণ্ট—বোম্বাই। নিম্নলিখিত কোম্পানীগুলির জরুরী কাগজপত্র ও কয়েকটি বিভাগীয় ব্যবস্থা কলিকাতার বাহিরে সরান হইয়াছে :—হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ইণ্ডিয়া ইকুইটেব্‌ল—শান্তিপুর, নদীয়া। ডমিনিয়ন ইনসিওরেন্স—নবদ্বীপ, নদীয়া। রুবি জেনারেল—নয়াদিল্লী।

মিঃ ডি এন্ চৌধুরী সম্বর্দ্ধিত

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গশ্রী ক্লাবের (বঙ্গশ্রী কটন্ মিলস্ লিঃ) উদ্যোগে ১৯৪১ সালের জন্য মিঃ ডি এন্ চৌধুরী বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির (বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশন) সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনার্থে একটি চা-পান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অবনীকুমার সাহা একটি সুদৃশ্য রৌপ্যাধারে রক্ষিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। এই অভিনন্দন পত্রে মিঃ ডি এন চৌধুরীর কর্ম্মবহুল জীবন ও শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাঁহার সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হয়। মিঃ চৌধুরী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন যে, দেশের দারিদ্র্য ও দুরবস্থা দূর করিতে হইলে শিল্পোন্নতির দ্রুত প্রসার একান্ত প্রয়োজন। এই প্রীতি-সম্মেলনে মিঃ জে এন মজুমদার, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, রায় সাহেব এস সি ঘোষ, মিঃ জে সি মৈত্র, মিঃ জে সি দাশ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ, খাঁ ন বাহাদুর এফ্ শালীহান, ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত, শ্রীযুক্ত হরিশ সরকার, শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুবিনয় ভট্টাচার্য্য, মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

লেবেল ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গুরুদাস খেমনী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৯ বি, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ।

ডি ডি ধিমান এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি সি ধিমান। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, (৫ তলায়), কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ হাজার টাকা। ব্যবসা সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ ও ইঞ্জিনীয়ারিং কার্য্য।

ক্যালকাটা শেয়ার ডিলার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ভূপতিচরণ ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। শেয়ার ষ্টক ও ডিবেঞ্চার ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

কাঁকীনাড়া কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **কামারহাটি কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৭॥০ আনা। **ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১১৲ টাকা। **স্পেন্সার এণ্ড কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **আগরপাড়া কোং লিঃ**—গত সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে ঐ সময়ের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **আমেদাবাদ ইলেকট্রিসিটি কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৭৷০ আনা। **বেঙ্গল আসাম ষ্টিম কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১২॥০ আনা। **নিউ শামনবাগ্ টী কোং লিঃ**—গত ১৯৪১ সালের জন্য প্রেফ্ শেয়ার শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **কিংসলি গোলাঘাট আসাম টী কোং লিঃ**—গত ১৯৪১ সালের জন্য শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী

কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। বাজারে টাকার চাহিদা খুবই কম। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে শতকরা ॥৹ আনা সুদের হারে কল টাকার প্রাচুর্য্য এখনও পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। সুদুর প্রাচ্যের সামরিক পরিস্থিতি নিতান্ত শঙ্কাজনক সত্ত্বেও কলিকাতার টাকার বাজারে উহার কোনরূপ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। ব্যাঙ্ক হইতে আমানত তুলিয়া লইবার জন্ত কোন প্রকার ব্যগ্রতা লক্ষিত হয় নাই। এতদ্দ্বারা ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের আস্থাই সূচিত হইতেছে। অবশ্য কোম্পানীর কাগজের বাজারে নৈরাশ্যের ভাব দেখা যায়।

বিনিময় বাজারের অবস্থায় একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের বহির্বাণিজ্যের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় ভারতের অনুকূলে কিঞ্চিদধিক ১০ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ আমদানীর অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ ১০ কোটি টাকা বেশী হইয়াছে। অবশ্য এই বৃদ্ধি বিগত নবেম্বর মাসের তুলনায় ২ কোটি টাকা কম। তথাপি ইহা টাকা ও ষ্টার্লিং বিনিময়ে একটা স্থির ভাব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে বিনিময় বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে বিলের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাইতে দেখা যায়। যাহা হউক, বাজারের বর্ত্তমান অবস্থাও বজায় রাখা সম্ভব হইবে কিনা তাহা নির্ভর করিতেছে সুদুর প্রাচ্যের সামরিক পরিস্থিতি ও জাহাজ চলাচলের যথোপযুক্ত ব্যবস্থার উপর।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ২৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদন সমূহের মধ্যে ৯৯৸৩ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৸০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৮৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে টাকা দিতে হইবে, অন্তান্ত সর্ত্তাবলী পূর্ব্ববৎ।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শতকরা ৯৯৸৩ পাই দরে ও পূর্ব্ব ঘোষিত সর্ত্ত অনুসারে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইতেছে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত মোট ৯৮ লক্ষ টাকার ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৬ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলিত নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৪২ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৩৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৫ কোটী ২২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৪ কোটি ১ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪০ কোটি ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯ হাজার টাকা ; পরবর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট ২০ কোটি ৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{3}{2}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{3}{2}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{3}{2}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩০২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী

সিঙ্গাপুরের অবস্থা জাপানী আক্রমণে বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় এবং ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপ আক্রমণের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই একটা আশঙ্কার ভাব বিরাজ করিতেছে। কলিকাতার শেয়ার বাজারের কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান আয়রণ,

ষ্টীল করপোরেশন, বার্ম্মা করপোরেশন এবং ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশনের শেয়ারের নির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্ন যে বাধা দর ছিল, সেই বিধি নিষেধ তুলিয়া লওয়ায়, এই সকল শেয়ার ক্রয় করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছিল এবং ইহাদের দরও উল্লেখযোগ্যরূপে পড়িয়া গিয়াছিল। এসপ্তাহের বৃহস্পতিবার ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২০॥০ আনা, ষ্টীল করপোরেশন ১৩।০ আনা, বার্ম্মা করপোরেশন ২৲ টাকা এবং ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ১॥৵০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মূল্য এইরূপ অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যাওয়ায় শেয়ার বাজারের কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় নিম্নলিখিত হারে এই সকল শেয়ারের ন্যূনতম দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন :—ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২০॥০ আনা, ষ্টীল করপোরেশন ১৩।০ আনা, বার্ম্মা করপোরেশন ২৲ টাকা এবং ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ১॥৵০ আনা। আশা করা যায় এখন হইতে এই সকল শেয়ারের দর আর অস্বাভাবিকভাবে উঠানামা করিবে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে পর্য্যন্ত সুদূর প্রাচ্যের রণাঙ্গনে মিত্রশক্তির অবস্থা অনুকূল না হয়, সে পর্য্যন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারের ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

কোম্পানীর কাগজ

এসপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে কাজ কারবার ছিল কম এবং ইহার দরও অনেকটা পড়িয়া গিয়াছিল। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৩৲ টাকায় এবং ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৭৯৲ টাকায় নামিয়া গিয়াছিল। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০০।৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯৭৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৩।৶০ আনা, ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০০॥০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৭৶০ আনা, ৪॥০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১০৵০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৭৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৪ সালের ইউ, পি বণ্ড ১০২॥৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এসপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের কোনরূপ বেচাকেনা হয় নাই বলা যাইতে পারে।

কয়লার খনি

এই বিভাগে বেচাকেনার পরিমাণ ছিল অতি সামান্য।

পাটকল

এসপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ অত্যন্ত কম ছিল। এই বিভাগের শেয়ার ক্রয় করার জন্য কেহই বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ২০॥০ আনা এবং ১৩।০ আনায় নামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ইহাদের দর ছিল যথাক্রমে ২৪।/০ আনা এবং ১৫৲ টাকা।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারের কতকটা চাহিদা এসপ্তাহে দেখা গিয়াছিল। চা-বাগানের শেয়ারের কাজকারবার আরও কিছু বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ মোটের উপর ভাল ছিল। এবং ইহার দরও কতকটা তেজী ছিল।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৬ই ফেব্রুয়ারী—১০০।৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৬ই ফেঃ—৯৭৷৹ ৯৭৷৵০ ; ৯ই—৯৭৷৵০ ৯৭৷৶০ ; ১১ই—৯৭।০ আনা। ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই ফেঃ—৮১৵০ ; ১১ই—৭৯৲। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১২ই ফেঃ—১১০৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ৬ই ফেঃ—৯৭৷০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৬ই ফেঃ—৯৪।০ ; ৯ই—৯৪৵০ ; ১১ই—৯৩।৶০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৬ই ফেঃ—৯৪।০ ৯৪৷/০ ; ৯ই—৯৪।/০ ; ১০ই—৯৩।৵০ ৯৩॥৵০ ; ১১ই—৯৩৵০ ৯৩॥০ ; ১২ই—৯৩৲ ৯৩৶০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৬ই ফেঃ—১০১৵০ ১০১৶০ ; ১০ই—১০১।/০ ১১ই—১০০॥০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৬ই ফেঃ—১০৮৵০ ১০৮৷০ ; ১১ই—১০৭৲ ১০৭৶০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৬ই ফেঃ—১০৭॥৶০ ; ১১ই—১০৭৲ ১০৭।০ ; ১২ই—১০৭৵০ ১০৭৶০। ৫৲ সুদে ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১০ই ফেঃ—১০২॥৵০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৬ই ফেব্রুয়ারী—১০৩৲ ১০৩॥০ ; ৯ই—১০২৲ ১০৪৲ ; ১০ই—১০২৲ ১০৩৲ ; ১১ই—১০২৲ ১০৩৲ ; ১২ই—১০১৲ ১০২৲।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ৯ই ফেঃ—১০২৲ ১০২॥০।

ইলেকট্রীক

সাজাহানপুর ইলেকট্রীক ১০ই ফেঃ—৭।০।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ৬ই ফেব্রুয়ারী—৩৬৬॥০ ; ৯ই—৩৬৬৲ ; ১১ই—৩৫৮৲। ইকুইটেবেল ৬ই ফেঃ—৩৫৲। ঘুষিক এণ্ড মুশ্লিয়া ৬ই ফেঃ—৪।০। পেঞ্চভেলী ১০ই ফেঃ—৩৪৵০।

কাপড়ের কল

এলগিন মিল (অর্ডি) ৬ই ফেঃ—২৭৵০। মোহিনী মিল ৬ই ফেঃ—১৫৷০।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ৬ই ফেব্রুয়ারী—২৵০ ; ৯ই—২৵০ ; ১০ই—২৵০ ; ১১ই—২৵০ ; ১২ই—২/০ ২৶০। ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ৬ই ফেঃ—১৷০ ১৷/০ ; ৯ই—১৷০ ১৷/০ ; ১০ই—১৷০ ১৷/০ ; ১১ই—১৷০ ১৷/০ ; ১২ই—১॥৶০।

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৪১-৪৬-৫১) সালের ঝান্সি ইলেকট্রীক ১০ই ফেব্রুয়ারী—১০০॥০।

পাটকল

আগরপাড়া ১১ই ফেব্রুয়ারী—৩৮৲। এলায়েন্স ১০ই ফে:—২৮৫৲। বিড়লা (প্রেফ) ৯ই ফে:—১২০৲। সেভিয়েট (প্রেফ) ১১ই ফে:—১৫৭॥০। গোন্দল পাড়া ৬ই ফে:—১১০৪৲ ১১০৫৲। ইণ্ডিয়া ৯ই ফে:—৩২২৲ ৩২৬৲। কামারহাটি ৬ই ফে:—৪৬৯৲ ; ৯ই—৪৬৫৲ ; ১০ই—৪৬৫৲। ন্যাশনাল ৯ই ফে:—২১।০ ; ১০ই—২১৲ ২১॥৵০। সুরা (প্রেফ) ১০ই ফে:—১৩৪৲।

কেমিক্যাল

এলকালি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ৯ই ফে:—১৯৸৵০ ; (প্রেফ) ৬ই ফে:—১১৬৲ ; ৯ই—১১৬৲।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ৬ই ফে:—১৩৵০ ১৩৷৷০ ; ১১ই—১৩।০ ; (প্রেফ) ৬ই ফে:—১১৫৲ ; ৯ই—১১৮৲ ; ১১ই—১১৫॥০ ১২ই—১১৩৲ ; (ডেফার্ড) ১০ই ফে:— ৩॥৵০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৬ই ফেব্রুয়ারী—২২।৵০ ২২॥০ ২২॥/০ ২২॥৵০ ২২॥৶০ ২২৸০ ২২৸/০ ২২৸৵০ ২২৸৶০ ২৩৸০ ; ৯ই—২২॥৵০ ২২॥৶০ ২২৸০ ২২৸/০ ২২৸৵০ ২২৸৶০ ২৩৲ ; ১০ই—২১৸০ ২১৸৵০ ২২৲ ২২/০ ২২৵০ ২২।০ ; ১১ই—২১৸০ ২১৸৵০ ২১৸৶০ ২২৲ ২২।০ ২২॥০ ; ১২ই—২০৸০ ২০৸৵০ ২১৲ ২১।৶০ ২১॥০। ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ৬ই ফে:—৩২৲। জেসপ এণ্ড কোং (প্রেফ) ১০ই ফে:—১১২৲। কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ১০ই ফে:—১১৫৲। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ৬ই ফে:—১৪।৵০ ১৪।৶০ ১৪॥০ ১৪॥/০ ; ৯ই—১৪।৵০ ১৪।৶০ ১৪॥০ ১৪॥/০ ১৪॥৵০ ; ১০ই—১৪৲ ১৪/০ ১৪৵০ ; ১১ই—১৩৸/০ ১৩৸৵০ ১৪৲ ১৪।০ ; ১২ই—১৩।৵০ ১৩।৶০ ১৩৸০ ; (প্রেফ) ৬ই ফে:—১০৮॥০ ১০৯৲ ; ১০—১০৮৲।

কাগজের কল

ওরিয়েণ্ট পেপার ৬ই ফেব্রুয়ারী—১৬৵০ ১৬।৶০ ; ৯ই—১৬৲ ; ১২ই—১৬৲ ; (প্রেফ) ৬ই ফে:—১১০৲। শ্রীগোপাল পেপার ১১ই ফে:—১৪৲। ষ্টার পেপার ১১ই ফে:—১৩॥৵০। টিটাগড় পেপার (অর্ডি) ৬ই ফে:—১৮॥০ ; ৯ই—১৮।০ ১৮।৵০ ; ১০ই—১৮।০।

চিনির কল

বুলাণ্ড ১০ই ফেব্রুয়ারী—২৪৲। কাণপুর (প্রেফ) ৯ই ফে:—১৭৪৲। মারীক্রয়ারী ৯ই ফে:—১৫॥০ ; ১০ই—১৫।০ ১৫॥০ ; ১২ই—১৫॥০। নিউ সাভান ৯ই ফে:—১২৲। রামনগর কেন এণ্ড সুগার (অর্ডি) ১১ই ফে:—১০।০ ১০।৵০ ; (প্রেফ) ৯ই ফে:—১৩৪৲। সাউথ বিহার ৯ই ফে:—১৭॥৵০।

চা-বাগান

বানার হাট (প্রেফ) ৯ই ফে:—১৫৯৲। বড়দিঘী ১১ই ফে:—৫০৲ ৫০।০। চুনাভূতি (প্রেফ) ১১ই ফে:—১৫৯৲। উডলাবাড়ী ৯ই ফে:—২৬॥০। হাসিমাড়া (প্রেফ) ১১ই ফে:—১৬৭॥০।

বিবিধ

এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অর্ডি) ১০ই ফেব্রুয়ারী—১১৲। ইউনিয়ন কোং (অর্ডি) ১০ই ফে:—১২১৲। আসাম সঙ্গ ৬ই ফে:—৩॥০ ; ৯ই—৩॥০ ; ১১ই—৩॥০। বামারলরী ১০ই ফে:—৩২৫৲। ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট (অর্ডি) ৬ই ফে:—১।০। বেঙ্গল আসাম ষ্টীমসীপ (অর্ডি) ৬ই ফে:—২৮০৲। বি আই করপোরেশন (অর্ডি) ৬ই ফে:—৪৸৵০ ৪৸৶০ ; ৯ই—৪৸৵০ ; ১০ই—৪৸৵০ ; ১১ই—৪৸৵০ ; (প্রেফ) ৬ই ফে:—১৮৩৲। বৃটীশ সিলোন করপোরেশন ৬ই ফে:—৫।০। ক্যালকাটা সিল্ক ম্যানুফ্যাক্চারিং (অর্ডি) ৬ই ফে:—৮৲। ডানলপ রাবার (সেকেণ্ড প্রেফ) ১১ই ফে:—১০৫৲। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল ১২ই ফে:—১৮২৲। ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ৯ই ফে:—৮০৲। ইণ্ডিয়ান কেবলস ৯ই ফে:—২০৵০। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ১১ই ফে:—২৮৲ ২৮।০। ষ্টার এণ্ড কোং (অর্ডি) ১০ই ফে:—১১৫৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারের অবস্থায় কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। থলে ও চটের বাজারে কাজকারবার না থাকায় কলওয়ালারা কাঁচা পাট ক্রয় করিতেছেন না। পাটের বাজারের উন্নতি বা অবনতি থলে ও চটের বাজারের উঠানামার উপর নির্ভর করে। থলে ও চটের বাজারের অবস্থা আবার ভারতের বাহিরের চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। মিলমালিকগণ ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্তে কাজকারবারের পরিমাণ বিবেচনা করিয়াই পাট ক্রয় করিয়া থাকেন। সুতরাং যুদ্ধের দরুণ জাহাজ চলাচলের অবস্থায় দারুণ অনিশ্চয়তার ভাবের সৃষ্টি হওয়ায় পাটের বাজারের সকল বিভাগেই কমবেশী অবনিত ঘটিয়াছে।

কাঁচা বেল বিভাগে যৎসামান্য কাজাকারবার হইয়াছে। বাজারে মন্দার ভাব চলিতেছে। পাটের দর অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট তোষা পাট সামান্য পরিমাণ বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে সপ্তাহের প্রথম দিকে কিছু কাজকারবার হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বিগত চার দিবস হইল কাজকারবার সম্পূর্ণ বন্ধ রহিয়াছে। ফাটকা বাজারের অবস্থা পূর্ব্ববৎ; কোনপ্রকার কাজকারবার হয় নাই।

সুদূর প্রাচ্যে সামরিক বিপর্য্যয় থলে ও চটের বাজারের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। মিলওয়ালারা নগদ বিক্রয়ের দিকেই আগ্রহশীল, কিন্তু ক্রেতার অভাব দেখা যায়। আগাম কাজকারবার প্রায় বন্ধ রহিয়াছে বলিলেই চলে। থলে ও চটের বাজারের দর প্রায় গত সপ্তাহের মতই রহিয়াছে। ৯ নং পোর্টার নগদ ১৯॥৶০ আনা, মার্চ্চ ১৯৲ টাকা, এপ্রিল-জুন ১৭৸০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৬॥৶০ আনায় এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২৬৷০ আনা, মার্চ্চ ২৫৷০ আনা, এপ্রিল-জুন ২২॥৶০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২১৶০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী

বোম্বাইএর তূলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। তূলার দরে যথেষ্ট অবনতি ঘটিতে দেখা যায়। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে শিঙ্গাপুরের দুঃসংবাদ। তূলার চাষীদের সাহায্যার্থে ভারত সরকার ৫ লক্ষ বেল তূলা ক্রয় করিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকারের এই সাহায্য নীতি কোন কোন মহলের সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা হইতেছে যে, আগামী মরশুমে ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তূলার চাষ নিয়ন্ত্রণ না করিলে এবং ঐ সঙ্গে খাদ্য শস্যের চাষ কিছু বৃদ্ধি না করিলে প্রকৃত সমস্যা দূরীভূত হইবার আশা নাই।

তূলার বাজারে সর্ব্বাধিক অবনতি লক্ষিত হয় বোরোচ এপ্রিল-মে তূলার দরে। বোরোচের দর ১৭৬॥০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে ১৮৩৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ১৯২৸০ আনা, বেঙ্গল মার্চ্চ ১২২৲ টাকা, বেঙ্গল মে ১২৫৲ টাকা, ওমরা মার্চ্চ ১৪৪৲ টাকা, এবং ওমরা মে ১৪৮৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাজার বন্ধের মুখে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৯৮॥০ আনা, ২০৫॥০ আনা, ১২৬৸০ আনা, ১২৯৸০ আনা, ১৫৩৸০ আনা ও ১৫৭৸০ আনা। নিউ ইয়র্কের তূলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে চড়তির ভাব ছিল কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে মন্দার ভাব দেখা যায়।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী।

কলিকাতা—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারের অবস্থা তেজী ছিল এবং চিনির দর পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় মণপ্রতি ৷/০ আনা হইতে ৷৶০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মফঃস্বলের চিনির ব্যবসায়ের কেন্দ্রসমূহ হইতে চিনির চাহিদা কম থাকা সত্ত্বেও চিনি ব্যবসায়ীরা চিনি সস্তাদরে বিক্রয় করিবার জন্য কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। ভারত সরকার চিনির উপর উৎপাদন করের হার আরও বৃদ্ধি করিবেন এইরূপ গুজব বাজারে প্রচারিত হওয়ায়, চিনির কাজকারবার সন্তোষজনক হয় নাই। এসপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রায় ৫০ হাজার বস্তা চিনি মজুদ ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিমণ চিনি নিম্নরূপ দরে বিকিকিনি হইয়াছে :—

চম্পারণ—১২॥৶০ ; মারোড়া—১২॥০ ; চীনপাতিয়া—১২৶০।

কাণপুর—এসপ্তাহে কাণপুরের চিনির বাজার আরম্ভ হওয়ার দিকে ইহার অবস্থা বিশেষ তেজী ছিল এবং চিনির দরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট চিনির দর বাঁধিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া গুজব ছড়াইয়া পড়ায় চিনির দর বাজার বন্ধের দিকে পুনরায় পড়িয়া গিয়াছিল।

চায়ের বাজার।

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী

গত ৯ই এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী চায়ের ৩৫ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

রপ্তানীযোগ্য চা—এসপ্তাহে এই বিভাগে চায়ের দর সাধারণতঃ মন্দা ছিল কিন্তু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা উপযুক্তরূপ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল। ইরাণে ব্যবহারোপযোগী পাতা 'অরেঞ্জ পিকো' এবং 'অরেঞ্জ ফেনিং' চায়ের দর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সাধারণ পাতা চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় /০ আনা হইতে ৷০ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। 'ফেনিং, শ্রেণীর চায়ের দর কোন কোন স্থলে পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে /০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—এই বিভাগে সবুজ চায়ের দর ভাল ছিল। গুড়া চা পাউণ্ড প্রতি পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে ৬ পাই হইতে ৯ পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মধ্যে 'অরেঞ্জ পিকো' এবং 'অরেঞ্জ ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হইতে ৶০ আনা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটার চা পাউণ্ড প্রতি ৷৶০ আনা দরে এবং আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে সুদূর প্রাচ্য এবং মধ্য প্রাচ্যে বৃটিশ সেনা বাহিনীর বিপর্য্যয়ের জন্য বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে সোণা ক্রয় করিবার জন্য কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গিনি সোণার দর বিশেষ ভাবে চড়িয়া গিয়াছে এবং প্রতিটি গিনির দর ৩৪৷/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। গিনি সোণার দর এইরূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সোণা কিনিবার জন্য আগ্রহ বেশী দেখা গিয়াছে। রেডি সোণার দর ভরি প্রতি ৪৯৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, পরে ৪৮৷৶০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে মার্চ্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি ভরি সোণার দর দাঁড়াইয়াছে ৪৮৶০ আনা। কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোণা ৫০৷০ আনা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৫০৷/০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৩৫॥৶০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

সোণার বাজারের অবস্থা তেজী থাকা সত্ত্বেও বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে বেচাকেনায় কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় নাই। ভারত সরকারের আগামী বাজেটে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী রূপার উপর বর্ত্তমানের নির্দ্ধারিত শুল্কের হার হ্রাস করা হইবে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় রূপার দর কতকটা কমিয়া গিয়াছিল। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ৭০/০ আনা এবং মার্চ্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর দাঁড়াইয়াছিল ৬৪৸০ আনা। কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপা ৬৮৷০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৬৮॥০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩½ পেন্স এবং ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সম্বন্ধে প্রতি আউন্স রূপার দর হইতেছে ২৩[illegible] পেন্স। নিউ ইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪[illegible] সেণ্টে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ	কলিকাতা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪২	৪০শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

রেলপথে ভারতীয় নিয়োগ

এদেশের রেলপথসমূহে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগ করা সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ দেশের লোকের দিক হইতে একটা দাবী চলিয়া আসিতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই দাবী ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা বেশী পরিমাণে হ্রাস করিয়া তৎস্থলে ভারতীয় নিয়োগের তেমন কোন সুব্যবস্থা এতদিন করেন নাই। সম্প্রতি রেলবিভাগের গত ১৯৪০-৪১ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ঐদিক দিয়া একটা উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে ইহা সুখের বিষয়। রেলপথসমূহে গত ১৯৩৯-৪০ সালে মোট ২ হাজার ৩৩৩ জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। আলোচ্য বৎসরে সেই সংখ্যা কমিয়া ২ হাজার ১৫৩ জন দাঁড়াইয়াছে। অপরদিকে হিন্দু কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার হইতে ৪ লক্ষ ১৫ হাজার, মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৭ হাজার হইতে ১ লক্ষ ৬১ হাজার ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১৩ হাজার ৯৯ হইতে ১৩ হাজার ৩৩৬ জন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃথকভাবে উচ্চ পদগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার সেই দিক দিয়াও ভারতীয়দের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। গত ১৯৩৪ সালে ভারতে রেলপথসমূহের উচ্চপদে ১ হাজার ৭৪ জন ইউরোপীয়, ৪১৫ জন হিন্দু, ৮২ জন মুসলমান, ১১৪ জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ২১ জন শিখ ও ২৬ জন দেশীয় খৃষ্টান নিযুক্ত ছিলেন। গত ১৯৪০-৪১ সালে রেলওয়ের উচ্চপদে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৭১৫ জন পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। অপর দিকে হিন্দু কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৫৪৪ জন, মুসলমানের সংখ্যা ১৩৪ জন, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের সংখ্যা ১৫৭ জন। শিখ কর্ম্মচারীদের সংখ্যা ৩৬ জন ও দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা ৩১ জন পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। এইরূপ বৃদ্ধির ফলে এক্ষণে সরকারী রেলপথ-সমূহের উচ্চপদে ভারতীয়ের সংখ্যা শতকরা ৬১ ভাগের মত দাঁড়াইয়াছে।

এদেশে সরকারী রেলপথের উচ্চপদে ভারতীয়ের সংখ্যা এইভাবে বাড়িয়া যাওয়া সন্তোষের বিষয় হইলেও এখনও ঐ দিক দিয়া অবস্থার যে আরও উন্নতিসাধনের সুযোগ রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় রেলপথসমূহের অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য যে একওয়ার্থ কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্টে রেলপথ-সমূহের উচ্চপদে অন্ততঃ শতকরা ৭৫ জন ভারতবাসী নিয়োগের জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত সেই নিম্নতম দাবীও কার্য্যতঃ পূরণ করেন নাই, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

আয়কর বিভাগের অনাচার

এদেশে সরকারী আয়কর বিভাগের নানারূপ দোষত্রুটি ও অনাচার সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ অভিযোগ চলিয়া আসিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার একটা বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যবসার উপর ৩২ লক্ষ টাকা আয়কর ধার্য্য হওয়ার ফলে ঐ ব্যাপার নিয়া আয়কর কর্ত্তৃপক্ষদের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন হয়। কলিকাতার ভারতীয় ব্যবসায়িগণ একজোট হইয়া তখন আয়কর বিভাগের সর্ব্বপ্রকার অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এইরূপ বিক্ষোভ লক্ষ্য করিয়াও ভারতসরকার এপর্য্যন্ত আয়কর বিভাগের নানারূপ

গলদ দূর করিবার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না। এই অবস্থায় স্যার এ এইচ্ গজনবী উক্ত বিষয়ে পুনরায় গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা আমরা খুব সময়োচিত বলিয়াই মনে করি।

এদেশে আয়কর নির্দ্ধারণের ব্যাপারে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় হিসাবে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটা বৈষম্যমূলক কার্য্যনীতি অনুসৃত হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে আয়কর আইনের ৫ নং ধারা সংশোধন করিয়া যখন কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে বিশেষ কতিপয় আয়কর কমিশনার বসাইবার ব্যবস্থা হয় তখন হইতেই ঐরূপ অনাচার বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যাইতেছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের 'স্পেশ্যাল' কমিশনারগণ সরকারী আয়কর বিভাগের নির্দ্দেশমত এদেশীয় ফার্ম্ম ও ব্যক্তিসাধারণের দেয় আয়কর সম্পর্কে তদন্ত চালাইবার ও তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্য্য করিতেছেন। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের দেয় আয়কর সম্পর্কে তদন্ত ও বিচার বিশ্লেষণের ভার সাধারণতঃ এই স্পেশ্যাল কমিশনারদের হাতে দেওয়া হয় না। প্রধানতঃ ভারতীয় ফার্ম্ম ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দেয় আয়কর সম্পর্কে তদন্ত চালাইবার ভারই উহাদের উপর ন্যস্ত হয় আর ঐ সুযোগে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উপর তাঁহারা নানাভাবে অযথা জুলুম চালাইয়া থাকেন। স্যার এ এইচ্ গজনবী তাঁহার বক্তৃতায় দেখাইয়াছেন কলিকাতার স্পেশ্যাল আয়কর কমিশনারগণ ভারতীয়দের উপর আয়কর নির্দ্ধারণের ব্যাপারে উপযুক্ত রিপোর্ট ও বিবরণের উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহাদের খামখেয়ালী মতই আয়কর নির্দ্ধারণ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি উহারা চারিশত ভারতীয় ফার্ম্মের রিপোর্ট সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া তদনুযায়ী কম আয়কর ধার্য্য করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই সব রিপোর্টের ক্রটি এই যে, এসমস্ত ভারতীয় অডিটরগণ দ্বারাই পরীক্ষিত ও সমর্থিত হইয়াছে। এইরূপ কার্য্যধারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য মূলক নীতিরই জলন্ত নিদর্শন। এইরূপ বৈষম্যমূলক নীতি দূর করিবার জন্য স্যার আবদুল হালিম কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের স্পেশ্যাল আয়কর কমিশনারের পদসমূহ উঠাইয়া দেওয়ার দাবী করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, আয়কর সম্পর্কিত নানারূপ অনাচারের প্রতিকারের নিমিত্ত স্যার এ এইচ্ গজনবী আয়কর বিভাগের কার্য্যধারার বিরুদ্ধে আপিলের একটা সুব্যবস্থা করিতেও ভারত সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, বর্ত্তমানে দেশে যে আয়কর ট্রাইবিউনেল রহিয়াছে তাহা ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগের অধীনেই কার্য্য করিয়া থাকে। আয়করের ব্যাপারে রাজস্ববিভাগের একটা প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত আছে বলিয়া উহাতে আয়কর ট্রাইবিউনেলের কাজ সুনিয়ন্ত্রিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় দেশের লোককে আয়কর সম্পর্কে সুবিচার পাওয়ার সুবিধা দিতে হইলে আয়কর ট্রাইবিউনেলকে ভারত সরকারের আইন বিভাগের কিংবা ফেডারেল কোর্টের অধীনে নেওয়ার ব্যবস্থা করা সঙ্গত। সরকারী আয়কর বিভাগের নানারূপ দোষক্রটি ও অনাচারের প্রতিকার করিতে হইলে এইরূপ নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অচিরে অবহিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই আমরা মনে করি।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তুলা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত

এদেশীয় তুলা-চাষীদের হিতকল্পে ভারত গবর্ণমেণ্ট এবারকার উদ্বৃত্ত তুলা ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পূর্ব্বে ভারত হইতে প্রতিবৎসরই বিপুল পরিমাণ তুলা বাহিরে রপ্তানী হইত। ঐদিক দিয়া জাপান ছিল ভারতের একটি প্রধান খরিদ্দার। যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে বর্ত্তমানে জাপানে তুলার রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়াছে। অন্যান্য দেশেও উহার চালান কমিয়া আসিয়াছে। ফলে একদিকে তুলার দর নামিয়া গিয়া এবং অপরদিকে অবিক্রীত তুলা জমিয়া গিয়া ভারতের তুলা চাষীদের আজ বেশীরকম দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তুলাচাষীদের এই দুঃখ লাঘব করিবার জন্য একটা ন্যায্য দরে তাহাদের নিকট হইতে তুলা ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। পূর্ব্বে এদেশে বিভিন্ন কৃষি ফসল বিক্রয় সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া পাট বিক্রয় সম্পর্কে অনেকবার এইরূপ সমস্যা দেখা গিয়াছে। কিন্তু কৃষকদের দিক হইতে নানারূপ আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের কষ্ট লাঘব করা বিষয়ে যত্নপর হন নাই। তুলার ব্যাপারে এতদিনে তাঁহারা সেই কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন ইহা আনন্দের বিষয়। তবে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ কার্য্য পূর্ণভাবে সমর্থন করিবার পূর্ব্বে তুলা ফসল সম্পর্কে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি তাহা বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। এদেশের, বিশেষ করিয়া মধ্য ও পশ্চিম ভারতের, অনেক কৃষক তুলার সম্ভবপর চাহিদার প্রতি নজর না রাখিয়া বরাবরই জমিতে বেশী পরিমাণে তুলা চাষ করিয়া আসিতেছে। ফলে প্রায় প্রতিবৎসরই বিস্তর তুলা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইতেছে। এই অবস্থায় তুলাচাষীদের স্থায়ী কল্যাণ দেখিতে হইলে এখন হইতে চাহিদা অনুযায়ী তুলার চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কৃষকদিগকে বাধ্য করাই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। অধিকন্তু উহারা যাহাতে তুলার বদলে জমিতে বর্ত্তমানের তুলনায় অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্যের আবাদ করে, তাহা দেখাও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত। উদ্বৃত্ত তুলা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সঙ্গে ঐ দিক দিয়া গবর্ণমেণ্ট কতদূর কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে চাই। তাহাছাড়া এই প্রসঙ্গে অন্য একটি বিষয়ও বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার যোগ্য। এদেশে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহা প্রায় সমস্তই ছোট আঁশযুক্ত তুলা। এই সব তুলা দিয়া মিহি সুতা ও মিহি বস্ত্র উৎপাদন সম্ভবপর নহে বলিয়া ভারতে তুলার বিপুল যোগান সত্ত্বেও প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ লম্বা আঁশযুক্ত তুলা আমদানী করিতে হয়। এই অবস্থায় আজ দেশে ছোট আঁশযুক্ত তুলার বদলে যদি ব্যাপক আকারে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা চাষের ব্যবস্থা হয় তবে একদিকে বেশী পরিমাণে ভারতীয় তুলা কাটতির সুবিধা হইবে এবং অপরদিকে উন্নত শ্রেণীর তুলা সম্পর্কে এদেশের শোচনীয় পরমুখাপেক্ষিতাও দূর হইবে। কাজেই এবারকার উদ্বৃত্ত তুলা ক্রয় করিয়া লইবার সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট ছোট আঁশযুক্ত তুলার পরিবর্ত্তে এদেশে ব্যাপকভাবে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা চাষেরও একটা সুব্যবস্থা করুন—ইহাই আমরা চাই। এই ভাবে সকল দিক দিয়াই যদি সুপরিকল্পিত কর্ম্মপন্থা অনুসৃত হয় তবে ভারতীয় তুলাচাষীদের স্থায়ী কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইতে পারে। নতুবা তাহা অসম্ভব বলিয়াই আমরা মনে করি।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে নূতন উদ্যম

দুই কোটি টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া নামে একটি ব্যাঙ্ক কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে। মধ্য ভারত ও কাথিয়ারের কতিপয় দেশীয় রাজ্যের নৃপতি ও ব্যবসায়িগণ এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন। নবনগরের জাম সাহেব উহার একজন পৃষ্ঠ-পোষক। এই প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন যেরূপ বিপুল তেমনই উহার উদ্দেশ্যও অনেকটা অভিনব ধরণের। মধ্যভারত ও কাথিয়ারের দেশীয় রাজ্যসমূহে যে পর্য্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে এতদিন

তাহা কাজে লাগাইয়া প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তুলিবার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নাই। উক্ত এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সঙ্গে আজ বিশেষ করিয়া ঐবিষয়ে উদ্যোগী হইবেন। ঐ ব্যাঙ্ক নানাদিক দিয়া দেশীয় রাজ্যসমূহের যানবাহন ব্যবস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে উন্নতিমূলক কার্য্যনীতি অনুসরণ করিবে। তাহা ছাড়া, সুপরিকল্পিত কর্ম্মপন্থা অবলম্বনে অন্য নানাদিক দিয়া লোকের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে সাহায্য করাও ঐ ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য হইবে। এদেশে সাধারণ শ্রেণীর যে সব কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে তাহারা তাহাদের স্বল্প মিয়াদী আমানত দ্বারা উপরোক্ত ধরণের কার্য্যে দেশবাসীকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে না। সেই অসুবিধা উপলব্ধি করিয়াই বোম্বাই অঞ্চলের কতিপয় উদ্যোগশীল নৃপতি ও ব্যবসায়ী এই নূতন ব্যাঙ্কটি স্থাপনে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন। দীর্ঘ মিয়াদী আমানতে উহাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে। তাহাতে আশা করা যায় এই ব্যাঙ্ক শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া দেশীয় রাজ্যগুলির সমুচিৎ উন্নতিসাধনে উল্লেখযোগ্যরূপ সাহায্য করিতে পারিবে।

নূতন ধরণের একটি বড় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার দিক দিয়া বোম্বাইয়ের এই উদ্যম বাঙ্গলা প্রদেশের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকরণের যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। উপযুক্ত মূলধনের অভাবে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধিত হইতেছে না। উপযুক্ত অর্থ ও সুপরিকল্পিত চেষ্টাযত্ন নিয়োজিত না হওয়ার দরুণ অন্য নানাদিক দিয়াও জাতীয় আর্থিক উন্নতির কাজ ব্যাহত হইতেছে। এই অবস্থায় দেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে ঐ সব বিষয়ে অচিরে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিতে পরিপূর্ণ সহায়তার জন্য উপযুক্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা সঙ্গত। বাঙ্গলা প্রদেশের অর্থবল অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ন্যূন নহে। এ প্রদেশের ধনী ব্যবসায়ী, প্রতিপত্তিশীল জমিদার ও সঞ্চয়শীল চাকুরীয়াদের হাতে নানাভাবে প্রচুর অর্থ নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছে। ঐসমস্ত অর্থ যথাযথ কাজে লাগাইবার জন্য আজ যদি সকলেই বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হন তবে এদেশে উপযুক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপন তথা শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ব্যবস্থা অনেক পরিমাণে সম্ভবপর হইতে পারে। অন্যান্য প্রদেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বাঙ্গালী এখনও সেবিষয়ে অবহিত হইবে না কি ?

মোটর শিল্পের প্রতিবন্ধকতা

ভারতে মোটর শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা দেখিয়া সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার প্রথম হইতে এদেশে একটি মোটর কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেওয়ায় এই যুদ্ধের সুযোগেও এদেশে মোটর শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইতেছে না। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এরূপ অজুহাত দেখান হইয়াছিল যে, এদেশে মোটর কারখানা স্থাপন করিতে হইলে বিদেশ হইতে বিশেষ করিয়া আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা আনিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে সমরোপকরণ ক্রয়ের জন্য ভারতের অনুকূল ডলার সিকিউরিটি সঞ্চয় ও সংরক্ষণের যে প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যন্ত্রপাতি আমদানীর সে সুযোগ দেওয়া সম্ভবপর নহে। ইহার জবাবে শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ এক বক্তৃতায় দেখাইয়াছিলেন যে, ডলার সিকিউরিটি নিয়োগের অসুবিধা দেখাইয়া মোটর কারখানা স্থাপনের বিরোধিতা করিতে যাওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অবান্তর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইজারা ও ঋণদান আইন পাশ হওয়ার পর উপযুক্ত ডলার সিকিউরিটি ছাড়াই ঐ দেশ হইতে সমরোপকরণ আনিবার সুবিধা হইয়াছে। মোটর কারখানার উপযোগী যন্ত্রপাতির আমদানী রোধ করিয়া সেজন্য ডলার সিকিউরিটি সঞ্চয়ের কোন আবশ্যকতা এক্ষণে নাই। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট মোটর কারখানা স্থাপনে অনুমতি না দেওয়ার অন্য একটি কারণ উল্লেখ করেন। তাঁহারা বলেন, এদেশে মোটর কারখানা স্থাপন করিতে গেলে উহাতে অনেক কারিগর নিয়োগ করিতে হইবে। আর তাহাতে সমরোপকরণ নির্ম্মাণের বিভিন্ন কারখানায় এই শ্রেণীর লোকের অভাব ঘটিবার আশঙ্কা আছে। ইহার উত্তরে শেঠ বালচাঁদ তাঁহাদিগকে জানান যে, এদেশে মোটর কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিলে সমরোপকরণ নির্ম্মাণের কারখানা হইতে কারিগর না লইয়া সেজন্য পৃথকভাবেই তিনি উপযুক্ত সংখ্যক লোক নিয়োগ করিবেন। এই ভাবে সমস্ত অবান্তর অজুহাত খণ্ডিত হওয়ার পর ভারত গবর্ণমেণ্ট মোটর কারখানা স্থাপন সম্পর্কে তাঁহাদের আপত্তির একটি নূতন কারণ সম্প্রতি উপস্থিত করিয়াছেন। ন্যাশনেল ডিফেন্স কাউন্সিলের গত অধিবেশনে কয়েকজন সদস্য এদেশে মোটর শিল্প গড়িয়া তোলার দাবী উত্থাপন করিলে গবর্ণমেণ্ট জানান যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় ঐ শিল্প স্থাপনের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। কেননা এদেশে মোটর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে যে নূতন ধরণের মোটর যান প্রস্তুত হইবে তাহা সামরিক বিভাগের কাজে ব্যবহার করা চলিবে না। এই সব নূতন মোটর ব্যবহার করিতে ও প্রয়োজন মত তাহা মেরামত করিতে যে 'স্পেয়ার পার্টস্' বা আনুসঙ্গিক কল-কব্জা দরকার তাহা পাওয়া খুবই দুষ্কর হইবে। আর সেই অসুবিধার জন্য বর্ত্তমানে এদেশে মোটর কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়াও কোন লাভ হইবে না। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের 'কমার্স' পত্রে এসম্পর্কেও শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদের একটি জবাব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "ভারত সরকারের সামরিক বিভাগে সম্প্রতি পাঁচটি স্বতন্ত্র কোম্পানী দ্বারা প্রস্তুত বিভিন্ন রকমের প্রায় ৩ হাজার মোটর যান আমদানী হইয়াছে। এই সব মোটর যান চালাইবার ব্যবস্থা যদি সামরিক বিভাগ করিতে পারেন তবে ভারতের তৈয়ারী মোটর তাঁহারা কেন যে চালাইতে পারিবেন না তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। তাহাছাড়া সামরিক উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতে গিয়া আমি প্রায় বৎসর খানেক পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে, ভারতীয় কারখানায় মোটর প্রস্তুত হইলে উহা ব্যবহার ও মেরামত করিতে যে আনুষঙ্গিক কলকব্জা দরকার হইবে আমি নিজেই তাহা সামরিক বিভাগকে সরবরাহ করিব। আমার দিক হইতে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি সত্বেও গবর্ণমেণ্ট আজ আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতির কথা তুলিয়া মোটর কারখানা স্থাপনে আপত্তি করিতেছেন, ইহা দুঃখের বিষয়"। শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ যেসব যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার পর এদেশে মোটর শিল্প স্থাপনের প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইহার পরও যদি গবর্ণমেণ্ট এদেশে মোটর কারখানা স্থাপনের বিরোধিতা করেন, তবে তাহা নিতান্ত স্বেচ্ছাচারেরই সামিল হইবে।

ভিক্ষুকদের জন্য উপনিবেশ

কলিকাতায় ভিক্ষা-জীবীদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া যাওয়াতে একটা বড় রকম সমস্যার সূচনা হইয়াছে। ভিক্ষুকদের ভিতর বিভিন্ন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেশী বলিয়া উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে নানাভাবে নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্য-সুখ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। তাহা ছাড়া অনেক সক্ষম ও সবল লোক কাজকর্ম্ম দ্বারা জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা না দেখিয়া সহজ ব্যবসা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাতে জাতীয় কর্ম্মশক্তিরও শোচনীয় অপচয় ঘটিতেছে। বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ সমস্যার প্রতিকারের জন্য ইতিমধ্যে নানারূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট এতদিন এবিষয়ে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের মনোযোগ এবিষয়ে কতকটা নিয়োজিত হইয়াছে জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। প্রকাশ তাঁহারা বিমান আক্রমণ প্রতি-রোধমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়া তৎসঙ্গে কলিকাতা হইতে ভিক্ষুক অপসারণের কথাও বিবেচনা করিতেছেন। আর সেজন্য অচিরে কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি ভিক্ষুক উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব উঠিয়াছে। এই প্রস্তাব কার্য্যকরীভাবে গ্রহণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি আইন প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন। ঐ বাবদ সরকারী বাজেটে কিছু অর্থও বরাদ্দ করা হইয়াছে। যদিও গবর্ণমেণ্টের বিস্তারিত পরিকল্পনা এখনও আমরা অবগত নহি তথাপি এই শুভ সঙ্কল্পের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। সরকারী চেষ্টায় কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিলে ভিক্ষুকেরা সেখানে সুচিকিৎসার সুবিধা পাইবে এবং তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী জীবিকার্জ্জনের সুযোগ পাইবে—ইহা আনন্দের বিষয়।

বাঙ্গলার বাজেট

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি বাঙ্গলা সরকারের যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে উহাই মনে হয় যে, বর্ত্তমানের এই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে বাজেট রচনায় উহা অপেক্ষা সন্তোষজনক আর কিছু করা সম্ভবপর ছিল না। বাজেট উপস্থিত করিবার মাত্র ২ মাসকাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা কার্য্যভার গ্রহণ করেন। চলতি বৎসরের ব্যয় সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিসভা যে নীতি ও কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন দুই মাসকাল সময়ের মধ্যে তাহা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা সম্ভবপর ছিল না। বিশেষতঃ গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে শত্রুর আক্রমণ হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার বিধিব্যবস্থার জন্য যে এত অধিক পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে হইবে তাহা কাহারও ধারণার মধ্যে আসে নাই। চলতি বৎসরের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে এই দফায় মাত্র ৭ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ চলতি বৎসরে এই দফায় ব্যয় হইবে ৭৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। চলতি বৎসরে এই দফায় অন্যান্য বিভাগেও আনুষঙ্গিক হিসাবে কিছু কিছু অধিক ব্যয় হইয়াছে। অধিকন্তু চলতি বৎসরে ঢাকায় দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য এবং বরিশাল, নোয়াখালী, ত্রিপুরা জেলায় ঘূর্ণিবাত্যায় ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য ইত্যাদিতে গবর্ণমেণ্টকে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। উহা সত্ত্বেও চলতি বৎসরে যে স্থলে আয়ের তুলনায় ১ কোটী ৩৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া বাজেটে বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল, সেই স্থলে আয়ের তুলনায় ১ কোটী ৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া বর্ত্তমানে অনুমান করা হইতেছে। অবশ্য চলতি বৎসরে ঘাটতির এই পরিমাণ হ্রাসের জন্য বর্ত্তমান অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিসভা কোন প্রশংসার দাবী করিতে পারেন না। চলতি বৎসরের বাজেট রচনার সময়ে আয়ের হিসাবে বিক্রয়কর, পেট্রল বিক্রয়কর এবং পাট বিক্রয়কর—এই তিনটী নূতন ট্যাক্সবাবদ কোন আয় ধরা হয় নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ এই তিন দফায় চলতি বৎসরে ৩৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৪০-৪১ সালে যে পাট ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা বিক্রয় করিয়া চলতি বৎসরে ৩১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। উহা ছাড়া বিভিন্ন বিভাগে চলতি বৎসরে গবর্ণমেণ্টের আয় অনুমিত আয়ের তুলনায় ৫৯ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। এই ভাবে ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা আয় বেশী হওয়ায় চলতি বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ বরাদ্দকৃত ব্যয়ের তুলনায় ৯৪ লক্ষ টাকা বেশী হওয়া সত্ত্বেও সমষ্টিগত ফল হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ বরাদ্দের তুলনায় ৩১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা কম হইয়াছে।

আগামী ১৯৪২-৪৩ সালের জন্য যে বাজেট রচনা করা হইয়াছে তাহা দ্বারাই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার কার্য্যনীতির বিচার করিব। আগামী বৎসরে মোট আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১৫ কোটী ৬৯ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১৬ কোটী ৭৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। কাজেই আগামী বৎসরে যদি বরাদ্দ মত আয় হয় এবং খরচের বরাদ্দ ঠিক থাকে তাহা হইলে আয়ের তুলনায় ১ কোটী ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা বেশী ব্যয় হইবে। কি ব্যক্তিগত ব্যাপারে, কি গবর্ণমেণ্টের ব্যাপারে কোন ক্ষেত্রেই আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে আয়ের তুলনায় অধিক ব্যয় করা বাঞ্ছনীয় নহে। সেই হিসাবে আগামী বৎসরের বাজেটও অসন্তোষজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধক্ষেত্র বাঙ্গলার প্রায় সীমান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে। শত্রুর আক্রমণ হইতে বিপন্ন দেশবাসীকে রক্ষা করাই বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য আগামী বৎসরে বাঙ্গলাদেশে ৪ কোটী ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। উহার মধ্যে ভারত সরকার ২ কোটী ৮১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করিবেন স্থির হইয়াছে। কাজেই বাঙ্গলা সরকারকে আগামী বৎসরে এই দফায় ১ কোটী ২১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইবে। এই বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা ঘাড়ে না পড়িলে আগামী বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের ঘাটতি তো হইতই না—বরং পৌনে যোল লক্ষ টাকার মত উদ্‌বৃত্ত হইত। সুতরাং ডাঃ মুখার্জ্জির বাজেট একটী ঘাটতি বাজেট হইলেও স্বাভাবিক অবস্থার বিচারে উহাকে একটি উদ্‌বৃত্ত বাজেট বলা চলে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৯৪০-৪১ সালে জনরক্ষার জন্য কোন অতিরিক্ত ব্যয় না করা সত্ত্বেও এই বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের আয়ের তুলনায় ৯০ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে। সেই হিসাবে গত বৎসরের বাজেটের তুলনায় আগামী বৎসরের বাজেটকে নিশ্চয়ই সন্তোষজনক বলা চলে।

কিন্তু যুদ্ধের এই অস্বাভাবিক অবস্থার দিক বিবেচনা করিয়া আগামী বৎসরের বাজেটের বিরুদ্ধে আমাদের তেমন কিছু বলিবার না থাকিলেও জাতিগঠনমূলক কাজের দিক হইতে বিচার করিয়া উহাকে আমরা একটা চূড়ান্তরূপ অসন্তোষজনক বাজেটই বলিব। বাঙ্গলার জনসংখ্যা দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে, দেশে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যা ক্রমেই অধিকতর তীব্র ও মর্ম্মান্তিক হইতেছে। এদিকে পাট বাবদ বাঙ্গলার আয় কমিয়া যাইতেছে এবং ভূমির উৎপাদিকা শক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। অজ্ঞতা, অনশন, অর্দ্ধাশন ইত্যাদির ফলে বাঙ্গলায় রোগশোকের অধিকতর প্রাবল্য ঘটিয়াছে। দেশের শতকরা ৯০ জন লোক পল্লী অঞ্চলে বাস করিয়া থাকে। নিদারুণ দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িক অশান্তি, চোর ডাকাতের উপদ্রব ইত্যাদির জন্য উহারা জর্জ্জরিত। বাঙ্গলা সরকার প্রত্যেক বৎসর দেশের দরিদ্র অধিবাসীর নিকট হইতে ১৫।১৬ কোটী টাকা আদায় করিয়া উহা যেভাবে ব্যয় করিতেছেন তাহাতে দেশবাসীর উপরোক্তরূপ জীবনমরণ সমস্যাগুলির কিছুই সমাধান হইতেছে না। এই দেশকে যদি ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে বাজেটে এরূপভাবে অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহার ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, কৃষক ন্যায্য মূল্যে তাহার উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করিতে পারিবে, দেশে ব্যবসা ও শিল্পের প্রসার হইয়া বেকার সমস্যার সমাধান হইবে, চোর ডাকাতের উপদ্রব বিদূরিত হইবে এবং সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র জাতি জাতিগঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করিবে। বর্ত্তমান বাজেটে এরূপ কর্ম্মপন্থার বিশেষ কোন নিদর্শন

(১১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেলবিভাগের অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধি

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্র-পরিষদে রেলবিভাগের আয়ব্যয় সম্বন্ধে ১৯৪০-৪১ সালের যে চূড়ান্ত হিসাব এবং ১৯৪১-৪২ ও ১৯৪২-৪৩ সালের যে সংশোধিত ও আনুমানিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে ভারতীয় রেল-বিভাগের অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধিই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে এরূপ বরাদ্দ করা হইয়াছিল যে, উক্ত বৎসরে সমস্ত ব্যয় বাদে রেলবিভাগের ৮ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। কিন্তু গত বৎসর চলতি ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার সময় ৮।১০ মাসের অভিজ্ঞতা হইতে উক্ত হিসাব সংশোধন করিয়া এরূপ জানান হয় যে, ১৯৪০-৪১ সালে রেল বিভাগে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৪ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা। এক্ষণে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত করার কালে ১৯৪০-৪১ সালের যে চূড়ান্ত হিসাব উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত বৎসরে রেল বিভাগে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা।

চলতি ১৯৪১-৪২ সালের অবস্থাও অনুরূপ সন্তোষজনক হইয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি বৎসরের বাজেট উপস্থিত করা হয়, সেই সময়ে রেলবিভাগে মোট আয়ের পরিমাণ ১১০ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৯৮ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা ধরিয়া এই বৎসরে মোট ১১ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু এক্ষণে ৮।১০ মাসের হিসাব দৃষ্টে উপরোক্ত হিসাব সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, চলতি বৎসরে অনুমিত আয়ের তুলনায় আয় আরও ১৯ কোটী ৮ লক্ষ টাকা বেশী হইবে এবং পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যয় ব্যয়ের হিসাবে না ধরিয়া মূলধন হইতে উহা সঙ্কুলান করা হইবে, সেই শ্রেণীর কতকগুলি ব্যয় এবার ব্যয়ের হিসাবে ধরার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা ৪ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। কাজেই চলতি বৎসরে অতিরিক্ত আয় ও অতিরিক্ত ব্যয় কাটাকাটি হইয়াও উদ্বৃত্তের পরিমাণ আরও ১৪ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া উহা ২৬ কোটী ২০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইবে। আগামী বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি ১৯৪১-৪২ সালের চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইবে তখন হয়ত জানা যাইবে যে, এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২৬ কোটী ২০ লক্ষ টাকা অপেক্ষাও বেশী হইয়াছে। আগামী ১৯৪২-৪৩ সালে রেলবিভাগের মোট আয় ১২৮ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১০০ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। এই হিসাব মত আগামী বৎসরে রেলবিভাগের ২৭ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হওয়ার কথা।

১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় রেলবিভাগে যে পরিমাণ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং চলতি বৎসরে ও আগামী বৎসরে রেলবিভাগে যে পরিমাণ টাকা উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে ভারতীয় সরকারী রেলপথে পূর্ব্বে আর কখনও এত অধিক পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত হইতে দেখা যায় নাই। রেলবিভাগের এই অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধির কারণ কি তৎসম্বন্ধে গত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে 'আর্থিক জগতে' আমরা একটী প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। অল্প কথায়—রেলপথে যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি, ভারতের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে যে সমস্ত মালপত্র ও যাত্রী সমুদ্রপথে নীত ও আনীত হইত জাহাজের অভাব হেতু তাহা এক্ষণে রেলপথে নীত ও আনীত হওয়া, পেট্রলের অভাবের জন্য মোটর বাস ও মোটর লরীযোগে প্রেরিত যাত্রী ও মালপত্র রেলপথে স্থানান্তরিত হওয়া, কলিকাতা মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির রেলযোগে পলায়ন, পূর্ব্বে যাহারা সহরে আসিয়া কাজকর্ম্ম করিত তাহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক দৈনিক হিসাবে মফঃস্বল হইতে যাতায়াত, যুদ্ধের জন্য ভারতীয় কলকারখানাসমূহে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি হেতু এই সব কলে রেলপথ-সমূহ কর্ত্তৃক অধিকতর পরিমাণে কাঁচামাল সরবরাহ ও কলসমূহ হইতে অধিকতর পরিমাণে শিল্পদ্রব্য স্থানান্তরে প্রেরণ এবং পরিশেষে যুদ্ধের জন্য সৈন্য ও রসদ সরবরাহের উদ্দেশ্যে সহস্রাধিক স্পেশ্যাল ট্রেণের ব্যবস্থার জন্যই রেলবিভাগের আয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সেই অনুপাতে ব্যয় কিছুই বাড়ে নাই। রেলবিভাগে এত অধিক উদ্বৃত্ত হওয়ার উহাই কারণ।

ভারতীয় রেলপথসমূহের অধিকাংশ বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের তথা দেশের জনসাধারণের সম্পত্তি। রেলবিভাগের উন্নতির সহিত দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি বিশেষভাবে জড়িত। দেশের বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধানেও রেলবিভাগ যেভাবে সাহায্য করিতেছে, গবর্ণমেণ্টের আর কোন বিভাগ সেরূপভাবে সাহায্য করিতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় রেলবিভাগের রাজস্বের এইরূপ অভূতপূর্ব্ব উন্নতি দেখিয়া দেশবাসীমাত্রেরই আনন্দিত হওয়ার কথা। কিন্তু রেলবিভাগের মারফতে দেশের দরিদ্র অধিবাসীদের উপর যেভাবে পরোক্ষ ট্যাক্স আদায় করা হইতেছে এবং উক্ত বিভাগে উদ্বৃত্ত টাকার সুফল হইতে দেশবাসীকে যেভাবে বঞ্চিত করা হইতেছে তাহাতে রেলবিভাগের এই সমৃদ্ধি দেখিয়াও আমরা আনন্দিত হইতে পারিতেছি না। গত ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে উক্ত বৎসরে রেলবিভাগের ৮ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে (যদিও কার্য্যতঃ উদ্বৃত্ত হইয়াছে ১৮ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা) দেখিয়াও রেলবিভাগ হইতে ভারত সরকারের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিবার অজুহাত দেখাইয়া ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ভারতীয় সমস্ত সরকারী রেলপথে যাত্রী ও মালের ভাড়া প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এজন্য রেলবিভাগে অন্ততঃ দশ কোটী টাকা অতিরিক্ত আয় হইয়াছে এবং দেশের জন-সাধারণ, ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকেই অতিরিক্ত হিসাবে এই টাকা যোগাইতে হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে রেলবিভাগে যে ২৬ কোটী ২০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে তাহার মধ্যেও কম পক্ষে দশ কোটী টাকা যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধির জন্যই আদায় হইয়াছে। আগামী ১৯৪২-৪৩ সালে যাত্রী ও মালের ভাড়ার এই বৰ্দ্ধিত হার তো কমানো হইবেই না—বরং আগামী ১লা মে হইতে ই আই আর ও এন ডব্লিউ আর'এ যাত্রীর ভাড়া বাড়ান হইবে, এরূপ জানান হইয়াছে। অধিকন্তু সমস্ত সরকারী রেলপথে উক্ত তারিখ হইতে মালের ভাড়াও বাড়িবে। মোটের উপর রেলবিভাগে ১৯৪০-৪১ সাল হইতে ১৯৪২-৪৩ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরে যে ৭২ কোটী

(১১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতে যৌথ কোম্পানীর প্রসার

ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি গত ১৯৪১ সালের জুন মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে গত ১৯৪০-৪১ সালের শেষে এদেশে কোন শ্রেণীর কতগুলি যৌথ কোম্পানী ছিল এবং উহাদের মূলধনের পরিমাণ কিরূপ ছিল তৎসম্পর্কে একটি বিবরণ সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জগতের অন্যান্য দেশের মত বর্ত্তমানে এদেশের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাও প্রধানতঃ যৌথ কোম্পানীর মারফতে পরিচালিত হইতেছে। কাজেই যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ প্রভৃতি দৃষ্টে এদেশে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের গতি অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গত ১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে ভারতে শিল্পোন্নতির একটা সুযোগ আসিয়াছে। এই সুযোগ যথাযথ কাজে লাগাইয়া ভারতবর্ষ এবার শিল্পের দিক দিয়া কয়েক ধাপ অগ্রসর হইবে এরূপ আশাই দেশের লোক করিয়া আসিতেছে। ১৯৪০-৪১ সালের বিবরণ আলোচনা করিলে সেদিক দিয়া অবস্থার গতি অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তবে দুঃখের বিষয় সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালের চলতি যৌথ কোম্পানীসমূহের একটা বিবরণ প্রকাশিত হইলেও গত ১৯৩৮-৩৯ সাল ও ১৯৩৯-৪০ সাল সম্পর্কে তেমন কোন বিস্তারিত বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। গত সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৭-৩৮ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন। উহার পর এক্ষণে ১৯৪০-৪১ সালের চলতি যৌথ কোম্পানীগুলির একটী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই অবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে গত তিন বৎসরের অবস্থা আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা গত ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে এদেশে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা তথা শিল্প ব্যবসায়ের গতি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে চেষ্টা করিব।

গত ১৯৩৭-৩৮ সালের শেষে ভারতে সর্ব্বশ্রেণীর চলতি যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৬৫৭টি। উহাদের অনুমোদিত মূলধন ও আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৫১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ও ২৭৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। ১৯৪০-৪১ সালের শেষে ভারতে চলতি যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা বাড়িয়া ১১ হাজার ৬১৭টি দাঁড়াইয়াছে। অপরদিকে উহাদের অনুমোদিত মূলধন ও আদায়ীকৃত মূলধন বাড়িয়া যথাক্রমে ৮৮১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ও ৩০২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ১৯৩৭-৩৮ সালের পর ১৯৪০-৪১ সাল পর্য্যন্ত ভারতে যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ৯৬০টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৩০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ও আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ২৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধি কতকটা উন্নতির লক্ষণ হইলেও উহাতে দেশে শিল্প ব্যবসায়ের তেমন কোন প্রসার ও অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে প্রতি বৎসরই কয়েক শত নূতন যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সে হিসাবে আলোচ্য তিন বৎসরে যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ৯৬০টি বৃদ্ধি পাওয়া খুব উল্লেখযোগ্য নহে। বিশেষতঃ যুদ্ধের জন্য গত ১৯৩৯-৪০ সালে ও ১৯৪০-৪১ সালে যে স্থলে লোকে ব্যাপকভাবে নূতন শিল্প কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ারই আশা করিয়াছিল সেস্থলে ঐ বৃদ্ধি খুব ভরসাজনক বলিয়া মনে করা যায় না। দেশে বড় বড় নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে সমষ্টিকৃতভাবে কোম্পানীসমূহের অনুমোদিত মূলধন খুবই বাড়িয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু আলোচ্য তিন বৎসরে অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ মাত্র ৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহাতে এ পর্য্যন্ত দেশে নূতন বড় কোম্পানী খুব সামান্যই গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দেশে শিল্পোন্নতির যে সুযোগ আসিয়াছে নূতন কলকারখানার সংখ্যা বাড়াইয়া তাহা কাজে লাগাইবার তেমন কোন ব্যবস্থা হয় নাই। মুখ্যতঃ পুরাতন শিল্প কোম্পানীসমূহের আদায়ীকৃত মূলধন বাড়াইয়া ও পুরাতন কলকারখানাসমূহের কিছু কিছু বিস্তার সাধন করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির একটা ব্যবস্থা হইয়াছে মাত্র।

ভারতবর্ষের যৌথ কোম্পানীসমূহের মধ্যে অনেক শ্রেণীর শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে কতিপয় উল্লেখযোগ্য শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মূলধন কিরূপ দাঁড়াইয়াছে নিম্নে আমরা তাহার বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

কোম্পানী	সংখ্যা		আদায়ী মূলধন (লক্ষ টাকা হিসাবে)	
	১৯৩৭-৩৮	১৯৪০-৪১	১৯৩৭-৩৮	১৯৪০-৪১
ব্যাঙ্ক	১৫০৭	১২৭৯	১৩৪২	১২০১
দাদনী ও ট্রাষ্ট ব্যবসা	১৪১	১৭৩	৯০৪	১০০০
বীমা	৭৪২	৫৬৬	৩৬৫	৪০৯
রাসায়নিক শিল্প	৩৫০	৪৯২	৩৩৬	৬৩৬
ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯১	২৪২	৫১৫	৫১৫
কাঁচের কারখানা	৩১	৪৮	২২	৩৩
দিয়াশলাই কারখানা	৩৬	৩৪	৭১	৮১
এলুমিনিয়াম কারখানা	৬	৭	৫৮	৭৬
কাপড়ের কল	৩৬৫	৩৯৯	৩৭২৩	৩৮৯১
চটকল	৭৮	৮৫	২০২৮	২০৩৫
কাগজের কল	১৮	২৪	১৬৯	২৭০
তৈলের কল	৫৩	৬৭	৮১	১০৯
কয়লার খনি	২০২	১৯৯	৯৬১	৮৭৫
অভ্রের খনি	১৫	২৩	৩২	৪০
চিনির কল	১৭৭	১৬৪	৯৭৮	১২১৩

উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় গত ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে গত ১৯৪০-৪১ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরে দেশে ব্যাঙ্ক, বীমা, কয়লার খনি, দিয়াশলাইয়ের কারখানা ও চিনির কলের সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। অপর দিকে অন্যান্য শ্রেণীর যৌথ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। রাসায়নিক কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান, কাপড়ের কল, কাগজের কল ও অভ্রের খনি প্রভৃতির সংখ্যা প্রধানতঃ যুদ্ধের জন্যই বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে ঐসব দিক দিয়া আরও বেশী অগ্রগতিই দেশের লোক আশা করিয়াছিল। গত তিন বৎসরে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার সংখ্যা বাড়িয়াছে অথচ উহাতে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ বাড়ে নাই। কাপড়ের কল ও

কাগজের কল প্রভৃতির মূলধন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবে তাহা অতি সামান্য। উহাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ব্যাপক আকারে ঐসব শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার সুযোগ সত্ত্বেও দেশের লোক ঐ সব দিকে এখনও বিশেষ কিছুই অর্থ নিয়োগ করিতে আরম্ভ করে নাই। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের মারফতে সুযোগ বুঝিয়া উৎপাদন কিছু বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে মাত্র।

পৃথকভাবে বাঙ্গলা প্রদেশের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায়, গত ১৯৩৭-৩৮ সালের পর বাঙ্গলায় নানা শ্রেণীর যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা মোট ৫৫৮টি বাড়িয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে এ প্রদেশে যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৪৩৭টি। গত ১৯৪০-৪১ সালের শেষে তাহা ৪ হাজার ৯৯৫টি দাঁড়াইয়াছে, তবে বর্ত্তমান রিপোর্টে এ প্রদেশের যৌথ কোম্পানী-সমূহের মূলধনের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা শিল্প ব্যবসায়ে বাঙ্গলার একটি বড় রকম গলদই সূচিত করিতেছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বাঙ্গলার ৪ হাজার ৪৩৭টি যৌথ কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে চলতি কোম্পানীর সংখ্যা বাড়িয়া ৪ হাজার ৯৯৫টি হইয়াছে। কিন্তু আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১২৫ কোটি টাকার বেশী বাড়ে নাই। আলোচ্য বৎসরে বোম্বাইয়ে যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫৯৬টি। আর ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১৫ কোটি টাকা। ইহা হইতে মূলধনের দিকদিয়া বোম্বাইয়ের তুলনায় বাঙ্গলার যৌথ কোম্পানীসমূহের মারাত্মক দুর্ব্বলতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সকল প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় বেশী যৌথ কোম্পানী গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ কম বলিয়া উহারা অন্যান্য প্রদেশের কোম্পানীসমূহের মত তেমন উন্নতি দেখাইতে পারিতেছে না। বাঙ্গলায় মূলধনের এই অভাব দূর করা বিষয়ে এপ্রদেশের প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

(বাঙ্গলার বাজেট)

নাই। অবশ্য কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি সমস্তের জন্যই অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু উহা এত নগণ্য এবং এরূপভাবে বিভিন্ন বিভাগে বিচ্ছিন্ন যাহার দ্বারা কোন সুফলই পাওয়া যাইবে না।

মন্ত্রিমণ্ডলের সমর্থকগণ হয়ত বলিবেন যে, যুদ্ধের সময়ে জাতিগঠনমূলক কাজে হাত দিবার অবসর কোথায় এবং এজন্য এত অর্থই বা কোথায় পাওয়া যাইবে। আমরা আজই বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলকে একটা ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কাজে অবতীর্ণ হইতে বলিতেছি না। এজন্য যুদ্ধাবসানকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল যদি জনসাধারণের আস্থা ও সমর্থন লাভ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দেশবাসীর সমক্ষে এমন একটা ব্যাপক ও দীর্ঘদিনব্যাপী পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে হইবে, যাহার ফলে তাহাদের মনে বিশ্বাস ও আশার সঞ্চার হইবে। আর দেশের প্রকৃত হিতজনক কাজ করিবার পক্ষে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সম্বন্ধে একবার যদি জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মে তাহা হইলে উহাদের সহযোগিতা দ্বারাই গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন। এই সহযোগিতার মূল্য গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় উপলব্ধি করিতে পারেন না। দেশের ৬ কোটী লোক যদি স্বেচ্ছায় গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে প্রত্যহ কমপক্ষে ১ কোটী টাকার কাজ হইতে পারে। এই কাজ আদায় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে মাত্র উহাদের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে হইবে, জনসাধারণের সমক্ষে উহাদের দুঃখদুর্দ্দশা নিবারণক্ষম একটী কর্ম্মপন্থা উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। এই কার্য্যের মূলধন হিসাবে গবর্ণমেণ্টকে যদি ১০ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা সুদ দিতে হয় তাহা হইলে চরমে উহাতে গবর্ণমেণ্টই সবচেয়ে অধিক লাভবান হইবেন।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিকট বাজেট রচনাকালে আমরা সাহস, দূরদৃষ্টি এবং গতানুগতিকতা বর্জ্জিত মনোভাব দাবী করিতেছি। দেশের দরিদ্র অধিবাসীকে উৎপীড়ন করিয়া অর্থ আদায় করতঃ তাহা হইতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি নামধেয় কতকগুলি বিভাগকে কিছু কিছু ভিক্ষা দেওয়া বাজেট নহে। যে বাজেটের ব্যয়নীতি দ্বারা দেশের লোকের আয়বৃদ্ধি ঘটে এবং উহার ফল হিসাবে গবর্ণমেণ্টের আয়ের পরিমাণ আপনা হইতে বৃদ্ধি পায় তাহাই বাজেট। বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল এবং বিশেষভাবে ডাঃ মুখার্জ্জিকে আমরা এইসব কথা একটু অনুধাবন করিয়া যুদ্ধাবসানে উহারা যাহাতে প্রকৃত জাতিগঠনমূলক কাজে অবতীর্ণ হইতে পারেন, তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

(রেলবিভাগের অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধি)

৬১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহার অর্দ্ধেকই দরিদ্র দেশবাসী এবং দেশের করভারক্লিষ্ট শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর পরোক্ষ ট্যাক্স বসাইয়া আদায় করা হইয়াছে ও হইতেছে। এরূপ অবস্থায় রেলবিভাগের সমৃদ্ধি দেশবাসীর সমষ্টিগত দারিদ্র্যেরই দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ সমৃদ্ধিতে কেহই আনন্দিত হইতে পারে না।

কিন্তু রেলবিভাগের মারফতে দেশাসীর নিকট হইতে যে ট্যাক্স আদায় করা হইতেছে এবং উহার ফলে উক্ত বিভাগে যে উদ্বৃত্ত হইতেছে তাহা যদি দেশের হিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইত অথবা এই উদ্বৃত্তের জন্য অন্য দিক দিয়া দেশবাসীকে যদি ট্যাক্সভার হইতে কথঞ্চিৎ রেহাই দেওয়া হইত তাহা হইলেও দেশবাসী কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা বোধ করিত। কিন্তু রেলের উদ্বৃত্ত টাকা দেশবাসীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াও ব্যয়িত হইতেছে না। এই বিষয়টী আমরা আগামীবারে আলোচনা করিব।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলা সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট পেশ করেন। এই আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে রাজস্বের খাতে ১৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা আয় ও ১৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় অর্থাৎ ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। উপরোক্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব সংক্ষেপে এইরূপ :—

আয়

হাজার টাকা হিসাবে

	১৯৪০-৪১ (প্রকৃত)	১৯৪১-৪২ (প্রাথমিক)	১৯৪১-৪২ (সংশোধিত)	১৯৪২-৪৩ (প্রাথমিক)
নগদ তহবিল	২,১৬,৬৭	১,৯২,৫৮	১,০৯,৫১	১,১৪,৭৩
রাজস্বের খাতে	১৩,৫৪,৫০	১৪,০৩,১৪	১৫,২৮,৫৩	১৫,৬৯,৭৯
ঋণ ইত্যাদির খাতে	১৭,২০,৮১	১৭,৯৬,৬৯	২৪,০৮,৩৬	১৮,৬৩,৩৯
মোট	৩২,৯১,৯৮	৩৩,৯২,৪১	৪০,৪৬,৪০	৩৫,৪৭,৯১
ব্যয়				
রাজস্বের খাতে	১৪,৪৫,৩৯	১৫,৩৭,৩৮	১৬,৩১,৫৪	১৬,৭৫,৩৮
মূলধনের খাতে	—২,৯১	—২,৭১	—২,৯৩	—২,৩৮
ঋণের খাতে	১৭,৩৯,৯৯	১৮,২৪,৮৩	২৩,০৩,০৬	১৭,৯৬,১৭
বৎসরান্তে তহবিল	১,০৯,৫১	৩২,৯১	১,১৪,৭৩	৭৮,৭৪
মোট	৩২,৯১,৯৮	৩৩,৯২,৪১	৪০,৪৬,৪০	৩৫,৪৭,৯১
স্থিতি				
রাজস্ব খাতে ঘাটতি	৯০,৮৯	১,৩৪,২৪	১,০৩,০১	১,০৫,৫৯
অন্যান্য খাতে (ঘাটতি)	১৬,২৭,	(ঘাঃ) ২৫,৪৩,	(উঃ) ১,০৮,২৩	(উঃ) ৬৯,৬০
নগদ তহবিল বাদে	(ঘাঃ) ১,০৭,১৬,	(ঘাঃ) ১,৫৯,৬৭,	(উঃ) ৫,২২,	(উঃ) ৩৫,৯৯

রেলওয়ে বাজেট

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যানবাহন সচিব স্যার এণ্ড্রু ক্লো ১৯৪২-৪৩ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করেন। ১৯৪০-৪১ সালের সংশোধিত বাজেটে ১৪॥০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে এরূপ অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৎসরান্তে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১৮ কোটি ৪৬ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। উহার মধ্যে ১২ কোটি ১৬ লক্ষ ভারত সরকারের সাধারণ রাজস্বের তহবিলে যোগ হইয়াছে এবং বাকী ৬ কোটি ৩০ লক্ষ রেলওয়ে রিজার্ভ ফণ্ডে গিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের প্রাথমিক বাজেটে ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল; কর্ত্তৃপক্ষ এক্ষণে আশা করেন যে, উদ্বৃত্তের পরিমাণ আরও ১৪ কোটি ৩৭ লক্ষ অধিক অর্থাৎ ২৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে। ইহার মধ্যে ১৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্ব তহবিলে যাইবে এবং বাকী ৭ কোটি ৮ লক্ষ টাকা রেল বিভাগের থাকিবে। আগামী ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের বরাদ্দ হইয়াছে। তন্মধ্যে ২০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্ব তহবিলে যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সামরিক পোষাকের ফরমাস

১৯৪২-৪৩ সালের সামরিক বস্ত্রাদির জন্য সরবরাহ বিভাগ যে বরাদ্দ করিয়াছেন তাহাতে পোষাকের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে বর্ত্তমান বৎসরে ১০ কোটিরও অধিক পোষাক তৈয়ারী হইবে। ১৯৪১-৪২ সালের জন্য কিঞ্চিদধিক ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ কোটি ৯০ লক্ষ পোষাক তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

বৃটীশ ভারতে ধর্ম্মঘটের খতিয়ান

১৯৪১ সালের ৩০শে জুন তারিখে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বৃটীশ ভারতে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১২১টি, ধর্ম্মঘটিদের সংখ্যা হইতেছে ৬০ হাজার ৪৭৫ জন এবং কাজের ক্ষতির সংখ্যা হইতেছে ১২ লক্ষ ২৫ হাজার ২৪০ দিন।

রেলওয়ে যানবাহন হ্রাসের সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে এইরূপ প্রকাশ যে, যে সকল রেলওয়ে যানবাহ[ন] একান্ত আবশ্যক নয় তাহা হ্রাস করার সিদ্ধান্তের ফলে কর্ত্তৃপক্ষ কোন কো[ন] সরকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক সেলুন, স্পেশাল ট্রেন ও প্রথম শ্রেণীর পুরা গাড়ী[র] ব্যবহার হ্রাস করার উপায় সম্পর্কে রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবিলে[ম্বে] রিপোর্ট দিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে[র] নিকট হইতেও অনুরূপ প্রস্তাব আহ্বান করা হইয়াছে।

ইন্দো-ইরাণ বাণিজ্য

১৯৩৯-৪০ সালে (১৯৩৯ সালের ২১শে মার্চ্চ হইতে ১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত) ইরাণ ভারত হইতে ৫১ লক্ষ ১৫৮ টাকার জিনিষপত্রাদি আমদানী করিয়াছিল; ১৯৩৮-৩৯ সালে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ ৯৬৬ টাকা। ইরাণ ভারতে ১৯৩৯-৪০ সালে ৬২ লক্ষ ৫৬৮ টাকার পণ্যসম্ভা[র] রপ্তানী করিয়াছিল; ১৯৩৮-৩৯ সালে এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছি[ল] ৪১ লক্ষ ৫১৭ টাকা।

কলেজসমূহে ছাত্রীর সংখ্যা

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মৌলভী ইদ্রি[স] আমেদ মিঞার এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর আবদুল করী[ম] জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন কলেজে বর্ত্তমানে মোট ২ হাজা[র] ৫৩৪ জন ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ইহার মধ্যে ২ হাজার ১১৮ জ[ন] বর্ণ হিন্দু, ১৯৬ জন খৃষ্টান, ১৫২ জন মুসলমান, ২১ জন তপশিলভুক্ত জাতি ৪৭ জন অন্যান্য জাতি বা ধর্ম্মাবলম্বী।

গম মজুতকারীদের প্রতি সতর্কবাণী

পাঞ্জাব সরকার গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এক আদেশ জারী করিয়া গম মজুতকারীদিগকে এই মর্ম্মে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা যদি গম মজুত রাখে অথবা তাহা বিক্রয় করিতে না চায়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়াই ঐ মজুত গম সাধারণের নিকট মণ প্রতি ৪৲ টাকা দরে বিক্রয় করিয়া দিবেন। লাহোরে গমের এবং ময়দার অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বাহির হইতে কয়েক গাড়ী গম আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সরবরাহ বিভাগের বস্ত্র ক্রয়

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত (তিন মাসে) সরবরাহ বিভাগ হইতে দেশরক্ষা বাহিনীর জন্য ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে বহু সূতী বস্ত্রের ফরমায়েস দেওয়া হইবে। ৫৫ প্রকারের কাপড়, ক্যাম্বিস, তাঁবুর কাপড়, ফিতা, গেঞ্জি প্রভৃতিতে প্রায় ৩ শত রকম জিনিষের ফরমাস থাকিবে। চলতি বৎসরে সরবরাহ বিভাগ হইতে মোট ৪০ কোটি টাকার বস্ত্রাদি ক্রয় করা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ভারতের কাপড়ের কলগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতার এক পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি নিৰ্ম্মাণের জন্য নিয়োজিত হইবে।

ব্রহ্ম রোডে যানবাহন চলাচলের পরিমাণ

বর্ত্তমানে প্রতিমাসে গড়পড়তায় ৩০ হাজার টন সমরোপকরণ ব্রহ্ম রোড দিয়া চীনে যাতায়াত করিয়া থাকে। ১৯৪১ সালে চীনের অন্তর্গত কুনমিংএ ৩ হাজার ২ শত টন, আগষ্টে ৬ হাজার ৫ শত টন, সেপ্টেম্বরে ১১ হাজার ২ শত টন এবং অক্টোবর মাসে ১৩ হাজার টন মাল ব্রহ্ম রোড দিয়া বহন করিয়া নেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে প্রতিদিন ৫ হাজার লরী মাল বহন করিয়া এই রাস্তায় যাতায়াত করে। বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় এই রাস্তা দিয়া শতকরা ৪ শত ভাগেরও অধিক সমরোপকরণ চলাচল করে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেশসমূহে আয়কর বিতরণ

১৯৪১-৪২ সালের ভারত সরকারের বাজেটে প্রদেশসমূহে আয়কর হইতে যে পরিমাণ টাকা বিতরণ করিবার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তাহার চেয়ে আরও প্রায় অতিরিক্ত ৩ কোটী টাকা প্রদেশসমূহে বিলি হইবে বলিয়া মনে হয়। ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে এইরূপ বিলি বাবদ ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল; কিন্তু ইহার সঙ্গে অতিরিক্ত আরও ২ কোটি টাকা বেশী পাওয়া যাইবে। ইহার সহিত ১৯৪০-৪১ সালের উদ্বৃত্ত বাকী ৮১ লক্ষ টাকা যুক্ত হইবে। প্রদেশসমূহে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়কর বাবদ প্রাপ্য টাকা হইতে ৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারত সরকারের আলোচ্য বৎসরে আয়কর বাবদ ২২ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা।

ইক্ষু চাষের পূর্ব্বাভাষ

ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ ১৯৪১-৪২ সালের ইক্ষু চাষের নিখিল ভারতীয় পূর্ব্বাভাসে জানাইতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ৪৫ লক্ষ ৯৮ হাজার একরের তুলনায় এবার ৩৪ লক্ষ ৬৬ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। এবার চাষের জমি শতকরা ২৫ ভাগ এবং উৎপাদন শতকরা ৩২ ভাগ কম দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

অতিরিক্ত লাভ শুল্ক

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটার প্রশ্নে অর্থসচিব স্যার জেরিমি রেইসম্যান জানান যে, ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে অতিরিক্ত লাভশুল্ক বাবদ প্রায় ৩ কোটি টাকা আদায় হইয়াছে। প্রায় ৩৷৷০ হাজার জনের উপর ঐ কর প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া হিসাব দাখিল করিতে বলা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী আর্থিক বৎসরে কর প্রবর্ত্তনযোগ্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া মোট ৪ হাজার ৫৩৮ জন আয়ের হিসাব দাখিল করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ হাজার ৯৫৫ জনের উপর কর ধার্য্য করা হইয়াছে। ১ হাজার ২১৫ জন ঐ কর দিতে বাধ্য নহেন বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ১ হাজার ৩৬৮জনের হিসাব বিবেচনাধীন আছে।

ভারতে বিদেশের নোট আমদানী

নয়াদিল্লী হইতে প্রচারিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, হংকং, মালয় এবং ফিলিপাইনের নোটের আমদানী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে বর্ত্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সরকার তাহাতে ভারতে সকল ধরণের নোটের আমদানী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বোধ করিতেছেন। এই জন্যই জানান হইয়াছে যে, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ব্রহ্ম, সিংহল, ইরাণ এবং আফগানিস্থানস্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোট ছাড়া অন্য কোন নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে ভারতে আনা চলিবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবশ্য মাথাপিছু ৫ শত ডলার পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ও চীনা নোট এবং একশত ডলার পর্য্যন্ত যাভা গিল্ডার আমদানীর অনুমতি দিতেছেন।

ভিক্ষুক নিয়ন্ত্রণ আইন

বাঙ্গলা সরকার শীঘ্রই ভিক্ষুক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্ত্তনের যে কল্পনা করিয়াছেন তদ্দ্বারা শুধু ভিক্ষুকদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাই করা হইবে না; পরন্তু কলিকাতার বাহিরে ভিক্ষুকদের জন্য বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করা হইবে এবং তাহাদিগকে চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়াও, কি ভাবে তাহাদিগকে জীবন সংগ্রামে স্বাবলম্বী করিয়া সমাজের উপকারী লোকরূপে গড়িয়া তোলা যায়, সেই সম্পর্কেও বাঙ্গলা সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন।

কলিকাতার নলকূপসমূহ

কলিকাতায় যে সকল নলকূপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে চীফ এনালিষ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট কর্পোরেশনের পাবলিক হেল্থ কমিটি বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, যে সকল নলকূপের জল পরীক্ষা করা হইয়াছে ও পানের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে সেইগুলিকে সাদা রং মাখাইয়া চিহ্নিত করা হইবে যাহাতে রাত্রিকালেও ঐ নলকূপগুলি সকলের চোখে পড়ে। এযাবৎ গবর্ণমেণ্ট ৬ শত নলকূপের জল পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শতকরা ৭০ হইতে ৭২টি নলকূপের জল পানের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কলিকাতায় মোট ২॥০ হাজার নলকূপ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আন্তঃপ্রাদেশিক যানবাহন কমিটি

রাস্তা, রেলপথ এবং জলপথে যানবাহন চলাচল সম্বন্ধে বাংলা সরকারকে পরামর্শ দান করিবার জন্য একটী আন্তঃপ্রাদেশিক যানবাহন সম্পর্কিত সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি বাংলা, বিহার, আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার উড়িষ্যা, ই আই, এ, বি এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ, ষ্টিমার কোম্পানীসমূহ এবং কলিকাতা পোর্টকমিশনার্সের প্রতিনিধিবৃন্দ এই সমিতিতে সভ্য হইবেন। বাংলা সরকারের যানবাহন এবং রাস্তাঘাট সম্পর্কিত বিভাগের মন্ত্রী এই সমিতির সভাপতি থাকিবেন।

উড়িষ্যা সরকারের বাজেট

উড়িষ্যা সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের সংশোধিত বাজেটে ২ কোটী ৫ ল[ক্ষ] ২১ হাজার টাকা রাজস্ব বাবদ আয় এবং ১ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হই[বে] বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের প্রাথমিক বাজেটে ১ কোটী ৯২ ল[ক্ষ] ৭৪ হাজার টাকা আয় এবং ১ কোটী ৯০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ব্যয়ের বরা[দ্দ] করা হইয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রবারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসামরিক লোকদের রবার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত কর[া] হইয়াছে। বিদেশ হইতে যে পরিমাণ রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী হ[য়] এবং উক্ত রাষ্ট্রে যে পরিমাণ কৃত্রিম রবার উৎপাদিত হয় তাহার প্রায় সক[ল] অংশই সামরিক প্রয়োজনের জন্য লাগিবে বলিয়া এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে।

ভারতে চর্ব্বিমিশ্রিত তৈলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার এদেশে চর্ব্বিমিশ্রিত তৈলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী এইরূপ তৈল ব্যবহারকারী এব[ং] বিক্রেতাদের জানান হইয়াছে যে তাহারা যেন ইহার ব্যবহারে এবং বিক্রয়ে যতদূর সম্ভব সঙ্কোচবিধান করেন।

বৃটেনে সামরিক বুটজুতা নির্ম্মাণ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বৃটেনে বৎসরে গড়পড়তায় ১ লক্ষ ২০ হাজার জোড়া সামরিক বুটজুতা নির্ম্মিত হইত। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে বৃটেনে সপ্তাহে ১লক্ষ ৩০ হাজার জোড়া এবং বৎসরে ৭০ লক্ষ জোড়া সামরিক বুটজুতা প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতীয় তামাকের শ্রেণীবিভাগ

সম্প্রতি ভারত সরকারের কৃষিপণ্য বিভাগের পরামর্শদাতা ডাঃ নবগোপাল দাসের সভাপতিত্বে ভারতীয় তামাক সম্পর্কিত সম্মেলনের অধিবেশন মাদ্রাজের অন্তর্গত গুণ্টুরে হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় তামাকের শ্রেণী বিভাগ করিয়া 'এগমার্ক' প্রতীক চিহ্ন দ্বারা যাহাতে গুণানুসারে তারতম্য করা হয় এবং তদনুসারে বিদেশে রপ্তানী এবং আভ্যন্তরীণ বিক্রয়ের জন্য বাজারে বাহির করা যায়, তৎসম্বন্ধে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ভারতে সামরিক বুট উৎপাদন

প্রকাশ, ভারতবর্ষে বৎসরে গড়পড়তায় ৫৫ লক্ষ জোড়া কলে তৈয়ারী বুট উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। বাজারের সাধারণ কারখানাগুলি হইতেও পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ৩০ লক্ষ জোড়া বেশী জুতা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আরও ৩০ লক্ষ জোড়া বুট তৈয়ারীর উপযুক্ত কারখানাদি স্থাপন করার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে সম্পর্কে বিবেচনা করা যাইতেছে।

চীন হইতে বার্ণিশের তৈল আমদানী

চীন হইতে ভারতীয় রং নির্ম্মাণ কারখানাগুলির জন্য প্রতি মাসে নিয়মিত মত 'টুং' তৈল সংগ্রহের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বার্ণিশ এবং এনামেল তৈয়ারী করিতে 'টুং' তৈলের দরকার হয়।

সরবরাহ বিভাগের সমরোপকরণ ক্রয়

১৯৪২ সালের ৩রা জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে সরবরাহ বিভাগ হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ৩ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা মূল্যের যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি ক্রয় করিবার ফরমায়েস দেওয়া হইয়াছে। ইহার ভিতরে ৬ কোটী ২০ লক্ষ বালির বস্তা, ১৫ লক্ষ তাঁবু খাটাইবার খুঁটী, ৬০ হাজার পাউণ্ড তামাক, ১৬০ টন সিরাপ, ২ শত টন শুকনো আদা এবং ১ হাজার ৪ শত টন শুকনো গোল আলু এইরূপ মাল পত্রাদির মধ্যে ধরা হইয়াছে।

জগতের মধ্যে বৃহত্তম টেলিফোন লাইন

মস্কো হইতে ভ্লাডিভষ্টক বন্দরের উত্তরে খাবারোশক পর্য্যন্ত ৬ হাজার মাইল টেলিফোন লাইন নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় তার এবং অন্যান্য মাল মসলা বৃটেন হইতে সোভিয়েট রাশিয়াকে যোগান দেওয়া হইয়াছে।

অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আগামী মে মাসে অকৃষি প্রজাস্বত্ব (সাময়িক ব্যবস্থা) আইনের মেয়াদ কাল শেষ হইলে উহা আরও কিয়ৎ কালের জন্য বৃদ্ধি করা হইবে।

ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক

নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বে-সরকারী ফার্ম্মে অথবা কোম্পানীর চাকুরীয়াদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা যাহাতে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখা যাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে ভারত সরকার ডাকঘর সেভিংস ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে একটি নূতন ধারা সংযুক্ত করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে বে-সরকারী কোন ফার্ম্ম অথবা কোম্পানীর কোনও ক্ষমতা-প্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁহার ফার্ম্মে অথবা কোম্পানীর চাকুরীয়াদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের নামে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিতে পারিবেন।

ভারতে ছুরি কাঁচি নির্ম্মাণ

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ছুরি, কাঁটা, কাঁচি, প্রভৃতি এত অধিক পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে যে, এদেশের চাহিদা মিটাইয়াও ইষ্টার্ণ গ্রুপভুক্ত দেশগুলির প্রয়োজনীয় চাহিদার যোগান দেওয়া সম্ভব হইতেছে। সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার এবং পাঞ্জাব সরকারের শ্রমশিল্প ডাইরেক্টরের চেষ্টায় উক্ত প্রদেশের মাত্র দুইটী জেলার কুটির শিল্প হইতেই ১ লক্ষ টেবিল ছুরি, ২ হাজার ৫ শত ভাঁজকরা ছুরি ও ২ হাজার ৫ শত অন্যান্য প্রকারের ছুরি প্রস্তুত হইতে পারিবে। ইহার উপরও উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ বাড়ান যাইতে পারে, হায়দ্রাবাদে যে সকল ছুরি কাঁচির কারখানা আছে তাহাতে চামচ, কাঁটা, টেবিল ছুরি এবং ভাঁজ-করা ছুরি, এই চারি প্রকার জিনিষের প্রত্যেকটীর মোট ৫ লক্ষ করিয়া প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে। ইহা ছাড়া যুক্ত-প্রদেশ, বোম্বাই এবং বাংলা দেশেও ছুরি, কাঁচি নির্ম্মাণের বহু কারখানা আছে।

বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইন

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকার বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইনের আওতা হইতে কাঁচা পাট বাদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের মতামত এবং কোনও আপত্তি থাকিলে তাহা জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কলিকাতার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা

কলিকাতায় হাই স্কুল বা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা বর্ত্তমানে ১৬০টি।

আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ

গত ১৯১৬-১৭ সালের পর অদ্যাবধি আয়কর শতকরা ৩ শত টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জ্বালানি গবেষণা সমিতি স্থাপন

ধানবাদে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দে একটী জ্বালানি গবেষণা সমিতি স্থাপন করিবার পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। কয়লার শ্রেণী বিভাগকরণ সম্পর্কিত বোর্ডের নিকট যে ৩ লক্ষ টাকা বর্ত্তমানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা এই গবেষণা সমিতির কার্য্য চালাইবার জন্য হস্তান্তরিত করিবার সুপারিশ করিয়া একটী প্রস্তাব ভারত সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও অতিরিক্ত ২ লক্ষ টাকা কয়লার শিল্পপতিগণ এবং ভারত সরকার যাহাতে আংশিকভাবে প্রদান করেন সে জন্যও সুপারিশ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কাঁচা কয়লার উপর সামান্য পরিমাণ একটী কর ধার্য্য করিবারও প্রস্তাব হইয়াছে। জ্বালানি সম্পর্কে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক পন্থা উদ্ভাবন করিবার জন্য এই সমিতি চেষ্টা করিবেন এবং যাহাতে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্নতধরণের জ্বালানি দ্রব্যাদি কাজে লাগিতে পারে তদ্বিষয়ে এই সমিতি যথাযোগ্য পন্থা গ্রহণ করিবেন।

আয়কর ফেরৎ পাইবার দাবীর আপীল

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব স্যার জেরিমি রেইসম্যান বলেন যে, ১৯৩৯-৪০ সালে আয়কর ফেরৎ পাইবার জন্য দাবী করিয়া ২৫ হাজার ৬১৫টী এবং ১৯৪০-৪১ সালে ২৭,৮১২টি আপীল আয়কর ট্রাইবুনালের কাছে দায়ের করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে যথাক্রমে ১২ হাজার ১টী এবং ১৩ হাজার ১৫৭টী আপীল সফল হইয়াছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

প্রকাশ, বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৪২ সালে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়াইবে প্রায় ৩৮ হাজার। ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার।

বৃটিশ ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য শুল্ক

১৯৪২সালের জানুয়ারী মাসে বৃটিশ ভারতে সামুদ্রিক এবং স্থলপথ বাণিজ্য শুল্ক বাবদ ২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে; ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে এইরূপ বাণিজ্যশুল্ক বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি টাকা। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর উৎপাদন কর বাবদ ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে; ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে এইরূপ উৎপাদন কর বাবদ ৮৬ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বাণিজ্যশুল্ক এবং উৎপাদন কর বাবদ ভারত সরকারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে (১৯৪০ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত) এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৪১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সময়ে বাণিজ্য শুল্ক ও উৎপাদন কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে ৩১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আমদানী শুল্ক, ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা রপ্তানী শুল্ক, ৫৭ লক্ষ টাকা অন্যান্য খাতে এবং ১০ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা উৎপাদন কর বাবদ আদায় হইয়াছে।

গমের সর্ব্বোচ্চ মূল্য

নয়াদিল্লী হইতে এক সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত সরকার বিশেষ বিবেচনার পর গমের সর্ব্বোচ্চ মূল্য বৃদ্ধি না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, সর্ব্বোচ্চ মূল্য আরও বৃদ্ধি করিলে বাজারে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। হাপুর ও লয়ালপুরে যে সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

পাঞ্জাবে বিক্রয় কর

লাহোরের এক সংবাদে প্রকাশ, পাঞ্জাবের গবর্ণর কাঁচা পশম ও সর্ব্বপ্রকার ডালকে বিক্রয় কর হইতে রেহাই দিয়াছেন। উক্ত আদেশ গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে।

বাড়ীঘর ও কলকারখানায় বাধ্যতামূলক বীমা

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, গবর্ণমেণ্ট চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাড়ীঘর এবং কলকারখানার যন্ত্রপাতি বাধ্যতামূলকভাবে বীমা করাইবার জন্য শীঘ্রই আইন প্রণয়ন করা হইবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রিমিয়ামের একটি মাত্র হার নির্দ্ধারিত হইবে এবং প্রিমিয়াম একটি মাত্র হইবে, তবে কিস্তীবন্দীভাবে ঐ প্রিমিয়াম দেওয়া চলিবে। কলকারখানা যেখানেই অবস্থিত হউক, প্রিমিয়ামের হার একই হইবে। এই বীমা বাধ্যতামূলক হইবে।

বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বাড়ীভাড়া অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঙ্গলা সরকার ভারত রক্ষা বিধানানুযায়ী "বঙ্গীয় বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ" নামে এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশ অনুসারে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তারিখে বাড়ীর মালিক তাঁহার বাড়ী বাবদ যে ভাড়া পাইতেন বর্ত্তমানে উহার শতকরা ২০৲ টাকার বেশী ভাড়া দাবী করা চলিবে না। আদেশটী কার্য্যে পরিণত করার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কর্ত্তৃপক্ষ নিযুক্ত করিবেন সেই কর্ত্তৃপক্ষই এই তারিখটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। বাড়ী ভাড়া দেওয়ার কালে বা কোন বাড়ীর ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধিকালে কোন সেলামী দাবী করা চলিবে না। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলসমূহে আদেশটি বলবৎ হইবে। কোন তারিখ হইতে আদেশটী বলবৎ হইতে উহাও গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দিবেন। হোটেলে বা বোর্ডিংএ থাকা খাওয়া প্রভৃতি বাবদ কিরূপ টাকা লওয়া হইয়া থাকে এবং কিরূপ টাকা লওয়াই বা সঙ্গত উহা নির্দ্ধারণের জন্য তদন্ত করার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট আরও একটি আদেশ জারী করিয়াছেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে এইরূপ অবগত হইলাম যে, গত ১৯৪১ সালে ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিমিটেড ১৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৬৩ টাকা পরিমিত জীবনবীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত মোট ১৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬৬৬ টাকা মূল্যের বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪০ সালে উক্ত কোম্পানী ১২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৩৯ টাকা মূল্যের জীবনবীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা ১০ লক্ষ ৮ হাজার ২৮২ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালের নূতন কাজের পরিমাণ শতকরা ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ যেরূপ প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে এই শতকরা ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে কোম্পানীর সুস্পষ্ট অগ্রগতি ও পরিচালকগণের দক্ষতার পরিচয় দিতেছে। ১৯৪০ সালের প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম ৩৭ হাজার ৭২৫ টাকার তুলনায় ১৯৪১ সালে মোট প্রিমিয়াম (প্রথম বৎসরের) আদায় হইয়াছে ৬৪ হাজার ১২৯ টাকা। আলোচ্য বৎসরে রিনিউয়াল প্রিমিয়াম আদায় হইয়াছে মোট ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৩৩ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে (১৯৪০) উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ১৯ হাজার ২০১ টাকা।

বরিশাল কটন এণ্ড ওয়্যার প্রডাক্টস্ লিঃ

আমরা এই সংবাদ জানিয়া সুখী হইলাম যে, বরিশাল কটন এণ্ড ওয়্যার প্রডাক্টস্ লিমিটেড বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের দরুণ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও তাঁহাদের কলিকাতার কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা বল্টু, রিবেট, তামা ও পিতলের ছোটবড় তার প্রভৃতি হার্ডওয়্যার বা লোহালক্কড়ের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন। কোম্পানী যে কোন আকারের উক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম। কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ মিঃ রমেশচন্দ্র করের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও কর্ম্মদক্ষতার গুণেই প্রতিষ্ঠানটি অত্যল্পকালের মধ্যে এরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। দেশবাসীর সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাইয়া এই প্রতিষ্ঠান আরও উন্নত হইলে আমরা প্রীত হইব।

ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় সম্প্রতি তাঁহার কুমিল্লা পরিদর্শন উপলক্ষে ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিলে প্রস্তুত নানাপ্রকার ডিজাইনের ধুতি, শাড়ী, মার্কিন থান, লুঙ্গি, মশারির কাপড় ইত্যাদি দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চ আশা পোষণ করেন। ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড অত্যল্পকাল সময়ের মধ্যে এরূপ উন্নতি লাভ করায় তিনি কোম্পানীর পরিচালকবর্গেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

হিন্দুস্থান এষ্টেটস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি ডি গয়াল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, ম্যাংগো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৪ লক্ষ টাকা।

শেয়ার একচেঞ্জ কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এন এন দাশগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা।

আপার ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মতিলাল ভার্গব। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জমি ও অন্যান্য প্রকার বিষয় সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়।

প্যারাডাইস সিনেমা লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রাধাকিষণ চামরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৮, সেণ্ট্রাল এ্যাভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ছায়াচিত্র প্রদর্শনী গৃহের স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক।

মেসারা মাইনিং ডেভেলপমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গুল মোহম্মদ আদমজী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রপ্তানী ও আমদানীকারী ও জেনারেল মার্চেন্টস্।

পি পি ডে এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বৈদ্যনাথ দাশ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩ সি, ফরডাইস্ লেন, কলিকাতা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চেন্টস্।

বালী ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রোহিণীকান্ত রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৪ এ, শ্রীকৃষ্ণ ভকত লেন, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। যন্ত্রপাতি ও লোহালক্কড়ের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

নিউ গ্রেট ইষ্টার্ণ স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা হিসাবে।

নিউ সিটি অব বম্বে ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা হিসাবে।

কোলাবা ল্যাণ্ড এণ্ড কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা হিসাবে। **মুর মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ২০৲ হিসাবে। এতদ্ভিন্ন গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ যে বৎসর শেষ হইয়াছে উহার জন্য শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হিসাবে বোনাস্।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২০শে ফেব্রুয়ারী

সুদূর প্রাচ্যে সামরিক বিপর্য্যয়ের ফলে কলিকাতার টাকার বাজারে স্বাভাবিক কাজকারবারে বিশেষ শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়। বাজারে টাকার চাহিদা একরূপ নাই বলিলেই চলে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্ব্বের ন্যায় কলিকাতায় ও বোম্বাই-এ যথাক্রমে ৷৷০ আনা ও ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজের দরে বিশেষ মন্দার ভাব দেখা যায়। কোম্পানীর কাগজের মূল্য বর্ত্তমানে অত্যন্ত কম। বিক্রেতার অভাব নাই, কিন্তু ক্রেতাই পাওয়া যাইতেছে না।

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। সপ্তাহের প্রথম ভাগে বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিল আসিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে কাজকারবার একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। জাপান বাহিনী কর্ত্তৃক সিঙ্গাপুর দ্বীপদুর্গ অধিকারের সংবাদে বাজারে যে নৈরাশ্যজনক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, অদ্যাবধি তাহা দূরীভূত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে বিশেষ চড়তির ভাব দেখা যায়। সপ্তাহের শেষ ভাগে সিঙ্গাপুরের পতন ও রেঙ্গুনের উপর উর্দ্ধ্যুপরি বোমা বর্ষণের সংবাদে সোণা ও রূপার দর বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদসমূহের মধ্যে ৯৯৮৩ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৮০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেণ্ডারের পড়পড়তা সুদের হার নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে শতকরা বার্ষিক ১৲ টাকা। আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব্বপ্রকাশিত সর্ত্তানুসারে ৯৯৮৩ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ৩৪২ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৩৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৪৫ কোটি ২২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৭ কোটি ৫৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯ হাজার টাকা, পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৮০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ৫ হাজা[র] টাকা ও ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদে[র] পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ৫ কো[টি] ৮৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতিটাকায়)	১ শি	৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি	৫৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি	৬৩১/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলার)		৩৩৩৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২০শে ফেব্রুয়ারী

জাপান সিঙ্গাপুর অধিকার করিবার জন্য মিত্রশক্তিবর্গের এইরূপ বিপর্য্য[য়] কলিকাতা শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। শেয়ার বাজারের কয়েকটী বিভাগের কাজকারবারের পরিমাণ অতিশয় নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে, এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় সাধারণতঃ খুব বেশী হইয়া থাকে, তাহাও তাহাদের নির্দ্ধারিত সর্ব্ব নিম্ন দরে ক্রয় করিবার জন্য কেহ আগ্রহ দেখান নাই। কোম্পানীর কাগজের দর নামিয়া গিয়াছে এবং ইহার বিক্রেতার সংখ্যা বাজারে বেশী থাকিলেও ক্রেতা একরূপ ছিল না বলা যাইতে পারে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ, ষ্টীল করপোরেশন, বার্ম্মা করপোরেশন এবং ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশনের ন্যূনতম দর নূতন করিয়া বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য ইহার মূল্য পড়িয়া যায় নাই—বরং ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দরে কতকটা উদ্ধগতি দেখা গিয়াছে। মোটের উপর সুদূর প্রাচ্যের এবং ব্রহ্মদেশের রণাঙ্গনে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতা শেয়ার বাজারের সর্ব্বত্র বিশেষ নৈরাশ্য-জনক এবং অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজ করিতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের বিভাগে এসপ্তাহে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং ইহার দর আরও পড়িয়া গিয়াছে। ৩৷৷০ টাকা সুদের এবং ৩৲ টাকা সুদের কাগজের দর যথাক্রমে ৯১৷৷৵০ আনা এবং ৭৮৸৵০আনায় দাঁড়াইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৫৷৷৵০ আনা, ৪৷৷০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১০৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৬৫ সালের কাগজ ৯২।০ আনা, ২৸০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৪৸০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের কাগজ ৯৮৸০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ৯৫৸০ আনা, ৩৷৷০

টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ৯৮৷৷০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৪-৫৫ সালের কাগজ ১০৫৶০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এ বিভাগে এ সপ্তাহে কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই।

কয়লার খনি

কয়লার খনির ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ হইয়াছে অতি সামান্য।

পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের কাজকারবার অতি সামান্য পরিমাণে হইয়াছে এবং ইহার দরেও কতকটা মন্দারভাব দেখা গিয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর সপ্তাহের প্রথম ভাগে কতকটা তেজী ছিল এবং যথাক্রমে ২৩৷০ আনা এবং ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল; কিন্তু ইহাদের দর পুনরায় যথাক্রমে ২২৷৷০ আনা এবং ১৪৷০ আনায় পড়িয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া এই বিভাগের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের ক্রয়বিক্রয় এ সপ্তাহে কতকটা স্থির অবস্থায় ছিল।

চা-বাগান

চা-বাগানসমূহের উন্নত অবস্থার সম্বন্ধে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও চা-বাগানের শেয়ারের কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই।

এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ(১৯৪৯-৫২) ১৬ই ফেব্রুয়ারী—৯৬৷০ ৯৬৷৶০ ৯৬৷৷০; ১৭ই—৯৬৲ ৯৬৴০; ১৮ই—৯৫৷৷৶০; ১৯শে—৯৫৷৷০ ৯৬৲। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই ফেঃ—৯১৷৷০ ৯১৷৷৶০ ৯১৸৴০ ৯২৲ ৯২৶০; ১৭ই—৯১৸০ ৯১৸৶০ ৯১৸৴০ ৯২৲; ১৮ই—৯১৷০ ৯১৷৶০ ৯১৷৷০ ৯১৷৷/০ ৯১৷৷৶০ ৯১৸০; ১৯শে—৯১৷৷০ ৯১৷৷৶০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৬ই ফেঃ—১০৫৸০ ১০৬৲; ১৮ই—১০৪৷৷৶০ ১০৪৸০ ১০৪৸৶০ ১০৫৲ ১০৫৶০ ১০৫৴০; ১৯শে—১০৪৸৴০ ১০৫৶০। ৫৲ সুদের ইউ পি ঋণ (১৯৪৪) ১৬ই ফেঃ—১০২৲। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১৯শে ফেঃ—৯৫৸/০ ৯৫৸৶০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই ফেঃ—৭৮৸০; ১৮ই—৭৮৸০ ৭৮৸৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৭ই ফেঃ—৯২৲ ৯২৷০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৭ই ফেঃ—৯৮৸৶০; ১৮ই—৯৮৸০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১৭ই ফেঃ—১০৫৴০ ১০৫৷০; ১৮ই—১০৫৷৷৶০; ১৯শে—১০৫৷৷৶০ ১০৫৸০। ২৸০ সুদের (১৯৪৮-৫২) ১৯শে ফেঃ—৯৪৸০ ৯৫৲।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৬ই ফেব্রুয়ারী—৯৯৷৷০ ১০০৲ ১০০৷৷০ ১০১৲; ১৭ই—১০০৷৶০ ১০১৲; ১৮ই—৯৮৲; ১৯শে—১০০৲। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ) ১৯শে ফেঃ—১৪৮৲।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (অর্ডি) ১৬ই ফেঃ—৭৭৲। ডিহিরী-রোটাস রেলওয়ে ১৯শে ফেঃ—১১৷৷০।

কয়লার খনি

পেঞ্চভেলী ১৭ই ফেঃ—৩৪৶০; ১৮ই—৩৪৶০। বরাকর (প্রেফ) ১৮ই ফেঃ—১৪৬৲। ইকুইটেবল ১৮ই ফেঃ—৩৫৲।

পাটকল

গৌরীপুর ৬ই ফেব্রুয়ারী—৬৫২৲ ৬৫৪৲ ৬৬০৲; (প্রেফ) ১৭ই ফেঃ—১৩৭৲। কিনিসন (প্রেফ) ১৬ই ফেঃ—১৬২৲। ন্যাশনাল ১৬ই ফেঃ—২১৷০; ১৭ই—২১৲ ২১৷০; ১৮ই—২১৷০। ডেল্টা ১৭ই ফেঃ—৩৮২৷৷০; ১৮ই—৩৮২৷৷০। ওয়েভার্লি ১৭ই ফেঃ—৩৲। এলায়েন্স (প্রেফ) ১৯শে ফেঃ—১২০৲। গোন্দলপাড়া ১৯শে ফেঃ—১১০০৲ ১১০৬৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস (ডেফার্ড) ১৬ই ফেব্রুয়ারী—৩৫৷৷০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ১৬ই ফেঃ—২০৷৷৶০ ২০৸০ ২১৲ ২১৶০ ২১৷০ ২১৷৶ ২১৷৷০ ২১৸০ ২১৸৶০ ২২৲ ২২৶০; ১৭ই—২২৷৷০ ২২৷৷/০ ২২৸০ ২৩৲ ২৩/০ ২৩৷৷৴০; ১৮ই—২২৷৷০ ২২৷৷৶০ ২২৸০ ২২৸৶০ ২৩৲ ২৩৷৷৶০; ১৯শে—২২৷৷০ ২২৷৷/০ ২২৷৷৴০ ২৩৲। ষ্টিল করপোরেশন ১৬ই ফেঃ—১৩৷৷০ ১৩৷৷৶০ ১৩৷৷৴০ ১৩৸০ ১৩৸/০ ১৩৸৶০ ১৩৸৴ ১৪৲ ১৪৶০ ১৪৴০; ১৭ই—১৪৷৶০ ১৪৷৴০ ১৪৷৷/০ ১৪৷৷৶০ ১৪৸০ ১৪৸৶০ ১৫৲; ১৮ই—১৪৷০ ১৪৷৶০ ১৪৷৷০; ১৯শে—১৪৶০ ১৪৴০ ১৪৷০; (প্রেফ) ১৯শে ফেঃ—১০৫৲ ১০৬৲। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ১৮ই ফেঃ—১৩০৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ১৬ই ফেঃ—২৶০; ১৭ই—২৶০ ২৴০ ২৷০; ১৮ই—২৲ ২/০ ২৶০; ১৯শে—২/০ ২৶০ ২৷৶০। ইণ্ডিয়ান কপার ১৬ই ফেঃ—১৷৷৴০ ১৸০; ১৭ই—১৷৷৴০ ১৸০; ১৮ই—১৷৷৴০ ১৸০; ১৯শে—১৷৷৴০।

ইলেকট্রিক

বেনারস ইলেকট্রিক ১৮ই ফেঃ—১৪৸০।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ) ১৭ই ফেঃ—১১৩৲; ১৯শে—১১২৲ ১১৩৷৷০। আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ১৮ই ফেঃ—১২৷৷০।

কেমিক্যাল

এলকালি এণ্ড কেমিক্যাল ১৭ই ফেঃ—২০৲।

কাগজের কল

টীটাগড় পেপার ১৬ই ফেঃ—১৮৷০। অরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ১৭ই ফেঃ—১৬৷৷০। ১৮ই—১৬৸৶০; ১৯শে—১৫৸৴০ ১৬৲।

চিনির কল

চম্পারণ ১৬ই ফেঃ—১৯৲। কেরু এণ্ড কোং (প্রেফ) ১৬ই ফেঃ—১২৪৲; ১৭ই—১২৫৲। নিউ সাভান ১৬ই ফেঃ—১২৲। বুলাণ্ড ১৭ই ফেঃ—২৩৷৷০; ১৮ই—২৩৲ ২৩৷০। রাজা ১৭ই ফেঃ—২৪৷৷০।

ডিবেঞ্চার

৫৷৷০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৭ই ফেঃ—১০২৷৷০। ৫৲ সুদের (১৯১৬-৪৬) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ১৮ই ফেঃ—১০৪৸০।

বিবিধ

এসোসিয়েটেড হোটেল (অর্ডি) ১৬ই ফেব্রুয়ারী—৫৲; ১৭ই—৫৴০; ১৮ই—৫৲। বি, আই করপোরেশন (অর্ডি) ১৬ই ফেঃ—৪৸০; ১৯শে—৪৸০। (প্রেফ) ১৬ই ফেঃ—১৭৯৲; ১৭ই—১৭৮৷৷০। ডানলপ রাবার (সেকেণ্ড প্রেফ) ১৬ই ফেঃ—১০৪৲; ১৭ই—১০৩৲; ১৯শে—১০৪৲। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ১৭ই ফেঃ—২৭৷০। বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১৭ই ফেঃ—৫৷৴০। এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অর্ডি) ১৭ই ফেঃ—১১৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২০শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কাঁচা পাটের বাজারে কাজকারবার যৎসামান্ত হইয়াছে। থলে ও চটের বাজারের অবনতির ফলেই পাটের বাজারে নৈরাশ্যজনক মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। মিলমালিকগণ পাট ক্রয়ের দিকে পূর্ব্বের মতই কোনরূপ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। যাহা কিছু ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে তাহারও পরিমাণ অতি সামান্ত। থলে ও চটের বাজারে কাজ-কারবার একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে পাটের বাজারে শীঘ্র কোন উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিক্রেতারা পাট বেচিবার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব, কিন্তু ক্রেতা মহল আগ্রহ দেখাইতেছেন না। ফাটকা বাজারের অবস্থা পূর্ব্ববৎ।

কাঁচা বেল বিভাগে বিশেষ মন্দার ভাব চলিতেছে। মিলমালিকগণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। পাকা বেল বিভাগেও অবনতি লক্ষিত হয়। রপ্তানীর সম্ভাবনা এতই অনিশ্চিত যে বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনরূপ আশা ভরসার ভাব দেখা যায় না।

থলে ও চটের বাজারে গত কয়েক দিবস যাবৎ দারুণ মন্দার ভাব দেখা যায়। গত সপ্তাহের শেষভাগে বাজারে চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছিল; কারণ এইরূপ আশা করা গিয়াছিল যে, অন্ততঃ জানুয়ারী মাসের মত জাহাজ সংস্থান সম্ভবপর হইবে। কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে খবর লইয়া জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমানে জাহাজ চলাচলের কোন সুব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর নহে। সাধারণতঃ প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রপ্তানী পণ্য জাহাজে তোলা হয়। সুতরাং আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে অবনতি ঘটিতে দেখা যায়। এসপ্তাহে ৯নং পোটার নগদ ১৮৷৷০ আনা, মার্চ্চ ১৭৮০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৲ টাকা, ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৬।০ আনায় এবং ১১নং পোটার নগদ ২৪৷৷০ আনা, মার্চ্চ ২৩৷৷৵০ আনা, এপ্রিল-জুন ২১৷৷০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

সম্প্রতি জানুয়ারী মাসের উৎপাদনের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায়, চটকলসমূহের উৎপাদন গত ডিসেম্বর মাসের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন চটকলে যে ধর্ম্মঘট চলিয়াছিল এই হ্রাসের উহাই প্রধান কারণ।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২০শে ফেব্রুয়ারী

শীঘ্রই একটা বড় রকমের যুদ্ধের অর্ডার পাওয়া যাইবে এইরূপ সংবাদে আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে বোম্বাই-এর তুলার বাজার তেজী হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া, ভারত সরকার তুলাচাষীদিগকে যথোপযুক্ত সাহায্যদান করিবেন এই সংবাদও তুলার বাজারের চড়তির ভাবের অন্যতম কারণ। তুলার দর বৃদ্ধি পায় এবং কাজকারবার বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত কর্ম্মতৎপরতা ক্রমেই হ্রাস পাইতে দেখা যায়। সুদূর প্রাচ্যে জাপানী সৈন্যবাহিনীর দ্রুত সামরিক সাফল্য, বিশেষ করিয়া সিঙ্গাপুরের অতিদ্রুত পতনের সংবাদে তুলার বাজারে আবার মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। অবশ্য অদ্য ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, কাপড়ের কলসমূহ ৪০ কোটি টাকা পরিমিত যুদ্ধের এক নূতন অর্ডার পাইয়াছে। এই সংবাদে বাজারে পুনরায় চাঞ্চল্য দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। বোরোচ এপ্রিল-মে ১৯১৲ টাকা, বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ১৯৯।০ আনা, ওমরা মার্চ্চ ১৪৯৮০ আনা, ওমরা মে ১৫৫৮০ আনা, বেঙ্গল মার্চ্চ ১২৮৷৷০ আনা ও বেঙ্গল মে ১৩২৷৷০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। নিউইয়র্কের তুলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং কাজকারবার সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২০শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে সিঙ্গাপুর পতনের সংবাদে সোণা ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছিল। গিনি সোণা খরিদ করিবার ঝোঁক পরিলক্ষিত হইয়াছিল খুব বেশী এবং প্রতিটী গিনি সোণার দর চড়িয়াছিল ৩৮৲ টাকা পর্য্যন্ত। বাজার বন্ধের দিকে প্রতিটী গিনি সোণার দর পড়িয়া গিয়া ৩৭৷৷৵০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। রেডি সোণা প্রতি ভরি ৫০।৷৷০ আনায় চড়িয়া পুনরায় ৪৯।০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল; কিন্তু আ আবার ৪৯৮/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মার্চ্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার স প্রতিভরি সোণার দর হইয়াছে ৪৮৴০ আনা। কলিকাতায় প্রতিভরি পা সোণা ৪৯৵০ আনা, বড়ালবার প্রতিভরি ৪৯/০ আনা এবং প্রতিটী গি ৩৭।/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে রূপার ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি একশ তোলা রেডি রূপার দর ৭৩।৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আজ পুনরায় ই ৭২৵০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ে মার্চ্চ মাসে ডেলিভা দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৬৬৵০আনা লণ্ডনের রূপার বাজারের কাজকারবারে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখা য নাই। প্রতি আউন্স স্পট রূপা লণ্ডনে ২৩½ পেন্স দরে বিকিকিনি হইয়াছে কলিকাতার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপা ৭২৷৷০ আনা এবং প্রা একশত তোলা খুচরা রূপা ৭২৮০ আনা দরে বেচাকেনা হইয়াছে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট



আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ২রা মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪২ | ৪১শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

অধিক খাদ্যশস্য চাষের প্রয়োজনীয়তা

সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে সরকারী কৃষি বিশেষজ্ঞদের এক সম্মেলন উদ্বোধন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার অভিভাষণে এদেশে খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইবার আসন্ন প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। ভারতবর্ষের কৃষকেরা তাহাদের আয়বৃদ্ধির জন্য এতদিন পাট, তূলা, ও বাদাম জাতীয় পণ্য উৎপাদনের উপর জোর দিয়া আসিয়াছে। বাহিরে এতদিন এইসব পণ্য কাটতির বেশ সুযোগ সুবিধা ছিল; ফলে এইসব পণ্য বিক্রয় করিয়া এদেশের কৃষকদেরও বেশ আয় হইতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ভারত হইতে বিদেশে ঐসব পণ্য উপযুক্ত পরিমাণে রপ্তানী করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে পাট, তূলা ও বাদাম প্রভৃতি ফসলের দাম পড়িয়া ও বেশী পরিমাণে এইসব পণ্য অবিক্রীত থাকিয়া কৃষকদের নিদারুণ ক্ষতি দেখা যাইতেছে। অপরদিকে, প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্যশস্যের চাষ করা সম্পর্কে কৃষকদের মনোযোগ নিবদ্ধ না হওয়ায় দেশে চাউল, গম প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যের যোগান ক্রমেই বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইতেছে। আর সেজন্য খাদ্যাভাবের একটা জটিল সমস্যা সৃষ্ট হইতে চলিয়াছে। ভারতের কয়েকটি প্রদেশে ব্যাপকভাবে চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা সেই চাহিদা মিটান চলে না। প্রায় প্রতিবৎসরই ব্রহ্মদেশ হইতে ১৫।১৬ লক্ষ মণ চাউল আমদানী করিয়া এদেশের অভাব পূরণ করিতে হয়। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী কঠিন হইয়া উঠায় ভারতে, চাউলের একটা দুর্ভিক্ষ সূচিত হইয়াছে। উহাতে লোকের জীবনধারণের সমস্যাও খুব জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় একদিকে পাট ও তূলা প্রভৃতি ফসলের অতিরিক্ত উৎপাদন বন্ধ করিবার জন্য ও অপরদিকে দেশে আহার্য্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করিবার জন্য এদেশে খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা খুবই রহিয়াছে। ভারত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার আজ সে বিষয়ে জোর দিতেছেন—ইহা খুবই সুখের বিষয়। কিন্তু তিনি নিজে এ বিষয়ে সরকারী কর্ম্মপ্রচেষ্টা নিয়োগের কোন পরিকল্পনা উপস্থিত না করিয়া যেভাবে উহার দায়িত্ব কৃষি বিশেষজ্ঞদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহাতে আসল কার্য্য বিশেষ কিছু অগ্রবর্ত্তী হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। ভারত সরকারের কৃষিবিভাগে ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বোর্ড ও কমিটিতে যেসব বিশেষজ্ঞ রহিয়াছেন, তাঁহারা মাঝে মাঝে দুই একটি বৈঠক জমাইয়া কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করিতেই অভ্যস্থ। কোন বিষয়ে ব্যয়বহুল সরকারী কার্য্যনীতির পরিকল্পনা উপস্থিত করার দায়িত্ব বা গরজ তাঁহাদের নাই। উহাদের আলাপ আলোচনা ও গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া অতীতে দেশে কৃষির উন্নতি বিষয়ে কোন সুফল পাওয়া যায় নাই। শাসন পরিষদের নূতন সদস্যগণ নিজেরা আন্তরিকভাবে উদ্যোগী না হইয়া যদি পূর্ব্বেকার মত তাঁহাদের উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন তবে এখনও কোন সুফল পাওয়ার আশা নাই।

শিল্পোন্নতি বনাম ইংরাজ বণিকদের স্বার্থ

ভারতে শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সাধিত হইলে ভবিষ্যতে এদেশে ইংলণ্ডজাত পণ্য বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটিবার আশঙ্কা আছে। এই কারণে ইংরাজ বণিকেরা ভারতে ব্যাপক শিল্পোন্নতির কোন চেষ্টাই

সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। এদেশে কখনও কোন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার আয়োজন হইলে তাঁহারা নানাভাবে উহার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে ঐধরণের শিল্প স্থাপনে কোনরূপ সুযোগ সুবিধা না দেন সেজন্য গবর্ণমেণ্টের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাপ দিতেও তাঁহারা কসুর করেন না। ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা ও মোটর কারখানা স্থাপনের আয়োজন উপলক্ষ্য করিয়া এই প্রকারের যে কারসাজি চলিয়াছে তাহা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের 'শিপিং ওয়ার্লড' নামক পত্র ভারতের জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানাকে ইংলণ্ডের জাহাজ শিল্পের পরিপন্থী হিসাবে আখ্যাত করিয়া সম্প্রতি যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমরা গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখের "আর্থিক জগতে" তাহা উল্লেখ করিয়াছি। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা উক্ত চেম্বারের বার্ষিক অধিবেশনে সম্প্রতি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ইংরাজ বণিকদের নির্লজ্জ স্বার্থপরতার একটি নূতন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গত ১৯৪০ সালে স্যার আলেকজেণ্ডার রোজারের নেতৃত্বে যখন ২৫ জন বিশেষজ্ঞ ইংরাজ ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন যুদ্ধের সুযোগে ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির সহায়তায় ভারতে নানারূপ নূতন শিল্প কারখানা গড়িয়া তোলার ব্যবস্থাই এই বিশেষজ্ঞদের আগমনের হেতু বলিয়া জানা গিয়াছিল। কিন্তু ঐ বিষয়ে বৃটিশ প্রতিনিধিদের আন্তরিকতা যে বাস্তবিক পক্ষে বিশেষ কিছুই ছিল না এবং ভারতের শিল্পোন্নতি বিষয়ে সহায়তা করিতে আসিয়া তাঁহারা যে বৃটিশ শিল্প ব্যবসায়ীদের স্বার্থ মোটেই বিস্মৃত হন নাই সম্প্রতি একটি ব্যাপারে তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্যার আলেকজেণ্ডার রোজারের অন্যতম সহকর্ম্মী ও ফেডারেসন অব্ বৃটিশ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি মিঃ গে লোকক ভারত হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া বৃটিশ শিল্প ব্যবসায়ীদিগকে এইরূপ অভয় দিয়াছেন যে রোজার 'মিসনের' ফলে ভারতে শিল্পের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হইয়া ইংলণ্ডের বাণিজ্যগত স্বার্থ ও সুবিধা ক্ষুন্ন হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। কেন না "বৃটিশ প্রতিনিধিরা ভারতে গিয়া কতিপয় ধরণের সমর-সরঞ্জাম তৈয়ারের শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কেই শুধু কিছু কিছু উৎসাহ দিয়াছেন। সাধারণ সমর শিল্প ছাড়া অন্যান্য শিল্পের প্রসার সম্পর্কে কোন কার্য্যনীতিই সেখানে অবলম্বিত হয় নাই"। এইরূপ উক্তি হইতে ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে বৃটিশ বণিকদের মনোভাব স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছে। এই সময়ে ভারতের আত্মরক্ষা ও বৃটিশসাম্রাজ্যের বনিয়াদ অক্ষুন্ন রাখার সুবিধার্থে অবিলম্বে এদেশে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তোলা আবশ্যক। সেই আবশ্যকতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা বৃটিশ বণিকদিগকে এখনও অন্ততঃ তাঁহাদের স্বার্থপর নীতি পরিহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই অনুরোধ মানিয়া লওয়ার মত সুমতি বৃটিশ বণিকদের নিকট আশা করা যায় না কি?

কয়লার দর বৃদ্ধি

কয়লার দর অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে গত কয়েক মাস যাবৎ সহর অঞ্চলের লোকদের বিশেষ দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার পূর্ব্বে কলিকাতায় গৃহস্থ ঘরের নিত্য ব্যবহার্য্য কয়লার দর ছিল মণকরা ছয় আনা হইতে আট আনা। যুদ্ধকালীন অবস্থায় তাহা ক্রমে বাড়িয়া গত নবেম্বর মাসে দেড় টাকা পর্য্যন্ত উঠে। এইরূপ চড়তি লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলা সর গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কয়লার সর্ব্বোচ্চ দর ১/০ হারে বাঁধিয়া দেন। এই ব্যবস্থার ফলে সাময়িকভাবে কয়লার দ চড়তি কতকটা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু গত কতিপয় দিবস কলিকাতায় কয়লার দর আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলের খনিসমূহে কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা আছে তাহাতে সাধারণ অবস্থায় দেশে কয়লার যোগান ও উহার মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবার কোন হেতু নাই। কিন্তু রেলওয়ে কর্তৃ খনিঅঞ্চল হইতে কয়লা আমদানীর জন্য উপযুক্ত সংখ্যক মালগ সরবরাহ না করায় বর্ত্তমানে সেইরূপ একটা অবস্থারই সৃষ্টি হইয়া এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমরা গত কিছুকাল যাবৎ দেশের গবর্ণ ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে কয়লা চলাচলের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক গা ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিষয়ে যত্নপর না হওয়ায় কয়লার যোগান বৃদ্ধি তথা উহার মূল্য হ্রা কোন সুবিধাই হইতেছে না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষ রেলওয়ে বাজেটের আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ কে সি নিয়ো এবিষয়ে সরকারী রেলবিভাগের আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণ করি এক বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় দেখাইয়াছেন সরকারী রেলপথসমূহে বর্ত্তমানে কয়লা চলাচলের জন্য দৈনিক মা তিন হাজার মালগাড়ী নিয়োগ করা হইতেছে। এই সকল গাড়ী মধ্যে ২ হাজার ১ শত গাড়ী মুখ্যতঃ সামরিক প্রয়োজন অনুযায়ী কয় সরবরাহের কাজে ব্যাপৃত আছে। বাকী ৯ শত গাড়ীই শুধু গৃহ ঘরের ব্যবহার্য্য কয়লা চলাচল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। এ সামান্য সংখ্যক গাড়ীও আবার কর্তৃপক্ষের খেয়াল মত যে কো সময়ে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। গত জানুয়ারী মাসের মধ্যভা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কর্তৃপ আকস্মিকভাবে সপ্তাহে পাঁচদিন ঐরূপ গাড়ী সরবরাহের কাজ ব রাখিয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় দেশের অভ্যন্তরে কয়লার যোগা হ্রাস পাইয়া সর্ব্বত্রই যে উহার মূল্য চড়িয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কয়লার অতিরিক্ত মূল্য যোগাইতে গিয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণ বেশী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। খনিঅঞ্চল হইতে অধিক পরিমাণ কয়লা আমদানীর সুবিধার্থ কর্তৃপক্ষ এখন হইতে মালগাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে সে ক্ষতি অনায়াসেই নিবারিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে রেলপথসমূহের আয় বাড়িয়া যেস্থলে রেলবিভাগের হাতে অভূতপূর্ব্ব উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে সেস্থলে অধিক পরিমাণ মালগাড়ী তৈয়ার ও তাহা কয়লা চলাচলের কাজে নিয়োগ করা কি কর্তৃপক্ষের পক্ষে এতই কঠিন?

চিনির বাজারের ভবিষ্যৎ

ভারতের কলসমূহে চাহিদাতিরিক্ত চিনি উৎপন্ন হওয়ায় ও অবিক্রীত চিনি জমিয়া যাওয়ায় গত কতিপয় বৎসর বাজারে চিনির দর নিম্ন ছিল। বর্ত্তমানে নানাভাবে চিনির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে উহার দর উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। জাপানের সহিত যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে হাওয়াই, ফরমুসা ও ফিলিপাইন হইতে দুনিয়ার হাটে চিনির রপ্তানী একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি জাভাতে জাপানী অভিযান সুরু হওয়ার ফলে ঐ দেশ হইতেও বাহিরে চিনির রপ্তানী বন্ধ হইতে চলিয়াছে। এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়াতে ইংলণ্ড, ইরাক, ইরাণ ও আফগানীস্থান প্রভৃতি দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় চিনির যোগান পাওয়া আজ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই ঐ সব দেশে ভারতীয় চিনি বিক্রয়ের

একটা বিশেষ সুযোগ দেখা গিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তির বিধান অনুসারে গত ১৯৩৭ সাল হইতে ভারতবর্ষকে সমুদ্রপথে কোন চিনি রপ্তানী করিতে দেওয়া হয় নাই। বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক শর্করা কমিটির অনুমোদনক্রমে সমুদ্রপথে ২ লক্ষ টন চিনি ভারত হইতে রপ্তানী করা যাইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। জাভা সম্পূর্ণভাবে জাপানের করায়ত্ত হইলে ভারতবর্ষকে বিদেশে আরও বেশী চিনি রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে—ইহা নিশ্চিত। অপরদিকে ভারতে জাভা চিনির আমদানী একেবারে বন্ধ হওয়ার ফলে ভারতের অভ্যন্তরেও দেশীয় চিনির কাটতি পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এদিকে গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে যে চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে যেস্থলে ৪৫ লক্ষ ৯৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল, ১৯৪১-৪২ সালে সে স্থলে ইক্ষুর চাষ শতকরা ২৫ ভাগ কমিয়া ৩৪ লক্ষ ৬৬ হাজার একর দাঁড়াইয়াছে। উহাতে ইহাই মনে হইতেছে যে, চিনির চাহিদা খুব বাড়িয়া গেলেও আসলে ভারতে চিনির উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি পাইবে না। এই অবস্থায় বর্ত্তমানে চিনির দাম ন্যায্যতঃই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ভবিষ্যতে উহা আরও বাড়িবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে। চিনির কাটতি বৃদ্ধি ও উহার মূল্য বৃদ্ধি ভারতীয় শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির সূচনা বলা চলে। গত কতিপয় বৎসরের নানারূপ সঙ্কটের পর এইরূপ সমৃদ্ধি খুবই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতীয় শর্করা শিল্পের দুর্দ্দিনে এদেশের চিনির কলসমূহের নানারূপ গলদ লক্ষ্য করা গিয়াছিল। শর্করা শিল্পের সুদিনে সেই সব গলদ দূর করা বিষয়ে চিনির কলওয়ালারা যথেষ্ট মনোযোগ দিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

জনরক্ষা সম্পর্কে সরকারী দায়িত্ব

যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্ত্তী হওয়ার সঙ্গে বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে শত্রু আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই বিপদে এপ্রদেশের জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার সকল দিক দিয়া যথাসম্ভব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন—ইহাই সকলে প্রত্যাশা করিতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বেসামরিক জনরক্ষা ব্যবস্থার জন্য এবারকার বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও উপরোক্ত বিষয়ে তাঁহাদের কার্য্যধারা এখনও সত্যিকার প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে খুব অনুপযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। এই অবস্থায় বাঙ্গলা সরকারের বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বাঙ্গলার মন্ত্রি-সভাকে বেসামরিক জনরক্ষা বিষয়ে অধিকতর সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়া সম্প্রতি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা আমরা খুব সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গলায় জনরক্ষা সম্পর্কিত বেসামরিক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকারের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। উহাতে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে সকল দিক দিয়াই সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের একটা সুযোগ আসিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা এখনও সেবিষয়ে পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। জনরক্ষা সম্পর্কিত কার্য্য এতদিন নির্দ্দিষ্ট কোন সরকারী বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল না। পুলিশ বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ প্রভৃতি সরকারী বিভাগসমূহই এই ধরণের কার্য্য কিছু কিছু পরিমাণে চালাইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীর উপর জনরক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন বিভাগের কাজ সুসংহত করিয়া একটি ব্যাপক পরিকল্পনা অনুযায়ী জনরক্ষা কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হওয়ার কোন সুবন্দোবস্ত এখনও হয় নাই। বাঙ্গলায় জনরক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইলে এই ত্রুটি দূর করা সম্পর্কে অচিরে মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী বলেন, কলিকাতা অঞ্চলে বিমান আক্রমণ সংঘটিত হইলে বহু লোক আহত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার আহতদিগকে চিকিৎসা করার তেমন কোন সুব্যবস্থা এখনও করিতেছেন না। এই সহরের হাঁসপাতাল-সমূহে আহতদিগের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, ভবিষ্যৎ প্রয়োজন বিবেচনায় তাহা খুব অনুপযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। কলিকাতার হাঁসপাতালসমূহে মোট 'বেডে'র সংখ্যা হইতেছে চারি হাজার। জরুরী অবস্থা বিবেচনায় বেডের সংখ্যা বাড়াইবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহাতে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া বড় জোর পাঁচ হাজার দাঁড়াইতে পারে। এই পাঁচ হাজার বেড দ্বারা এক সঙ্গে সাধারণ রোগী ও বিমান আক্রমণে আহত ব্যক্তিদের কতদূর চিকিৎসা সম্ভবপর হইবে তাহাই বিবেচ্য। বিমান আক্রমনে কলিকাতার হাঁসপাতালসমূহ যদি বিধ্বস্ত হয় তবে এই সামান্য পাঁচ হাজার বেডের সংস্থানও নষ্ট হইবে। এই সমস্ত বিষয় ভাবিয়া শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী কলিকাতার বাহিরে কতকগুলি জরুরী হাঁসপাতাল স্থাপন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। কলিকাতা সহরের উপর আক্রমণ সুরু হইলে জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিকল হইবার ও সাধারণ দোকান প্রভৃতি বন্ধ হইয়া সহরে খাদ্যাভাব ঘটিবার যে আশঙ্কা আছে শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী এখন হইতে সে সব বিষয়েও গবর্ণমেণ্টকে অবহিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সম্ভাবিত খাদ্যাভাব পূরণের জন্য বাঙ্গলা সরকারের উচিত এখন হইতে কলিকাতার প্রতি ওয়ার্ডে ২।৩টি করিয়া দোকান খোলা। এই সকল দোকানে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী মজুত রাখিয়া সময় মত যদি নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয় তবে খাদ্যাভাব ঘটিবার আশঙ্কা অনেকটা প্রশমিত হইতে পারে। আমরা শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরীর এই সমস্ত নির্দ্দেশ খুব সুচিন্তিত ও বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

শিল্প প্রসারের পথে নূতন প্রতিবন্ধক

সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজে বেশী পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত আবশ্যক হওয়ায় ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে ঐ সব জিনিষের সাধারণ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির নিকট এক পত্রে ভারত সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগ জানাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই লৌহ ও ইস্পাতের এত অভাব দেখা গিয়াছে যে, এখন হইতে কোন শিল্প কারখানার প্রয়োজনে উপযুক্ত পরিমাণে ঐ শ্রেণীর দ্রব্য সরবরাহ করা আর সম্ভবপর নহে। শিল্প কারখানার মালিকেরা এখন হইতে বেশী পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত ত পাইবেনই না, পূর্ব্বে তাঁহারা নানাভাবে যে পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহার করিয়াছেন এক্ষণে সেতুলনায় ঐসব জিনিষের ব্যবহার তাহাদিগকে হ্রাস করিতে হইবে। ঐরূপ নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় কলমালিক সমিতিকে তাহাদের সদস্যশ্রেণীভুক্ত কাপড়ের কলসমূহকে লৌহ ও ইস্পাত ক্রয়ের লাইসেন্স দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ভারত সরকারের ঐ প্রকার নির্দ্দেশের ফলে এদেশে শিল্প প্রসারের পথে নূতন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হইল বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে দেশে বড় ও মাঝারি শিল্পের জন্য নূতন নূতন কারখানা স্থাপন করিতে হইলে সেজন্য বহুল পরিমাণে লৌহ ও ইস্পাত আবশ্যক। যে সব শিল্প কার-খানা বর্ত্তমানে এদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে মালের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাহাদের বিস্তারসাধন করিতেও যথেষ্ট লৌহ ও ইস্পাত প্রয়োজন। ভারত সরকার ঐ সব জিনিষের ব্যবহার সম্পর্কে যে কড়াকড়ি আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে নূতন শিল্পকারখানা স্থাপিত হওয়া দূরের কথা, চলতি পুরাতন কারখানাগুলির কার্য্য বিস্তারেরও বিশেষ কোন সুযোগ পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। এদেশে ব্যাপক আকারে ইস্পাত শিল্প গড়িয়া তোলার সুযোগ সম্ভাবনা খুবই ছিল। যুদ্ধের সময়ে লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদা নানাদিক দিয়া খুবই বাড়িবে জানিয়াও গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে পূর্ব্বাহ্নে তেমন কোন জোর দেন নাই। দেশের লোকের চেষ্টায় কয়েকটি বড় ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এদেশে উৎপাদিত ইস্পাতের পরিমাণ এখনও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত মোট ইস্পাতের শতকরা ১ ভাগের বেশী নহে। পূর্ব্বাহ্নে এই শিল্পের সমুচিৎ প্রসারের উপর জোর দিলে আজ সমর সরঞ্জামের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রচুর ইস্পাত পাইতেন। দেশে নূতন কল কারখানা স্থাপনেও ইস্পাতের অভাব হইত না। কিন্তু সেরূপ সুবিবেচনা ও দূরদর্শিতা এদেশের গবর্ণমেণ্টের কাছে আশা করা বৃথা।

ভারত সরকারের বাজেট

গত শনিবার ভারতীয় আইন সভাদ্বয়ে ভারত সরকারের আয়ব্যয় সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার স্থুলমর্ম্ম এই—

গত বৎসরে (১৯৪০-৪১ সালে) আয়ের তুলনায় ব্যয় ৮ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা বেশী হইবে বলিয়া সংশোধিত হিসাবে বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু চূড়ান্ত হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, এই বৎসরে আয়ের তুলনায় ব্যয় ৬ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। উক্ত বৎসরে রেলবিভাগ হইতে ২ কোটী টাকা এবং আয়কর, উৎপাদন শুল্ক প্রভৃতি বাবদ আরও ১ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা অধিক আয় হওয়ার দরুণই সামরিক বিভাগে ২ কোটী ৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও ঘাটতির পরিমাণ সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ১ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। তবে ১৯৪০-৪১ সালে ব্যয়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ বাবদ ৩ কোটী টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। উহা প্রকৃত ব্যয় নহে। সেই হিসাবে ১৯৪০-৪১ সালে ভারত সরকারের রাজস্বে মোট ঘাটতি হইয়াছে ৩॥ কোটী টাকার মত। এই টাকা ঋণ করিয়া সঙ্কুলান করা হইয়াছে।

চলতি ১৯৪১-৪২ সাল শেষ হইতে এখনও এক মাস বাকী আছে। এই বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত আয়ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব জানিতে এখনও কয়েকমাস দেরী লাগিবে। তবে ৯।১০ মাসের হিসাব দৃষ্টে চলতি বৎসরের আয়ব্যয়ের একটী সংশোধিত হিসাব জানান হইয়াছে। এই হিসাবে বলা হইয়াছে যে, চলতি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত আয়ের তুলনায় আয় ১৬ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা বেশী হইবে এবং প্রধানতঃ সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ব্যয় বাড়িবে ২০ কোটী ৪ লক্ষ টাকা। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে চলতি বৎসরের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে আয়ের তুলনায় ব্যয় ১৪ কোটী টাকা বেশী হইবে বলিয়া জানান হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সংশোধিত হিসাবে যে ভাবে আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিকতর হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে তাহাতে এখন বুঝা যাইতেছে যে, চলতি বৎসরে ১৭ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। এই ঘাটতি কি ভাবে পূরণ করা হইবে এবং চলতি বৎসরে ঋণপরিশোধ বাবদ কোন ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে কিনা ভারত সরকারের অর্থসচিব তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তবে উহা বলাই বাহুল্য যে, চলতি বৎসরে যে ঘাটতি হইবে তাহা ঋণলব্ধ অর্থদ্বারা সঙ্কুলান করা হইবে।

আগামী ১৯৪২-৪৩ সালে চলতি ট্যাক্স অনুযায়ী ভারত সরকারের মোট ১৪০ কোটি টাকা আয় এবং ১৩৩ কোটী টাকা সামরিক ব্যয় লইয়া মোট ১৮৭ কোটী ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বাজেটে বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই বরাদ্দ অনুসারে আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ৪৭ কোটী ৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে দেখিয়া দেশবাসীর উপর কতকগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে স্থির হইয়াছে। ট্যাক্সগুলি এই—(১) বর্ত্তমানে যাহাদের আয় বৎসরে ২ হাজার টাকার কম তাহাদিগকে কোন আয়কর দিতে হয় না। কিন্তু আগামীতে যাহাদের আয় বৎসরে ১ হাজার হইতে ২ হাজার টাকার ভিতর তাহাদিগকে মোট আয় হইতে ৭৫০ টাকা বাদ দিয়া আয়ের যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার উপর প্রতি টাকায় দুই পয়সা হারে ট্যাক্স দিতে হইবে। তবে এই শ্রেণীর আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা তাহাদের মোট আয় হইতে ৭৫০ টাকা বাদ দিয়া বাকী টাকা শতকরা ৪ টাকা দ্বারা পোষ্টাফিসের ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট ক্র করিতে রাজী হইবে তাহাদিগকে আয়কর দিতে হইবে না এবং যু বিরতির এক বৎসর পরে শতকরা বার্ষিক ২॥০ টাকা সুদ স উহাদিগকে এই সব সার্টিফিকেটের জন্য প্রদত্ত টাকা প্রত্যর্পণ কর হইবে। (২) বর্ত্তমানে বৎসরে দুই হাজার ও তদূর্দ্ধ টাকা আয়ে উপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী এক একটা নির্দ্দি হারে আয়কর দিতে হইতেছে এবং এতদুপরি প্রত্যেক ব্যক্তিকে মো আয়করের উপর আরও একতৃতীয়াংশ পরিমাণ টাকা অতিরি (Surcharge) হিসাবে প্রদান করিতে হইতেছে। আগামীতে বিভিন্ন শ্রেণীর আয়ের উপর নির্দ্দিষ্ট আয়করের হারের কোন ইতর বিশেষ করা হইবে না। কিন্তু সকল শ্রেণীর আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদে উপর শতকরা ৩৩⅓ টাকা হিসাবে আয়কর আদায় না করিয়া নি আয়ের উপর প্রতি টাকায় দুই পয়সা হিসাবে এবং উহা ক্রমে বাড়াইয়া সর্ব্বোচ্চ আয়ের উপর প্রতি টাকায় পাচ পয়সা হিসাবে অতিরিক্ত আয়কর আদায় করা হইবে। উহার ফলে ২ হাজার টাক হইতে ৫ হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে মোট আয়করের উপর আরও শতকরা ৫০ টাকা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ টাক অতিরিক্ত হিসাবে প্রদান করিতে হইবে—কিন্তু এই ব্যবস্থায় উর্দ্ধতন আয়ের উপর অতিরিক্ত আয়করের পরিমাণ শতকরা ৫০ টাকার বেশী হইবে না। তবে এই ক্ষেত্রে এরূপ বলা হইয়াছে যে, যাহাদের আয় বৎসরে ৬ হাজার টাকার কম তাহাদের প্রত্যেকের প্রদত্ত আয়কর হইতে তাহার মোট আয়ের প্রতি ১০০ টাকার জন্য ॥০ আনা হিসাবে হিসাব করিয়া যত টাকা হয় তত টাকা তাহার নামে জমা করিয়া রাখা হইবে এবং যুদ্ধাবসানে এই টাকা তাহাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে। (৩) বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য দেশের ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের যে অতিরিক্ত লাভ হইতেছে তাহার দুই তৃতীয়াংশ গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত লাভ কর হিসাবে আদায় করিতেছেন। আগামীতে এই ট্যাক্সের পরিমাণে কোন ইতরবিশেষ করা হইবে না। তবে যাহারা বৎসর বৎসর উহাদের দেয় অতিরিক্ত লাভকরের দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা দিবেন তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধাবসানের এক বৎসর কালের মধ্যে অতিরিক্ত হিসাবে প্রদত্ত এই টাকা শতকরা বার্ষিক দুই টাকা সুদসহ ফেরৎ দিবেন। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টকে এই ভাবে সাহায্যের জন্য উহাদের প্রদত্ত অতিরিক্ত লাভকরের শতকরা দশ টাকাও ফেরৎ দেওয়া হইবে।

এই তিন দফার মধ্যে প্রথমটী একটী নূতন ট্যাক্স এবং দ্বিতীয়টী প্রচলিত ট্যাক্স বৃদ্ধি। তৃতীয়টী নূতন বা বর্দ্ধিত ট্যাক্স নহে। উপরোক্ত দুইটী প্রত্যক্ষ ট্যাক্স ছাড়া কতকগুলি পরোক্ষ ট্যাক্সও ধার্য্য করা হইবে—যথা (১) বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীকৃত কতিপয় জিনিষ ছাড়া আর সমস্ত জিনিষের উপর আমদানীশুল্ক শতকরা ২০ টাকা হারে বর্দ্ধিত করা হইবে (২) খামের মূল্য ৫ পয়সা হইতে ছয় পয়সা, অর্ডিনারি টেলিগ্রামের সর্ব্বনিম্ন ফি দশ আনা হইতে ১২ আনা, এক্সপ্রেস টেলিগ্রামের সর্ব্বনিম্ন ফি ১।০ আনা হইতে

(১১৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্থাবর সম্পত্তির যুদ্ধজনিত ক্ষতির বীমা

যুদ্ধের জন্য কলকারখানা, বাড়ীঘর ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির কোন ক্ষতি হইলে তাহা পূরণের উদ্দেশ্যে একটী বীমা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য বর্ত্তমান যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে দেশবাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী জানাইয়া আসিতেছে। এমন কি ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয় বণিক-দের প্রতিনিধি সভা এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স ও গত ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অনুরোধ জানাইয়া একটী বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার পর দেড় বৎসরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া এবং যুদ্ধ ভারতবর্ষের প্রায় সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্যবোধ করেন নাই। শান্তির সময়ে বিভিন্ন ধরণের ক্ষতির প্রতিকারার্থ জমি, বাড়ী, কলকারখানা ইত্যাদি বীমা করিয়া রাখার ব্যবস্থা এদেশে রহিয়াছে। বেসরকারী বীমা কোম্পানী-সমূহই এই ধরণের বীমার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে বাড়ীঘর ও কলকারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার প্রতিকারে কোন বীমার ব্যবস্থা এদেশে কিছুই নাই। বেসরকারী বীমা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই ধরণের বীমার কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। একমাত্র গবর্ণমেণ্টই উহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এতদিন তাঁহাদের কর্ত্তব্যে অবহিত হন নাই। এখনও উহারা এই ব্যাপার লইয়া নানা প্রকার টালবাহনা করিতে-ছেন। অথচ বর্ত্তমানে এরূপ এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে যে কোন দিন কলিকাতা ও উহার আশপাশে বহুসংখ্যক কল-কারখানা ও বাড়ীঘর শত্রুর বিমান আক্রমণে বিনষ্ট হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই যদি বাড়ীঘর ও কলকারখানা বিনষ্ট হয় তাহা হইলে উহার মালিকদের মধ্যে খুব কমের পক্ষেই এই সব বাড়ীঘর ও কলকারখানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হইবে। যদি এরূপ অবস্থা ঘটে তাহা হইলে দেশের বহু লোক গৃহহীন হইবে, কলকারখানায় নিযুক্ত বহু ব্যক্তি বেকার হইবে, দেশে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস হইবে এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে গবর্ণমেণ্টই সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। এরূপ অবস্থায় বাড়ীঘর, কলকারখানা প্রভৃতির বীমার জন্য একটী আইন প্রণয়নের জন্য সময়ক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একটী অর্ডিনান্স জারী করিয়া বীমাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা সঙ্গত হইবে। এজন্য আইন প্রণয়ন করিবার আর সময় নাই।

বীমাব্যবস্থা কিরূপভাবে প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক তৎসম্বন্ধেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সম্প্রতি যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, গবর্ণমেণ্ট সাধারণের বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত ইমারতাদি এই বীমা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিতে আগ্রহান্বিত নহেন। উহারা কলকারখানা ও উহার জন্য ব্যবহৃত বাড়ীঘর প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তিরই বীমা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন এবং এদেশের যে সমস্ত কলকারখানা বর্ত্তমানে সমর সরঞ্জাম সরবরাহে লিপ্ত রহিয়াছে সেই সব কলকারখানা যাহাতে বীমাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয় তজ্জন্যই উহারা সমধিক ব্যগ্র। গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার মনোভাবের কোন যুক্তিযুক্ততা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শত্রুর আক্রমণের ফলে জনসাধারণের যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা পূরণের ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিতে পারেন না। এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট যদি একটা বৈষম্যমূলক কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করেন তাহা হইলে উহা কেবল জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষেরই সৃষ্টি করিবে না। উহার ফলে গবর্ণমেণ্টও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বাঙ্গলা দেশের কথাই উল্লেখ করিতেছি। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বাড়ীঘর ও কলকারখানা রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রদেশের মাত্র কয়েকটী স্থানে শত্রুর বিমান আক্রমণের আশঙ্কা রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় দেশের সকল স্থানের কলকারখানা ও বাড়ীঘর যদি বীমা-ব্যবস্থার আমলে আসে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বহুসংখ্যক বীমাকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম দ্বারা অনায়াসে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির যুদ্ধজনিত ক্ষতির দাবী পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু বীমার ক্ষেত্র যদি অত্যধিক সঙ্কীর্ণ হয় এবং কতিপয় সহরের মুষ্টিমেয় কল-কারখানাই যদি বীমা করা হয় তাহা হইলে এই ব্যবস্থায় প্রাপ্ত প্রিমিয়াম কিছুতেই ক্ষতিপূরণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টকে অনাবশ্যকরূপে ক্ষতির বোঝা বহন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য আমরা প্রস্তাব করি যে, দেশের সকল স্থানে কলকারখানা ও বাড়ীঘর বীমাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হউক।

বীমার প্রিমিয়াম সম্বন্ধেও আমাদের বিশেষ বক্তব্য রহিয়াছে। একথা বলাই বাহুল্য যে, যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণার্থ কোন বীমা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে তাহা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। কিন্তু এই দরিদ্র দেশে যদি স্থাবর সম্পত্তির মালিক মাত্রকেই তাহার সম্পত্তি বীমা করিতে বাধ্য করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি বীমার প্রিমিয়াম অত্যধিক হারে ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে উহা দেশের জনসাধারণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর চূড়ান্তরূপে অবিচারই হইবে। সম্প্রতি যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, সম্পত্তির মূল্যবিশেষে উহার বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ শতকরা ২ হইতে ৮ টাকায় ধার্য্য করা হইবে। সম্পত্তির মূল্য যত কম প্রিমিয়ামের পরিমাণও তত কম করিয়া ধার্য্য করা হইবে। অধিকন্তু যে সমস্ত স্থানে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা বেশী সেই সমস্ত স্থানে অধিক হারে প্রিমিয়াম আদায় করা হইবে। আমরা কলিকাতার কথাই বিশেষভাবে ভাবিতেছি। এখানে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা নিশ্চয়ই বেশী। এই স্থানে যদি উপরোক্ত হারে প্রিমিয়াম ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে ২৫ হাজার টাকা মূল্যের একটী বসতবাটী অথবা কারখানার বীমা করিতে শতকরা ৫ টাকা হারে বৎসরে ১২৫০ টাকা প্রিমিয়াম দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট বীমার ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিবেন এবং বীমাকারীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম হইবে মনে করিয়াই বোধ হয় এরূপভাবে বীমার প্রিমিয়াম ধার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই হারে প্রিমিয়াম দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। কাজেই বীমার ক্ষেত্র যতদূর সম্ভব ব্যাপক করিয়া এবং যত বেশী সংখ্যক ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে উহার আওতায় আনা সম্ভবপর, তাহাদিগকে বীমা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রিমি-য়ামের পরিমাণ যথাসম্ভব কম হারে ধার্য্য করা আবশ্যক। অষ্ট্রেলিয়ার

(১১৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেলওয়ে বাজেটে হিসাবের মারপ্যাচ

গত সপ্তাহে রেলবিভাগের বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা একথা বলিয়াছি যে, বিগত ১৯৪০-৪১ সালে রেলবিভাগে ১৮॥ কোটী টাকার মত উদ্বৃত্ত হইলেও উক্ত বৎসরের বাজেট উপস্থিত করিবার সময়ে এই বিভাগে মাত্র ৩ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া জানান হয় এবং এই উদ্বৃত্ত হইতে ভারত সরকারকে রেলবিভাগের দেয় টাকা পরিশোধ করা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া অজুহাত দেখাইয়া ঐ বৎসরের প্রথম হইতে সরকারী রেলপথে যাত্রী ও মালের ভাড়া বর্দ্ধিত করা হয়। ১৯৪০-৪১ সালে রেলবিভাগের উদ্বৃত্তের পরিমাণ অনেক বেশী হইবে এবং ১৯৪১-৪২ সালেও প্রভূত পরিমাণ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে এরূপ দেখা যাওয়া সত্ত্বেও পরবর্ত্তীকালে রেলপথে যাত্রী ও মালের ভাড়া কমান হয় নাই। আগামী ১৯৪২-৪৩ সালেও রেল বিভাগে ২৮ কোটী টাকার মত উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে। কিন্তু আগামী বৎসরে ১৯৪০-৪১ সালে ধার্য্য অতিরিক্ত ভাড়া ও মাশুল কমান দূরে থাকুক, বরং আগামী ১লা মে হইতে ই আই আর ও এন ডব্লিও আর'এ যাত্রী ও মালের ভাড়া এবং উক্ত দুইটী লাইন ছাড়া অন্য সমস্ত লাইনে মালের ভাড়া বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রেলবিভাগের বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে একওয়ার্থ কমিটী যে রিপোর্ট দেন তাহাতে তাঁহারা এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, রেলবিভাগের যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য যে ভাবে যাত্রী ও মালের ভাড়া ধার্য্য করা প্রয়োজন তদতিরিক্ত ভাড়া ধার্য্য করা রেল কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে উচিত নহে। বর্ত্তমানে রেলকর্ত্তৃপক্ষ এই নীতি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করিয়া দেশের অসহায় জনসাধারণের ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাড়া ও মাশুল আদায় করিয়া উহাদের লাভের মাত্রা বাড়াইয়াই চলিয়াছেন। রেলবিভাগের মারফতে দেশবাসীর উপর এইভাবে পরোক্ষ ট্যাক্স বসাইয়া যে লাভ হইতেছে তাহা যদি রেলের জন্য গৃহীত ঋণ পরিশোধে ব্যয়িত হইত তাহা হইলে দেশবাসীর ঋণভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইত। এই লাভের টাকাটা যদি সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকাকে প্রদান করা হইত তাহা হইলেও ভারত সরকার দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্স বসাইবার পক্ষে তেমন অজুহাত পাইতেন না। এই ব্যবস্থায় প্রদেশসমূহও আয়কর হইতে অধিকতর পরিমাণে টাকা পাইত। এরূপ ক্ষেত্রে রেলবিভাগ কর্ত্তৃক এই ভাবে পরোক্ষ ট্যাক্স ধার্য্য করিবার একটা যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত। কিন্তু রেলবিভাগ উহাদের উদ্বৃত্ত টাকার কোন সদ্ব্যয় করিতেছেন না। উহারা এই টাকার অধিকাংশ ডেপ্রিসিয়েশন ফণ্ড ও রিজার্ভ ফণ্ডে মজুদ করিয়া রাখিতেছেন। প্রত্যেক ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে দুর্দ্দিনের সম্বল হিসাবে কিছু অর্থ মজুদ করিয়া রাখিতে হয়। রেলবিভাগ একটী শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। সেই হিসাবে উহারও একটা মজুদ তহবিল থাকা দরকার। গত ১৯২৮-২৯ সালের শেষে রেলবিভাগের মজুদ তহবিলে ১৮॥ কোটী টাকার মত সঞ্চিত ছিল। কিন্তু ১৯২৯-৩০ সাল হইতে উক্ত বিভাগে মন্দা উপস্থিত হওয়াতে রেলের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য উক্ত ১৮॥ কোটী টাকা হইতে ১৮ কোটী টাকা খরচ করিয়া ফেলা হয় এবং মজুদ তহবিলে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার মত অবশিষ্ট থাকে। সেই হিসাবে গত ১৯৪০-৪১ সালের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে মজুদ তহবিলে ৬ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করা অন্যায় হয় নাই—যদিও এক বৎসরে এ টাকাটা না জমাইয়া ২।৩ বৎসরে উহা জমান উচিত ছিল। কি দরিদ্র দেশবাসীর নিকট হইতে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করিয়া এ মালের মাশুল অতিরিক্ত হারে ধার্য্য করতঃ দেশের ব্যবসা ও শি প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ডেপ্রিসিয়েশন ফ ৮০ কোটী টাকা অপেক্ষাও অধিক টাকা মজুদ করিয়া রাখার চেষ্টা কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ট আলোচনা করা যাইতেছে।

ডেপ্রিশিয়েসন কি তাহা বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার কোন আবশ্যকত আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে জন্য যে সমস্ত বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, কলকব্জা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় তাহা চিরস্থায়ী নহে। এই সমস্ত জিনিষের কোনটা ১০, কোনটা ১৫, কোনটা ২০ ও কোনটা ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্যোপযোগী থাকে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে উহার এক প্রকার কিছুই মূল্য থাকে না বলিয়া পুনরায় নূতন বাড়ীঘর, আসবাবপত্র ও কলকব্জা সংগ্রহ করিতে হয়। এজন্য ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উপরোক্ত শ্রেণীর প্রত্যেক জিনিষের জন্য প্রত্যেক বৎসর একটা খরচা ধরিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে যদি এক লক্ষ টাকা মূল্যের একটী কল লইয়া কাজ আরম্ভ হয় এবং এই কলের কর্ম্মক্ষমতা যদি দশ বৎসর মাত্র হয়, তাহা হইলে উহার জন্য প্রত্যেক বৎসর দশ হাজার টাকা করিয়া খরচা লিখা হওয়া আবশ্যক। এই ভাবে দশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসর দশ হাজার টাকা করিয়া খরচা লিখিয়া ঐ টাকা যদি জমান না হয় তাহা হইলে দশ বৎসর অন্তে কলটী যখন অকেজো হইয়া পড়ে তখন পুনরায় এক লক্ষ টাকা মূল্যে একটী নূতন কল সংগ্রহ করা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ভারতীয় রেলপথসমূহের কাজের জন্য অগণিত বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, রেললাইন, পুল, ইঞ্জিন, যাত্রীগাড়ী, মালগাড়ী, কলকব্জা ইত্যাদি নিয়োজিত আছে। প্রত্যেক বৎসর এই সব জিনিষের মধ্যে অনেক জিনিষ অকেজো হইয়া যাইবার জন্য তৎস্থলে নূতন জিনিষ ক্রয় করিতে হয় এবং প্রত্যেক বৎসরই এই সব জিনিষের আয়ুক্ষয়হেতু মূল্যাপকর্ষ ঘটে। এজন্য রেলবিভাগ প্রত্যেক বৎসর কয়েক কোটী টাকা করিয়া খরচা ধরিয়া থাকেন, এবং উহা ডেপ্রিশিয়েসন ফণ্ড নামে একটী তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। এই তহবিল হইতে টাকা লইয়া প্রত্যেক বৎসর পুরাতন রেললাইন বদল করিয়া নূতন রেললাইন পাতা হয় এবং পুরাতন ইঞ্জিন, গাড়ী, আসবাবপত্র ইত্যাদির স্থলে নূতন ইঞ্জিন, গাড়ী, আসবাবপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

রেলবিভাগ কর্ত্তৃক অনুসৃত এই নীতি যে সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত তাহাতে সন্দেহের কোন অবসর নাই। কারণ রেলবিভাগের কাজে ব্যবহৃত বিপুল সাজসরঞ্জামের মধ্যে প্রত্যেক বৎসর যে কোটী কোটী টাকার সাজসরঞ্জাম অকেজো হইয়া পড়িতেছে তাহার বদলে নূতন সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিবার মত উপযুক্ত অর্থের সংস্থান না রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় রেলপথগুলি অচল ও বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই সম্পর্কে রেলবিভাগের অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে আমাদের কোন আপত্তি না থাকিলেও কর্ত্তৃপক্ষের দিক দিয়া উহার

বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র আপত্তির কারণ রহিয়াছে। এই জন্য যে—রেলপথগুলিতে অকেজো সাজসরঞ্জামের পরিবর্ত্তে নূতন সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক বৎসর যে পরিমাণ অর্থের সংস্থান করা প্রয়োজন রেলবিভাগ প্রত্যেক বৎসর তদনুপাতে অনেক বেশী অর্থ ডেপ্রিসিয়েশন ফণ্ডে মজুদ করিয়া রেলবিভাগে একটা কাল্পনিক অর্থাভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া উহারা দেশবাসীর নিকট হইতে প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে ভাড়া ও মাশুল আদায় করিতেছেন। রেলবিভাগের হিসাব দৃষ্টে দেখা যায় যে, গত ১৯২৪-২৫ সালের প্রথম হইতে যখন রেলবিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের আয়ব্যয়ের হিসাব হইতে পৃথক করা হয় সেই সময় হইতে ১৯৩০-৩১ সালের শেষ পর্য্যন্ত ৭ বৎসরে রেলবিভাগের আয় হইতে ডেপ্রিশিয়েসন ফণ্ডে মোটমাট ৮০ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা জমা দেওয়া হয়—কিন্তু এই ৭ বৎসরে রেলের পুরাতন সাজসরঞ্জামের বদলে নূতন সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য ৬৭ কোটী ৩ লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয় করা হয়। ফলে ১৯৩০-৩১ সালের শেষে এই তহবিলে ১৩ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। উহার পরে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে উক্ত তহবিলে ৬৭ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা জমা দেওয়া হয়—কিন্তু এই ৫ বৎসর উহা হইতে ৪০ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয় করা হয়। এরূপ অবস্থায় এই ৫ বৎসরে ডেপ্রিশিয়েসন ফণ্ডে মজুদ অর্থ আরও ২৭ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৫-৩৬ সালের শেষে উহার পরিমাণ ৪১ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উক্ত ৫ বৎসরে মন্দার জন্য রেলবিভাগের অন্যান্য ব্যয়ের সঙ্কুলান না হওয়ার দরুণ ডেপ্রিশিয়েসন ফণ্ড হইতে রেল কর্ত্তৃপক্ষ এই সময়ে ৩১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করেন। এজন্য ১৯৩৫-৩৬ সালের শেষে ঐ ফণ্ডে মজুদ টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৯ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা। উহার পরে ১৯৪০-৪১ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে উক্ত ফণ্ডে মোট ৬৩ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা জমা দেওয়া হয়—কিন্তু এই ৫ বৎসরে উক্ত ফণ্ড হইতে ৩৬ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয় করা হয়। ফলে এই ৫ বৎসরে উক্ত ফণ্ডে মজুদ টাকার পরিমাণ আরও ২৭ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু ১৯৩১-৩২ সাল হইতে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে উক্ত ফণ্ড হইতে রেল কর্ত্তৃপক্ষ যে ৩১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করেন তাহার মধ্যে ১৯৩৬-৩৭ সালে ১ কোটী ২১ লক্ষ টাকা শোধ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে গত ১৯৪০-৪১ সালের শেষে উক্ত ফণ্ডে মজুদ টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৪০-৪১ সালের সংশোধিত হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, এই বৎসরে উক্ত ফণ্ডে ১২ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা জমা দেওয়া এবং উক্ত ফণ্ড হইতে ৫ কোটী ১২ লক্ষ টাকা খরচ করার ফলে উক্ত বৎসরে এই ফণ্ডের আয়তন আরও ৭ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। অধিকন্তু রেলের এই বৎসরের আয় হইতে উক্ত ফণ্ডের প্রাপ্য বাকী টাকার মধ্যে ৭ কোটী ৮ লক্ষ টাকা শোধ করিয়া দেওয়া হইবে। ১৯৪১-৪২ সালেও উক্ত ফণ্ডে ১৮ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা জমা দিয়া উহা হইতে ৭ কোটী টাকা খরচ করা যাইবে এবং উক্ত ফণ্ডের প্রাপ্য টাকার মধ্যে আরও ৭ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। এই দুই বৎসরের চূড়ান্ত হিসাব যদি অনুমিত হিসাবের অনুরূপ হয় তাহা হইলে ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ডেপ্রিশিয়েসন ফণ্ডে মজুদ টাকার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৬৪ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা এবং ঐ সময়েও রেলবিভাগের নিকট উক্ত ফণ্ডের ১৫ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা পাওনা থাকিবে। সুতরাং ১৯৪২-৪৩ সালের শেষে উক্ত ফণ্ডে মোট সংস্থানের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮০ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা।

দেশবাসীর নিকট হইতে প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে ভাড়া ও মাশুল আদায় করিয়া তাহা হইতে ডেপ্রিশিয়েসন ফণ্ডে এত অধিক অর্থ মজুদ করিবার বিরুদ্ধে দেশবাসী বরাবর প্রতিবাদ জানাইয়া আসিতেছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ উহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না। মধ্যে রেলকর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতেই কথা উঠিয়াছিল যে, ১৯৩১-৩২ সাল হইতে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে রেলবিভাগ উক্ত ফণ্ড হইতে যে ৩১॥ কোটী টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন তাহা মকুব করিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাব দেশবাসীর অনেকের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। কারণ উক্ত টাকা মকুব হইলে উহা দ্বারা ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগের আর্থিক অবস্থা এই অনুপাতে উন্নত হইত এবং উহা জাতি-গঠনমূলক কাজ, ট্যাক্স মকুব, ঋণ আদায় অথবা অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানে সাহায্য করিতে পারিত। কিন্তু রেল কর্ত্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে কিছুদিন টালবাহনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত উক্ত প্রস্তাব পরিহার করিয়াছেন এবং চলতি বৎসর ও আগামী বৎসরে রেলবিভাগের উদ্বৃত্ত হইতে উক্ত ফণ্ডের প্রাপ্য টাকার মধ্যে আরও ১৪ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা শোধ করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন।

রেল কর্ত্তৃপক্ষের এই কর্ম্মপন্থা আমরা সর্ব্বথা প্রতিবাদযোগ্য বলিয়া মনে করি। রেলবিভাগের আয় হইতে ডেপ্রিশিয়েসন ফণ্ডে প্রয়োজনাতিরিক্তরূপে টাকা জমা দিয়া রেলের অন্যান্য ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য উক্ত ফণ্ড হইতে ঋণ গ্রহণ করা এবং পরে পুনরায় রেলের আয় হইতে এই ঋণ পরিশোধ করা একটা হিসাবের মারপ্যাচ ভিন্ন আর কিছু নহে। উহাকে যদি কেহ দেশবাসীর উপর অধিকতর হারে ভাড়া ও মাশুল ধার্য্য করিবার একটা ফন্দী বলিয়া মনে করে তাহা হইলে উহা অন্যায় হইবে না। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, রেলকর্ত্তৃপক্ষ উক্ত ফণ্ডে প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে অর্থ মজুদ করিবার ফন্দীই অবলম্বন করিতেছেন না—উহারা চলতি বৎসরে মূলধনের হিসাবে ব্যয়িত ৪ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা আয়ব্যয়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রেলবিভাগের উদ্বৃত্তের পরিমাণ এই অনুপাতে কমাইয়া দিয়াছেন। উহাও হিসাবের আর একটা মারপ্যাচ এবং উহাকেও রেলের ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির আর একটা ফন্দী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, যে এই ধরণের অপকৌশল সর্ব্বথা নিন্দনীয়। জনসাধারণের নিকট হিসাব উপস্থিতকালে রেলবিভাগ কি আর একটু সততাসম্পন্ন হইতে পারেন না? উহারা কতদিন আর এইভাবে দেশবাসীর অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিবেন?

(স্থাবর সম্পত্তির যুদ্ধজনিত ক্ষতির বীমা)

অবস্থা অনেকটা ভারতবর্ষের অনুরূপ। উক্ত দেশে অনেকদিন পূর্ব্বেই স্থাবর সম্পত্তির যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণার্থ বীমা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ান গবর্ণমেন্ট এই ব্যবস্থার মধ্যে কেবল কল-কারখানার জন্য ব্যবহৃত বাড়ীঘর ও কলসমূহই অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। উহার মধ্যে সাধারণের সম্পত্তিভুক্ত বাড়ীঘরও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উক্ত দেশে বীমার ক্ষেত্র এইরূপ ব্যাপক করার দরুণ বীমার প্রিমিয়ামও প্রতি ১০০ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির জন্য বৎসরে ৪ শিলিং মাত্র ধার্য্য হইয়াছে। সেই হিসাবে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সর্ব্বনিম্ন প্রিমিয়ামও দশ গুণ বেশী এবং সর্ব্বোচ্চ প্রিমিয়াম ৪০ গুণ বেশী।

ভারত সরকার যদি সত্য সত্যই দেশের জনসাধারণ ও দেশের ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে শত্রুর আক্রমণজনিত ক্ষতি হইতে রক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বীমার ক্ষেত্র ও প্রিমিয়ামের পরিমাণ সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু এই ব্যাপারে যত সত্বর সম্ভব কাজ করাই অধিকতর প্রয়োজনীয়। এজন্য আর একদিনও বিলম্ব করা উচিত নহে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বর্ষাতি ক্যাম্বিস

বর্ষাতি ক্যাম্বিস তৈয়ারী করার জন্য পাটকলগুলি কিছুকাল ধরিয়াই নানারূপ পরীক্ষাকার্য্য চালাইতেছে এবং একটা কারখানা এইরূপ ক্যাম্বিস প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সরবরাহ বিভাগ হইতে এই ধরণের ক্যাম্বিসের জন্য এই কারখানাটিতে ইতিমধ্যেই ফরমাস আসিয়াছে।

ইলেক্‌ট্রীক ব্যাটারীর সরঞ্জাম

বৈদ্যুতিক সেল তৈয়ারী করিবার জন্য যে কাঠের গুঁড়ার প্রয়োজন, ভারতের সেল নির্ম্মাণ কারখানাগুলি এতদিন তাহা জার্ম্মেনী হইতে আমদানী করিত। এখন হইতে এই কাঠের গুঁড়া ভারতেই পাওয়া যাইবে। জার্ম্মেনী হইতে কাঠের গুঁড়া আমদানী বন্ধ হওয়ার পর দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে অনুরূপ জিনিষ আবিষ্কার করিতে বলা হয়। এইখানে গবেষণার ফলে দুইটী বিভিন্ন প্রকার কাঠের গুঁড়া মিশাইয়া সেল তৈয়ারীর উপযুক্ত গুঁড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে।

কারিগরী শিক্ষার্থীদের ভাতা বৃদ্ধি

প্রকাশ, কারিগরী শিক্ষা পরিকল্পনানুসারে যে সকল ছাত্রকে কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, ভারত সরকার তাহাদের ভাতা বাড়াইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ম্যাট্রিক পাশ ছাত্রেরা ২৫৲ টাকার স্থলে ২৭৲ টাকা এবং যাহারা ম্যাট্রিক পাশ করে নাই সেইরূপ ছাত্রেরা ২০৲ টাকার স্থলে ২২৲ টাকা করিয়া ভাতা পাইবে।

আসামে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

আসাম প্রদেশের মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান কন্ট্রোলার ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটবৃন্দ ভারতরক্ষা আইনানুযায়ী নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পাইয়াছেন:—ছোলা, মুগ, মটর, ময়দা, গুড়, দুধ, ঘি, উদ্ভিজ্জ তৈল, লঙ্কা, হলুদ, পেঁয়াজ, লবণ, কেরোসিন তৈল, কাঠ কয়লা, কাঁচা কয়লা, জ্বালানি কাঠ, খড়ি, ঔষধপত্র, কাপড় কাঁচা সাবান, খইল, গবাদিপশুর জন্য খড়, ধুতী, লুঙ্গী, শাড়ী, বিভিন্ন শ্রেণীর দেশী ছিটের কাপড় প্রভৃতি।

সিন্ধুদেশে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন

আগামী ১লা এপ্রিল হইতে সিন্ধুদেশে দেশী মদের দোকানের সংখ্যা ১৮১টী হইতে কমাইয়া ১৬৬টী করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকদের বোনাস

বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদিগকে যুদ্ধের প্রথম বোনাস হিসাবে এক কোটী টাকা দেওয়া হইয়াছে।

চীনে সমরোপকরণ প্রেরণের উপর বাণিজ্যশুল্ক রদ

ভারত হইতে চীনে রণসম্ভার প্রেরণের উপর কোনরূপ বাণিজ্যশুল্ক বসান হইবে না বলিয়া ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মরোডের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইবার আশঙ্কায় এবং রেঙ্গুণ বন্দরে মাইন স্থাপন করায় এখন হইতে ভারতবর্ষ হইতেই সরাসরী চীনে মালপত্র পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইবে।

ভারতে সত্যাগ্রহী রাজবন্দীর সংখ্যা

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির একখানি প্রচারপত্রে প্রকাশ যে, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য দণ্ডিত রাজবন্দীর সংখ্যা হইতেছে ২৪ হাজার ৬৬৮ জন। সত্যাগ্রহী রাজবন্দীদের উপর জরিমানার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬২৫,৪০০৸৴০ আনা। সত্যাগ্রহী রাজবন্দীদের মধ্যে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সভ্যবৃন্দের ১১ জন, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্যদের ১৭৬ জন, ২৯ জন ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস মন্ত্রী, ২২ জন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় সভার সভ্য এবং ৪ শত জন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য আছেন।

বাংলা দেশে ষাঁড় ও বলদ

প্রকাশ, বাংলা দেশে বর্ত্তমানে প্রায় ২ হাজার ৫৮০টি অনুমোদিত প্রজনন বৃষ, ২ লক্ষ বলদ এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার অল্পবয়স্ক ষাঁড় আছে।

নূতন ধরণের দূরবীণ

প্রকাশ, ভারতের একটী বস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানা সম্প্রতি একপ্রকার নূতন ধরণের দূরবীণ তৈয়ারী করিয়াছে। পরীক্ষায় ইহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং এই ধরণের বহুসংখ্যক দূরবীণ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতে প্যারাসুটের কারখানা

ভারতবর্ষ হইতে চীন, তুরস্ক, এবং সিরিয়ায় সূতা সরবরাহ করা হইবে। কলিকাতার একটী পাট-কল তুলা এবং পাটমিশানো একপ্রকার ক্যাম্বিস তৈয়ারী করিয়াছে। ইহা বর্ষাতি না হইলেও শণের তৈয়ারী ক্যাম্বিসের ন্যায় জলের আধার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। বিদেশ হইতে শণের সূতার আমদানী অসম্ভব কমিয়া যাওয়ায় এই নূতন ধরণের ক্যাম্বিস বিশেষ উপকারে আসিবে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের শণ উৎপাদন পরিকল্পনা অনুসারে বাংলা দেশে কিছু কিছু শণ উৎপন্ন করা হইয়াছে। পাটকলে এগুলি দ্বারা সূতা তৈয়ারী করা যায় কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে। প্যারাসুট এবং ষ্ট্যাটিসুট তৈয়ারীর পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই অনেকগুলি ষ্ট্যাটিসুট এবং তাহার সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়াছে। উপযুক্ততা পরীক্ষার জন্য এগুলি বিমানবাহিনীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করা হইয়াছে।

কলিকাতা ও সহরতলীতে পরিখা খনন

বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষামূলক ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৩১০ ফুট আয়তনের পরিখা কলিকাতা ও ইহার উপকণ্ঠে খনন করা হইয়াছে। শুধু কলিকাতার ময়দানেই ২৯ হাজার ১৫৮ ফুট পরিখা কাটা হইয়াছে।

জাভা হইতে চিনি রপ্তানীর পরিমাণ

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে জাভা হইতে মোট ১ লক্ষ ২৭ হাজার ১৫৮ ম্যাট্রিক টন (এক ম্যাট্রিক টন ২১ মণের কিছু বেশী) চিনি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে ; ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৬০ হাজার ৫৬৫ ম্যাট্রিক টন।

কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে পয়ঃপ্রণালী খনন

কলিকাতার করপোরেশনের ওয়ার্কস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী একটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী অঞ্চলে যাহাতে পয়ঃপ্রণালী খনন করা যায় তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য বাংলা সরকারের এবং কলিকাতা করপোরেশনের প্রতিনিধিবৃন্দের একটী বৈঠক হওয়া উচিত।

বিনামূল্যে বালি বিতরণ

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার কলিকাতার নাগরিকদের মধ্যে বিনামূল্যে বালি বিতরণের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গঙ্গাবক্ষ হইতে বালি তুলিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া সহরে আনীত হইবে এবং উহা ময়দানে ও বস্তীর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে রাখা হইবে। কখন এই সব বালি বিতরিত হইবে, জনসাধারণকে তাহা জানান হইবে। তাহারা প্রয়োজনানুসারে বালি লইয়া যাইতে পারিবে। গৃহস্থদের বালির বস্তা রাখা বাধ্যতামূলক হওয়ার পরে বালি সংগ্রহে নাগরিকদের অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান অধিবেশনে ১৩টি বেসরকারী প্রস্তাব আলোচ্য বিষয়ের তালিকায় স্থান পাইয়াছে। এই সব প্রস্তাবের মধ্যে চাষোপযোগী পতিত জমির উদ্ধার, কৃষি ব্যাঙ্কের উদ্বোধন, খাজনা হ্রাস, মুসলমান ও তপশিলভুক্ত জাতিসমূহের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যশিক্ষা আন্দোলনের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় রহিয়াছে।

কর্পোরেশনের ব্যবস্থা

বিমান আক্রমণের ফলে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাজ অব্যাহত রাখিবার জন্য কর্পোরেশন ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ব্যয়ে ২২টি লরী ক্রয় করিয়াছেন। আরও ২৫টি মোটর ট্রাক ও ৪টি এম্বুলেন্স গাড়ীর অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত যানবাহনের সাহায্যে সহরের সাধারণ জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হইবে।

কয়লা সরবরাহে অসুবিধার কারণ

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য কয়লা সরবরাহে ওয়াগণের (মালগাড়ী) অভাব সম্পর্কে আলোচনায় প্রকাশ যে, প্রত্যহ কয়লা চালানের নিমিত্ত প্রায় ৩ হাজার ওয়াগন বিলির ব্যবস্থা আছে। ইহার মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও সমর শিল্পের প্রয়োজনীয় কয়লা সরবরাহ বাবদ প্রায় ২ হাজার ১ শত ওয়াগন স্বতন্ত্র রাখিয়া জনসাধারণের প্রয়োজনে মাত্র ৯ শত ওয়াগন দেওয়া হয়। চলতি বৎসরের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে সপ্তাহে পাঁচ দিন জনসাধারণের প্রয়োজনীয় কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিয়া জনসাধারণের যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

তাঁতীদের জন্য সূতা যোগান

ভারত সরকার এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় সূতা না পাওয়ার জন্য তাঁতিদের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। এই জন্য ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, তাঁতিদের সূতা সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে একটী সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করা হইবে। এই বিধানানুযায়ী যে সকল কলে সূতা প্রস্তুত হয়, শুধু তাহাদিগকে এবং বিশেষভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত সূতা ব্যবসায়ীরাই সূতা বিক্রয় করিতে পারিবে। যে সকল সূতা ব্যবসায়ীরা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ে পড়িবে না, তাহারা বাজারে সূতা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

ভারতে তুলা চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালের তুলাচাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে সমগ্র ভারতে মোট ২ কোটী ৩২ লক্ষ ৪৫ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে এবং তুলার উৎপন্নের পরিমাণ ৫৮ লক্ষ ১৮ হাজার গাঁট হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় তুলা চাষের জমির আয়তন শতকরা দুই ভাগ এবং উৎপন্ন তুলার পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে

যুক্তপ্রদেশে পেট্রল সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টা

যানবাহন সমস্যা সমাধান করার উদ্দেশ্যে যুক্ত প্রাদেশিক সরকার পেট্রলের পরিবর্ত্তে মোটর চালাইবার সকল প্রকার উপাদান ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে উক্ত সরকার গ্যাস উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য বন প্রভৃতি হইতে কাঠ কয়লা সংগ্রহ করিতেছেন। মোটর-যান এবং বিশেষ করিয়া লরীসমূহে গ্যাস উৎপাদন যন্ত্র রাখার ব্যবস্থা থাকিবে। ১লা মার্চ্চ হইতে গ্যাস উৎপাদন যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হইবে। যুক্ত প্রাদেশিক সরকার কৃত্রিম পেট্রল প্রবর্ত্তনের জন্য পরীক্ষা-কার্য্য এবং গবেষণা চালাইতে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

বাংলাদেশে রাজবন্দীর সংখ্যা

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটী বিবৃতিদান প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক জানান যে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত বাংলাদেশে ৬০ জন সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক বন্দী, ১১০ জন ভারতরক্ষা আইনে আটক বন্দী, ২৬৫ জন নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে সাধারণ আটক বন্দী এবং ১ হাজার ১০৫ জন নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে বিশেষ আটক বন্দী আছেন। মোট ২ হাজার ১১ জনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত কোন বন্দীই বর্ত্তমানে বাংলা দেশে নাই।

ভারত হইতে তুলাজাত সূতা রপ্তানী

প্রকাশ, ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে তুলাজাত সূতা চীন, তুরস্ক এবং সিরিয়ায় রপ্তানী করা হইবে।

মহীশূর রাজ্যে সমবায় আন্দোলন

মহীশূর রাজ্যের ১৯৪০-৪১ সালের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত রাজ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ হাজার ৯৫৬টী; পূর্ব্ব বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৮৯৫টী। ইহাদের মধ্যে ১৯৪০-৪১ সালে প্রাথমিক কৃষি সম্পর্কিত সমবায় সমিতির সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের ১ হাজার ৪৩০টী হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১ হাজার ৪৮০টী হইয়াছে। ইহাদের লাভ হইয়াছে আলোচ্য বৎসরে ৫৭ হাজার ৩৩১ টাকা; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ লাভের পরিমাণ ছিল ১২ হাজার ৫৩৪ টাকা। আলোচ্য বৎসরে কৃষিপণ্যের বাজার বিভাগ সম্পর্কিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১৪টী। ঔষধপত্রাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য বাঙ্গালোরে কয়েকটী সমবায় সমিতি আলোচ্য বৎসরে গঠিত হইয়াছে এবং মহীশূর রাজ সরকার এই সকল সমিতিকে ১ হাজার ৭৫০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের শাখা অফিসের সংখ্যা

১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর যে তিন মাস (জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর) শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ভারতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রধান কার্য্যালয় এবং শাখা অফিসগুলির সংখ্যা একত্রে মোট দাঁড়াইয়াছে ১ হাজার ৪২১টী।

আপৎকালীন ব্যবস্থা

সম্ভাবিত বিমান আক্রমণের ফলে যে সকল বাড়ী নষ্ট হইবে তাহার মূল্যবান জিনিষপত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার সহরের কয়েকটি বড় বড় ফার্ম্মের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইতেছেন। যে সকল ফার্ম্মের বড় গুদামঘর আছে তাহাদের গুদামগুলি ঐ কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে বিধ্বস্ত বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ সরাইয়া ফেলিবার ভার দেওয়া হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বর্ত্তমান অধিবেশনে ৬৩টি বেসরকারী প্রস্তাব আলোচ্য বিষয়ের তালিকায় স্থান পাইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবসমূহ আগামী ৬ই মার্চ্চ আলোচনার্থ উপস্থাপিত করা হইবে।

কলিকাতায় কয়লা ও আটার অভাব

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখের অধিবেশনে কলিকাতা সহরে পাথুরিয়া কয়লা ও আটার অপ্রতুলতা সম্পর্কে আলোচনা হয়। জল সরবরাহের কার্য্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পাম্পিং ষ্টেশনে মজুত কয়লার পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মন বলেন যে, জনসাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত কয়লা সরবরাহ সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ কিছুই করিতেছেন না। তিনি আরও বলেন যে, আটা সরবরাহ সম্পর্কেও এই অভিযোগ করা যায়। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে যে গম আসিয়াছে তাহা জনসাধারণ যাহাতে ব্যবহারের জন্য পাইতে পারে, সে সম্বন্ধেও কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বলেন যে, কর্পোরেশনের হাতে যাহাতে মজুত কয়লা থাকে তদুদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে ৩ হাজার টন কয়লার অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এবং উক্ত কয়লা বহনের জন্য প্রয়োজনীয় মালগাড়ীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সিঙ্গাপুর হইতে পাঁচ হাজার আশ্রয়প্রার্থী

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত সংবাদ নিয়া জানা গিয়াছে যে, এযাবৎ প্রায় পাঁচ হাজার আশ্রয়প্রার্থী সিঙ্গাপুর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চিয়াং কাইসেক দম্পতির বদান্যতা

মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাইসেক শান্তিনিকেতন পরিদর্শনান্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ৫০ হাজার টাকা দান প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী ঐ অর্থ ব্যয়িত হইবে। শান্তিনিকেতনে চীনাভবনের সম্প্রসারণ কার্য্য সম্পূর্ণ করার জন্য মার্শাল ও মাদাম চিয়াংকাইসেক আরও ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বৃটিশ সরকারের দৈনিক আয়

প্রকাশ, বৃটিশ সরকারের দৈনিক আয়ের পরিমাণ গড়পড়তায় দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দৈনিক আয়ের হার হইতেছে ২ কোটী পাউণ্ড। বৃটেনে দেশরক্ষা বাবদ বণ্ড ও অন্যান্য ঋণপত্রের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে গড়পড়তায় দৈনিক ৭০ লক্ষ পাউণ্ড।

কানাডার খনিজ সম্পদ

১৯৪১ সালের জুন মাসে যে বারমাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে কানাডায় 'জিপসাম' (একপ্রকার খড়িমাটির মত ধাতব পদার্থ) ছাড়া অন্যান্য খনিজ পদার্থের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কানাডায় ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টন কয়লা এবং ৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৮০ আউন্স সোণা উৎপাদিত হইয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উদ্‌বৃত্ত বাজেট

প্রকাশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৬৮ হাজার টাকা উদ্‌বৃত্ত হইবে। আলোচ্য বৎসরে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা আয় এবং ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বাজেট বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৪১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা লইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। আলোচ্য বৎসরের শেষে ৪৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা হাতে থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

পরিত্যক্ত সেলুলয়েড সংগ্রহ

সম্প্রতি ভারতে অব্যবহার্য্য এবং পরিত্যক্ত সেলুলয়েডের জিনিষ পত্রাদি সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা চলিতেছে। সেলুলয়েড দ্বারা পিত্তল ও গালার বার্ণিশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য দেশে প্রস্তুত হইতেছে। বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগ এইরূপ পরিত্যক্ত সেলুলয়েড সংগ্রহ করিয়া যাহাতে বিবিধ প্রয়োজনীয় বার্ণিশের দ্রব্যাদি তৈয়ারী করা যায় তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

অষ্ট্রেলিয়া সরকারের অর্থ-নৈতিক কর্ত্তৃত্ব

প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়া সরকার দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য ধনসম্পদের উপর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য মনস্থ করিয়াছেন।

ঢাকার দাঙ্গায় হতাহতের সংখ্যা

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রধান মন্ত্রী এ কে ফজলুল হক্ এক প্রশ্নোত্তরে জানান যে, গত বৎসর (১৯৪১) সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মোট ২৪৯ জন লোক আহত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২১৩ জন মুসলমান ও ৩৬ জন হিন্দু। উক্ত দুই মাসে দাঙ্গায় নিহত ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ২১ জন। তন্মধ্যে ৮ জন মুসলমান ও ১৩ জন হিন্দু।

ভবঘুরেদের জন্য আইন প্রণয়ন

সহরের ভবঘুরেদের দণ্ডিত করিবার জন্য একটি অর্ডিনান্স জারী করার যে সিদ্ধান্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিগত অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল, বাঙ্গলা সরকার তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত অর্ডিনান্সের সমস্তগুলি ধারা বলবৎ রাখিয়া পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে একটি বিল উত্থাপন করিবেন। সরকার উক্ত বিলের একটি খসড়া প্রণয়ন করিয়াছেন এবং পরিষদের অধিবেশনে উহা অল্প সময়ের মধ্যে পাশ করাইয়া লইবেন বলিয়া তাঁহারা আশা করেন।

বাঙ্গলার হাঁস-মুরগীর সংখ্যা

বাঙ্গলা দেশে গৃহপালিত হাঁস ও মুরগীর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ। এই সংখ্যা সমগ্র ভারতবর্ষের মোট হাঁস-মুরগীর সংখ্যার শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ। মাথাপিছু।০ আনা হিসাবে দাম ধরিলে উক্ত ৩ কোটি ১০ লক্ষ হাঁস ও মুরগীর দাম পড়িবে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। এই হাঁস ও মুরগীর দ্বারা যে পরিমাণ ডিম উৎপন্ন হয়, তাহা সমগ্র ভারতের মোট উৎপন্ন মুরগীর ডিমের শতকরা ১২ ভাগ এবং হাঁসের ডিমের শতকরা ৪৩ ভাগ। ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যে ডিম রপ্তানী হয় তন্মধ্যে বাঙ্গলা প্রদেশের অংশ দাঁড়ায় শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী। বাঙ্গলা হইতে অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তর ডিম রপ্তানী হইয়া থাকে।

পাঞ্জাব বিক্রয়-কর আইন সংশোধন বিল

পাঞ্জাব সরকার পাঞ্জাব বিক্রয়-কর আইন সংশোধন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সংশোধিত বিলে ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয়ের উপর কোনরূপ ট্যাক্স বসান হইবে না এইরূপ একটী ধারা প্রবর্ত্তিত হইবে।

বঙ্গীয় চাষীখাতক আইন সংশোধন বিল

বঙ্গীয় চাষীখাতক আইনের সংশোধন উদ্দেশ্যে একটি বিল বিগত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় চাষীখাতক আইনে এইরূপ বিধান আছে যে, কোন একটি এলাকায় ঋণ শালিসী বোর্ড প্রথম স্থাপিত হইবার পর সেই বোর্ড উক্ত তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর পরে ঋণের মীমাংসার জন্য কোন আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, অনেক এলাকায় প্রথম বোর্ড স্থাপিত হইবার পর পাঁচ বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অথচ এই সব এলাকায় সমস্ত ঋণের মীমাংসা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। সেই হেতু পাঁচ বৎসর সময়কে আরও দুই বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। উপরোক্ত বিলে তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

একরাত্রে দশহাজার গ্যালন চা

সম্প্রতি বিলাতের এক সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, বিমান আক্রমণের সময়ে লণ্ডনের আণ্ডারগ্রাউণ্ড বা ভূগর্ভস্থ ষ্টেশনগুলিতে প্রতিরাত্রে গড়পড়তা ১০ হাজার গ্যালন চা খাওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, ১৯৪১ সালে গ্রেট বৃটেনে ৩০ কোটি পাউণ্ড চা খাওয়া হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর মোট চা ব্যবহারের পরিমাণ হইবে অন্যূন ২০০ কোটি পাউণ্ড।

জরুরী অবস্থায় জল সরবরাহ

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙ্গলা সরকারের দপ্তরখানায় প্রাদেশিক যানবাহন বোর্ডের সদস্যদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। শত্রু আক্রমণের ফলে স্থলপথে বাধার সৃষ্টি হইলে বাঙ্গলার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে জল প্রেরণের ব্যবস্থা কি হইবে সভায় সেই সম্পর্কেই বিশেষভাবে আলোচনা হইয়াছে। বাঙ্গলার যানবাহন ও পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গবর্ণমেন্ট জল সরবরাহের উন্নততর পরিকল্পনা নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। শীঘ্রই এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবে।

ব্রহ্মদেশে পার্শেল প্রেরণ বন্ধ

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, যে সকল রেজেষ্ট্রী পার্শেল, ইনসিওরেন্স এবং সাধারণ শ্রেণীর মণি-অর্ডার ব্রহ্মদেশে পাঠাইবার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে ভারতবর্ষের ডাকঘরসমূহ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করা বর্ত্তমানে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকিবে। যে সকল মণি অর্ডার, রেজেষ্ট্রী পার্শেল এবং ইনসিওরেন্স বিমান ডাক ও তার-যোগে ব্রহ্মদেশে প্রেরণের জন্য দেওয়া হইবে, তাহাই শুধু ডাকঘরগুলি এখন হইতে গ্রহণ করিবে। যে সকল রেজেষ্ট্রী পার্শেল, ইনসিওরেন্স এবং মণি-অর্ডার ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে প্রেরণের জন্য ডাকঘরে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা যতদূর সম্ভব প্রেরণকারীদিগকে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স

স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কার সভাপতিত্বে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভায় মিঃ আর এল নোপানী ১৯৪২ সালের জন্য উক্ত চেম্বারের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নিম্নলিখিত নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদের লইয়া ১৯৪২ সালের কমিটি গঠিত হইয়াছে :—প্রেসিডেন্ট মিঃ আর এল নোপানী; সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ এস এল সাহ; ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ দুর্গাপ্রসাদ খৈতান; সাধারণ সদস্যগণ—স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, মিঃ এন এল পুরী, মিঃ জি এল মেটা, মিঃ এ এল ওঝা, মিঃ কে এল জাটিয়া, মিঃ ফৈজুল্লা গঙ্গজী, মিঃ এল এন বিড়লা, মিঃ কে এম নায়ক, মিঃ ডি সি ড্রাইভার, মিঃ এইচ ঘোষ, মিঃ ডি পি খৈতান, মিঃ কাশিম এ মোহাম্মদ, মিঃ কে ডি জালান, মিঃ করমচাঁদ থাপার, মিঃ এ ডানকেন, মিঃ এম জি ভগত, স্যার আবদুল হালিম গজনভী ও মিঃ এম আর জয়পুরিয়া।

নিরাপত্তা রক্ষার্থ আটক বন্দীর সংখ্যা

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখ কেন্দ্রীয় উচ্চ পরিষদে রাজা যুবরাজ দত্ত সিংহের এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কনরান্ স্মিথ জানান যে, ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত নিরাপত্তা রক্ষার্থ আটক বন্দীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল মোট ১ হাজার ২৫ জন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি আমরা ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে এই নূতন ব্যাঙ্কটির উদ্যোগশীল কর্ম্ম-তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচালকদের চেষ্টায় ইতিমধ্যে রাঁচি, শিলং, দেওঘর, মালদহ, রাণাঘাট, ঢাকা, রোহনপুর, নিমাসরায়, ঝালদা রায়গঞ্জ ও টিটাগড়ে এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল আফিসের মারফতে বর্ত্তমান বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা প্রসারিত হইতেছে। গত ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন তারিখে ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের মোট আদায়ীকৃত, মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০ হাজার ৮০৮ টাকা। ঐ তারিখে ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৪০ টাকা। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানা দিক দিয়া যে প্রতিকূল অবস্থা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আলোচ্য বৎসরে এই নূতন ব্যাঙ্কটির কৃতকার্য্যতা প্রশংসনীয়ই বলিতে হইবে।

আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতী জমা বাবদ উপরোক্ত দায় ও অন্যান্য ধরণের দায় লইয়া গত ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। উহার পরিবর্ত্তে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—

প্রদত্ত ঋণ ও ওভারড্রাফ্‌ট ৯৮ হাজার ৭৬২ টাকা, বিল ৬৬০ টাকা, শাখা আফিসসমূহের হিসাবে ও 'অর্গেনাইজেসন' ব্যয় হিসাবে নিয়োজিত ১২ হাজার ২১৮ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৯৭ হাজার ২৪২ টাকা। এই ব্যাঙ্ক চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগ যে ভাবে নগদ টাকা হিসাবে মজুত রাখিয়াছে তাহাতে সাধারণ দায় পরিশোধ সম্পর্কে উহাদের কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নহে।

আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া বিভিন্ন দফায় ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট ২১ হাজার ৬৭৪ টাকা আয় হয়। উহা হইতে যাবতীয় খরচপত্র বাদে বৎসর শেষে ব্যাঙ্কের ৩ হাজার ৮১০ টাকা নিট লাভ দাঁড়ায়। ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ঐ টাকা হইতে অংশিদারদিগকে শতকরা সাড়ে চারি টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। ২৯ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড্, কলিকাতায় এই ব্যাঙ্কের হেড আফিস অবস্থিত।

আর্য্য ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্

আর্য্য ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসের কারখানার উদ্বোধন উৎসব গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে খড়দহ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের নিকটস্থ কারখানা প্রাঙ্গণে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারখানার উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডাঃ লাহা বলেন যে, মূলধনের সঙ্গে যখন যন্ত্রপাতি বিশেষজ্ঞের সংযোগ হয়, তখনই সেই প্রতিষ্ঠান সাফল্যের দিকে অগ্রসর হয়। এই প্রতিষ্ঠানে সেই সুযোগ ঘটিয়াছে। শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকিলে কোনও প্রতিষ্ঠান বড় হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। যে সমস্ত কলকব্জা এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত হইবে তাহার চাহিদা খুব বেশী এবং বর্ত্তমান সময়ও অনুকূল। যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা নির্ম্মাণের কারখানা ভারতে অত্যন্ত কম। সেজন্য আমাদিগকে বিদেশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। যুদ্ধের বাজারে ঐ সমস্ত দ্রব্যের দাম অত্যধিক চড়িয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালীর মূলধনে ও বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই নূতন প্রতিষ্ঠান দেশহিতকামী ব্যক্তি-মাত্রেরই প্রশংসা ও সহযোগিতা অর্জ্জন করিবে। উপসংহারে ডাঃ লাহা আর্য্য ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসের কারখানার উদ্যোক্তা ও কর্ম্মীদিগের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। কোম্পানীর পক্ষ হইতে মিঃ এস এম ভট্টাচার্য্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করেন। সভান্তে সমবেত অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। এই উদ্বোধন উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথকোম্পানী

ন্যাশনাল সাপ্লাই এজেন্সি লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জি অওন্ধি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা।

নিউ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কে রায় চৌধুরী। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা।

র‍্যালি ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৪এ, শ্রীকৃষ্ণ ভকত লেন, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা।

নিউ একচেঞ্জ হাউস লিঃ—স্বাক্ষরকারী মিঃ এইচ ষ্ট্যাফোর্ড। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১৫ হাজার টাকা।

দি ন্যাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে এন ভর। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ডালহোসি স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা।

দি এশিয়াটিক অক্সিজেন এণ্ড এসিটাইলিন কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস বি জালান। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও এসি-টাইলিন গ্যাস প্রস্তুতের কারখানা।

কে এল জি ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে এল ঘোষাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জমী ক্রয়, বিক্রয় ও উহার উন্নতিবিধান।

ষ্টীল এজেন্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর জে এন ভর। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ডালহোসি স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—লৌহ ও ইস্পাত নির্ম্মিত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়।

দি শ্রীমন্ত অয়েল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ফণিভূষণ সাহা। রেজি-ষ্টার্ড অফিস—পোঃ খাগরা, জেলা মুর্শিদাবাদ। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—সরিষা প্রভৃতি তৈলের বীজ ক্রয় ও তৈল, খৈল ইত্যাদি প্রস্তুতের কারখানা।

সূর্য্য ইঞ্জিনীয়ারিং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বৈদ্যনাথ দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০।৫, নেবুতলা রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ইঞ্জিনীয়ার্স, বিল্ডার্স ও জেনারেল কন্ট্রাক্টার্স।

সুশীল খিরানী ষ্টোর্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে এল খিরানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—দালালি ও এজেন্সি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

কোহিনূর মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ১৫৲ টাকা হিসাবে। **ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১১৲ টাকা হিসাবে। **দেশাই এণ্ড পার্ব্বতীয়া টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা হিঃ। **বেলভেডিয়ার জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **নিউ সেণ্ট্রাল জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা হিসাবে। **টাইড ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

কলিকাতার টাকা ও বিনিময় বাজারের অবস্থায় কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। তবে আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার চাহিদা বেশ বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে। বহুকাল যাবৎ যে অপরিবর্ত্তিত অবস্থা চলিয়া আসিতেছে তাহাতে উপরোক্ত চাহিদার বৃদ্ধি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের সূচনা করে। সুদূর প্রাচ্য হইতে উত্তরোত্তর নৈরাশ্যজনক সামরিক সংবাদে কোম্পানীর কাগজের দর আরও পড়িয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহ হইতে অবশ্য এখনও টাকা তুলিয়া লইবার হিড়িক দেখা দেয় নাই। কিন্তু অবস্থা যেরূপ প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইতেছে, বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশে শত্রুর অভিযান যেরূপ মারাত্মক ও ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে যুদ্ধ ক্রমেই ভারতের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া পড়িতেছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। বাজারে ষ্টার্লিং রপ্তানী বিলের ভীড় দেখা গিয়াছিল।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৮৩ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৮০ দরের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে শতকরা বার্ষিক ১৵ টাকা। আগামী ৪ঠা মার্চ্চ তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৬ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাবলী পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে আগামী ৩রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত পূর্ব্বঘোষিত সর্ত্তানুসারে ৯৯৮৩ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইতেছে।

বাঙ্গলা সরকার তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। সর্ত্তাবলী পূর্ব্ববৎ আগামী। ৫ই মার্চ্চ তারিখে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কলিকাতা ও বোম্বাইএ টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে মোট চলতি নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৫০ কোটি ১৯ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৪৮ কোটি ৪২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটি ৪০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৪০ কোটি ৬৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪২ কোটি ৫৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ২৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা।

এসপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ $\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	”	১ শি ৫ $\frac{১৫}{১৬}$ পে
ডি এ ৩ মাস	”	১ শি ৬ $\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

সুদূর প্রাচ্যের বর্ত্তমান যুদ্ধে জাপানের একটানা সাফল্য এবং ব্রহ্মরণাঙ্গণে যুদ্ধের জটিল এবং অনিশ্চিত পরিস্থিতি কলিকাতার শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারের কাজকারবারে বিশেষ মন্দারভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কোম্পানীর কাগজের দর কিছু পড়িয়া গিয়াছে। তবুও অনেকটা ভরসার কথা এই যে শেয়ার বিক্রেতারা উহা বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ কোন ঝোঁক না দেখাইবার নিমিত্ত কোম্পানীর কাগজের শেয়ারের দরে অত্যধিক নিম্নগতি দেখা যায় নাই। অন্যান্য বিভাগে ক্রয় বিক্রয়ে যে সামান্যরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে, তাহাও শেয়ারের ন্যূনতম নির্দ্ধারিত দরের চেয়ে উর্দ্ধে উঠে নাই। যে সকল শেয়ারের বেচাকেনা বরাবরই সাধারণতঃ কম হইয়া থাকে তাহার কাজকারবার বর্ত্তমানে প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর যুদ্ধের

অবস্থা যেভাবে দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহাতে শেয়ারের ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে এবং সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের অবস্থা যতদিন মিত্রশক্তির অনুকূল না হইতেছে, ততদিন কলিকাতা শেয়ার বাজারের শোচনীয় অবস্থা দূর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের বিভাগে এ সপ্তাহেও মন্দার ভাব বিরাজ করিতেছে। ৩৸৹ সুদের কোম্পানীর কাগজ এবং ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ যথাক্রমে ৮৯৷৹ আনা এবং ৭৭৲ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯৬৸৵৹ আনা, ৩৲ সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের ঋণপত্র ৯৫৲ টাকা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের ঋণপত্র ৯৫৵৹ আনা। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯১।৶৹ আনা, ৩৸৹ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ৯৭৲ টাকা। ৪৲ সুদের ১৯৬০-৭০ সালের ঋণপত্র ১০৪৸৹ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৩৸৹ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬১-৬৬ সালের ইউ পি ঋণপত্র ৯০।৹ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৪৮ সালের পাঞ্জাব বণ্ড ১০১৸৹ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৪ সালের ইউ পি বণ্ড ১০২৸৵৹ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এসপ্তাহেও পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় এই বিভাগে কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই বলা যাইতে পারে।

কয়লার খনি

এসপ্তাহে এই বিভাগে কোনরূপ ক্রয়বিক্রয় হয় নাই।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের বেচাকেনা পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইলেও এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই। সাধারণতঃ শেয়ারের দর নির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্নস্তরের উর্দ্ধে উঠে নাই।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ২৪৲ এবং ১৪৸৶৹ আনা।

চা-বাগান

এসপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারে অতি সামান্য ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

চিনির কল

এ বিভাগের শেয়ারের কাজকারবার এবং দর অনেকটা পূর্ব্ব সপ্তাহের স্তরেই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ২০শে ফেব্রুয়ারী—৯৫৷৹ ; ২৩শে—৯৫৲ ৯৫।৵৹ ; ২৪শে—৯৫৲ ৯৫৵৹ ; ২৫শে—৯৫/৹ ৯৫।/৹। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২০শে ফেব্রুয়ারী—৯৭৸৵৹ ; ২৪শে—৯৭৲ ; ২৫শে—৯৬৸৵৹। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২০শে ফেব্রুয়ারী ৯১।৶৹। ৩৸৹ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২০শে ফেব্রুয়ারী—৯১।৶৹ ৯১৸৵৹ ; ২৩শে—৯০।৹ ৯০৷৹ ; ২৪শে—৮৯।৹ ৯০৵৹ ; ২৫শে—৮৯৷৹ ৮৯৸৶৹। ৩৸৹ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২০শে ফেব্রুয়ারী—৯৭৸৵৹ ; ২৩শে—৯৭৲। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২০শে ফেব্রুয়ারী—১০৫৲ ১০৫৸৵৹ ; ২৩শে—১০৪৸৹ ১০৫।৹ ; ২৪শে—১০৫৲ ; ২৫শে—১০৪৸৵৹। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২০শে ফেব্রুয়ারী—১০৪৸৹ ; ২৩শে—১০৩৷৹ , ২৪শে—১০৩৸৹ ১০৩৸৵৹ ; ২৫শে—১০৩৸৶৹ ১০৩৷৹। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২৩শে ফেব্রুয়ারী—৯৫৵৹। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৬) ২৫শে ফেব্রুয়ারী—১০১৸৹। ৩৲ সুদের ইউ পি ঋণ (১৯৬১-৬৬) ২৩শে ফেব্রুয়ারী—৯০।৹ ৯০।৵। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে ফেব্রুয়ারী—৭৭৲। ৫৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ২৫শে ফেব্রুয়ারী—১০২৸৵৹।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২০শে ফেব্রুয়ারী—১৪৪৫৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২০শে ফেব্রুয়ারী—১০০৲ ; ২৩শে—৯৯৲ ১০০৲ ; ২৪শে—৯৯৲ ১০০৲ , ২৫শে—৯৮৲ ৯৮৷৷০

ইলেকট্রীক

পাটনা ইলেকট্রীক ২৩শে ফেঃ—১৭৲ ; ২৪শে—১৭৷৷৶০।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (অর্ডি) ২৫শে ফেব্রুয়ারী—৭৮৲।

কাপড়ের কল

নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ২৩শে ফেব্রুয়ারী—৬৲।

কেমিক্যাল

বেঙ্গল কেমিক্যাল ২৪শে ফেব্রুয়ারী—৩৭৭৲ ; ২৫শে—৩৭৭৲।

পাটকল

গৌরীপুর ২০শে ফেঃ—৬৫০৲ (প্রেফ) ২৩শে ফেঃ—১৩১৲ ; কিনিসন ২০শে ফেঃ—৩২৭৲ ; ২৪শে—১৪৭৲। ল্যান্সডাউন (প্রেফ) ২০শে ফেঃ—১২৪৲ ১২৫৲। মেঘনা ২৩শে ফেঃ—৫৮৲। ন্যাশনাল ২৩শে ফেঃ—২১৲ ; ২৪শে—২১৲ ২১।০। এংলো ইণ্ডিয়া (প্রেফ) ২৪শে ফেঃ—১৬০৲। ডালহৌসী (প্রেফ) ২৪শে ফেঃ—১৪১৲ ; ২৫শে—১৪১৲ ১৪২৲। ডেলটা ২৪শে ফেঃ—৩৮২৷৷০। ফোর্টগ্লষ্টার (প্রেফ) ২৪শে ফেঃ—১৫৯৲। হুকুমচাঁদ (প্রেফ) ২৪শে ফেঃ—১২৯৷৷০ ; ২৫শে—১৩০৲। ইউনিয়ন (প্রেফ) ২৫শে ফেঃ—১৪১৲। স্মরা (প্রেফ) ২৪শে ফেঃ—১৩২৲ ১৩৩। নিউ সেণ্ট্রাল (প্রেফ) ২৫শে ফেঃ—১৪০৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ২০শে ফেঃ—২৲ ; ২৩শে—২৲ ২/০ ; ২৪শে—২৲ ; ২৫শে—২৲। ইণ্ডিয়ান কপার ২০শে ফেঃ—১৷৷৵০ ; ২৩শে—১৷৷৵০ ১৷৵০ ; ২৪শে—১৷৵০ ; ২৫শে—১৷৷৵ ১৷৶০। রোডেসিয়া কপার ২৪শে ফেঃ—৷৷৵০ ; ২৫শে—৷৷৵০।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ) ২০শে ফেঃ—১১০৲। (অর্ডি) ২৫শে ফেঃ—১৩৲ ১৩/০।

ডিবেঞ্চার

৫৷৷০ সুদের (১৯৩৮-৫৩) কেরু এণ্ড কোং (ফার্ষ্ট মরগেজ) ২৫শে ফেঃ—১০১৷৷০। ৫৷৷০ সুদের (১৯১৫-৩০-৫০) ডালহৌসী প্রপার্টি ২৫শে ফেঃ—১০০৲ ৬৲ সুদের (১৯৩৫-৪৫) হুমায়ুন প্রপার্টি ২৫শে ফেঃ—১০২৲ ১০২৷৷০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২০শে ফেব্রুয়ারী—২২৷৷০ ২২৷৷/০ ২২৷৷৵০ ২২৸ ২২৸৶০ ; ২৩শে—২২৷৷৵০ ২৩৲ ২৩৶০ ২৩৷৷০ ; ২৪শে—২৩৵০ ২৩।/০ ২৩৷৷০ ২৩৷৷৶০ ২৩৷৷৵০ ২৩৸/০ ; ২৫শে—২৩৲ ২৩৵০ ২৩।৶০ ২৩৷৷০ ২৩৷৷৶০ ২৪৲। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ২০শে ফেঃ—১৪৶০ ১৪৵০ ১৪।০ ১৪।/০ ; ২৩শে—১৪৶০ ১৪।০ ১৪।/০ ১৪।৶০ ; ২৪শে—১৪।৶০ ১৪৷৷০ ১৪৷৷/০ ; ২৫শে—১৪৲ ১৪/০ ১৪৶০ ১৪।০ ১৪।৶০ ১৪৷৷০ ; (প্রেফ) ২৪শে ফেঃ—১০৩৲ ; ২৫শে—১০৫৲।

কাগজের কল

ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ২৩শে ফেঃ—১৫৸৶০ ; ২৪শে—১৫৸০ ; (প্রেফ) ২৩শে ফেঃ—১০৩৷৷০ ; ২৪শে—১০৯৲ ১১০৲। ষ্টার পেপার ২৫শে ফেঃ—১৩৷৷০।

চা-বাগান

দেশাই এণ্ড পার্ব্বতীয়া ২০শে ফেঃ—২৬০৲ ; ২৪শে—২৭৫৲। ২৪শে—২৭৫৲। মাউড টী ২৩শে ফেঃ—১১।০।

চিনির কল

বুলাণ্ড ২৩শে ফেঃ—২৩।৶০। চম্পারণ ২৩শে ফেঃ—১৯৲। নিউসাভান ২৩শে ফেঃ—১২৲। কেরু এণ্ড কোং (প্রেফ) ২৪শে ফেঃ—১২৫৲। রাজা ২৪শে ফেঃ—২৪।০

বিবিধ

এলুমিনিয়াম করপোরেশন ২০শে ফেঃ—১১৲ ; ২৫শে—১১৲। বি, আই, করপোরেশন (অর্ডি) ২০শে ফেঃ—৪৸০ ; ২৩শে—৪৸০ ৪৸/০ ; ২৫শে—৪৸০ ; (প্রেফ) ২৫শে ফেঃ—১৭৮৲। ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ২০শে ফেঃ—৭৷৷০। হুমায়ুন প্রপার্টি (প্রেফ) ২৩শে ফেঃ—৮।০ ; ২৫শে—৮৲। ডানলপ রাবার (সেকেণ্ড প্রেফ) ২৩শে ফেঃ—১০৪৲ ; ২৫শে—১০৩৲। ইণ্ডিয়ান কেবলস ২৩শে ফেঃ—১৯৷৷০। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ২৩শে ফেঃ—২৭৸০। মেদিনীপুর জমিদারী (প্রেফ) ২৪শে ফেঃ—১৩০৲ ; ২৫শে—৬৫৲ ৬৬৲। ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ২৫শে ফেঃ—৮০৲। বৃটীশ সিলোন করপোরেশন ২৫শে ফেঃ—৪৸৵০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী।

কলিকাতার পাটের বাজারের সকল বিভাগেই কম-বেশী মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে নূতন অর্ডার প্রাপ্ত এবং থলে ও চট রপ্তানীর জন্য জাহাজ সংস্থান সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশ হইতে মিত্র শক্তির একটানা পরাজয়ের সংবাদ পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ নৈরাশ্য-জনক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। থলে ও চটের বাজারে কাজকারবার যাহা হইয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্য। ভবিষ্যতের সর্ত্তে কাজকারবার প্রায় বন্ধ রহিয়াছে বলিলেই চলে। এরূপ অবস্থায় কলওয়ালারা কাঁচা পাট ক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। তাঁহাদের হাতে যে মজুত পাট রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে জাহাজ চলাচল সম্পর্কে যে দারুণ অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা রহিয়াছে তাহাতে বাজারের অবস্থায় শীঘ্র উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। বাজারে পাটের দর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। দর বাঁধিয়া না দিলে পাটের মূল্য যে আরও নামিয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কলওয়ালারা সস্তায় পাট ক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারিয়াছেন।

থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে মূল্য হ্রাস পাইতে দেখা যায়। এই মন্দার ভাব কাটাইয়া উঠিয়া বাজার আর তেজী হইয়া উঠিতে পারে নাই এবং শীঘ্র পারিবে কিনা তাহাও সন্দেহজনক। ৯নং পোর্টার ফেব্রুয়ারী ১৭৸৶০ আনায়, মার্চ্চ ১৭৷৷৶০ আনায়, ১১ নং পোর্টার ফেব্রুয়ারী ২৩৷৷০ আনায় ও মার্চ্চ ২৩৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে কোনরূপ কাজকারবারের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কাঁচা বেল বিভাগের অবস্থাও পূর্ব্ববৎ। নাড়োয়ারী জাত তোষা বটোম ৮৲ টাকায় ও ডিষ্ট্রিক্ট তোষা বটোম ৭৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হয়।

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মিঃ ডব্লিও এ এম ওয়াকারের বক্তৃতায় প্রকাশ, সমিতি অন্ততঃ আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ চালাইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তার ভাব লক্ষিত হয়। সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ ও সাম্রাজ্য বাহিনীর উপর্য্যুপরি পরাজয় ও পশ্চাদপসরণের সংবাদে বাজারের সকল বিভাগেই দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। পাইকারী বিক্রেতা মহল তাহাদের মজুত বস্ত্রাদি হাত ছাড়া করিবার জন্য খুব ব্যগ্র হইয়া উঠেন। কিন্তু বাজারে কাজকারবার বিশেষ কিছু হয় নাই। কোন কোন শ্রেণীর সূক্ষ্ম ও সৌখীন বিদেশী বস্ত্রের দর কিঞ্চিৎ চড়িতে দেখা যায় বটে; কিন্তু কেনাবেচা তদনুরূপ হয় নাই। চীন দেশে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র রপ্তানী করা হইবে, সপ্তাহের মধ্যভাগে এই সংবাদে কলওয়ালাদের মধ্যে কিছু ভরসার ভাব দেখা গিয়াছে।

বোম্বাইএর তূলার বাজারে সপ্তাহের প্রথম দিক হইতে মন্দার ভাব চলিতে থাকে। সপ্তাহের শেষভাগে বাজারের অবস্থার আরও অবনতি ঘটিতে দেখা যায়। অদ্য ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাইএর তূলার বাজারে বেঙ্গল মার্চ্চ ১২৭৲ টাকায়, বেঙ্গল মে ১৩২৲ টাকায় ও বেঙ্গল জুলাই ১৩৬৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ওমরা মার্চ্চ ১৪৪৲ টাকায়, ওমরা মে ১৫২৲ টাকায় ও ওমরা জুলাই ১৫৮৲ টাকায় এবং বোরোচ এপ্রিল-মে ১৮৯৲ টাকায় ও বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ১৯৯৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় এবং ব্রহ্মরণাঙ্গণে বর্ত্তমান যুদ্ধের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির জন্য বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে এবং সোণার দরও তেজী হইয়া উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতিটী গিনি সোণার দর ৩৯৮৵০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছে। প্রতি ভরি রেডি সোণার দর বাজার আরম্ভ হওয়ার দিকে ছিল ৫০৷৷/০ আনা এবং বন্ধের সময় দাঁড়াইয়াছে ৫০৮/০ আনা, এবং মার্চ্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি ভরি সোণার মূল্য হইতেছে ৪৯৮/০ আনা। কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোণা ৫০৮০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৫০৷৷/০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪০৷০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এসপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে বিশেষ তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ৭৮৷৴০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং মার্চ্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর হইতেছে ৬৯৷/০ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৭৫৷৷০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৭৫৮০ আনা দরে বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩½ পেন্সে স্থির রহিয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাজারের অবস্থায় উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং চিনির জন্য চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সিণ্ডিকেট ১৯৪১-৪২ সালের মরশুমের উৎপাদিত চিনির শতকরা ১০ ভাগ বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিবার অনুমতি দিয়াছে। কিন্তু মাত্র কয়েকটী কলের চিনিই মণ প্রতি সিণ্ডিকেটের নির্দ্ধারিত দরের গণ্ডীর উচ্চে ১৲ টাকা হইতে ১৷০ আনা মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

চায়ের বাজার।

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী।

গত ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী চায়ের ৩৭নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

রপ্তানীযোগ্য চা—এই বিভাগে যে সকল শ্রেণীর চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহা প্রায়ই ছিল নিকৃষ্ট ধরণের। বাজার খোলার দিকে ইহার অবস্থা মন্দা ছিল, কিন্তু পরে কতকটা তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক বাজার বন্ধ হওয়ার সময় আবার ইহার অবস্থা সামান্য খারাপের দিকে গিয়াছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে চায়ের দর এই বিভাগে পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে /০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—সবুজ চায়ের আমদানী ছিল কম এবং ইহার দরে কতকটা তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ধরণের গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে মাত্র ৩ পাই পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই শ্রেণীর নিকৃষ্ট ধরণের চায়ের দরে বিশেষ নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি গত সপ্তাহের চেয়ে /০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৷/০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, আভ্যন্তরীন কোটার চা পাউণ্ড প্রতি ২ পাই হইতে ৩ পাই দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী।

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ২৷০ আনা হইতে ২৷৵০ আনা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় করিয়াছিল। আড়তদারেরা প্রতি দুই মণী বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ৷০ আনা সহ) ৫৲ হইতে ৫৷০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। এ সপ্তাহে রেড়ির খৈলের জন্য বিশেষ চাহিদা দেখা যায় নাই।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার স্থির অবস্থায় রহিয়াছে। কলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৮০ আনা হইতে ১৮৵০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। অপর পক্ষে আড়তদারগণ প্রতি দুই মণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য ৷০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৪৲ টাকা হইতে ৪৷০ আনা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা প্রয়োজন মত সরিষার খৈল ক্রয় করিয়াছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী।

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগল এবং গরু ও মহিষের চামড়ার বাজারে সামান্য কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছিল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ছাগল এবং গরু ও মহিষের চামড়া নিম্নরূপ দরে বিকিকিনি হইয়াছিল :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৩৩ হাজার ৪ শত টুক্‌রা ৬৫৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা। ঢাকা-দিনাজপুর ৪৪ হাজার ৭ শত টুক্‌রা ৮৫৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ৪৬ হাজার ৭ শত টুক্‌রা ৬৫৲ টাকা হইতে ১১৫৲ টাকা। ইহা ছাড়া পাটনা ৪১ হাজার টুক্‌রা, ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৭ হাজার টুক্‌রা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ২৯ হাজার ৪ শত টুক্‌রা ছাগলের চামড়া বাজারে মজুদ ছিল।

গরু ও মহিষের চামড়া—আগ্রা-আর্সেনিক শুকনো ৭ শত ৮০ টুক্‌রা ১৩৲ টাকা। রাঁচি-আসানসোল আর্সেনিক শুকনো ১ হাজার ৭৫০ টুক্‌রা ১২॥০ আনা হইতে ১৫॥০ আনা, দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৪ হাজার ৯২০ টুক্‌রা ৭৲ টাকা হইতে ৭॥৶০ আনা, আর্দ্র-লবণাক্ত ৪ হাজার টুক্‌রা ৵০ আনা হইতে ৶৬ পাই, কসাইখানার আর্দ্র-লবণাক্ত ১ হাজার ৩৫০ টুক্‌রা (প্রতি কুড়ি হিসাবে) ১০০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা, রাঁচি আর্সেনিক শুকনো মহিষের চামড়া ৩৫০ টুক্‌রা ৭৸৶০ আনা। এতদ্ব্যতীত আগ্রা-আর্সেনিক শুকনো ৩ হাজার ৬ শত টুক্‌রা, রাঁচি-আসানসোল আর্সেনিক শুকনো ১ হাজার ৮ শত টুক্‌রা। দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া ১ হাজার ৭ শত টুক্‌রা, রাঁচি সাধারণ ৩ শত টুক্‌রা, ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ১ হাজার টুক্‌রা, আর্দ্র-লবণাক্ত ২১ হাজার ৫ শত টুক্‌রা এবং মহিষের চামড়া ১ হাজার ৫ শত টুক্‌রা বাজারে মজুদ ছিল।

(ভারত সরকারের বাজেট)

১॥০ আনা, টেলিফোনের ভাড়া ও ট্রাঙ্ক কলের জন্য অতিরিক্ত ফি শতকরা দশ টাকা হইতে ২০ টাকায় ধার্য্য করা হইবে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্সের মধ্যে প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের জন্য গভর্ণমেন্টের আয় (ফেরৎযোগ্য টাকা বাদে) ৫॥ কোটী টাকা, আমদানীশুল্ক বর্দ্ধিত করার জন্য ৫ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা এবং ডাক ও তার বিভাগের ফি বাড়াইবার জন্য ১ কোটী টাকা—একুনে কিঞ্চিদধিক ১২ কোটী টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট মনে করেন। কাজেই ট্যাক্স বর্দ্ধিত করিবার ফলে আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ ৪৭ কোটী ৭ লক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে ৩৫ কোটী ৭ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। এই ঘাটতির টাকা ঋণ হইতে গৃহীত অর্থ দ্বারা সঙ্কুলান করা হইবে।

বাজেটের উহাই মোটামুটি হিসাব। এই হিসাবের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে আয়ের পরিমাণ অনাবশ্যকরূপে কম করিয়া ধরা হইয়াছে, জাতিগঠনের জন্য কোন অর্থের বরাদ্দ করা হয় নাই, অথবা সামরিক বিভাগের জন্য অত্যধিক পরিমাণ টাকা ব্যয় করা হইতেছে—ইত্যাদি কথার আমরা এখানে অবতারণা করিতে চাহি না। বর্ত্তমানে যুদ্ধক্ষেত্র যেভাবে ভারতের সীমান্তবর্ত্তী স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা যে প্রকার বলবৎ হইয়াছে তাহাতে বাজেটে আয়ব্যয়ের বরাদ্দ এবং সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ লইয়া বিতর্ক করিবার এখন কোন সময় নাই। চলতি বৎসরে ভারতবর্ষে সামরিক ব্যাপারে ৩ শত কোটী টাকা ব্যয়িত হইতেছে এবং আগামী বৎসরে এই জন্য ৬ শত কোটী টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তবে উহার মধ্যে ভারতবর্ষকে চলতি বৎসরে ১০২ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে ১৩৩ কোটী টাকা প্রদান করিতে হইবে। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতীয় সৈন্য ভারতের বাহিরে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বাকী খরচা বৃটীশ গবর্ণমেন্ট বহন করিবেন। বৃটীশ গবর্ণমেন্ট যদি ভারতবর্ষের জাতীয় দাবী স্বীকার করিয়া লইতেন তাহা হইলে ভারতের সীমান্তবর্ত্তী ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশ রক্ষা করার দায়িত্ব ভারতবর্ষই গ্রহণ করিত এবং সামরিক ব্যয়ের সাকুল্য অংশ ভারতবর্ষই স্বেচ্ছায় প্রদান করিত। কাজেই বর্ত্তমানে ভারতীয় রাজস্ব হইতে গবর্ণমেন্ট যে সামরিক বিভাগের জন্য চলতি বৎসরে ১০২ কোটী ৪৫ লক্ষ এবং আগামী বৎসরে ১৩৩ কোটী টাকা ব্যয় করিতেছেন তাহা একটা বড় কথা নহে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি হেতু যে ঘাটতি হইতেছে তাহা নিবারণের জন্য যে নীতি অবলম্বনে অর্থের সংস্থান করিতেছেন তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে।

আমাদের প্রথম কথা এই যে, আগামী বৎসরে গবর্ণমেন্টের যে ৪৭ কোটী ৭ লক্ষ টাকা ঘাটতির আশঙ্কা দেখা যাইতেছে তাহা পূরণের জন্য দেশের উপর কোন নূতন ট্যাক্স না বসাইয়া ঘাটতির এই সাকুল্য টাকা ঋণ গৃহীত অর্থ দ্বারা সঙ্কুলান হইতে পারিত। দেশবাসীকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি অপরিহার্য্য বটে। কিন্তু এই সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ট্যাক্স বসাইয়া দেশবাসী ও দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি জীবন্মৃত করিয়া তোলা হয় তাহা হইলে যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যই বহুলাংশে ব্যাহত করা হয়। ভারতবর্ষের জনসাধারণের আয় অতি সামান্য—উহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ প্রায় পশুপক্ষীর সমতুল্য। এদেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশ জীবন্মৃত। এরূপ অবস্থায় এদেশের সামরিক ব্যয়ের জন্য উহাদের উপর ক্রমান্বয়ে ট্যাক্স বসাইয়া যাওয়ার অর্থই উহাদের জীবনীশক্তিকে আরও কমাইয়া দেওয়া। ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরে ৭০০ কোটী পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে এবং উহার মধ্যে ২৭৬ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড (শতকরা ৪০ ভাগ) মাত্র ট্যাক্স দ্বারা আদায় করিয়া বাকী ৬০ ভাগ অর্থই ঋণ দ্বারা সংগ্রহ করা হইয়াছে। সেই তুলনায় ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশে যেখানে লোকের আয় অত্যন্ত কম এবং ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ অতি নগণ্য সেই দেশে আগামী বৎসরে গবর্ণমেন্টের মোট ব্যয়ের শতকরা ১৯ ভাগ মাত্র ঋণ হইতে গৃহীত অর্থ দ্বারা সঙ্কুলান করিয়া বাকী শতকরা ৮১ ভাগ ব্যয়ই দেশবাসীর উপর ট্যাক্স বসাইয়া আদায় করা হইতেছে। ভারত সরকারের এই নীতির উদ্দেশ্য কি? যে দেশের গবর্ণমেন্ট কিঞ্চিদধিক এক বৎসরে শতাধিক কোটী টাকার ঋণ গ্রহণ করিতে ভয় পাইলেন না সেই দেশের গবর্ণমেন্ট যুদ্ধজনিত বিপুল ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ অপেক্ষাও বেশী ট্যাক্সলব্ধ অর্থ দ্বারা সঙ্কুলান করিতে কেন যে এত ব্যগ্র তাহা অনুধাবন করা কঠিন।

(পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ট্যাক্স নির্দ্ধারণের ব্যাপারেও গবর্ণমেন্ট কোন সমর্থনযোগ্য নীতির অনুসরণ করিতেছেন না। যাহাদের আয় বৎসরে এক হইতে দুই হাজার টাকার মধ্যে তাহাদের উপর আয়কর ধার্য্য করা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। এদেশে কোন ব্যক্তির শতেক টাকা আয় হইলে তাহার উপর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকে পোষ্য হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে চাকুরীজীবিদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য চাল, কাপড়, লবণ, কেরোসিন, কয়লা, মসল্লা প্রভৃতি সমস্ত জিনিষের মূল্য যে প্রকার বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে মাসে একশত সোয়াশত টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর আয়কর ধার্য্য হইলে অথবা তাহাদিগকে আয় হইতে কতক টাকা সমর ঋণের জন্য নিয়োজিত করিতে বাধ্য করা হইলে উহাদের উপর চূড়ান্তরূপ অবিচারই করা হইবে। বর্ত্তমানে বাঁচিয়া থাকাই উহাদের নিকট সবচেয়ে বড় সমস্যা—সঞ্চয়ের ভাবনা করিবার উহাদের কোন অবসর নাই। অর্থসচিব বলিতেছেন যে, যুদ্ধের জন্য সহস্র সহস্র লোকের চাকুরী জুটিবার ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য উহাদের হাতে টাকা জমিতেছে—কিন্তু সেই অনুপাতে দেশে বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বাড়িতেছে না। এই জন্যই হয় ট্যাক্স, না হয় সরকারী ঋণের সাহায্যে উহাদের হস্তস্থিত ক্রয়ক্ষমতা কমাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। অর্থসচিবের অনুসৃত এই নীতি সম্বন্ধে আমরা একমত। কিন্তু যাহাদের উপর এই নীতি প্রয়োগ করা হইতেছে টাকার হিসাবে তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িলেও পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু পণ্যদ্রব্যের পরিমাণের দিক হইতে তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা কিছুই বাড়ে নাই। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে উহাদের উপর আয়কর ধার্য্য করা একটা উৎপীড়ণেরই নামান্তর হইবে।

দুই হাজার টাকা ও তদূর্দ্ধ আয়ের উপর অতিরিক্ত আয়কর ধার্য্যের ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট যে নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহা অধিকতর নিন্দনীয়। ট্যাক্স ধার্য্য করিবার সর্ব্ববাদীসম্মত এবং সর্ব্বদেশে অনুসৃত নীতি এই যে, যাহার আয় যত বেশী তাহার উপর তত বেশী হারে ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু ভারত সরকার বর্ত্তমানে আয়করের মূল হার আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী ক্রমবর্দ্ধমানহারে বজায় রাখিলেও অতিরিক্ত আয়করের ব্যাপারে এই নীতির ব্যতিক্রম করিতেছেন। এখন হইতে যাহাদের আয় বৎসরে দুই হাজার টাকা হইতে ৫ হাজার টাকার মধ্যে তাহাদিগকে আয়করের উপর আরও শতকরা ৫০ টাকার উর্দ্ধ পরিমাণ আয়কর দিতে হইবে। কিন্তু যাহাদের আয় বৎসরে ১০, ২০ বা ৫০ লক্ষ টাকা তাহাদিগকে আয়করের উপর শতকরা ৫০ টাকার মত অতিরিক্ত আয়কর দিতে হইবে। অর্থসচিবের এই নীতি ট্যাক্স ধার্য্যের মূল নীতির বিরোধী এবং দেশের ধনীব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের উপর পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। ইংলণ্ডে যদি উর্দ্ধতম আয়ের উপর শতকরা ৯৭৷৷০ ভাগ আয়কর ধার্য্য করা সমীচীন বিবেচিত হয় তাহা হইলে এদেশে উর্দ্ধতম আয়ের উপর শতকরা ৮৫ টাকা আয়কর বসাইয়াই থামিবার হেতু কি? ট্যাক্স নির্দ্ধারণে গবর্ণমেন্টের এই পক্ষপাতমূলক নীতির আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রেও নিম্নতম আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রদত্ত আয়কর হইতে সামান্য কিছু অর্থ যুদ্ধাবসানে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু উহা দ্বারা অতিরিক্ত আয়কর ধার্য্যের ব্যাপারে দেশের ধনী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের উপর পক্ষপাতের অভিযোগ খণ্ডিত হয় না।

বর্ত্তমানে শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান ও সাবমেরিণের উৎপাৎ এড়াইয়া এদেশে বিদেশ হইতে যে কিছু মালপত্র আমদানী হইতেছে দেশবাসীকে তাহা অগ্নি-মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইতেছে। এই শ্রেণীর জিনিষের উপর আমদানীশুল্কের হার শতকরা ২০ টাকা বর্দ্ধিত হওয়ায় এইসব জিনিষের মূল্য আরও চড়িবে এবং উহার বোঝা শেষ পর্য্যন্ত দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপরই পতিত হইবে। ডাক বিভাগের মাশুল বাড়াইয়া যে ১ কোটী টাকা আদায় করা হইবে তাহার বোঝা পড়িবে প্রধানতঃ দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর। যেখানে ১৮৭ কোটী টাকার একটা রাজসূয় যজ্ঞ হইতেছে এবং দেশবাসীর উপর নানাভাবে ট্যাক্স বসাইয়াও যেখানে সরকারী তহবিলে ৩৫ কোটী টাকার উপর ঘাটতিই থাকিয়া যাইতেছে সেখানে আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি দ্বারা ৫ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা এবং ডাক মাশুল বৃদ্ধি দ্বারা ১ কোটী টাকা দেশবাসীর নিকট হইতে আদায় না করিলেও চলিত। দেশের লোক যদি ৭।৮ শত কোটি টাকার ঋণ সুদে-আসলে আদায় করিতে পারে তাহা হইলে যুদ্ধাবসানে সমর ব্যয়ের জন্য আরও শ' দুইশত কোটি টাকা অতিরিক্ত ঋণও তাহারা আদায় করিতে পারিবে। নিতান্ত দুঃখের বিষয় গবর্ণমেন্ট এই কথাটা কিছুতেই মানিয়া লইতেছেন না। উহারা দেশের উপর ট্যাক্স বসাইয়াই সামরিক ব্যয়জনিত ঘাটতির যত বেশী অংশ সম্ভব আদায় করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ফলে একদিকে জীবনধারণের উপযোগী পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যদিকে ক্রমবর্দ্ধমান এই ট্যাক্সের বোঝায় দেশবাসী অতিষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

কলমালিকদের লৌহ ও ইস্পাত সরবরাহ

সম্প্রতি ভারত সরকার বঙ্গীয় কলমালিক সমিতিকে একখানা পত্রযোগে জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া যাওয়ায়, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যতদূর সম্ভব অল্প পরিমাণে লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহার করিতে হইবে। বঙ্গীয় কলমালিক সমিতিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুধু যে সকল কল-কব্জা ও সাজ সরঞ্জাম মেরামত করা অবশ্য প্রয়োজনীয়, মাত্র তৎপরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহার করার জন্য ঐ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহারের অনুমতিপত্র প্রদান করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বড়বাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ৯ই মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪২ | ৪২শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

রক্ষণ-শুল্কের মেয়াদ বৃদ্ধি

বিদেশ হইতে আগত চিনি, কাগজ এবং লৌহ ও ইস্পাতের জিনিষ প্রভৃতির উপর আদায়ী রক্ষণ-শুল্কের মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি সরকারী বিল পাশ করা হইয়াছে। এদেশে বিভিন্ন শিল্পের উন্নতির জন্য রক্ষণ শুল্কের সুবিধা প্রয়োজন। সে জন্য আমরা সংরক্ষণ নীতির প্রসার ও বিস্তৃতির পক্ষপাতী। কিন্তু কোন শিল্পকে একবার রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দেওয়া হইলে নির্ব্বিচারে সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া তাহা বলবৎ রাখা আমাদের মতে যুক্তিযুক্ত নহে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার একটা বিশেষ গলদ এই যে উহাতে জনসাধারণকে অনেক সময়ে অতিরিক্ত মূল্যে জিনিষ কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা সাধারণ অবস্থায় বিদেশ হইতে যে জিনিষ সস্তাদরে আমদানী করা চলে, রক্ষণ শুল্ক বসাইতে গেলে তাহার দাম সে তুলনায় অনেক বাড়িয়া যায়। দেশে কোন নূতন শিল্পের প্রসার ও উন্নতিসাধন করিতে হইলে সস্তা বিদেশী মালের প্রতিযোগিতা হইতে তাহাকে রক্ষা করা অনেক সময়ে প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেজন্য সাধারণ ক্রেতাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াও বিদেশী জিনিষের উপর রক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া এই রক্ষণ শুল্ক বরাবর বজায় রাখিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। কোন শিল্পকে রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দেওয়া হইলে সেই শিল্প যাহাতে যথাসম্ভব কম সময়ে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে এবং বিদেশী জিনিষের মত এদেশের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যও যাহাতে অল্প মূল্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে তৎবিষয়ে শিল্পোদ্যোগীদের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকা উচিত। সংরক্ষণ ব্যবস্থার সেরূপ সার্থকতার প্রতি নজর রাখা দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও বিশেষ কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে তেমন সুসঙ্গত রীতি মোটেই অনুসৃত হইতেছে না। এদেশে কোন শিল্পকে রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দেওয়া হইলে শিল্পকারখানার মালিকেরা তাহাকে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে ধরিয়া লইতেই অভ্যস্ত। রক্ষণ শুল্কের সুযোগে নিজেদের যোগ্যতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বাধীনভাবে দাঁড়াইবার চেষ্টা তাঁহারা বিশেষ করেন না। বিদেশী শিল্প ব্যবসায়ীদের মত উন্নত শ্রেণীর মাল তৈয়ারী করিয়া সস্তা দরে তাহা বিক্রয়ের প্রয়াসও তাঁহাদের দেখা যায় না। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বর্ত্তমান সরকারী বিলটি আলোচিত হইবার সময়ে পরিষদের কতিপয় জাতীয়তাবাদী সদস্য কোন কোন দিক দিয়া উহার বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমরা খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। এদেশের শর্করা শিল্পের সুবিধার্থ দীর্ঘকাল যাবৎ বিদেশী চিনির উপর রক্ষণ শুল্ক বলবৎ রাখা হইয়াছে। এই শুল্ক প্রবর্ত্তন করার পর হইতে দেশবাসীকে বেশী মূল্য দিয়া নিত্যব্যবহার্য্য চিনি খরিদ করিতে হইতেছে। এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে যাইয়া তাহারা আশা করিয়াছিল যে, দেশের চিনির কলওয়ালারা প্রাথমিক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কালক্রমে বিদেশী চিনির চেয়ে কম দরে উৎপন্ন চিনি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। ফলে একদিকে যেমন দেশের শর্করা শিল্প আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে তেমনই দেশের লোকও খুব সস্তা দরে চিনি কিনিতে পাইয়া উপকৃত হইবে। কিন্তু রক্ষণ শুল্ক প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর ১১ বৎসর কাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত সেধরণের আশা ভরসা তেমন কিছু ফলবতী হইতেছে না। এদেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কেও দেশের

লোকের আশা ভরসা ঐরূপভাবে বিফল হইতে চলিয়াছে এরূপ অবস্থায় ঐ দুই শিল্পকে বিনাসর্ত্তে আর অধিককাল রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দেওয়া সঙ্গত কিনা উপযুক্ত তদন্ত কমিটি বসাইয়া তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে এদেশে বিদেশী চিনি ও বিদেশী ইস্পাতের প্রতিযোগিতা যে স্থলে একরূপ বন্ধই হইয়া গিয়াছে সেস্থলে নির্ব্বিচারে উহাদের রক্ষণ শুল্ক বলবৎ রাখিবার কোন যুক্তি দেখা যাইতেছে না। এই সব বিষয় যথাযথ বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে তাঁহাদের কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবেন, ইহাই আমরা আশা করি।

বাঙ্গলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

গতবারের তুলনায় এবার বাঙ্গলায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দেওয়া হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। সে অনুসারে ইতিমধ্যে কোন কোন অঞ্চলে দ্বিগুণ জমিতে পাট চাষ করিবার জন্য লাইসেন্সও প্রদান করা হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার ঐরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবার সময়ে আমরা তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। বিভিন্ন তথ্যতালিকার সাহায্যে আমরা তখন ইহা স্পষ্ট করিয়াই দেখাইয়াছিলাম যে, অদূর ভবিষ্যতে পাটের চাহিদা নানা দিক দিয়া হ্রাস পাওয়ার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাতে গতবারের তুলনায় এবার পাটের জমি বাড়াইতে দেওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। বাজারে পূর্ব্বেকার উৎপন্ন পাট যে স্থলে অনেকাংশে অবিক্রীত থাকিয়া যাইতেছে, সে স্থলে পাটের উৎপাদন ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করা হইলে পাটের মূল্য বিশেষভাবে পড়িয়া যাইবে। আর তাহাতে পাট-চাষীদেরও সমূহ ক্ষতির কারণ হইবে। বাঙ্গলা সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার পর পাটের দর কার্য্যতঃ যেভাবে নামিয়া যাইতে থাকে, তাহাতে আমাদের ঐ ধারণাই সমর্থিত হয়। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিয়া সে অনুসারেই পাটের জমির নূতন লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সম্প্রতি বাজারে গুজব সৃষ্টি হইয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকার এবারের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ত্তমানে পুনর্বিবেচনা করিতেছেন এবং এবার গত-বারের সম পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিবার নির্দ্দেশ দিয়া শীঘ্রই তাঁহারা একটি নূতন আদেশ জারী করিবেন। ইতিমধ্যে যে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে সে অনুসারে তাহাও পরিবর্ত্তিত করার ব্যবস্থা হইবে। এই গুজব সত্য হইলে তাহা খুবই আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিসভা ইউরোপীয় চটকলওয়ালাদের চাপে পড়িয়া কোনরূপ বিচার বিশ্লেষণ না করিয়াই এবার দ্বিগুণ পাট চাষ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে একটি নূতন দায়িত্বশীল মন্ত্রি-সভা গঠিত হইয়া দেশের লোকের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে সকল বিষয় পুনর্বিবেচনা করিতেছেন। তাছা ছাড়া, জাপান প্রবলভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার ফলে সমুদ্রপথে বিদেশে পাট ও চটের রপ্তানী বাণিজ্যও বিশেষভাবে প্রতিহত হওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায় বাঙ্গলায় গতবারের তুলনায় এবার যাহাতে পাটের চাষ বৃদ্ধি না করা হয় তৎবিষয়ে বাঙ্গলা সরকার সতর্ক দৃষ্টি নিয়োগ করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

কৃষি ও বিজ্ঞান

ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে এদেশে কৃষি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণার উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কতিপয় গবেষণা কেন্দ্র ও কৃষি ফার্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ সব স্থানের গবেষণার ফলে ইতিমধ্যে ইক্ষু, তুলা, গম ও ধান প্রভৃতি ফসলের জন্য উন্নত ধরণের চারা ও বীজ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার উপযোগী নূতন ধরণের সার প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ফসলের পোকা নাশ করিবার জন্য, ফল ফলারি সংরক্ষণ করিবার জন্য ও নানাভাবে চাষাবাদের উন্নতি করিবার জন্য অনেক নূতন প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত কাউন্সিলের গত ১৯৪০-৪১ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে ঐ প্রতিষ্ঠানের অধিকতর কার্য্যতৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এবৎসর ধান চাষের উন্নতির জন্য বাঙ্গলায় চুঁচুড়া, বাঁকুড়া ও সিউরির কৃষি ফার্ম্মে এবং যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যাপক গবেষণা চালান হইয়াছে। এই সব গবেষণার ফলে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য উপযুক্ত সারের ব্যবহার, বন্যা প্লাবিত অঞ্চলের জন্য নূতন শ্রেণীর ধানের বীজ প্রবর্ত্তন ও বীজ বপন করিয়া দুই মাস কাল মধ্যে ধান ফলাইবার উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকটা সুফল পাওয়া গিয়াছে। এদেশে পূর্ব্বে সিগারেট তৈয়ারের উপযোগী তামাকপাতা বিশেষ কিছুই উৎপন্ন হইত না। কয়েকটি কৃষি কেন্দ্রে বর্ত্তমানে ঐরূপ তামাক পাতার চাষ ও তাহার উৎপাদন সম্ভবপর হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশের কোদার নামক স্থানের গবেষণা কেন্দ্রে কমলালেবুর শ্রেণী বিভাগের জন্য একটি অভিনব যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ যন্ত্র দ্বারা ঘণ্টায় ৪ হাজার ৭৫০টি কমলালেবু শ্রেণী বিভাগ করা চলে। মহীশূরে উক্ত কাউন্সিলের গবেষণার ফলে সহরের নানা আবর্জ্জনা হইতে কৃষি জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার উপযোগী সার প্রস্তুত-করা হইয়াছে। মাদ্রাজের মৎস্য বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে হাঙ্গর ও অন্যান্য সামুদ্রিক জন্তু হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অন্য অনেক স্থানে নানা বিষয়ে অত্যাবশ্যকীয় পরীক্ষা ও গবেষণা চালান হইতেছে।

এদেশে কৃষির উন্নতি বিষয়ে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রি-কালচারেল রিসার্চের ঐরূপ কার্য্যধারা খুবই আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। তবে এই সব কার্য্যধারার সুফল এদেশের কৃষকেরা এখনও তেমন কিছু পাইতেছে না ইহা দুঃখের বিষয়। কাউন্সিলের চেষ্টার ফলে কৃষির উন্নতিকল্পে যে সব প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা এখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন কৃষি ফার্ম্ম ও গবেষণা কেন্দ্রের আওতাতেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। এসমস্ত দেশের কৃষকদের নজরে আনিবার ও চাষাবাদের ক্ষেত্রে তাহা ব্যাপকভাবে প্রচলন করিবার তেমন কোন ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত হইতেছে না। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার ঐ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। বর্ত্তমানে আমরা পুনরায় সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

যুদ্ধ ও ভারতীয় বীমা কোম্পানী

ভারতবর্ষে জাপানের আক্রমণ সুরু হইলে এদেশে কিছু পরিমাণ লোকের প্রাণহানি ঘটিবার আশঙ্কা আছে। সেরূপ অবস্থায় নিহত বীমাকারীদের দাবী দাওয়া পরিশোধ সম্পর্কে ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ কিরূপ কার্য্যনীতি অনুসরণ করিবেন, সে সম্পর্কে বর্ত্তমানে নানারূপ জল্পনা কল্পনা সুরু হইয়াছে। বেশী পরিমাণে দাবী দাওয়া হইতে থাকিলে কোন কোন বীমা কোম্পানী তাহা পূরণে শৈথিল্য ও অনিচ্ছা দেখাইতে পারেন বলিয়া কাহারও কাহারও মনে সংশয় জাগিয়াছে। কেহ কেহ এরূপও প্রচার করিতেছেন যে, এদেশে যেসব বৃটিশ বীমা কোম্পানী ব্যবসায় চালাইতেছেন, পলিসির সর্ত্ত অনুযায়ী নিহত বেসামরিক বীমাকারীদের দাবী পরি-শোধ সম্পর্কে তাঁহাদের একটা বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। কিন্তু এদেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহের প্রদত্ত সর্ত্তাবলী হইতে উহাদের সেরূপ কোন বাধ্যবাধকতা আছে কিনা তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝা যায় না। এই শ্রেণীর গুজব ও জল্পনা কল্পনা দেশীয় বীমা ব্যবসায়ের উন্নতির পরিপোষক নহে। কাজেই ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি কৃতী বীমা ব্যবসায়ী মিঃ এস সি রায় সম্প্রতি একটি বিবৃতি দিয়া উক্ত বিষয়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের দায়িত্ব খোলাখুলি-

ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন, "আমি যতদূর অবগত আছি তাহাতে প্রদত্ত পলিসির সর্ত্ত অনুযায়ী শত্রু আক্রমণে নিহত বেসামরিক বীমাকারীদের দাবী পরিশোধ সম্পর্কে ভারতের সমস্ত জীবনবীমা কোম্পানীরই একটা বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। বীমা কোম্পানীসমূহ তাঁহাদের প্রদত্ত পলিসিতে যেসব সর্ত্ত করিয়াছিলেন তাহাতে যুদ্ধের সময়ে বেসামরিক বীমাকারীদের মৃত্যুদাবী পূরণ না করার কোন কথা ছিল না। নির্দ্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম দেওয়া হইলে বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের পলিসি সম্পর্কিত দাবী পূরণ করিতে বর্ত্তমানে বাধ্য আছেন। ভবিষ্যতে শত্রু আক্রমণে নিহত বীমাকারীদের দাবী পরিশোধ করিতেও তাঁহারা তেমনই বাধ্য থাকিবেন। ভারতের কোন জীবনবীমা কোম্পানীই সেই দায়িত্ব পরিপালনে কিছুমাত্র অনিচ্ছা দেখাইতেছেন না। কাজেই বীমাকারীদের ভবিষ্যৎ দাবী পরিশোধ সম্পর্কে কোন অনিশ্চিয়তা সৃষ্টি হওয়ার কারণ নাই। পূর্ব্বে যেসব পলিসি প্রদান করা হইয়াছে বর্ত্তমানে তাহাদের প্রিমিয়ামের হার বাড়াইয়া দেওয়া চলে না। তবে নূতন বীমাপত্র প্রদানের সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহ যুদ্ধজনিত অবস্থায় অতিরিক্ত প্রিমিয়াম অবশ্যই দাবী করিতে পারেন। সুখের বিষয়, এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহ প্রিমিয়াম বৃদ্ধির সেরূপ কোন কার্য্যনীতিই এ পর্য্যন্ত অবলম্বন করেন নাই। পূর্ব্বে যেরূপ প্রিমিয়ামের সর্ত্তে পলিসি প্রদান করা হইত এখনও সেইরূপ সর্ত্তেই এদেশে বীমাপত্র প্রদান করা হইতেছে। ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ এদেশের বীমাকারীদের কথা সব সময়ই সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন। যুদ্ধের সময়ে সেই সহানুভূতি ও উদারতা প্রদর্শনে কোন ত্রুটি হইবে না।" মিঃ এস সি রায়ের এই বিবৃতি এদেশের বীমাকারীদের মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থা ও নির্ভরতার ভাব জাগ্রত করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যুদ্ধজনিত অবস্থায় বীমার টাকা পাওয়া সম্পর্কে অসুবিধা ঘটিতে পারে মনে করিয়া যেসব লোক দেশীয় বীমা কোম্পানীতে বীমা করিতে অনাগ্রহ দেখাইতেছেন, এইবার তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ভারতে ধান চাষের উন্নতি

চাহিদার তুলনায় চাউল, গম প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যের যোগান কম হওয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বর্ত্তমানে একটা জটিল সমস্যার সূচনা দেখা গিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দেশে খাদ্য শস্যের চাষ বাড়াইবার দিকে অচিরে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে এখনও কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন না। দেশবাসীর দিক হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ দাবী দাওয়া উত্থাপিত হওয়ার ফলে উপরোক্ত বিষয়ে একটা সময়োচিত পরিকল্পনা স্থির করার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে নূতন দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চের এডভাইসরী বোর্ডের এক বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া কৃষি বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার তাঁহার অভিভাষণে এদেশে খাদ্য শস্যের চাষ বাড়াইবার উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। দেশের লোকও এই সম্মেলনের ফলে খাদ্য শস্যের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি সরকারী পরিকল্পনা গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি উক্ত সম্মেলনের যে কার্য্যবিবরণী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে আমরা বিশেষভাবে নিরাশ হইয়াছি। কেন না কৃষি বিশেষজ্ঞগণ খাদ্য শস্যের চাষ বৃদ্ধি করা সম্পর্কে সকল প্রদেশের জন্য বর্ত্তমানে কোন সরকারী কার্য্যনীতি স্থির না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহা মূলতবী রাখারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী এপ্রিল মাসে নূতন একটি বৈঠক বসাইয়া এবিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করা হইবে। আপাততঃ তাঁহারা বাঙ্গলা প্রদেশ ও মাদ্রাজের জন্য ধান চাষের উন্নতিমূলক দুইটি ছোটখাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। স্থির করা হইয়াছে বাঙ্গলায় আগামী বৎসরে ৪ লক্ষ একর জমিতে উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজ বপন করিবার ব্যবস্থা হইবে। মাদ্রাজ প্রদেশে আগামী বৎসরে ৭ হাজার ৫০০ একর জমিতে এইরূপ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে। পরবর্ত্তী বৎসরে ৩ লক্ষ একর জমিতে উন্নত শ্রেণীর ধান বপনের ব্যবস্থা হইবে। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের এই পরিকল্পনা আমরা এদেশের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত বলিয়াই মনে করি। নানাভাবে চাউলের যোগান কমিয়া বাঙ্গলাদেশে যে অন্নাভাবের সুচনা দেখা যাইতেছে তাহাতে মাত্র ৪ লক্ষ একর জমিতে উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজ বপনের ব্যবস্থা হইলে তাহাতে অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। এপ্রদেশে বর্ত্তমানে ২ কোটি ১৫ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইতেছে। স্থায়ীভাবে এপ্রদেশের অন্নসমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে হইলে এদেশে ধান চাষের জমি সে তুলনায় বাড়ান প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, অধিকাংশ ধানের জমিতেই যাহাতে উন্নত শ্রেণীর বীজ বপন করা হয় সরকারী চেষ্টায় তাহার একটা ব্যবস্থা করাও সঙ্গত। গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর আসন্ন দুঃখ দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া এখনও সেরূপ কার্য্যনীতি গ্রহণ করিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়।

শ্রমিকদের সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের নীতি

শ্রমিক নেতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জিকে অন্তরীণাবদ্ধ করাতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কয়েকদিন পূর্ব্বে একটি মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল। ঐ প্রস্তাব উপলক্ষে পরিষদে একটি বক্তৃতা দিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমান কার্য্যনীতি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধপ্রচেষ্টার পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন শিল্প কারখানায় কোনরূপ শ্রমিক ধর্ম্মঘট সংঘটিত হয় ইহা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। সেজন্য ঐরূপ কোন ধর্ম্মঘট দেখা গেলে গবর্ণমেণ্ট উহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে ও কঠোর হস্তে তাহা দমন করিতে স্থির সঙ্কল্প। তবে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়া শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ ও দাবী দাওয়া পূরণের যথাসম্ভব চেষ্টাও তাঁহারা অবশ্যই করিবেন। মিঃ ফজলুল হকের ঐরূপ বিবৃতি এপ্রদেশের শ্রমিক সাধারণের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে আমরা খুব আশাব্যঞ্জক বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে দেশে অধিক মাল সরবরাহের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে তাহাতে কল-কারখানার কাজ অব্যাহত রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দৃঢ় সঙ্কল্প কার্য্যনীতি অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐ সঙ্গে শ্রমিকদের সাধারণ অভাব অভিযোগসমূহের সম্যক প্রতিকারের চেষ্টা করাও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে কোন স্থানে শ্রমিক ধর্ম্মঘট সংঘটিত হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা কঠোর হস্তে দমন করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন। ইতিমধ্যে ঐরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের কতকগুলি কারখানার শ্রমিক চাঞ্চল্য তাঁহারা প্রশমিত করিয়াছেন। শ্রমিকদের ভিতর সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে আশঙ্কায় তাঁহারা শ্রমিক নেতা ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জিকে অন্তরীণাবদ্ধ করারও আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু মৌখিকভাবে শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি জানাইলেও তাহা পূরণের কোন সুব্যবস্থাই এপর্য্যন্ত তাঁহারা করেন নাই। এ প্রদেশে কলকারখানার মালিকদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধের সুযোগে অতিরিক্ত লাভের সুবিধা পাইয়াও শ্রমিকদের মজুরী ও ভাতা বৃদ্ধির দাবী উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মঘট বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায় বর্ত্তমানে তাঁহাদের পক্ষে ঐবিষয়ে অধিকতর একগুয়েমি দেখাইবারই সুবিধা হইয়াছে। অপর দিকে গবর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের দাবী দাওয়া পূরণ সম্পর্কে কোন কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করায় বর্ত্তমান সরকারী নীতি দ্বারা তাহাদের ক্ষতির পথই প্রশস্ত হইয়াছে। শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে আপোষ মীমাংসার জন্য ও তাহাদের ন্যায্য দাবীগুলি কলকারখানার মালিকদিগকে মানিয়া লইতে বাধ্য করার জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে একটি ট্রেড্ ডিসপুটস্ এ্যাক্ট বলবৎ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি মাদ্রাজ সরকারও ঐ ধরণের একটি আইন প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার সেবিষয়ে এখনও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ কিছুই দেখাইতেছেন না। শ্রমিকদের সম্পর্কে সাধারণ মৌখিক সহানুভূতি না দেখাইয়া সেভাবে শ্রমিক বিক্ষোভের স্থায়ী প্রতিকারে অগ্রসর হওয়াই বাঙ্গলা সরকারের কর্ত্তব্য।

ভারতে নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে কংগ্রেসের তরফ হইতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে এক দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি যুদ্ধ বর্ত্তমান থাকা কালে ভারত সরকারের অধীনস্থ সমস্ত বিভাগগুলির পরিচালনাভার ভারতের জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করেন, এই সমস্ত প্রতিনিধিগণকে যদি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের নিকট দায়ী করা হয় এবং যুদ্ধাবসানে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে এরূপ যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতীয় জনসাধারণ যাহাতে কায়মনোবাক্যে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করে তৎপক্ষে কংগ্রেস যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের এই সামান্য দাবী মানিয়া লন নাই। বরং উহারা ভারতের সমস্ত সংখ্যালঘু দল কোন শাসন-ব্যবস্থায় রাজী না হইলে ভারতে কোন নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে এক জটীল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এই অদূরদর্শিতার ফলে ভারতবর্ষে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার ব্যাপারে কোন উৎসাহ সৃষ্টি হয় নাই। বর্ত্তমানে এদেশের অধিকাংশ ব্যক্তির মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, ভারতবাসীর হাতে দেশ শাসন ব্যাপারে প্রকৃত ক্ষমতা প্রদান করা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিলে সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করা হইবে এবং উহার ফলে ভারতে বৃটীশ শাসন আরও কায়েম হইবে।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এতদিন ভারতবাসীর এই মনোভাবকে অগ্রাহ্য করিয়াই চলিয়াছেন। কিন্তু মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের একটু চক্ষু ফুটিয়াছে। তাঁহারা এখন উহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছেন যে, দেশের জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ও স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা না পাইলে বর্ত্তমান যুগে কোন যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভবপর নহে। জনসাধারণের এই স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার জন্যই সোভিয়েট রুশিয়া দুর্দ্দমনীয় জার্ম্মান শক্তির সহিত এবং চীন জাপানের সহিত সমানতালে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছে। এই সহযোগিতার জন্যই জাপান এখন পর্য্যন্ত ফিলিপাইন জয় করিতে সমর্থ হয় নাই। পক্ষান্তরে মালয়ের জনসাধারণের নিকট হইতে কোন স্বেচ্ছাকৃত সহায়তা লাভ না করার জন্য জাপান অনায়াসে ঐ দেশ জয় করিয়া লইয়াছে এবং ব্রহ্মদেশেও অনুরূপ অবস্থা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

কাজেই ভারতবর্ষে শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করতঃ ভারতীয় জনমতকে স্বমতে আনয়ন করিয়া কিভাবে এই দেশে জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করা যায় তৎসম্বন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট নূতনভাবে চিন্তাভাবনা করিতেছেন। এই সম্পর্কে সর্ব্বশেষ সংবাদ যে, গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের নূতন পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন এবং শীঘ্রই উহা সাধারণ্যে প্রকাশিত করা হইবে। যেরূপ মনে হইতেছে তাহাতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নূতন পরিকল্পনার স্বরূপ কি তাহা জানিতে পারিবে।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নূতন পরিকল্পনা কি হইবে তাহা এখনও বলা সম্ভব নহে। যেরূপ মনে হইতেছে তাহাতে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু প্রমুখ জননায়কগণ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট ইদানীং যে দাবী জানাইয়াছেন তাহা ভিত্তি করিয়াই নূতন শাসন-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইবে। স্যার তেজ বাহাদুর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে দাবী উপস্থিত করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, ভারত সরকারের অধীনস্থ সমস্ত বিভাগ—মায় সামরিক ও পররাষ্ট্রবিভাগ ভারতীয়দের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে, যে সমস্ত ভারতীয় নেতা শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং যুদ্ধের পরে যতদূর সম্ভব সত্বর একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখে ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করিবেন কিনা তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে আধা সরকারী 'টাইমস' পত্রে এই বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুর অন্যান্য প্রস্তাবে রাজী হইলেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কোন ভারতবাসীর হাতে সামরিক বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করিবেন না। উহারা স্যার তেজ বাহাদুর প্রমুখ ব্যক্তিদের দাবী মত যুদ্ধের কতদিন পরে ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইবে তৎসম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া দিবেন কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বাপর মনোভাব যে প্রকার দেখা গিয়াছে তাহাতে উহারা ভারতবাসীকে দেশ শাসন ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দানের কথা ঘোষণা করিয়াও উহাকে বহুবিধ সর্ত্তে শৃঙ্খলিত করতঃ মূল ঘোষণাকে পণ্ড করিয়া দিবেন—এরূপ আশঙ্কাও রহিয়াছে।

যাহা হউক, একথা নিশ্চিত যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণাই করুন না কেন কংগ্রেস যদি উহা মানিয়া না লয় তাহা হইলে ভারতবর্ষে উহা কিছুতেই কার্য্যকরী করা যাইবে না এবং সেরূপ অবস্থায় ভারতীয় জনসাধারণ কিছুতেই বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধের ব্যাপারে স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায় অগ্রসর হইবে না। স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন কংগ্রেসের দাবীর সহিত তাহার অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ—কংগ্রেস বড়লাটের নূতন শাসন পরিষদকে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের নিকট দায়ী করিতে চাহেন—কিন্তু স্যার তেজ বাহাদুরের প্রস্তাবে শাসন পরিষদ ভারতীয় জনমতের নিকট দায়ী না হইয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী হইবে এরূপ বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—কংগ্রেস ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে ভারতীয় রাজনীতিক আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়া হইতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু স্যার তেজ বাহাদুর তাঁহার প্রস্তাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই ভারতের রাজনীতিক আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। উহা সত্ত্বেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি স্যার তেজ বাহাদুরের প্রস্তাব পুরাপুরি মানিয়া লন তাহা হইলে বর্ত্তমানের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে কংগ্রেস প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে উহাকে মানিয়া লওয়া যায় কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিতে পারে। এই প্রস্তাবে ভারতের অনুন্নত হিন্দুদের নেতা হিসাবে ডাঃ আম্বেদকার, শিখ সম্প্রদায় এবং মুসলীম লীগ ব্যতীত ভারতীয় মুসলমানদের অন্যান্য সমস্ত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানেরও মৌন সম্মতি রহিয়াছে। কাজেই বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি স্যার তেজ বাহাদুরের প্রস্তাব পুরাপুরি মানিয়া লন তাহা হইলে আপাততঃ ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার একটা সমাধান হইবে এবং ভারতবাসী যুদ্ধপ্রচেষ্টায় স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায় অগ্রসর হইবে—এরূপ আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি স্যার তেজ বাহাদুরের প্রস্তাবেও রাজী না হন তাহা হইলে অবস্থার বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটিবে না—এই সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা প্রকাশিত হইলে এই সম্পর্কে আমাদের আরও অনেক কথা বলিবার রহিল।

বাজেট প্রসঙ্গ

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কেন্দ্রীয় আইনসভাতে ভারত সরকারের যে বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ গত সপ্তাহে সকল কথা বলা হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যাইতেছে।

বাজেট উপস্থিত করার সময়ে ভারত সরকারের অর্থসচিব এরূপ কতকগুলি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যাহার প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। তিনি বলেন যে, এদেশের সমালোচকগণ স্বীকার করুন আর নাই করুন বর্ত্তমান যুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষের শিল্পক্ষেত্রে খুব উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে এদেশে কতিপয় নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং যুদ্ধের পূর্ব্বেকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে অনেকগুলির কাজ সম্প্রসারিত হইয়াছে—একথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু উহাকে ভারতের শিল্পোন্নতি বলা অন্যায় হইবে। গবর্ণমেণ্টকে সমর সরঞ্জাম সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এদেশে কতকগুলি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এদেশের প্রচলিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্প্রসারিত হইয়াছে। দেশে বর্ত্তমানে যেসব নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধাবসানে সেই সব প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্তরূপ সাহায্য করিবেন কিনা তৎসম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় নিছক যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং যেসব প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইয়াছে যুদ্ধাবসানে তাহার কোন অস্তিত্ব থাকিবে কিনা তাহা নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। এই বিষয়ে বৃটীশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের মতিগতি ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কাজনক। এই সব প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে ভারতের বাজারে কোন মালপত্র বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইতেছে না, কিন্তু যুদ্ধের পরে ভারতের বাজার যাহাতে উহাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে তজ্জন্য উহারা কোন তদ্বিরের বাকী রাখিতেছে না। উহাদের তাদ্বিরের জোরেই নেহাৎ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে এরোপ্লান, জাহাজ, মোটরগাড়ী ইত্যাদি জিনিষ প্রস্তুতের কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় নাই। এই সব দেখিয়া এবং যুদ্ধাবসানের পরবর্ত্তীকালের কথা স্মরণ করিয়া ভারতবাসী বর্ত্তমানের অবস্থাকে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি বলিয়া সান্ত্বনালাভ করিতে পারে না।

যুদ্ধের ফলে ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ এদেশের কৃষকদের হাতে অধিকতর অর্থাগম হইতেছে বলিয়া অর্থ-সচিব যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহারও মূলে কোন সত্য নাই। ভারতীয় কৃষকসমাজ খাদ্যশস্য, পাট, তূলা, তৈলবীজ, চামড়া ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া যা' কিছু অর্থ পাইয়া থাকে। কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে এই সব জিনিষের মূল্য তেমন কিছুই চড়ে নাই। গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে এদেশে যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের পাইকারী মূল্য ছিল ৮৩ টাকা গত জানুয়ারী মাসে তাহা ১১২ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে, খাদ্যশস্যের মূল্য শতকরা ৩৫ ভাগ বাড়িয়াছে। কিন্তু এদেশের কৃষকসমাজের মধ্যে শতকরা ৮০ জনেরই জমিতে উহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য জন্মে না এবং দেশের শতকরা মাত্র ২০ জন কৃষক খাদ্যশস্য বিক্রয় করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য দেশের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশেরই কষ্টের কারণ হইয়াছে। এদেশের কৃষকের সমূহ স্বার্থ তৈলবীজ, তূলা, পাট ও চামড়ার মূল্য বৃদ্ধির উপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে এই তিন শ্রেণীর জিনিষের মূল্য তেমন কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। অথচ এদেশের কৃষকসমাজ কাপড়, লবণ, কেরোসিন, সুপারি, মসলা প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া থাকে সেই সমস্ত জিনিষের মূল্য দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক চড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় যুদ্ধের ফলে দেশের কৃষকসমাজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে—এরূপ বলা সত্যের অপলাপ করা ছাড়া আর কিছু নহে। অর্থসচিবের বক্তৃতার একটী অংশ হইতে উহার প্রমাণও পাওয়া যায়। অর্থসচিব এরূপ জানাইয়াছেন যে, চলতি ১৯৪১-৪২ সালে পোষ্টাফিস-সমূহ কর্ত্তৃক বিক্রীত ক্যাশসার্টিফিকেটের সমষ্টিগত পরিমাণ ৬ কোটী টাকা এবং সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টসমূহে সাধারণের জমা টাকার পরিমাণ ৭ কোটী টাকা হ্রাস পাইয়াছে। আগামী বৎসরেও ক্যাশ সার্টিফিকেটের পরিমাণ ৫ কোটী টাকা এবং সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার পরিমাণ ২ কোটী টাকা হ্রাস পাইবে বলিয়া অর্থসচিব আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ক্যাশ সার্টিফিকেট ভাঙ্গাইয়া টাকা গ্রহণ করিতেছে এবং সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা তুলিয়া লইতেছে। উহা ক্যাশ সার্টিফিকেট ও সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার পরিমাণ হ্রাসের একটী কারণ বটে। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হেতু দেশের দরিদ্র জনসাধারণ পোষ্টাফিসে সঞ্চিত সামান্য অর্থ তুলিয়া লইতে বাধ্য হওয়াতেই ক্যাশ সার্টিফিকেট ও সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার পরিমাণ এত অধিক হ্রাস পাইতেছে। যুদ্ধের জন্য দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার যদি উন্নতি ঘটিত তাহা হইলে পোষ্টাফিসে জমা টাকার পরিমাণ এরূপভাবে হ্রাস পাইত না।

আমাদের এই সব কথার অর্থ উহা নহে যে, বর্ত্তমানে সমষ্টিগত-ভাবে দেশবাসীর হাতে অধিক অর্থ মজুদ হইতেছে না। ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট মিলিয়া এদেশে সামরিক প্রয়োজনে গত বৎসর ৩ শত কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং আগামী বৎসরে ৫ শত কোটী টাকা ব্যয় করিবেন। এই ৮ শত কোটী টাকার বেশীর ভাগ এদেশস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরিয়াদের হাতেই পতিত হইবে। কিন্তু ভারতের ৩৯ কোটী অধিবাসীর মধ্যে খুব বেশী করিয়া ধরিলেও মাত্র ১ কোটী লোক বর্ত্তমানের যুদ্ধ প্রচেষ্টা দ্বারা উপকৃত হইতেছে। বাকী ৩৮ কোটী লোক যুদ্ধের ফলে কোনরূপে উপকৃত তো হয়ই নাই—বরং অধিকতর ট্যাক্স ও জীবন-ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য উহারা অশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছে। যুদ্ধে উপকৃত ১ কোটী লোককে বাদ দিয়া বাকী ৩৮ কোটী লোকের আয় যদি বর্ত্তমানে হিসাব করা হয় তাহা হইলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইবে যে, ভারতবাসীর ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত ১ কোটী লোকের হাতে

(১১৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলাদেশ যদি আক্রান্ত হয়

জেনারেল ওয়াভেল অকস্মাৎ আবার ভারতের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সংবাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গত ২রা মার্চ্চ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, জাপান বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার দিকে অভিযান না চালাইয়া জার্ম্মান বাহিনীর সহিত একযোগে ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া একটা বিরাট শাঁড়াসি আক্রমণ আরম্ভ করিতে পারে। গত কয়েকদিন যাবৎ ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভেও অনুরূপ আশঙ্কার কথা প্রকাশ পাইয়াছে। নয়া-দিল্লীর একটি সংবাদে আরও প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বহুল পরিমাণে সামরিক বিমানপোত ইত্যাদি আমদানী হইতেছে এবং ইতিমধ্যেই আমেরিকার সামরিক বিমান বিভাগের জনৈক মেজর জেনারেল ও দুই জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছেন।

জাপান কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা এখন আর কেবল অনুমান ও গবেষণার বিষয় নহে। উহা অতি দ্রুতভাবে বাস্তব ঘটনার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইলে প্রথম আঘাত যে বাঙ্গলা দেশের উপরই পড়িবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং এই প্রদেশের সম্মুখে এখন মহা দুর্দ্দিনের ঘনঘটা।

আধুনিক যান্ত্রিক বাহিনীর প্রচণ্ড অভিযানের ফলে কোনও দেশের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি ও সামাজিক জীবন যে কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে সেই সম্পর্কে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে বিপন্ন ও আক্রান্ত দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থার যতটুকু সংবাদ আমরা পাইয়াছি তাহাই জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট। জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলসমূহে আমরা যে দারুণ আতঙ্কের ভাব দেখিয়াছি এবং রেঙ্গুন ও মালয় প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থী সম্পর্কে যে সব বিবৃতি ও বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি, তাহাতে বাঙ্গলাদেশ আক্রান্ত হইলে আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণকে লইয়া দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয়। এই আকস্মিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ লইয়া চোর, ডাকাত ও গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক জনসাধারণের জীবন আরও দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতে পারে। এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে দেশের পুলিশ বাহিনীর পক্ষে একা তাহা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর নহে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে তখন প্রত্যেক সহরে ও গ্রামে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। পুলিশ ও সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক দলের পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত আতঙ্কগ্রস্তদের আয়ত্তে আনা এবং লুটতরাজ ও মিথ্যা গুজব সৃষ্টি বন্ধ করা প্রভৃতি আপদ্‌কালীন কর্ত্তব্য সম্পাদন অসম্ভব বলিয়াই আমরা মনে করি। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এখনও যদি পূর্ব্বেকার সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মনোভাব লইয়া বসিয়া থাকেন তাহা হইলে উহা আত্মঘাতী রাষ্ট্রনীতি ছাড়া আর কিছুই নহে। এতকালের নিরস্ত্র ভারতবাসীর হাতে আজ অস্ত্র তুলিয়া দিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে আর নগরে নগরে সশস্ত্র শান্তি সেনানী গড়িয়া তুলিতে হইবে। যথাসম্ভব একটা স্বাভাবিক পরিবেষ্টন বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বত্র সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও ঐকান্তিক সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা, এদেশের জনসাধারণের ধনপ্রাণ, বিষয় সম্পত্তি, এক কথায় গোটা সমাজ-জীবন বিধ্বস্ত হইবে এবং ঐ সঙ্গে বৃটিশ স্বার্থও বিনষ্ট হইয়া যাইবে

ঐ সময় খাদ্য সমস্যা দেখা দিবে। তজ্জন্য প্রথম হইতেই প্রস্তুত হওয়া উচিত। এই বিষয়ে এতাবৎ গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন বা যে সব পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন তাহা সন্তোষজনক নহে। প্রয়োজনের নিম্নতম পরিমাণ বাঁধিয়া দিয়া খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ না করিলে সেই সম্ভাবিত দুর্দ্দিনে যে দেশবাসীর অবস্থা চূড়ান্তরূপে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। আধুনিক যুগে বড় বড় সহর ও বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র-দেশে জালের মত রেল, ষ্টীমার ও মোটর সার্ভিস গড়িয়া উঠিয়াছে। শত্রুর আক্রমণে সেই সহজ যোগাযোগ বিনষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। বস্তুতঃ, রাজধানী কলিকাতা যেন সমগ্র বাঙ্গলা দেশের নার্ভকেন্দ্র। উহাকে কেন্দ্র করিয়াই সুদূরস্থ জনপদ-সমূহের আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই ভারসাম্য একবার বিনষ্ট হইলে সেই বিপর্য্যয়ের ধাক্কা সামলাইয়া উঠা দু'চার দিনের কাজ নহে। গবর্ণমেণ্টকে দেশের সমুদয় খাদ্য সম্পদ ও উহার বণ্টনের ভার নিজের হাতে লইতে হইবে। সহর ও মফঃস্বলের বিভিন্ন কেন্দ্রে স্থানীয় প্রয়োজনের অনুপাতে সমবণ্টন ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে হইবে, যাহাতে কোনও অঞ্চল বা জনপদ সহসা খাদ্যের অভাবে বিপন্ন হইয়া না পড়ে। খাদ্যদ্রব্যাদির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও মজুদ খাদ্য সম্ভারের আনুপাতিক বণ্টন নীতি—এই দুইটি বিষয় অনতিবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। বিভিন্ন যুধ্যমান দেশগুলিতে বহু পূর্ব্বেই এই সব প্রথম ও প্রধানতম বিষয় সম্পর্কে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এদেশে এখনও সেরূপ কোন ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে না, অথচ যুদ্ধ এদিকে ভারতবর্ষের দুয়ারে আসিয়া পড়িয়াছে। শুধু অনশন ও অর্দ্ধাশনের হাত হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য খাদ্যাদি সরবরাহের উদ্দেশ্যেই নহে, পরন্তু সংক্রামক ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত অঞ্চল অথবা দলবদ্ধ গুণ্ডা কর্ত্তৃক উপদ্রুত স্থানগুলিতে অবিলম্বে পুলিশ ও সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পৌঁছাইয়া দিতে হইলেও আধুনিক যানবাহনের একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধান যে কিরূপে হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে অগতির গতি হিসাবে দেশীয় নৌকা ও গো-যান প্রভৃতির সুব্যবস্থার কথা এখন হইতে ভাবিতে হইবে।

শত্রু আক্রমণের ফলে যে সহস্র সহস্র লোক বেকার হইয়া পড়িবে তাহাদের লইয়াও এক দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হইবে। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহে বহু কলকারখানা ও অফিসে কুলি, মজুর, কেরাণী প্রভৃতি লইয়া লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করে। উহাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায় হইতেছে চাকুরি। বাঙ্গলাদেশ আক্রান্ত হইলে এই সব বিপন্ন বেকার, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত বেকারদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের আশু কোন উপায় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা দেখা যায় না। একেই তো জনসাধারণের জীবন-যাত্রা নানা কারণে কঠিন ও জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার উপর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেশের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি অবধি প্রচণ্ড নাড়া দিবে। তাহার ফলাফল যে কি হইবে তাহা এখন সম্যক্ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

(১১৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে রবারের অভাব

প্রকাশ, মালয় বৃটিশের হস্তচ্যুত হওয়ায় রবারের যেরূপ অভাব ঘটিয়াছে, তাহাতে ভারত সরকার শীঘ্রই রবারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র ত্রিবাঙ্কুরেই অধিক পরিমাণে রবার উৎপন্ন হয়। রবারের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং এই জন্যই রবারের মূল্য এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হইবে।

সংরক্ষণ শুল্কের মেয়াদ বৃদ্ধি

যে সমস্ত সংরক্ষণ শুল্কের মেয়াদ ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে শেষ হইবে, তাহাদের মেয়াদ ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারত সরকারের অর্থ-সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার একটী বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে উপস্থিত করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের সংরক্ষণ শুল্ক বহাল আইন দ্বারা লৌহ ও ইস্পাত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, চিনি এবং রূপার সূতা ও তারের (তথাকথিত সোণার সূতা ও প্রধানতঃ রূপা দ্বারা প্রস্তুত তার সহ) উপর সংরক্ষণ শুল্কের মেয়াদ এক বৎসর বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কাঠখণ্ড, কাগজ এবং সূতা ও রেশমী বস্ত্রাদির উপর সংরক্ষণ শুল্কের মেয়াদ ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ উত্তীর্ণ হইবে। ১৯৪১ সালের ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণ (টেরিফ) সংশোধিত আইন দ্বারা গম ও গমের ময়দা বা আটার উপর সংরক্ষণ শুল্কের মেয়াদও এক বৎসর বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। এই এক বৎসরের মধ্যে গমের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশ হইতে গম আমদানীর সুবিধার জন্য ১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে গমের উপর আমদানী শুল্ক কমাইয়া প্রতি হুই হন্দরে (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সের) দুই আনা করা হয়। পরে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে উহাও রহিত করা হয়।

নিউজিল্যাণ্ডের সামরিক ব্যয়

১৯৪২-৪৩ সালে নিউজিল্যাণ্ড সরকারের যুদ্ধের জন্য ৬ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। গত দুই বৎসরে এই দেশ যুদ্ধ সম্পর্কে ৬ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে। যুদ্ধের জন্য বিশেষ কর প্রবর্ত্তন দ্বারা এযাবত ৪ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহ করা হইয়াছে।

মাদ্রাজ সরকারের আয় বৃদ্ধি

মাদ্রাজ সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব বাহির হইয়াছে, তাহাতে ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকার বেশী দাঁড়াইয়াছে। মাদ্রাজ সরকারের ১৮ কোটী ৭ লক্ষ টাকা আয় এবং ১৬ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

জ্বালানি কয়লার দর

বাংলা সরকারের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান কন্ট্রোলার মিঃ এম কে কৃপালনি জ্বালানি কয়লার দর নিম্নহারে ও সহরতলীতে বিক্রয়ার্থ বাঁধিয়া দিয়াছেন:—পাইকারী প্রতি মণ কয়লা (ডিপোতে বিক্রয়ার্থ)—১৵০ আনা, খুচরা প্রতি মণ কয়লা—১।০ আনা।

মাদ্রাজ প্রদেশে সমবায় আন্দোলন

১৯৪১ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ের মাদ্রাজ প্রদেশের সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে সমবায় সমিতিসমূহের সভ্য সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫৪৩ জন ; ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এইরূপ সভ্য সংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ৬৫ হাজার জন। আলোচ্য বৎসরের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ৩৫৪টী সমবায় বিক্রয় ভাণ্ডার বর্ত্তমান ছিল এবং ইহাদের বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৯০ টাকা। সমবায় সমিতিগুলির হিসাব পরীক্ষার্থ ৫২ হাজার লোককে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা

১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিভিন্ন উপাধিমূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল:—এম্ এ—৫৬৩ জন ; এম্ এস সি—১১২ জন ; বি এ—২৮২৫ জন ; বি কম—৩২০ জন ; বি এস সি—৭৭৫ জন ; বি টী—২৭০ জন ; বি এল—৩০০ জন ; এম বি—১৫০ জন ; ডি পি এইচ—২৭ জন ; বি ই—৪৯ জন ; বি মেট (মেটালার্জ্জি)—৪ জন ; কথ্য ইংরেজি ভাষায় ডিপ্লোমা প্রাপ্ত—১৮ জন।

পাঞ্জাবের বাজেটে ঘাটতি

পাঞ্জাব সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ১০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া দেখান হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পাঞ্জাব সরকারের বাজেটে ১৩ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা আয় এবং ১৩ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ৬২ লক্ষ টাকা বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদির জন্য এবং ২৫ লক্ষ টাকা পুলিশ বিভাগে অতিরিক্ত ব্যয়ের নিমিত্ত এইরূপ ১০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। ইহা ছাড়া ২ লক্ষ টাকা যুদ্ধ সম্বন্ধীয় খবরাখবর প্রচার, ১ লক্ষ টাকা সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য বর্দ্ধন এবং ১৪ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীবৃন্দের মাগগি ভাতার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের বাজেটে কোনরূপ কর বসাইবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। চলতি বৎসরে (১৯৪১-৪২) সালে ২৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতে ধান চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালের ধান চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে সমগ্র ভারতে ৭ কোটী ৩১ লক্ষ ৯৫ হাজার একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে এবং ২ কোটী ৫৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টন ধান উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ৭ কোটী ৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল এবং ২ কোটী ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টন ধান উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারতে চীনাবাদাম চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালের চীনাবাদাম চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে ৬৯ লক্ষ একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে এবং ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ৮৭ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছিল এবং ৩৭ লক্ষ ২ হাজার টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারত সরকারের সমরসম্ভারের অর্ডার

ভারত সরকারের একটী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভের সময় হইতে সুরু করিয়া ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যুদ্ধ সম্পর্কে সরবরাহ বিভাগ মোট ২৩০ কোটী টাকার দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছেন। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিষপত্রাদি আছে :—ইঞ্জিনিয়ারিং এবং লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি—৯৭ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা ; সূতী বস্ত্র—৫০ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা ; পশমী বস্ত্র—১৭ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা ; অন্যান্য প্রকার বস্ত্র—২৮ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা ; খাদ্যদ্রব্য—১৬ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা ; চামড়ার জিনিষ—১০ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা ; তক্তা ও কাষ্ঠদ্রব্য—৯ কোটী ২০ লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদির জন্য বাংলাদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্ডার দেওয়া হয়। সূতী বস্ত্র বোম্বাই, পশমী বস্ত্র যুক্তপ্রদেশ এবং অন্যান্য প্রকার বস্ত্রের অর্ডার (ইহার বেশীর ভাগই পাটের জিনিষ) বাংলাদেশই সর্ব্বাধিক পাইয়াছে।

ভারত সরকারের রাজস্ব বিলে ডাক বিভাগীয় মাশুল

ভারত সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের রাজস্ব বিলে যে হারে ডাকঘর মারফত বিভিন্ন জিনিষপত্রাদি প্রেরণ করিবার জন্য মাশুল ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

চিঠি—চিঠি যদি এক তোলা ওজনের বেশী না হয় তাহা হইলে তাহা পাঠাইতে ⁄৬ পাই লাগিবে, এবং এক তোলার বেশী হইলে এবং দুই তোলার কম হইলে তাহার জন্য অর্দ্ধ আনা অধিক লাগিবে।

পোষ্টকার্ড—একখানা পোষ্টকার্ডের দর হইবে ৯ পাই এবং রিপ্লাই কার্ডের দর হইবে ⁄৬ পাই।

পুস্তক এবং কোন কোন জিনিষের নমুনার প্যাকেট—প্রথম ৫ তোলা পর্য্যন্ত ৯ পাই ; ইহার (৫ তোলার) অতিরিক্ত প্রতি আড়াই তোলার জন্য ৩ পাই করিয়া।

রেজিষ্ট্রী সংবাদপত্র—১০ তোলার অনধিক ওজনের জন্য ৩ পাই ; ১০ তোলার অধিক এবং ২০ তোলার অনধিক ওজনের জন্য অর্দ্ধ আনা। যদি এক সংখ্যার রেজিষ্ট্রী সংবাদপত্র একই প্যাকেটে প্রেরণের ওজন ১০ তোলার অনধিক হয় তাহা হইলে তাহার ওজনের জন্য অর্দ্ধ আনা—ইহার অতিরিক্ত প্রত্যেক ১০ তোলার জন্য ৩ পাই হিসাবে (যদি অনুমোদিত এজেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়)।

পার্শেল—৪০ তোলার অনধিক ওজনের পার্শেলের জন্য ।০ আনা—ইহার অতিরিক্ত প্রত্যেক ৪০ তোলার জন্য ।০ আনা।

লৌহ ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের লৌহ এবং ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কণ্ট্রোলার তাঁহার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন যে, ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিলের পর লৌহ ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ আদেশানুযায়ী উহার ব্যবসায়ীদের নাম তালিকাভুক্ত করিবার আবেদন গৃহীত হইবে না। সুতরাং যাহাদের নিকট লৌহ ও ইস্পাত বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে, তাহারা যেন ঐ তারিখের পূর্ব্বে আবেদন করেন।

টেলিফোনের ভাড়া বৃদ্ধি

ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ যে, স্থানান্তর করা অথবা নূতন বসাইবার খরচা ছাড়া টেলিফোনের ভাড়া শতকরা ১৬⅔ ভাগ বাড়ান হইয়াছে। ইহার ফলে বর্ত্তমান ভাড়া অপেক্ষা বর্দ্ধিত ভাড়া ⅙ অংশ বেশী হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দিল্লীর বর্ত্তমান ভাড়া বার্ষিক ১৯২৲ টাকার স্থলে ভবিষ্যতে তাহা বার্ষিক ২২৪৲ টাকা হইবে। এক্ষণে যাহাদের টেলিফোন আছে তাহাদিগকে পরবর্ত্তী ভাড়া দিবার সময় হইতে বর্দ্ধিত হারে ভাড়া দিতে হইবে। কিন্তু যাহারা নূতন টেলিফোন লইবেন তাহাদিগকে বর্দ্ধিত হারেই ভাড়া দিতে হইবে। আরও জানা গিয়াছে যে, টেলিফোনের ট্রাঙ্ক কলের উপর যে সারচার্জ্জ চলিতেছে, ১৬ই মার্চ্চ হইতে তাহা আদায় করা হইবে।

(বাজেট প্রসঙ্গ)

এত অধিক অর্থ জমা হইয়াছে ও হইতেছে যে, উহাদিগকে যদি গণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহা হইলে উহাই প্রমাণিত হইবে যে, ভারতবাসীর ক্রয়ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদেশের অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের সমস্যা এই দিক দিয়াই বিচার করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারত সরকারের অর্থসচিব তাহার বাজেটে দরিদ্রের উপর অধিকতর করভার চাপাইয়াছেন এবং যুদ্ধের সুযোগে যাহারা স্তূপীকৃত অর্থ মজুদ করিতেছে তাহাদিগকে বরং করভার হইতে রেহাই দিয়াছেন। অর্থসচিব আমদানী শুল্কের পরিমাণ শতকরা ২০ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দেশবাসীর ব্যবহার্য্য বহুবিধ জিনিষের উপর পরোক্ষ ট্যাক্স বসাইয়াছেন এবং চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, পার্শ্বেল ইত্যাদির মাশুল বাড়াইয়াছেন বটে : কিন্তু যে সমস্ত ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান যুদ্ধের সুযোগে অতিরিক্ত লাভ করিতেছে তাহাদের দেয় অতিরিক্ত লাভকরের পরিমাণ তো বাড়ানই নাই—বরং যুদ্ধের পরে বর্ত্তমানে প্রদত্ত লাভকরের শতকরা ১০ ভাগ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে উর্দ্ধতন আয়ের উপর সারচার্জ্জ বা অতিরিক্ত আয়করের হার যে নিম্নতন আয়ের অনুপাতে কম করিয়া ধরা হইয়াছে তাহা আমরা গত সপ্তাহেই উল্লেখ করিয়াছি। দেশের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের অর্থে কর্ত্তৃপক্ষ যদি উহাই বুঝেন যে, যুদ্ধের ফলে যাহাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে তাহাদের উপর আরও ট্যাক্স ধরা হইবে এবং দেশের যেসব ব্যক্তি যুদ্ধের সুযোগে অপরিমিত অর্থ অর্জ্জন করিতেছে তাহাদের উপর করভার লাঘব করা হইবে তাহা হইলে আমরা বলিব যে, এই নীতি যত শীঘ্র পরিত্যক্ত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে এই দিক দিয়া যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

রেড়ির তৈলবীজ চাষের পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র ভারতে ৯ লক্ষ ৩১ হাজার একর জমিতে রেড়ির তৈলবীজের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে এবং ৮৯ হাজার টন রেড়ির তৈলবীজ উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ১০ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে রেড়ির তৈলবীজের চাষ হইয়াছিল এবং ১ লক্ষ ৫ হাজার টন রেড়ির তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছিল।

কয়লা বোঝাই মালগাড়ীর সংখ্যা

ভারতের বিভিন্ন রেলপথ মারফত কয়লা চালান দিবার জন্য ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩১০ খানা মালগাড়ীতে কয়লা বোঝাই করা হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ কয়লা বোঝাই মালগাড়ীর সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৫১ হাজার ৭৫১ খানা।

বাংলায় পণ্যমূল্য

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত ললিতচন্দ্র দাসের বাংলায় পণ্যমূল্য সম্বন্ধীয় এক প্রশ্নের উত্তরে বাংলা সরকারের বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর আবদুল করিম বলেন যে, চাউল ও মোটা তুলাজাত কাপড়ের দর কমিয়া গিয়াছে এবং গমের দর অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। গম, আটা, ময়দা, জ্বালানি কয়লা, লবণ, ডাল, সরিষার তেল, নারিকেল তেল, ঘি, মসল্লা, কেরোসিন তেল, দিয়াশলাই, ঔষধপত্র, কাগজ এবং ইটের দর নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। চাউল, কয়লা, তুলাজাত সূতা, মোটা আঁশযুক্ত তুলা, এবং চিনির দর বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই।

কোম্পানীর কাগজে সর্ব্বনিম্ন দর

গত ২রা মার্চ্চ তারিখে নয়াদিল্লী হইতে ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ভারতরক্ষা বিধানানুসারে কোম্পানীর কাগজসমূহের সর্ব্বনিম্ন দর নিম্নলিখিতরূপ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহার কম দরে ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে :—

শতকরা ৪৲ টাকা সুদের ঋণ, ১৯৪৩—১০১৵৹ আনা; ৫৲ টাকা সুদের আয়করমুক্ত ঋণ, ১৯৪৫-৫৫—১০৪৲ টাকা; ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ড—৯৭৷৹ আনা; ৩৷৹ আনা সুদের ঋণ, ১৯৪৭-৫০—৯৭৷৹ আনা; ২৸৹ আনা সুদের ঋণ, ১৯৪৮-৫২—৯৩৲ টাকা; ৪৲ টাকা সুদের ঋণ, ১৯৪৮-৫৩—১০২৲ টাকা; ৩৲টাকা সুদের ঋণ, ১৯৪৯-৫২—৯৫৲ টাকা; ৪৷৹ আনা সুদের ঋণ, ১৯৫০-৫৫—১০৬৲ টাকা; ৩৲ টাকা সুদের ঋণ, ১৯৫১-৫৪—৯৪৲ টাকা; ৩৷৹ আনা সুদের ঋণ, ১৯৫৪-৫৯—৯৮৲ টাকা; ৪৷৹ আনা সুদের ঋণ, ১৯৫৫-৬০—১০৭৷৹ আনা; ৪৷৹ আনা সুদের ঋণ, ১৯৫৮-৬৮—১০৮৲ টাকা; ৪৲ সুদের ঋণ ১৯৬০-৭০—১০৩৲ টাকা; ৩৲ টাকা সুদের ঋণ, ১৯৬৩-৬৫—৮৮৷৹ আনা; ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ—৭৫৲ টাকা; ৩৷৹ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৭৲ টাকা।

বিশেষ সরবরাহ অফিসর নিয়োগ

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগে একজন স্পেশ্যাল অফিসর নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি সাধারণ সরবরাহ সংরক্ষণে দায়ী থাকিবেন। শুধু খাদ্যদ্রব্যই নহে, অসামরিক নাগরিক রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহের দায়িত্বও তাঁহার উপর থাকিবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারও উক্ত অফিসরের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

আমেদাবাদে কয়লার অভাব

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, কয়লার অভাবে যে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গত ৪ঠা মার্চ্চ সন্ধ্যায় আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। টেক্সটাইল লেবার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ খান্দুভাই দেশাই উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ৩০টি মিলে ইতিপূর্ব্বেই রাত্রির কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যদি অবস্থার উন্নতি না হয় তবে দিনের বেলার কাজও বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ইহার ফলে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হইবে।

পাট সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা

পাটের গবেষণা সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটি তদুদ্দেশ্যে ১৯৪২-৪৩ সালের বাবদ ১৬ হাজার ৫৮০৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থ নিম্নলিখিতভাবে ব্যয়িত হইবে :—রঞ্জনরশ্মিযোগে পাট তন্তুর পরীক্ষার জন্য ৫ হাজার ৬০৲ টাকা, রাসায়নিক পদ্ধতিতে পাট ও তাহার ঝাড়তি পড়তি অংশ কাজে লাগাইবার উপায় এবং পাট ভিজাইবার পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণার জন্য ডাঃ বি সি গুহ যথাক্রমে ২ হাজার ৮ শত টাকা ও ২ হাজার ৩ শত টাকা ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ৩ হাজার ৩ শত টাকা ; পাট তন্তুর পরিপুষ্টি সম্পর্কে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বি সি কুণ্ডুর গবেষণা ৩ হাজার ১২০ টাকা।

বিহার সরকারের বাজেট

বিহার সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়কর বাবদ তহবিল হইতে নির্দ্ধারিত প্রাপ্যের চেয়ে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ টাকা, পূর্ব্ব বরাদ্দের চেয়ে আবগারী কর বাবদ ৪ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা এবং বনবিভাগের আয় বাবদ ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বিহার সরকারের অধিক আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পক্ষান্তরে ষ্ট্যাম্প বাবদ ৪ লক্ষ টাকা, পাট রপ্তানী কর বাবদ ৩ লক্ষ টাকা, খুচরা মটর স্পিরিট বিক্রয়কর বাবদ ৮০ হাজার টাকা উক্ত সরকারের কম আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে এককালীন ৩ কোটী ৩৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা যুদ্ধকালীন বেসামরিক জনগণের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারী সাহায্য

জানিতে পারা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বিনা সুদে ১ লক্ষ টাকা আগাম দিবেন বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক পত্রে জানাইয়াছেন। ঐ টাকা ১৯৪২ সালের ৩০শে নবেম্বর তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, নির্ব্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মোট আনুমানিক ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুরীর জন্য বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং ঐ সঙ্গে ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজ তহবিল হইতে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন।

কয়লার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ

গত ৩রা মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা সরকারের শিক্ষা, শ্রম এবং বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর আবদুল করিম পোড়া কয়লার অকস্মাৎ মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন যে, এই বিষয়টী প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত। কয়লার যে অভাব ঘটিয়াছে তাহা নহে, কয়লা চলাচলের মালগাড়ীর অভাবই সমস্যা। ভারত সরকার একজন কয়লা সরবরাহ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করায় কয়লা ও পোড়া কয়লা যোগান দেওয়া সুবিধা হইবে এবং কয়লার দামও কমিয়া যাইবে। মন্ত্রী মহোদয় আরও বলেন যে, খনিসমূহের শতকরা ১৫টি খনিতে প্রথম শ্রেণীর কয়লা উৎপন্ন হয়। এই খনিগুলি জাহাজ এবং সমরোপকরণ উৎপাদনে নিযুক্ত কলকারখানায় ব্যবহারের কয়লা সরবরাহের জন্য রেলওয়ের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। কয়লা সরবরাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট মালগাড়ীসমূহের শতকরা ৮০ ভাগ এই কয়লা যোগান দিবার জন্য নিযুক্ত আছে। শতকরা অবশিষ্ট ২০ ভাগ জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লা সরবরাহ করিয়া থাকে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লার দর চড়িয়াছে। বাংলা সরকার ও বিহার সরকার সম্মিলিতভাবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন। ভারত সরকার একজন কয়লা সরবরাহ করিবার জন্য বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করায় কয়লার অভাব কতকটা দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত কয়লা যোগান দিবার মালগাড়ীর সমস্যা না মিটিবে, ততদিন পয্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লার দর কমাইবার আশা কম। ইহাতে ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সুবিধা হইবে।

বোম্বাই সরকারের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

বোম্বাই সরকার বেসামরিক লোকদের পণ্যদ্রব্য যোগান দিবার জন্য সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর এবং সহকারী ডিরেক্টরদের বোম্বাই সহরে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির সরবরাহ, বিক্রয় এবং মজুদ রাখা প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন :—কাঠকয়লা, জোয়ার, তুলার বীজ, চাউল, আলু, গম, ময়দা, আটা, বজরী, লঙ্কা, ডাল, ঘি, ছোলা, পেঁয়াজ, নারিকেল তেল, নারিকেলের শাঁস, চীনাবাদাম তৈল, ঘাস, চিনি, লবণ, ভূষি, ফল, শাকসব্জী, চা, কাফি, হলুদ, কেরোসিন তৈল, জ্বালানি কাঠ, দিয়াশলাই, মেটে সাবান, দুধ, তালের চিনি প্রভৃতি সকল জিনিষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত দ্রব্যাদি ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ঐ সকল জিনিষের মজুদের পরিমাণ জানিবার জন্য এবং ঐ সকল দ্রব্যাদি চলাচলের যানবাহন ব্যবহার করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতাও উক্ত কর্ম্মচারীদের দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া যে-কোন গৃহাদি উক্ত জিনিষপত্র মজুদ করিবার জন্য এই সকল কর্ম্মচারীরা দখল করিতে পারিবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বরাদ্দ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি ৩ হাজার ২ শত কোটি ডলারেরও অধিক অর্থ সামরিক ব্যয়ের জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(বাঙ্গলাদেশ যদি আক্রান্ত হয়)

এদেশে জাপানের সামরিক অভিযান আরম্ভ হইলে জনগণের ধনসম্পত্তির যে কিরূপ অপরিমেয় ক্ষতি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। আধুনিক যান্ত্রিকবাহিনী প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার মতই সম্মুখে যাহা কিছু পায় তাহাই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটা ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। ইহার ফলে কত লোকের ক্ষেতখামার, ঘরবাড়ী ও ধনপ্রাণ যে বিনষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সব আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি যুদ্ধ মিটিয়া যাইবার বহু পরেও সহজে পূরণ করা সম্ভব হয় না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে আমাদের আতঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। শুধু মরিবার ভয়েই লোক আতঙ্কগ্রস্ত হয় না ; উহার অপেক্ষাও অধিক শঙ্কার কথা হইতেছে এই যে, দেশের অর্থ-নৈতিক কাঠামো বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলে লোকের জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইবে। অবশ্য এরূপ অবস্থা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে না। কিন্তু স্বাধীনদেশে এই বিপদের দিনের জন্য পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যবস্থার উদ্যোগ আয়োজন করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহলই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন বলিয়া মনে হয় না।

মিত্রশক্তি এবং অক্ষশক্তির জাহাজ ডুবির পরিমাণ

প্রকাশ, বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ১৯৪১ সালের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত মিত্রশক্তিবর্গের ৮৩ লক্ষ টন সম্বলিত এবং অক্ষয়-শক্তির ৬০ লক্ষ টন সম্বলিত জাহাজসমূহ ডুবিয়া গিয়াছে।

বাংলার বে-সামরিক লোকদের জন্য জিনিষপত্র সরবরাহ

প্রকাশ, বাংলার বেসামরিক লোকদের খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি সরবরাহ করিবার জন্য বাংলা সরকারের বাণিজ্য ও শ্রমবিভাগ একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযোগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত কর্ম্মচারী বাংলাদেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও লাভ করিবেন।

যুক্তপ্রদেশে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ

যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটের অনুমিত বরাদ্দের চেয়ে ১কোটি ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অধিক আয় হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে আয়করের প্রাপ্ত অংশ, ভূমিরাজস্ব, বিচার বিভাগ, সেচ বিভাগ, শিল্প বিভাগ, কৃষি, বন বিভাগ, ষ্ট্যাম্প, মটরগাড়ী চলাচল সংক্রান্ত আয় প্রভৃতির বৃদ্ধি হেতু ১ কোটি ১১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা অতিরিক্ত আদায় হইয়াছে এবং আবগারী ও অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কিত খাতে ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা আয় হ্রাস পাইয়াছে।

সিন্ধু সরকারের বাজেট

সিন্ধু সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ১৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের বাজেটে মোট আয় দেখান হইয়াছে ৪ কোটী ৮০ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা এবং ৪ কোটী ৯৬ লক্ষ ১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাজেটে কোন রকম নূতন করের প্রস্তাব করা হয় নাই। জনরক্ষা ও সতর্কতামূলক কার্য্যের জন্য আগামী বৎসর ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। সিন্ধু সরকার ১৯৪২-৪৩ সালে ভারত সরকারের নিকট হইতে আয়করের অংশ বাবদ ১৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এবং কেন্দ্রীয় রাজপথ তহবিল হইতে ৯ লক্ষ টাকা পাইবেন। সুকুর বাঁধ তৈয়ারীর জন্য ভারত সরকারের নিকট হইতে সিন্ধু সরকার যে টাকা ধার করিয়াছিলেন. আগামী বৎসর হইতে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকা হিসাবে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। ১৯৪১-৪২ সালে ১৩ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

জাপ অধিকৃত অঞ্চলে বিদেশীয়দের সম্পত্তি

জাপান বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর, জাপানীদের অধিকৃত চীনে উক্ত রাষ্ট্রদ্বয়ের (বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সমস্ত সম্পত্তি ও সাংহাইতে ৫১টী কারখানা এবং কাপড়ের কল, রাসায়নিক কারখানা, চর্ম্মশিল্পের কারখানা. দেয়াশলাইয়ের কারখানা, বিদ্যুতের কারখানা এবং অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি জাপানীরা দখল করিয়াছে।

বাঙ্গলার বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ কে নুরুদ্দীনের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক বলেন যে, নিম্নোক্ত সংবাদপত্রসমূহে সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ও উহাদের প্রচার সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ :—(১) আনন্দবাজার পত্রিকা—৬৫,৬৭৯ ; (২) ষ্টেটস্‌ম্যান—৫০,০০০ ; (৩) যুগান্তর—৩২,৩৮৮ ; (৪) অমৃতবাজার পত্রিকা—৩০,৫৪৫ ; (৫) এডভান্স—২৬,০০০ ; (৬) হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড—২৫,০০০ ; (৭) বিশ্বামিত্র—২০,০০০ ; (৮) আজাদ—১৯,০০০ ; (৯) ভারত—১৮,০০০ ; (১০) ষ্টার অব ইণ্ডিয়া—১১,০০০ ; (১১) নবযুগ—৭,০০০ ; (১২) রোজানা হিন্দ—২,৩০০ ; (১৩) আসরি জাদিদ—২,০০০ ; ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ এণ্ড ডেলী এডভার্টাইজার—১,৬০০ ; (১৫) লোকমান্য—১,০০০।

সৈন্যবাহিনীর জন্য শুষ্ক কলা

ভারতীয় সৈন্যদিগের জন্য ৩ হাজার ৫ শত পাউণ্ড শুকনো কলা সরবরাহের জন্য সরবরাহ বিভাগ একটী ফরমাস পাইয়াছেন। দুইটী কারখানায় প্রস্তুত শুকনো কলা ইতিমধ্যেই সামরিক খাদ্য পরীক্ষাগার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছে। আরও কয়েকটী কারখানায় কলা শুষ্ক করা যায় কিনা তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।



ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদন

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল যাহাতে খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তজ্জন্য উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে যাহাতে মার্চ্চের শেষভাগে অথবা এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক আহূত হয়, সেই জন্য ভারতীয় কৃষি গবেষণা সমিতির পরামর্শদাতা বোর্ড প্রস্তাব করিয়াছেন। উক্ত বোর্ড ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য বীজ, জমির সার এবং খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্য স্থলপথে এবং জলপথে যানবাহনের যেন সকল প্রকার সুবিধা গবর্ণমেণ্ট প্রদান করেন। বাংলা দেশ এবং মাদ্রাজ প্রদেশে যাহাতে উৎকৃষ্ট ধরণের ধানের চাষ করা যায়, সেইজন্য বাংলা দেশের ২ কোটি ১৫ লক্ষ একর ধান চাষের জমির মধ্যে ৪ লক্ষ একর জমিতে নূতন ধান্য এবং মাদ্রাজ প্রদেশে প্রথম বৎসরে ৭ হাজার ৫ শত একর জমিতে নূতন ধান্য বপন করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় বৎসরে মাদ্রাজ প্রদেশে ৩ লক্ষ একর জমিতে নূতন ধান্য রোপন করিবার বন্দোবস্ত করা যাইবে।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটীর কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ১৯৪২ সালের জন্য ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটীর কর্ম্মকর্ত্তা ও সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—সভাপতি—মিঃ আর্থার মুর (ষ্টেটসম্যান), সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী (হিন্দুস্থান টাইমস), মিঃ এইচ ডব্লিউ স্মিথ (টাইমস অব ইণ্ডিয়া) ; সদস্যগণ—শ্রীযুত কে শ্রিনিবাসন (হিন্দু), শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা), মিঃ এফ ডব্লিউ ব্যাষ্টিন (সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট) শ্রীযুত জি এস সোন্ধী (ট্রিবিউন) ও শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড)

পুস্তক পরিচয়

পার্ভার্সিটিজ (Perversities)—মিঃ জি এল এম প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান ১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর কলিকাতা অফিসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গগনবিহারীলাল মেটা 'জি এল এম' এই ছদ্ম নামে বর্ত্তমান পুস্তকটি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মেটা ব্যঙ্গ কৌতুকপূর্ণ ইংরাজী রচনায় সিদ্ধ-হস্ত। তাঁহার 'ফ্রম রঙ এঙ্গলস্' (From Wrong Angles) নামক পুস্তকটী প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিত্যের আসরে তাঁহার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা শ্রেণীর পাঠক মহলে ঐ পুস্তকটির যথেষ্ট সমাদরও দেখা যায়। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত মেটা 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স', 'ইণ্ডিয়ান এফায়ার্স', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতিতে প্রকাশিত তাঁহার কতিপয় রচনা সঙ্কলিত করিয়া আলোচ্য নূতন পুস্তকটি প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয়ক ২৬টী প্রবন্ধ ও ৮টি কবিতা স্থান পাইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলির ভিতর দিয়া লেখক মুন্সীয়ানার সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। আধুনিক যুগে সমাজ ও সভ্যতার যে রূপ তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে, বহুদর্শী সমালোচক হিসাবে সরস রচনার ভিতর দিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আধুনিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির নানা গলদ তাঁহার সুশিক্ষিত মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিয়াছে, ব্যঙ্গকৌতুকের আবরণে সকল শ্রেণীর পাঠকদের সমক্ষে তিনি তাহা উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকটি পড়িয়া শ্রীযুক্ত মেটার রচনা বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হইয়াছি। এই পুস্তকটি সুধী সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

নিউ ইয়ার বুক (১৯৪২)—শ্রী জে গুহ ঠাকুরতা ও শ্রীঅমল চন্দ্র ঘটক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক : এস সি সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১।১।১ সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১।০ আনা—বাঁধান ২।০ আনা।

গত বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বৎসরেও আমরা এক খণ্ড 'নিউ ইয়ার বুক' সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। এ জাতীয় বর্ষপঞ্জীতে যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হয় "নিউ ইয়ার বুক, ১৯৪২"এ উহাদের সবগুলিই যথাস্থানে পাওয়া যাইবে। জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য, ভৌগোলিক সংস্থান, শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়ের অবস্থা, কয়লা, পাট, লৌহ প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান শিল্প-সম্পদের তথ্যাদি, কৃষি, জীবন বীমা, বাজারের হালচাল, রাজস্ব, শাসনতান্ত্রিক খুঁটিনাটি, দেশ শাসন সংক্রান্ত খবরাখবর, খেলাধূলা, দেশবিদেশের আর্থিক, সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতি বহু বিষয় লইয়া আলোচ্য বর্ষপঞ্জী ছোট ছোট অক্ষরেও ৪২৫ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। কেবল জনসাধারণই নয়, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও এরূপ একখানি তথ্যবহুল বর্ষপঞ্জী একান্ত অপরিহার্য্য। আলোচ্য বৎসরের 'নিউ ইয়ার বুকের' অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বার্টাণ্ড রাসেলের "বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে মানুষের কর্ত্তব্য কি", শ্রীযুক্ত নিরোদ চন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক লিখিত "বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক ইতিহাস", শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন দত্তের "জনসংখ্যা ও আদমসুমারী" প্রমুখ কয়েকটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ সংযুক্ত করা হইয়াছে। পরিশেষে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনেতিহাস দেওয়া হইয়াছে। এই যুদ্ধের বাজারেও কাগজ ছাপা ও বাঁধাই যেরূপ সুন্দর হইয়াছে, তাহাতে আমরা প্রকাশককে ধন্যবাদ না জানাইয়া পারি না। এ জাতীয় পুস্তকের প্রচার যত বেশী হইবে, জিজ্ঞাসু দেশবাসীর সাধারণ জ্ঞান ততই বৃদ্ধি পাইবে। 'নিউ ইয়ার বুক' সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিলে আমরা সুখী হইব।

পাঞ্জাবে গম সমস্যা

গমের জন্য প্রচুর সামরিক চাহিদার দরুণ এবং বাজারে নূতন শস্য উঠিবার পূর্ব্বে গমের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, অধিকন্তু লাহোরের মিউনিসি-প্যাল এলাকায় গমের যথেষ্ট চাহিদা থাকায়, পাঞ্জাব সরকার লাহোর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় জনসাধারণের জন্য ৫৲ টাকা মণ দরে শতকরা ৪০ ভাগ যব ও ৬০ ভাগ গম মিশ্রিত আটার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটি লিঃ

১৯৪১ সালের কার্য্যবিবরণী

সম্প্রতি আমরা ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটি লিমিটেডের গত ১৯৪১ সালের কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯০০ টাকার নূতন বীমার জন্ম মোট ১ হাজার ৩২২টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ১ হাজার ৭২টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত এবার ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৯০ টাকার নূতন বীমা-পত্র প্রদান করা হইয়াছে। গত ১৯৪০ সালে কোম্পানী ১ হাজার ৩১৩টি পলিসিতে মোট ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭৫ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। সে হিসাবে এবার কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্ম বর্ত্তমানে দেশের বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ সমস্যা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে বহু বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই এই কোম্পানীর নূতন বীমার পরিমাণ এবার কিছু কমিয়া যাওয়াতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটি ইতিমধ্যে এদেশের প্রভিডেন্ট কোম্পানীগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এই কোম্পানী যে পরিমাণ কাজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের কর্ম্মদক্ষতারই পরিচায়ক বলিতে হইবে।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ মোট ৭০ হাজার ৬৯০ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ২ হাজার ৬০০ টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬০০ টাকা। ব্যয়ের দিকে এবার পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ৩ হাজার ৮১১ টাকা, পলিসির মিয়াদ উত্তীর্ণ হাওয়া বাবদ ২৫০ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৯০১ টাকা দাবী হয়। কার্য্যপরিচালনা বাবদ কোম্পানী ৪৮ হাজার ৩৬৯ টাকা ব্যয় করে। অন্যান্য খরচ বাদে বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে নিয়োগ করা হয়। বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৬০ হাজার ১১৯ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা ৭৮ হাজার ৪১৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটির মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৮২ হাজার ৬৬১ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:—পলিসি বন্ধকে দাদন ৩ হাজার ৯১৪ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও নূতন হাওড়া পুল ডিবেঞ্চার ৫০ হাজার ৫৪ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ১ হাজার ৭৫৪ টাকা, এজেণ্টদের নিকট প্রাপ্য ৯৬০ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩ হাজার ১৮৭ টাকা। এই সব বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। মিঃ পি কে মুখার্জ্জি ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় কোম্পানীটি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী

গত ৪ঠা মার্চ্চ জামসেদপুরে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর 'প্রতিষ্ঠাতা দিবস' যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে জে গান্ধী কর্ম্মচারীদের নিকট এক বাণী প্রেরণ করিয়া সকলকে সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও সাহসের সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। উৎসব উপলক্ষ্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বারেও খেলাধুলা, শোভাযাত্রা প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। টাটা কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এক শোভাযাত্রা সহকারে কোম্পানীর প্রধান ফটকের সম্মুখে স্থাপিত প্রতিষ্ঠাতার মর্ম্মর মূর্ত্তির নিকট সমবেত হইয়া উহার পাদদেশে পুষ্পমাল্য দান করেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথকোম্পানী

মাইনস্ এণ্ড মিনারেলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। খনি ও খনিজ সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা।

এরিয়াম পেপার মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস্ চ্যাটার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কাগজের বোর্ড ও মণ্ড প্রস্তুত ও ক্রয় বিক্রয়।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড উড্ ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ দেবেশ চন্দ্র ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ১২, মিশন রো এক্সটেন্‌শন্, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। নানাবিধ কাঠের দ্রব্যাদির ব্যাবসা।

ভকত সিং বাগ্‌গা এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বর্ণবীর জুনেজা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

গ্রূপ ল্যাবরেটরিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এফ্ এইচ্ লেফ্‌সন্। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবসা।

জে সি দত্ত এণ্ড কোং (এজেন্সি) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গোষ্টবিহারী দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—এজেন্সি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ব্রিটেনিয়া বিস্কুইট্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩৸০ আনা। **বাঙ্গালোর উলেন, কটন এণ্ড সিল্ক মিলস্ কোং**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৷০ আনা। **টাইড্ ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **কোলাবা ল্যাণ্ড এণ্ড মিল কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৭৷০ আনা। **নিউ সিটি অব বোম্বে ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১২৷০ আনা। **নিউ গ্রেট ইষ্টার্ণ স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **দেরাডুন টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১৬৲ টাকা। **ইষ্ট হোপ্ হাউস্ ইষ্টেট্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪০৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৬ই মার্চ্চ

কলিকাতার টাকার বাজারে যে একটানা মন্দার ভাব দেখা যাইতেছিল তাহাতে আলোচ্য সপ্তাহে এই পরিবর্ত্তন দেখা যায় যে, ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার কাজকারবারে বর্ত্তমানে ঋণগ্রহীতার সংখ্যাই বেশী দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাই-এ কল টাকার সুদের হার বর্ত্তমানে যথাক্রমে ।।০ আনা ও ৮০ আনা। কোম্পানীর কাগজের মূল্যের ক্রমাবনতি জনসাধারণের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য কোম্পানীর কাগজের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে শঙ্কিত হইবার বিশেষ কারণ নাই। সকল যুধ্যমান রাষ্ট্রেই যুদ্ধের সময়ে কোম্পানীর কাগজের দর বাঁধিয়া দিতে দেখা যায়। এই নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানীর কাগজ সম্পর্কে; প্রাদেশিক সরকারসমূহের ঋণপত্রাদির অনুরূপ নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয় নাই এবং প্রয়োজন বোধে ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার প্রাদেশিক সরকারগুলির উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে।

টাকা ও ষ্টার্লিং বিনিময়ের বর্ত্তমান হার বজায় রাখা সম্ভব হইবে কিনা সেই সম্পর্কে বাজারে কোন কোন মহলে শঙ্কা ও সন্দেহের ভাব দেখা যায়। মনে হয়, কর্ত্তৃপক্ষ প্রচলিত বিনিময়ের হার বলবৎ রাখিতে সক্ষম হইবেন। বাজারে এবার রপ্তানী বিলের আমদানী বিশেষ হয় নাই।

গত ৪ঠা মার্চ্চ তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায়াছিল ২ কোটি ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৮০ আনা ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯।১৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৲ টাকা ১০ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ১০ই মার্চ্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৩ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাবলী পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৫ লক্ষ টাকা। গত ৫ই মার্চ্চ হইতে আগামী ৯ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-ঘোষিত সর্ত্তানুসারে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল শতকরা ৯৯৮০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৫৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৫০ কোটি ১৯ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৩ কোটি ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ২০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মোট ৪১ কোটি ১২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ৬৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ২৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ২৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা।

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৮০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৬ই মার্চ্চ,

কয়েকদিন দীর্ঘ অবকাশের পর কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবার আরম্ভ হইলেও ইহার বেচাকেনার ব্যাপারে অত্যন্ত মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা জাপ আক্রমণে অত্যন্ত সঙ্কটজনক হওয়ায় এবং রেঙ্গুন অভিমুখে জাপ অগ্রগতির চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায়—ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া কলিকাতার শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে একটা নৈরাশ্যজনক আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। শেয়ার ক্রয়ের জন্য কেহই আগ্রহ দেখায় নাই। ভারত সরকারের বাজেট যদিও শেয়ার বাজারের দৃষ্টীভঙ্গী দ্বারা বিচার করিতে হইলে আশাপ্রদ বলা যাইতে পারে—তবুও এই বাজেটের অনুকূল প্রভাব শেয়ারের দরে কোনরূপ ঊর্দ্ধগতি আনয়ন করিতে সক্ষম হয় নাই। কোম্পানীর কাগজের দর আরও নিম্নগামী হওয়ায় ভারত সরকার একটা বিশেষ জরুরী আদেশ (অর্ডিন্যান্স) জারী করিয়া কোম্পানীর কাগজের ন্যূনতম দর বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং ইহার কমে সকল প্রকার কোম্পানীর কাগজের ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন। শেয়ার বাজারের সকল বিভাগেই মন্দার ভাব বিরাজ করিতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ইহার নিম্নতম দরেও ক্রয় করিবার জন্য খরিদ্দারেরা বিশেষ কোন আগ্রহের ভাব দেখায় নাই। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৭৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯৫৲ টাকায়, ৫৲ টাকা সুদের সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৪৲ টাকায় এবং ৪৷৷০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১০৩৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের ইউ পি বণ্ড ৯৪৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের কোনরূপ বেচাকেনা হয় নাই।

কয়লার খনি

এই বিভাগের শেয়ারের অতি সামান্য কাজকারবার হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ার বিভাগে মাত্র অল্প কয়েকটী পাটকলের শেয়ারের সামান্য ক্রয় বিক্রয় ইহাদের নির্দ্ধারিত নিম্নতম মূল্যে হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ২১৸০ আনা এবং ১৩৸৶০ আনায় নামিয়া গিয়া পুনরায় ২২৶০ আনা এবং ১৪৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের কিছু কাজকারবার হইয়াছে এবং ইহার শেয়ারের দরে কতকটা স্থিরভাব বজায় আছে।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারেরও কিছু কাজকারবার এ সপ্তাহে হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ৪ঠা মার্চ্চ—৯৫/০। ৩৷০ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৪ঠা মাঃ—৯৭৷০ ৯৭৷৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৪ঠা মাঃ—৯৫৲ ৯৫৷৶০; ৫ই—৯৫৲ ৯৫৷০। ৩৷০ সুদের কোম্পানী কাগজ ৪ঠা মাঃ—৮৭৲ ৮৭৷০; ৫ই—৮৭৲। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৪ঠা মাঃ—১০৩৲। ৪৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ৪ঠা মাঃ—১০৭৷০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৪ঠা মাঃ—১০৪৲ ১০৪৷০; ৫ই—১০৪৲ ১০৪/০। ৩৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৫২) ৪ঠা মাঃ—৯৪৲।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪ঠা মাঃ—৯৫৷০ ৯৭৲; ৫ই—৯৫৲ ৯৫৷০।

কাপড়ের কল

মুইয়ার মিল (প্রেফ) ৫ই মাঃ—৫৭৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ৪ঠা মাঃ—২৬৷০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৪ঠা মাঃ—৩০৲ ৩০৷০। বোরিয়া ৫ই মাঃ—১৫/০।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ৪ঠা মাঃ—২৲। ইণ্ডিয়ান কপার ৪ঠা মাঃ—১৷৵০ ১৸০; ৫ই—১৷৶০ ১৷৵০। রোডেসিয়া কপার ৫ই মাঃ—৷৵০।

পাটকল

এলবিয়ন (প্রেফ) ৪ঠা মার্চ্চ—১৩০৲। বরানগর ৪ঠা মাঃ—৯০৲। ক্লাইভ (প্রেফ) ৪ঠা মাঃ—১০৫৲; ৫ই—১০৯৲। ডালহৌসী (প্রেফ) ৪ঠা মাঃ—১৩৮৲। হাওড়া (প্রেফ) ৪ঠা মাঃ—১৪১৲; ৫ই—১৩৫৲। হুকুমচাঁদ (প্রেফ) ৪ঠা মাঃ—১৩০৲। লোথিয়ান (প্রেফ) ৪ঠা মাঃ—১৩০৲। অকল্যাণ্ড (প্রেফ) ৫ই মাঃ—১৩০৲। এম্পায়ার (প্রেফ) ৫ই মাঃ—১৩৪৲। লরেন্স (প্রেফ) ৫ই মাঃ—১৩০৲। ন্যাশনাল ৫ই মাঃ—২১৲।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ) ৪ঠা মাঃ—১১৩৲ ১১৩৷০; ৫ই—১১২৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা মাঃ—২১৸০ ২১৸/০ ২১৸৶০ ২১৸৵০ ২২৶০ ২২৵০; ৫ই—২১৸০ ২২৲ ২২৶০ ২২৷০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ৪ঠা মাঃ—১৩৷৵০ ১৩৷৷০ ১৩৷৷৶০ ১৩৸৶০ ১৩৸৵০; ৫ই—১৩৸৶০ ১৩৸৵০; (প্রেফ) ৪ঠা মাঃ—১০৪৲। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ৫ই মাঃ—১১০৲।

কাগজের কল

ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ৪ঠা মাঃ—১৫৷৷০ ১৫৸৶০।

চিনির কল

মারী ক্রয়ারী ৪ঠা মাঃ—১৫৲; প্রতাবপুর ৫ই মাঃ—১০৷৷০। রাজা ৫ই—মাঃ—২৪৷/০।

ডিবেঞ্চার

৬৲ সুদের (১৯৩২-৩৩)সালের ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ৪ঠা মাঃ—১১১৲।

চা-বাগান

আমলকি ৪ঠা মাঃ—৭৫৲। রূপচেড়া ৪ঠা মাঃ—৯৷৷০। লাকাটুরা ৫ই মাঃ—১৮৲ ১৮৷০।

বিবিধ

বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ৪ঠা মার্চ্চ—৫৲। বি আই করপোরেশন (অর্ডি) ৪ঠা মাঃ—৪৸০; ৫ই—৪৸০। বুরোয়া টীম্বার ৫ই মাঃ—১৬৷৷০। বামারলরী ৫ই মাঃ—৩২৫৲। ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যানুফ্যাকচারীং ৫ই মাঃ—২৮৲। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ৫ই মাঃ—২৭৲। ম্যাকফারলেন এণ্ড কোং (অর্ডি) ৫ই মাঃ—৬/০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৬ই মার্চ্চ।

কলিকাতার পাটের বাজার গত সপ্তাহের ন্যায় অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। বিক্রেতা মহল পাট বেচিয়া ফেলিবার জন্য যতই আগ্রহ দেখাইতেছেন, ক্রেতা মহল ততই ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। সুদূর প্রাচ্যে সামরিক বিপর্য্যয়ের ফলে সিঙ্গাপুর ঘাঁটির পতন ও ব্রহ্মদেশে মিত্র পক্ষের উপর্য্যুপরি পরাজয় বাজারে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। জাহাজ সংস্থান সমস্যার দরুণ থলে ও চটের বাজারের কর্ম্মতৎপরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে ও পাইতেছে। অত্রাবস্থায় শীঘ্র যে পাটের বাজারে উন্নতি দেখা দিবে তাহার কোন ভরসা নাই। মিল মালিকগণ বাজারের সহিত কাজকারবারের সম্পর্ক প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিলেই চলে। তবে মিল মালিক পক্ষ বেশী দিন এরূপ ঔদাসীন্যের ভাব বজায় রাখিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের হাতে যে পরিমাণ পাট মজুদ রহিয়াছে এবং সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা হিসাবে যেরূপ পরিমাণে কাজ চলিতেছে তাহাতে মাস তিনেকের মধ্যেই তাঁহাদিগকে পাট ক্রয় করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়।

আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাব চলিতেছে। কাজকারবার যাহা কিছু হইয়াছে তাহার পরিমাণ যৎসামান্য। পাকা বেল বিভাগেও পূর্ব্ববৎ মন্দার ভাব লক্ষিত হয় এবং কাজ কর্ম্ম সামান্যই হইয়াছে। ফাটকা বাজার সম্পর্কে লিখিবার মত কোন সংবাদই নাই।

থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। থলে ও চটের দরে ক্রমিক অবনতির ভাবই দেখা যায়। বৈদেশিক চাহিদা নূতন করিয়া দেখা যাইতেছে না। মিল মালিকগণ ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সঙ্গে কোন

কাজকারবারে লিপ্ত হইতে রাজী নহেন। জাহাজ চলাচলে যে অনিশ্চয়তা ও বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাহাতে বাজারে অনুকূল অবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসিতে যে কত দিন সময় লাগিবে তাহা এক্ষণে অনুমান করা সহজসাধ্য নহে। আলোচ্য সপ্তাহে ৯ নং পোর্টার নগদ ১৭৮০ আনা, মার্চ্চ ১৭।০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৬৸০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৫৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৬ই মার্চ্চ।

বোম্বাইএর তূলার বাজারে অনিশ্চয়তার ভাব লক্ষিত হয়। তূলার দরে ঘন ঘন উঠা নামা করিতেছে। রূপার বাজারে চড়তির ভাব থাকায় আলোচ্য সপ্তাহের মধ্য ভাগে তূলার বাজার তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই উন্নতির ভাব শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই এবং স্পষ্ট মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারত সরকার তূলা চাষীদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতেছেন এই ভরসার সংবাদ পাওয়া না গেলে তূলার বাজারে যে আরও অবনতি ঘটিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সপ্তাহের প্রথম দিকে এই মর্ম্মে সংবাদ রটিয়াছিল যে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট সীমায় তূলার দর নামিয়া আসিলে গবর্ণমেণ্ট তূলা ক্রয় করিবেন; কিন্তু পরে এইরূপ পাকা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সরকার কর্ত্তৃক তূলা ক্রয় সম্পর্কে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে বোরোচ মে ১৮৯৷০ আনা, বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ১৯৯।০ আনা, বেঙ্গল মার্চ্চ ১২২৲ টাকা, বেঙ্গল মে ১২৮৲ টাকা, ওমরা মার্চ্চ ১৩৮৷০ আনা ও বেঙ্গল মে ১৪৮৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। নিউ ইয়র্কের তূলার বাজারেও অনিশ্চয়তার ভাব লক্ষিত হয়। অবশ্য তূলার দরে বিশেষ অবনতি ঘটে নাই।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৬ই মার্চ্চ।

গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে গিনি সোণার দর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সোণার দরেও উল্লেখযোগ্য উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে খরিদ্দারেরা সোণা মজুদ করিবার জন্য ইহার ক্রয়ের পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায়, সোণার দর অত্যন্ত চড়িয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি সোণার দর ৫৪।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া প্রতিটী গিনি ৩৯।০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি সোণার দর হইতেছে যথাক্রমে ৫৪৲ টাকা এবং ৫৩।০ আনা। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৫৩৶০ আনা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৫৩৵০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৩৯৷৶০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এসপ্তাহের শেষের তিন দিন বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে কাজ কারবারের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং রূপার দরেও চড়তির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। রূপার আমদানী শুল্ক বর্ত্তমানের চেয়ে আরও শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারত সরকারের অর্থ-সচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার প্রতিক্রিয়া রূপা ক্রয়ের ব্যাপারে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। রূপার খরিদ্দারেরা ইহা মজুদ করিবার জন্য অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাইয়াছিল এবং এই নিমিত্ত রূপার দরও অত্যন্ত চড়িয়াছিল। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর দাঁড়াইয়াছিল ৮৫৷৶০ আনা। মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ছিল যথাক্রমে ৭৭৷৶০ আনা এবং ৭৭৸৶০ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮০৲ টাকা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৮০।০ আনা দরে বেচা কেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩½ পেন্স

চিনির বাজার

কলিকাতা, ৬ই মার্চ্চ,

কলিকাতা—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজার স্থির ছিল এবং চিনির দর পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে কোন কোন স্থলে মণ প্রতি ৶০ আনা হইতে ।০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রেলপথে চিনি চালান দেওয়ার জন্য মালগাড়ীর অভাব হওয়ায় এবং চিনির উপর উৎপাদন কর বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় চিনির ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে চিনির চড়তি দর পাইবার আশায় মজুদ চিনি বিক্রয়ের নিমিত্ত হাত ছাড়া করিবার কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। এ সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাজারে ৬০ হাজার বস্তা চিনি মজুদ ছিল এবং কয়েক শ্রেণীর চিনির দর মণ প্রতি নিম্নরূপ ছিল:— চম্পারণ—১৩৲; চনপতিয়া—১২৷০।

কাণপুর—এ সপ্তাহে কাণপুরের চিনির বাজারে, বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্য এবং চিনির উপর উৎপাদন কর বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ গুজব রটায়, চিনির ক্রেতারা চিনি খরিদ করিবার ব্যাপারে কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ৩ হাজার বস্তা গোলা শ্রেণীর চিনি মণ প্রতি ১১৷৶০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছিল।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ৬ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় প্রতিমণ ধান ও চাউল নিম্নরূপ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে:—

ধান—২৩নং পাটনাই—৩৶০ ৩।০; মাঝারি পাটনাই—২৸৵০ ৩৲; পূবা পাটনাই—২৷৶০ ২৸০; হামাই—৩৲ ৩৶০; হোগলা—২৸৶০ ২৸৶৬ পাই; সাদা মোটা—২৸৵০ ২৸৶০; রূপশাল—৩।৴০ ৩।৵০।

চাউল—কামিনী আতপ—৬৸০ ৭৵০; রূপশাল (কলছাটা)—৬৷০; রূপশাল (ঢেঁকি ছাটা)—৭।০; কাটারীভোগ (সিদ্ধ)—৭৷০; কাটারিভোগ আতপ—৯৵০; বাকতুলসী (ঢেঁকি ছাটা)—৬৸০; কাটারীভোগ (কলছাটা)—৭৸০।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বড়বাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ১৬ই মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪২ | ৪৩শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতে 'পোড়ামাটির নীতি'

আক্রমণকারী শত্রুকে কাবু করিবার জন্য বর্ত্তমানে কোন কোন দেশে 'Schorched Earth Policy' বা 'পোড়ামাটির নীতি' অনুসৃত হইতেছে। শত্রু দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সামরিক ঘাটি, সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের কারখানা, সাধারণ শিল্প কারখানা ও শস্যভাণ্ডার প্রভৃতি হাতে পাইলে উহাতে তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি হইবে —এই আশঙ্কায় সময় বুঝিয়া এই সমস্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলাই 'পোড়ামাটি নীতির' বিশেষত্ব। বর্ত্তমান যুদ্ধে রাশিয়া জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে এই প্রকার নীতি ব্যাপকভাবে অবলম্বন করিয়াছে। তাহাতে শত্রুকে কাবু করার অনেকটা সুবিধাও হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জাপানের সহিত যুদ্ধ চালাইতে গিয়া মালয়, সিঙ্গাপুর ও জাভাতে ঐ নীতি কতক পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি জাপানী সৈন্যের [illegible] দেওয়া হইয়াছে বলিয়াও খবর প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া জাপানের অভিযান সুরু হইলে এদেশেও ঐরূপ 'পোড়ামাটির নীতি' অবলম্বিত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এসম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট এখনও স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতেছেন না বটে, কিন্তু যুদ্ধের ঘনায়মান জটিল অবস্থা 'পোড়ামাটির নীতি'র ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই সূচিত করিতেছে। উহাতে ভারতের লোকেরা বিশেষ করিয়া এদেশের শিল্পপতিরা স্বভাবতঃই কতকটা আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। আক্রমণকারী শত্রুকে কাবু করিবার জন্য সামরিক ঘাটি প্রভৃতি বিনষ্ট করা হইলে তাহাতে তেমন কিছু আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের শিল্পকারখানা ও দেশের শস্যভাণ্ডার প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া দেওয়ার নীতিও যদি অনুসৃত হয় তবে তাহা এদেশীয়দের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। সম্প্রতি ভারতীয় বণিক সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে এক বক্তৃতায় স্যার পুরুষোত্তমদাস খোলাখুলিভাবেই এই আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'রাশিয়ায় সমস্ত কলকারখানাই গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। সে হিসাবে সেখানকার গবর্ণমেণ্ট শত্রু অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে কলকারখানা ধ্বংস করিয়া দেওয়ার যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহা অযৌক্তিক নাও হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে যেস্থলে সমস্ত শিল্প কারখানাই ব্যক্তিগত অর্থে ও সাধারণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত সেস্থলে এদেশে কলকারখানা ধ্বংস করার কোন নীতি শিল্পপতিরা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। শিল্প কারখানাসমূহ বহু লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়। এসমস্ত বিনষ্ট করা সম্বন্ধে এদেশের জনসাধারণ [illegible] করিতে পারেন?' স্যার পুরুষোত্তমদাসের এইরূপ উক্তি দ্বারা এদেশে 'পোড়ামাটির নীতি' অবলম্বন সম্পর্কে দেশের শিল্পপতি ও বণিক সম্প্রদায়ের আপত্তি ব্যক্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই আপত্তি যথাযথ বিবেচনা করিবেন এবং 'পোড়ামাটির নীতি' সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব অচিরে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিবেন, ইহাই আমরা আশা করি।

শিল্প প্রসারের প্রতিবন্ধক

সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে ভারতীয় শিল্পপতিদের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে স্যার শ্রীরাম যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে এদেশে শিল্প প্রসারের অসুবিধা সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় মন্তব্য করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে এদেশে কোন কোন দিক দিয়া শিল্পোন্নতির একটা

সুযোগ আসিয়াছে, কিন্তু বিশেষ কতকগুলি গলদ ও অব্যবস্থার জন্য সে সুযোগ তেমন কিছু কাজে লাগান সম্ভবপর হইতেছে না। শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা প্রয়োজন এদেশে তাহা মোটেই কিছু তৈয়ার হয় না। দেশের লোক আশা করিতেছে গবর্ণমেণ্ট পুরাতন শিল্প কারখানাসমূহের প্রয়োজনীয় বিস্তার সাধনের জন্য ও নূতন শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য বিদেশ হইতে বিশেষ করিয়া আমেরিকা হইতে উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা আমদানীর সুবিধা দিবেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ সে বিষয়ে বিশেষ কিছু সাহায্য ও সহযোগিতা করিতেছেন না। বিদেশের সহিত বাণিজ্যে এদেশের যে অনুকূল রপ্তানী আধিক্য থাকিয়া যাইতেছে উহা দ্বারা প্রয়োজনীয় পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানী করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন ছিল না। ঋণ ও ইজারা আইন অনুযায়ী উদ্বৃত্ত ডলার সিকিউরিটি ছাড়াও তাহারা আমেরিকা হইতে ঐ শ্রেণীর জিনিষ বিপুল পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পরিতেন। কিন্তু এই দুই পন্থার কোনটাই তাঁহারা কার্য্যতঃ অনুসরণ করেন নাই। সামরিক সাজ সরঞ্জাম আমদানী বিষয়ে তাঁহারা কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প কারখানার প্রয়োজন বুঝিয়া যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় মাল আমদানীর কোন সুব্যবস্থা করা হয় নাই। স্যার শ্রীরাম এই মারাত্মক গলদ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অচিরে তাহার সময়োচিত প্রতিকার দাবী করিয়াছেন। তবে তিনি কেবল গবর্ণমেণ্টের ত্রুটী বিচ্যুতি দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই প্রসঙ্গে তিনি এদেশের শিল্পোপতিদের ভুলভ্রান্তি এবং শোচনীয় নিশ্চেষ্টতারও নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এদেশের শিল্পোদ্যোগীরা বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে গিয়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের দিক দিয়া সে সমস্তকে দেশের উপর নির্ভরশীল করিয়া তোলার কোন ব্যবস্থাই করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের কথা উল্লেখ করেন। আজ প্রায় একশত বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে ঐ শিল্পকে গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। ইতিমধ্যে দেশে অনেকগুলি কাপড়ের কলও স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাপড়ের কলের প্রায় কোন সাজ সরঞ্জামই এদেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। কাপড়ের কলের মূল যন্ত্রপাতি এদেশে ত পাওয়া যায়ই না; কল চালাইবার ও প্রয়োজন মত উহা মেরামত করিবার যাবতীয় ছোটখাট কলকব্জাও এখন পর্য্যন্ত বিদেশ হইতেই আমদানী করিতে হইতেছে। এদেশে কাপড়ের কলওয়ালারা উপযুক্ত দূরদৃষ্টি নিয়া সময় মত এ সমস্ত জিনিষ ভারতবর্ষে তৈয়ারের ব্যবস্থা করিলে আজ যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার আমদানী [illegible] জন্য কাপড়ের কল পরিচালনা এত কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইত না। বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে কাপড়ের কলের বিস্তারও সহজেই সাধন করা যাইত। পূর্ব্বেকার সেই সব ত্রুটি বিচ্যুতি ও তাহার পরিণাম দৃষ্টে এখন হইতে সুপরিকল্পিত নীতিতে শিল্প প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করাই শিল্পোদ্যোগীদের কর্ত্তব্য। স্যার শ্রীরামের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির এই নির্দ্দেশ আমরা দেশের শিল্পোদ্যোগীদের পক্ষে বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

ভারতে সমবায় আন্দোলন

ভারতের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে সম্প্রতি ১৯৩৯-৪০ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে এদেশে সমবায়ের কতকটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। গত ১৯৩৯-৪০ সালে প্রাথমিক সমিতি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, গ্যারাণ্টি ইউনিয়ন ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ইত্যাদি মিলাইয়া দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২২ হাজার ১৯৬টি। ১৯৩৯-৪০ সালে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৭৯টি দাঁড়াইয়াছে। সমবায় সমিতির সংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে আলোচ্য বৎসরে সমিতির সদস্য সংখ্যাও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর দেশে ৫৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ১১২ জন লোক বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্য ছিল। আলোচ্য বৎসরে এই সংখ্যা বাড়িয়া ৬০ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৭০ জন দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৩৮·১টি ও প্রতি ১ হাজার অধিবাসী পিছু প্রাথমিক সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬·৮ জন। ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৪২·৩ টি ও ১৮·৮ জন দাঁড়াইয়াছে। তবে আলোচ্য বৎসরে সমবায় সমিতির মূলধন সম্পর্কে কোন উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। পূর্ব্ব বৎসর লোকের মাথাপিছু সমবায় সমিতির মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩।৵০ আনা। আলোচ্য বৎসরেও মূলধনের পরিমাণ ঐ ৩।৵০ আনাতেই বজায় ছিল। ভারতের দুঃস্থ ও দরিদ্র জনসাধারণের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার সমুচিত উন্নতি সাধনের জন্য তাহাদের ভিতর সমবায়ের বহুল প্রচলন আবশ্যক। কিন্তু এদেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা তেমন কিছু বাড়িতেছে না এবং যেসব সমিতি গড়িয়া উঠিতেছে তাহাদের মূলধনের পরিমাণও খুব সামান্য থাকিয়া যাইতেছে, ইহা দুঃখের বিষয়।

পৃথকভাবে বাঙ্গলা প্রদেশের অবস্থা আলোচনা করিলে সমবায় আন্দোলনের দিক দিয়া বাঙ্গলার পশ্চাৎপদ অবস্থা খুব শোচনীয় বলিয়াই মনে হয়। আলোচ্য রিপোর্ট দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই, কুর্গ ও আজমীড় প্রভৃতি স্থানে নানাদিক দিয়া সমবায়ের যেটুকু উন্নতি সাধিত হইয়াছে এই প্রদেশে তাহাও হয় নাই। গত ১৯৩৯-৪০ সালে পাঞ্জাবে প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৯৪·৭টি। কুর্গে, আজমীড় ও গোয়ালিয়রে তাহা ছিল যথাক্রমে ১৫৪, ১২৪ ও ১০২টি। কিন্তু বাঙ্গলায় প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০·১টি। আলোচ্য বৎসরে পাঞ্জাবে গড়ে প্রতি এক হাজার অধিবাসী পিছু প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৭ জন। মাদ্রাজে, আজমীড়ে ও কুর্গে তাহা ছিল যথাক্রমে ৩০, ৩৬ ও ১০৩ জন। কিন্তু বাঙ্গলায় প্রতি হাজার জন পিছু সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ জন। সমবায় সমিতির কার্য্যকরী মূলধনের দিক দিয়া দেখা যায়, গত ১৯৩৯-৪০ সালে বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও কুর্গে যেস্থলে প্রতি জনপিছু মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮/০ আনা, ৬।০ আনা, ৬/০ আনা ও ১০৲ টাকা, সেস্থলে বাঙ্গলায় প্রতি জন পিছু সমবায় সমিতির মূলধনের পরিমাণ ছিল [illegible] কাটাইয়া উঠা সম্পর্কে এপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক।

সোণা ও রূপার মূল্য

যুদ্ধ ঘনাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সোণা ও রূপার দর ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোণার দর ৪৬৲ টাকার নিম্নে ছিল। সিঙ্গাপুরের পতনের সঙ্গে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ঐ দর চড়িয়া ৫১৲ টাকার কাছাকাছি পৌঁছে। ব্রহ্মদেশে জাপানের অভিযান সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ায় এবং ভারতবর্ষের উপর তাহাদের আক্রমণ আসন্ন মনে হওয়ায় গত সপ্তাহে বাজারে সোণা ক্রয়ের বেশীরকম ঝোঁক দেখা গিয়াছে। ফলে সোণার দর বৃদ্ধি পাইয়া

সর্ব্বোচ্চে ৫৭৲ টাকায় উঠিয়াছে। গত ১৯৪০ সালের মে মাসে ফ্রান্স জার্ম্মাণীর কাছে আত্মসমর্পণ করিবার পর বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার মূল্য ৪৮৷৷০ আনায় পৌঁছিয়াছিল। অতঃপর মালয়ে জাপানের প্রাথমিক সাফল্য দেখা যাওয়ার সঙ্গে কিছুদিন পূর্ব্বে তাহা ৫০৶০ আনায় দাঁড়াইয়াছিল। বর্ত্তমানে সোণার দর ৫৭৲ টাকা হওয়ায় গত কতিপয় বৎসরের তুলনায় উহা সবচেয়ে উর্দ্ধস্তরে উঠিয়াছে বলা চলে। যুদ্ধের অবস্থা ক্রমেই জটিল হইয়া পড়ায় বর্ত্তমানে সর্ব্বসাধারণের ভিতর সোণা কিনিয়া মজুত করিবার একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে। তাহাতে সোণার দরও দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য সোণার সঙ্গে রূপা মজুত করিবারও একটা আগ্রহ লোকের ভিতর সঞ্চারিত হইয়াছে। আর তাহাতে উহার দরও খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি একশত ভরি রূপার দর ৭৮৲ টাকার মত ছিল। গত সপ্তাহে তাহা ৯৫৲ টাকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। কেবল লোকে বেশী পরিমাণে রূপা মজুত করিতেছে বলিয়াই উহার দর গত সপ্তাহে এত বৃদ্ধি পায় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রূপা বিক্রয় করা আপাততঃ বন্ধ রাখাতেও দর এত বেশী চড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ কার্য্যনীতি কেন অবলম্বন করা হইয়াছে তদ্বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ খোলাখুলিভাবে কিছুই বলিতেছেন না। কাজেই এসম্বন্ধে এখনও কোনরূপ মন্তব্য করা চলে না। আশা করা যায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শীঘ্রই আবার রীতিমতভাবে রূপা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবেন; আর তাহাতে বাজারে রূপার যোগান বাড়িয়া উহার দরও কিছু নামিয়া আসিবে। তবে দেশে সোণা ও রূপা মজুত করিবার যে ঝোঁক বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে তাহা তেমন কিছু হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধের জন্য আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বেশী পরিমাণে সোণা ও রূপা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার সার্থকতা বিশেষ কিছু আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। উহাতে সুবিধার বদলে ভবিষ্যতে নানারূপ অসুবিধা দেখা দেওয়ার আশঙ্কাও খুবই আছে। কিন্তু দেশের লোক তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত নহে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশের শাসন ব্যবস্থা ও এদেশের যুদ্ধপ্রচেষ্টা সম্পর্কে উদার ও সমুন্নত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ভরসার ভাব সৃষ্ট হইয়া লোকের অহেতুক আতঙ্ক বিদূরিত হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ আস্থা ও ভরসার ভাব জাগাইয়া তুলিবার মত কোন বিধিব্যবস্থা এখনও তাঁহারা অবলম্বন করিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়।

মিঃ মেটার সম্মান

মিঃ গগন বিহারীলাল মেটা বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। মিঃ মেটা স্বর্গগত স্যার লালুভাই শ্যামলদাসের পুত্র। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করিয়া ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্ত্তমানে তিনি সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর কলিকাতা অফিসের ম্যানেজাররূপে [illegible] তিনি ডিরেক্টর হিসাবেও যুক্ত আছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য গত ১৯৩৯-৪০ সালে তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি পদ দানে সম্মানিত করা হয়। ভারতীয় শিল্পপতিদের প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৩৭ সালে তিনি জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের বৈঠকেও যোগদান করিয়াছিলেন। মিঃ মেটা তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা, সমুচ্চ আদর্শ ও সরল অনাড়ম্বর ব্যবহার প্রভৃতির জন্য দেশে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের ব্যবসায়ী মহলের প্রতিনিধিসভা তাঁহাকে আজ নেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভাকেই সম্মানিত করিলেন। তাঁহার মত কৃতী পুরুষের এই সম্মানে দেশবাসীমাত্রেই আনন্দিত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

মিঃ মেটা দেশের একটি যুগ সন্ধিক্ষণে ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর দায়িত্বপূর্ণ সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এদেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা বড়রকম পরিবর্ত্তনের কথা উঠিয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি কার্য্যকরীভাবে ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে সম্মত হন তবে সেই ধরণের প্রস্তাব বিবেচনার সময়ে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে নানাদিক দিয়া অনেক নূতন বিধিব্যবস্থা পরিকল্পিত হইবে। সেইরূপ অবস্থায় মিঃ মেটার মত স্বদেশহিতৈষী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির নেতৃত্ব ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে খুবই উপকারে আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন অভীপ্সিত পরিবর্ত্তন সাধন না করেন তথাপি বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের নানারূপ সঙ্কটে তাঁহার মত ব্যক্তির নেতৃত্ব খুবই কাজে আসিবে সন্দেহ নাই। মিঃ মেটা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁহার অতুলনীয় কার্য্যক্ষমতা নিয়োগ করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

ভারতে বিদেশী মূলধন

বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি বা পাউণ্ড হিসাবে রক্ষিত সম্পত্তির পরিমাণ খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এইরূপ সম্পত্তির সাহায্যে ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে গৃহীত ভারতের ঋণ অনেক পরিমাণে পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন এবং তৎপরিবর্ত্তে এদেশে টাকার হিসাবে নূতন সরকারী ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষ আজ বিদেশী ঋণের কবল হইতে মুক্ত হইতে চলিয়াছে, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি দেশের কল্যাণে অন্য দিক দিয়া আরও বেশী সদ্ব্যবহার করা যাইত বলিয়াই অনেকের ধারণা। সম্প্রতি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি স্যার চুনীলাল মেটা যে সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ঐ ধারণা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'এদেশের অনেক রেলকোম্পানী, বড় শিল্প কারখানা ও পোর্টট্রাষ্ট প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে। এই বিদেশী মূলধনের উপর নিয়মিত লভ্যাংশ ও সুদ যোগাইতে গিয়া এদেশ হইতে বৎসর বৎসর প্রভূত পরিমাণ অর্থ বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া এই মূলধনের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর বিদেশীয়দের কর্তৃত্ব বিশেষভাবেই লক্ষিত হইতেছে। কোম্পানী পরিচালিত রেল প্রতিষ্ঠানসমূহে ইউরোপীয়দের শেয়ার মূলধন নিয়োজিত থাকায় রেলের চাকুরী ও রেলপথের জন্য মাল মসল্লা ক্রয় প্রভৃতি ব্যাপারে উহারা আজ অহেতুক সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছে। অনুরূপ কারণে দেশের পোর্টট্রাষ্ট প্রভৃতিতেও আজ দেশীয় স্বার্থের বদলে বিজাতীয় স্বার্থই কায়েমী হইয়াছে। এই অবস্থায় ভারতের জাতীয় কল্যাণ দেখিতে হইলে বিদেশী মূলধনের শোচনীয় দাসত্ব হইতে দেশকে উদ্ধার করার চেষ্টা সঙ্গত। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিমাণ বাড়িতে থাকায় সেরূপ চেষ্টার একটা সুযোগ আসিয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউ- [illegible] না করিয়া উহা দ্বারা কেবল বিদেশী ঋণ শোধেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয়। ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণপত্রের জন্য যে হারে সুদ দিতে হয় এদেশে পোর্টট্রাষ্টের জন্য গৃহীত ডিবেঞ্চারের জন্য বিদেশীদিগকে সে তুলনায় বেশী হারে সুদ দিতে হইতেছে। রেলওয়ের শেয়ার বাবদ যে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে বিদেশী ঋণে সুদের তুলনায় সাধারণতঃ তাহার হারও অনেক বেশী। এই কারণেও অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি দ্বারা বিদেশী ঋণ পরিশোধের বদলে প্রথমে উহা দ্বারা বিদেশী কবলিত রেলওয়ের শেয়ার ও পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার প্রভৃতি সথাসম্ভব কিনিয়া লওয়াই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত ছিল'। স্যার চুনীলাল মেটার এই সব মন্তব্য খুব সুচিন্তিত ও সময়োচিত বলিয়াই মনে হয়। ভবিষ্যতে অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিতে গিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত প্রণালীতে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিবেন—ইহাই আমরা আশা করি।

মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতি

শাসন সঙ্কটের অবসান করতঃ ভারতীয় জনমতকে স্বমতে আনয়ন করিয়া যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সমগ্র ভারতবর্ষের স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একটা ঘোষণা প্রকাশিত হইবে বলিয়া গত দুই সপ্তাহকাল ধরিয়া এদেশে নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। মালয়, ব্রহ্মদেশ এবং ডাচ অধিকৃত সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দেশে মিত্রশক্তি পরাজিত হইয়া যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার ফলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের চিরাচরিত স্বার্থপর নীতির পরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং দেশশাসন ব্যাপারে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব লাভের সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পাইয়া ভারতবর্ষ পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইতে পারিবে—উহাই অনেকে আশা করিতেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে গত ১১ই মার্চ্চ তারিখে বৃটীশ পার্লামেণ্টে বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে অনেকেই ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন।

মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতির সারমর্ম্ম এই, "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গত আগষ্ট মাসে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাহাতে এরূপ বলা হয় যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে যত সত্বর সম্ভব ভারতবর্ষে ভারতীয়দের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ও ইংলণ্ডের সহিত সম-মর্য্যাদাসম্পন্ন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত করা হইবে এবং ভারতীয় জনমতের মধ্যে প্রধান প্রধান দলের সম্মতিমূলে ভারতবাসী কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইবে। তবে অনুন্নত হিন্দুদল সহ ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে যে দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে তাহা ও দেশীয় রাজাদের সহিত সন্ধির যে সমস্ত সর্ত্ত রহিয়াছে তাহা পালন সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না এবং ভারতে দীর্ঘকালব্যাপী বৃটীশ শাসনের ফলে যে সমস্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের উদ্ভব হইয়াছে তদ্বিষয়ে একটা বুঝাপড়া করিতে হইবে। যাহা হউক, এই সাধারণ ঘোষণাকে আরও পরিষ্কারভাবে বিবৃত করিয়া ভারতের সমস্ত জাতি, দল ও সম্প্রদায়কে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণায় আন্তরিকতা উপলব্ধি করাইবার জন্য বৃটীশ গবর্ণণ্টের সমর পরিষদ এক্ষণে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটা কার্য্যক্রম স্থির করিয়াছেন। এই কার্য্যক্রম যদি ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় তাহা হইলে উহার ফলে একদিকে যেমন ভারতের কোন শক্তিশালী সংখ্যালঘু দল কর্ত্তৃক আনাদিষ্টকাল [illegible] উদ্দেশ্যকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর হইবে না, সেইরূপ অন্যদিকে সংখ্যাগুরু দলও এমন কোন সিদ্ধান্ত বলবৎ করিতে সমর্থ হইবে না, যাহার ফলে ভারতের আভ্যন্তরীণ ঐক্য বিনষ্ট হইয়া নূতন শাসনতন্ত্রের পক্ষে একটা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হইবে। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, আমাদের এই নূতন সিদ্ধান্তের কথা কালবিলম্ব না করিয়া ভারতবাসীর নিকট ঘোষণা করতঃ ভারতবাসীর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভের পক্ষে সহায়তা করিব। কিন্তু আমাদের ভয় হইতেছে যে, এই সময়ে আমাদের নূতন পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলে তাহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হইবে। আমাদের নূতন পরিকল্পনা ভারতীয় জনসাধারণ কর্ত্তৃক মোটামুটি এবং কার্য্যকরীভাবে গৃহীত হইয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবাসীর সমগ্র চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি কেন্দ্রীভূত করিবে কিনা তৎসম্বন্ধে আমরা অগ্রে নিশ্চিত হইতে চাহি। কেন না আমাদের নূতন প্রস্তাব যদি ভারতীয় প্রধান প্রধান দলগুলি কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হয় এবং উহার ফলে—যে সময়ে শত্রু আসিয়া ভারতবর্ষের দরজায় হানা দিয়াছে সেই সময়ে যদি এই প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া ভারতে ব্যাপক আকারে রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক বিতর্কের সৃষ্টি হয় তাহা হইলে আমরা ভারতবর্ষের স্বার্থের ক্ষতিই করিব। এইজন্য আমরা স্থির করিয়াছি যে, আমাদের নূতন প্রস্তাব—যাহাকে আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা ন্যায্য ও চূড়ান্ত প্রস্তাব বলিয়া মনে করি—তাহা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিনা তদ্বিষয়ে সরেজমিনে ব্যক্তিগত আন্দোলনের দ্বারা নিশ্চিত হইবার জন্য সমর পরিষদের একজন সদস্যকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিব। স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস স্বয়ং এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ আস্থা লইয়া ভারতে যাইতেছেন এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নামে তিনি নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধে কেবল ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় নহে—মুসলমান সম্প্রদায় সহ বড় বড় সংখ্যালঘু দলগুলির সম্মতি লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন।"

বৃটীশ প্রধান মন্ত্রীর এই বিবৃতি হইতে উহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নূতন প্রস্তাব ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসের ঘোষণার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। তবে এবার একটা নূতন কথা বলা হইয়াছে যে, কোন শক্তিশালী সংখ্যালঘু দল অসম্ভবরূপ কোন দাবী উপস্থিত করিয়া ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি রোধ করিতে সমর্থ হইবে না। গত আগষ্ট মাসের ঘোষণায় ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচনায় ভারতবাসীর অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ঘোষণার মধ্যে একটা মারাত্মক গলদ এই ছিল যে, সংখ্যালঘু দলগুলির সম্মতি না পাইলে ভারতে কোন নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করা হইবে না। উহার ফলে মুসলীম লীগ ও উহার নায়ক মিঃ জিন্না ভারতবর্ষকে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিবার অসম্ভব দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। এক্ষণে প্রধান মন্ত্রী যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহাই যদি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতি হয়, তাহা হইলে মুসলীম লীগের পক্ষে চিরদিন এই দিক হইতে বিচার করিয়া বৃটীশ প্রধান মন্ত্রীর নূতন ঘোষণাকে আমরা ততটা নিরুৎসাহব্যঞ্জক বলিয়া মনে করিতেছি না।

কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর বর্ত্তমান ঘোষণার ফলে ভারতীয় সমস্যার সহজে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া যাইবে—উহা মনে করিলেও ভুল করা হইবে। ভারতীয় সংখ্যালঘু দলগুলিকে সন্তুষ্ট করিতে এবং উহাদের স্বার্থ সংরক্ষিত করা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে রাজী হইতে যদি চূড়ান্তরূপ স্বার্থত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে কংগ্রেস উহাতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কিন্তু মিঃ জিন্না বর্ত্তমানে যেপ্রকার বেয়াড়া মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে বাগ মানাইতে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের পক্ষেও অসম্ভব হইয়া

(১১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাট ও বাঙ্গলা সরকার

গত নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকার এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ (১৯৪০ সালের তুলনায় দশ আনা) জমিতে পাটের চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। আমরা তখন পাটের বিভিন্ন তথ্যতালিকা সাহায্যে এরূপ দেখাইয়াছিলাম যে, ১৯৪১ সালে উৎপন্ন পাট হইতে ১৯৪২ সালে এত অধিক পাট উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে যাহার ফলে ১৯৪২ সালে ১৯৪১ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিতে দিলে চাহিদার তুলনায় অত্যধিক যোগান হেতু পাটের বাজারে অত্যধিক মন্দা উপস্থিত হইবে। আমাদের এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কলিকাতায় পাটের পাইকারী দর সম্বন্ধে যে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হয় তাহা হইতে দেখা যায় যে, গত নবেম্বর মাসে পাট চাষ সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর হইতে পাটের মূল্য ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে পাটজাত থলে ও চটের মূল্য উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে চটকলওয়ালারা দেখিতে পাইতেছে যে, গত বৎসরের তুলনায় এবার দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিবার অনুমতি দেওয়ার ফলে আগামী জুন মাসের শেষ হইতে বাজারে প্রচুর পাটের যোগান পাওয়া যাইবে। এজন্য বর্ত্তমানে উহারা বাজার হইতে কোন পাট ক্রয় না করিয়া হস্তস্থিত মজুদ পাটের দ্বারা কাজ চালাইয়া যাইতেছে। পাটের বাজারে বর্ত্তমান মন্দার উহাই কারণ।

সুখের বিষয় যে, বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমানে এই সমস্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলার অতীত মন্ত্রিসভা ইউরোপীয় চটকলওয়ালাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য বর্ত্তমান বৎসরে গত বৎসরের দ্বিগুণ পরিমিত জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিয়া পাটচাষীর যে সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন নূতন মন্ত্রিমণ্ডল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া বর্ত্তমানে উহার প্রতি-কারে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে গত সপ্তাহে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হকের একটী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবৃতির সারমর্ম এই যে, বাঙ্গলায় যত পাটই উৎপন্ন হউক না কেন, তাহা আমেরিকার যুক্তরাজ্য ক্রয় করিবে বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে জাপান যুদ্ধে যোগদান করিবার ফলে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাতে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী এই বিষয়ে পরামর্শের জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন। এই বিষয়ে ভারত সরকারের তরফ হইতে তাঁহাকে জানান হইয়াছে যে, পাটের মূল্য যদি একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার নীচে নামিয়া যায় তাহা হইলে উহার প্রতিকারের জন্য ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে সাহায্য করিবেন। অবশ্য বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের নিজের দায়িত্বেও পাটচাষের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারেন। তবে এরূপ ক্ষেত্রে যদি পাটের মূল্য অত্যধিক কমিয়া যায় তাহা হইলে বাঙ্গলা সরকার এই বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট কোন সাহায্য পাইবেন না। এই বিষয়টী এখনও ভারত সরকারের সহিত আলোচনাধীন আছে এবং বাঙ্গলা সরকার শীঘ্রই এই সম্পর্কে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন।

প্রধান মন্ত্রীর এই বিবৃতিতে আমরা বিন্দুমাত্রও আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহার উপযুক্তরূপ মূল্য নির্দ্ধারণে বাঙ্গলা সরকারের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। এই ব্যাপারে ভারত সরকারের দরবারে ধর্ণা দিবার বাঙ্গলা সরকারের কোন প্রয়োজনই ছিল না। বিশেষতঃ ভারত সরকারের বর্ত্তমানে যিনি বাণিজ্য-সচিব রহিয়াছেন তাঁহার মত খয়ের খাঁ এবং বৃটীশ স্বার্থের পরিপোষক বাণিজ্য-সচিব আর কেহ হয় নাই। এই ভদ্রলোকটী বাঙ্গলার পাটচাষীর স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন— উহা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। পাটের মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার নীচে নামিয়া গেলে এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারকে ভারত সরকার সাহায্য করিবেন বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহারও কোন অর্থ হয় না। কেন না "নির্দ্দিষ্ট সীমা" অর্থে প্রতিমণ পাটের মূল্য ৩৸৷০ টাকা নির্দ্ধারিত হওয়াও বিচিত্র নয়। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলা সরকার আত্মশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া এই ব্যাপারে যদি ভারত সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা পাটচাষীর স্বার্থকে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিবের খামখেয়ালীর নিকট বন্ধক দেওয়ারই সামিল হইবে।

সুতরাং ভারত সরকারের উপর কোনওরূপে নির্ভর না করিয়া বাঙ্গলা সরকার যাহাতে স্বয়ং পাট সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হন তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। গত ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে যখন নূতন পাট বাজারে আমদানী হইতে আরম্ভ হয় সেই সময়ে চটকল, মহাজন আড়তদার, কৃষক ইত্যাদি সমস্তের হাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে উৎপন্ন পাটের মধ্যে কম পক্ষে ৮৭ লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল। ইহার উপর গত বৎসরে ৫৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই গত বৎসর বাজারে মোট পাটের যোগান ছিল ১ কোটী ৪১ লক্ষ বেল। উহার মধ্যে আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের প্রয়োজনে খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ৮৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হইবে না। এরূপ অবস্থায় আগামী জুলাই মাসে যখন নূতন পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে সেই সময়ে গত বৎসরের উৎপন্ন পাট হইতে ৫৬ লক্ষ বেল পাট মজুদ থাকিবে। ইহার উপর চলতি বৎসরে যদি গত বৎসরের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থাৎ ১ কোটী ৮ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয় তাহা হইলে আগামী মরশুমে (১৯৪২ সালের জুলাই হইতে ১৯৪৩ সালের জুন পর্য্যন্ত সময়ে) বাজারে পাটের মোট যোগান হইবে ১ কোটী ৬৪ লক্ষ বেল। যেখানে সমগ্র জগতের প্রয়োজনে বৎসরে ৭৫ হইতে ৮৫ লক্ষ বেলের বেশী পাটের কাটতি নাই সেখানে বাজারে যদি ১ কোটি ৬৪ লক্ষ বেল পাটের যোগান হয় তাহা হইলে উহার যে কোন মূল্য হইতে পারে না তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। কেবল বাঙ্গলার গত মন্ত্রিমণ্ডলই এই তথ্যটী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। পাটচাষী গত ২।৩ মাস ধরিয়া এই নির্ব্বুদ্ধিতার কুফল ভোগ করি-তেছে এবং উহার যদি প্রতিকার না হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উহার জন্য ক্ষতির বোঝা বহন করিতে হইবে।

(১১৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব ও তাহার পরিণতি

ভারতবর্ষে একটি দেশীয় মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব নিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা ও বিতর্ক চলিয়া আসিয়াছে। এই কারখানার উদ্যোক্তারা গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়া তৎসম্পর্কে তাঁহাদের সম্মতি চাহিয়াছিলেন। অধিকন্তু প্রস্তাবিত কারখানা সম্পর্কে তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেইসব অনুরোধ রক্ষা করা সম্পর্কে বরাবর তাঁহাদের অনিচ্ছা ও অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছেন। আধুনিক যুগের একটি অত্যাবশ্যকীয় যানবাহন হিসাবে ভারতবর্ষে মোটরযানের প্রচলন খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানে এদেশে নানাশ্রেণীর প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার মোটরযান ব্যবহৃত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও অনেক বাড়িবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। এদেশে কোন মোটর কারখানা প্রতিষ্ঠিত না থাকায় দেশবাসীর ব্যবহার্য্য যাবতীয় মোটর-যানই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। ঐ বাবদ ভারত হইতে বিদেশে বৎসর বৎসর ৬ কোটি টাকা হইতে ৮ কোটি টাকা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় মোটর শিল্পের মত একটি বৃহদাকার মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা ও উদাসীনতার পরিচয় পাইয়া দেশবাসীমাত্রেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তবে মোটরশিল্পের উদ্যোক্তাগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট যেসব প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট তৎসম্পর্কে যেসব জবাব দিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিতভাবে না জানায় বিষয়টির জটিলতা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে এতদিন সম্ভবপর হয় নাই। ভারতে মোটর শিল্পের অন্যতম উদ্যোক্তা সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার স্যার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়া ঐ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়া সম্প্রতি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করায় বর্ত্তমানে সমস্ত ব্যাপারটি ভালরূপ বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। এই পুস্তিকা অবলম্বন করিয়া ভারতে মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব ও তাহার পরিণতি সম্পর্কে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাইব।

গত ১৯৩৪ সালে বোম্বাই সহরের কতিপয় ব্যবসায়ী এদেশে মোটর শিল্প স্থাপনের সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে একটা আলাপ আলোচনা আরম্ভ করেন। ঐরূপ আলোচনার ফলে গত ১৯৩৫ সালের মধ্যভাগে স্যার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়ার উপর একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতের ভার ন্যস্ত করা হয়। স্যর এম ভি বিশ্বেশ্বরায়া ব্যবসায়ীদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রথমতঃ ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য মোটর কারখানাসমূহের কার্য্যধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। সেই অভিজ্ঞতা হইতে এদেশের সুযোগ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া তিনি ভারতের জন্য মোটর কারখানা স্থাপনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ১৯৩৬ সালে বোম্বাই সহরের কতিপয় গণ্যমান্য ব্যবসায়ীর এক বৈঠকে ঐ পরিকল্পনাটি পেশ করা হয়। ব্যবসায়ীরা সকলেই প্রয়োজনীয় অর্থ ও চেষ্টা নিয়োগ করিয়া ঐ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে সঙ্কল্প করেন। তবে মোটর শিল্পের মত একটি বড় শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তজ্জন্য সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। কাজেই মোটর কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া উদ্যোক্তাগণ ঐ সম্পর্কে সাহায্যের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট একটা আবেদন পেশ করাও প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন।

সে অনুসারে গত ১৯৩৬ সালের ৭ই মে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি লিখিত আবেদন উপস্থিত করা হয়। ঐ আবেদনে প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টকে মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করিতে ও দ্বিতীয়তঃ ঐ শিল্পকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দিতে অনুরোধ করা হয়। ঐ আবেদনের উত্তরে ভারত সরকারের তদানীন্তন বাণিজ্য-সচিব স্যার জাফরুল্লা খাঁ স্যার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়াকে এক পত্র দিয়া মোটর শিল্প সম্পর্কে সেরূপ সম্মতি প্রদানে অস্বীকার করেন। রক্ষণ শুল্কের কথায় ১৯২২ সালের ফিস্‌ক্যাল কমিশনের রিপোর্টের মন্তব্য উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহাকে রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা চলে না। কাজেই মোটর শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব উঠিবার সঙ্গেই উহাকে রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দেওয়া হইবে বলিয়া কোন প্রতিশ্রুতি গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন না।

ভারত সরকারের ঐরূপ জবাবে ক্ষুণ্ণ হইয়া মোটর কারখানার উদ্যোক্তাগণ বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য চাহিয়া এক আবেদন উপস্থিত করেন। ১৯৩৮ সালে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে তাঁহারা ঐ আবেদন সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতে রাজী হন। তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে মোটর কারখানার প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ বোম্বাই সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ পি বি এড্‌ভানীর সহিত আমেরিকা গমন করেন। সেখানে ক্রিস্‌লার কর্পোরেশন নামক বিখ্যাত মোটর কোম্পানীর সহিত তাঁহাদের আলাপ আলোচনা হয়। উৎপন্ন মোটরযানের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে রয়েলটি পাওয়ার সর্ত্তে উক্ত কর্পোরেশন ভারতে মোটরকারখানা স্থাপন ও পরিচালনার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করিতে রাজী হন। সে অনুসারে শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ ও মিঃ এডভানী স্যার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়ার সহিত পরামর্শ করিয়া মোটর কারখানার একটি নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই নূতন পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করার জন্য অর্থ সাহায্য প্রদানে রাজী হন। তাঁহারা এরূপ কথা দেন যে, উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় মোটর কোম্পানী স্থাপিত হইলে উহার জন্য সংগৃহীত প্রথম দেড় কোটি টাকার উপর তাঁহারা শতকরা তিন টাকা বা সাড়ে তিন টাকা সুদের গ্যারাণ্টি দিবেন। তবে ঐরূপ গ্যারাণ্টি সম্পর্কে তাঁহারা উদ্যোক্তাদের সহিত কয়েকটি সর্ত্ত করেন। একটি সর্ত্তে বলা হয় যে, মোটর কোম্পানীর মূলধন সম্পর্কে উপরোক্ত গ্যারাণ্টি পাইতে হইলে ভারতে বিদেশ হইতে আগত মোটরযানের উপর বর্ত্তমানে শতকরা ৩৭॥ ভাগ হারে যে আমদানী শুল্ক আছে আগামী দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহা বজায় রাখা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটা প্রতিশ্রুতি উদ্যোক্তাদিগকে আদায় করিতে হইবে। বোম্বাই সরকারের ঐ সর্ত্ত অনুযায়ী মোটর শিল্পের উদ্যোক্তাগণ ১৯৩৯ সালের মে মাসে মোটর শিল্প কারখানা স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য নূতন করিয়া ভারত সরকারের নিকট এক আবেদন উপস্থিত করেন। কিন্তু ভারত সরকার মোটরের আমদানী শুল্ক শতকরা ৩৭॥ ভাগ

হারে বজায় রাখা সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃত হন। ভারত গবর্ণমেণ্টের এই মনোভাব দেখিয়া বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা অতঃপর বিনা সর্ত্তেই উদ্যোক্তাদিগকে মূলধন সম্পর্কে সুদের গ্যারাণ্টি দিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ পত্র দাখিল করায় তাঁহাদের এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইতে পারে নাই।

মোটর শিল্পের উদ্যোক্তাগণ অতঃপর মূলধন সম্পর্কে উপরোক্তরূপ সাহায্যের জন্য মহীশূর গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন পেশ করেন। মহীশূর রাজ্যে প্রস্তাবিত মোটর কারখানাটি স্থাপন করা হইবে—এই সর্ত্তে মহীশূর গবর্ণমেণ্ট উদ্যোক্তাদিগকে সাহায্য করিতে প্রথমতঃ রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের বিরূপ মনোভাবের জন্য এই ক্ষেত্রেও আকাঙ্ক্ষিত সাহায্য পাওয়া শেষ পর্য্যন্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে মহীশূরের দেওয়ান স্যার মীর্জ্জা ইসমাইলকে এরূপ জানান হয় যে, এদেশে মোটর কারখানা স্থাপিত হইতে দিলে তাহাতে দেশের যুদ্ধপ্রচেষ্টার ক্ষতি হইবে। কাজেই ঐরূপ কারখানা স্থাপন ভারত সরকারের অভিপ্রেত নহে। এই নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া স্যার মীর্জ্জা ইসমাইল তাঁহার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মহীশূর সরকারের সহযোগিতায় তথায় মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবও বাতিল হইয়া যায়।

উহাতে মোটর শিল্পের উদ্যোক্তাগণ খুবই নিরাশ হইয়া পড়েন। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর যুদ্ধ বাধিবার পর ও বড়লাটের শাসন পরিষদে কয়েকজন নূতন ভারতীয় সদস্য গৃহীত হওয়ার পর অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এবিষয়ে তাঁহাদের মনে পুনরায় একটা আশা-ভরসার ভাব জাগ্রত হয়। সে অনুসারে তাঁহারা পুনরায় মোটর নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ঐ সম্পর্কে ভারত সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা ইহা স্পষ্টভাবে জানান যে, যুদ্ধের বর্ত্তমান জটিল অবস্থায় কারখানা স্থাপন করিয়া আপাততঃ সামরিক প্রয়োজন অনুযায়ী নানাশ্রেণীর মোটরযান তৈয়ার করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। সে হিসাবে উহা দ্বারা যুদ্ধপ্রচেষ্টায় যে সহায়তা হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারেন। এই আবেদনের উত্তরে ভারত সরকার জানান যে, ভারতে বর্ত্তমানে কোন মোটর কারখানা স্থাপিত হইলে তাহা হইতে উৎপন্ন মোটরযান দ্বারা সামরিক বিভাগের কোন সাহায্য হইবে না। কারণ নূতন ধরণের এইসব মোটরযান ব্যবহার করিতে যে স্পেয়ার পার্টস্ বা আনুষঙ্গিক কলকব্জা প্রয়োজন, তাহা পাওয়া খুবই দুষ্কর হইবে। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থায় মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহারা সম্মতি দিতে পারেন না। এইরূপ জবাব পাইয়া মোটর শিল্পের উদ্যোক্তাগণ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট শেষ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া জানান যে, গবর্ণমেণ্ট যদি বর্ত্তমানে এদেশে মোটর কারখানা স্থাপন করা অযৌক্তিক মনে করেন, তবে তাঁহারা যুদ্ধের পরে ঐরূপ কারখানা স্থাপন সম্পর্কে অনুমতি দিতে পারেন। আর সে সম্পর্কে এখন হইতে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই সাহায্য করিতে পারেন। ইহার উত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী গত ২৪শে জানুয়ারী এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, ভারতে মোটর কারখানা স্থাপনের নানারূপ অসুবিধা সম্পর্কে পূর্ব্বে যেসব যুক্তি দেখানো হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্যও ঐ প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া যুদ্ধের পরে কোন মোটর কারখানা স্থাপন করিতে হইলে এখন হইতে তজ্জন্য কোন বিধিব্যবস্থায় হাত দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ জবাবের ফলে মোটর শিল্পের উদ্যোক্তাদের যাবতীয় চেষ্টা ও পরিকল্পনা আজ নিতান্তই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সরকারী উপেক্ষা ও উদাসীনতার ফলে ভারতে মোটর শিল্পের মত একটি বৃহদাকার মৌলিক শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব এইভাবে ব্যর্থ হওয়া সকল দিক দিয়াই খুব শোচনীয়। সামরিক প্রয়োজনে বর্ত্তমানে এদেশে বিপুল সংখ্যক মোটরযানের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। মোটরযানের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদেশী মোটর কোম্পানীসমূহকে বহু কোটি টাকার অর্ডার দিতেছেন। এই অবস্থায় এদেশে মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হওয়ার পর গবর্ণমেণ্ট যদি তাহা অনুমোদন করিয়া তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইতেন, তবে দেশের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় তাহা বিশেষভাবে সহায়ক হইত। মোটর শিল্পের মত একটা বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা দ্বারা দেশের সমৃদ্ধি স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইত। উহা দ্বারা অন্য দশটা শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিত এবং দেশের বহু লোকের কর্ম্মসংস্থানেরও সুযোগ হইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেধরণের সুযোগ সুবিধার কথা না ভাবিয়া কতকগুলি অবান্তর অজুহাত দেখাইয়া মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। দেশের বিহিত স্বার্থ দেখিয়াও মোটর শিল্পকে রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দিতে তাঁহারা রাজী হন নাই। এমন কি, আগামী দশ বৎসর কাল বর্ত্তমান হারে বিদেশী মোটরযানের উপর আমদানী শুল্ক বজায় রাখিতে পর্য্যন্ত তাঁহারা অস্বীকৃত হইয়াছেন। জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহে গবর্ণমেণ্ট নিজে উদ্যোগী হইয়া প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এদেশের লোকেরা ক্রমাগতভাবে আবেদন নিবেদন জানাইয়াও মোটর শিল্পের মত অত্যাবশ্যকীয় শিল্প সম্পর্কে সরকারী অনুমোদন লাভে সমর্থ হয় নাই। যুদ্ধের পর এদেশে যাহাতে ইংলণ্ডের তৈয়ারী মোটর বিক্রয়ের অসুবিধা না হয় সেজন্যই ভারত গবর্ণমেণ্ট মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কে ঐরূপ বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। এদেশের বিহিত স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া বিজাতীয় স্বার্থরক্ষার এই দৃষ্টান্ত ভারতবাসীমাত্রকেই বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

উড়িষ্যা সরকারের বাজেট

উড়িষ্যা সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ১২ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। নূতন কোন কর স্থাপনের জন্য সরকার প্রস্তাব করেন নাই। আগামী বৎসর ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭ হাজার টাকা আয় ও ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। ভারত সরকার কর্ত্তৃক দেয় অর্থ সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় এবং রাজস্ব, বন ও শিক্ষা বিভাগে আদায় হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা হেতু গত বৎসরের তুলনায় ৩ লক্ষ টাকা কম আদায় হইয়াছে। বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নরূপ :—ভূমি রাজস্ব বিভাগ ৬৪ হাজার টাকা; সাধারণ শাসন বিভাগ ৩০ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা; কারাগার ও বন্দীনিবাস ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা; পুলিশ ২৩ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; শিক্ষা বিভাগ ২৭ লক্ষ টাকা; চিকিৎসা বিভাগ ১০ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা; জনস্বাস্থ্যবিভাগ ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা; কৃষি বিভাগ ৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা; শিল্প বিভাগ ৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা; পূর্ত্ত বিভাগ ২১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। জনরক্ষা বিভাগের জন্যও ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

ভারতে মার্কিণ মিশন

নিউ ইয়র্কের এক সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের সহকারী রাষ্ট্র সচিব ডাঃ এইচ্‌. এফ্‌. গ্র্যাডি যুক্তরাষ্ট্রের ভারতগামী মিশনের নেতা নিযুক্ত হইয়াছেন। মিশন পাঠাইবার সংবাদ লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষিত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি নয়াদিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

ভারতীয় বাহিনীতে লোক সংগ্রহ

গত ৫ই মার্চ্চ কমন্স সভায় ভারতীয় বাহিনীতে লোক সংগ্রহ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব মিঃ আমেরি ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের প্রথম বৎসর ৯০ হাজার ৮৮২ জন ভারতীয় এবং ৩ হাজার ৩৪৭ জন গুর্খা সৈন্যদলের জন্য সংগ্রহ করা হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি বৎসর ২৫ হইতে ৩০ হাজার পর্য্যন্ত লোক সংগ্রহ করা হইত।

বীমাকারীদের দাবী পরিশোধের ব্যবস্থা

৯ই মার্চ্চ দিল্লীতে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতি স্যার বাইরামজী তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, শত্রুর কার্য্যকলাপের ফলে হতাহত বীমাকারীদিগের দাবীর টাকা বিনা আপত্তিতে তাড়াতাড়ি পরিশোধ করিয়া দেওয়াই ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির কর্ত্তব্য। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের সন্নিকটে যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তার লাভ করায় অসামরিক জনগণকে যুদ্ধজনিত অবস্থায়ও জীবন বীমার সকল রকম সুযোগ দেওয়া এবং তাহাদের দাবী সম্পর্কে কোম্পানীগুলির মনোভাব স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করাই আজ বীমা কোম্পানী পরিচালকদিগের উচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে ৩ লক্ষ বীমাপত্রে ৪৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার বীমাপত্র বিক্রয় করা হইয়াছিল; তন্মধ্যে ২ লক্ষ ৮৯হাজার বীমাপত্রে ৪২ কোটী ৫১ লক্ষ টাকার বীমা ভারতীয় কোম্পানীগুলিতে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাহার মতে মালয় প্রণালী উপনিবেশ ও সন্নিকটবর্ত্তী যে সকল দেশ শত্রুর অধিকারে গিয়াছে সেই সকল দেশের বীমাকারীরা শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রিমিয়াম পাঠাইতে না পারায় এবং ইতিমধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে সে সংবাদ উত্তরাধিকারীরা দিতে অক্ষম হওয়ায় ঐ সকল ক্ষেত্রে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের বাতিল বীমাপত্র পুনরুজ্জীবিত করিতে কিম্বা শত্রুর আক্রমণের ফলে হতাহতদের দাবী পরিশোধ সম্পর্কে সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত।

শিল্প গবেষণা সমিতি হইতে ডাঃ মেঘনাথ সাহার পদত্যাগ

প্রকাশ, ডাঃ মেঘনাথ সাহা ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণা সমিতি হইতে তাঁহার সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

চীনের ভারতীয় পণ্যক্রয়

চীনের জাতীয় সরকার তাহাদের পিকিন সিণ্ডিকেটের মারফতে ইতিমধ্যে ভারতে যুদ্ধ সম্পর্কীয় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি ক্রয়ের অর্ডার দিয়াছেন। ইহার মধ্যে সামরিক পরিচ্ছদের জন্য কয়েক লক্ষ গজ কাপড় এবং প্রচুর পরিমাণে সুতার অর্ডারও রহিয়াছে। চীনের জাতীয় সরকারের অর্ডার এপর্য্যন্ত বস্ত্রাদি ক্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও, ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরণের হাতিয়ার, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ও অপরাপর শ্রেণীর আরও অনেক জিনিষের অর্ডার শীঘ্রই হয়ত পাওয়া যাইবে। ভারত সরকারের সরবরাহ দপ্তরের মারফতেই এই সকল অর্ডার সরবরাহ হইতেছে।

ইরাণের তৈল খনি

ইরাণের অন্তর্গত আবাডানে যে তৈলখনি আছে তাহা হইতে বৎসরে গড়পড়তায় ১০ লক্ষ টন তৈল উৎপন্ন হয়। ইরাণের তৈলখনি অঞ্চলে ও তৈল পরিশুদ্ধকারী কারখানায় ১৪ হাজার ইরাণী এবং ১ হাজার ভারতীয় শ্রমিক কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এই তৈল খনির মালিকদের নিকট হইতে ইরাণ সরকার বাৎসরিক ৪০ লক্ষ পাউণ্ড সেলামী বাবদ পাইয়া থাকেন।

১৯৪০-৪১ সালের ভারতীয় তুলার হিসাব

১৯৪০-৪১ সালের মরশুমের শেষভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ভারতীয় মজুদ তুলার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৭ লক্ষ ২১ হাজার বেল বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ২ লক্ষ ৬০ হাজার বেল তুলা বিদেশে কম রপ্তানী হইয়াছে এবং ভারতের কাপড়ের কলসমূহে তুলার আমদানী পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১২ লক্ষ ৬০ হাজার বেল বাড়িয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারদের জন্য সাহায্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকার ব্যক্তিদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১০ কোটি ডলার ব্যয় মঞ্জুর করার একটি সিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতে এলুমিনিয়াম শিল্প

গত ৯ই মার্চ্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার বলেন যে, দক্ষিণ ভারতে এবং বাংলায় দুইটী প্রসিদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান এলুমিনিয়াম উৎপাদন করিবার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করিতেছে। তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের এলুমিনিয়াম শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষরূপে সংরক্ষণ নীতির আওতায় আনা হইবে।

ভারত সরকারের চাউল নিয়ন্ত্রণ কর্ম্মচারী নিয়োগ

প্রকাশ, ভারত সরকার একজন চাউল নিয়ন্ত্রণ কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে চাউল আমদানী বন্ধ হওয়ায় এবং সিংহল ও সৈন্য বিভাগ হইতে চাউলের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় এইরূপ একজন কণ্ট্রোলার নিয়োগ করার প্রয়োজন হইয়াছে।

গবাদি পশুক্রয়ের জন্য বোম্বাই সরকারের ঋণদান

বোম্বাই সরকার ইহার গবাদিপশু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর মারফতে কৃষকদিগকে প্রজনন বৃষ এবং গাভী ক্রয় করিবার জন্য ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

জাভা হইতে বিদেশে চিনি রপ্তানী

১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে জাভা হইতে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন (এক মেট্রিক টনে ২১ মণের কিছু বেশী) চিনি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল; ১৯৪০ সালে এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৬০ হাজার ৪৭৭ মেট্রিক টন।

ভারত হইতে বিদেশে চা-রপ্তানী

১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরে যে ছয়মাস শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ভারত হইতে বিদেশে ১৪ কোটি ১৯ লক্ষ ৫৬ হাজার পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছিল; ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ চা রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ২ হাজার পাউণ্ড।

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও ভারতীয় শিল্প

সম্প্রতি নিখিল ভারত শিল্প মালিক প্রতিষ্ঠানের নবম বার্ষিক অনুষ্ঠানে সভাপতির অভিভাষণে স্যার শ্রীরাম বলেন যে, বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য ভারতের শিল্প উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে বলিয়া অনেকেই মন্তব্য প্রকাশ করেন। যদিও বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে ভারতে শিল্প উন্নয়নের কিছু সুবিধা হইয়াছে, তবুও ভারত সরকার এই সুযোগ কাজে লাগাইতে বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। শিল্প গঠন করিবার জন্য বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির আমদানীর উপর ভারত সরকার অনেক রকম বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছেন এবং এই সকল জিনিসপত্রাদি নূতন শিল্প স্থাপনে অপরিহার্য্য। ভারতে বৃহদাকার শিল্প, যথা যন্ত্রপাতি তৈয়ার করা, জাহাজ নির্ম্মাণ, বিমানপোত প্রস্তুত করণ, মোটরগাড়ী ও রেলের ইঞ্জিন নির্ম্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং *সুরাসার প্রস্তুতের উপযুক্ত যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ* করিবার সুযোগ সুবিধা খুব সামান্য পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে। অতএব আশা করা যায় যে, এই সময় ভারত সরকার এদেশে শিল্পের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

বাংলায় পাট চাষের জমির পরিমাণ

গত ১০ই মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাট চাষ সমস্যা সম্পর্কিত একটী প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে ফজলুল হক এক বিবৃতি দান করেন এবং বলেন যে, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে, বিগত ১৯৪০ সালে মোট যত একর পাট চাষের জমি ছিল, ১৯৪২ সালে (এই বৎসর) তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমিতে পাট উৎপাদন করা যাইবে। ঐ পরিমাণ আরও হ্রাস করা হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে এবং এই বিষয়ে বাংলা সরকারের সিদ্ধান্ত অতি সত্বরই ঘোষণা করা হইবে।

বৃটেনে দেশরক্ষার ব্যয়

সরকারীভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৪১-৪২ সালে) বৃটেনের ৪ শত ২৫ কোটী পাউণ্ড ব্যয় হইবে। আগামী আর্থিক বৎসরের জন্য ১ শত কোটী পাউণ্ডের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরীর একটী প্রস্তাবও করা হইয়াছে। গত ছয় সপ্তাহের হিসাবে দেখা যায় যে, বৃটেনে দৈনিক জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড। যুদ্ধের জন্য বৃটেনের গড়পড়তায় প্রত্যহ ব্যয় হইতেছে ১ কোটী ২৫ লক্ষ পাউণ্ড। যুদ্ধ সম্পর্কে ২৫ কোটী পাউণ্ড বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৪১-৪২ সালে) অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য বৃটেনের অর্থ-সচিব স্যার কিংসলি উড একটী প্রস্তাব আনয়ন করেন। এই সম্পর্কে আরও জানান হয় যে গত যুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮ সালে) বৃটেনে যুদ্ধের ব্যয় বরাদ্দের জন্য ৮৭৪ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড মঞ্জুর করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই উহা অপেক্ষা ৩০ কোটী পাউণ্ড বেশী বরাদ্দ মঞ্জুর করা হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত ঋণের সুদের হার ছিল শতকরা ৫ বা ৬ পাউণ্ড। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ সুদের হার হইতেছে শতকরা ২॥ বা ৩ পাউণ্ড।

বৃটেনে খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির ব্যবহার সঙ্কোচন

প্রকাশ, বৃটেনে খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয়, ভ্রমণ এবং আমোদ প্রমোদ ব্যবস্থার আরও সঙ্কোচসাধন করা হইবে। পেট্রল ব্যবহারেরও নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করা হইবে।

কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কয়লা সরবরাহের সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন। অসামরিক জনসাধারণের জন্যও মাথা পিছু কয়লা সরবরাহের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার সম্বন্ধেও একটী প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনাধীনে আছে।

ফাটকা বাজারের সংস্কার

কলিকাতার পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ফাটকা বাজার সম্পর্কে মিঃ জন এ টড বাংলা সরকারের নিকট যে কার্য্যবিবরণী দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ফাটকা বাজারের সংস্কার সাধনের জন্য কয়েকটী সুপারিশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কাঁচা পাটের বাজারকে এমনভাবে সুসংবদ্ধ করিতে হইবে, যাহাতে ফাটকা বাজারের কর্ত্তৃত্ব নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ফাটকা বাজারের দেনাদারেরা টাকা দেওয়া বন্ধ রাখিবার জন্য আইনতঃ যে অনুমতি পাইয়াছেন, তাহার সুযোগে উভয় ফাটকা বাজারের সংগঠন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যথাযথ পদ্ধতিতে পাটের শ্রেণী নির্দ্ধারণের পথ দেখিতে হইবে।

ভারতের আর্থিক বিলি ব্যবস্থা

গত ৬ই মার্চ্চ নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইনান্স কমিটী'র এক অধিবেশনে ১৯৪১-৪২ সালের দরুণ ডাক ও তার বিভাগের বাবদ ৪০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ এবং জনরক্ষা সম্পর্কিত সংবাদ প্রচার ও বেতার, প্রবাসী ভারতীয়দের তত্ত্বাবধান বিভাগ এবং নয়াদিল্লীতে রাজকর্ম্মচারীদের বাসভবনে গ্রীষ্মকালীন আরামের ব্যবস্থার জন্য ১৪ লক্ষ ৭২ হাজার ৬৮০ টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে। অহিফেনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১৯৪১-৪২ সালে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, ১৯৪২-৪৩ সালে ২৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৫ শত টাকা এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। যে পরিমাণ অহিফেন বিক্রয়ার্থ সরবরাহ করা হইবে তাহার মূল্য বাবদ ১৯৪১-৪২ সালে ২৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা, ১৯৪২-৪৩ সালে ৫১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে ৫১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪১ সালে ভারত সরকারের অধীনে যে জনরক্ষা বিভাগ, সংবাদ প্রচার ও বেতার বিভাগ এবং প্রবাসী ভারতীয়দের তত্ত্বাবধান বিভাগ খোলা হইয়াছে, সেই তিনটী বিভাগের জন্য প্রথম বৎসর ও পরবর্ত্তী বৎসরসমূহে যথাক্রমে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যয় হইবে, যথা :—জনরক্ষা বিভাগ—১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত টাকা ও ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা; সংবাদ প্রচার ও বেতার বিভাগ—১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ও ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬ শত টাকা; প্রবাসী ভারতীয় বিভাগ—৭৭ হাজার ৭১২ টাকা ও ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৬৬৲ টাকা।

তুলার চাষ হ্রাসের চেষ্টা

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকটে এইরূপ একটী প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন যে, জাপানের যুদ্ধে যোগদানের পর হইতে ভারতীয় তুলার বাজারের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ায় চাষীদিগকে শতকরা অন্ততঃ ৩৩ ভাগ তুলার চাষ হ্রাস করিতে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে খাদ্য-শস্য জন্মাইবার জন্য পরামর্শ দেওয়া আবশ্যক।

পাট চাষের বিবরণ

বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত বৎসরের মত এবারেও বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম এই চারিটি প্রদেশের পাট চাষের অতিরিক্ত বিবরণ বাহির করা হইবে। ১৯৪১ সালের পাট চাষ সম্পর্কে এই বিবরণ রচিত হইয়াছে। ২৮শে মার্চ্চ শনিবার ইহা প্রকাশিত হইবে।

বাংলায় শণের চাষ

বাংলা দেশে বর্ত্তমান বৎসরে ১ শত মণেরও অধিক পরিমাণ শণ বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানে উৎপন্ন হইয়াছে। কলিকাতার পাট সরবরাহ সম্পর্কিত পরামর্শদাতা পাটকলে এই সকল শণ বয়ন করিয়া বস্ত্রাদি উৎপাদন করা যায় কি না তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। এইরূপ ধরণের বস্ত্রাদি দেশরক্ষা বিভাগের প্রয়োজনে লাগিবে।

নূতন চর্ম্মশিল্প অঞ্চল

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, দক্ষিণ ভারতে চর্ম্মদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মাদ্রাজ প্রদেশে অনতিবিলম্বে একটী চর্ম্মশিল্প অঞ্চল গঠন করা হইবে। শীঘ্রই সেখানে ঘোড়ার জিন ও অন্যান্য সরঞ্জাম তৈয়ারীর একটী শাখা কারখানাও খোলার ব্যবস্থা হইবে। ইহা লইয়া ভারতবর্ষে চারিটি চর্ম্মশিল্প অঞ্চল গঠিত হইল। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে ইতিপূর্ব্বেই অন্য তিনটি গঠিত হইয়াছে।

সংবাদপত্রের কাগজ

যে সমস্ত খবরের কাগজ রোটারি যন্ত্রে ছাপা হয় সে সমস্ত কাগজে রীল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাগজ ছাপার পর রীলে কিছু কিছু কাগজ অবশিষ্ট থাকে। উহা রোটারি যন্ত্রে ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু কাটিয়া ফ্ল্যাট মেসিনে ব্যবহার করা চলে। ভারত সরকার ইতিপূর্ব্বে আদেশ দিয়াছিলেন যে, কোন খবরের কাগজই অপরের নিকট কাগজ বিক্রয় করিতে পারিবে না। এক্ষণে ভারত সরকার অনুমতি দিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত রীলের অব্যবহার্য্য অংশগুলি ব্যবহার করা যাইবে। কিন্তু এই অব্যবহার্য্য অংশের একটা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে খবরের কাগজ বা খবরের কাগজের ছাপাখানায় একমাসে যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হইবে, পরবর্ত্তী মাসে সেই পরিমাণ কাগজের শতকরা ৩ ভাগ মাত্র বিক্রয় করা যাইবে। ফ্ল্যাট মেসিনে যে কাটা কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহার কিছু কিছু অব্যবহার্য্য থাকে। সেই অব্যবহার্য্য কাগজও বিক্রয় করা চলিবে এবং তাহার পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী মাসে ব্যবহৃত কাগজের পরিমাণের শতকরা আড়াই ভাগ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

ক্যাম্বিসের জুতার ফরমাস

দেশরক্ষা বাহিনীগুলির জন্য রবারের তলাযুক্ত বাদামী রংএর ক্যাম্বিসের ১ কোটি জুতা সরবরাহের নিমিত্ত সরবরাহ বিভাগ ভারতের জুতা ব্যবসায়ীদের সহিত সম্প্রতি একটা বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

বোম্বাই পোর্ট ট্রাষ্টের বাজেট

১৯৪২-৪৩ সালে বোম্বাই পোর্ট ট্রাষ্টের বাজেটে ২ কোটি ৯১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা আয় এবং ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। চলতি বৎসরে ৬৬ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে ৩৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে ৪৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া বাজেটে ধরা হইয়াছে।

সীমান্ত প্রদেশে গমের অভাব

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গমের অভাব হওয়ায় সীমান্ত সরকার এক-খানি ইস্তাহার জারী করিয়া জনসাধারণকে অল্প পরিমাণে আটা ব্যবহার করিতে এবং সম্ভব হইলে জনার ও ময়দার সহিত মিশাইয়া আটা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

৭ই মার্চ্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার জিয়াউদ্দিনের একটী প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার বলেন যে, ভারত সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কাপড়ের দর লক্ষ্য করিতেছেন এবং উপযুক্ত দরে যাহাতে কাপড় তৈরী ও বিক্রয় হইতে পারে তাহার একটী পরিকল্পনার জন্যও ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন। বস্ত্রশিল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ এই পরিকল্পনা মোটামুটি অনুমোদন করিয়াছেন। পাটজাত দ্রব্যের মূল্য এখনও এমনভাবে বৃদ্ধি পায় নাই, যাহাতে কোন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হইতে পারে।

ধর্ম্মঘট নিবারণের চেষ্টা

সম্প্রতি ভারত সরকার একটী আদেশ জারী করিয়া যে কোন কারখানায় ধর্ম্মঘট করিতে হইলেই ১৪ দিনের নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক করিয়াছেন। এই আদেশে আরও বলা হইয়াছে যে, কোন শালিসীবোর্ড বা আদালতের নিকট বিরোধের বিষয়টী মীমাংসার জন্য দাখিল করিলে বিচারকাল বা তাহার পর দুইমাস পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট করা চলিবে না।

সোভিয়েট রাশিয়ার উরাল অঞ্চলে কয়লা

উরাল অঞ্চলে বিভিন্ন কয়লার খনিসমূহে ৬ শত কোটি টন কয়লা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

পৃথিবীর রৌপ্য উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪১ সালে সমগ্র পৃথিবীতে ২৬ কোটি ৮০ লক্ষ আউন্স রূপা উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; ১৯৪০ সালে, ১৯৩৯ সালে এবং ১৯৩৮ সালে এইরূপ রৌপ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭ কোটি ৩৭ লক্ষ আউন্স, ২৫ কোটি ৮৮ লক্ষ আউন্স এবং ২৬ কোটি ৪৯ লক্ষ আউন্স।

কাগজ ও কার্ডবোর্ড ধ্বংস করা নিষেধ

বৃটেনে সমরোপকরণ নির্ম্মাণকল্পে টুকরা লোহা সংগ্রহ সম্পর্কে এক বিশেষ চেষ্টার ফলে প্রায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টন টুকরা লোহা সংগৃহীত হইয়াছে। বৃটিশ সরকারের সরবরাহ সচিব এক আদেশ জারী করিয়া কাগজ বা কার্ড বোর্ড পোড়ান অথবা ধ্বংস করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ভারতে জাল মুদ্রার পরিমাণ

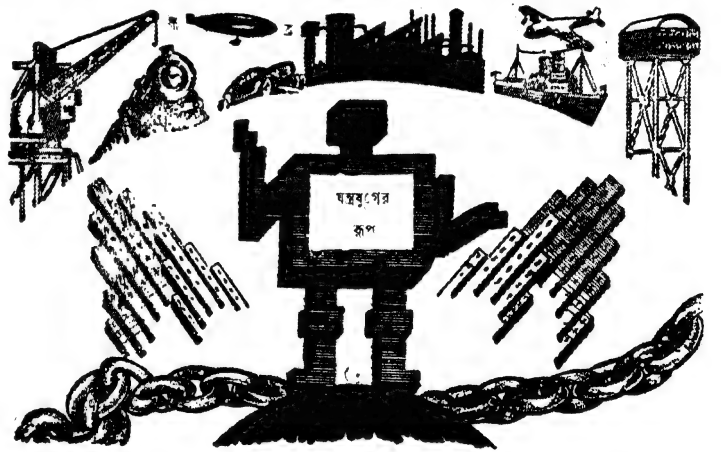
১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ২ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৫৫ টাকার জালমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ জাল টাকার সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫১ হাজার ২৬২।

উত্তরাধিকার আইন সংশোধন

উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন বিষয়ে হিন্দু আইন সংস্কার কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান স্যার বি এন রাও যে খসড়া বিল রচনা করিয়াছেন, নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে শীঘ্রই তিনি উহা ভারত সরকারের নিকট দাখিল করিবেন। উক্ত বিলে কন্যার উত্তরাধিকার ও তাহার ভরণপোষণের জন্য শ্বশুরকে আইনসঙ্গতভাবে দায়ী করার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত বিল বহুলাংশে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক আনীত বিলের অনুকরণে রচিত হইয়াছে।

খনি বন্দোবস্ত আইন সংশোধন

প্রকাশ, বাংলা সরকার ১৯১২ সালের বঙ্গীয় খনি বন্দোবস্ত আইনের সংশোধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। উক্ত আইনের মোটামুটী উন্নতি সাধন এবং উহা কার্য্যে পরিণত করার যে সকল বাস্তব অসুবিধা রহিয়াছে, সেই অসুবিধাগুলি দূর করাই এই সংশোধনের উদ্দেশ্য। বাংলা সরকার এ সম্বন্ধে কলিকাতার বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন।




য়্যাফ্রোদিতে
আর
অলকানন্দা



ভারতে গম সমস্যা

বর্ত্তমানে ভারতে যে প্রকার গমের অভাব ও ইহার দর বৃদ্ধি দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ১১ই মার্চ স্যার জিয়াউদ্দীন আহমদ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বলেন যে, ভারতে প্রায় ১ কোটী টন গম উৎপন্ন হয় এবং ৯০ লক্ষ টন গম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারত সরকার গমের সর্ব্বোচ্চ দর মণ প্রতি ৪।৵০ আনা ধার্য্য করার সময় গম মজুদকারীদিগের উপর উহার প্রতিক্রিয়া ভাবিয়া দেখেন নাই, ফলে লক্ষ লক্ষ বস্তা গম লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ মূল্য ধার্য্য করার সময় সরকার মজুদ মাল ক্রয় করিলে ও উহা জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করিলে এরূপ অবস্থা হইত না। এখনও সরকার মজুদ গম কিনিয়া লইয়া সাধারণের নিকট বিক্রয় করিলে এই অবস্থা ফিরিতে পারে। স্যার জিয়াউদ্দিন আহমদের আলোচনার উত্তরে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার বলেন যে, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতে ১ কোটি ৫ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল; ১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টন গম ও ৮২ হাজার টন ময়দা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৫০ হাজার টন গম আমদানী করা হইয়াছিল। উহার অধিকাংশ চূর্ণ করিয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। উপরোক্ত ১০ মাসে ভারত সরকার সৈন্যদলের জন্য ২ লক্ষ ৩ হাজার টন ময়দা ক্রয় করিয়াছেন। গোপনে যে মাল লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা বিক্রয় না করা পর্য্যন্ত অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয় না

ভারতে ইক্ষু চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র ভারতে ৩৪ লক্ষ ৬৬ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ ইক্ষু চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৪৫ লক্ষ ৯৮ হাজার একর। আলোচ্য বৎসরে সমগ্র ভারতে ৩৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টন অপরিশুদ্ধ চিনি (গুড়) উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৭ লক্ষ ৯৪ হাজার টন।

স্বাধীন চীনে চাউল সমস্যা

প্রকাশ, স্বাধীন চীনে জনসাধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বাধীন চীনে চাউল উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় চাউলের দর সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান করাই হইতেছে বর্ত্তমানে স্বাধীন চীন সরকারের বিবেচনার প্রধান বিষয়। ১৯৪১ সালে স্বাধীন চীনে প্রচুর পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হইয়াছে এবং চীন সরকার প্রায় ৩ কোটী মণ চাউল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সৈন্য বিভাগের, সরকারী কর্ম্মচারীদের এবং বড় বড় চাউলের ব্যবসা কেন্দ্রে চাউল যোগান দিবার জন্য চীনা সরকারের হাতে প্রায় ৬০ লক্ষ মণ মজুদ আছে।

ভারত হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জিনিষের অর্ডার

ইজারা ও ঋণদান আইনের সুবিধা অনুযায়ী ভারত হইতে গত জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত ৪৭ কোটী টাকা মূল্যের দ্রব্যাদির অর্ডার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১১ কোটী টাকার মত মাল বর্ত্তমান মাসের (মার্চ্চ মাসের) শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিবে বলিয়া মনে হয়। অবশিষ্ট মালপত্র আগামী এক বৎসরের মধ্যে ভারতে সরবরাহ করা হইবে। ভারতে আগামী এক বৎসর কালের মধ্যে ৪০ কোটী টাকা মূল্যে ৭০ কোটী গজ সূতি বস্ত্র ক্রয় করার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জাহাজ নাশের পরিমাণ

সম্প্রতি ব্রিটিশ চেম্বার অব্ শিপিং কর্তৃক প্রকাশিত এক হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বৃটীশ ও অন্যান্য মিত্রপক্ষের মোট জাহাজ বিনাশের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৬ লক্ষ টন। যুদ্ধ বাধিবার পর ২৮ মাসে অর্থাৎ ২ বৎসর ৪ মাসে গড়পড়তা প্রতি মাসে প্রায় ৩ লক্ষ টন জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতা পরিত্যাগকারীদের সংখ্যা

গত ১১ই মার্চ্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে স্যার এ এইচ গজনভীর এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার এণ্ড্রু ক্লো জানান যে, গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের উক্ত দুই মাসের তুলনায় ৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৮৬ জন অধিক যাত্রী কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে। গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে বহির্গামী যাত্রীর সংখ্যা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়ায়।

সংবাদপত্রের আকার নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা ও তদনুযায়ী সংবাদপত্রের দর নিম্নলিখিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে :—

খুচরা দর	সর্ব্বাধিক পৃষ্ঠা সংখ্যা		
	'ক' শ্রেণী	'খ' শ্রেণী	'গ' শ্রেণী
দুই পয়সার কম	•	২	২
অন্যূন দুই পায়সা কিন্তু তিন পয়সার কম	২	৪	৬
অন্যূন তিন পয়সা কিন্তু এক আনার কম	৪	৬	৮
অন্যূন এক আনা কিন্তু পাঁচ পয়সার কম	৬	৮	১২
অন্যূন পাঁচ পায়সা কিন্তু ছয় পয়সার কম	৬	১০	১৪
অন্যূন ছয় পয়সা কিন্তু সাত পয়সার কম	৮	১২	১৮
অন্যূন সাত পয়সা কিন্তু দুই আনার কম	১০	১৪	২০

যে সকল পত্রিকার পৃষ্ঠার আয়তন ৩৩৬ বর্গ ইঞ্চির কম নহে সেগুলি 'ক' শ্রেণীভুক্ত ; পৃষ্ঠার আয়তন ৩৩৬ বর্গ ইঞ্চির কম কিন্তু ২০০ বর্গ ইঞ্চির কম নহে সেগুলি 'খ' শ্রেণীভুক্ত এবং যেগুলির পৃষ্ঠার আয়তন ২০০ বর্গ ইঞ্চির কম সেগুলি 'গ' শ্রেণীভুক্ত। আরও প্রকাশ যে, অবিক্রিত সংবাদপত্র ফেরৎ লওয়ার প্রথা রদ করিয়া ভারত সরকার একটী আদেশ জারী করিয়াছেন।

ব্রহ্ম হইতে আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা

গত ১০ই মার্চ্চ রাষ্ট্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে বহির্ভারতীয় বিভাগের সেক্রেটারী জানান যে, রেঙ্গুন ও মৌলমিনের বিমান হানায় যথাক্রমে ১১০২ ও ৩৮ জন নিহত এবং ১৬৫০ ও ৮০ জন আহত হইয়াছে; এই হতাহতদের অধিকাংশই ভারতবাসী। ব্রহ্মে ভারতবাসীর মোট সংখ্যা (১৯৩১ সালের আদমসুমারী অনুসারে) ১০ লক্ষ ১৭ হাজার ৮২৫ জন। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম হইতে প্রায় ৬৫ হাজার ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থী জল ও স্থলপথে ভারতে পৌছিয়াছে। হংকং-এর প্রবাসী ভারতবাসীদের সম্পর্কে জানান হয় যে, হংকং-এ ৪ হাজার ৭৩৫ জন ভারতবাসী ছিল।

সরবরাহ বিভাগ সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ

গত ১০ই মার্চ্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে সরবরাহ বিভাগের ক্রয় ও পরিদর্শন কার্য্যে দুর্নীতি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্যার জিয়াউদ্দীন এক ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, উৎকোচ প্রদান না করিয়া কোন কিছু করিবার উপায় নাই। মিঃ নৌমান ও মিঃ যমুনাদাস মেটা উক্ত অভিযোগ সমর্থন করেন। সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জেঙ্কিন্স বিতর্কের উত্তরে জানান যে, সরবরাহ বিভাগের দুর্নীতি নিবারণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রহিয়াছে এবং এ বিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরগণের বৈঠক

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতের কুটীর শিল্পের উন্নতি ও ব্যাপক প্রসারের উপায় ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে সরবরাহ বিভাগের উদ্যোগে শীঘ্রই বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরগণের এক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত বৈঠকে বিভিন্ন দেশীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিগণও যোগদান করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

অব্যবহার্য্য কাগজ সংগ্রহের পরিমাণ

গত জানুয়ারী মাসে ইংলণ্ডে বাজে কাগজ সংগ্রহের পরিমাণ সর্ব্বাধিক হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। জানুয়ারী মাসের মোট সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ টন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলর

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আগামী দুই বৎসর কালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিদায়ী ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার আজিজুল হক মার্চ্চ মাসের শেষভাগে ডাঃ রায়কে কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ

গত ১৯৪১ সালের জুন মাসে সুপরিচিত ব্যবসায়ী মিঃ ডি এন চৌধুরী শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিমিটেডের পরিচালনা ভার গ্রহণ করার পর হইতে নানাদিক দিয়া এই কোম্পানীটির সমূহ উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। গত ১৯৪১ সালের ৩১ শে মার্চ্চ তারিখে এই কোম্পানীটির আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। মিঃ ডি এন চৌধুরী কর্ত্তৃক গঠিত মেসার্স চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ কোম্পানীর সেক্রেটারীজ এণ্ড এজেন্টস-এর কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর গত জানুয়ারী পর্য্যন্ত তাঁহারা ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৬২০ টাকার নূতন শেয়ার বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উহাতে এই কোম্পানীটির উপর জনসাধারণের আস্থা ও নির্ভরতা বর্ত্তমানে অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া বুঝা হয়। শ্রীদুর্গা কটন মিলে সূতা বয়নের জন্য কোন বিভাগ না থাকায় এতদিন ঐ মিলের কার্য্যধারা তেমন প্রসারিত হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ সূতার অভাবে রীতিমতভাবে বস্ত্র বয়নের কাজ চালাইয়া যাওয়াও কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুখের বিষয় কোম্পানীর নূতন কর্ম্মকর্ত্তাগণ ঐ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় সূতা বয়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠার কাজ ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। সূতা বয়নের জন্য সুবিধাজনক মূল্যে কল ক্রয় করা হইয়াছে। এই কল বসাইবার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। কল বসাইবার কাজ সম্পন্ন হইলে ৭ হাজার টাকুতে সূতা প্রস্তুতের কাজ চলিবে।

গত কতিপয় বৎসর যাবৎ শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলটির নানা দিক দিয়া দুর্দ্দিন দেখা যাইতেছিল। একদিকে উৎপাদন কম ও অপরদিকে খরচ বেশী হওয়ায় বৎসর বৎসরই কোম্পানীর ক্ষতি বাড়িয়া চলিয়াছিল। মিঃ ডি এন চৌধুরীর কর্ম্মনৈপুণ্যে এক্ষণে ঐ কোম্পানীর অভিনব শ্রীবৃদ্ধির সূচনা লক্ষ্য করা যাইতেছে। আমরা এই কৃতকার্য্যতার জন্য মিঃ চৌধুরীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং দেশের জনসাধারণ এই শুভ প্রচেষ্টায় সকল রকমে তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আশা করিতেছি।

জি এস্ এম্পোরিয়াম লিঃ

গত ২রা মার্চ্চ দোল পূর্ণিমা দিবসে জি এস্ এম্পোরিয়াম লিমিটেডের দশম বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব উক্ত কোম্পানীর হেড অফিস কলিকাতায় এবং জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার শাখা অফিসে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে উক্ত তিন স্থানেই বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। জি এস এম্পোরিয়ামের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য কতিপয় কর্ম্মচারী সমাগত অতিথিবর্গকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ব্যারাকপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **ডানবার মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **তাপ্তি ভ্যালি রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **হাওড়া শিয়াখোলা লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা। **বাকিংহাম এণ্ড কার্ণাটিক কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা। **মাদ্রাজ টেলিফোন কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা। **বসন্ত মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা। **আলেকজান্দার জুট মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। **কহিনুর মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ২৭৲ টাকা। **আড়া সাসারাম লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৩ই মার্চ্চ

কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কলটাকার সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে ৸৹ আনা ও ৷৷৹ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্ব্ববৎ। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে রপ্তানী বিল খুব কমই দেখা গিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহে মিত্রপক্ষের উর্য্যুপরি পরাজয় ও ক্রমান্বয় পশ্চাদপসরণের সংবাদে সোণার বাজারে ক্রেতার ভীর বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। সোণার দর গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে ৫২৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৭৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

গত ১০ই মার্চ্চ তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৪১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৶৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৷৶৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৴১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ১৭ই মার্চ্চ তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ২০শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাবলী পূর্ব্ববৎ।

গত ৫ই মার্চ্চ হইতে ৯ই মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী মোট ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। গত ১১ই মার্চ্চ হইতে আগামী ১৬ই মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব্বঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৷৷৶৯ পাই দরে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে।

গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার বেঙ্গল ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৶৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৷৶৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট ১ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং উহার গড়পড়তা সুদের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে শতকরা বার্ষিক ১৴৯ পাই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৬ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৬৪ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা, পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৫৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটি ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৩ কোটি ১৯ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪১ কোটি ১২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৬ কোটি ১৩ লক্ষ ২ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটী ৯৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ২৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{৬৩}{৬৪}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸৹

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ১৩ই, মার্চ্চ

রেঙ্গুণ সহর জাপানীদের হস্তে পতিত হওয়ার জন্য এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধে জাপানের সাফল্য কলিকাতার শেয়ার বাজারের উপর আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে অত্যন্ত মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। রেঙ্গুণ জাপানীদের হস্তগত হওয়ায় অনেকেরই আশঙ্কা হইয়াছে যে, ভারতের শিল্পপ্রধান কেন্দ্রগুলি শত্রুপক্ষের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বীমা ব্যাপকভাবে প্রবর্ত্তিত না হওয়ার জন্য শেয়ারের ক্রেতা বিক্রেতা কেহই শেয়ার সম্পর্কিত কাজকাবারে কোনরূপ আগ্রহ দেখাইতেছে না। গতকল্য কলিকাতার শেয়ার বাজারের কার্য্যকরী সমিতি ব্যাঙ্ক, রেলপথ এবং প্রেফারেন্স শেয়ারসমূহের ন্যূনতম মূল্য ধার্য্য করিয়া দিবার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। একমাত্র ডিবেঞ্চার ছাড়া সমস্ত বিভাগের শেয়ারেরই নিম্নতম দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্য ভারত সরকার ভারত রক্ষা বিধানানুযায়ী 'গেজেট অব ইণ্ডিয়ার' একখানা অতিরিক্ত সংখ্যায় বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের ঋণপত্রসমূহের ন্যূনতম দর নিম্নহারে নির্দ্ধারিত করিয়া একটী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন :—৫৲ সুদের ইউ পি ঋণ (১৯৪৪)—১০৩৲; ৪৲ সুদের পাঞ্জাব ঋণ (১৯৪৮)—১০১; ৩৲ সুদের পাঞ্জাব ঋণ (১৯৪৯)—৯৪৲; ৩৲ সুদের সি পি এবং বেরার ঋণ (১৯৪৯) ৯৪৲; ৩৲ সুদের পাঞ্জাব ঋণ (১৯৫২)—৯৩৲; ৩৲ সুদের ইউ পি ঋণ (১৯৫২)—৯৩৲; ৩৲ সুদের সি পি এবং বেরার ঋণ (১৯৫২)—৫৩৲; ৩৲ সুদের মাদ্রাজ ঋণ (১৯৫২)—৯৩৲; ৩৲ সুদের আসাম ঋণ (১৯৫২)—৯৩৲; ৩৲ সুদের এন ডব্লিউ এফ পি ঋণ (১৯৫২)—৯৩৲; ৩৲ সুদের মাদ্রাজ ঋণ (১৯৫৩)—৯৩৲; ৩৲ সুদের পাঞ্জাব ঋণ (১৯৫৮)—৮৯৲; ৩৲ সুদের মাদ্রাজ ঋণ (১৯৫৯)—৮৯৲; ৩৲ সুদের ইউ পি ঋণ (১৯৬১-৬৬)—৮৬৲। বর্ত্তমানে সুদূর প্রাচ্যেররণাঙ্গনের জটিল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্য শেয়ারের বেচাকেনা ব্যাপারে কেহই বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না

এবং শেয়ারে টাকা না খাটাইয়া সোণা এবং রূপা অত্যন্ত চড়তি দরে ক্রয় করিবার জন্য অনেকেরই ঝোঁক দেখা যাইতেছে। এইজন্য একদিকে যেমন শেয়ার বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব বিরাজ করিতেছে, অপরদিকে তেমনি সোণা ও রূপার দর অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবার অত্যন্ত কম হইয়াছে। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৭৲ টাকা। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯৭৷০ আনা। ৩৲ টাকা সুদের দ্বিতীয় দফা ডিফেন্স ঋণ ৯৫৲ টাকা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের ঋণপত্র ৯৪৲ টাকা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৪৩ সালের ঋণপত্র ১০১৵০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের ঋণপত্র ১০৪৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের অতি সামান্য ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

(মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতি)

পড়িতে পারে। এরূপ অবস্থায় বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে যদি ভারতীয় সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থরক্ষার ভার কোন নিরপেক্ষ আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করিতে হয় তাহা হইলে ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পক্ষে বিলম্ব অনিবার্য্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির সন্ধির সর্ত্তের অধিকার রক্ষার যে কথা বলিয়াছেন তাহা লইয়াও গোল বাধিতে পারে। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ভারতের অনেক দেশীয় রাজা রাজ্যশাসন ব্যাপারে আত্মকর্ত্তৃত্বের পূর্ণ অধিকারী আছেন। কিন্তু বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট চিরদিন এইসব সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিয়া দেশীয় রাজাগণকে ক্রীড়াপুত্তলী করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী যে উহাদের স্বার্থ-রক্ষায় এত দোহাই দিতেছেন তাহাকে এদেশের অধিবাসী কিছুতেই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া মনে করিবে না। কংগ্রেসও দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণকে ছাড়িয়া কোন শাসনতন্ত্র মানিয়া লইতে পারে না। তৃতীয়তঃ বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী ভারতে দীর্ঘকালব্যাপী বৃটীশ শাসন হইতে উদ্ভূত যেসমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের কথা বলিয়াছেন তাহা একেবারেই ক্ষুদ্র নহে ; বরং দেশবাসী এইসব বিষয়ই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে। কারণ এইসব বিষয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃত্ব, ভারতের শিল্পবাণিজ্যে ইংলণ্ডের অবৈধ প্রতিযোগিতা, ভারতে রেলবিভাগ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পরিচালনা এবং শুল্কনীতি, বাট্টানীতি ইত্যাদিতে ভারতবাসীর কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নূতন প্রস্তাবে মুখে ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়া সামরিক বিভাগ, রেলবিভাগ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, শুল্কনীতি, বাট্টানীতি ইত্যাদি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের করায়ত্ত রাখিয়া—কি আত্মরক্ষার ব্যাপারে এবং কি দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ব্যাপারে ভারতবর্ষকে যদি ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে এরূপ কোন শাসনতন্ত্র কংগ্রেস ঘৃণাভরে উপেক্ষাই করিবে।

সুতরাং দেশশাসন ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের পক্ষে ভারতবাসীর সমক্ষে বহুবিধ বিঘ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে বৃটীশ প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণাকে আমরা এই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহি না। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস এদেশে আসিতেছেন। ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে তিনি খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন। এদিকে ভারতের জননায়ক মহাত্মা গান্ধী সকল সময়েই আপোষমূলক মনোভাবে অনুপ্রাণিত। দেশের কোন মৌলিক স্বার্থে বিঘ্ন না ঘটিলে তিনি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সমস্ত প্রকার প্রস্তাবে সাড়া দিবেন এবং শাসনতন্ত্র পরিচালনায় গুরুতর বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা না হইলে তিনি মুসলীম লীগের ও অন্যান্য সংখ্যালঘু দলের দাবী মানিয়া লইবেন, উহা আমরা খুবই বিশ্বাস করি। আর মহাত্মাজী যে প্রস্তাবে রাজী হইবেন—দেশবাসীও তাহা সমর্থন করিবে। এইজন্য স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস ও মহাত্মাজীর মধ্যে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা হইতে আমরা অনেক কিছু প্রত্যাশা করিতেছি। এই আলোচনার ফলে ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া আমরা অসম্ভব মনে করি না।

কয়লার খাদ

আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগে কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের কাজকারবার খুব অল্প ছিল। সেভিয়ট ১৯৭৷৷০ আনা এবং ফোর্ট গ্লষ্টার ৫০০৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ২১৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া পুনরায় ২১৷০ আনায় নামিয়া গিয়াছে। ষ্টিল করপোরেশন ১৩৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চিনির কল

এ সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চা-বাগান

চা-বাগানগুলির অবস্থার উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ইহার শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য কেহই বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই।

বিবিধ

এই বিভাগে এ সপ্তাহে অতি সামান্য কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৬ই মার্চ্চ—৯৫৲ ৯৫৷০ ; ৯ই—৯৫৲ ৯৫৷৵০ ; ১০ই—৯৫৲ ৯৫৷৵০ ; ১১ই—৯৫৵০ ; ১২ই—৯৫৲ ৯৫৷৵০। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৬ই মাঃ—৮৭৲ ; ৯ই—৮৭৲ ; ১০ই—৮৭৲ ; ১১ই—৮৭৲ ; ১২ই—৮৭৲ ৮৭৷৷০। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৬ই মাঃ—

৯৭৷০ ; ১০ই—৯৭৷/০ ; ১১ই—৯৭৷০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৬ই মাঃ—১০৪/০ ১০৪৶০ ; ৯ই—১০৪৲ ১০৪৷০ ; ১০ই—১০৪৲ ১০৪৷৶০ ; ১১ই—১০৪৲ ১০৪৷/০ ; ১২ই—১০৪⁄০ ১০৪৷০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯ই মাঃ—৭৫৲। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯ই মাঃ—১০৩৷০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ১২ই মাঃ—১০১৸০। ২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ১০ই মাঃ—৯৩৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১০ই মাঃ—৯৭৷/০ ; ১১ই—৯৭৷০ ; ১২ই—৯৭৷০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১২ই মাঃ—৯৪৲।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৬ই মাঃ—৯৪৷৷০ ৯৫৲ ; ৯ই—৯৩৲ ; ১০ই—৯০৲ ৯২৷৷০ ; ১১ই—৮৯৷৷০ ৯০৲। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ১০ই মাঃ—৩০০৲ ; ১১ই—২৯৭৲ ; ১২ই—৮৮৷৷০ ৯০৷৷০ ; (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১২ই মাঃ—১৩২৫৲।

ইলেক্ট্রীক

ঢাকা ইলেকট্রীক (প্রেফ) ৬ই মাঃ—১৪৲। মৃজাপুর ইলেকট্রীক ১০ই মাঃ—৬৷৷৶০।

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ৯ই মাঃ—১১৪৲ ; ১০ই—১০৫৲।

রেলপথ

আড়া সাসারাম রেলওয়ে ৯ই মাঃ—৬০৲। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ৯ই মাঃ—৯৫৲ ৯৮৲। ডিহিরী রোটাস রেলওয়ে ৯ই মাঃ—১০৲। চম্পারণ শিলধাট রেলওয়ে ১২ই মাঃ—৮০৲।

কাপড়ের কল

কাণপুর টেক্সটাইল ৯ই মাঃ—৯৷০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৯ই মাঃ—৪৷৷০ ; ১২ই—৪৷৷০।

পাটকল

আলেকজেণ্ড্রা (প্রেফ) ৬ই মার্চ্চ—১০০৲। ডেল্টা ৬ই মাঃ—৩৮২৷৷০ ; ১২ই—৩৮২৷৷০। ফোর্ট উইলিয়াম (প্রেফ) ৬ই মাঃ—১৩০৲ ; ৯ই—১২৯৲। ল্যানসডাউন (প্রেফ) ৬ই মাঃ—৯৩৲। এংলো-ইণ্ডিয়া (প্রেফ) ৯ই মাঃ—১৩৩৷৷০ ১৩৪৲। বালি (প্রেফ) ৯ই মাঃ—১২৪৲। সেভিয়ট ৯ই মাঃ—১৬৭৷৷০। ফোর্ট গ্লষ্টার ৯ই মাঃ—৫০০৲। গৌরীপুর (প্রেফ) ৯ই মাঃ—১১৮৲। ইণ্ডিয়া ৯ই মাঃ—৩২০৲। ন্যাশনাল ৯ই মাঃ—২১৲। রিলায়েন্স (প্রেফ) ৯ই মাঃ—১৩৩৷৷০ ১৩৪৲ ; ১১ই—১৩২৲। হুগলী ১০ই মাঃ—৬২৲। নিউ সেণ্ট্রাল (প্রেফ) ১১ই মাঃ—১৩৩৲। ইউনিয়ন (প্রেফ) ১১ই মাঃ—১৩৩৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৬ই মার্চ্চ—২১৸⁄০ ২২৲ ২২⁄০ ; ৯ই—২২৲ ২২/০ ; ১০ই—২১৷৷/০ ২১৷৷৶০ ২১৷৷⁄০ ২১৸০ ২২৲ ; ১১ই—২১৷০ ২১৷/০ ২১৷৷০ ২১৸০ ; ১২ই—২১৲ ২১৷৷৶০ ২১৸৶০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ৬ই মাঃ—১৩৷৷/০ ১৩৷৷৶০ ১৩৷৷⁄০ ১৩৸০ ; ৯ই—১৩৷⁄০ ১৩৷৷০ ১৩৷৷/০ ১৩৷৷৶০ ১৩৷৷⁄০ ; ১০ই—১৩৷৷০ ১৩৸০ ; ১১ই—১৩৷০ ১৩৷৶০ ১৩৸০ ; ১২ই—১৩৷০ ১৩৷/০ ; (প্রেফ) ৬ই মাঃ—১০১৲, ৯ই—৯৯৲ ১০০৲ ১০৩৲ ; ১২ই—৯৯৲। ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ৬ই মাঃ—১২৷৷০।

কাগজের কল

ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ৬ই মার্চ্চ—১৫৷৷০ ; (প্রেফ) ১২ই মাঃ—১০৩৲। টীটাগড় পেপার ৬ই মাঃ—১৮৷০ ; ৯ই—১৮৷০ ; ১০ই—১৮৷০ ; ১১ই—১৮৷০। ষ্টার পেপার ৯ই মাঃ—১৩৷৷০। শ্রীগোপাল পেপার ১৪ই মাঃ—১৪৲।

চিনির কল

রাজা ৬ই মার্চ্চ—২৪৷০ ; ১২ই—২৪৷৶০ ২৪৷৷০। বুলাণ্ড ৯ই মাঃ—২৪৲ ; ১২ই—২৩৷৷৶০ ২৩৸০। নিউসাভান ৯ই মাঃ—১২৲। রামনগর কেন এণ্ড সুগার ৯ই মাঃ—১০/০ ; ১০ই—১০৲। সমস্তীপুর ৯ই মাঃ—১০৷০। মারী-ক্রয়ারী ১০ই মাঃ—১৫৲ ১৫/০। প্রতাবপুর (প্রেফ) ১০ই মাঃ—১৪৲। কাণপুর সুগার (অর্ডি) ১২ই মাঃ—২২৷৷০। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানোদয় ১১ই মাঃ—১৬৸০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৩ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে একটানা নৈরাশ্য ও নিষ্ক্রিয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। মিলমালিকগণ বাজার হইতে দূরে বসিয়া হাত গুটাইয়া থাকিবার নীতি গ্রহণ করায় বাজারে কাজকারবার যৎসামান্যই হইতেছে। বিক্রেতা মহল পাট বেচিয়া ফেলিবার জন্য বিশেষ তৎপর। কিন্তু অপর পক্ষের অনিশ্চিত ও ঔদাসীন্যের দরুণ বাজারে কর্ম্মতৎপরতার একান্ত

অভাব। সুদূর প্রাচ্যে সামরিক পরিস্থিতি যেরূপ শঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং উহার ফলে জাহাজ সংস্থান সম্পর্কে যে দুরূহ সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই পাটের বাজারে কোনরূপ উন্নতি দেখা দিবে বলিয়া আপাততঃ মনে হয় না। মফঃস্বল হইতে যে সকল সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে জানা যায় যে পাটের দর ক্রমেই নিম্নাভিমুখী হইয়া পড়িতেছে।

আলগা পাটের বাজারে পূর্ব্ববৎ মন্দারভাব চলিতেছে। কাজকারবার যাহা কিছু হইয়াছে তাহার পরিমাণ অতি সামান্য। গতকল্য ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট বটোমস্ ও ইউরোপীয়ান বটোমস্-এর দর ছিল যথাক্রমে ৭৸০ আনা ও ৮৲ টাকা। পাকা বেল বিভাগেও পূর্ব্বের ন্যায় মন্দার অবস্থা চলিতেছে। ফাটকা বাজারে কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই।

থলে ও চটের বাজারেও একটানা নিষ্ক্রিয়তার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। থলে ও চটের দর অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। বাজারে কর্ম্মতৎপরতার ভাব আদৌ লক্ষিত হইতেছে না। বাজারে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় যে, সুদূর প্রাচ্যের সামরিক পরিস্থিতি মিত্রপক্ষের অনুকূল না হওয়া পর্য্যন্ত পাটের বাজারে সুনিশ্চিত ভরসার ভাব দেখা দেওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কেন না, জাহাজ চলাচলের সুব্যবস্থার উপরই থলে ও চটের বাজারকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। রেঙ্গুণ ও সিঙ্গাপুরের পতনের ফলে প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে জাহাজ চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ১২ই মার্চ্চ তারিখে ৯ নং পোর্টার চট নগদ ১৭৸০ আনা, মার্চ্চ ১৭।০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৬৸০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৫৸০ আনায় এবং ১১নং পোর্টার চট নগদ ২২৸৶০ আনা, মার্চ্চ ২২৸০ আনা, এপ্রিল-জুন ২০।০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৸০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের স্থানীয় মজুত চটের পরিমাণের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, গত জানুয়ারী মাসের ২০ কোটি ৪০ লক্ষ গজের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২২ কোটি ৩৩ লক্ষ গজ।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ্চ।

বোম্বাই-এর তূলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কোনরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। মিল মালিকগণ অধিক পরিমাণ তূলা ক্রয় করিবার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না। ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্তে কাজকারবার আদৌ সন্তোষজনক নহে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে তূলার দরে মন্দার ভাব দেখা যায়। সপ্তাহব্যাপী ঐরূপ একটানা মন্দার অবস্থাই বজায় ছিল। গতকল্যকার (১৩ই মার্চ্চ) সংবাদে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তূলা ক্রয় সত্ত্বেও বোম্বাই-এর তূলার বাজারে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার দরুণ মন্দার ভাব বিদ্যমান ছিল। গতকল্য ১৩ই মার্চ্চ বাজার খোলার মুখে বেঙ্গল মার্চ্চ ১১৯৸০ আনা, বেঙ্গল মে ১২৬৲ টাকা, বেঙ্গল জুলাই ১৩২৲ টাকা, ওমরা মার্চ্চ ১২৭৸০ আনা, ওমরা মে ১৩৮৸০ আনা, ওমরা জুলাই ১৪৬৸০ আনা, বোরোচ এপ্রিল-মে ১৭০৲ টাকা ও বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ১৮৭৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। বাজার বন্ধের মুখে উহারা যথাক্রমে ১২২৲ টাকা, ১২৯৲ টাকা, ১৩৬৲ টাকা, ১২৩৸০ আনা, ১৩৯৸০ আনা, ১৪৯৲ টাকা, ১৭০।০ আনা ও ১৮৭।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৩ই মার্চ্চ।

বর্ত্তমানে সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে জাপানের একটানা সাফল্যের জন্য এবং রেঙ্গুণ সহর জাপানীদের হস্তগত হওয়ায়, বোম্বাইয়ে সোণার দর পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে আরও চড়িয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রত্যেকটী গিনি সোণার দর এবং প্রতি ভরি রেডি সোণার দর যথাক্রমে ৪১৸০ আনা এবং ৫৭৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি ভরি সোণার দর বোম্বাইয়ে ৫৪৸০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৫৭৸৴০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৫৭৸০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪২।০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণা ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে রূপা ক্রয় করিবার জন্য ক্রেতাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং রূপার দরও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বোম্বাইয়ে রূপার আমদানী কম ছিল এবং যে পরিমাণ রূপা বাজারে মজুদ ছিল তাহা খরিদ্দার-দের চাহিদা মিটাইতে পারে নাই। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ৯৬৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া পুনরায় ৮৯।০ আনায় পড়িয়া গিয়াছে। এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর হইতেছে ৮৫৸০ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৪।০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৯৪৸০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩½ পেন্সে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

(পাট ও বাঙ্গলা সরকার)

গত নবেম্বর মাসে পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পূর্ব্বে আমরা বারম্বার গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমান বৎসরে যেন গত বৎসরের তুলনায় এক একর অধিক জমিতেও পাটের চাষ না হয়। বাঙ্গলা সরকারকে তাঁহাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিয়া অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে পুনরায় অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। 'অবিলম্বে' এই জন্য যে ইতিমধ্যেই বাঙ্গলার নীচু জমিতে পাটের বীজ বপন করা আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে আর এক মাসকালও দেরী করেন তাহা হইলে তাঁহাদের এই ঘোষণায় হয় কোন ফল হইবে না—না হয় বাঙ্গলার কৃষক ধানের চাষের সময় হারাইয়া অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

বর্ত্তমান বৎসরে যদি গত বৎসরের সমপরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলে গত বৎসরের ৫৬ লক্ষ বেল মজুদ পাট লইয়া আগামী জুন মাসের পরবর্ত্তী এক বৎসরে মোট পাটের যোগান হইবে ১ কোটী ১০ লক্ষ বেল। উহা হইতে সম্বৎসরের চাহিদা মিটাইয়াও পরবর্ত্তী মরশুমের প্রাক্কালে ৩০।৩৫ লক্ষ বেল পাট মজুদ থাকিবে। এই ব্যবস্থায় যুদ্ধের প্রয়োজনীয় থলে ও চট সরবরাহে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না, চটকলওয়ালারা সব সময়েই ৪।৫ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট হাতে রাখিয়া কাজ করিতে সমর্থ হইবে এবং ভারত সরকারের কোন সাহায্য ব্যতিরেকেও পাটচাষী পাটের জন্য উপযুক্ত-রূপ মূল্য পাইবে। এই ব্যবস্থায় আর একটী সুফল হইবে যে, বাঙ্গলায় অধিকতর পরিমাণ জমি ধান চাষের জন্য নিয়োজিত হইতে পারিবে। গত বৎসর পাটের জমির পরিমাণ হ্রাস হওয়াতে বাঙ্গলায় গতপূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩৭ ভাগ বেশী ধান্য উৎপন্ন হওয়াতে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিগণ কোনওরূপে দু'মুঠা অন্নের সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছে। এবার ব্রহ্মদেশ হইতে বাঙ্গলায় এক গোটা চাউলও আমদানী হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এবার যদি বাঙ্গলায় অধিকতর পরিমাণ জমিতে ধান্যের চাষ না হয় তাহা হইলে এদেশে বহু লোক অন্নাভাবে মারা পড়িবে। আর কোন কারণে না হউক অন্ততঃ এই জন্য চলতি বৎসরে বাঙ্গলাদেশে পাটচাষের পরিমাণ যতদূর সম্ভব হ্রাস কর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গলাদেশে যে আজ পর্য্যন্ত পাটচাষীর সমূহ স্বার্থ লক্ষ্য কোন কার্য্যনীতি অনুসৃত হয় নাই তাহার প্রধান কারণ মন্ত্রিমণ্ডলের উপর ইউরোপীয় বণিকদের অত্যধিক প্রভাব। বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডল দেশের লোককে শত্রু করিয়া ইউরোপীয়দের অনুগ্রহের বলে এতদিন নিজেদের চাকুরী বজায় রাখিতেছিলেন। এই জন্যই এতদিন পর্য্যন্ত মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে বাঙ্গলার জনসাধারণের প্রকৃত হিতজনক কোন কাজে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমানে মন্ত্রিসভা দেশের সকল শ্রেণীর ব্যক্তির সমর্থন লাভ করিয়াছেন। এখন আর উহারা ইউরোপীয়দের কৃপাপাত্র নহেন। এই সময়েও যদি বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডল পাটচাষীর প্রকৃত হিতজনক উপায়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারেন তাহা হইলে বাঙ্গলাদেশকে অত্যন্ত দুর্ভাগা বলিতে হইবে।

(বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর আমরা অবগত হইলাম যে, ভারত সরকারের নির্দ্দেশক্রমে বাঙ্গলা সরকার চলতি বৎসরে গত ১৯৪০ সালের তুলনায় দশ আনার পরিবর্ত্তে আট আনা জমিতে পাট চাষের অনুমতি প্রদান করিবেন। অধিকন্তু ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, আগামীতে পাটের মূল্য যদি একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্যের নীচে নামিয়া যায় তাহা হইলে ভারত সরকার বাঙ্গলার পাটচাষীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিবেন। ভারত সরকার কর্ত্তৃক পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য কত নির্দ্ধারিত হইবে এখনও জানা যায় নাই। যদি পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য ন্যায্য নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে এই ব্যবস্থায় বাংলার পাটচাষী হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা বাংলায় খাদ্যাভাব নিবারণে তেমন কিছু সাহায্য করিবে না। আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গলাদেশে যাহাতে অধিকতর পরিমাণে ধানের চাষ হইতে পারে তজ্জন্য বর্ত্তমান বৎসরে পাটচাষের জমির পরিমাণ কিছুতেই ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের বেশী করা উচিত হইবে না। সঃ আঃ জঃ)